বাঙ্গালীর গান

[প্রত্যেক গীত রচয়িতার জীবনী
বা পরিচয় সহ।]

ভূতপূর্ব্ব "অনুসন্ধান"-সম্পাদক,

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট,—"বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন্ প্রেসে"

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

সন ১৩১২ সাল।

মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র

ভূমিকা।

সৃষ্টি ও সঙ্গীত।

সঙ্গীতের স্বরনিনাদে সংসার প্রতিধ্বনিত। অনন্ত ভরিয়া, আকাশ পূরিয়া, ঐ যে অনন্ত নাদ উঠিয়াছে, সঙ্গীতের ধ্বনি ব্যতীত তাহাকে আর কি বলিব? বিহঙ্গের কূজনে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, বায়ুর নিঃস্বনে, তরুবল্লরীর মর্ম্মর স্বরে, মেঘের গম্ভীর নির্ঘোষে, নির্ঝরিণীর কুলুকুলু-ধ্বনিতে,—সঙ্গীতের সুললিত তান কোথায় নাই? সিংহের গর্জ্জনে, হস্তীর নিষাদ-স্বরে, অশ্বের হ্রেষায়, রাসভের ষড়জ-চীৎকারে, গাভীর হাম্বারবে, ছাগের গান্ধার-ধ্বনিতে, বৃষের ঋষভ-শব্দে, মার্জ্জারের মিউমিউ সুরে,—সঙ্গীতের তান বিদ্যমান নাই কি?* অস্ফুট-শৈশব-কণ্ঠে যে অস্ফুট স্বর-লহরী উত্থিত হয়, ভাষাহীন অসভ্য বন্যজাতির অসম্বদ্ধ-স্বরে যে ভাব ব্যক্ত হয়,—সঙ্গীতের তান তাহারও মধ্যে শুনিতে পাই না কি?

সৃষ্টির আদি হইতেই সংসারে সঙ্গীত বিরাজমান। সেই যে প্রণব-ধ্বনি—ভগবদধিষ্ঠান, সঙ্গীত ব্যতীত তাহাকে আর কি বলিব? ঋষি-মহর্ষিগণ বেদগানে ভগবন্মহিমা কীর্ত্তন করিতেন; তখন হইতেই সঙ্গীতের সৃষ্টি বলিতে হয়। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতিও সঙ্গীতের সুরে সংগ্রথিত। "গীতা" † নামকরণেই গীত হওয়ার বিষয় প্রতিপন্ন হয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির বৈষ্ণব-পদলহরী,—এমন কি কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত পর্য্যন্ত, এক সময়ে এদেশে সঙ্গীত-রূপে প্রচারিত ও গীত হইত। সেদিন পর্য্যন্ত

---

* স—রি—গ—ম—পা—ধা—নি,—সঙ্গীতের এই সপ্ত সুর পশ্বাদির কণ্ঠনিঃসৃত স্বর হইতে সংগৃহীত। যথা;—

> "সস্বরো যঃ শ্রুতিস্থানে স্বনন্ হৃদয়রঞ্জকঃ।
> ষড়জর্ষভ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা।
> ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরা সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ।
> ময়ূর বৃষভচ্ছাগ ক্রৌঞ্চ কোকিল বাজিনঃ।
> মাতঙ্গশ্চক্রমেনাহুঃ স্বরানেতান্ সুহৃর্গমান্।"

কোন্ জন্তুর ধ্বনি হইতে কোন্ স্বর গৃহীত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। অন্যত্র, যথা,—

> "ষড়জং রৌতি ময়ূরস্তু গাবো নর্দ্দন্তি চর্ষভং।
> অজো রৌতি তু গান্ধারং ক্রৌঞ্চঃ কণতি মধ্যমং॥
> পুষ্পসাধারণে কালে কোকিলা রৌতি পঞ্চমং।
> ধৈবতং কুঞ্জরো রৌতি নিষাদং হ্রেষতে হয়ঃ॥"

যে ধ্বনি হইতেই যে স্বর গৃহীত হউক, মূল সিদ্ধান্ত বিষয়ে কোথাও মতানৈক্য নাই।

† "গীতা"—[গৈ (গান করা) + ত (ক্ত) স্ত্রীং]—গীত অর্থেই প্রযুক্ত হয়।

কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী', কেতকানন্দের 'মনসার ভাসান', ঘনরামের 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' এবং মাণিক চাঁদের 'গান', এদেশে গীত হইতে শুনা গিয়াছিল। আজিও এই যে সাঁওতাল, ভীল, কুকি, প্রভৃতি অসভ্য পার্ব্বতীয় জাতি দেখিতে পাই, যদিও তাহাদের মধ্যে ব্যাকরণের কঠিন নিগড়বদ্ধ ভাষা বা সঙ্গীত-শাস্ত্রের পদ্ধতিগত সুর-তান-লয় প্রচলিত নাই; কিন্তু সঙ্গীত তাহাদের মধ্যে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হয়, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সংসারে সঙ্গীতের তরঙ্গ প্রবাহিত।

প্রাচীন ভারতে সঙ্গীত-চর্চ্চা।

বৈদিক যুগে ঋষিগণ সঙ্গীতে সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের সাম-গান,—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ স্বরযোগে গীত হইত। 'নারদীয় শিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থে তাৎকালিক গান ও স্বরাদির বিধি লিপিবদ্ধ ছিল। তৎপরবর্ত্তী কালে—মহর্ষি বাল্মীকির সম-সময়ে—মহামুনি ভরত সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার পরে সোমেশ্বর, কল্লিনাথ ও হনুমন্ত, সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিশারদগণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে তৎকালপ্রচলিত মত 'রাগ-বিবোধ' গ্রন্থে বিবৃত। প্রাচীন ভারতে রাগ-রাগিণী-সংযুক্ত গীত-পূর্ণ বহু গ্রন্থ ছিল। তন্মধ্যে "শুভঙ্কর কৃত সঙ্গীত দামোদর, বীরনারায়ণ কৃত সঙ্গীত-নির্ণয়, হরিভট্টকৃত সঙ্গীতসার, সঙ্গীতার্ণব, সঙ্গীত-রত্নাবলী, পুরুষোত্তম কৃত সঙ্গীতনারায়ণ, নারদপঞ্চম সারসংহিতা, শিহ্লন-কৃত রাগসর্ব্বস্বসার, শার্ঙ্গদেব কৃত সঙ্গীতরত্নাকর, সিংহভূপাল কৃত সঙ্গীতসুধাকর, হরিভট্ট কৃত সঙ্গীত-দর্পণ, রাগমালিকা, হরিনারায়ণ কৃত সঙ্গীতসার, নারদসংবাদ, নারদপুরাণ, রত্নমালা, সঙ্গীত-কৌস্তভ, অহ্মভট্ট কৃত তাণ্ডবতরঙ্গেশ্বর, গীতসিদ্ধান্ত ভাস্কর, বিশ্ববসু কৃত ধ্বনিমঞ্জরী, রাগার্ণব" * প্রভৃতি গ্রন্থ এক্ষণেও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে।

স্বরাদি জ্ঞান

ঋষিগণই সঙ্গীত-শাস্ত্রে সপ্তস্বর (সা-রি-গা-মা প্রভৃতি †) এবং সপ্তধ্যায় (স্বর, রাগ, তাল, নৃত্য ভাব, কোকা এবং হস্ত) প্রবর্ত্তনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাই সাধনা দ্বারা ভৈরব, কৌশিক প্রভৃতি ছয় রাগ ‡ এবং গৌরী, টোরী, ভৈরবী প্রভৃতি রাগিণী ও তদন্তর্গত নানাবিধ উপ-রাগ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কোন্ সময়ে কোন্ রাগিণী প্রশস্ত, তাহাও

রাগ-রাগিণী সন্নিবেশ।

---

* ৺রামদাস সেন প্রণীত "ভারতবর্ষের সঙ্গীত-শাস্ত্র" দ্রষ্টব্য।

† "শ্রুতিভ্যঃ স্যুঃ স্বরাঃ ষড়জর্ষভঃ গান্ধার-মধ্যমাঃ।
পঞ্চমো ধৈবতশ্চাপি নিষাদ ইতি সপ্ততে।
তেষাং সংজ্ঞাঃ সরিগম-পধনিত্যপরাসতাঃ।"

‡ যাহাতে লোককে মোহিত করা যায়, তাহাই রাগ। যথা,—
"যস্য শ্রবণমাত্রেণ রজ্যন্তে সকলাঃ প্রজাঃ।
সর্ব্বাসাং রঞ্জনাদ্ধেতোস্তেন রাগ ইতি স্মৃতঃ॥"

ছয় রাগ; যথা,—
"শ্রীরাগোহথ বসন্তশ্চ পঞ্চমো ভৈরবস্তথা।
মেঘরাগশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ ষষ্ঠো নটনারায়ণঃ।"

তাল ও স্বর সংযোগ।

তাঁহাদেরই কর্তৃক নির্দ্ধারিত হয়। সঙ্গীতে তাল* যোজনা এবং নানা বাদ্য-যন্ত্রও তাঁহাদেরই প্রবর্তিত। ফলতঃ, কালক্রমে রূপান্তরে ও ভাবান্তরে অধুনা যে গীত-বাদ্য প্রচলিত আছে, তাহা সেই ঋষি মহর্ষি প্রবর্ত্তিত পুরাতনেরই অনুসরণ মাত্র।

আর্য্য ঋষিগণের গীত সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইত, এ কথা বলাই বাহুল্য। তখন বাঙ্গালা ভাষার অস্তিত্ব ছিল না; বাঙ্গালী জাতিরও বিকাশ হয় নাই।

বঙ্গভাষায় উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ।

পরে যখন কিছু কাল ধরিয়া অধীনতার ঘোর অন্ধকারে ভারতবর্ষকে আবৃত করিল, পরিবর্তনশীল কুটিল কালের বিষম তরঙ্গাভিঘাতে তাহার সমাজ ও ধর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিল, নিদারুণ ঝঞ্ঝাবাতে জাতীয় জীবনের অটল ভিত্তি বিপর্য্যস্ত করিল; সেই সময়—সেই বিপ্লব ও কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া, এক অভিনব জাতি ও ভাষার অভ্যুদয় আরম্ভ হইল। সেই জাতিই—এই বাঙ্গালী জাতি; আর সেই ভাষাই—এই বঙ্গভাষা। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গ, জাতি-বিকাশ-বিষয়ে আলোচনার উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনে করি না; তবে এ ক্ষেত্রে "বাঙ্গালীর গান" উপলক্ষে ভাষা-সম্বন্ধে এই দুই, চারি কথার আলোচনা, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

উৎপত্তির সময় নির্দ্দেশ।

বঙ্গভাষার উৎপত্তির সময় নিরূপণ-সম্বন্ধে নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—অধ্যাপক বিশ্বামিত্রের নিকট বুদ্ধদেব অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, সৌরাষ্ট্রী, ব্রাহ্মী, মগধ-লিপি শিক্ষা করিতেন,—একথা ললিত বিস্তরে দেখা যায়। বুদ্ধদেব খৃষ্ট-জন্মের ৫৫৭ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। যদি আমরা 'ললিত-বিস্তরের' ব্যাখ্যানুসারে বঙ্গলিপির সময় নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে অন্যূন আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে † এতদ্দেশে বঙ্গভাষা ও বঙ্গাক্ষর প্রচলিত ছিল, স্বীকার করিতে হয়। ত্রিপুরা চট্টগ্রামের তাম্রশাসন এবং গৌড়ের সেন-রাজগণের তাম্রশাসন অন্ততঃ আট শত বৎসর পূর্ব্বের বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু ঐ সকল তাম্রশাসন বঙ্গভাষায় লিখিত। প্রাকৃত ভাষার সমাধিক্ষেত্রে যদি বঙ্গভাষার বীজাঙ্কুর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও প্রায় ১২ শত বৎসর হইতে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে ‡। "সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থে স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা ও বর্ণমালা এক সঙ্গেই

---

* চিত্রতাল, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল প্রভৃতি।

† শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে এই হিসাবে কিছু বিষম ভুল করিয়াছেন। 'ললিত বিস্তরের' নির্দ্দেশক্রমে খৃষ্টজন্মের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বের কথা স্বীকার করিয়াও, "বঙ্গভাষার ও বঙ্গাক্ষরের সহস্রবৎসরপূর্ব্ব উৎপত্তির সূত্র" খুঁজিয়া পান নাই।

‡ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে হারণলি সাহেবের মত-উদ্ধারেও ইহা প্রমাণিত হয়।

উৎপন্ন হইয়া এদেশে প্রচলিত আছে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অন্যূন ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন *। তৎপরে, বঙ্গভাষা কিরূপ উন্নতির পথে দিন দিন অগ্রসর হইতেছে, তাহা ইতিহাসের সীমার মধ্যেই নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

উৎপত্তি। অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হয়, সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই দুই ভাষা দেশ মধ্যে প্রধানতঃ প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষাই আর্য্যজাতির শাস্ত্রীয় ও লিখিত ভাষা, এবং প্রাকৃত ভাষা তাঁহাদিগের কথিত ভাষা ছিল। ব্রহ্মাবর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যজাতি যখন বিভিন্ন প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন তাঁহাদের ভাষা ও বর্ণ, প্রাদেশিক ভাষার সংমিশ্রণে নূতন আকার ধারণ করিয়া নূতন নূতন ভাষার সৃষ্টি করিল। বঙ্গদেশ-প্রচলিত গৌড়ীয় ভাষা, † তাহারই অন্যতম। সংস্কৃত-প্রাকৃত-প্রাদেশিক মিশ্রণে গৌড়ীয় ভাষার এই উৎপত্তি মূলে, পালী, মাগধী, মৈথিলী, ব্রজবুলি, হিন্দী, উড়িয়া, উর্দ্দু, পার্শী প্রভৃতি ভাষার সংযোগে, আদি ভাষা-সমূহের প্রভাব লোপ পাইয়া, ক্রমে এই আধুনিক বঙ্গভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার সহিত গৌড়ীয় ভাষার সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য গৌড়ীয় কয়েকটী জাতীর ভাষার সামান্য নমুনা ‡ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বাঙ্গালা ভাষা	গৌড়ীয় বাঙ্গালা ভাষা।	চাক্রী ও গাঙ্গত প্রভৃতি জাতির ভাষা।	মুসলমান প্রভৃতির খোট্টাভাষা।
প্রাতঃকালে আসিব,	বিহানে আসবো,	বিন্নি আবো,	পোঁহাতে আনেঙ্গে।
আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে,	খাবার হ'ল ছে,	খাস ভেলহো,	খানেকা হুয়া হ্যায়।
ভাজা ভাজিয়াছে,	ভাজা ভাজেছে,	লাহীরী ভুজ লেছেন,	ভুণা ভুণিসুখা।
স্থান পরিষ্কার হইয়াছে,	চোকা হ'লছে,	হ্যারোয়া নেল ছেন'	জুট গা উঠায়া হো।
স্নান করিতে যাবে না ?	নাইতে না যাবে ?	নাহাবের না যাবিনি ?	নাহানে যাগা নেহি ?
বেহাইন! এদিকে এস,	বেহাইন এধারে আস,	সমুধিন্ ইধির আবো,	সমধিন্ ইধির আওবে।
পিপীলিকায় কামড়াইয়াছে,	পিপড়া কামড়ালছে,	চুটি কাটি লেল কে,	খোঁটা কাট লিয়া।
বৃষ্টি হইয়াছিল,	ঝাড় হল ছিল,	ঝড়ি ভেলছোল,	পান ভিগা থা।
আমি বালক,	হামি চ্যাঙ্গড়া আছি	হামেত চ্যাঙ্গড়া আছি,	হাম্ ল্যাড়কা হো।
বেড়াইতে যাইবা ?	বেড়ানে যাবি ?	বুলেন যাবে ?	ঘুমনে যাগা ?
কাপড় কাচিয়া লই,	কাপড় খিঁচেলি,	ভেটিয়া সিনাই করলি,	কাপড়া খাঁচকে লেই।

* ১৩০০ সালের ১৫ই মাঘের "অনুসন্ধান" এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আছে। স্বর্গীয় পণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'বঙ্গদর্শনে' দেখাইয়াছেন যে,—'মিথিলায় পঞ্জী নামে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ আছে। তাহাতে রাজাদিগের ও ব্রাহ্মণগণের পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৪৮ শকে মিথিলাধিপতি হরসিংহের রাজত্ব-সময়ে উক্ত গ্রন্থের রচনা আরম্ভ হয়। এই পঞ্জীগ্রন্থে বিদ্যাপতির পরিচয় আছে।" ১২৪৮ শক অর্থাৎ প্রায় ৫৭১ বৎসর পূর্ব্বের কথা। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম-সাময়িক ছিলেন।

† গৌড়ীয় ভাষা অর্থে বঙ্গ ভাষাকেই আমরা লক্ষ্য করিতেছি। গৌড়, বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। গৌড়ীয় ভাষাকে, বঙ্গদেশের ভাষা ব্যতীত আর কি বলিব ?

‡ ১৩০০ সালের ৩১ এ শ্রাবণের 'অনুসন্ধানে' 'গৌড় বা লক্ষণাবতী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অতঃপর সংস্কৃত, প্রাকৃত, মৈথিলী ও বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য দেখাইবারও একটু চেষ্টা করিতেছি ;—

সংস্কৃত।	প্রাকৃত।	বাঙ্গালা।	মৈথিলী।
অদ্য	অজ্জ	আজ	আজু।
ত্বয়া	তুএ	তুই	তুহুঁ।
সখি	সহি	সখি, সই	সই, সখি।
বিদ্যুৎ	বিজ্জুলী	বিজুলী	বিজুরি
স্থানম্	ঠান	ঠাঁই	ঠাঞি।
অহং	আম্হি	আমি	হাম।
চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ	চন্দা।

ফলতঃ ভাষার পরস্পর নৈকট্য সম্বন্ধ ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ভা... উৎপত্তি গঠনের আভাস ইহার [illegible] রহিয়াছে।

ভাষা-বিপ্লব ও ভাষা বিকাশ

রাষ্ট্র-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব, ধর্ম্ম-বিপ্লব বা রুচি-বিপ্লবে ভাষার বিপ্লব সাধিত হয়। একবিধ বিপ্লবেই রক্ষা নাই ; এই চতুর্ব্বিধ বিপ্লব, বঙ্গদেশের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং বঙ্গদেশের ভাষায় যে পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষার বিকাশ ও বিস্তার,—সেই বিপ্লবেরই প্রতিক্রিয়া। সংস্কৃত ভাষা বহুকাল হইতে শান্তিতে রাজত্ব করিতেছিল ; সহসা বৌদ্ধ যুগের আবির্ভাবে পালি ভাষা আসিয়া তাহার উপর প্রথম উপদ্রব আরম্ভ করিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে, দেশের আচার,

বৌদ্ধযুগের আবির্ভাব, ভাষা-পরিবর্ত্তন।

ব্যবহার, শাস্ত্র, ভাব, ভাষা পরিবর্ত্তিত হইল। বুদ্ধদেব পালি ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করিতেন ; তাঁহার দেহত্যাগকালে, তিনি শিষ্যমণ্ডলীকেও সেই পালি ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে উপদেশ দিয়া যান। সে প্রায় ২৩৮২ বৎসর পূর্ব্বের কথা। জৈমিনি ও ভট্টপাদ, বুদ্ধদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। পালিভাষার দাঠাবংশ, ধম্মপাদ, সুত্তনিপাত প্রভৃতি গ্রন্থ এই সময় রচিত হয়। পালি ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধ-বিষয়ে দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। তাহাতে বঙ্গ-ভাষার সহিতও তাহার সম্বন্ধ বুঝা যাইবে। যথা,—

সংস্কৃত।—অভিধর্ম্ম, অমৃত, মার্গ, অশ্ব, শ্রুতি।

পালি।—অভিধম্ম, অমত, মাগ্গো, অসো, সুত্তি।

কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে পালি ভাষার প্রবর্ত্তনায় ভাষার মিষ্টত্ব সাধিত হইয়াছিল ; আবার অনেকে বলেন, তাহাতে সংস্কৃত ভাষার ওজঃ-গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়াছিল যাহাই হউক, বৌদ্ধ-যুগের অবসানে, হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, এদেশে পুনরায় সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত হইলেও, পালি ভাষা বর্ত্তমান বঙ্গভাষার একটী সূক্ষ্ম স্তর গঠিত করিয়া গেল। এই সময় গোপীপাল, মহীপাল ও যোগী পাল গান রচনা করিয়া-

ছিলেন বলিয়া চৈতন্য-ভাগবতে উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ গান তাঁহারা কোন্ ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই। অনুমান হয়, বিমিশ্র পালি ভাষাতেই উহা রচিত হইয়াছিল।

মধ্যে কিছু দিন, ধর্ম্মবিপ্লবের ঘাত-প্রতিঘাতে, সাম্প্রদায়িক মত লইয়া, শাক্ত, শৈব, জৈন প্রভৃতির দ্বন্দ্বে, বঙ্গদেশ আন্দোলিত ছিল। তৎকালে সাহিত্যের ও ভাষার যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। নূতন বঙ্গভাষা সংগঠনের বীজ, এই সময়ই অলক্ষ্যে অঙ্কুরিত হয়। তৎসাময়িক বৃত্তান্ত বিশেষ কিছু রাজন্যবর্গ বঙ্গভাষার পুষ্টিপক্ষে উদ্যোগী ছিলেন, কেহ কেহ এরূপ কহিয়া থাকেন। গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের রচিত কয়েকটী পদ, পদসমুদ্রে স্থান পাইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত আছে

ভাষা উৎপত্তির মূল।

সরল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুরাণাদি বাঙ্গালা ভাষা সৃষ্টির পথ একটু সরল করিয়া রাখিয়াছিল। জয়দেব গোস্বামী আবির্ভূত হইয়া, ললিত-মধুর 'গীতগোবিন্দ' রচনায় বঙ্গভাষা সৃষ্টির আদিস্তর সংগঠন করেন। তিনি গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্ ছিলেন; প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে এই বঙ্গভূমে তিনি অবতীর্ণ হন। তাঁহার পর, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন, করেন। চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী এবং সম-সাময়িক পদ-কর্ত্তৃগণ তাঁহাদেরই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। এই যুগ, বাঙ্গালা ভাষার—অন্ততঃ লিপিবদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার—আদিযুগ বলিয়া জানা যায়।

মুসলমান অধিকারে ও চৈতন্য দেবের সময়ে বঙ্গভাষা।

জয়দেব যদিও বিদ্যাপতি প্রভৃতির পূর্ব্বে গীতগোবিন্দ রচনা করেন, কিন্তু তাহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বলিয়া তাঁহাকেও বঙ্গভাষার আদি-কবি বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তবে তিনি যে ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান, বিদ্যাপতি প্রভৃতি পরবর্ত্তী কবিগণ তদুপরি সৌধ নির্ম্মাণ করেন,—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ৭৩৩ সালের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইতঃপূর্ব্বে এদেশে প্রাকৃত ভাষার যে প্রাধান্য ছিল, ২০৭ সাল হইতে ৮০৭ সাল মধ্যে তাহার প্রভাব বিলুপ্ত হয়। বঙ্গভাষার এবংবিধ উন্নতির কাল, মুসলমান-রাজত্বের অন্তর্গত।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী, বঙ্গভাষার আদি রচনা বলিয়া স্বীকার করিলেও, বিদ্যাপতির রচনায় মৈথিলী ভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়। চণ্ডীদাসের বাঙ্গালা অপেক্ষাকৃত অবিমিশ্র। দুই কবির দুইটী পদ দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি;—

বিদ্যাপতি;——

অরুণ পুরব দিশ, বহল সগর নিশ,
গগন মগন ভেল চন্দা।
মুদি গেল কুমুদিনী, তইও তোহরি ধনি,
মুদল মুখ অরবিন্দা॥

কমল বদন, কুবলয় দুহুঁ লোচন,
অধর মাধুরি নিরমাণে।
সকল শরীর কুসুম তুঅ সিরজিল,
কিঅ দঈ হৃদয় পখাণে॥
অসকতি কর কঙ্কণ নহি পরিহসি,
হৃদয় হার ভেল ভারে।
গিরি সম গরুঅ মান নাহি মুঞ্চসি,
অপরুব তুঅ ব্যবহারে॥
অবগুণ পরিহরি হরখি হরুধনি,
মানক অবধি বিহানে
রাজা শিবসিংহ রূপ নারায়ণ,
বিদ্যাপতি-কবি ভাণে॥

চণ্ডীদাস ;———

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম-পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী-ধরম কৈসে রয়॥
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুল-নাশে,
আপনার যৌবন যাচায়॥

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পরই চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। ৮৯২ সালে (১৪০৭ শকে তিনি অবতীর্ণ হন। এই সময় বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির যুগান্তর উপস্থিত হয়। এই যুগে লোচন দাস (৯৩০ সালে), জ্ঞানদাস (৯৩৭ সালে), গোবিন্দদাস (৯৪৪ সালে), যদুনন্দন (৯৪৪ সালে), বাবা আউল মনোহর দাস, বলরামদাস, বৃন্দাবন দাস, প্রেমদাস, রায় শেখর

ঘনশ্যাম, নিত্যানন্দ দাস, শ্রীনিবাস প্রভৃতি অন্যূন দুই শত প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করেন *। অবিমিশ্র বাঙ্গালা ভাষার যাঁহারা প্রবর্ত্তক, সেই কৃত্তিবাস (৯১৫ সালে), কবিকঙ্কণ (৯৫৪ সালে) এবং কাশীরাম দাস (৯৬৫ সালে) প্রভৃতি এই সময় জন্ম গ্রহণ করেন। অন্যূন নয় জন মুসলমান-পদকর্ত্তারও পরিচয় এই সময় পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে কেবল প্রেমের বর্ণনা ছিল; কিন্তু এই চৈতন্য-যুগের বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সহিত ভক্তিভাব মিশ্রিত হয়; এবং তাঁহাদিগের পদাবলীতে জীবনচরিত বর্ণনা প্রবর্ত্তিত হয়। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস, তাঁহাদের মহাকাব্যে প্রকারান্তরে বঙ্গভাষায় পুরাণেতিহাসই সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। হিন্দী ব্রজ বুলি, উর্দ্দু, সংস্কৃত, পারশী প্রভৃতি ভাষা, এই সময় বঙ্গভাষার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; এবং সেই সকল ভাষার সংমিশ্রনে বঙ্গভাষা নূতন ভূষায় সজ্জিত হইতেছিল।

এ দেশের মুসলমান-নৃপতিগণেরও কেহ কেহ বঙ্গভাষার উৎসাহদাতা ছিলেন। হুসেন সাহের রাজত্ব-সময়ে (৯০১ হইতে ৯৩২ সাল) তৎপুত্র নসরৎ সাহ 'ভারত-পাঞ্চালী' রচনা করাইয়া ছিলেন; সনাতন ও পুরন্দর খাঁ, হুসেন সার সভাসদরূপে হিন্দুশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন। ছোটী খাঁর মহাভারত এই সময়ই রচিত হয়। এই মুসলমান নৃপতিগণের অধিকার-কালে মাধবাচার্য্য, অযোধ্যারাম, ক্ষমানন্দ কেতকীদাস, কবিচন্দ্র, ঘনরাম প্রভৃতিও বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও বঙ্গভাষা।

অতঃপর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাবে বঙ্গভাষার আর এক নূতন স্তর সংগঠিত হয়। ১১১৭ সালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ এবং রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, এই যুগের দুইটী উজ্জ্বল রত্ন। এই সময় হইতে এবং ইহার পরবর্ত্তী কালে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়, তাহাই এই 'বাঙ্গালীর গান' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতা ও গান, এই সময় বঙ্গসাহিত্যের সমূহ শোভাসংবর্দ্ধন করে। ভাষার শ্রীবৃদ্ধির পরিচয়ও এই হইতেই পাওয়া যায়। তৎপরে ভাষার-ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যে সঙ্গীতের যে ক্রমোন্নতি সাধিত হয়, তাহা স্বতঃ-প্রকটিত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ও গদ্য ভাষায় যে কোনও পুস্তক লিখিত হইয়াছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই; তবে বাঙ্গালা গদ্য ভাষায় চিঠিপত্র লেখা যে এই সময় প্রচলিত ছিল, মহারাজ নন্দকুমারের পত্রাদিতে † তাহা জানাতে পারা যায়।

---

* স্বর্গীয় রামদাস সেন এবং পণ্ডিত গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদবারিধি মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে বহু বৈষ্ণবপদকর্ত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হর-প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৈষ্ণবকবিগণের যে তালিকা সংগ্রহ করেন, তাহাতে ১১৪ জন পদ-কর্ত্তার পরিচয় পাওয়া যায়; শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, তদধিক আরও ৩৪ জনের পরিচয় দিয়াছেন।

† "ক্যালকাটা মাগাজিন" মাসিক পত্রে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

সঙ্গীতই প্রথম রচনা।

সঙ্গীত যে ভাষার আদি সৃষ্টি, এ বিষয় আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। সঙ্গীত ও কবিতা, ভাষাকে প্রস্ফুট করিবার প্রথম সোপান। আজি আমরা দেখিতে পাই, এ সংসারে যাঁহারা কবি বা লেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠান্বিত, কবিতা কিম্বা সঙ্গীতই তাঁহাদের প্রথম রচনা। সেই সঙ্গীত বা কবিতার মধ্য দিয়াই বঙ্গভাষা বর্ত্তমান উন্নতির পথে উপনীত হইয়াছে। সে বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার স্থান ইহা নহে; পরন্তু আজিকালি বিবিধ প্রকারে এতৎপ্রসঙ্গের অবতারণাও দেখিতে পাই; সুতরাং 'বাঙ্গালীর গানের' প্রারম্ভ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া তৎসংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনায় আমরা ক্ষান্ত হইলাম।

সঙ্গীতের যুগ বিভাগ।

সঙ্গীতের সৃষ্টি হইতে বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত যত সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদায়কে প্রধানতঃ সাত ভাগে বিভক্ত করা যায়। এই সাত ভাগের সঙ্গীতকে আমরা সাত যুগের বা সাত সম্প্রদায়ের সঙ্গীত সংজ্ঞা প্রদান করিলাম।

প্রথম যুগ।

প্রথম যুগের সঙ্গীত-রচয়িতা,—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে আজিও যে সকল সঙ্গীত রচিত হইতেছে, তৎসমুদায়কে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া মনে করি।

দ্বিতীয় যুগ।

দ্বিতীয় যুগের প্রবর্ত্তক—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। তাঁহার অনুসরণে আজিও যাঁহারা সঙ্গীত রচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে রামপ্রসাদের সম্প্রদায় মধ্যে গণ্য করি। আজু গোঁসাই, রামদুলাল প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের প্রথম দলভুক্ত।

তৃতীয় যুগ।

তৃতীয় যুগে—কবিগীতির সৃষ্টি। রঘুনাথ, হরুঠাকুর, রাম বসু প্রভৃতি এই সময়ের প্রসিদ্ধ কবিগীতি-রচয়িতা। ইঁহারা যে অমূল্য ভূষণে বঙ্গভাষাকে সুসজ্জিত করেন, তাহা চিরদিন সমুজ্জ্বল বিরাজ করিবে।

চতুর্থ যুগ।

বাঙ্গালা সঙ্গীতের চতুর্থ যুগ—টপ্পা। ভারতচন্দ্রের পর নিধু বাবুই সর্ব্ব প্রথম সরল বাঙ্গালা ভাষায় বিশুদ্ধ ভাবব্যঞ্জক টপ্পা সঙ্গীত রচনা করিয়া বাঙ্গালীকে মোহিত করেন। শ্রীধর কথক প্রভৃতি নিধু বাবুর পরবর্ত্তী টপ্পা-গীতি-রচয়িতাগণ এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

পঞ্চম যুগ।

কীর্ত্তন ও পাঁচালী রচয়িতাগণই—পঞ্চম যুগের প্রবর্ত্তক। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তনের সৃষ্টি; পাঁচালী—কবি গীতিরই রূপান্তর মাত্র। মধুকান কীর্ত্তনের এবং দাশরথী রায় পাঁচালীর প্রবর্ত্তক। তাহার পর, বাঙ্গালীর গানে আর এক নূতন যুগের সৃষ্টি হয়। তাহাই ষষ্ঠ যুগ।

ষষ্ঠ যুগ

রাজা রামমোহন রায় এই যুগের প্রথম পথ-প্রদর্শক। ইনিই প্রথমতঃ ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। তৎপরবর্ত্তী ব্রহ্মসঙ্গীত রচয়িতাগণ ইঁহারই অনুকরণ করিতেছেন। বর্ত্তমান যুগকে আমরা সঙ্গীতের

সপ্তম যুগ

সপ্তম যুগে অভিহিত করিতে পারি। এ যুগের কিছুই নূতনত্ব নাই। এ যুগে নামে যাহা কিছু হইয়াছে, সকলই পূর্ব্ববর্ত্তী গীত-রচয়িতাগণের অনুসরণ মাত্র। যাত্রা, থিয়েটার এবং ধর্ম্মসঙ্গীত প্রভৃতিতে রচনার নূতন পন্থা আর প্রদর্শিত হইতেছে না। অনুকরণে নানারূপ গানই রচিত হইতেছে বটে; কিন্তু তাহাতে সকল যুগেরগানেরই সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। সুতরাং বর্ত্তমান যুগকে 'মিশ্র-যুগ' নামে অভিহিত করিলেও করিতে পারা যায়।

প্রত্যেক যুগের গান-রচয়িতাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহাদের রচিত গান-সম্বন্ধেও আমাদের মন্তব্য অনেক স্থলে প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং বিস্তৃতি-ভয়ে এস্থলে সে সকল কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

* * * *

বঙ্গসাহিত্যের সুরম্য উদ্যানে অসংখ্য সঙ্গীত-কুসুম প্রস্ফুটিত আছে। বেলা, মল্লিকা, যুঁই, জাতি, যূথী, গোলাপ, গন্ধরাজ,—সৌরভে সে উদ্যান আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে; অন্যত্র, পলাশ, কিংশুক, অপরাজিতা, জবা, স্থলপদ্ম প্রভৃতি,—উদ্যান আলো করিয়া রহিয়াছে; আবার, উদ্যান-বৃতি-পার্শ্বে, ঘেঁটু, আকন্দ, চিতা, কালিকা প্রভৃতিরও অভাব নাই। "বাঙ্গালীর গান" মাল্য-রচনা-ব্যপদেশে এই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া আমরা বহুপুষ্প চয়ন করিয়াছি। আমাদের অসংযত নির্ব্বাচন-দোষে যদি গোলাপের পার্শ্বে, ঘেঁটু গ্রন্থন করিয়া থাকি, সে ত্রুটি সহৃদয়গণ মার্জ্জনা করিবেন।

———

সম্পাদকের নিবেদন।

"বাঙ্গালীর গান",—এই সুবৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলনে, সম্পাদনে ও মুদ্রাঙ্কনে কত সময় আবশ্যক, তাহা সহজেই অনুমেয়; বিশেষতঃ, প্রত্যেক গীত-রচয়িতার জীবনী বা পরিচয় সহ এদেশে এরূপ গ্রন্থ প্রকাশ করা কিরূপ দুরূহ ও সময়-সাপেক্ষ কার্য্য, তাহা ভুক্ত-ভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। অন্ততঃ, দুই বৎসরের কম এতাদৃশ গ্রন্থ সুসম্পাদিত ও প্রকাশিত হওয়া অসাধ্য। সেই অসাধ্য কার্য্য আমরা দুই মাসের মধ্যে সমাধানের চেষ্টা পাইয়াছি। সুতরাং নানা প্রকারের ভ্রম ত্রুটির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই।

এই গ্রন্থ সম্পাদনে প্রধানতঃ যাঁহাদের সাহায্য পাইয়াছি, তন্মধ্যে আমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ-স্থানীয় প্রতিষ্ঠান্বিত ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। পরম প্রীতিভাজন শ্রীমান প্রমথনাথ সান্যাল ও শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জমোহন লাহিড়ী,—ইঁহারাও এই সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ" ও "বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থদ্বয় হইতেও আমরা অনেক সাহায্য পাইয়াছি। সেই জন্য শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার ধন্য বাদার্হ। পরিশেষে, যে সকল সঙ্গীত-রচয়িতার সঙ্গীত এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাদের নিকটেও আমরা চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

"বঙ্গবাসীর" প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু মহোদয় বড় সাধ করিয়া তাঁহার এই "বাঙ্গালীর গান" গ্রন্থ সম্পাদনের ভার আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বড়সাধের "বাঙ্গালীর গান", তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে পারিলাম না,—এ ক্ষোভ আমার সারাজীবনে রহিয়া গেল।

"বঙ্গবাসী"-কার্য্যালয়,
২রা আশ্বিন, সোমবার,
১৩১২ সাল।

বিনীত
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

সঙ্গীত-রচয়িতাগণের নাম।:

(বর্ণানুক্রমিক সূচী।)

গানের সূচী।

অ।

আ।

ই।

উ ।

এ ।

ঐ।

ও।

ক।

খ।

গ।

ঘ।

চ।

ছ।

জ।

প

ফ

ব

ম

র

ল

শ

বাঙ্গালীর গান।

রামপ্রসাদ।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ২৪-পরগণা হালিসহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট (কুমারহাটা) গ্রামে বৈদ্য-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। ১৬৪০—৪৫ শকের মধ্যে (১১২৫—৩০ সালে) রামপ্রসাদের জন্ম হয়। রামপ্রসাদ তাঁহার পিতার চতুর্থ সন্তান। অল্প বয়স হইতেই রামপ্রসাদ বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী ও পারস্য ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি কৌলিক চিকিৎসা-ব্যবসায় শিক্ষা করেন নাই : সুতরাং পিতৃবিয়োগের পর, অনুমান ১৭।১৮ বৎসর বয়সের সময়, তিনি কলিকাতার এক ধনীর গৃহে মুহরীগিরী চাকরী গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই কবিতা ও সঙ্গীত রচনায় তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি ছিল : মুহরীগিরী কার্য্য করিতে করিতেও, সময় সময় তিনি সঙ্গীত-রচনায় বিভোর হইতেন। একদিন তাঁহার এক উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী জমাখরচের খাতা তদারক করিতে গিয়া দেখিতে পান যে, রামপ্রসাদ সেই খাতার মধ্যে গান লিখিয়া রাখিয়াছেন। কর্ম্মচারী সেই কথা রামপ্রসাদের প্রভুর নিকট জ্ঞাপন করেন। "আমায় দে মা তবিলদারী" এই গীতটী খাতার প্রথমেই লিখিত ছিল। প্রভু এই গানটী পাঠ করিয়া এতই মুগ্ধ হন যে, তৎক্ষণাৎ রামপ্রসাদকে নিকটে ডাকিয়া উৎসাহ দিয়া তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই হইতেই রামপ্রসাদের হৃদয়-মধ্যে ভাব-সমুদ্র উথলিয়া উঠে ; সঙ্গীত-রচনার সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টদেবের সাধনায় তাঁহার মন আকৃষ্ট হয়। ইহার পর রামপ্রসাদ চাকরী পরিত্যাগ করিয়া তান্ত্রিক মতে কালীর সাধনায় নিযুক্ত হন। 'কালী কালী' বলিয়া তন্ময় হইয়া রামপ্রসাদ মাকে আহ্বান করিতেন। সেই প্রাণের আহ্বান আজি জগতের প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতরূপে বিরাজ করিতেছে।

রামপ্রসাদ যে সময় কুমারহট্টে আসিয়া বসতি করিতেছেন, বাঙ্গালার অদ্বিতীয় বিদ্যোৎসাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তখন নবদ্বীপের রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করিয়া আছেন ; মহাকবি ভারতচন্দ্র তখন তাঁহার সভাসদরূপে বিরাজমান। রামপ্রসাদের কবিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, মহারাজ তাঁহাকেও আপন সভাসদ্‌মধ্যে পরিগণিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু রামপ্রসাদ তখন বিষয়াসক্তিশূন্য ; সুতরাং মহারাজের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তথাপি কবিত্বের সম্মান-প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হন না ; রামপ্রসাদকে কবিরঞ্জন উপাধি ও এক শত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন। রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' এই সময়ই রচিত হয়।

রামপ্রসাদের রচিত কবিতা ও সঙ্গীত প্রভৃতি এখন দুষ্প্রাপ্য। কতকগুলি সঙ্গীত এবং 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থ ব্যতীত, তাঁহার আর কোন গ্রন্থই এখন সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। অথচ, তাঁহার 'বিদ্যা-সুন্দরের অষ্টমঙ্গলা' প্রভৃতি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, তিনি অন্যান্য কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী আছে, রামপ্রসাদ প্রতিদিন ৺ পাঁচটী করিয়া সঙ্গীত রচনা করিতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, রামপ্রসাদ ৫৪ বৎস[illegible]তোলা" ৬ [illegible] এই কিংবদন্তী ও অনুমানের

কিয়দংশও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে রামপ্রসাদের কত অমূল্য গীত-রত্ন যে কাল-কবলে গ্রস্ত হইয়াছে, তাহা সহজেই প্রতীত হয়। তাঁহার একটী গানের ভণিতা দেখিয়া, তিনি লক্ষ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। অথচ, সে সকল গানের অধিকাংশেরই সন্ধান এখন পাওয়া যায় না। অধিকন্তু অপরের রচিত অনেক গান এখন রামপ্রসাদের নামে চলিয়া যাইতেছে; এবং রামপ্রসাদের রচিত অনেক গানের কলি ও শব্দ প্রভৃতি কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে। এই সংস্করণে আমরা রামপ্রসাদের গানের যে দুই একটী পাঠান্তর সন্নিবেশ করিয়াছি, তাহাতেই উক্ত সিদ্ধান্তের সার্থকতা প্রতিপাদিত হইবে।

রামপ্রসাদ কালী-সাধনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কালী-কীর্ত্তনই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-সম্পৎ। কৃষ্ণকীর্ত্তন, শিবকীর্ত্তন প্রভৃতি তাঁহার কয়েকখানি কাব্যের কয়েকটী মাত্র পদাবলী এক্ষণে দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু তাহার পুনরুদ্ধার-আশা সুদূর-পরাহত। কোথাও কোনও উপলক্ষ-বিশেষে গিয়া তাঁহার সঙ্গীত রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতায় মহারাজ নবকৃষ্ণের প্রাসাদে আসিয়া দোল এবং রথ সম্বন্ধে তিনি কয়েকটী সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন; কাশীধামে গমন করিয়া দেবী অন্নপূর্ণার মন্দিরে দেবীকে গান শুনাইয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত একবার মুর্শিদাবাদ যাইবার সময় গঙ্গা-বক্ষে নৌকার উপর বসিয়া, রামপ্রসাদ মহারাজকে গান শুনাইতে-ছিলেন; দূর হইতে সেই গান শুনিয়া নবাব সিরাজুদ্দৌলা তাহাতে আকৃষ্ট হন। সেই উপলক্ষে রামপ্রসাদ কয়েকটী গান রচনা করিয়া নবাবকে শুনাইয়াছিলেন। আজু গোঁসাই (অযোধ্যা-নাথ—কাহারও মতে অচ্যুতাচরণ,) এবং রামপ্রসাদ দুই জনেই সম-সাময়িক, দুই জনেরই নিবাস এক গ্রামে, দুই জনেই ভাবুক ও কবি; তবে রামপ্রসাদ শক্তির উপাসক, আর আজুগোঁসাই বৈষ্ণব। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই দুই কবির মধ্যে সঙ্গীত-রচনায় দ্বন্দ্ব বাঁধাইয়া দিতেন। তাহাতেও রাম-প্রসাদের বহু সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল।

রামপ্রসাদের সাধনা-সম্বন্ধে অলৌকিক ইতিহাস শুনিতে পাওয়া যায়। কাশীধামে অন্নপূর্ণা স্বপ্নে দেখা দিয়া রামপ্রসাদকে গান-রচনা করিতে বলিয়াছিলেন; এবং সেই আদেশ-বশতই রামপ্রসাদ অন্নপূর্ণার মন্দিরে গান শুনাইয়াছিলেন। একদিন বেড়া বাঁধিবার সময় কে যেন বেড়ার অপর পার্শ্ব হইতে তাঁহাকে দড়ি যোগাইয়া দিতেছিল। রামপ্রসাদ দেখেন—যেন কন্যারূপে স্বয়ং দেবী আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন। রামপ্রসাদ, মৃত্যুর পূর্ব্বরাত্রে কালীপূজা করিয়া আত্মীয়-স্বজনকে আপন মৃত্যুর সংবাদ কহিয়াছিলেন। মৃত্যুর দিনও গান গাহিতে গাহিতেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া রামপ্রসাদ ইহলোক ত্যাগ করেন।

রামপ্রসাদের সঙ্গীতে তাঁহার কবিত্ব, ভাবুকতা এবং তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। রাম-প্রসাদ বাঙ্গালার সঙ্গীত-সৌধের ভিত্তিরূপে অবস্থিত। যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে, বাঙ্গালীর অস্তিত্ব থাকিবে, ঐ ভাবুক ভক্ত কবির স্মৃতি হৃদয়ে হৃদয়ে বিদ্যমান রহিবে।

রামপ্রসাদ-সঙ্গীত।

শ্রীগুরু-বন্দনা।

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

বন্দে শ্রীগুরুদেবকি চরণং।
অন্ধপট খোলে ধন্ধ সব হরণং।
জ্ঞানাঞ্জন দেহি অন্ধকি নয়নং।
বল্লভ নাম শুনায়ত করণং॥
কেবল করুণাময় গুরু ভবসিন্ধুতারণং।
তপন-তনয়-ভয়-বারণ-কারণং।
সুচারু চরণদ্বয় হৃদে করি ধারণং।
প্রসাদ কহিছে হয় মরণে। মরণং॥

কালী-কীর্ত্তন।

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।*

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমক্‌-হারাম্ নই শঙ্করী॥
পদরত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে,
ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা,
সে যে ভোলা ত্রিপুরারি॥
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা,
তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির,
তবু শিবের মাইনে ভারি॥
আমি বিনা মাইনার চাকর,
কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর,
তবে বটে আমি হারি॥
যদি আমার বাপের ধারা ধর,
তবে তো মা পেতে পারি।
প্রসাদ বলে এমন পদের,
বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাই তো,
সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥

* যে সকল সঙ্গীতে বিশেষ কোন তাল ও সুরের উল্লেখ না থাকিবে, তাহা "একতালা" ও "রামপ্রসাদী সুর" বুঝিতে হইবে।

ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন,
দু'চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও,
কুল-কুণ্ডলিনীর কূলে॥
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন,
শক্তি-রূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে,
শিব-যুক্তি মতন চাইলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে,
আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হল্‌দি গায় মেখে যাও,
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে॥
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে
রামপ্রসাদ বলে, ঝম্প দিলে,
মিলবে রতন ফলে ফলে॥

মা আমায় ঘুরাবে কত? *
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা,
পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়,
ছ'টা কলুর অনুগত॥
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা,
আমি কি ছাড়া জগত॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি,
দেখি শ্রীপদ মনের মত॥ †

* কোথাও কোথাও এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়;—
মা আমায় ঘুরাবি কত।
যেন নাক-ফোঁড়া বলদের মত।
আশি লক্ষ যোনি ভ্রমি, পশু পক্ষী আদি যত।
তবু গর্ভধারণ নয় নিবারণ, যাতনাতে হলেম হত॥
কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখন নয়।
রামপ্রসাদ কুপুত্র তোমার, তাড়ায়ে দেও জনমের মত

† পাঠান্তরে—"দেখি দুটি অভয় পদ।"

কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন তো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা,
অন্তে থাকি পদানত * ॥

জংলা—একতালা।

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী ॥
হৃৎকমলে ধ্যান-কালে, আনন্দ-সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ॥
কালী নামে পাপ কোথা,
মাথা নাই তার মাথা-ব্যথা।
ওরে অনলে দাহন যথা, হয়রে তুলা-রাশি ॥
গয়ায় করে পিণ্ডদান, বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ
ওরে যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি
কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি।
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী ॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন,
চিনি খেতে ভালবাসি ॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে।
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী ॥

মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমী রইলো পতিত,
আবাদ করলে ফল্‌তো সোণা ॥
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না
সে যে মুক্তকেশীর (মনরে আমার) শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না ॥
অদ্য অব্দ-শতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না।
আছে একতারে মন, এই বেলা তুই †
চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা ॥
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ‡
ভক্তি-বারি তায় সেঁচ না।
ওরে একা যদি, (মন রে আমার)
না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে ডেকে নেনা ॥

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা। *
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা ॥
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে,
এমন বাপের ভরসা বৃথা ॥
তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা ?।
যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে,
দূরে যাবে মনের ব্যথা ॥ †
প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা ;—
ওমা যে জন তোমার নাম করে,
তার হাড়-মালা আর ঝুলি-কাঁথা ‡ ॥

ললিত বিভাষ - একতালা।

কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রলো ॥
মা নিম খাওয়ালে, চিনি বলে, কথায় করে ছলো।
ওমা ! মিঠার লোভে,
তিত মুখে সারা দিনটা গেলো ॥
মা খেল্‌বি বলে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলো।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো,
আশা না পুরিলো ॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়,
যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যা বেলায় কোলের ছেলে,
ঘরে নিয়ে চলো ॥

---

* পাঠান্তরে—"প্রসাদ যে কু-পুত্র মা তোর,
করে রেখো পদানত।"

† পাঠান্তরে—"এখন আপন ভেবে মনরে
আমার যতন করে" ইত্যাদি।

‡ পাঠান্তরে—"গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে।"

* কোথাও এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় ;—
বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা।
নমস্তৎকর্ম্মভ্যো বলে, চলে যাব যথা তথা।
আমি সাধুসঙ্গে নানা রঙ্গে, দূর করিব মনের ব্যথা।
তুমি গো পাষাণের সুতা,
আমার যেমনি পিতা তেমনি মাতা।
রামপ্রসাদ বলে, হৃদি-স্থলে, গুরু-তত্ত্ব রাখ গাঁথা ॥

† পাঠান্তরে—"দেখা নাই আর হেথা সেথা ॥"

‡ পাঠান্তরে—"তার কপালে ঝুলি-কাঁথা।"

এবার আমি বুঝিব হরে।
মায়ের ধরব চরণ লব জোরে॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি,
বল্‌ব এবার যারে তারে।
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ,
হৃদে ধরে কোন্ বিচারে?
পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে,
দেখা মাত্রে বল্‌ব তারে।
ভোলা মায়ের চরণ করে হরণ,
মিছে মরণ দেখায় কারে॥
মায়ের ধন সন্তানে পায়,
সে ধন নিলে কোন্ বিচারে?
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে,
চরণ ছেড়ে দিক আমারে॥
শিবের দোষ বলি যদি,
বাজে আপন গার উপরে।
রামপ্রসাদ বলে ভয় করিনে,
মার অভয় চরণের জোরে॥

ভাব-না কালী, ভাবনা কিবা।
ওরে মোহময়ী রাত্রি গতা,সম্প্রতি প্রকাশে দিবা
অরুণ-উদয়-কাল. ঘুচিল তিমির-জাল।
ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করেছে শিবা॥
বেদে দিলে চক্ষে ধুলা, ষড়দর্শনের সেই অন্ধগুলা
ওরে না চিনিল জোষ্ঠা মুলা,
খেলা-ধুলা কে ভাঙ্গিবা॥
যেখানে আনন্দ-হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাঠ।
ওরে যার নেটো তার নাট, তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবা॥
যে রসিক ভক্ত শূর, সে প্রবেশে সেই পুর,
রামপ্রসাদ বলে ভাঙ্গলো ভুর,
আগুন বেঁধে কে রাখিবা॥

গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে।
আমি কাজ হারালেম কালের বশে॥
যখন ধন উপার্জ্জন, করেছিলাম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত,
বাই ছিল আমার বশে॥
এখন ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত,
নির্ধন বলে সবাই রোষে॥
যম-দূত আসি শিয়রেতে বসি,
ধর্‌বে যখন অগ্রকেশে।
তখন সাজায়ে মাচা, কলসী কাচা,
বিদায় দিবে দণ্ডি-বেশে॥
হরি হরি বলি, শ্মশানে ফেলি,
যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মলো, কান্না গেল,
অন্ন খাবে অনায়াসে॥

বেহাগ—আড়-খেম্‌টা।

আমার কপাল গো তারা!
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা,
ভাল নয় মা কোন কালে॥
শিশুকালে পিতা মলো, মাগো রাজ্য নিল পরে।
আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সায়রের জলে॥
স্রোতের সেহলার মত মাগো ফিরিতেছি ভেসে,
সবে বলে ধর ধর, কেউ নাবে না অগাধ জলে॥
বনের পুষ্প বেলের পাতা,
মাগো আর দিব আমার মাথা।
রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণতলে॥
শ্রীরামপ্রসাদের বাণী, শোন গো মা নারায়ণী।
তনু-অন্তকালে আমায়, টেনে ফেল গঙ্গাজলে॥

সোহিনী বাহার—আড়-খেম্‌টা।

ওমা! হর গো তারা, মনের দুঃখ।
আর তো দুঃখ সহে না॥
যে দুঃখ গর্ভযাতনে, মাগো,
জন্মিলে থাকে না মনে।
মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে 'ওনা ওনা'॥
জন্ম-মৃত্যু যে যন্ত্রণা, মাগো,
যে জন্মে নাই সে জানে না।
তুই কি জান্‌বি সে যন্ত্রণা,
জন্মিলে না—মরিলে না।
রামপ্রসাদে এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে,
তবু রব মার চরণে, আর ত ভবে জন্মিব না॥

অভয় পদ সব লুটালে।
কিছু রাখলি না মা তনয় বলে ॥
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা,
শিখেছিলে মায়ের স্থলে। *
তোমার পিতা মাতা যেম্নি দাতা,
তেম্নি দাতা আমায় হলে ॥
ভাঁড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা,
সে জন তোমার পদতলে।
ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত, †
কেবল তুষ্ট বিম্বদলে ॥
জন্ম জন্মান্তরেতে মা, ‡
কত দুঃখ আমায় দিলে।
প্রসাদ বলে এবার মোলে,
ডাকৃব সর্ব্বনাশী বলে ॥

মন কেন মার চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়া ভক্তি-দড়া ॥
থাকৃতে নয়ন, দেখ্‌লে না মন,
কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়রূপেতে,
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া ॥
মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু-শেষে।
মোলে দণ্ড দু'চার কান্নাকাটী,
শেষে দিবে গোবর-ছড়া ॥
ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী,
কড়ি দিবে অষ্ট কড়া ॥
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ,
দোসর বস্ত্র গায় দিবে,
চার-কোণা মাঝখানে ফাড়া ॥
যেই ধ্যানে একমনে, সেই পাবে কালিকা তারা।
বের হয়ে দেখ কন্যারূপে,
রামপ্রাসাদের বাঁধছে বেড়া ॥

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন-দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার ॥
গণ্ড-যোগে জন্ম হ'লে
সে হয় যে মা-খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুটার একটা করে যাব ॥
ডাকিনী যোগিনী দুটা, তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে,
অম্বলে সম্ভার চড়াব ॥
হাতে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আস্‌বে শমন বাঁধ্‌বে কসে,
সেই কালী তার মুখে দিব ॥
খাব খাব বলি মাগো উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব ॥
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব।
(আমার) ভয় কি তাতে কালী বলে
কালেরে কলা দেখাব ॥
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ,
ভাল মতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন,
যা হবার তাই ঘটাইব ॥

আমি এত দোষী কিসে।
ঐ যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার,
সারাদিন মা কাঁদি বসে ॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকৃব না আর এমন দেশে
তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল,
চিন্তারাম চাপরাশী এসে ॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম-সাধনা করি বসে।
কিন্তু এমন কল করেছ কালী,
বেঁধে রাখে মায়া-পাশে ॥
কালীর পদে মনের খেদে,
দীন রামপ্রসাদে ভাষে।
আমার সেই যে কালী, মর্ম্মের কালী,
হলেম কালী তার বিষয়-বশে ॥

---

* পাঠান্তরে—"শিখেছিলে মা, বাপের কুলে।"
† পাঠান্তরে—"সদা ভাং খেয়ে সে মত্ত ভোলা।"
‡ পাঠান্তরে—"মা হ'য়ে মা, জন্মে জন্মে।"

পিলু বাহার—জং

ভবের আসা, খেল্‌ব পাশা,
বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আসা ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুরি পলো॥
প'বার আঠার ষোল যুগে যুগে এলেম ভাল।
শেষে কচ্চে-বার পেয়ে মাগো
পাঁজা-ছক্কায় বন্ধ হলো॥
ছ'দুই আট, ছ'চার দশ,
কেহ নয় মা আমার বশ।
আমার খেলাতে না হলো যশ,
এবার বাজী ভোর হইল॥

এবার বাজি ভোর হলো
মন কি খেলা খেলাবে বল॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘর করে ভর,
মন্ত্রীটী বিপাকে মলো॥
দুটা অশ্ব দুটা গজ, ঘরে বসে কাল কাটালো,
তারা চল্‌তে পারে সকল ঘরে
তবে কেন অচল হ'লো॥
দু'খান তরী, নিমক ভরি, বাদাম তুলি না চলিল
ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে,
ঘাটের তরী ঘাটে রলো॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মোর কপালে এই কি ছিল?
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে,
পীলের কিস্তে মাত হইল॥

বিভাস—ঝাঁপতাল।

তাই বলি মন জেগে থাক,
পাছে আছে রে কাল চোর।
কালী নামের অসি ধর, তারা নামের ঢাল,
ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে কর্‌তে পারে জোর
কালী নামে নহবৎ বাজে, করি মহা সোর।
ওরে শ্রীদুর্গা বলিয়া রে রজনী কর ভোর॥
কালী যদি না তরাবে, কলি মহাঘোর।
কত মহাপাপী তরে গেল,
রামপ্রসাদ কি চোর?

মন করো না সুখের আশা।
যদি অভয়-পদে লবে বাসা॥
হোয়ে ধর্ম্ম-তনয় ত্যজে আলয়,
বনে গমন হেরে পাশা।
হোয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক,
তেঁই গো শিবের দৈন্য দশা॥
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে,
মন সুখের আশে বড় কসা।
হরিষে বিষাদ আছে মন,
করো না এ কথায় গোঁসা॥
ওরে সুখেই দুখ দুখেই সুখ,
ডাকের কথা আছে ভাষা।
মন ভেবেছ কপট ভক্তি, করে পূরাইবে আশা॥
কবে কড়ার কড়া তস্য কড়া,
এড়াবে না রতি মাসা।
প্রসাদের মন হও যদি মন,
কর্ম্মে কেন হওরে চাষা।
ওরে মনের মতন কর যতন,
রতন পাবে অতি খাসা॥

কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন॥
কালী পদ্মবনে, হংস সনে,
হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে,
সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মা কালী,
প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন,
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড,
প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম,
অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বুঝে না,
ধরবে শশী হয়ে বামন॥

মা গো তারা ও শঙ্করী।
কোন্ অবিচারে আমার পরে,
করলে দুঃখের ডিক্রি জারী॥
এক আসামী ছয়টা প্যায়দা,
বল মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে ঐ ছয়টারে,
বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি॥
প্যায়দার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র,
তার নামেতে নিলাম জারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পানতি,
তারে দিলে জমিদারী॥
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে,
বসে আছ রাজকুমারী॥
হুজুরে উকীল যে জনা,
ডিসমিসে তাঁর আশয় ভারি।
করে আসল সন্ধি সওয়াল বন্দি,
যেরূপে মা আমি হারি।
পালাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ,
তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি॥

আমি কি দুখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই।
আগে পাছে দুখ চলে মা,
যদি কোন খানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে,
দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা,
বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মা গো,
বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী,
বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে,
আমি করি দুঃখের বড়াই॥

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বল না।
ওরে ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী,
সুখে সাধ সেই লহনা॥
ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ,
(মনরে ওরে), শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী,
নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা॥
কাণে যদি ঢেকে জল,
বার করে যে জানে কল,
(মনরে ওরে), সে জলে মিশায়ে জল,—
ঐহিকের এরূপ ভাবনা॥
ঘরে আছে মহারত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাঁচে যত্ন,
(মনরে ওরে), শ্রীনাথদত্ত, কর তত্ত্ব,
কলের কপাট খোল না॥
অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদী যাতী,
(মনরে ওরে), জনন মরণাশৌচ,
সন্ধ্যা-পূজা বিড়ম্বনা॥
প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে;
(মনরে ওরে), সিন্দুর বিধবার ভালে,
মরি কিবা বিবেচনা॥

রাগ ভৈরবী—ঠুংরী।
অপার সংসার, নাহি পারাবার।
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ,
বিপদে তারিণী, কর গো নিস্তার॥
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি,
ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি।
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি,
দিয়ে চরণ-তরী, রাখ এইবার॥
বহিছে তুফান, নাহিক বিরাম,
থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম।
পুরাও মনস্কাম, জপি তারা নাম,
তারা তব নাম সংসারের সার॥
কাল গেল কালী হল না সাধন,
প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন।
এ ভববন্ধন, কর বিমোচন,
মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার॥

নিতি তোরে বুঝাবে কেটা।
বুঝে বুঝলি না রে মন ঠেঁটা॥
কোথা রবে ঘর বাড়ী তোর,
কোথা রবে দালান-কোঠা।
যখন আসবে শমন, বাঁধবে কসে মন,
(ও মন!) কোথা রবে বাপ-খুড়া-জেঠা॥
মরণ সময় দিবে তোমায়,
ভাঙ্গা কলসী ছেঁড়া চেটা।
ওরে সেখানেতে তোর নামেতে,
আছে রে যে সর্ব্বদা আঁটা॥
যত ধন জন সব অকারণ,
সঙ্গেতে না যাবে কেটা।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে,
ছাড়রে সংসারের লেঠা॥

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি॥
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটী তীর্থ, মায়ের ও চরণ-বাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান,
কাজ কি হয়ে কাশীবাসী॥
হৃৎকমলে ভাব বসে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি,
পাবে কাশী দিবানিশি॥

জংলা—একতালা।

রসনে কালী নাম রটরে!
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জঠরে॥
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে।
এ কেবল বাদার্থ মাত্র, খুঁজতেছে ঘট পটরে॥
রসনারে কর বশ, শ্যামা-নামামৃত রস।
তুমি গান কর পান কর,
সে পাত্রের পাত্র বটরে॥
সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্য-ধাম।
করে জপনা কালীর নাম, কি তব উৎকটরে॥
শ্রুতি রাখ সত্ত্বগুণে, দ্বি-অক্ষর কর মনে।
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া,
কালী বলে কাল কাটরে॥

মন ভুল না কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল বলে॥
সুরাপান করিনে রে, সুধা খাই যে কুতুহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ
মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
অহর্নিশি থাক বসি, হরমহিষীর চরণতলে।
নৈলে ধরবে নিশা, ঘুচবে দিশা,
বিষম বিষয়-মদ খাইলে॥
যন্ত্র ভরা মন্ত্র সোঁড়া, অণ্ড ভাসে যেই জলে।
সে যে অকুল তারণ, কুলের কারণ,
কুল ছেড় না পরের বোলে।
ত্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে মোহের ফলে।
সত্ত্বে ধর্ম্ম, তমে মর্ম্ম, কর্ম্ম হয় মন রজ মিশালে॥
মাতাল হলে বেতাল পাবে,
বৈতালী করিবে কোলে।
রামপ্রসাদ বলে নিদান কালে,
পতিত হবে কুল ছাড়িলে॥

মন রে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও, করি স্তুতি॥
যা পড়াই তাই পড় মন,
পড়লে শুনলে দুধি ভাতি।
ওরে, জান না কি ডাকের কথা,
না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি॥
কালী কালী কালী পড় মন,
কালীপদে রাখ প্রীতি।
ওরে পড় বাবা আত্মারাম,
আত্মজনের কর গতি॥
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে,
বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে গাছের ফলে ক'দিন চলে,
কররে চার ফলের স্থিতি॥
প্রসাদ বলে ফলা গাছে,
ফল পাবি মন শুন যুকতি।
ওরে বসে মূলে, কালী বলে,
গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি॥

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা॥
তুমি পাষাণ-মেয়ে বিষম মায়া,
কত কাচ কাচাও মা কাচ॥
উপাসনা ভেদে তুমি, প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে এক কোরে ভাবে,
তার হাতে মা কোথা বাঁচ॥
বুঝে ভার দেয় না যে জন,তার ভার নিতে হাঁচ।
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে,
সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ॥
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিত হোয়ে,
মনোময়ী হয়ে নাচ॥

মূলতাল—একতালা।

মন কালী কালী বল।
বিপদনাশিনী কালীর নাম জপনা,
ওরে ও মন, কেন ভুল॥
কিঞ্চিৎ করো না ভয়, দেখে অগাধ সলিল।
ওরে অনায়াসে ভবনদীর কালী কুলাইবেন কূল॥
যা হবার তা হলো ভাল,কাল গেল মন কালী বল
এবার কালের চক্ষে দিয়ে ধূল, ভব-পারাবারে চল
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, কেন মন ভুল।
ওরে, কালী নাম অন্তরে জপ,
বেলা অবসান হইল॥

মলতান—একতালা।

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অম্বরে।
নৃত্যতি মানসশিখী কৌতুকে বিহরে,
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধরাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িৎ শোভা করে॥
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ-চাতকের তৃষা-ভয় ঘুচিল সত্বরে॥
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে, আর জন্ম হবে না জঠরে॥

এবার আমি ভাল ভেবেছি
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশেতে রজনী নাই,
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি॥
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা,
সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি॥
ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই,
যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি।
মণি-মন্দির মেজে দিব,মনে এই আশা করেছি॥
প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি॥

গাড়া ভৈরবী—আড়া।

হৃৎকমল-মঞ্চে দোলে করাল বদনী শ্যামা।
মন-পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ও মা॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা।
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা॥
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়।
কাম-আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ও মা॥
যে দেখেছে মায়ের দোল,
সে পেয়েছে মায়ের কোল।
রামপ্রসাদের এই বোল,ঢোল্‌মারা বাণী ওমা॥

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো মা সংসারী॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই, সংসার সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ, বলিয়ে শিব ভিকারী
জ্ঞান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান-ধর্ম্মোপরি।
বিনা ওমা দানে মথুরাপারে,
যাননি সেই ব্রজেশ্বরী॥
নাতোয়ানী কাচ কাচো মা,
অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি।
ওমা কোথায় লুকাবে বল,
কুবের তোমার ভাণ্ডারী॥
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হোলে ভারি
যদি রাখ পদে, থেকে পদে,
পদে পদে বিপদ সারি॥

কালীপদ-মরকত-আলানে,
মন-কুঞ্জরেরে বাঁধ এঁটে।
ওরে কালী নাম তীক্ষ্ণ খড়্গে
কর্ম্ম-পাশ ফেল কেটে॥
নিতান্ত বিষয়াসক্ত মাথায় কর বেসার বেটে।
ওরে একে পঞ্চ ভূতের ভার,
আবার ভূতের বেগার মর খেটে॥
সতত ত্রিতাপের তাপে, হৃদি-ভূমি গেল ফেটে।
নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা, পরমায়ু যায় খেটে॥
নানা তীর্থ পর্য্যটনে, শ্রম মাত্র পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে বসে চারি ফল, বুঝনারে দুঃখ-চেটে॥
রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয়,
মিছে মোলেম শাস্ত্র ঘেঁটে।
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম কোরে,
ব্রহ্মরন্ধ্র যাক ফেটে॥

এবার কালী কুলাইব।
কালী কোসে কালী বুঝে লব॥
সে নৃত্যকালী কি অস্থিরা,
কেমন কোরে তায় রাখিব।
আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য ক'রে,
হৃদি-পদ্মে নাচাইব॥
কালী পদের পদ্ধতি যা,
মন তোরে তা জানাইব।
আছে আর যে ছটা বড় ঠ্যাটা,
সে কটাকে কেটে দিব॥
কালী ভেবে কালী হোয়ে,
কালী বলে কাল কাটাইব।
আমি কালাকালে কালের মুখে,
কালী দিয়ে চলে যাব॥
প্রসাদ বলে আর কেন মা,
আর কত গো প্রকাশিব।
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু,
কালী কালী না ছাড়িব॥

জংলা—একতালা।

একবার ডাকরে কালী তারা বোলে,
জোর কোরে রসনে! ও তোর ভয় কিরে শমনে॥

কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কাশী,
যার হৃদে জাগে এলোকেশী।
তার কাজ কি ধর্ম্ম কর্ম্ম, ও তাঁর মর্ম্ম যেবা জানে।
ভজনের ছিল আশা, সুক্ষ্ম মোক্ষ পূর্ণ আশা।
রামপ্রসাদের এই দশা, দ্বি-ভাব ভেবে মনে॥

সোহানী—একতালা।

আয় দেখি মন চুরি করি,
তোমায় আমায় একত্তরে।
শিবের সর্ব্বস্ব ধন, মায়ের চরণ,
যদি আনতে পারি হরে॥
জাগা ঘরে চুরি করা, ই'তে যদি পড়ি ধরা,
তবে মানব দেহের দফা সারা,
বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে॥
গুরু-বাক্য দৃঢ় করে, যদি যাইতে পারি ঘরে,
ভক্তিবাণ হরকে মেরে, শিবত্ব-পদ লব কেড়ে॥

সোহিনী বাহার—একতালা।

তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না॥
কিছু দিলে না, পেলে না, দিবে না, পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কি মোর! হোক দিলে দিলে বাজী,
তাতেও আছি রাজি, এবার এ বাজী ভোর গো॥
এমা দিতিস দিতাম, নিতাম খেতাম,
মজুরি করিয়ে তোর।
এবার মজুরি হলো না, মজুরা চাব কি,
কি জোরে করিব জোর গো॥
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা,
মিছামিছি করি শোর।
শুধু শোর করা সারা, তোর যে কুধারা,
মোর যে বিপদ ঘোর গো॥
এমা ঘোর মহানিশা, মন যোগে জাগে,
কি কাজ তোর কঠোর।
আমার এ-কূল ও-কূল, দুকূল গেল,
সুধা না পেলে চকোর গো॥
এমা, আমি টানি কূলে, মন প্রতিকূলে,
দারুণ করম-ডোর।
রামপ্রসাদ কহিছে, পড়ে দু'টানায়,
মরে মন ভুঁড়া চোর গো॥

মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি।
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি॥
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, চাম্পাকলি-পূলা ধূলি।
আমি কালীর নামে মারবো বাড়ি
ভাঙবো যমের মাথার খুলি॥
ছয় জনের মন্ত্রণা নিলি,
তাইতে পাগল ভুলে গেলি।
রামপ্রসাদের খেলা ভাঙলি,
গলে দিলি কাঁথা ঝুলি॥

রসনায় কালী কালী বলে।
আমি ডঙ্কা মেরে যাব চলে॥
সুরা পান করি-নে রে, সুধা খাই রে কুতূহলে।
আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ,
মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
খালি মদ খেলেই কি হয়,
লোকে কেবল মাতাল বলে।
যা আছে কর্ম্ম, কে জানে মর্ম্ম,
জানে কেবল সেই পাগলে॥
দেখা দেখি সাধয়ে যোগ,
সিজে কায়া, বাড়য়ে রোগ।
ওরে মিছে মিছি কর্ম্মভোগ,
গুরু বিনে প্রসাদ বলে॥

পিলু বাহার—য

ওরে সুরাপান করিনে আমি, *
সুধা খাই জয় কালী বলে;
মন-মাতালে মাতাল করে,
মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞান-শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাঁটী,
পান করে মোর মন-মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা মা;
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে

বসন্তবাহার—একতালা।

কালী কালী বল রসনা।
কর পদধ্যান, নামামৃত পান,
যদি হতে ত্রাণ থাকে বাসনা॥
ভাই বন্ধু সুত, দারা পরিজন,
সঙ্গের দোসর নহে কোন জন।
দুরন্ত শমন, বাঁধবে যখন,
বিনে ঐ চরণ, কেহ কার না॥
দুর্গা নাম মুখে বল একবার,
সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম আমার।
অনিত্য সংসার নাহি পারাপার,
সকলি অসার, ভেবে দেখ না॥
গেল গেল কাল, বিফলে গেল,
দেখ না কালান্ত নিকটে এল।
প্রসাদ বলে ভাল, কালী কালী বল,
দূর হবে কাল-যম-যন্ত্রণা॥

এই সংসার ধোঁকার টাটী।
ও ভাই আনন্দ-বাজারে লুটী॥
ওরে, ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটী
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটী।
যেমন শরার জলে সূর্য্য-ছায়া,
অভাবেতে স্বভাব যেটী॥
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলেম মাটী
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী,
মায়ার বেড়ি কিসে কাটী॥
রমণী-বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী
আগে, ইচ্ছা-সুখে পান করে,
বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটী॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে,
আদি পুরুষের আদি মেয়েটী।
ওমা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর মা,
তুমি গো পাষাণের বেটী॥

মা হওয়া কি মুখের কথা।
(কেবল প্রসব করে হয় না মাতা!)
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥

* সুরাপান-সংক্রান্ত তিনটী সঙ্গীত প্রায় একই ভাষা-ভাব-সম্পন্ন।

দশ মাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা।
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না,
এল পুত্র গেল কোথা॥
সন্তানে কুকর্ম্ম ক'রে, বলে সারে পিতা মাতা।
দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড,
তাতে তোমার হয় না ব্যথা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, এ চরিত্র শিখ্‌লে কোথা।
যদি ধর আপন পিতৃধারা,
নাম ধরো না জগন্মাতা॥

আমি ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা।
ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা॥
চেন-না আমারে শমন,
চিন্‌লে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি,
অভয়-পদের বইরে বোঝা॥
ক্ষেমার খাসে আছি বসে,
নাই মহালে শুকা হাজা।
দেখ বালি চাপা সিকস্ত নদী,
তাতেও মহাল আছে তাজা॥
প্রসাদ বলে শমন তুমি,
বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা,
ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছে,
জান না সেই পদের মজা॥

যারে শমন যারে ফিরি।
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি॥
পাপপুণ্যের বিচারকারী,
তোর যম হয় কালেক্টরি।
আমার পুণ্যের দফা সর্ব্বে শূন্য,
পাপ নিয়ে যা, নিলাম করি॥
শমন-দমন শ্রীনাথ-চরণ, সর্ব্বদাই হৃদে ধরি।
আমার কিসের শঙ্কা, মেরে ডঙ্কা,
চলে যাব কৈলাস-পুরী॥
রামপ্রসাদের মা শঙ্করী, দেখ না চেয়ে ভয়ঙ্করী।
আমার পিতা বটেন শূলপাণি,
ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী॥

দূর হয়ে যা যমের ভটা।
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
বলগে যা তোর যম-রাজারে,
আমার মতন নিছে কটা।
আমি যমের যম হইতে পারি,
ভাব্‌লে ব্রহ্মময়ীর ছটা॥
প্রসাদ বলে কালের ভটা,
মুখ্ সামলায়ে বলিস্ বেটা।
কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে
সাজা দিলে রাখ্‌বে কেটা॥

আমি নই আটাশে ছেলে। *
ভয়ে ভুল্‌বনাকো চোখ রাঙালে॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ,
শিব ধরেন যা হৃদকমলে।
(ওমা) আমার বিষয় চাইতে গেলে,
বিড়ম্বনা কতই ছলে॥
শিবের দলিল সৈ মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার করব নালিশ নাথের আগে,
ডিক্রী লব এক সওয়ালে॥
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ,
গুজরাইব মিছিল কালে॥
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা,
ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায়,
শান্ত করে লবে কোলে॥

---

* কোথাও এইরূপ পাঠান্তরে দৃষ্ট হয় ;—
মা! আমি কি আটাশে ছেলে?
আমি ভয় করি না চোক রাঙ্গালে॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গা পদ, শিব ধরে যা হৃদকমলে।
আমার বিষয় চাহিতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে।
আমি শিবের দলিল সৈ মোহরে রেখেছি হৃদয়ে তুলে
এবার কর্‌বো নালিশ বাপের আগে,
ডিক্রী লব এক সওয়ালে॥
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।
তখন শান্ত হব, ক্ষান্ত হবে
আমায় যখন কর্‌বি কোলে॥

জংলা—একতালা।

মা আমি পাপের আসামী।
এই লোকসানি মহাল লয়ে বেড়াই আমি
পতিতের মধ্যে লেখা যায় এই জমী।
তাই বারে বারে নালিস করি, দিতে হবে কমী॥
আমি মোলে এ মহলে, আর নাই হামি।
মাগো এখন ভাল না রাখতো, থাকুক রামরামি॥
গঙ্গা যদি গর্ভে টানে, লইল এই ভূমি।
কেবল কথা রবে, কোথা রব, কোথা রবে তুমি॥

অসকালে যাব কোথা।
আমি ঘুরে এলেম যথা তথা।
দিবা হলো অবসান,
তাই দেখে কাঁপিছে প্রাণ।
তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়ে,
স্থান দেও গো জগন্মাতা॥
শুনেছি শ্রীনাথের কথা, বট চতুর্ব্বর্গদাতা।
রামপ্রসাদ বলে, চরণতলে
রাখবে রাখ এই আমার কথা॥

পতিতপাবনী তারা,
ওমা কেবল তোমার নামটী সারা॥
ঐ যে তরাসে আকাশে বাস,
বুঝেছি মা কাজের ধারা॥
বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল।
তদবধি হইয়াছ ফণী যেন মণিহারা॥
ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই,
কার্য্য কারণ তোমার নাই।
ওয়ায় সয় তয় রয় সেইরূপ বর্ণ পারা॥
দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠি একের বোঝা
লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা॥
পাগল বেটার কথায় মজে, এত কাল মলাম ভজে
দিয়াছি গোলামী খৎ, এখন কি আর আছে চারা।
আমি দিলাম কাকে খৎ, তুমি দাও মা কারখৎ।
কালায় কালায় দাওয়া ঝুটা,
সাক্ষী তোমার ব্যাটা যারা॥
বসতি ষোড়শ দলে, ব্যক্ত আছে ভূমণ্ডলে।
প্রসাদ বলে কুতুহলে তারায লুকায় তারা॥

জংলা—একতালা।

মোরে তারা বলে কেন না ডাকিলাম।
আমার এ তনুতরণী ভবসাগরে ডুবাইলাম।
এ ভব-তরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম।
তাতে ত্যজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পূরাইলাম॥
বিষম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম।
মন-ডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম।
প্রসাদ বলে মাগো আমি কি কাজ করিলাম।
আমার তুফানে ডুবিল তরী আপনি মজিলাম॥

মোহিনী—একতালা।

দেখি মা কেমন ক'রে আমারে ছাড়ায়ে যাবা।
ছেলের হাতের কলা নয় মা,
ফাকি দিয়ে কেড়ে খাবা॥
এমন ছাপান ছাপাইব,
মাগো খোঁজে খোঁজে নাহি পাবা।
বৎস-পাছে গাভী যেন,
তেমনি পাছে পাছে ধাবা॥
প্রসাদ বলে ফাঁকি ঝুঁকি,
মাগো দিতে পার পেলে হাবা।
আমায় যদি না তরাও মা,
শিব হবে তোমার বাবা॥

মন করোনা দ্বেষা দ্বেষ,
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠ-বাসী॥
আমি বেদাগম পুরাণে,
করিলাম কত খোঁজ তালাসি।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব রাম,
সকল আমার এলোকেশী॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি॥
দিগম্বরী দিগম্বর, পিতার চরণবিলাসী।
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা-গোকুলনিবাসী॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী।
যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম-নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥

আমার সনদ দেখে যারে।
আমি কালীর সুত, যমের দূত,
বল্‌গে যা তোর যম রাজারে ॥
সনদ দিলেন গণপতি, পার্ব্বতীর অনুমতি।
আমার হাজির জামিন ষড়ানন,
সাক্ষী আছে নন্দী বরে ॥
সনদ আমার উরস-পাটে,
যেম্নি সনদ তেম্নি টাটে।
তাতে স্ব-অক্ষরে দস্তখৎ,
করেছেন দিগম্বরে ॥

ললিত—আড়খেমটা।

তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা, সেটাও নিত্য নয় ॥
যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে, স্বর্ণ খাদে উড়ায়।
ওমা, তোর নামেতে তেমনি ধারা,
তেমনি তো দেখায় ॥
যে জন গৃহস্থলে দুর্গা বলে, পেয়ে নাশ-ভয়!
এমা, তুমি তো অন্তরে জাগ, সময় বুঝাতে হয় ॥
যার পিতা মাতা ভস্ম মাখে, তরুতলে রয়।
ওমা, তার তনয়ের ভিটেয় টেকা, এ বড় সংশয় ॥
প্রমাদে ঘেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে, ভাই বন্ধু থেকো না
রামপ্রসাদের আশায় ॥

ওরে মন চড়কি চরক কর, এ ঘোর সংসারে।
মহাযোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাঁহারে ॥
যুগল স্বয়ম্ভূ শম্ভু যুবতীর উরে।
মনরে ওরে, কর পঞ্চ বিল্বদলে পূজিছ তাঁহারে ॥
ঘরেতে যুবতীর বাক্, গাজনে বাজিছে ঢাক।
মনরে ওরে, বৃন্দাবলী খ্যামটা,
ঢালী বাজায় বারে বারে ॥
কাম উচ্চ ভারায় চড়ে,
ভাংলে পাঁজর পাটে পড়ে।
মনরে ওরে এমন যাতনা,
করেছ তুচ্ছ ধন্যরে তোমারে ॥
দীর্ঘ আশা চড়কগাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ।
মনরে ওরে, মায়া-ডোরে,
বঁড়শী গাঁথা, স্নেহ বল যারে ॥
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার।
মনরে ওরে শিঙ্গে ফুঁকে
শিঙ্গে পাবি ডাক কেলে মারে॥

কালীর নাম বড় মিঠা।
সদা গান কর পান কর এটা॥
ওরে ধিক্‌রে রসনা, তবু ইচ্ছা করে পারস পিঠা ॥
নিরাকার সাকার, ককার সবাকার ভিটা।
ওরে ভোগ-মোক্ষ-ধাম নাম,
ইহার পর আর আছে কিটা ॥
কালী যার হৃদে জাগে, হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা।
সে যে কাল হলে মহাকাল হয়,
কালে দিয়ে হাত-তালাটা ॥
জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জ্বেলে, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ঘিটা।
তুমি মন কর বিল্বদল, শ্রুব কর যত্ন যেটা॥
প্রসাদ বলে হৃদি-ভূমির, বিরোধ মেনে গেল মিটা
আমার এ তনু দক্ষিণাকালীর,
দেবত্রয়ের দাগা চিঠা ॥

ইথে কি আর আপদ আছে।
(এই যে তারার জমী আমার দেহ)
যাতে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে,
মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে ॥
ধৈর্য্য খোঁটা, ধর্ম্ম বেড়া,
এ দেহের চৌদিক ঘেরেছে।
এখন কাল চোরে কি কত্তে পারে,
মহাকাল রক্ষক রয়েছে ॥
দেখে শুনে ছয়টা বলদ,
ঘর হোতে বাহির হয়েছে।
কালী নাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণধারে,
পাপ তৃণ সব কেটেছে ॥
প্রেম ভক্তি সুবৃষ্টি তায়,
অহর্নিশি বর্ষিতেছে।
কালী কল্পতরুবরে রে ভাই,
চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে ॥

কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গায়িব ॥
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন,
পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণ-তলে কত শত,
গয়া গঙ্গা দেখ্‌তে পাব ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, কালীর পদে শরণ লব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে,
বিমাতাকে মা বলিব ॥

তুই যারে কি কর্‌বি শমন,
শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
মনবেড়ী তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ-গারদে বসায়েছি
হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে
আমি আমার প্রাণ সঁপেছি ॥
এমনি করেছি কায়দা, পলাইলে নাইকো ফয়দা।
হামেশ রুজু ভক্তি প্যায়দা দুনয়ন দ্বারয়ান দিয়েছি
মহাজ্বর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক করেছি।
তাই সর্ব্ব-জ্বর-হর লৌহ, গুরুতত্ত্ব পান কর্‌ছি ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি।
মুখে কালী কালী কালী বলে,
যাত্রা করে বসে আছি ॥

কালী সব ঘুচালে লেটা।
আগম নিগম শিবের বচন,
মান্‌বি কিনা মান্‌বি সেটা ॥
শ্মশান পেলে ভাল বাস মা,
তুচ্ছ কর মণিকোটা।
মাগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন,
ঘুচল না আর সিদ্ধি-ঘোঁটা ॥
যেমন তোমার ভক্ত হয় মা,
ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা।
তার কোটীতে কৌপীন মেলে না,
গায় ছালি আর মাথায় জটা ॥
ভুতলে আনিয়ে মাগো
করলে আমায় লোহাপিটা।
আমি তবু কালী বলে ডাকি,
সাবাস আমার বুকের পাটা ॥
চাকলা জুড়ে নাম রটেছে,
শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা।
এযে মায় পোয়ে এমন ব্যবহার,
ইহার মর্ম্ম বুঝ্‌বে কেটা ॥

গৌরী গান্ধার - একতালা।

মা মা বলে আর ডাক্‌ব না। *
ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা ॥
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী।
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না ॥
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,
মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে।
মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে,
মা মোলে কি আর ছেলে বাঁচে না ॥
ভণে রামপ্রসাদ, মায়ের কি এক সূত্র,
মা হয়ে হলি মা সন্তানের শত্রু।
দিবা নিশি ভাবি, আর কি করিবি,
দিবি দিবি পুন কঠোর যন্ত্রণা ॥

---

* কোথাও এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় ;-
গৌরী গান্ধার—একতালা।
মা, মা, বলে আর ডাকিব না।
ওমা, দিয়াছ দিতেছে কত যন্ত্রণা ॥
বারে বারে ডাকি মা মা বলিয়ে,
মা বুঝি রয়েছে চক্ষুকর্ণ খেয়ে,
মাতা বর্ত্তমানে, এ দুঃখ সন্তানে,
মা বেঁচে তার কি ফল বল না ॥
ছিলেম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখিস্ এলোকেশী,
না হয় ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মাগি খাব,
মা ব'লে আর কোলে যাব না ॥
রামপ্রসাদ মায়ের পুত্র, মা হয়ে হলি মা ছেলের শত্রু
দিবা নিশি ভাবি, আর কি করিবি,
দিবি দিবি পুন জঠর-যন্ত্রণা ॥

পিলু বাহার—যৎ।

ওরে মন বলি, ভজ কালী,
ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর দিবানিশি জপ করে॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
ওরে নগর ফির মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে॥
যত শোন কর্ণ-পুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে।
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়া, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে।
ওরে, আহার কর, মনে কর,
আহুতি দেই শ্যামা মারে॥

সামাল্ সামাল্ ডুব্‌লো তরী।
আমার মনরে ভোলা, গেল বেলা,
ভজলে না হরসুন্দরী॥
প্রবঞ্চনার বিকিকিনি, করে ভরা কৈলে ভারি
সারা দিন কাটালে ঘাটে বসে,
সন্ধ্যা বেলা ধর্‌লে পাড়ি॥
একে তোর জীর্ণ তরী, কলুষেতে হলো ভারি।
যদি পার হবি মন ভবার্ণবে,
শ্রীনাথে কর কাণ্ডারী॥
তরঙ্গ দেখিয়া ভারি, পলাইল ছয়টা দাড়ী।
এখন গুরু ব্রহ্ম, সার কর মন,
যিনি হন ভবকাণ্ডারী॥

পিলু বাহার—যৎ।

জানিলাম বিষম বড়, শ্যামা মায়েরি দরবার রে।
সদা হাহাকারে ফরিয়াদী বাদী, না হয় সঞ্চার রে॥
আরজ বেগী যার শিবে, সে দরবারের ভাষা কিবে,
দেয়ান যে দেওয়ানা নিজে, আস্থা কি কথার রে॥
লাখ উকীল করেছি খাড়া,
সাধ্য কি মা ইহার বাড়া।
তোমায় তারা ডাকে, আমি ডাকি,
কাণ নাই বুঝি মার রে॥
গালাগালি দিয়ে বলি,কাণ খেয়ে হোয়েছ কালী।
রামপ্রসাদ বলে, প্রাণ কালী,
করিল আমার রে॥

জংলা—একতালা।

মন কেন রে পেয়েছ এত ভয়।
ও তুমি কেন রে পেয়েছ এত ভয়॥
তুফান দেখে ডরো নারে, ও তুফান নয়।
দুর্গা নাম তরণী করে বেয়ে গেলে হয়॥
পথে যদি চৌকীদারে, তোমায় কিছু কয়;
তখন ডেকে বলো, আমি শ্যামা মায়েরি তনয়॥
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন, তুই কারে করিস্ ভয়।
আমার এ তনু দক্ষিণার পদে করেছি বিক্রয়॥

বড়াই কর কিসে গো মা।
জানি তোমার আদি মূল, বড়াই কর কিসে।
আপনি ক্ষেপা, পতি ক্ষেপা, ক্ষেপা সহবাসে।
তোমার আদি মূল সকলই জানি,
দাতা কোন পুরুষে॥
মাগীমিন্সে ঝগড়া করে, রৈতে নার বাসে।
মা গো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে,
ফিরে দেশে দেশে॥
প্রসাদ বলে, মন্দ বলি, তোমার বাপের দোষে।
মা গো, আমার বাপের নাম লইলে,
বিরাজে কৈলাসে॥

ওরে শমন, কি ভয় দেখাও মিছে।
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ,
সে মোরে অভয় দিয়াছে॥
ইজারার পাটা পেয়ে, এত কি গৌরব বেড়েছে।
(ওরে), স্বয়ং থাক্‌তে কুশের পুতুল,
কে কোথা দাহন করেছে॥
হিসাব বাকী থাকে যদি,
দিব নারে তোদের কাছে।
(ওরে), রাজা থাক্‌তে কোটালের দোহাই,
কোন্ দেশেতে কে দিয়াছে॥
শিব-রাজ্যে বসতি করি,
শিব আমার পাটা দিয়াছে।
রামপ্রসাদ বলে, সেই পাটাতে,
ব্রহ্মময়ী সাক্ষী আছে॥

জংলা—একতালা।

জয় কালী জয় কালী, ব'লে যেগে থাকরে মন।
তুমি ঘুম যেয়োনা রে (ভোলা মন),
ঘুমেতে হারাবে ধন ॥
নবদ্বার ঘরে, সুখে শয্যা করে,
হইবে যখন অচেতন।
তখন আসিবে নিন্দ, চোর দিবে সিঁদ,
হরে লবে সব রতন ॥

লগ্নী—আড়খেমটা।

মা বসন পর। *
বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো ॥
কালীঘাটে কালী তুমি, মা গো কৈলাসে ভবানী
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারা, গোকুলে গোপিনী গো ॥
পাতালেতে ছিলে মাগো, হয়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো ॥
কার বাড়ী গিয়েছিলে, মাগো কে করেছে সেবা।
শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্তজবা গো ॥
ডানি হস্তে বরাভয়, মাগো বাম হস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড, করেছ রাশি রাশি গো ॥
অসিতে রুধির ধারা, মাগো গলে মুণ্ড-মালা।
হেঁট মুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো ॥
মাথায় সোণার মুকুট, মাগো ঠেকেছে গগনে।
মা হয়ে বালকেরা† পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো ॥
আপনি পাগল, পতি পাগল,
মাগো আরও পাগল আছে।
ওমা, রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল,
চরণ পাবার আশে গো ॥

---

* কোনও কোনও গ্রন্থে এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়:—
বসন পরো মা, বসন পরো তুমি।
রাঙ্গা চন্দনে মাখিয়া জবা পদে দিব আমি॥
খড়্গ হস্তে রুধির ধারা, এ মা মুণ্ডমালা গলে,
একবার হেঁট নয়নে চেয়ে দেখ মা,
পতি পদতলে গো মা ॥
সবে বলে পাগল পাগল, ওমা আরো পাগল আছে।
রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার পাশে॥

† পাঠান্তরে—"মা হয়ে সন্তানের পাশে।"

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি ॥
কালীনাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি।
(আমি) এ দেহ বেচে ভবের হাটে,
দুর্গানাম কিনে এনেছি ॥
দেহের মধ্যে সুজন যে জন,
তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে,
দেখাব ভেবে রেখেছি।
সারাৎসার তারা নাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে,
যাত্রা করে বসে আছি ॥

সিন্ধু—ভৈরবী।

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে,
তারা বয়ে পড়বে ধারা ॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়বে লুটে, তারা বলে হব সারা।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ, দেখ মাকে,
তিমিরে তিমিরহরা ॥

তারা-তরী লেগেছে ঘাটে।
যদি পারে যাবি মন আয়রে ছুটে ॥
তারা নামে পাল খাটায়ে, ত্বরায় তরী চল বেয়ে;
যদি পারে যাবি, দুখ মিঠাবি,
মনের গিরা দেরে কেটে ॥
বাজারে বাজার কর মন,
মিছে কেন বেড়াও ছুটে।
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হল,
কি করবে আর ভবের হাটে ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, বাঁধ রে বুক এঁটে সেঁটে।
ওরে, এবার আমি ছুটিয়াছি,
ভবের মায়া বেড়ী কেটে ॥

এবার আমি কর্‌বো কৃষি।
ওগো, এ ভব সংসারে আসি।
তুমি কৃপাবিন্দু পাত করিয়ে, বসে দেখ রাজমহিষী
দেহ জমীন জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চষি।
(মা গো,) যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হইলে,
আনন্দ সাগরে ভাসি॥
হৃদয় মধ্যেতে আছে, পাপরূপী তৃণরাশি।
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারীতে মুক্ত কর গো মা মুক্তকেশী
কাম আদি ছয়টা বলদ, বহিতে পারে অহর্নিশি।
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে,
শস্য পাব রাশি রাশি॥
প্রসাদ বলে চাসে বাসে, মিছে মন অভিলাষী।
আমার মনের বাসনা তোমার.
ও রাঙ্গা চরণে মিশি॥

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরুতলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিতে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র,
তত্ত্বকথা তায় সুধাবি॥
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে,
তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর,
পিতা মাতায় তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয়,
ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা,
তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ,
তবে জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে, দূরে রইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হলে,
কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর,
মনের মতন মন হবি॥

মন, তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না।
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি,
জেনেও কি তাই জান না॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা; সুমধুর খাদ্য নানা
ওরে কোন লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয়,
আলো চাল আর বুট ভিজানা॥
জগৎকে পালিছেন যে মা,
সাদরে তাই কি জান না।
ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি,
মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা॥

মন রে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ॥
পরিহর ধনমদ, ভজ পদ-কোকনদ।
কালেরে নৈরাশ কর, কথা শুন, কথা রাখ॥
কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম।
অষ্ট যামের অর্দ্ধ যাম, আনন্দেতে সুখে থাক॥
রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় কর জয়।
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই করে হাঁক॥

ছি ছি মন তুই বিষম * লোভা।
কিছু জান না, মান না, শুন না, কথা॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থেবা
ওরে, জ্ঞান-খড়্গে বলিদান,
করিলে কৈবল্য পাবা॥
কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার ব্যাটার মত লবা।
ওরে, মায়া সূত্র, ভেদ সূত্রে,
তারে দূরে হাঁকায়ে দেবা॥
আত্মারামের অন্নভোগ, দুটা সেই মাকে দিবা
রামপ্রসাদ দাসে, কয় শেষে,
ব্রহ্মরসে মিশাইবা॥

---

* কোথায়ও 'বিষম' স্থলে 'বিষয়' দৃষ্ট হয়।

আর ভুলালে ভুল্‌ব না গো।
আমি অভয়-পদ সার করেছি,
ভয়ে হেল্‌ব দুল্‌ব না গো॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্‌বো না গো।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান,
মনের আগুন তুল্‌ব না গো॥
ধন-লোভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুল্‌ব না গো।
আশা-বায়ু গ্রস্ত হয়ে, মনের কথা খুল্‌ব না গো॥
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুল্‌ব না গো।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি,
ঘোলে মিশে ঘুল্‌ব না গো॥

আছি তেঁই তরুতলে বসে।
মনের আনন্দে আর হরষে॥
আগে ভাঙ্গাব গাছের পাতা,
ভাটি ফল ধরিব শেষে।
রাগ দ্বেষ লোভ আদি, পাঠাব সব বনবাসে।
রব রসাভাষে হা প্রত্যাশে, ফলিতার্থ সেই রসে॥
ফলে ফলে সুফল লয়ে, যাইব আপন নিবাসে।
আমার বিফলকে ফল দিয়ে
ফলাফল ভাসাও নৈরশে॥
মন কর কি, লওরে সুধা, দুজনাতে মিলে মিশে।
খাবে একই নিশ্বাসে যেন
সূর্য্য তেজে সকল শোষে॥
রামপ্রসাদ বলে, আমার কোষ্ঠি, শুদ্ধ তারারেশে
মাগী জনে না যে মন-কপাটে,
খিল দিয়েছি বড় কসে॥

মা গো আমার কপাল দুষী।
দুষী বটে গো আনন্দময়ী॥
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে,
যেতে নারিলাম বারানশী।
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে,
মোর ভাগ্যেতে একাদশী॥
অন্ন-ত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি,
আমার কৃষি সকল নিল জলে,
কেবল মাত্র লাঙ্গল চষি॥
না করিলাম ধর্ম্ম কর্ম্ম, পাপ করেছি রাশি রাশি।
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে,
পথ ভুলে রয়েছি বসি॥
জনমি ভারতভূমে, মা! কি কর্ম্ম করিলাম আসি
আমার একুল ওকুল দুকুল গেল,
অকূল পাথারে ভাসি॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, ভাবতে নারি দিবা নিশি।
ওমা, যখন শমন জোর করিবে,
দুর্গা নামে দিব ফাঁসি॥

পিলু-বাহার—জং।

কালীনাম জপ কর, যাবে কালীর কাছে।
কালী-ভক্ত, জীবন্মুক্ত, যে ভাবে যে আছে॥
শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু, অকিঞ্চন দীনবন্ধু,
দেখালেন কালী-পাদপদ্ম-কল্প-গাছে।
গৃহে মুক্তি মূর্ত্তিমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী,
শিব শিবা, রাত্রি দিবা, রক্ষা হেতু আছে।
যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহের বাসনা ভোগ,
মার ইচ্ছা যোগ ভোগ, ভক্ত জনে আছে।
আনন্দে প্রসাদ কয়, কালী কিঙ্করের জয়;
অণিমাদি আজ্ঞাকারী, পড়ে থাক পাছে॥

টুরি জায়েনপুরী—একতালা।

সময় তো থাকবে না গো মা, কেবল কথা রবে।
কথা রবে, কথা রবে, মা গো জগতে কলঙ্ক রবে॥
ভাল কিবা মন্দ কালী, অবশ্য এক দাঁড়া হবে।
সাগরে যার বিছানা মা! শিশিরে তার কি করিবে
দুঃখে দুঃখে জর জর, আর কত মা দুঃখ দিবে।
কেবল ঐ দুর্গানামে শ্যামানামে কলঙ্ক রটিবে॥

টুরি জায়েনপুরী—একতালা।

আমায় ছুঁয়োনা রে শমন আমার জাত গিয়েছে।
যেদিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে॥
শোন্‌রে শমন বলি, আমার জাত কিসে গিয়াছে,
(ও শমন রে!) আমি ছিলেম গৃহবাসী,
কেলে সর্ব্বনাশী আমায় সন্ন্যাসী করেছে।
মন রসনা এই দু'জনা,
কালীর নামে দল বেঁধেছে (ওরে শমন রে)।
ইহা করে শ্রবণ, রিপু ছয় জন, ডিঙ্গা ছাড়িয়াছে

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে।
কালী-পাদপদ্ম-সুধা ত্যজি,
কূপে পড়ে আপন খাবে॥
ভবজরা পাপ-রোগ, নীলাচলে নানা ভোগ,
ওরে জ্বরে কাশী সর্ব্বনাশী,
ত্রিবেণী স্নানে রোগ বাড়াবে॥
কালী-নাম মহৌষধি ভক্তিভাবে পানবিধি।
(ওরে) গান কর, পান কর,
আত্মারামের আত্ম হবে।
মৃত্যুঞ্জয়ে উপযুক্ত সেবায় হবে আশু মুক্ত।
ওরে সকলি সম্ভবে তাঁতে পরমাত্মায় মিশাইবে
প্রসাদ বলে মন ভায়া, ছাড়ি কল্পতরু-ছায়া,
ওরে কাটা-বৃক্ষের তলে গিয়ে,
মৃত্যু-ভয়টা কি এড়াবে॥

পিলু বাহার—জং
এ শরীরে কাজ কি রে ভাই
দক্ষিণে প্রেমে না গলে।
এ রসনায় ধিক্ ধিক্, কালী-নাম নাহি বলে॥
কালী-রূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে।
ওরে সেই সে দুরন্ত মন, না ডুবে চরণ তলে॥
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ।
ওরে সুধাময় নাম শুনে, চক্ষু না ভাসালে জলে॥
যে করে উদর [illegible]রে, সে করে কি সাধ করে।
ওরে না পূরে অঞ্জলি চন্দন জবা আর বিল্বদলে
সে চরণে কাজ কিবা, মিছা শ্রম রাত্রি দিবা।
ওরে কালী-মূর্ত্তি যথা তথা ইচ্ছা-সুখে নাহি চলে
ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার।
রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে
আম্র কি কখন ফলে॥

মোহিনী-বাহার—একতালা।
আয় দেখি মন তুমি আমি
দু'জনে বিরলেতে বসি রে।
যুক্তি করি মনে প্রাণে, পিঞ্জর গড়ব গুরু-চরণে,
পদে লুকাইব সুধা খাব,
যমের বাপের কি ধার ধারি রে॥
মন বলে করিবে চুরি, ইহার সন্ধান বুঝিনে রে।
গুরু দিয়াছেন যে ধন
অভয়চরণ কেমনে খরচ করিবে॥
শ্রীরামপ্রসাদের আশা,
কাটা কেটে খোলসা করি রে
মধুপুরী যাব মধু খাব,
শ্রীগুরুর নাম হৃদে ধরে॥

ছি ছি মন-ভ্রমরা দিলি বাজী।
কালী-পাদ পদ্ম-সুধা ত্যজে
বিষয়-বিষে হলি রাজি॥
দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ,
লোকে তোমায় কয় রাজাজি।
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি, রাজা বট রীতি পাজি,
অহঙ্কার-মদে মত্ত, বেড়াও যেন কাজির তাজী।
তুমি ঠেকবে যখন, শিখবে তখন,
করবে কালে পাপোস বাজি॥
বাল্য যুবা বৃদ্ধ দশা, ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি।
পড়ে চোরের কোটায়, মন টুটায়,
যে ভজে সে মত্ত গাজি॥
কুতূহলে প্রসাদ বলে, জরা এলে আসবে হাজী।
যখন দণ্ডপাণি লবে টানি কি করিবে ও বাবাজি।

ভাব কি! ভেবে পরাণ গেল।
যার নামে হয়ে কাল, পদে মহাকাল,
তার কেন কাল রূপ হল॥
কাল বড় অনেক আছে
এ বড় আশ্চর্য্য কালো।
যাকে হৃদয় মাঝে রাখিলে পরে,
হৃদয়পদ্ম করে আলো॥
রূপে কালী নামে কালী,
কাল হইতে অধিক কালো॥
ওরূপ যে দেখেছে সেই মজেছে,
অন্যরূপ লাগে না ভালো॥
প্রসাদ বলে কুতূহলে,
এমন মেয়ে কোথায় ছিল।
না দেখে নাম শুনে কানে,
মন গিয়া তায় লিপ্ত হলো॥

ইমন—একতালা।

কাজ কি আমার কাশী।
যাঁর কৃত কাশী, তদুরসি বিগালতকেশী॥
যেই জগদম্বার কুণ্ডল, পড়েছিল খসি।
সেই হতে মণিকর্ণি বলে তারে ঘোষি॥
অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী।
মায়ের করুণা বরুণা ধারা, অসিধারা অসি॥
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্ব-মসি।
ওয়ে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশমহিষী॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল ত না বাসি।
ঐ যে গলাতে বেঁধেছ আমার
কালী নামের ফাঁসি॥

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুঁড়ি।
(ভব সংসারে বাজারের মাঝে)
ঐ যে, মন ঘুড়ি, আশা বায়ু,
বাঁধা তাহে মায়া দড়ি॥
কাক গণ্ডী মণ্ডি গাঁথা, তাতে পঞ্জরাদি নাড়ি।
ঘুঁড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি॥
বিষয়ে মেজেছে মাজা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুঁড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে,
হেসে দেও মা হাত চাপড়ি॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে, ঘুঁড়ি যাবে উড়ি।
ভবসংসার-সমুদ্র পারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি॥

সে কি শুধু শিবের সতী।
যাবে কালের কাল করে প্রণতি॥
ষট্‌চক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি।
সে যে সর্ব্বদলের দলপতি,
সহস্রদলে করে স্থিতি॥
নেংটাবেশে শত্রু নাশে, মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি॥
ওরে বল দেখি মন, সে বা কেমন,
নাথের বুকে মারে নাথি॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা,
সকলি জানি ডাকাতি।
ওরে সাবধানে মন কর যতন,
হবে তোমার শুদ্ধ মতি॥

এই দেখ সব মাগীর খেলা।
মাগীর আপ্তভাবে গুপ্তলীলা।
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ,
ডেলা দিয়া ভাঙ্গে ডেলা।
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি,
নারাজ হয় সে কাজের বেলা॥
প্রসাদ বলে থাক বসে, ভবার্ণবে ভাসায়ে ভেলা।
যখন জোয়ার আসবে, উজায়ে যাবে,
ভাটিয়া যাবে ভাটার বেলা॥

জংলা—একতালা।

জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে।
ভবে আমার কি হইবে গো মা॥
অগম্য জলেতে মীনের শ্রয়,
জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময়।
ও সে যখন যারে মনে করে,
তখন তারে ধরে কেশে॥
পলাবার পথ নাইকো জালে,
পলাবি কি মন ঘেরেছে কালে।
রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক,
শমন দমন করবে এসে॥

মন জাননাকি ঘট্‌বে লেটা।
যখন উর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ করে,
পথে তোমার দিবে কাঁটা॥
আমি দিন থাকিতে উপায় বলি,
দিনের সুদিন যেটা।
ওরে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে,
মনে মনে হওরে আঁটা॥
পিঞ্জরে পুষেছ পাখী, আটক করবে কেটা।
ওরে জান না যে তার ভিতরে,
দুয়ার রয়েছে নটা॥
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী, ধিঙ্গি ধিঙ্গি ছটা।
তারা যা বলিছে, তাই করিছ,
এমনি বুকের পাটা॥
প্রসাদ বলে মন জানতো, মনে মনে যেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাড়ী, বুঝাইব সেটা।

ঝিংলা—একতালা।

আমি ঐ খেদে খেদ করি।
ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার,
জাগা ঘরে হয় চুরি॥
মনে করি তোমার নাম করি,
আবার সময়ে পাশরি।
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয়,
জেনেছি তোমার চাতুরি॥
কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না, খেলে না,
সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে,
দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি॥
যশঃ অপযশঃ সুরস কুরস সকল রস তোমারি।
ওগো রসে থেকে রসভঙ্গ, কেন কর রাসেশ্বরী॥
প্রসাদ বলে মন দিয়াছ মনেরি আঁখ ঠারি।
ও মা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি-পোড়া
মিষ্টি বলে ঘুরে মরি॥

মন রে ভালবাস তাঁরে।
যে ভবসিন্ধু পারে তারে।
এই কর ধার্য্য কিবা কার্য্য অসার পসারে॥
ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্ব্বকথা,
তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা, যাবে কোথাকারে॥
সংসার কেবল কাজ, কুহকে নাচায় নাচ,
মায়াবিনী কোলে আছ পড়ে কারাগারে॥
অহঙ্কার দ্বেষ রাগ, অনুকূলে অনুরাগ,
দেহরাজ্য দিলে ভাগ, বল কি বিচারে॥
যা করেছ চারা কিবা, প্রায় অবসান দিবা,
মণিদ্বীপে ভাব শিবা, সদা শিবাগারে॥
প্রসাদ বলে দুর্গানাম, সুধাময় মোক্ষধাম,
জপ কর অবিরাম, সুধাও রসনারে॥

শমন আসার পথ ঘুচেছে।
আমার মনের সন্ধ দূরে গেছে॥
ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে,
চারি শিব চৌকি রয়েছে॥
এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে,
তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে
সহস্র-দল-কমলে শ্রীনাথ,
অভয় দিয়ে বসে আছে॥
দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা,
চৌকিদারী ভার লয়েছে।
সে শক্তির জোরে চেতন করে,
তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে।
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে, কণ্ঠমূলে ভুরুমাঝে।
এ চারিস্থানে চারি শিব, নব দ্বারে চৌকি আছে
রামপ্রসাদ বলে এই ঘরে,
চন্দ্র সূর্য্য উদয় আছে।
ওরে তমো নাশ করি তারা,
হৃদমন্দিরে বিরাজিছে॥

আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে।
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম,
বাঁধা আছে হরের কাছে॥
ও চরণ উদ্ধারের মা,
আর কি কোন উপায় আছে॥
এখন প্রাণপণে খালাস কর,
টাটে বা ডুবায় পাছে।
যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব বাঁধা রাখিয়াছে॥
বাপের ধনে বেটার স্বত্ব,
কাহার বা কোথা ঘুচেছে।
রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র বলে,
আমায় নিরংশী করেছে॥

ললিত বিভাষ—আড়খেমটা।

কালীর নামের গণ্ডী দিয়া আছি দাঁড়াইয়া।
শোনরে শমন তোরে কই,আমিতো আটাশে নই,
তোর কথা কেন রব সয়ে।
ছেলের হাতের মোওয়া নয় যে,
খাবে ভুলকো দিয়ে॥
কটু বলবি, সাজাই পাবি, মাকে দিব কয়ে।
সে যে কৃতান্ত-দলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে॥
শ্রীরামপ্রসাদে যেন, কয় শ্যামা গুণ গেয়ে।
আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাব, চক্ষে ধূলা দিয়ে॥

জংলা—একতালা।

আমার অন্তরে আনন্দময়ী।
সদা করিতেছেন কেলি॥
আমি যেভাবে সেভাবে থাকি,
নামটী কভু নাহি ভুলি।
আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি,
অন্তরেতে মুণ্ডমালী॥
বিষয়-বুদ্ধি হইল হত,
আমায় পাগল বোল বলে সকলি।
আমায় যা বলে তা বলুক তারা,
অন্তে যেন পাই পাগলী॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মা বিরাজে শতদলে,
আমি শরণ নিলাম চরণতলে,
অন্তে না ফেলিও ঠেলি॥

কাজ কি মা সামান্য ধনে।
ওকে কাঁদ্‌ছে গো তোর ধন বিহনে॥
সামান্য ধন দিবে তারা,
পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দেও মা আমায় অভয় চরণ,
রাখি হৃদি পদ্মাসনে॥
গুরু আমায় কৃপা করে মা,
যে ধন দিলে কাণে কাণে।
এমন গুরু-আরাধিত মন্ত্র,
তাও হারালেম সাধন বিনে॥
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা,
হবে তোমার নিজগুণে!
আমি অন্তিম কালে জয় দুর্গা বলে,
স্থান পাই যেন ঐ চরণে॥

মায়ের এম্নি বিচার বটে।
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে,
তারি কপালে বিপদ ঘটে॥
হুজুরেতে আর্জ্জি দিয়ে মা,
দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে।
কবে আদালত শুনানি হবে মা,
নিস্তার পাব এ শঙ্কটে॥
সওয়াল জবাব কর্‌ব কি মা,
বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ওমা ভরসা কেবল শিববাক্য,
ঐক্য বেদাগমে রটে॥
প্রসাদ বলে শমন ভয়ে মা,
ইচ্ছে হয় যে পালাই ছুটে।
যেন অন্তিমকালে দুর্গা বলে,
প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে॥

দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে।
বড় নিশ্চিন্তে রয়েছ,
তোমার পতিত তনয় ডুব্‌লো ভবে॥
এ ঘাটে তরণী নাইকো,
কিসে পার হব মা ভবে,
মা তোর দুর্গা নামে কলঙ্ক রবে মা,
নইলে খালাস কর তবে॥
ডাকি পুনঃপুনঃ শুনিয়া না শুন,
পিতৃধর্ম্ম রাখলে ভবে।
অতি প্রাতঃকালে জয়দুর্গা বলে,
স্মরণ নিবার কাজ কি তবে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা,
মোর ক্ষতি কিছু না হবে।
মা তোর কাশী মোক্ষধাম, অন্নপূর্ণা নাম,
জগজ্জনে নাম নাহি লবে॥

আমি নই পলাতক আসামী।
ওমা কি ভয় আমায় দেখাও তুমি।
বাজে জমা পাওনি যে মা,
ছাটে জমি আছে কমি।
আমি মহামন্ত্র মোহর করা,
কবচ রাখি শাল তামামি॥
আমি মায়ের খাসে আছি বসে,
আসল কসে সারে জমি।
প্রসাদ বলে খাজনা বাকী,
নাইগো রাখি কড়া কমি।
যদি ডুবাও দুঃখ-সিন্ধু-মাঝে,
ডুবেও পদে হব হামি॥

জয়জয়ন্তি—জৎ।

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর, খাস তালুকে বসত করি॥
নাইকো জরিপ জমাবন্দি,
তালুক হয় না লাটে বন্দি মা।
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি,
শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী।
নাইকো কিছু অন্য লেঠা,
দিতে হয় না মাথট বাটা মা,
জয়দুর্গার নামে জমা আঁটা,
ঐটা করি মালগুজারি।
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ মা,
আমি ভক্তির জোরে কিন্‌তে পারি
ব্রহ্মময়ীর জমিদারী॥

খাম্বাজ—আদ্ধা।

কালী তারার নাম জপ মুখেরে,
যে নামে শমনভয় যাবে দূরেরে।
যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী হইল শ্মশানবাসী,
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে, নাহি পায় ভাবিয়া রে॥
ডুবু ডুবু হইল ভরা, লোকে বলে ডুবেরে;
তবু ভুলাইতে পার যদি, ভোলানাথের মন রে।
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
দ্বিজ* রামপ্রসাদের নতি,
চরণতলে রেখরে॥

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি॥
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা,
ভুলেছ কি রাজমহিষী।
তারা কত দিনে কাটবে আমার,
এ দুরন্ত কালের ফাঁসি॥

প্রসাদ বলে কি ফল হবে,
হই যদি গো কাশীবাসী।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধরে,
পিতা হলেন শ্মশানবাসী॥

মন তোরে তাই বলি বলি।
এবার ভাল খেল খেলায়ে গেলি॥
প্রাণ বলে প্রাণের ভাই,
মন যে তুই আমার ছিলি।
ওরে ভাই হয়ে ভুলায়ে ভাইয়ে,
শমনেরে সঁপে দিলি॥
গুরুদত্ত মহা সুধা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি।
ওরে খাওয়াইলি কেবলমাত্র,
কতকগুলো গালাগালি॥
যেমি গেলি তেমি গেলাম,
কবে দিলি মিজাজ আলি।
এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে,
আমি নই বাগানের মালী॥
প্রসাদ বলে মন ভেবেছ,
দেবে আমায় জলাঞ্জলি।
ওরে জান না কি হৃদে গেঁথে,
রেখেছি দক্ষিণা কালী॥

তাই কালরূপ ভালবাসি।
জগমনোমোহিনী মা এলোকেশী॥
কালোর গুণ ভাল জানে, শুক শম্ভু দেব ঋষি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব,
কালরূপ তাঁর হৃদয়বাসী॥
কাল বরণ ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী
হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী,
বাঁশী ত্যজে করে অসি॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সকল এক বয়সী।
ঐ যে তার মধ্যে কেলে মা মোর,
বিরাজে পূর্ণিমার শশী॥
প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে, কালরূপে মেশামেশি
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক,
মন করো না দ্বেষাদ্বেষী॥

---

* রামপ্রসাদের কোনও কোনও গানে 'দ্বিজ' ভণিতা দেখিয়া, কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন, ঐ সকল গান অপর কোনও ব্রাহ্মণ রামপ্রসাদের রচিত। কিন্তু বৈদ্যগণও 'দ্বিজ' আখ্যায় আপনাদিগকে অভিহিত করিয়া থাকেন,—এ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

এবার ভাল ভাব পেয়েছি।
কালীর অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি।
ভবের কাছে পেয়ে ভাব,
ভাবীকে ভাল ভুলায়েছি।
তাই রাগ দ্বেষ লোভ ত্যজে,
সত্ত্বগুণে মন দিয়েছি॥
তারা নাম সারাৎসার, আত্মশিক্ষায় বাঁধিয়াছি।
সদা দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে,
দুর্গা নামের কাছ করেছি॥
প্রসাদ ভাবে যেতে হবে, একথা নিশ্চিত জেনেছি
লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল,
যাত্রা করে বসে আছি॥

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা॥
এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না
তোমার কোলেতে কামনা কান্তা,
তারে ছেড়ে পাশ ফের না॥
আশার চাদর দিয়াছ গায়,
মুখ ঢেকে তাই মুখ খুল না।
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে,
রজক ঘরে তায় কাচাও না॥
খেয়েছ বিষয়-মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে না
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে,
ভ্রমেও কালী বল না॥
অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই ঘুমায়ে আশা পূরে না
তোর ঘুমে মহা ঘুম আসিবে,
ডাকিলে আর চেতন পাবে না॥

শমন হে আছি দাঁড়ায়ে।
আমি কালী নামের গণ্ডী দিয়ে॥
কালোপরে কালীপদ, সে পদ হৃদে ভাবিয়ে।
মায়ের অভয় চরণ, যে করে স্মরণ,
কি করে তার মরণ ভয়ে॥

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
এ কথা ভাঙ্গিব কি হাঁড়ি চাতরে॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে কুমারী রে।
যেমন অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে,
জানকী তার সমিভ্যারে॥
জননী, তনয়া, জায়া, সহোদরা, কি অপরে,
রামপ্রসাদ বলে, বলব কি আর,
বুঝে লওগে ঠারে ঠোরে॥

ললিত খাম্বাজ—একতালা।

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন,
বদন ভরে মাকে ডাকিরে।
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী,
এসেন কিনা এসেন দেখিরে॥
লয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার এত ভাবনা কিরে।
তবে তারা-নামের কবচ-মালা,
বৃথা আমি গলায় রাখিরে॥
মহেশ্বরী আমার রাজা,
আমি খাস্ তালুকের প্রজা,
আমি কখন নাতান, কখন সাতান,
কখন বাকীর দায়ে না ঠেকিরে॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা,
অন্যে কি জানিতে পারে।
যার ত্রিলোচন না পেল তত্ত্ব,
আমি অন্ত পাব কিরে॥

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা,
যেম্নি নাচাও তেম্নি নাচে॥
তুমি কর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্মকথা বুঝা গেছে।
ওমা, তুমি ক্ষিতি, তুমি জল,
ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে॥
তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি,
তুমিই মুক্তি, শিব বলেছে।
ওমা, তুমি দুঃখ, তুমিই সুখ,
চণ্ডীতে তা লেখা আছে॥
প্রসাদ বলে, কর্ম্ম সূত্র,
সে সুতার কাটনা কেটেছে।
ওমা, মায়াসূত্রে বেঁধে জীব,
ক্ষেপা ক্ষেপি খেল খেলিছে॥

মা আমার খেলান হলো।
খেলা হলো গো আনন্দময়ী।
ভবে এলাম কত্তে খেলা, করিলাম ধুলা খেলা।
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা,
কাল যে নিকটে এলো ॥
বাল্যকালে কত খেলা,
মিছে খেলায় দিন গোঁয়ালো।
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলায়,
অজপা ফুরায়ে গেল ॥
প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে, অশক্তি কি করি বল।
ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়া,
মুক্তিজলে টেনে ফেল ॥

আর তোমায় ডাকব না কালী।
তুমি মেয়ে হয়ে অসি ধরে,
লেংটা হইয়ে রণ করিলি ॥
দিয়াছিলে একটা বৃত্তি,
তাওতো দিয়ে হরে নিলি।
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে,
মা হয়ে তার মাথা খেলি ॥
দীন রামপ্রসাদ বলে মা,
এবার কালী কি করিলি।
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা,
লাভে মুলে ডুবাইলি ॥

সামাল ভবে ডুবে তরী।
তরী ডুবে যায় জনমের মত ॥
জীর্ণ তরী, তুফান ভারী, বাইতে নারি ভয়ে মরি
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু,
এবার এরাই কচ্ছে দাঁগাদারি ॥
এনেছিলে, বসে খেলে মন,
মহাজনের মূল খোয়ালি।
যখন হিসাব করে দিতে হবে মন,
তখন তহবিল হবে হারি ॥
দীন রামপ্রসাদ বলে মন, নীরে বুঝি ডুবায় তরী
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর,
আপন ঘরে যায় যে চুরি ॥

ওমা তোর মায়া কে বুঝতে পারে।
তুমি ক্ষেপা মেয়ে, মায়া দিয়ে,
রেখেছ সব পাগল করে।
মায়া-ভরে, এ সংসারে, কেহ কারে চিন্তে নারে
ঐ যে এম্নি কালীর কাপ আছে যে,
যেম্নি দেখে তেম্নি করে ॥
পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা,
কে তার ঠিক ঠিকানা করে।
রামপ্রসাদ বলে, যায় গো জ্বালা,
যদি অনুগ্রহ করে ॥

জংলা—খয়রা।

আমি কি এমতি রব (মা তারা)।
আমার কি হবে গো দীন দয়াময়ী ॥
আমি ক্রিয়াহীন, ভজনবিহীন,
দীন হীন অসম্ভব।
আমার অসম্ভব আশা পুরাবে কি তুমি !
আমি কি ও পদ পাব (মা তারা)।
সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই, চরণে বিদিত সব।
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে,
এ কথা কাহারে কব, (মা তারা)।
প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া,
নাম কি আছে যে আর তা লব।
তুমি তরাইতে পার, তেঁই সে তারিণী,
নামটী রেখেছেন ভব (মা তারা) ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

দিবা নিশি ভাবরে মন, অন্তরে করালবদনা।
নীল কাদম্বিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগ্বসনা
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে মন জাননা।
সদা পদ্মবনে; হংসীরূপে, আনন্দরসে মগনা ॥
আনন্দে আনন্দময়ী, হৃদয়ে কর স্থাপনা ॥
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন, ব্রহ্মময়ী রূপ দেখ না ॥
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা,
পুরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্ব্বাণে কি গুণ বল না ॥

মন যদি মোর ঔষধ খাবা।
আছে শ্রীনাথ দত্ত, পটল সত্ত্ব,
মধ্যে মধ্যে ঐটি চাবা॥
সৌভাগ্য কররে দূরে, মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা।
রামপ্রসাদ বলে তবেই সে মন,
ভব রোগে মুক্ত হবা॥

জংলা—একতালা।

সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে।
যার নাম জপিয়া মহেশ বাচেন হলাহল খেয়ে॥
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করে, কটাক্ষে হেরিয়ে,
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পূরিয়ে॥
যে চরণে শরণ লয়ে, দেবতা বাঁচে দায়ে,
দেবের দেব মহাদেব যাঁহার চরণে লুটায়ে।
প্রসাদ বলে, রণে চলে, রণময়ী হয়ে।
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে, হুঙ্কার ছাড়িয়ে॥

মন হারালি কাজের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাবছ বসি,
কোথায় পাব টাকার তোড়া॥
চাকি কেবল ফাকি মন্ত্র,
শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাচমূলে কাঞ্চন বিকালি,
ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া॥
কর্ম্ম সূত্রে যা আছে মন,
কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এদেশ সেদেশ করে বেড়াও,
বিধির লিপি কপাল যোড়া॥
কালি করিছে হৃদয়ে বাস,
বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া।
ওরে সেই কালের কর বিনাশ,
ন্যাস ধররে মন্ত্র সোঁটা॥
প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন,
পাঁচ শোয়ারের তুমি ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচা পাঁচি,
তোমায় করবে তোলা-পাড়া॥

গারা ভৈরবী—যৎ।

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়,
মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে,
কর্ত্তা বলে সবাই বলে॥
আবার সে কর্ত্তারে দিবে ফেলে,
কালাকালের কর্ত্তা এলে।
যার জন্যে মর ভেবে, সে কি সঙ্গে যাবে চলে॥
সেই প্রেয়সী দিবে গোবর ছড়া,
অমঙ্গল হবে বলে।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, শমন যখন ধরবে চুলে।
তখন ডাকবি কালী কালী বলে,
কি করিতে পারবে কালে॥

কালী গো কেন লেংটা ফির।
ছিছি কিছু লজ্জা নাই তোমার॥
বসন ভূষণ নাই তোমার মা,
রাজার মেয়ে গৌরব কর।
মাগো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম,
পতির উপর চরণ ধর॥
আপনি লেংটা, পতি লেংটা,
শ্মশানে মশানে চর।
মাগো আমরা সবে মরি লাজে,
এবার মেয়ে বসন পর॥ ১৪০

সিন্ধু কাফী—একতালা।

আপন মন মগ্ন হলে মা,
পরের কথায় কি হয় তারে॥
পরের কথায় গাছে চড়ে,
আপন দোষে পড়ে মরে।
পরের জামিন হলে পরে,
সে না দিলে আপনে ভরে॥
যখন দিনে নিরাই করে,
শিকারী সব রয় না ঘরে।
লাঠা বর্শা লয়ে করে, নাও না পেলে চলে তরে
চাষা লোকে কৃষি করে, পঙ্ক জলে পচে মরে।
যদি সে নিরাইতে পারে, অঝরে কাঞ্চন ঝরে॥

খাম্বাজ—একতালা।

যদি ডুবল না ডুবায়ে বা ওরে মন নেয়ে।
মন-হালি ছেড়না ভরসা-বাঁধ পারবি যেতে বেয়ে
মন চক্ষু দাঁড়ি, বিষম হাড়ি, মজায় মজে চেয়ে।
ভাল ফাঁদ পেতেছে শ্যামা, বাজিকরের মেয়ে॥
মন শ্রদ্ধা-বায়ে ভক্তি-বাদাম দেওরে উড়াইয়ে।
রামপ্রসাদ বলে, কালী নামের
যাওরে সারি গেয়ে॥

মূলতানী—একতালা।

মন আমার যেতে চায় গো, আনন্দকাননে।
বট মনোময়ী শান্ত্বনা কেন, কর না এই মনে॥
শিবকৃত বারাণসী, সেই শিব পদবাসী,
তবু মন ধায় কাশী, রব কেমনে।
অন্নপূর্ণা রূপ ধর, পঞ্চক্রোশী পদে কর,
নখজালে গঙ্গা, মণিকর্ণিকার সনে॥
দ্বিপদে অলক্ত আভা, অসি বরুণার শোভা,
হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে।
প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শাস্ত্র করা উপযুক্ত,
কিবা কাজ অভিযুক্ত পুরী গমনে॥

মূলতান—একতালা।

জননি পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে,
কৃপাবলোকনে তারিণী।
তপন তনয়-ভয়চয়-বারিণী।
প্রণবরূপিণী সারা, কৃপানাথ দারা তারা,
ভব পারাবার-তরণী।
সগুণা নির্গুণা স্থূলা, সূক্ষ্মা মূলা, হীন মূলা,
মূলাধার অমলকমলবাসিনী॥
আগম নিগমাতীতা, খিল মাতা, খিল পিতা,
পুরুষ-প্রকৃতিরূপিণী।
হংসরূপে সর্ব্বভূতে, বিহরসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি প্রলয়-স্থিতি, ত্রিধাকারিণী
সুধাময় দুর্গা নাম, কেবল কৈবল্যধাম,
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী।
তাপত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল কূপে মজে,
ভনে রামপ্রসাদ, তার বিষফল জানি॥

মূলতানী খাম্বাজ—একতালা।

করুণাময়ি কে বলে তোরে দয়াময়ী,
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা (গো তারা,)
আমার এম্নি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ।
কারে দিলে ধনজন মা, হস্তী অশ্ব রথচয়,
ওগো, তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেহ নই॥
কেহ থাকে অট্টালিকায়,
মনে করি তেম্নি হই।
মা গো, আমি কি তোর পাকা খেতে
দিয়াছিলাম মই॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
আমার কপাল বুঝি অম্নি অই।
ওমা, আমার দশা দেখে বুঝি,
শ্যামা হলে পাষাণময়ী॥

হয়েছি মা জোর ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা॥
ঐ যে মন করিছে জামিনদারী
নেচে উঠে ছটা বাদী॥
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হই তো,
পুর হতে দূর করে দি।
বিমাতা মরেন শোকে, ছয়টায় যদি আমল না দি
সুখে নিত্যানন্দ পুরে থাকি,
পার হয়ে যাই ভব নদী॥
হুজুরে তজবিজ কর মা, হাজির ফরিয়াদী দাদী।
এই স্বোপার্জ্জিত ভজনের ধন,
সাধারণ নয় যে তা দি॥
মাতা আদ্যা, মহা বিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
ওমা, তোমার পুতে, সতীন্ সুতে,
জোর করে কার কাছে কাঁদি॥
প্রসাদ ভণে, ভরসা মনে,
বাপ তো নহেন মিথ্যাবাদী।
ঠেকি বারে বারে খুব চেতেছি,
আর কি এবার ফাঁদে পা দি॥

ভূতের বেগার খাটব কত।
তারা বল আমায় খাটাবি কত॥
আমি ভাবি এক হয় আর,
সুখ নাই মা কদাচিত॥
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়,
এ দেহের পঞ্চভূত।
ও মা, ষড়রিপু সাহায্য তায়,
হলো ভূতের অনুগত॥
আসিয়া ভবসংসারে,
দুঃখ পেলেম যথোচিত।
ও মা, যার সুখেতে হব সুখী,
সে মন নয় গো মনের মত॥
চিনি বলে নিম খাওয়ালে,
ঘুচলো না সে মুখের তিত।
কেন ভিষক প্রসাদ, মনে বিষাদ,
হয়ে কালীর শরণাগত॥

ভাল ব্যাপার মন কর্ত্তে এলে।
ভাসিয়ে মানব-তরী কারণ-জলে॥
বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভবনদীর জলে।
ওরে কেউ করিল দুনো ব্যাপার,
কেহ কেহ বা হারালো মূলে॥
ক্ষিত্যপ তেজ মরুৎ ব্যোম,
বোঝাই আছে নায়ের খোলে,
ওরে ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে,
গুড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে।
পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা,
পাঁচে ডেকে পাঁচে মিলে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে,
কি হবে তাই প্রসাদ বলে॥

কেরে বামা কার কামিনী।
বসে কমলে ঐ একাকিনী॥
বামা হাসছে বদনে, নয়ন-কোণে
নির্গত হয় সৌদামিনী।
এ জনমে এমন কন্তে, না দেখি না কর্ণে শুনি।
গজ খাচ্ছে ধরে, ফিরে উগরে, ষোড়শী নবযৌবনী

দুঃখের কথা শুন মা তারা।
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা॥
যাদের নিয়ে ঘর করি মা,
তাদের এম্নি কাজের ধারা।
ওমা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা,
সুখের ভাগী কেবল তারা॥
অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে,
মানব ঘরে ফের ঘোরা।
এ সংসারেতে সং সাজিয়ে,
সার হলো গো দুঃখের ভরা॥
রামপ্রসাদের কথা লও মা, এ ঘরে বসতি করা।
ঘরের কর্ত্তা যে জন, স্থির নহে মন,
ছ'জনেতে কল্লে সারা॥

মা আমার বড় ভয় হয়েছে।
সেথা জমা-ওয়াশীল দাখিল আছে॥
রিপুর বশে চল্লেম আগে,
ভাবলেম না কি হবে পাছে।
ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত,
যা করেছি তাই লিখেছে॥
জন্ম জন্মান্তরের যত,
বকেয়া বাকী জের টেনেছে।
যার যেম্নি কর্ম্ম তেম্নি ফল,
কর্ম্মফলের ফল ফলেছে॥
জমায় কমি খরচ বেশী,
তলব কিসে রাজার কাছে।
ঐ যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে,
কেবল কালী নাম ভরসা আছে॥

আমি কবে কাশীবাসী হব।
সেই আনন্দ-কাননে গিয়ে, নিরানন্দ নিবারিব॥
গঙ্গাজল বিল্বদলে, বিশেশ্বর নাথে পূজিব।
ঐ বারাণসীর জলে স্থলে,
মোলে পরে মোক্ষ পাব॥
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী, স্বর্ণময়ীর শরণ লব।
আর বব বম্ বম্ ভোলা বলে,
নৃত্য করে গাল বাজাব॥

মনরে তোর চরণ ধরি।
কালী বলে ডাকরে, ওরে ও মন,
তিনি ভব পারের তরী।
কালী নামটা বড় মিঠা, বলরে দিবা শর্ব্বরী।
ওরে, যদি কালী করেন কৃপা, তবে কি শমনে ডরি
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কালী বলে যাব তরী।
তিনি তনয় বলে দয়া করে,
তরাবেন এ ভব বারি॥

মায়ের চরণ তলে স্থান লব।
আমি অসময়ে কোথা যাব॥
ঘরে যায়গা না হয় যদি, বাহিরে রব ক্ষতি কিগো
মায়ের নাম ভরসা করে, উপবাসী হয়ে পড়ে রব
প্রসাদ বলে উমা আমায়,
বিদায় দিলেও নাইকো যাব।
আমার দুই বাহু প্রসারিয়ে,
চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব॥

এলোকেশী দিগ্বসনা।
কালী পূরাও মোর মনবাসনা॥
যে বাসনা মনে রাখি,তার লেশ মা নাহি দেখি,
আমায় হবে কিনা হবে দয়া,
বলে দেমা ঠিক-ঠিকানা।
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা তোমার কাছে
এ মা তুমি বিনে ত্রিভুবনে,
এ বাসনা কেহ জানে না॥

পূর্‌লো নাকো মনের আশা।
আমার মনের দুঃখ রৈল মনে॥
দুঃখে দুঃখে কাল কাটালেম,
সুখের আর কিবে ভরসা।
আমি বলব কি করুণাময়ী,
সঙ্গে ছয়টা কর্ম্ম-নাশা॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা,
ভেবে ভেবে পাইনে দিশা।
আমি অভয় পদে শরণ নিয়ে,
ঘটল আমার উটা দশা॥

মন তুমি কি রঙ্গে আছ।
ও মন, রঙ্গে আছ, রঙ্গে আছ॥
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা,
দুঃখে রোদন সুখে নাচ।
রংয়ের বেলা রাংয়ে কড়ি,
সোণার দরে তা কিনেছ।
ও মন দুঃখের বেলা রতন মাণিক,
মাটীর দরে তাই বেচেছ॥
সুখের ঘরে রূপের বাসা,
সেইরূপে মন মজায়েছ।
যখন সেরূপে বিরূপ হইবে,
সেরূপের কিরূপ ভেবেছ॥

মরি গো এই মন দুঃখে।
ওমা মা বিনে দুঃখ বলব কাকে॥
একি অসম্ভব কথা, শুনে বা কি বল্‌বে লোকে।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী,
তার ছেলে মরে পেটের ভুকে॥
সে কি তোমার সাধের ছেলে মা,
রাখলে যারে পরম সুখে।
ওমা আমি কত অপরাধী,
নুন মেলে না আমার শাকে॥
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে,
পাছাড় মারিলে আমার বুকে।
ওমা মায়ের মত কাজ করেছ,
ঘোষিবে জগতের লোকে॥

ভবে আর জন্ম হবে না।
হবে না জননীর জঠরে॥
ভবানী ভৈরবী শ্যামা, বেদ শাস্ত্রে নাইকো সীমা,
তারার মহিমা আপনি মাত্র,
জেনেছেন শিব শঙ্করে।
আমার মায়ের নাম গান করি,
কত পাপী গেল তরে।
ওমা কৈলাসগিরি, দিব্যপুরী,
দেখাও এবার মা আমারে॥

পিলু বাহার—জৎ।

বল ইহার ভাব কি, নয়নে ঝরে জল
(গ্রহণে কালীর নাম)।
তুমি বহুদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ, স্থির করে বল॥
একটা করি অভিপ্রায়, ডুবা কাষ্ঠ বটে কায়!
কালী নামাগ্নি রসনায় জ্বলে, সেই জল ঢল ঢল॥
কাল ভাবি চক্ষু মুদি, নিদ্রা আবির্ভাব যদি,
শিব শিরে গঙ্গা তারি, প্রবাহ নির্ম্মল॥
আজ্ঞা করেছেন গুরু, বেণী তীর্থ বটে ভুরু,
গঙ্গা-যমুনার ধারার নিতান্ত এই ফল।
প্রসাদ বলে মন ভাই, এই আমি ভিক্ষা চাই,
বেণী-তটে আপন নিকটে দিও স্থল॥

—

অপরা জন্মহরা জননী। *
অপারে ভবসংসারে এক তরণী॥
অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদ ভাবে শিবা শিব;
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা-স্বরূপিণী॥
মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া,
দীনদয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী॥
আনন্দ-কাননে ধাম, ফল কি তারিণী নাম।
যদি জপে দেহ অন্তে, শিব বলে মানি॥
কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়া হীন,
নিজ গুণে তিন লোক তারয় তারিণী॥

—

ডাকরে মন কালী বলে।
আমি এই স্তুতি মিনতি করি,
ভুল না মন সময় কালে॥
এ সব ঐশ্বর্য্য ত্যজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ,
ওরে ও পদ-পঙ্কজে মজ, চতুর্ব্বর্গ পাবে হেলে।
বসতি কর যে ঘরেতে, পাহারা দিচ্ছে যমদূতে,
ওরে পারবে না ছাড়াইয়ে যাইতে,
কাল-ফাঁসি লাগবে গলে॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কাজের বংশ কাজ হারালে,
ওরে এখন যদি না ভজিলে,
আমসী খাবে আম ফুরালে॥

—

* কোথাও কোথাও এই গানের অন্যরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

থাকি এক খান ভাঙ্গা ঘরে।
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে॥
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে,
আছে কালীর নামের জোরে।
ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে,
মেটে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে॥

—

পতিতপাবনী পরা, পরামৃত-ফলদায়িনী॥
স্বদীনে চরণ-ছায়া, বিতর শঙ্কর-জায়া।
কৃপাং কুরু স্বগুণে মা, নিস্তার কারিণী॥
কৃতপাপ হীনপুণ্য, বিষয়া ভজনা-শূন্য।
তারারূপে তারয় মাং, নিখিল-জননী॥
ত্রাণ-হেতু ভবার্ণব চরণ-তরণী তব।
প্রসাদে প্রসন্না ভব, ভবের গৃহিণী॥

—

ঝিংলা—খয়রা।

কালী হলি মা রাসবিহারী।
(নটবর বেশে বৃন্দাবনে)
পৃথক প্রণব, নানা লীলা তব,
কে বুঝে এ কথা বিষম ভারী॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা,
আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি,
এলো চুল চূড়া বংশীধারী॥
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে,
মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজ কাল, তনুরেখা ভাল,
ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন-ত্রাস,
এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্ব্বে শোণিত-সাগরে, নেচেছিলে শ্যামা,
এবে প্রিয় তব যমুনা বারি॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে,
বুঝেছে জননী মনে বিচারি।
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু,
একই সকল বুঝিতে নারি॥

—

ও কেরে মন-মোহিনী।
ঐ মনোমোহিনী॥
ল ঢল ঢল তড়িৎ ঘটা, মণি-মরকত-কান্তি-ছটা
একি চিত্তছলনা, দৈত্যদলনা,
ললনা নলিনী-বিড়ম্বিনী॥
প্ত পেতি, সপ্ত হেতি, সপ্তবিংশ-প্রিয়-নয়নী।
নী খণ্ড শিরি... মহেশ-উরসী,
হরের রূপসী একাকিনী॥
লাটফলকে, অলকা ঝলকে,
নাসানলকে, বেসরে মণি।
রি! হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ,
সুধারস-কূপ, বদনখানি॥
শানে বাস, অট্টহাস, কেশপাশ, কাদম্বিনী।
মা সমরে বরদা, অসুর দরদা,
নিকটে প্রমোদা, প্রমাদ গণি॥
হিছে প্রসাদ, না কর বিবাদ,
পড়িল প্রমাদ, স্বরূপে গণি।
সমরে হবে না জয়ী রে,
ব্রহ্মময়ী রে, করুণাময়ীরে, বল জননী।

রাধকেলী—আড়া।

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আঁসে,
গলিত চিকুর আসব আবেশে।
বামা রণে দ্রুতগতি চলে,
দলে দানব দলে, ধরি করতলে, গজ গরাসে॥
কেরে, কালীর শরীরে, রুধির শোভিছে,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে।
কেরে, নীল কমল, শ্রীমুখমণ্ডল,
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে।
কেরে নীলকান্ত, মণি নিতান্ত,
নখর নিকর তিমির নাশে।
কেরে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়,
ঘন ঘোর রবে, উঠে আকাশে॥
দিতিসুতচয়, সবার হৃদয়,
থর থর থর, কাঁপে হুতাশে।
মাগো! কোপ কর দূর, চল নিজপুর,
নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে॥

বিভাস—তিওট।

এলো চিকুর ভার, এ বামা
মার মার মার রবে ধায়॥
রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতি রূপ গতি,
রতিপতি-মতি মোহ পায়।
অপযশ কুলে কালী, কুলনাশ করে কালী,
নিশুম্ভ নিপাতি কালী, সব সেরে যায়॥
সকল সেরে যায়, এ কি ঠেকিলাম দায়,
এ জন্মের মত বিদায়॥
কাল বলে এত কাল, এড়ালাম যে জঞ্জাল,
সেই কাল চরণে লুটায়।
টেনে ফেল রক্তাফল, গঙ্গাজল বিল্বদল,
শিবপূজার এই ফল, অশিব ঘটায়॥
অশিব ঘটায়, এই দনুজ ভটায়, কি কুযব রটায়॥
ভব দৈব রূপ শব, মুখে নাহি মাত্র রব,
কার ভরায় রব, হায়।
চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই বা না হই জয়ী,
নিতান্ত করুণাময়ী, স্থান দিবে পায়,
স্থান দিবে পায়, নিতান্ত মন তায়,
এ জন্ম কর্ম্মসায়॥
প্রসাদ বলে ভাল বটে, এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে,
এ সঙ্কটে প্রাণে বাঁচা দায়।
মরণে কি আছে ভয়, জন্মের দক্ষিণা হয়,
দক্ষিণাতে মন লয়, কয় দৈত্যরায়।
ওহে দৈত্য রায়, ভজ এই দক্ষিণায়,
আর কি কাজ আশায়॥

মল্লার—খয়রা।

মোহিনী আশা বাসা,
ঘোর তমনাশা বামা কে?
ঘোর ঘটা, কান্তি ছটা, ব্রহ্মকটা ঠেকেছে॥
রূপসী শিরসি শশী, হরোরসি এলোকেশী,
মুখবালা, সুধাঢালা, কুলবালা নাচিছে॥
দ্রুত চলে, আস্ত টলে, বাহু বলে দৈত্যদলে,
ডাকে শিবা, কব কিবা, দিবা নিশি করেছে।
ক্ষীণ দীন ভাগ্যহীন, দুষ্টচিত্ত সুকঠিন,
রামপ্রসাদে কালীর বাদে, কি প্রমাদে ঠেকেছে॥

খাম্বাজ—রূপক।

মা কত নাচ গো রণে।
নিরুপম বেশ, বিগলিত কেশ,
বিবসনা হর-হৃদে, কত নাচ গো রণে॥
সদ্য-হত-দীতি-তনয়-মস্তক-হার-লম্বিত সুজঘনে
কৃত বাজিত কটীতটে,
নরকরনিকর কুণপ শিশু শ্রবণে,
অধর সুললিত, বিম্ববিনিন্দিত,
কুন্দ বিকশিত, সুদশনে॥
শ্রীমুখমণ্ডল, কমল নিরমল, সাটহাস সঘনে।
সজল জলধর, কান্তি সুন্দর,
রুধির কিবা শোভা ও বরণে।
প্রসাদ প্রবদতি, মম মানস,
নৃত্যতি রূপ কি ধরে নয়নে॥

কালেংড়া—ঠুংরী।

(হের), কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করা-বেশে।
কেরে, নব-নীল-জলধর-কায় হায় হায়,
কেরে, হরহৃদি হৃদ-পদে দিগবাসে॥
কেরে, নির্জ্জনে বসিয়া, নির্ম্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি,
তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী;
হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে,
বাঁধি প্রেমডোরে, রাখি হৃদি-সরোবরে,
হিল্লোলে ভাসে॥
কেরে, নিন্দিত রামকদলীতরু, হেরি উরু,
দর দর রুধির ক্ষরে,
যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে;
অতি রোষ বলে, ভুজঙ্গম দলে,
নাভিপদ্মমূলে, ত্রিবলীর ছলে, দংশিল এসে।
কেরে, উন্নত কুচ কলি, মুখ শতদলে অলি,
গুণ্ গুণ্ করিয়া বেড়ায় যেন বিকশিত,
সিতাম্ভোজ বনরোহায়; কিবা ওষ্ঠ-শোভা,
অতি লোল জিহ্বা, হরমনোলোভা,
যেন আসব-আবেশে, শিশু সুধাভাসে॥
কেরে, কুন্তল-জাল, আবৃত মুখমণ্ডল,
লম্বিত চুম্বি ধরায়, তাহে ভুরুধনুর্ব্বাণ সন্ধান করী
অর্দ্ধচন্দ্রভালে, শিতি মুহু দোলে, কি চকোর খেলে
কিবা অরুণকিরণে গজমতি হাসে।
কত ডুম্বুরা ডুম্বুরী নাচিছে ভৈরবী,
হিহি হিহি করিছে যোগিনী,
কত কটরা ভরিয়া, সুধা যোগায় অমনি;
রামপ্রসাদ ভণে, কাজ নাই রণে,
এ বামার সনে, যার পদতলে,
শব-ছলে আশুতোষে॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

শ্যামা বামা কে?
তনু দলিতাঞ্জন, শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-বদনী রে।
কুন্তল বিগলিত, শোণিত-শোভিত,
তড়িতজড়িত নবঘন ঝলকে,
বিপরীত একি কাজ লাজ ছেড়েছে দূরে,
ঐ রথ রথী গজ বাজী বয়ানে পুরে।
মম দল প্রবল, সকল হতবল,
চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে॥
প্রচণ্ড-প্রতাপ-রাশি মৃত্যুরূপিণী,
ঐ কাম রিপু পদে এ কেমন কামিনী।
লম্ফে গগন ধরণীধর সাগর,
ঐ যুবতী চকিতে নয়নপলকে॥
ভীম ভবার্ণব তারণ হেতু ঐ যুগল
চরণ তব করিয়াছি সেতু।
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন,
কুরু কৃপালেশ, জননী কালীকে॥

খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

হুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা।
কামরিপুমোহিনী ও কে বিরাজে বামা॥
তপনদহন শশী, ত্রিনয়নী ও রূপসী,
কুবলয়দলতনু শ্যামা।
বিবসনা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী
সমরনিপুণা গুণধামা।
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সখে যার
যমজয়ী বাজাইয়া দামা॥

খট ভৈরবী—একতালা।

কামিনী যামিনীবরণে রণে, এল কে।
উলঙ্গ এলোকেশী, বাম করে ধরে অসি,
উল্লাসিতা দানবনিধনে।
পদভরে বসুমতী, সভীতা কম্পিতা অতি,
তাই দেখে পশুপতি, পতিত চরণে রণে।
দ্বিজ রামপ্রসাদে কয়, তবে আর কিরে ভয়;
অনায়াসে যম জয়, জীবনে মরণে রণে॥

মল্লার—খয়রা।

এলো কেশে, কে শবে, এলোরে বামা।
নখরনিকর হিমকরবর, রঞ্জিত ঘন-তনু,
মুখ হিমধামা॥
নব নব সঙ্গিনী, নব রস রঙ্গিণী,
হাসত ভাস নাচত বামা।
কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দনুজদলে,
ধরাতলে হতরিপুসমা॥
ভৈরব ভূত, প্রমথগণ ঘন রবে, রণজয়ী শ্যামা।
করে করে ধরে তাল, ববম্ বম্ বাজে গাল,
ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজিছে দামামা॥
ভবভয়ভঞ্জন- হেতু কবিরঞ্জন,
মুকুতি করম সুনামা।
তব গুণ শ্রবণে, সতত মম মনে,
ঘোর ভবে পুনরপি গমনবিরামা॥

ঝিঁঝিট—জলদতেতালা।

আরে ঐ আইল কেরে ঘনবরণী।
কেরে নবীনা নগনা লাজবিরহিতা,
ভুবন-মোহিতা, একি অনুচিতা,
কুলের কামিনী।
কুঞ্জরবরগতি আসবে আবেশ,
লোলিতবসনা গলিত কেশ,
সুরনরে শঙ্কা করে হেরি বেশ,
হুঙ্কাররবে রে দনুজদলনী॥
কেরে নব-নীল-কমল-কলিকা বলি,
অঙ্গুলী দংশন করিছে অলি,
মুখচন্দ্রে চকোরগণ,
অধর অর্পণ করত পূর্ণ শশধর বলি।
ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ,
এ কহে নীলকমল, ও কহে চাঁদ,
দোহা দোহে করতহি নাদ,
চিচিক গুণ গুণ করিয়ে ধ্বনি॥
কেরে জঘন সুচারু, কদলীতরুনিন্দিত,
রুধির অধীর বহিছে,
তদূর্দ্ধে কটীবেড়া, নরকরছড়া,
কিঙ্কিণী সহ শোভা করিছে।
করতল স্থল, নিরমল অতিশয়,
বামে অসিমুণ্ড, দক্ষিণে বরাভয়,
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়,
জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী॥
কেরে উর্দ্ধতর ভূধর, হেরি হেরি পয়োধর,
করি-কুম্ভভয়ে বিদরে; অপরূপ কি এ আর,
চণ্ডমুণ্ডহার, সুন্দরী সুন্দর পরে।
প্রফুল্ল বদনে রদন-ঝলকে,
মৃদুহাস্য প্রকাশ্য দামিনী নলকে,
রবি অনল শশী ত্রিনয়নপলকে,
দম্ভে কম্পে সঘনে ধরণী॥

খাম্বাজ—তিওট।

কে হর-হৃদি বিহরে।
তনু রুচির, সজল-ঘন-নিন্দিত,
চরণে উদিত বিধু নখরে॥
নীলকমলদল, শ্রীমুখমণ্ডল,
শ্রমজল শোভে শরীরে।
মরকত মুকুরে, মঞ্জু মুকুতাফল,
রচিত কিবা শোভা মরি মরি রে॥
গলিত চিকুরঘটা, নবজলধরছটা,
ঝাঁপল দশ দিশি তিমিরে।
গুরুতর পদভর, কমঠ ভুজগবর,
কাতর মূর্চ্ছিত মহী রে॥
ঘোরবিষয়ে মজি, কালীপদ না ভজি,
সুধা ত্যজিয়া বিষপান করি রে।
ভণে শ্রীকবিরঞ্জন, দৈব বিড়ম্বন,
বিফলে মানব দেহ ধরি

মা বলে ডাকিস না রে মন,
মাকে কোথা পাবে হে ভাই।
থাকুলে এসে দিত দেখা, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই ॥
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশপুত্তল দাহন করে,
ওরে অশৌচান্ত পিণ্ড দিয়ে,
কালাশৌচে কাশী যাই ॥

খাম্বাজ—তিওট।

চিকণ কালরূপা সুন্দরী ত্রিপুরারি-হৃদে বিহরে।
অরুণ কমল দল, বিমল চরণতল,
হিমকরনিকর রাজি নখরে।
বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমিরকলাপ নাশে,
ভাষে সুধা অমিত ক্ষরে রে।
ভ্রমে কোকনদদল, মধুকর চঞ্চল,
লঘুগতি পতিত যুবতী-অধরে ॥
সহজে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসনহীনা,
কি কঠিনা দয়া না করে।
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণহর, বরসিত শর খর,
কত কত শত শত রে।
কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি,
ভাবিয়া নয়ন ঝরে।
ও পদপঙ্কজ পল্লবে বিহরতু,
মামক মানস আশ ধরে ॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

সমর করে ও কে রমণী।
কুলবালা ত্রিভুবনমোহিনী ॥
ললাট নয়ন বৈশ্বানর, বামা বিধু,
বামেতর তরণি।
মরকত মুকুর, বিমল মুখমণ্ডল,
নূতন জলধর-বরণী ॥
শব শিবশিরে, মন্দাকিনী রাজত,
টল টল উজ্জ্বল ধরণী।
উরোপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ,
সুচারু নখরনিকর, সুধাধামিনী ॥
কলয়তি কবিরঞ্জন, করুণাময়ী করুণাং
কুরু, হর-মোহিনী।
গিরিবর-কন্যে, নিখিল শরণ্যে,
মম জীবনধন জননী ॥

খাম্বাজ—রূপক।

এলো চিকুর নিকর, নর কর কটী তটে,
হরে বিহরে রূপসী।
সুধাংশু তপন, দহন নয়ন,
বয়ানবরে বসি শশী ॥
শব শিশু ইষু, শ্রুতিতলে শোভে,
বাম করে মুণ্ড অসি।
বামেতর কর, যাচে অভয় বর,
বরাঙ্গনা রূপ মসি ॥
সদা মদালসে, কলেবর খসে,
হাসে প্রকাশে সুধারাশি।
স-মস্তা স্ববাসা, মাভৈঃ মাভৈঃ ভাষা,
সুরেশামুকূলা ষোড়শী ॥
প্রসাদে প্রসন্না, ভব ভব-প্রিয়া,
ভবার্ণব ভয় বাসি।
অসুর যন্ত্রণা হরণে মন্ত্রণা,
চরণে গয়া গঙ্গা কাশী ॥

বিভাষ—তিওট।

নব-নীল-নীরদ-তনু-রুচি কে?
ঐ মনোমোহিনী রে ॥
তিমির শশধর, বাল দিনকর, সমান চরণে প্রকাশ
কোটী চন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখমণ্ডল নিন্দি,
সুধামৃত ভাষ ॥
অবতংস সে শ্রবণে, কিশোর বিধি অরি
গলিত কুন্তলপাশ।
গলে সুন্দর বরণ, সুহার লম্বিত,
সতত সঘনে নিবাস ॥
বামার বামকর পর, খড়্গ নরশির,
সব্যে পূর্ণাভিলাষ।
শশি-শকল ভালে, বিরাজে মহাকালে,
ঘোর ঘন ঘন হাস ॥
ভণে শ্রীকবিরঞ্জনে, বাঞ্ছা করেছি মনে,
করুণাবলোকনে, কলুষচয় কর নাশ।
তব নাম বদনে, যে প্রকাশে সে জনে,
প্রভবে এ কথা আভাষ ॥

বিভাষ—ঢিমেতেতালা।

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে।
বিপরীতক্রীড়া, ব্রীড়াগতা শবে॥
গদগদ রসে ভাসে, বদন ঢুলায়ে হাসে,
অতনু সতনু জনু অনুভবে।
রবিসুতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,
ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপুণ্য লভে॥
তরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে,
অনলে অনল মিলে, অনলনিভে।
কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি,
নিরখিলে পাপতাপ, কেথায় রবে॥

বিভাষ—ঢিমাতেতালা।

অকলঙ্ক শশিমুখী, সুধাপানে সদাসুখী,
তনু তনু নিরখি, অতনু চমকে।
না ভাব বিরূপ ভূপ, যারে ভাব ব্রহ্মরূপ,
পদতলে শবরূপ, বামা রণে কে॥
শিশুশশধরধরা, সুহাস মধুরধারা,
প্রাণধরা ভাব, ধরা আলো করেছে।
চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকর,
বৈশ্বানর নেত্রবর-কর ঝলকে॥
বামা অগ্রগণ্যা, ধূর্জটি ধন্যা, কার কন্যা,
কিবা অন্বেষণে রণে এসেছে।
সঙ্গে কি বিকৃতিগুলা, নখ কুলা, দন্ত মূলা,
এলো চুলা, গায় ধূলা, ভয় করে হে॥
কবি রামপ্রসাদ ভাষে, রক্ষা কর নিজ দাসে,
যে জন একান্ত ত্রাসে, মা বলেছে।
তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা,
তবে গো তোমায় উমা, মা বলিবে কে॥

খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

বামা ও কে এলোকেশে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী ভৈরবী যোগিনী,
রণে প্রবেশে অতি বেশে॥
কি সুখে হাসিছে, লাজ নাহি বাসিছে,
নাচিছে মহেশ উরসে।
ঘোর রণে মগনা, হয়েছে নগনা,
পিবতি সুধা কি আবেশে॥
চলিয়া চলিয়া যাইছে চলিয়া,
ধররে বলিয়া, স্বন হাসে।
কাহার নারী রে চিনিতে নারি রে,
মোহিত করেছে ছিন্ন বেশে।
কারে আর ভজরে, ওপদে মজরে,
রূপে আলো করিছে দিগদশে।
কি করি রণেরে, হয়েছে মনেরে,
প্রসাদ ভণেরে চল কৈলাসে॥

খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

ও কে ইন্দীবরনিন্দি-কান্তি, বিগলিত বেশ।
বসনবিহীনা কে রে সমরে॥
মদন-মথন-উরসি রূপসী,হাসি হাসি বামা বিহরে,
প্রলয়কালীন জলদ গর্জ্জে,তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জ্জে
জনমনোহরা শমন-সদরা * গর্ব্ব খর্ব্ব করে।
শস্ত্রে শস্ত্রে প্রথম দীক্ষা,প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা,
ক্রুদ্ধ নয়নে, নিরখে যে জনে, গমন শমননগরে।
কলয়তি প্রসাদ হে জগদম্বে,
সমরে নিপাত রিপু-কদম্বে,
সম্বর বেশ, কুরু কৃপালেশ, রক্ষ বিবুধ নিকরে॥

খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

ঢল ঢল জলদবরণী এ কার রমণী রে।
নিরখ হে ভূপ, ঈশ শবরূপ,
উরসি রাজে চরণ॥
নখরাজি উজ্জ্বল, চন্দ্র নিরমল,
সতত ঝলকে কিরণ।
একি, চতুরানন হরি, কলয়তি শঙ্করী,
সম্বরণ কর রণ॥

---

* পাঠান্তরে "শমন-সোদরা" পাঠ দৃষ্ট হয়। "শমন-সোদরা" অর্থ—"যমুনা"। "শমন-সোদরার গর্ব্ব নষ্ট করে" অর্থ জনকী আপনার কাল-বর্ণে যমুনার বর্ণের গর্ব্বও খর্ব্ব করেন। কিন্তু "শমন-সদরা" অর্থ—"যমও ভয় পায়।" তাহা হইলে "গর্ব্ব খর্ব্ব করে" অর্থ—"অসুরদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন।" এখন, যে পাঠ সমীচীন বোধ করেন, পাঠকগণ গ্রহণ করিতে পারেন

মগনা রণমদে, সচলা ধরাপদে,
চরণে অচল চালন।
ফণিরাজ কম্পিত, সতত ত্রাসিত,
প্রলয়ের এই কি কারণ॥
প্রসাদ দাসে ভাষে, ত্রাহি নিজদাসে,
চিত্ত মে মত্ত বারণ॥
সদা বিষয়াসব পানে, ভ্রমিছে বিজ্ঞানে,
কদাচ না মানে বারণ॥

ললিত—তিওট।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে,
বিগলিত কুন্তলজাল।
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ সুন্দর,
তনুরুচিবিজিত, তরুণ তমাল॥
যোগিনী সকল, ভৈরবী সমরে,
করে করে ধরে তাল।
ক্রুদ্ধা মানস, ঊর্দ্ধে শোণিত,
পিবতি নয়ন বিশাল॥
নিগম সারিগম, গণ গণ গণ,
মবরব যন্ত্র মণ্ডণ ভাল।
তা তা থেই, দ্রিমকি দ্রিমকি,
ধা ধা ডম্ফ বাদ্য রসাল॥
প্রসাদ কলয়তি, হে শ্যামা সুন্দরি,
রক্ষ মম পরকাল।
দীন হীন প্রতি, কুরু কৃপালেশ,
বারয় কাল করাল॥

ছায়ানাট—খয়রা।

সমরে কেরে কালকামিনি।
কাদম্বিনী বিড়ম্বিনী, অপরা কুসুমাপরাজিতবরণী,
কে রূপে রমণী।
সুধাংশুসুধা কি শ্রমজবিন্দু,
শ্রীমুখ না একি শারদ ইন্দু, কমল বন্ধু, বহ্নি,
সিন্ধুতনয় এ তিন নয়নী॥
আমরি আমরি মন্দ মন্দ হাস, লোকপ্রকাশ,
আশুতোষবাসিনী।
ফণি-ফণাভরণ জিনি, গণি দন্ত কুন্দশ্রেণী।
কেশাগ্র ধরণীপরে বিরাজ,
অপরূপ শব শ্রবণে সাজ, না করে লাজ,
কেমন কাজ, মম সমাজে তরুণী॥
আমরি আমরি চণ্ডমুণ্ডমাল,
করে কপাল, একি বিশাল,
ভাল ভাল কালদণ্ডধারিণী।
ক্ষীণ কটীপর, নূকরনিকর; আবৃত কত কিঙ্কিণী
সর্ব্বাঙ্গ শোভিত শোণিতবৃন্তে,
কিংশুক ইব ঋতু বসন্তে।
চরণোপান্তে মনচুরন্তে, রাখ কৃতান্তদলনী॥
আমরি আমরি সঙ্গিনী সকল,
ভাবে ঢল ঢল, হাসে খল খল, টল টল ধরণী
ভয়ঙ্কর কিবা, ডাকিতেছে শিবা,
শিব উরে শিবা আপনি॥
প্রলয়কারিণী করে প্রমাদ,
পরিহর ভূপ বৃথা বিবাদ।
কহিছে প্রসাদ, দেহ মা প্রসাদ,
প্রসাদবিষাদনাশিনী॥

বিভাষ—ঢিমেতেতালা।

মরি ও রমণী কি রণ করে।
রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদভরে,
রথ রথী সারথী তুরঙ্গ গরাসে।
কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল,
দিনকরকর ঢাকে চিকুরপাশে॥
আতঙ্কে মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গে পতঙ্গ প্রায়,
মনে বাসি শশী খসি, পড়ে তরাসে।
নিরুপম রূপছটা, ভেদ করে ব্রহ্মকটা,
প্রবলদনুজঘটা, গেলে গরাসে॥
ভৈরবী বাজায় গাল, যোগিনী ধরিছে তাল,
মরি কিবা সুরসাল, গান বিভাষে।
নিকটে বিবুধ-বধূ, যতনে যোগায় মধু,
দোলায়ে বদন বিধু, মৃদু মৃদু হাসে॥
সবার আসার আশা, ঘুচায়েছে আশা-বাসা,
জীবনে নিরাশা, ফিরে না যায় বাসে।
ভণে রামপ্রসাদ সার, নাম ল'য়ে শ্যামা মার,
আনন্দে বাজায়ে দামা, চল কৈলাসে॥

ললিত—রূপক।

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী।
বিগলিতচিকুরঘটা, গমনে বরটা,
বিবসনা শবাসনা মদালসা।
যোড়শী যোড়শকলা, কুশলা সরলা,
ললাটে বালার্ক বিধু, শ্রুতিতলে ব্রহ্মা বিধু,
মনোজ্ঞা মধুরমুখী মধুরলালসা॥
সোম-মৌলিপ্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম,
ভজে বুধ বৃহস্পতি, হীনকর্ম্মনাশা।
হরিণাক্ষী হরিমধ্যা, হরিহরব্রহ্মারাধ্যা,
হরি পরিবার সেই, যে ভজে দিগ্বাসা॥

যাও গো জননি, জানি তোরে।
তারে দাও দ্বিগুণ সাজা মা,
যে তোর খোসামুদি করে।
মা মা ব'লে পাছু পাছু
যে জন স্তুতি ভক্তি করে।
দুঃখে শোকে দ'গ্ধে তারে
দাখিল করিস্ যমের ঘরে॥
অল্পে কারে পাওয়া যায়,
ক্ষীণ আলে বারি ধায়,
যেজন হয় শক্ত, তার ত্রিকাল মুক্ত,
হয় জোর জবরে।
চোখে আঙ্গুল না দিলে পর,
দেখ্ বি না মা বিচার ক'রে॥
ওমা হরের আরাধ্য পদ,
ভয়ে দিলি মহিষাসুরে।
যে দু-কথা শোনাতে পারে,
যে জনা হেতের ধরে।
তার হয়ে আশ্রিত সদা,
থাকিস্ মা পরাণের ডরে॥
রামপ্রসাদ কৃতার্থ হবে, কৃপাকণা জোরে।
সাধরে শ্যামার পদ এ নব ইন্দ্রিয় হরে॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

কে মোহিনী ভালে ভাল শশী,
পরম রূপসী বিহরে সমরে বামা, বিগলিতকেশী।
তনু তনু অমানিশা, দিগম্বরী বালা কৃশা,
সব্যে বরাভয়, বাম করে মুণ্ড-অসি॥
মরি কিবা অপরূপ, নিরখ দনুজ ভূপ,
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।
জয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শব ছলে,
পদে মহাকাল, কালরূপ হেন বাসি॥
নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে,
ক্ষণে বপু বিরাট্ বিকট মুখে হাসি।
ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে,
গিলে রথ-রথী গজ-বাজী রাশি রাশি॥
ভণে রামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা যার,
চৈতন্যরূপিণী নিত্যব্রহ্মময়ী মহেশী।
যেই শ্যাম সেই শ্যামা, অকার আকারে বামা,
আকার করিয়া লোপ, অসি ভাব বাঁশী॥

বেহাগ—তিওট।

শ্যামা বামা গুণধামা কালান্তক-উরসি।
বিহরে বামা স্মরহরে।
সুরী কি অসুরী, কি নাগী কি পন্নগী, কি মানুষী
নাসে মুকুতাফল বিলোর, পূর্ণচন্দ্র কোলে চকে
সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ হাসি।
একি করে করে করী ধরে রণে পশি,
তনুক্ষীণা সুনবীনা বস্ত্রহীনা যোড়শী॥
নীল-কমল-দল-জিতাস্য, তড়িতজড়িত মধুর হা
লজ্জিতা কুচকলি অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু শশী
কত ছলা কত কলা, এ প্রবলা চিত্তে বাসি,
রামা নব্যা ভব্যা অব্যাহতগামিনী রূপসী॥
দিতিসুতচয়, সমর প্রচণ্ড, সলিলে প্রবেশি।
এটা কেটা চিত্তে যেটা, হরে সেটা দুঃখরাশি,
মম সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করে, একি সর্ব্বনাশী॥
কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমিরপুঞ্জ না
হৃদয়কমলে সতত বাস, শ্যামা দীর্ঘকেশী।
ইহকালে পরকালে, জয়ী কালে,
তুচ্ছবাসি কথা, নিতান্ত, কৃতান্ত শান্ত,
শ্রীকান্ত প্রবেশি॥

ললিত—ঝিঁঝিট।

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ, তরুণ বয়েস।
দনুজদলনা, ললনা, সমরে নবে, বিগলিত কেশ॥
ঘন ঘোর নিনাদিনী, সমরে বিবাদিনী,
মদনোন্মাদিনী-বেশ।
ভূত পিশাচ প্রমথ সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে,
সঙ্গিনী বড় রঙ্গিনী, নগ্নাসমানবেশ॥
গজ রথ রথী করত গ্রাস,
সুরাসুর নর হৃদয় ত্রাস,
দ্রুত চলত চলত রসে পর পর, নরকর কটীদেশ।
কহিছে প্রসাদ ভুবনপালিকে,
করুণাং কুরু জননি কালিকে,
ভবপারাবার তরাবার তার, হরবধূ হর ক্লেশ॥

বিভাস—একতালা।

তারা আছ গো অন্তরে, মা আছ গো অন্তরে,
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী মা॥
এক স্থান মূলাধারে, আর স্থান সহস্রারে,
আর স্থান চিন্তামণিপুরে।
শিব শক্তি সব্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতীমধ্যে শোভা করে॥
ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভূতে সু-নিদ্রিতা,
এই স্থান করে ধন্য নরে।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান,
অনাহতে বিশুদ্ধাখ্য বরে॥
বর্ণরূপা তুমি ষট্, ব, স, ব, ল ড,ক, ক, ঠ,
ষোল দল কণ্ঠের বিহারে।
হ, ক্ষ, আজ্ঞা ভুরু, নিতান্ত কহিলা গুরু,
চিন্তা এই শরীর ভিতরে॥
ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি,
[illegible] বাস পদ্মের উপরে।
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] কুম্ভসার,
[illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible] তার বোধ,
[illegible]।
[illegible] [illegible] হয় আচ্ছিন্নাৎ,
[illegible]॥

ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি,
চরণযুগলে সুধাক্ষরে।
তুমি নাদ তুমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু-
এক আত্মা ভেদ কেবা করে॥
উপাসনা ভেদ ভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ
মহাকালী কালপদতরে।
নিদ্রা ভঙ্গে যার ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই
থাকে জীব, শিব কয় তারে॥
মুক্তি কন্যা তারে ভজে, সে কি আর বিষয়ে মজে
পুনরপি আসিয়া সংসারে।
আজ্ঞাচক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ
হংসীরূপে মিল হংসবরে॥
চারি ছয় দশ বার, ষোড়শ দ্বিদল আর
দশ শত দল শিরোপরে।
শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনি প্রসাদের কথা
যোগী ভাসে আনন্দসাগরে॥

গৌরী—একতালা।

জগত জননী তুমি গো মা তারা *।
জগৎকে তরালে, আমাকে ডুবালে,
আমি কি জগত-ছাড়া গো মা তারা॥
দিবা অবসানে রজনী কালে,
দিয়েছি পাঁজায় জীর্ণ খালে।
মম জীর্ণ-তরী, মা আছে কাণ্ডারী,
তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল তারা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ ভাবিয়ে সারা,
মা হ'য়ে পাঠালে বাণীর পারা।
কোথা গিয়েছিলে, এ দর্প শিখিলে,
মা হ'য়ে সন্তান [illegible] গো তারা॥

মন তুমি দেখ রে ভেবে।
ওরে, আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

---

* [illegible]

জয়জয়ন্তী—একতালা।

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন,
ওরে আমার শুয়া পাখী।
আমারি অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি॥
কালী নাম জপিবার তরে,
তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পূরে মন।
ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে,
ওরি সুখে হইলে সুখী॥
শিব দুর্গা কালী নাম, জপ কর অবিশ্রাম,
মন, ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ,
একবার শ্যামা বলরে দেখি॥

তারা! আর কি ক্ষতি হবে।
হাদে গো জননী শিবে॥
তুমি লবে লবে বড়ই লবে প্রাণকে আমার লবে
াকে থাক্ যায় যাক্ এ প্রাণ যায় যাবে।
দি অভয়পদে মন থাকে তো
াজ কি আমার ভবে॥
াড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে।
াকি পেয়েছ আনাড়ি দাঁড়ি তুফানে ডরাবে॥
াপনি যদি আপন তরী ডুবাই ভবার্ণবে।
ামি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয়-পদে ডুবে॥
য়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে তবে।
াছি কাঠের মূরত খাড়া মাত্র গণনাতে সবে॥
সাদ বলে, আমি গেলে তুমিই তো মা রবে।
খন আমি ভাল কি তুমি ভাল, তুমিই বিচারিবে

মুলতান—একতালা।

মায়ের নাম লইতে অলস হইও না,
রসনা! যা হবার তাই হবে।
দুঃখ পেয়েছ (আমার মনরে) না আরো পাবে
ঐহিকের সুখ হল না বলে,
কি ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে।
রেখো, রেখো সে নাম সদা সযতনে,
শিব রে, শিবের নাম শয়নে স্বপনে।
সচেতন থেকো (মন রে আমার),
কালী বলে ডেকো, [illegible] ভবে॥

ভাল নাই মোর কোন কালে।
ভালই যদি থাকবে আমার,
মন কেন কুপথে চলে॥
হেদে গো মা দশভুজা,
আমার ভবে তনু হইল বোঝা,
আমি না করিলাম তোমার পূজা,
জবা বিল্ব গঙ্গা জলে॥
এ ভব-সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী,
যখন শমনে ধরিবে আসি,
ডাকব কালী কালী বলে॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে,
আমি ডাকি ধর ধর বলে, কে ধ'রে তুলিবে কূলে

ঝিঁঝিট—একতালা।

মা, তোমারে বারে বারে, জানাব আর দুঃখ কত।
ভাসিতেছি দুঃখ নীরে, স্রোতের সেহলার মত॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, মা বুঝি নিদয়া হলে।
দাঁড়াও একবার হৃদিমন্দিরে,
দেখে যাই জন্মের মত॥

খট-ভৈরবী—তাল লোফা।

জানিগো জানিগো তারা তোমার যেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে,
কারু পেটে ভাত গেঁটে সোণা।
কেহ যায় মা পাল্কী চড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে,
কেহ উড়ায় শাল দুশালা,
কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা॥

মুলতান—একতালা।

কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এ তনু-তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা, [illegible]
[illegible]

ঝিংলা—একতালা।

জয় কালী জয় কালী বলে,
জেগে থাকরে মন।
তুমি ঘুম যেয়ো নারে ভোলা,
মন ঘুমেতে হারাবে ধন ॥
নবদ্বার ঘরে, সুখে শয্যা করে,
হইবে যখন অচেতন।
তখন আসিবে নিন্দ, চোরে দিবে সিঁদ,
হ'রে ল'বে সব রতন ॥

ভৈরবী—একতালা।

শ্রীদুর্গানাম ভুল না।
ভুল না, ভুল না, ভুল না ॥
শ্রীদুর্গা স্মরণে, সমুদ্র মন্থনে,
বিষপানে, বিশ্বনাথ ম'ল না ॥
যদ্যপি কখন বিপদ ঘটে,
শ্রীদুর্গা স্মরণ করোগো সঙ্কটে।
তারায় দিয়ে ভার, সুরথ রাজার,
লক্ষ অসিঘাতে প্রাণ গেল না ॥
বিভু নামে এক রাজার ছেলে,
যাত্রা করেছিল শ্রীদুর্গা বলে,
আসিবার কালে, সমুদ্রের জলে,
ডুবেছিল, তাতে (তার) মরণ হ'ল না ॥

মন তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বলে বলে বসরে ধ্যানে ॥
জাঁক জমকে করলে পূজা,
অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা,
জানবে না রে, [illegible] ॥
ধাতু পাষাণ মাটীর মুর্ত্তি,
কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি,
[illegible] ॥
[illegible]
[illegible]
তুমি ভক্তিসুধা খাইয়ে তাঁরে,
তৃপ্তি কর আপন মনে ॥
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো,
কাজ কি রে তোর সে রোসনায়ে,
তুমি মনোময় মাণিক্য জেলে
দেওনা জলুক নিশি দিনে ॥
মেষ ছাগল মহিষাদি,
কাজ কি রে তোর বলিদানে।
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে,
বলি দেও ষড় রিপুগণে ॥
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল,
কাজ কি রে তোর সে বাজনে।
তুমি জয় কালী বলি দেও করতালি,
মন রাখ সেই শ্রীচরণে ॥

মন কেন রে ভাবিস এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত ॥
ভবে এসে ভাবছো ব'সে,
কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে কালের কাল মহাকাল,
সে কাল মায়ের পদানত ॥
ফণী হ'য়ে ভেকের ভয়,
এ যে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস্ কি কালের ভয়,
হয়ে ব্রহ্মময়ী সুত ॥
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই,
হলি রে পাগলের মত।
(ও মন) মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী,
কার ভয়ে সে হয় রে ভীত ॥
মিছে কেন ভাব দুঃখে,
দুর্গা বল অবিরত।
যেমন [illegible],
হবে রে তোর তেমি [illegible] ॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ললিত—তিওট।

ও কার রমণী সমরে নাচিছে।
দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে॥
তনু নব ধারা-ধর, রুধির-ধারা নিকর,
কালীন্দির জলে কিংশুক ভাসিছে॥
বদন বিমল শশী, কত সুধা ক্ষরে হাসি,
কালরূপে তমরাশি রাশি নাশিছে।
কহে কবি রামপ্রসাদে, কালিকা-কমলপদে,
মুক্তিপদ হেতু যোগি-হৃদে ভাসিছে॥

জঙ্গলা—একতালা।

ওরে, তারা বলে কেন না ডাকিলাম।
(আমার) এ তনু তরণী ভব সাগরে ডুবালাম॥
এ ভবতরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম।
(তাতে) ত্যজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পুরাইলাম।
বিষম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম।
মন-ডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম॥
প্রসাদ বলে, মাগো আমি কি কার্য্য করিলাম।
(আমার) তুফানে ডুবিল তরী আপনি মজিলাম॥

মন যদি মোর ভিয়ান করিস।
ওরে কালীনাম কালীর চিনি,
বদন, খোলাতে ঢালিস॥
বর্ণমালা উড়কি করে, ক্রমে ক্রমে তাতে রাখিস।
আর আলস্য ত্যজিয়া সদা রসনা তাড়ুতে নাড়িস।
ভ্রূমধ্যে দ্বিদল-চক্রে চন্দ্রবীজের সুধা রাখিস।
সেই সুধাপানে অমর হবে অমর নগরে বসিস॥

কালী কালী বল রসনা রে।
ও মন ষট্চক্র রথ মধ্যে,
শ্যামা মা মোর বিরাজ করে॥
তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত তাহা মূলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতায় সারথি তায়,
রথ চালায় দেশ দেশান্তরে॥
ঘুড়ি ঘোড়া দৌড় ছুটে, দিনেতে [illegible] মারে।
পেলে সদা-শিব [illegible],
[illegible]॥
তীর্থ গমন, [illegible]

ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস,
শীতল হবে অন্তঃপুরে॥
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে,
ফেলে রাখবে প্রসাদেরে।
ও মন, এই ত সময়, দিচ্ছে কাল ধায়,
যত ডাক্‌তে পার দু'অক্ষরে॥

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো,
জগদম্বার কোটাল।
জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি,
বব বম্ বাজাইয়া গাল॥
ভক্তে ভয় দেখাবারে, চতুষ্পথ শূন্যাগারে
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল।
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদলম্বিত জটা জাল॥
শমন সমান দর্প, প্রথমেতে আসে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল।
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল॥
যে জন সাধক বটে, তার কি আপদ ঘটে,
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল।
মন্ত্রসিদ্ধ বটে তোর, করালবদনী তোর,
তুই তরী ইহ পরকাল॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দ সাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ করে ঢাল॥

[illegible]—[illegible]।

সদাশিব-শবে আরোহিণী কামিনী।
শোণিত শোভিত বাস, যেন সৌদামিনী॥
একি দেখি অসম্ভব, আসব করেছে পান,
মুক্তকেশী [illegible]।
রবি শশী বহ্নি [illegible] [illegible],
[illegible]।
[illegible]
[illegible]॥

মূলতানী—একতালা।

নিতান্ত যাবে দিন, এ দিন যাবে,
কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে,
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো॥
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়,
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়,
সে কোথা পাবে গো॥
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে,
আসান দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো॥

মূলতানী—একতালা।

তারা তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা এখন যেমন রাখলে সুখে,
তেমনি সুখ কি পাছে।
শিব যদি হয় সত্যবাদী,
তবে কি তোমায় সাধি,
মাগো, ওমা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি,
ডান চক্ষু নাচে॥
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই,
মাগো ওমা দিয়ে আশা,
কাটিলে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে॥
প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণার জোর বড়,
মাগো ওমা আমার দফা হলো রফা দক্ষিণা হয়েছে॥

উপনীত মন্দাকিনী-তীরে।
নিরখি সুন্দরী-মুখ, নয়নে পরম সুখ,
লোচন তিতিল প্রেমনীরে।
মাগো! একি রূপ-মাধুরী, আহা মরি আহা মরি,
গঠিল যে সে কেমন শিল্পী।
[illegible] কম-নীর, [illegible] সরোবর ত্যজি,
[illegible] শাখা [illegible]।
[illegible] মরি মরি, কিবা রূপ-মাধুরী,
[illegible] দরে।
[illegible] মোহিনী,
[illegible] দিয়া যায়।
কেরে কুঞ্জর-গামিনী, তনু-সৌদামিনী,
প্রথম বয়স রঙ্গিণী।
যৌবন-সম্পদ, ভাবে গদগদ,
সমান সঙ্গে সঙ্গিনী॥
কেরে নির্ম্মল বর্ণাভা, ভূষণ-মণি-ভূষণ-শোভা
হয়ে, ভূষণে কিবা কাজ।
পূর্ণচন্দ্র-কোলে, খদ্যোত যেমন জ্বলে,
নাহি বাসে লাজ॥
ভণে রামপ্রসাদ কবি, নিরখি সুন্দরী ছবি,
মোহিব দেব মহেশ।
ভুলে কামরিপু, জয় জয় বপু,
সে রূপের কি কব বিশেষ॥

মন রে আমার ভোলা মামা।
ও তুই আনিস্ না রে খরচ জমা॥
যখন ভবে জমা হলি, তখন হইতে খরচ গেলি।
ওরে, জমা খরচ ঠিক করিয়ে,
বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা॥
বাদে হইলে অঙ্ক বাকী,
তবে হবে তহবিল বাকী।
তহবিল বাকী বড় ফাঁকি,
হবে না তোর লেখার সীমা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
কিসের খরচ কাহার জমা।
ওরে অন্তরেতে ভাব ধনি,
কালী তারা উমা শ্যামা॥

কালী কালী বল রসনা রে।
ও মন ষট্‌চক্র রথমধ্যে,
শ্যামা মা মোর বিরাজ করে॥
তিনটে কাছি কাছা কাছি,
যুক্ত দাঁড়া মূলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতায় সারথি তায়,
রথ চালায় দেশ দেশান্তরে॥
ছুটে ঘোড়া দৌড় [illegible] সহস্রারে॥
[illegible]
[illegible]

তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ,
মন উচাটন কর়ো নারে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস,
শীতল হবে অন্তঃপুরে।
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে,
ফেলে রাখবে প্রসাদেরে।
ও মন, এই ত সময়, বিয়ে কাল যায়,
যত ডাকতে পার দু অক্ষরে॥

আমার মনে বাসনা জননী।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে,
হ, ল, ক্ষ, ব্রহ্মরূপিণী॥
মূলে পৃথ্বী ব, স, অন্তে,
চারি পত্রে মায়া ডাকিনী।
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে, শিবে বেড়ে কুণ্ডলিনী।
স্বাধিষ্ঠানে, ব, ল, অন্তে,
ষড়্দলোপরবাসিনী।
ত্রিবেণী বরুণ, বিষ্ণু, শিব, ভৈরবী রাকিণী,
ত্রিকোণ মণিপুরে, বহ্নিবীজধারিণী।
ড, ফ, অন্তে দিগ দলে,
শিব ভৈরবী লাকিনী॥
অনাহতে ষট্ কোণে, দ্বিদ্বাদশ বাসিনী।
ক, ঠ, অন্তে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী॥
বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ, ষোড়শদলধারিণী।
নাগোপরি বিন্দু আসন, শিব শঙ্করী সাকিনী॥
ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মন, শিব লিঙ্গ চক্রযোনি।
চন্দ্র বীজে সুধাকরে, হ, ক্ষ, বর্ণে হাকিনী॥

হৃষ্ণ-সঙ্গীত।

গিরিশগৃহিণী গৌরী গোপবধূবেশ।
[illegible]॥
বিচিত্র বসন মণি [illegible]।
ত্রিভুবন [illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]।

ভুবন মোহন ইন্দু জনম জঠর।
বিধি কি কজ্জলহদে রাখিল গরল॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরীর কি কাণ্ড।
ফেরে করে লয়ে হাঁদ-ভোর দুগ্ধ ভাণ্ড॥
ভালেতে তিলক শোভে সুচারু বয়ান।
ভণে রামপ্রসাদ দাস মম এই এক ধ্যান॥

জংলা—একতালা।

নটবর-বেশে বৃন্দাবনে,
কালী হলে রাসবিহারী।
পৃথক্ প্রণব, নানা লীলা তব,
কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা,
আপনি পুরুষ, আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটী, এবে পীতধটী,
এলো চুল চূড়া বংশীধারী॥
আগে ও কুটিল, নয়ন অপাঙ্গে,
মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজে কালো, তনু রেখা ভালো,
ভুলালে নাগরী সকল নারী॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবনত্রাস,
এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্ব্বে শোণিতসাগরে, নেচেছিলে শ্যামা,
এবে প্রিয় তব যমুনাবারি॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে,
বুঝেছি [illegible]॥
মহাকাল কালী, [illegible],
একই [illegible]॥

ও নৌকা বাও রে [illegible]।
[illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]।

এখন হয়েছ নেয়ে, কোন বা বিষয় পেয়ে,
ধেয়ে হাত দিতে এস অঙ্গে ॥
ভণে দাস রামপ্রসাদ, হায় এ কি পরমাদ,
কাজ কি হে কথার প্রসঙ্গে।
সময় উচিত কও, কোন রূপে পার হও,
দোষ আছে পাছে মন ভাঙ্গে ॥

ওহে নূতন নেয়ে! ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে ॥
দুকূল রইল দূর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর,
কেমন কেমন করয়ে দেয়া,
মাঝ যমুনায় ভাসে খেয়া,
শুন ওহে গুণনিধি, নট হক ছানা দধি,
কিন্তু মনে করি এই খেদ।
কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী,
মিছা তবে হইবে হে বেদ ॥
যমুনা গভীরা ভাঙ্গা তরী, অবলা বালা কৃশোদরী,
প্রাণরক্ষার তুমি মাত্র মূল।
অবসান হলো বেলা, একি পাতিয়াছ খেলা,
ঝটিং পারে চল, প্রাণ নিতান্ত আকুল ॥
কহিছে প্রসাদ দাস, রসরাজ কিবা হাস,
কুলবধূর মনে বড় ভয়।

প্রথম বয়স রাই রসরঙ্গিণী,
ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী।
রাইবদন চেয়ে ললিতা বলে,
রাই আমার মোহনমোহিনী ॥
রাই যে পথে প্রয়াণ করে, মদন পলায় ডরে ॥
কুটিল কটাক্ষশরে, জিনিল কুসুমশরে ॥
কিবা চাঁচর সুন্দর কেশ।
সখী বকুলে বানাইল বেশ ॥
তার গন্ধে অলিকুল, হইয়া আকুল,
কেশে করিছে প্রবেশ ॥
নব ভানু ভালেতে নিবাস,
মুখ পদ্ম কোরেছে প্রকাশ।
উরে কলিকা যে আছে,
কি জানি ফুটে পাছে, সখীর হৃদয়ে তরাস ॥
ভাবে পূর্ণচন্দ্র কোলে তার,
অপরূপ শোভা হোল আর।
একি শ্রীবদন ছবি, উপরেতে চাঁদ রবি,
সদন মদন রাজার ॥
অলকা কোলে মতিহার,
কিবা বিচিত্র ভাব বিধাতার।
যেন রাহুর মুখমাঝে, বসন রাজি রাজে,
চাঁদেরে করেছে আহার ॥
আঁখি লোল অনুমানি এই,
চাঁদে হরিণশিশু আছে যেই।
তনু সুধায় লুকায়েছে, ব্যাধে বধে পাছে,
দিগ নিহারই সেই ॥
চারু অপাঙ্গ কাম কামান,
নাসাতিলক শর খরসান।
সেই শ্যামসুন্দর, মানস মৃগবর,
ভাবে বুঝি করিছে সন্ধান ॥

দর দর দর ঝরত লোর,
চর চর চর তনু বিভোর,
কবহুঁ কবহুঁ করত কোর, থোর থোর দোলনা।
রাণী বদন হেরি হেরি, হসিত বদন বেরি বেরি,
চোরি চোরি থোরি থোরি মন্দ মন্দ বোলনা ॥
ঝুনুর ঝুনুর ঘুঙ্গুর নাদ, কিঙ্কিণী রব উভয় বাদ,
পদতল স্থলকমল নিন্দি, নখ হিমকর-গঞ্জনা।
কলিত ললিত মুকুতাহোর,
মেরু বিকচ হিমকরাকর.
বিবুধ তটিনী বিশদ নীর, ছলে তনুরঞ্জনা ॥
কষিত কনক বিমল কান্তি,
মনহি তাপ হরত শান্তি,
তনু-তিরপিত নয়ন-সুখ, কলুষনিকর ভঞ্জনা।
ক্ষীণ দীন প্রসাদ দাস, সতত কাতর করুণাভাষ,
বারয় রবি-তনয়-শঙ্কা, মদন-মথন অঙ্গনা ॥

শিব-সঙ্গীত।

বম বম্ বম্ ভোলা।
মাগী যেমন, মিনসে তেমন, তেমি দুটী চেলা ॥
আরোহণ বৃষোপরে, সিঙ্গে ডম্বুর করে,
মুখে বলে হরে হরে, রুদ্রাক্ষমালা ॥
জটাতে কুলুকুলুধ্বনি, বিরাজিতা সুরধুনী।
মস্তকেতে মণি ফণী, অর্দ্ধচন্দ্রভালা ॥

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী।
শিব ধন্য কাশী ধন্য, ধন্য ধন্য গো আনন্দময়ী॥
ভাগীরথী বিরাজিত হয়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি।
উত্তরবাহিনী গঙ্গা, জল চলেছে দিবানিশি।
শিবের ত্রিশূলে কাশী, বেষ্টিত বরুণা অসি।
তন্মধ্যে মরিলে জীব, শিবের শরীরে মিশি॥
কি মহিমা অন্নপূর্ণার,
কেউ থাকে না উপবাসী
ওমা রামপ্রসাদ অভুক্ত.
তোমার চরণ ধূলার অভিলাষী॥

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া
শিঙ্গা করিছে ভভ ভম্ ভম্,
ভোঁ ভোঁ ভোঁ বমম্ বমম্,
বব বম্ বব বম্ গাল বাজিয়া॥
মগন হইয়া প্রমথনাথ,
ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি কোটি দানব সাথ,
শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া।
কটীতটে কিবা বাঘের ছাল.
গলায় দোলিছে হাড়ের মাল,
নাগ যজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া॥
শশধর কলা ভালে শোভে,
নয়ন চকোর অমিয় লোভে,
স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে,
কেমনে পাইব ভাবিয়া।
আধ চাঁদ কিবা করে চিকি মিকি,
নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,
প্রজ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি,
দেখে রিপু যায় ভাগিয়া॥
বিভূতিভূষণ মোহন বেশ,
তরুণ অরুণ অধর দেশ,
শব আভরণ গলায় শেষ,
দেবের দেব যোগিয়া।
বৃষভ চলিছে খিমিকি খিমিকি,
বজোয়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,
ধরত তাল দ্রিমুকি দ্রিমুকি, হরিগুণে হর নাচিয়া॥
বদন-ইন্দু ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টলটল,
লহরি উঠিছে কল কল কল,
জটাজুট মাঝে থাকিয়া।
প্রসাদ কহিছে এ ভব ঘোর,
শিয়রে শমন করিছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম ডোর,
নিজগুণে লহ তারিয়া॥

আগমনী-সঙ্গীত।

নিরখি নিরখি বদন-ইন্দু।
পুলকে উথলে প্রেমসিন্ধু॥
ছল ছল ছল নয়ন। লোলচন্দ্র বদনে চুম্বন॥
মধুর মধুর বিনয় বাণী।
গদ গদ গদ কহত রাণী॥
কোটি জনম পুণ্য জন্য।
কোলে কমল-লোচনা॥

পিলু বাহার—জং।

গিরি! এবার আমার উমা এলে,
আর উমা পাঠাব না।
বলে বলুবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না॥
যদি আসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার, মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া,
জামাই ব'লে মানব না॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়;
তিনি শ্মশানে মশানে ফিরে,
ঘরের ভাবনা ভাবে না॥

আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়।
গিরি তোমারি কুমারী—তা নয় তা নয়।
স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয়।
ওহে কার চতুর্ম্মুখ, কার পঞ্চ মুখ
উমা তাঁদের মস্তকে রয়॥
রাজ রাজেশ্বরী হয়ে, হাস্য বদনে কথা কয়।
ওকে গরুড় বাহন, কালো বরণ,
যোড় হাতেতে করে বিনয়॥
প্রসাদ ভণে মুনিগণে, যোগ ধ্যানে যাঁরে না পায়,
তুমি গিরি ধন্য, হেন কন্যা,
পেয়েছ কি পুণ্য উদয়॥

রত্ন সিংহাসনে গৌরী,
নিকটে মেনকা গিরি,
অনিমেষে শ্রীমুখ নেহারে।
রাণী বলে পুণ্যতরুফল সেই,
মন্দিরে প্রকাশ এই,
ভেঁসে ভাসে আনন্দ-সাগরে॥
একান্তে শ্রীমুখ নেহারই রাণী।
দলিত কদম্ব পুলকে তনু,
ঢলঢলিত লোচন সজল, হরল মুখে বাণী।
যেন্নল অবল, সবাই রমণী মুখমণ্ডল,
জয় জয় কিয়ে প্রতিবিম্ব অনুমানি।
কাঞ্চন তরুবরে চন্দ্র কি মাল, বিলম্বিত ঝলমল,
কো বিধি দেওল আনি॥
হিমকর বদন, রদন মুকুতাবলি,
করতল কিসলয়, কোমল পাণি।
রাজিত তহি কনক-মণি-ভূষণ,
দিনকরধাম চরণতলখানি॥
ভব কমলজ শুক নারদ মুনিবর যো নাই,
ধ্যান অগোচর জানি।
দাস প্রসাদে বলে, সেই ব্রহ্মময়ী,
জগজন মন বিকচ কর তহি তাণি॥

মালসী।

ওগো রাণি! নগরে কোলাহল, উঠ চল চল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল, বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া,
এসো-না সঙ্গে আমার গো॥
জয়া! কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি,
কি দিলি শুভ সমাচার।
তোমায় অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো॥
রাণী [illegible] [illegible], [illegible] চলে,
[illegible] তায়।
[illegible] [illegible], [illegible] ভাবে,
[illegible] গো॥
[illegible] [illegible], [illegible] হয়,
[illegible]॥

বলে মা এলে মা এলে, মা কি মা ভুলেছিলে,
মা বলে এ কি কথা মায় গো॥
রথে হতে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে বার বার।
দাস কবিরঞ্জনে, সকরুণে ভণে,
এমন শুভদিন আর কার গো॥

দয়াময়ি আইস আইস ঘরে।
তোমার ও চাঁদ বয়ান, নিরখিয়ে প্রাণ,
কেমন কেমন কেমন করে॥
দুটি আঁখির পুতলি গো আমার বাছা,
আমার হৃদয়ের সে প্রাণ,
প্রেমানন্দ সিন্ধু, তার পূর্ণ-ইন্দু,
মন গজেন্দ্র আমার,
এ মন তোমাতে রয়েছে বাঁধা,
ত্রিভুবনসারা পরম গো কন্যা।
কি পুণ্য করেছি, উদরে ধরেছি,
ত্রিগুণধারিণী কন্যা॥
যদি কন্যাভাবে দয়া গো,
তবে বাছা এই কথা রাখ মায়।
গিরিরাজার কুমারী, যোগীর বেশ ছাড়,
ব্রহ্মচারিণীর আচার॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে গো ভাবে জননী,
মা কত কাচগো কাচ ?
মহেশ পিতা, তুমি মাতা, পিতার
প্রসব তুমি মাতার, মহেশ-ঘরে আছ॥

জগদম্বারে বব পূরে বেণু, বব পূরে বেণু,
ধায় বৎস ধেনু, উঠে পদ-রেণু।
বেণু রবে ভাই, ভাবে ভোর তনু॥
গতি মত্ত মাতঙ্গ, দোলায়ত অঙ্গ।
কি প্রেম-তরঙ্গ, গো মা কি রঙ্গ, নেহারে নয়ন,
হত কোকিল-নাদ, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] প্রাণ।
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible],
রামপ্রসাদ [illegible] [illegible]॥

মালশী

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়ে আন ঘরে,
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে॥
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলো চুলে ধায় রাণী,
বাস না সম্বরে।
গদগদ ভাব ভরে, ঝরঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধ'রে।
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া,
চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে, জনক তোমার গিরি, পতি জনম-ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে॥
যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন,
হেসে হেসে এসে ধরে করে।
কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে,
এত প্রেম কোথা খুলে,
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আনন্দ সাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে,
দিবানিশি নাহি জানে, আনন্দে পাগরে॥

হয় নয় অন্তরে গো রোয়ে।
আপন অঙ্গ দেখ গো চেয়ে॥
প্রাণধন উমা আমার পূর্ণ সুধাকর।
আমা সবাকার তনু নির্ম্মল সরোবর॥
একচন্দ্র আভা শত সরোবরে লখি।
তোমা করে নয়, সকল আলয়ে
বিরাজে যে যখন নিরখি॥
একমুখে কত কব উমার রূপ গুণ।
উমার রূপে নানারূপ [illegible] সংহারে পুনঃ।
দাস প্রসাদে বলে, এই [illegible] কথা বটে।
পুষ্পে যেমন গন্ধ, [illegible] বিরাজে সর্ব্ব ঘটে॥

শিব [illegible] বিষ [illegible]।
সেই শিব ও পদ [illegible]।
শ্রীদুর্গা নাম গুণ গানে।
শিব না মরিল বিষপানে॥
যাঁর নামের বলে চরণ বলে।
শিব মৃত্যুঞ্জয় বলে॥
দুর্গানাম সংসার সাগরে তরি।
কাণ্ডারী তায় ত্রিপুরারী॥
যে দুর্গানামে বিঘ্ন হরে।
সেই দুর্গা কন্যারূপে তোমার ঘরে॥
আমি সার কথা তোমারে কই।
ওগো তোমার কন্যা নয় ঐ ব্রহ্মময়ী।

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে,
ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদার॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিম গিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার॥

গিরিবর! আর আমি পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষে নিশি, [illegible] উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, [illegible]
[illegible] পারে।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহা-সুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে॥
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্যপুঞ্জচয়,
জগত জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্গ উপরে॥

তত্ত্ব-সঙ্গীত।

বসন্ত বাহার—আড়া।

ত্যজ মন কুজন-ভুজঙ্গ-সঙ্গ।
কাল-মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্ক॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময়ে ভজ,
মকরন্দ রসে মজ, ওরে মনোভৃঙ্গ॥
স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রা ভঙ্গে ভাব কেমন,
বিষয় জানিবে তেমন, হলে নিদ্রাভঙ্গ॥
অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে,
কর্ম্মীকে কি কর্ম্মে ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ॥
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে,
তুমি যাও পরের ঘরে, এত বড় রঙ্গ।
প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা,
অঙ্গহীন হয়ে সেটা, দগ্ধ করে অঙ্গ॥

জঙ্গলা মূল—একতালা।

মন কি কর ভবে আসিয়ে।
ওরে দিবে অবশেষে, অজপার শেষ,
ক্রমেতে নিঃশ্বাস যায় ফুরায়ে॥
হং-বর্ণ পূরকে হয়, সঃ-বর্ণ রেচকে বয়।
অহর্নিশি করে জপ হংস হংস বলিয়ে॥
অজপা হইলে সাঙ্গ, কোথা তব রবে রঙ্গ,
সকলি হইলে ভঙ্গ, ভবানীরে না ভাবিয়ে।
চলনে দ্বিগুণ ক্ষয়, ততোধিক নিদ্রায় হয়,
বিনয়ে রামপ্রসাদ কয়,
ততোধিক সঙ্গমসময়ে॥

তাঁহার জমি আমার দেহ,
ইথে কি আর আপদ্ আছে।
যে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে,
মহামন্ত্র বীজ বুনেছে॥
ধৈর্য্য খোঁটা ধর্ম্ম বেড়া,
এ দেহের চৌদিকে ঘেরেছে।
এখন কাল-চোরে কি কর্ত্তে পারে,
মহাকাল রক্ষক রয়েছে॥
দেখে শুনে ছটা বলদ,
ঘর হতে বাহির হয়েছে।
কালীনাম অস্ত্রের ধারে,
পাপ তৃণ সব কেটে গেছে॥
প্রেমবারি সুবৃষ্টি তায়, অহর্নিশি বর্ষিতেছে।
কালী কল্পতরুবরে রে ভাই, চতুর্বর্গ ফল ধরেছে

ভৈরবী—একতালা।

গেল না, গেল না, দুঃখের কপাল।
গেল না গেল না, ছাড়িয়ে ছাড়ে না,
ছাড়িয়ে ছাড়ে না, মাসী হলো কাল॥
আমি, মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ,
মাসী এসে তাহে দেয় না দুখ;
মাসীর মায়া জালা, করে নানাখেলা
দেয় দ্বিগুণ জ্বালা, বাড়ায় জঞ্জাল॥
দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস,
জন্মে মাতৃকুলে না করিলাম বাস;
পেয়ে দুখের জ্বালা, শরীর হইল কালা,
তোলা দুধে ছেলে বাঁচে কত কাল॥

ওরে, মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া,
লাভে মূলে হারাইলি॥
গুরুদত্ত রত্ন ভরে, কেন ব্যাপার না করিলি।
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে বৃত, মধ্যে তরি ডুবাইলি
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, সে অর্থ কেন না জানিলি।
ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হবে কি,
মহাজনকে মজাইলি॥

ও মন, তোর নামে কি নালিশ দিব।
ও তুই সকার বকার বল্‌তে পারিস,
বল্‌তে নারিস্ দুর্গা শিব।
খেয়েছ জিলিপি খাজা, লুচি মণ্ডা সব ভাজা।
ওরে শেষে পাবি সেসব মজা, যখন পঞ্চত্ব পাব ॥
পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা,
কেমন করে ঘর করিব।
ওরে চুরি দারি করিলে পরে,
উচিত মত সাজাই পাব ॥

মন রে তোর বুদ্ধি একি!
ও তুই সাপ ধরা জ্ঞান না শিখিয়ে,
তালাস ক'রে বেড়াস সেকি।
ব্যাধের ছেলে পাখী মারে,
জেলের ছেলে মৎস্য ধরে।
(মন রে) ওঝার ছেলে গরু হ'লে,
গোসাপে তার কাটে না কি?
জাতি ধর্ম্ম সর্প খেলা,
সেই মন্ত্রে ক'রো না হেলা।
(মন রে) যখন বল্‌বে বাপ সাপ ধরিতে,
তখন হবি অধোমুখী ॥

মর্‌লেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে ॥
নিজে হই সরকারী মুটে,
মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিন মজুরী নিত্য করি,
পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে ॥
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে।
তারা কারো কথা কেও শুনে না,
দিন তো আমার গেল খেটে ॥
যেমন অন্ধ জনে হারা দণ্ড, পুন পেলে ধরে এঁট
আমি তেমি মত ধর্ত্তে চাই মা,
কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি, কর্ম্ম-ডুরি দে মা কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা,
ব্রহ্মরন্ধ্র যায় যে ফেটে ॥

মূলতান—একতালা।

কার বা চাকরী কর (রে মন)।
ও তুই বা কে, তোর মনিব কে রে,
হলি কার নফর ॥
মহাছিবা দিতে হবে, নিকাশ তৈয়ার কর।
ও তোর আমদানীতে শূন্য দেখি,
কর্জ্জ জমা ধর (ওরে ও মন) ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, তারার নামটী সার।
ও রে, মিছে কেন দারা সুতের,
বেগার খেটে মর (ওরে ও মন) ॥

আমি, তোর আসামী নইরে শমন,
মিছে কেন করিস্ তাড়না।
শমন আছে রে প্রকাশ, আমি দুর্গাদাস,
তোর কিছু ধার ধারি না।
আমি দুর্গাপুরবাসী,
সেখানে নাই নিরিখ বেশী রে।
নাইক তহশীল-যাতনা;
জমার নাইক বাটা, মা দিয়াছেন পাটা,
স্বহস্তেতে করি নিশানা—
(শমন রে) মায়ের পেয়ে অনুমতি,
চৌদ্দ ভুবনপতি, উশুলে তফাত কিছু করে না।
জগদম্বা আমার রাজা, আমি মায়ের খাসের প্রজা
তোর তালুকেতে থাকি না;
পেয়ে মহাবীজ, হয়েছি খারিজ,
তোর কাছারী যেতে হবে না;
দেখ গে চিত্রগুপ্তের কাছে,
যে বাকীদার আছে, আমার নাম তাতে পাবি না।
সাবেক যত জমা ছিল,
সে অঙ্কে মা শূন্য দিল রে,
এমনি মায়ের করুণা;
রামপ্রসাদ কয়, তপন তনয়
আর কভু হেথা এস না—
(শমন রে) তুমি এসছ এখানে,
মা যদি তা শোনে,
অপমানে বাকী থোবে না ॥

বাসনাতে দাও আগুন জ্বেলে-
ক্ষার হবে তার পরিপাটী।
কর মনকে ধোলাই, আপদ্ বালাই,
মনের ময়লা ফেল কাটি॥
কালীদহের কূলে চল,
সে জলে যোগ কর্ব্বে ভাল,
পাপ কাঠের আগুন জ্বাল,
চাপায়ে চৈতন্যের ভাঁটি॥

মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিস্ নারে সর্ব্বনেশে॥
অনিত্য ধনের আশে,
ভ্রমিতেছ দেশে দেশে,
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি,
দেখিস্ নারে বসে বসে॥
মনের মত মন যদি হও,
রাখরে যোগাতে মিশে,
যখন অজপা পূর্ণিত হবে,
ধরবে না আর কাল বিষে॥
গুরুদত্ত রত্ন তোড়া বাঁধরে যতনে কসে।
দীন, রামপ্রসাদের এই মিনতি,
অভয় চরণ পাবার আশে॥

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বল না॥
(ওরে) ধনী আছেন ব্রহ্মময়ী,
সুখে সাধ মেটে না॥
বাজনে পবন বন্দু, চালনেতে সুবকাশ।
মন রে ওরে পাঁচিয়া ব্রহ্মময়ী,
নির্ব্বিরো জনাও [illegible]॥

[illegible]—একতালা।
[illegible] করে ও মন।
তুমি [illegible] বসেছ রে মন॥
[illegible] দেখে রয়েছ রে।
[illegible] প্রাণ নিয়ে চলে যাবে॥

প্রসাদ বলে ছয় রিপু নিয়ে,
সোজা হয়ে চল রে।
নৈলে আঁধারের কুটীরের গোঁত,
যোগে লেগেছে রে॥

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি,
কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি,
কেহ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ,
ঘটের নাশকে মরণ বলে॥
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য,
মান্য করে সব খোয়ালে।
এক ঘরেতে বাস করিছে,
পঞ্চজনে মিলেজুলে॥
সে যে সময় হইলে আপনা আপনি,
যে যার স্থানে যাবে চলে।
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই,
তাই হবি রে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়,
জল হয়ে সে মিশায় জলে॥

জংলা—একতালা।
মায়ার এ পরম কৌতুক।
মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, আমার জনে লুটে সুখ।
আমি এই আমার এই,
এ ভাব ভাবে মূর্খ যেই,
মনরে ওরে, মিছে মিছে সার ভেবে,
সাহসে বাঁধিছ বুক॥
আমি কেবা আমার কেবা,
আমি ভিন্ন আছে কেবা,
মনরে ওরে, কে করে কাহার সেবা,
মিছা ভাব সুখ দুখ॥
দীপ জ্বেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে,
মনরে ওরে, তখনি নির্বাণ করে,
না রাখে রে একটুক॥

...জর অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ।
...মপ্রসাদ বলে মশারি তুলিয়া দেখ রে মুখ॥

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।
মন অগ্রে শশী বশীভূত,
কর তোমার শক্তি সারে॥
ওরে কোটার ভিতর চোরকুটুরি
ভোর হলে সে লুকাবে রে।
ষড়্দর্শনে দর্শন পেলে না,
আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক,
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব লোভে পরম যোগী,
যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয়, লয় সে যেমন
লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে, আমি তত্ত্ব করি যারে,
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাড়ি,
বুঝরে মন ঠারে ঠোরে॥

আজু গোস্বামী।

গোস্বামী মহাশয়, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের স্বগ্রামস্থ ও সম-সাময়িক। ইঁহার প্রকৃত নাম, কেহ। বলেন,—অযোধ্যারাম গোস্বামী, কেহ বলেন,—অচ্যুতানন্দ গোস্বামী। ইনি ব্যঙ্গপটু সুরসিক কবি ছিলেন। রামপ্রসাদ-রচিত অনেক গানের পাল্টা গান ইনি রচনা করিয়াছিলেন।

এই সংসার রসের কুটী।*
ওরে খাই, দাই আর মজা লুটি॥
যার যেমন মন,
তার তেমনি মন করবে পরিপাটি।
ও.হ সেন, অল্প জ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটি॥
ওরে শিবের ভাবে ভাবনা কেন,
শ্যামা মায়ের চরণ দুটী।
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত,—
পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটী॥
জনক রাজা ঋষি ছিল, কিছুতে ছিলনা ত্রুটি।
শেষে এদিক ওদিক দুদিক রেখে,
খেয়ে ছিল দুধের বাটী॥
মহামায়ার বিশ্ব [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
তবে অভেদ জেনো ভাবের পদ,
শ্যামা মায়ের চরণ দুটী॥

হৈও না মন পড়া পাখী।*
ওরে বন্দী হলে হয় না সুখী॥
পাখী হলে অন্ধ ভুলে,
দিন যাবে পিঞ্জরে থাকি।
তুমি মুখে বলবে পড়ার বুলি,
পরম তত্ত্ব জানিবে কি।
অতি [illegible] [illegible] [illegible],
যে [illegible] [illegible] [illegible] সে দেখি,
[illegible] [illegible] [illegible] পড়বে না আর
[illegible] [illegible] দিবে ফাঁকি।

---

* "এ সংসার [illegible]" গানের উত্তর।

* [illegible] পিঞ্জরে [illegible] গানের উত্তর।

ভারতচন্দ্র।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, হুগলী জেলার (আমতার নিকটস্থ) পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রামে ১১১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি, উক্ত গ্রামের জমীদার রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চতুর্থ বা কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহারা ব্রাহ্মণ; তাঁহাদের উপাধি মুখোপাধ্যায়।

ভারতচন্দ্রের বাল্যকালে তাঁহার পিতার জমিদারী (পত্তনী) বর্দ্ধমান-রাজসংসার হইতে খাস-দখল করিয়া লওয়া হয়। নরেন্দ্রনারায়ণ, সপরিবারে পালায়ন করিয়া, ভারতচন্দ্রের মাতুলালয়ে (মণ্ডলঘাট পরগণার নওয়াপাড়ায়) আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাতুলালয়ে থাকিয়া, ভারতচন্দ্র নিকটস্থ তাজপুর গ্রামের টোলে ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ আরম্ভ করেন। এই পাঠদ্দশাতেই তাজপুরের নরোত্তম আচার্য্যের কন্তার সহিত ভারতচন্দ্রের বিবাহ হয়। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ, জমিদারী পুনঃরায় প্রাপ্ত হইলেও, ভ্রাতৃবিচ্ছেদবশতঃ, ভারতচন্দ্র অনেক দিন পিত্রালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হন নাই। সেই সময় তিনি দেবানন্দপুরে গিয়া তত্রত্য মুনসীদিগের বাটীতে থাকিয়া পারস্ত ভাষা শিক্ষা করেন। মুনসীদিগের বাটিতে এক দিন 'সত্যনারায়ণ' পাঠ করিবার ভার, ভারতচন্দের উপর অর্পিত হয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র প্রচলিত পুঁথি দেখিয়া 'সত্যনারায়ণ'-কথা পাঠ না করিয়া, আপনিই এক সত্যন'রায়ণের কথা পদ্যে লিখিয়া পাঠ করেন। সেই কবিতা শুনিয়া সকলেই ধন্ত ধন্ত করেন। এই ব্রত-কথা ১১৩৪ সালে রচিত হয়।

পাঁচ বৎসর পরে ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুর হইতে পুনরায় পিত্রালয়ে আগমন করেন। এই সময় খাজানা বাকী পড়ায় বর্দ্ধমান-রাজের কর্ম্মচারীরা তাঁহার পিতার প্রতি বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করে। সে জন্ত বর্দ্ধমান-রাজকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে, ভারতচন্দ্রকে বর্দ্ধমান যাইতে হয়: কিন্তু বর্দ্ধমান-রাজ ভারতচন্দ্রের কোন কথা না শুনিয়া তাঁহাদের ইজারা লোপ করিয়া দেন, এবং ভারতচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করেন। পরিশেষে ৩১ বৎসর বয়সের সময়, কারাধ্যক্ষের কৃপায় ভারতচন্দ্র মুক্তিলাভ করিয়া পুরুষোত্তমে পলায়ন করেন। সেখানে, সন্ন্যাসীর বেশে দিনযাপন করিবার সময়, ভারতচন্দ্রের শ্যালীপতি, সন্ধান পাইয়া, তাঁহাকে শ্বশুর-বাটী লইয়া আসেন। ২৫ বৎসর পরে এইবার স্ত্রীর সহিত ভারতচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। এই সময় ফরাসডাঙ্গার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট কর্ম্ম-প্রার্থনায় ভারতচন্দ্র যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। একদিন নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ফরাসডাঙ্গায় আসিলে, উক্ত চৌধুরী মহাশয়, মহারাজের সহিত ভারতচন্দ্রের পরিচয় করাইয়া দেন। ভারতচন্দ্রের কবিত্বের পরিচয় পাইয়া, মহারাজ তাঁহাকে ৪০৲ টাকা বেতনে আপন সভাসদপদে নিযুক্ত করেন, এবং রাজধানী কৃষ্ণনগরে লইয়া যান। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এবং বিদ্যাসুন্দর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ-অনুসারে এই সময় রচিত হয়।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের সাংসারিক অবস্থা জানিতে পারিয়া ২৪-পরগণায় মূলাজোড় গ্রাম বার্ষিক ছয় শত টাকায় তাঁহাকে ইজারা প্রদান করেন; এবং উক্ত গ্রামে গঙ্গাতীরে তাঁহার বসত-বাটী নির্ম্মাণের জন্য তাঁহাকে এক শত টাকা সাহায্য দান করেন। মূলাজোড়ে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া ভারতচন্দ্র যে সময় সস্ত্রীক সেখানে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, সেই সময় ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থ রচিত হয়। ভারতচন্দ্রের পিতাও এই সময় আসিয়া পুত্রের সহিত মূলাজোড়ে অবস্থিতি করিতে থাকেন; এই গঙ্গাতীরেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। পিতার পরলোকের পর, ভারতচন্দ্র আর একবার কৃষ্ণনগরে গমন করেন। পাদপুরাণ প্রভৃতি কবিতা সেই সময় কৃষ্ণনগরেই রচিত হয়।

বর্দ্ধমানের মহারাণী—রাজা তিলকচন্দ্রের জননী, কৃষ্ণনগরের মহারাজের নিকট হইতে রামদেব নাগের নামে, কৌশল-ক্রমে মূলাজোড় পত্তনি লন। উক্ত রামদেব যখন ভারতচন্দ্রের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করে, সেই অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া, ভারতচন্দ্র নাগাষ্টক কবিতা রচনা করেন। ঐ মর্ম্মস্পর্শী কবিতাগ্রন্থ পাঠ করিয়া, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ব্যথিত অন্তঃকরণে, তাহা বর্দ্ধমানের মহারাণীর নিকট পাঠাইয়া দেন। তাহারা ফলে, ভারতচন্দ্রের প্রতি অত্যাচার বন্ধ হয়। ১১৬৭ সালে ৪৮ বৎসর বয়সে, ভারতচন্দ্র বহুমূত্র রোগে পরলোক গমন করেন। তাঁহার তিন পুত্র। কনিষ্ঠ পুত্রের বংশধরগণ এখনও [illegible] বাস করিতেছেন।

[illegible]মঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ প্রভৃতি ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ,—বঙ্গসাহিত্যে অমূল্য সম্পৎ। [illegible] কাব্য, তাঁহার কবিতা, অবিনশ্বরভাবে চিরদিন সকলেরই চিত্ত-বিমোহন করিবে।

অন্নদামঙ্গল।

মিশ্র রামকেলী—দ্রুতত্রিতালী।

শিবনাম বল রে জীব বদনে।
যদি আনন্দে যাবে শিবসদনে॥
শিবনাম লয়ে মুখে, তরিব সকল দুখে,
দমন করিব সুখে শমনে।
শিবগুণ কি কহিব, কোথায় তুলনা দিব,
জীব শিব হয় শিবসেবনে॥
শিব শিব বলে যেই, এই দেহে শিব সেই,
শিব নিজপদ দেই সে জনে।
কাতরে করুণা কর, পাপ তাপ সব হর,
ভারতে রাখহ হর ভজনে।

শ্রী—একতালা।

ভবসংসারভিতরে ভবভবানী বিহরে।
ভূতময় দেহ, নবদ্বার গেহ,
নর নারী কলেবরে।
গুণাতীত হয়ে, নানা গুণ লয়ে,
দোঁহে নানা খেলা করে॥
উত্তম অধম, স্থাবর জঙ্গম,
সব জীবের অন্তরে।
চেতনাচেতনে, মিলি দুই জনে,
দেহি-দেহরূপে চরে।
অভেদ হইয়া, ভেদ প্রকাশিয়া,
এ কি করে চরাচরে।
পাইয়াছে টের, কি করে এ ফের,
কবি রায় গুণাকরে॥

টোড়ী—আড়া।

উমা দয়া কর গো।
বিষম শমন ভয় হর গো॥
পাপেতে জড়িত মতি, কাতর হয়েছি অতি,
পতিতপাবনী নাম ধর গো॥
মা বলিয়া ডাকি যখন, শুনিয়া দেহ মন,
গুহ গজাননে বুঝি ডর গো॥
তুমি গো তারিণী তারা, অসারসংসারসারা,
নানারূপে চরাচরে চর গো॥
রাধানাথ তব দাস, পূরাও তাহার আশ,
তবে খবিচক্র-গণে জয় গো॥

মূলতান—ঠুংরি।

আমার শঙ্কর করুণাকর গো।
নিন্দা কর না ত্রিভুবনে মহেশ্বর॥
কালকূট পিয়া, বিশ্ব বাঁচাইয়া,
মৃত্যুঞ্জয় হইলা হর।
কপালে অনল, শিরে গঙ্গাজল,
অনলে জলে সোঁসর॥
ভালে সুধাকর, গলে বিষভর,
সুধা বিষে বরাবর।
ভারত কহিছে, মোরে না সহিছে,
এ শিবে নিন্দে পামর॥

পরজ—পোস্তা।

বড় আনন্দ উদয়।
বহু দিনে ভগবতী আইল আলয়॥
শঙ্খ-ঘণ্টারব, মহামহোৎসব,
ত্রিভুবনে জয় জয়।
নাচিছে নাটক, গাইছে গায়ক,
রাগ তাল মান লয়॥
যত চরাচর, হরিষ অন্তর,
পরম আনন্দময়।
রায় গুণাকর, কহে পুটকর,
মোরে যেন দয়া হয়॥

খট—দ্রুতত্রিতালী।

মহাদেব আঁখি ঢুলু ঢুলু।
সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধি শুদ্ধি হইল ভুল॥
নয়নে ধরিল রঙ্গ, অলসে অবশ অঙ্গ,
লটপট জটাজূট গঙ্গা হুলথুল॥
খসিল বাঘের ছাল, আলুথালু হাড়মাল,
ভুলিল ডমরু শিঙ্গা পিনাক ত্রিশূল॥
হাসি হাসি উতরোল, আধ আধ আধবোল,
ন ম নন্দি নন্দি আ আ আ ন ম নকুল॥
ভারতের অনুভবে, তারে কি ভুলাবে তবে,
ভবানী ভাবেন ভব ভাবভরাকুল॥

মালকোষ—ঝাঁপতাল।

জয় দেবি জগন্ময়ি, দীনদয়াময়ি,
শৈলসুতে করুণানিকরে।
জয় চণ্ড-বিনাশিনি, মুণ্ড-নিপাতিনি,
দুর্গবিঘাতিনি যুদ্ধান্তরে॥
জয় কালি কপালিনি, মস্তকমালিনি,
খর্পরধারিণি শূলধরে॥
জয় চণ্ডি দিগম্বরি, ঈশ্বরি শঙ্করি,
কৌষিকি ভারতভীতিহরে॥

বসন্ত-দাদরা।

জয় জয় হর রঙ্গিয়া।
করবিলসিত নিশিত পরশু, অভয় বর কুরঙ্গিয়া॥
লহ্ লহ্ ফণি জটা-বিরাজ,
ভক্ ভক্ ভক্ রজনীরাজ,
ধক্ ধক্ ধক্ দহন ভ্রাজ, বিমল চপল গঙ্গিয়া।
ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল,
হলু হলু হলু যোগিনী-বোল,
কুলু কুলু কুলু ডাকিনী রোল, প্রমদ প্রমথসঙ্গিয়া॥
ভভম্ ভভম ববম্ ভাল,
ঘন বাজে শিঙ্গা ডম্বরু গাল,
রুদ্রতালে তাল দেয় বেতাল,
ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গ ভাঙ্গিয়া।
সুরগণ কহে জয় মহেশ,
পুলকে পূরিল সকল দেশ,
ভারত যাচত ভকতিলেশ, সরস অবশ অঙ্গিয়া॥

বেহাগ—একতালা।

অন্নপূর্ণা জয় জয়, দূর কর ভবভয়;
তুমি সর্ব্বময়, তোমা হইতে হয়,
সৃজন পালন লয়।
কত মায়া কর, কত কায়া ধর,
বেদের গোচর নয়॥
বিধি হরি হর, আদি চরাচর,
কৃপালেশে কত হয়।
[illegible], দেহ পদছায়া,
[illegible]॥

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

কি এ নিরুপম, শোভা মনোরম,
হরগৌরী এক শরীরে।
শ্বেত পীত কায়, রাঙ্গা দুটি পায়,
নিছনি লইয়া মরি রে॥
আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে,
আধ পট্টাম্বর সুন্দর সাজে,
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে,
আধ ফণিফণা ধরি রে॥
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা,
আধ মণিময় হার উজালা,
আধ গলে শোভে গরল কালা,
আধই সুধামাধুরী রে॥
এক হাতে শোভে ফণিভূষণ,
এক হাতে শোভে মণিকঙ্কণ,
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ,
আধই তাম্বুল পুরি রে।
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু এক লোচন,
কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন,
আধ ভালে হরিতাল সুশোভন,
আধই সিন্দূর পুরি রে॥
কপাললোচন আধই আধে,
মিলন হইল বড়ই সাধে,
দুই ভাগ অগ্নি এক অবাধে,
হইল প্রণয় করি রে।
দোঁহার আধ আধ আধশশী,
শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি,
আধ জটাজুট গঙ্গা সরসী,
আধই চারু কবরী রে॥
এক কাণে শোভে মণিকুণ্ডল,
এক কাণে শোভে ফণিকুণ্ডল,
আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল,
আধই [illegible] রে।
ভারত কবি [illegible] গায়,
কৃষ্ণচন্দ্র-প্রেম [illegible] তায়,
হরগৌরী মিলা [illegible],
সবে বল [illegible] রে।

ভূপালী - দ্রুত-ত্রিতালী।

জয় জগদীশ্বর, জয় জগদম্বে,
তব ভবরাণী, তব অবলম্বে॥
শিব শিবকায়া, হর হরজায়া,
পরিহর মায়া, অব অবিলম্বে।
যদি কর মমতা, হত হয় যমতা,
দিবি ভুবি সমতা, গুহহেরম্বে॥
ভব জন যে বা, সুরপতি কে বা,
যম দেই সেবা, শিরপরিলম্বে।
ভব-জলতরণে, রাখহ চরণে,
ভারত চরণে, করি কাদম্বে॥

গৌড়সারঙ্গ—দ্রুতত্রিতালী।

বিধি মোরে লাগিল রে বাদে।
বিধি যার বিবাদী কি সাধ তার সাধে॥
এ বড় বিষম ধন্দ, যত করি ছন্দ বন্দ,
ভাল ভাবি হয় মন্দ, পড়িনু প্রমাদে।
ধর্ম্মে জানি সুখ হয়, তবু মন নাহি লয়,
অধর্ম্মে বিবিধ ভয়, তবু তাই সাধে।
মিছা দারা সুত লয়ে, মিছা সুখে সুখী হয়ে,
রহে আপনা কয়ে, সে মজে বিবাদে,
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের, আর সব মিছা ফের,
ভারত পেয়েছে টের, গুরুর প্রসাদে॥

লুম ঝিঁঝিট—একতালা।

কেবা এমন ঘরে থাকিবে (আর)।
এ দুখ সহিতে কেবা পারিবে॥
আপনি মাখেন ছাই, আমারে কহেন তাই,
কেবা বাপাই ছাই মাখিবে।
মাল ছাবাল দুটি, আর চাহে ভুমে লুটি,
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে॥
বিষপানে নাহি [illegible], কথা [illegible] হয়,
উচিত কহিলে [illegible] মাখিবে।
বাপ পাষাণ হিয়া, [illegible] দিয়া,
ভারত এ দুখে [illegible]॥

বিভাস—দ্রুত-ত্রিতালী।

কি কর নরহরি ভজ রে।
ছাড়িয়া হরির নাম কেন মজ রে॥
ভবিবারে পরিণাম, হর জপে হরিনাম,
হরি ভজি পূর্ণকাম, কমলজ রে।
ভব ঘোর পারাবার, হরিনাম তরী তার,
হরিনাম লয়ে পার, হৈল গজ রে।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, এ চারি বর্গের ধাম,
বেদে বলে হরিনাম, সুখে যজ রে।
গুরুবাক্য শিরে ধরি, রহিয়াছি সার করি,
ভারতের ভূষা হরি পদরজ রে॥

মোহিনী-বসন্ত—ঠুংরী।

কল-কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি-দেউলে॥
কমল পরিমল, লয়ে শীতল জল,
পবনে চল চল উছলে কূলে॥
বসন্ত রাজা আনি, ছয় রাগিণী রাণী,
করিল রাজধানী অশোকমূলে॥
কুসুমে পুনঃপুন, ভ্রমর গুন গুন,
মদন দিল গুণ, ধনুক-হূলে।
যতেক উপবন, কুসুমে সুশোভন,
মধুমুদিত-মন, ভারত ভুলে॥

পূরবী—দ্রুত-ত্রিতালী।

চল কাশী যাবো সবে যাই।
অন্নদা পূজিবে, শিব [illegible] পাব॥
মণিকর্ণিকার জলে, স্নান করি কুতূহলে,
[illegible] হলে, [illegible] গাব।
পাপ তাপ হবে [illegible],
[illegible] পাব।
শিব শিব শিব বলে, [illegible],
[illegible]॥
শিবের [illegible],
ভারত [illegible]॥

কানড়া—দ্রুতত্রিতালী।

হরি হরে করে ভেদ,—
নর বুঝে না রে।
অভেদ কহে চারি বেদ॥
অভেদ ভাবে যেই, পরম জ্ঞানী সেই,
তারে না লাগে পাপক্লেদ।
যে দেহে হরিহরে, অভেদরূপে চরে,
সে দেহে নাহি তাপ খেদ॥
একই কলেবর, হইল হরিহর,
বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ।
যে জানে দুইরূপে, সে মজে মোহকূপে,
ভারতে নাহি এই খেদ॥

হাম্বির—একতালা।

কে তোমা চিনিতে পারে, গো মা।
বেদে সীমা দিতে নারে॥
কত মায়া কর, কত কায়া ধর,
হেরি হরিহরহারে।
জিতজরামর, হয় সেই নর,
তুমি দয়া কর যারে॥
এ ভব সংসারে, যে ভজে তোমারে,
যম নাহি পারে তারে।
যদি না তারিবে, যদি না চাহিবে,
ভারত ডাকিবে কারে॥

ভৈরবী—ঠুংরী।

জয় গিরিশ শঙ্কর, বৃষধ্বজেশ্বর,
মৃগাঙ্কশেখর, দিগম্বর।
জয় শ্মশান-নাটক, বিষাণবাদক,
হুতাশভালক, মহত্তর॥
জয় ত্রিপুরারিনাশন, বৃষেশবাহন,
ভুজঙ্গ-ভূষণ, জটাধর।
জয় ত্রিলোককারক, ত্রিলোকপালক,
ত্রিলোকনাশক, মহেশ্বর॥
জয় স্বর্গীপুণ্যাবহ, ত্রিনেত্রধারক,
[illegible], হতস্মর।
জয় [illegible], কুবেরবান্ধব,
[illegible] পরাৎপর॥

জয় বিষাক্তকণ্ঠক, কৃতান্তবঞ্চক,
ত্রিশূলধারক, হতাধ্বর।
জয় পিনাকপণ্ডিত, পিশাচমণ্ডিত,
বিভূতিভূষিত-কলেবর॥
জয় কপালধারক, কপালমালক,
চিতাভিসারক, শুভঙ্কর।
জয় শিবামনোহর, সতীসদীশ্বর,
গিরিশ শঙ্কর, কৃতজ্বর॥
জয় কুঠারমণ্ডিত, কুরঙ্গরঙ্গিত,
বরাভয়ান্বিত, চতুষ্কর।
জয় সরোরুহাশ্রিত, বিধি প্রতিষ্ঠিত,
পুরন্দরার্চ্চিত, পুরন্দর॥
জয় হিমালয়ালয়, মহামহোময়,
ত্রিলোকনোদয়, চরাচর।
জয় পুনীহি ভারত [illegible] মহীশ ভারত,
উমেশ পর্ব্বতসুতাবর॥

ঝিঁঝিট—ঝাপতাল।

জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব,
কংসদানব-ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন, নন্দ-নন্দন,
কুঞ্জকাননে রঞ্জন॥
জয় কেশি-মর্দ্দন, কৈটভার্দ্দন,
গোপিকাগণ-মোহন।
জয় গোপবালক, বৎসপালক,
পূতনাবক-নাশন॥
জয় গোপ-বল্লভ, ভক্ত-সদ্ভক্ত,
দেবদুর্লভ-বন্দন।
জয় বেণু-বাদক, কুঞ্জ-নাটক,
পদ্মনাভ-মণ্ডন॥
জয় শান্তকালিয়, রাধিকাপ্রিয়,
নিত্যনিষ্ক্রিয়-মোচন।
জয় সত্য চিন্ময়, গোকুলালয়;
দ্রৌপদীভয়ভঞ্জন॥
জয় দৈবকীসুত, মাধবাচ্যুত,
শঙ্করস্তুত-বামন।
জয় সর্ব্বতোজয়, সজ্জনোদয়,
[illegible], জীবন॥

কেদারা—দ্রুতত্রিতালী।

ভুলনা রে অরে নর, শঙ্কর সার কর,
শমনেরে কেন ভয়॥
দূর হবে পাপ, চুর হবে তাপ,
গঙ্গাধরে ধ্যানে ধর।
শঙ্কর শঙ্কর, এ তিন অক্ষর,
মালা করি গলে পর॥
এ ভবসাগরে, না ভজিয়া হরে,
কেন মিছা ডুবি মর।
ভারতের মত, শুনরে ভকত,
ভব ভজি ভব তর॥

শঙ্করা—দ্রুতত্রিতালী।

আমারে শঙ্করি দয়া কর হে।
শরণ লয়েছি শুনি দয়াকর হে॥
তুমি দীন দয়াময়, আমি দীন অতিশয়,
তবে কেন দয়া নয়, দেখিয়া কাতর হে।
তব পদ আশুতোষ, পদে পদে মোর দোষ,
জানি কেন কর রোষ, পামর উপর হে॥
পিশাচে তোমার প্রীতি, মোর পিশাচের রীতি,
তবে কেন মোর নীতি দেখে ভাব পর হে।
ভারত কাতর হয়ে, ডাকে শিব শিব কয়ে,
ভবনদীপারে লয়ে দূর কর ডর হে॥

আশা-ভৈরবী—ঝুঁংঝি।

হর শশাঙ্কশেখর দয়া কর।
বিভূতিভূষিত-কলেবর॥
তরঙ্গ-ভঙ্গিত, ভুজঙ্গ-রঙ্গিত,
কপর্দমণ্ডিত জটাধর।
গণেশশৈশব, বিভূতিবৈভব,
ভবেশ ভৈরব দিগম্বর॥
ভুজঙ্গ-কুণ্ডল, পিশাচ-মণ্ডল,
মহাকুতূহল মহেশ্বর।
মগ্ন প্রভাকৃত, গঙ্গাম্বুজাকৃত,
সুদীন ভারত কিঙ্কর॥

পূরবী—একতালা।

আমারে ছাড়িও না,—ভবানি।
সুশীলা হইয়া, শিলায় জন্মিয়া,
শিলাময় হিয়া হইও না॥
এবার পাথারে, ফেলিয়া আমারে,
দোষ বারে বারে লইও না।
শিশুগণ মিলা, যেন খেলা দিলা,
তেমন এখানে খেলিও না॥
তব মায়াছান্দে, বিশ্ব পড়ি কান্দে,
ভারতে এ ফেরে ফেলিও না॥ ৯

কালাংড়া—একতালা।

একি রূপ অপরূপ ভঙ্গিমা।
চরণে অরুণরঙ্গিমা॥
হইতে সোঁসর, শম্ভু হৈলা হর,
দেখি পয়োধর তুঙ্গিমা॥
থাকিতে অধরে সুধা সাধ করে
সুধাকরে ধরে কালিমা।
ফুলধনু তনু, লাজে তেজে ধনু,
দেখি ভুরু ধনুবক্রিমা॥
রূপ অনুভবে মোহ হয় ভবে
ভারত কি কবে মহিমা॥

টোড়ী-ভৈরবী—দ্রুতত্রিতালী।

ভবানী-বাণী বল একবার।
ভবানী ভবের সার॥
ভবানী ভবানী, সুমধুর বাণী,
ভবনদী করে পার।
ভবানী ভাবিয়া, ভবানী পাইয়া,
ভব ভয়ে তব তার॥
ভবানী যে বলে, এ ভবমণ্ডলে,
অন্তে ভবানী তার।
ভবানী-মঙ্গল, ভারত ব্রাহ্মণ,
ভবানী ভরসা যার॥

নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি, সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও,
ভারত যেমত চাহে, সেইমত চাও হে॥

খাম্বাজ—দ্রুতত্রিতালী।

একি অপরূপ রূপ তরুতলে।
হেন মনে সাধ করি তুলে পরি গলে॥
মোহন চিকণকালা, নানাফুলে বনমালা,
কিবা মনোহরতর বরগুঞ্জাফলে।
বরণ কালিমা ছাঁদে, কুন্তলছলে মেঘ কাঁদে,
তড়িত লুঠায় পায় ধড়ার আঁচলে॥
কস্তূরী মিশালে মাখি, কবরী মাঝারে রাখি,
অঞ্জন করিয়া মাজি আঁখির কাজলে।
ভারত দেখিয়া যারে, ধৈরজ ধরিতে নারে,
রমণী কি তার ধায় মুনিমন টলে॥

বসন্তবাহার—দ্রুতত্রিতালি।

কি বলিলি মালিনি ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল॥
শিহরিল কলেবর, তনু কাঁপে থর থর,
হিয়া হৈল জর জর আঁখি ছল ছল।
তেয়াগিয়া লোকলাজ, কুলের মাথায় বাজ,
ভজিব সে ব্রজরাজ, লয়ে চল চল॥
রহিতে না পারি ঘরে, আকুল পরাণ করে,
চিত না ধৈরজ ধরে পিক কল কল।
দেখিব সে শ্যামরায়, বিকাইব রাঙ্গা পায়,
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢল ঢল॥

সুর—একতালা।

এ কি মনোহর, দেখিতে সুন্দর,
পাঁচরে সুন্দর মালিকা।
গাঁথে বিনাগুণে, পোতে নানা গুণে,
কাম [illegible]।
মালিনী [illegible],
[illegible],
[illegible],
[illegible]।

কুসুম-আকর কিঙ্কর তায়,
মলয় পবন গুণ যোগায়,
ভ্রমর ভ্রমরী গুণগুণায়,
তুলিবে ভূপতিবালিকা॥
পূজিতে গিরিশ গিরিশবালা,
বেল আমলকী পাতের মালা,
নব-রবি-ছবি জবা উজালা,
কমল কুমুদ মল্লিকা।
বান্ধুলী পিউলী মালতী জাতি,
কুন্দ কৃষ্ণকেলি কলার পাঁতি,
গুলাব সেউতি দেশী বিলাতী,
আছু কুরচীর জালিকা।
ধুতুরা অতসী অপরাজিতা,
চন্দ্রসূর্য্যমুখী অতি শোভিতা,
ভারত রচিল ফুলকবিতা,
কবিতারসের শালিকা॥

খাম্বাজ—একতালা।

একি দেখি অপরূপ!
দেখ লো সই, ভুবন-মোহন রূপ॥
কোন্ পথ দিয়া, কেমন করিয়া,
আইল নাগর ভূপ।
এ জন যেমন, না দেখি এমন,
মদনমোহন রূপ॥
থাকে সব ঠাঁই, কেহ দেখে নাই,
যেনেছে বয়ে অনুপ।
ভারতেরে নিধি, মিলাইল বিধি,
না কহিও চুপ চুপ॥

পূরবী—ঠুংরী।

[illegible] যায়।
আপনার [illegible] তোমায়॥
তুমি [illegible],
[illegible] যায়।
[illegible],
[illegible]।
তুমি [illegible],
[illegible]।

মোর সঙ্গে প্রীতি আছে, না কহিও কার কাছে,
ভারত দেখিবে পাছে, না ভুলায়ে তায় ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

বড় রসিয়া নাগর হে।
গভীর গুণসাগর হে ॥
কখন ব্রাহ্মণ ভাট ব্রহ্মচারী,
কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডধারী,
কখন গৃহস্থ কখন ভিখারী,
অবধূত জটাধর হে।
কখন ঘেটেল কখন কাঁড়ারী,
কখন খেটেল কখন ভাঁড়ারী,
কখন লুটেরা কখন পসারী,
কভু চোর কভু চর হে ॥
কখন নাপিত কখন কাঁসারী,
কখন সেকরা কখন শাঁখারী,
কখন তামুলী তাঁতি মণিহারী,
তেলী মালী বাজীকর হে।
কখন নাটক, কখন চেটক, কখন ঘটক, কখন পাঠক,
কখন গায়ক, কখন গণক, ভারতের মনোহর হে ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—দ্রুত-ত্রিতালী।

ওহে পরাণবঁধু যাই গীত গা'য়ো না।
তিল নাহি সহে তালে বেতাল বাজা'য়ো না।
তনু মোর হৈল বক্র, যত শির তত অভ্র,
আলাপে খণ্ডিল মন মাতালে নাচা'য়ো না।
তুমি বল যাই যাই, মোর প্রাণ যপে তাই,
বারে বারে ক'য়ে ক'য়ে মুখে শিখা'য়ো না ॥
অপরূপ মেঘ তুমি, দেখি আলো হয় ভুমি,
না দেখিলে অন্ধকার আঁধার দেখা'য়ো না।
ভারতীর পতি হও, ভারতের ভার লও,
না ঠেলিয়ো ও ভারতী ভারতে ছাড়া'য়ো না ॥

মিশ্র যোগিয়া—দ্রুত-ত্রিতালী।

নব নাগরী নাগর মোহনিয়া।
রতি কাম মতি নট সোহনিয়া ॥
কত ভাব ধরে, কত হাব করে,
[illegible] ভরে, জয় [illegible]।

নূপুর রণ রণ, কিঙ্কিণী কণ কণ,
ঝঙ্কন ঝনঝন কঙ্কণিয়া ॥
লপট লট পট, ঝপট ঝট পট,
রচিত কচজট কমনিয়া
কুটিল কটুতর, চিমিষ বিষতর,
বিষমশর শূর দমনিয়া ॥
সখী সকল মিলিত, মধুমঙ্গল গায়ত,
ততকার তরঙ্গত সঙ্গত নাচত—
ঘন বিবিধ মধুর রব, যন্ত্র বাজাবত,
তাল মৃদঙ্গ ধনী ধনিয়া।
ধিধি ধিকট ধিকট ধিধিকট ধিধি থেই,
ঝিঁঝিঁতক ধিমতক ঝিমি,
ঝমক ঝমক ঝোঁই,
তত ততত তা তা থু থুং থেই থেই
ভারত মানস মানসিয়া ॥

মিশ্র বেলাবেলী—ঠুংরী।

জয় চামুণ্ডে, জয় চামুণ্ডে,
জয় চামুণ্ডে, জয় চামুণ্ডে।
করকালিতাসি-বরাভয়-মুণ্ডে ॥
লকলক রসনে, কড়মড় দশনে,
রণভূমি খণ্ডিত-সুররিপু-মুণ্ডে।
অট অট হাসে, কটমট ভাষে,
নখর-বিদারিত-রিপু-করি-শুণ্ডে ॥
লটপটকেশে, সুবিকটবেশে,
হুতবহুজাহুতিমুখ-শিখিকুণ্ডে।
কলিমলমথনং, হরিগুণকথনং
বিরচয় ভারত-কবিবরতুণ্ডে ॥

পিলু-বারোঁয়া—ঠুংরী।

নাগরী কেন নাগরে হেলিলে।
জানিয়া জানিয়া মণি টানিয়া ফেলিলে।
আপনি নাগর রায়, সাধিল ধরিয়া পায়,
মঙ্গল কলস হায়, চরণে ঠেলিলে।
পুরুষ পরশমণি, যারে ছোঁবে সেই ধনী,
মণি ছাড়া যেন ফণী, তেমনি ঠেকিলে।

নলিনী করিয়া হেলা, ভ্রমরে না দেয় খেলা,
সে করে কুমুদে মেলা, কি খেলা খেলিলে।
মান তারে পরিহা', সাধি আন আর বার,
শুমানে কি কর আর, ভারত দেখিলে॥

পরজ—দ্রুতত্রিতালী।
কি লাগিয়া যাই যাই কহ হে।
প্রাণনাথ এইখানে বার মাস রহ হে।
বার মাসে ঋতু ছয়, লোকে তিন কাল কয়,
কাল হয় একালে বিরহ হে।
কোকিলের কলধ্বনি, ভ্রমরের গণগণি,
প্রলয় মলয় গন্ধবহ হে॥
বিজুলী জলের ছাট, মত্তময়ূরের নাট,
মণ্ডেকর কৌতুক দুঃসহ হে।
মজিবে কমলফুল, সাজাবে মুলার ফুল,
ভারতের এ বড় নিগ্রহ হে॥

ভূপকল্যাণ—দ্রুতত্রিতালী।
তোমারে ভাল জানি হে নাগর।
কহিলে বিরস হবে সরস অন্তর॥
যেমন আপন রীতি, পরে দেখ সেই নীতি,
ধরম করম প্রতি; কিছু নাহি ডর।
আগে ভাল বল যারে, পিছে মন্দ বল তারে,
এ কথা কহিব কারে, কে বুঝিবে পর॥
আদর কাজের বেলা, তার পরে অবহেলা,
জান কত খেলা মেলা, গুণের সাগর।
কথা কহ কত মত, ভুলায়ে রাখিবে কত,
তোমার চরিত্র যত, ভারত গোচর॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।
আলো আমার প্রাণ কেমন লো করে।
কি হৈল আমারে॥
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥
লুকায়ে বিপরীতি কৈনু, কুল-কলঙ্কিনী হৈনু,
আকুল পরাণ মোর অকূল পাথারে।
সুজন নাগর পেয়ে, আগু পাছু নাহি চেয়ে,
আপনি করিনু প্রীতি কি দূষিব তারে॥

লোকে হৈল জানাজানি, সখাগণে কাণাকাণি,
আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে।
যায় যাউক জাতি কুল, কে চাহে তাহার মূল,
ভারতে সে ধন্য শ্যাম ভালবাসে যারে॥

টোড়ী—দ্রুত-ত্রিতালী।
আজি ধরা গেল চোরচূড়ামণি।
মোরা জেগে আছি সকল রমণী॥
ভাঙ্গা গেল যত ভুর, চাতুরী হইল চুর,
এড়াইতে নারিবে এমনি।
প্রকাশিয়া ভারি ভূরি, অনেক করেছ চুরি,
আজি ধরি শিখাব তেমনি॥
হৃদি কারাগার ঘোরে, বান্ধিয়া মনের ডোরে,
পছাইব পরাণে এখনি॥
সকলেরে ফাঁকি দেহ, ধরিতে না পারে কেহ,
ভারত না ছাড়িবে অমনি॥

লুম-ঝিঁঝিট—পোস্তা।
কারে কব লো যে দুখ আমার।
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার॥
বাঁধা আছি কুলফাঁদে. পরাণ সতত কাঁদে,
না দেখিয়া শ্যামচাঁদে, দিবসে আঁধার।
ঘরে গুরু দুরাশয়, সদা কলঙ্কিনী কয়,
পাপ ননদিনী ভয় কত সব আর॥
শ্যাম অখিলের পতি, তারে বলে উপপতি,
পোড়া লোক পাপ মতি, না বুঝে বিচার।
পতি সে পুরুষাধম, শ্যাম সে পুরুষোত্তম,
ভারতের এ নিয়ম কৃষ্ণচন্দ্র সার॥

পিলু—নাদ্রা।
এ বড় চতুর চোর।
গোকুলে নন্দকিশোর॥
নারিনু জানিতে, দেখিতে দেখিতে,
চিত চুরি কৈল মোর।
যে দেখে তাহারে, সে দেখে তাহারে

ফেরে পাকে পাকে, কাছে কাছে থাকে,
চাঁদের যেন চকোর।
নাচিয়া গাইয়া, বাঁশী বাজাইয়া,
ভারতে করিল ভোর॥

দেওবিভাষ—একতালা।

মোর পরাণ-পুতলী রাধা।
সুতনু তনুর আধা॥
দেখিতে রাধায়, মন সদা ধায়,
নাহি মানে কোন বাধা।
রাধা সে আমার, আমি সে রাধার,
আর যত সব ধাঁধা॥
রাধা সে ধেয়ান, রাধা সে গেয়ান,
রাধা সে মনের সাধা।
ভারত ভূতলে, কভু নাহি টলে,
রাধাকৃষ্ণপদে বাঁধা॥

ঝিঁঝিট—দ্রুতত্রিতালী।

চল সবে চোর ধরি গিয়া।
রমণীমণ্ডল ফাঁদ দিয়া॥
তেয়াগিয়া ভয় লাজ, সকলে করহ সাজ,
সে বড় লম্পট কপটিয়া।
জানে নানা মত খেলা, দিবস দুপর বেলা,
চুরি করে বাঁশী বাজাইয়া॥
সে বটে বসন-চোরা, তাহারে ধরিয়া মোরা,
পীতধড়া লইব কাড়িয়া।
সদা ফিরে বাঁকা হয়ে, আজি সোজা করি লয়ে,
ভারত রহিবে পহরিয়া॥

মানসিংহ।

খট্‌-ভৈরবী—দ্রুতত্রিতালী।

চল চল যাই নীলাচলে।
(রে অরে ভাই) ঘটাইল বিধি ভাগ্যবলে॥
মহাপ্রভু জগন্নাথ, সুভদ্রা বলাই সাথ,
দেখিব অক্ষয়বটতলে।
খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছিব হাত,
[illegible] যাইব কুতূহলে॥

ভবসিন্ধু বিন্দু জানি, পার হৈনু হেন মানি,
সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে।
দেখিয়া সে চাঁদমুখ, পাইব কৈবল্যসুখ,
সুধন্য ভারত ভূমণ্ডলে॥

পিলু ঝিঁঝিট—একতালা।

চল চল সব ব্রজকুমারি।
তরু তলে গিয়া ভেটি মুরারি॥
রাধা রাধা কয়ে মোহন মন্ত্রে,
নিমন্ত্রিল শ্যাম মুরলী যন্ত্রে,
কি করে কুটিল কুলের তন্ত্রে,
যাইতে হইল রহিতে নারি॥
তারপর সবে করহ সাজ,
কি করিবে মিছা ঘরের কাজ,
সাজিয়া আইল মদনরাজ,
তিলেক রহিতে আর না পারি॥
কেহ লহ পড়া পঞ্জর শুয়া,
কেহ লহ পান কর্পূর গুয়া,
কেহ লহ গন্ধ চন্দন-চুয়া,
কেহ লহ পাখা জলের ঝারি॥
সে মোর নাগর চিকণকালা,
তারে সাজে ভাল বকুলমালা,
আমি বয়ে লব পুরিয়া থালা,
ভারতচন্দ্র বলে বলিহারি॥

ভীম পলশ্রী—দ্রুতপাখী।

জানকী জীবন রাম।
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম॥
ভবপারাবারে, পার করিবারে,
তরণী রামের নাম॥
চারু জটাজুট, রচিত মুকুট,
তাহে বনফুল-দাম॥
হাতে শরাসন, দক্ষিণে লক্ষ্মণ,
ধ্যানে সুখমোক্ষ-ধাম॥
হনুমান্ সঙ্গে, পুলকিত অঙ্গে,
ভারত করে প্রণাম॥

নিধু বাবু।

রামনিধি গুপ্ত ওরফে "নিধু বাবু" সন ১১৪৮ সালে হুগলী জেলায় (ত্রিবেণীর সন্নিকট) চাপতাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। গুপ্ত মহাশয় জাতীয় চিকিৎসা-ব্যবসা অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাঁদের আদি-নিবাস কলিকাতার অন্তর্গত কুমারটুলী। হরিনারায়ণ, মাতুলালয় চাপতাগ্রামে প্রথম বাস করিতে আরম্ভ করেন। সে সময় কলিকাতা অঞ্চলে বর্গীর হাঙ্গামা ছিল। বর্গীর ভয়ে ভীত হইয়াই হরিনারায়ণ পৈত্রিক বাস পরিত্যাগ করেন।

রামনিধির বাল্যজীবনের শিক্ষা, গ্রামস্থ পাঠশালায় আরম্ভ হইয়াছিল। সেকালে হস্তলিপি, শুভঙ্করী প্রভৃতিই পাঠশালার উচ্চশিক্ষার মধ্যে পরিগণিত হইত। কিন্তু রামনিধির শিক্ষা-পিপাসা বলবতী দেখিয়া, পিতা হরিনারায়ণ পুত্রকে ইংরেজী শিক্ষা দিতে বাসনা করিলেন। নিকটস্থ কোন স্থানে সে শিক্ষার সুবিধা হইল না। অবশেষে তিনি পুত্রের ইংরেজী-শিক্ষার এবং নিজ ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য, মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া, সপরিবারে পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। বণিক ইংরেজেরা তখন দুর্গনির্ম্মাণ ও খাল-খননের দ্বারা বর্গীর হস্ত হইতে কলিকাতাকে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের ব্যবসায় ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতারও দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

কলিকাতার এক পাদরী সাহেবের হস্তে রামনিধির ইংরেজী-শিক্ষার ভার অর্পিত হয়। কিন্তু তাহাতে শিক্ষার যত উন্নতি না হউক, বালকের সঙ্গীত-চর্চ্চার বিশেষ সুযোগ ঘটিল। তাঁহার কণ্ঠস্বরও অতি মধুর ছিল। যেখানে কোনরূপ সঙ্গীতের আলোচনা হইত, বালক রামনিধি সংবাদ পাইলেই তথায় উপস্থিত হইত।

সেকালে অল্প ইংরেজী শিখিলেই, চাকুরীর অভাব হইত না। রামতনু পালিত, কবিরাজ মহাশয়ের বিশেষ বন্ধু ও প্রতিবেশী। তিনি ছাপড়ার কালেক্টরী আফিসের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহারই অধীনে, কুড়ি বৎসর বয়সের সময়, রামনিধি এক কেরাণীগিরি চাকুরী পাইলেন। ছাপড়ায় তখন অনেকগুলি হিন্দুস্থানী কালোয়াতী গায়ক বাস করিতেন। রামনিধি সন্ধান করিয়া তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এতদিন তিনি কোনও ওস্তাদের নিকট রীতিমত সঙ্গীত-চর্চ্চা করেন নাই; কর্ণে শুনিয়া যতদূর শিক্ষা সম্ভব, তাঁহার কেবল সেই শিক্ষাই হইয়াছিল। এইবার তিনি দস্তুরমত সঙ্গীত-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। আফিসের কার্য্যের পর তিনি যাহা কিছু অবসর পাইতেন, অসীম অধ্যবসায় ও যত্নের সহিত তাহা সঙ্গীত-চর্চ্চায় অতিবাহিত করিতেন। ওস্তাদদিগের নিকট হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বহুসংখ্যক খেয়াল, টপ্পা, গজল প্রভৃতির সুর আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। এই সকল হিন্দী গানের চর্চ্চা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহার মাতৃভাষায় অনেক পরমার্থ ও ধর্ম্মবিষয়ক গান আছে বটে, কিন্তু হিন্দী খেয়ালের অনুকরণে টপ্পা বা প্রণয়-সঙ্গীত অল্পই দেখা যায়। ভাষার এই অভাব পূরণ করিবার জন্য তিনি "সরি মিঞার" টপ্পার অনুকরণে বাঙ্গালায় টপ্পা রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন নিজে গান রচনা করিয়া, তিনি নিজেই সেই সকল গান সুর-লয়ে গাহিয়া অপরকে শুনাইতেন। সে সময় প্রণয়-সঙ্গীতের মধ্যে এক ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের গান এবং প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের রচিত প্রণয়-সঙ্গীত প্রচলিত ছিল। কিন্তু সরল বাঙ্গালা ভাষায় "সরি মিঞার" ন্যায় সুন্দর টপ্পা যে রচিত ও গীত হইতে পারে, এ ধারণা তখন অনেকেরই ছিল না। সুতরাং কোনও মজলিসে বিশুদ্ধ সুর-লয়ে নিধু বাবু যখন স্বরচিত বাঙ্গালা টপ্পা গাহিতেন, তখন শ্রোতৃবর্গ একবারে মোহিত হইয়া যাইতেন। অল্পদিনের মধ্যেই নিধু বাবুর যশঃসৌরভ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এখন তিনি কেবল সুগায়ক নহেন; একজন সুকবি বলিয়াও পরিচিত হইলেন। সরল ও সহজ কথায় এমন অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ মর্ম্মস্পর্শী গান বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষার লালিত্যে এবং ভাবের পূর্ণতায় তাঁহার প্রণয়-সঙ্গীত বাঙ্গালা ভাষায় অমর জীবন লাভ করিয়াছে। তাঁহার গানের ভাব আলোচনা করিলে মনে হয়,

প্রণয়ে যে কখনও পাপস্পর্শ করিতে পারে, এ কথা গান-রচনার সময় নিধু বাবুর মনে আদৌ স্থান পাইত না। কবির উচ্চভাবে তিনি প্রণয়কে দেখিতেন, এবং সেইভাবে বিভোর হইয়া তিনি গান রচনা ন। একদিকে উচ্চ-অঙ্গের প্রণয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি যেমন তাঁহার গানে পরিস্ফুট দেখা যায়, অন্যদিকে ভোগলালসা ও কাম-পিপাসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তিমূলক গানও তাঁহার রচিত গানের মধ্যে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সে সম্বন্ধে একটি কথা আছে। পরবর্ত্তী অনেক গান রচয়িতার টপ্পা গানও এখন নিধু বাবুর রচিত প্রণীত-সঙ্গীতের পুস্তক-মধ্যে স্থান-লাভ করিয়াছে। রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় নিধুবাবুর গানের শেষে কোন ভণিতা না থাকায়, তাঁহার গান কোন্ গুলি—এখন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এমন কি, নিধুবাবুর নামে প্রচলিত কয়েকটি উৎকৃষ্ট গান, শ্রীধর কথকের রচিত গান বলিয়াও প্রচলিত। আমাদের এই সংগ্রহে প্রসঙ্গ-ক্রমে তাহাও দেখাইতে ক্রটি করি নাই।

নিধু বাবুর তিন বিবাহ ছিল। তাঁহার প্রথম বিবাহ কুড়ি বৎসর বয়সের সময়ে শুকচর-গ্রামে হইয়াছিল। এই স্ত্রীর গর্ভে ১১৭৫ সালে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। কিন্তু তিন বৎসর বয়সেই সে পুত্রের মৃত্যু হয়, এবং তাহার অল্প দিন পরেই তাঁহার প্রথম স্ত্রী পরলোক গমন করেন। নিধু বাবুর দ্বিতীয় বার বিবাহ ১১৭৮ সালে কলিকাতার জোড়াসাঁকোয় সংঘটিত হয়। বিবাহের তিন বৎসর পরেই তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রীরও মৃত্যু হয়। তখন নিধু বাবুর বয়ক্রম ৩৩ বৎসর মাত্র। কিন্তু তিনি আর বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না; কেবল সঙ্গীত-চর্চ্চায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এইরূপ গৃহশূন্য অবস্থায় তাঁহার জীবনের আরও ২০ বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। অবশেষে বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া ৫৩ বৎসর বয়সে, তিনি হাবড়ার অন্তর্গত বরিজহাটী গ্রামে তৃতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে; তিন পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া, ১২৩৫ সালের ২১এ চৈত্র, ৮৭ বৎসর বয়সে, নিধু বাবু লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার পরলোক-গমনের পর আজ প্রায় শতাব্দী অতীত হইতে চলিল, কিন্তু তাঁহার নাম এ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে আজিও প্রতিধ্বনিত।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

এক পল বিপল না হেরি,
ওলো হ'ত মোর নয়ন সজল।
অধিক বিলম্বে এবে, সে জল শুকায়ে গেল॥
অন্তরে জ্বলিছে অতি বিরহ অনল।
নিশ্বাস-পবন তাহে সহকারী করে ভাল॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা।

অরুণ-সহিতে করিয়া অরুণ-আঁখি,
উদয় প্রভাতে।
কমল বদন, মলিন এমন,
না পারি দেখিতে॥
উচিত না ছিল তব, প্রভাতে আসিতে।
[illegible], দুখ হে অপার,
[illegible] তোমারে হেরিতে॥

ভৈরব—জলদ তেতালা।

বিনয়ের বশ যদি হইত কামিনী।
প্রভাত-প্রমাদ তবে সহে কি যামিনী॥
পরশে প্রাতঃ সমীর, চঞ্চল অন্তর মোর,
কেমনে রাখিব আর, শুন গুণমণি॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা।

ভয় রবে রাগ নিদয় করো না।
তোমাতে থাকিলে ভয়, আর কি ভাবনা॥
অবলার কিবা বোধ, তাহাতে করেছ ক্রোধ,
বুঝালে হে আর মত, কখন হবে না॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

না বলে গেলে কেমনে মনেরে প্রবোধি কেমনে।
বিচ্ছেদ-তীব্র-অনলে জ্বলি দুই জনে॥
বলা না বলিতে ঘটে, বিচ্ছেদ ইহাতে ঘটে,
তথাপি কারণ জানি, থাকি আনমনে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

এমন পিরীতি প্রাণ, জানিলে কি করে।
সুখ-আশে ভাসে সদা, দুখের সাগরে॥
সতত চাতুরী করি, জ্বালাবে আমারে।
তবে কি যতনে প্রাণ সঁপি হে তোমারে॥
বিরহ-জ্বালায় মন করি ত্যজিবারে।
ছাড়িলে না ছাড়া যায়, কি হল আমারে॥

ভৈরব—জলদ তেতালা।

নয়ন কাতর কেন, তাহারে না হেরিলে।
চতুর্ভুজ হই বুঝি, সে মুখ হেরিলে॥
নয়ন আপন মতে মনেরে আনিলে,
বিনা দরশনে দুঃখ, যায় কি করিলে॥
কেমন নয়ন মোর না ভুলে ভুলালে।
কহে আর সুখ কিবা, সে নিধি নহিলে॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা।

কেন পীরিতি করিলাম, মজিলাম হায়।
পীরিতি করিয়া সখি, একি হলো দায়,
কহিতে সে সব দুখ, প্রাণ বাহিরায়॥
মনে করি না ভুলিব তাহার কথায়।
দেখিলে তাহার মুখ, দুঃখে হাসি পায়॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

নয়ন-ঘরে দেখরে প্রবল বিরহানল।
জলে হুতাশন জ্বলয়ে দ্বিগুণ, না হয় শীতল॥
ইহার উপায় বিধি, কিবা সেই প্রাণনিধি,
যোধেরে হইল।
বাসনা পুরিবে, দুঃখ দূরে যাবে,
নিভিবে অনল॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা।

এই কি করিতে উচিত, অবলা সরলা-সনে (প্রাণ)
দরশন-সুখে দুখ করহ কি নিদর্শনে॥
এমন করিবে যদি জান মনে মনে।
কপট বিনয়-ছলে ভুলাইলে কেনে॥
এই হলো দায় প্রাণ, কতি কি হের নয়নে॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

মনেতে উদয় যাহা না পারি কহিতে।
হৃদয়নিবাসী তুমি, হয় হে বুঝিতে॥
আমার মনের মত, করিতে হয় উচিত,
অধিক কথন আর, না যায় লাজেতে॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা।

সুজন সহিত প্রেম, কি পরমাধিক সুখ,
যে করেছে সে জানে।
চকোরের প্রীত, চাঁদের সহিত,
শশীও তেমতি তারে তোষে সুধা দানে॥
শীতল হইবে বলে, পতঙ্গ অনলে জ্বলে,
ত্যজয়ে জীবনে।
যার যেবা ভাব, সেইরূপ লাভ,
শঠের স্বভাব ভাল না হয় কখনে॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আমার এ যাতনা কে কবে তারে।
না থাকিলে কুলভয়, তবে কি সাধি কারে॥
তারে পেলে যত সুখী, জানে মোর মন আঁখি,
লাজ প্রতিবাদী হ'য়ে মজালে মোরে॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা।

কাজল নয়নে আর দিওনা কখন।
শরে কেবা নাই মরে, বিষযোগ তাহে কেন॥
তোমার কটাক্ষে কেহ না বাঁচিত প্রাণ,
বাঁচিবার এক হেতু, আছে তাহে শুন।
সুধা হলাহল সুরা, নয়নের তিন গুণ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

যে গুণে ভুলালে, অবলা সরলে,
সে কি গুণ গুণমণি।
আমার কি আছে গুণ, বুঝিব তোমার গুণ,
নিজ গুণে বল শুনি॥
শয়নে স্বপনে আর, অদর্শনে নিরন্তর,
নয়নে দেখি তোমারে, ভুলি আমি আপনারে,
চাতুরে সুখে তেমনি॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা।

মনে বুঝি প্রাণ পড়েছে মোরে।
তেঁই সে এসেছ নাথ, এত দিন পরে॥
পীরিতি করিয়ে প্রাণ, কে কোথা এসে পুন,
ভুলিয়ে এসেছ বুঝি, মন রাখিবারে॥

কালাংড়া—আড়া।

সরস বদন তব কমল নয়ন।
মন ষট্‌পদ মম অচল চরণ॥
রতন যতন কর, মম ধন অতঃপর,
অপদ অবল বল হয় অযতন॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

ও কেরে, লুকায়ে মোরে,
যাইছে দ্রুতগমনে।
মন নয়ন প্রহরী, তুমি তার কাছে চুরি,
করিবে বল কেমনে॥
আশা সহ মোর মন, রক্ষক তব কারণ,
অন্ত ভাব কেনে।
যেখানে থাক যখন, আমি সেখানে তখন,
ঘুরে দেখ মনে মনে॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

চল যাইলো সখি যেখানে মন হরণ।
চিত্ত না ধৈরয ধরে, নয়ন রোদন করে,
কাতর অতি পরাণ॥
লোকের গঞ্জনা-ভয়, করিলে কি প্রাণ রয়,
বুঝনা এখন।
অতএব ত্বরান্বিত, হইতে হয় উচিত,
বিলম্বের নাহি গুণ॥

কালাংড়া—আড়া।

অনেক যতনে তোমারে পেয়েছি।
বিরহ-অনলে আমি এত জলেছি॥
তোমার বিরহে, বাঁচিয়াছি নিরন্তর,
মিলন আশার পাশে, এবে বেঁচে আছি॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

সেই সে পীরিত প্রাণ, পারেলো রাখিতে।
দুখে সুখ অনুভব, যাহার মনেতে॥
প্রেম করা নাহি দায়, রাখিতে কঠিন হয়,
মান-অপমান-ভয়, নাহি যার চিতে॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

অলাভ জানিলে কেহ, কারে সঁপে প্রাণ।
অতি সুখ হবে বোধ তাহার তখন॥
কত জন গঞ্জন, করে দেখ রাত্রি দিন।
সে কথা শ্রবণে, না শুনে কখন॥
সুজনে সুজনে সুখ, কুজনে কুজনে দুখ, *
মন মত বিনা চিত, সদা জালাতন॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

গুণের সাগর হে তুমি গুণনিধি।
তোমার যতেক গুণ, কহিতে আমি নির্গুণ,
জানে কি বিধি॥
কি কব তোমার গুণ, যে গুণে মোহিত মন,
মোর নিরবধি।
তব গুণে যত সুখ, কুলের কপালে থিক্,
করেছে বিধি॥

পরজ-কালাংড়া—ঢিমে-তেতালা।

এলে প্রাণ এলে এলে,
হে মম গৃহে অনুগ্রহ করিয়ে।
শীতল হইলাম আমি, বিরহে জলিয়ে॥
কত সুখ উপজিল, তোমারে হেরিয়ে।
বুঝাতে না পারি তাহা, কথায় কহিয়ে॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—আড়া-ঠেকা।

মদন-বিহীন রতি, নিশি-হীন নিশাপতি,
রবি কুমুদিনী, শশী কমলিনী, কি সুখ ইহাতে।
যে আমার মনবাসী, মন মোর তার হাতেতে।
যেমন দর্পণ, হাতেতে আপন,
দেখিলে আপনি তাতে॥

---

* পাঠান্তর—"সুজনে কুজনে দুখ।"

কালাংড়া—আড়া।

তিমির কি থাকে ওলো, শশীর কিরণে।
উৎপত্তি যা অদর্শনে, নাশ দরশনে॥
মুদিত কমল যদি, হেরলো অরুণে।
প্রফুল্ল হয় তখনি, বুঝলো মননে॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

মৃদু মৃদু হাসি প্রাণ, মনের তিমির নাশে।
এরূপ দেখিয়ে হৃদি, কমল প্রকাশে ॥
পাছে তব রোষ হয়, সদা মোর এই ভয়,
প্রাণ কি কখন সুখী, তোমার বিরসে ॥

পরজ কালাংড়া—জলদ-তেতালা।

কহিতে তাহার কথা, উপজে সুখ অপার।
তখন অন্য ভাবনা, থাকে না আমার ॥
কহিবারে তার গুণ, এক মন হয় মন,
রসনা অবশ নহে, কহি যত বার ॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—আড়া-ঠেকা।

ভাবিতেছিলাম যারে, সেই আসি প্রকাশিল।
দুখানল হতে মন, সুখেতে ডুবিল ॥
বিচ্ছেদ-বিষ-জ্বালায়, অস্থির ছিলাম তায়,
হেরিয়ে তাহার মুখ, সে যাতনা গেল ॥

বিভাষ—তেতালা।

মান অপমান জ্ঞান, নাহি করি কদাচন,
করিলে দেখনা, আপন-যাতনা,
তবে কি পারি বাঁচিতে॥
সুখ দুখ সমভাব, না করিয়ে কি করিব,
হইয়ে অধীন, করিল অধীন,
বিধি উত্তর বসেতে ॥

কালাংড়া-খাম্বাজ—ঢিমে-তেতালা।

কিছু তারে বলোনা, বলে কি হবে বল।
বিরহ-অনলে মোরে, জ্বলিতে হইল ॥
সে যদি বুঝেছে ইহা, ভাল সে হতো ভাল,
হইবে অনেক সুখ, এই বোধ ছিল।
তা না হয়ে দুখ-মূল, দেখ ঘটিল ভুল ॥

সুরফরদা কালাংড়া—জলদ-তেতালা।

অধরে না ধরে ধরেনা কহিবারে তব গুণ।
যে গুণে বদ্ধ হইল, এমন চঞ্চল মন ॥
এক মুখে কি কহিব, হ'লে শতানন।
তথাপি নাহি পারিব, কহিতে আমি কখন ॥

সরফরদা—আড়া।

হে প্রাণনাথ নয়ন-অন্তরে তুমি যাইও না।
প্রবল বিরহানলে জ্বালাইও না ॥
এস হে নয়নে রাখি, পলক মুদিয়ে থাকি,
না দেখ না দেখি কারে, এই বাসনা ॥

সরফরদা—জলদ-তেতালা।

কেমনে বল তারে ভুলিতে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে, অতি যতনেতে ॥
ইথে যদি দুখ হয়, হইবে সহিতে।
দিয়ে ফিরে লওয়া এবে, হয় কি মতেতে॥

সরফরদা-কালাংড়া—জলদ-তেতালা।

আর কি দিব তোমারে, সঁপিয়াছি মন।
মনের অধিক আর, আছে কি রতন ॥
ইহার অধিক আর, থাকে যদি প্রাণ।
তাহা দিতে নহি আমি, কাতর কখন ॥

কালাংড়া—তেতালা।

অন্তর অন্তরে অন্তর হবে কেন।
উর্দ্ধে দিনমণি সলিলে নলিনী,
মনে মনে একই মন ॥
চক্রবাক চক্রবাকী, নিশিতে বিচ্ছেদ দেখি,
অন্তরে অন্তর দেখ, পিরীতের এই গুণ।

ভৈরবী—জলদ-তেতালা।

এত দিনে জানি, হরিয়ে লইবে মন,
হাসিতে হাসিতে (প্রাণ)।
কিছুই নাহিক বোধ, [illegible]
শেষ দেখিবে দেখিতে।
[illegible]
[illegible]

আশা-ভৈরবী জলদ-তেতালা।
উভয় মিলনে সুখ পীরিতি রতন।
একের যতনে দুখ, না যায় কখন॥
মন মনেতে মিলন, হলে সুখী হয় প্রাণ,
ইহাতে অন্যথা হ'লে ভাবহ কেমন॥

আশা-ভৈরবী—জলদ-তেতালা।
যতনে রতন লাভ শুন মনোমোহিনি।
অযতনে প্রেমধন কোথা হয় ধনি॥
যে ভাবে ভুলায়ে মন, হরিয়ে লইলে প্রাণ,
সে ভাবে অভাব লাভ ভাব বিনোদিনি॥

খট্—জলদ-তেতালা।
বিষম হইল সখি, কি করি ইহাতে।
না দেখিলে ঝুরে আঁখি, না হেরে মানেতে॥
প্রবল মন অনল, নয়ন সদা সজল,
দ্বিগুণ দহিছে প্রাণ, দোহার রীতিতে॥

বিভাষ—তেতালা।
তুমি মোর প্রাণ ধন মন সকল গুলো,
এই সে কারণে আমি হইলাম রাজেন্দ্র।
নির্ভয় শরীর মোর, উল্লাসিত অন্তর,
হৃদয়ে উদয় সদা, প্রেম পূর্ণচন্দ্র॥
জ্বলিয়ে বিরহানলে, এবে মিলন সলিলে,
হয়েছি সুস্থির।
রিপুগণ নিজজন, দুই এবে প্রিয়জন,
এমন সময়ে মম, দেখনা কি সুন্দর॥

বিভাস-কল্যাণ—জলদ-তেতালা।
মঙ্গলাচরণ কর সখিগণ, আইল মনোরঞ্জন,
গাও ইমন্ কল্যাণ।
নয়ন-কমল মোর, আনন্দ-সলিল পুর,
তুয় আম্র-শাখা তাহে রাখান॥
কেহ কর অধিবাস, কেহ শঙ্খে পুরবাস,
হয় ত বিধান।
কেহ বা বরণ কর, কেহ শুভ ধ্বনি কর,
যৌতুক-স্বরূপ মোরে দেহ দান॥

ললিত-বিভাষ—জলদ-তেতালা।
এমন সুখের নিশি কেন পোহাইল।
কহিতে না পারি আমি, কত খেদ উপজিল॥
নিশির তিমির গুণ, তাহে মন সুখী ছিল।
তমোহন্তি দিবাকর, হেরি মন কালি হলো॥

শ্যাম—জলদ-তেতালা।
মানে কারো সমাদর থাকে কি কখন।
ইথে মনো-ভার, বল না তোমার, হইল কেন।
জ্বলিলে মান-আগুন, কেমন করয়ে প্রাণ
বোধ নাহি থাকে তখন।
তুমি যত সাধ, উপজয়ে ক্রোধ, বোঝ বচন॥

শ্যাম—জলদ-তেতালা।
একেবারে কি ভুলিলে প্রাণ, অধীনীজনে।
দেখ দেখি অহর্নিশি, তুমি মোর মনবাসী,
নহি তব মনে॥
চাক্ষুষ বিহনে দুখ, কহিতে বিদরে বুক
এবে নিবেদন মোর, মন হইতে অন্তর,
হয়োনা বেনে॥

কালাংড়া—জলদ-তেতালা।
হেরিলে হরিষ চিত, না হেরিলে মরি।
কেমনে এমন জনে রহিব পাসরি॥
মন তার মনে মিলে, প্রাণ লয়ে-সমর্পিলে,
নয়ন তৃষিত সদা দিবা বিভাবরী॥

কালাংড়া—জলদ-তেতালা।
বদন শরদ শশী পাষাণ হৃদয়,
অমিয় সমান ভাবি, মৃদু হাসি তায়॥
লইয়ে যে কুন্তল ফাঁসি, আঁখি চোর আছে বসি,
মনের গলেতে দিয়ে প্রাণ হরে লয়॥

কালাংড়া—জলদ-তেতালা।
মিলনে যতেক সুখ, মননে তা হয় না।
প্রতিনিধি পেয়ে সই, নিধি ত্যজা যায় না।
চাতকীর ধারা জল, যাহাতে হয় শীতল,
সেই বারি বিনা আর অন্য বারি চায় না।

কালাংড়া—জলদ-তেতালা।

মুকুরে আপন মুখ সদত দেখো না ধনি।
আপনার রূপ, দেখি অপরূপ,
অধীনে ভুল কি জানি ॥
দেখ আপনার ধন, সতত দেখে যে জন,
করিতে যে ব্যয়, তার হয় দায়,
সকলের মুখে শুনি ॥

কালাংড়া—জলদ-তেতালা।

মুকুরে আপন মুখ হেরিলে যে হই সুখী।
নয়নে আমার, বাস হে তোমার,
এই সে কারণ দেখি ॥
আদর্শে দর্শন মুখ, সৌন্দর্য্য হয় অধিক,
রূপের যতন, তোমার কারণ,
জানে হে তোমার আঁখি ॥

কালাংড়া—জলদ-তেতালা।

মনে মনে মান, করিলে হে প্রাণ, প্রকাশ বদনে।
হুতাশন আচ্ছাদন হয় কি বসনে ॥
যে যার অন্তরে থাকে, অন্তর অন্তরে দেখে,
মান কি কখন প্রাণ থাকয়ে গোপনে ॥

কালাংড়া—জলদ-তেতালা।

হেসে হেসে প্রাণ, করিলে পয়াণ,
হানিয়া নয়ানে।
সেই অবধি মোর মন, গেল কোন খানে।
আশার ভরসা করি, শূন্য দেহ আছি ধরি,
সচেতন হবে তবে, পুনঃ দরশনে ॥

সরফরদা—জলদ-তেতালা।

তব অবিশ্বাসে, ঘন ঘন শ্বাসে, দহে সদা মন।
বিষম হইল মোরে, কিসে বুঝাব তোমারে।
তুমি মোর প্রাণ ॥
নিঃসন্দেহ করিতে হয়, সন্দেহ তাহে উদয়।
বারে বারে কতবার, জানাব আমি তোমায়,
তুমি মোর প্রাণ ॥

সরফরদা—জলদ-তেতালা।

বলনা আমারে সই, বাঁচিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিলাম যারে, না হেরি নয়নে ॥
এমন হইবে আগে, নাহি জানিতাম,
জানিলে এমন প্রেম, নাহি করিতাম,
পিরীতে এই ত সুখ, সংশয় জীবনে ॥

সরফরদা—জলদ-তেতালা।

মিলন অমিয় পান, করিতে বাসনা মনে।
এ হেতু বিচ্ছেদ বিষে হয় জ্বালাতনে ॥
নহে সুখী নহে দুখী, প্রেম নাহি জানে।
সুখী দুখী সেই সখি, এ রস যে জানে ॥

সরফরদা—জলদ-তেতালা।

বিচ্ছেদেতে যায় প্রাণ, না পারি রাখিতে।
কাতর নয়ন মনে, লাগিল কহিতে ॥
শুনি মন করে ধ্যান, প্রাণেরে বাঁচাতে।
চাক্ষুষ বিহীনে নাহি উপায় ইহাতে ॥

সরফরদা—জলদ-তেতালা।

অলিরাজ, যেখানে বিরাজ, ভুলনা কমলে
দিবা বিভাবরী, তব ধ্যান করি,
ভাসি হে সলিলে ॥
এ রীতি তোমার আমি ঘুচাইতে পারি,
তুমি ভাসিবে নয়ন জলে।
ইহাতে অধিক আমার যে দুঃখ
কি হবে কহিলে ॥

শ্যাম—জলদ-তেতালা।

শুন শুন শুনলো প্রাণ, কেন তুমি হও কাতর।
মন প্রাণ আঁখি, যারে দেখে সুখী,
তাহারে রোষ কি, হয় আমার ॥
আসা আশা করি, কেবল তোমারি,
বুঝালো বিচারি, কারে হেরি ॥
লয়ে তব মন, মন পুরে মন,
করে রস পান, আশা আমার ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

নিশি পোহাইয়ে প্রাণ প্রভাতে আইলে।
আমার আশার সুখ, কারে বিলাইলে॥
যেরূপে যামিনী গত, সে দুঃখ কহিব কত,
জানিলাম প্রাণনাথ, কি হবে কহিলে।
কামিনী সহিত তুমি, রতিপতি সহ আমি,
ইহা বুঝি অনুমানি, মনে না করিলে॥

আলাইয়া—জলদ-তেতালা।

তুমি যারে চাহ সে তোমার জান।
ইহাতে অন্যথা কভু, ভেবোনা লো প্রাণ॥
না বুঝিয়া খেদ কর, উপায় কিবা ইহার।
সন্দেহ আপন জনে, কর না কখন
আমি যারে চাহি, সে না রাখে মান,
এমন পিরীতে বল, কিবা প্রয়োজন॥
অতএব এই হয়, দেখ কেহ কার নয়,
আপন বলিব তাঁরে, বাঁচায় যে প্রাণ॥

ঝিঁঝিট—আড়া-ঠেকা।

কেমনে রহিব প্রাণ, না দেখিয়ে তোমারে।
চকোরী কি হয় সুখী, না হেরে শশীরে।
প্রাণ বিনা শূন্যদেহ, থাকে কি প্রকারে।
শশী বিনা নিশি কোথা, বল শোভা করে॥

যোগিয়া-গান্ধার—জলদ-তেতালা।

প্রত্যয় না হয় তারে যে সঁপিল পরাণ।
প্রাণ লয়ে অবিশ্বাস, এ আর কেমন॥
দিবানিশি যার ধ্যান যার গায় গুণ।
সে ভাবয়ে অবিশ্বাস, বিচার এমন॥

ভাটিয়ারী—জলদ-তেতালা।

আমি হে তোমার প্রাণ, অতি সোহাগিনী।
যখন দেখহ মোরে, পাও কত মণি॥
যদি থাকহ অন্তর, তোমার বিরহ-শর,
হানে মোর কাণে কাণে, সুখে থাক ধনি।
তোমার প্রিয় বচন, শুনিলে সুখী শ্রবণ,
তব আদরে শরীর হরষিত জানি॥

ঝিঁঝিট—আড়া-ঠেকা।

আইস আইস, আইস হে প্রাণ,
বইস, আমি বশ তোমার।
করিয়ে যতন, সঁপিলে যে প্রাণ,
তার পর কেন, রোষ তোমার॥
অন্তরে অন্তর, দহে নিরন্তর,
নয়নে নীর নাহি মোর।
আসা আশা হাতে, নাহি দেয় যাতে,
আর কোন পথে, আশা তোমার॥

সরফর্দা—জলদ-তেতালা।

যেখানে থাকহ প্রাণ ভুলনা অধীনী-জনে।
অস্থি মোর জরজর, লোকের গঞ্জনে॥
তোমা বিনে কেহ যদি অন্য নাহি জানে।
ক্ষতি কি তোমার হবে, তাহারে দেখনে॥

ভাটিয়ারী—জলদ-তেতালা।

আমার মনোমোহিনী তুমি, আমি জানি,
হরিয়ে লইয়ে মন, হলে সোহাগিনী॥
মনের অধিক ধন, আর কোথা আছে জান,
সে ধন তোমার কাছে, আছে বিনোদিনি।
করিলে অতি যতন, তবে ত থাকে রতন,
অযতনে ধন কোথা থাকে ওলো ধনি॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

হিম-শিশিরান্তে বসন্তে ব্যাকুল বিরহিণী॥
সনে প্রাণকান্ত, তথা রতিকান্ত,
দহে দিবস-রজনী।
রবির সমান সম, কুসুম কৃশানু সম,
চন্দনেরে ঐ গুণে বাখানি॥
মলয়া সমীর, কোকিলের স্বর,
হলাহলাধিক শুনি॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

পলকে পলকে মান, সহিব কেমনে।
সদা প্রফুল্লিত হেরি, বাসনা মনে॥
মলিন মুখ-কমল, হেরিলে হৃদিকমল,
বুঝে দেখ বিকসিত হইবে কেমনে॥

মালকোষ—জলদ তেতালা।
হাসিতে হাসিতে মান, সহনে না যায়।
করিয়ে অমিয় পান, বিষ কোথা খায়॥
বিধুমুখে মৃদুহাসি, সদা আমি ভালবাসি,
ইহাতে বিরস হ'লে, প্রাণ বাহিরায়॥

আলাইয়া—জলদ তেতালা।
দ্রুত গমনে কি এত প্রয়োজন,
একি প্রয়োজন নহে।
অন্তরে অন্তর, কিসে হব স্থির,
রহ রহ রহ, করি দরশন হে॥
প্রাণ বাহির সময়, কেবা কাতর না হয়,
অনায়াসে যায়, নাহি দেখ তায়,
দুখ অতিশয়, বরং কখন সহে॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।
মনে করি ভুলে তোরে, থাকিব সুখেতে।
না দেখিলে দহে প্রাণ, মরি হে দুঃখেতে॥
কি জানি কেমন আঁখি, না দেখিলে সদা দুখী,
প্রাণ কহে বল দেখি, করি কি ইহাতে।
নিদয় হইয়ে কেন, চাতুরী করহে প্রাণ,
আপন হইলে তারে, হয় কি ত্যজিতে।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।
প্রেম অন্তর কি হয়,
প্রিয়জন প্রতি নয়ন-অন্তরে।
নয়নের মত, দেখিতে সতত,
বল বল বল, এমতে কে পারে কারে॥
অন্তরেতে ভাবান্তর, হলে যে হয় কাতর,
ভাবের ভাবনা, ভাবিয়ে দেখ না,
সেথায় যন্ত্রণা, কে কোথায় দেয় কারে॥

মালকোষ—আড়াঠেকা।
নয়ন মন ডুবিল প্রাণ নয়নে তোমার,
ত্রিবেণী নয়ন, বেগ অতি ঘন,
বহে তিনধার॥
পলক পবন বয়, যমুনা প্রবল হয়,
প্রলয় যেমন, তরঙ্গ তেমন,
অপার পাথার॥

টোড়ী—জলদ তেতালা।
এমন চুরি চন্দ্রাননি, শিখিলে কোথায়।
হানিয়ে নয়ন বাণ, হরিয়ে লইলে প্রাণ,
কথায় কথায়।
মনেরে বান্ধিল কেশ, তুমি মৃদু মৃদু হাস,
ইথে কি উপায়।
চোরের নাহিক ভয়, সাধুজন ভীত হয়,
বিচার হে তায়॥

মালকোষ—আড়াঠেকা।
একি তোমার, মানের সময়,
সম্মুখে বসন্ত।
দেখ কুসুম-কাননে, বিহরয়ে অলিগণে,
হরিষ নিতান্ত।
মন্দ মন্দ সমীরণ, বহে অতি ঘন ঘন,
মদন দুরন্ত।
মনেতে বুঝিয়ে দেখ, বাহেতে উদয় দেখ,
যামিনীর কান্ত॥

দরবারী টোড়ী—আড়াঠেকা।
মনের বাসনা সই সে কি জানে না।
জানিয়ে দেখ না মোরে, সপিয়াছে দুঃখনীরে,
সহিতে বিরহ যাতনা॥
মিলনে অসাধ কার, তার ত আছে অপার,
তথাপি সেত বুঝে না।
হ'লে নয়ন অন্তর, অন্তরে সে নিরন্তর,
কি জানি কেমন মন্ত্রণা॥

দরবারী টোড়ী—আড়া।
যবে তারে দেখি, অনিমিষ আঁখি,
হয় লো তখনি।
সুখে অচেতন, হয় মোর মন,
শুন লো সজনি॥
তৃষিত চাতকী যেন, নিরখিয়ে নবঘন,
বিনা বারি পানে, কত সুখী মনে,
কি জানে না জানি॥

মালকোষ—আড়াঠেকা।
নয়ন-জালে ঘেরিলে সকল, ও মৃগনয়নি।
মনকরী মোর, পলাবার পথ তার,
নাহি হেরি বিনোদিনি॥
হেতু নিজ প্রয়োজন, যদি করিলে এমন,
সহাস্য-বদনে, তোষ অমিয় বচনে,
উচিত হয়লো ধনি॥

টোড়ী—জলদ তেতালা।
কেমনে রহিব ঘরে মন মানে না।
হেরি মোর দুঃখানল, লাজ ভয় পলাইল,
কলঙ্ক বারণ করে না॥
লোকের কথায় আর, কেমনে হইব স্থির,
ঘুচিবে অন্তর-যাতনা।
বিনা তার দরশন, অশেষ মত যতন,
উপায় করিতে পারে না॥

দরবারী টোড়ী—তেতাল।
নয়নে না দেখে কারে, বিনে তারে যারে,
প্রাণ সঁপিলাম।
প্রবোধ না মানে, করয়ে রোদনে,
এতেক বুঝিলাম॥
মন নয়নের বশ, প্রাণ আছে তার পাশ,
ইহাতে সদয়, যদি সেই হয়,
উপায় দেখিলাম॥

বসন্ত বাহার—আড়াঠেকা।
বসন্ত ঋতু আইল, হইল সুখ প্রবল,
সব প্রফুল্ল ফুল-কানন।
মন্দ মন্দ মলয় পবন বহে তায়,
পিক করে কুহু কুহু, মধুকর আনন্দিত,
সদা গুঞ্জরে হরিষান্বিত আনন॥
কি কব সমরঙ্গ, অনঙ্গবিশেষে সাঙ্গ,
শরাসনে করেছে সন্ধান।
বিরহিণী কাতর এমন হেরি,
যেমন শশী দেখি রাহু, অতিশয় উল্লাসিত,
যত সংযোগী সহাস্য বদন॥

বাগেশ্বরী টোড়ী—জলদ তেতালা।
বিনাদরে, অনাদরে, কে কার বশ।
করিলে আদর হয় হৃদয়-কমল প্রকাশ॥
রাখিতে একের মন, করে যদি এক মন,
হইয়া উল্লাস।
দুই মন দুই মন এক কি হয় কোন ভাষ॥

গৌরী—জলদ তেতালা।
যেমন আমারে ভাসালে নয়ন-জলেতে।
তেমতি নয়ন, বারি বরিষণ, হইবে প্রাণ,
তোমারে ভাসিতে।
কত সুখ আশা করি, তোমার হাতেতে ধরি,
প্রাণ দিলাম হাসিতে হাসিতে॥
মোর বশ মন, নহে ত এখন, কাতর নয়ন,
কাঁদিতে কাঁদিতে॥

গৌরী—জলদ তেতালা।
আসিতে এখানে কে বারণ করিলে।
অবলা-বধের ভয় সে নাহি ভাবিলে॥
ষট্‌পদ মধুকর, নিরন্তর অভ্যান্তর,
দ্বিপদ কি ষট্‌পদ, স্বভাব পাইলে॥
নিশি না পোহাইতে কি চঞ্চল হইলে।
আমার কি নাহি লাজ, লোকেতে দেখিলে॥
শশীর কিরণ দেখি, চকোর কুমুদ সুখী,
অরুণ উদয়-ভাব, ইথে কি ভাবিলে॥

হিন্দোল—আড়াঠেকা।
মিছে অনুযোগ সই লো করিছ কি কারণে।
কি করিতে পারে মন, মত্ত বারণে বারণে॥
আমার বশ এখন, নহে সে দুরন্ত মন,
বুঝালে যে নাহি বুঝে, তারে পারিবে কেমনে॥
মিলেছে সুখে থাকুক, না শুনে সেথা মরুক,
দুখবোধ হলে কেহ, কোথা থাকয়ে কখনে॥

ললিত—জলদ তেতালা।
পিরীতি পরম সুখ সেই সে জানে।
বিরহে না বহে নীর যাহার নয়নে॥
থাকিতে বাসনা যার, চন্দন বনে।
ভুজঙ্গের ভয় সে [illegible] কি কখনে॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা।

নয়ন সজল, হৃদয়ে উদয় অনল।
যে বা করে প্রাণ, বিনে সেই জন,
কে করে শীতল॥
কহিতে দুঃখ-সাগর অধিক প্রবল,
হইলে নীরব, কেমনে বাঁচিব,
বিষম হইল॥

ললিত—জলদ তেতালা।

যতন করি হে যাহারে, থাকে না সে অন্তরে।
যাহারে না চাহি আমি, ত্যজে না আমারে॥
বিচ্ছেদেরে সদত করি হে অনাদর,
সে জন সদয় মোরে হয় নিরন্তর,
মিলনের প্রাণ ভাবি, চাতুরী সে করে॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আর কারে ভয় আমার প্রাণ,
ভয় হে তোমারে।
লোকলাজ-ভয়, সে ভয় কি হয়,
বুঝেছি বিচারে॥
তব দুঃখে আমি দুখী, তব সুখে হই সুখী,
তব মতে মত, জে'ন প্রাণনাথ,
অধীনী জনেরে॥

হিন্দল বেহাগ—আড়াঠেকা।

সুরস রুচির কুসুমে কণ্টক কে করিল।
ভগ আরাধিত মণি, কেন ফণিরে সঁপিল॥
যেরূপ খেদ ইহাতে, কিরূপে পারি বুঝাতে,
পুর আলো করে শশী,তাহে কলঙ্ক রচিল॥
অতএব হয় মনে, মিলিব তাহার সনে,
দুঃখ নাহি সুখ যথা, রহিতে হইল॥

আড়ানা—জলদ তেতালা।

চাতকীর তৃষা ঘন ঘন ঘন।
উচিত যে হয়, হইয়ে সদয়, কর বরিষণ॥
রয়ে কত জীবন, তাহাতে মম জীবন,
মার জীবন, বিহনে জীবন,
সুখী কি কখন॥

ললিত—জলদ্ তেতালা।

বিচ্ছেদে যে ক্ষতি তার অধিক মিলনে।
আঁখির কি আশা পূরে ক্ষণে দরশনে॥
প্রবল অনল দেখ কিঞ্চিৎ জীবনে।
নির্ব্বাণ হইতে কেহ দেখেছ কখনে॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

হেরিলে চমকে চিত্ত বিচ্ছেদের ভয়েতে।
না দেখিলে ঝুরে আঁখি, মরি আমি বিরহেতে॥
বিষম হইল মোরে, এ কথা কহিব কারে,
ইহার উপায় বিধিকে বুঝাইব বিধিমতে॥

ললিত—আড়াঠেকা।

নয়ন শীতল হয় দেখিলে যাহারে।
দেখ দেখি কত সাধ, দেখিতে তাহারে॥
চক্রবাক্ চক্রবাকী, দিবসে একত্র দেখি,
তাহার অধিক সুখী, বুঝি লো বিচারে॥

আড়ানা—জলদ্ তেতালা।

নলিনী হাসিয়ে কহিছে ভ্রমরে।
আমার যে ধন প্রাণ সঁপেছি তোমারে॥
পলক যদি না দেখি, বিরহে ঝুরয়ে আঁখি,
দুখেতে উপজে মান, নহে সে অন্তরে॥

আড়ানা—জলদ তেতালা।

হে নাথ, মনের কথা তুমি জান।
যে হয় উচিত, করিবে তেমত,
তোমাতে বিদিত, আছয়ে কারণ॥
মন সুখে থাকে যাতে, রাখ তারে সেই মতে,
এই নিবেদন।
গুণাগুণ মোর, করিলে বিচার,
তবে তো তোমার, হব মতাধীন॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

পীরিতি বিচ্ছেদ দুখ কিসে নিবারিব।
ইহাতে উপায় সখি বল কি করিব॥
সুখ-আশে ধন প্রাণ, করে তারে সমর্পণ,
এখন পাসরি তারে, কেমনে রহিব॥

ভৈরবী—জলদ-তেতালা।

মেঘান্তে শশধর, মানান্তে তোমার বদন।
মেঘাচ্ছন্ন নিশাকর, হেরিলে চকোর,
কাতর যেমন সে, তব বিরসে মম মন॥
তব অমিয় বচন, শুনিলে সুখী শ্রবণ,
পুলকিত প্রাণ।
মানেতে মৌনা তুমি থাক লো যখন,
যেরূপ জলয়ে প্রাণ, জানে প্রাণ সেই প্রাণ॥

আড়ানা—জলদ-তেতালা।

প্রয়োজন তোমা ভিন্ন আর প্রিয়জন কোন।
যাবত জীবন মোর, মন তাবত তোমার,
ধ্যান জ্ঞান যতন সাধন॥
অধিক কহিব কত, আমি দেহ তুমি প্রাণ।
তোমার সুখেতে সুখী প্রাণ,
তোমার দুখেতে আলাতন, সজল নয়ন॥

গৌরী—জলদ তেতালা।

অনেক সাধের তুমি প্রাণনাথ।
এই সে কারণ, রক্ষক নয়ন,
করিয়াছি জান, মন সহিত॥
অন্তর হইতে প্রাণ, পারিবে না কদাচন,
তুমি মোর মনোমত।
অমূল্য রতন, পেলে কোন জন,
ত্যজয়ে কখন, নহে ত এমত॥

সোহিনী—জলদ তেতালা।

সখি দেখলো আমারে কি হ'ল।
পরেরে পরাণ সঁপে পরাণ যে গেল॥
দিবানিশি সেইরূপ, সদা পড়ে মনে,
পরাণ সঁপিয়াছি যারে পাসরি কেমনে,
প্রাণের অধিক তারে ভাবিতে হইল॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

বিধুমুখে মৃদু হাসি, ভালবাসি প্রাণ।
বিবাদে প্রমাদ হয়, কাতর নয়ন॥
অধীনী জনেরে কেন, কর এত অভিমান,
তুষিতে উচিত তারে, এই ত বিধান॥

সোহিনী—জলদ তেতালা।

তোমার পীরিতে এই হইল।
অবলা সুখের আশে, দুখেতে ডুবিল।
নহি সুখ-অভিলাষী পীরিতে তোমার,
কর যাহাতে এ দুখ যায় হে আমার।
ইহাতে সদয় হ'য়ে, হও অনুকূল॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

মান অপমান কিছু করনা মনে।
সকলি সহিতে হয় সময়ের গুণে॥
পীরিতি এমন ধন, করিতে হয় যতন,
ধৈরয ধরিতে হয়, উচিত এখানে॥

সোহিনী—জলদ তেতালা।

শশিমুখী হাসি হাসি বলিছে মোরে।
শুন প্রাণনাথ, ধন প্রাণ চিত,
আমার হে যত, সঁপেছি তোমারে॥
ইহাতে অন্যথা কেহ ভেবনা অন্তরে।
দেওনে বিস্ময় কিবা বুঝনা বিচারে॥
যাচকের মান, রাখিতে রাজন্,
ক্ষতি কি কখন, মনেতে করে॥

সোহিনী—জলদ তেতালা।

কি হ'ল আমার সই বল কি করি।
নয়ন লাগিল যাহে কেমনে পাসরি॥
হেরিলে হরিষ চিত, না হেরিলে মরি।
তৃষিত চাতকী যেন থাকে আশা করি।
ঘনমুখ হেরি সুখী, দুখী বিনে বারি॥

সোহিনী কানড়া—তেতালা।

পীরিতের রীত যে, থাকিলে অন্তরে,
দোঁহে দোঁহার অন্তরে।
চক্রবাক্ চক্রবাকী, তার সাক্ষী দেখ সখি,
বুঝাব কি তোমারে॥
বিচ্ছেদ দুঃখেতে দুখী হয় দুই জন,
কেহ সুখী কেহ দুখী না হয় কখন।
মিলনে দেখ অধিক হৃদয়ে দোঁহে পুলকে
ভাসে সুখ-সাগরে।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

মন চঞ্চল হলে, সাধিলে কি হবে।
দিনে ছায়া বাজি কেন, দেখিতে পাইবে॥
মন আপনার, তারে বশ কর,
মন বশ না হইলে, বশ কে হইবে॥

ছায়ানট—জলদ তেতালা।

সতত বাসনা যারে, হরিষ হেরিতে।
তাহার বদন, বিরস কখন, না পারি দেখিতে॥
জীবন-বিহীন মীন, কোথা হুতাশনে,
শীতল হইতে কেহ, দেখেছ কখনে,
সুধাহারী জন, কভু বিষপান, পারে কি করিতে॥

শ্যামপূরবী—আড়াঠেকা।

ঐ খানে রহিও হে নিদয় প্রাণনাথ,
এত শঠতা কেন।
লাজ গেল, ভয় গেল, কুল গেল, শীল গেল,
এখন কি ভয় বল, ত্যজিতে এ জীবন॥
তুমি এমন রতন, দুঃখিনীর হবে কেন।
না বুঝে করে যতন, ফল পেলেম তেমন,
কি মনে করি এখন, করেছ আগমন॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা।

কমলবদনি লো চঞ্চল মৃগবৎ এত অধৈর্য্য কেন।
এই বোধ হয় মোর, হতেছ যে অস্থির,
সাদৃশ্যের গুণ বুঝি, তব মৃগনয়ন॥
রাত্রিদিন যারে ভাব, সেজন নিতান্ত তব,
বৃথায় সন্দেহ করি, কাতর হও সুন্দরী,
তোমার এরূপ হেরি, দুখিত মম মন॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

তারে আর সাধিব না সই, সাধিলে আদর বাড়ে।
ঘটে অনাদরের নয়,
অধিক আদর পেলে কে ছাড়ে॥
এতেক যতন করি, মতে চলিতে পারি,
অতি নিঠুর হলে পর,
অতি দুখ দিবে মনেতে পড়ে॥

বাগেশ্রী—জলদ তেতালা।

তুমি বুঝি জান নাহে প্রাণ,
বেঁধেছি প্রেমের ডোরে।
কেমনে জুড়াবে তুমি,
আশা আশা ধরে আপন জোরে।
হৃদয় মন্দিরে রাখি, রক্ষক করেছি আঁখি।
সেখানে প্রবেশ কারো,
তোমা বিনা আর রাখিব কারে॥

বাগেশ্রী কানেড়া—জলদ তেতালা।

রতন পাইয়ে কেবা, যতন না করে।
হেরিতে যাহারে, হরিষ অন্তরে,
মনের তিমির হরে॥
তিলেক অদর্শন, হলে কাতর প্রাণ,
ভুজঙ্গ যেমন, মণির কারণ,
আমিও তাহার তরে॥

বাগেশ্রী মূলতানী—হরি।

আইল বসন্ত হে নাথ কি সুখ দেখ না।
পুরাইতে মনজের মনের বাসনা॥
বিকস কুসুমবন, মধুকর মধুপান,
ভ্রমরী সহিতে সুখে, করিছে যাপনা।
কোকিলের কুহুধ্বনি, হৃদয় পুলক শুনি,
বিরহী এ রবে বড়, পেতেছে যাতনা॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

পিরীতি কি রীতি প্রাণ, যে করেছে সে জানে।
অরসিকে রসবোধ, করিবে কি গুণে?
পরম সুখের নিধি, পীরিতি সৃজিল বিধি,
জানিয়ে সুজনে।
এ রসে বিরস জনে, বুঝিবে কেমনে॥

ইমন—জলদ তেতালা।

জগতে জানিল আমারে, তোমার কারণে।
ত্যজিয়ে কুল ব্যাকুল, ভাসি অকূল জীবনে॥
তুমি কূল নাহি দিলে, কূল কোথা পাব,
অকূল পাথার হতে, কেমনে তরিব;
উচিত সদয় হতে, অবলা সরলা জনে॥

আড়ানা—হরি।

আগে কি জানি প্রাণ বিরহে যাবে।
জানিলে এমন পিরীতি করি কি তবে ॥
সুখের লাগিয়ে কুল, মজিল কলঙ্ক হল,
সে সব দূরেতে গেল, এ দুখে ডুবে ॥
তাহার লাগিয়ে মরি, মিছে আপনার করি,
না হেরে নয়নে, হেরি মনেতে এবে ॥
পিরীতি সুখের নিধি, করিয়ে এখন কাঁদি,
অবলা করেছে বিধি, সহিতে হবে ॥

ঝিঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কত বা বিনতি করে, আমারে ভুলালে।
এবে অপরূপ দেখ, দেখা না দেয় সাধিলে ॥
এমন হইবে আগে, কেমনে জানিব;
জানিলে আপন মন, কেন বা সঁপিব।
না জেনে এই সে হলো,
ভাসি হে দুখ-সলিলে ॥

আড়ানা—হরি।

তোমা বিনে কারে আর, কহিব আপন দুখ।
শুন শুন শুন প্রাণ, হেরিলে তব বদন,
প্রফুল্ল হয় তখন, মোর মুখ।
তুমি হে যেমন ভাব, আমি হে নিতান্ত তব,
কি কব মনে বুঝে দেখ।
মোর চিত কদাচিত, কোথা'য় কি হয় রত,
তোমারে পাইলে যত হয় সুখ ॥

বাগেশ্রী—জলদ তেতালা।

বিরহ-যাতনা, সখিরে,
অতি বিষম হইল, আইল বসন্ত।
কুসুম-সৌরভ, কোকিলের রব,
সহেনা ও রব নিতান্ত।
সুধাকর দিবাকরসম মম মনে,
আকার জীবন মন্দ, মলয়া পবনে।
উপায় ইহাতে, না পাই দেখিতে,
উপায় সেই প্রাণকান্ত ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিরহ-যন্ত্রণা প্রাণ তুমি, জানিবে কেমনে।
জানিলে আমি কি সদা, থাকি হে রোদনে ॥
নানাস্থানী যেই জন, তার মন কি কখন,
মজে কোনখানে?
তারে যেবা দেয় মন, সুখী কি কখনে ॥

আড়ানা—আড়াঠেকা।

আমি কি তারে ত্যজিতে পারি।
দিবানিশি সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান সেই ধন,
মন প্রাণ, প্রাণ প্রাণ করি ॥
রোষান্বিত কদাচিত, যদি তারে হেরি।
লোকের গঞ্জন-ভয়, সে কি ভয় অতিশয়,
তারে ভয়ে-ভয়ে ভয়ে-ভয়ে মরি ॥

ভাটিয়ারী—জলদ তেতালা।

বল দেখি কি তার ক্ষতি ইথে হবে,
অধীনে-সদয় হলে।
এক দিবা সহস্র, সহস্র এক রাতি,
বিরহ গণনা ছলে ॥
সসর্পেচ গৃহে বাস, বিরহ দেহে তাদৃশ,
বিনা মিলন অমিয়, জীবনের সংশয়,
যায় সখী কি করিলে ॥
আমি কি জানি প্রাণ, অন্তর অন্তরে।
কি আর নাহিক জানি, তোমার অন্তরে,
দিবানিশি আছ তুমি, আমার অন্তরে।
অন্তর অন্তর হলে, জানিতে অন্তরে ॥

ইমন্—জলদ তেতালা।

না দেখে হয় প্রাণ কত কি মনেতে।
অনেক জনের আশা, আছয়ে তোমাতে ॥
ত্রিলোকে তোমার রোষে মরি হে ভয়েতে।
কি জানি নিদয় হও, না পাই দেখিতে ॥

ইমন্—জলদ তেতালা।

ছাড় মোর হাত নাথ, লোকে দেখে পাছে।
আমার কি আছে লাজ, তোমার কাছে ॥
সময়ে ধরিলে পায়, তাহা প্রাণ শোভা পায়।
অসময়ে হাতে ধরা, কি সুখ আছে ॥

ইমন্‌কল্যাণ—তেতালা।

আর আমারে এত সাধিতেছ কেন (প্রাণ)।
ত্যজিয়ে আমারে, সঁপিলে যাহারে,
আপন পরাণ, সেথা করহ গমন ॥
আমি হে তোমার মত, না হইলাম কদাচিত,
করিয়ে অনেক সাধন ॥
এবে কি মনে বুঝিয়ে, নিদয়ে সদয় হয়ে,
আইলে এখন বুঝি, দেখিতে রোদন ॥

ইমন্‌কল্যাণ—তেতালা।

তুমি কি জানিবে আমার মন,
মন আপনারে আপনি জানে না।
জানহ যেমন, করহ যতন,
ইহাতে হে প্রাণ, আন করো না॥
যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমন লাভ,
পিরীতের পথ, সুগম যেমত,
বুঝেছ তুমি তো, কারেও বলো না ॥

ইমন্‌কল্যাণ—জলদ তেতালা।

জানি হে নাথ, তোমার যেমত,
পিরীতে হে কত মত ব্যবহার।
ভুলায়ে নয়ন, হরে লয় মন,
হলে হে এমন, দেখা পাওয়া ভার ॥
না দেখিলে তব মুখ, জীবন-সংশয় দেখ,
দিয়ে দরশন, দিলে প্রাণ দান,
ইহাতে হে প্রাণ, ক্ষতি কি তোমার ॥

ইমন্‌পুরিয়া—জলদ তেতালা।

সদয় রহিও, শুন প্রাণপ্রিয়,
নিদয় না হয়ো নাথ।
প্রথমে যে রীতে, মজালে পীরিতে,
সেই রীতে রেখ চিত ॥
ধন, প্রাণ, আর মন, আমার নহে এখন,
সঁপেছি তোমারে, তোমার বিচারে,
কর যা হয় উচিত ॥

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা।

যায় যায় যায়, প্রাণ যায় রে,
নিষেধ না মানে করি কি এখন।
আশা তাহার নিকটে, ঘরে নাহি মন ॥
যাহারে আপন জানি, সঁপিলাম প্রাণ।
সে যদি না রাখে আর, পারে কোন জন?

আলাইয়া ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা।

নয়ন নিকটে থাক অন্তর হইও না।
অন্তর হয়ে, অন্তর আমার জ্বালাইও না ॥
আমার অন্তরে আছ তুমি জান না।
জানিলে অন্তরে ভয় কখন হইত না ॥

কালাংড়া—ঢিমে তেতালা।

মন তোর মোর এক্‌ই স্বভাব কি লাভ আর।
দুই মন এক মন হওয়া অতি ভার ॥
উভয়ের প্রেমগুণে জানিবে এ সার।
রীতে রীতে, চিতে চিতে, সুখ হে অপার ॥

ভাটিয়ারী—জলদ তেতালা।

বরিষে ঘন ঘন ঘন কেন গরজ ঘন।
তৃষায়ে চাতকী মরে, শুন শুন শুন ॥
মিলন সময় নিকট হইলে,
বিরহ অনল আর অধিক জ্বলে,
তৃষিত ডাকিছে বারি, আন আন আন ॥

ইমন্‌ভূপালী—একতালা।

বুঝিলাম এত দিনে প্রাণ, বুঝেছ আমার মন।
কি পরমাধিক হইল এখন ॥
জানাইতে মোর মন, করেছিলাম প্রাণপণ,
তুমিতো বুঝিলে এবে, পুরিল সাধন ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

মনে নাহি ছিল প্রাণনাথ পাইব তোমারে।
সদয় হইবে শশী কাতর চকোরে ॥
পুনঃ অনুকূল নাথ, হইবে অধীনে,
হেরিব ও বিধুমুখ তৃষিত-নয়নে।
পুরিবে মনের আশা দুঃখ যাবে দূরে ॥

কানাড়া—জলদ তেতালা।

দেখ দেখি কি সুখ সখী, এমন পিরীতে।
লাজ ভয় সব গেল, কলঙ্ক কুলেতে॥
দিবানিশি যদি তারে, রাখিলো হৃদয় পরে,
তিলেক বিচ্ছেদে হয় বিরহে জ্বলিতে॥
নয়ন শ্রবণ ত্বক্, নাসিকা রসনা দেখ,
পাঁচ্ জন সুখ-লোভে ডুবালে দুঃখেতে॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

এসো রসরাজ বিরাজ নলিনী ভবনে।
শুন ওহে প্রাণ, হারাইবে প্রাণ,
কেতকী কণ্টকে কেনে?
যেমন যতন আমি করি হে তোমারে,
তেমতি আমারে তুমি না ভাব অন্তরে,
কেমন স্বভাব, নিজ লাভালাভ,
বুঝিতে না পার মনে।

কাফী—জলদ-তেতালা।

এত কি চাতরী সহে প্রাণ,
তোমার পিরীতে দিবানিশি ঝুরে আঁখি।
এত যদি ছিল মনে, পিরীতি করিলে কেনে,
শঠতা সরলা সনে, উচিত হয় কি?
কপট বিনয় ছলে, অবলারে ভুলাইলে,
এখন এমন হলে, দেখনা হে দেখি॥

কাফী—জলদ্-তেতালা।

পিরীতে এই তো লাভ, হইল আমারে।
নয়ন সহ জীবন, অনল অন্তরে,
এমন হইবে আগে জানিলে কে.করে॥
লোকলাজ কুলভয়, রহিল কোথারে।
নিদ্রা হিংসা করি গেল দেখিয়ে চিন্তারে॥

কাফী—চিমে-তেতালা।

তুমি কি আমারে ত্যজি, পার হে রহিতে।
ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়, যাহারে দেখিতে॥
না দেখিয়ে মোর মুখ, বাঁচিবে কেমতে,
তব মম ধন প্রাণ, আমার হাতেতে,
আমারে বিরস করি, রবে কি সুখেতে॥

ভাটীয়ারী—জলদ্-তেতালা।

কমলিনী তব প্রাণ মধুকর।
শুনহে ভ্রমর, এবে এই কর, নয়ন অন্তর
হইও না, বাসনা এই মোর॥
বিরহ-অনল, না হেরি প্রবল,
ইহাতে হে বল, কে না কাতর।
মানেতে কত, কহি অনুচিত, হইও না
ভাবিত, চকোরী কি ত্যজে শশধর॥

ভাটীয়ারী—জলদ্-তেতালা।

মধুকর তব প্রাণ কমলিনী।
বিরস বদন, করোনা কখন, শুনলো বচন,
প্রাণের অধিক তোমারে জানি॥
হৃদয়-কমল, নহে প্রফুল্ল,
নয়ন সজল, নিরখি ধনি।
এরূপ দেখে, যদি হয় সুখী, ইহাতে
ক্ষতি কি, হরষিত হওলো বিনোদিনী॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কমলিনী হের না ভ্রমরে।
অনুগত জনে মান, প্রাণ, সতত কে করে॥
ধনী হইয়ে যদি অধীনে না হেরে।
বল তবে প্রিয়ে সে ওলো, যাইবে কোথারে॥

কাফী—পলাশী-আড়াঠেকা।

নয়নে নয়ন আলিঙ্গন মনে মনে মিলিল।
দেখিতে অন্তর, নহে সে অন্তর,
অন্তরে অন্তর পশিল॥
উভয়ের প্রেমগুণে, বাঁধা গেল দুই জনে,
ভাবের অভাব, নাহি এত ভাব,
স্বভাবে স্বভাব, মজিল॥

কামদ—আড়াঠেকা।

পিরীতে কি সুখ সই,
যে না পারে লাজ ত্যজিতে।
মনে উপজয় সুখ, লয় হে দুখেতে,
কখন বাসনা নহে তিলেক ত্যজিতে,
ক্ষণেকে কি সুখ হয় তার সহিতে॥

কালাংড়া—জলদ্-তেতালা।

পিরীতি প্রতি রয় মতি, অতিশয় বাসনা।
এ রতন নিধি, পাইলাম যদি,
হে বিধি বিবাদী হৈও না॥
লাজ ভয় ক্রোধ আদি, হয় নিবৃত্তির বাদী,
দুই হয় এক, সদা দেখ এক,
অধিক কি সুখ, দেখ না॥

কামদ—জলদ্ তেতালা।

প্রাণ জানতো তুমি পিরীতের রীত।
বিচ্ছেদ হইলে মন সুখেতে থাকয়ে যত॥
সুখের আশয়ে মন উভয়েতে সমর্পণ,
করিয়ে এখন কেন, দুঃখেতে সঁপিছ চিত।
সতত এই বাসনা, নয়ন অন্তর হইও না,
জ্বালালে জ্বলিতে হয়, অধিক কহিব কত?

কামোদ—জলদ্ তেতলা।

প্রাণ কেমনে আইলে তারে ত্যজিয়ে।
কেতকী কত কি মনে করিছে না দেখিয়ে॥
যাও নাথ শীঘ্রগতি, কামিনী কাতর অতি,
তোমারে ভাবিয়ে।
তার সুখে দুঃখ দিয়ে, আইলে কি লাগিয়ে॥
শুন ওহে অলিরাজ, আসিতে না হলো লাজ,
এখানে ফিরিয়ে।
সখার উদয় দেখা নহিলে কভু কি হয়ে॥

কামোদ—জলদ্তেতালা।

জানিয়ে প্রাণ যেমন, তোমার আমারে যতন।
কি দোষ তোমার, বিশেষে আমার,
কঠিন পরাণ॥
দুখ বিনে সুখ, নাহি হইতে পারে,
ইহা বুঝি প্রাণ তুমি বুঝেছ অন্তরে,
য হেতু অন্তর, থাক নিরন্তর, করেছ বিধান॥

কামোদ—খাম্বাজ-জলদ্তেতালা।

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা॥
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর,
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা?

কামোদ—জলদ্ তেতালা।

বরিষে ঘন চাতকী কত কি করিছে মনে।
তৃষায় অনল, করে জল জল,
জলধর জল হয় কেনে।
শুনি গরজ গভীর, পুলক হয় শরীর,
বিহনে জীবন, কেমনে জীবন,
আর বল কি সে বাঁচিবে প্রাণে॥

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

নিরখি ঘন, বরিষে নয়ন, বাহুলতা মূলে।
বাহুলতা মূলে জল, বিরহ-লতা প্রবল,
হয় সেই জলে॥
শোক-সিন্ধু প্রলাপিত, মনেরে ডুবালে।
দুখতরু তাহে দেখ, উন্নত হল অধিক,
শোভা ফল ফুলে॥

কেদারা—জলদ তেতালা।

প্রেমবাণ প্রাণ, আমার প্রাণে হানিলে।
চিহ্ন নাহি তার, বেদনা অপার,
বল কি করিলে॥
বিস্ময় হইলেম নাথ, কথায় তা কব কত,
বিনে শরাসন, অপরূপ বাণ,
নিক্ষেপ করিলে॥
এ কথা কাহারে কব, কেমনে তারে বুঝাব,
বিনে নিদর্শনে কেহ নাহি মানে,
কামিনী মজালে॥
কেমনে হইব স্থির, উপায় না দেখি আর,
এই হয় মনে, সুখ দরশনে,
দুখ না দেখিলে॥

আলাইয়া—জলদ তেতালা।

যাবে কেমনে হে কান্ত, এমন বরষাতে।
দেখ ঘন ঘন, বরিষে নয়ন,
হইবে ভিজিতে॥
নিশ্বাস প্রলয় বায়, স্থির কি হইবে তায়,
দেখ সৌদামিনী, রাখি একাকিনী,
শোকের পথেতে॥

কামোদ গৌড়—একতালা।
দুখেতে কহিতে আঁখি, আর না হেরিব সখী,
এখন নয়ন তার অধীন হইল ॥
অঙ্গের অঙ্গ অবশ, কার বলে করি রোষ,
সময় পাইয়ে দিব, সমুচিত ফল ॥

কামোদ খাম্বাজ—তেতালা।
ছাড়িলে তো ছাড়া না যায়।
ছাড়া হেন রব হলে প্রাণ বাহিরায় ॥
অতএব এই বিধি, যাহা করিয়াছে বিধি,
ইহা কি অন্যথা হয় লোকের কথায় ॥

কেদারা—জলদ তেতালা।
একেবারে এত অনুগ্রহ অধীনে।
এমন সময়, হইবে নিদয়, ছিল না মনে ॥
তোমারে হেরিয়ে প্রাণ, শূন্যদেহে এলো প্রাণ,
বারিধারা বহে নয়নে।
বিরহ অনল, হইল শীতল, তব দরশনে ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।
সাধিলে করিব মান, কত মনে করি।
দেখিলে তাহার মুখ, তখনি পাসরি ॥
মম মানে কহে আঁখি, আর না হইবে সুখী
দরশনে হয় পুন, অধীন তাহারি ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।
হিম শিশিরে নীরে কেন আসিবে হে মধুকর।
জীবন থাকিতে, সতত দেখিতে,
না পাই থাক অন্তরেতে নিরন্তর ॥
যত দিন আছে প্রাণ, দিও ওহে দরশন,
এইতো বাসনা মোর।
দিবা অবসান হইলে, মিলন হবেতো হইলে,
কি গুণ জ্ঞান অন্তর ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।
জানিলেম তুমি প্রাণ রসিক হে যত।
অনল শীতল হয় কথায় হে কত ॥
হেরি নয়ন যুড়ায়, শ্রবণ সুখী কথায়,
মন আশা কে পুরায়, ভাবি হে সতত ॥

ভাটীয়ারী—জলদ তেতালা।
কহিও তারে যারে সখী দেখি, সে কি আসিবে
বিরহ নিরুপায়ে, তব মুখ না দেখিয়ে,
রাত্রিদিন জ্বালায়, একি শীতল হইবে ॥
মনের মানস এই, কহিবে তাহারে সই,
যদি হয় অনুকূল, তবে থাকে কুল শীল,
লজ্জাভয় সকল রয়, নিতান্ত জানিবে ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।
দিয়েছি যারে, তারে কি প্রকারে,
কহিব দেহ (প্রাণ)।
করে সে যতন, তাহার রতন,
কি কহিবে এখন, বিনে দেহ ॥
মিছে অনুযোগ কর, উপায় কি আছে অ,
দেখ মনমন, স্বভাব বারণ,
না শুনে বারণ, বলি লহ ॥

কেদারা কামোদ—একতালা।
অনিমিখে যারে নিরখে মৃগনয়নী।
নিশ্চিত এ জ্ঞান, তাহার পরাণ
হরয়ে তখনি ॥
নীরদ নিন্দিত কেশী, নিরমল মুখশশী,
সুধা-ভাষী, মৃদু মৃদু হাসি
মদনমোহিনী ॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।
মন তোরে মনে ক'রে কি মনে করে।
রতন অধিক নিধি হলো কি বোধেরে ॥
কিবা প্রাণ সম নিধি ভাবয়ে অন্তরে।
শুনি অমিয় বচন, সুধাসিন্ধু করে স্নান,
বাঁচাতে প্রাণেরে ॥
কি মদন শান্তকারী, বুঝিল বিচারে,
কি মনোজে করে বৈরী, থাকিয়ে অন্তরে ॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।
প্রাণ তুমি বুঝিলে না, আমার বাসনা।
ঐ খেদে মরি আমি, তুমি তো বুঝ না ॥
হৃদয়-সরোজে থাক, মোর দুঃখ নাহি দেখ,
প্রাণ গেলে সদয়েতে, কি গুণ বল না ॥

কালাংড়া—আড়া তেতালা।

। হতে পতন তরু, দহন হইল আগে।
।মার এ অনুতাপ, তাহাকে ত নাহি লাগে॥
তে চিত সাজাইয়ে, তাহে দুঃখ তৃণ দিয়ে।
।পনি হইব দগ্ধ, আপনারি অনুতাপে॥ *

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কি জানি কি ছলে ছিল ব'সে
আমারে ত্যজিবার আশে।
।সিত জানিতাম ভাল, আমায় সে ভালবাসে॥
অভিমান ছল পেয়ে, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে,
মনোমত ধন লয়ে, রয়েছে উল্লাসে ভেসে।
আমার মর্ম্মবেদনা,
সে কি তা জেনেও জানে না।
সে যাবে এ যন্ত্রণা, তাই ভেবে মরি হুতাশে॥

কালাংড়া—তেতালা।

কে বলে সখী, সরোজে শশী নাহি পিরীত।
তার চাঁদমুখ নিরখিলে দেখ,
হৃদয় কমল হয় বিকশিত॥
।পনে কমলে প্রীত, এ নিয়ম অনুচিত,
অরুণ নয়ন, হেরে তবে কেন,
হৃদয়-কমল হয় মুদিত॥

ভৈরব—জলদ তেতালা।

যেন ঘন হতে বাহির হতেছে শশী,
নিরন্তর ঐরূপ দেখি দিবানিশি॥
অমিয় সমান স্বর, ইথে বুঝি শশধর,
মৃগ আঁখি শোভা তায় সৌদামিনী হাসি॥

ভৈরবী—একতালা।

শারদ নীরদ রবে, প্রাণ কি রবে,
প্রাণকান্ত বিদেশে।
এমন মধুর স্বর, বোধ হয় বিষ-শর,
আমার পরশে॥
এমন সুখ-সময়, এক বিনে দুখময়,
বিষাদ হরিষে।
দামিনী কিরণ দেখি, সিহরে শরীর আঁখি,
দুখেতে বরিষে॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

তোমারই তুলনা তুমিই প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে।
আকাশের পূর্ণশশী, সেও কাঁদে কলঙ্ক-ছলে॥
সৌরভে গরবে, কে তব তুলনা হবে,
আপনি আপন সম্ভবে,
যেমন গঙ্গা-পূজা গঙ্গাজলে॥ ‡

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

কেশ-ফাঁসি গলে দিলে, প্রাণ, হাসিতে হাসিতে
তোমার বদন-শশী, হেরিতে হেরিতে॥
ভুরু শক্রশরাসন, অনঙ্গ হয়েছে গুণ,
অস্থির তব নয়ন, বাণেতে বাণেতে॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

হেরিতে হেরিতে পথ, কাতর আঁখি। (সই)
একবার এই হয়, চারিদিকে দেখি॥
কবে হবে সে সুদিন, মন পূরে পাব মন,
আশা নিষেধ না মানে, ইহাতে অসুখী॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

এই আসে আসে বলে যামিনী গেল।
দেখ নলিনীর সখা উদয় হইল॥
মনের বাসনা এক, হলো আর বুঝে দেখ,
প্রভাতে চকোরী সুধা পাবে কেন বল॥

---

* প্রসিদ্ধ সঙ্গীতরচয়িতা রাধামোহন সেনের
।ইরূপ একটি গান আছে। ভাষা-ভাবে সে গানটি
।ম্পূর্ণ এই গানের অনুরূপ।

* ঠিক এই গানটি, একটি আধটি কথা পরিবর্তিত
ইয়া, শ্রীধর কথকের গানের মধ্যে দেখিতে পাওয়া
।য়। গানটি কাহার রচিত, তদ্বিষয়ে বিশেষ মত
।দ দৃষ্ট হয়। এইরূপ আরও অনেক গান নিধু
।বু ও শ্রীধর কথক উভয়েরই সঙ্গীত-পুস্তকে অবি-
।ল দেখা যায়।

‡ পাঠান্তরে এই গান এইরূপ দৃষ্ট হয়;—
তোমারি তুলনা তুমিই প্রাণ এ মহীমণ্ডলে।
গগনে শরদ শশী, জিনেছে কলঙ্ক-ছলে।
সৌরভে আর গৌরবে, কে তব সদৃশ হবে,
অন্যের কি সম্ভবে, যেমন গঙ্গা পূজে গঙ্গাজলে।

ভৈরব—জলদতেতালা।

প্রাণ তোমার বিনয়ে কে আর ভুলিবে।
তোমার পিরীতে সদা জ্বলিতে হইবে॥
তোমার এ ভাবে,ভাব, কেমনে রহিবে।
তুমি হে চঞ্চল অতি, বুঝে না বুঝিবে॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

বলনা কেমনে রহিব সই নাথ বিহনে।
রাত্রি দিন মোর, অন্তর নিরন্তর,
কাতর তার কারণে॥
অতি সুখ-লাভে পিরীত করি,
দেখনা এখন বিরহে মরি,
আগে কি জানিব, পরাণ হারাব,
দহিব দুঃখ-দাহনে॥
যদি মনে করি ত্যজিব তারে,
বিরহে দ্বিগুণ দহন করে,
কামিনী সরলে, প্রেমরস-ছলে,
ভুলালে সুধা-বচনে॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

তুমি যারে জান লো আপন,
সে জন নিতান্ত তব, কভু নহে আন।
ইহাতে সন্দেহ তুমি, করোনাহে প্রাণ,
যে যারে যেমন ভাবে সে ভাবে তেমন॥
সুজনে সুজনে সুখ, হয় ত বিধান।
সুজনে কুজনে সুখ, না হয় কখন॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

পিরীতি এমন কেমনে সই আগে জানিব।
জানিলে এ প্রেম নাহি করিতাম,
পরাণ কেন হারাব॥
যতনে যাহারে সঁপিলাম প্রাণ,
সদাই চাতুরী করে সেই জন,
দেখিতে তাহারে, হইলে সাধেরে,
কাহারে দুঃখ কহিব॥
যদি মনে ধৈরজ ধরিয়ে থাকি,
করয়ে রোদন সঘনে আঁখি,
[illegible] আপনার, বশ হলো তার,
কাহার আমি হইব॥

খাম্বাজ—তেতালা।

আর আমি কাহারে কহিব আপন।
জানিয়া না জান যদি শুনহ হে প্রাণ॥
যেরূপ যতন মোর, তোমার কারণ।
কহিতে সে সব দুখ, বিদরে পাষাণ॥
তোমার অধিক আর, আছে কি রতন।
তোমারে ভুলিয়ে তাতে, মজাইব মন॥

ভৈরব—কাওয়ালী।

না দেখিলে বল না সই বাঁচিব কেমনে।
দিবানিশি সেই রূপ সদা পড়ে মনে॥
সতত কাতর প্রাণ, বারি সহিত নয়নে।
বিনা সে বিধুবদন প্রবোধ না মানে॥
পিরীতি অমিয়াধিক, সকলে বলয়ে দেখ,
বিষম হইল মোর, করমের গুণে॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

নয়ন পাগল সই করিল আমারে।
যত দেখি তথাপিহ আশা নাহি পূরে॥
যদি বিনয়েতে মন, স্থির হয় কদাচন,
নয়ন মন্ত্রণা দিয়ে ভুলায় তাহারে॥
পলকে প্রলয় হয়, প্রাণ মোর সংশয়,
বল ইহার উপায়, বাঁচি কি প্রকারে॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

থাক থাক সুখে থাক; যেখানে সুখাধিক
কি কাজ কমলে।
নিরন্তর নীরেতে দেহ জ্বলে॥
নানা কুসুম কাননে, তুমি তো ফিরিলে,
নলিনী সলিলবাসী না হেরিলে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কহনে না না যায় সখী তার কত গুণ।
রাত্রিদিন প্রাণ প্রাণ, করে যারে মন॥
হৃদয় বিদারে তুই বিচ্ছেদ মলিন।
হৃদয়ের বাহিরে রাখে সে জন এমন॥

ভৈরব—জলদ্‌-তেতালা।

আগে কি জানি সই এমন হবে।
নয়নে নয়নে মিলে, মনেরে মজাবে॥
আকাঙ্ক্ষার ভার প্রাণ কতেক সহিবে।
যাতনা পাইলে ওলো সেও ত ত্যজিবে॥

গৌড় মল্লার—জলদতেতালা।

কি সুখ দেখনা ঘন গরজে বরষে।
শরীর উল্লাস মোর, পরশে পরশে॥
ভেকে বাজাইছে ভেরি,
সমীরণ বীণাধারী, চাতকী আলাপে পিউ,
মনের হরিষে॥

জয়জয়ন্তী—জলদ্‌তেতালা।

পিরীতি সুখের লোভে,
মজে হে যে জন। (প্রাণ)
সে হয় কেবল দেখ, দুখের ভাজন॥
বিচ্ছেদ-মিলন-আশে, থাকয়ে জীবন।
মিলনে ভাবনা পুনঃ, বিচ্ছেদ কারণ॥

গাড়া-ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

কমনে রহিব প্রাণ, না দেখিয়ে তোমারে।
কোরী কি হয় সুখী, না হেরে শশীরে॥
াণ বিনে শূন্য দেহ, থাকে কি প্রকারে।
শী বিনে নিশি কোথা, বল শোভা করে॥

জয়জয়ন্তী—জলদ্‌তেতালা।

শয়নে শীতল থাকি, শুন ওলো সখি।
চতনে সলিলে ভাসি, ঝোরে ওলো আঁখি॥
পিরীতি করিলে লাভ, হয় লো এই কি।
দা দুঃখে দহে মন, কদাচিত সুখী॥

ভৈরব—জলদ্‌তেতালা।

অনেক সাধের সুখে, প্রাণ দুখ পাছে হয়।
কুজনের কথা শুন সদা ওই ভয়॥
আমার যে নহে মত, যদি তাহে হও রত,
তবে বুঝে দেখ দেখি, কিসের প্রণয়॥

গৌড়—জলদ্‌তেতালা।

তুমি যা বুঝিলে প্রাণ, সেই ভাল ভাল।
আমার বচন, স্বরূপ কথন,
বোধ নাহি হ'ল হ'ল।
এতেক করি যতন, তবু না পাইলেন মন,
আপনারি মন, দিয়াছি যখন,
উপায় কি বল বল॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কত ভালবাসি তারে, সই কেমনে বুঝাব।
দরশনে পুলকিত মম অঙ্গ সব॥
যতক্ষণ নাহি দেখি, রোদন করয়ে আঁখি,
দেখিলে কি নিধি পাই, কোথায় রাখিব॥

ঝিঁঝিট—জলদ্‌তেতালা।

নয়ন অন্তরে তোরে, প্রাণ বলনারে,
করিব কেমনে।
যদি নিরন্তর তুমি, আছ মোর মনে॥
বাহিরে না হেরি বারি বহে নয়নে॥
তোমারে পেয়েছি আমি, অনেক যতনে।
তিলেক বিচ্ছেদ কি আর সহে এখনে॥

জয়জয়ন্তী—জলদ্‌তেতালা।

সতত যতন আমি, করি যে যেমন। (প্রাণ)
তুমি কি কখন ভাব, আমার কারণ॥
জীবন যৌবন সুখ, সব অকারণ।
বিনে দরশন তব ও বিধুবদন॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

পিরীতের গুণাগুণ, যদি জান সই,
কারেও বলোনা।
ত্যজিতে না পারি যাহা, তাহার কি শোচনা॥
ক্ষণেক সুধাসাগর, ক্ষণে হলাহল সার,
যত দুখ তত সুখ, মনে কেন বুঝ না॥
দেখি পিরীতি রতন, পাইয়াছে যেই জন
ত্যজিতে সংশয় প্রাণ, ফণী মণি দেখনা॥
চক্রবাক চক্রবাকী, দিবসে রোহেতে সুখী,
নিশিতে বিচ্ছেদ দুখে, তথাপিহ ত্যজে না॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

যেখানে থাকহ প্রাণ, ভুলনা অধীনী জনে।
অস্থি মোর জরজর, লোকের গঞ্জনে॥
তোমা বিনে কেহ যদি, অন্য নাহি জানে।
ক্ষতি কি তোমার হবে, তাহারে দেখনে॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

কেন লো প্রিয়ে কি লাগি মানিনী।
ইহার কারণ আমি কিছুই না জানি॥
হরি হরি মরি মরি, মান স্তরে ভর করি,
নয়ন সহিত বারি, হেরিয়ে ধরণী॥
আলুয়ে পড়েছে কেশ, বিষাদিনী হীন বেশ,
তোমার বিরস শেষ, দংশে মোরে ধনি॥
মলিন বদন-শশী, তাহে নাহি হেরি হাসি,
চকোর কাতর আসি, ও বিধুবদনি!

পিলু—জলদ তেতালা।

পিরীতে সখি এই সে হইল॥
লাজ ভয় কুল শীল সকলি মজিল॥
না করিলে গুণাগুণ বোধ নহে কদাচন,
করিয়ে মরি এখন, দেখ তার ফল॥
পিরীতি রতন যদি, যতনে মিলাল বিধি,
হইয়ে এমন নিধি দুঃখ নাহি গেল॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

ভন অধিক তোরে প্রাণ, করি যে যতন।
না নাহি যায় ভাব তোমার কেমন॥
খন থাক সদয়, কখন অতি নিদয়,
বলা সরলা, জ্বালা দিওনা কখন॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

শুন শুন শুনরে প্রাণ,
অধীনী জনেরে, নিদয় হইও না।
বিরহ-যন্ত্রণা বুঝি তুমি জান না।
জানিলে জ্বালাতনে জ্বালাইতে না॥
বিতা বনিতা লতা, বুঝে দেখ না।
আশ্রয়ে কদাচিত, শোভা থাকে না॥

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা।

নয়নে নয়নে রাখি, (প্রাণ)
অনিমিখ হয় আঁখি, বাসনা মনেতে।
পলক পড়িলে আমি হই অতি দুঃখী।
কি জানি অন্তর হও, ওই ভয় দেখি॥

ঝিঁঝিট—তেতালা।

রাহুর আহার শশী, যে বিধি করয়।
পিরীতি বিচ্ছেদ বুঝি, তাহা হতে হয়॥
এই খেদ হয়, প্রেম সুখে তায়, বিচ্ছেদ মিলায়,
চমকেতে প্রাণ যায়, সদা ওই ভয়॥

ঝিঁঝিট—তেতালা।

কেমনে তোমার আশা পুরাইব মন।
একে তুমি তাহে আর কান্দিছে নয়ন॥
অতএব এই কর, নিজ আশা পরিহর
নয়নেরে শান্ত কর, এই সে বিধান॥

ঝিঁঝিট—তাল হরি।

প্রাণ তুমি জান না যেমন আমার মন।
রতি নিজ পতি প্রতি, যেমন তাহার মতি,
তব প্রতি আমিও তেমন॥
চকোর চাতকী যেন, হেরিবারে শশী ঘন,
চঞ্চলিত থাকে যেমন।
মণির কারণে ফণি, যেরূপ কাতর জানি,
ততোধিক তোমার কারণ॥

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা।

পিরীতি না জানে সখি, সে জন সুখী কেমনে।
যেমন তিমিরালয় দেখ দীপ বিহীনে॥
প্রেমরস সুধাপান, নাহি করিলে যে জন,
বৃথায় তার জীবন, পশুসম গণনে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

অবলা সরলা অতি প্রাণ, শঠতা কি সহে।
তপন কিরণ দেখ, কমলে না দহে॥
সুজনের এই রীত, তোষে তারে যে যেমত,
বিশেষ অধীনে কেহ বিরূপ না কহে॥

ঝিঝিট—তেতালা।

ভাল ত ভুলালে প্রাণ, বিনয় ছলেতে।
তোমার প্রেমের ভুরি, হাসিতে হাসিতে॥
অতি সাধ করে আমি, দিলাম গলেতে।
উচিত তোমার হয়, চাতুরী ত্যজিতে॥
অবলা সরলা অতি, বুঝহে মনেতে॥

ঝিঝিট—একতালা।

হলো হলো হলোরে প্রাণ,
পূরিল মনের সাধ আমার।
কলঙ্কিনী হইলাম প্রেমেতে তোমার॥
এই তো হইল লাভ রোদন সার॥
যে নহে আমার, আমি হইলে তাহার,
সে কেন বুঝিবে দুঃখ, নহে ত বিচার॥

কল্যাণ—জলদ তেতালা।

আমি কি কখন তোমারে,
ওরে, না দেখে থাকিতে পারি।
বিনা দরশনে প্রাণ, শূন্য দেহ হয় প্রাণ,
সচেতন হয় পুনঃ, তব মুখ হেরি॥
প্রথম মিলনাবধি, বুঝিয়াছি মনে,
কদাচিত নহি সুখী তোমার বিহনে,
এবে এই নিবেদন, বিচ্ছেদ না হয় যেন,
নয়ন নিকটে থাক, সদা সাধ করি॥

ঝিঝিট—মধ্যমান।

হায় কি বিপরীত বিধির ঘটন।
কহিতে উপজে দুঃখ আসে রোদন॥
সুখেতে করিলে তুমি নিশি জাগরণ।
আমার হইল দেখ অরুণ নয়ন॥
তুমি হে করিলে চুরি পরের রতন।
মদন প্রহারে মোরে বিচার এমন॥

ঝিঝিট—তাল হরি।

এই মনে প্রাণ তোমার ছিল হে নাথ।
সদাই চাতুরী করি জ্বালাইতে চিত।
মনেরে ভুলাইয়ে লইয়ে প্রাণ,
যতনে রাখিতে তারে হয় তো বিধান,
তা না করে বধিবারে হলো হে মত॥

ঝিঝিট—ঢিমে তেতালা।

যাও তারে কহিও সখি,
আমারে কি ভুলিলে। (হে)
বিরহে তব প্রাণ সংশয়,
ভাসি আমি নয়ন-সলিলে॥
আসিবে আশয়ে, পথ নিরখিয়ে,
আছি প্রাণ; তোমার মনে প্রাণ,
জানি কি আছে প্রাণ,
গেলে কি হবে আইলে॥

আলাইয়া—জলদ তেতালা।

আর এলে না প্রাণ, মান করে যে গেলে
মান করি প্রাণনাথ, এই সে করিলে,
কেন অবলা মজালে॥
আমার নাহিক দোষ, না বুঝি করিলে রোষ,
তবে দোষ থাকে যদি, যায় তো বুঝালে,
না করি মানেতে রহিলে॥

ঝিঝিট—আড়াঠেকা।

প্রাণ তুমি কার হবে, আমি যদি মুদি আঁখি,
অন্য জনার মন পেয়ে আমারে দিওনা ফাকি॥
শুন প্রাণ তোমারে কই, আমি বুঝি কেউ নই,
যদি দেশান্তরে রই, হৃদ্‌কমলে তোমায় দেখি।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

অমর করেছে রে প্রাণ প্রেমসুধাদানে।
আর কি বধিতে পার বিচ্ছেদেরি বাণে॥
যে করেছ পান অমৃত, তার কি আর আছে মৃত,
রাহুকেতু শীর্ণীকৃত, বেঁচে আছে প্রাণেপ্রাণে॥

ঝিঝিট—জলদ তেতালা।

কেন এত নিদয় হইলে অধীনী জনে।
দিবানিশি হৃদিপরে, সোহাগে রাখিতে যারে,
এবে তারে ভুলিলে কেমনে॥
তোমার প্রতি মোর মন, [illegible] প্রথমাবধি এখন,
ভিন্ন ভাব নহে কখনে।
তোমার কেমন ভাব, [illegible] নাহি হয় [illegible]
এবে লাভ সলিল নয়নে॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

ওই দেখ সই, নাথ তোমার আছে দাঁড়াইয়ে।
যাহার কারণ, কিবা রাত্রি দিন,
দহিতে দেখ না আসিয়ে॥
কই কই বলে ধনি, বাহির হইল শুনি,
প্রফুল্ল বদন, হরষিত মন,
অনিমিখে রহিল চাহিয়ে॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

পূজিব পিরীতি প্রেম,প্রতিমা করে নির্ম্মাণ।
অলঙ্কার দিব তাহে, যত আছে অপমান॥
যৌবনে সাজায়ে ডালি, * কলঙ্ক পুরি অঞ্জলি,
বচ্ছেদ তায় দিব বলি, দক্ষিণা করিব এ প্রাণ॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

আমার নয়ন লয়ে হেরে যদি তারে।
মমাধিক সুখী হতে অবশ্য সে পারে॥
সবে বলে নহে ভাল, সেই সে আমার ভাল,
সে মুখ হেরিলে দুঃখ যায় দূরে।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

শুন লো সই, এখন কহিলে কি হবে।
করেছি যে কাজ, তাহার উপায় কি হবে॥
বটে লো বিরহানলে জ্বলয়ে পরাণ,
দুঃখ ত্যজিবারে মন হয় লো কখন,
হেরি দুখ যার সুখ কে জনে ভুলাবে॥
লাজ ভয় সব যায়, প্রথম মিলনে,
মিলিলে পিরীত হয় কত খেদ মনে,
ইথে যদি নাহি চেত তুমি কি করিবে॥

সিন্ধু—জলদ তেতালা।

আমি দুখী হলে যদি, তুমি সুখী হও।
তথাপি আমা হইতে, সুখের উদয়॥
দুখের উপরে সুখ, যার দুঃখ তার সুখ,
একে দুঃখী আরে সুখী, কেমনে বুঝায়ে॥

* পাঠান্তরে—"গঞ্জনার করি ডালি।"

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

সদা সুখে থাক হে প্রাণ আমার বাসনা।
আমার কারণে তুমি, ভাবনা ভেবো না॥
তোমার কি ক্ষতি আমি পাইলে যাতনা
বুঝিলে আমার দুঃখ কখন হ'তো না॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা।

গোসা করোনা প্রাণ আমার কি দোষ।
গুরুজন ভয়ে মরি, তুমি কর রোষ॥
পরাণ কাতর হয়, দেখিলে বিরস।
তুমি ইহা নাহি বুঝ, খেদ হে অশেষ॥

খাম্বাজ—তেতালা।

বিরহেতে মরি হে বিধি, অনুকূল হইও।
পঞ্চভূত পঞ্চস্থানে নিযুক্ত করিও॥
যে আকাশে বাস তার, আকাশের ভাগ মোর,
এবে সে এই বাসনা, তাহাতে মিলায়ো॥
পবন তার ব্যজনে, তেজ মিশুক দর্পণে,
জলে সেই জলে রেখো তার ব্যবহারিয়ো॥
পদ বিরহণ যথা, পৃথ্বী-অংশ রেখো তথা,
ইহার অধিক আর যে হয় বুঝিও॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

অতি সাধ ছিল হে প্রাণ, আমার হইবে।
কে জানে চাতুরী করি, সতত জ্বালাবে।
আগে কি জানিব আমি, এমন করিবে।
আমার হৃদয়ে থাকি, আমারে ভুলাবে॥

খাম্বাজ—জলদ-তেতালা।

মান-তাপে তাপিত প্রাণ, ছিলাম হে নাথ।
সমাদর কে করিবে, কুসঙ্গে মোহিত॥
মান ভরে কে কাহারে, আদর করিত।
ইথে মন ভার এত, করা কি উচিত॥

খাম্বাজ—জলদ-তেতালা।

জানিলাম প্রেম প্রিয় আমায় যেমন।
তোমার হে হয় তারে, কর সদা জ্বালাতন॥
নীর হুতাশনে তব, আছে দুই গুণ।
আমি হুতাশনে জ্বলি, জল কোথায় এখন॥

আলাইয়া ঝিঝিট—জলদ-তেতালা।
কে ও যায় চাহিতে চাহিতে।
ধীর গমন অতি হাসিতে হাসিতে॥
যতক্ষণ যায় দেখ না পারি সরিতে।
আঁখি মোর অনিমিষ হেরিতে হেরিতে॥

খাম্বাজ—জলদ-তেতালা।
হইলাম তব বশ যা কর এখন।
বাঁচালে বাঁচাতে পার, বধ কে করে বারণ॥
আপনার বশ আমি, নহি ত এখন।
যতন করিয়ে প্রেম, করেছি যখন॥

ঝিঝিট—জলদ-তেতালা।
একি ঝকঝকি রাত্রি দিন বুঝালে বুঝে না।
তোমা হতে আর কারে, আমার ভাবনা॥
অমিয় ত্যজিয়ে বিষ, খায় কে বল না।
আমার অমিয় পানে, নাহি কি বাসনা॥

গারা-কাফি—আড়াঠেকা।
প্রাণ, সেই সে রসিক,
যে সুখ-সাগরে সদা বিহরে।
দুখ অভিমানী দেখ যার অনাদরে॥
পিরীতি পরম সুখ, যাহার বিচারে,
সদা সুধা-রস পান সেই জন করে।
বিরস কখন নহে, হরিষ অন্তরে॥

গারা-ঝিঝিট—আড়াঠেকা।
কে আপন অধিক তোমার।
বুঝাইলে নাহি বুঝ, খেদ হে আমার॥
তোমার হইয়ে আমি, হইব কাহার।
সুধা ত্যজি বিষ খায় হয় কি বিচার॥

গারা-কাফি—আড়াঠেকা।
প্রাণ চাহ লো প্রেয়সী,
কমল নয়নে অধীন জনে।
মান ত্যজ হাস প্রাণ, বিধু বদনে॥
বিচ্ছেদ দুঃখেতে দুঃখী নহি কদাচনে,
পলকে হেরিলে পুনঃ, সুখী হই মনে,
ইহাতে বিরস হলে, বাঁচিব কেমনে॥

গারা-ঝিঝিট—জলদ-তেতালা।
আর আমারে কেন কর জ্বালাতন।
এমন দরশন হতে ভাল অদর্শন॥
যেমন তোমারে আমি করেছি সাধন।
তাহার উচিত ফল পাইলাম এখন॥

গারা-ঝিঝিট—হরি।
মননে নহে এত সুখ যত বাহ্য দরশনে।
যদি ইহা হতো, নহে কদাচিত,
বহিত সলিল নয়নে॥
চাক্ষুষে হরিষ আঁখি, বচনে শ্রবণ সুখী
পরশে পরশ, লাভ কি তাদৃশ,
কীদৃশ না যায় কহনে॥

ঝিঝিট—কাওয়ালী।
এত ভালবাসা রে প্রাণ, ভুলেছ কি একেবারে।
বোঝা গেল রীতি তব বিশেষ প্রকারে॥
এত যে বাসিতে ভাল, ভালবাসা জানা গেল॥
পেতেছিলে মায়াজাল, অবলা বধিবার তরে॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।
আমার কি হলো সই, ওলো ধর ধর।
বিরহ বাতাসে, সঘনে হুতাশে,
অঙ্গ কাঁপে থর থর॥
পিরীতে বিমল সুখ, বিচ্ছেদে তেমতি দুঃখ,
সুখ আশ করি, এখন যে মরি,
তনু হলো জ্বর জ্বর॥

ভৈরবী—জলদ-তেতালা।
আমার কি অযতন প্রাণ তোমারে।
তুমি কি যতনাধিক করহে আমারে॥
মুকুরে আপন মুখ, দেখায় যেমন দেখ,
মনের মুকুর মন, নিরখ অন্তরে॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।
হউক আমারে যত, করহ যতন।
তার সাক্ষী দিবানিশি, দহে মোর মন।
তোমার গুণের কথা, অকথ্য কথন।
অনল অন্তরে মোর, সজল নয়ন॥

ঝিঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে, আপন জেনে॥
আর কি সেরূপ ভুলি, প্রেম-তুলি করে তুলি,
হৃদয়ে রেখেছি লিখে, অতি যতনে॥
সবাই বলে আমারে, সে ভুলেছে ভুল তারে,
সেদিনে ভুলিব তারে, যেদিনে লবে শমনে।*

ঝিঝিট—জলদ-তেতালা।

প্রাণ তুমি প্রেমসিন্ধু হয়ে, বিন্দুদানে কৃপণ হলে।
প্রেম পিপাসিত জনে, উপায় কি দেহ বলে॥
মহতের এই গুণ, আশ্রিতে নয় নিদারুণ,
আমি হে আশ্রিত জন, আমারে কেন বঞ্চিলে॥

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

সে কি আমার অযতনের ধন।
মন প্রাণ সুশীতল করে যেই জন॥
তবে যে অপ্রিয় বলি, যখন জ্বালাতে জ্বলি,
নতুবা তার সকলি প্রেমেরি কারণ॥

দরবারী কানাড়া—জলদ তেতালা।

যে যারে ভালবাসে,
সে তারে ভালবাসে না—কে বলে।
তার সাক্ষী চাতকিনী তৃষায় ব্যাকুল,
নীরদ তেমনি তারে, তোষে ধারা জলে॥

দেওগিরী—তেতালা।

দেখ পিরীতের সই দুই গুণ।
দিবাকর নিশাকর, দুইয়ের গুণ যেমন॥
প্রচণ্ড তপনাং, বিরহ করে দাহন।
মিলন শশী স্বরূপ, সুধা করে বরিষণ॥

ঝিঝিট—মধ্যমান।

সে কেন রে করে অপ্রণয়, ও তার উচিত নয়।
জানি আমি তার সনে, কভু ত বিচ্ছেদ নয়॥
কখন কি বলেছি মানে, আজ কি তা আছে মনে,
তা বলে কি মানে মানে, অভিমানে রইতে হয়!
সখি গো আমার হয়ে, বল তারে বুঝাইয়ে,
পিরীতি করিতে গেলে, সুখ দুঃখ সব সয়॥
দিনান্তে প্রাণান্ত হত, একবার যদি দেখা দিত,
তবে কেন অবিরত, হৃদয় মাঝে উদয় হয়। *

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়া।

অনুগত দোষী হলে, তার দোষ নাহি লয়।
মহতেরই এই রীত আপন করিয়ে লয়॥
দেখ মলয়া গিরি, বেষ্টিত ভুজঙ্গ,
গরল সরল হয়, মহতেরি সঙ্গ,
চাঁদে যে কলঙ্ক আছে, ছেড়ে কি উদয় হয়॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

তবে তার কে করে যতন।
বশীভূত হ'ত যদি আপনারি মন॥
প্রথম মিলন কালে, হাতে চন্দ্র এনে দিলে,
প্রেম-ফাঁসি গলে দিয়ে, পলায় সে জন॥

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

প্রাণ কেন এত রোষ কর, অধীনী অবলা পর।
তুমি ধন মন প্রাণ, এই ভাব রাত্রি দিন,
অন্তরে হয় মোর॥
তোমা বিনে থাকি আমি, যেন শূন্যাকার।
দরশনে সচেতন, নিঃসন্দেহ হই তখন,
ভয় নাহি আর॥

---

* এই গানটীর নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র কোনও কোনও পুস্তকে হরিমোহন রায়ের রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ;—

"তারে ভুলিব কেমনে ?
মন প্রাণ সঁপিয়াছি যার চরণে,
আর কি সে রূপ ভুলি, প্রেম তুলি করে তুলি,
হৃদয়ে রেখেছি লিখি, অতি যতনে॥"

* কোনও কোনও সঙ্গীত-পুস্তকে এই গানটী শ্রীধর কথকের রচিত বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়। নিধু বাবু শ্রীধর কথক, উভয়েই প্রায় সমসাময়িক। সুতরাং কাহার রচিত, এখন নিশ্চয় করা কঠিন। তবে বঙ্গবাসী আফিস হইতে সংগৃহীত 'শ্রীধর কথকের' গানের মধ্যে আমরা কিন্তু এই গান পাইলাম না।

দরবারী-কানাড়া—জলদ-তেতালা।

কেন এমন মান করে তারে মন না করি বিচার।
যাহার বদন, বিরস কখন,
দেখি যদি প্রাণ, হয় লো বিদার॥
প্রাণের অধিক যারে, সতত যতন করে,
তারে করি মান, যত দুঃখ প্রাণ,
তুমিও তো জান, বুঝাব কি আর॥

দরবারী-কানাড়া—জলদ-তেতালা।

মন হরণ মন করহ যতন, বলি হে তোমায়।
নিলে এক গুণ, হইবে তো জান,
দিতে দুই গুণ না রবে কথায়॥
সকল ধন অধিক, মন ধন প্রিয় দেখ,
হরিলে সে ধন, এই সে কারণ,
তোমারে নয়ন, ছাড়িতে না চায়॥

কানাড়া—আড়াঠেকা।

এ রসে বিরস কেন, সরস বসন্তে।
মানশর কুহুস্বর, ভেদ কি কৃতান্তে॥
মলয়া সমীর, বহে ধীর ধীর, জ্বলায় জ্বলন্তে।
ফুলবাস, করায় রোষ, মদন দুরন্তে॥
থাকিলে অন্তর, জ্বলিত অন্তর,
কেবা করে শান্তে।
যামিনীর কামিনীর সুখ পায় কান্তে॥

সুরট—কাওয়ালী।

আমি হে তোমার প্রাণ, বুঝিছি মনের মত।
নহে কি সকলাধিক, যতন কর কি এত॥
না দেখিলে জ্বালাতন, দেখিলে হরিষমন,
যেরূপ যতন কর, কথায় কহিব কত॥
মন দিয়ে পেলে মন, হলো ইথে লাভ জ্ঞান,
এমন সুজন সনে, থাকিতে সাধ সতত॥

ভাটিয়ারী—জলদতেতালা।

না বুঝিয়ে প্রাণ, কেন কর এত অভিমান।
তোমার অধিক কারে, করি হে যতন॥
ভুলিয়ে জ্বলে আপনি, শীতল নহে সে জানি।
ঘুচাইয়ে ভ্রম দেখ, মনের সমান প্রাণ॥

বেহাগ—জলদ-তেতালা।

কিসের কারণ বিধুমুখি, করিছ তুমি অরুণ আঁখি,
তোমার বিরসে, আর কোন রসে,
হৃদিপদ্ম হবে বল সুখী॥
তোমার চন্দ্র বদন, আমার চকোর মন,
ইহাতে অরুণ-বরণ নয়ন,
করি কর কেন এত দুঃখী॥

কানাড়া—জলদ-তেতালা।

অনেকের প্রাণ তুমি রে,
এখন আমারে মনে কেন করিবে হে।
প্রথমে না জানি অনেকের প্রাণ,
আমার প্রাণ, মরি হে দেখনা এবে॥
তোমার আছে অনেক, আমার তুমি হে এক,
ইহাতে উচিত যে হয় করিবে।
কি কব আর বাসনা সদয় রবে॥

ভৈরবী—জলদ-তেতালা।

ভ্রমরা রে কেন মিছে, লাজ করিলে কি হবে।
কখন না হয় মনে, স্বভাব ত্যজিবে॥
অনেকের প্রাণ তুমি, দুখ কি বুঝিবে।
হইলে আমার মত, জানিতে হে তবে॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

আপনার মত বিনে সুখী কে কোথায়।
মন মত হলে চিত, সুখ হয় কত মত,
বলা নাহি যায়॥
যে যার আপন হয়, সে হয় তাহার;
ভিন্নভাবে ভাব কোথা হয়েছে কাহার;
স্বভাবে স্বভাব ভাব, সকলের এই রব,
সন্দেহ কি তায়॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

অনর্থ চিন্তার্ণবে ডুবিলে।
পরেরে আপন ভাবি, পরাণ সঁপিলে॥
নিত্য নিত্য করি মনে, মিলিব তাহার সনে,
নিকটেরে দূর বোধ, কাহারে করিলে॥

বাহাঁয়া—ঠুংরী।

পিরীতের দুখ ভ্রম জ্ঞান সুখময়।
যাহার যেমম মন, তাহার ফল তেমন,
হয় হে উদয়॥
প্রেম করি দুই জ্ঞান, থাকে যতদিন,
কখন সমুহ সুখী, কখন দু-দিন,
এক জ্ঞান হলে চিত, দুখ হয় কদাচিত
সুখ অতিশয়॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

মানেতে মনকে মিছে, দহন করিছ (প্রাণ)।
না দেখে কমলমুখী, অলির কমল আঁখি,
কমল জীবন মন, তাহা তো শুনেছ (প্রাণ)॥
যাহার যেবা স্বভাব, তার কি হয় অভাব,
বৃথায় ভাবিছ।
অন্য অন্য ফুলগণ, বলয়ে অলি রাজন,
সে অলি কমলাধীন, তুমি ত জেনেছ (প্রাণ)॥

বেহাগ—জলদ-তেতালা।

অনেক দিবস পর মিলন হইল।
বিরহ-বিষ-অনল, ছিল অধিক প্রবল,
তাহা যে শীতল হবে মনেতে না ছিল॥
মিলন আশয়ে প্রাণ, ছিল যেঞি তেঁই প্রাণ,
তোমারে পাইল।
কত সুখ হলো লাভ, কথায় কত কহিব,
আনন্দসাগরে মন, নয়ন সজল॥

বেহাগ—জলদ-তেতালা।

তারে বারণ কর সই, আসিতে এখানে
এমন সময়।
যদি কোন জন, কহে কুবচন,
জ্বলিবে জ্বলিব তায়॥
উভয়ের ভয় যায়, সে সময় আসিতে হয়,
আমার এমত হউক সম্মত,
ভয়েরো কি থাকে ভয়॥

বেহাগ—জলদতেতালা।

সখি কোথা পাব তারে, যারে প্রাণ সঁপিলেম।
যাহার কারণে আমি, কলঙ্কী হইলেম॥
পরাণ কেমন করে, রহিতে না পারি ঘরে,
সুখ-আশে দুখ-নীরে, এবে যে ডুবিলেম॥
আগেতে না জানি এত, এমন করিবে নাথ,
জানিলে কি করি প্রীত, না জেনে মজিলেম।

বেহাগ—জলদ-তেতালা।

অধীনী জনে প্রাণনাথ, নিদয় হয়ে,
ছিলে হে কেমনে।
ও বিধুবদন না হেরিয়ে প্রাণ,
জ্বলিত জীবন সঘনে॥
শয়ন স্বপনে প্রাণ, কখন কি চিতে;
অধীনী বলিয়ে মনে, নাহি কি করিতে॥
একাকিনী নারী, থাকে কেমন করি,
নিবারি দুরন্ত মদনে॥
এতদিন পর মোরে পড়েছে মনে,
তেঞি প্রাণনাথ বুঝি এসেছ এখানে,
ছিল হে জীবন, শুভ দরশন,
হইল নাথ তব সনে॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

পিরীতি কখন পারে কি প্রাণ করিতে গোপন।
মুদিত কমল, দেখিলে কেবল,
যখন উদয় অরুণ॥
তিমির আলয় দীপ, দেখায় দেখ কিরূপ,
তিমির কখন, উজ্জ্বলে বারণ,
করয়ে কে জান, বলনা এখন॥

বেহাগ—জলদ-তেতালা।

সে জানে না, আমার মন, যেমন তার তরে।
জানিয়ে বুঝনা কেন, বিচ্ছেদের হুতাশন,
দহন করিবে মোরে॥
তারে জেনে এই হলো, নয়ন সদা সজল,
কহিব কারে।
যারে কর সেই জন, সুখ-দুঃখের কারণ,
সে বিনে সুখী কে করে॥

ঝিঁঝিট—ঢিমেতেতালা।

আমার মনের দুঃখ, আমি কারে কহিব।
ইহার উপায় কি, বিষ খাইব।
কি মকরপুরে গিয়ে শীতল হইব॥

বেহাগ—জলদতেতালা।

ওষ্ঠাগত প্রাণনাথ, না দেখে তোমারে।
স্বস্থানে যাবে কি বাহির হইবে,
বল না আমারে॥
অধীনে সদয়, হলে ক্ষতি হয়, বুঝেছ অন্তরে।
ইহাতে কেমনে প্রবোধিবে মনে,
থাকি কি প্রকারে॥
অনুকূল বিধি, যদি প্রাণ নিধি,
দিলে হে আমারে।
করিতে যতন, সংশয় জীবন, বলিব কাহারে॥

বেহাগ—একতালা।

নিত্য নিত্য করি মনে, বলি খেদের কারণ,
তারে আর সাধিব না।
প্রভাত হইলে পুনঃ, কেমনে কর়য়ে প্রাণ,
আর সে ভাব থাকে না॥
হইয়ে আপন মন, হইল তার অধীন,
কি করি বল না।
ইহাতে উপায় আর, থাকিলে দেখ আমার,
না হতো এত যাতনা॥

পরজ—আড়াঠেকা।

শুন সই মোর মন মজিল এখন কি করি।
পশ্চিমে অরুণোদয় হলে পাসরিতে নারি।
কুল শীল অভিমান, ত্যজিয়ে হলেম অধীন,
লোকের কথাতে, পারি কি ত্যজিতে,
ত্যজিলে তখনি মরি॥

পরজ—আড়াঠেকা।

পড়িলাম আমি তাহার নয়ন-জলেতে।
কেশ শেষ ফাঁসি তাহে, দিয়েছে গলেতে॥
যদি প্রাণপণ করি, চাহি পলাইতে।
যাইতে না দেয় তার, ঈষদ্ হাসিতে॥

পরজ—জলদতেতালা।

দেখিবে আপনমত আপন জনে। (প্রাণ)
না বুঝিলে তব মত, মতাধীন হবে কেনে॥
দৈবের ঘটনা যাহা, বল কে খণ্ডিবে তাহা,
কমলে কণ্টক আছে, মধুকর তা কি মানে॥

পরজ—জলদতেতালা।

কেন লো প্রাণ নয়নে অরুণ উদয়।
তপন সবারে দহে, না দহে কমলে,
তব আঁখি রবি হৃদিকমলে জ্বলায়॥
তব কেশ ঘন ঘন, শীতল করিত মন,
এখন তা নয়।
আজ্ ফণিময় হেরি, কাতর পরাণ,
নিকট না হতে পারি, দংশে পাছে ভয়॥

পরজ—জলদতেতালা।

কেমনে রে প্রাণ বুঝাব, যেমন আমার মন।
জেনে যদি না জানিবে, কে জানিতে পারে,
বিষম হইল মোরে, করি কি এখন॥
মোর মনে নিরন্তর, প্রাণ তুমি বাস কর,
না জান কেমন।
মন জ্বলয়ে যখন, তুমি নাহি জ্বল,
জ্বলিলে বুঝিতে তবে, আমি হই যেমন॥

পরজ—জলদতেতালা।

কখন রে প্রাণ ভাবনা, আমি তোমার।
হৃদয়-সরোজাসনে, করিয়ে যতন,
তোমারে রেখেছি প্রাণ, দেখি নিরন্তর,
দেখিতে দেখিতে দেখ, অনিমিখ হয় আঁখি,
সুখ হে অপার।
পিরীতে মান মিশ্রিত, জানহ তাহাতো,
সে মান উদয় হলে, উভয়ে কাতর॥

ললিত—আড়াঠেকা।

দেখিতে দেখিতে কোথা, লুকাইল ওলো সখি।
আঁখি পালটীতে পুনঃ, তারে আর নাহি দেখি॥
ক্ষণে দরশনে আঁখি, কদাচিত হয় সুখী,
তৃষা অতিশয় হয়, মনে বুঝে দেখ দেখি॥

পরজ—জলদতেতালা।

আমারে কিছু বলো না সই.
মন মোর তার বশ হলো।
লোকলাজ কুলভয়, কোথায়ে রহিল ॥
পিরীতি সুখের নিধি, অনুকূল দিলে বিধি.
এ যতনে যায় প্রাণ সেই বরং ভাল ॥

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—জলদতেতালা।

এত দিনে মন বশ হইল নয়ন।
তার সে রূপ হৃদয়ে. করেছে ধ্যান ॥
বাহ্যে অদর্শনে দুখী, নহে কদাচন।
সদা মনযোগে তায়, করি দরশন ॥

পরজ—জলদ তেতালা।

এমন করোনা প্রাণ, অধীনী জনের সহ।
নিতান্ত সে হল তব, তারে মিছে কেন দহ ॥
অধীনে সদয় থাক, নিদয় হইলে দুখ,
এ দুখ মোচন করে, কোন জন আছে কেহ ॥

পরজ—জলদতেতালা।

দেখিতে দেখিতে তোরে, অনিমিখ হয় আঁখি।
বুঝাতে না পারি দেখ, হই আমি কত সুখী ॥
ভাবনা-রহিত মন, আমার হয় তখন.
মনপুরে মহানন্দ, আর কিছু নাহি দেখি ॥

পাহাড়ী-ঝিঁঝিট—তেতালা।

রীতে রীতে চিতে চিতে, মিলিলে সে সুখ হয়।
সুরীতে কুরীতে মিত্র হয়েছে কোথায় ॥
স্বভাবে অভাব ভাব, ভাব দেখি সে কি ভাব,
ছাগে বাঘে সতাসতে কিসের প্রণয় ॥

পরজ—জলদ তেতালা।

কেতকী এত কি প্রেয়সী তব মধুকর।
নলিনী নিরাশ্রয়ে দহে নিরন্তর ॥
নাম তব রসরাজ, রাজার উচিত কাজ,
এই তোমার, অন্তরে আপন জ্ঞান,
আপন অন্তর ॥

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

বুঝিলাম এখন মনে, দুখিনী জনে,
নিধি লাভ হবে কেনে। (সই)
সতত রাখিয়াছিলাম নয়নে নয়নে।
তথাপি সে লুকাইল করমের গুণে।
হৃদয়ে তাহার রূপ, হেরি লো মননে।
সুস্থির কি হয় প্রাণ. চাক্ষুষ বিহনে।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মনের বাসনা সই, সেই সে জানে।
কাহারে কহিব আর কেহ নাহি জানে ॥
আপন নয়ন হয়ে. প্রবোধ না মানে,
বিরহ অনল অতি, বাড়য়ে রোদনে।
অনল শীতল হয়, তার দরশনে।
সেই নয়নের নীরে সময়ের গুণে।

পাহাড়ী-ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা।

বারে বারে এবারে, আর আমি তারে
সাধিব না। (সই)
কতবার মনে করি, মনেতে থাকে না ॥
এতদিনে না বুঝিলেম তাহার মন্ত্রণা।
সে কি আমার হইবে, করিলে সাধনা ॥

পাহাড়ী-ঝিঁঝিট—জলদ-তেতালা।

মনেতে বুঝিয়া দেখ, না দেখিলে তব মুখ.
রহা যাবে কেন। (প্রাণ)
দেখনা কান্দিতে হয়, হলে অদর্শন ॥
দরশনে পুলকিত প্রফুল্ল বদন,
সকল রতন হতে, মন অতি ধন।
সে ধন তোমার কাছে তুমিও তা জান ॥

পাহাড়ী-ঝিঁঝিট—জলদ-তেতালা।

নয়নের বাণ, কে বলিলে প্রাণ, দেখ নলিনীদল
বলিতে পারিবে বটে, স্বভাব অনল ॥
তেজেতে উৎপত্তি যার, দাহিকা শক্তি তাহার,
তপনের সখী বলে অধিক প্রবল ॥
আর অপরূপ গুণ, কেহ জান কি না জান,
কটাক্ষে বিরহানল করয়ে শীতল ॥

পাহাড়ী-ঝিঁঝিট—তেতালা।

ঐ যায় সই, ডাকনা উহারে, মোর প্রাণ যায়।
মানেতে বহেছি কত, ফিরে নাহি চায়॥
কেনবা করিলাম মান, এখন যে যায় প্রাণ,
রতন যতন বিনে, থাকে কি কোথায়॥

কালাংড়া- জলদ- তেতালা।

জানি তুমি প্রাণনিধি। (হে)
বিরস দেখিলে মুখ কতমত সাধি॥
সতত বাসনা মোর, কখন হয়না অন্তর,
অন্তরে হলে অন্তর, কেমনে প্রবোধি॥

ঝিঁঝিট—জলদ-তেতালা।

বিধি দিলে যদি বিরহ-যাতনা।
প্রেম গেল কেন প্রাণ গেল না॥
হইয়ে বহিয়ে গেছে, প্রেম ফুরাইয়েছে,
রহিল কেবল প্রেমেরি নিশানা॥

শ্যাম—জলদ তেতালা।

কেমনে এলে অলিরাজ, এলে ত্যজিয়ে কেতকিনী
হইবে অনেক সুখ, মনেতে বুঝিয়ে
বুঝি প্রাণ, সঁপিলে তাহারে ওরে,
রোদিত কমলিনী সব ফুলে সমভাব,
তোমার বিচারে যদি প্রাণ।
বৃথায় নলিনী ভাবে, আপনি সোহাগিনী॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

তাই কি মনে করে, মানভরে অভিমানে আছ।
জ্বালিয়ে বিরহানল, দাহন হতেছ॥
যে দুঃখে পীরিত হয়, সকলি কি মনে রয়,
তাহলে কি বিচ্ছেদ হয় কার মুখে শুনেছ॥

পুরবী—জলদ তেতালা।

নিশা অবসানে আসি, রসরাজ বিরস কেনে।
আছি যতক্ষণ, হরিষ বদন, দেখিতে বাসনা মনে॥
সময়ে না এলে প্রাণ, অসময়ে আগমন,
তোমার কি দোষ, অনেকের বশ,
সহিল আমার প্রাণে॥

পুরবী—ঢিমে তেতালা।

চল সখি যাই যমুনাতীরে,
ঘনবরণ ঘন উদয় মনেতে।
না দেখি নয়ন, করিছে রোদন,
কি করে এখন, লোক লাজেতে॥
অজ্ঞান-কলঙ্ক যার, দেখিলে কি থাকে তার,
লোক-কলঙ্কেতে, কি করে তাহাতে,
মন যে সঁপিলে, সেই রূপেতে॥

পুরবী—ঢিমে তেতালা।

ঘনঘন ঘনবরণ ধ্যানে, মম মনের তম
রহিল দূরেতে।
আর অন্য রূপে, মজিব কিরূপে,
মজেছি স্বরূপে, সেই রূপেতে॥
দেখিতে বরণ কাল, অন্তর করয়ে আল,
ঘুচাইয়ে ভ্রমে, কেহ ক্রমে ক্রমে,
মজে তাব প্রেমে, পারে বুঝিতে॥

পুরবী—জলদ-তেতালা।

কি সুখ পিরীতে শুন, প্রাণ সই,
না হলে মিলন।
সে জন আমারে, না হেরে যাহারে,
সতত করি যতন॥
তৃষিত চাতকী যেন, আশায়ে প্রাণ ধারণ,
তেমতি তাহারে, ভাবি হে অন্তরে,
তথাপি না রাখে মান॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

পিরীতি তোমার সনে, রহিল মনে।
কখন না পাসরিব, তোমায় জীবন মরণে॥
কি জানি কি গুণে প্রাণ, বান্ধিয়াছ মম মন,
থাকিবে যে চিরদিন, সদা রাখিব যতনে॥

পুরবী—জলদ-তেতালা।

সেই সোহাগিনী লো, যারে প্রিয় সতত চাহে।
দুঃখিত কখন, নহে সেই জন, না বিরহে দহে॥
মদন দাহন তারে, করিতে নাহিক পারে,
সুখের সাগরে, সদা বিহরে, না যাতনা সহে॥

পূরবী—জলদ তেতালা।

যতনে যে ধন সদা, করে উপার্জ্জন।
কে কোথা দুঃখেতে ত্যজে, না দেখি কখন॥
অনেক যতনে ফণী, মণিরে পাইয়ে,
শিরেতে ধারণ করে মনে নিরখিয়ে,
বিহনে এমন ধন, বাঁচে কি জীবন॥

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

কুমলিনী অধীনী তোমার শুন অলিরাজ।
সদায় তোমারে, ভাবি হে অন্তরে,
এই মোর কাজ॥
সদয় থাকহে নাথ, এই হয় মম মত,
নিদয় কখন, হয়োনা হে প্রাণ,
সুখেতে বিরাজ॥

বারোঁয়া—ঠুংরী।

আগে তারে দিওনা রে মন।
পরে জানিবে—পর যে কেমন॥
সখি সে নহে আপন।
সে শঠের শিরোমণি, আমি তারে ভাল জানি,
শঠের পিরীতি যেমন জলের লিখন॥

বাহার—জলদ্ তেতালা।

বিরস ত্যজিয়ে ওলো, হরিষে হাসনা।
গলিত কেশ নীরদ, তাহার আড়েতে চাঁদ,
লুকায়ে কেন বল না॥
ত্যজনা বিষম বেশ, করহ স্বভাব বেশ।
ঈষদ্ হাসিয়ে প্রিয়ে, অভিমান বিনাশিয়ে,
প্রাণ সরসে মজ না॥

বেহাগ—জলদ-তেতালা।

আমারে কি তার আছয়ে মনে।
মনেতে করিত যদি, তবে কি মরি হে কাঁদি,
নিরখিয়ে থাকি পথপানে॥
তাহারে না দেখে, প্রাণ যেমন করে,
এ কথা কে বুঝিবে কহিব কারে,
কিবা রাত্রি দিন, তার প্রতি মন,
আমি যে কাতর সে কি জানে॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আর কি প্রাণনাথ যাইতে পারে লো সখি।
বান্ধিয়াছি প্রেমডোরে, রক্ষক তায় আঁখি॥
হৃদি-সরোজ-ভিতরে, লুকায়ে রেখিছি তারে,
বাহির কি করি আর, বুঝে দেখ দেখি॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কহিও সই এই বিবরণ মোর, প্রাণনাথে।
নয়নের বশ আমি, করি কি ইহাতে॥
নয়নের বশ তুমি, নহ কদাচিতে।
বশ হলে তবে কেন, হইবে কান্দিতে॥
ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়, তোমারে দেখিতে।
গেলে কি হইবে ভাল, হয় কি মতেতে॥

বেহাগ—জলদতেতালা।

নয়ন প্রবোধ মানে কি প্রাণ, না দেখে তোমা
একেতো নয়ন, তাহাতে শ্রবণ,
অমিয় বচন, চাহে শুনিবারে॥
রসনা রসের আশ, পরশ চাহে পরশ,
নাসিকা সুবাস, সদা অভিলাষ,
বলিলেম বিশেষ, বুঝনা বিচারে॥

বেহাগ—জলদতেতালা।

তুমি মোরে ভুলিলে ভ্রমরা রে
কি রসে মজিয়ে।
বিরহ আগুণ, দিয়ে এই ধন,
রয়েছে প্রাণ প্রবোধিয়ে॥
নানা ফুলবনে ভ্রম, সকলের সনে প্রেম,
নলিনী নীরেতে, তাহারে দেখিতে,
কদাচ মনে নাহি হয়ে॥

বেহাগ ঢিমেতেতালা।

আমি কি তোমার কেনা কেনা।
এই জনরব, ঘরে ঘরে সব,
করিছে কে না॥
এ রবে নীরব আমি, মনে বুঝে দেখ তুমি,
তুমি যদি জান কেনা, আমার নাহি ভাবনা,
বলিছে কি না॥

ভৈরবী - কাওয়ালী।
এই কি মনে প্রাণ করিয়াছিলে,
জ্বালাবে বিরহানলে।
সাধের পিরীত, তোমার সহিত,
করিয়ে ভাসি, নয়ন-সলিলে॥
নয়ন-নিকটে রাখি, সাধ দিবানিশি দেখি,
নয়ন অন্তর, থাকি নিরন্তর,
তোমার মতে বিচার করিলে॥

বেহাগ—জলদতেতালা।
বিরহ যাতনা, শুন রে সজনি, সহে না। (আর)
ান অতি চঞ্চল, নয়ন সজল,
তথাপি অনল নিবে না॥
ইসে কবে মিলন, হেরিব বিধুবদন,
ঘুচিবে যন্ত্রণা।
দয় হইবে সুখ, রবে না অসুখ,
একি হবে পূরিবে বাসনা॥

বেহাগ—জলদতেতালা।
িরীতি করি প্রাণ, এই লাভ হলো আমার।
দেখাইয়ে সুখ মুখ, দিলে দুঃখভার॥
অবলা সরলা আগে, না করি বিচার।
মজিল দেখ বিনয়-ছলেতে তোমার॥

বেহাগ—জলদতেতালা।
আইলে হে অধীনী জন সদনে।
তোমার বিরহে প্রাণ, আছে কিনা আছে প্রাণ,
এই বুঝি দেখিবারে হয়েছে মনে॥
মনের মানস বিধি, পূরাইবে পাব নিধি,
হলো এতদিনে।
াগ্যগুণে যদি পুন, হইল সুখ মিলন,
িচ্ছেদ না হয় যেন, সাধ এক্ষণে॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।
চন্দ্রাননে কি শোভা, কমল নয়ন।
ভুরু ভৃঙ্গ ভঙ্গি করি, করে মধুপান॥
কেশ বেশ কি তাহার, কিবা নীরদ আকার,
মন শিখী তাহা দেখি, হরিবে অজ্ঞান।
শ্রবণে শোভে কুণ্ডল, চমকে অতি চঞ্চল,
কিরণ ঝলকে তায়, দামিনী সমান॥

বেহাগ—জলদতেতালা।
গঞ্জনে নিরঞ্জন, হয়েছে নয়নে।
সেই নীর হার হতো, যদি হিংসা না করিত
কোন জনে॥
করিতে প্রেম ভঞ্জন, আছে কত শত জন,
ত্যজিতে অসত জন, বলে বিনে প্রয়োজন
প্রিয় জনে॥

সর্ফর্দা—আড়া।
কোথারে চলিলে হে প্রাণ, মম মানভরে।
দুঃখের উপরে সুখ, দুখ দিয়ে মোরে॥
যদি অনেক দিনান্তে, পাইলাম প্রাণকান্তে,
প্রাণ গেলে নাহি কয়, বল না কে কারে॥
আপন ভাবিয়ে নাথ, অভিমানে কহি কত,
ইথে এত বিপরীত, ভাবিলে অন্তরে॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।
তোমারে কে জানে প্রাণ,
যে জানে সেই সে সুখী।
তোমারে জানিতে, সাধ যায় চিতে,
কদাচিতে নহে সে দুঃখী॥
তোমারে যে নাহি জানে,
তারে কেহ নাহি জানে,
জেনেছে যে জন, ভুলিতে কখন,
সে কি পারে নাহিক দেখি॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।
অহঙ্কার কারোপর, করিব কে সহে।
যে করিল সোহাগিনী,
সেই বিনে আর কেহ নহে॥
আপন নহে যে জন, তারে কিবা প্রয়োজন,
সেই জন প্রিয় জন, সুখে সুখী দুঃখে দহে॥

বেহাগ—জলদতেতালা।
কি সন্দেহ কর প্রাণ, নিঃসন্দেহ রহ।
আর কাহারোপর আমার নাহি মোহ॥

মোহয়ে করিয়ে দূর, নির্মোহী নাম মোর,
দয়ার অধিক দয়া, তোমারে বুঝে লহ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

কথন যামিনী কামিনীমুখ চাহি কি রহে।
আমার যে মন, তোমার কারণ,
পথ চাহি পরাণ দহে॥
যামিনী থাকিতে কেন আসিতে সে দিবে প্রাণ,
তুমি জান ভাল, আমারে সকল
দুখ সহে. তারে না সহে॥

মূলতান—আড়াঠেকা।

নয়ননীরে কি নিবে মনের অনল।
সাগরে প্রবেশি যদি, না হয় শীতল॥
তৃষায় চাতকী মরে, অন্য বারি নাহি হেরে,
ধারাজল বিনে তার, সকলি বিফল॥
যবে তারে হেরি সখি, হরিষে বরিষে আঁখি,
সেই নীরে নিবে জানি, অনল প্রবল॥

মূলতানী—ঢিমেতেতালা।

বোধ না হইলে ভ্রম, ঘুচিবে কেমনে।
করিছ ক্রোধ অবোধ অবলা-বচনে॥
বারণে অজ্ঞানে ভেদ, না হয় কখনে।
অঙ্কুশে উচিত হয়, সূচিত দুজনে॥

মূলতানী—ঢিমেতেতালা।

অনেকের প্রাণ হে তুমি মধুকর।
কেমনে বলিব তুমি, কেবল আমার॥
আর কি বলিব প্রাণ, শরীর তোমার।
রাখিতে তোমার আছে, না রাখ তোমার॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

তুমি কি রাজা হলে প্রাণ, আমার দেশেতে।
তব মতে মত কেন, হয় হে করিতে॥
ভুলে যদি কর ক্রোধ,করিতে হয় অনুরোধ,
হইয়ে কাতর আর, হয় হে সাধিতে॥
খেদ উপজিলে মনে, হেরি না হে নয়নে,
দেখিলে নয়ন মন, ভাসয়ে সুখেতে॥

মূলতানী—ঢিমেতেতালা।

নিদয় ঋতুরাজন বিরহী জনে।
দেশ ত্যাগিলে সুখ নাহি কাননে॥
অন্য অন্য রাজা যত, সকলের এইমত,
পলাতকে নাহি দেয়, দুখ কখনে।
এ রাজার দূতগণ, একে এক শত জন,
মলয়া কোকিল ফুল, বান্ধে তিনগুণে॥

মূলতান—একতালা।

তুমি কি আমার মনের বাসনা জানন।
দিবানিশি তোমা বিনে, করি কি আর সাধনা॥
কে দিলে শিখায়ে প্রাণ এমন মন্ত্রণা।
নিতান্ত অধীনী জনে, দিতে কি হয় যন্ত্রণা॥

বেহাগ—জলদতেতালা।

আমি কি তোমার স্ববশ কখন রে প্রাণ।
তবে যে বিরস দেখ, দুখে উপজয়ে মান॥
তোমার অলির রীতি, একই সমান।
আমার ঐ রীতি হলে, করিতে সুরীতি জ্ঞান॥

কালাংড়া—জলদতেতালা।

একের দুখ আরে বুঝিবে কেন। (প্রাণ)
আপনার বশ যদি, না হলো আপন মন॥
সাধ্য সাধকতা জ্ঞান আছে যতদিন।
দুই জ্ঞানে সুখ দুখ হয় হে নিতান্ত যেন॥

সরফর্দা—জলদতেতালা।

হৃদয়নিবাসী জনে, না হের নয়নে প্রাণ।
চঞ্চল চিত্ত কারণ,
যাহার তরে উচিত হয় অনুচিত মান॥
যে যারে আশ্রয় দেয়,
সে তার সকলি সয়, এইত বিধান।
আশ্রিত নির্দ্দোষ, তার প্রতি রোষ,
এ কোন্ পৌরুষ, বল কর কি প্রমাণ॥

সরফর্দা—জলদতেতালা।

রাগে অনুরাগ নাহি রহে রে।
বিরাগ সুখের লাগি, করি প্রাণ দহে রে॥

মান উপজিলে মনে, মরণের ভয় ;
না থাকয়ে অনুচিত, কহিবারে হয় ;
যে হয় আপন জন, সেই সে তা সহে রে ॥

ভৈরবী—জলদতেতালা।

দেখনা লো সই এমন সুদিন।
ডাকিছে কোকিল, মত্ত অলিকুল,
বিকসিত ফুল, মলয়া পবন ॥
মিলন শশী উদিত, বিচ্ছেদ তপন গত,
সুখী হৃদি পদ্মানন।
সহ প্রাণকান্ত, যামিনীর কান্ত,
হলো উপনীত, বসন্ত রাজন ॥

বাগেশ্রী—জলদতেতালা।

এমন কল্যাণ কর বিধি,
প্রাণনিধি না হয় নিদয়।
দিবানিশি এই অভিলাষ, থাকে সে সদয় ॥
কত মত যতনেতে, রতন পেলেম হাতে.
অতএব শুন নয়নের অন্তর না হয় ॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

তবে প্রেমে কি সুখ হ'ত।
আমি যারে ভালবাসি, সে যদি ভালবাসিত ॥
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টক হীনে,
ফুল ফুটিত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত।
প্রেমসাগরের জল, তবে হইত শীতল,
বিচ্ছেদ-বাড়বানল, যদি তাহে না থাকিত ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

শুন হে কহি, এই আমি চাহি,
বলো না কাহারে।
আমার পরাণ, করিয়ে হরণ,
রাখিয়াছ প্রাণ, নয়ন ভিতরে ॥
যে যারে নয়নে রাখে, সে তারে সতত দেখে,
সন্দেহ ইহাতে, নাহি কদাচিতে,
বুঝ না মনেতে, কি কব তোমারে ॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

কি করিব রে মন মোর বশ নহে।
যাবৎ তাহারে হেরিলাম, হারাইলাম লাজভয়,
বিরহে শেষে দহে ॥
জানি তোরে যা যারে, যাহারে প্রাণ সঁপিলে।
সকল রজনী কামিনী বাসে,
রঙ্গরসে ভোর করিলে ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেমন করি মোরে, ভুলি রহিলে একেবারে।
তুমি কি তা নাহি জান, যেমন আমার মন,
তোমার তরে ॥
দিবানিশি ভাসি আমি, নয়নের নীরে।
তুমি নাহি মনে কর, আমি হে অতি কাতর,
বিরহ-শরে ॥

রামকেলী ললিত—জলদ তেতালা।

আর কার নহি প্রাণ, তোরি রে।
তিলেক না হেরি যদি, বোধ হয় মরিরে ॥
কিরূপ আমারে তুমি, ভেবো না কখন ;
স্বরূপে এই জানিবে, তব বশ মন ;
আর কিসে হবে সুখী, বলনা তা করি রে ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

তোমার বিরহ সয়ে, বাঁচি যদি দেখা হবে।
হেন জ্ঞান হয় প্রিয়ে, এ দেহে প্রাণ
আর না রহিবে ॥
আমি মাত্র এই চাই, মরি তাহে ক্ষতি নাই,
তুমি আমার সুখে থাক, এ দেহে সকলি সবে *

বেহাগ-ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

তুমি তার তরে হলে, সুধামুখি পাগলিনী।
সেই ধ্যান জ্ঞান, তার গুণ জ্ঞান, দিবস রজনী ॥

---

* এই গানটি প্রসিদ্ধ জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিকের রচিত, বলিয়া কোনও কোনও পুস্তকে দেখা যায়। তাহার তৃতীয় চরণে অতিরিক্ত এই দুইটী ছত্র আছে :—

"কারণ প্রলয় জ্ঞান, পলকে বিনাশত প্রাণ,
অবশ্য অন্তর হলে প্রণয় হইবে তবে।"

অন্য অন্য বিষয়েতে, থাক তুমি অন্য চিতে,
তাহার প্রসঙ্গ হলে, নানারঙ্গ কুরঙ্গনয়নী ॥

সঙ্করাভরণ—তাল হরি।
যে দিকে চাই, সেই দিকে পাই,
দেখিতে তোমারে।
কি জানি কি গুণে, ভুলালে নয়নে,
তোমার বিহনে, না দেখি কাহারে ॥
যখন থাকি শয়নে, তোমারে দেখি স্বপনে,
পুনঃ জাগরণে, নয়নে নয়নে,
থাকি সেই মনে, কি হলো আমারে ॥

ভৈরবী—জলদতেতালা।
হউক মেনে সই কহিও নিদয়ে,
সদয় হওনে কি ক্ষতি।
দেখ চাতকিনী তৃষায়ে ব্যাকুল নবঘন প্রতি ॥
চকোরী সুধার তরে, দেখ অভিলাষ করে,
বিধু কি বঞ্চনা করয়ে তাহারে, হয় কি এমতি ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।
মানিনী মানেতে রহিলে তুমি,
প্রাণ চলিল তব মান মোচন।
মানের যতন, অধিক রতন,
হয়েছে বুঝি এখন ॥
কি হইবে মান গেলে, এখন নাহি বুঝিলে,
তব দুখে দুখি, শুন ওলো সখি,
তেঁই সে বলি এমন ॥

বেহাগ ঝিঁঝিট—তাল হরি।
সকল রতন, অধিক যে মন, (সই),
যতনে আমি দিলাম যাহারে।
বিহনে সে জন, আর প্রিয় জন,
বলিব বল কাহারে ॥
ইহার অধিক হিত, হইবার যার মত,
অবুঝ বুঝিবে তাহারে।
যাহার কারণ, তৃষিত নয়ন,
অন্তর দহে অন্তরে ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।
অনেকের প্রিয় সে, আমারে প্রিয় বলিবে কেন
এমন বাসনা, কেবল যন্ত্রণা, সদা জ্বালাতন ॥
নয়ন-নীরেতে ভাসি, ভাবি তারে দিবানিশি।
আমার এ কাজ, সে তো অলিরাজ,
তার কি এখন ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।
মনে করি বারে বারে, নাহিক হেরিব তারে,
তার সনে আলাপের, নাহি কোন গুণ ॥
হেরিলে সে ভাব আর, না থাকে অন্তরে মোর,
পুলক নয়ন রসনা, কহিতে চায় শুনিতে শ্রবণ
মম হৃদি কম্প হয়, মনেতে কত উদয়,
না যায় কহনে, যদি কোন কথা কয়,
উত্তর না করি তায়, উপজয়ে মান,
নয়ন অন্তরে হয় করিতে রোদন ॥

মুলতান—আড়াঠেকা।
নয়নেরে দোষ কেন,
মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নেরে দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে, না হলে মন-মিলন ॥
আঁখিতে যে যত হেরে সকলই কি মনে ধরে,
সেই যাকে মনে করে, সেই তার মনোরঞ্জন ॥

মুলতানী—জলদ্-তেতালা।
পিরীতের গুণ কি কহিব তোমারে।
শুনিলে বিস্ময় হয়, শরীর সিহরে ॥
প্রেমডোরে বদ্ধ জন, ভ্রময়ে অন্তরে।
এ গুণ যে বাঞ্ছা নহে, নহে সে অন্তরে।

বেহাগ—জলদ্-তেতালা।
তাহার কারণে কেন, দহে মোর মন।
বৈরূপ তাহারে আমি, করি হে যতন ॥
সতত চাতুরী সখি, করে সেই জন।
সে বরং ছিল ভাল, নাহিক মিলন,
মিলয়ে এই সে হলো, সদা জ্বালাতন ॥

কালা ড়া—জলদ্‌তেতালা।

মৃগনয়নি তুমি ভাবিতেছ কেন এত।
প্রফুল্লবদনি তুমি, আজি কেন বিষাদিত॥
হেরিলে তোমার মুখ, বিদরে আমার বুক,
বাঁচাও জীবনওতো, হয়ে প্রাণ হরষিত॥

মুলতান—জলদতেতালা।

আমি ত তাহার সই, সে জানে আমার মন।
অযতনে কে কোথায়, কারে সঁপে প্রাণ॥
মন রাখিবারে মন, করে এক মন,
মনেতে মনেতে তবে, হয়লো মিলন॥

মলতান—জলদতেতালা।

অরুণ বরণ আঁখি, বিধুমুখি কেন।
এরূপ তোমার, হেরিয়ে চকোর, করিছে রোদন॥
এলায়েছে কেশ-ঘন, বহে নিশ্বাস-পবন,
বাক্য-সুধা দান, করিয়ে এখন, বাঁচাও জীবন॥

মুলতানী—আড়াঠেকা।

ও বিধুবদনি ধনি হেরনা নয়নে। (ওলো)
বধিলে কি লাভ তব, অনুগত জনে॥
অনায়াসে চকোরে তুষিতে সুধাদানে।
আজু শশী মান-মেঘ, কিসের কারণে॥

সুরট—জলদতেতালা।

মিলন কি সুখময়, হৃদয়ে উদয় হল।
ধরিয়ে দুঃখের হাত, বিচ্ছেদ চলিল॥
পিরীতের যত সুখ, মনে মনে বুঝে দেখ,
অপার অতুল হয়, প্রেম রস ফল॥

মুলতান—জলদ-তেতালা।

আমার মন তোমার কারণ যেমন,
প্রাণ সেই জন জনে।
দিবানিশি থাকি আমি, তোমার ধেয়ানে॥
তুমি তাহা নাহি জান, এই খেদ মনে,
মনের আকার যদি, না বুঝ বচনে,
আর কি সদৃশ আছে, বুঝাব সে গুণে॥

সুরট—জলদ-তেতালা।

প্রেম মোর অতি প্রিয় হে,
তুমি আমারে ত্যজো না।
যদি রাত্রিদিন, কর জ্বালাতন, ভাল সে যাতনা॥
সমূহ যাহার গুণ, কিঞ্চিৎ অগুণ
কি দোষ বলিব তার, কিবা অপগুণ,
তব গুণ-কথা, কহিতে সর্ব্বথা, হতেছে বাসনা॥
অন্য অন্য চিন্তা যত, আমার আছিল,
তব হুতাশনে তারা, সব দাহ হল,
ইহার অধিক, আর কিবা সুখ, মনেতে বুঝনা॥

সুরট—জলদ-তেতালা।

সে কি না জানে সই মনের বাসনা।
জানিয়ে দেখনা মোরে মনে নাহি করে,
সদা দিতেছে যাতনা॥
আমার মত এমন, আছে তার কত জন,
কে করে গণনা।
আমি মরি তার তরে, সে ত নাহি হেরে,
তবু মন তো মানে না॥

সুরট—তেতালা।

প্রিয় দরশন হলে সই,
অধিক সুখ কি আর।
চকোরীর সুধালাভ, চাতকীর জলধর॥
মণিরে পাইয়ে কত, সুখী হয় বিষধর।
যামিনীর অতিশোভা, উদয়েতে শশধর॥

সুরট—আড়াঠেকা।

তুমি যে নিদয় হবে প্রাণ,
কি লাভ তাহাতে (হে)।
সদয় হওনে ক্ষতি, বাসনা শুনিতে॥
তৃষায়ে চাতক দেখ, নিরখয়ে ঘন-মুখ,
বারিদান কি অগুণ, গুণ কি দানেতে॥

সুরট—জলদ্‌-তেতালা

ঘুচিল বিচ্ছেদ দুখ হল সুখমিলন।
প্রেম রস পানে চিত, হইল চেতন॥
বিচ্ছেদ-তিমিরে মন, করেছিল আচ্ছাদন,
মিলন অরুণোদয়, হইল এখন॥

মূলতান—জলদতেতালা।

তব আগমন শুনি, হে প্রাণ, নিরখিছিলাম পথ।
এই এসে এসে বলি, চিত্ত অতি চঞ্চলিত ॥
তোমারে হেরিয়ে আমি, হইলেম সুখী এত।
শূন্যদেহে এলো প্রাণ, অধিক কহিব কত ॥

সুরট—আড়াঠেকা।

তারে এই কথা কহিও সই,
মোরে যেমন দেখিলে।
সদা তব নাম মুখে, ভাসে নয়ন সলিলে ॥
যদি মোর দুখ যায়, একবার দেখা দিলে।
ক্ষতি কি তোমার ইথে, অধীনে সদয় হলে ॥

সুরট—জলদতেতালা।

নয়ন রূপেতে ভুলে, মন ভুলে গুণে।
ইহার অধিক কেহ, শুনেছ শ্রবণে ॥
গুণের আদর যত, রূপের না হয় তত,
রূপেতে গুণ সংযোগ, রতন কাঞ্চনে ॥

সুরট—তাল হরি।

জানি নাথ যাও হে জানিলাম।
তোমার পিরীতে নাথ, প্রাণ হারালাম ॥
অবলা সরলা অতি, নাহি বুঝিলাম।
শঠের বিনয় বিষ, পান করিলাম ॥

ইমন্ কেদারা—আড়াঠেকা।

এ কেমন রীতি প্রাণ, নয়ন অন্তরে হয়,
অন্তরে অন্তর।
এই আসি বলে গেলে, আসিলে এত দিন পর।
আশায়ে আছিল প্রাণ, তাএ্রা হলো দরশন,
তোমার যে আগমন, মম মন অগোচর ॥

সিন্ধু—মধ্যমান্।

বিচ্ছেদ-যাতনা অতিশয়, তা ত নয় গো।
সুখের জলধি-স্রোত, নিরবধি বয় গো ॥
সদা নেত্র উন্মীলনে, হেরি সে মনোরঞ্জনে,
প্রতি পলক পতনে, অঞ্জনে মিশায় গো।
যখন থাকি নিদ্রিত, স্বপনে প্রাণ পুলকিত,
সে হ'য়ে মনে উদিত, যেন কথা কয় গো ॥

সিন্ধু—মধ্যমান্।

যার মন তার কাছে, লোকে বলে নিলে নিলে।
দেখা হলে জিজ্ঞাসিব,
সে নিলে কি আমায় দিলে ॥
দৈবযোগে এক দিন, হয়েছিল দরশন,
না হতে প্রেমমিলন,
লোকে কলঙ্ক রটালে ॥ *

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

তাহার কি দুখ সখি, যে দুখ আমার।
যখন যেখানে থাকে,
বোধ হয় সেই তার ॥
আমি লো তাহার তরে, যেরূপ কাতর।
সে যদি তেমন হত, কত সুখ মনে কর ॥

সিন্ধু—ঢিমেতেতালা।

তব পথ চাহিয়ে, চিত অতি চঞ্চলিত। (প্রাণ)
মণির কারণে ফণী, কাতর কত ॥
তুমি জান কি না জান, যেমন আমার মন,
চাতকী কিঞ্চিৎ জানে, আপন মত ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

মন অভিলাষ যদি, মনেতে নিবারিত।
অন্য পরের উপসনা, তবে কে করিত ॥
করিতে পরের ধ্যান, ওষ্ঠাগত হয় প্রাণ,
ঘরে পরে অপমান, সে সব যন্ত্রণা যেত।

সিন্ধু কাফি—জলদ তেতালা।

প্রাণ এমন মান কেহ, করে কি কখন।
সাধিতে সাধিতে ওলো, গেল মোর মান ॥
রাখিতে যাহার মান, তারে এবে অপমান,
তোমার কি ঐ মান, রবে চিরদিন ॥

---

* এই গানটী কোনও কোনও পুস্তকে শ্রীধর কথকের রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা শ্রীধরের সঙ্গীত-পুস্তকে খুঁজিয়া পাইলাম না।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।
নয়ন-ঘরে তোমারে, রাখিব কেমনে।
বিষম বিরহানলে, উর সে সঘনে॥
হৃদয় কমলে থাক, দুখ-মুখ নাহি দেখ,
অনল-বেষ্টিত তাহে, হয়েছে এখানে॥

সিন্ধু ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।
দেখনা সই কত সুখী হই, দেখিলে তাহারে।
অদর্শনে হুতাশন, জ্বলয়ে অন্তরে,
চক্রবাক চক্রবাকী, নিশিতে একত্র দেখি,
তাহার অধিক সুখী, বুঝিলাম বিচারে॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।
তুমি জান আমার যতন, যেমন তোমারে।
আপন জানিয়ে মন, সঁপিলে আমারে॥
প্রাণপণে তব মন, করি লো আমি যতন,
ইহাতে অন্যথা প্রাণ, ভেবোনা অন্তরে॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।
দেখনা সই, প্রাণনাথ বই, করি কি এখন॥
প্রবল মদন মোরে, করিছে দাহন॥
আমার দুখেতে দুখী, নহে সে কখন।
তাহার সুখেতে সুখী, হই সর্ব্বক্ষণ॥
রতিপতি করে মোরে, করি সমর্পণ।
কামিনী সহিত সুখে, মজিল সে জন॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।
হের ভ্রমরে ও কমলিনি।
মধুকর কাতর প্রাণ, হেরি বিষাদিনী॥
দেখনা স্বভাব গুণে, ফিরে নানা ফুলবনে,
দিবানিশি তব ধ্যানে, থাকি বিনোদিনী॥

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা।
আমি জানি তোমার যতন,
এমন কে জানে। (প্রাণ)
প্রাণ সঁপিলাম আমি, এই সে কারণে॥
তুমি মোর মনোমত, আমি তব মত-মত,
হয় কি আর মত, লোকের বচনে॥

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা।
আসিব না বলিলে কেন প্রাণ।
এখন বলিলে বটে, হরিয়াছ মন॥
পাছে ফিরে দিতে হয়, বুঝি হইয়াছে ভয়,
যায় যায় যাক প্রাণ, বলো না এমন॥

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা।
কারে এত করিবে যতন, যেমন তাহারে।
তার এই রীতি সই, মনে নাহি করে॥
আমি মরি তার তরে, সে নাহি হেরে আমারে,
নিরখিয়ে পথ আঁখি ভাসয়ে নীরে।
সে ভ্রমে এমত কহিতে বুক বিদরে॥

সিন্ধু কাফী—তেতালা।
তারে দেখিতে এত সাধ কেন।
তিলেক না হেরি যদি, সজল নয়ন॥
আভরণ করিয়াছি, লোকের গঞ্জন।
তাহারি কারণে মরি, সে নহে আপন॥
তাহার রীতের কথা অকথ্য-কথন।
তবে যে ভুলেছে মন, জানয়ে কি গুণ॥

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা।
কি আর অদেয় আছে প্রাণ,
তা দিতে নাহি কাতর।
তুমি কি তা নাহি জান, দিয়াছি আপন মন,
থাকে যদি দিব আর॥
তোমার মনের মত, মত হে আমার।
ইহাতে অন্যথা ভাব, কর কেন অনুভব,
ভাব যে যার সে তার॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।
জানি যাও হে, ও মধুকর।
যথা মধু মিলয়ে প্রাণ, বশ হও তার॥
অরুণ উদয় যদি, নাহি করিত বিধি,
তবে কি মরি হে কান্দি, অধীনী তোমার।

ভৈরবী—জলদ তেতালা।
তোমার দেখা দিতে বল, এত ক্ষতি কি এখন।
কি লাভ ছিল যখন, প্রথম মিলন।

কতেক মিনতি করি, আমার হাতেতে ধরি,
কহিতে তখন।
তিলেক না হেরি যদি, না বাঁচে জীবন॥

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা।
মিলনের সাধ বুঝি নাহিক তাহার।
হইলে যাতনা কেন হইবে আমার॥
তার প্রতি যত আশা, আছয়ে আমার।
জানিয়ে অনুচিত, করয়ে ব্যভার॥
বিচ্ছেদেতে প্রাণ মোর দহে অনিবার।
তার বোধ হে কেন, অনেক ব্যাভার॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।
এই কি তোমার প্রাণ, করিতে উচিত।
তারে কি জ্বালাতে হয়, যে নহে তব অমত॥
কিবা রাত্রি কিবা দিন, যে তব আশ্রিত।
তার আশা পুরাইতে, নিদয় কেন হে এত॥

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা।
দেখ দেখি কতরূপ, করিতে যতন।
এখন কি রাজা হলে, ছিলেনা তখন॥
লইয়ে আমার মন, দিলে হে আপন মন,
এবে সেই মন চুরী করি কারে দিলে,
কোথা মম মন॥

কালাংড়া—আড়াঠেকা।
সে পূরিলে বল সাধনা কে করে।
যতন অধিক থাকে, আশা নাহি পূরে॥
তৃষায়ে ব্যাকুল জন, জল জল করে।
তৃষাহীন জন নাহি, যায় সরোবরে॥

সিন্ধু কাফী—ঢিমে তেতালা।
পিরীতি কি হয় যায়, কাহার কথায়।
উভয় মন সংযোগ, নয়ন কারণ তায়॥
পিরীতের গুণাগুণ, করে যে জানে সে জন,
অন্য জন বৃথা কেন, তাহারে বুঝাতে চায়॥

সিন্ধু কাফী—ঢিমে তেতালা।
অতিশয় সাধ করি, এই তো হইল।
সতত কাতর প্রাণ, নয়ন সজল॥
পিরীতি রতন লাভ, হবে আশা ছিল।
তা না হয়ে মোর মন ধন হারাইল॥

সিন্ধু কাফী—ঢিমে তেতালা।
হেরিয়ে কমল কেন, প্রকাশে কমল। (প্রাণ)
জানিতেম তপন হেরি, বিকসে কমল॥
তার সাক্ষী দেখ তব, বদনকমল।
হেরিলে প্রফুল্ল মন, হৃদয়কমল॥

সিন্ধু কাফী—ঢিমে তেতালা।
প্রবোধ কি মানে আঁখি, না দেখি তাহারে।
বুঝালে বুঝিবে কেন, তার মত দেখে কারে॥
মন নয়ন সংযোগ, তারে দেখিবারে।
নিবৃত্তিরে নাহি দেখে, থাকে প্রবৃত্তির ঘরে॥

সিন্ধু কাফী—ঢিমে তেতালা।
আমি কিলো তাহারে, সাধিতে যতন করি।
সব ধনাধিক মন, করেছে চুরি॥
মিছে অনুযোগ কর, সকলি বুঝিতে পার,
আপনার বশ নহে, ইথে কি করি॥

সিন্ধু কাফী—ঢিমে তেতালা।
মনে মনে উপজিলে ভয়ে তা নিবারি।
মম বিরসে বিরস, পাছে তারে হেরি॥
যেরূপ যতন তারে, বুঝাতে না পারি।
মণির কারণে যেন, হরি হরি হরি॥

কালাংড়া—একতালা।
সুধামুখি তোমার নয়ন অমিয় বরিষে।
কটাক্ষে জীবন পায়, বিরহ-বিষে॥
কেমন কুরঙ্গ-আঁখি, কত রঙ্গ করে দেখি,
কখন হানয়ে বাণ, কখন তোষে॥

সিন্ধু কাফী—ঢিমে তেতালা।
তারে সাধি লো যত, তত জ্বালায় আমারে।
যেরূপ খেদ ইহাতে, কহিব কাহারে॥

এত দুখে মন তবু, ভুলিতে না পারে।
অবশ হইয়ে আশা, মজালে আমারে ॥

কালাংড়া—একতালা।
ও'র তোরে দেখিতে নয়ন পাগল কেন।
এই বোধ হয় মোর, জান কি গুণ ॥
যদি নিরন্তর দেখি, তৃষাহীন নহে আঁখি,
না দেখিলে দেখ দেখি, কি দুখী প্রাণ ॥

সিন্ধু কাফী—একতালা।
তুমি আর বলোনা আমারে, তুমি লো আমার।
তোমার হইলে তুমি, হইতে আমার ॥
তবে নাহি জ্বালাইতে, উচিত ইহার।
অধীনী জনের সহ, এরূপ ব্যবহার।
কে কোথায় করে বল, দেখহ কাহার ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।
পিরীত সমান নিধি, কোথা আছে আর।
এ ধন যে পাইয়াছে, দুঃখ কি তাহার ॥
লাজ ভয় কুল শীল, তাহার সকলি গেল।
মান অপমান সমভাবে হে যাহার ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।
হাস হাস হাস ওলো ও বিধুবদনি ॥
পরাণ কাতর হয়, হেরিলে মানিনী ॥
কি দুঃখে দুঃখিত হয়ে, হেরিয়ে ধরণী।
ইহার কারণ আমি, কিছুই না জানি ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।
আসিবে হে প্রাণ কেমনে এখানে।
ননদী দারুণ অতি, আছে সে সন্ধানে ॥
রাখিতে পরাণ মোর, আমি নাহি পারি আর,
পিরীতে এইসে হলো, সংশয় জীবনে ॥
মদন রোদন করে, বিরস দেখিয়ে মোরে,
লাজভয় কাল সম, দয়া নাহি জানে ॥
নিদয় বিধাতা যারে, সদয় কে হয় তারে,
আমার উপায় ইথে, হইবে কেমনে।

ধিক্ ধিক্ নারীগণে, মিলয়ে পুরুষ সনে,
কুল তেয়াগিতে নারে, মরে মন-মানে ॥

পুরবী—আড়া।
আজু কি সুদিন সুদীন জনে।
যেমন নিদয়, জানিতাম যায়, সদয় সেই ভবনে ॥
কত কি হইল লাভ, কি করিব অনুভব,
আসা আশা আগে প্রাণ, শূন্য দেহে প্রাণ,
আইল তারে দেখনে ॥

সিন্ধু কাফী—ঢিমে তেতালা।
পিরীতি রতন নিধি, পাইল যে জন।
তাহার মনের মত, না হবে কখন ॥
দুখেরে করিয়ে কোলে,
ভাসয়ে সুখ-সলিলে,
অনল শীতল হয়, তাহার তখন ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।
আমি আর পারিনে সাধিতে, এমন করিয়ে।
কত মত কহিলাম, মিনতি করিয়ে ॥
তাহার কি করি বল, না শুনে শুনিয়ে।
যত দুঃখ মোর সখী, তাহার লাগিয়ে।
বৃথায় কি ফল বল, সে কথা কহিয়ে ॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা।
মানভয়ে ভয় করিছ কেমনে।
অমিয় সমান, এমন বচন, না যায় সহনে ॥
মানেতে মনেরে দহে, তাহাও তোমারে সহে,
মিনতি আমার, বোধ হয় শর,
বল কি কারণে ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াঠেকা।
ঐ দেখনা লো সই, আসিছে হাসিতে
মোর মনোরঞ্জন।
দেখ যাহার কারণ, ওষ্ঠাগত মোর প্রাণ,
তার দরশনে কি করিবে গঞ্জন ॥
প্রতিপাদ অর্পণে, লোমাঞ্চ হরিষ মনে,
দুখ হলো ভঞ্জন

আলিঙ্গন করিবারে, কুচ ভুজ নৃত্য করে,
নয়ন রাখিতে চাহে, করি অঞ্জন॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আমার নয়ন মানে না,
বল বুঝালে কি হবে সই!
তুমি বল সে আসিবে,—আমি বলি কই।
বিলম্বের নাহি গুণ, করিতে হয় গমন,
গিয়ে দেখি তুমি বলো,—তব প্রাণ ওই॥

সোহরাই বাহার—ঢিমেতেতালা।

সুধামুখি! মুখ বিরস করো না!
বিরস-বিষেতে, না পারি জ্বলিতে,
তুমি তা বুঝ না॥
অমিয় আসক্ত জন, গরল খাইবে কেন,
সুধা কর দান, বাঁচাও জীবন,
অধীনে বধো না॥

হাম্বির—আড়াঠেকা।

তাহারে কি ভুলিতে পারি।
যাহারে আমি সপিলাম মন॥
দেখিতে যার বদন, অতি কাতর নয়ন,
শুনিতে বচন-সুধা শ্রবণ তেমন।
দেখিলাম কত মত, নাহি দেখি তার মত,
সে জন এমন॥
যদি তার বিরহেতে, সতত হয় জ্বলিতে,
জ্বলিতে জ্বলিতে হবে নির্ব্বাণ কখন॥

সোহরাই বাহার—জলদতেতালা।

তোমারে আমার এত সাধিতে হইল। (প্রাণ)
সাধিলে করিব মান,—মোর মনে ছিল॥
বাসনার বিপরীত আমারে ঘটিল।
তবু কি তোমার সাধ,—ইথে না পুরিল॥

সোহরাই বাহার—জলদতেতালা।

কুরঙ্গ-নয়ন কি রঙ্গ করিল।
সে রঙ্গ-প্রসঙ্গে কত রঙ্গ উপজিল॥
কখন চঞ্চল, কর দরশন, বদন কমল।
হেরিতে হৃদি পুলক, কহিতে অধিক সুখ,
কখন চকোর, সহ শশধর, কমলে কমল॥

সোহরাই বাহার—জলদতেতালা।

তোমার গুণের কথা কি কব,
কহিতে প্রফুল্ল বদন।
উদয় যাহা মনেতে, শুনি তোমার মুখেতে,
আর ইহা হ'তে আশ্চর্য্য কেমন॥
অতএব প্রিয়জন, তোমা বিনা আর কোন,
আছে মোর প্রয়োজন।
জনরবে কিবা ভয়, তুমি থাকহ সদয়,
হয়োনা নিদয় এই নিবেদন॥

সিন্ধু খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

পিরীতি রতন নিধি পাইল যে জন।
তাহার মনের মত না হ'বে কখন॥
দুঃখের করিয়ে কোলে ভাসয়ে সুখ-সলিলে।
অনল শীতল হয় তাহার তখন॥

বাগেশ্রী—জলদ তেতালা।

এতদিন পরে নিবিল আমার মনের অনল সখি।
দেখ যতদিন, ছিল দুই জ্ঞান, সতত ঝুরিত আঁখি
ভাবিয়ে তাহার রূপ, আমি হলেম সেইরূপ,
কুমীরকে আরশুল ভেবে এই হলো,
সে ভয়ে—এ সুখে দেখি॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

আমার কি অযতন প্রাণ তোমারে।
তুমি কি যতনাধিক করহে আমারে॥
কুকুরে আপন মুখ, দেখায় যেমন দেখ,
মনের মুকুর মন, নিরখ অন্তরে॥

ইমন্ ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা।

তুমি মোর মত প্রাণ হইতেছ কেন।
বিচ্ছেদে কাতর আমি, তুমিও তেমন॥
বুঝিয়ে তোমার দুঃখ, দুখের উপর দুঃখ,
এরূপ হতেছে বোধ সংশয় জীবন॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

মনের যে আশা যদি তাহা না পুরিত।
তবে কি পরাণ কেহ রাখিতে পারিত ॥
দেখ না চাতকী ষন, দিবানিশি করে ধ্যান,
বারিদানে তোষে তারে, না রাখে তৃষিত ॥
তার সাক্ষী প্রদীপ পতঙ্গ আশ্রিত,
হইয়ে আগেতে দেখ হয় প্রজ্জ্বলিত ॥
তার আশা পুরাইতে পতঙ্গ পুলকচিতে,
আপনি জ্বলয়ে তাতে, রাখিতে পিরীত ॥

গুর্জ্জরী টোড়ী—জলদ তেতালা।

তোমার নয়ন রক্ষক আমার ও মৃগনয়নি।
মৃগের গমন দ্রুত, আমি পলাইব কত,
পথ না পাই ধনি ॥
তাহার সহিত হাসি, দেখ আর কেশ ফাঁসি,
শ্রবণেরে তব আঁখি কহে কি না জানি।
আমি হইয়াছি ভীত, ভরসা বচনামৃত,
বাঁচিবার হেতু জানি ॥

কালাংড়া—তাল হরি।

প্রবল প্রতাপে বুঝি প্রাণ, তুমি কি ভূপতি হৈলে
আমার আশারে তুমি অনা'সে বান্ধিলে ॥
আশা উদ্ধারিতে মন, গেল হে তব সদন,
সেইপথ হৈল সেও, তারে কি করিলে।
লাজভয় শান্তমতি, বিরহ প্রবল অতি,
ইহারে দমন কর, রাজা যে বলালে ॥

সোহিনী—জলদ তেতালা।

মন চঞ্চল হলে সাধিলে কি হবে।
দিনে ছায়াবাজী কেন দেখিতে পাইবে ॥
মন আপনার, তারে বশ কর,
মনোবশ না হইলে, বশ কে হইবে।

ঝিঝিট—জলদ তেতালা।

উদয় ভূতলে একি অপরূপ শশী।
সুধা ক্ষরিতেছে মুখে মৃদুমৃদু হাসি ॥
শশধর শোভা করে নিশিতে প্রকাশি।
ইহার কিরণ দেখ, সম দিবানিশি ॥

আড়ানা—আড়াঠেকা।

অনেকেরে আশ্রয় দিয়াছ মৃগনয়নি।
রাহুভয়ে মুখে শশী, ভালে দিনমণি ॥
আবার ভয়ে ভীত হয়ে ফণী,
কেশে এসে হল বেণী ॥

বাগেশ্রী—কাওয়ালী।

রাত্রিদিন একত্র প্রকাশ দেখ রাত্রিদিন।
কেশেরে বুঝহ নিশি, বদন অরুণ ॥
তপন মুখ বলিতে, সন্দেহ নাহিক ইথে,
হেরিয়ে হৃদিকমল, প্রকাশে তখন ॥
কামিনীর মনসুখ, নিশিতে হয় অধিক,
কেশেরে তাই অধিক, করয়ে যতন ॥

মালকোষ—আড়াঠেকা।

নয়ন মন ডুবিল প্রাণ, নয়নে তোমার।
ত্রিবেণী-নয়ন বেগ অতি ঘন, বহে তিন ধার ॥
পলক পবন বয়, যমুনা প্রবল হয়,
প্রলয় যেমন, তরঙ্গ তেমন, অপার পাথার ॥

টোড়ী—জলদ তেতালা।

ধীরে ধীরে যায় দেখ, চায় ফিরে ফিরে।
কেমনে আমারে বল যাইতে ঘরে।
যে ছিল অন্তরে মোর, বাহে দেখি তারে।
নয়ন অন্তর হলে, পুন চায় অন্তরে।

টোড়ী—জলদ তেতালা।

এমন চুরি চন্দ্রাননি শিখিলে কোথায়।
হানিয়ে নয়ন-বাণ, হরিয়ে লইলে প্রাণ,
কথায় কথায় ॥
মনেরে বান্ধিল কেশ, তুমি মৃদু মৃদু হাস,
ইথে কি উপায়।
চোরের নাহিক ভয়, সাধুজন ভীত হয়,
বিচার হে চায় ॥

ইমন্ ভূপালী—আড়াঠেকা।

প্রাণ যেমন করে কহিব কারে কে কবে তারে।
দিবে নিশি ভাসি আমি নয়ন-নীরে ॥

পিরীতি অমিয় যদি জেনেছি অন্তরে।
বিষ কি দোষ করিল বঞ্চনা মোরে॥
কেমনে সরলা অতি বলে অবলারে।
পাষাণ বরং ভাল মম বিচারে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।
কি দোষ তার, আপনার দোষ।
কেন বা সঁপিলাম প্রাণ, কেন করি রোষ॥
সদা পরিপূর্ণ মোর, নয়ন-কলস।
অন্তরে বিরহানল, হয় মুখ শোষ॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা।
যুগল খঞ্জন হেরি বদন কমলে। (প্রাণ)
ভূপতি না হয়ে প্রাণ যাইছে বিফলে॥
সবে ধন মন ছিল, হেরিয়া তা হারালে।
লাভ হইল ভাল, গেল বিনি মূলে॥

সরফরদা কালাংড়া—জলদ তেতালা।
কেন বিধি নিরমিল কমলে কণ্টক।
দেখ শশধর নাশয়ে তিমির,
তাহে করিল কলঙ্ক॥
বিষধর মণিধর, মুকুতা শুক্তি উদরে,
এখন বিচার, সংসারে যাহার,
ইথে খেদের কি অন্তক।

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।
আর আমারে প্রাণ তুমি কেন কর জ্বালাতন।
জ্বালাতন করিলে এবার, এখনি ত্যজিব প্রাণ॥
যেমন আমি তোমারে, সাধনা করেছি প্রাণরে,
তাহার উচিত ফল, পাইলাম এখন॥

সিন্ধু কাফী—তেতালা।
তোমার দেখা দিতে বল এত ক্ষতি কি এখন।
কি লাভ ছিল যখন প্রথম মিলন॥
কতেক মিনতি করি, আমার হাতেতে ধরি,
কহিতে তখন।
তিলেক না হেরি যদি না বাঁচে জীবন॥

আলাইয়া—ঢিমে তেতালা।
জলে কমলিনী জ্বলে, কোথা মধুকর।
বিরস অনল জলে, জ্বলে নিরন্তর॥
বিচ্ছেদের শর জলে, ডুবিল আকার।
ভাসিছে নয়ন জলে, জ্বলে অনিবার॥
কার মন্ত্রণা শুনি প্রাণ ভুলিলে অধীনে।
আমি তব ধ্যানে থাকি, না হেরে নয়নে॥

দেশকার—জলদ-তেতালা।
কলঙ্ক শশাঙ্ক হেরিলে কলঙ্ক হয়,
খেদ কি তাতে।
অকলঙ্ক শশী হেরি, কলঙ্ক কুলেতে॥
চতুর্থী ভাদ্রমাসেতে, নিষেধ শশী হেরিতে,
কখন বারণ নহে, এ শশী দেখিতে॥

বেহাগ—জলদ-তেতালা।
চঞ্চল চিত্ত কেন লো, তোমার চিত্রাণি।
মৃগ অন্বেষণ, করিবারে মন, বুঝিলো মৃগনয়নি॥
ইহা বিনে প্রাণসখি, আর কিছু নাহি দেখি,
না দেখে সে রূপ, থাক লো যেরূপ,
দেখে ভয় হয় ধনী॥

কামোদ গৌড়—ঢিমা-তেতালা।
নয়নে না দেখে যারে, মানেতে সে মনেতে
উদয় কেন।
নয়নের বশ হ'লে, তবে বাঁচে কি জীবন॥
অঙ্গ আপনার, বশ নহে মোর,
করি হে ইহাতে কেমন।
কেহ মান করে, কেহ কাতর তাহার কারণ॥

কালাংড়া—আড়া।
লোকলাজ কুলভয়, কি করে মনোমজিলে।
যারে সদাক্ষণ প্রাণ প্রাণ প্রাণ করে,
বাঁচিলে কি তারে ত্যজিলে॥
দেখিবারে যার মুখ, নয়ন পাগল দেখ,
বচন শ্রবণে ভুলালে।
পরশ পরশে, নাসিকা সুবাসে,
রসে রসনা শেষ শুনিলে॥

ভৈরব—ঢিমে তেতালা।

অরুণ সহিতে করিয়া অরুণ আঁখি,
উদয় প্রভাতে।
কমল বদন, মলিন এখন,
না পারি দেখিতে॥
উচিত না ছিল তব প্রভাতে আসিতে,
দুখের উপর, দুখ হে অপার, তোমারে হেরিতে॥

—

ভৈরব—জলদ তেতালা।

দেখ না সই প্রভাতে অরুণ সহ উদয় শশী।
গেল বিভাবরী, কাতর চকোরী,
এখন শশীরে পেয়ে, রহিল উপোষী॥
প্রফুল্ল নীরে কমল, মলিন হৃদি-কমল,
সময়ের গুণ, কি কব এখন,
মিলনে অধিক দুঃখ হইল প্রেয়সী॥

—

ভৈরব জলদ্ তেতলা।

উদয় অরুণ মলিন হৃদয়-কমল,
ভাবিতে শশীরে, নিশি শশিসনে গেল॥
বিভাবরী পোহাইল, অনেকে হরিষ হ'ল।
আমার হতেছে বোধ দিনমণি কাল॥

—

ভৈরব—জলদ তেতালা।

দেখনা সই! একি বিষম হইল পিরীতি মোরে।
কইতে সে দুখ, বিদরয়ে বুক,
নয়ন-নীরেতে ভাসে অনল অন্তরে॥
রাখিতে কুলের ভয়, ত্যজিতে প্রাণ সংশয়,
গন্ধমুখি মুখে, হরি হরি ডাকে,
ত্যজিলে নয়ন যায়, খাইলে সে মরে॥

—

ভৈরবী—হরি।

অন্তর অন্তরে অন্তর হবে কেন।
উর্দ্ধে দিনমণি, সলিলে নলিনী,
মনে মনে একই মন॥
চক্রবাক চক্রবাকী, নিশিতে বিচ্ছেদ দেখি,
অন্তরে অন্তরে দেখ, পিরীতের এই গুণ॥

বেলোয়ার ঝিঝিট—ঢিমে তেতালা।

অধরে মধুর হাসি, বচনে সুধা বরিষে।
নিন্দি ইন্দিবর নয়ন কি শোভা,
মুখ সরোজ সদৃশ, দ্বিজরাজ আভা নাসা,
তিলফুল জিনি বুঝহ বিশেষে॥
অতিশয় নিবিড় নীরদ-নিন্দিত কেশ,
হেরিয়ে চাতক, উল্লাসিত মন,
শিখী নৃত্য করে, করি সখা অনুমান,
শ্রবণেতে কুণ্ডল, দামিনী প্রকাশে॥

—

সিন্ধু কাফী—ঢিমেতেতালা।

অপরূপ শশধর, প্রকাশে দামিনী।
দামিনী সদৃশ বটে, হাসি অনুমানি॥
শ্রবণে শোভে কুণ্ডল, যেন দিনমণি।
নিবিড় নীরদাধিক, কেশেরে বাখানি॥

—

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—জলদ-তেতালা।

আইল বসন্ত সকলে উন্মত্ত, দুখী বিরহিণী।
বন আর উপবন, দেখ কুসুম-কানন,
ফলে ফুলে প্রফুল্লিত, বিনা কমলিনী॥
মদনের পঞ্চশর, কোকিলের পঞ্চম স্বর,
শরে শরে শরজাল, বুঝ অনুমানি।
সংযোগী কাতর নহে, পতিত রমণী দহে,
কান্ত কান্ত এই স্বর, তার মুখে শুনি॥

—

বাগেশ্রী—জলদ-তেতালা।

আইলে হে বিরহিণীর প্রাণপ্রিয়,
এত দিন পরে।
কি সুদিন, সুদীনের সুদিন, শূন্য দেহে প্রাণ,
আসিবে ছিল কি মনেরে॥
প্রথম মিলন, অমিয় পান, করিয়ে জীবন,
করেছি ধারণ।
বিচ্ছেদের চ্ছেদ মোর, অন্তর ছিল অন্ধ অন্ধ,
ঘুচিল পাইয়ে তোমারে॥

—

ধানশ্রী পুরিয়া—জলদ-তেতালা।

আমারে বলে সই মোহিনী,
আপনারে বলে না মোহন।

যদি কদাচিত, দেখয়ে ভাবিত,
কহে কত মত, সাবধান মোর মন ॥
হরিল আমার মন, নাহি কহে সে বচন,
কেবল আপন।
তার সুখে সুখী, আমি দুঃখে দুঃখী,
তাহা কখন কি, শুনিতে পায় শ্রবণ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।
আমি যারে চাহি সে না রাখে মান।
এমন পিরীত বল, কিবা প্রয়োজন ॥
অতএব এই হয়, দেখ কেহ কার নয়,
আপন বলিব তারে, বাঁচায় যে প্রাণ।

তত্ত্বসঙ্গীত।

বাগেশ্রী—পিড়েবন্দি।
অচিন্ত্যা চিন্তারূপিণী, চিন্তাময়ী সনাতনী,
বিঘ্নরূপা চরণে তারিণী।
সত্ত্ব রজ তম গুণ, গুণত্রয় তব গুণ,
গুণময়ী গুণ-প্রসবিনী ॥
অনুপমা রূপ তব, সে রূপ স্বরূপরূপ,
কোন রূপে সাদৃশ না জানি।
নখপরে নিশাকর, পদতলে দিবাকর,
জ্ঞানরূপা আনন্দরূপিণী

কামোদ—আখড়াই।
অপার মহিমা তব, উপমা কেমনে দিব,
নিরুপমা ত্রিকালবর্ত্তিনি—মা।
যক্ষ রক্ষ সুরাসুর, গন্ধর্ব্ব নর কিন্নর,
চরাচর সর্ব্বসচেতনি—মা ॥
প্রকৃতি চতুর্ব্বিংশতি, ভূতাশ্রমে অবস্থিতি,
মন যথা নিয়োগ আপনি—মা।
এমন দুর্গমে পার, তরিবারে শক্তি কার,
নগরাজ কুল-কুণ্ডলিনি—মা ॥

হরু ঠাকুর।

হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী বা দীর্ঘাড়ী ১১৪৫ সালে কলিকাতার সিমুলিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম কালীচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী। হরেকৃষ্ণ 'হরু ঠাকুর' নামেই প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ইহাঁরা জাতিতে বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বালক হরেকৃষ্ণ যখন পাঠশালায় 'গঙ্গার বন্দনা' 'দাতাকর্ণ' এবং 'চাণক্যশ্লোক' প্রভৃতি কণ্ঠস্থ করিতেন, তখন হইতেই তাঁহার গান রচনার আরম্ভ। এবং অবশেষে তিনি এই কার্য্যে একবারে সিদ্ধহস্ত হইয়া পড়েন। তখন দেশের রাজা মহারাজেরা কবির আদর জানিতেন; সেই কারণ বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থান হইতে হরু ঠাকুরের নিমন্ত্রণ আসিত। সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলে, হরু ঠাকুর যথেষ্ট সম্মান ও অর্থ পাইতেন। শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণও হরু ঠাকুরের একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। এইরূপ কথিত আছে যে, একদা মহারাজ নবকৃষ্ণের সভায় নানা দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাবেশ হয়। মহারাজ সভাস্থ পণ্ডিতগণকে একটি সমস্যা পূরণ করিতে দেন। সে সমস্যার শেষ চরণে থাকিবে,—"বঁড়শী গিলেছে যেন চাঁদে।" কিন্তু কোন পণ্ডিতেরই সমস্যা-পূরণ মহারাজের মনোমত হইল না; তিনি হরু ঠাকুরকে ডাকিয়া আনিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। হরু ঠাকুর তখন গামছা কাঁধে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে ছিলেন। সেই বেশেই মহারাজের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত সমস্যাটি পূরণ করিতে বলিলেন। হরু ঠাকুর তৎক্ষণাৎ কবিতায় সে সমস্যার পূরণ করিলেন:—

"এক দিন শ্রীহরি, মৃত্তিকা ভোজন করি, ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে।
রাণী অঙ্গুলি হেলায়ে ধীরে, মৃত্তিকা বাহির করে, বঁড়শী গিলেছে যেন চাঁদে ॥"

শুনিয়া, সভাস্থ সকলেই সন্তুষ্ট হন; এবং মহারাজ এক হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। সেই হইতে হরু ঠাকুর মহারাজের একজন সভাসদের মধ্যে গণ্য হন।

সে সময় কবির দলের বড় আদর ছিল। এখন যেমন গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সখের যাত্রা ও থিয়েটারের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, শতাব্দী পূর্ব্বে সখের কবির দলের সেইরূপ ছড়াছড়ি ছিল। হরু ঠাকুর যখন সঙ্গীত-রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন, তখন নিজেই এক সখের কবির দল করিয়া বসিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই সেই কবির দলের সুনাম দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। চারি দিক হইতে তাঁহার দলের নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। কিন্তু ঘরের অর্থ ব্যয় করিয়া দূরদেশে দল লইয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সুবিধা-জনক বোধ হইল না। সুতরাং তিনি সে দলটিকে পেশাদারী দলে পরিণত করিলেন।

হরু ঠাকুর যখন মহারাজ নবকৃষ্ণের সভাসদ হন, তখন সে পেশাদারী কবির দলের সংস্রব একবারেই পরিত্যাগ করেন। তবে এই সময় মহারাজের রাজবাড়ীতে এবং কলিকাতার অন্যান্য ধনী লোকের গৃহে যখন দুই দলে কবির লড়াই হইত, তখন প্রায়ই জয়পরাজয়-সম্বন্ধে মধ্যস্থতার ভার তাহারই উপর অর্পিত হইত। একবার শোভাবাজারের রাজবাটীতে এইরূপ মধ্যস্থতায় তিনি প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রাম বসুর পরাজয় সাব্যস্ত করেন। রাম বসুও নিম্নলিখিত গানে তাহার প্রতিশোধ দেন :—

"ঠাকুর,—বাঁচবেন না আর বিস্তর দিন।
তোমার চক্রে ধরেছে পোকা, স্বর্ণ-রেখা অতি ক্ষীণ।"

১২১৫ সালে ৭০ বৎসর বয়সে হরু ঠাকুর পরলোক গমন করেন। তাঁহার সঙ্গীত—কবিত্ব ও ভাবুকতাপূর্ণ।

(এই সংগ্রহের কয়েকটী গানে 'রঘু' বা 'রঘুনাথ' ভণিতা দৃষ্ট হইবে। গানগুলি কিন্তু হরু ঠাকুরের বলিয়াই প্রচলিত।)

মহড়া।

ওগো চিনেছি চিনেছি, চরণ দেখে,
ঐ বটে সেই কালিয়ে।
চরণে চাঁদ ছাঁদ, আছে দীপ্ত হয়ে।
যে চরণ ভোজে ব্রজেতে আমায়,
ডাকে কলঙ্কিনী বলিয়ে।

চিতেন।

ভুবনো মোহনো, না দেখি এমনো, ঐ বই।
রূপ কি অপরূপ রসকূপ, আমরি সই॥
কুলে শীলে কালি দিয়াছি আমি,
কালো রূপ নয়নে হেরিয়ে॥

মহড়া।

জলে জলে কিগো সখি।
অপরূপো রূপো দেখি॥
দেখ সই নিরখি।
কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাব ভঙ্গী প্রায়,
মায়া কোরে ছায়া রূপে সে কালা এসেছে কি॥

চিতেন।

আচম্বিতে আলো কেন যমুনার জল।
দেখ সখি কূলে থাকি কে করে কি ছল॥
ভোরের ছায়া নীরে লেগে হ'লো বা এমন।
স্বগিতে দেখিতে আমার জুড়ালো দুটী আঁখি॥

অন্তরা।

নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে।
(ওগো ললিতে)
না দেখি এমন রূপো বারি মাঝেতে॥

চিতেন।

আজু সখি একি রূপ নিরখিলাম হায়।
নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়॥
ঢেউ দিওনা কেউ এ জলে, বলে কিশোরী।
দরশনে দাগা দিলে হইবে সখি পাতকী॥

অন্তরা।

বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বই ত নই।
(ওগো প্রাণ সই)
নিরিখ নির্ম্মল জলে অনিমিষে রই॥

চিতেন।

কত শত অনুভব হয় ভাবিয়ে।
শশী কি ডুবিলো জলে রাহুরো ভয়ে॥
আবার ভাবি সে যে শশী কুমুদবান্ধব।
হৃদয়-কমল কেন তা দেখে হবে সুখী॥

মহড়া।
কই বিপিনবিহারী বিনোদ আমার এলো না।
মনেতে করিতে সে বিধুবয়ান, সখি,
এ যে পাপ প্রাণ, ধৈরজ না মানে,
প্রবোধি কেমনে তা বল না॥
চিতেন।
সই, হেরি ধারাপথ থাকয়ে যেমত,
তৃষিত চাতক জনা।
আমি সেই মত হয়ে, আছি পথ চেয়ে,
মানসে করি সেরূপ ভাবনা॥
অন্তরা।
হায়, কি হবে সজনি, যায় যে রজনী,
কেন চক্রপাণি এখনো।
না এলো এ কুঞ্জে, কোথা সুখ ভুঞ্জে,
রহিল না জানি কারণো॥
পরচিতেন।
বিগলিত পত্রে, চমকিত চিত্তে,
হোতেছে স্থির মানে না।
যেনু এলো এলো হরি, হেন জ্ঞান করি,
না এলো মুরারি, পাই যাতনা॥
অন্তরা।
সই, রবিকিরণের প্রায় হিমকর,
এ তনু আমারো দহিছে।
শিখিপিক-রব, অঙ্গে মোর সব,
বজ্রাঘাত সম বাজিছে॥
পরচিতেন।
সই, করিয়ে সঙ্কেত, হরি কেন এত,
করিলেকো প্রবঞ্চনা।
আমি বরঞ্চ গরল, ভকি সেও ভাল,
কি ফল বিফলে কালযাপনা॥
অন্তরা।
সই, দেখ নিজ করে, প্রাণপণ কোরে,
গাঁথিলাম্ এ কুসুমহার।
একি নিরানন্দ, বিনে সে গোবিন্দ,
হেন মালা গলে দিব কার॥
পরচিতেন।
সই, খেদে ফাটে হিয়ে, কারো মুখ চেয়ে,
রহিব অবলা জনা।
আমি শ্যাম অন্বেষণে, পাঠালাম মনে,
তার সঙ্গে কেন প্রাণ গেল না॥

মহড়া।
কদম্বতলে কে গো বংশী বাজায়।
এতদিনো আসি যমুনাজলে,
আমি এমন মোহন মূরতি কখন,
দেখিনি এসে হেথায়॥
চিতেন।
অঙ্গ অগোরচন্দনচর্চ্চিত, বনমালা গলায়।
গুঞ্জ বকুলের মালে, বাঁধিয়াছে চূড়া,
ভ্রমরা গুঞ্জরে তায়॥
অন্তরা।
সই, সজল নবজলদ বরণ, ধরি নটবর বেশ।
চরণ উপরে থুয়েছে চরণ,
এই কি রসিক শেষ॥
চিতেন।
চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ,
নখরের ছটায় আমার হেন লয় মন,
জীবন যৌবন সঁপিব ও রাঙ্গা পায়॥
অন্তরা।
হায়, অনুপম রূপমাধুরী সখি,
হেরিলাম কি ক্ষণে।
প্রাণ নিলে হোরে,
ঈষতো হেসে বঙ্কিম-নয়নে।
চিতেন।
মন্দ মধুর মুচকি হাসি চপলা চমকায়।
কুলবতীর কুলো, গেলো গেলো গেলো,
মন মজিলো হেরে উহায়॥
অন্তরা।
সই, অলকা আবৃত বদন, তাহে মৃগমদতিলক।
মনোহর সাজ, নাসাগ্রেতে গজমুক্তার ঝলক॥
পরচিতেন।
বিম্ব অধরে অর্পে বেণু, সে রবে ধেনু চরায়।
কিবে সুন্দর সুঠাম, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম,
রূপে ভুবন ভুলায়॥
অন্তরা।
সই, বেষ্টিত ব্রজবালক সবে,
কি শোভা আমরি হায়।

গগনেতে তারাগণমাঝে,
চাঁদ যেন শোভা পায়॥
পরচিতেন।
সই, কেন বা আপন খেয়ে, আইলাম যমুনায়।
হেরে পালটিতে আঁখি, নাহি পারি সখি,
রঘু কহে একি দায়॥

মহড়া।
কি কাজ আর ব্রজভুবনে,
হায়! সে নীলরতন, দরশন বিহনে।
রোয়ে রোয়ে চিত, হয় চমকিত,
কেঁদে কেঁদে প্রাণ উঠে সঘনে॥
চিতেন।
হায়! যদবধি হরি, গ্যাছে মধুপুরী,
অনাথিনী করি গোপীগণে।
সেই হোতে হায়, আছি মৃতপ্রায়,
পরাণ গিয়াছে তাহারি সনে॥
অন্তরা।
হায়! কোথা গেলে পাব, সে প্রাণ মাধব,
কিরূপে মিলিব তার চরণে।
গৃহ পরিবার, সকলি অসার,
সেই মনোহর নাগর বিনে॥
চিতেন।
হায়! রজনী কি দিন, হোয়ে জ্বালাতন,
এই আরাধন, করি গো মনে।
হোয়ে বিহঙ্গম, যাই সেই ধাম,
দেখি গিয়ে শ্যাম বংশীবদনে॥
অন্তরা।
হায়! যে শ্যামসোহাগে, যার অনুরাগে,
আমি সোহাগিনী সকল স্থানে।
যে শ্যামের গুণ, দেব ত্রিলোচন,
সদা করেন গান, পঞ্চ বদনে॥
চিতেন।
হেন প্রাণেশ্বর, ছেড়ে গ্যাছে মোর,
কি কাজ এ ছার দেহ ধারণে॥
চল সবে মিলি, হোয়ে গলাগলি,
ঝাঁপ দিব যমুনাজীবনে॥

অন্তরা।
হায়! এই যে সুখের, গোকুলনগরে,
হোয়েছে আঁধারো শ্যাম কারণে।
কদম্বের তল, বিহারের স্থল,
হেরে আঁখিজল, বহে সঘনে॥
চিতেন।
হায়! ঘটায়ে প্রমাদ, গিয়েছে বিনোদ,
এখেদ সম্বরি রহি কেমনে।
হে যদুনন্দন, বিপদভঞ্জন,
দিয়ে দরশন বাঁচাও প্রাণে॥

মহড়া।
যদি শ্যাম না এলো বিপিনে,
তবে কি হবে সজনি।
লম্পট স্বভাব তায় জানি ওগো
বৃন্দে, এই সন্দ হয়।
সে গোবিন্দ যে আমারো বাধ্য নয়।
বুঝি কারো সহবাসে পোহায় রজনী॥
চিতেন।
ছিল যে সঙ্কেত হরি আসিবে নিশ্চয়।
বিলম্ব দেখে তায় হতেছে সংশয়॥
বহু শ্রমে কুসুমেরি হার,
গাঁথিলাম সখি, গলে দিব কার।
যদ্যপি বিস্মৃত হোয়ে থাকে গুণমণি॥
অন্তরা।
কৃষ্ণপ্রাণা আমি, আমার অনন্য গতি।
বোলে কি জানাব তোমায়,
তুমি কি জান না দূতি॥
পরচিতেন।
ক্রমেতে হোতেছে যত নিশি অবশেষ।
শ্যাম বিনে ততই বাড়িতেছে ক্লেশ।
আসারো আশয়ে এতক্ষণ।
রয়েছি করিয়ে পথ নিরীক্ষণ।
মাধব না এসে যদি, এসে দিনমণি॥

মহড়া।
শ্যাম তিলেক দাড়াও,
হেরি চিকণ কাল বরণ।
শ্যাম, তিলেক দাঁড়াও।

এ অধীনীর মনের মানস পুরাও।
সাধ মম বহু দিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে,
চন্দ্রাননে হাসি হাসি, বাঁশীটী বাজাও ॥
চিতেন।
নির্জ্জনে এমন না পাব দরশন।
যায় নিশি যাক্, জানুক গুরুজন।
তাহাতে নহি খেদিত, শুন ওহে ব্রজনাথ,
ও বংশীরো গুণ কত, বিশেষে শুনাও ॥
অন্তরা।
শ্যাম, শুন শুন, যাও কেন, রাখহে বচন।
তোমার বাঁশীর গান আমি করিব শ্রবণ ॥
চিতেন।
কোন রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি, কুলবতীর মন,
কুল সহিতে হে করিলে হরণ।
কোন রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি, রাধায় কর উদাসিনী,
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও ॥
অন্তরা।
আগে যদি প্রাণসখি জানিতেম্।
শ্যামের পিরীতো, গরল মিশ্রিতো,
কার মুখে যদি শুনিতেম্।
কুলবতী বালা, হইয়া সরলা,
তবে কি ও বিষ ভকিতেম্ ॥
চিতেন।
যখন মদনমোহন আসি,
রাধা রাধা বোলে বাজাত বাঁশী,
যদি মন তায় না দিতেম্।
সই, আমিও চাতুরী, করিয়া সে হরি,
আপন বসেতে রাখিতেম্ ॥
অন্তরা।
হইয়ে মানিনী, যতেক গোপিনী,
বিরহ জ্বালাতে জ্বলিতেম্।
সই ষড়জাল সম, সে বঙ্ক নয়ন,
জানিলে কি তায়, এ কোমল প্রাণ,
সমর্পণ করিতেম্ ॥
চিতেন।
আগে গুরুজন, বুঝালে যখন,
তা যদি গ্রহণ করিতেম্।
রিপুগণ বশে, রহিত অনা'সে,
মনের হরিষে থাকিতেম্ ॥

মহড়া।
ইহাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি,
ব্রজকুলনারী বধিলে।
বলনা কি বাদ সাধিলে।
নবীন পিরীত, না হইতে নাথ,
অঙ্কুরে আঘাত করিলে ॥
চিতেন।
একি অকস্মাৎ, ব্রজে বজ্রাঘাত,
কে আনিল রথ গোকুলে।
অক্রূর সহিতে, তুমি কেন রথে,
বুঝি মথুরাতে চলিলে ॥
অন্তরা।
শ্যাম ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে,
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নাহি অন্য ভাব, শুন হে মাধব,
তোমারি প্রেমের প্রয়াসী॥
চিতেন।
শ্যাম, নিশিভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী,
তথা আসি গোপী সকলে।
কিসে হলেম দোষী, তা তোমায় জিজ্ঞাসি,
কি দোষে এ দাসী ত্যজিলে ॥

যদি চলিলে মুরারী, তেজে ব্রজপুরী,
ব্রজনারী কোথা রেখে যাও।
জীবন উপায় বলে দাও ॥
হে মধুসূদন, করি নিবেদন,
বদন তুলিয়ে কথা কও ॥
চিতেন।
শ্যাম যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি,
থাক হরি যথা সুখ পাও।
একবার সহাস্যবদনে, বঙ্কিমনয়নে,
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও ॥

মহড়া।
ঐ আসিছে কিশোরি, তোমার কৃষ্ণ কুঞ্জেতে।
সুখে বঞ্চিল না জানি কোথা, কারো সহিতে।
বঁধু ঘুমে ভূমে ঢোলে পড়ে, নারে চলিতে।
শুখায়েছে বিম্বাধরো, শ্যামচাঁদেরো,
বঁধুর এলায়েছে পীতবাস, নারে তুলে পরিতে ॥

চিতেন।
যাহার লাগিয়ে নিশি করিলে প্রভাত,
ওই সই, সেই প্রাণনাথ।
প্রভাতে অরুণ সহ উদয় আসি,
বঁধুর হোয়েছে অরুণ আঁখি, নিশি জাগরণেতে॥

মহড়া।
আমারে সখি ধর ধর।
ব্যথার ব্যথিত কে আছে আমার।
পথশ্রান্তে নহি গো কাতর।
হৃদে নবঘন-দলিতাঞ্জনবরণ, উদয়ে অবশ শরীর॥
চিতেন।
অঙ্গ থরথর, কাঁপিছে আমার,
আর না চলে চরণ।
সেই শ্যাম প্রেম ভরে, পুলক অন্তরে,
সম্বরা যে ভাব অম্বর॥
অন্তরা।
হায় সে যে কটাক্ষের অপাঙ্গ-ভঙ্গিম,
বয়ান করে তা কি কব।
লেগেছে যাহারে, প্রবেশি অন্তরে,
সেই সে বুঝেছে ভাব॥
চিতেন।
কুল শীল ভয়, লজ্জা তার যায়,
না রাখে জীবন আশ।
তার জলে বা, স্থলে বা,
অন্তরীক্ষে কিবা সন্দেহ নাহি মরিবার॥

মহড়া।
বোঝা গেল না,হরি, কেমন তোমার করুণা।
মরি হে কি বিবেচনা।
দিয়ে রাধার প্রেমে ডুরি, এলে মধুপুরী,
পুরাতে কুব্জার মনোবাসনা॥
চিতেন।
সকলি বিস্মৃত, কি ব্রজনাথ, হোলে এককালে।
ভেবে দেখ হে গোকুলে, হোলো কি কি লীলে,
তাকি তোমার মনে পড়ে না॥
অন্তরা।
শ্যাম, নন্দ উপানন্দ, সুনন্দ আরো,
রাণী যে যশোমতী।
হা কৃষ্ণ যো কৃষ্ণ, কোথা প্রাণকৃষ্ণ,
বোলে লুটায় ক্ষিতি॥
চিতেন।
আরো শুন হরি, নিবেদন করি,
ব্রজের সমাচার।
ব্রজগোপিকা সকলের, নয়নের জলে,
কেবল প্রবল হেরি যমুনা॥

মহড়া।
আর রাধার অভিমান কে সবে, বিনে কেশবে।
হরি পরিহরি একি অন্যে সম্ভবে॥
আমি যে সই গৌরবিনী তারি গৌরবে।
চিতেন।
যে বংশীর রব শুনি সদা সর্ব্বক্ষণ।
যেন মৃত দেহে সখি, আমার আসিত জীবন।
এখনো এ পাপ প্রাণ রবে কি রবে॥
অন্তরা।
শ্যামের গুণের কথা শুন প্রাণ সই।
ছলো ক্রমে এক দিনো অভিমানী হই॥
চিতেন।
যে মান ভঞ্জনে হরি পেয়ে কত ক্লেশ।
আসি মানো ভিক্ষা করি নিলো,
ধরি যোগীর বেশ।
সে সবো স্বপনো হোলো তারো অভাবে॥

মহড়া।
তোমার আশাতে এ চারি জন।
মোর মন প্রাণ শ্রবণ নয়ন।
আছে অভিভূত হোয়ে সর্ব্বক্ষণ॥
দরশো পরশো শুনিতে সুভাষ,
করিতেছে আরাধন॥
চিতেন।
অন্য রূপ আঁখি না হেরে আর।
শ্রবণ প্রাণ তুমি জুড়াবার।
শয়নে স্বপনে, মন ভাবে মনে,
কবে হইবে মিলন॥
অন্তরা।
প্রাণ, ইহার কি বল উপায়।
আমি যে ঠেকিলাম বিষম দায়॥

চিতেন।
অস্থির হোলো এ চারি জনে।
প্রবোধি, প্রবোধ নাহি মানে।
ইহার বিহিত, যে হয় তুরিত,
কর প্রেয়সি এখন॥
অন্তরা।
প্রাণ, জীবন যৌবন ধন।
এতো চিরপদ নহে জান॥
চিতেন।
এ তুমি শুনেছ জানতো প্রাণ:
অনুগতের রাখ সম্মান।
ও মৃগলোচনি, ও বিধুবদনি,
কর সুধাবিতরণ॥
অন্তরা।
প্রাণ, এরূপ আশ্বাস কথায়।
বল কি ফল আছে তায়॥
চিতেন।
প্রতি দিন আসি বিমুখে যাই।
নিবৃত্তি না হয় এ আশা-বাই।
তুরিতে সান্ত্বনা, কর সুলোচনা,
আর না সহে যাতনা॥

মহড়া।
ওহে বার বার আর কেন, জানাও আমায়।
বুঝিয়াছি তোমার যে মনের আশয়।
তুমিতো আমারি আছ, গিয়েছ কোথায়॥
চিতেন।
সুখে থাক, মন রাখ, এখন এই চাই।
তবু গুণ গাই, কোথাও না যাই।
তুমি যত ভালবাস ভাবে বুঝা যায়॥
অন্তরা।
ওহে তোমার ও গুণ প্রাণ, থাকুক তোমায়।
ও বাতাস যেন হে না লাগে কার গায়॥
পরচিতেন।
তব সম, প্রিয়তম, কোথা পাব আর।
হেন অসামান্য গুণ আছে কার।
বিবিধ রূপেতে আমি জেনেছি তোমায়॥
অন্তরা।
যদি নারী হোয়ে করে কেউ প্রেম অভিলাষ।
তোমার মতন রসিক পেলে, পূরে তার আশ॥
পরচিতেন।
যেরূপ সুখে সে ভাসে, বিধি বিধানে।
কব কেমনে, শুধু, সেই জানে।
এক মুখে তব গুণ, কোয়ে না ফুরায়॥
অন্তরা।
ওহে যত দিন দেহে প্রাণ, থাকিবে আমার।
ঘুষিব ঘোষণা নিয়ত তোমার॥
পরচিতেন।
তুমি যেমন, সুজন, রসিকের শেষ।
জানি সবিশেষ, নাহি দোষলেশ।
তোমার রীত চরিত, জাগিছে হিয়ায়॥
অন্তরা।
তুমি ঘৃণাগ্রেতে জাননাক শঠতা কেমন।
আহা মরি মরি তব, কি সরল মন॥
পরচিতেন।
রঘুনাথ বলে কেন ও বিধুমুখি।
কি দোষ দেখি, হোয়েছ দুখী।
কেন হেন বাক্যবাণ, হানিছ উহায়॥

মহড়া।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার জীবন যৌবন।
এমন প্রেমের সাধ করে যেই জন।
সে চাহেনা, আমি তার যোগাই মন॥
চিতেন।
যেখানেতে না রহিল, মানিজনার মান।
সে কেমন অজ্ঞান, তারে শপে প্রাণ।
সেধে কেঁদে হয় গিয়ে কলঙ্কভাজন।
অন্তরা।
একি প্রণয়েরি রীতি সই, শুনেছ এমন।
কেহ সুখে থাকে, কেহ দুখে জ্বালাতন॥
চিতেন।
শয়নে স্বপনে মনে, যে যারে ধ্যায়ায়।
সে জন তাহায় ফিরে নাহি চায়।
তথাপি না পারে তারে হোতে বিস্মরণ॥
অন্তরা।
সখি, পিরীতি পরম ধন, জগতেরি সার।
সুজনে কুজনে হলে, হয় ছারে খার॥
চিতেন।
সামান্য খেদের কথা একি প্রাণ সই।

কারেই বা কই, প্রাণে মোরে রই।
ঘরে পরে আরো তাহে করয়ে লাঞ্ছন॥

অন্তরা।

যারে ভাবিব আপন সই, তার এ বোধ নাই।
এমন প্রেমের মুখে, তারো মুখে ছাই॥

চিতেন।

হেন অরণ্যরোদনে, ফল আছে কি।
এ হতে সুখী একা যে থাকি।
ধোরে বেঁধে করা কিনা প্রেম উপার্জ্জন॥
যার স্বভাব লম্পট সই, তার কি এ বোধ।
আছে কি করিবে তব প্রেম অনুরোধ॥

চিতেন।

অতি দৃঢ় উভয়েতে হওয়া একমন।
এরূপ মিলন, না দেখি কখন।
রঘু বলে কোথা মিলে দুজনে সুজন।

মহড়া।

বুঝেছি মনেতে, রমণীর প্রেম কেবল ধন।
মিছে মিছি সে মিলন।
তাদের ধন লোয়ে কথা,
পিরীতি বা কোথা, কা কস্য পরিবেদন॥

চিতেন।

যদি হৃদয় চিরে প্রাণ নারীরে কর সমর্পণ।
তবু কেমন চরিত, তাহে কদাচিত,
নাহি পাওয়া যায় মন॥

অন্তরা।

রূপে কামসদৃশ পুরুষ অর্থহীন যদি হয়।
সেই রসিক জনে, নারী নয়নে না ফিরে চায়॥

চিতেন।

অতি নীচ যদি হয়, নিত্য ধন দেয়,
যেচে তারে সঁপে যৌবন।
তাহে কুৎসিত কুজনা, নাহি বিবেচনা,
স্বকার্য্য করে সাধন॥

অন্তরা।

কেবল অর্থেতেই লোভ, মৌখিক সে সব,
কহে যে প্রেমকথন।
পিরীতি-রসের রসিক নারী,
সহস্রে মেলে একজন॥

চিতেন।

সকলেরি এ আশায়, কেবা প্রেম চায়,
হোলে হয় স্বর্ণভূষণ।
তাদের সেই হয় প্রিয়তম, সেই মনোরম,
ধন দিয়ে তোষে যে জন॥

অন্তরা।

যার স্বামী অকৃতী, তাকে সে যুবতী
নাহি করে মান্যমান।
বলে ধিক্ থাক্ পিতা মাতারে,
এমন দরিদ্রে দিয়াছেন দান॥

চিতেন।

যদি কপালগুণে, পুনঃ সে জনে,
অর্থ করে উপার্জ্জন।
তখন হেসে কয় যুবতী, পেয়েছি এ পতি,
কোরে হর-আরাধন॥

অন্তরা।

দেখে অর্থ আছে যার,
সদা নারী তার, করয়ে মনোরঞ্জন।
বলে পাদ-পদ্মে স্থান, দিও ওহে প্রাণ,
আমি করিব সহগমন॥

চিতেন।

পূরাতে বাসনা, ললনা ছলনা,
কথাতে করে কেমন।
করে আগেতে যেমন, না থাকে তেমন।
হলে পরে পুরাতন॥

মহড়া।

যার স্বভাবো যা থাকে প্রাণনাথ,
তাকি ঘুচাতে কেহ পারে!
নিদর্শন তোমারে॥
শুনেছো কখনো, অঙ্গারের মলিনো,
ঘুচে কি দুধে ধুলে পরে।

চিতেন।

নিম্বতরু যদি রোপণো হয়ো,
শতভারো শর্করে।
সে মিষ্ট রসো না হয়ো কখনো,
নিজ গুণ প্রকাশো করে॥

মহড়া।

একি অকস্মাৎ ব্রজে বজ্রাঘাত,
কে আনিল রথ গোকুলে।
রথ হেরিয়ে ভাসি অকূলে।
অক্রূর সহিতে, কৃষ্ণ কেন রথে,
বুঝি মথুরাতে চলিলে ॥

চিতেন।

রাধারে চরণে ত্যজিলে রাধানাথ,
কি দোষ রাধার পাইলে ? শ্যাম,
ভেবে দেখ মনে, তোমার কারণে,
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী ॥

অন্তরা।

নাহি অন্য ভাব, শুন হে মাধব,
তোমার প্রেমের প্রয়াসী।
নিশাভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী,
তথা আসি গোপীসকলে ॥

চিতেন।

দিয়ে বিসর্জ্জন কুল শীলে।
এতেই হ'লাম দোষী, তাই তোমায় জিজ্ঞাসি—
এই দোষে কিহে ত্যজিলে ?

অন্তরা।

শ্যাম, যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি,
থাক হরি, যথা সুখ পাও।
একবার সহাস্য-বদনে, বঙ্কিম-নয়নে,
ব্রজ-গোপীর পানে ফিরে চাও ॥

চিতেন।

জনমের মত, শ্রীচরণ দুটী,
হেরি হে নয়নে শ্রীহরি।
আর হেরিব আশা না করি।
হৃদয়ের ধন তুমি গোপিকার
হৃদে বজ্রহানি চলিলে।

মহড়া।

তুমি রাধে, অতি সাধে, করেছ প্রণয়।
সে লম্পট কভু নয় সরল হৃদয়।

চিতেন।

তোমারে সঙ্কেত জানায়ে,
শ্যাম বিহরিছে অন্যেরে লয়ে।
দেখিবে ত এস রাধে, দেখাই তোমারে,
আছে চন্দ্রাবলীর ঘরে ॥

অন্তরা।

দেখে এলাম তোমার শ্যামচাঁদেরে
শুয়ে কুসুম-শয্যাপরে।
নিশির শেষে অলসে অচেতন,
শ্যাম অঙ্গে নাহি বসনভূষণ।
ভুজে ভুজে বাঁধা, যুক্ত অধরে অধরে ॥

মহড়া।

কোন্ প্রাণে সে তোমারে দিলে হে বিদায়।
তুমি বা কেমনে ত্যজে আইলে হেথায় ॥

চিতেন।

বিদরে আমার বুক তব মুখ হেরিয়ে।
এসেছ শ্যাম কোথা নিশি জাগিয়ে।
শূন্যদেহ লইয়ে এলে কারে প্রাণ সঁপিয়ে ॥

অন্তরা।

এখন কি হইল মনে রাধা বলিয়ে।
কি ভাবিয়ে শ্রীমতীরে গেলে শ্যাম ত্যজিয়ে ॥

চিতেন।

নাহি পীত ধটি মুরলী—গোচারণের সে ভূষণ।
ধ'র না রাধার পায় এখন।
এবে যদুপতি, হয়েছ ভূপতি,
দ্বারকাপতি সোণার ভবন ॥

মহড়া।

হরি, ব্রজনারী চেনে না,
ওহে ব্রজগোপীর প্রাণধন।
প্রভাস-তীর্থে দরশন পাইয়া কৃষ্ণেরে,
অভিমান ভরে, কহে করে ধ'রে গোপীগণ ॥

অন্তরা।

যদুনাথ, আর কেন দুখিনীগণে স্মরণ হবে।
গিয়েছে সে সব ব্রজের ভাব,
মজেছ হে নব ভাবে ॥

চিতেন।

রুক্মিণী আদি রাজসুতা,বশতা সবে, সেবে ও চরণ,
ভুলেছ সে গোপীগণ।
রাধা কুরূপিণী, গোপের রমণী,
বনবাসিনী, কি তারে লাগে মন ॥

মহড়া।
শিশির নিশির যন্ত্রণা সই!
এ হতে ত ছিল ভাল।
বসন্ত হয়ে কৃতান্ত বিরহী বধিতে এল॥
চিতেন।
মনের কথা কই, এমন কে আছে!
ঋতুরাজ যিনি,
নারী বধেন তিনি,
তবে আর দাঁড়াব কার কাছে॥
অন্তরা।
আসি সপ্তরথী মিলে, আমারে মজালে,
যেন অভিমন্যু ঘেরেছে কৌরব।
কাল বসন্তের হাতে যায় বা সতীত্ব-গৌরব॥
চিতেন।
যে ধন দিয়ে গেলেন প্রাণনাথ,
তায় বা করে গো আঘাত,
কত সই গো সই, মুহুমুহু কুহুরব॥

মহড়া।
সখিরে, রসেরো অলসে।
গত দিবসেরো রজনী শেষে॥
অচেতনো হয় সুখের আবেশে॥
শ্যামের অঙ্গে পদ থুয়ে, শ্যামেরে হারায়ে,
কেঁদেছিলাম কত হুতাশে॥
চিতেন।
যে বিচ্ছেদো তরে, পরাণো শিহরে,
তাই ঘটেছিল সই।
অমনি কম্পান্বিত হৃদি, হেরে শ্যাম নিধি,
হোরে নিল বিধি কি দোষে॥
অন্তরা।
রাই অত্যন্ত কাতরা,
নয়নেতে ধারা বহিছে কহিছে ওহে শ্যাম॥
তব দরশনো, আকাঙ্ক্ষী যে জনো,
তার প্রতি কেন হোলে বাম॥
চিতেন।
কোন সখী কহে, হেথা থাকা নহে,
এ বন অতি দুর্গম।
আনি সুশীতল বারি,
কোন সহচরী, বদনে দিতেছে হুতাশে॥

মহড়া।
রহিল না প্রেম গোপনে।
হোলো প্রকাশিতে ভাল দায়॥
কুল-কলঙ্কী লোকে কয়।
আগে না বুঝিয়ে, পিরীতে মজিয়ে,
অবশেষে দেখো প্রাণ যায়॥
চিতেন।
আমি ভাবিলাম আগে, যে ভয় অন্তরে,
ঘটিল আমার সেই ভয়।
গৃহেরো বাহিরো, না পারি হইতে,
নগরেরো লোক-গঞ্জনায়॥
অন্তরা।
হায় কত জনে কত বলিছে নাথো,
মোরে থাকি মরমে।
বদন তুলিয়া কথা নাহি কই সরমে॥
চিতেন।
হায়! কি পুরুষো নারী, করে ঠারাঠারি,
যখন তারা দেখে আমায়।
ভাবি কোথা যাব, লাজে মোরে যাই,
বিদরে ধরণী যাই তায়।
হায়! হৃদয়ো মাঝারে লুকায়ে,
সদা রাখি প্রেমো রতনে।
কি জানি কেমনে সখা, তথাপি লোকে জানে॥
চিতেন।
হায়! পিরীতেরো কিবা সৌরভো আছে,
সে সৌরভো মম অঙ্গে বয়।
কলঙ্ক-পবনে লইয়ে সে বাসো,
ব্যাপিল জগতোময়॥

মহড়া।
পিরীতি নাহি গোপনে থাকে।
শুন লো সজনি বলি তোমাকে॥
চিতেন।
শুনেছ কখনো, জ্বলন্ত আগুনো,
বসনে বন্ধনো রাখে।
প্রতিপদের চাঁদ হরিষ-বিবাদ,
নয়নে না দেখে, উদয় লেখে।

দ্বিতীয়ের চাঁদ কিঞ্চিৎ প্রকাশ।
তৃতীয়ের চাঁদ, জগতে দেখে॥

মহড়া।
যৌবনকালে যদি নারী বুঝিতো পিরীত।
তমোগুণে না হইত পূরিত॥
চিতেন।
পুরুষেরো হইত বাধিত।
তবে ত হইত প্রেমে সুখ সমুচিত॥
অন্তরা।
সময়ে প্রেমেরো নাহি করে আকিঞ্চন।
করয়ে কখন্—যায় যৌবনো যখন॥
চিতেন।
সে প্রণয়ে হয়ো কি না—নানা বিবর্টিত॥

মহড়া।
কি হবে! কোথা গেলে হরি,
অনাথো করি, তেজিয়ে পথ মাঝে।
তবে বিরহে হৃদয় বিদরে যে।
আমি একাকী এ বনে, রহিব কেমনে.
মরি মরি প্রাণে যে।
চিতেন।
হায়! এই স্কন্ধে করি, আমারে মুরারি,
লইতে চাহিলে হে যে।
আবার কি ভাবান্তরে, অদেখা আমারে,
হোলে কি মনে বুঝে॥
হায়! ওহে তরুগণো, মোরো শ্যাম-ধনো,
দেখেছ কেহ তোমরা।
বিড়ম্বিলো বিধি, সে প্রাণনিধি,
এই খানে হোয়েছি হারা॥

মহড়া।
এত দুখো অপমান, সাধেরো পিরীতে প্রাণ।
নিতি নিতি প্রাণো, নতনো আগুনো,
উঠে না হয়ো নির্ব্বাণ॥
চিতেন।
অতি সমাদরে, জুড়াবারো তরে
কোরেছিলাম পিরীতি।
আমার সে সকলো গেলো,
শেষে এই হলো,
সদা ঝোরে দুনয়ান॥

মহড়া।
এ সময় সখা দেখা দেও হে।
তব অদর্শনে ব্রজনাথ,
আমার আঁখি মনো সদা দহে হে।
হরি তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ যায়,
হায় হায় হায় হে॥
চিতেন।
গিরীষ্ম, বরষা, হিম, শিশিরে,
যত দুখ দেয় হে।
সব সম্বরণ কোরেছি কৃষ্ণ,
বসন্ত যাতনা প্রাণে না সয় হে॥
অন্তরা।
প্রায় ব্যাধ-জাল হোয়ে, ঘেরেছে আমায়,
কোকিলের স্বর-জাল।
তাহে পোড়ে আমি, হরিণী সমানা,
ডাকি হে তোমারে নন্দলাল॥
পরচিতেন।
জীবনো যৌবনো, ধনো প্রাণো হরি,
সঁপেছি সব তোমারে হে।
বিপত্তে মধুসূদনো, আমা প্রতি কেনো,
নিদয়ো জনার্দ্দন হে।

মহড়া।
আয় দোসরী, বনে গিয়ে হেরি,
সেই বংশীধারী,
বৃন্দে সখীর করে ধরি করে সবিনয়।
যেমন আছিস্ তেমনি আয় গো,
আর বিলম্ব নাহি সয়॥
চিতেন।
মুক্তকেশী হোয়ে আসি গৃহবাহিরে।
সজলনয়নে সাধে সবারে॥
অন্তরা।
ব্যথার ব্যথী কে আছিস্ আমার,
এস গো এ সময়॥

মহড়া।
ইথে কার অসাধ কমলিনি!
বল শুনি হাঁগো রাধে হেরিতে নীলকান্তমণি
আমরা তো সব তব আজ্ঞাবর্ত্তিনী।
যাবে কৃষ্ণদরশনে এতো শ্লাঘা করে মানি॥
চিতেন।
কায়মন প্রাণে যার পদে সমর্পণ।
সে ধনে হেরিতে আমাদের আলস্য কখন॥
অন্তরা।
যদ্যপি কাল বল তুমি,
আমরা প্রস্তুতো এখনি।

মহড়া।
সখি, শ্যামচাঁদে করলো মানা।
কোন ছলে যেন এসেনা কদম্বতলে,
ললিতত্রিভঙ্গরূপো, হেরে প্রাণো যে বাঁচে না॥

মহড়া।
পিরিতের ও কথা কোয়ে ত ফুরায় না।
প্রাণ যত কও, ততই উপজে কতই,
পরিসীমা হয় না।

মহড়া।
তুমি কার প্রাণ, করি দেহশূন্য এলে,
হেরে যে রূপো, বাসনা করে।
করি পরিত্যাগ আপনো প্রাণ,
সেইখানে রাখি তোমারে॥
চিতেন।
পদার্পণে যে কমলে পূর্ণিতো করিলে বসুমতী।
জ্ঞানো হয় প্রাণ তেমতি॥
নয়নো কটাক্ষে কুমুদো প্রকাশ,
পাইতো হে তব অন্তরে॥

মহড়া।
এই ভয় সদা মনেতে,
বিচ্ছেদো বা ঘটে পিরীতে॥
হোতেছে এখানে নূতনো যতনো,
কি হলো কি হবে শেষেতে॥

চিতেন।
প্রাণ নব অনুরাগে, পিরীতি সোহাগে,
আছি আলাপনেতে॥
বিনি আবাহনে ও বিধুমুখো পাই সদা দেখিতে॥
হেন ভাবো থাকে নিরবধি,
তবে যাবে প্রাণ সুখেতে॥

মহড়া।
ওহে বার বার আর কেন জ্বালাও আমায়।
বুঝিয়াছি তোমারো যে মনের আশয়॥
তুমিত আমারি তাহে গিয়াছ কোথায়॥
চিতেন।
সুখে থাক মনে রাখ এখন এই চাই।
তব গুণ গাই, কোথাও না যাই॥
তুমি যত ভাল বাসো ভাবে বুঝা যায়॥
অন্তরা।
ওহে তোমারো ও গুণো,
প্রাণেম থাকুকো তোমায়।
ও বাতাস যেন হে, না লাগে কারো গায়॥
চিতেন।
তব সম প্রিয়তম কোথা পাব আর।
হেন অসাধারণ গুণ আছে কার॥
বিবিধ রূপেতে আমি জেনেছি তোমায়॥
অন্তরা।
যদি নারী হয়ে কেউ প্রেম অভিলাষ।
তোমার মতন রসিক পেলে পূরে তারো আশ॥
চিতেন।
সে রূপো-সুখে সে ভাসে বিধিবিধানে।
ক'ব কেমনে সেই সে জানে॥
এক মুখে তব গুণো কোলে না ফুরায়॥
অন্তরা।
ওহে যতদিন দেহে প্রাণো থাকিবে আমার।
ঘুষিব ঘোষণা আমি নিয়ত তোমার॥
চিতেন।
তুমি যেমন সুজনো রসিকেরো শেষ।
জানি সবিশেষ নাহি দোষো লেশ॥
তোমারো রীতো চরিতো জাগিছে হিয়ায়॥
অন্তরা।
তুমি ঘৃণাগ্রেতে জানো নাকো শঠতা কেমন।
আহা মরি মরি তব কি সরলো মন॥

চিতেন।

রঘুনাথো কহে কেন ও বিধুমুখা।
কি দোষ দেখি হয়েছো দুখী,
কেন হেন বাক্যবাণ হানিছ উহায় ॥

মহড়া।

এমন সুখদ সময়ে কোথা হে,
ত্যজিয়ে এ সুখ-বৃন্দাবন।
দুখিনী রাধায় মদন করে দগ্ধ হে মদনমোহন ॥
এসময়ে সখা, দাও হে দেখা,
নিরখি তোমার চন্দ্রানন ॥

চিতেন।

একে তো সহজে এ ব্রজধাম,
সদা সুখেরো আস্পদ।
তাহে কাল্ গুণেতে পূর্ণ সুখো সম্পদ ॥
রসিক নাগরো, তোমা বিনে আরো,
কে করে এ রসের উদ্দীপন।

অন্তরা।

প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে কিবে সুশোভন,
মুঞ্জরিল তরুগণ।
পুনর্ব্বার যেন এ ব্রজধাম, ধরিল নব যৌবন ॥

পরচিতেন।

মুকুলে মুকুলে, কোকিল ডালে, করে কুহুকুহু রব
কুসুমে কুসুমে গুঞ্জরে অলি সব ॥
আমরি আমরি, এই শোভা হরি,
হইলে কি সবো বিস্মরণ ॥

মহড়া।

আজ বাঁধ্‌বো তোমায় বনমালী।
করিয়ে সখীমণ্ডলী ॥
নাগরালি তোমার মত, কর্ব্বে হত,
দিয়ে অঙ্গেতে ধূলি।
গোরসেরো অবশেষে, দিব মস্তকে ঢালি ॥

মহড়া।

কেহ নাহি আর।
হরি তোমা বিনে দুখিনী রাধার ॥
ইথে যে উচিত তোমার,
করহে মুরারি, অধীনী তোমারি,
সকলি তোমারে লাগে ভার।

চিতেন।

আগেতে বাড়ায়ে গৌরবো, সে সবো,
পুনঃ করিলে সংহার।
জগতেরো পতি, তোমারো কি ক্ষতি,
যে দুখ হোলো সে অবলার ॥

অন্তরা।

ওহে শ্যাম, ভাব দেখি একোবার,
গোকুলেরো সে লীলে।
কিরূপ ব্যাভারো, হতো নিরন্তরো,
সকলি বিস্মরিলে ॥

চিতেন।

হোতেম্ যখন মানিনী,
আপনি করিতে যে ব্যবহার।
সে সবো এখনো হইল স্বপনো,
স্মরণার্থে রয়েছে আমার ॥

অন্তরা।

ব্রজনাথ! এক্ষণে, ব্রজ-ভূমেরো
হোয়েছে হে যে দশা।
উদ্ধবো সকলি, দেখেছে
বিশেষো, কি কহিব সহসা ॥

চিতেন।

আগমন কালে মাধবো, আসিবো
কয়েছিলে এই সার।
কেবল মাত্র আশা, ব্রজেরো ভরসা,
নতুবা সকলি আঁধার ॥

অন্তরা।

কেবল এই হেতু প্রাণো আছে
গোপিকার শরীরে।
ত্রিভঙ্গ মুরারী, রাধা বনমালী,
জাগিতেছে অন্তরে ॥

চিতেন।

দিবানিশি এই ধ্যানো,
বাহ্যজ্ঞানো হারা হয়ে অনিবার।
কখনো চেতনা পেয়ে, ডাকি—
প্রাণোকৃষ্ণ কোথায়, দুখে কর পার ॥

অন্তরা।

আর কি হবে হে এমন দিন
পুনঃ যাবে ব্রজেতে।
আর কি হে হরি, হইবে কাণ্ডারী,
যমুনা পার হতে॥

চিতেন।

আর কি কদম্বতলে, কৌশলে
লবে দানপশরা।
কহে রঘুনাথো, হবে মনোনীত
সকল ব্রজবাসী জনার॥

মহড়া।

ওহে উদ্ধব আমার এই রাজধানী মনে ধরেনা।
মনো সে প্রেম পাসরে না।
যখন ভাবি ব্রজপুরী, ধাইয়ে কিশোরী,
উপজয়ে কত ভাবনা।

চিতেন।

আমার মনে যে কি ভাবো, উদয় উদ্ধবো,
তাতো তুমি বুঝ না।
আমার এ মনো মন্দিরো, সদা শূন্যাকারো,
বিহনে সেই ব্রজাঙ্গনা॥

মহড়া।

হরি, ব্রজনারী চেন না এখন, রাধার প্রাণধন।
প্রভাসতীর্থে দরশন পাইয়ে কৃষ্ণেরে,
অভিমান ভরে কহে, করে ধ'রে গোপীগণ।

চিতেন।

নাহি পীতধটি, মুরলী গোচারণের সে ভূষণ।
ধরোনা রাধার পায় এখন।
এবে যদুপতি, হয়েছ ভূপতি,
দ্বারকাপতি, সোণার ভবন।

অন্তরা।

যদুনাথ আর কেন দুখিনীগণে স্মরণ হবে।
গিয়াছে সে সব ব্রজের ভাব, মজেছ হে নবভাবে

চিতেন।

রুক্মিণী আদি রাজদুহিতা সবে সেবে ও চরণ।
ভুলেছ সে গোপীগণ।
রাধা কুরূপিণী, গোপের রমণী,
বনবাসিনী, কি তারে লাগে মন।

অন্তরা।

ওহে, শুনেছি দ্বারকাতে তব সে সুখবিলাস।
মহিষীগণেরো, বিবিধ প্রকারো,
পূরাতেছ অভিলাষ।

চিতেন।

সত্যভামার মানো, রাখিলে, রোপিলে
পারিজাতেরো কানন।
তাহে আছ বাঁধা, সাধ প্রিয় সাধা,
ভুলেছ রাধার প্রেমধন॥

অন্তরা।

তোমারে অকিঞ্চন জনো নাথো,
কৃষ্ণ জগজনে কয়।
এই হেতু নাথ অকিঞ্চন যতো,
ও পদে আশ্রয় লয়।

চিতেন।

সেনামে কলঙ্ক রাখিলে,
ত্যজিলে যখন শ্রীবৃন্দাবন
আর ও চরণো, না ল'বে শরণো,
দুখে গেলে প্রাণো দুখিজন।

অন্তরা।

শুনহে বহু কালান্তরে প্রাণবঁধু পেয়েছি দেখা।
জীবনে মরণে, হরি তোমা বিনে,
আর নাহিক সখা।

চিতেন।

সুখো দুখো কৃষ্ণ তব হাত,
রঘুনাথ করয়ে নিবেদন।
চলহে নিলাজো, গোপিকা সমাজো,
ব্রজ রাজো নন্দেরো নন্দন।

[কোনও কোনও গানের অন্তরা, মহড়া বা চিতেনের সহিত অপর গানের অংশ-বিশেষের মিল দেখা যায়। অথচ, গানগুলি সর্ব্বত্রই স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত।]

দেওয়ান মহাশয়।

বৰ্দ্ধমান কালনার সন্নিকট চুপী গ্রামে ১১৫৭ সালে রঘুনাথ রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ব্রজকিশোর রায়। ব্রজকিশোরের দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের তিন পুত্র; তন্মধ্যে রঘুনাথ মধ্যম। ব্রজকিশোর বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীৰ্ত্তিচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। চুপীর রায় বংশ বৰ্দ্ধমান রাজবাটীতে বহুকাল হইতে বংশপরম্পরাক্রমে এই দেওয়ানী কাৰ্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। ব্রজকিশোরের মৃত্যুর পর, রঘুনাথ সেই দেওয়ানীপদ প্রাপ্ত হন। ইনি বৰ্দ্ধমানে 'দেওয়ান মহাশয়' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। সেই হইতে "দেওয়ান মহাশয়" নামেই তিনি পরিচিত।

বৰ্দ্ধমানে পিতার নিকট থাকিয়া রঘুনাথ সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই উভয় ভাষাতে তিনি বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত-রচনায় এবং পরমার্থ-চিন্তায় রঘুনাথের বিশেষ আসক্তি দেখা যাইত। তিনি যখন দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন, তখন মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বৰ্দ্ধমানের অধিপতি। সঙ্গীতে দেওয়ান মহাশয়ের বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া, মহারাজ দিল্লী ও লক্ষ্মৌ হইতে ওস্তাদ আনাইয়া তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষার রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

দেওয়ান মহাশয় প্রতিদিন অল্পক্ষণই দেওয়ানীকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। তাঁহার অধিকাংশ সময়ই সঙ্গীতচর্চ্চায় ও ধৰ্ম্মকাৰ্য্যে অতিবাহিত হইত। তিনি অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার রচিত সমস্ত সঙ্গীতই দেবদেবী-বিষয়ক, অন্য সঙ্গীত একটিও তিনি রচনা করেন নাই। ভণিতা-স্বরূপ এই 'অকিঞ্চন' কথাটি তাঁহার প্রায় প্রত্যেক গানেই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ প্রবাদ আছে,—রঘুনাথ প্রত্যহ প্রাতঃকালে কালীবিষয়ক একটি গান রচনা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তাঁহার রচিত কৃষ্ণবিষয়ক গানও অনেক আছে।

১২৪৩ সালের ১১এ ভাদ্র ৮৬ বৎসর বয়সে দেওয়ান মহাশয় পরলোকে গমন করেন।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

হে ভগবতি সতি!—প্রজাপতি-দুহিতে!
কোটী উড়ুপতি যিনি, শ্রীমুখের জ্যোতিঃ,
গুণাতীত গুণবতী প্রধানা শকতি।
ওমা! আমি জড়মতি, কিবা জানি স্তুতি,
গতিহীন অকিঞ্চনে, তুমি মাত্র গতি॥

যোগিয়া—তেতালা।

মহিষমৰ্দ্দিনী রূপে ভুবন করে উজ্জ্বল।
অমল কমলদল, নিন্দিত চরণ-তল,
শশধর-নিকর নখররূপে প্রকাশিল॥
রতন নূপুর সাজে, কটিতটে কিঙ্কিণীবাজে,
বিরাজে যোগিনীমাঝে করি কুতুহল;—
মৃদুহাস সুধাভাষ সুরনর ত্রাস-নাশ,
এই অকিঞ্চন-আশ, দেহি শ্রীচরণে স্থল॥

বেহাগ—একতালা।

কিরূপ অনুপমা মা মহেশমনোমোহিনী।
কলঙ্করহিত পরিণত শতবিধু-নিন্দিত বদনী॥
যেরূপ কিরণে হয় হীরকাদি; রত্ন ভূষণে ভূষণী;
মঞ্জীর চরণে বাজে রুণ ঝুনু, মণি মুকুতা গাঁথনি।
দশকরা বিবিধাস্ত্রধরা, সদলে দনুজবিনাশকরা,
পদভরে কাঁপে ধরা, দেবদেবী দেয় জয়ধ্বনি,—
আদ্যাশক্তি তুমি ভগবতি, কে জানে মা তব স্তুতি,
অকৃতি কুমতি অকিঞ্চন প্রতি, প্রসীদ বিশ্বজননি।

ঝিঝিট খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

নিবিড় নিতম্বিনী কে রমণী সমরে।
অম্বর করেছে আলো নেচে এলো চিকুরে॥
বয়সে বালা ষোড়শী, মুখে মৃদু মৃদু হাসি,
উদয় হয়েছে শশী, আসি পদ-নখরে॥
বামকরে অসি ধরি, রণমাঝে দিগম্বরী,
নাচে অসুর সংহারী, মগ্না হয়ে রুধিরে॥

কেদারা—আড়াঠেকা।

কে রণতরঙ্গে উলাঙ্গী ভীমা ভঙ্গিনী।
কুরঙ্গ নয়নী নীরদাঙ্গী শবচারিণী॥
পদভরে কাঁপে ধরা, করে অসি-মুণ্ডধরা,
প্রত্যঙ্গে রুধিরধারা, নরশিরহারিণী॥
একা রণ অসহনে, করিছে ক্ষয় রিপুগণে,
বিকট দশন বদনাতিবিস্তারিণী;—
রূপ হেরি অকিঞ্চন, চরণে সঁপেছে মন,
ন কুরু কৃপা কালি, কালী কলুষনাশিনী॥

ইমন্ কল্যাণ—একতালা।

হর উরোপরে কে বিহরে ললনা,
তিমিরবরণা দিগ্‌বসনা।
করে করবাল, বালশশী শোভে শিরে;
লোল রসনা অতি বিস্তৃতবদনা॥
অসংখ্য দনুজদল সমূলে বিনাশ হ'ল,
শোণিত-হিল্লোলে মহী প্রায় যে মগনা;—
মম হৃদি-পদ্মাসনে বিশ্রামলহ শ্যামা,
অকিঞ্চন দীনের এই নিতান্ত কামনা॥

সুরট মল্লার—একতালা।

কে রণরঙ্গিণী যোগিনী সঙ্গিনী,
হয়ে উলঙ্গিনী নাচিছে সমরে।
পদতল নব-প্রভাকর-কর,
দশ সুধাকর শোভিছে নখরে॥
কিবা জিমূতাঙ্গী জ্যোতিঃ তমোহর,
চরণে পতিত শবরূপে হর,
জবা-বিল্বদল কিবা মনোহর,
শোভিছে ওপদে সঁপিছে অমরে॥
কুন্তলজাল-জিনি কাদম্বিনী,
আরক্ত নলিনীদল ত্রিনয়নী,
লোলরসনা করালবদনী,
শোণিতের ধারা বহে বিম্বাধরে॥
দম্ভে কম্পে ধরণী সঘনে,
করে হুহুঙ্কার পাবক নিঃস্বনে,
ঝরে ইরম্মদ নয়নের কোণে,
ক্ষণপ্রভা খেলে দশন-উপরে॥
ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি দেখে লাগে ভয়,
কিন্তু ভক্তে বিতরিছে বরাভয়,
অকিঞ্চনে কয়, সামান্য তনয়,
ব্রহ্মময়ী উদয় হয়েছেন সাকারে॥

আড়ানা বাহার—আড়াঠেকা।

মা, কে বিহরে সমরে কালকামিনী।
বিবসনা ত্রিনয়নী অম্বুদবরণী।
ঘন হুহুঙ্কার ধ্বনি, বিকট ব্যাপ্তাননী,
মহাঘোরে ঘোরনিনাদিনী।
শবশিশু কুণ্ডল, লোল শ্রুতিমূল,
দনুজমুণ্ডমাল, আপদলম্বিনী;—
হরহৃদিপঙ্কজোপরি, চরণ সরোজ হেরি,
অকিঞ্চনে কৃতার্থকারিণী॥

মোহিনী—আড়াঠেকা।

নবাভ্রবরণী কার কামিনী, নাচে উলঙ্গিনী?
বিকট অট্টহাস, নাহি লাজ ভয় লেশ,
একি বেশ এলোকেশ রণ উন্মাদিনী?
নারীর এমন সাজ, অসম্ভব মহারাজ!
যুদ্ধে নাহি কাজ, বুঝি হবে সর্ব্ব-সংহারিণী;—
কহে অকিঞ্চনে কি ভাবরে দৈত্যগণে?
যে ভাব ভাব মনে, সেই ভবভাবিনী॥

সিন্ধু—ঠেকা।

দুর্গে দুর্গতিহারিণি তারিণি!
অনুগত প্রণত, ভকত-হিতকারিণি!
চিন্ময়ি নির্গুণানন্তগুণধারিণি!
অপার মহিমা বেদাগমে তব নাহি সীমা;
আমি মূঢ় জ্ঞানহীন, তত্ত্ব কি জানি?—মা!
স্বগুণে করুণাদানে হইও গো
চরমে অকিঞ্চন চিত্ত-কারিণী॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

বুঝনা মন বুঝাইলে, পরমার্থ না চিন্তিলে।
দিনান্তে মনের ভ্রান্তে, কালী বলে না ডাকিলে।
জঠরস্থ ছিলে যোগী; জন্ম মাত্র কর্ম্মভোগী,
শ্যামা নামামৃতত্যাগী, বিষয় সম্ভোগী হলে!
অকিঞ্চনের সম্মতি, ত্যজ কামাদি সংহতি,
ছয় জনার ছন্ন রীতি, সম্প্রতি তোমায় মজালে।

ইন্দ্রিয়-বলে ইন্দ্রত্ব, পেয়ে হয়েছ উন্মত্ত,
পড়ে রবে সে ইন্দ্রত্ব, দশেন্দ্রিয় অবশ হলে॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কবে সে দিন হবে,তারিণি মোরে তরিবে;
অনন্যশরণ জনে, চরণে রাখিবে শিবে।
রসনায় বলিবে তারা নাম মধুরাক্ষরা,
তারা নাম বিনে শ্রবণ, আর না শুনিবে।

কালাংড়া—একতালা।

ত্রিলোচন! দুঃখ মোচন, কর হে করুণা করে।
বিদায় দাও আমার অভয়া, লয়ে যাব গিরিপুরে॥
পাষাণী হয়ে অধীরা, অচৈতন্য আছে ধরা,
চৈতন্যরূপিণী তারা বিনে কে চৈতন্য করে॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

পড়িয়ে ভবসাগরে, ডুবে মা তনুর তরী।
"মায়া-ঝড়, মোহতুফান" ক্রমে
বাড়ে গো শঙ্করি॥
একে মনমাঝি আনাড়ি, তাতে ছ'জন
গোঁয়ার দাঁড়ি।
কু-বাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি॥
ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল,
ছিঁড়ে গেছে শ্রদ্ধার পাল,
তরী হ'ল বানচাল, বল কি করি।
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার,
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার, দুর্গানামের ভেলা ধরি॥

খাম্বাজ—একতালা।

মা কত কর বিড়ম্বনা।
অজ্ঞানান্ধে রাখি আর দিওনা যন্ত্রণা॥
অনিত্য সুখে ভুলায়ে, দুঃখার্ণবেতে ডুবায়ে,
মা হয়ে সন্তানে কত কর বিড়ম্বনা।
(ভাল রহিত করুণা)॥
যাগযজ্ঞ পূজনাদি, বিবিধ বিধান বিধি, দুর্গে!
তব কৃপা বিনা না হয় ঘটনা।
অকিঞ্চন প্রতি কৃপাদিষ্টা হয়ে ভগবতি,
দুর্গতি-নাশিনী যশঃ প্রকাশ কর মা॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কেরে বামা নিবিড়-নীরদ-বরণী।
বল-হারিণী, প্রতিপদ বিহরণে কম্পিত ধরণী,
এতো নয় (নয়) সামান্য রমণী॥
বিগলিত কেশী, উন্মত্তবেশী, মুখে অট্টহাসি,
দশানে চমকে যেন তড়িতশ্রেণী॥
অকিঞ্চনে এই কয়, কটাক্ষে দনুজ ক্ষয়,
অপাঙ্গে দনুজকুল-বলহারিণী॥

আড়ানা—আড়া।

জানিতেছি তোমা বিনে গতি নাহি আর তারা।
তবে কেন জেনে শুনে ভুলি ওগো ত্রিপুরা॥
মাতৃগর্ভে অন্ধকারে, জ্ঞানদীপে আলো করে,
রবিশশী মহাঘোরে, হেথা এলে পথহারা॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

নিবিড় নিতম্বিনী কে রমণী সমরে।
অম্বর করেছে আলো, নাচে এলো চিকুরে॥
বয়সে বালা ষোড়শী, মুখে মৃদু মৃদু হাসি,
উদয় হয়েছে শশী, আসি পদ-নখরে।
বাম করে অসি ধরি, রণমাঝে দিগম্বরী,
নাচে অসুর সংহারি, মগ্না হয়ে রুধিরে॥

গান্ধার—একতালা।

ভবসিন্ধু মাঝে কি শোভে রে তারিণী,—
পদযুগল বিচিত্র তরণী॥
যদি হবি পার এ অপার সংসারপারাবার
কর সার চরণ দু'খানি।
শুন ওরে মূঢ় মন, বলি তোমায় পুনঃ পুনঃ,
বৃথা কেন ভ্রমিছ অমনি॥
অকিঞ্চনে নিস্তার বিচার করে,
নিস্তার তারা কর্ণধার-স্বরূপিণী॥

সোহিনী—কাওয়ালী।

শৈলসুতে স্মরহরদয়িতে মা।
শিশু-শশধর শিরসি শোভিতে,
শমনসদন গমন বারণ কারণ স্মরণ তোমার মা॥
সুরাসুর শুভাশুভদায়িনী,

শিবে সাধক-শরণাগত সম্পদবর্দ্ধিনী,
সর্ব্বেশ্বরী শ্যামা সুন্দরী, শঙ্করী,
অকিঞ্চনে তার মা॥

ইমন—তিওট।

মা, তব চরণ দু'খানি, শোভে বিচিত্র তরণী,
দুস্তর ভবার্ণব হইতে (গো) পার।
মনন স্মরণ এ তরণীর বাহকগণ,
শ্রীগুরুচরণ ভবকর্ণধার॥
যতনে যে জন, ইহাতে করে দৃঢ়মন,
অনায়াসে তারিণী সে হইবে উদ্ধার।
ভবান্ধ-কূপে মগন, মূঢ়মতি অকিঞ্চন,
কৃপা বিনা গতি নাহি আর॥

সিন্ধু—আড়া।

একি মা করুণার রীত! মম প্রতি না হয় উচিত,
মায়ায় মুগ্ধ রাখি আমায় ঘটাও হিতাহিত॥
বিনে তব প্রসন্নতা, কিসে হয় অজ্ঞান দূরতা,
বিশ্বমাতা স্বীয় গুণে যে কর বিহিত॥
যদি উত্তম দেহ দিলে, কি হবে আর ভ্রমাইলে,
বিতরণ কর মা দুর্গে, করুণা কিঞ্চিৎ।
তব কৃপালেশে হয়, মমাশুভচয় ক্ষয়,
অকিঞ্চনে কৃপাদানে ক'র না বঞ্চিত॥

টোড়ী বাগেশ্রী—তেতালা।

বিবসনী কার বামা, নবজলধর-বরণী শ্যামা
করালবদনী, ভয়ঙ্করনাদিনী,
বিশালনয়নী কে ভীমা।
আপাদলম্বিত কেশী, সমরে উন্মত্তবেশী,
শবশিব উরসি, নৃত্যতি অবিরামা।
ব্রহ্মময়ী কালীরূপা, কুরু অকিঞ্চনে কৃপা,
নির্গুণা অনন্তগুণধামা॥

আলাইয়া—একতালা।

কে শবোপরে রূপসি বিহরে,
মুখমণ্ডলে জগৎ আলো করে।
কালী কি করালী, রাধাচন্দ্রাবলী,
অনুমান নাহি হইল রে॥

অলকে ঝলকে, চপলা ঝলকে, নাসানলকে
মরিগো ঠমকে।
মরাল থমকে, গতির থমকে,
কটি হেরি, হরি ভুলিল রে॥
কুবলয়দ্বয় নিন্দি নয়ন,
গৃধিনীগঞ্জিত যুগল শ্রবণ,
রদন দাড়িম্ব-দন্তদমন,
হাসিছলে সুধা ঢালিল রে।
অকিঞ্চন ভাবে দিয়ে জলাঞ্জলি,
ও-চরণদ্বয়ে দেরে জবাঞ্জলি,
শিবত্ব পাইবি, মন তোরে বলি (যে পদ)
ভব ভেবে পাগলরে॥

টোড়ী—কাওয়ালী।

মনোমথ-মথন-মোহিনী।
পরিণত কলানাথ শত, নিন্দিত হসিতবদনী।
শতদলজিনি তব চরণদুখানি, সাধকজনমনোরঞ্জিনী
অপার সংসার-পারাবার, দুস্তার তারিণী।
প্রণত-পালিনী প্রপন্নজনদুঃখসংহারিণী,
পার্ব্বতী প্রকৃতিপরা পরমানন্দদায়িনী,
পরম-ঈশানী শ্রান্ত ভ্রান্ত নিতান্ত কুপথগত,
সদা অকিঞ্চন মন মা! হয় যে ভীত,
(এমন) দুর্জ্জনে তোমা বিনে
উদ্ধারে কে তারিণী॥

পরজ—একতালা।

বিবিধ দুঃখদ আর্দ্দিত কাতরজনে
সদয় হও শিবে।
জগতজননী অকৃতীতনয়ে করুণা সম্ভবে॥
মায়াবদ্ধ ক'রে, কত আর মোরে,
অসার সংসারে ঘুরাইবে।
কৃপাবলম্বনে অকিঞ্চন দীনে
এবার গো তারা নিস্তারিবে॥

পরজ—তেতাল।

আমারে কি রাধানাথ হেরিবে নয়নে।
ইহা ত না লয় মোর মনে॥
যোগীগণ যোগাসনে, যে পদ না পায় ধ্যানে,
সে পদ অকৃতী জনে, পাবে কেমনে॥

কামাদিতে হয়ে মত্ত, না চিন্তিলাম তব তত্ত্ব,
কাল এল গেল কাল বৃথা ভ্রমণে।
নিজগুণে কৃপা করি, যদি দীনে হের হরি,
তবে অকিঞ্চনের কি ভয় শমনে॥

রামকেলি—জলদতেতালা।

মনমধুকর হরিপদ-পঙ্কজ, মধুপানে মজ,
এই তো মিনতি রাখ রে আমার॥
নানা কুরস আস্বাদ করি নিরন্তর,
মোর ঘটালে প্রমাদ।
এখন না হইও চঞ্চল তুমি আর,
কর রে কিঞ্চিত হিতাচার॥
বেদাদিতে রে প্রমাণ,
হরিসাধন বিনে না হইবে ত্রাণ,
কর মন শ্রীহরি চরণ অনুধ্যান,
সাধ অকিঞ্চনের উদ্ধার॥

টোড়ি—ঝাঁপতাল।

গোপিকাবল্লভ গদাধর
গোবিন্দ গোলোকনাথ গোবর্দ্ধনধারী॥
কঞ্জলোচন কৃপাময় কলুষখণ্ডন,
কৃষ্ণ কমলাপতি কুঞ্জবিহারী॥
মদনমোহন মধুসূদন মুকুন্দ,
মরকতবরণ মাধব হে মুরারি।
চিন্তামণি চতুর্ভুজ চারুচক্রধর,
চানুর হর অকিঞ্চনচিত্ত-চারী॥

খাম্বাজ—আড়া।

অকৃতি পতিত জনে না হের নয়নে।
পতিত-পাবনী নামে অযশঃ রবে ভুবনে॥
পতিতে না তার যদি, তবে শিব সত্যবাদী,
ইহা শিবে প্রতীত হইবে গো কেমনে॥
তব নাথ শূলপাণি, নাম পতিতপাবনী,
রাখিয়াছে পতিত পামর ত্রাণকারণে।
নিগুর্ণ রঘুনন্দনে না তার, খেদ নাহি মনে,
পতির কুযশ সতী, শুনিবে শ্রবণে।

যোগিয়া—ঐ।

তিমির-বরণে তিমির নাশে,
কে ও বামা নাচে রণে॥
বিগলিত-কেশী, শিরে কলা-শশী
সুশোভিত শব-শিশু শ্রবণে॥
মুণ্ডমালিনী অসি-ধারিণী বিবসনী করালবদনী,
দনুজ ভয়ঙ্কর-নাদিনী, রুধির ধারা বহে আননে!
শ্রীরঘুনন্দনের এই নিবেদন
যেন মন থাকে ও-শ্রীচরণে॥

কালাংড়া—খয়রা।

অরি প্রাণ হরি করি-অরি পরে কে ষোড়শী।
পরম রূপসী, রূপে হরে মনোগত মসি॥
শ্রীচরণে মঞ্জির, শোভিত মনোহর,
কটিতটে কিঙ্গিনী, শিরে কালশশী।
ঘন মৃদু মৃদু হাসি, খেরে সৌদামিনী রাশি॥
কহে রঘুনন্দনে, হেরিলে রূপ নয়নে,
নাহি ভয় শমনে, পুনঃ ভবনে না আসি।
অতএব ঐরূপ ভাব, মন দিবানিশি॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

হরি হে পতিত জনে তারিবে নিজ গুণে।
পতিত-পাবন নাম বিখ্যাত ভুবনে॥
শুন হে করুণাময়, করুণা উচিত হয়,
বঞ্চনা উচিত নয়, এ দীন অকিঞ্চনে॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

বারে বারে ভ্রমিব কি মা আপনি মজিয়ে,
এ বিষয়ে করুণা-নয়নে মা হের এ দীনে।
বিধিমতে যদি সাধনাপথেতে হই রত,
তব মায়া দুরাত্মারে কর গো রহিত,
কৃপা-বিনে উপায় না দেখি আর মায়া-তরণে।
নামের মহিমা বিশেষ কলিতে গো মা শুনি,
বেদাগম স্মৃতি পুরাণে স্থির এই মনে করেছি,
ডাকিব অষ্ট যামে, ত্রাহি রমে ধুমে
ক্ষেমে বামে শ্যামে,
অকিঞ্চন কি উদ্ধার না হবে নাম-গুণে॥

সুরট—তেতালা।

মরি পামরজনে নিজগুণে তারিণি উদ্ধার ॥
প্রমাথী চঞ্চল চিত, নিয়ত ফেরে কুপথ,
সঞ্চয় করে পাপ-সম্ভার ॥
জরা জনম মরণ, দেখিয়া যে প্রতিদিন,
তথাপি স্থিরতাভাব, মনে যে আমার।
অতিভ্রান্ত অকিঞ্চনে, দুর্গে তব কৃপা বিনে,
না হইবে ভবেতে নিস্তার ॥

দেশ—ঠুংরী।

কিরূপ অনুপমা, নীলাব্জ-বরণী শ্যামা।
নগ্না সমরে মগ্না, হ্রীশূন্যা কার বামা॥
ব্যাপ্তাননা ত্রিনয়না, বিলোল রসনা ভীমা,
বিনাশি দৈত্যগণ, অমরে কর সিদ্ধকামা ॥
কালরূপ কাল কামিনী, কে জানিবে মহিমা,
কাল ভয়ে অকিঞ্চনে সকরুণে নিস্তার উমা ॥

বাগশ্রী—এক তালা।

জলদ-বরণী কেরে !—এ কে রে ?
বামা ঘন হুহুঙ্কারে দনুজসংহারে ॥
বাম করদ্বয়, শব শিব ভয়,
শশী খণ্ড ভালে, রিপুমুণ্ডমালে বিশাল রূপ ধরে।
কে রে লোল-রসনা, বিকট দশনা,
রুধিরাশনে নিয়তবাসনা,
দিগ্বসনা অতি ভীষণা ভয়ে তনু শিহরে ;—
অকিঞ্চন এই কহে ব্রহ্মময়ী জয়ী হয়ে সমরে ;
প্রসন্ন হইয়ে কৃপা বিতরিয়ে বস মম অন্তরে ॥

আড়ানা বাহার—আড়াঠেকা।

গিরিশ-গৃহিণী গৌরী গিরিনন্দিনী।
গণপতি-জননী গীর্ব্বাণগণ পালিনী ॥
বিমলা বদনা উমে, বিশাল নয়নী ধূমে,
বিবুধ বন্দ্যা বিশ্বজনবন্দিনী।
সতী প্রজাপতিকন্যা, সর্ব্বস্বরূপিণী ধন্যা,
সদা সদাশিবমান্যা সুখশালিনী।
অর্পণা অপরাজিতা, অন্নদা অম্বিকা সীতা,
অনাথ অকিঞ্চন শেষাশ্রবারিণী ॥

ভৈরব—কাওয়ালী।

সিংহোপরি বিকশিত পদ্মাসনে,
জগদ্ধাত্রী দুর্গে বিহরে।
চরণকমলে প্রতিদলে, শশী নখ ছলে,
হেরিয়ে ভুলে মধুপ চকোরে।
পরিণত বিধুশত-নিন্দিত বদনী,
বিচিত্র বসন কিবা উরগপরিধিনী,
কুসুমরচিত চঞ্চল চিকুর বেণী,
দোলনে স্মরহর-মন হরে।
বিবিধ রতন ভূষণে চতুর্ভুজ সাজে,
ঘুঙুর নূপুর পদে কি মধুর বাজে,
প্রসন্ন হইয়ে গো গিরিজা,
এই রূপে কর স্থিতি অকিঞ্চন হৃদয়-মাঝারে ॥

সারঙ্গ—চৌতাল।

এমা বিশ্বেশ-বিমোহিনী, বিশ্বজনবন্দিনী,
বিমল-বদনী বিন্ধ্যবিলাসিনী।
প্রপন্ন-প্রতিপালিনী, পার্ব্বতী পরমেশানী,
পতিতপাবনী পশুপতিরাণী, পর্ব্বত-রাজনন্দিনী।
ভবার্ণব নিস্তারিণী, ভকত-ভয়ভঞ্জিনী,
ভৈরবী-ভবানী ভূতলবাসিনী, ভুবনব্যাপিনী।
মহিষাসুরমর্দ্দিনী, মহেশ-মনোমোহিনী ॥
মনুজমস্তকমালধারিণী,
অকিঞ্চন-হৃদিমাঝ-বিহারিণী ॥

মূলতান—একতালা।

প্রার্থনা এই মা তব অভয়-পদকমলে করি।
আর মায়াবশে মুগ্ধ রাখি যাতনা না দিও শঙ্করী ॥
কাল বশে কাল বিফলেতে গেলো,
ঐ যে নিকটে আইল গো কাল,
মম ক্রিয়া বল, বিদিত সকল, কি ব'লে বল তরি,
সুখ অভিলাষ, দুঃখ সুপ্রকাশ,
তথাচ না হয় মন ভ্রমনাশ,
অজ্ঞান বিষ সেবনেতে যত্ন পীযূষ পরিহরি।
প্রসন্না হ'য়ে ভগবতি,
দেহি সুবিমলা মতি সাম্প্রতি,
অকিঞ্চন লয়কালে যেন মুখে বলে হরি হরি ॥

বাহার—আড়াঠেকা।

ত্রিপুরা ত্রিলোকতারা ধরাধরনন্দিনী।
হাস্যযুতা পূর্ণেন্দুবদনী হরমোহিনী॥
প্রকৃতিপরা বিশ্বসারা সুরবন্দিনী,
ভবহৃদিচরা বরা ধারাধরবরণী॥
দশকরা, নানা অস্ত্রধরা, রিপুভয়ঙ্করা,
অজরা অমরা অমরে বরাভয়দায়িনী।
ভবাব্ধি নিস্তারা, নিরাকারানন্তরূপিণী;
দীন-দুঃখ-হরা, অকিঞ্চন দরদারিণী॥

—

গৌরী—আড়া।

কেমনে হব পার ভব-জলনিধি,
তোমার করুণা বিনে তারিণী এবার।
বিবিধ পাপেতে অতি ভার, মম কলেবর,
নিমগ্ন হয়েছি দুর্গে করগো উদ্ধার॥
অষ্টাঙ্গ যোগ সাধিয়ে, বিবেকে নির্ম্মল ধীয়ে,
হয় যার সে ত নাহি দিবে তোমারে ভার।
ক্রিয়াহীন অজ্ঞান, নির্গুণ হীন অকিঞ্চন,
যদি তরে তবে জানি মহিমা তোমার॥

—

শ্যামকল্যাণ—একতালা।

পামর জীবে শিবে কুরু কটাক্ষ করুণা স্বভাবে।
তবে গো পতিতপাবনী নাম উজ্জ্বল হবে॥
আজন্ম কুরস বিলাসে ভুলে,
না মজিলাম দুর্গে তবাঙ্ঘ্রিকমলে,
পুরান্তক শ্রীশ সাধনে নিরবকাশ
আশমাত্র নামেরি বলে, অকিঞ্চন ভাগ্য,
হবে কি যোগ্য, পারেতে কৃপার্ণবে॥

—

খাম্বাজ—আড়া।

সিংহবাহিনী ত্রিশূলধারিণী,
হাসিত বদনী ত্রিনয়নী মহিষ-মর্দ্দিনী॥
রূপে জগৎ মোহিত, ত্রিভুবন প্রকাশিত,
একত্র উদিত, শত স্থির সৌদামিনী॥
গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ, পুটাঞ্জলি দেবগণ,
ভয়েতে পাইয়ে ত্রাণ, করে জয়ধ্বনি।
দাস অকিঞ্চন আশ, নাশ মম ভবপাশ,
তবে সে বিশেষ যশ, প্রকাশে তারিণী॥

—

মূলতান—কাওয়ালী।

বলিব তারিণী তার মোরে তারিণী শিবে।
ভজন সাধন কি এমন আছে গো আমার॥
ক্ষিতিতে নিমগ্ন মতি, কোথা তব তত্ত্ব স্মৃতি,
অহিতেতে কৃতী আমি, অতি দুরাচার গো মা॥
নানা শাস্ত্র বিচারণে, প্রচার গো ত্রিভুবনে,
শুনি দুর্গে তোমার যে মহিমা অপার।
কৃপাময়ী কৃপেক্ষণে, সকৃদ্ যদি হের দীনে,
তবে সে সম্ভবে অকিঞ্চনের উদ্ধার গো মা॥

—

হাম্বির—একতালা।

মা যোগমায়া, যোগেশজায়া, যোগযুক্তজন বিনে।
কে হয় যোগ্য বল দুর্গে ত্রিতত্ত্ব সাধনে॥
আমি দীন মূঢ় হয়ে মত্ত,
কুসঙ্গে করিয়া ভ্রমণ, তব তত্ত্ব,—
শ্রুতি হারায়ে হয়েছি অজ্ঞানান্ধকূপেতে মগন,
যদি স্বীয় গুণে, অকৃতি দুর্জ্জনে,
প্রসন্না হও মা কৃপাবলম্বনে,
তবে অকিঞ্চন পায় পরিত্রাণ
নিজ দুষ্কৃতি-ভববন্ধনে॥

—

ভৈরব—ঝাঁপতাল।

হর গৌরী মিলিতাঙ্গ হইয়ে কে বিহরে।
কাঞ্চনে জড়িত যেন হীরকমণি শোভা করে॥
আধ মৌলে জটা-পরিবেষ্টিত ফণী,
কুলু কুলু ধ্বনি তায় করিছে মন্দাকিনী,
চাঁচর চিকুর বেণী কি শোভে আধ শিরে।
লোহিত বরণ এক নয়ন ঢল ঢল,
অপর লোচন খঞ্জন জিনি রচিত কাজল,
গলে অক্ষমালা দোলে মণি মুকুতা হারে।
রতন কঙ্কণ বলয় অঙ্গুরী বাম ভুজে,
অঙ্গুলি দলে নখরে ছলে কত বিধু সাজে,
অন্যকর শোভিতেছে ত্রিশূল ডম্বুরে।
কিবা নীল পট অজিন পরিধান অতি সুন্দর,
বামপদে কমলে বাজিছে ঘুঙ্গুর মঞ্জীর,
দক্ষিণ চরণে নৃত্য করি তাল ধরে॥
অর্দ্ধ ভালেতে কিবা ঝলকিছে বালকইন্দু,
প্রকাশিছে অরুণ কিরণবিন্দু,
অকিঞ্চনে ভাবে সদা ঐরূপ অন্তরে॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

রঙ্গভূমে উলঙ্গী হয়ে নাচে কার মেয়ে।
অর্দ্ধেন্দু ভালে কেশ দোলে পদে লুটায়ে॥
কাল রূপের আলো ছটায় দশদিগ ছায়ে,
পদভরে সুমেরু মহী দেয় কাঁপায়ে।
বিকট অট্ট হাসিছে রসনা লোলিয়ে,
হুঙ্কারে দৈত্য সৈন্যগণ পড়ে লুটায়ে॥
নিশুম্ভ কহে শুম্ভরে চিত শঙ্কায়ে,
সংগ্রামে কাজ নাই চল যাই প্রাণ বাঁচায়ে।
বিবুধগণ আনন্দমনা অভয় পাইয়ে,
অনিমিখে অকিঞ্চন রহে চরণ চেয়ে॥

খাম্বাজ—আড়া।

ভীমাঙ্গিনী নিবিড়-নীরদ-বরণী।
দিগবসনী প্রতিপদবিহরণে কম্পিতা ধরণী।
এত নয় নয় সামান্যা রমণী॥
বিগলিত কেশী, উম্মত্ত-বেশী,
মুখে অট্ট অট্ট হাসি,
দশনে চমকে যেন তড়িতশ্রেণী।
বিশাল হুহুঙ্কারে, ত্রৈলোক্য চকিত ভয়ে,
দৈত্যগণ মূর্চ্ছিয়ে পড়ে অবনী।
কালী ব্রহ্মময়ী, লীলায় এ রণে হইবে বিজয়ী,
হইও কালে অকিঞ্চন কালশমনী॥

টোড়ী—আড়াঠেকা।

হের মা এ দিনে, প্রপন্ন অধীন জনে।
কে আছে তারিণী তোমা বিনে ত্রিভুবনে॥
দুর্গে দুর্গতিনাশিনী অম্বে,
জগদানন্দময়ী জননী জগদম্বে,
তনয়ে তার কৃপাবলম্বনে।
উমা ত্রিপুরহরজায়া, সুরেশ্বরী হরপ্রিয়া,
অভয়া অসীম তব মহিমা কে জানে।
অমল কমল শশধর ভালে,
গৌরি গিরিশ-গৃহিণি গিরিবালে,
তব জঞ্জালে ত্রাহি অকিঞ্চনে॥

বেহাগ—ঠেকা।

সুরতরুমূলে, বিহরে বামা,
একাকিনী বিবসনী হ্রীংরূপিণী।
গলিত চিকুরভার, ভালে বাল সুধাকর,
গলে নরশির হার অসিধারিণী॥
শ্রম-জল মুখে ঝরে, চাঁদে যেন সুধা ক্ষরে,
লোল রসনা কালী করাল বদনী।
(বামার) চরণ পঙ্কজে, প্রতিদলে (কত) বিধুসাজে,
নাশে অকিঞ্চন মন তিমিরশ্রেণী॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

অজ্ঞান ভাবেতে দিন তো গেল বহিয়ে (মা)
চরমে কি হবে শিবে।
বিষয়ে মগন, সে কেবল বিড়ম্বন,
দুর্গে না হয় চেতন, মায়াকুহকে ভুলিয়ে।
মানস তামস অতি, কুরসাভিলাষে কৃতী,
না চিন্তয়ে জনন মরণ দেখিয়ে!
স্বভাব করুণা গুণে, প্রসন্না হইবে দীনে,
অকিঞ্চনে ত্রাহি দুর্গে জ্ঞানদা হইয়ে॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

মা হেরম্ব-জননী।
হরহৃদিমণি হৈমবতী হেমবরণী॥
হিমকর ভালে, হিমগিরিবালে,
হর মায়াজালে গো তারিণী॥
হীরকাদি মণি হিরণ্যরচিত হারিণী,
হলাহলধর পবিত্রিণী, হসিতবদনী,
হিতকারিণী, মা! হের অকিঞ্চনে দীন জানি॥

কানাড়া—কাওয়ালী।

উম্মত্ত হয়ে নাচিছ।
কান্তে চরণে হেরি লাজ নাহি বাসিছ॥
রণে হয়ে মগন, শ্যামা এ কেমন,
সুধা ত্যজে অসৃক্ পান করিছ।
সমূলে সকল অরি, লইয়া সংক্ষয় করি,
অমরে অভয় বিতরিছ।
অকিঞ্চনে বারে বারে, রাখিবে কি ফেলে ফেরে,
করুণা নয়নে না হেরিছ॥

পরজ—আড়া।

হে ভগবতি ভূতপতিভাবিনী।
ভয়ঙ্করী ভীমে ভীম ভয়ভঞ্জিনী॥
প্রকৃতি পরা পরমানন্দপ্রদায়িনী,
প্রপন্নজনপালিনী পতিতপাবনী॥
বাসবাদি বিবুধ-বরদা বিশ্ববন্দিনী,
বিশালাক্ষী বিমলা বিমলবদনী তারিণী,
মহিষমর্দ্দিনী মনোমথমোহিনী,
মায়ামোহিতাকিঞ্চন মোহমথনী॥

যোগিয়া—একতালা।

এমা অভয়ে সংসারকুহকে হয়ে মগ্ন।
হারাইয়ে জ্ঞানরত্ন, করি স্ববন্ধনে যত্ন,
বিষয়াভিলাষ-সুখ, নিয়ত মিলিত দুঃখ,
তবু ভ্রান্ত মনের বাসনা না হয় ভগ্ন।
স্বভাব করুণা গুণে, প্রসন্ন হইয়ে দীনে,
কুরু অকিঞ্চন মন শ্রীচরণে লগ্ন॥

বেহাগ—একতালা।

কি রূপ অনুপমা মা মহেশ-মনোমোহিনী।
কলঙ্করহিত পরিণত, শতবিধু নিন্দিত বদনী॥
যেরূপ কিরণে হয় হীরকাদ রত্নভূষণে ভূষণী,
মঞ্জীর চরণে বাজে রুণু ঝুণু মণিমুকুতা গাঁথনী,
দশকরা বিবিধাস্ত্রধরা, সদলে দনুজ বিনাশকরা,
পদভরে কাঁপে ধরা, দেবদেবী দেয় জয়ধ্বনি।
আদ্যাশক্তি তুমি ভগবতি, কি জানি মা তব স্তুতি
অকৃতি কুমতি অকিঞ্চন প্রতি প্রসীদ বিশ্বজননী॥

পরজ—একতালা।

অজ্ঞান তিমিরান্ধ হইয়ে ভ্রমি অবনী।
জ্ঞানাঞ্জন দানে হৃদি প্রকাশ মে তারিণী॥
প্রকৃতির ক্রিয়মাণ, গুণকর্ম্ম সাধারণ,
বন্ধহেতু জীব নিজে কৃতী অভিমানী॥
হিতাহিত কর্ম্মে কেন, হয় মা মম বন্ধন,
বুদ্ধীন্দ্রিয় মনের নিয়ন্ত্রী এ তুমি জানি।
প্রসন্না হইয়ে অকিঞ্চনে, করুণাবলম্বনে,
মহার্ণব তার এমা তত্ত্বপ্রদায়িনী॥

ভৈরবী—একতালা।

রিপুবশে কুরসাভিলাষে গো,
মুগ্ধ হয়েছে মন আমার।
হিতাহিত কিঞ্চিত না হয় বিচার॥
মত্ত করিবর যেন, কুপথে ভ্রময়ে মন,
বিবেক অঙ্কুশ বিনে গতি নাহিক ইহার।
দুর্ম্মতি দুর্গতি হরা, তুমি ব্রহ্মময়ী তারা,
তব কৃপাকটাক্ষকিরণে নাশে অজ্ঞান-আঁধার
কর যদি অকিঞ্চনে, করুণা করুণাগুণে,
ঘোষে ত্রিভুবনে মা, অসীম মহিমা তোমার

বেহাগ—কাওয়ালী।

শঙ্করী সুরেশী ভয়ঙ্করী,
সর্ব্বাণী সর্ব্বেশ্বরী সুর-শরণী।
শিশু শশধর শিরসুশোভিনী,
শরণাগত জনে সকল সম্পদদায়িনী॥
সিংহবাহিনী শূলশক্তিধারিণী,
শত সৌদামিনী জিনি সুন্দরবরণী,
সারদা শুভদা সদানন্দস্বরূপিণী।
সকৃৎ অকিঞ্চনে, সদয় হও স্বীয় গুণে,
শিবে শমনদমনকারিণী॥

মালশ্রী—তেতালা।

তার গো তারা দীনে ভজনবিহীনে।
কাতরে ডাকিছে এমা হেরমা অম্বুজনয়নে॥
যোগিনী জগতমোহিনী জগদম্বে,
যমভয়নাশিনী কৃপা অবলম্বে,
মা সর্ব্বেশ্বরী সুরপালিনী ভবানী
পরমপদদায়িনী অনুগত জনে।
জঠরযন্ত্রণা রবিসুত-দূততাড়না,
বারেবারে মাম্প্রতি করো না এ ঘটনা,
প্রসন্না হইয়ে কর বারণা করুণা-বিতরণে॥
তারিণী গতিহীনজনত্রাণকারিণী অসীমা,
মহিমা তব নিগমাগমে শুনি মা মা,
বিশ্বেশ্বরী ভবসুন্দরী কামা,
দুস্তর ভবে এবার নিস্তার অকিঞ্চনে॥

গান্ধার—আড়াঠেকা।

মৃগরাজোপরে বিহরে কে সমরে।
দশ করে বিবিধ আয়ুধ ধরে অরি প্রাণ হরে॥
তপ্তহেমবরণী, ত্রিভুবমোহিনী,
সুরগণে অভয়বিতরে।
অসংখ্য যোগিনী, বেড়িয়ে করে জয়ধ্বনি,
মাঝে চন্দ্রাননী দিক্ আলো করে।
অকিঞ্চনে কহে এই, হয়েছ মা রণজয়ী,
বিশ্রামহ আমার অন্তরে॥

আলেয়া—কাওয়ালী।

জগদ্ধাত্রি দুর্গে!
সাধকজন মনোবাঞ্ছা পূরণ.
কি কারণে রূপ ধরিলে।
মৃগেন্দ্রোপরে কিবা প্রফুল্ল কমলারূঢ়া হয়ে
আশুতোষে তুষিলে।
হেমবরণী পূর্ণেন্দুবদনীরূপে
জগৎ উজ্জ্বল করিলে।
অনন্ত মহিমা তব সীমা কেবা জানে,
নিজ মায়াতে ত্রিলোক মোহিলে।
দুস্তর ভবেতে ত্রাণ, পায় দীন অকিঞ্চন,
করুণা-নয়নে হেরিলে॥

সিন্ধু—ঠেকা।

মা আমি বিবিধ যন্ত্রণায় ভোগী
তবু না হই বিবেকী অনুরাগী
থাকি সদা অসার ঘোর বিষয়ে।
সংসার অনিত্য নিত্য, মায়াতে হইয়ে বদ্ধ,
তব তত্ত্ব বস্তু হারাইয়ে।
মা এখন নিকটে হেরিয়ে কাল,
ভয়েতে ব্যাকুল, ডাকি হও সানুকুল,
অকিঞ্চনে দীন হীন দেখিয়ে॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

চিন্ময়ী সনাতনী, নির্গুণা চৈতন্যরূপিণী,
কে বুঝিতে পারে তত্ত্ব অতি গহনা।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ, নিরন্তর করি ধ্যান,
না পায় সন্ধান অহমাদি কি গণনা॥
সগুণ রূপ সাধন, নিগমাগম প্রমাণ,
হরমনোমোহিনী রূপ হৃদয়ে ভাবনা।
করিয়ে অবলম্বন, লভিয়ে নির্ম্মল জ্ঞান,
হবে প্রাপ্তি অন্তে অকিঞ্চনের যে কামনা॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

সুরশাখিমূলে ত্রিপঞ্চারে বিহারে কার বামা।
সহাস্যবদনা, সুধাপানে সদা মগনা,
কালরূপে দিক আলো করে শ্যামা॥
ইন্দ্রাদি বিবুধগণ, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ,
পুটাঞ্জলি হয়ে স্তুতি করে অবিরামা।
চিন্ময়ী নির্গুণ সগুণ রূপ দরশনে,
দীন অকিঞ্চনের বাঞ্ছা হয় সিদ্ধকামা॥

মালশ্রী—তিওট।

যদি এলে মা মম ভবনে হেরি করুণা নয়নে,
কুরু মম দুঃখ গো নিবারণ।
দুর্গে দুর্গতিহরা, প্রণতজন সকল সম্পদকরা,
আশুতোষদারা, তব যশ তারা,
বেদাগমে প্রসিদ্ধ প্রমাণ॥
পূর্ব্ব কিঞ্চিৎ সুকৃতি বলে,
হলো মানবদেহের ঘটন,
তব অনবধানে মা হইল মায়ার বন্ধন,
এবার তারিতে হবে,
নিরখি রূপ কি পুনঃ! জন্মিবে অকিঞ্চন,
ভাবে যে এসেছে ভবে,
ভবপারে কররে তরণীগ্রহণ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

সুধাসিন্ধু মাঝে মণিদ্বীপে সুরতরু।
পরিবৃতে চিন্ময়ী চিন্তামণিপুরবাসিনী।
শিবাকারে মঞ্চোপরে, পরমশিব পর্য্যঙ্কে বিহরে,
কার বামা নিরুপমা ব্রহ্মসনাতনী॥
যেই পদ নিরন্তর, সেবে বিধি হরি হর,
সুরাসুর নর আরো কত দেব ঋষি মুনী।
কিঞ্চিৎ মহিমাগুণে, অকিঞ্চনে করুণাদানে,
পুরাও মনের কামনা কামদা কামরূপিণী।

লুমঝিঁঝিট—একতালা।

রণরঙ্গিণী, তরল তরঙ্গিণী,
শ্যামা হরমমোহিনী ও কে ভীমভঙ্গিনী।
ডাকিনী যোগিনী সব, উন্মত্ত হুল-রব,
করে ধরি যোগায় সুধা হয়ে সঙ্গিনী॥
অদ্ভুত লীলা তোমার, কি হেতু কি রূপ ধর,
ব্যাপ্তি জ্ঞান হলে পর হ্রীংময়ী উলঙ্গিনী।
তব তত্ত্ব দৃঢ় অতি, না জানি মা জড়মতি,
অকিঞ্চনের প্রতি হও করুণাপাঙ্গিনী॥

ইমনকল্যাণ—একতালা।

তব চরণ দু'খানি, অতি বিচিত্র তরণী,
দুস্তর ভবার্ণবে হইতে পার।
মনন স্মরণ এ তরণী বাহকগণ
শ্রীগুরুচরণ কর্ণধার।
একান্ত যে জন, ইহাতে করে দৃঢ়মন,
অনায়াসে তারিণী সে হইবে উদ্ধার।
ভবান্ধকূপে মগন, মূঢ়মতি অকিঞ্চন,
কৃপা বিনে গতি নাই তার॥

যোগিয়া—ছোট চৌতাল।

এমা অভয়ে সভয়ে ত্রাহি অতি সভয়জনে।
স্বভাব করুণা অবলম্বনে।
স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্, যদি সিদ্ধি হয় এ প্রমাণ;
পতিতপাবনী তুমি হবে কেমনে।
স্বনাম মহিমা প্রতি অবধানে,
ভগবতি দেহী গতি দুর্ম্মতি দুষ্কৃতাকিঞ্চনে॥

যোগিয়া—ঝাঁপতাল।

অভয়ার অভয়পদ কর মন সার।
ভবভয় পেয়ে দূরে যাবেরে তোমার॥
অকর্ম্মজনিত ভয়, যদি ভোগাধীন হয়,
ভয়হরা তারা নামে পাইবে নিস্তার।
ভ্রান্তিযুক্ত শ্রান্তিহীন, হেলায় হারালে দিন,
অধুনা বিহিত বচন শুনরে আমার।
অচঞ্চল হয়ে চিন্ময়ী শক্তির ধ্যান কররে,—
না হইও অকিঞ্চন অকিঞ্চনে বন্ধ আর॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

মা একি তব করুণার রীত।
সাম্প্রতি হয় উচিত, মায়ায় মুগ্ধ রাখি
দুর্গে ঘটাও হিতাহিত॥
বিনা তব প্রসন্নতা, কি হয় অজ্ঞান বারতা,
বিশ্বমাতা স্বীয় গুণে যে করে বিহিত॥
মহ্যত্তম দেহ দিলে, কি হবে আর ভ্রমাইলে,
বিতর এবার দুর্গে করুণা কিঞ্চিত।
তব কৃপালেশে হয়, মমাশুভচয় ক্ষয়,
কৃপা দানে অকিঞ্চনে না করো বঞ্চিত॥

সিন্ধু—তিওট।

কি শোভা মহিষমর্দ্দিনী।
হেরি ত্রিভুবনজন, আনন্দিত মন,
পুলকে করে জয়ধ্বনি॥
দশভুজে, নানাবিধ আয়ুধ সাজে,
কটিতে বাজিছে কিঙ্কিণী।
পরিধান বিচিত্র বসন, অতি সুশোভন,
অঞ্চলে দোলে গজমুক্তাশ্রেণী।
শিশুশশী ভালে, চাঁচর কুন্তলে,
মণিতে গ্রথিত সুবেণী॥
অরুণোপর, অবিবাদে রজনীকর,
চরণ-গুণ গো এমনি।
অকিঞ্চন মন, প্রকাশ কারণ,
ভবাব্ধি তরণে তরণী॥

খাম্বাজ—একতালা।

এমন যাতনা সব কত দিন।
হয়ে প্রসন্না সদয়া, হের মহামায়া,
করেছ আমায় জ্ঞানহীন॥
দয়াময়ী নাম শুনি সুপ্রকাশ
আছে গো সাহস পীন,
এমা সততা গুণাবলম্বনে
প্রপন্নে নওগো তুমি কঠিন।
সদা কুসঙ্গে বাধিত, সাধনরহিত,
দুষ্কৃতি মতিমলিন।
হের মহামায়া, দেহি পদছায়া,
জানি অকিঞ্চনে দীন॥

মোহিনী—আড়া।

আর কত যন্ত্রণা শ্যামা দিবি গো আমারে।
সহেনা জঠরব্যাধি, জননী গো বারে বারে॥
নিজ দোষেতে দূষিত, হয়ে আছি জ্ঞানহত,
কৃতান্তভয়জনিত, এ দুস্তরে কে নিস্তারে।
তবাঙ্ঘ্রিকমলে, নাহি মতি গো বিমলে,
ত্রাহি অকিঞ্চনে ডাকে মা ভবান্ধকূপেতে পড়ে॥

ললিতবিভাস—আড়াঠেকা।

ঘনরুচি এলোকেশী নাচিছে কে রণে।
নাচিছে কে রণে বামা নাচিছে কে রণে॥
হুহুঙ্কার ঘোরময়, বিনাশিছে সৈন্যচয়,
এ বামা সামান্য নয়, হয় অনুমানে।
অব্যক্তা হইয়ে ব্যক্তা, হইবে সুরহিতসক্তা,
এ রণে জীবনত্যক্তা, হবে দৈত্য গণে॥
শ্যামাঙ্গে রুধিরচিহ্ন, প্রত্যঙ্গে শোভিছে ভিন্ন,
যেমন জবাদল ছিন্ন, যমুনাজীবনে।
কিবা হাসির হিল্লোলে, মেঘ কোলে তারা খেলে
ওরূপ হৃদিকমলে স্থাপে অকিঞ্চনে॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

বল কি হবে মা দুরাশয় তনয়ের উপায়।
রিপু ছয় আমারে ভুলায়॥
আজন্ম কুবাসনায়, কাল গেল মত্ততায়,
নিকট যম-যন্ত্রণা-দায়।
শুনি এই বেদে কয়, দুর্গা নামে দুঃখ-ক্ষয়,
ডাকি তারিণী তোমায় সেই ভরসায়।
যদি নাম মহিমায়, অকিঞ্চন ত্রাণ পায়,
বিশেষ যশ প্রকাশে তারিলে আমায়॥

বসন্ত-বাহার—আড়া।

তারা তুমি কত রূপ জান ধরিতে।
জননী গো জ্বালামুখী গিরি-দুহিতে॥
লোমকূপে ধরাধর, হৈমবতী পরাৎপর,
অসুর বিনাশ কর মা আঁখির নিমিষে।
তুমি রাধা তুমি কৃষ্ণ, মহামায়া মহাবিষ্ণো,
তুমি গো মা রামরূপিণী তুমি অসিতে॥

পরজ—আড়া।

কার বামা রণে নাচিছে।
সুধাপানে ঢলঢল ঢুলে পড়িছে॥
একে ত নীরদ কায়, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা তায়,
কালিন্দীসলিলে যেন জবা ভাসিছে॥

সিন্ধু—একতালা।

ত্রাহি এ পাপাঙ্গে, অমৃতময়ী গঙ্গে,
ত্রিধারা তরঙ্গে, ত্রিলোকপাবনী।
অসীম মহিমা তব, জানি শিরে ধরেন ভব,
গোবিন্দচরণোদ্ভব, মুক্তিপ্রদায়িনী॥
স্পর্শে তব নীরকণা, মুক্ত সাগরনন্দনা,
ভক্তিভাবে ভজে যে সে লভে নাকি জানি।
দীন হীন অকিঞ্চনে, চরমে রেখ চরণে,
ভোগবতী অলকানন্দা মন্দাকিনী॥

সুরটমল্লার—একতালা।

কে রণরঙ্গিণী, যোগিনী সঙ্গিনী,
হয়ে উলঙ্গিনী নাচিছে সমরে।
পদতল নবপ্রভাকর কর,
দশ সুধাকর শোভিছে নখরে॥
কিবা জীমূতাঙ্গী, জ্যোতি তমোহর,
চরণে পতিত শবরূপে হর,
জবা বিল্বদল কিবা মনোহর,
শোভিছে ওপদে সঁপিছে অমরে।
কুন্তলজাল জিনি কাদম্বিনী,
আরক্ত নলিনীদল ত্রিনয়নী,
লোল রসনা করাল বদনী,
শোণিতের ধারা বহে বিম্বাধরে॥
দন্তে কম্পে ধরণী সঘনে,
করে হুহুঙ্কার পাবক নিঃস্বনে,
ঝরে ইরম্মদ নয়নের কোণে,
ক্ষণপ্রভা খেলে দশন উপরে।
ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি দেখে লাগে ভয়,
কিন্তু ভক্তে বিতরিছে বরাভয়,
অকিঞ্চনে কয়, সামান্য ত নয়,
ব্রহ্মময়ী উদয় হয়েছেন সাকারে॥

পুরবী—আড়া।

গোবিন্দ গোপাল, পরম দয়াল,
নিকটে যে কাল, রক্ষা কর দীনজনে।
অনন্ত মহিমা তব, আমি কি জানি হে স্তব,
নিরন্তর বিধিভব মগন যে ধ্যানে॥
আজন্ম মলিনমতি, নাহি তব পদে রতি,
দেহ মম গতি যদুপতি নিজগুণে।
নিতান্ত কাতর হইয়ে, ডাকি প্রভু ভয় পাইয়ে,
হেলা করিয়ে কুরু কৃপা অকিঞ্চনে॥

বেহাগ—আড়া।

বিশ্বরূপ স্বরূপ রূপ নিরুপম কি রূপ সুন্দর।
নবাভ্রবরণ, প্রত্যঙ্গে রত্নভূষণ,
শিরে শিখিপুচ্ছ বনমালী পীতাম্বরধর॥
এ রূপ হৃৎপদ্মাসনে, স্থাপিয়ে যতনে অকিঞ্চনে,
বাঞ্ছে মুদি আঁখি দেখি নিরন্তর।
শ্রীনাথ প্রসাদে যদি, এ সৌভাগ্য ঘটান বিধি,
তবে ভবজলধি মাম্প্রতি না হয় দুস্তর॥

বাগেশ্বরী—কাওয়ালী।

হরি পদপঙ্কজে মজরে মন, নহে বিলম্ব সহন।
দেখ রবি দিনে দিনে করিছে আয়ু হরণ॥
জীবন নিধন কালে, আন্ধারে রোধ হইলে,
কেমনে হইবে কৃষ্ণ নামের স্মরণ।
ভ্রমে মত্ত হয়ে কালে, অযতনে খোয়াইলে,
এখন কিঞ্চিত হিত কররে সাধন।
অকিঞ্চন মন দৃঢ়ভাবে জপ নারায়ণ,
তবে রে দুর্জ্জয় ভয় হয় নিবারণ॥

সিন্ধু—একতালা।

হরি কর হে পুরণ অভিলাষ এই আমার।
শিরো যে প্রণাম শ্রুতি গুণের শ্রবণে,
আঁখি তব রূপ সদা করে দরশন॥
তবাঙ্ঘ্রিকমলে কর, থাকে যেন নিরন্তর,
রসনা শ্রীকৃষ্ণ নাম করয়ে রটন।
শেষে প্রভু লয়কালে তোমার পদ সলিলে,
অকিঞ্চন হরি বলে ত্যজে এ জীবন

বেহাগ—যৎ।

পাপানল লাগিল রে এ দেহ কাননে,
ক্রমে করিছে দাহন, কি দেখরে নয়ন,
রসনা বলনা সদা শ্রীমধুসূদন॥
নামগুণে তবে হবে বিপদ ভঞ্জন,
হরিনাম বারি বিনে ইহা না হয় নিবারণ॥
কলত্রাদি ধন, হিত নহে রে আপন,
স্নেহযোগে এ অনল প্রবল কারণ।
যদি এ সঙ্কটে বাঞ্ছা কর পরিত্রাণ,
অকিঞ্চন প্রতিক্ষণ ধ্যায় গোবিন্দচরণ॥

ললিত—আড়া।

মন বুদ্ধির অগোচর, নিরঞ্জন নিরাকার,
নিরূপ না হয় যার,
কি আশ্চর্য্য তারে বাঞ্ছা করে বিশ্বজন।
সচ্চিদানন্দ পদার্থ, বাক্য মাত্র চরিতার্থ,
সে তত্ত্ব যথার্থ কেবা পেয়েছে কখন।
নির্গুণাব্যক্ত সাধন, স্থূল তুষার স্বাতন,
সগুণ সাধনে সদা কররে যতন।
কৃষ্ণপদ ধ্যানগুণে, চরমে নির্ম্মল জ্ঞানে,
অখণ্ডানন্দ প্রাপ্ত হইবে অকিঞ্চন॥

মেঘমল্লার—আড়াঠেকা।

অবিদ্যা ঘনে করিল নিবিড় অন্ধকার।
অহমিতি মমেতি নাদে গর্জ্জয়ে বারংবার॥
ধনাশা বায়ু প্রচণ্ড, বহে প্রতিক্ষণ-দণ্ড,
সশোকা করকা বর্ষে মোহ বারিধার॥
পড়িয়ে দুর্যোগে হরি, অন্ধবৎ কিছু না হেরি,
দেখি ক্বচিৎ যদা হয় চিত্তড়িৎ সঞ্চার।
দুঃখাশনিতে মূর্চ্ছিত, কভু ভ্রমে মুদান্বিত,
এ যন্ত্রণা অকিঞ্চনে কৃষ্ণ দিও না বার বার॥

খাম্বাজ—আড়া।

একাগ্রচিত্ত হয়ে ভাব সদা নারায়ণ।
তদেকনৈষ্ঠিক হ'লে হবে কৃপাবলোকন॥
ঐকান্তিক ভক্তি বিনে, কি করে বহু সাধনে,
দৃঢ় মনে গোবিন্দচরণে মজ অকিঞ্চন॥

সিন্ধু—ঠেকা

হরিনাম সুধারসেতে মজরে রসনা।
কৃষ্ণলালা গুণের শ্রবণে শ্রুতি থাকরে মগনা।
থাকরে মগনা মগনা॥
নানা কুসুম রচিত, মলয়জ সুবাসিত,
অচ্যুতচরণে কর কররে অর্চ্চনা।
নব ঘনশ্যাম সুন্দর রূপ হেররে নয়না।
হেররে নয়না নয়না॥
মমোত্তমাঙ্গ নিয়ত হরি পদে থাক নত,
স্থির হয়ে মন মম পূরাও কামনা।
তবেরে ঘুচিবে অকিঞ্চনের ভবের যন্ত্রণা॥
ভবের যন্ত্রণা যন্ত্রণা॥

বেহাগ—আড়া।

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা বাঁকা মদনমোহন।
নব সজল-জলদ জিনি বরণ চিকণ॥
গণ্ডস্থল ঝলমল, কর্ণে মকরকুণ্ডল অমিয় বচন;
সে যে নলিনাক্ষ নারীর পক্ষ করিছে দলন॥

পরজ বাহার—তিওট

হরি কে জানে হে তব তত্ত্বনিরূপণ,
অদ্ভুত অপরূপ রূপ করহে ধারণ॥
হরি কে জানে তব মায়া, অনন্ত অন্ত ত্বয়া,
বিশ্বরূপ বিশ্বমায়ায় ভুলালে বিশ্বজন॥
সত্য যুগেতে হরি, দৈত্যাদি সংহারি,
দেব দিগণে করিলে পালন;
(শেষে) ভূভার হরণ জন্য, নানা রূপে অবতীর্ণ,
বলিরে ছলিবার জন্য, হইলে ব্রহ্মবামন॥
ত্রেতায় রাম অবতারে, অহল্যা পাষাণীরে,
মানবী করলে দিয়ে শ্রীচরণ;—
অপার জলধি-জলে, রাম নামে ভাসে শীলে,
স্বকার্য্য উদ্ধারিলে, নিধন করি রাবণ॥
দ্বাপরে বৃন্দাবনে, ফিরিতে গে চারণে,
ভুলাতে বাঁশীর গানে, গোপীর মন;
(সেথায়) করিলে কত কেলি, আয়ানের মন ছলি,
হইলে কৃষ্ণকালী, ভুলালে বৃন্দাবন॥
কলিতে কল্পতরু, জগন্নাথ জগদ্ গুরু,
হরিনাম করিতেছ বিতরণ;
গয়ায় রাখি শ্রীপাদপদ্ম,
ত্রিভুবন করলে বাধ্য,
অকিঞ্চনের দুঃসাধ্য ভবাব্ধি নিস্তারণ॥

দেওগিরি—তিওট।

অযোধ্যা নগরে কিবা রত্নসিংহাসনোপরে।
রাজরাজেশ্বর রঘুবর বিরাজ করে॥
নবীন জলদ বামে শোভে স্থির সৌদামিনী,
শ্রীরামমোহিনী বেশে সীতা জনকনন্দিনী,
তপ্তহেমবরণ লক্ষ্মণ দক্ষিণে ছত্র ধরে।
চামর ব্যজন ক্রিয়মাণ, ভরত শত্রুঘ্ন জাম্বুবান,
বিভীষণ সুগ্রীবাদি স্থিত পুরে।
পুটাঞ্জলি হনুমান, প্রেমানন্দে মগন,
বশিষ্ঠাদি মুনিগণ, করিছে স্বস্তি বাচন,
রচে অকিঞ্চন শ্রীরামচরণ ভাবি অন্তরে॥

বভাস—সুরফাঁকতাল।

গেল গেল দিন ওরে ভ্রান্ত মন।
কত অনিত্য বিষয়ে কর্ব্বি ভ্রমণ॥
বলে এলি ভবে ভজিব হরি,
মায়া-মধু রসে রয়েছ পাসরি,
লয়ে দারাসুত, সুখে আছ কত,
জাননা শিওরে রয়েছে শমন।
আশীলক্ষ যোনি করিয়ে ভ্রমণ,
পেয়েছ দুর্লভ মানব জনম,
অকারণে যায়, ভাব না উপায়,
মনে কি পড়ে না, জঠর যাতনা,
সুধা পরিহরি গরল ভক্ষণ,
অকারণে তনু ভাবিয়ে ক্ষীণ,
মোহনিদ্রাবশে, ইন্দ্রিয় অবশে,
ফুরাইবে বল হবি অচেতন।
এখনও তাহার উপায় কর,
হরি হরি ব'লে কালেরে হর,
ভণে অকিঞ্চনে, মধুর বচনে,
গুরুপদে দুটি রেখোরে নয়ন॥

রামকেলী—একতালা।

জয় যজ্ঞেশ্বর, জগদীশ্বর, জগজ্জন জগৎপালন।
হৃষীকেশ হরি, রাসবিহারী,
রমানাথ রাধামোহন ॥
হরি বিশ্বম্ভর, বংশীধর, শ্রীধর গিরিধারণ।
তুমি অনাথের নাথ, শ্রীপতি শ্রীনাথ,
দীননাথ দীনতারণ ॥
ত্রিলোকপালক বালক-বেশেতে
কর বসুদেব দুঃখ নাশন।
তুমি নরকান্তকারী, নরকান্তি ধরি,
নরকুলে জন্মগ্রহণ ॥
হরি ভকতবৎসল ভবতারণ ভানুজ-ভয়-ভঞ্জন।
তুমি গোলোকের পতি, অগতির গতি,
গোকুলচন্দ্র গোপীমোহন ॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন, ব্রহ্ম সনাতন,
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত চরণ।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র
চরণেতে লয় শরণ ॥
হরি দামোদর দ্বারকানাথ দৈত্যকুল-নাশন।
তুমি হরি হরহৃদি নিধি নিরবধি
বিধি করে পদ সেবন ॥
মনের শিরোমণি তুমি চিন্তামণি
নারদাদি মুনির ধ্যানের ধন।
করুণাকটাক্ষে অকিঞ্চন পক্ষে
কর রক্ষে ভব বন্ধন ॥

বেহাগ—একতালা।

ওকি হেরি গো জলদবরণ।
পীত বসনে সখি, তড়িত মিলন ॥
শ্যাম মৃদু মৃদু হাসি, বাজাইছে বাঁশী,
কিবা নাচাইছে নয়ন-খঞ্জন ॥
কহে অকিঞ্চনে, শ্রীরাধা ভাব জ্ঞানে,
তুমি শ্যামের, শ্যাম তোমার অঙ্গের ভূষণ।
তুমি আর নটবর, নাহি ভেদ পরস্পর,
গোকুলে সকলে জানে নহে যে গোপন ॥

—

ভৈরবী—যৎ।

অব্যক্ত নির্গুণ, ব্রহ্মবস্তু নিরঞ্জন,
তদিচ্ছায়, সত্ত্ব রজ তম তিন গুণ।
সাধন সুলভ হেতু কৃপাবিতরণ।
নির্গুণযুক্ত হলে পঞ্চমূর্ত্তি প্রকাশন ॥
শিব বিষ্ণু শক্তি সূর্য্য দেব গজানন।
রূপ ভিন্ন বস্তু এক সাধন কারণ ॥
যে মন্ত্র যেরূপ বাঞ্ছা কর আরাধন।
পঞ্চবিধতত্ত্ব স্মৃতি শ্রুতিতে রটন ॥
রিপু পরাজয় করি অবিদ্যাদি বর্জ্জন।
ভক্তিভাবে কর সদা সাধন স্বগুণ ॥
দৃঢ়ভক্তি বিনে মুক্তি নহে কদাচন।
এই সে পরম তত্ত্ব রচে অকিঞ্চন ॥

—

দেওয়ান ব্রজকিশোর।

ব্রজকিশোর রায়, দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের পিতা। ইনিও বর্দ্ধমান-রাজবাটীর দেওয়ান ছিলেন ইনি পরম ধার্ম্মিক ও কালীভক্ত ছিলেন। বোধ হয়, সেই পিতৃগুণই পুত্রে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।

আড়ানা—তেতালা।

অভয়ে ব্রহ্মময়ী ভবদে ভবানী।
ভীত ভয়নাশিনী ॥
ভজন বিহীন জনে,
কর কৃপা ওগো মা তারিণী ॥
হৈমবতী হর-ঘরণী,
হরতি দুর্গতি দুর্গে দুঃখনাশিনী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী,
মহেশ্বরী মম মন মানস পূর্ণকারিণী।
করুণাময়ী কাত্যায়নী,
কমল ভৈরব-নাদিনী,
বিমলা পার্ব্বতী মহেশ্বরী পরম-পদদায়িনী ॥
সর্ব্বাণী সর্ব্বেশ্বরী শক্তি প্রকৃতি সাবিত্রী।
দ্বিজ ব্রজকিশোর বলে,
ভবার্ণবজলে
তারিতে তারিণী চরণ-তরণী ॥

—

দেওয়ান নন্দকুমার।

দেওয়ান নন্দকুমার রায়, দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। সঙ্গীত-রচনায় ইনিও প্রসিদ্ধ ছিলেন। শক্তি-বিষয়ক অনেক সঙ্গীত ইনি রচনা করেন।

ভৈরবী—ঠেকা।

ভুবন ভুলাইলি গো ভুবনমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণা-বাদ্য-বিনোদিনী॥
শরীরে শরীরে যন্ত্রে, সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে,
গুণভেদে মহামন্ত্রে, তিনগ্রামসঞ্চারিণী।
আধারে ভৈরবাকার, ষড়দলে শ্রীরাগ আর,
মণিপুরেতে মল্লার, বসন্তে হৃৎ-প্রকাশিনী।
বিশুদ্ধে হিল্লোল সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে,
তাল মান লয় সুরে, ত্রিসপ্ত সুর ভেদিনী।
মহামায়া মোহ-পাশে, বদ্ধ কর অনায়াসে,
তত্ত্ব লয়ে তত্ত্বাকাশে, স্থির আছে সৌদামিনী।
শ্রীনন্দকুমার কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়,
তব তত্ত্ব গুণত্রয়, কাকি মুখে আচ্ছাদিনী॥

বাগেশ্রী—ঠেকা।

ভাব ব'সে, মদনান্তক-রমণী মম মানসে।
নাহি পর্য্যটন শ্রম, প্রেম গন্ধ ভাব কুসুম,
তেজ ধূপ দীপ আদি প্রাণ, আছয়ে তব পাশে॥
সহস্রারামৃতে পাদ্য অর্ঘ্য দেহ মন,
ভাবরূপ নৈবেদ্য তায় কররে অর্পণ,
কাম আদি ছয় জন, বলীর এই নিরূপণ;
জ্ঞান-কৃপাণে ছেদন, কর অনায়াসে।
হোম কুণ্ড কর শ্রদ্ধা, সমিধ সমাধি,
ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বাল তায় মন এই বিধি,
হোতা হও ত্যজি কর্ম্ম, দ্রাঢ্য ঘৃতে রাখি মর্ম্ম,
আহুতি দাও ধর্ম্মাধর্ম্ম মনরে হেসে॥

মূলতান—একতালা।

কালীপদসরোজ রাজে সহজে ভৃঙ্গ হওনা মন।
পদে মত্ত হও মকরন্দে মজে সদানন্দে রওনা মন
[illegible]রা বহিছে তাঁর চরণে স্মরণ লওনারে মন।
পদে লিপ্ত হও, ত্বরায় যাও,
উদর পূরিয়া খাওনা মন॥
শিরসি পদ্মে পাদপদ্মে পদ্মে পদ্ম বিকসিত।
তাহে রিপু ছ'জন করি চরণ ষট্পদ হও ত্বরিত॥
উড়িতে শক্তি নাই যদ্যপি,
তত্ত্বপথে ধাওনা রে মন॥
ঈষৎ উড়ে উড়ে মায়ের পদে,
পড়ে গুন্ গুন্ গুন্ গাওনা মন॥
যুগ্মপদ্ম ত্যজিয়ে বদ্ধ মায়া-কেতকী ফুলেতে।
তাতে কেবল ধ্বন্ধ গন্ধ মাত্র অন্ধ তত্র রেণুতে।
জড়িত পঙ্ক কণ্টকে মন
তথায় বিরস হওনা রে মন॥
কি সুখে রও নীরসপুষ্পে কি রস পাও কওনা ম
বিষয় শিমুল মুকুলে মন ব্যাকুল চিত্ত,
হয়েছে ব্যর্থ অর্থচিন্তা সতত নিত্য অর্থ ভুলেছ।
কুমার বলে ওরে ভৃঙ্গ দুরাশা ভঙ্গ হওনা।
মায়ের পাদপদ্মে আশাবাসা করত যায়না মন॥

ভৈরবী—ঠেকা।

কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে।
অহংতত্ত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনা সনে।
উপেক্ষিয়ে মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্ব্বিংশতত্ত্ব।
সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব, দেখি আপনে আপনে।
জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়া তত্ত্বে, পরমাত্মা আত্ম-তত্ত্বে,
তত্ত্ব হবে পরতত্ত্বে, কুণ্ডলিনী জাগরণে॥
শীতল হইবে প্রাণ, অপানে পাইব প্রাণ,
সমান উদান ব্যান, ঐক্য হবে সংযমনে।
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ, ভূত পঞ্চময় তঞ্চ,
পঞ্চে পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ, বঞ্চনা করি কেমনে।
করি শিরা শিবযোগ, বিনাশিবে ভব-রোগ,
দূরে যাবে অন্য ক্ষোভ, ক্ষরিত সুধার সনে।
মূলাধারে বরাসনে, ষড়দল লয়ে জীবনে,
মণিপুরে হুতাশনে, মিলাইবে সমীরণে।
কহে শ্রীনন্দকুমার, ক্ষমাদে হেরি নিস্তার,
পার হবে ব্রহ্মদ্বার, শক্তি আরাধনে॥

রাজা রামমোহন।

রাজা রামমোহন রায়ের নাম, কি স্বদেশে, কি বিদেশে,—কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে,—আজি সর্ব্বত্র বিঘোষিত। আপন জ্ঞান-গবেষণার গরিমায়, সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনে, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠায়, বাঙ্গালা-ভাষায় নবজীবন-সঞ্চারে, বেদান্ত উপনিষদের আলোচনায়, ব্রিটিশ-দরবারে মোগল-সম্রাটের দৌত্য-কার্য্যে,—রাজা রামমোহন সর্ব্বপরিচিত। এই সঙ্গীত-প্রচার প্রসঙ্গে আমরা নিম্নে তাঁহার জীবনের স্থূল স্থূল বিষয় উল্লেখ করিতেছি মাত্র।

হুগলী জেলার অধীন খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সন্নিকট রাধানগর গ্রামে ১১৮০ সালে (১৭৭৪ খৃঃ) রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। রায়—ইহাঁদের নবাব-প্রদত্ত উপাধি। বংশ উপাধি—বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামমোহনের পিতার নাম—রমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতার নাম—তারিণী দেবী।

পাঠশালার প্রচলিত শিক্ষার পর, রামমোহন পারসী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। বাল্য-কালেই তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। নয় বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তিনি পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। এই সময় তাঁহাকে পাটনা যাইতে হয়। পাটনায় অবস্থিতিকালে, তিনি আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। তার পর, বার বৎসর বয়সে কাশীধামে গিয়া, রামমোহন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। দেশীয় বিভিন্ন ভাষা ব্যতীত, লাটিন, গ্রীক, হিব্রু ও ইংরেজী প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষায়ও রামমোহন কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন।

বাল্যকালে হিন্দুদেবদেবীর উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সে ধর্ম্ম-মতের পরিবর্ত্তন ঘটে। এই কারণ দুইবার তিনি পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হন। প্রথমবার ধর্ম্ম-জ্ঞানার্জ্জন মানসে তিনি ভারতের নানাস্থান পর্য্যটন করেন; দুরারোহ তিব্বতপ্রদেশে পর্য্যন্ত তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সে এবার চারি বৎসরের পরে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন। পিতা রমাকান্ত সাদরে পুত্রকে গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার বিবাহ দেন। কিন্তু পুনরায় পিতার সহিত ধর্ম্মমতের অনৈক্য হওয়ায়, আবার রামমোহন গৃহ হইতে বিদূরিত হন। এই সময়, ১২১৭ সাল হইতে ১২২৭ সাল পর্য্যন্ত, রামমোহন ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের অধীনে রংপুরের ও ভাগলপুরের সেরেস্তাদারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। সেই দশ বৎসরে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, তিনি যে সকল জমীদারী ক্রয় করেন, তাঁহার বংশাবলী আজিও তাহা উপভোগ করিতেছেন।

সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, রামমোহন কিছু দিন কলিকাতা নগরে অব-স্থান করেন। এই সময় হিন্দু, খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত তিনি ধর্ম্মালোচনায় ও ধর্ম্মান্দোলনে প্রবৃত্ত হন; এবং তাহারই ফলে, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির সহায়তায়, কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

রামমোহন মোগল সম্রাট কর্ত্তৃক "রাজা" উপাধিতে ভূষিত হন; এবং ১২৩৮ সালে, মোগল-সম্রাটদিগের বৃত্তি-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ তিনি বিলাত গমন করেন। অবশেষে, ইউরোপের বহু প্রদেশ পর্য্যটন করিয়া, (১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর রাত্রি দুইটা পঁচিশ মিনিটের সময়) ব্রিষ্টল নগরে জ্বররোগে মানবলীলা সংবরণ করেন।

রাজা রামমোহন, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহারই চেষ্টায় ও আন্দোলনে তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিক মহোদয় সহমরণ-প্রথা উঠাইয়া দেন। তাঁহাকে বাঙ্গালা গদ্যের জন্মদাতা বলিলেও বলা যাইতে পারে। তিনিই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্তের ন্যায় দুরূহ বিষয় সকল বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনিই প্রথম অনুবাদসহ উপনিষৎ প্রকাশ করেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে রামমোহন আরও অনেক পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহনের রচিত বৈরাগ্যভাবোদ্দীপক ব্রহ্ম-সঙ্গীতগুলি—বাঙ্গালা ভাষার অতুল সম্পত্তি। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই একবাক্যে তাঁহার বৈরাগ্য-সঙ্গীতের প্রশংসা করেন।

রামমোহনের তিন বিবাহ। প্রথম বিবাহের দুই তিন বৎসর পরেই তাঁহার সে স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। বর্দ্ধমান জেলার অধীন কুড়মন-পলাশী গ্রামে তিনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। সে স্ত্রীর মৃত্যুর পর,

কলিকাতা-সহরতলী ভবানীপুরে তাঁহার শেষ বিবাহ হয়। রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ এই দুই পুত্র রাখিয়া, তিনি দেহত্যাগ করেন। এই রমাপ্রসাদই হাইকোর্টের প্রথম বাঙ্গালী জজ মনোনীত হন। ব্রিষ্টল নগরে আজিও রাজা রামমোহনের সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইমনকল্যাণ—আড়াঠেকা।

এক দিন হবে যদি অবশ্য মরণ।
কেন এত আশা তবে এত দ্বন্দ্ব কি কারণ॥
এই যে মার্জ্জিত দেহ, যারে এত কর স্নেহ,
ধূলিসার হবে তার মস্তক চরণ।
যত্নে তৃণ কাষ্ঠ খান, রহে যুগ পরিমাণ,
কিন্তু যত্নে দেহনাশ না হয় বারণ,—
অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত,
দয়া কর জীবে, লও সত্যেরে শরণ॥

ইমনকল্যাণ—আড়াঠেকা।

কেমনে হব পার, সংসারপারাবার,
বিনা জ্ঞানতরণী বিবেক-কর্ণধার।
শুনরে মম মানস, স্বীয় কলুষ কলস,
কর্ম্মগুণে বাঁধা সদা কণ্ঠেতে তোমার।
ঘোরতর মায়াতম, আশা পবন বিষম,
প্রবৃত্তি তরঙ্গ রঙ্গে, উঠে বারেবার;—
নানাভিমানের ধারা, বহে খরতর তারা,
কাম ক্রোধ মোহ লোভ, জলচর দুর্নিবার।
মমতাবর্ত্ত বিশাল, তাহে ভাসে মোহব্যাল,
মাৎসর্য্য পাথার জল, নাহি পারাবার;
কালধীবর করাল, পেতেছে ব্যাধির জাল,
ধরে লবে প্রাণমীন, নাহিক নিস্তার॥

ইমনকল্যাণ—তিওট।

ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে, সমান ভাবে থাকে॥
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে॥
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং,
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং,
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ,
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

নিজ গ্রামে পরগৃহে চোর প্রবেশিলে মন।
লোকে শুনে তাহে কত মনে মনে ভীত হন॥
নবদ্বারী দেহপুরে, কালরূপী তস্করে,
নিত্য পরমায়ু হরে, নাহি তার অন্বেষণ।
মোহরাত্রি তম-ঘন, মায়ানিদ্রায় প্রাণিগণ,
প্রহরী নাহিক কোন, কে করে বারণ।
শুন মন অতঃপরে, জ্ঞান-অসি করে ধরে,
জাগিয়া-কৃতান্ত চোরে কর নিবারণ॥

কেদারা—আড়াঠেকা।

বিপত বিশেষং, জনিতাশেষং,
সচ্চিৎ সুখ-পরিপূর্ণং।
আকৃতিবীতং ত্রিগুণাতীতং, স্মরপরমেশং তূর্ণং।
গচ্ছদপাদং বিবেকবিবাদং পশ্যতি নেত্রবিহীনং;
শৃণদকর্ণং বিরহিতবর্ণং, গৃহ্নদহস্তমপীনং।
বেদৈর্গীতং, প্রত্যগতীতং, পরাৎপরং চৈতন্যং,
অজরমশোকং, জগদালোকং, সর্ব্বস্যৈকশরণ্যং।
ব্যাপ্যাশেষং স্থিতমবিশেষং, নির্গুণমপরিচ্ছিন্নং,
বিগতবিকাশং জগদাবাসং সর্ব্বোপাধিবিভিন্নং॥

ইমনকল্যাণ—আড়াঠেকা।

মানিলাম হও তুমি পরম সুন্দর।
গৃহ পরিপূর্ণ ধনে সর্ব্বগুণে গুণাকর।
রাখ রাজ্য সুবিস্তার, নানাবিধ পরিবার,
অশ্ব রথ গজ দ্বারে, অতি শোভাকর॥
কিন্তু দেখ মনে ভেবে, কিছু নাহি সঙ্গে যাবে,
অবশ্য ত্যজিতে হবে কিছু দিনান্তর,—
অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ তমোগুণ,
মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাৎপর॥

রামকেলী—আড়াঠেকা।

দম্ভ ভাবে কত রবে, হও সাবধান।
কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পরনিন্দা পরদ্রোহে,
মুগ্ধ হয়ে নিজ দোষ, না কর সন্ধান।
রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুলমতি,
অথচ "আমার" ব'লে—মনে মনে ভাণ।
অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও,
অবশ্য মরিবে জানি, সত্য কর ধ্যান॥

রামকেলি—আড়াঠেকা।

অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন।
ভ্রমেও না ভাব হবে নিশ্চয় মরণ॥
বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত,
ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।
অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার,
মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে, কাম ক্রোধ রিপুগণ।
অতএব চিত্ত শেষ, ভাব সত্য নির্ব্বিশেষ,
মরণ সময়ে বন্ধু, একমাত্র তিনি হন॥

রামকেলী—আড়াঠেকা।

বিস্তার করিলে রাজ্য, নিজ বাহুবলে।
সংগ্রামে অনেক রিপু সংহার করিলে॥
হৃদে অহঙ্কার ভরা, রিপুহীন হ'ল ধরা,
শরীরে দুর্জ্জয় রিপু, তার কি চিন্তিলে॥
প্রবল যে রিপুছয়, তোমারে করিল জয়,
ধিক্ ওরে দম্ভময়!—বৃথা অহঙ্কার,—
অতএব যুক্তি শুন, মনেতে বৈরাগ্য আন,
আত্মতত্ত্ব-সমরে, দলহ রিপুদলে॥

কেদারা—আড়াঠেকা।

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা।
অনিত্য এ দেহ মম, জেনেও কি জাননা॥
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার-মাস তিথি রবে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবারো ভাবিলে না॥
এ কারণে বলি শুন, ত্যজ রজস্তমো গুণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন,—এ বিপত্তি রবে না॥

রামকেলী—আড়াঠেকা।

একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে।
কি কষ্টে জন্মিয়াছিলে, কি দুঃখেতে প্রাণ যাবে॥
মাতৃগর্ভ-অন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে,
অন্তে পুনঃ অন্ধকার,—সংসার দেখিবে॥
প্রথমেতে সংজ্ঞাহীন, ছিলে পঙ্গু পরাধীন,
সেই তব উপদ্রব, শেষেও ঘটিবে;—
অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান,
পরহিতে দিবে মন, সত্যকে চিন্তিবে॥

ইমনকল্যাণ—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে কথা কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর॥
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ স্মরি তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ, হিমকলেবর,—
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর॥

রামকেলী—আড়াঠেকা।

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে।
এ মুখের পরিণাম, বারেক না ভাবো মনে॥
শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে,
গলিত কপোল কণ্ঠ হবে কিছু দিনে।
লোলচর্ম্ম কদাকার, কফ কাস দুর্নিবার,
হস্তপদশিরঃকম্প, ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে॥
অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য মানিবে সর্ব্ব,
দয়া জীবে নম্রভাবে, ভাব সত্য নিরঞ্জনে॥

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

মন যারে নাহি পায়, নয়নে কেমনে পাবে।
সে অতীত গুণত্রয় ইন্দ্রিয় বিষয় নয়,
যাহার বর্ণনে রয়, শ্রুতি মনস্তাপে॥
ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ,
ইচ্ছামতে রাখে, ইচ্ছামতে করে নাশ,
সেই সত্য সব আর অসার এ ভবে॥

রামকেলী—আড়াঠেকা।
চিত্তক্ষেত্র পবিত্র করিয়ে ওরে মন।
আত্মউপাসনা বীজ কররে বপন॥
প্রযত্ন-সেচনী ধরি, বিবেক-বৈরাগ্যবারি,
প্রাণপণে প্রতিক্ষণে, কররে সিঞ্চন॥
হবে বৃক্ষ মোক্ষময়, নিত্যজ্ঞান-ফলোদয়,
নিশ্চিত অমৃত লাভ, সে ফল ফলিলে,—
ইহাতে হইলে মতি, যাইবে দুঃখ-দুর্গতি,
হইবে পরম গতি, মিলিবে পরম ধন॥

কেদারা—কাওয়ালী।
সংসার-দুর্গতি হ'তে নিবৃত্তি না হবে।
যাবৎ কর্ম্মের ফলে প্রবৃত্তি রহিবে॥
দেখিতে সুরঙ্গ ফল, কিন্তু মিশ্রিত গরল,
কি ফল সে ফলে, যাতে হলাহল পাবে।
কেন ভোগে মুগ্ধ হও, "আমি আমি" সদা কও,
আশার বশেতে রও,—বৃথা প্রাণ যাবে;—
অতএব সাবধান, ত্যজ মিথ্যা অভিমান,
ভজ সত্য সনাতনে অমৃত পাইবে॥

জয়জয়ন্তী—মধ্যমান।
বিষয়-বিষ-পানাসক্তে, ত্যজিলে জীবন।
প্রত্যেকেতে পঞ্চ জীবের,—শুন বিবরণ।
রূপেতে মরে পতঙ্গ, রসে মীন, গন্ধে ভৃঙ্গ,
স্পর্শে হত মাতঙ্গ, শব্দে কুরঙ্গ নিধন।
বিষয়েতে আছে রত, যেই জীব অবিরত,
বিনষ্ট হবে ত্বরিত, পতঙ্গাদি নিদর্শন।
অতএব সাবধান, ত্যজ বিষয়-রস-পান,
বৈরাগ্যেতে কর যত্ন, হৃদে ভাব নিরঞ্জন॥

ভৈরব—কাওয়ালী।
* মন যারে নাহি পায়, নয়নে কেমনে পাবে।
যে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয়-বিষয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ তায় কেমনে সম্ভবে॥
ইচ্ছামাত্রে করিল যে বিশ্বের প্রকাশ,
ইচ্ছামাত্রে রাখে, ইচ্ছামাত্রে করে নাশ,
সেই সত্য এই মাত্র নিতান্ত জানিবে॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।
গ্রাস করে কাল, পরমায়ু প্রতিক্ষণে।
তথাপি বিষয়ে মত্ত, সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে॥
গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ—হ'ল এত,
বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি, বলে বন্ধুগণে;—
এ সব কথার ছলে, কিংবা ধন-জন বলে,
তিলেক নিস্তার নাই, কালের দশনে।
অতএব নিরন্তর, চিন্ত সত্য পরাৎপর,
বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে॥

সাহানা—ধামার।
ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়।
যাঁহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়॥
জড় ছিলে,—সচেতন যে করে তোমারে,
পুনর্ব্বার ক্ষণমাত্রে পারে নাশিবারে,
জগতের আত্মা সেই জানিহ নিশ্চয়॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।
সে কোথায়, তুমি কার কর অন্বেষণ।
তন্ত্র মন্ত্র পূজা স্মরণ মনন॥
অখণ্ড মণ্ডলাকারে, ব্যাপ্ত যিনি চরাচরে,
ক্ষণে আনো, ক্ষণে তাঁরে কর বিসর্জ্জন।
কে বুঝিবে তাঁর মর্ম্ম, ইন্দ্রিয়ের নহে কর্ম্ম,
গুণাতীত পরব্রহ্ম, সকল কারণ;—
জ্ঞানে যত নাহি হয়, পঞ্চেতে করি নিশ্চয়,
সে পঞ্চ প্রাধান্যময়, জাননা কি মন?॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।
কোথায় আনিলে আমায়,
আমায় কোথায় আনিলে।
আনিয়ে সাগরমাঝে তরি ডুবালে॥
নাহি দেখি পারাবার, চারিদিক্ অন্ধকার,
প্রাণ বুঝি যায় এবার ঘূর্ণিত জলে।
কোথা রইল মাতা পিতা, কে করে স্নেহ মমতা,
প্রাণপ্রিয়া রইল কোথা বন্ধু সকলে॥

---

* এই গানটীর দুই প্রকার পাঠ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় অন্যবিধ পাঠ দ্রষ্টব্য।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

মন, একি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জ্জন বল কারো কার॥
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাঁকে,
তুমি কেবা আন কাকে, একি চমৎকার।
অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান ক'রে,
'ইহ তিষ্ঠ' বল তাঁরে,—একি অবিচার —
দেখি একি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব,
তাঁরে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাঁহার॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

স্মর পরমেশ্বরে,
(সেই) অনাদি কারণে।
বিবেক-বৈরাগ্য দুই সহায়-সাধনে॥
বিষয়ের সুখ নানা,
বিষয়ীর উপাসনা,
ত্যজ মন এ যন্ত্রণা
সত্য-ভাব মনে॥

সাহানা—ধামাল।

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়।
যাঁহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়॥
জড়মাত্র ছিলে, জ্ঞান যে দিল তোমার,
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়,
কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এতো ভাল নয়॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল-কারণ,
বিভু বিশ্বনিকেতন।
বিকার-বিহীন, কাম-ক্রোধ-হীন,
নির্ব্বিশেষ সনাতন॥
অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর,
অন্তরাত্মা অগোচর।
সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান,
ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর॥
অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়,
একমাত্র নিরাময়।
উপমা-রহিত, সর্ব্বজনহিত,
তব সত্য সর্ব্বাশ্রয়।
সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল, বিশুদ্ধ নিশ্চল,
পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ।
অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা,
সর্ব্বসাক্ষ অবিনাশ॥
নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন,
ভ্রমেণ নিয়মে যাঁর।
জলবিন্দু পরি, শিল্পকার্য্য করি,
দেন রূপ চমৎকার॥
পশুপক্ষী নানা, জন্তু অগণনা,
যাঁহার রচনা হয়।
স্থাবরজঙ্গম, যথা যে নিয়ম,
সেই ভাবে সব রয়॥
আহার উদরে, দেন সবাকারে,
জীবের জীবনদাতা।
রস-রক্ত-স্থানে, দুগ্ধ দেন স্তনে,
পানহেতু বিশ্বপাতা॥
জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ,
হয় যাঁর নিয়মেতে।
সেই পরাৎপর, তাঁরে নিরন্তর,
ভাব মনে বিধিমতে॥

ইমন ভূপালী—ঢিমে তেতালা।

ভুল-না, নিষাদ কাল, পাতিয়াছে কর্ম্মজাল,
সাবধান রে আমার মানসবিহঙ্গ।
দেখ, নানাবিধ ফল, ও যে কর্ম্মতরু-ফল,
গরলময় কেবল দেখিতে সুরঙ্গ॥
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন।
নিত্যসুখ-জ্ঞানারণ্যে করহ গমন॥
সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাক্ত ফলচয়,
পাইবে ভোগিবে কত আনন্দ বিহঙ্গ॥

ইমন কল্যাণ—ধামাল।

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং।
পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং॥
চিন্তয় শান্তমতে পরমেশং।
স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশং॥
দিনকরশিশিরকরাবতিযাতঃ।
যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ॥
ভবতি ততোজগতোঽস্য বিকাশ।
স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ॥
যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ।
ভবতিপুনর্ন শুচামধিরোহঃ॥
যোন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং।
জগতি পরং শরণং শরণানাং॥

দেওয়ান রামদুলাল।

দেওয়ান রামদুলাল নন্দী ১১৯২ সালে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পার্শী ভাষা শিক্ষা করিয়া, প্রথমে তিনি ত্রিপুরা কালেক্টারীর মুন্সীর পদে নিযুক্ত হন। তাহার পর ক্রমান্বয়ে নোয়াখালি কালেক্টারীর এবং শ্রীহট্ট জেলার জজ আদালতের সেরেস্তাদারের কার্য্য করেন। অবশেষে ত্রিপুরার মহারাজের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। সেই হইতে "দেওয়ান রামদুলাল" নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। ১২৫৮ সালের ২৪এ অগ্রহায়ণ ৬৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার অধিকাংশ গানই পরমার্থবিষয়ক এবং ভাবুকতাপূর্ণ।

গৌরী—একতালা।

পরম পরম পরমকারণ।
পরমব্রহ্ম পরাৎ চিন্তামণিরূপিণ।
তেজমধ্যে চণকাকার, প্রকৃতি পুরুষ জগদাধার,
একই কায় যে যেই চায়,
সেইরূপে তাহা কর পূরণ॥
শৈব আদি ভাবুকগণ,
শিব আদি রূপে পায় দরশন।
সাধনহীন, অতিশয় দীন,
শ্রীরামদুলালে প্রণমে চরণ॥

বাহার—আড়া।

মা, মনে যত আশা করি, নাহি পূর্ণ হয়।
বাণী তুল্য পাই বিদ্যা, শিব তুল্য হয় সিদ্ধা,
পিতামহ সম আয়ু, ধনেশের ধন হয়॥
মা মনে যত আশা করি, হয় না হয় কর্ত্রী করি,
কি করি কি করি দয়াময়।
শ্রীরামদুলালে কয়, মানবে কি ইহা হয়,
দিচ্ছেন আত্ম-পরিচয় মন মহাশয়॥

গায়া—আড়া।

মন কি ভুলে ভুলিয়াছ, ভুলে কি ভুলিতে নার।
ভুলে মূল হারাবে পাছে, মূলেরি সন্ধান কর॥
ভাই বন্ধু দারা সুত, পরিজন আছে যত,
যাকে অতি ভালবাস, সে রূপ ভাব মায়ের॥
নিত্য বস্তু পরমাণু, যার চয়ে হয় তনু;
সংযোগ হইলে ধ্বংস, ভেবে দেখ কেবা কার!
শ্রীরামদুলালে রটে, সদা ফেরে মাঠে ঘাটে,
ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে, ভাব তুমি সেই সার॥

আলাইয়া—আড়া।

নাহি ধন না হইবে বিল্ব অর্চ্চনা।
ঘরে দাক্ষায়ণী পূজা করিব স্ববাসনা॥
অষ্টোকণ মণ্ডপেতে, রতন বেদি উপরে,
সিংহাসনে প্রেত শিরে, আছে বামা স্থাপনা॥
বপুস্থ পঞ্চ দ্রব্যেতে,
পঞ্চ উপহার দিয়ে পুজিব তাহায়,
পুষ্পেন্দ্রিয় মালাদানে, কামাদি বলি প্রদানে,
শ্রীনাথ দ্বারায় পূজা করিব শবাসনা॥

ললিত—আড়া।

কি কুহক তারা তোমার,
ত্রিলোকে কেহ না জানে।
বলে ক্ষিপ্ত লোকে তারে, যে থাকে ঐ সন্ধানে॥
দ্বিধা ভাবে এক শক্তি, জননী রমণী উক্তি,
ঐক্য করে ক্ষেপা ব্যক্তি,
অনৈক্য হয় ভ্রান্তিজ্ঞানে॥
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ,
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি;
কুহকে কুহক দিয়ে, মায়ার মায়া আচ্ছাদিয়ে,
চাহ মা সদয় হয়ে, শ্রীরামদুলাল পানে॥

—

সোহিনী বাহার—যৎ।

ওগো জেনেছি জেনেছি তারা,
তুমি জান মা ভোজের বাজি।
যে তোমায় যেমনি ভাবে,
তাতে তুমি হও মা রাজি॥
মগে বলে ফরাতরা, লার্ড বলে ফিরিঙ্গী যারা॥
খোদা ব'লে ডাকে তোমায়,
মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী।
শাক্তে তোমায় বলে শক্তি,
শিব তুমি শৈবের উক্তি,
সৌর বলে সূর্য্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজি॥
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষে বলে তুমি ধনেশ,
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর নায়ের মাঝি॥
শ্রীরামদুলালে বলে, বাজি নয় এ জেন ফলে,
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে,
মন আমার হয়েছে পাজি॥

—

ললিত—আড়া।

কি কর পামর মন, ঘুমায়ে রহিলে কেন।
প্রায় দিবা অবসান, মহানিদ্রা আগমন॥
মহানিশি জাগরণে, কালী কালী বদনে,
ডাকরে সঘনে যদি মুক্ত হবে এ জীবন॥
ঘুমেরে পাড়ায়ে ঘুম, তুল কালীনামের ধুম,
শ্রীরামদুলালের এই মিনতির নিবেদন॥

—

শঙ্করাভরণ—একতালা।

দেখরে মায়েরে ঘট ঘটান্তরে সর্ব্বঘটে ব্যাপিনী।
সে যে অকথ্য অদ্বৈত অনিত্যরহিত
অনন্তরূপধারিণী॥
মনুজে দনুজে জলজে স্থলজে,
স্বেদজে আর ভুজঙ্গে, আছে মাতঙ্গে পতঙ্গে,
বিহঙ্গে কুরঙ্গে অনঙ্গ-অরি-মোহিনী॥
শ্যাম শ্যামা হর, ধাতা পুরন্দর,
কিবা দিবাকর চক্রধর।
সকলি জগতে, তাঁহার অংশেতে,
ব্যক্ত সর্ব্ব শাস্ত্রেতে॥
কহে ঋক্ যজুঃসাম, মনান্তরে নাম,
অন্তে এক ভবান্তক।
সর্ব্বভূতেতে সমান, হেরে জ্ঞানবান্,
শ্রীরামদুলালের এই বাণী॥

—

গৌরী—একতালা।

তিমিরে তিমির বিনাশে,
ভবোপরে এসে কার মহিষী।
একি অপরূপ, দেখ ওহে ভূপ,
অসিত বরণ অসিত নাশি॥
রণের তরঙ্গে, নাচিছে উলঙ্গে,
রুধির বহিছে নীরদ অঙ্গে।
কিবা শোভা তায়, যেন ভেসে যায়,
যমুনা সলিলে কিংশুকরাশি॥
দুলাল বলে একি, অপরূপ দেখি,
সামান্য মেয়ে কি করালমুখী।
ভাবাতীতা যেই, মেয়ে হয় সেই,
শুম্ভকে কৃতার্থ করিল আসি॥

—

ঝিঝিট—আড়া।

সকলের প্রাণ তুমি বেদাগমে শুনি।
তবে কেন মতভেদ হও গো জননি॥
কেহ হয় ধনেতে রত, কেহ নারীর অনুগত,
কেহ হিংসাপরায়ণ, কেহ তত্ত্বজ্ঞানী॥
সর্ব্বস্বরূপিণী তারা, সর্ব্বে সর্ব্বরুচিকরা,
সর্ব্বভাবে ব্রহ্ম সারা দুলালের বাণী॥

—

ঝিঁঝিট—আড়া।

হেন কৃপানয়নে তারা সাধন-হীনে।
কে লবে দীনের ভার ঈশানী বিনে॥
পাতক দেখিয়ে ভারি, ভয় করো না ভয়ঙ্করি,
কৃপাসিন্ধু শুকাবে না কণিকা দানে॥
কলুষেতে পূর্ণ আমি, কলুষনাশিনী তুমি,
তাই মা তারিতে হবে দুলালে ভণে॥

মূলতান—আড়া।

ধনাশা জীবন-আশা গেল না, সকলি গেল। (মা)
কৌমার যৌবন গত, জরা আগমন হল॥
ছিল না মা জলপাত্র, করপাত্র ছিল মাত্র,
বাঞ্ছা ছিল জলপাত্র মাত্র হয় সম্পদ।
তা দিলে মা দিলে ঘড়া, বাঞ্ছা তাতে হৈল বাড়া,
(এখন) ব্রহ্মাণ্ড পাইলে তারা হয় সে ভাল॥
সম ন বয়সী যত, প্রায়শঃ হইল হত,
ন্যন জ্যেষ্ঠ গত কত, কত কহিব।
আপনি পঞ্চত্ব হবে, মনে মনে জানি সবে,
তবু চিরজীবী ভাবে ভ্রান্তি রহিল॥
অক্ষির গেল মা জ্যোতিঃ, শ্রবণের গেল শ্রুতি,
মনের গেল মা স্মৃতি, চরণে গতি।
আছে কান্তা অভিলাষ, অদর্শনে আসার আশ,
দরশনে জরা বলে কি দায় হল॥
তোমার মায়ার গুণে, পদ্মযোনি পঞ্চাননে,
ক্ষীরোদশায়ীর সনে ভ্রান্তে ভ্রমিল।
শ্রীরামদুলালে ভাষে, সুপ্রসন্ন হও দাসে,
বাঞ্ছা পূর্ণ কর এসে সেই সে মঙ্গল॥

আলাইয়া—আড়া।

তারিবে কি না তারিবে ভাবিয়াছ কি।
শ্রীনাথ চরণে তোমার শরণ লয়েছি॥
স্বকর্ম্মফলে রাখিবে, তারা নাম কিসে রবে,
তাই ভেবে দিবানিশি ভীত হয়েছি॥
ঘরে ছয় জন আছে নাচিয়া ফিরে,
জ্ঞানদ্বার পাপের কপাটে রোধ করে।
মুক্তিকরা না জানিয়ে, শ্রীনাথ সহায় নিয়ে,
স্বকর্ম্ম ছাড়িয়া ভার তোমায় দিয়াছি॥

বেহাগ আড়া।

সর্ব্ব-স্বরূপিণী করণ কারণ।
তুমি সে কর ত্রিলোক সৃজন পালন॥
জনক জননী তুমি, স্বরগ পাতাল ভূমি,
ত্রিভুবনে অন্তর্রূপা সকলি আপন॥
আর শুনেছি অধিক, করেছ পুণ্য পাতক,
স্বর্গ নরক তবে তাহা নাহি মানি,
যাহা নাহি হও আপনি,
তবে কি হবে তাহা ভোগের কারণ॥
শ্রীরামদুলালে ভণে, কিবা লীলা ভুবনে,
কর মা কখন—কি কহিবে জ্ঞানহীনে॥
বেদে নাহি ভেদ জানে,
তাহে আমি দীনহীন, না জানি ভজন॥

আলাইয়া মিশ্র—একতালা।

আহা মরি মরি কি রূপমাধুরী,
কাঞ্চন জিনি স্বরূপা সুন্দরী।
ভুজঙ্গিনী জিনি, শোভিছে ত্রিবেণী,
মহেশমোহিনী॥
ভালে ইন্দু শোভিছে ভাল,
নয়ন খঞ্জনে অঞ্জন মিশাল,
নাসা তিলফুল জিনিয়ে।
আস্যে হাস্য চঞ্চলা চপলা,
দশন পাঁতি মুকতা ভাতি
অধর পক্কবিম্ববরণী॥

আলাইয়া মিশ্র—একতালা।

ত্বং নমামি অপাদগামিনী।
অবাণী, সর্ব্বদায়িনী, অচক্ষে হেরিণী,
অকর্ণে শ্রবণী, সর্ব্ব আত্মারূপিণী॥
সগুণা নির্গুণা তুমি ত্রিলোচনা,
কৃষ্ণ কৃষ্ণা বেদে নাহি সীমা,
তুমি সকলে সর্ব্বমঙ্গলে:
শ্রীরামদুলালে মনকুতূহলে,
নিবেদয়ে বাণী চরণকমলে।
যেরূপা হও তুমি, সে রূপে প্রণমি,
রূপের সীমা না জানি॥

রামপ্রসাদী—একতালা।
চল মন সুন্দরবারে।
যথা কোট্‌নামি কারও খাটেনারে ॥
দেওয়ান যথা ভস্মমাখা কপট্ ভক্তি জানেনারে।
সেথা লেংটা গেলে আদর আছে,
ধন কড়ি তায় লাগেনারে ॥
দুলাল বলে কোন ফেরে, টাকা দিয়ে মিলেনারে,
তথায় হাজির বাসী জানাইলে,
দয়াময়ী দয়া করে ॥

ললিত—আড়া।
প্রবোধ অবোধ মন না মান প্রবোধ কেন।
হবে কি সুবোধ বুধ, কর বুধ-অ চরণ ॥
বালকে যেমন খেলাকালে, জনক জননী বলে,
তেমনি মোহেতে র'লে, নানারূপে কর ধ্যান ॥
এক ব্রহ্ম, নাই আর, কেন ভ্রান্ত বারম্বার,
প্রকৃতি পুরুষে মন, কেন কর ভেদ।
বেদে নাহি ভেদ রয়, যে অভেদে অভেদ হয়,
শ্রীরামদুলালে কয়, সর্ব্ব ঐক্য কর মন ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।
সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা,
লোকে বলে করি আমি ॥
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুকে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দেও মা ইন্দ্রত্ব-পদ,
কারে কর অধোগামী ॥
যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি,
তুমি যন্ত্র, তুমি মন্ত্র, তন্ত্রসারে সার তুমি ॥*

ভৈরবী—মধ্যমান।
কিবা করুণাসিন্ধু চরণে ধারণ।
মম অভাজনে হল দয়াবারি বিতরণ ॥
নাহি ভজন পূজন, জপন মনন ধ্যান,
নাহি কীর্ত্তন শ্রবণ, সদা ধ্যায়ী পরিজন ॥
ক্রমে শেষ হল দিন, বয়স গেল পঞ্চান্ন,
ভীতিতে করে উত্তীর্ণ; রাখিলি যশঃ ঘোষণ ॥
হ'ল স্থগিত আমার নয়নখঞ্জন।
দশ দিক্ নিরখিয়ে না হেরে মনোরঞ্জন ॥
কে নিল কি কব কারে, ভাবে বুঝিলাম অন্তরে,
সকলি কপালে করে, কারে করিব গঞ্জন ॥
শ্রীরামদুলালে বলে, নয়ন সারাও কলে,
সে মনোলোভায় সতত কর নয়ন অঞ্জন ॥ *

---

*। কোনও কোনও গ্রন্থে এই গানটী কবি নরচন্দ্রের রচিত বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়।

*। কাহারও কাহারও মতে এই গানটী রাম দুলালের রচিত শেষ সঙ্গীত।

রাম বসু।

কবিওয়ালা রাম বসু—কবির দলে উচ্চ আসনে সমাসীন। তিনি "বিরহ সঙ্গীতের রাজা" বলিয়া অভিহিত। কবির দলে আসরে উত্তররচনার-প্রথার তিনিই প্রবর্ত্তক। সকল প্রকার সঙ্গীত-রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন; বিশেষতঃ মর্ম্মাহতা নায়িকার মর্ম্মব্যথা প্রকাশে, নিষ্ঠুর নায়কের প্রতি প্রেম-ভাবে, তিনি যে সঙ্গীত রচনা করিতেন, তাহার তুলনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রেমে আত্ম-বিসর্জ্জনের—সর্ব্ব সমর্পণের ভাব, তাঁহার সঙ্গীতে সমূহ পরিস্ফুট।

হাওড়ার অন্তর্গত শালিখা গ্রামে ১১৯৪ সালে রামমোহন বসুর জন্ম হয়। কলিকাতার যোড়া-সাঁকোয় তাঁহার পিসীর বাড়ী। সেখানে থাকিয়াই তিনি লেখা-পড়া শেখেন। পাঠশালায় কলার পাতে লিখিবার সময়ই সঙ্গীত-রচনায় তাঁহার অনুরাগের বিষয় জানা যায়। অল্প ইংরাজী শিখিয়া প্রথমে তিনি কোনও আপিসে কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই সময়, ভবানী বণিক, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার ও ঠাকুরদাস সিংহ প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগের তিনি দলে অবৈতনিকভাবে গান রচনা করিয়া দিতেন।

এই সকল গান রচনায় রাম বসুর যশঃসৌরভ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তখন তিনি চাকরী পরিত্যাগ করিয়া নিজেই একটী কবির দল সৃষ্টি করেন। প্রথমে তাঁহার দল অবৈতনিক ছিল ; শেষে তাহা পেশাদারীতে পরিণত হয়। ১২৩৬ সালে একবার মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজারের রাজবাটীতে রাম বসু 'কবির গান' গাহিতে যান। সেইখানেই ৪২ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়।

রাম বসুর সময়েই কবির দলের আদর চরম সীমায় উঠিয়াছিল। বঙ্গদেশে সেই কবির দলের প্রাধান্যে, বঙ্গসাহিত্যের অনেক অমূল্য রত্নে আমরা উত্তরাধিকারী।

অন্তরা।

ওহে এ কালো, উজ্জ্বলো, বরণো,
তুমি কোথা পেলে।
বিরলে বিধি কি নির্ম্মিলে।
যে বলে সে বলে, বলুক্ কালো,
আমার নয়নে লেগেছ ভালো,
বামা হোলে শ্যামা বলিতাম তোমায়,
পূজিতাম জবা বিল্বদলে।
আরো তো আছে হে অনেকো কালো,
একালো নহে তেমনো,
জগতের মনোরঞ্জনো।
না মেনে গো-কুলে কুলেরো বাধা,
সাধে কি শরণো লয়েছে রাধা,
জনমের মত ঐ কালো চরণে,
বিকায়েছে বিনি-মূলে॥
ওহে শ্যাম, কালো শব্দে কহে কুৎসিতো,
আমার এই ত জ্ঞান ছিল।
সে কালোর কালত্ব গেলহে কৃষ্ণ,
তোমারে হেরে কালো।
এখন বুঝিলাম কালোরো ধাড়া,
সুন্দরো নাহিক আর।
কালো রূপ জগতের সার।
ত্রিলোকে এমন আর, নাহিক হেরি,
ওরূপে তুলনা কি দিব হরি।
কালো রূপে আলো করেছে সদা,
মোহিতো হয়েছে সকলে॥
একো কালো জানি কোকিলো,
আরো ভ্রমরার কালো বরণ।
আর কালো আছে জলো কালিন্দীর,
কালোতো তমালো বন॥
আরো কালো দেখো, নবীনো নীরদ,
ছিলহে দৃষ্টান্তে-স্থল, কালোতো নীলকমলো,
সে কালোর কালত্ব দেখেছে সবে।
প্রেমোদয়, অশ্রু হয়, কারে বা ভেবে !
তোমারো মতনো, চিকণো কালো,
না দেখি ভুবনমণ্ডলো॥ *

যদি চলিলে মুরারি, তেজে ব্রজপুরী,
ব্রজনারী কোথা রেখে যাও।
জীবনো উপায় বোলে দাও।
হে মধুসূদনো, করি নিবেদনো,
বদনো তুলিয়ে কথা কও॥
শ্যাম যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি,
থাক হরি, যথা সুখ পাও।
একবার সহাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে,
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও।
জনমের মত শ্রীচরণ দুটী,হেরি হে নয়নে শ্রীহরি,
আর হেরিব আশা না করি।
হৃদয়ের ধন তুমি গোপীকার,
হৃদে বজ্র হানি কোথা চলি যাও॥

---

* রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগের গান "কবির সুরে" গীত হইয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেক গানই—প্রথমে মহড়া, তার পর চিতেন, তার পর অন্তরা, পরে ক্রমান্বয়ে চিতেন ও অন্তরা—এইভাবে রচিত দেখা যায়। এই কারণ আমরা অতঃপর আর কোন কবির গানের মহড়া চিতেন প্রভৃতির উল্লেখ করিলাম না। তবে প্রথম দুই দাঁড়ী পর্য্যন্ত মহড়া, দ্বিতীয় দুই দাঁড়ী পর্য্যন্ত চিতেন ইত্যাদি ভাবে গানগুলি সাজান হইল।

এখন সময়গুণে এই দশা হয়েছে।
ছিল দাসী যে, হোলো রাণী সে,
রাধা রাজনন্দিনীর এখন কপাল ভেঙ্গেছে।
শরমে মরমে মরি, ক'ব কার কাছে,
যে জন আঁখি আড় হোতোনা,
তারে দেখ্‌তে এসে এত লাঞ্ছনা।
আমরা পথে বসে কাঁদি আজ,
এমন কত কান্না তোদের রাজা কেঁদেছে॥
কপাল মন্দ দ্বারি হে,
কৃষ্ণের নিন্দা করা উচিত নয়।
দশা যখন বিগুণ হয়, বন্ধু লোকে মন্দ কয়,
রাধার চরণে যার লেখা নাম,
এখন তোদের পায়ে ধরায় সেই শ্যাম।
ভাবতে বল্‌গে যা তোদের রাজাকে,
এমন অভিমান কতবার ভিক্ষে লয়েছে॥
কথা কইতে গেলে, নয়ন জলে অঙ্গ ভেসে যায়।
রাধা-রাজার দাসী, এ রাজ্যে আসি,
কাঁদিতেছে দয়জায়।
এমন নিষ্ঠুর ভূপতি, আমাদের শ্রীমতী, কভু নয়
পেয়ে কাঙ্গালিনী ভয়, অন্তঃপুরে গিয়ে রয়,
আমরা দয়াল রাজ্যে বাস করি,
চাইলে উল্‌টে ভিক্ষে দে যেতে পারি।
মনে কর্‌তে বল তোদের রাজাকে,
বুঝি আপনার সেদিন এখন ভুলে গিয়েছে॥

দেখ্‌বো কেমন সুন্দরী সে কুব্জা।
তোদের রাজা যে, নিজে বাঁকা সে,
নতন রাণী যে, হোয়েছে বাঁকা কি সোজা॥

গিয়াছিলাম আশা ক'রে আন্‌তে মাধবেরে,
সে আশা পূর্ণ হ'ল না।
ব্রজে এলনা কালাচাঁদ, হ'ল হরিষে বিষাদ,
কৃষ্ণের আর আসার আশা কোরো না।
যাতে বাঁচে রাই, কর সেই মন্ত্রণা
রাধায় বুঝায়ে সই চল রাখি সকলে।
হ'লে শ্রীদামের শাপান্ত, পুন সেই শ্রীকান্ত,
আসিবেন এই গোকুলে।
মনে অধৈর্য্য হ'য়োনা, ওগো ব্রজাঙ্গনা,
কৃষ্ণ অঙ্গনা, কৃষ্ণ এখন পাবে না॥
জান্‌তাম আমাদের কৃষ্ণধন,
বিক্রীত রাধার প্রেমেতে।
গিয়ে দেখ্‌লাম শ্যামের এখন সে ভাব নাই,
রাইকে নাহি মনেতে।
মথুরাজ্যেশ্বর বংশীধর হয়েছেন এখন।
রাজছত্র শিরে তাঁর দরশন পাওয়া ভার,
গোপিকায় নাহিক স্মরণ।
তিনি ন'ন রাধাকান্ত, হয়েছেন কুব্জাকান্ত,
রাধার প্রণান্তে ক্ষতি কি তাঁর বলনা॥

সাধ ক'রে কি সই চাঁদ পানে চেয়ে কাঁদি।
কুঞ্জে এলনা কালাচাঁদ, পূর্‌ল না মন সাধ,
গগন-চাঁদ হ'ল তায় বিবাদী।
সজনি, না জানি,
হলেম শ্যামের পায়ে কি অপরাধী।
চাঁদে চাঁদে আছে ঐক্য ক'রে,
ক'রে এ পক্ষে পক্ষপাত,
সে পক্ষে রাধানাথ,
রাধার পক্ষে কৃষ্ণ কৃষ্ণপক্ষ।
পূর্ণচন্দ্রোদয় হলে গ্রহণ হয়।
আমার শ্যামচাঁদের গ্রহণ সর্ব্বসম্বাদী॥
একা বই সখার দেখা কোথা পাই।
কিসে প্রাণ জুড়াই গো বৃন্দে।
নিশিতে শশী আসিতে কে হ'রে নিল গোবিন্দে।
সারানিশি তারা গণি।
থাকবে যতক্ষণ গগন-চাঁদ, ততক্ষণ কালাচাঁদ,
আসবে সই, মনে জানি।
সে আশাতে সই এই বুঝি নিরাশ হই,
কোথায় লুকলি বল সে কৃষ্ণনিধি॥
কুঞ্জে কালাচাঁদের উদয় হ'লে,
রাধাবদন চাঁদের শোভা হ'ত।
চাঁদ লুকাবে চাঁদ অভাবে,
সে চাঁদ ভেবে এ চাঁদ হ'বে অস্তগত॥
নিশিতে শশী যদি না আসে,
হ'বে দিবসে দ্বিগুণ তাপ।

সে জ্বালা জুড়াবে না সই
শ্যামসাগরে দিলে ঝাঁপ।
পথে কি আজ প্রমাদ হল।
বুঝি কুমুদে আমোদে, ফেল্‌লে কালাচাঁদে,
চকোরী রাই প্রাণে ম'লো।
কৃষ্ণ সুধাকর, জুড়াতে অন্তর,
বিধি সে সাধে করেছেন আজ বিষাদী॥
আমার সাধনের ধন কৃষ্ণনিধি,
পেলেম কাত্যায়নী ব্রতের ফলে।
তার বিহনে মর্‌বো প্রাণে,
নীলরতনে সঁপে দিলাম পরের করে।
না জানি, সজনি, কি ঘটিবে,
কোথায় রয়েছেন কালাচাঁদ।
দুঃখিনী রাধার কপালে হ'ল, কি হরিষে বিষাদ।
যাহার কারণ জেগে মরি,
হয়ে সে ত্রিভঙ্গ বাঁকা, আমাকে অদেখা,
রইল কোথায় সহচরি।
হয়ে আমার বশ, একি অপযশ,
কৃষ্ণকলঙ্ক রইল জীবনাবধি॥

কর্ত্তে রাধার মানো রক্ষে,
উভয় পক্ষে, যেন মান রয়।
কি কোরে এ পক্ষে পক্ষপাত,
যে পক্ষে যাক্ রাধানাথ,
জানি প্রেম-পক্ষে শ্যাম, আমার বিপক্ষ নয়॥
শ্যামের আদর-মাখা অঙ্গ।
সে ত্রিভঙ্গ গো আদর বাড়ায়
মান্-তরঙ্গে ঢেলে অঙ্গ।
আমরা যখন যে মান করি,
আছে তায় পায় ধরাধরি,
সখি, আজ কিছু রাধার আদর নূতন নয়॥
সাধে কি সাধতে বলি মাধবে,
(তারে) সরল স্বভাবে কাঁদে প্রাণ।
এমন হয় গো হয়, আমা বোলে নয়,
প্রেমে সবাই সয়, অপমান।
সখি, আমার মান গেলো গেলো,
জানা গেলো গো।
বংশীধারীর মান থাকে তাহলেই ভালো হয়,

যজ্ঞ করিবেন রাই কিন্তু সিদ্ধ হ'বে না।
দিয়ে পরের প্রাণে অতি দুখ,
এমন যজ্ঞে কিবা সুখ,
যজ্ঞ করিবেন যজ্ঞেশ্বরের দিয়ে মর্ম্মে বেদনা॥
প্রাণাহুতি যজ্ঞ কর্‌বেন রাই ব্রজনগরে।
নিমন্ত্রণ-পত্র দূতী দিতে এলে আমারে।
বৃন্দে জানত সন্ধান, ত্যজে কুলমান,
কৃষ্ণপ্রেমে, ব্রজধামে, রাই সঁপেছেন প্রাণ,
এখন কি আহুতি দিবেন প্যারী,
জেনে আয়গো সহচরি,
তা না হলে রাইয়ের যজ্ঞে যেতে পার্‌ব না॥

কই গো বৃন্দে সই, বৃন্দাবনচন্দ্র কই।
বল্‌লে এই আসি আসি, গেল অর্দ্ধ নিশি,
শশী স্বস্থানে যাবে খানিক বই।
হল মন উচাটন, প্রাণে ধৈর্য্য মানে না প্রাণসই,
ক্ষণেক উঠি, ক্ষণেক বসি,
পড়ে পাতের উপর পাত,
এই এল রাধানাথ ব'লে কুঞ্জের দ্বারে আসি।
এসে দেখ্‌তে পাই, কুঞ্জে কৃষ্ণ নাই,
শেষে এমনি হই, আমি যেন আমি নই॥
তুমি ত দিলে সুসংবাদ,
কুঞ্জে আস্‌বেন আজ কালাচাঁদ,
সে সাধে কুঞ্জে এসে সই হল কি হরিষে বিষাদ।
একি আমার কবার কথা,
করে সুখের বাসর সজ্জা,
ছি ছি ছি কি লজ্জা, মদনমোহন রইল কোথা।
কৃষ্ণ কার কুঞ্জে, রজনী ভুঞ্জে,
আমি আশাতে আশা পথ চেয়ে রই॥
আমি সাধ করে সাজাইলাম শয্যে।
আমার একূলা শুতে প্রাণে বাজে।
কমলদলে অঙ্গ ঢেলে, মরি জ্বলে,
না দেখে সেই ব্রজরাজে॥
রাধারে আশা দিয়ে রাধানাথ,
গেলেন কার কুঞ্জে বঞ্চিতে।
পূরালে কোন্ রমণীর সাধ
আমারে করে বঞ্চিতে॥

কৃষ্ণ কেমন মিথ্যাবাদী.
দিয়ে অবলার মাথায় হাত,
ব'লে যায় রাধানাথ,
শেষে কি বাদ সাধাসাধি ॥
বৃথা কর্‌লেম বেশ, বৃথা বাঁধলেম কেশ,
যারে দেখ্‌বো তারে না দেখিয়ে আকুল হই ॥

বুঝি শ্যাম এল গোকুলে সখি,
সুধাও দেখি কোকিলে কি বলে।
এত দিন নীরবে ছিল, আজ কিসে আনন্দ হ'ল,
পঞ্চস্বরে ডাকে কোকিল কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে ॥
বৃন্দাবন আছে, বসন্ত আছে,
কোকিল আছে চিরকাল,
ও সখি, তোমরা বল দেখি,
হ'লো একি, অকালে সকাল।
এমনি জ্ঞান হয়, রাধার ভাগ্যোদয়,
গেল দুঃখের নিশি, সুখের নিশি হ'লো
গোকুলে উদয়।
শারী গুণগুণ স্বরে কৃষ্ণগুণ গায়।
ভ্রমর গুঞ্জরে কমলদলে ॥

শ্যাম কাল মান কোরে গেছে,
কেমন আছে, সখি দেখে আয়।
আমায় কোরে সে বঞ্চিতে,
গেল কার কুঞ্জে বঞ্চিতে.
হয়ে খণ্ডিতে, মরি হরি প্রেমের দায় ॥
ছলে আমার মন ছলেছে,
তুমি বুঝ্‌বে মন দূরে থেকে,
চোখে দেখে গো!
কয় কি না কয় কথা ডেকে।
যদি কাতরে কথা কয়, তবে নয় অপ্রণয়,
অমনি সেধো গো ধোরে দুটি রাঙ্গা পায় ॥
সাধ কোরে করেছিলাম দুর্জ্জয় মান,
শ্যামের তায় হ'লো অপমান।
শ্যামকে সাধলেম না, ফিরে চাইলেম না,
কথা কইলেম না, রেখে মান।
কৃষ্ণ সেই রাগের অনুরাগে,রাগে রাগে গো,
পড়ে পাছে চন্দ্রাবলীর নব রাগে,
ছিল পূর্ব্বের যে পূর্ব্ব রাগ,
এখন একি অপূর্ব্ব রাগ,
রাগে পাছে শ্যাম রাধার আদর ভুলে যায় ॥
যার মানের মানে আমায় মানে,
সে না মানে, তবে কি কর্‌বে এ মানে।
মাধবের কত মান, না হয় তার পরিমাণ.
মানিনী হয়েছি যার মানে ॥
যে পক্ষে যখন বাড়ে অভিমান,
সেই পক্ষে রাখতে হয় সম্মান।
রাখতে শ্যামের মান, গেল গেল মান,
আমার কিসের মান অপমান,
এখন মানান্তে প্রাণ জ্বলে, জ্বলে জ্বলে গো।
জুড়াবে কি অন্য জলধরের জলে ॥
আমার সেই কাল জলধর, হলো আজ স্বতন্তর,
রাধে চাতকী কারে দেখে প্রাণ জুড়ায় ॥ *

নটবর কে গো সখি!
তার নাম জানিনে,
কাল বরণ,
ভঙ্গী বাকা, বাঁকা আঁখি।
যাই যদি যমুনার জলে, সে কালা কদম্বতলে,
হাসি হাসি বাজায় বাঁশী
বাঁশীর দাসী হোয়ে থাকি ॥
ভুবনমোহন ভঙ্গী অতি চমৎকার,
সে যে মন-মত মন্মথ রূপ, ত্রিভঙ্গিম আকার।
চাইলে সে চাঁদ বদন পানে,
নারীর প্রাণ কি ধৈর্য্য মানে।
একবার হেরে মরি প্রাণে,
প্রেমে ঝোরে দুটি আঁখি ॥

ওহে বাঁকা বংশীধারি।
ভাল মিলেছে হে তোমার বাঁকা কুব্জা নারী।
বাঁকায় বাঁকায় বড়ই ভাব. নাহি চাতুরী।
রাধা সে সরলা রমণী,
তুমি নিজে বাঁকা আপনি।
মথুরা নগরী পেয়ে, হরি ফিরিছে চক্র কোরি ॥

কত দিন তুমি কাণ্ডারী শ্যাম, যমুনার জলে।
ওহে ত্রিভঙ্গ, নাহি যমুনাতে তরঙ্গ,
কেন বিনি বাতাসে তরণী টলে॥
পার হবে ব'লে শ্যাম,
যদি কেহ ধরে তোমার পায়,
সেকি পারে যেতে পারে
নাকি অকূলে কূল হারায়।
তুমি নূতন নেয়ে যমুনায়,
কত ক'রে নেবে কড়ি প্রতি পসরায়।
আমরা কুলবতী নারী, তাইতে ভয় করি,
পাছে কূলে হ'তে নিয়ে ডুবাও অকূলে॥

আছে খৎ নে পথে বোসে,
কে রমণী সে, শ্যাম কি ধার কিছু তার।
হোয়ে আমাদের ভূপতি, ওহে যদুপতি,
কোটালি কোরেছিলে কোন রাজার।
প্রেমধার ধারো তুমি কার,
খতে লেখা রোয়েছে ওহে শ্রীহরি।
খাতক ত্রিভঙ্গ শ্যাম, মহাজন শ্রীরাধাপ্যারী। *
মনে আতঙ্ক করি ঐ, ত্রিভঙ্গ শুন কই,
তোমা বই চেরা সই আর হবে কার॥
ওহে গোবিন্দ মনে সন্দ হোতেছে,
দিয়েছ দাসখৎ তুমি কোন রমণীর কাছে।

কেন আজ কেঁদে গেলো বংশীধারী।
বুঝি অভিপ্রায়, বঁধু ফিরে যায়,
সাধের কালাচাঁদকে কি বোলেছে
ব্রজকিশোরী॥
রাধাকুঞ্জে দ্বারী হোয়েছিল গোপিকায়।
শ্যামের দশা দেখে এলেম্ রাই,
সুধাই গো তোমায়।
মণিহারা ফণিপ্রায় মাধব তোমার,
প্রিয়া দাসী বলে, বদন তুলে,
চাইলে না একবার।
শ্রীমুখে শ্রীরাধানাম, গলে পীতবাস,
দেখে মুখো ফাটে বুকো আমরি মরি॥

* পাঠান্তরে "মহাজন ব্রজকিশোরী।"

দ্বারী একবার বল্ তোদের কৃষ্ণ রাজার সাক্ষাতে
গোপিনী, কৃষ্ণতাপে তাপিনী,
তোমায় দেখবে বোলে,
আছে বোসে রাজপথে।
এসেছি আমরা অনেক দুঃখেতে।
তোদের রাজা নাকি দয়াময়,
দুখিনীর দুখ দেখলে, দেখবো কেমন দয়া হয়।
ইথে হবে তোমার পুণ্য, কর আশা পূর্ণ,
প্রসন্ন হোয়ে গোপীর পক্ষেতে॥
বৃন্দে বিরহে কাতরা, হইয়ে সত্বরা
রাজদ্বারে দাঁড়ায়ে কয়।
মধুরাজ্যের অধিপতি কৃষ্ণ,
শুনে তাইতে এলেম্ কংসালয়।
মনে অন্য অভিলাষ নাই।
রাখাল রাজার বেশ, কেমন শোভা দেখে যাই,
কোথা ভূপতি, জানাও শীঘ্রগতি,
বিনতি কোরি ধোরি করেতে॥
তাই এত তোয় বিনয় করে বলি।
বড় তাপিত হোয়ে এসেছি দ্বারী,
তাই এত তোয় বিনয় কোরে বলি।
দংশিয়ে পলায়েছে কালিয়ে কালবরণ ফণী,
আমরা সেই জ্বালায় জ্বলি॥
বিষে না মানে জলসার, হোয়েছে যে রাধার,
আর তো না দেখি উপায়।
ফণিমন্ত্র জানে তোদের রাজা, দ্বারি,
তাই যে এলেম্ মথুরায়।
এই আমরা শুনেছি নিশ্চয়,
রাজার দৃষ্টিমাত্রে সে বিষ নির্ব্বিষ হয়,
কৃষ্ণ-প্রেমের বিষে, কৃষ্ণবিচ্ছেদবিষে,
ব্রহ্মাণ্ডে ঔষধ নাই জুড়াতে॥*

শ্রীরাধায় বনে পরিহরি কোথা হে হরি!
লুকায়ে কি প্রাণ হরি, ও প্রাণ-হরি।
এনে বনে কুল হরি, কে জানে বোধিবে হরি,
হরি ভয় কি মনে করি, মোরি বোলে হরি হরি॥

* এই গানটি পুস্তবিশেষে কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্যের রচিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

হরি নিয়ে বিহরি বনে, এই ছিল প্রয়াস।
বনমালি, বনকেলি, কোরিলে নিরাশ।
না জানি কি অপরাধে, ত্যজিলে দুঃখিনী রাধে,
সাধে সাধে সুখসাধে, গেলে হে বিষাদ কোরি॥*

জলে কি জ্বলে, কি দোলে, দেখগো সখি,
কি হেলে হিল্লোলেতে।
পারিনে স্থির নির্ণয় যে করিতে।
শ্যামল কমল ফুটেছে বুঝি,
নির্ম্মল যমুনাজলেতে॥
নিতি নিতি লই এই যমুনার জল সখি।
জলমধ্যে কি আজ একি দেখ দেখি।
জলে কি এমন, দেখেছ কখন,
বল দেখি ওগো ললিতে॥
সই, দেখ দেখি শোভা, কিসের আভা,
হেরি জলমাঝেতে।
প্রস্ফুটিত তমাল, বৃক্ষ যার কাল, ঐ ছায়া কি ইথে
আরো সখি, কালাচাঁদ কি আছে।
গগনমণ্ডলে, কি পাতালে রোয়েছে।
বল দেখি সখি, কালচাঁদ কি,
উদয় হয়, দিবসেতে॥

তাই শুধাই গো সুধামুখী রাই তোমায়।
গোয়ে বিবাগী কি বিবাগে,
কি ভাবের অনুরাগে,
অলিরাজ ধরে তব রাঙ্গা পায়।
ও যে ধন্য ষট্‌পদ অন্য দিকে নাহি চায়॥
কত প্রফুল্ল ফুল রাধার কুঞ্জে।
তাহে সুখে নাহিক ভুঞ্জে।
পেয়ে ও পাদপদ্ম-সুধা, ঘুচেছে অন্য ক্ষুধা,
তাইতে কি জয় রাধে শ্রীরাধে গুণ গায়॥
ত্রিভঙ্গ ভৃঙ্গ হোয়ে, শ্রীঅঙ্গ লুকায়ে,
রঙ্গে নিকুঞ্জে উদয়।
ভঙ্গি হেরি চমৎকার, বৃন্দে বুঝে সার,
চন্দ্রমুখীর প্রতি কয়।

ওগো রঙ্গদেবি একি রঙ্গ।
পাদোপান্তে কোন ভ্রমে ভৃঙ্গ।
ও যে সাধিছে সাধের কায, কি সাধে অলিরাজ
পাদপঙ্কজরজ মাখে গায়॥
ও রাই কি কালো মাধুরী সৌন্দর্য্য।
এ আশ্চর্য্য অলি কোথাকার।
হোয়েছে শরণাপন্ন দেখি চরণে তোমার।
অরণ্যের অলি বল, কি জন্যে ব্যাকুল।
অন্য সুধালে না কয়।
অতি কুণ্ঠিতেরো প্রায়, লুণ্ঠিত ধূলায়,
কোল্লে তবাঙ্গে আশ্রয়।
ওকে শুধাও দেখি গো রাজকন্যে।
অলির বাঞ্ছা কি ধনের জন্যে।
করে ব্রহ্মাদি তপোধন, যে ধনের আরাধন,
সে ধন পেলে আবার কি ধন চায়॥ *

কে হে সে জন নারী দ্বারে করিছে রোদন।
কোথা হোতে এসেছে, তার কিবে প্রয়োজন।
আমরি মরি, কি রূপের মাধুরী।
সুধাইলে সুধুই বলে, বসতি শ্রীবৃন্দাবন।
দ্বারী কহে শ্রীকৃষ্ণের সভায়, শুন ওহে যদুরায়,
দ্বারের সংবাদ কিছু নিবেদি তোমায়।
দুখিনীর আকার, রমণী কোথাকার,
কাতর হইয়ে কহে, দেহ কৃষ্ণ দরশন॥ *

রাইকে ধোরে তোলো।
ওগো শ্যাম সাগরে কালো নীরে,
কিশোরী ডুবিলো॥
জুড়াইতে সখি, চন্দ্রমুখী,
দিলে কালো জলে ঝাঁপ।
পরিতাপ ঘুচাতে পেলেন মনস্তাপ।
কিসে হবে পরিত্রাণ।
রাই জানে না সে সবো সন্ধান।
কুলবতী হয়ে রাধে, অকূলে পড়িলো॥

---

* এই গান দুইটী কোন কোন পুস্তকে ভবানীচরণ বনিকের রচিত বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়।

* এই গানটী কোনও কোনও পুস্তকে নিত্যানন্দ বৈরাগীর রচিত বলিয়া দৃষ্ট হয়।

দেখো কৃষ্ণ তুমি ভুলনা।
আমি কাল ভাল বাসি বোলে,
আমায় ভাল কেউ বাসে না।
আমারে শ্রীচরণে ঠেলনা।
নাহি কোন সম্পাদ আমার,
কেবল দিবানিশি ঐ ভাবনা॥
আমি তব লাগি, সর্ব্বত্যাগি, হোলেম কালাচাঁদা
রটালে গোকুলে, কালা পরিবাদ।
আমায় যে আমার বলে শ্যাম,
এমন দুখের দোশর কোই মেলে না॥

এসো নূতন প্রেম করি, প্রাণ বাধা রেখে প্রাণ।
রাখবো হৃদয় মন্দিরে, বেঁধে প্রেম ডোরে,
প্রেমের প্রহরা থাকবে আমার দুনয়ান॥
প্রাণে থেকে প্রাণ, রেখে মান,
হও প্রাণের প্রাণ।
হবে এ বড় পরিবর্ত্ত সম্বন্ধ।
গেলেও স্থানান্তরে, দেখবো অন্তরে,
প্রাণ বলে ডাকলেও আনন্দ॥
যাতে মন দিলে মন পাই,
হাতে রেখে হাতে যাই।
যেন কেউ কারে হানতে নারে বিচ্ছেদ বাণ॥
না হোলে মনে মনে ঐক্যতা, সখ্যতা,
না হয় সুখোদয়।
বিনে ঐক্যে, হাসে যত বিপক্ষে,
দুই পক্ষে দুখে প্রাণ দয়।
যেন এবার আর তা না হয়,
এক ভাবে ভাব রয়।
শেষেতে দেশে না হই অপমান॥

যদি বেঁচে থাকি ওগো সখি,
শঠের সঙ্গে আর পিরীত কোর্ব্বো না।
না কোরে প্রেম ছিলাম ভালো,
কোরে একি জ্বালা হলো,
লজ্জা শরম সকল গেলো,
কেউ ভাল বলে না॥
পিরীতের বাজারে সই, আর যাব না॥
মিছে ছল্ কোরে বোলে কিবে ফল।
মনের মিলন ছিলো, বিচ্ছেদ হোলো,
হংস মুখে পিরীত যেন দুগ্ধ জল॥
পিরীতে জীবন জুড়াতে সখি
আমার কুল গেলো কলঙ্ক হোলো,
ঘরে পরে সবাই করে অপমান।
পিরীত সুহৃৎ হোয়ে হোলো বিপক্ষ।
যেমন খলের মিলন, জলের লিখন,
সদ্য সদ্য ঘুচে গেলো সম্পর্ক॥
দেখে কুতর্ক কুব্যবহার, সতর্কে আছি এবার,
পরের পরকীয় রসে ভুলবো না॥

তবে নাকি উমার তত্ত্ব কোরেছিলে।
গিরিরাজ! ওহে শুন শুন,
তোমার মেয়ে কি বলে।
নারী প্রবোধিতে যেতে হে,
কৈলাসে যাই বোলে,
এসে বলতে মেনকা,
তোমার দুঃখের কথা, উমা সব শুনেছে।
তোমায় দেখতে পাষাণী,
আপনি ঈশানী, আসতে চেয়েছে।
তুমি গিয়েছিলে কই, উমা বলে ঐ হে,
আমি আপনি এসেছি জননী বোলে॥
তারাহারা হোয়ে, নয়নের তারাহারা হোয়ে রই।
সদা কই, উমা কই, আমার প্রাণ-উমা কই।
আমার সেই হারা তারা, ত্রিজগতের সারা,
বিধি এনে মিলালে।
উমা চন্দ্রবদনে, ডাকছে সঘনে, মা মা মা বলে।
উমা যত হেসে কয়, ওতো-হাসি নয় হে,
যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে॥
ভাল হোক্ হোক্ ওহে গিরি,
যাই আমি নারী, তাই ভুলি বচনে।
তোমার কি মনে, হোত না হে সাধ,
হেরিতে উমার চন্দ্রাননে॥
আশাবাক্যে আমার পাপ প্রাণ রহে বল কতদিন
দিনের দিন, তনু ক্ষীণ, বারিহীন, যেন মীন।
যারে প্রাণ পাব দেখে, সংবৎসরে তাকে,
আনতে তো যেতে হয়।

যেন মা-হীনা কন্যে, তিন দিনের জন্যে,
এলো হে হিমালয়।
মুখে করি হাহারব, ছিলেম্ যেন শব হে,
গৌরী মৃতদেহে এসে জীবন দিলে ॥

মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুনতে পাই।
উমা অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে,
রাজরাজেশ্বর হোয়েছেন জামাই।
শিবে এসে বলে মা,
শিবের সে দিন আর এখন নাই।
যারে পাগল পাগল বোলে, বিবাহের কালে
সকলে দিলে ধিক্কার।
এখন সেই পাগলের সব, অতুল বিভব,
কুবের ভাণ্ডার তার।
এখন শ্মশানে মশানে বেড়ায় না মেনে,
আনন্দকাননে, যুড়াবার ঠাঁই ॥
ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে,
তত্ত্ব না পাইয়ে যার।
তোমার সেই উমা এই, এলো সঙ্গে শিবপরিবার
এখন যন্ত্রণা এড়ালে, ওহে গিরিরাজ,
গঞ্জনা দূরে গেল।
"আমার মা কৈ, মা কৈ" বোলে উমা ঐ,
ব্যগ্র হয়ে দাঁড়াল।
বলে তোমার আশীর্ব্বাদে আছি মা ভাল,
দুখিনীর দুখ ভাবতে হবে নাই।
হোক্ হোক্ হোক্, উমা সুখে রোক্,
সদাই হোতো মনে।
ভিখারীর ভাগ্যে, পড়েছেন দুর্গে,
তার ভাগ্যে এমন হবে কে জানে।
দুহিতার সুখ শুনিলে গিরি, যে সুখ হয় আমার।
আছে যার কন্যা, সেই জানে,
অন্যে কি জানিবে আর।
যদি পথিকে কেউ বলে, ওগো উমার মা,
উমা ভাল আছে তোর।
যেন করে স্বর্গ পাই, অমনি ধেয়ে যাই,
আনন্দে হোয়ে বিভোর।
শুনে আনন্দময়ীর আনন্দসংবাদ,
আনন্দে আপনি আপনা ভুলে যাই ॥

এই খেদ হয়, সকল লোকে কয়,
শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।
যে দুর্গানামেতে দুর্গতি খণ্ডে,
সে দুর্গের দুর্গতি একি প্রাণে সয়।
তুমি যে কোয়েছ আমায় গিরিরাজ,
কত দিন কত কথা।
সে কথা, আছে শেলময়,
মম হৃদয়ে গাঁথা।
আমার লম্বোদর নাকি উদরের জ্বালায়,
কেঁদে কেঁদে বেড়াতো।
হোয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক, সোণার কার্ত্তিক,
ধলায় পোড়ে লুটাতো।
গেল গেল যন্ত্রণা, উমা বলে মা,
আমি এখন অন্ন অন্যকে বিলাই ॥

কও দেখি উমা, কেমন্ ছিলে মা,
ভিখারী হরের ঘরে।
জানি নিজে সে পাগল, কি আছে সম্বল,
ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা করে।
শুনে জামাতার দুখ, খেদে বুক বিদরে।
তুমি ইন্দুবদনী, কুরঙ্গ নয়নী,
কনকবরণী তারা।
জানি জামাতার গুণ, কপালে আগুন,
শিরে জটা বাকল পরা।
আমি লোকমুখে শুনি, ফেলে দিয়ে মণি,
ফণী ধোরে অঙ্গে ভূষণ করে ॥
গৌরী কোলে কোরে নগেন্দ্ররাণী,
করুণবচনে কয়।
উমা মা আমার সুবর্ণলতা শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।
মরি জামাতার খেদে, তোমার বিচ্ছেদে,
প্রাণ কাঁদে দিবানিশি ॥
আমি অচল নারী, চলিতে নারি,
পারিনে যে, দেখে আসি।
আছি জীবন্মৃতা হোয়ে, আশাপথ চেয়ে,
তোমায় না হেরিয়ে নয়ন ঝোরে ॥
মরি, ছি ছি ছি, একি কবার কথা,
শুনে লাজে মোরে যাই।

তামা হেন গোরা; দিয়েছেন গিরি,
ভুজঙ্গেতে যার ভয় নাই।
মাখে অঙ্গেতে ছাই॥
তুমি সর্ব্বমঙ্গলা, অকূলের ভেলা,
কূলে এনে দিতে পার।
দেখে দেখে ফাটে বুক তোমার এত দুখ,
সে দুখ ঘুচাতে নার॥

ওহে গিরি গা তোল হে,
মা এলেন হিমালয়।
উঠ দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গা কর কোলে,
মুখে বল, জয় জয় দুর্গা জয়!
পুত্র প্রতি বাৎসল্য, তায় তাচ্ছল্য করা নয়,
আঁচল ধোরে তারা,—বলে ছি মা, কি মা,
মা গো, ওমা, মা বাপের কি এমনি ধারা!
গিরি তুমি যে অগতি, বুঝে না পার্ব্বতী,
প্রসূতির অখ্যাতি জগন্ময়॥
নিশিযোগে আমি হে দেখেছি যে সুস্বপন,
এলো হে সেই আমার তারাধন—
দাড়ায়ে দুয়ারে।
বলে মা কই, মা কই, মা কই আমার,
দেও দেখা দুখিনীরে।
অমনি দু বাহু পসারি, উমা কোলে করি,
আনন্দেতে আমি—আমি নয়॥
মা হওয়া যত জ্বালা,
যাদের মা বল্‌বার আছে, তারাই জানে।
তিলেক মা হেরিয়ে মর্ম্মব্যথা পাই,
কর্ম্মসূত্রে সদা স্নেহে টানে॥
তোমারে কেউ কিছু বোল্‌বে না,
দেখে দারুণ পাষাণ।
আমার লোকগঞ্জনায় যায় প্রাণ।
তোমার তো নাই স্নেহ।
একবার ধরো ধরো, কোলে করো,
পবিত্র হোক পাষাণদেহ,
হা, এত সাধের মেয়ে, আমার মাথা খেয়ে,
তিন দিন বই রাখে না মৃত্যুঞ্জয়॥

মান কোরে মান রাখতে পারিনে।
আমি যে দিকে ফিরে চাই,
সেইদিকেই দেখতে পাই,
সজল আঁখি জলধরবরণে।
অতএব অভিমান মনে করিনে।
আমি কৃষ্ণপ্রাণা রাধা, কৃষ্ণ প্রেমডোরে প্রাণ বাঁধা
হেরি ঐ কালরূপ সদা,
হৃদয়মাঝে, শ্যাম বিরাজে,
বহে প্রেমধারা দুনয়নে॥
যদি ওগো বৃন্দে শ্রীগোবিন্দে, কোরি মান।
রাখি মনকে বেঁধে, শ্যামের খেদে,
কেঁদে উঠে প্রাণ।
শ্যামকে হেরব না সখি,
বোলে চক্ষু মুদে থাকি,
সেরূপ অন্তরে দেখি।
কৃতাঞ্জলি, বনমালি,
বলে স্থান দিও রাই চরণে॥ *

প্রেমতরুতে সখি চারটী ফল ফলে;
শুন ফলের নাম—সুখ, সৌখ্য, মোক্ষ, কাম;
সুজনের সু, কলঙ্ক কঠিনের কপালে।
গোড়া কেটে মরে কেউ আগায় জল ঢেলে;
চিনে মূল যে দিতে পারে জল,
ঘটে তার ভাগ্যেতে প্রেম-তরুতে
হাতে হাতে ফল,
তরু মনের রাগে বুড়িয়ে যায়,
বিচ্ছেদ ছাগে মুড়িয়ে খায়,
দেখো দেখো, যত্নে রেখো ফল্‌বে না মূল শুখালে
প্রেম-বৃক্ষ দিয়ে আশা-নীর, কর্‌তেছ সিঞ্চন;
দেখো লো—যেন হয় না শেষে বৃথা আকিঞ্চন।
বেড়া দাও সই প্রবৃত্তি-কণ্টক,
প্রেম-অঙ্কুরে আঘাত করে এম্‌নি পোড়া লোক।
যদি থাকে ফলের বাসনা,
বেশি জল দিয়ে জ্বালিও না,
সময়ে এক বিন্দু দিলে সুখসিন্ধু উথলে॥

---

* এই গানটি নীলমণি পাটনীর পাঁচালীর দলে গীত হইত বলিয়া, কেহ কেহ বলেন—নীলমণির রচিত; আবার কেহ কেহ বলেন—গদাধর মুখোপাধ্যায়ের রচিত।

কোরবো উত্তম পিরীত প্রাণরে
সে প্রেম কি সামান্যেতে হয় ?
তুমি নবীনা যুবতী, পিরীতে নূতন ব্রতী,
পিরীত হবে কি, মন তোমার তেমন নয়।
যাতে দ্বিধা হয়, সে কর্ম্ম করা উচিত নয়।
দেখো ভগীরথ, মোক্ষ প্রেমের আশাতে।
কোরে মন্ত্র সাধন, কিংবা শরীর পতন,
আনিলেন গঙ্গা ভারতে।
দেখো প্রহ্লাদের যন্ত্রণা,
হরিনাম তবু ছাড়্‌লে না,
তার তাইতো হলো শেষে সুখোদয় ॥
শ্রীহরি-প্রেমেতে, মোক্ষ আশাতে,
ধ্রুব প্রহ্লাদ বৈরাগী।
দুর্গার ভাবেতে, মুখ্য প্রেমেতে,
সদাশিব হোয়েছেন যোগী।
তোমার মনেতে তেমন নিষ্ঠা আছে কই!
একবার চাও পিরীৎকে, আবার চাও বিচ্ছেদকে,
দ্বিধা মন কর রসময়ি ॥
যে জন পিরীতে রত হয়,
প্রেম-ধর্ম্মের ধর্ম্ম এতো নয়,
দেখো প্রেমের দায়ে—শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয় ॥

ওরে পিরীত তোর জ্বালা তবে ঘুচাতে পারি।
তেজে সুখ সাধ, লোক-পরিবাদ,
যদি পরের মরণে আপনি না মরি।
তেজে খল্, এ সব ছল্ চাতুরী,
তোরে ভেবে পরের মত পর।
সোয়ে দুখ, বেঁধে বুক,
একবার দেখবো হোয়ে স্বতন্তর।
হোয়ে আত্মসুখে সুখী, আত্মকুশল দেখি,
পর উপকারো জন্মে না করি ॥
তব অদর্শনে প্রাণ যদি, তব ধ্যানে না থাকে ;
পথে দেখা হলে যদি আর,
সখা বোলে না ডাকে।
যদি ভুলি পরদত্ত সুখ ;
নয়নে হেরিনে, কোন লম্পট শঠের মুখ।
যদি পরের করে মনো, না দিয়ে কখনো,
আপনার যৌবনো, আপনি সম্বরি ॥
না হই পরাধীন, যদি চিরদিন,
আপনারে ভেবে আপনার।
মনে প্রাণে এক ঐক্য কোরে,
দূরে ত্যজি পরের ভাবনা ॥
পরকাতরা কেমন কুস্বভাব,
পরের দায়ে বাঁধা যাই।
জানি মিছে কথায় যে ভুলায়,
তার পিছুপিছু ধাই ॥
জানি প্রাণের বৈরি তুইরে প্রাণ,
দুখে দহি, তবু সই, কথা কই রেখে সম্মান।
তুই তো পলাস আমায় ফেলে,
আমি তোরে ভুলে,
উল্‌টে গিয়ে যদি পায়ে না ধরি ॥

যা ভাবো তা নয়।
মনের সাধ গেলে কি, বল দেখি,
অনুরোধে প্রেম কি রয় ?
মিছে আর কোরো না বিনয়
বিনে ঐক্যে, বিনয়-বাক্যে প্রাণ,
বল পর কি আপনার হয় ॥
মিছে কেন আকিঞ্চন, কর ওরে প্রাণ!
মন ভুলবে না আর,
খুলবে না সেই বিচ্ছেদের বাণ।
দাগা পেয়ে ভোগায় ভুলে
আর বা নিত্য কে যাতনা সয় ॥
জাগা-ঘরে যায় চুরি, এমন্ তো ভেবনা প্রাণ!
ঠেকে ঠেকে, দেখে দেখে, হোয়েছি সাবধান ॥
কুতর্কে লওয়াবে কি আর সতর্কে আছি।
হবো খলের বশ, এখন নাই সে রস,
নিজ মনকে বেঁধেছি, জলে ফেলে অঞ্চলের নিধি,
এখন্ তত্ত্ব কর নগরময় ॥

প্রাণ বেঁধেছে গো সই,
পিরীতি গেছে—পাপ গেছে।
হয়ে পরের পদানত, চক্ষের জলে নিত্য যেত,
যাহ'ক্ বেনে, এত দিনে, গায় বাতাস লেগেছে।
সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, ঘাম দে জ্বর ছেড়েছে ॥

এখন নইগো সই কাহার আমি অধীনী,
স্বয়ং স্বাধীনী।
ধারি না পরের ধার, আপনি সই আপনার,
আপ্ত মানে মানিনী।
পরের অধীনে কেবল লাভ গঞ্জনা;
সে জ্বালার দায়েতো প্রাণ এড়িয়েছে॥
বলিস্‌নে সই প্রেমে মজ্‌তে আর
ও সুখে নাহি প্রয়োজন।
শঠের প্রণয় হ'তে বিচ্ছেদ ভাল সই,
জুড়াল প্রেমে কই জীবন!
প্রাণে জ্বলিতাম চিরদিন সখি লো ক'রে পিরীতি,
ঘট্‌লোনা তার সুখ, চির দিনই ভুগ্‌লাম দুখ,
হল লাভ কেবল অখ্যাতি।
তাতেই পিরীতের সাধ ক'রে বিসর্জ্জন,
বৈরাগ্য ধর্ম্মে মন মজেছে॥

তুমি হও মহাজন অবলার।
বাঁধা রেখে মন, লব প্রেমধন,
আমার যৌবন, হবে জামিন্‌দার।
পিরীতেরি খাতক্‌ আমি হবে হে তোমার।
পরিশোধ না হবে প্রণয়।
মন বাঁধা থাক্‌বে আমার, প্রাণ যত দিন রয়।
সুদে সুখো ভুঞ্জ চিরদিন,
মোলে এ ধারে হবে উদ্ধার॥
এসেছি পিরীতের দেশে প্রাণ, প্রেমিক না পাই।
হেন স্থানো নাহি প্রাণো, সঁপে প্রাণ জুড়াই।
পেয়েছি হে প্রেমিক তোমায়।
বঞ্চিত করোনা বঁধু, কিঞ্চিতো আমায়।
আপনার কোরে, লও আমারে,
প্রেমনিধি দিয়ে ধার॥

নৈলে কিছুই নয়।
বটে সুখো নিধি, প্রেম যদি, সুজনে হয়।
সুজনে কুজনে প্রেমে, নাহি সুখোদয়।
উভয়ে উত্তম পরিশ্রম যদি করে।
তবে যতনে এ ধনে রাখিতে পারে।
সুখের সুখী, দুখের দুখী,
দোঁহে দোঁহার হোয়ে রয়॥

বাঁচলাম প্রাণ।
বিচ্ছেদ কোরে ঘুচালে বিচ্ছেদের ভয়।
আগে ভেবেছিলাম, পিরীত ভাঙ্গলে যাবে প্রাণ,
এখন বাঞ্ছা করি, যেন নিত্য এম্‌নি হয়।
একবার পোড়ে যে পতঙ্গ হে,
আর তার আতঙ্গ কি রয়?
যখন আখণ্ড ছিল পিরীৎ,
ও আতঙ্গ হোতো,
ভঙ্গ হোলে হব ও সুখে বঞ্চিৎ।
দেখে ভাঙ্গা শঙ্কা যার, ভেঙ্গে গ্যাচে তার,
আমি এক আঁচড়ে পেলেম প্রেমের পরিচয়।
যে অনলে আমায় পোড়ালে,
তুমি কি তায় পুড়্‌বে না?
যার দোষে প্রেমো যাক্‌ ভেঙ্গে তাতো গড়ে না।
প্রেমের ধাঁধা থাকে যত দিন;
বাঁধা থাক্‌তে হবে,
সমভাবে হোয়ে অধীনের অধীন।
সখা নাই কোন স'ন্দ, কি আছে দ্বন্দ্ব?
আমার কোমল প্রাণে এখন সকল জ্বালা সয়॥
আমি দেখেছি, শিখেছি, সতর্ক আছি,
আর তো ভোগায় ভুলব না।
না এলে তুমি, এখন আর আমি,
পায়ে ধোরে সাধ্‌বো না।
আভাঙ্গা পিরীতের যত ভয়,
ভাঙ্গ্‌লে তত থাকে না॥

তোমার বিচ্ছেদেরে বুকে রেখে প্রাণ জুড়াব প্রাণ
শুনে রুষ্ট বচন, হলেম তুষ্ট এখন,
উষ্ণজলে করে যেমন, অনল নির্ব্বাণ॥
বিষ কৃমি সম আমি, করি বিষ খেয়ে অমৃতজ্ঞান।
গেল গেল পিরীত গেল প্রাণ,
ভাল বাঁচিল জীবন।
দরশন পরশন, ঘুচলো প্রাণ এখন।
হলো চক্ষু কর্ণেতে যেন ছয়মাসের পথ।
কাণে শুনে প্রাণ জুড়াব, দেখায় দণ্ডবৎ।
পাষাণ হোয়ে থাক্‌বো সোয়ে,
পারো যত কর অপমান॥

তোমার প্রেম হতে, প্রাণ,
বিচ্ছেদ আমায় ভালবেসেছে।
প্রেম হ'ল আর ফুরাল,
চ'খে দেখ্‌তে দেখ্‌তে গেল,
জন্মের মত বিচ্ছেদ আমায় অন্তরে পশেছে।
কলহ নির্ব্বাহ হয়ে সন্দেহ মিটেছে।
তোমার প্রেমে সঁপে প্রাণ, কেবল হ'ল অপমান,
সুখ হবে কি বল দেখি সাধতে গেল প্রাণ।
এ সব সুখের চেয়ে আমার স্বস্তি ভাল হে,
সে সব সাধাসাধির দায়ে প্রাণ বেঁচেছে॥
পরের ভালবাসা প্রেমের আশা সকলি আকাশ,
কোন সুখ দেখিনা শঠের প্রেমে দুঃখ বারমাস।
কেবল হাসায় আর কাঁদায়,
সদা প্রাণেতে জ্বালায়,
আজ নে তোলে সিংহাসনে,
কাল পথেতে বসায়।
পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াই,
হয়ে আপনার ধনে আপনি চোর,
সে সব প্রবৃত্তি এখন নিবৃত্তি হয়েছে॥

ওহে প্রাণনাথো, পিরীত হোলো
বিচ্ছেদের প্রজা।
শুনেছি প্রেম নগরে, বিচ্ছেদ রাজত্ব করে,
রসিকেরে প্রাণে মারে, সেই দুরন্ত রাজা।
প্রেমিক জনারে দেয় বিরহ সাজা।
প্রেমের দেশে প্রাণনাথো হে, বিচ্ছেদ ভূপতি।
তার আতঙ্কে মরি, মনে ভয় করি,
কেমন কোরে কর্ব্বো পিরীতি॥
তুমি নিত্য নিত্য বল আমায় প্রেমো করিতে।
মনে সাধ হয়, আবার করি ভয়, প্রাণ রে,
তোমায় প্রাণ দিতে।
নূতন প্রেম-বাজার, বিচ্ছেদ্ রাজার অধিকার।
নবীনা যুবতী, করিলে পিরীতি,
বিচ্ছেদ্ তো কর লবে আমার।
শেষে আমাকে পাবে না, হবে হে লাঞ্ছনা,
কেবল কুলেতে উঠিবে কলঙ্ক ধ্বজা॥

এই বড় ভয় আমারো মনে।
পাছে কুলো যায়, না পাই প্রেমধন,
শেষে হাসবে শত্রুগণে।
পিরীতের রীতি আমি কিছু জানিনে।
প্রেমসুধা আস্বাদন,
সদা করিতে চাহে পোড়া মন।
নাহি জেনে মন্ত্র, নাথো,
দিব হাতো ফণীর বদনে॥
সাধে কি কলঙ্ক-ভয়ে ভঙ্গ দিতে চাই?
সুখ-আশে মোজে শেষে, কুল বা হারাই।
একে তরুণো তরী, তায় তুমি হে নব কাণ্ডারী,
কলঙ্কসাগরে প্রাণো, দেখো যেন ডুবে মরিনে॥

মনের মিলনে মনে থাকবো দু'জনা।
তুমি কেবা আমি কেবা চেনা যাবে না॥
ঘন চাতকিনী প্রায়,
প্রেম সমানে থাকবে দুজনায়।
মেঘে যেমন শশী ঢাকা,
তেমনি সখা লুকায়ে থেকো॥

আমি জন্মে জানিনে প্রেম,যাতনা মনে পড়ে না।
সই তুমি মজালে, তোমার ধর্ম্মে সবে না।
স্বর্ণ-পিঞ্জর আছে সজনি,
কেন বায়স এনে বসালে॥

দেশ ঢলালেম্ প্রেম কোরে সই,
প্রাণ গেলে বাঁচি।
বিচ্ছেদ বিষে, লোকের রিষে,
আমি দুই জ্বালাতে জ্বলতেছি॥
না বুঝে মজেছি প্রেমে,
কপাল ক্রমে, একে হলো আর।
আমি প্রাণ জুড়াতে গেলেম,
শেষে প্রাণ বাঁচানো ভার।
একে নব ভাব, অনুরাগ পড়ে মনে।
প্রাণ সঁপিলাম তারে আমি না জেনে শুনে॥
চোরেরো রমণী যেমন সই,
তেম্নি মর্ম্মে মরে আছি॥

আগে বিচ্ছেদ করে প্রাণ,
তোমার মন বুঝে দেখ্‌বো (সই)।
যদি তোমার মন খাঁটি হয়,
বিচ্ছেদ জ্বালা সয়ে রয়,
তবে দুটি মন একটী হ'য়ে থাকবে (সই)॥
পিরীতের দায়ে ঠেকে,
বারে বার জ্বল্‌ছি বিচ্ছেদ-আগুনে।
এবার কর্‌বো নূতন প্রেমের ব্যবস্থা,
বাসনা করেছি মনে॥
প্রেমের ভাবান্তর ভাব প্রেমের মতান্তর,
এই এক মত, আগে জ্বলবে;
শেষে প্রাণ জুড়'বে হে যদি তায়
না হয় মতান্তর।
যেমন পতঙ্গ জেনে শুনে
আগুনে পোড়ায় প্রাণ,
তেমরি সাধ ক'রে সাধের কাজল পর্‌বে সই।
ওহে প্রাণনাথ হে, বিচ্ছেদের পরে মিলন হ'লে.
সেই যে সে বাড়ে সুখোদয়।
গ্রহণ অন্তে যেমন রবির কিরণ,
সুবর্ণ দহনে সুবর্ণ হয়॥

জলে জ্বলে কি গো সখি।
অপরূপ রূপ দেখি, দেখ সই নিরখি।
কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাব ভঙ্গি প্রায়,
মায়া কোরে ছায়ারূপে সে কালা এসেছে কি॥
আচম্বিতে আলো কেন যমুনারি জল,
দেখ সখি, কূলে থাকি, কে করে কি ছল।
তীরের ছায়া নীরে লেগে হোলো বা এমন,
স্বগিতে দেখিতে আমার, জুড়াবো দুটি আঁখি॥
নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে।
ওগো ললিতে।
না দেখি এমন রূপ বারিমাঝেতে॥
আজু সখি একি রূপ নিরখিলাম হায়।
নীরমাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়।
ঢেউ দিওনা কেউ এ জলে বলে কিশোরী,
দরশনে দাগা দিলে হইবে সই পাতকী॥
বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বই তো নই,
ওগো প্রাণ সই।
নিরখি নির্ম্মল জলে, অনিমিষে রই॥
কত শত অনুভব হয় ভাবিয়ে।
শশী কি ডুবিল জলে রাহুর ভয়ে।
আবার ভাবি সে যে শশী কুমুদবান্ধব,
হৃদয় কমল কেন, তা দেখে হবে সুখী॥

সহে না কুহুস্বর, ক্ষমা দে পিকবর,
ডাকিসনে শ্রীকৃষ্ণ বোলে।
শুন হে নিরদয়, এতো সুখের সময় নয়,
প্রাণে মোর্‌বে রাই জ্বালার উপর জ্বালালে।
ব্রজবাসী সবে ভাসি নয়নজলে।
হোয়ে কৃষ্ণশোকে শোকাকুল, কি গোপগোপীকুল
পশুপক্ষিকুল, বিরহে সকলি ব্যাকুল।
ত্যজে বকুলমুকুল, অধৈর্য্য অলিকুল সব।
কোকিল, এ সময়ে কেন এলি গোকুলে॥
বসন্ত ঋতু এসে সসৈন্যে ব্রজে হইল উদয়।
বিরহে ব্যাকুলা হোয়ে বৃন্দে,
কোকিলের প্রতি কেঁদে কয়।
প্রাণের কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়েছে।
কৃষ্ণবিরহিণী কৃষ্ণকাঙ্গালিনী,
ধূলাতে পোড়ে রোয়েছে।
বাঁকা ত্রিভঙ্গ বিহনে, শ্রীঅঙ্গ শ্রীহীনে, রাই,
তারে কি হবে মধুর ধ্বনি শুনালে॥
এমন দুখের সময়,
কোকিল পক্ষীরে কেন তুই এলি রাধার কুঞ্জে।
ব্রজনাথ অভাবে ব্রজের শ্রীরাই,
কাতরা হইয়ে কি সুখ ভুঞ্জে॥
অধীরা ধরাসনে পোড়ে রাই,
চক্ষে জলধারা বয়।
এ সময় সাপক্ষ হও পক্ষ,
বিপক্ষ হওয়া উচিত নয়।
এই ভিক্ষা কোরি পিকবর।
বধিসনে কুলজা, সম্মুখ থেকে যা,
দুখিনীর কথা রক্ষা কর।
কোকিল, দেখ লে তো স্বচক্ষে,
মরণের অপেক্ষা আর নাই,
হোয়ে রোয়েছি জীবন্মৃত সকলে॥

ছেড়েছি পিরীতের আশা,
পিরীত তোমার বাসা ভেঙ্গে যাও।
যার সঙ্গেতে এসেছিলে আমার অঙ্গেতে,
সে গেল—আর তুমি কেন,
দুখিনীর মুখ দেখ্‌তে চাও॥
তাইতে বলি পিরীত আমি, ছেড়ে যাও তুমি।
এক্ষণে, তোমারি সনে, থাক্‌ব, কেমনে আমি।
তুমি পিরীত আত্মসুখে সুখী।
অনাথিনী বিরহিণীর কাছে তোমার কার্য্য কি।
তুমি পর, আমি পর, সেওত পর,
পর মজানে পিরীত তুমি
মিছে আর অঙ্গ জ্বালাও॥

কোথা রে যুবতীর যৌবন,
তোমা বিনে নারীর মান গেল,
নবীন কালে দেখে ছিলে,
প্রবীণ কালে কোথা গেলে,
তোমায় হয়ে হারা, হয়েছি কাতরা,
আপন বঁধু এখন পরের প্রাণ হ'ল।
নবীন বয়সে রঙ্গরসে দিনে দেখা হত শতবার।
নীরস নলিনী এখন ভ্রমর,
চাইবে কেন ফিরে আর।
আগে প্রাণ হল, তার পরে হলো যৌবন ঘটনা,
বিধাতার একি বিবেচনা,
যৌবন গেল, প্রাণ ত গেল না।
আমি কি ছিলাম, কি হইলাম, আর বা কি হই,
সেই অনুতাপে আমার তনু শুখাল॥

তোমায় ভাল-বেসেছিলাম ব'লে কিরে,
প্রেম আমার দুকুল মজালি।
দু'মাস না যেতে, দারুণ বিচ্ছেদের হাতে,
আমায় সঁপে দিয়ে কিরে ফেলে পলালি।
দিবানিশি প্রাণে জ্বলি, তাই তোমায় বলি,
আমি সাধে কি বিষাদে রয়েছি।
ক'রে—না বুঝে—লোভ, শেষে পেয়ে ক্ষোভ,
বলি কাকে চোখে দেখে শিখেছি।
যেমন মৎস্য মাংস-ভোগী, হয়েছিল জম্বুকী,
তুই কি আমার ভাগ্যে এখন সেইটা ঘটালি।

প্রেমেতে মজিয়ে চিরদিন রব,
প্রাণ জুড়াব, ছিল বাসনা।
ত্রিরাত্রি না যেতে তাতে একি বিড়ম্বনা।
আমি তোমার জন্য হ'লাম পরবশ,
আগে মান খোয়ালেম্, কুল মজালেম্,
দেশ বিদেশে অপমান আর অপযশ।
আগে দেখিয়ে বাড়াবাড়ি, কর্‌লে ছাড়াছাড়ি।
শেষ আমার মাথায় তু'লে দিলে কলঙ্কের ডালি॥

তারে বোলো গো সখি, সে যেন এ পথে এসেনা
পোড়া লোকে মন দূষে দেয় গঞ্জনা॥
আকিঞ্চন-সূতে গলেতে গেঁথে,
পোরেছিলাম প্রেমোহার।
ত্রিরাত্রি না যেতে, হোলো গো তাতে,
বিড়ম্বনা বিধাতার।
সখি সে কোথা, আমি কোথা।
না জেনে, না শুনে, লোকে কয় নানা কথা।
আমি পিরীতি করিতাম প্রাণে প্রাণে॥

বঁধু কোন্ ভাবে এ ভাবে দরশন।
কোরে মধুর মধুর আলাপন।
কত দিনো প্রাণো তুমি হয়েছ এমন।
প্রিয় বাক্যে প্রেয়সি বলিয়া আমায়।
ডাকিছ প্রেম রসে রসরায়।
ভুজঙ্গেরো মুখে যেন সুধা বরিষণ॥

বল কার অনুরোধে ছিলে প্রাণ?
ছিলে আমার বশ, কি যৌবনের বশ,
কি প্রেম বশে, প্রেম রসে, তুষিতে হে প্রাণ।
তখন রাখিতে হে বিধিমতে মানিনীর সম্মান।
অভিমানী হ'তাম হে তোমায়,
প্রাণনাথ কার সোহাগে, অনুরাগে,
ধর্ত্তে আমার পায়।
তুমি আমি যে সেই আছি,
তবে কি দোষে গেলহে আমার মান॥
আবাহন করে প্রেম দিলে বিসর্জ্জন।

সে যেমন হোক্ হয়েছে,
আমার কপালে ছিল হে যেমন।
রঙ্গরসে ছিলাম এত দিন,
প্রাণনাথ প্রেমের পথে,
দুজনাতে কে কার অধীন।
শেষে যদি করিবে এমন,
কেন আগে বাড়াইলে মান॥
মরি প্রাণরে কথা কবার নয়,
কইতে কাতর হই—হৃদয়ে পূজ্য ছিলাম,
ত্যজ্য হলাম যৌবন গিয়ে॥
দবে দেখা প্রাণনাথ হত হে পথে,
আপনা আপনি তুলিতে হাতে,
আকাশের চন্দ্রকে পেতে,
এখন ত সেই পথের দেখা হয়,
প্রাণনাথ লজ্জাতে মুখ ঢাক,
যেন ঠেকেছ কি দায়!
প্রেম গেছে, যৌবন গেছে,
শেষে তুমি করিলে প্রস্থান॥

সঁপ্লাম এই ভেবে তায় আগে মন।
কে জানে সে মন না দিবে।
দিয়া আপনার ধন, সেধে পরে,
পরের ধন পেলাম না পরে;
স্বপ্নে জানিনা সে এই শক্র হাসাবে।
আগে তুল্লে সিংহাসনে কথাতে,
কে জানে শেষে কাঁদাবে।
ভাব্লাম প্রাণ দিয়ে পাব পরের প্রাণ,
জুড়াব দুজনায়—হবে সই সুখের অনুষ্ঠান।
মন সরল নাকি নারীর অতিশয়,
কপট বোঝে না,
তাতেই মজেগে পুরুষের শঠভাবে॥
প্রেমে সুখী হব বলে সখি গো,
সঁপিলাম পরে প্রাণ মন।
ভাগ্য গুণে সে সাধে বিষাদ,
ঘট্লো আমার সই এখন।
প্রেমের রীতি নীতি পদ্ধতি ব্যবহার।
জান্তাম না আগে সই,
শিখিলাম ঠেকিয়ে এবার।
আমি অবলা সরলা, এত কি জানি বঞ্চনা।
আমায় বল্লে সে, মন দিলেই মন তুষিবে॥

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ,
বদন ঢেকে যেয়ো না।
তোমায় ভালবাসি তাই,
চোখের দেখা দেখতে চাই,
কিছু কাল থাক, থাক,
বোলে ধরে রাখ্বো না।
শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না।
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল।
গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ, আমারি গেল।
তোমার পরের প্রতি নির্ভর,
আমি তো ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিওনা।
দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ,
হোলো এ পথে আগমন।
কও কথা, একবার কও কথা,
তোল ও বিধুবদন।
পিরীত ভেঙ্গেছে, ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি?
এমন তো প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকের দেখি।
আমার কপালে নাই সুখ,
বিধাতা হলো বিমুখ,
আমি সাগর ছেঁচেও মাণিক পেলেম না॥

এমন ভাব-রাখা ভাব কোথা শিখিলে।
সে ভাব কোথা হে, যে ভাবে ভুলালে॥
ভাব দেখি নবভাবে, কি ভাবে ছিলে।
ভাবে ভাব কোরে ভাবান্তর,
এখন তার অভাবে ভাবালে॥
স্বভাবে অভাব আজ দেখি হে তোমার।
এ কি ভাবের দেখা, কও সখা আবার॥
অনুরোধে প্রবোধিতে মন,
ভাল ভাবের উদয় দেখালে॥
মরি মরি, তোমার ভাবে ঝুরি,
তুমি জান কত ছল।
মুখে বধু, যেন মধু, হৃদে হলাহল॥

অঙ্গ সঙ্গ রঙ্গরস, নাই এখন সে পাপ।
মন ভেঙ্গেছে, আছে লোক দেখা আলাপ।
দেখে আঁখি হইত সুখী,
তাও কি ক্রমে ক্রমে ঘুচালে ॥

যাক্‌রে প্রাণ।
বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল গেল।
যত সুহৃৎ ভাঙ্গা লোকের কুরীত মন্ত্রণায়,
সাধের পিরীত ভেঙ্গে তুমি আছ ত ভাল।
দেখা শুনা পুন হবে হে, তার আশা ঘুচিল।
কোরে হাস্যেরে হাস্য কৌতুক।
পথে দেখা হলে, যাব চলে,
অঞ্চলেতে ঢেকে মুখ।
ধোরে ভালবাসা ভাব, হলো ভাল লাভ,
সুখের আশা কোরে, প্রেমের বাসা ভাঙ্গিল ॥
পিরীতেরো সাধ ঘুচালে,
দুখে জ্বালালে জীবন।
না জানি কারণো, কও কেন,
ভাঙ্গলো তোমার মন ॥
যাহোক্ ভালবাসিলে, খেয়ে আমার মাথা,
পরের কথায় পিরীত ভেঙ্গে পালালে।
কোরে আমার উপর রাগ,
রাখলে যার সোহাগ,
এখন তার আদরে তোমার আদর বাড়িল ॥
তোমার পিরীতি কি রীতি হোল হে
যেমন হংসী মূষিকেরি প্রায়।
হংসী প্রেমের দায়, পাখা দিয়ে ঢাকে তায়,
সে পক্ষ কেটে পলায় ॥
বিধি মতে আমায় মজালে,
দুখে জ্বলালে হৃদয়।
বুঝে দেখো মনে, দর্পণে মুখ দেখা বই নয় ॥
তোমার অন্তরে নাই একটু টান।
বল ভালবাসি, সেটা কেবল
দেঁতোর হাসি হাস প্রাণ ॥
প্রেমে ধোরে তোমার ধ্যান,
পেলেম ভাল জ্ঞান,
এখন ঘরে পরে সকল শত্রু হাসিল ॥

এ ভাবের ভাব রবে কত দিন।
প্রাণ যতনে মন যোগাওনা, পরিত্যাগও করনা,
আমি যেন হোয়ে আছি, জালে গাঁথা মীন ॥
যে ভাব ছিল পূর্ব্বেতে প্রাণ সে ভাব দেখিনে।
তোমার অভাব দেখে, স্বভাব দোষে,
আমি ভুলতে পারিনে।
দেখা হোলে, সখা বোলে, আদরে ডাকি।
তুমি বল, ভালতো জ্বালা,
এ পাপ আবার কি।
আপন বোলে সাধতে গেলে, তুমি ভাবো ভিন্ ॥

এমন প্রেম কোরে এক দিন,
চিরদিন, কে বোঝা ব'বে।
জানি যত সরল ভাব,
তোমার প্রেমে বিচ্ছেদ লাভ,
ওরে প্রাণ, কুটিল স্বভাব-গুণে অভাব ঘটাবে ॥
দেখে ঠেকে তোমায় চিনেছি,
ক্ষান্ত আছি পিরীতে।
বিচ্ছেদ করেছি প্রাণনাথ বিচ্ছেদের সঙ্গেতে।
মনে ঐক্য আছে বাক্য গেছে মিটে।
রসময়, প্রেমের কথা যে কয়,
যাইনে তারো নিকটে।
আমার জন্মের মত ফুরায়েছে রঙ্গরস,
মিছে ধোরে বেঁধে পিরীত ঘটাবে ॥

বঁধু কার কখন্ মন্ রাখবে।
তোমার এক জ্বালা নয় দু দিক রাখা,
বল প্রাণ কিসে বাঁচ্‌বে।
সমভাবে কেমনে রবে,
সবে তোমার একো মন।
তায় কোরেছ প্রেমাধীনী দুটেঁয়ে দুজন
কপট প্রেমে বল দেখি প্রাণ,
হাসাবে কায় কাঁদাবে ॥
একোভাবে পূর্ব্বে ছিলে প্রাণ,
সে ভাব তোমার নাই।
পেয়েছ যে নূতন নারী, মনো তারি ঠাঁই।
রাখতে আমার অনুরোধ।

প্রাণ তোমার প্রমাদ হবে, সে করিবে ক্রোধ।
দ্বেষাদ্বেষি দ্বন্দ্ব কোরে কি, দেশান্তরী করিবে॥

আগে মন ভেঙ্গে শেষ যতন,
আর কি এ প্রেম গড়ে।
সেবোনা এখনো প্রাণো, কেবল রাগ বাড়ে।
মিছে জ্বালাও কেন, তোমার গুণো,
বিঁধিয়াছে হাড়ে হাড়ে।
প্রাণ দেখো, একো বৃক্ষ কেউ করিয়ে রোপণ;
ফলো পায়, কোরে তায়, কত যতন।
তুমি খল-স্বভাবী, প্রেম তরুরো,
মূল ফেলেছ আগে ছিঁড়ে॥

এই অবলার মান থাকে কিসে,
প্রাণ তাতো বুঝনা।
তুমি জাননা সোহাগ, কথায় কথায় কর রাগ,
পিরীত ভাঙ্গতে শিখেছিলে, গড়তে জাননা॥
কামিনী কলহ, নির্ব্বাহ, পুরুষ যদি রসিক হয়।
ধৈর্য্য গুণে, পূজ্য কোরে আনে,
যে জানে প্রণয়।
তুমি আপনি প্রাণ হোলে অধৈর্য্য।
বোলে কর্ব্বো কি আর, কপাল আমার,
তুমি যে হয়েছ আমার অত্যজ্য।
তোমায় হৃদয় মাঝে রাখি, তবু সুখী নই,
দিলে ঘরে আগুন, শুনে পরের মন্ত্রণা॥

পরের মন্ত্রণায়,
বাদ কোরে প্রেমের সাধ কেন ঘুচালে।
ছিল নয়নের দেখা, তাতে ক্ষতি কি সখা,
কেন সে প্রবৃত্তি-পথে কণ্টকো দিলে।
সেধে আপন কাজ, কেবল আমারে মজালে।
পিরীত ভাঙ্গলে কি বঁধু এমনি হয়।
এখন ডাকুলে সখা, না দেও দেখা,
এ পথে হোয়েছে যেন বাঘের ভয়।
তোমায় এ পক্ষে ভুলায়ে,
সে পথে নেগেল যে,
এমন বশীকরণ বিদ্যা সে কোথা পেলে।

এ সুখো প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি,
বল কিসে হলো প্রাণ।
মরি খেদে, মনের ঐ বিষাদে,
কেঁদে উঠে প্রাণ।
যখন নবভাব ছিলো সে এক মন।
এখন সে মমতা, সকল কথা,
হোলো যেন শরদে মেঘের গর্জ্জন।
কোন্ কুলটা রমণীর, কথায় ভুলে প্রাণ,
তারো মায়া-মেঘের আড়ে কায়া লুকালে॥

নাগো, কোন গুণে মন চায় তবু তোমাকে।
ঝোরে প্রাণ, আমার দুনয়ান,
এক তিলো না দেখে॥
তুমি নারীর বেদন জান না লম্পট আপনি।
প্রীতি-ডোরে বন্দী কোরে, বধ কর রমণী।
হানো দারুণো বিচ্ছেদো শেলো,
যুবতীরো বুকে॥
ওরে প্রাণ, আমি অবলা, বুঝিতে না পারি।
কথায় কথায়, তুমি আমায় কর চাতুরী॥
আমি সরল ভাবে তোমায় প্রাণ
রাখবো কেমন কোরে।
তুমি যে দেবে দুখ আমায়,
জানবো কি প্রকারে।
পোড়া পিরীতি করিয়ে, আমার জন্ম গেল দুঃখে॥

কও দেখি হে নূতন নাগর,
একি নূতন ভাব রাখা।
হোয়ে কামিনী, জেগে পোহাই যামিনী,
ছ'মাসে ন'মাসে তোমার পাইনাকো দেখা।
এমন নূতন ভাব, কে তোমায় শিখালে সখা।
কেবল পর মজাতে জানো।
থাকো আপন সুখে,
পরের দুখে দুখী হওনা কখনো॥
তোমার তাদৃশী পিরীতি দেখি ওরে প্রাণ,
যেমন খলের পিরীত বলে জলের রেখা॥
নূতন প্রেমে আমায় মজালে,
কোরে নূতন আকিঞ্চন।

নতন ভাব ধোরে নতন স্বভাব,
হোরে নিলে মন।
নতন প্রেম বাড়াবার লেগে,
এসে নিত্য সখা, দিতে দেখা,
নতন নতন সোহাগে।
এখন কোথা রৈল তোমার সে সব নতন ভাব,
পেলে ছুতো লতা, করো বদনো বাঁকা ॥
প্রাণ এত যদি ছিল মনে,
তবে কেন মজালে আমায়।
আমি অবলা, কুলেরো বালা,
এত জ্বালা কি সহা যায়।
শীলতা শমতা, কোথা ওরে প্রাণ,
কোথা নতন আলাপন।
নতন ছল এমন নতন কৌশল,
কোথা তুমি শিখেছ প্রাণধন ॥

প্রাণ, তুমি আপনার নহ, আমার হবে কি।
মনে মনে মনাগুণে
আমি জ্বল্‌ব বই আর বলব কি!
অনেক দিনের আলাপ বোলে আদরে ডাকি।
কেমন আছ তুমি প্রাণ, শুনি শ্রবণে।
প্রাণ গেলে প্রাণ নিজ দুঃখ তোমায় বলিনে।
ফলহীন বৃক্ষের কাছে, সাধ্‌লে কাঁদ্‌লে ফল্‌বে কি
আমায় বোলে, আমায় ছোলে,
প্রাণ দিলে পরেরি করে।
তুমি বন্দী হোয়ে আছ তার প্রেমেরি ডোরে।
বিরস মুখের হাসি দেখে, বল কে হবে সুখী।
তুমি ছিলে যখন আত্মবশে রসে জুড়াইতে।
পরের হোয়ে আর কি এখন পার ভুলাতে।
আমার যা হবার হলো, প্রাণ ভাল দায়ে পড়েছ
রাহুগ্রস্ত শশী যেমন, তেমনি হয়েছ।
সন্ধিযোগে সে শরীর স্থিতি দণ্ড নয়।
সন্ধ্যা হোলে তোমার প্রাণ, নিত্য গ্রহণ হয়।
সারা নিশি সর্ব্বগ্রাসী, দিনে ও চাঁদ মুখ দেখি ॥

তবে কি হবে সজনি নাথো মান কোরে গেল।
প্রাণ সই আমি ভাবি ঐ,
আবার দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলতে হোলো ॥

বিধিমতে প্রাণনাথেরে, করিলাম বারণ।
কোরোনা কোরোনা বঁধু প্রবাসে গমন।
সে কথা না শুনে প্রাণনাথ।
অকালে সকালে প্রেমে হান্‌লে বজ্রাঘাত।
নারী হোয়ে, করে ধরে,
সাধলাম তারে, তবু না রহিলো ॥

মনে রইল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি বলা হ'ল না।
শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হ'য়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জ রমণী বোলে হাসিত লোকে।
সখি, ধিক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে
নারী জনম যেন করে না ॥
একে আমার এ যৌবন কাল,
তাহে কাল বসন্ত এল,
এ সময়ে প্রাণনাথ প্রবাসে গেল।
যখন আসি আসি সে আসি বলে,
সে আসি শুনিয়া ভাসি নয়ন-জলে।
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে,
মন চায় ধরিতে, লজ্জা বলে ছি ছি ছুঁইও না ॥
তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদিলাম সজনি।
অনা'সে প্রবাসে গেল সে গুণমণি।
একি সখি হ'ল বিপরীত,
মদন দহিছে এখন এ অবলার প্রাণ।
প্রাণের জ্বালায় এখন প্রাণ বাঁচান ভার।
লজ্জা পেয়ে লজ্জা বুঝি না রহে আমার।
কারে এ দুখ ক'ব সই,
কত আর প্রাণে স'ই,
হ'লো গো একি সখি যন্ত্রণা ॥
গেল তিন দিনে প্রেম, চিরদিনে বিচ্ছেদ গেল না
রসাভাসে, গেল ঘৃণ্য কোরে সে,
পোড়া বিচ্ছেদের মনে কি ঘৃণা হ'ল না।
হোলো তিন দিনে ছাড়াছাড়ি।
পোড়া বিচ্ছেদের কি হয় গো সখি,
অবলার সঙ্গে এত আড়ি ॥

আমার কপালে অল্প ভোগ,
প্রেমের কল্পযোগ করা ভার।
ত্রিরাত্রি না যেতে অত্রযোগ,
কেবল কর্ম্মভোগ সার ॥

যাও প্রাণনাথের কাছে বিচ্ছেদ একোবার।
যাতে বদ্ধ আছে বঁধুর প্রাণ,
হানো গে তায় বিচ্ছেদ-বাণ,
যদি জ্বালায় জ্বোলে, আমার বোলে
মনে পড়ে তার ॥
যাতে মত্ত আছে—সে যে মত্ত মাতঙ্গ।
কর গিয়ে সে প্রেমের সুঙ্গতো ভঙ্গ।
তুমি গেলে তার প্রবৃত্তি, অমনি হবে নিবৃত্তি,
বসন্তে বিদেশী হোয়ে র'বে না সে আর ॥
বিরহিণী আমি রমণী, পতি প্রবাসে আমার।
যৌবন কালে হোয়েছি, আশ্রিতা তোমার ॥
ওহে বিচ্ছেদ, তোমার বিচ্ছেদ দায়,
নাথো না জানে।
অন্য নারীর প্রেমোস্থখে, আছে সেখানে।
তারে জ্বালাতে পার না, আমায় দেও যাতনা,
ছি ছি অবলা বধিলে নহে পৌরুষ তোমার ॥
সকাতরে হাঁরে বিচ্ছেদ করি তোরে মিনতি।
কামিনীরো প্রাণ রেখে, রাখো সুখ্যাতি ॥
হোয়ে আমার অন্তরের অন্তর,
নাথের অন্তরেতে যাও।
প্রণয় কোরে অপ্রণয়, প্রণয় গে ঘটাও।
বিচ্ছেদ-ব্যথার ব্যথা,
কিছু তায়, দিও বিশেষ।
নারীর প্রাণে কত ব্যথা, জানে যেন সে।
আমায় কোরেছে স্থুলে ভুল,
ভেবে হোলো প্রাণাকুল,
অকূলেতে কুলরক্ষা কর কুলজার ॥

সে যেন এ কথা শুনে না।
দেয় বসন্তে আমারে যাতনা ॥
শশীর কিরণে প্রাণো জ্বলে,
জলেতে নাহি জুড়ায়।
বিষপ্রায় যদি চন্দন মাখি গায়।
শেল-সম হোলো, কোকিলের গান।
মলয় মারুত অগ্নি সমান।
এদেশের এ বিচার, শুনিলে নাথের আর,
পুন পদার্পণ হবে না ॥

যাক্ প্রাণ, প্রাণনাথ যেন সুখে রয়।
যেকে দেশান্তর, দহে নিরন্তর,
তারে নিন্দে করি পাছে পতি নিন্দা হয়।
আমি মরি, সহচরী, তাহে করিনে ভয়।
দেখ আমি মোলে কত শত মিল্‌বে তার।
সখি সে দিনে, কে আছে গো আমার ॥
আমায় ত্যজিলে ত্যজিতে পারে,
কে দূষিবে তারে।
আমার পূজ্যধন বই ত ত্যজ্য ধন নয় ॥
গেল গেল, কুলো কুলো,
যাক্ কুল, তাহে নই আকুল।
লয়েছি যাহায় কূল, সে আমার প্রতিকূল।
যদি কুল-কুণ্ডলিনী,
অনুকূলা হন আমায়।
অকূলের তরী কূল পাব পুনরায়।
এখন ব্যাকুল হোয়ে কি দুকূলো হারাব সই,
তাহে বিপক্ষে হাসিবে যত রিপুচয় ॥

হর নই হে আমি যুবতী।
কেনে জ্বালাতে এলে রতিপতি ॥
কোরো না আমার দুর্গতি।
বিচ্ছেদে লাবণ্য, হয়েছে বিবর্ণ,
ধরেছি শঙ্করের আকৃতি ॥
ক্ষীণ দেখে অঙ্গ,
আজ অনঙ্গ, একি রঙ্গ হে তোমার।
হর ভ্রমে শরাঘাত,
কেন করিতেছ বার বার।
ছিন্ন ভিন্ন বেশো, দেখে কও মহেশো,
চেন না পুরুষো প্রকৃতি।
হায় শুন শম্ভু-অরি, ভেবে ত্রিপুরারি,
বৈরী হয়োনা আমার।

বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিতকেশা,
নহে এতো জটাভার।
বয়সে নবীনা, প্রাণপতি বিনা,
যোগিনী হয়েছি সম্প্রতি।
কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পরেছি নীলরতন।
অরুণো হলো নয়ন ক'রে পতি বিরহে রোদন ॥
এ অঙ্গ আমারো, ধূলায় ধূসরো,
মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি ॥

রমণীরে সকলে নিদয়।
কেহ নারীর হিতকারী নয় ॥
পাণ্ডব খাণ্ডব বন দহিল যখন।
নানা জাতি পক্ষী তাতে হইল দাহন।
কোকিল মরিত যদি তায়।
তবে কি কুহু রবে প্রাণ যায় ॥
বিরহিণী বধিবারে বাচাইল ধনঞ্জয় ॥

কোকিলে কি সময়ো পেলে।
তুমি এতদিন কোথা ছিলে?
কালগুণে কাল তুমিও হোলে।
একে তো বসন্ত ভূপতি।
অবিচারে মারে যুবতী।
হোয়ে পক্ষ, তারি পক্ষ, নারী বধিতে এলে ॥

যৌবন জনমের মত যায়,
সেত আশা-পথ নাহি চায়।
কি দিয়ে গো প্রাণসখি রাখিব উহায়।
জীবন যৌবন গেলে, আর ফিরে নাহি পুনর্ব্বার।
বাঁচিত বসন্ত পাব কান্ত পাব পুনরায় ॥
গেল গেল এ বসন্ত কাল, আসিবে তৎকাল।
কালে হল কাল, আমার এ যৌবনকাল।
কাল পূর্ণ হলে রবে না, প্রবোধ প্রবোধ মানে না,
আমি যেন রহিলাম তার আসার আশায় ॥
হায় ষোল কলা পূর্ণ হল যৌবনে আমার।
দিনের দিন ক্ষয় হল সই ফল পাব কি তার।
কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদে হয় শশিকলা ক্ষয়।
শুক্লপক্ষে হয় পুন পূর্ণোদয়।
যুবতীর যৌবন হলে ক্ষয়,
কোটি কল্পে পুনঃ নাহি হয়।
যে যাবে সে যাবে হবে অগস্ত্য-গমনপ্রায় ॥

সেই গেলে প্রাণ আসি বলে, এই কি সেই আসি
সুখের আশে দুখে ভাসে বঁধু তোমার প্রাণপ্রেয়সী
বল কেমন পেয়েছিলে নব রূপসী।
তার আশায় যদি বশ হলে রসময়,
আশা দিয়ে আমারে হে যাওয়া উচিত নয়,
আশা পথ চেয়ে আমি নয়ননীরে ভাসি ॥
এস এস এস দেখি প্রাণ একি চমৎকার।
অপরূপ আগমন হইল তোমার।
শশী সঙ্গে প্রাণ তুমি করিলে গমন।
ভানু সঙ্গে পুনঃ আসি দিলে দরশন।
আমারে বঞ্চনা ক'রে কোথায় পোহাইলে নিশি ॥

এই খেদ, তারে দেখে মরতে পেলেম না।
আমায় চাক্ বা না চাক্, সদা সুখে থাক্,
কেন দেখা দিয়ে একবার ফিরে গেল না ॥
জীবনো থাকিতে প্রাণনাথ,
যদি নাহি এলো নিবাসে।
লুব্ধ আশা দিয়ে সে,
কেন রইল প্রবাসে।
আমি সেই আশাবৃক্ষে সদা দিয়ে অশ্রুজল,
সিঞ্চিলাম সই, কই হ'লো সুখফল।
তরু সমূলে শুকালো, শেষে এই হলো সই,
কালো কোকিলেরি রবে প্রাণো বাঁচে না ॥

ছি ছি প্রাণ, বোলোনা প্রাণ।
ইথে হাস্‌বে লোকে, আমার পাকে,
শেষে হবে কি হে অপমান।
যারে প্রাণ সঁপেছ, সেই এখন প্রাণ।
আমায় বল্লে প্রাণ, প্রাণ জুড়াবে না।
শুন্‌লে সে আবার, পাবে প্রাণে প্রাণে যাতনা।
আমায় করে অন্তরের অন্তর,
পরে অন্তরে দিয়েছে স্থান ॥
নূতন যারা, তোমার তারা, নয়নের তারা।
একি স্থূলে ভুল, যে জন আঁখির শূল,
কেন তায় আদর করা।

কোথা শিখলে প্রাণ, এমন মন রাখা।
বুঝ্‌তে নারি ভাব, একি ভাব তোমার আজ সখা
ত্যজ্য ধনের বাড়ায়ে সম্মান,
কর পূজ্যধনের অপমান ॥
যথায় তব নব ভাব, তারে প্রাণ
বলগে—হবে তার সুখ।
আমায় কেন বলে প্রাণ, বাড়াও দ্বিগুণ দুঃখ ॥
ভেবেছিলাম রসময় গিয়াছে সে দিন।
এখন হ'লাম প্রাণ, কেবল কথার প্রাণ,
কিন্তু কর্ম্মে ফলহীন।
তোমার বিচ্ছেদ হে আমার গলার হার।
কর্‌ব অনাদর কি দোষে বলহে তাহার।
চ'খের দেখা মুখের আলাপন।
এখন সেই লক্ষ লাভ জ্ঞান ॥

ওলো সুধাংশুমুখি প্রাণ,
কি নূতন মান দেখালে।
তোমার হাসি শশী মুখে, কান্নাও আছে চোখে,
বচনে মান্ রেখে প্রাণ জুড়ালে।
কোরে মান, প্রেমের দুই পক্ষ সমান, জানালে:
আমার এ পক্ষে না করে বিপক্ষতা।
তোমার মানেতে নাই কৌশল,
না দেখি কোন ছল,
শতদল ভেসে যায় নয়ন-জলে ॥
মান্ তরঙ্গে অঙ্গ ডুবালে,
প্রাণ তো ভেঙ্গে বল্লেনা।
আকার ইঙ্গিতে, ভাবের ভঙ্গিতে,
বুঝ্‌লাম্ যেমন্ মন্ত্রণা।
আমার নিগ্রহ কোর্‌বে নাকি নির্দ্ধার্য্য।
কোরে ঔদাস্য মান, অধৈর্য্য কোল্লে প্রাণ,
আপনায় আপনি নও ধৈর্য্য ॥
ওলো পূর্ণচন্দ্রাননে, আধো আধো পানে,
আধো চাঁদ ঢেকেছ প্রাণ অঞ্চলে ॥
তোমার কতবার দেখেছি প্রাণ কত মান্।
আজ কি সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি।
ভেবে দেখলে সে মান,
ম'লেও রাগ যায় না প্রাণ,
অথচ আমার পানে সুদৃষ্টি।
আজ, সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি ॥
তোমার মানের উপরে মান,
কোরে আজ মান বাড়াব।
আমায় আজ যেমন কাঁদালে,
পায়ে ধোরে সাধালে,
আমি আজ তেম্‌নি কোরে কাঁদাব ॥
প্রাণ যে করেছে নিদারুণ মান,
সাধ্‌তে গেল আমার প্রাণ।
কোন দাসী নই, তবু সকল স'ই,
প্রেম সম্বন্ধে মান্যমান্।
কেমন কোরেছ পিরীতে পদানত।
সঁপিলাম ধন প্রাণ, তবু মন পাইনে প্রাণ,
অপমান প্রাণে স'ব কত।
কর কথায় কথায় দ্বন্দ্ব, কেমন কপাল মন্দ,
গোবিন্দ জুড়ান তো প্রাণ জুড়াব ॥

তোরা বল্ দেখি সই,
পুরুষের মান্ যায় কেমন করে।
আমার মান সমাধান,
কোল্লে পায়ে ধোরে যে সই,
আমি নারী হোয়ে কোন মুখে তায়
সাধ্‌বো পায়ে ধ'রে ॥
ভেবেছিলাম মনে, মোজে মনে,
আপনার মান বাড়াই।
তাহে একদিকে মান রাখিতে গো সই,
দু দিক বা হারাই ॥
যখন মান কোরে মানিনী হোয়ে
রই গো মনের দুখে।
কতবার তখন, প্রাণনাথ আমার,
মানের দায়ে আকুল হোয়ে,
প্রাণ দিয়ে মান রাখে
এখন আমার মান ভেঙ্গে দিয়ে,
উল্টে মান কল্লে।
সই, এবার তার মানের মান,
থাকে কিসে তাই ভাবি অন্তরে ॥

থাকো প্রাণ অভিমান লইয়ে।
আমি দেশে যাই, মনো দাও ফিরায়ে॥
মধুর প্রয়াসে আমি আইলাম তবস্থানে।
নলিনী কেন মগ্না হোলো মানে।
আশা না পূরায়ে দিলে মধু।
কেতকীকলঙ্ক কর শুধু।
মিছে দ্বন্দ্ব কোরে জ্বালাও হে আমারে,
নিশি গেল তোমায় সাধিয়ে॥

এত দিনে সই, প্রাণনাথের আমার,
মান ভঙ্গ হয়েছে।
ক'দিন কথা ছিল না, ডাকুলে দেখা দিতনা;
সে আজ হাসি-মুখে আসি বোলে গিয়েছে।
ছিল যে সন্দ, সে সব দ্বন্দ্ব ঘুচেছে।
যেন পরীক্ষা দিয়ে উঠেছি।
কোন ছল পেয়ে প্রাণ, কর্ম্মে যে মান,
বাঁকাবাঁকির দফা রফা কোরেছি।
গেলে কৃষ্ণ দরশনে, সন্দ হোতো মনে তার,
এখন সে দোষে নির্দ্দোষী বিধি কোরেছে॥
ভালবাসি বোলে, ছলে কৌশলে,
প্রাণনাথের হোতো মান।
নারী হোয়ে, সদা প্রেমের দায়ে,
সাধ্‌তে যেতো প্রাণ॥
যারে তিলেক না দেখ্‌লে মরি।
তারে একূলা রেখে, একূলা থেকে,
ত্রিরাত্রি কি প্রাণো ধরিতে পারি॥
যেজন হাসালে, কাঁদালে, চরণে ধরালে সই,
সে আজ আপন সাধ এসে সেধে গিয়েছে॥
আমার প্রাণনাথের স্বভাব ভাল নয়,
কুটিল হৃদয়, যেন বিষধর।
নিজ রসাভাসে, দংশে এসে যদি সই,
জ্বোলে মোর্‌ব্বো নিরন্তর॥

প্রাণ রে প্রাণ!
নইলে কেন হৃদে হানো বিচ্ছেদ-বাণ।
বুঝি মানের অভিপ্রায়, মান চণ্ডীতস্নায়,
তুমি নাগর কেটে দিবে, নরবলিদান।
নারী হোয়ে কোথা শিখেছ, প্রাণঘাতকী সন্ধান।
তুমি স্বচক্ষে ক দেখেছ!
রাগে রক্ষা নাই আর,
আমার পক্ষে খড়্গহস্ত হোয়েছ।
ধোরে মিছে ছলে ছল, কোরে অকৌশল,
কর ছুতোলতায়, কথায় কথায় অপমান॥
তুচ্ছ কথায় কোরে অভিমান,
যখন কোরেছ বাড়াবাড়ি।
তখনি জেনেছি আজ হোতে প্রেম ছাড়াছাড়ি।
তোমার ভালবাসা এ ত নয়!
আমার প্রাণ জ্বলাবে, দেশ ছাড়াবে,
তাড়াবে তারি আশয়।
আমি সর্ব্বত্যাগী হই, তোমার বাঞ্ছা ঐ,
তাই ত কোরেছ আজ এমন সর্ব্বনেশে মান॥

নাথো আজ আমার পিরীতের ব্রত উদ্‌যাপন।
আনো বিচ্ছেদেরে কোরে আবাহন।
দক্ষিণান্ত, হোলে ক্ষান্ত, হোয়ো পাপ মন।
অঘটে ঘটনা ঘটে, কোরে যাই আজ বিসর্জ্জন॥
আমি প্রেম-ব্রত করেছিলাম যারো কামনায়।
কর্ম্ম-দোষে সখাহে, না পেলেমো তায়॥
খণ্ডব্রতী হইহে যদি, হাসিবে হে শত্রুগণ॥

আমার যৌবন কিনে লয়, প্রেমধন দেয়,
এমন্ পাইনে রসিক ব্যাপারী।
আমার এদেশে, অনেক আছে,
যারা করয়ে প্রেমেতে চাতুরী।
কেবল মিছে ভ্রমে ভ্রমে মরি।
অরসিক গ্রাহকে এ রস চায়।
মূল্য শুনে কাণে, মাথা নোয়ায়।
পশরা নামাতে, এসে অনেকে,
আগে দুই বাহু পসারি॥
মদন রাজার, প্রেমের বাজারে,
এলে প্রেম লাভ হয়।
রসিকে রমণী এলেম্ আমি সেই আশয়।
আগে কে জানে সই, এ বিবরণ।
কপট মহাজন হেথা এমন।
নতন-ব্যবসায়ী রমণী গেলে,
ফেরে ফারে করে চাতুরী॥

এই অবলা সবলা, প্রেমের জ্বালা,
ভার হয় আপনার সহিতে।
যৌবন-রসের ভার, অতিভার,
নারী নারি আর বহিতে॥
গোপেতে গোরস, লোয়ে দেশ দেশ,
ভ্রমণ করে যেমন।
এত নয় তাদৃশ গছাবার ধন।
রসিক গ্রাহক যদ্যপি পাই।
বিরলে বিক্রয় করি তার ঠাঁই।
আমারে কিনিবে যৌবন কিনে,
কেনা হবো আমি তাহারি॥

এ বসন্তে সখি, পঞ্চ আমার কাল হোলো জগতে
করে পঞ্চমুখে দাহ, পঞ্চভূত দেহ,
পঞ্চত্ব বুঝি পাই পঞ্চবাণেতে।
পঞ্চ যাতনা প্রায়, নিশি পঞ্চ প্রহরেতে।
যদি পঞ্চামৃত কোরি পান,
নাহি জুড়ায় প্রাণ, হৃদে বেঁধে পঞ্চবাণ।
দেখ পঞ্চানন তনু ভস্ম কোরেছিলেন যার,
এখন সেই দহে দেহ পঞ্চশরেতে॥
পঞ্চাক্ষর নাম, মকরধ্বজ, বিরহিরাজ্যে রাজন।
সহ সহচর, পঞ্চশর, রিপু হোলো পঞ্চজন।
ভ্রমরকোকিলাদি পঞ্চশর।
রাজা পঞ্চশর, অঙ্গে হানে পঞ্চশর,
তাহে উনপঞ্চাশত, মলয়মারুত সই,
আবার ভানু দহে তনুপঞ্চযোগেতে॥
সই, গ্রহ প্রকাশিলে, পঞ্চম মঙ্গল,
ফুলঘ্রাণ যেন পঞ্চবাণ।
পঞ্চদশ দিনে হ্রাস বৃদ্ধি যার,
তার কিরণেও দহে প্রাণ॥
পঞ্চম দ্বিগুণ বদন যার, রাক্ষসের প্রধান,
তার চিতাসম জ্বলিছে সখি, পঞ্চম দুঃখেতে প্রাণ।
যদি দ্বি-পঞ্চ দিতেতে চাই,
পঞ্চ রিপু নাই, পঞ্চ সহকারী নাই।
কেবল পঞ্চম অসাধ্যে, পঞ্চ রিপুর মধ্যে সই,
আমি থাকি যেন সখি, পঞ্চতপেতে॥
সই, পঞ্চপাণ্ডবেরা খাণ্ডবকানন,
জ্বালায়ে ছিলো যেমন।
তেমতি এ দেহ জ্বালায় সখি।
বসন্তের চর পঞ্চজন।
পঞ্চম দ্বিগুণ, দ্বিগুণ কোরে,
করিতে চাহি ভক্ষণ।
তাহে প্রতিবাদী হয়গো আসি,
প্রতিবাসী পঞ্চজন।
বলে পঞ্চরিপু গিয়েছে, সোয়েছে,
এ পঞ্চ কদিন আছে।
কিন্তু এ পঞ্চ যাতনা, প্রাণে আর সহেনা সই।
এবার পঞ্চ মিশায় বুঝি পঞ্চভাগেতে॥

আর নারীরে করিনে প্রত্যয়।
নারীর নাইক কিছু ধর্ম্ম-ভয়॥
নারী মিল্‌তে যেমন ভুল্‌তে তেমন
দুই দিকে তৎপর!
যোজিয়ে পরে, চায় না ফিরে,
আপনি হয় অন্তর।
উত্তমেরে ত্যজ্য করে অধমে যতন,
নারী, বারি, দুই জনারি, নীচ পথে গমন।
তার প্রমাণ বোলি প্রাণ,
নলিনী, তপনে ত্যেজিয়ে,
বনের পতঙ্গ, সে ভৃঙ্গ, তারে মধু বিতরয়॥

কার দোষ দিবো কপালেরি দোষ আমার।
যেমন প্রাণনাথ প্রাণে দেয় আঘাত,
তেমনি অন্যায় অবিচার বসন্ত রাজার।
কে আছে স্বপক্ষ রে বিরহিজনার॥
সময়েরই গুণে সখি রে, করে হীনজনে অপমান
কোথা গে জুড়াব প্রাণ, নাহি দেখি হেন স্থান।
একে দুঃসহ বিরহ নির্ব্বাহ নাহিক হয়।
তাহে কালগুণে কালবসন্ত উদয়।
এসে সপ্তরথি মিলে, যুবত ীমজালে সই,
যেন অভিমন্যুবধের উদ্যোগ এবার॥
সই, আমি যার, সে আমার,
ভেবে দেশে যদি না এলো।
জগতের জীবন, মলয় পবন,
সে আমার কাল হোলো।
তবে মরণ ভালো॥

প্রিয়জনে ত্যজে প্রিয়জন,
গেল প্রয়োজনে আপনার।
আমারে ব'লে আমার,
এমন কে আছে আমার।
হয়ে রতিপতি, করে যুবতীর সঙ্গেতে বল।
আছি পথ চেয়ে, রথ হোয়েছে অচল।
ভয়ে সারথী পলালো, শেষে এই হলো,
সই, কাল কোকিলেরি রবে প্রাণে বাঁচা ভার॥
কোকিল, পায়ে ধরি হে তোমার,
কর এই উপকার।
যাও নাথের নিকটে একবার।
ব্যথার ব্যথিত হও তুমি আমার।
নিষ্ঠুর নাগর আছে যথায়।
পঞ্চস্বরে গান শুনাও গো তায়।
শুনে তব ধ্বনি, বোলিয়ে দুখিনী,
অবশ্য মনে হইবে তার॥
বিরহিজনার অন্তরে হানো কুহু কুহু শর।
ইথে নাই তোমার পৌরুষ পিকবর।
একলা অবলা আমি বালা,
আমারে যেরূপে দিলে জ্বালা।
তাহারে তেমতি পার হে জ্বালাতে,
প্রশংসা তবে কোরি তোমার॥
হায়,যে দেশে আমার প্রাণনাথ,
কোকিল বুঝি নাই সে দেশে।
তা যদি থাকিতো, তবে সে আসিতো,
বসন্ত সময়ে নিবাসে॥
কিংবা কোকিল আছে,
নাই তার সুস্বর তব সমান।
কুহুরবে বুঝি হান্‌তে পারে না বাণ॥
অতএব মিনতি করি এখন,
কোকিল তথায় কর গমন।
তোমার এ রবে, প্রবাসে কে রবে,
নিবাসে আসিবে নাথ আমার॥ *

* এই গানটী ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তীর রচিত বলিয়া কোনও কোনও গ্রন্থে দেখা যায়।

কে সাজালে হেন যোগীর বেশ।
কহ অলিরাজ সবিশেষ।
কেতকীসৌরভ অঙ্গে তব অশেষ।
রজ লেগেছে কালগায়,
হোয়েছে প্রাণ বিভূতির প্রায়,
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি, রূপের না দেখি শেষ॥
ধুতুরা পীযূষ বঁধু কোরেছ হে পান।
হেরিয়ে তোমার মুখ, কোরি অনুমান।
তাহাতে হোয়েছে প্রাণধন।
আঁখি দুটি উর্দ্ধে উন্মীলন।
মধু ভিক্ষা কোরে বঁধু ভ্রমিতেছে নানাদেশ॥

আগে প্রেম না হতে কলঙ্ক হলো।
বিধি ঘটালে উদ্যোগে দুর্য্যোগ,
প্রেমের আশা না পূরিলো।
উপায় এখন কি করি বলো।
তুমি এ পথে এলে, ক'রে কুরব কুচক্রী সকলে,
দিনান্তরে দিতে দেখা, বুঝি সখা তাহা ঘুচিলো॥
না হতে তোমার সহ সুখ-সংঘটন।
জানাজানি কাণাকাণি করে রিপুগণ।
নয়নেরি মিলনে,
এত প্রমাদ হবে তা কে জানে।
না পেলেম, প্রাণ জুড়াইতে,
লাভে হোতে দুকূল গেল॥ *
সরমে মরি মরমে লোক যদি হাসে।
তোমার লজ্জায় আমার লজ্জায় বাঁচিব কিসে॥
দু'জনে গোপনে যদি অন্য কথা কয়।
অমনি চমকে উঠে অভাগীর হৃদয়।

* ইহার পর, শেষ কয় ছত্রের পাঠান্তর পুস্তক বিশেষে এইরূপ দৃষ্ট হয়:—
কোরে সাধ, এত পরিবাদ, সয় কি অবলার।
ঘরে পরে মন্দ বলে, কত সব আর॥
না করিতে চুরি, লোকে চোর বলে আমায়।
মনের কথা, মর্ম্মের ব্যথা, প্রকাশ করা দায়॥
মনে মনাগুন দয়, যেন বোবার স্বপন সম হয়।
গুমরে গুমরে বঁধু, হৃদয়ের মধু, হৃদে শুখালো॥

কাটিতে না পারি হায়,
যেমন বোবার স্বপ্নসম প্রায়।
মনাগুণ মনে জ্বলে, নয়নজলে, হয়ে প্রবলো॥

এই কোরো, প্রেম গোপনে রেখো।
কেহ না জানে তুমি আমি বই,
কথা প্রকাশ কোরোনাকো।
দেখো প্রাণ অতি সাবধানে থেকো।
তোমায় আমায় একতা,
কেউ শুনেনা যেন একথা।
পথে দেখা, হোলে সখা,
নয়ন ঠেরে সঙ্গেতে ডেকো॥
পিরীতের আশা, আমার নিরাশা না হয়।
কুলনারী সদাই কোরি, কলঙ্কেরি ভয়।
যৌবন করেছি দান,
তার দক্ষিণা দিলাম কুলমান,
না হই যেন অপমানী,
গুনমণি, দেখো হে দেখো॥
অবলা, আমি সরলা, তায় কুলবতী।
প্রেমের আশে, পাছে শেষে, বলে অসতী॥
মনের মিলনে মনে থাকবো দুজনা।
তুমি কেবা আমি কেবা চেনা যাবে না।
যেন চাতকিনী প্রায়,
প্রেম সমানে থাকবে দুজনায়।
মেঘে যেমন শশী ঢাকা,
তেমনি সখা, লুকায়ে থেকো॥

হায় রে পিরীতি, তোর গুণের বালাই নে মরি।
যখন যারে পাও, তার সুখ দুখ সব ঘুচাও,
তুলে সিংহাসনে, কর পথের ভিখারী।
তোমার তরে সদা ঝোরে হে কি পুরুষ কি নারী
একবার যার সঙ্গে যার পিরীত হয়।
সে তার নয়নতারা, আর কিছুই কিছু নয়।
ভাবি জন্মে যার মুখ না দেখিব আর,
আবার দেখা হোলে তার সেই চরণে ধরি॥
কি ক্ষণে এ প্রেমে লাগলো,
প্রেম আমি জন্মে ভুলতে পারিনে।
দুখভোগ. অনুযোগ, তবু না দেখলে তো বাঁচিনে।
কেমন কোরে রেখেছিস্ আমায়।
তারে না দেখলে প্রাণ আর কোথাও না জুড়ায়।
মন স্বর্গপথে যেতে বর্গ মানে না,
আমি চতুর্ব্বর্গ ফল পাই চাঁদবদন হেরি॥
হায়, প্রেমের প্রেম মনে উদয় হোলে,
সাধ্য কি বাধ্য রাখি।
তিলেক না হেরে বিরহবিকার,
পলকে পলকে প্রলয় দেখি॥
প্রেমসুধা পান যে করে,
তারো নাহি থাকে কোন খেদ।
স্বপক্ষ বিপক্ষ প্রেমে শত্রু মিত্র নাহি ভেদ।
নাই উঠতে বোসতে শক্তি যার।
শুনে প্রেমের কথা, যায় সাত সমুদ্রপার।
প্রেমে বোবায় কথা কয়, কাণায় চক্ষু পায়,
আবার পঙ্গু এসে হেসে লজ্জায় গিরি॥
ধিক্ সে প্রাণকান্তে, এলো না বসন্তে।
রমণী রাখিয়ে ভুলে আছে কি ভ্রান্তে।
সে যে গিয়েছে দূরদেশ,
আছি কি মোরেছি করে না উদ্দেশ।
পতি হোয়ে সঁপে গেলো, মদন দুরন্তে॥
একা রেখে যুবতীকে, গেল দেশান্তর,
তার বিরহেতে প্রাণ আমার দহে নিরন্তর।
সে বিনে এ যৌবন-রতন,
বলো রক্ষক কে, করিবে রক্ষণ।
কাহার শরণ লোই বিনে প্রাণকান্তে॥
প্রিয়জনে ত্যজে প্রিয়জন, আছে কেমনে।
হোলো না কি তার দয়া রমণীরতনে॥
কন্যাকালের কথা মনে হোলে বাড়ে শোক।
আমার জনক তারে দিলেন দান,
দেখিয়া সুলোক।
করে করে কোরে সমর্পণ,
তারে বোল্লেন, সুখে কোরো হে পালন।
কথা না হোলো পালন, সঁপিলেন কৃতান্তে॥

যে কোরেছে যাহার সহ পিরীতি ব্যাভার।
সেই সে বুঝেছে সখি মরম তাহার।
পরেতে পরের মন, কে পেয়েছে কার।

প্রণয়কারণে,উভয়ের দোষগুণ না করে বিচার ॥
কামিনী পুরুষ মাঝে সই, আছে যত জন।
যে যাহার মন কোরেছে হরণ।
মান অপমান দেখে না দোঁহে,
সদা করে অঙ্গীকার ॥
ওরে প্রাণরে, গরিমা নাহিক প্রেমিকদেহে।
প্রেমের অধীন হোলে সকলি সহে ॥
গুরুজনা গঞ্জনা দেয়, না হয় দুখী।
সদা বাসনা প্রিয়তমেরে দেখি।
দিনান্তরে দেখা না হোলে,
মন প্রাণ দহে দোঁহাকার ॥

সেই তুমি সেই আমি—সেই প্রণয়—
নূতন নয় পরিচয়।
হলে প্রাণ, রসের অনুষ্ঠান, তবে বিরস
বদন কেন হয়।
তোমায় লোকে কয় রসময়, মিথ্যা নয়,
সে রস পরের কাছে হয়;
ঘরে এলে মুখ যেন সে মুখ নয়।
তোমার আমার প্রতি ভ্রান্তি, শিরে সংক্রান্তি,
যেমন শান্তিশতকেতে পাঠ এগুলো।
ভাব দেখে করি অনুভব, ভাব বুঝি ফুরাল।
দিনের দিন রসহীন হয়েছি আমি;
আছ সেই তুমি, তোমার প্রেম লুকাল।
এই দুঃখে প্রাণনাথ প্রাণ দহিল।
ছিল নব রস, ছিলে বশ, কত যশ,
কর্‌তে তুমি প্রাণধন;
দেখা হলে এখন, তুলে চাওনা ও বদন।
তখন হাসি হাসি তুষিতে প্রেয়সী-প্রাণ,
সে সব শশিমুখের হাসি কোথায় গেল ॥

পূর্ণ ষোল কলা, ষোড়শী বালা,
যৌবন ধরা নাহি যায়।
কৃষ্ণপক্ষে যেমন দিনের দিন
হচ্চে কলানিধির ক্ষয়।
আমার এ ধনের সম্ভোগী যে জন, করিল না রক্ষে,
দেখিল বিপক্ষে রক্ষা করি যক্ষের ধন।

পোড়া মদনের যন্ত্রণা, প্রাণে আর সহে না
কান্ত পূরাল না মন-আশ।
সখি, বলব কি এ দুখিনীর এই জ্বালা বারমাস।
গেল চিরদিন কাঁদিতে, বসন্তে কি শীতে,
আমার হয়েছে যেন সীতার বনবাস।
জানলেম ভাগ্যে সই পূর্ণ হল না অভিলাষ।
আমি সাধে কি সাধি না সই তায়;
দেখ্‌লে সই আমায়, শত্রু ফিরে চায়,
সে যেন চোখের মাথা খায়।
রেখে বিরহবাসরে, যুবতী নারীরে,
প্রাণনাথ সুখেতে করলে নিরাশ ॥

বালিকা ছিলাম, ছিলাম, ভাল ছিলাম,
ছিল না সুখ অভিলাষ।
পতি চিনতাম না, হৃদ্‌পদ্ম ছিল অপ্রকাশ।
এখন সেই শতদল মুদিত কমল,
কাল পেয়ে ফুটিল,
পদ্মের মধু পদ্মে রেখে ভৃঙ্গ উড়ে গেল ॥
একে মদনের পঞ্চ শর,
প্রাণনাথের বিচ্ছেদশর,
দুই শরে সারা হল যুবতী।
আমার কুলের নাশক হ'ল রতিপতি,
আমার প্রাণনাশক হল প্রাণপতি,
আমি অবলা বই নই, কি করি বল সই,
হয়েছি বিচ্ছেদে নূতন ব্রতী।
উভয় সঙ্কটে পড়ে গো সই,
হলো এ কি দুর্গতি ॥
ও তার নামটি মদন, গঠন কেমন,
দেখ্‌তে পাইনা চোখ,
ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ যেমন, বাণ মারে কোথা থেকে।
একে অর্দ্ধরথী নারী, তার সঙ্গে কি পারি,
তাতে নাই আমার যৌবন-রথের সারথী ॥
পোড়া মদন ত তাও সই বুঝে না।
দেখে অবলা নারী, তাতে যুবতী,
আপনি পতি হয়ে যদি বুঝলে না বেদনা।
রতিপতি বুঝ্‌বে কেন পরনারীর যাতনা ॥
জ্বালালে পতি হয়ে যদি নারীর প্রাণ,
দোষ কি দিব মদনে।

ঘুচে সব জ্বালা, জুড়ায় অবলা,
ত্যজ্‌লে এ পাপ জীবনে ॥
পোড়া যৌবন গেল,
জীবন গেলে প্রাণ জুড়ায় গো সখি।
নইলে জ্বালা জুড়াবার আর উপায় না দেখি ॥
আমার কুল রক্ষে, মান রক্ষে, সমভাব দুপক্ষে
পাছে বিপক্ষে বলে আবার অসতী ॥

প্রেমে সুখী হব বলে সখী গো,
সঁপিলাম পরে প্রাণ মন।
ভাগ্যগুণে সে সাধে বিষাদ ঘটলো,
আমার সই এখন ॥
প্রেমের রীতি নীতি পদ্ধতি ব্যাভার,
জান্‌তাম না আগে সই,
শিখিলাম ঠেকিয়া এই বার ॥
আমি অবলা সরলা, এত কি জানি বল না।
আমার বল্‌লে সে—মন দিলেই মন তুষিবে।
সঁপিলাম এই ভেবে তায় আগে মন,
কে জানে সে মন না দিবে।
দিয়া আপনার ধন সেধে পরে,
পরের ধন পেলেম না পরে।
স্বপ্নে জানি না সে এই শত্রু হাসাবে।
আগে তুল্‌লে সিংহাসনে কথাতে
কে জানে শেষে কাঁদাবে।
ভাবলাম, প্রাণ দিয়ে পাব পরের প্রাণ,
জুড়াব দুজনায়—হবে সই সুখের অনুষ্ঠান ॥
মন সরল নাকি নারীর অতিশয়,
কপট বোঝে না;
তাতেই মজে গো পুরুষের শঠভাবে ॥

আমায় পর ভেবে সই পর সকলি হোয়েছে।
আমি যে পদ ভজিলাম সখি,
পর-সুখে হব সুখী,
অপরে কি আছে বাকী,
সে পরে পর ভেবেছে ॥
অতঃপর না জানি কি কপালে আছে।
যার লাগি ঘরে হলেম্ পর,
সে ভাবিল পর!
পরে আবার সাধে বাদ, শুনি পরস্পর।
পরম ভাজন, ছিল যে জন,
পরোক্ষে সে হাসিছে ॥
না বুঝে সই পরের প্রেমে মজ্‌লাম একবার,
সখি সেই পরে, তারোপরে,
পরে, মন ছিল আমার।
সে পর বিধির সংঘটন, পরম ভাজন।
তৎপরে তৎপরে ভেবে পরে দিলাম মন।
আবার তারে, অন্য পরে,
পর কোরে রেখেছে ॥

ত্যজে সুখের বৃন্দাবন, বৃন্দে সই,
তিলেক আমি নই।
কেবল ভক্তের মনোরথ পূরাতে,
মথুরায় এলেম রসময়ী।
মরি সুধাও কি সখি! আমার আশ্চর্য্য!
রাই হতে শ্রেষ্ঠ নয় জেনো সই মধুর মধুরাজ্য।
এলাম অপার্য্যে মধুপুরে,
ত্যজে গোপিকারে,
কেবল এই কংস ধ্বংস-কারণে।
তিলেক গো বৃন্দাবন ছাড়া নই,
আমি বাঁধা সেই রাধার চরণে;
বাজাই বাঁশীতে রাধার নাম,
আমি সেই রাধার শ্যাম,
রাধা বই ধ্যানে জ্ঞানে জানি নে ॥

নিরখি মধুপুরে একি আজ অপরূপ!
মধুরাজ্যেশ্বর, হয়ে বসেছেন ব্রজের নট ভূপ।
খেদে বিষাদে অঙ্গ দয়;
কোটালের রাজত্ব দেখে চিত্ত ব্যাকুলিত হয়।
ব্রজের মনচোরা যে হরি, রাজা সে আ মরি,
বিধির বিচারের পায়ে নমস্কার।
ছি! ছি! এই কি দশা এখন
দেখ্‌তে হল মথুরার।
যে নাগর গোপীর বসন চোর, চোরে মহারাজ

হল একি চমৎকার!
ভাগ্য এমন আর দেখি নাই কাহার।
ছিল কোটালি ব্রজে যার, ঘাটেলি ঘুচিয়ে,
দেখি রাজ্য লাভ হল তার।
যদি হলে হে ভূপতি তুমি যদুপতি,
গোষ্ঠেতে ধেনু চরাবে কে আর॥

বসন্ত ঋতু আসি সসৈন্য ব্রজেতে
হইল উদয়।
বিরহে ব্যাকুলা হ'য়ে বৃন্দে,
কোকিলের প্রতি কেঁদে কয়।
প্রাণের কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়েছে,
কৃষ্ণ-বিরহিণী হয়ে কমলিনী,
ধূলাতে পড়ে রয়েছে।
বাঁকা ত্রিভঙ্গ বিহনে, শ্রীঅঙ্গ শ্রীহীনে রাই,
তারে কি হবে মধুরধ্বনি শুনালে।
সহেনা কুহুস্বর, ক্ষমা দে পিকবর,
ডাকিস না শ্রীকৃষ্ণ বলে।
শুন বলি হে নিরদয়,
এ ত রাধার সুখের সময় নয়,
প্রাণে মরবে রাই, জ্বালার উপর জ্বালালে।
ব্রজবাসী সবে ভাসি নয়ন-জলে।
হয়ে কৃষ্ণশোকে শোকাকুল,
গোপগোপীকুল, পশু-পক্ষিকুল,
বিরহে সকলে ব্যাকুল;
ত্যজে বকুল-মুকুল, অধৈর্য্য অলিকুল;
হে কোকিল, এ সময় কেন এলি গোকুলে।
এমন দুখের সময় কেন তুই এলি কুঞ্জে;
ব্রজনাথ অভাবে ব্রজে রাই কাতরা,
অলি কি সুখে তবে বেড়াও ভুঞ্জে?
অধীরা ধরাসনে পড়ে রাই চক্ষে জলধারা বয়;
এ সময় স্বপক্ষ হও পক্ষী হে,
বিপক্ষ হওয়া উচিত নয়।
এই ভিক্ষা করি পিকবর, করিসনে ধ্বনি আর;
প্রাণ রাখ শ্রীরাধার, দুখিনীর কথা রক্ষা কর।
কোকিল, দেখিলে ত স্বচক্ষে,
মরণের অপিক্ষে আর নাই,
হয়ে রয়েছি জীবন্মৃত গোপীসকলে॥

সকল ভণ্ড কাণ্ড ভোলা তোর,
তুই পাষণ্ড নচ্ছার।
ভজিস ঢেঁকি বলিস কিনা গৌর-অবতার।
কি সে করিস দ্বেষ, নাই ঘটে বুদ্ধিলেশ,
বুঝিস্ না সূক্ষ্ম, ও মূর্খ,
দিস্ কোন ঠাকুরের ঠেস?
তুই কাঠের ঠাকুর ঠাটে তুলে,
মিছে করিস পচা ভর।
সেই হরি কি তোর হরু ঠাকুর।
যিনি বাম করেতে গিরি ধ'রে,
রক্ষা করেন ব্রজপুর।
যাঁর অভয়চরণ শিরে ধ'রে,
জীব তরাচ্চেন গয়াসুর।
যে রজক ছেদন ক'রে,
করে ধ্বংস করলে কংসাসুর।

হ'য়োনা সকাতরা প্রেয়সী,
শুন তোমায় কই;—
আমায় বেদে কয় বাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্যাম,
ভক্তাধীন আমি রসময়ি।
ভক্তের বাঞ্ছা সিদ্ধ করিতে, ব্রজে ত্যজে প্যারী॥
ক'রে তোমায় সুন্দরী,
মজেছি তোমার প্রেমেতে।
আমি যাবনা ব্রজে আর, ভাবনা নাই তোমার,
দিবনা তোমায় মনোবেদনা॥
রাজসভাতে যেতে কুবুজা, নিষেধ করোনা,
যদি না যাই রাজসভাতে, এ মধুপুরেতে,—
দয়াময় বলে আর কেউ ডাকবে না॥
আমি কখন কারে হই সদয়,
দেব ব্রহ্মাদি নাহি পারে বুঝিতে;
এ জন্য অনন্ত নাম কয়।
আছে পুণ্য যার যতদিন,
বাঁধা তার থাকি ততদিন,
জেন জোর করে নে যেতে কেউ পারবে না॥

রঘুনাথ দাস।

সেই সর্ব্বপ্রধান কবি-গীতি রচয়িতা হরুঠাকুরের ওস্তাদ, রঘুনাথ দাসের বংশ পরিচয় এখন অতি অল্পই জানিতে পাওয়া যায়। ইনি জাতিতে কর্ম্মকার ছিলেন। সম্ভবতঃ কলিকাতা বা কলিকাতার সন্নিকট কোন উপনগরে ইহার নিবাস ছিল। রঘুনাথ, হরুঠাকুরের প্রথম প্রথম রচিত গানগুলি সংশোধন করিয়া দিতেন; এবং কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ হরুঠাকুর সেই সকল গানের ভণিতায় ওস্তাদ রঘুনাথের নামই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অনেকের মতে ইনিই দাঁড়া কবির সৃষ্টিকর্ত্তা।

কদম্বতলে কে গো বংশী বাজায়।
এত দিন আসি যমুনা-কূলে,
আমি এমন মোহন মূরতি কখন,
দেখিনি এসে হেথায়॥
অঙ্গ অগৌর-চন্দনচর্চ্চিত, বনমালা গলায়;
গুঞ্জ বকুলের মালে,
বাঁধিয়াছে চূড়া, ভ্রমরা গুঞ্জরে তায়।
সই, সজল নব জলদবরণ, ধরি' নটবর বেশ;-
চরণ উপরে থুয়েছে চরণ, এই কি রসিক শেষ।
চন্দ্র চমকে, চলিতে চরণ, নখরের ছটায়;
আমার হেন লয় মন, জীবন যৌবন,
সঁপিব ও রাঙ্গা পায়॥
তোরা দেখিবি লো যদি সখি! আয় আয় আয়
হায়! অনুপম রূপমাধুরি সখি!
হেরিলাম কি ক্ষণে;—প্রাণ নিলে হরে',
ঈষত হেসে, বঙ্কিম নয়নে।
মন্দ মধুর মুচকি হাসি চপলা চমকায়;
কুলবতীর কুল-শীল, গেল গেল,
মন মজিল হেরে উহায়॥
সই, অলকা-আবৃত বদন, তাহে মৃগমদ তিলক,
মনোহর সাজ, নাসাগ্রেতে গজ মুকুতার ঝলক।
বিম্ব অধরে অর্পয়ে বেণু, সে রবে ধেনু চরায়;
কিবা সুন্দর সুঠাম, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম,
রূপে ভুবন ভুলায়।
সই, বেষ্টিত ব্রজবালক সবে,
কি শোভা আ-মরি হায়!—
গগনেতে তারাগণ-মাঝে,
চাঁদ যেন শোভা পায়।
সই, কেন বা আপন খেয়ে, আইলাম যমুনায়!
হেরে পালটিতে আঁখি, নাহি পারি সখি!
রঘু কহে একি দায়॥

কেমন বিচার কর কৃষ্ণ দেখ্‌ব তাই॥
পাঠালেন জান্‌তে ব্রজের রাজা রাই॥
বৃন্দে সভামধ্যে, কহিছে নিসাধ্যে,
কৃষ্ণে করিয়ে প্রণাম;—
এলাম বৃন্দাবন ধাম হতে,
রাধার সঙ্গিনী আমি হে শ্যাম!
দেখ্‌লেম্ তব রাজ্যের শিক্ষা;—
আমি আজ করব তার পরীক্ষা।
কচ্ছ রাজ্য ভাল, নব্য ভূপাল,
সুখ্যাতি শুনি হে সর্ব্ব ঠাঁই॥
শুনেছি তব রাজ্যে অবিচার নাই।
ধন মন প্রাণ সঁপেছে যে যা'য়;—
সে জন পায় কি তারে নাহি পায়?
সূক্ষ্ম বল আছে, ধর্ম্ম সহে ভার,
মর্ম্মে ব্যথা যেন নাহি পাই॥
দেখ সত্য ত্রেতা যুগে, যে যে হে আগে,
জন্মেছিল ভূপতি;
মান্ধাতা সগর, শ্রীরাম রঘুবর,
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি।
সে সব রাজন্, প্রজার পালন,
কর্‌তো যে ধর্ম্ম বিচার;
তুমি রাজ্য অধিপতি হ'য়ে,
বিচার ক'র্‌ছ বল কি প্রকার॥
রাধার মধুর প্রেমের বিষয়;—
কি বিচার কর্‌লে বল দয়াময়!

ন্যায্য বিষয়েতে অন্যায় কোরোনাক,
কর্ত্তা তুমি, তোমারি দোহাই ॥
আমরা এই ত সবে জানি, ধর্ম্ম না মানি',
পাপ করে যে প্রজা ;—
শাস্ত্র বিচারি, হয়ে দণ্ডধারী,
দণ্ড করে তারে রাজা।
আপনি রাজা হয়ে, নাহি বিচারিয়ে,
যদ্যপি কর কুনীত ;
সব মন্ত্রীসহ বিবেচনা কর,
ভাবনা হে, যে হয় বিহিত।
কুলশীল সব ক'রে পরিত্যাগ,
করেছে যে যার প্রতি অনুরাগ।
সে যদি হে তা'রে, বঞ্চনা করে,
তার কি দণ্ড হবে সুধাই ॥
আমার আরো হে, এক যে জিজ্ঞাসা আছে,
কও কপট ত্যজিয়ে ;—অক্রূর উদ্ধব,
সুমন্ত্রী ল'য়ে সব,
মন্ত্রণা স্থির করিয়ে।
আপনি শ্রীমুখেতে, বলেছ কুঞ্জেতে,
সর্ব্ব-সখী-সন্নিধান ;
রস বৃন্দাবন, পরিহরি হরি,
যাবেনা হে অন্য স্থান।
আপনার মুখে ক'রে অঙ্গীকার,
যদি কেউ অন্যথা করে তার।
মিথ্যাবাদী সে জন, হয় কি না হয় হে,
ঐ শ্রীমুখে একবার শুন্‌তে চাই ॥
তুমি যে বিচার করি, এলে হে মুরারি।
ব্রজবাসীর প্রতি ;
সে সব বিচার, করব যে প্রচার,
আজ এ সভাতে ভূপতি !
আরো যে আছে কথা, মরনের ব্যথা,
সত্য করিবে বিচার ;
করে হে ত্যাগ যে পিতামাতায়,
বল তার দণ্ড কি প্রকার ?
শুনি দাস রঘু সত্য কয় ;—
এইবার বুঝ্‌বো রাজা মহাশয় !
বৃন্দে দূতীর সব সন্ধ কর দূর,
বৃন্দাবনে গিয়ে গুণ গাই ॥

তোমার এই কি ধর্ম্ম ওহে দয়াময় ?
পর রাজ্যে পর ভার্য্যে সুখোদয় ॥
স্বেচ্ছাময় হরি, আসি মধুপুরী,
কল্লে যে লীলা প্রকাশ ;
তোমার কর্ম্ম তোমারে হে সাজে,
হয় অন্য জনার উপহাস, ভাল ত হে বনমালি
মথুরায় কর্ত্তেছ ঠাকুরালি।
কংস ধ্বংস করি', অংশ লয়ে তার,
উগ্রসেনে দিলে সমুদয় !
রাজনীত-কৃত কর্ম্ম ত এমত নয় !
কার ধন কারে কর সমর্পণ !
ভূপতির ধর্ম্ম কর্ম্ম এ কেমন ?।
শ্রীমতী রাধার, প্রেমভাণ্ডার ভাঙ্গিয়ে,
সব দিলে তুমি কুবুজায় ॥
যখন, বৃন্দাবনে ছিলে, কত্তে যে লীলে,
সব ত জানি হে হরি !—
রাধা রাধা নাম, করিয়ে অবিশ্রাম,
কুঞ্জেতে বাজাতে বাঁশরী।
রাধা ধ্যান জ্ঞান, রাধাগত প্রাণ,
ছিলে হে রাধার সহিত ;
এক ক্ষণ রাধায় না দেখিলে,
হ'তে হে চৈতন্য-রহিত।
সে সব তার করিয়ে নৈরাশ,
কোথায় রইলে এসে পীতবাস।
আপনিআপনার সাধ পুরালে,
রাইকে ক'য়ে এলে নিরাশ্রয় ॥
কত রঙ্গ, জান হে ত্রিভঙ্গ !
তোমার ভঙ্গি বুঝিতে নারি।
সৃষ্টি স্থিতি লয়, কটাক্ষে সব হয়, কি কথন কর হরি
কা'য় বা রাখ সুখে, কেহ মরে দুখে,
কৃষ্ণ, তোমারি স্বেচ্ছায়।
ক'রে বৃন্দাবনে মহাপ্রলয়,
হ'ল সৃষ্টি আসি' মথুরায়।
আর সেই নিজ রস বৃন্দাবন,
একবার কল্লে না হে নিরীক্ষণ।
সৃষ্টি ক'রে সব সংহারিলে হে,
কৃষ্ণ, হ'য়ে কঠিন হৃদয় ॥

তোমায়, বিজ্ঞ জনে কয়, করুণাময়,
এই কি তব করুণা!
আপ্তসুখে সুখ, না ভাব পর দুখ,
কল্লে ভাল বিবেচনা।
চক্রী নাম ধর, করিয়ে বিচক্র,
বক্র হ'লে গোপিকায় ;এত চক্র জান হে মুরারি
মরি ধন্য ধন্য শ্যাম রায়!
আর কে আছে বল যে এমন,
নিতান্ত অনুগত বিসর্জ্জন।
রাজ্যপদে ভুলে, রাইকে ত্যজিলে,
ভাবলেনাক নারী বধের ভয়॥

কিন্তু দিতে হবে রাজা রাধার কর।
কৃষ্ণ, হ'লে হ'লে রাজ্যেশ্বর॥
দেখ মনে বুঝে, বৃন্দাবন মাঝে,
রাজরাজেশ্বরী রাই ;
সে যে বৃষভানু-রাজকন্যে,
তেমন মান্যে, ত্রিজগতে নাই।
যার নাম কোর্ত্তে মুরলীতে গান
সে রাধা সর্ব্বপ্রকৃতিপ্রধান।
সে রাজা রাখিয়ে, নাম না সই লইয়ে,
রাজ্য কর কর বংশীধর।
জান না যে আছে রাজা, রাজার উপর।
ভুলে ভুল, মূল হে তোমার যে জন,
বিনে তার আজ্ঞা হ'য়েছ রাজন।
বন্য ক'রে তারে, মানতে হবে শ্যাম!
কর্‌তে পার্‌বেনাক অনাদর॥
তুমি হও না কেন নৃপ, ব্রহ্মস্বরূপ,
মূলাধার শ্রীরাধা ;—
তাও জান শ্যাম! তোমার ঐ কৃষ্ণ নাম,
রাধা নামের সঙ্গে বাঁধা।
আত্মবিস্মৃতি, হয়েছে কি শ্রীপতি?
সত্য কহ দয়াময়!
তোমার শক্তিরূপিণী সে রাধা,
আছে ব্যক্ত ত্রিজগতময়।
জল স্থল শূন্য যেথানেতে রও ;—
শ্রীরাধার রাজ্য ছাড়া কভু নও।
রাধার রাজ্যের অধীন, তার প্রেমাধীন,
তুমি স্বাধীন কবে হ'লে নটবর॥

এমন ভাগ্য কবে হবে গো রাধার,
হরি—হরি—হরি কি আসিবেন আর॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি', আমি ডেকে মরি,
কৃষ্ণ অতি নিষ্করুণ ;
পেয়ে কংস রাজার সৈরিন্ধ্রী,
হলেন ব্রজঙ্গনায় নিদারুণ।
আর তাঁর কার প্রতি বা মমতা,
কি প্রেমে কৃষ্ণ আসিবেন হেথা।
আজ কি অভাব্য অচিন্তনীয়,
আশ্চর্য্য শুনালে এ সমাচার॥
তুমি বট হিতকারিণী আমার।
হিত নীত প্রীত বচনে এখন,
হবে কি স্নিগ্ধ এ তাপিত মন!
মিনিসূতে গেঁথে, আর কি গলেতে,
প'রবো নীলকান্তমণি-হার॥
তুমি ক'র্চ্ছ বটে সখি, কর্ণেতে সুখী,
প্রত্যয় না হয় মনে ;
শুষ্ক শাখাদল, সে অতি নিস্ফল,
ফল্‌বে কি গো এত দিনে!
দেখ্‌লে স্বনয়নে, সে বংশীবদনে,
হয় সে মনের প্রীত ;
তাহা নইলে তাপিত অন্তর,
বৃথা কর্চ্ছ অধিক তাপিত॥
কও এ সখীরে স্বরূপ,
পুনঃ কি হের্‌ব সেই কালরূপ।
প্রাণচাতক আর কি কর্‌বে পান,
সেই নীলমেঘের কৃপাজলধার,॥
জবা বিল্বদল তুলে, কালিন্দীর কূলে,
কাত্যায়নী আরাধি',
কামনা করে এই, পেয়েছিলাম সেই,
কৃষ্ণ প্রেমানন্দ-নিধি।
আর কি কাত্যায়নী, অঘটঘটনী,
ঘটনা ঘটাবেন এমন॥
পাব ব্রজবাসীর জীবন, সাধনের ধন কৃষ্ণধন,
নয় ত গো তেমন কপাল!
দুঃখিনীর আর কি হবে সুখের কাল!
সই কি পুনঃ, শ্যামচন্দ্রোদয়েতে,
হর্‌বে মম মনের আঁধার?॥

আর কি বাজবে নিধুবনে, রম্য কাননে,
বংশী মধুর ধ্বনি!
প্রাণ হবে স্থির, কি রে এ দুঃখিনীর,
অন্তর জুড়াবে শুনি!
সঙ্কেত কাননে, যমুনাপুলিনে,
কেলি কদম্বমূলে;
আর কি তেম্‌নি রূপে, পুন হরি আসি,'
কর্ব্বেন মধুর লীলে!
সেই ত গো ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি,
তেম্‌নি কি হের্‌বে আসি কুরঙ্গী!
যত সঙ্গিনী মিলি, তেমনি কি গো সই,
ভজ্‌বো কালাচাঁদে পুনর্ব্বার॥
আমার কৃষ্ণ হারাধন, মিল্‌বে গো পুন,
পুণ্য কি আছে বল?
অন্য না জানি, কেবল স্বজনি,
ভরসা সে পদ-কমল।
ধর্ম্ম কর্ম্ম ফল, করেছি সকল,
দুঃখে কৃষ্ণেতে অর্পণ;
এমন নাইক, কিঞ্চিত সুকৃতি,
কিসে পাই সে দুরারাধ্য ধন।
হোগ সত্য গো তোমারি কথা,
আসুক শ্যাম কুঞ্জে, ঘুচুক গো ব্যথা
মৌখিক বচনে, বোধ না মানে মন,
দাস রঘুনাথে কহে সার॥

যে ধন আন্‌তে গেলে, আমার সে ধন কৈ?
গেলে একা, একা দেখা দিলে সই॥
সেই যে গেলে তুমি, ও বৃন্দে স্বজনি,
বাক্যে তুষিয়া আমায়;
আছি ঊর্দ্ধ বদনেতে চেয়ে,
সদা কৃষ্ণের আসার আশায়।
দিন দিন দিন হ'তেছে অবসান,
দুঃখের দিন গেছে যুগের সমান।
ব'লে সুসংবাদ, শুন্‌লে পরে তবে,
অন্তরেতে আমি সুখী হই॥
রসহীনে কেন বৃন্দে, হ'য়ে রসময়ী!
বল ত বিশেষ সমাচার,
কোথা নীলকান্ত মণি সে আমার!
সেই কালিয়ে আমার, প্রাণ জুড়াবার ধন
অন্য ধনের অভিলাষী নই॥
বড় দর্প ক'রে মনে, হাস্য বদনে,
বল্লে গমন কালে;—আনব কালাচাঁদ,
পুরাব মন সাধ, সর্ব্বসখীমণ্ডলে।
এক্ষণে যে সখি! কেন অধোমুখী,
দেখ্‌তেছি যে মৃদু-ভাব;
ইহার ভাব কি, বল দেখি শুনি,
বুঝি হয় নাই কৃষ্ণ ধন লাভ!
বার বার আর, সুধাব কত বার,
সুধালে উত্তর না কর তার।
আমি যে মরি সখি, তার উপায় কি,
মন যে স্থির না হয় তাহা বই॥
আমি, কুঞ্জে একাকিনী, বঞ্চি রজনী,
কৃষ্ণ হইয়ে হারা।
শ্যাম নটবর, সজল জলধর,
চিন্তি চাতকিনী পারা।
ভরসা মনে এই, ভুবনবিজয়ী,
বৃন্দে! তুমি যে আমার।
তুমি আপনি গেলে মধুপুরে,
কৃষ্ণ আস্‌বে ব্রজে পুনর্ব্বার।
কৈ? কৈ? কৈ গো তার নিদর্শন?
কৃষ্ণ তোর সঙ্গে নাহি ত এখন।
জ্ঞান হয়, যেন লুকায়ে রেখে কালা,
ক'র্‌ছ ছলা, যাতে দুঃখী হই॥
বৃন্দে! সব জান তুমি, ব'ল্‌বো কি আমি,
কৃষ্ণ হেন যে নিধি;
ছিল পীতবাস, তাহার সহবাস,
বঞ্চিত করেছেন বিধি।
তাহাতে তুমি ধনি, হইয়ে সহায়িনী,
গেলে যমুনারি পার;
অনেক ক্লেশ পেলে, কৃষ্ণে আন্‌তে,
পথশ্রান্তে, ক'রে উপকার।
দেও ত গো! কোথা কৃষ্ণধন;
পেলে তায় ক'র্‌বো যতনে যতন।
হৃদি-মন্দিরেতে, রাখ্‌বো যতনেতে,
দাস রঘু কহে উচিত ঐ॥

কিসে এ প্রাণবিহঙ্গ বাঁচে বল !
সুখের আশালতা যদি ভাঙ্গিল ॥
করি' মর্ম্মচ্ছেদ, দারুণ সংবাদ,
বৃন্দে শুনালে আমায় ;
শুনে শূন্য হ'ল মম দেহ,
দেহে প্রাণ ত রাখা হ'ল দায় ॥
হায় ! হায় ! হায়রে ! সুখের পিঞ্জর।
বিনা সুখ দুঃখে হতেছে জর্জ্জর।

শ্যাম তমালতরু আশ্রয় বিনে,
যত গোপিকা নৈরাশ হ'ল।
ফুরাল গো ব্রজে, কৃষ্ণলীলা ফুরাল।
হায় ! হবে বন, এবে বৃন্দাবন ;
বিনা সে জীবনধন, না র'বে জীবন।
লতা হ'ল তরুহীন, বারিহীন মীন ;
কি দুর্দ্দিন, ফণী মণি হারা'ল ॥

রাসু ও নৃসিংহ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাসু ও নৃসিংহ ফরাসডাঙ্গার সন্নিকট গোঁদলপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রাসু ও নৃসিংহ দুই ব্যক্তি ; উভয়ে সহোদর ছিলেন। ইহাঁরা কায়স্থকুলোদ্ভব ও সুকবি। কেহ কেহ আবার বলেন—রাসু নৃসিংহ নামে একজন কবিওয়ালাই ছিলেন। রাসু নৃসিংহের রচিত অনেক কবির গান এখন লোপ পাইয়া গিয়াছে : তবে দুই চারিটি যাহা এখনও পাওয়া যায়, তাহাই কবিকে অমর করিয়াছে। দুই সহোদরের মধ্যে কে যে সঙ্গীতরচনায় পারদর্শী ছিলেন, এখন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ইহাঁদের সখীসংবাদ গানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

ইহাই ভাবি হে গোবিন্দ সঘনে,
আঁখি হাসে, পরাণো পোড়ে আগুনে।
কি দোষ বুঝিলে, রাধারে ত্যজিলে,
কুঁজিরে পূজিলে কি গুণে।
জগতো সংসারো, ভুলাইতে পারো,
তোমারো বঙ্কিম নয়নে।
ওহে কুঁজি অবহেলে, বসিয়ে বিরলে,
তোমারে ভুলালে কিগুণে ॥
শ্যাম, রূপে গুণে পূর্ণ, সকলি সুধন্য,
অতুল্য লাবণ্য রাধারো।
ইহাই ভেবে মরি, কুবুজাবিহারি,
কিসুখে হোয়েছ নাগরো ॥
শ্যাম, রূপেরো বিচারো, যদি মনে করো,
মজেছ যাহার কারণে।
ওহে লক্ষ্য কুবুজারো, রূপেরো ভাণ্ডারো,
শ্রীমতী রাধারো চরণে ॥
শ্যাম্, গুণেরো গরিমে, কি কহিব সীমে,
আগমে যাহারো প্রমাণো।

যার গুণো গেয়ে, মুরলী বাজায়ে,
নাম ধরো বংশীবদনো ॥
শ্যাম্, যার গুণাগুণো, করিতে সাধনো,
সনাতনো গেল কাননে।
ওহে এ বড় বেদনো, ত্যজিয়ে সে ধনো,
অধনে রেখেছ যতনে ॥
শ্যাম, আপনার অঙ্গ, যেমনো ত্রিভঙ্গ,
কালিয় ভুজঙ্গ কুটিলে।
কুবুজারো অঙ্গ, রসের তরঙ্গ,
তাহাতে শ্রীঅঙ্গ ডুবালে ॥
শ্যাম্, এই ভূম গুলে, আধো গঙ্গাজলে,
রাধাকৃষ্ণ বলে, নিদানে।
এখন কুঁজি কৃষ্ণ-বোলে, ডাকিবে সকলে,
ভুবনো তরারে দুজনে ॥
শ্যাম্ ত্যজিলে শ্রীমতী, তাহাতে কি ক্ষতি,
যুবতী সকলি সহিলো।
ভুজঙ্গমাণিকো, হোরে নিল ভেকো,
মরমে এ দুখো রহিলো ॥

শ্যাম, প্রদীপেরো আলো, প্রকাশো পাইলো,
চন্দ্রমা লুকালো গগনে।
ওহে গোবরের জলো, জগতো ব্যাপিলো,
সাগরো শুকালো তপনে॥

প্রাণনাথো মোরো, সেজেছেন শঙ্করো,
দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে।
অপরূপো দরশনো, আজু প্রভাতে।
বুঝি কারো কাছে, রজনী জেগেছে,
নয়ন লেগেছে ঢুলিতে॥
পার্ব্বতীনাথেরো, অর্দ্ধ-শশধরো,
সবিতা অর্দ্ধ কপালেতে।
আমার নাগরো, সেজেছেন সুন্দরো,
চন্দনো সিন্দুর ভালেতে॥
হায়! মথনেরো বিষো, ভখিয়ে মহেশো,
নীল-কণ্ঠদেশে নিশানা।
নীলকণ্ঠ নাম, অতি অনুপাম,
জগতে রোয়েছে ঘোষণা॥
আমার নাগরো, গিয়েছিলেন কারো,
কলঙ্ক-সাগরো মথিতে।
ফুরায়ে মন্থনো, এনেছেন নিশানো,
আঁখির অঞ্জনো গলাতে॥
হায়! সে যেমনো ভোলা, তাহাতে উজ্জ্বলা,
গলে অস্থিমালা ছড়াতে।
মুখে কৃষ্ণ নাম, শিঙ্গায় বলে রাম,
বিশ্রাম কুচনীপাড়াতে॥
পোহায়ে রজনী, এই গুণমণি,
এসেছেন মন তুষিতে।
গুঞ্জছড়া গলে, মুখে সুধা ঢালে,
রাধা রাধা বলে বাঁশীতে॥
হায়! ত্রিলোচনো, হরো, জগতে প্রচারো,
এক চক্ষু যারো কপালে।
কৃষ্ণপ্রেমে ভোরা, পাগলের পারা,
ধুতুরা শ্রবণযুগলে॥
ইহারো সেইমতো, সশস্ত্র সহিতো,
কদম্ব শ্রবণযুগেতে।
ত্রিলোচনচিহ্ন, দেখ দীপ্যমান,
কপালে কঙ্কণো আঘাতে॥

শ্রীমতীর মনো, মানেতে মগনো,
ওখানে এখনো যেও না।
মানা করি কলহ আর বাড়াও না।
বিষাদের বাতি, জ্বেলেছেন্ শ্রীমতী,
তাহাতে আহুতি দিও না॥
নিবেদন করি, ফিরে যাও হরি,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থেকনা।
কত নারীর সঙ্গে, কোরেছ কি রঙ্গ,
শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ছুঁওনা।
শ্যাম্, নিতি নিতি তবো, দেখি হে যে ভাবো,
তথাচ সে সবো পাসরি।
এ বারে তোমরো, রাধা পাওয়া ভাবো,
যে ভাবে বোসেছেন কিশোরী॥
জিনি মেরুগিরি, মানভরে ভাবি,
মরিবার ভয় করে না।
যদি গিরিধারী, হোতে চাহ হরি,
মনে করি রাধা পাবে না॥
শ্যাম্, কার ভাবে ভুলে, কহ কোথা ছিলে,
মোজেছিলে কার প্রেমেতে।
প্রভাতে কেমনে, আইলে এস্থানে,
নিলাজো বদনো দেখাতে॥
সুখের নিশিতে, এখানে আসিতে,
তোমারো মনেতে ছিল না।
বিপক্ষ হাসাতে, এসোছো প্রভাতে,
করিতে কপটো ছলনা॥
শ্যাম, শরমে কি করে, বলি হে তোমারে,
শ্রীমতী রাধার কথাটি।
এবারে মাধবে, যে আনি মিলাবে,
সে খাবে রাধার মাথাটি॥
দিয়ে পদ দুটি, মাড়াবে যে মাটি,
শ্রীমতী তো সেটি ছোঁবে না।
তুলিয়ে সে মাটী, দিবে ছড়া ঝাঁটি,
শ্রীরাধার এটি কটুকেনা॥

সখি, এ সকল প্রেম নয়।
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখেরো উদয়।
সুহৃদ্ভঞ্জনো, লোকগঞ্জনো,
কলঙ্কভাজনো হোতে হয়॥

এমনো পিরীত করি, যাতে তরি দুদিকো।
ঐহিকো আর পার্থিকো।
শ্রীনন্দনন্দনো, দুখভঞ্জনো,
সদা রাখি, মনো তাঁরি পায়॥
অমিয় তেজে, গরলে মজে,
উপজে কি সুখো।
বলঙ্ক ঘোষণা জগতে, মরণো হোতে অধিকো॥
হৃদয়মন্দিরমাঝে, রসরাজে বসায়ে,
দেখিব আঁখি মুদিয়ে।
বিকায়ে সে পদে, বাঁধিব হৃদে,
কলঙ্ক বিচ্ছেদে নাহি ভয়॥
মনেরে কোরে চাতকপাখী, রাখিব বিশেষে।
জলং দেহি জলং দেহি ডাকিব প্রেমের প্রয়াসে॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশো পদ, সে নীরদ হইতে,
জাহ্নবী হোলেন যাহাতে।
সেই কৃপা জলে, মনো ডুবালে,
কালেরে করিব পরাজয়॥
কমলজ জনো, সেবিত ধনো, অরুণো চরণো।
মনেরো তিমিরো বিনাশে, পাইলে কিরণো॥
হৃদে আছে শতদলো, সে কমল ফুটিবে,
প্রেম পীযূষো ঘটিবে।
মনো মধুব্রত, হয়ে যেন রত,
সেই নামামৃতসুধা খায়॥
অমিয় আর গরলো, দুই রাখিয়ে সাক্ষাতে,
নয়ন দিয়েছেন বিধাতা, দেখিয়ে ভখিতে!
ত্যজিয়ে এ সুধা-রসো, কেন বিষো ভখিবো,
কলুষো কূপে ডুবিবো।
থাকিতে নয়নো, অন্ধ যেই জনো,
পেয়ে প্রেমধন সে হারায়॥

কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা।
ঘুচাও আমারো মনের ব্যথা।
করিলে শ্রবণো, হয় দিব্য জ্ঞানো,
হেন প্রেমধনো, উপজে কোথা।
আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে,
প্রীতিপ্রয়াগে, মুড়াব মাথা॥
আমি রসিকেরো স্থানো, পেয়েছি সন্ধানো,
তুমি নাকি জানো, প্রেম-বারতা।
কাপট্য ত্যজিয়ে, কহ বিবরিয়ে,
ইহারো লাগিয়ে, এসেছি হেথা॥
হায়! কোন্ প্রেম লাগি, প্রহ্লাদো বৈরাগী,
মহাদেবো যোগী, কেমন প্রেমে।
কি প্রেম কারণে, ভগীরথ জনে,
ভাগীরথী আনে, ভারতভূমে॥
কোন্ প্রেমে হরি, বধে ব্রজনারী,
গেল মধুপুরী, কোরে অনাথা।
কোন প্রেমফলে, কালিন্দীর কূলে,
কৃষ্ণপদ পেলে, মাধবীলতা॥

রসিক হইয়ে এমনো কে করে।
কাণ্ডারী হইয়ে, তরঙ্গে ডুবায়ে,
রঙ্গ দেখে গিয়ে, দাঁড়ায়ে দূরে।
প্রাণ তুমি হে লম্পট, নিতান্ত কপট,
প্রকাশিলে শঠ খল আচারে।
নহে কেবা কোথা, এত নিষ্ঠুরতা,
কোরেছে সর্ব্বথা নিজজনারে॥
প্রাণ, আরো একো শুনো, বচনে তোমারো,
দাঁড়ালেম্ কুলের বাহিরে।
প্রাণ তুমি জেনে শুনে, বিরহতুফানে,
ভাসালে এ জনে, ছলনা কোরে॥
তোমার চরিত, পথিক যেমত,
হয়ে শ্রান্তিযুত, বিশ্রাম করে।
শ্রান্তি দূর হোলে, যায় সেই চোলে,
পুন নাহি চায় ফিরে॥

লালু নন্দলাল।

লালু নন্দলাল—রাসু নৃসিংহের সমসাময়িক ছিলেন। ইঁহারও এক কবির দল ছিল, এবং ইনি অনেক গান রচনা করিয়া ছিলেন। কিন্তু এখন সে সকল গান দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার রচিত একটি মাত্র গান আমরা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

হল এই সুখলাভ,
পিরীতে চিরদিন গেল কাঁদিতে॥
হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার,
গিয়েছে না যাবে কুল।
ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি পাতাল কতদূর
শেষে এই হ'ল, কাণ্ডারী পালাল,
তরণী লাগিল ভাসিতে॥
ধন প্রাণ যৌবন দিয়ে,
শরণ লইলাম যার,
তবু তার মন পাওয়া আমার হ'ল ভার।
না পূরিল সাধ, উদয়ে বিচ্ছেদ,
মিছে পরিবাদ জগতে॥

গোঁজলা গুঁই।

গোঁজলা গুই—রাসু নৃসিংহ, লালু নন্দলাল, প্রভৃতি কবিগীতির প্রথম প্রবর্ত্তকগণের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার রচিত দুই একটী গানে বিশেষ গুণপনা দেখা যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার রচিত অন্যান্য গান এখন একপ্রকার দুষ্প্রাপ্য।

এসো এসো চাঁদবদনি
এ রসে নীরস কোরো না ধনি।
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতনমণি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহ প্রাণ তুমিলো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী তুমিলো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি॥

কেষ্টা মুচি।

কেষ্টা মুচি নামক আর একজন কবিওয়ালীর পরিচয় এই সময় পাওয়া যায়। এই কৃষ্ণ মুচি, জাতি ব্যবসাও করিত; কবির গাহনাও গাইত। ইঁহার একটি মাত্র সঙ্গীত আমরা এস্থলে প্রকাশ করিলাম।

হরি কে বুঝে, তোমার এ লীলে।
ভাল প্রেম করিলে।
হইয়ে ভূপতি, কুবুজা যুবতী পাইয়ে শ্রীপতি,
শ্রীমতী রাধারে রহিলে ভুলে॥
শ্যাম সেজেছ হে বেশ, ওহে হৃষীকেশ,
রাখালের বেশ, এখন্ কোথা লুকালে।
মাতুল বোধিলে, প্রতুল করিলে,
গোপগোপীকুলে, গোকুলে অকুলে ভাসায়ে দিলে

ভোলা ময়রা।

কলিকাতার সিমুলিয়া ইহাঁর বাসস্থান। হরুঠাকুর ইহাঁর ওস্তাদ ছিলেন, এবং অনেক ভাল ভাল গান ও সুর ইহাঁকে দিতেন। এইজন্য অন্যান্য সাকৃরেদেরা হিংসা করিত। সাতকড়ি রায় (সাতুরায়) ইহাঁর দলে অবৈতনিকভাবে গীত রচনা করিয়া দিতেন। গদাধর মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগীতরচয়িতাগণ ইহাঁর দলের বেতনভোগী বাঁধনদার ছিলেন। ইহাঁর নিজের রচিতা অল্পই দেখা যায়। প্রায় ৭৩ বৎসর বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হয়। এক সময়ে ইহার কবির দল দেশ বিদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

চিন্তা নাই, চিন্তামণির বিরহ,
ঘুচিল এত দিনের পর।
অন্তর জুড়াও গো কিশোরী,
হেরে অন্তরে বাঁকা বংশীধর॥
যে শ্যাম বিরহেতে ছিলে কাতরা নিরন্তর,
সেই চিকণ কাল, হৃদে উদয় হ'ল,
এখন সুশীতল কর গো অন্তর।
যদি অন্তরে অকস্মাৎ, উদয় হ'ল রাধানাথ,
আছে এর চেয়ে বল, কি আর সুমঙ্গল।
বুঝি নিব্‌লো রাধে,
তোমার অন্তরের কৃষ্ণবিরহ অনল।

হেরে অন্তরে কালাচাঁদ, অন্তরের পূরাও সাধ,
অন্তর করোনা আর নীলকমল॥
এ সময় পরশিতে বলো না, হয় পাছে অমঙ্গল।
বিধি এই করুন, ঘুচুক শ্যামবিচ্ছেদ,
রাই তোমার।
ওগো চন্দ্রমুখী, কৃষ্ণসুখে সুখী,
তোমায় সদা দেখি, সাধ সবাকার॥
রাধে তোমার দুঃখ আর, নাহি সহে গোপিকার,
করিলেন মাধব আজি
বিরহানল বুঝি সুশীতল॥

নীলুঠাকুর।

হরুঠাকুর ও রামবসু প্রভৃতির পরবর্ত্তী কবিওয়ালাদের মধ্যে নীলমণি ঠাকুর অন্যতম। ইনি প্রথমে হরু ঠাকুরের দলে ছিলেন; পরে নিজের নামে দল বাঁধেন। নিজের দল বাঁধার পরও হরু ঠাকুর তাঁহাকে গান রচনা করিয়া দিতেন। নীলু ঠাকুরের আর এক সহোদর ছিলেন। তাঁহার নাম রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদও সহোদরের কবির দলে থাকিতেন। এই কারণ এই দল "নীলু-রামপ্রসাদী দল" নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল। নীলুঠাকুরের নিজের রচিত গান বড় ছিল না। প্রসিদ্ধ কবিগীতি রচয়িতা কৃষ্ণমোহ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার দলের গান রচনা করিয়া দিতেন।

বাঞ্ছা ফলদাত্রী, ভূধাত্রী,
ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী আপনি।
ব্রহ্মরূপিণী, ব্রহ্মার জননী, ব্রহ্মরন্ধ্রবাসিনী।
হয় ব্রহ্মজ্ঞানী যারা সব,
তাদের নিরাকার তুমি ব্রহ্ম,
মা তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম,
তারা কি মর্ম্ম জানে তার!

হয় যে মন্ত্রে যে জন দীক্ষে,
সেই মন্ত্র তারি পক্ষে,
হে দুর্গে আমি এই ভিক্ষে চাই।
যেন ভক্তি থাকে তোমার রাঙ্গা পায়,
আমার মুক্তি-পদেতে কাজ নাই,
আমি শুনেছি শিবউক্তি, সেবিব শিব-শক্তি,
কোরেছি মনে মনে যুক্তি তাই।

ভবের ভাব্য ধন, শিবের সেব্য চরণ,
যেন জন্ম জন্মান্তরে পাই ॥
চন্দনাক্ত রক্ত জবা ল'য়ে,
কোরে শ্রীমন্তে অভিষিক্ত, জাহ্নবীজলযুক্ত,
দিব আরক্ত পদদ্বয়ে।
বলে নির্ব্বাণে কি আর হবে,
বিজ্ঞান দেহি মে শিবে,
সজ্ঞানে, এই ভবে আসি যাই।
ওমা, অলস-নাশনা, রসনার বাসনা,
ঘোষাণয় ঘুষি তব নাম;
ওমা শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে,
দুর্গা বোলে ডাকি অবিশ্রাম ॥

ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ উপেক্ষ,
দুর্গানাম উপলক্ষ যার।
নিত্য যেই জন, সত্য আচরণ,
তীর্থ পর্য্যটন কি কার্য্য তার।
গয়া গঙ্গা ব্রজ বারাণসী,
হয় ভ্রমণে ভ্রম তীর্থ,
কাবেরী কুরুক্ষেত্র,
ঐ পদে যত তীর্থরাশি।
স্মরণ করিয়ে তারা, মুদিয়ে নয়নতারা,
বদনে তারা তারা গুণ গাই ॥

যজ্ঞেশ্বরী।

ইনি এক স্ত্রী-কবি। ভোলা ময়রা নীলু ঠাকুর প্রভৃতির সমসাময়িক। ইঁহারও এক কবির দল ছিল। যজ্ঞেশ্বরী সেই দলের গান নিজে রচনা করিতেন।

কর্ম্মক্রমে আশ্রমে সখা হলে যদি অধিষ্ঠান;
হেরে মুখ, গেল দুঃখ,
দুটো কথার কথা বলি প্রাণ ॥
আমায় বন্দী করে প্রেমে,
এখন ক্ষান্ত হলে হে ক্রমে ক্রমে,
দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে।
আমি কুলবতী নারী, পতি বই আর জানিনে;
এখন অধীনী বলিয়ে ফিরে নাহি চাও;
ঘরের ধন ফেলে প্রাণ,—
পরের ধন আগুলে বেড়াও।
নাহি চেন ঘর বাসা, কি বসন্ত কি বরষা,
সতীরে করে নিরাশা,
অসতীর আশা পুরাও।
রাজ্যে থেকে ভার্য্যের প্রতি কার্য্যে না কুলাও ॥
তোমার মন হল যার বাগে,
গেল জন্মটা ঐ পোড়া রোগে,
আমার সঙ্গে দেখা দৈবার্থ যোগে।
কথা কহিছ আমার সনে,
মন রয়েছে সেখানে,
প্রাণ-মনে কর সখা, পাখা হলে উড়ে যাও।

অনেক দিনের পরে, সখা তোমারে,
দেখ্‌তে পেলাম চোখেতে।
ভাল বল দেখি, তোমার সখার সংবাদ,
ভাল ত আছেন প্রাণেতে ॥
তার মনে ত নাই এ অধীনীরে,
নবীনার প্রাণধন, হয়ে তিনি এখন,
ভেসেছেন সুখসাগরে।
ভাল সুখে থাকুন তিনি, তাতে ক্ষতি নাই,
আমায় ফেলে গেলেন কেন শাঁখের করাতে ॥
বলো বলো প্রাণনাথেরে,
বিচ্ছেদকে তাঁর ডেকে নে যেতে।
যদি থাকে ধার, না হয় শুধেই আস্‌বো তার;
কেন তসিল করে পোড়া মসিল বরাতে।
আমার হল উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়েতে ॥
তিনি প্রাণ লয়ে হে হলেন স্বতন্তর,
মদন তা বুঝে না, বল্লে শুনে না,
আমার ঠাঁই চাহে রাজকর।
দেখি 'ধাপ দেশের পাপ বিচার,
দোহাই আর দিব কার,
সদা প্রাণ বধে কোকিল কুহুস্বরেতে ॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

নিত্যানন্দদাস বৈরাগী.—১১৫৮ সালের জন্মগ্রহণ করেন। চন্দননগরে ইহার বাস ছিল। ১২২৫ সালে ইহার মৃত্যু হয়। কবিওয়ালা দিগের মধ্যে ইনিও প্রতিষ্ঠাপন্ন। কবির গান ব্যতীত ইহার রচিত অনেক গুলি প্রণয়সঙ্গীতও দেখা যায়। নিজের দলের গান ইনি নিজেই রচনা করিতেন।

বধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপীনে।
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
নহে কেন অঙ্গ অবশ হইলো.
সুধা বরষিলো শ্রবণে॥
বৃক্ষডালে বসি পক্ষী অগণিত,
জড়বৎ কোন কারণে,
যমুনারি জলে বহিছে তরঙ্গ,
তরু হেলে বিনে পবনে॥
একি একি সখি, একি গো নিরখি,
দেখ দেখি সব গোধনে।
তুলিয়ে বদন, নাহি খায় তৃণ,
আছে যেন হীনচেতনে॥
হায়! কিসের লাগিয়ে,
বিদরে হিয়ে, উঠি চমকিয়ে সঘনে।
অকস্মাৎ একি, প্রেম উপজিল,
সলিল বহিছে নয়নে।
আর একদিন, শ্যামের ঐ বাঁশী
বেজেছিলো কাননে।
কুললাজ ভয়, হরিলে তাহাতে,
মোরিতেছি গুরুগঞ্জনে॥

সে কেন রাধারে কলঙ্কিনী কোরে রাখিলে।
বুঝিতে নারি সখী, শ্যামের এ লীলে।
দ্বারকা হতে আসি শ্রীহরি,
দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারিলে॥
ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ কোরে সই, যে জন গিরি ধরিলে।
শিশু বৎস ধেনু কারণে আর মায়াতে
ব্রহ্মার মন ভুলালে॥
হায়! দেখ প্রাণসখি,
যোগিজন যারে সদা করে ধ্যান।
যাহার বাঁশীর গানেতে, যমুনা বহে উজান
যার বেণুরবে ধেনু সব, ধায় পুচ্ছ তুলে।
যারে দরশন করিতে,
হরপার্ব্বতী আসিতেন এই গোকুলে॥
হায়! ত্রেতাযুগে শুনেছি সখি,
কর দেখি তাহা প্রণিধান।
যাহার গুণে পশু পক্ষীর, ঝুরিতো দুটি নয়ান॥
সীতা উদ্ধারিতে যেজন,
জলেতে ভাসালে শিলে।
যার পদরেণুপরশে দেখ,
অহল্যা মানবদেহ পেলে॥
হায়! সবে বলে দয়াময়,
পঞ্চ পাণ্ডবের সখা শ্রীহরি।
প্রেমের বন্ধনে হলেন বলিরাজার দ্বারেতে দ্বারী॥
হিরণ্য বধিতে যেজন, নৃসিংহরূপ ধরিলে।
প্রহ্লাদ ভক্তের কারণে হরি,
স্ফটিকেরি স্তম্ভে দেখা দিলে॥
হায়! ত্রিপুরারি যার নাম,
জপে অবিশ্রাম, দিবা রজনী।
বীণাযন্ত্রে যার গুণ গায় সেই নারদমুনি॥
শমন দমন হয় যার নামে, রামজীদাসে বলে।
মৈত্রভাবে যেজন করেছিল কোলে,
গুহকচণ্ডালে॥

আগে মনো কোরে দান ফিরে যদি লই।
লোকে দত্তহারী কবে সই॥
ভাল বোলে ভালবাসি যায়,
প্রাণো সঁপি তায়।
সে কি মন্দ হোলে, তারে মন্দ বলা যায়?
এতে তারো শঠতা ব্যাভার।
তবু সে অত্যাজ্য আমার॥
সখ্যতো কোরেছি আগে, কেমনে বিপক্ষ হই॥

হেরি প্রাণরে তব মুখোকমলে নয়নো খঞ্জন।
ওলো, হবে দুখো নিবারণ।
অতি সুমঙ্গল হেরি আজ যুবতি,
বুঝি ভূপতি হব এখন॥
কমলোপরেতে খঞ্জন, যদি দেখে কোন জন।
অবশ্য তাহারো হয় রাজ্য লাভ ওলো,
এই তো বেদের বচন॥
হায়, ইহার কারণে যাত্রাকালেতে,
শুন ওলো সুন্দরী।
বামে শব শিবা কুম্ভ দক্ষিণে মৃগ দ্বিজ হেরি॥
তারি ফল বুঝি আমার আসি ফলিল এখন।
ছত্রধারা হবো তোমার হৃদয়ে পাব হৃদিসিংহাসন

আমি তো সজনি! জানি এই।
যে ভালবাসে ভালবাসি তায়॥
পরেরি সনে করে প্রণয়,
পরের লাগিয়ে, প্রাণে মরি গিয়ে,
পর যদি আপনারি হয়॥
আমারে যেজন করয়ে মমতা,
সরলতা ব্যাভারেতেই সই।
আমারি কেমন স্বভাব গো সই,
বিনা মূল্যে তার দাসী হই॥

সখি! ঐ মনোচোরা মোরো মনো লয়ে যায়।
কেমনে গো প্রাণসখি, ধরিব উহায়॥
আঁখিরো অন্তরো হোতে অন্তরে লুকায়।
চোরেরো চরিত্র সখি, না জানি এমন।
নয়নে নিদিলি, মোরো, দিলে গো কেমন॥
জেগে যেন ঘুমাইলাম, কি হোলো আমায়॥

পিরীতি নগরে বিষমো সখি!
মন-চোরেরো যে ভয়! বসতি ইহাতে দায়।
নয়নে নয়নে সন্ধানো, মনো অমনি হরিয়ে লয়॥
সন্ধান করিয়ে মন চোর, ভ্রমিছে নগরময়!
কুলেরো বাহিরো হোয়ো না,
থেকো সাবধানে লো সদায়॥

পিরীতে যে এমন বিরাগী হই।
ভাবি তার মুখ নিরখিব না।
এ মুখ তারে দেখাব না।
বিরহে প্রাণ গেলে তবু কথা কব না॥
পুনো হলে দরশন, করয়ে কি গুণ,
তখন সে মনে থাকে না।
সখি! না জানি কি ক্ষণে,
সে লম্পটো সনে, হইলো বিধিরো ঘটনা।
অন্তরে সদা ঔদাস্য দিবা নিশি ঐ ভাবনা॥
সখি! হেন নাহি কেহ নিবারে এ দাহ দেখনা॥

আমি তোমার মন বুঝিতে করেছি মান।
দেখি, আমায় কেমন তুমি ভালবাস প্রাণ॥
মনে আমার একবার নাহি বিভিন্নতা জ্ঞান।
অন্তরে হরিষ, মুখেতে বিরস,
কপটে ঝরিছে এ দুটি নয়ান॥
তুমি বল প্রেয়সী আমি তোমার প্রেমাধীন।
অন্য নারী-সহবাস নাহি কোন দিন।
প্রত্যক্ষে সে কথা, করি ঐক্যতা,
সরলো কি তুমি পুরুষো পাষাণ॥

ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমারে,
ললিতে গো ধন্য কুবুজায়।
যোগী যারে ধ্যানে নাহি পায়,
হেন গুণসিন্ধু হরি, কি গুণে ভুলালে তায়।
এত দিন অবধি আমরা কোরে আরাধন।
হইলাম বঞ্চিতো, সে হরির চরণ।
গৃহে বোসে অনায়াসে, অতুলো চরণো পায়॥

কেন সজনি! মোরো মরণ নাহিক হয়।
সুখো কালে সুখ ঋতু, দুখ দেয় অতিশয়।
তথাচ এ পাপ প্রাণো, কি সুখে এ দেহে রয়॥
যারো অনুগত প্রাণো, সে গেল তেজে আমায়।
তারো সাথে, সেই পথে,
প্রাণ কেন নাহি যায়।
মরিলে এ দেহ সখি, জ্বলে চিতা আগুনে।
দুখ বোধ নাহি হয়ো, শব-অঙ্গ-দাহনে।

সজীব শরীরো এ যে, বিরহ-অনলে দয়।
দগধিয়ে মরি সখি, ইহা কি পরাণে সয়।

কমল কম্পিতো পবনে।
অলি কাতরো প্রাণে।
এই সরোবরে নিত্য করি যাতায়াত।
এমনো দেখিনে কভু ঘটিতে উৎপাত।
অস্থির নলিনী, প্রাণে সহে কেমনে।
চায় যেদিকে নলিনী হেলে, মধুকরো ধায়।
পবনেতে বাদো সাধে বসিতে না পায়॥
হায়, গুণ গুণ স্বরে কাঁদে অলি অধোবদনে।
ধারা বহিছে অলির দুটি নয়নে।
অলিরো দুর্গতি দেখি হাসে তপনে।

সই, কি করেছ হায়।
তোমারো সরলো প্রাণ সপেছ কাহায়।
চেননা উহারে প্রাণ সখি রে,
কত রমণীরো বোধেছে জীবনো,
ঐ শঠ জনো, পিরীতি কোরে॥
নয়নেরো বশো হয়ে প্রাণসখি,
পোড়েছ যে দেখি, বিষম ফেরে।
হৃদয়-মণ্ডলে, কারে স্থান দিলে,
পুরুষো পাষাণো, চেননা ওরে।
তুমি লো যেমনো, রমণী সুজনো,
তোমারো এ গুণো, কেবা বুঝিবে।
ও যে অতি শঠো, কুমতি কুরীতো,
পরেরে মজায়ে সদাই ফেরে॥

ওহে প্রাণ রে!
কহ কুমুদিনী পদ্মিনী কোথা আমার!
এ সরোবরে, না হেরি তারে,
আমি সবো হেরি শূন্যাকার।
আমায় কে দেবে মধুদান।
কারো মুখ নিরখিয়ে জুড়াইব প্রাণ।
তাহারো বিচ্ছেদে, মন প্রাণো কাঁদে,
চারিদিক অন্ধকার॥
পদ্মিনীরো সখা ভ্রমরো, জানে এই জগতে।
এই সরোবরে আসিতাম তারো মন রাখিতে।
বিধি তাহে নিদয়ো হয়ে।
এমনো সুখেরো প্রেমো, দিলে ঘুচায়ে।
কি হলো, কি হলো, কমল কোথা গেলো,
তারে কি পাবনা আর॥

ব্রজে মাধবো এলো না, কি হবে বল না।
কি ক্ষণে গমনো, করিলো মদনমোহনো,
প্রাণ থাকিতে মিলনো হলো না॥
হরি আসিবে আসিবে বলিয়ে,
মিছে করি দিন গণনা।
এইরূপে গত, শিশিরো হেমন্ত,
বসন্ত উদয়ো দেখ না॥
আঁখিজলে তরুমূলে, সিঁচিলাম হায় ব্রজাঙ্গনা।
চিরোদিনো গেল, মথুরা রহিলো,
আশা-তরু তো ফলিল না॥

ব্রজে কি সুখে রোয়েছে, কি দশা ঘটেছে।
সে শ্যাম সুন্দরো বিহনে দেখনা ওগো রাই,
বনের পশু পক্ষী আদি ঝুরিছে॥
হায়! সহজে শ্রীমতী তোমার অঙ্গ যে দহিছে।
শ্যামেরো বিচ্ছেদো, সামান্য কি খেদো,
পাষাণো বিদারো হতেছে॥
হায়! ভ্রমরার দশা দেখ, এ সুখো বসন্ত সময়ে।
ধূলায়ে ধূসরো, হয়ে কলেবরো,
ভূমেতে রয়েছে পড়িয়ে॥
হায় সখি! কোকিলেরা না করে গানো,
অজ্ঞানো হয়ে রয়েছে।
কৃষ্ণবিরহেতে দেখনা প্যারি,
খেদে কুহুরব ভুলেছে॥

তোমা বিনা গোপীনাথ, কে আছে গোপীকার।
শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণ, কোথা হে আমার॥
ওহে ব্রজহরি, মরে রাধা প্যারী,
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ, রাখ একবার।
দীনবন্ধু দুখো ভঞ্জনো, অকিঞ্চনো জনেরো ধনো।
কেন হোলেহে, হেন নিদারুণো॥
কুলাইতে পার ব্রহ্মাণ্ডেরো ভার।
রাধার ভার কি হলো এত ভার॥

তুমি কৃষ্ণ বলে ডাক একবার।
শুনরে কোকিল শুন শুন,
বলি শুন মিনতি আমার।
হরি হারা হয়ে আছ মৌনে বসিয়ে,
মধুর রবো শুনিনে যে আর॥
এই দেখো বৃন্দাবনে বসন্ত এলো।
নীরবে রয়েছ কেন ওরে কোকিল।
হরিগুণ গানো পিকু কর রে এখন,
শুনে প্রাণ জুড়াক শ্রীরাধার!

মনো জ্বলে, মানো-অনলে,
আমি জ্বলি তারো সনে।
এ পিরীতি মিলনে।
তুয়া দুঃখে আমি দুখী কি অদুখী,
বিধুমুখি ইহা বুঝনা কেনে॥
অভিমানো দূরে, না ত্যজিলে প্রাণো,
কি কর, কি কর, বলি এক্ষণে।
প্রলয়ো লক্ষণো, হতেছে এখনো,
দুই জনো পাছে মরি প্রাণে॥
হায় কাননে অনলো লাগিলে যেমন,
কীটো পতঙ্গাদি হয়ো জ্বালাতন।
তোমারো পিরীতে দিবস শর্ব্বরী,
ততোধিক আমি হতেছি দাহন॥
ওলো এদায়ে যে জনো, করে পলায়নো,
পরাণো লইয়ে সেই সে বাঁচে।
আমি লো সুন্দরি, পলাতে না পারি,
কেবলি তোমারি ঐ মমতা গুণে॥

কমলিনি! কুঞ্জে কি কর।
তোমার নব প্রেম ভাঙ্গিল,
ব্রজের বসতি বুঝি উঠিল।
মথুরাতে যাবে কৃষ্ণ ঐ নন্দের ভেরী বাজিলো।
সহচরী কহে কিশোরি ব্রজে প্রমাদ হইলো।
মথুরা হইতে, প্রাণনাথে হোরে নিতে,
অক্রুর আইলো॥
যে শ্যামচাঁদ সোহাগে তোমায়।
আদরিণী বলে ব্রজেতে।
সে শ্যাম সুন্দর মথুরা নগরে, যাবে নিশি-প্রভাতে
সেই বংশীধারী, যাবে গো প্যারি ত্যজে গোকুলে।
নিধুবনে 'রাধা রাধা' বোলে,
কে বাঁশী বাজাবে বলে॥

সখি! এই বুঝি সেই রাধার মনোচোর,
নটবর বংশীধারী।
ত্যজে সেই বৃন্দাবন,
শ্যাম এলেন এখন মধুপুরা।
আমা সবা পানে কটাক্ষে চেয়ে,
কোরে নিল চিতো চুরি॥
মথুরানাগরী কহিছে সবে,
কৃষ্ণেরো লাবণ্য হেরি।
অক্রুর সহিতে, কে এলো ঐ রথে
কালো রূপে আলো করি।
শ্রবণে যেমন শুনেছিলাম সই,
দেখিলাম আজ নয়নে।
আঁখি মনেরো বিবাদ আমার
ঘুচে গেল এত দিনে।
এত গুণো রূপো না হলে সখি,
গুণময় হয় কি হরি।
এমন মাধুরি, কভু নাহি হেরি,
আহা মরি মরি মরি॥

জয়জয়ন্তী—আড়া।

আমি যে তাহারে না হেরিলে মরি,
জানাইব না এখন।
দেখি আগে আমা প্রতি তাহার,
আছে কি না আছে মন॥
দুই মনে এক হয়, তবে অতি সুখোদয়,
তা নহিলে আমি চাব তাহারে,
আরে চাহিবে সে জন॥

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

কি হেতু এমন ভাব নিরখি তোমায় রে,
বহিতেছে দু নয়নে শোক নীর ধার রে॥
বল তব ধরি করে, প্রাণ যে কেমন করে,
ভাল তো আছেন প্রাণে প্রাণেশ আমার রে।
হেরি তব ম্লান মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
উথলিয়া উঠিতেছে, শোক পারাবার রে॥

বসন্ত—একতালা।

যাহার লাগিয়ে জাগিয়ে যামিনী,
রয়েছ বসিয়ে শ্যাম সোহাগিনী।
যাহার লাগিয়ে, সুরাগে রাগিয়ে,
ওগো সুধামুখি রাই, সোহাগে গলিয়ে,
ত্যজিয়ে ভবন, সাজায়েছ আজ নিকুঞ্জ কানন,
কুসুম-ভূষণে সেজেছ মোহন,
কুল শীল লাজে দিয়েছ ছাই ॥ *

মনের আনন্দে, গো বৃন্দে চল,
শ্রীবৃন্দাবনে, হরি দরশনে,
এখানে মাধব সেখানে ॥

উভয়েতে হেরি গিয়ে, জুড়াব উভয়।
ইহাতে হইবে কত সুখোদয়।
মনেরো তিমির যাবে মনো মিলনে ॥
সাজা গো সাজ গো সাজ, সাজ তুরিতে।
সুচিত্রে চম্পকলতা, আরে ললিতে।
রঙ্গদেবী সুদেবী গো, যত সখীগণে ॥
আমার সঙ্গেতে সবে করহ গমন।
রাধা বলে বাজে বাঁশী শুনি শ্রবণে ॥

* এই গানটী এবং ইহার পূর্ব্বের গানটী পুস্তক-বিশেষে হরিমোহন রায়ের রচিত বলিয়া দেখা যায়।

সাতুরায়।

সাতু রায় বা সাতকড়ি রায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নদীয়া শান্তিপুরের সন্নিকট বৈঁচি-গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার নিজের কোন কবির দল না থাকিলেও, তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবিগীতি-রচয়িতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি পেসাদারীভাবে গান বাঁধার কার্য্য কখনও করেন নাই; অন্য চাকুরী করিতেন, এবং অবৈতনিকভাবে কবিওয়ালাদিগকে কবির গান রচনা করিয়া দিতেন। প্রথম বয়সে সাতু রায় শান্তিপুরের জমিদারগণের তরফে কার্য্য করিতেন। এই সময় শিবচন্দ্র বাবুর সখের কবির দলে তিনি অনেক গান রচনা করিয়া দেন। ভোলা ময়রার দলেও তিনি অনেক গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। শেষ বয়সে রাণাঘাটের জমীদার পাল-চৌধুরীদিগের পক্ষে অনেক দিন ধরিয়া তিনি বারাসতের মোক্তারী কার্য্য করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে তিনি সঙ্গীত-রচনায় নিপুণ ছিলেন। সাতু রায় জাতিতে ব্রাহ্মণ।

কও কথা বদন তুলে, হও সদয়, এই ভিক্ষা চাই ॥
রাধার অধৈর্য্যে, এলেম অপার্য্যে,
তোমার কংস রাজ্যের অংশ ল'তে আসি নাই ॥
সঙ্গিনী প্রধানা, রঙ্গিণী যে জনা,
ভঙ্গিক্রমে কৃষ্ণে কয়;
ছিলে নব্য রাখাল, হ'লে ভব্য ভূপাল,
এবে সভ্য এই কংসালয়।
আমার এই দশা (দেখ হে!)
আমি ব্রজের সেই বৃন্দে;—
বিক্রীত শ্রীমতীর পদারবিন্দে।
পার কি চিনৃতে, কেন সচিন্তে;
তোমার চিন্তা কি চিন্তামণি, চিন্তা নাই ॥
অধোবদনে রবে যদি, বাঁকা মদনমোহন,
তোমার কুবুজার দোহাই।

তোমার সহাস্য বদনে নাহি রহস্য,
কিসে এত ঔদাস্য।
তোমার চন্দ্রাস্য নহে আজি প্রকাশ্য।
যেন সর্ব্বস্ব নিতে এলেম ভাবছ তাই
অন্য মনে কেন রইলে, কথা কইলে,
ক্ষতি কি তোমার।
(শ্যাম হে) যেতে হবে না পুনঃ বৃন্দাবন,
ল'তে হবে না রাধার ভার।
তোমার দাসত্ব গিয়েছে, রাজত্ব বেড়েছে,
তত্ত্ব কর্ত্তে হয় একবার;
আমরা অর্থলোভে, আসি নাই হে
কেবল স্বার্থ ভেবে শ্রীরাধার ॥
সে ত রাজার নন্দিনী, আর রাজ্যেশ্বর;—
তুমি ত নূতন রাজা বংশীধর!!

তোমার কি ধর্ম্ম, তোমার কি কর্ম্ম,
মর্ম্ম জানতে পাঠালেন ব্রজের রাজা রাই॥

বল উদ্ধব! তোমার মনে আবার কি আছে?
একবার এসে অক্রুর মুনি, কলে কৃষ্ণকাঙালিনী,
ব্রজের ধন নীলকান্ত মণি, হ'রে লয়ে গিয়েছে।
উদ্ধবের আগমন দে'খে বৃন্দাবনেতে;
বৃন্দে ধায়, গিয়ে খেদ জানায়, পথমধ্যেতে।
কও হে উদ্ধব, কও কিমর্থে আগমন?—
আসা সুলক্ষণ, কি হে বৈলক্ষণ,
কোন ছলে গোকুলে আসি কর্‌লে পদার্পণ!
দেখে মথুরা-নিবাসী ভয় হয়,
একজন এসে ছদ্মবেশে,
প্রেম ভেঙ্গে, বাদ সেধেছে।
সাধু হও যদ্যপি, তথাপি সন্ধ হতেছে।
যেমন সেই অক্রুর দেখ্‌তে সুধার্ম্মিক;—
তোমায় ততোধিক, দেখ্‌ছি শতধিক,
সুধারা বৈষ্ণবের ধারা, সজ্জ্ঞানী সাত্ত্বিক।
কিন্তু কুগ্রামনিবাসী যারা হয়;
ধর্ম্মরহিত, তাদের চরিত, ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখেছে॥

ফেরো উদ্ধব! শূন্য ব্রজে প্রবেশ করো না।
কৃষ্ণ বিনে গোষ্ঠ শূন্য, কানন শূন্য, নগর শূন্য,
কমলিনীর কুঞ্জ শূন্য, সকল শূন্য দেখ না॥
কৃষ্ণের কথায়, আজ হেথায় আগমন তোমার;
গোপিকার বিরহ-বিকার, কর্‌তে প্রতিকার।
কৃষ্ণ প্রেমানল, মনানলময়;—
সে কি নির্ব্বাণ হয়! দেখ গোকুলময়,
হতেছে খাণ্ডবের মতন অগ্নিবৃষ্টিময়!
দিলে প্রবোধ বারি, কি হইবে তায়!
দাবানলে যে বন জ্বলে, জল দিলে তা নিবে না।
করি কৃতাঞ্জলি বলি হে, কথা ঠেলো না।
দেখ্‌লে ত উদ্ধব, ব্রজের দুঃখ সব;—
আমরা গোপী সব, জীবন থাক্‌তে শব;
সবার দশা সমান দশা, করেছেন কেশব।
ঘুচবে সকল জ্বালা, এলে সেই কালা;
নৈলে বেঁচে কি সুখ আছে ম'লেই ঘোচে যন্ত্রণা।

নবীন বিরহিণি বিদেশিনি! কোথায় যাস্‌ গো বল,
কুঞ্জবনে ফিরে ফিরে, কি জন্যে চা'স্‌ ফিরে ফিরে,
নয়নের নীরে নীরে, ভাসে নয়ন শতদল॥
চঞ্চলা চপলার মত, নিতান্ত চঞ্চল।
হরি ভয়ে করী যেমন, পলাইয়ে যায়;—
সখি! তোর দেখি তেম্‌নি ধারা,
ধরিতে না পারে ধরা,
এমন ধারা মেয়ের ধারা, কভু ভাল নয়।
এলি এম্‌নি ছলে বৃন্দাবনে,
ভ্রমণ করিস বনে বনে,কি আছে তোর মনেমনে,
মনের কথা আমায় বল॥
দুর্জ্জয় মানেতে হয়ে অপমান,
কালাচাঁদ, সেই মানের করতে শেষ।
ব্রজরাজ, ত্য'জে রাখাল সাজ,
যুবরাজ, ধরলেন আজ যুবতীর বেশ।
কপালে সিন্দূর বিন্দু, সহাস্য বদন;—
তাতে সজল নয়নোপরে, কজ্জল উজ্জ্বল করে,
জলধরে শোভা ধরে, বিজুলি যেমন।
হে'রে মন্‌মোহিনী মনের সঙ্কে,
কৌশলে জিজ্ঞাসে বৃন্দে,
বিধুমুখি, বৃন্দাবন কি করতে এলি রসাতল?॥
কিবা গজেন্দ্রগতি যুবতী গো!
গলায় গজমতি দুল্‌ছে;
কবরী আ-মরি কি শোভা পায়!
কনক চাঁপা তায় ঝুল্‌ছে।
অঙ্গে সোণা, কাণে শোনা,
সেই সোণা গোকুলের ধন;
প্যারী তায়, দুর্জ্জয় মানের দায়,
মানকুণ্ডে দেছে বিসর্জ্জন।
সেই হ'তে নিকুঞ্জেতে, কেহ সুখী নাই;—
ভাসে শুকশারী নয়ন-জলে,
কোকিল কাঁদে তমাল-ডালে,
ভ্রমর কাঁদে শতদলে,
কুঞ্জে কাঁদেন রাই।
কাঁদে স্থানে স্থানে ব্রজাঙ্গনা,
কেউ কারো কথা শুনে না,
বিরহেতে প্রাণ বাঁচে না,
দুঃখে বহে নয়ন-জল॥

দে'খে তোর ভঙ্গি রঙ্গিণি গো!
চেনো চেনো চেনো জ্ঞান করি;
সদাই সন্ধ মনে, তাইতে ধ্যানে,
কিছু বলি বলি বলিতে নারি ॥
তরুণ অরুণ, যেন দুনয়ন,
কিরণেতে জগত আলোময়;
শশধর জিনি কলেবর, অধর তুলনা নাহি হয়।
ক্ষীরোদ মন্থনে যেমন, নীরদ বরণ,
সুরাসুরে করে ছলা, মনমোহিনী চিকণ কালা,
ষোল কলা দে'খে ভোলার ভুলে গেল মন।
অঙ্গে অম্বর সম্বর নাই,
এলো থেলো দেখ্তে পাই,
চ'লে যেতে রাজপথে, ধূলাতে লুটায় অঞ্চল ॥

এখন শ্যাম রাখি কি কুল রাখি গো সই ॥
যদি ত্যজি গো কুল, তবে হাসে গোকুল,
যদি রাখি গো কুল, কৃষ্ণে বঞ্চিত হই ॥*
হাঁ গো বৃন্দে! শ্রীগোবিন্দের পায়,
করে' প্রাণ সমর্পণ;
হ'ল এ গোকুল, আমার প্রতিকূল,
অনুকূল কেবল শ্যামধন।
সে ধন সাধনে, হই বুঝি নিধন;—
সই, চারিদিকে গঞ্জনা, পাপ লোকে তা বুঝে না,
কৃষ্ণধন কি ধন ॥ †
আমার মিথ্যাবাদ অপবাদ, দেয় কালার পরিবাদ,
আমি কি রূপে গৃহমাঝে তিষ্ঠে রই ॥

অপরূপ একি রূপ, কৃষ্ণের রূপ,
লিখেছ গো রাই।
যে চরণ দেবের পূজ্যধন, গতি নাই সে চরণ বই,
সে চরণ কই গো কই, রাই রাই গো।
ওগো ভক্তের ধন চরণ কেন লেখ নাই।
কি ভাব সুধাংশুমুখি তাই সুধাই।
বল কি ভাবে এ ভাবের হ'লো উদয়।
কিশোরি শ্যামেশ্বরি লিখে লিখলে না কেন পদদ্বয়,
আমরা যে চরণের শরণ, লয়েছি সর্ব্বজন,
রাই রাই গো,
আজ কি সেই চরণ লিখ্তে তোমার
স্মরণ নাই।
কৃষ্ণবিচ্ছেদে খেদে কিশোরী,
কৃষ্ণরূপ করিয়ে মনন।
অতি নির্জ্জনে, শ্যামধনে,
দেখ্বার হ'লো আকিঞ্চন।
ভূমে ত্রিভঙ্গের শ্রীঅঙ্গ করে লিখন,
কি ভেবে, কি ভাবে, কি ভয়ে লিখে,
লিখলেন না যুগল চরণ।
সেরূপ করিয়ে নিরীক্ষণ, জিজ্ঞাসে সখীগণ,
রাই রাই গো, ওগো রঙ্গময়ি,
একি রঙ্গ দেখতে পাই।
এই বিনয় করি, লেখগো কিশোরী,
শ্রীহরির চরণ।
অঙ্গহীন মাধুরী শ্রীহরির করিতে নাই দরশন।
শ্যাম কি সামান্য তোমার কিশোরি,
তুমি কি সামান্য নারী
এ বিচ্ছেদ, মনোভেদ, শ্যাম নিতান্ত তোমারি।
তবে করবে কি, আছে সেই শ্রীদামের শাপ,
তাইতে রাই, উপায় নাই,
মানুষী লীলায় পাচ্ছ মনস্তাপ।
বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা-পারাবার, যা হ'তে হবে পার,
বিশেষ জেনেও কি কপালক্রমে ভুললে তাই।

---

*কোনও কোনও পুস্তকে এই গানের প্রথম তিন ছত্রের পর এই কয়টী পদ অতিরিক্ত দেখা যায়;—
উভয় সঙ্কট সম্প্রতি, সসম্ভ্রমে বল কিসে রই।
সীতার হরণে মারীচ যেমন,
গেলে—বধে শ্রীরাম, না গেলে—রাবণ।
হচ্ছি ততোধিক, শ্রীকৃষ্ণ প্রাণাধিক,
সই আবার কুটিলে গঞ্জনা দেয় সয়ে রই।

† অন্য কোনও কোনও পুস্তকে আবার এই পদের পর নিম্নলিখিত পদগুলি অতিরিক্ত আছে;—
'আমার মন চাহে রাখি কুল,
প্রাণ তাহে হয় ব্যাকুল সই।
পাইনে অকূল পাথারে কূল শ্রীকৃষ্ণ বই ॥
ওকি করবো তা তো বুঝিতে নারি,
শ্যামের প্রেম ত্যাগ করবো কি কুল ত্যাগ করবো,
আমার মিথ্যাবাদ অপবাদ, দেয় কালা পরিবাদ
সই আমি কুলে থাকি কুলের নারী

যে চরণ লাগি. প্রহ্লাদ বৈরাগী.
বিরাগী ধ্রুব হয়, সকলি ত তুমি জান রাই ।
যে চরণ সাধন কারণ,
সদাশিব যোগধর্ম্ম করেছেন আশ্রয়।
ত্রিভঙ্গের সর্ব্বাঙ্গের সারাৎসার সেই পদদ্বয়।
যদি সেই চরণ লিখ্‌তে হ'লি বিস্মরণ.
দুঃসহ বিরহ বিশোরী কিসে করবি নিরারণ।
যদি এড়াতে যন্ত্রণায়, লিখেছ কৃষ্ণের কায়,
রাই রাই গো।
যাতে বিপদ যায়, সেই পদ
কইগো দেখ্‌তে পাই ॥

নিরদয় পদদ্বয়, লিখি নাই সেই আশঙ্কায়।
সই, সময় যখন মন্দ হয়, চিত্র ময়ূরে গেলে হার.
বিচিত্র কি গো তার,
যদি চিত্র শ্যাম মধুপুরে চলে যায়।
গোবিন্দের পদারবিন্দে,
বৃন্দে গো, হৃদয়ে করেছি ধারণ।
অন্য সব অবয়ব ভূমেতে করেছি লিখন ॥
লিখে লিখি নাই ত্রিভঙ্গের সেই শ্রীচরণ।
কি কারণ বিবরণ, শোন্‌গো,
তার চরণের কি আচরণ।
শ্যামকে লয়ে গেল মথুরায়,
আন্‌লে না আর পুনরায়, সই সই গো,
রইলো সচল গিয়ে, অচল হয়ে মথুরায় ॥

আন্‌টুনী সাহেব।

আন্‌টুনী সাহেব জাতিতে পর্ত্তুগীজ। ইহাঁর পিতা ফরাশডাঙ্গার একজন অবস্থাপন্ন অধিবাসী ছিলেন। এক ব্রাহ্মণ যুবতীর সহিত আন্‌টুনীর অবৈধ প্রণয় সংঘটিত হয়; সেই যুবতী কুলত্যাগিনী হইলে, আন্‌টুনীর ফরাসডাঙ্গায় বাস করা ভার হইয়া উঠে; তখন তিনি সেই যুবতীকে লইয়া গরীটি গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। আজও তাঁহার সেই বাটীর ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপ কথিত আছে, সেই কুলত্যাগিনী ব্রাহ্মণ-কন্যা, ম্লেচ্ছ-ভোগ্যা হইলেও, হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত আচার-ব্যবহার যথাসম্ভব প্রতিপালন করিত, এবং তাহারই অনুরোধে আন্‌টুনীকে হিন্দুর দুর্গোৎসবাদি পূজা-পার্ব্বণের অনুষ্ঠান করিতে হইত। এই সময় দেশে কবির গানের বড়ই প্রাদুর্ভাব। পূজার সময় আন্‌টুনীর বাড়ীতেও কবির গান হইত। বাঙ্গালিনীর সহবাসে আন্‌টুনী বাঙ্গালা ভাষা বেশ শিখিয়াছিলেন। সুতরাং কবির গান তিনি অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেন। ক্রমে কবির গানে আন্‌টুনীর কেমন একটা নেশা জমিয়া যায়; তখন, নিজের ব্যবসায় বাণিজ্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, আন্‌টুনী নিজেই একটা সখের কবির দল করিয়া বসেন। প্রথম প্রথম গোরক্ষনাথ ঠাকুর সেই দলের গান বাঁধিয়া দিতেন। শেষে গোরক্ষনাথকে জবাব দিয়া, আন্‌টুনী নিজেই কবির গান বাঁধিতে আরম্ভ করেন; আন্‌টুনীর সখের দল, অবশেষে পেশাদারীতে পরিণত হয়। আন্‌টুনী বাঙ্গালীর বেশে কবির আসরে নামিতেন; দেখিতে সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইত। আন্‌টুনীর রচিত গান এখন আর বড় পাওয়া যায় না। যাহা দুই একটী পাওয়া যায়, তাহাই প্রকাশিত হইল।

খৃষ্টে আর কৃষ্ণে কিছু প্রভেদ নাইরে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে,
এও কোথা শুনি নাই ॥
আমার খোদা যে, হিঁদুর হরি সে—
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে।
আমার মানব-জনম সফল হবে,
যদি রাঙ্গা চরণ পাই ॥

অপাঙ্গে করুণা কর, ওগো মাতঃ মাতঙ্গি!
ভজন সাধন জানি না মা!
জেতে আমি ফিরিঙ্গী ॥*

যদি দয়া করে কৃপা কর, হে শিব মাতঙ্গী।

* এই গানের পদান্তর দৃষ্ট হয়:—
আমি ভজন সাধন জানিনে মা!
নিজেতে ফিরিঙ্গী।

জয়া যোগেন্দ্রজায়া,
মহামায়া মহিমা অসীম তোমার।
একবার দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে,
যে ডাকে মা তোমায়,
তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার॥
মা, তাই শুনে এ ভবের কূলে,
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, বিপদকালে,
ডাকি—দুর্গা কোথায় মা, দুর্গা কোথায় মা।
তবু সন্তানের মুখ চাইলে না মা,
আমায় দয়া কোরলে না মা,
পাষাণে প্রাণ বাঁধলি উমা,
মায়ের ধর্ম্ম এই কি মা?
অতি কুমতি কুপুত্র ব'লে,
আপনিও কুমাতা হ'লে—আমার কপালে,
তোমার জন্ম যেমনি পাষাণ-কুলে,
ধর্ম্ম তেমনি রেখেছ॥
দয়াময়ী আজ আমায় দয়া কোরবে কি মা,
কোন্ কালে বা কারে তুমি দয়া ক'রেছ।
জানি, তোমার চরণ সাধন করি,
ব্রহ্মা হ'লেন ব্রহ্মচারী—দণ্ডধারী;
দেখ সকল ফেলে ক্ষীরোদজলে
ভাস্লেন শ্রীহরি;
আবার শূন্য করে সোণার কাশী,
ওগো শ্যামা সর্ব্বনাশী,
শিবকে করে শ্মশানবাসী,
সন্ন্যাসী তায় সাজিয়েছ।
নাম কেবল করুণাময়ী, করুণা শূন্য হ'য়েছ॥
মা তুমি দক্ষরাজকুমারী, দক্ষযজ্ঞে গমন করি,
যজ্ঞেশ্বরী যজ্ঞ হেরি নয়নে,
শিব বিহনে, শিব অপমানে, মা সেই অভিমানে,
এমন সাধের যজ্ঞ ভঙ্গ দিলি,
দক্ষরাজায় নিদয় হলি,—আপনি মলি,
তারেও মেলি, পিতার দুঃখ ভাব্লিনে।
তখন, যার অপমান শুনে কানে,
প্রাণ ত্যজেছ বিষাদ মনে—দক্ষভবনে,
আবার আপনি উমা, কঠিন প্রাণে,
তার বুকেতে পা দিয়েছে।
তুমি তার, তার, তার, না তার, না তার,
আপনার গুণে তোর্‌বো,
দুর্গানাম তরি, মস্তকেতে করি,
যতন করিয়ে রাখ্‌বো;
আমার অন্তে শমন এলে, অজপা ফুরালে,
দুর্গা দুর্গা বলে ডাকৃবো॥
মা অসাধ্য তোমার সাধন, কোরলে সাধন,
কেবল তার নিধন হ'তে হয়।
একবার তারা ব'লে যে ডেকেছে, সেই ডুবেছে,
তারা তোমার ধারা তো মায়ের ধারা নয়॥
মা, রাবণরাজা অন্তিমকালে, রঘুনাথের রণস্থলে,
দুর্গা ব'লে ডেকেছিল বদনে।
তবু তার পানে ফিরে চাইলিনে,
তার দুঃখ ভাবলিনে,
তারে ধ্বংস ক'রে ভগবতী,
নিদয় হলি ভক্তের প্রতি,
শেষকালে তার বংশে বাতি,—
দিতেও কারে রাখ্‌লিনে॥
আগে ছিল না তার কোন শঙ্কা,
বাজাতো জয়কালীর ডঙ্কা,—অতি তেজ ডঙ্কা,
আবার ছল করে তার সোনার লঙ্কা
দগ্ধ করে এসেছ॥ *

* এই গানটি আন্টুনীর দলে গীত হইত। কিন্তু কাহারও কাহারও মতে, গানটী—ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর রচিত

নীলমণি পাটনী।

নীলমণি পাটনী—হরু ঠাকুর ও রাম বসুর পরবর্ত্তী কবিওয়ালা। ইঁহারও এক কবির দল ছিল। এক সময় সে দলের বিশেষ প্রতিপত্তি হয়। ইঁহার রচিত গান এখন অল্পই পাওয়া যায়। গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গান-বাঁধনদারগণ তাঁহার দলের গান বাঁধিয়া দিতেন।

মা হরারাধ্যা তারা,
তোমার নাম, মোক্ষধাম, তন্ত্রে শুন্‌তে পাই।
তাইতে তারা, তোমায় তারা,
তারা তারা তারা বোলে, ডাক্‌ছি মা সদাই।
তুমি তারা, ত্বং ত্রিগুণধরা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তারা,
তোমায় ধরা, সে ত বিষম দায়।
তারা গো মা, কেবল ভক্তির ফল-সাধনার ফলে,
ডাকি দুর্গা দুর্গা বোলে,
ধোরেছিল ব্যাধের ছেলে, কালকেতু তোমায়।
এবার বেঁধেছি মন আঁটা-আঁটি,
কোরেছি মন খুব খাঁটী,
তারা গো মা, এবার ধোরেছি পাষাণের বেটী,
আর পালাতে পার্‌বিনে।
তারা গো, আজ তারাধরা ফাঁদ পেতেছি মা,
হৃদয় কাননে॥
আমায় বোলেছে সেই মহাকাল,
আছে গুরুমহামন্ত্র-জাল,
সাধনপথে সেই জাল পেতে
থাক্‌বো কিছু কাল,—
এখন ভক্তি-ডোর কোরেছি হাতে,
তারা যদি যাস্ সে পথে,
ধোর্‌বো মা তোর হাতেনাতে বাঁধবো দুটী চরণে॥
মন-কারাগারে, তোমায় রাখ্‌বো
মা অতি যতনে।
তোমায় লোকে দেয় নানা পূজা,
ষোড়শোপচারে পূজা,
তেমন পূজা কোথা পাব বল্,
তারা গো মা, কেবল গঙ্গাজল অঞ্জলি কোরে,
মানকে নৈবেদ্য করে,
দিব মা তোর চরণ ধোরে, নির্ম্মল গঙ্গাজল।
আমি কোথা পাব অন্য বলি, মহিষাদি অজাবলি,
দিব ছয় রিপুকে নরবলি, দুর্গা বোলি বদনে।
মা এবার পলাবার পথ তোমার নাই,
উপায় নাই, সন্ধান নাই।
তারা ধোর্‌বো বোলে তারা,
মুদিয়ে পাপ চক্ষের তারা,
রেখেছি জ্ঞান-চক্ষের তারা প্রহরী সদাই॥
মা কে জানে তোমার লীলে,
কি ছলে কোন্ ভাবেতে রও;
কোরে যতন, বহু যতন,
ধনধান্য নানা রতন, দিলেও তুষ্ট নও।
তোমায় রাবণ সেই লঙ্কাপুরে,
অতি যত্নে যত্ন কোরে,
পূজা কোরে সবংশেতে যায়।
তারা গো, আবার শ্রীমন্তে প্রসন্ন হোয়ে,
বিনা পূজায় আপনি গিয়ে,
মশানেতে অভয় দিয়ে, রক্ষা কোর্‌লি তায়।
এখন পরমার্থ পরম ধনে,
আছিস্ মা তুই পরম ধনে,
তারা গো, তোমায় যে ভজেছে,
সেই পেয়েছে, ব্যাস লিখেছেন পুরাণে॥

গোরক্ষনাথ।

ইঁহার নিজের কোন কবির দল ছিল না। অন্য দলে গান রচনা করিয়া দিতেন। প্রধানতঃ আন্‌টুনী সাহেবের দলের ইনি গান বাঁধনদার ছিলেন। এক সময়ে দুর্গোৎসব উপলক্ষে চুঁচুড়ার কোনও বিশিষ্ট লোকের গৃহে আন্‌টুনী সাহেবের কবি গান হয়। আন্‌টুনীর নিকট তখন গোরক্ষনাথের অনেক বেতন পাওনা ছিল। তাই তিনি আন্‌টুনীকে বলেন যে, তাঁহার সমস্ত বেতন পরিশোধ করিয়া না দিলে নূতন আগমনী গান তিনি আর বাঁধিয়া দিবেন না। সাহেব ইহাতে বড়ই রাগান্বিত হন, এবং নিজেই আগমনী গান রচনা করিয়া সে আসর রক্ষা করেন। গোরক্ষনাথের অধিকাংশ গান এখন দুষ্প্রাপ্য।

ভাগ্যে যা আছে তাই হবে সই,
কি হবে ব্যাকুল হলে ?
এখন ভ্রান্তি পরিহরি, বাঁচাও সই কিশোরী,
হরিমন্ত্র শুনাও প্যারীর শ্রবণ-মূলে ॥
কেন ব্রজধাম, ত্যজে যাবেন শ্যাম,
রাধার দুঃখের কপাল না হলে !
মনে জ্ঞান হয়, জন্মান্তরে,
আমরা কৃষ্ণ হরি সখি, নি'ছিলাম কার।
বুঝি সেই শাপে এ মনস্তাপে,
দহিল প্রাণ গোপিকার।
নহিলে যার নামে বিপদ যায়,
প্রাণ সঁপে সেই শ্যামের পায়,
রাধার প্রাণ যায়, গোকুল ভাসে দুঃখসলিলে ॥
গিয়াছেন মধুপুরে শ্রীকৃষ্ণ ত্যজিয়া শ্রীবৃন্দারণ্য,
কারে বল সই, শুন্‌তে রাধার যন্ত্রণা।
ওযে শ্যামের চরণ-চিহ্ন, সখি ঐ যার পদচিহ্ন,
সেই মাধব যখন দুঃখ বুঝ্‌লে না।
অরণ্যে রোদন, করিলে এখন,
ঘুচ্‌বে না মনের বেদনা।
রাধার সুখের কপাল তো নয়,
তা হ'লে কি এমন দশা হয় ?
কাঁদে কৃষ্ণহীন হয়ে রাধা, পড়ে ভূতলে ॥

(২)

প্রাণ তুমি আর পথে এসো না।
শুধু দেখা, দিবে সখা, সে তো তা মনেতে বুঝেনা
তুমি যার, এখন তার, পূরাও বাসনা।
তোমা হতে সুখ যা হবার।
প্রাণ তো হোয়ে বোয়ে গিয়েছে আমার।
দেখা হোলে মরি জ্বলে,
এমন দেখা সখা আর দিও না ॥
আগে তোমায় দেখ্‌লে সখা,
হোতো পরমো আহ্লাদ।
এখন তোমায় দেখ্‌লে ঘটে হরিষে বিষাদ।
এসো বলো বলা হলো দায়।
কি জানি কে গিয়ে সখা, বোলে দিবে তায়।
সে তোমাকে, আমার পাকে, করিবে লাঞ্ছনা ॥
উচিত নয় রসময়, হেথা আসা এখন।
নূতন রঙ্গিনী তোমার করিবে ভর্ৎসন।
আমায় বরং সখা, দিও দেখা, যুগ-যুগান্তে।
অনাদর নাহি কোরো নব্য প্রেমেতে।
নবরসে সে যে রঙ্গিণী !
প্রাণ হোয়েছে তোমার প্রেমের অধীনী।
আমায় যেমন জ্বলিয়ে ছিলে,
প্রাণ তারে এমন জ্বালা দিও না ॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

রাম বসুর পরবর্ত্তী—ইনিও একজন প্রসিদ্ধ কবিগীতিরচয়িতা। রাম বসুর ন্যায় আসরে বসিয়াই প্রতিপক্ষের গানের উত্তর-রচনায় ইনি বিশেষ নিপুণ ছিলেন। কালীঘাটের সখের দলে এবং ভোলা ময়রা, লক্ষ্মীনারায়ন যোগী, বলরাম বৈষ্ণব, হরিমোহন বন্দ্যো, নীলু পাটুনী প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগের দলে, ইনি গান রচনা করিয়া দিতেন। ইঁহার রচিত প্রায় সকল গানই বিশুদ্ধভাবমূলক ও কবিত্বপূর্ণ। মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন যে দলের বাঁধনদার নিযুক্ত হইবেন, তখন সেই দলেরই প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিত। অনেক সময় ইঁহাকে গান-বাঁধনদার নিযুক্ত করা লইয়া, কবিওয়ালাদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিত।

পুরবাসী বলে উমার মা,
তোর হারা তারা এল ঐ !
শুনে পাগলিনী প্রায়, অমনি রাণী ধায়,
বলে—কৈ মা উমা কৈ ?।
কেঁদে রাণী বলে, আমার উমা এলে !
একবার আয় মা, একবার আয় মা,
একবার আয় মা ! করি কোলে।
অমনি দুবাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি',
অভিমানে কেঁদে রাণীর বলে।
কৈ মেয়ে ব'লে, আন্‌তে গিয়েছিলে !

তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ,
জেনে, এলাম আপ্‌না হ'তে, গেলেনাকো নিতে,
রব না গো, যাব দু'দিন গেলে ॥
পরের ঘরে মেয়ে দিয়ে মা, মায়া কি পাসরি।
কৈলাসেতে বলে আমায় সবাই ;—
"তোর কি মা নাই ? তোর কি মা নাই ?"
অমনি সরমে ম'রে যাই ॥
তাদের বলি, আমার পিতে, এসেছিলেন নিতে,
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে ॥
আমার মনের ব্যথা, আছে মনে গাঁথা,
মা, কি বলিবে অন্যে, পিতৃদত্তা কন্যে ;
চক্ষে দেখে দিলে পাগল স্বামী, সকলি জান তুমি,
এ কি ক'বার কথা !
ঘরেতে সতীনের জ্বালা গো, তাও ত শুনেছ সব।
শিব-সোহাগিনীর প্রায়, রেখেছেন মাথায়,
সদাই কলকল রব।
তরঙ্গিণীর অভিমানের কথা,
আমার সয় না, আমার সয় না,
আমার হয় না স'হ্যতা।
আমি ভাবি কোথা যাব, কোথায় গে জুড়াব,
কাঁদি ব'সে বিল্ববৃক্ষমূলে ॥
হিমালয় আর কৈলাস শিখর,
নহে দূর যাতায়াতে ;—
মনে হ'লে মা ! দিনে শতবার,
তত্ত্ব নিলে ত পার মা নিতে।
বাৎসল্য ভাবেতে তাচ্ছল্য, কি সে,
শুনি, কহ মা।
আমি হ'তেম তোমার মা, জানাইতাম মা,
মায়ের কত স্নেহ মা !
তোমার কঠিন হৃদয়, পিতাও নিদয় ;
হোক্ মা, ও হোক্ মা !
একবার তত্ত্ব ত নিতে হয় !
আমি এ সুখ শরদে, মরি মনের খেদে,
কথার কথায় কোন্ বা ব'লে পাঠালে ॥

এসে মাধবের মধুধাম,
কৃষ্ণপদে প্রণাম ক'রিয়ে দুতী কয়,
বংশীধর, বহুদিনের পর,
ও চাঁদবদন দেখ্‌লাম দয়াময়।
ফিরে চাও, চাও, চাও হে কালশশী,
সংগোপনে দুটো মরমের কথা তোমায় জিজ্ঞাসি।
তুমি ব্রজের ধন, কৃষ্ণধন, গোপীর সর্ব্বস্বধন,
হরি—শুনি বিক্রীত হ'য়েছ এই মথুরায় ॥
কি ধন দিয়ে শ্যাম, কুব্জা কিনেছে তোমায় !
আমরা ভক্তিধন, প্রেমধন,
দিয়ে সব গোপীগণ, শ্যাম, ল'য়েছি শরণ ;
তবু রাধানাথ, স্থান দিলে না রাঙা পায়।
এমন ধন, কও হে পেলে সে কোথায় ॥
আমরা ধন মন প্রাণ, তোমায় দিয়ে জন্মের মতন,
তোমার রাঙা চরণে আছি বিকায়।
তুমি হ'লে না সানুকূল, মজালে গোপীকুল,
এখন অকূল পাথারে গোকুল ডুবে যায় ॥
আমরা আহিরিণী, মনে জানি সার,
শ্যামধনের তুল্য মূল্য, ত্রিজগতে নাই।
হে তোমার তুল্য, তুমি অমূল্য নিধি,
মূল্য দিতে সাধ্য কার।
তবে কি জানি কি অর্থ, কি গূঢ় পদার্থ,
আছে হে কুব্জার ঠাঁই ! সেই ধন, দুর্লভ রতন,
পেয়ে কৃষ্ণ মোহিত হলেন তাই।
এমন ধন আর কিহে কারো আছে !
দ্রব্যগুণে, তোমার শ্রীঅঙ্গ, কুব্জার অঙ্গে মিশেছে
তুমি ভুলাও জগতের মন, ভুলালে তোমার মন,
সেই ধন এখন, কাঁদালে ব্রজের ব্রজগোপিকায় ॥

তুমি ব্রজেতে প্রেমের দায়, বিক্রীত রাধার পায়,
কৃষ্ণধন, রাধার কেনা ধন, হ'য়েছ একবার।
সে ধনে অন্যের নাহি অধিকার ॥
শুনি, কও কও কও হে চিন্তামণি,
মরি খেদে, কেন কৃষ্ণধন থাক্‌তে রাই কাঙ্গালিনী।
ক'রে রাইপক্ষে পক্ষপাত, হ'লে হে কুব্জার নাথ,
হরি, মোলো দুঃখে রাই, একবার চক্ষে দেখ লেনা
হোক্ হোক্ পূর্ণ হোক্ কুব্জার মনের বাসনা ॥
কুব্জা ক'রেছে চন্দন দান, বাড়ালে দাসীর মান,
তাই বামে দিলে স্থান।
কিন্তু, রাধার বই কুব্জার শ্যাম, কেউ বোল্‌বে না।

বোঝা ভার, শ্যাম হে তোমার, করুণা।
যথা রও, তার হও হে, দেখ বুঝে;
অগ্রে রাধা, রাধা নামের পর,
তোমার কৃষ্ণের নাম সাজে।
আছে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম, বিখ্যাত যুগল নাম,
হরি, মধুর যুগল ভাব লুকাতে তো পারবে না।
ষোড়শ গোপিনী শ্রীবৃন্দারণ্যে, তার মধ্যে রাধা,
গোপীপ্রধানা, ধন্য মান্য রাজকন্যে।
সবে দাস্যক্রিয়া ক'রে, পেলাম না তোমারে,
কুব্জার ফল্লো ফল;—স্বপনে তাও ত জানিনে,
ওহে চন্দনদানের এত ফল॥
আমরা ত ফুল তুলসী দিতাম সখা,—
ওহে হরি, ভাল, তাতেও ত ছিলহে চন্দন মাখা,
বুঝি কৃষ্ণসাধনের ফল, ভাগ্যগুণেতে ফলে ফল,
সে ফল অভাগী গোপীর ভাগ্যে ফোল্লো না।
নিভৃত নিকুঞ্জে দেখেছি সবাই,
বিহারিতে রঙ্গে বিনোদবিহারী,
সাথে বিনোদিনী রাই।
লিখে দাসখত স্বহস্তে, শ্রীমতীর শ্রীহস্তে,
দিলেহে কুঞ্জেতে, দয়াময়, তা ত মনে হয়,
সে খতে সাক্ষ্য আছেন ললিতে॥
তোমার সেই দাসখত লও হে হরি,
খাতক গেল, মিছে খত রেখে,
কি করিবেন রাই কিশোরী।
নিজ কর্ম্মের ফল পেলেন রাই,
তোমার দোষ কিছুই নাই.—হরি,
কিন্তু মর্ম্মচ্ছেদ ক'ল্লে ধর্ম্মে সবে না॥

দুই রাজ্যে দু'জন রাজা, বল প্রজা হ'ব কার।
তুমি রাজা, ব্রজে রাই রাজা,
কৃষ্ণ আমরা দোহাই দিব কোন্ রাজার।
ললিত বিসাখা, বৃন্দে চিত্ররেখা, আসি মধুধাম,
রাজসভায়, রাজসম্বোধনে কয়,
রাজা কৃষ্ণে ক'রিয়ে প্রণাম।
শুন শুন ওহে বনমালী, ব'লি ব'লি,
সব মনের দুঃখের কথা তোমায় ব'লি।
আমরা কোথায় যাই, ব্রজে রইলেন রাই,
তুমি রইলে, পেয়ে কংসের রাজ্যভার।
অস্তে এলাম তাই শ্যাম হে যমুনার পার।
থাকি ব্রজে, একবার মনে ক'রি;
তা কি পারি শ্যাম, তোমায় না দেখে প্রাণে মরি,
এলে মথুরায়, মন ব্রজে ধায়,
প্রাণ কাঁদে হে, বিচ্ছেদে সেই শ্রীরাধার।
যখন কুঞ্জে ছিলে হৃষীকেশ,—
প্রেমরাজ্যের কথা হ'য়েছে শ্রীরাধার হে;
ব্রজের রাজ্য ছিল রামরাজ্যের প্রায়,
নাহি ছিল দুঃখের লেশ।
পরমসুখেতে গোপিকাগণ হে ক'রিত সুখে বাস,
উঠ্‌তো নিত্য রসের লহরী,
রাধাকৃষ্ণে করিতে বিলাস!
এখন কৃষ্ণ, হওয়াতে অন্যথা, দাঁড়াই কোথা,
কোন্ রাজ্যে থাক্‌লে ঘুচিবে মনের ব্যথা।
একবার মধুবন, আবার বৃন্দাবন,
যাতায়াত পরিশ্রম, সহে না আর॥

রাই শত্রু রেখো না হে শ্যাম রায়,
বধ ক'রে ব্রজের রাধারে,
সুখে রাজ্য কর লয়ে কুব্জায়॥
বৃন্দে গে কৃষ্ণে কয়, শুনেছি দয়াময়,
ক'ল্লে ত সকল শত্রুনাশ।
ক'রে ধ্বংস, প্রধান শত্রু কংস,
যদুবংশের বাড়ালে উল্লাস॥
তোমার আর এক শত্রু ব্রজে আছে,
সে মোলে সব কণ্টক ঘোচে,
মোলে, সেও হে প্রাণেতে বাঁচে;
রাজার নন্দিনী, হ'ল বিরহিণী,
বল হে, কত দুঃখ সবে আর॥
ঋণের শেষ, শত্রুর শেষ, রাখ্‌লে প্রমাদ ঘটায়॥
তুমি হ'য়ে রাধার প্রেমের ঋণী,
তায় করলে কাঙালিনী,
তোমার ও গুণ জানি জানি,
এখন বধিলে রাধার প্রাণ, বাড়িবে অধিক মান,
মুক্ত হবে রাধার প্রেমের দায়॥

তোদের মধুপুরে আছে—
শ্রীরাধার প্রাণের বৈরী কোন্ নারী।

কেমন রমণী সে, তারে দেখা গো,
একবার দেখি গো,
শুনেছি গো, তারি প্রেমে,
বিক্রীত হয়েছেন সেই শ্রীহরি।
যত মথুরা নগরী, মধুর রাজ্য হেরি,
বৃন্দে কয় বিনয় বচন।
দাঁড়া গো, একবার দাঁড়া গো,
তোরা দু খিনীর দুটো কথা শোন্।
বড় বিপদে প'ড়ে তোদের রাজ্যে আমার আসা।
আমরা গোকুলের গোপিনী,
শ্যাম তাপের তাপিনী,
গোবিন্দ ক'রেছেন এই দশা॥
এই মথুরা নগরে, কুব্জা নাম্ কে ধরে,
এখন যারে, কৃষ্ণ ক'রেছেন নূতন সুন্দরী।
বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করি।
তারে দেখি নাই গো, লোকের মুখে এ নাম শুনি
সে যে ব্রজের ধন, কৃষ্ণধন, রাধার সর্ব্বস্ব ধন,
সেই ধনের গ্রাহক সেই রমণী।
বড় রসিকা সেই ধনী, রসিকমনোমোহিনী,
প্রেমের ফাঁদে প'ড়েছেন রসিকচাঁদ বংশীধারী।
তোমরা মধুপুরের কুলাঙ্গনা,
আমরা ব্রজের ব্রজাঙ্গনা,
দেখা হওয়া ভার, কথা কই গো সার,
ওগো, ভাগ্যক্রমে আজ এখন,
পেলাম যদি দরশন, শুধাই সমাচার;
তোরা যাস্‌নে গো, যাস্‌নে গো,
বোস্‌গো একবার।
দেখে গোপিকা সামান্যে, করিস্‌নে অমান্যে,
যে জন্যে এলাম তাই শোন্;
পরধন নাহি প্রয়োজন,
সদা নিজধন ক'রি অন্বেষণ॥
একজন তোদের দেশে ছিল,
আগে কংসের দাসী;
এখন কংসের আর রাজ্য নাই
দাসীর দাসীত্ব নাই,
সেই দাসী হ'ল রাজ-মহিষী।
তোমরা জান কি গো তারে, যে এই মধুপুরে,
রাধার গলার নীলকান্তমণি ক'রেছে চুরি॥

ওগো কুব্জা গো, আমায় ব'লে দে গো,
মন্‌চোরের বাসা কার ঘরে।
ব্রজগোপীর মন চুরি কোরে,
এসেছেন মধুপুরে, সেই চোর—এই চোর,
ব্রজের মাখনচোর, এমন চোরের
মন চুরি ক'ল্লে কোন্ চোরে।
এই ব্রজের ব্রজনাথ,
ব'লিয়ে ধরে হাত, বৃন্দের আনন্দহৃদয়।
ঈষৎ ভঙ্গি ছলে, কথার কৌশলে,
গিয়ে দূতী, কুব্জার প্রতি কয়।
ওকি কর গো রাজমহিষী, বেরো গো,
আমরা সব আহিরিণী, কৃষ্ণপ্রেমকাঙ্গালিনী,
ব্রজের আমার বৃন্দে নাম কমলিনীর দাসী।
তুমি রাজপাটের ঈশ্বরী, আমরা ব্রজনারী,
এনেছি তোমার কাছে চোর ধ'রে।
হ'রে মন, আছে কে এমন,
বল গো, বল গো আমারে।
তাই ভাবি গো, ভাবি মনে,
কুব্জা গো, যার রূপে জগৎ ভোলে,
কার রূপে সে জন ভোলে,—বল গো,
সে কি মনচুরীর মন্ত্র কিছু জানে।
তারে দেখ্‌বো গো একবার, কি আকার,
কি প্রকার, কি গুণে বেঁধেছে শ্যামে, প্রেমডোরে॥
ব্রজনারী বুঝ্‌তে নারি, মনচোরের মন করে হরণ,
এমন্ মোহিনী-বিদ্যাসিদ্ধ কোন নারী!
শুনেছি পুরাণে, সমুদ্রমন্থনে,
সুধা করিলেন বিতরণ; গিয়ে মনোমোহিনীর
বেশে নারায়ণ, ভুলাইলেন মহাদেবের মন।
ও কার আছে গো এমন সাধ্য, যে হে জগদ্বাধ্য,
জগতের দুরারাধ্য ধন গো,
এমন কে আছে তারে করে বাধ্য!
সে যে কি মন্ত্র পেয়েছে, কোথায় কি জেনেছে,
কি গুণে বেঁধেছে নটবরে॥

বুঝি নিব্‌ল রাধে,
তোমার অন্তরের কৃষ্ণবিরহ অনল।
হেরে অন্তরে কালাচাঁদ, অন্তরের পুরাও সাধ,
অন্তর কোরনা আর নীলকমল॥

চিন্তা নাই, চিন্তামণির বিরহ ঘুচিল,
এত দিনের পর!
অন্তর জুড়াও গো কিশোরি!
হেরে অন্তরে বাকা বংশীধর॥
যে শ্যাম বিরহেতে ছিলে কাতরা নিরন্তর,
সেই চিকন কালো, হৃদে উদয় হলো,
এখন সুশীতল কর গো অন্তর।
যদি অন্তরে অকস্মাৎ, উদয় হ'লো রাধানাথ,
আছে এর চেয়ে বল কি আর সুমঙ্গল॥
এ সময়ে পরশিতে ব'লো না, হয় পাছে অমঙ্গল
বিধি এই করুন,
ঘুচুক শ্যামবিচ্ছেদ রাই তোমার।
ও গো চন্দ্রমুখি, কৃষ্ণসুখে সুখী
তোমায় সদা দেখি, সাধ সবাকার।
রাধে, তোমার দুখ আর নাহি সহে,
গোপিকার করিলেন মাধব আজি,
বিরহানল বুঝি সুশীতল॥

কাল স্বপনে মাধব আমার কুঞ্জে এসেছিল।
রজনীতে, ছিলাম শ্যাম সহিতে, ললিতে গো!
প্রভাতে সেই শ্যাম কোথায় গেল॥
দিবসে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ মনে ভাবিয়ে,
নিশিতে নিকুঞ্জে ছিলাম নিদ্রিত হ'য়ে।
আমি দেখিলাম ও গো সখি,
মৃদু সহাস্য বদন, রমণীরঞ্জন,
কালবরণ বাঁকা আঁখি।
যুগল করে কর ধরি, বলে—"প্যারি,
কেমন আছ বল বল॥"
কি ছলে শ্যাম ছলিতে এল!
বলে—"উঠ গো রাই চন্দ্রমুখি!
তোমার হেমাঙ্গে প্রিয়ে, শ্যামাঙ্গ দিয়ে,
একাঙ্গ হ'য়ে থাকি।
ক'রে আমার নিদ্রাভঙ্গ, দিয়ে ভঙ্গ,
ত্রিভঙ্গ অদেখা হ'ল॥
কুসুম শয্যা ক'রে, শ্রীমন্দিরে,
আমি করেছি শয়ন;
ইতিমধ্যে শ্যামসুন্দর, যেন দিল দরশন।
মস্তকে মোহন চূড়া র'য়েছে হেলে;
বনমালা, গুঞ্জমালা, দুলিছে গলে।
বঁধুর অধরে মধুর হাসি;—
করে মুরলী ল'য়ে, ত্রিভঙ্গ হ'য়ে,
দাঁড়াল সম্মুখে আসি।
মনে হ'ল হেন, কুঞ্জে যেন,
কোটি চন্দ্র প্রকাশিল॥
সখি! ব্রজপুরী, পরিহরি,
গেছে যেই সে মাধব;
শুনি নাই আর, সেই হ'তে বঁধুর
শ্রীমুখের রব।
আজ একি দেখি সখি, অঘট ঘটন!
স্বপনে শ্যাম কহে—"প্যারি, আছ হে কেমন?"
আমার ধ'রে সই যুগল পদে;—
বলে—"হয়েছি দোষী, বিনয়ে তুষি,
অপরাধ ক্ষম শ্রীরাধে!"
ক্ষণে ভাসে নয়ন-জলে, ক্ষণে বলে,
"শ্রীমতি ত আছ ভাল॥"
এ যে স্বপ্ন কথা, প্রাণের ব্যথা,
ভয়ে করিনে প্রকাশ;—
কি জানি কি হয় ভাগ্যে, সদা ঐ মনে ত্রাস।
বলিতে ললিতে, আমার সিহরে হৃদয়;
কৃষ্ণের কথা কৃষ্ণ জানেন, আমার বলা নয়।
আমি গো সই, রাজনন্দিনী;—
কৃষ্ণ-প্রেমে মজিয়ে, কৃষ্ণ ভজিয়ে,
ছিলেম কৃষ্ণ-আদরিণী।
সে সুখে বঞ্চিল বিধি, কৃষ্ণ-নিধি,
পেয়ে পুন হারাইল॥

প্যারীর রাজত্ব-সুখেতে আর কায নাই,
বাঁচিলে প্রাণেতে বাঁচি।
বিচ্ছেদ-জ্বালা রাই জুড়া'ত, যমুনায় ঝাঁপ দিত,
কেবল আমরা তায় প্রবোধ দিয়ে রেখেছি॥
বৃন্দাবনেশ্বরী কিশোরী, যা বল সকলি সম্ভব;
হে মাধব, রাধার সে গৌরব,
গিয়েছে তোমা হ'তে সব।

ছিলেন ব্রজেশ্বরী রাই কিশোরী ;—
হ'রে রাজত্ব তুমি তার,
করেছ রাজপথের ভিকারী।
আমরা কথায় তো ভুলব না, শ্রীরাধার যন্ত্রণা,
এই মাত্র চক্ষে দেখে এসেছি ॥
কব কি যে সুখে গোকুলে আছি।
রাধার দ'সী যত সই ব্রজাঙ্গনা ;—
রাধার চরণ বই জানে না,
রাই মন্ত্র করে উপাসনা।
কৃষ্ণ, তোমরে হারা'য়ে, রাধার পানে চেয়ে,
আমরা সব প্রাণে বেঁচে রয়েছি ॥

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী।

ইনিও একজন কবির দলের গান-রচয়িতা ছিলেন। গদাধর ও কৃষ্ণমোহনের ন্যায় ইঁহারও নিজের কোনও কবির দল ছিল না। আন্টুনী সাহেব, রামসুন্দর স্বর্ণকার প্রভৃতির দলে ইনি গান বাঁধিয়া দিতেন। ইঁহার গানে রচনা-মাধুর্য্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীমতি, এই মিনতি রাখ গো আমার।
পাবে সময়ে কালাচাঁদ, ঘুচিবে এ বিষাদ,
সও গো সও অল্প দিন আর দুখের ভার ॥
হবি কি পাগলিনী, কমলিনি,
কৃষ্ণবিরহের দায় ?
ছি ছি ধৈর্য্য ধর, সহ্য কর দুখ,
সময়ে পাবে শ্যাম রায়।
আছে প্রমাদিনী ঐ যে কুটিলে ;—
সাধে কৃষ্ণসাধে বাদ, পরিবাদ
ঘটালে এই গোকুলে।
দুঃখ অন্তরে রাখ রাই, প্রকাশে কায নাই,
খটাসনে জ্বালার উপর জ্বালা আর।
জেনো সকলি কপালে হয়,
রাধে গো, দোষ নাই কা'র।
বাঁধ ধৈর্য্যগুণে প্রাণ, কিশোরি,
ভাব কৃষ্ণের অভয় পদ, ঘুচিবে এ বিপদ,
বিপদের কাণ্ডারী হরি।
ভাব একান্তে শ্রীকান্ত, হবে দুখ অন্ত,
হয় দুঃখান্তে সুখ, বিধি বিধাতার ॥

নাহি একান্ত জানি বিনা শ্রীরাধায়।
যতনে চরণে শরণ লয়েছি রাধার ;
এ দায়ে রাখেন রাই যদি পায়,
নতুবা নিরুপায়, মানের দায় সখি,
আমার প্রাণ যায় ॥
রাধার মাধব রাধার প্রেমে,
সদা গো বাঁধা আছি সই !
নাহি অন্য জনে জানি মনে সই,
একান্ত প্রাণের রাধা বই।
ব্রহ্ম সনাতনী, চিন্তা-স্বরূপিণী শ্রীমতী ;—
কৃষ্ণবিরহে কি ভয় তার, বিচ্ছেদ নাই শ্রীরাধার,
তুচ্ছ অনঙ্গে কি হবে তার দুর্গতি ॥
ইচ্ছাময়ী নাম শ্রীরাধার, রাই কৃষ্ণের মূলাধার,
ভিকারী আমি রাধার প্রেমের দায় ॥ *

একবার বলিস্ ত, আস্তে বলি মাধবকে,
প্যারি, তোর সম্মুখে।
ঐ দেখ কালিয়ে, কুঞ্জের বাহিরে দাঁড়ায়ে,
কেঁদে বল্‌তেছে—"দয়া কর রাধিকে !" ॥
প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণে, নিকুঞ্জের নিকটে,
হেরিয়ে বৃন্দে, শ্রীমতীরে কয় ;

* কাহারও কাহারও মতে এই গানটী গদাধর মুখোপাধ্যায়ের রচিত।

রাধে, কেঁদেছ যার আশাতে নিশিতে,
সেই শ্যাম প্রভাতে উদয়।
কৃষ্ণ অতি ম্রিয়মাণ, তাহে লজ্জা-ভয় ;—
মুখে আধ আধ ভাষা, গললগ্নবাসা,
কাতর মাধব অতিশয়।
দেখে রূপের ছাঁদ, পাছে রাই হয় উন্মাদ,
কৃষ্ণ আগে তাই পাঠিয়ে দিলেন আমাকে।
যদি স্বেচ্ছা হয় বল গো প্রধানা গোপিকে।
কৃষ্ণ সেজেছেন অতি বিপরীত ;—
যেন গ্রহণান্তে শশী, উদয় হ'ল আসি',
সর্ব্বাঙ্গে কলঙ্ক অঙ্কিত।
নাহি সর্ব্বাঙ্গে সুরাগ, হৃদে কলঙ্কের দাগ,
নাহি লাবণ্য কালাচাঁদের চাঁদ্‌মুখে॥

———

আমি অনন্ত, আমার অন্ত কেবা পায়।
কভু কুবুজায় সুন্দরী, করি হে সুন্দরি,
কখনো ধরি রাধার রাঙ্গা পায়॥
সকলে জানে সই, রসময়ই ! আমি ইচ্ছাময় ;
জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয়,
সই রে, আমা হ'তে হয়।
কভু ইচ্ছা ক'রে করি রাজত্ব ;—
করি কখনো রাখালি, কখনো রাধার দাসত্ব।
কভু গোষ্ঠে চরাই গোধন,
কভু গোপের উচ্ছিষ্ট করি হে ভোজন,
কভু বাঁশীর গানে ভুলাই গোপিকায়।
কভু ভিক্ষা করি মান,মানিনী রাধার মানের দায়।
কভু করে ধরি গিরি গোবর্দ্ধন ;—
ইন্দ্রদেবের ভয় হ'তে, রক্ষা করি গোপীগণ,
কভু পূতনা করি নিধন, কভু করি গো সখি,
কালীয় দমন,কভু উদুখলে বাঁধেন যশোদা আমায়।

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।

ইনিও কবির দলের গান রচনায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর প্রভৃতির দলে ইনি গান বাঁধিয়া দিতেন। গদাধর মুখোপাধ্যায় ও ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সঙ্গীত-রচয়িতাদিগের ইনি সমসাময়িক ছিলেন। ইনি মাথুর গান রচনায় বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। ইনি কবির দলের বেতনভোগী গান-বাঁধনদার-রূপে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন।

———

আজ কৃষ্ণ ! চল হে নিকুঞ্জবন,
প্রাণাহুতি যজ্ঞ করবেন রাই, লহ তারি নিমন্ত্রণ।
আছেন চন্দ্রমুখী রাই, চাহিয়ে ও চন্দ্রবদন॥
তুমি যে ছলে শ্যামরায়, এলে মথুরায়,
হ'য়ে এক যজ্ঞে নিমন্ত্রিত ;
করলে সে যজ্ঞ সমাধান,হ'ল তা জগতে বিদিত।
আবার এক যজ্ঞ হবে ব্রজধাম ;—
শীঘ্র আসি' তাও পূর্ণ কর শ্যাম !
আমরা অবলা গোপবালা,
অনেক দুঃখে ক'রেছি সব যজ্ঞের আয়োজন।
তুমি হে যজ্ঞেশ্বর দয়াময়,
তোমা বিনে যজ্ঞ নাহি পূর্ণ হয়।
মানসে মানসে রাই করিবেন সে যজ্ঞ,
তোমার ঐ শ্রীচরণে সমর্পণ॥
ক'রে যজ্ঞের সঙ্কল্প প্যারী
আছেন যজ্ঞ-বেদিতে বসিয়ে ;
সজল জলধরে করিয়ে ধ্যান,
তৃষিত চাতকিনী হ'য়ে।
তোমার বিচ্ছেদ হুতাশন, ক'রে সংস্থাপন,
সমিধ আপনারি অঙ্গ ;
যোগিনীর প্রায়, আছেন মৌনে,
ত্যজিয়ে সখীর সঙ্গ॥
ক'রেছেন রাই আত্মমনসংযোগ ;—
অপেক্ষা নাই সবই হ'য়েছে ত্রিযোগ।
আপনি কর্ত্তা হ'য়ে, সম্মুখে দাঁড়ায়ে,
দুঃখিনীর যজ্ঞ কর সমাপন॥

———

স্বজনি গো! আমায় ধর্ গো ধর,
বুঝি কি হ'ল আমারে।
নিবিড় মেঘের বরণ, দলিত অঞ্জন,
কে আসি' প্রবেশিল অন্তরে॥
দারুণ বসন্ত তাপে, কৃষ্ণ বিচ্ছেদে,
কৃষ্ণরূপ ভাবতে ভাবতে রাই;
হলেন অচেতন, ধরে সখীগণ,
রাইতে রাই যেন আর নাই।
তখন চৈতন্য পেয়ে কমলিনী কয়;—
এ কি দায়, বিশ্বম্ভরের প্রায়,
কে আমার হৃদয়ে উদয়?।
হেন জ্ঞান হয় আমার, ব্রহ্মাণ্ডের যত ভার,
পশিল আমার হৃদিপিঞ্জরে।
সই, ভাবিতে কেন অঙ্গ সিহরে!
একে শ্রীকৃষ্ণবিহনে দেহ শূন্য,
এতে অন্য ভার কি সয় গো সই!
এ দুঃখিনীর তাপিত অঙ্গেতে,
কে আসি' হ'ল অবতীর্ণ।
একে সহজে দানে ক্ষীণে মলিনে,
বিরহ-বিষেতে জ্বরা,
আমার আপনার অঙ্গ আপনি ভার,
বহিতে দুঃখের পসরা॥
আমার অকস্মাৎ কেন গো হ'ল এ .ন;
যেন এ দেহের সঙ্গেতে, করিছে প্রাণ আকর্ষণ
মনে ভাবি গো একবার, অন্তরে কি আমার,
দেখি গো হৃদয় বিদীর্ণ কোরে॥

এমন দুঃখের সময় কালাচাঁদ,
কেন দুঃখিনীর হৃদয়ে উদয়।
আমার অন্তরে প্রবল, বিচ্ছেদ দাবানল,
পাছে তাঁর শ্যামাঙ্গ সই, দগ্ধ হয়॥
অন্তরের ধন কৃষ্ণ, অন্তরে রাখিতে,
কার বা অসাধ?
কিন্তু ললিতে! কপাল গুণেতে,
ঘটিল হরিষে বিষাদ॥
কৃষ্ণবিলাসের সই, আমার এ অঙ্গ,
দুঃসহ কৃষ্ণবিরহ, তাতে আসিয়া জ্বালায় অনঙ্গ।
সে যে ত্রিভঙ্গ কালিয়ে, মানসে হেরিয়ে,
জুড়াই সই! তেমন কপাল আমার নয়॥

তোমার কমলিনী, কাল মেঘ দে'খে,
কৃষ্ণ ব'লে ধর্‌তে যায়॥
আমরা তায় বলি করে ধরি,
ও রাই, ধোর না গো ও নয় শ্রীহরি;
তবু, কৈকৃষ্ণ ব'লে, প্যারী মূর্চ্ছা যায়॥
রাধার নবম দশা হে'রে, ব্যাকুল অন্তরে,
সত্বরে আসি' কংসধাম।
শ্রীগোবিন্দে কহে বৃন্দে,
পদারবিন্দে করিয়ে প্রণাম।
ব্রজে শ্যামবিচ্ছেদে প্যারী প্রলাপ দেখে;—
(রাধানাথ হে!) তোমার রাই বলে,—
হৃদ্‌পদ্মের নীলপদ্ম নিলে কে!
কেন এমন হলেন প্যারী, নারী বুঝিতে নারি,
শ্যাম হে, তোমায়, সমাচার দিতে এলেম মথুরায়,
একি ভ্রান্তি হ'ল শ্রীরাধার, কহ শ্যামরায়।
কেউ বা বীণে লয়ে, বসন্তেরে,
বিনয়ে বীণের প্রতি খেদ জানায়।
ওরে ও বীণে! ব্রজে শ্যাম বিনে,
বীণে আজ শান্ত সুরস কে বাজায়॥
কেবল নারদ বাজায় বীণে, সে বিনে,
তুই সাজবিনে, বাজালে সুরস বাজবিনে;
বলি শোন্ বীণে রে, আমরা নবীনে রে;
বীণে কি নারীর করে শোভা পায়।
তুই ত যাবিনে রে, যাবিনে যথা শ্যাম রায়।
হরি বিনে মার বীণে,
তোর রসেতে আর ডুবিনে,
ও রস ভাবিনে রে—ও রস ভাবিনে;—
বলি বারে বারে, যা বীণে, যমুনা পারে,
না গেলে সেই মধুপুরে, কৃষ্ণ পাবিনে।
তুই কাষ্ঠের বীণে, বসন্তে রে,
কৃষ্ণবোল বল বীণে—বল বিপদ যায়॥

মনের দুঃখে বনে ভ্রমণ ক'রে রাই,
বনফুলের মালা গেঁথে পাঠালে।

আছ কুব্জার প্রেম সম্বোধনে,
ব'সে রাজ সিংহাসনে; হাদে হে চিকণকালা!
রাই দিলে চিকণ মালা,
ও মালা কার গলায় দিব মধুমগুপে॥
কুসুম-হার করে ল'য়ে,
বৃন্দে নিবেদন করে কৃষ্ণের পায়;
বধু হে, এলে রেখে, শ্রীমুখ না দেখে,
শোকে রাই অশোক বনে সীতার প্রায়॥
তোমার মধুর শ্রীবৃন্দাবন, কুঞ্জবন ফেলে রাধে,—
মনের বিষাদে, তোমার বিচ্ছেদে;—
বসন্তে কিশোরী, বনে ভ্রমণ করি,
"কোথায় হে বনমালি!" ব'লে কাঁদে।
রাধার চক্ষের জল চন্দনমাখা,
মালায় আছে রেখা, লেখা কৃষ্ণনাম;
কৃষ্ণ, তায় পথে পথে কাঁদালে॥
ক'রে চিত্র বিচিত্র সাজালে।
(শ্যাম হে, তোমার গরবিনী রাই)
বনের কুসুম তুলে, নানা জাতি, জাতি যূথি,—
দগ্ধ হয়ে শ্যাম শোকে,
মুগ্ধ মধুর বন দে'খে শ্যাম হে!
তোমার গরবিনী রাই,
মধুর ভাবে গেঁথেছিল মধুমালতী॥
হ'য়ে বিচ্ছেদ ব্যাকুল, বকুল ফুল,
গেথে মালা প্যারী সে জ্বালায়;
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, গেথে কৃষ্ণকলি,
মূর্চ্ছা যায় কৃষ্ণ ব'লে পড়ে ধূলায়।

কৃষ্ণ, দেখ হে, একবার দেখে যাও,
বসন্তের প্রাণান্ত হ'ল।
ব্রজের দুঃখানল, রাধার শোকানল,
প্রবল হয়ে বিচ্ছেদ দাবানল,
তোমার ঋতুরাজ সদৈন্যে পুড়ে মোলো॥
বসন্তে শ্রীকান্তে সম্বোধিয়ে,
বৃন্দে কয় ব্রজের বিবরণ;
কৃষ্ণ হে, কৃষ্ণতাপে দগ্ধ,
তোমার সেই মধুর বৃন্দাবন।
শুক শারী ডাকে না হে কৃষ্ণ ব'লে;
মধুকরের মধু মধু রব, সে রব নাই হে;
কোকিল নীরবে ব'সে আছে তমালে।
হ'ল সুখহীন বৃন্দাবন, শুন মধুসূদন!
এ মধুর কাল কলে শুকাল॥
কেন শ্যাম, তা'য় গোকুলে পাঠালে বল।
ব্রজধামে ঋতুরাজের আগমনে,
নব নব, তরুলতা সব,
সুখে মুঞ্জরিয়ে ছিল কুঞ্জকাননে।
তাহে মলয় সমীরণ, জ্বালায়ে হুতাশন,
বৃন্দাবন সেই অনলে দহিল॥

বল উদ্ধব হে, কি লিখন কাঙ্গালিনী দেখালে।
সজল আঁখি, মলিন বদন দেখি,
কি দুঃখের দুঃখী,
কৃষ্ণ অকস্মাৎ মূর্চ্ছাগত রাই ব'লে।
বৃন্দাবন-বাসিনী আজি কি প্রমাদ ঘটালে॥
শ্রীকৃষ্ণের হস্তে হস্তলিপি কার,
দিলে কোন ক্ষণে, পত্র দৃষ্টি মাত্র চিত্ত চমৎকার,
যেন ছিন্নমূল বৃক্ষপ্রায়,
পড়লেন এই রাজসভায় হরি,
যেন শক্তিশেল বিঁধলো হৃদ-কমলে॥
শ্রীকৃষ্ণের ভাবোন্মাদ, হেরিয়ে সে সংবাদ,
উগ্রসেন উদ্ধবেরে কয়,—ওহে কৃষ্ণ সখা,
দেখ দেখহ কৃষ্ণের কি ভাব উদয়।
যেন কি ধন হয়েছেন হারা,
কি মনের দুঃখে,চক্ষের বারি বক্ষে বহিছে ধারা।
হয়ে কার মায়ায় মোহিত, ধূল্যবলুণ্ঠিত,
হরি ত্যজে রত্নাসন, কালবরণ ভূতলে।
দুখী তাপী কত দেখতে পাই,
এই মথুরাজ্যধামে এসে যায় হে।
এমন কাঙ্গালিনী, শ্যাম মনমোহিনী,
কখন ত দেখি নাই।
কাঙ্গালিনী বুঝি নয় সে,
নারীর বুঝতে নারি কি লীলে,
সে কোন্ মনোমোহিনী, দিয়ে মোহিনী,
দিলে কৃষ্ণের মন মোহিয়ে।
মায়া করে এসে মথুরায়, কাঙ্গালিনীর বেশে,
কৃষ্ণধন কাঙ্গালের পাছে লয়ে যায়।
নারী মায়াবী, জানে ছল, নয়নে বহে অশ্রুজল,
আগে আপনি কেঁদে শ্যামকে কাঁদালে॥

ভবানী বেণে।

ভবানীচরণ গন্ধবণিক—"ভবানী বেণে" নামে প্রসিদ্ধ-লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর নিজের কবির দল ছিল, এবং নিজেও কবির গান বাঁধিতে পারিতেন। বর্দ্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনার সন্নিকট সাতগেছে গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। স্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতার উপনগর বরাহনগরে ইনি সপরিবারে বাস করিতেন। এক সময়ে ইহাঁর কবির দলের বিশেষ সুখ্যাতি ছিল, এবং সেই দল হইতে ইনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

বোঝা গেলনা হরি, তোমার কেমন করুণা।
জানা গেল—নাহি নারীবধের ভাবনা।
ত্যজে ব্রজেতে কিশোরী, এলে মধুপুরী,
পুরাতে কুবুজার মনো বাসনা।
সকলি বিস্মৃতো, ব্রজনাথ, হোলে কি একোকালে
তোমার দোষ নাই, গোপীর ছিল কপালে।
ভেবে দেখহে গোকুলে, করিলে কি লীলে,
তা কি তোমার পড়ে না মনে।
শ্যাম, নন্দ উপানন্দ সুনন্দ,
আরো রাণী যশোমতি।
হা কৃষ্ণ যো কৃষ্ণ, কোথা প্রাণেকৃষ্ণ,
বোলে লোটায় ক্ষিতি॥
আরো শুন হরি, নিবেদন করি, ব্রজেরো সমাচার
কি কব মাধব, সে অতি চমৎকার।
ব্রজ-গোপিকা সকলের, নয়নের জলে,
কেবলো প্রবলো হেরি যমুনা॥

সখি কও শুনি সমাচার আসিবেন সে হরি পুনঃ
কি ব্রজে আর।
হবে কি আমার হেন কপাল আবার॥
মথুরা নগরে মাধবেরো দেখে এলে
কিরূপ ব্যবহার।
না হেরে নবীন জলধররূপ, আকুল চাতকী জ্ঞান,
দিবা নিশি আমার সেই শ্যাম-ধ্যান।
জীবনযৌবন ধনপ্রাণ, হরি বিনে সকলি আঁধার।
হায় ভূপতি নাকি হয়েছে হরি,
মধুপুর-সুখবিলাসী,
স্বরূপ কহনা সেখানে রাজার কোন মহিষী॥
ব্রজের চুড়া-ধড়া নাকি ত্যজেচেন শ্যাম রায়।
কুবুজা নাকি বামে শোভা পায়॥
ব্রজের দুখের কথা শুনে হরি
কি দিলেন উত্তর তার॥

একবার কুঞ্জবনে কৃষ্ণ বলে ডাক্‌রে কোকিলে।
মধুর কুহুধ্বনি শুনে, তাপিত প্রাণ,
জুড়াবে গোপীগণে।
নীরব হয়ে বসে কেন রইলি তমাল-ডালে॥
জুড়াবে গোকুলবাসী গোপী সকলে,
শুনাও মধুমাখা মধুস্বর, ওরে পিকবর,
রাধার কর্ণকুহরে।
সুমধুর স্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।
জানি দুঃসহ বিরহ ও নামে নির্ব্বাণ হয়,
কৃষ্ণ-প্রেমের জ্বালা যাবে কৃষ্ণনাম নিলে॥
বসন্ত সময় ব্রজে হল না বসন্তের অভ্যুদয়,
দূতী কৃষ্ণবিচ্ছেদে মনের খেদে কোকিলেরে কয়,
সেই বৃন্দাবনচন্দ্র শ্যাম বৃন্দাবনে নাই,
দুঃখের কি দিব সংখ্যে, কৃষ্ণপদ পঙ্কে,
অঙ্গ ফেলে আছে রাই;
জুড়ায় কমলিনীর জীবন,
ব্যথার ব্যথী এমন কে;—
ওরে পক্ষ, হও সাপক্ষ, দুখিনী বলে॥
আমরা দুখিনী গোপী বিরহিনী কৃষ্ণবিরহে,
দেখরে বিহঙ্গ, বনে ত্রিভঙ্গ, অনঙ্গে অঙ্গ দহে,
কৃষ্ণ হয়েছে রাধার কলেবর,
শোনরে ওরে পিকবর,
সে পায় জীবন এখন ওরে কৃষ্ণনাম শুনালে॥

মানিনী শ্যামচাঁদে রাবে কি অপরাধে।
কে গেল বল গো শুনি এ বাদ সেধে॥
ঠেকিলাম আজু এ কি প্রমাদে।
ম্লান শশীমুখো কেন লো রাই,
হেরি গো আজ্ এত আহ্লাদে॥

এই দেখে এলাম,
শ্রীকৃষ্ণ সহিতে হাস্যকৌতুকে,
ছিলে গো রাই অতি পুলকে;
ইতিমধ্যে বিচ্ছেদো অনল
উঠিল কি বাদানুবাদে॥

দাশরথি রায়।

দাশরথি রায় বাঙ্গালার পাঁচালী রচয়িতাদিগের সম্রাট। তাঁহার রচিত পাঁচালী বাস্তবিক নবরসের অমৃতভাণ্ডার। আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী অতীত হইতে চলিল, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু আজিও বঙ্গদেশে এমন নগর বা গ্রাম নাই, যেখানে আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে তাঁহার নাম শুনিতে পাওয়া যায় না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইতে বর্ণজ্ঞানশূন্য কৃষক পর্য্যন্ত আজিও সকলেরই মুখে সমস্বরে তাঁহার পাঁচালীর সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাসাদবাসী ধনী হইতে পর্ণ-কুটীর-বাসী দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলকেই তিনি মোহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত পাঁচালীর পালাগুলি—ভাষা ও ভাবের রত্নাকর—আমাদের দরিদ্র বাঙ্গালা ভাষার অতুল সম্পত্তি।

সন ১২১২ সালের মাঘ মাসে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার সন্নিকট বাঁধমুড়া গ্রামে দাশরথি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায় এবং মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। দেবীপ্রসাদের চারি পুত্র; তন্মধ্যে দাশরথি দ্বিতীয়। তাঁহার মাতুলের নাম—রামজীবন চক্রবর্ত্তী; মাতুলালয়—পীলা-গ্রামে। শৈশব কাল হইতে দাশরথি মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। প্রচলিত বাঙ্গালা শিক্ষার পর, তিনি কিছু কিছু ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করেন। তবে বাল্যকালে অন্য শিক্ষার অপেক্ষা গীতবাদ্য শিক্ষাতেই তাঁহার অধিকতর আগ্রহ ছিল। যৌবনের প্রারম্ভেই উক্ত গ্রামের স্ত্রী-কবিওয়ালী অক্ষয়া পাটনীর কবির দলে তিনি প্রবেশ করেন। সেই কবির দলের গান ও ছড়া তিনিই রচনা করিয়া দিতেন। তাঁহার এইরূপ প্রবৃত্তি দেখিয়া, তাঁহার মাতুল মহাশয় বড়ই বিরক্ত হন; এবং অনেক চেষ্টার পর কোনও আত্মীয় লোকের সাহায্যে সে দল হইতে তাঁহাকে ছাড়াইয়া আনিয়া এক নীলকুঠিতে তিন টাকা বেতনের মুহুরীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই সে চাকুরীতে জবাব দিয়া দাশরথি আবার সেই অক্ষয়ার কবির দলে প্রবেশ করেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের পুনরায় মাথা হেঁট হয়। গ্রামস্থ সকলের ভর্ৎসনায় অবশেষে দাশরথির মনে একদিন হঠাৎ কেমন ঘৃণা জন্মায়, এবং সেই দিন হইতে তিনি উক্ত কবির দলের সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করেন।

জীবনে তিনি যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, এই বার তাহার বীজ অঙ্কুরিত হয়। এইবার নিজে পালা রচনা করিয়া তিনি নিজেই একটি পাঁচালীর দল সৃষ্টি করেন। দেখিতে দেখিতে সেই অঙ্কুরিত বীজ ফলপুষ্পসুশোভিত এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত পাঁচালীর সুখ্যাতি একবারে দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তৎকালে বাঙ্গালার এমন জেলা, এমন মহকুমা, এমন গ্রাম বা নগর ছিল না, যে স্থান, রসরাজ কবিবর দাশরথি রায়ের অমৃতময়ী পাঁচালীর বিজয়-ঘোষণায় প্রতিধ্বনিত না হইত। প্রথমে লোকে যে দাশরথীকে তিনটি মাত্র টাকা দিয়া পাঁচালীর গান করাইত, শেষে শত মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইলেও সেই দাশরথি তাঁহাদের দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিলেন। এই পাঁচালীর দল হইতে তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পীলাগ্রামে এক সুন্দর অট্টালিকা এবং দুইটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সন ১২৬৪ সালের ২রা কার্ত্তিক কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী তিথিতে সজ্ঞানে তাঁহার গঙ্গালাভ হয়।

সুরট—ঝাঁপতাল।

মম মানস! সদা ভজ, দ্বিজ-চরণ-পঙ্কজ।
দ্বিজরাজ করিলে দণ্ড বামনে ধরে দ্বিজরাজ॥
হরিতে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য নাহি পান বিধি,
সে রোগের ঔষধি কেবল, ব্রাহ্মণ-চরণ-রজঃ॥
যার গমন দ্বিজরাজে, নখরে দ্বিজরাজ সাজে,
দ্বিজপদ-শোভিত ব্রজরাজ-হৃদয়-সরোজ।
ভ্রান্ত হ'য়ে পদে পদে, হেন দ্বিজের অভয় পদে,
দাস না হয় দাশরথি দুখ পায় সে দোষ নিজ॥

ললিত—ঝাঁপতাল।

হর নির্দ্দয়, হরি নির্দ্দয়, মোরে হর-কামিনি!
তুমি যদি নিস্তার-পথ কর ত্রিপথগামিনি!
স্বীয় কর্ম্ম-দোষে ভবে, পেয়ে দুখ পদ পদে,
হ'লে পতিত পদে পতিতে রাখো,
পতিতপাবনি! পদে, শুনে ধরেছি পদ,
হরি-পদ-রজ-বিহারিণি!
আশুধিয়ে পীতাম্বর, হর পূজে না পেয়ে বর,
বড় দুখ পেয়েছি গিরিবর-নন্দিনি!
জীবনান্ত জেনে অন্তে, এসেছি তব জীবনে,
এখন, জীবনরূপিণি গঙ্গে!
তোমা বিনে ত্রিভুবনে,—
কে আছে আর দাশরথির দুঃখ-নিবারিণী।

সুরট-মল্লার—ঢিমে-তেতালা।

আয়রে, দেখ্‌লে রূপ হরের নয়ন উথলে।
ভূভার হারিণী স্বয়ং ভূতলে।
শশী আসি নখবাসী, তরুণ অরুণ আসি পদতলে।
হেরি যোগেশ্বরকামিনী, স্বরূপিণী সৌদামিনী,
হতমানিনী, গগনে সঘনে চলে।
মরি কি রূপ-মাধুরী, হিমগিরির-কুমারী,
হেমগিরি মলিন দুখানলে।
নন্দ-হিতার্থে, কৃষ্ণের প্রীত্যর্থে,
জনমিল যোগমায়া আসি, যশোদানন্দিনী-ছলে।
ত্রিলোচনী এলোকেশী, স্বরূপসী খর্ব্বকেশী,
শশী মসী-দোষী মুখ-মণ্ডলে।

শ্রুতি-নাসার তুলনা, শ্রুতি-মূলেতে মেলে না,
অতুলনা ললনা শ্রুতি বলে,—
দাশরথি শুন, পাবি দরশন,
কর জ্ঞান-চক্ষুযোগ, যোগমায়ার পদ-কমলে॥

সিন্ধু-মল্লার—কাওয়ালী।

সে কি কালো দেখে এলি কাল যা'য়!
কালের কাল যায়, সে কাল-পূজায়,
সেই কালো-দরশনে, জীবের কাল-দরশন যায়।
আমি ভাল জেনে তোরে ভালবাসি লো অন্তরে,
ভাল শুনিবার তরে সে তো ভাল নয়!
আজ, ভাল জানা গেল, তোর ভাল নয় লো ভাল,
ভাল হলে হতো ভালে ভালোদয়।
কাল ভালরূপ জেনে ভালরূপ,
শশিভাল যাঁকে ভাল বাসে,—
তোর ভাল লাগে না তায়!
ও জটিলে একি ঘটে, থেকে জলধি-নিকটে,
জলাভাবে যাবে জীবন পিপাসায়!
দাশরথি! কেন জল, গুণজলধির জল,—
যত দূরে মিলে গিয়ে, ঢাল কায়!
ও-পার মিল রে,—জনমিল রে—
জল-রূপিণী জাহ্নবী ঐ জলদ-বরণ-পায়॥

খাম্বাজ—পোস্তা।

যে ভাবে তারা-পদ, ঘটে কি তার আপদ,
সে পদ ব্রহ্মপদ, মুক্তিপদ-প্রদায়িনী॥
কি আর করিবে কালে, মহাকাল যাঁর পদতলে,
ডাকিলে জয় কালী ব'লে,
কাল ভয়ে পালায় অমনি॥
মায়ের মায়া অনন্ত, অনন্ত না পায় অন্ত,
কালহরা কালীমন্ত্র তারিণী ত্রিগুণ-ধারিণী॥
মা আমার দক্ষিণে কালী, কখন বা হন করালী,
কখন হন বনমালী, কভু রাধা মন্দাকিনী॥

সিন্ধু ভৈরবী—কাওয়ালী।

ব্রজধামের তুল্য ধাম আর কোথাও নাই।
সঘনে বদনে কেবল হরি ধ্বনি শুন্‌তে পাই॥

কৃষ্ণ-প্রেমে সবে মত্ত, ভুলে গেছে সকল তত্ত্ব,
বলে কৃষ্ণের তত্ত্বকথা বল ভাই।
পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা, তাদের মুখে কৃষ্ণ-কথা,
অনুকম্প অনুগতা, জানে কেবল তাহারাই॥

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

আয়রে কানাই আয়রে গোঠে রজনী পোহাইল।
ডাকিছে ঐ সঘনে ধেনু, গগনে ভানু উঠিল॥
বেরো রে রাখালের রাজা, শ্রীনন্দের নন্দন,
করেতে কর মুরলী, কটিতে ধটী বন্ধন,
রাখালমণ্ডলী-মাঝে নেচে নেচে চল॥
ও ভাই! মায়ে বল বুঝাইয়ে,
দিবে তোরে সাজাইয়ে,
অলকা-আবৃত করি বদন কমল,—
মোহন চূড়ে বকুল-মালা মদনের মনোহারী,
শিরোপরি শিখি-পুচ্ছ ওরে বঙ্ক-মাধুরি!
গলে গুঞ্জমালা যাতে ভুবন করে আলো।

অহং ঝিঁঝিট—খং।

বলরাম রে! আজি মোর নীলমণি-ধনে
গোষ্ঠে বিদায় দিতে পারব না।
কুস্বপন দেখেছি কালি,
না জানি কি করেন কালী, রে,—
যেন কালীদহে ডুবেছে আমার কালিয়ে সোণা।
ইথে যদি দ্বন্দ্ব করে, নন্দ মন্দ কয় আমারে,
এ পাপ সংসারে রব না রে,
গোপালকে লয়ে ঘরে ঘরে,
রাখিব প্রাণ ভিক্ষা ক'রে,
তবু গোপালের মা-যশোদা নাম থাকবে ঘোষণা।

ঝিঁঝিট—খং।

দেখ দেখ মা দেখ দুর্গে!
নীলমণি তোর বনে যায়।
আমি রাখাল সঙ্গে দিই নাই গোপাল,
দিলাম মা তোর রাঙ্গা পায়॥
দাসীরে করুণা করি, সঙ্কটে রেখ শঙ্করি!
(মাগো) আমি সবে-ধনে পাঠাইলাম বনে,
মা কেবল তোর ভরসায়॥

তারা-হারা হ'য়ে,—তারা!
দেই বনে নয়নের তারা,
মাগো! তুমি করুণ নয়নের তারা,—
বিতরণ কর বাছায়॥

অহং ঝিঝি—খং।

ওকে যায় গো কালো মেঘের বরণ!
কালো রতন রমণী-রঞ্জন॥
মোহন করে মোহন বাঁশী,
বিধুমুখে মধুর হাসি, সই!
আবার কটাক্ষে চায়, নাচায় দুটি নয়ন খঞ্জন॥
নিরখে বিদরে প্রাণী, ঘেমেছে চাঁদবদন খানি,
লেগে দারুণ রবির কিরণ গো,—
কুলের শঙ্কা না থাকিত,—সই!
তবে বসনে ঢাকিতাম গিয়ে ও বিধুবদন॥

ললিত-ঝিঝিট—একতালা।

কানাই! একি ভাই! রইলি প্রভাতে অচৈতন্য!
উঠিল ভানু, ও নীলতনু,
যায় না ধেনু বেণু ভিন্ন॥
অঞ্জন আঁখি যুগলে, গুঞ্জ-হার পর রে গলে,
কদম্ব-মুঞ্জরী পরি, সাজাও যুগল কর্ণ।
পর ধড়া, মোহন চূড়া, ব্রজের চূড়া, ও নীলবর্ণ।
রাখাল সাজে, রাখাল মাঝে,
নেচে নেচে চল অরণ্য॥
গা তুলে যাও, শীঘ্র সাজাও,
গোষ্ঠে যাবার রূপ-লাবণ্য।
তোর কালো কায়, দিক অলকায় করি চিহ্ন॥
সাধ ক'রে তোয় সেধে বলি,
যখন ক্ষুধায় আমি কালি,
তুই এনে মিলালি, বনমালি! বনে অন্ন॥
একদিন বনে, রাখালগণে,
বিষজীবনে জীবন শূন্য।
দিলি জীবন:কানাই, তুলনা নাই গুণে অন্য॥

ললিত—একতালা।

আমার এই কথাটী পাল,
আজি রেখে গোপাল,
গোপালের গোপাল ল'য়ে যা ছিদাম।
ওরে, কাঁচা ঘুমে আমার,
উঠিলে অবোধ কুমার,
ক্ষীর দিলেও হবেনা আঁখির জল-বিরাম ॥
যায় না ধেনু গোপাল না গেলে পর,
গোপালের মাথার চূড়া মাথায় পর,
ধর মুরলীধর, তুই মুরলীধর হয়ে যা রে,—
বাছার মত যাবি আর বাজাবি অবিরাম।
গোপাল-বেশে হও রে গোপালে প্রবেশ,
সাজিবে তোকে বেশ, প্রাণ-গোপালের বেশ,
তুই বাজালে বেণু, অমনি ফিরিবে ধেনু,
তার কি ভয় রে, ধেনু চিনিবে না রে ছিদাম,
ছিদাম কি তুই শ্যাম ॥

ললিত—ঝাঁপতাল।

আয় রে গোষ্ঠে যাই রে কানাই,
গগনে উঠেছে ভানু।
চঞ্চল চরণে চল, ভাই! চঞ্চল হয়েছে ধেনু ॥
অঞ্চল ছাড়িয়ে মায়ের শিরে পর মোহান চূড়া,
মুরলীধর! মুরলী ধর, কটিতে পর পীত ধড়া,
অলকা তিলক অঙ্গে পর নীলতনু ॥

খাম্বাজ—যৎ।

বাঁশীর রব শুনে কানে,
মন কেনে সই এমন করে।
রাখিতে পীতবাসে সদা বাসে অন্তরে ॥
বাসে বাস পরিহরি, সাধ করি হেরিতে হরি,
জীবন যৌবন কুল শীল,
সঁপি শ্যামের কমল করে ॥

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল।

শ্যাম জলদবরণ বামে, রাম রজত-গিরি দক্ষিণে।
দেখে যশোদা যুগল কক্ষে,
যুগল-রূপ যুগল নয়নে ॥
পদতলে তরুণ অরুণ কিবা শোভা করে,
নখরে পতিত কোটি কোটি সুধাকরে,
ঐ রূপ হেরিতে সাধ ত্রিলোচনে ॥
দাশরথি কুমতি অতি, কি হবে তার ভবে গতি,-
সঙ্গতি ও ধন বিনে,—
তায় হয় কি দৃষ্ট, রামকৃষ্ণ—
যুগল রূপ যুগল নয়নে ॥

বাহার—কাওয়ালী।

যায় কালো কালো বলিলি লো জটিলে!
হৃদয়ে ভেবে ঐ কালো, জয়ী হলেন মহাকাল,
কালকূট গরল-পান কালে কালে ॥
হেরিয়ে সে রূপ কালো, অন্তরেতে জাগিছে,—
সদা বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত আছে এ কালো পদতলে;-
যখন চিনিতে নারিলি কাল,
তোর ত নয় ভাল ভাল,
তোর জলাভাবে গেল জীবন,—
থেকে জলধিজলে ॥

ললিত-ঝিঝিট—একতালা।

প্রাণ যায়! এ সময় একবার আয় রে কানাই!
ও রাখালের জীবন! জীবন রাখ রে,
ও জীবনধর-বরণ!
জীবনান্ত-কালে আসি, দেখা দে রে ভাই!
আমরা বিষ-জীবন-পানে, ত্যেজেছিলাম প্রাণে,
তোর কৃপা-কৃপাণে সে জ্বালা নিভাই,—
ব্রজে বেজেছিলি, (গিরিধর রে!)
গিরি ধ'রে করে,—
আজি বুঝি গিরিগুহে জীবন হারাই ॥
ভাই! তোর মহিমা যে, থাকে মহী মাঝে,
যদি গিরি-মাঝে আজ দেখা পাই,—
ও নীলকমল-তনু! ঐ দেখ কাঁদে ধেনু—
না শুনে মধুর বেণু,
ভবে, নিরুপায়ের উপায় ও পায় ভিন্ন নাই ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—পোস্তা।

যাবনা করি মনে, মন কি মানে বাঁশী শুনে।
বাঁশীতে মন উদাসী, হই দাসী শ্রীচরণে ॥

মনে হয় মানে বসি, হেরব না আর কালো-শশী,
কাল্ হলো মোহন বাঁশী, না হেরিলে মরি প্রাণে
পারিনে কেহ সহচরি! রাখতে মোর মনকে ধরি,
কালাচাঁদ--প্রেম-ডুরি, বেঁধে মনে বনে টানে॥

খাম্বাজ—যৎ।

ওগো সজনি! রাই-অঙ্গ সাজাব, দিয়ে কি ভূষণ।
ও যার, রূপে রইল ঢাকা, রাকা-শশীর কিরণ॥
রাই রমণীর শিরোমণি, ও অঙ্গে সাজে না মণি,
যার ভূষণ শ্যাম-চিন্তামণি, চিন্তে মুনিগণ॥
বর্ণনে যার বর্ণ হারে, তায় সাজে কি স্বর্ণ-হারে,
যেরূপ হেরিয়ে হরে, মুনি জনার মন॥

ললিত—ঝাঁপতাল।

নিরখিতে ব্রজরাজে, ত্যজি কুল-লাজে,
গতি নিন্দে গজরাজে, চলে ব্রজরাজ-রাণী।
ভাবে অঙ্গ ঢল ঢল, প্রেমে আঁখি ছল ছল,
বলে, সখি! চল, চল, যেন চঞ্চল হরিণী॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া।

কেমনে প্রাণ ধরি, না হেরে মাধব-মাধুরী,
ধরো না, ননদি! তোমার চরণে ধরি॥
কৃষ্ণপ্রেম-কৃষ্ণানলে, তিষ্ঠে না মন গোকুলে,
জলে রাই-চাতকী,—বিনে কৃষ্ণ-প্রেম-বারি॥
গোকুল-রমণীগণে, গেলে কৃষ্ণদরশনে,
আমি, বিচ্ছেদ-হুতাশনে কেমনে তরি।
হরি ব্রহ্ম পরাৎপর, আমারে কি হলো পর,
আমি জানি পূর্ব্বাপর, আমারি হরি।
যদি আমি বুঝাই মনে, মনোহর ভেবো না মনে,
মন তাতে মন-অভিমানে, মরে গুমরি।
পূরাইতে মনোরথ, কৃষ্ণপদে মন রত,
সংসারে বিরত মন, দিবা-শর্ব্বরী॥

জয়জয়ন্তী—যৎ।

তুমি হে কমলাকান্ত! এত ভ্রান্ত কি কারণ।
নাশিতে রাবণে কর, বনপশু-আরাধন॥
তোমার নামেতে নিস্তার, হরি!
ভবসিন্ধু—জগজ্জন॥
গোলোকেতে বিরাজিত, তুমি ইন্দ্রাদি-পূজিত,
তুমি কাঁদ শক্তি বিনে, শক্তি কাঁদে
অশোক বনে হে!
আবার শক্তিশেলে মরে প্রাণে,
তব প্রাণের লক্ষ্মণ॥

বারোঁয়া—যৎ।

যদি ভক্তের মান ঘুচাতাম রাধিকে!
তবে ভৃগুমুনির পদচিহ্ন কেন আমার বুকে॥
আমি ভক্তের ভক্ত রাধা!
ভক্তপ্রেমে বন্দী সদা,
নৈলে কেন নন্দের বাধা, বহি আমি মস্তকে।
দ্বিজ দাশরথি দীন, তার কি যাবে দুখে দিন,
দীনবন্ধু বলি যদি দিনান্তরে ডাকে॥

সিন্ধু-ভৈরবী—পোস্তা।

কালো রূপ নৈলে তোমার কি শোভা
রাই কমলিনি!
সেজেছো শ্যাম-জলদের বামে, রাধে!
সৌদামিনী॥
তুমি শ্যাম-অঙ্গের ভূষণ,
তোমার ভূষণ চিন্তামণি।
হয়েছে স্বর্ণ-লতায় জড়িত নীলকান্ত মণি॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।

কুঞ্জ-কাননে কালী, ত্যজে বাঁশী বনমালী,
করে অসি ধরে শ্রীরাধাকান্ত।
শ্যামা-শ্যামে ভেদ কেন কর রে জীব ভ্রান্ত॥
পীতাম্বর পরিহরি, হরি হলেন দিগম্বরী,
মরি মরি! হেরি কি রূপের অন্ত।
কিবা, কালোপরে কালো-শশী,
লোলজিহ্বা এলোকেশী,
ভালে শশী, অট্টহাসি, বিকট দন্ত॥
যে গোবিন্দ-পদদ্বয়ে, সগন্ধ তুলসী দিয়ে,—
সুর-নরে সাধে সারা দিনান্ত।
দিয়ে সে চরণে রাঙ্গা জবা,
রঙ্গিণী রাই করে সেবা,
কে পারে শ্যাম চিন্তামণির ভাবে অন্ত॥

খাম্বাজ—যৎ।

একি তোমার বিপরীত রীত হে গুণমণি।
তোমার পাদপদ্মে পদ্ম কেন,
কেন তায় সুরধুনী ॥
কমলময় সকলি দেখি, কমল কর,
তায় কমল আঁখি,
শ্রীঅঙ্গ নীলকমল বামে রাই কমলিনী।
কমল-মুখ তায় কমল হাসি,
কমল-কর তায় কমল বাঁশী,
কমলা-সেবিত কমলপদ-দুখানি ॥

বাহার—যৎ।

তুমি রাই হতে কি বড় ভাব হরি!
তুমি অগতির গতি,
তোমার গতি রাই-কিশোরী ॥
কৃষ্ণ! তোমার নামের গুণে,
হরে বিপদ ত্রিভুবনে,
তোমার বিপদ হলে, বাজাও রাই ব'লে বাঁশরী।
রাই হতে যে তোমায় মানে,
তা দেখিছি দুর্জ্জয় মানে,
বাকী কি শ্যাম! অপমানে,
সাধিলে চরণে ধরি ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—পোস্তা।

ঐ দেখ, আস্‌ছে আয়ান, বাঁশিবয়ান! বনমাঝে।
বিপদে যায় হে জীবন, মধুসূদন!
তোমায় ভ'জে ॥
দুষ্ট দেখেছে মোরে, লুকাবো কেমন ক'রে,
কিঞ্চিৎ স্থান আমারে, দাওহে অভয়-পদাম্বুজে।
রাখ করুণা করি, তব করুণায়,—শ্রীহরি!
সহস্র-ঝারায় বারি, এনেছিলাম আমি ব্রজে ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—পোস্তা।

দণ্ডিতে প্রাণ, খণ্ডিতে মান,
দুষ্ট আয়ান এসেছিলো।
সাধ পুরাতে সাধের বন্ধু,
শ্যাম আমার আজি শ্যামা হলো ॥
যারে ছিদাম! ত্বরায় বলো,
দেখুক রে সখা সুবল,
শ্রীমতীর এই সুমঙ্গল, শ্রীমধুমঙ্গলে বলো ॥
সেজেছে সুন্দরী তারা,
শ্যাম আমার নয়নের তারা,
ভালে তারা সেজেছে ভালো;—
যে অধরে নন্দরাণী, দিত রে ক্ষীর নবনী,
বংশীধরের অধরে আজ, যোগিনী সুধা সঁপিল ॥

ললিত—একতালা।

বেদে পায় না অন্ত, নামটী যাঁর অনন্ত,
তাঁর অন্ত কি পায় সামান্যে।
হ'য়ে ঐ চরণ অভিলাষী, শিব যাতে উদাসী,
কমলা যাঁর দাসী, ত্রিলোক-মাঝে ॥
কিঙ্কর যে চরণে রত্নাকর আপনি,
পদ নখাশ্রিত চন্দ্রকান্ত-মণি—
শিরে যাঁর শোভা করে কৌস্তুভমণি,
সেই চিন্তামণি,—
ভবে মুক্তিদাতার চিন্তা মুক্তার জন্যে ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি ধন গর্ব্বে ধরেছ রাণি!
যে রত্ন-কিরণে আলো হলো ধরণী;—
ও পদ-পরশে হয় কত রত্ন মণি ॥
তোর নীলমণি যে বক্ষে লয়,
মনের তিমির হয় লয়,
কটাক্ষে উৎপত্তি-লয়,—করেন বেদেতে শুনি ॥

সুরট-মল্লার—ঢিমে তেতালা।

সই গো! ডুবিলাম ঐ রূপ-সাগরে!
এই গোকুল নগরে, আছে কে হেন সুহৃদ-
আসি তরঙ্গে রাধারে ধরে ॥
মরি কি রূপ-মাধুরী, নীলোৎপল-বল নিল হরি
দিল লাজ নীল গিরিবরে ॥
কাল তো কত দেখি লো,
সখি লো! একি লো কালো,
অখিল ভুবন আলো করে।

ভবে এ নীল ধন কে আনিলে,
বিনি মূলে তরুমূলে,
ও নীলবরণ কিনিল মোরে ॥
আমি একা কোথা রাখি,
কিছু ধরো গো ধরো গো সখি!
রূপ আমার আঁখিতে না ধরে।
কোটি আঁখি দিলে বিধি,
কিছু কাল ঐ কালনিধি—
হেরিলে আঁখির দুঃখ হরে।
ঐ যে কালরূপ, বিশ্বরূপারূপ,
দাশরথি কয়, শ্রীমতি! দেখ নয়নমুদে অন্তরে ॥

বাহার—কাওয়ালী।

আর কি করি করি, বলো গো বৃন্দে।
শ্রীহরির প্রতিকূলে, কায কি সই গোকুলে,
হারালাম অকূলে অনুকূল শ্রীগোবিন্দে ॥
ধন মন কুল শীল সঁপিলাম যাহারে,
সে ত্যজিল,—না দিল স্থান চরণারবিন্দে ॥

ললিত—ঝাঁপতাল।

অপরূপ বিশ্বরূপ, হেরে হয় মন মোহিত।
নাল গিরিবরে যেন, কনকলতা-জড়িত ॥
কদম্বতলেতে আসি, যুগল শশী মিলিত ॥
হেরি শশী হলো মসী, ভয়ে পলায় মন্মথ।
ও যুগল পদাম্বুজদল, দাশরথির বাঞ্ছিত,
ভবের ভাবনা যাবে কি করিবে রবিসুত ॥

ললিত—একতালা।

প্রেমে মত্ত চিত্ত,—যে ধন
ত্রিলোচন বুকে রেখে!
তাকি পায় শ্যামা! সামান্য লোকে,
ওমা কালি কালবারিণি!
কালের শঙ্কা কে না রাখে।
মা তোর ধর্‌তে চরণ কার এত বুক্,
হাত দিবে তোর কালের বুকে ॥
অভয়া! তোর অভয়চরণ
অভিলাষী আর হবে কে?
করে স্বহস্তে সই, শিবকে চরণ,
দিয়েছ সনন্দ লিখে ॥

সুরট—কাওয়ালী।

হায় হায়! লজ্জায় প্রাণ যায়,
গিরিজায় পূজে যায়, পতি পাব অবিলম্বে।
সেই নবনী-চোর, নবীন নাগর,
ঐ যে গোবিন্দ, লইয়ে বসন উঠেছে কদম্বে ॥
আছে কি ভাবে মত্ত হয়ে, রাধার বস্ত্র লয়ে,
আছে রাধার নাম-অবলম্বে।
রমণী দুঃখে ভাসে, ও গিয়ে বৃক্ষে হাসে,
সুখ-আশে পড়েছি বিড়ম্বে।
হরি করি সাধ, হরিষে বিষাদ,
আর কি আছে ভাগ্যে
মোদের এই তো আরম্ভে ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

তোমার এ কেমন বাসনা, হরি!
কুলবধূর নিলে বাস হরি,—
আর কতক্ষণ জলে বাস করি,
যাব আমরা বাস, ওহে নিদয় পীতবাস!
বাস দিয়ে বাজাও বাঁশরী ॥
শীতে ঋতু শীতল, জলে কাঁপে কায়,
কি কর হে জলদকায়!
রমণী বিরহে দহে, এ রসে পৌরুষ কি হে!
এই যে শুনিলাম তুমি রসবিহারী ॥
কত সাধের সাধনায় তোমায় সাধিলাম,
সাধ না পূরালে হে শ্যাম!
অধিনীদের হবে কান্ত,
তাতো হলো না হে একান্ত,
অধিকান্ত একি হে লাজে মরি ॥

ললিত—একতালা।

জলে স্থলে রই, তোমার অন্ত কই,
অন্তরীক্ষে আমি আছি হে সখি!
কে পায় অন্ত মম, অনন্ত মোর নাম,
অন্তরীক্ষে জীবের অন্তরে থাকি ॥
আমি-ভিন্ন স্থানে লুকাবে কিরূপ,
অপরূপ আমার নামটী বিশ্বরূপ,
নৃসিংহ-রূপে, দনুজ ভূপে, নাশিতে হে,—
আমি স্তম্ভ মধ্যে গিয়া প্রহ্লাদে রাখি।

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

ননদিনি বলো নগরে,—সবারে।
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে॥
কাজ কি বাস,—কাজ কি বাসে,
কাজ কেবল সেই পীতবাসে,
সে থাকে যার হৃদয়-বাসে,
ওলো! সে কি বাসে বাস করে॥
কাজ কি গো কুল! কাজ কি গোকুল!
গোকুলের কুল সব হ'ক প্রতিকূল,
আমিত সঁপেছি গো কুল—
অকূল-কাণ্ডারীর করে॥

আলিয়া—একতালা।

রাধে! কে চিনিতে পারে তোমায়।
এলে গোলোক করি শূন্য, ধরায় অবতীর্ণ,
পাতকীর কুল উদ্ধারিবার জন্য,
জগৎকর্ত্রী ত্রিলোক-মান্য
ভব মান্য করেন যায়॥
রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা বলে বেদে,
চারি ফল হয় উৎপন্ন ঐ পদে,
দৃষ্টি মুদে যে জন পদ ভাবে হৃদে,
এড়ায় শমনের দায়॥

ঝিঁঝিট - মধ্যমান।

প'রে অকলঙ্ক শশীর হার গলে।
কালা-কলঙ্কিনী নাম রটালে সব প্রতিকূলে।
হরি ত্রিলোক-পূজ্য জগৎমান্য,—
যে ভজে সেই ধরায় ধন্য,
হলো সেই পদ ভ'জে অধন্য,
অগণ্য রাই—এ গোকুলে॥

ললিত—একতালা।

কি শোভা হইল কুঞ্জে রাধাশ্যামে।
নীল-গিরি যেন জড়িত হেমে॥
চরণ-নখরে, হেরে সুধাকরে,—
চকোরী চোকরে ভ্রমিতেছে ভ্রমে,—
দাস দাশরথির—দুঃখে নয়ন গলে,
ঐ পদ-যুগলে, পাব কি চরমে॥

বেহাগাদি জংলা—খেমটা।

আমি তব আশ্রিত,—প্যারি!
যাহা মোরে আজ্ঞা কর, তাই ত আমি করি॥
তব নাম চূড়া'পরে, রাখিয়াছি যত্ন ক'রে,
ঐ নাম বংশী ধ'রে গাই দিবস শর্ব্বরী॥
শুন রাধা রসময়ি! তোমা ছাড়া আমি নই,
যথায় তথায় ঐ, নাম পান করি;—
দাসখত লিখে দিয়া, কোটালি করিলাম গিয়া,
তোমার তরে যোগী হৈয়া, কুঞ্জ-দ্বারে ফিরি॥

বিভাস—আড়া।

উঠ উঠ উঠ রে কানাই!
গো চারণে বেলা হ'ল, উঠ রে ত্বরায় যাই॥
গত সব রাখালগণ, দাণ্ডাইয়া সর্ব্বজন,
তব অপেক্ষা কারণ, দেখরে প্রাণের ভাই।
ধেনু বৎস হাম্বা-রবে, (কৃষ্ণ!)
ডাকিছে তোরে সবে,
কেন আছ মৌন-ভাবে,
কিছু বুঝিতে পারি নাই॥

বাহার বাগেশ্বরী—খয়রা।

তবে আনতে বারি, চল্‌লেম হরি!
ওহে নন্দের নন্দন।
দেখ নাথ, দয়াময়! দাসীরে না কর বঞ্চন॥
একেতো অবলা নারী, কুল লাজ ভয় করি,
শুন শুন বংশীধারি! হয় পাছে কলঙ্ক-রটন।
কুটিলে দুষ্ট ননদী, সদা তোমার বিবাদী,
ঐ ভয়ে সদা কাঁদি, সে দোষ কর ভঞ্জন!

খাম্বাজ—একতালা।

মূলের লিখন জানি আমি।
সকলেরি মূল হে গোবিন্দ! তুমি।
কোথা যাবে অন্য মূলের অন্বেষণে,
অমূলক কথা শুনি না শ্রবণে,
মূলমন্ত্র-গুণে,—মূলাধারে তত্ত্ব—
পেয়েছি, হে ভবস্বামি॥

পরজ—একতালা।

এ কলঙ্ক তোমার,—কালা!
কলঙ্কী হয় রাজবালা!
যার গলে হে, গোকুলচন্দ্র! অকলঙ্ক
চাঁদের মালা॥
যে চাঁদে করেছে দূর, সদানন্দের মনের অন্ধকার,
রাধার পক্ষে ঘট্‌লো কি দায়!
খাট্‌লো না সে চাঁদের আলা॥
নাথ হে;—গোকুলের মাঝে,
কুলকন্যা হ'য়ে কুল ত্যজে—
অকূলের কাণ্ডারী ভ'জে, রাই হলো না
কুলোজ্জ্বলা॥

—

ললিত-বিভাস—ঝাঁপতাল।

হৃদি-বৃন্দাবনে বাস, যদি কর কমল-পতি!
ওহে ভক্তপ্রিয়! আমার ভক্তি হবে রাধা-সতী॥
মুক্তি-কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপ-নারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী,স্নেহ হবে মা যশোমতী॥
আমার,—ধর ধর জনার্দ্দন!
পাপ-ভার গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংস-চরে,ধ্বংস কর সংপ্রতি।
বাজায়ে কৃপা বাঁশরী, মন-ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে, পুরাও ইষ্ট, এই মিনতি॥
আমার প্রেমরূপ-যমুনা-কূলে,
আশা-বংশী-বট-মূলে,
সদয়-ভাবে, স্বদাস ভেবে, সতত কর বসতি।
যদি বল রাখাল-প্রেমে, বন্দী আছি ব্রজ-ধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার,
দাস হবে হে দাশরথি॥

—

খট্‌-ভৈরবী—একতালা।

যদি ঘুচাও শ্যাম! কলঙ্কিনী নাম—
বল্‌বে গোকুলে সকলে সাধ্বে।
দেখিব কেমন দয়া, যদি দাও দাসীরে,—
একবার দরশন,—মহাকালের ধন!
ওহে কালবারি! কাল-বারির মধ্যে॥
অকলঙ্ক রাধার হবে হে পরীক্ষে,
দেখবে হে ত্রৈলোক্যে যক্ষে রক্ষে—চক্ষে
দিলে দাসীর পক্ষে, লজ্জা-রক্ষে ভিক্ষে,
বাক্যে কেবল তোমার চরণ-পদ্মে॥
এ ভার—কি ভার, ভূভারহারি! তাতো জানো,
করাঙ্গুলে ধর গিরি-গোবর্দ্ধন,
করে কর দিবাকর-আচ্ছাদন,
অসাধ্য সাধন তোমার সাধ্যে॥

—

আলিয়া—একতালা।

এখন যা কর হে ভগবান!
ছিদ্র-ঘটে বুঝি বিপদ ঘটে, হরি!
কিন্তু আন্‌তে যদি নারি এই বারি,—
তবে এই বারি, ওহে দুঃখ-বারি!
বারিতে ত্যজিব প্রাণ।
অসম্ভব সব তোমাতে সম্ভব,
প্রহ্লাদে রাখিতে স্তম্ভেতে উদ্ভব,
দাসীরে প্রসন্ন হও হে মাধব!
কুম্ভে হয়ে অধিষ্ঠান॥
শঙ্কা এই,—কৃষ্ণ নামের হবে নিন্দে,
ভাসাইলে দুখিনীরে নিরানন্দে,
করলে বুঝি নাথ! চরণারবিন্দে—
স্থান দিয়ে অপমান॥

—

জয়জয়ন্তি—কাওয়ালী।

তোরা কেনে সখি! বলিস রাধার জয়।
তোরা বল্ গো, সই! শ্যাম-চাঁদের জয়॥
তারি জয়ে জয়, দ্বারী জয় আর বিজয়,—
জয়ন্তী সনে, বলে জয় জয় বদনে,—
যাতে মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যুঞ্জয়॥
গিয়ে জল আন্‌তে নয়নে না ধরে জল,
জলাকার দেখি সকল,
যত চক্ষে জল ঝরে, ডেকেছি শ্যাম-জলধরে,
জলাধারে হলেন হরি, আপনি উদয়॥
আমার এ কুম্ভমাঝে কৃপাসিন্ধুর জল,
এ আমার শ্যামের উজ্জ্বল,—
যে পদে জন্মে গো ধনি! জলরূপা সুরধুনী,
এ ঘটে জল আনি, করি তাঁরি পদাশ্রয়॥

সুরট—ঝাপতাল।

বাম-ভাগেতে শ্যামমোহিনী,
শ্যামচাঁদ শোভিছে দক্ষে।
কি শোভা যুগল-রূপ, যশোদার যুগল কক্ষে॥
ব্যাকুলা হয়ে নন্দ-নারী, বলে কিছু বুঝিতে নারি,
রাই হেরি কি শ্যাম হেরি,
কোন রূপের করি ব্যাখ্যে॥
কিবা বর্ণ রাধা-কমলিনী, স্বর্ণ-সরোজিনী জিনি,
নীলমণি নির্ম্মল আমার নীলকান্তাপেক্ষে;—
দাশরথি কহে বিশিষ্ট, পাপ-নয়নে নহে দৃষ্ট,—
একঅঙ্গ রাধাকৃষ্ণ, একবার দেখো জননি জ্ঞানচক্ষে

আলিয়া—একতালা।

আসার আশা আর কেন গো বৃন্দে!
অস্তাচলে সখি! ভানু প্রকাশিবে,
কুমুদী মুদিবে,—
হ'লে দিবে কি এনে দিবে গোবিন্দেন॥
দেহ-পিঞ্জরেতে ছিল প্রাণ-পাখী,
কৃষ্ণ-প্রেমাহারে দিয়ে তারে রাখি,
সে পাখী আজি প্রাণ হারায় সখি!
প'ড়ে প্রাণকৃষ্ণ-আশা ব্যাধের ফাঁন্দে॥

সুরট—একতালা।

দাসীর কুঞ্জে থাক এ শর্ব্বরী!
করি কৃপা-দান, কর এ বিধান,
করুণানিধান হরি॥
তব জন্য সহ গুরুর গঞ্জন,
কর হে বিশ্ব-বিপদভঞ্জ!—
তুমি মনোরঞ্জন, এসো নিরঞ্জন!
নয়নের অঞ্জন করি॥
পূর্ণব্রহ্ম! কর পূর্ণ অভিলাষ,
কিঞ্চিৎ অবকাশ করহে প্রকাশ,
অন্তরেতে যেন ভেবো না আকাশ,
ব্রজেশ্বরী হৃদে স্মরি।
হই বনদগ্ধা হরিণী যেমন,
হরি হে! করিলে শ্রীহরি এখন,
যেওনা শ্রীহরি! হরি দাসীর মন,
হরিষে বিষাদ করি॥

সিন্ধু—জং।

বৃন্দে গো! কেশবের বিচ্ছেদ কে সবে প্রাণে।
আমার শবরূপ—যে, সব আঁধার,
সেই প্রাণ-কেশব বিনে॥
না শুনে গান বাঁশরীর, না হেরে শ্যাম-শরীর,
করে কি শরীর বিশোরীর, সে গোবিন্দ জানে॥

বেহাগ—জং।

রাধার হৃদয়ের ধন! আজি বৃন্দাবনে।
কর হে বাণিজ্য-কার্য্য আজ দাসী-সনে॥
আমার স্বীকার,—তোমায় সব সম্প্রদানে।
তুমি যে ধন দিবে,—সেই ইঙ্গিত নয়নে॥
ইথে কি লাভ, বঁধু! ভাব দেখি মনে।
তোমায় স্থান দিয়া হৃদয়ে,
আমি স্থান লব চরণে॥

রামকেলি—মধ্যমান।

বল হে নিদয়! নিশি কোথা বঞ্চিলে।
কোন্ ধনীর বাড়ালে ধ্বনি,
শ্যাম-ধনে ধনী করিলে॥
যার সনে করলে বিহার,
সে হারে নাই তুমিই হার,
না দিলে চিন্তামণি-হার,
চিন্তামণি যার গলে॥

খাম্বাজ—একতালা।

ছি! তোর মানের মান কি এত!
কর্‌লি সাধের শ্যামের মান হত॥
যে গোবিন্দ-পদ, আপদের আপদ,
শঙ্করের সদা-সম্পদ, পদে যার ব্রহ্ম পদ,
ঘটে,—সে তোর পদে প'ড়ে পদচ্যুত॥
যে মাধব মুনিগণের শিরোমণি,
কণ্ঠভূষণ তোমার নীলকান্ত-মণি,
রমণীর দায়ে সে মণি অমনি,
মণিহারা ফণীর মত॥

সুরট—কাওয়ালী।

ন রহিবে মান,—সে মানে।
ফিরে যাও হে কৃষ্ণ! নিজ মানে মানে।
না হেরি নয়নে কভু সে মান-সমান মান,
রাখিতে মান, মানা যদি হে মানো,
সে মান বিদ্যমান,
গেলে হবে হত-মান, মানসে রতন জ্ঞান,
মানে মানে॥

অহং—একতালা।

কর এ কি রঙ্গ!
ধরা-শয়নে, ধারা নয়নে,—
আজি এমন কেন, রসভঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ!
কি লাগি উদাসী,—বল না দাসীরে,
বিগলিত কেন শিখিপুচ্ছ শিরে,—
শোভে কি হে শ্যাম-অঙ্গ!
বংশীধর! কেন বংশী ধরণীতে,—
ত্যেজে রাধা-গুণ-প্রসঙ্গ॥
কেন না হেরি কেশব, প্রাণাধিক রব,
সখা হে! সখা-সঙ্গ!
কি লাগি খেদিত, না হয় বিদিত,
কি ভাব উদিত, কেন হে মুদিত,—
ক'রে যুগল অপাঙ্গ॥
কিসে মর্ম্মে ব্যথা, কও না ডাকুলে কথা!
মাধব! আমি কি হে বৈরঙ্গ॥

ললিত—একতালা।

কি শোভা রে কুঞ্জে রাই-শ্রীগোবিন্দ।
নবঘন-পাশে যেন উদয় হলো রাকাচন্দ্র॥
ব্রজেশ্বরী রাই-কিশোরী হরির হরি নিরানন্দ।
বিতরিছেন বংশীধরে সমাদরে প্রেমানন্দ॥
ডাকিছেন সুধাংশুমুখী,
শ্যাম এলো, আয় শ্যামা সখি!
শ্যাম,—শোকে অসুখী হ'য়ে, বলিছি তোয় মন্দ।
ডাকেন শুকে, নাচ রে সুখে,
সুখের সময় কি আর সন্ধ!
মধুকর ধ্বনি ক'রে, পান করে মকরন্দ॥

সুরট-মল্লার—যৎ।

বল বৃন্দে হে! প্রাণ দেহে আর থাকে কৈ!
বুঝি হা-রাই ব'লে হারাই জীবন,
দাঁড়াই কার কাছে সই!
আর সহে না বিচ্ছেদ-ব্যাধি, গত নিশির শেষাবধি,
দুঃখের নাহি অবধি, করেছেন রাই রসময়ী!
বৃন্দে হে, কোন প্রকারে,
বাচাও এ বিচ্ছেদ-বিকারে,
দেখাতে পথ অন্ধকারে,
কে আছে আর তোমা বই॥
ওহে, রাই-কুঞ্জে যাব বলি, মনে ছিল শুন বলি,
পথে পেয়ে চন্দ্রাবলী, লয়ে গেল মোরে সই!
যার নাম সদা ভজি, সে আমায় ত্যজিল আজি,
যার জন্য গোলোক ত্যজি, নন্দের বাধা মাথায় বই

যোগেশ্বরী-বাহার—কাওয়ালী।

সই! কালো-রূপে সদা হরের মন হরে!
প্রাণ-সই রে! গৌরাঙ্গী হ'য়ে যখন,
হরের ভবনে র'ন, হররাণী পূজা করেন হরে।
আবার শ্যামাঙ্গী যখন, তখন হরের হৃদে বিহরে
রাধার হরে মনের কালো,
কালো-নিধি চিকণ চির-কাল,
কালো,—কাল নিবারণ করে॥
ধিক ধিক ধিক জ্ঞানে, ধিক সে মানীর মানে,
ধিক প্রাণে ধিক তার অন্তরে,
কালো মানিক ত্যজিয়ে রাধে,
মান লয়ে কাল-হরে॥

ললিত—একতালা।

দেখলাম শ্রীরাধায়, শ্যাম হে, শ্যামা প্রায়,
অসি-ধরা,—ধরা যায় রসাতলে!
(একবার,) তুমি হে শ্রীধর, হয়ে গঙ্গাধর,
ধর-গে রাই-চরণ হৃদি-কমলে॥
সে ধনীর ধ্বনিতে নাই কোন উৎসব,
অকালে ভয়ে গুর্ব্বিণী প্রসব,
সংসারবাসী সব, শঙ্কায় সবে শব, সব যায় হে,
এখন তুমি হে কেশব! সব না হ'লে॥

সিন্ধু-খাম্বাজ আড়া।

তা কি নাই মধু মনে!
যাবে তুমি কোন্ তীর্থ ভ্রমণে!
সর্ব্ব তীর্থময়ী গঙ্গা,—উদ্ভবা তব চরণে॥
বধু হে! কি জন্যে যাবে সাগরে,
গয়া-গমন কিসের তরে!
ঐ চরণ তো গয়াসুরের শিরে, ভব-নিস্তারণে॥
বধু হে, যাবে কাশীতে, কোন্ পুণ্য প্রকাশিতে,
কি অধর্ম্ম বিনাশিতে, হয়েছে মনে;—
শ্যাম! তোমার ঐ চরণ-কাশী,
কাশীকান্ত অভিলাষী, দাও হে গোলকবাসি!
সদা বাঞ্ছা-ফল সেই পঞ্চাননে॥

ললিত—কাওয়ালী।

মরি হায় হায়! শুনে হাসি পায়!
কাশী যাবেন কাল-শশী! ভস্মরাশি মেখে গায়॥
বধু হে! যাবে কাশীতে, কি বলবে কাশীবাসীতে,
কাশীধামে প্রবেশিতে, কাশীনাথ পড়িবেন পায়।
হে কৃষ্ণ! এ কষ্ট সবে হে কেমনে,
কি বালাই, মুখে ছাই, চন্দ্রবদনে!—
ত্যজে বাশী, ও শ্যামশশি! ধরবে নাকি দণ্ড,
ভাসিবে নয়ন-নীরে—হাসিবে ব্রহ্মাণ্ড,
পীতাম্বর! ত্যজে পীতাম্বর,
বাঘাম্বর কি শোভা পায়॥

বেহাগ—যৎ

বঁধু হে! পরাধিনী! নারীর বেশ তোমারে।
পরাতে পরাণ-বঁধু! পরাণ বিদরে॥
পর-পরাধিনীর দুঃখ জানাতাম তোমারে,—
পরাতাম,—পরাণ-বঁধু! পর হলে পরে॥
পর নও পরম সখা! তুমি ইহ-পরে।
গোপীগণের পরম নিধি পণ্য পরাণ-উপরে॥
রমণী-রঞ্জন প্রাণবঁধু হে!
তোমারে, রমণী সহিত সুরমণি সাধ করে;—
হরের রমণী তোমায় সাধেন সাদরে;—
বঁধু! হতে চাও রমণী-দাসী রমণীর তরে॥

ঝিঝিট—ঠেকা।

কে ধনি! তুই ভ্রমিস গোকুলে।
অকুলে হয়েছিস্ আকুল,
কেউ বুঝি তোর নাই ত্রিকুলে॥
বয়েস দেখে—দেখে আকার,
অসতী তো হয় না বিচার,
কিবল যৌবনের সঞ্চার, হয়েছে হৃদয়-কমলে!
হয় নাই রস রস-বোধ, প্রণয়ের বোধাবোধ,
জন্মে নাই পিরীতের স্বাদ,
দাশরথি তা কি বলে॥

বিভাস—একতালা।

আর কি থাকে কুল, এসেছ গোকুল,
ডুবাইতে কুল, অকূল সাগরে!
একবার দেখলে কালো শশী,
আর কি যাবি কাশী,
দাসী হবে বাঁশী শুনলে পরে॥
আমরা নারী করি অন্তঃপুরে বাস,
অন্তরে প্রবেশ করেন শ্রীনিবাস,
স্বামী-সহ বাস, ঘুচাই গৃহবাস, বাসনা গো!
শ্যামের বাঁশের বাশী বনবাসিনী করে॥
বংশীরবে সতীর সতীত্ব দমন,—
হরে লয় সতীর পতি প্রতি মন,
মত্ত জগজ্জন, যমুনা উজোন, বেগে ধায় গো!—
যখন বংশীধর বংশী ধরেন অধরে॥

ঝিঝি—ঠেকা।

অপরূপ রূপ কেশবে— কে শবে।
দেখ রে তারা, এমন ধারা,
কালোরূপ কি আছে ভবে॥
আমরি কি প্রেমভরে, সদানন্দ হৃদে ধরে,
ঐ রমণী মন হরে, যে ভজে সে মুক্ত ভবে।
মা-বারি-মৃত্তিকা মাখ, মাধবে দাঁড়ায়ে দেখ'
দিন সব হরিতে থাক,
নইলে মা দুখ আবার দিবে॥

ললিত—ঝাঁপতাল।

দেখিছেন অক্রূর, রূপে রাম যেন রজত-গিরি!
বামে হেরিয়ে নীলগিরি, নয়ন-মন নিল হরি॥
হীরক-মণি মান-হত, রামের অঙ্গে শোভা কত,
তাহে মিলিত মকরত,—নিন্দিত রূপ-মাধুরী।
অক্রূর বাম নয়নে দেখেন রাম,দক্ষিণ নয়নে শ্যাম,
এক আঁখিতে দুই দেখিতে না পেয়ে
আঁখিতে বারি,—
দাশরথি কয়, ওরে নেত্র! রাম-শ্যাম অভেদগাত্র,
তারে দেখ দেখরে মাত্র, দুই কই রে একই হরি

অহং—একতালা।

প্যারি! কার তরে আর গাঁথ হার যতনে।
গলার হার—কিশোরি!
আরাধনের ধন তোমার চিন্তামণি,
সে হার হারালে, হা রাই!
কি শুন নাই শ্রবণে॥
একজন অক্রূর নামে সে যে, সাধুর মূর্ত্তি সেজে,
কংসের দূত এসেছে বৃন্দাবনে, দস্যুবৃত্তি ক'রে,—
হ'রে লয়ে যায় তোমার সর্ব্বস্ব-ধন,—
আমরা দেখে এলাম,—রথে তুলেছে রতনে॥

ঝিঁঝিট-ঠেকা।

কেন চক্র ধরো সকলে।
ঐ চক্রে কি যায় গো! রথ,
জান না কার চক্রে চলে॥
ভেবেছ রথ টান্‌ছে বাজী,
সই! তোরে কই, বাজি কই, ও কেবল বাজি।
আজি আমাদের সুখের বাজি,
সাঙ্গ হলো এ গোকুলে॥
হয় ধর, হয় হতে কি হয়, এ দশা যা হতে হয়!
আগে তা বুঝিতে হয়,—
হয় ছেড়ে সকলে, হয় প্রাণ জলে,
না হয় দাও অনলে॥
কেন কও সব কুভারতী,
সারথি রে বল সই! অসার অতি,—
কি করিবে সারথি এর মূল রথী—দাশরথি বলে॥

খাম্বাজ—পোস্তা।

আমরা আছি রে অক্রূর!
কৃষ্ণ-প্রেমের যজ্ঞে ব্রতী।
যজ্ঞ সব পূর্ণ করি, প্রাণকে দিয়ে পূর্ণাহুতি॥
অজ্ঞান অবলার ব্রত, বৈগুণ্য হলো কত,
রাঙ্গা পায় ধ'রে তা তো,
সঁপি কে গোবিন্দ প্রতি।
একবার গোপিকার কারণ,
ধৌত করি রাঙ্গা চরণ,
শান্তিজল দিয়ে দুঃখের,
শান্তি ক'রে যান শ্রীপতি॥

খাম্বাজ-পোস্তা।

জগতের তাঁতকে পাবি,
এ তাঁত হতে সে তাঁত ভাল।
বার বার আর এসে ধরায়,
টানা-কাড়ার ফল কি বল॥
কলুষ-আগুনের তাতে, জ্বালাতন ছিলি তা'তে,
তাঁতি! তোর কপালগুণে,
সে আগুনের তাত জুড়াল॥

খট ভৈরবী-একতালা।

ও'রে নিদ্রে! কেন অঙ্গে এলি!
তোর কি এত ধার, ছিল রে রাধার,
রাধার মূলাধার, কোথা লুকালি॥
হরি নিলি আমায় ক'রে অচেতন,
অমূল্য রতন সে নীলরতন,
সদা সাধে যাঁরে সনক সনাতন,
ব্রহ্ম-সনাতন কারে বিলালি॥
হৃদি-পদ্মাসন, করি অন্বেষণ,
পাইনে দরশন, সে পীতবসন,
ওরে নিদ্রে! শোন, ক'রে আকর্ষণ,
বিচ্ছেদ-হুতাশন, তুই জ্বেলে দিলি॥

খট্ ভৈরবী—একতালা।

নয়ন! কে নিলে রে হরি হরি!
নয়নের অঞ্জন, সে বাঁকা নয়ন,
ছিলি রে নয়ন! দিয়ে প্রহরী॥

কি কাল নিদ্রে এসেছিল তোর!
কাল পেয়ে ঘরে এলো কালচোর,
নয়ন-অগোচর, করলে মনোচোর,
মরি রে, সে চোর কেমনে ধরি॥

—

সুরট-মল্লার—ঝাঁপতালা।

বল দেখি রে শুক শারি!
তোরাতো কুঞ্জে ছিলি।
কোন্ পথে গেল রে আমার,
মনোচোরা বনমালী॥
কি দোষে ত্যজিল কান্ত, সে তদন্ত না জানি।
অন্তরে ছিল রে অন্তর্যামী সে চিন্তামণি।
অন্তর হইল দিয়ে অন্তরে কালি॥
ওরে শুক! আমার আজি কি হইল,
সুখ-সম্পদ ঘুচিল,
সুখসাগর শুকাইল, দুঃখ কারে বলি।
সুখে ছিলাম শুক! ল'য়ে কৃষ্ণ-শুকপাখী,
হৃৎপিঞ্জর ভেঙ্গে, সে রাধারে দিল ফাঁকি,—
কে আর শুনাবে ব্রজে রাধা রাধা বুলি!॥

—

ললিত ঝিঁঝিট—একতালা।

দেবকীর দেব-দুঃখ নাশিতে এতকালে।
কে ডাক মা বলি, বুঝি কৃষ্ণধন আমার এলে॥
এলি তো দুঃখিনীর দুঃখ দেখ রে যদুনন্দন!
করেছে নিদয় কংস কর-চরণে বন্ধন,—
চক্ষেতে হের রে গোপাল! বক্ষেতে শিলে॥
তোরে রেখে যশোদা ভবনে,
তোর আসার আশা-পবনে,
আছিরে জীবনে, গোপাল! এত দুঃখানলে;
একি অসম্ভব শুনি নারদের মুখে আমি,
ভবের বন্ধন মুক্তি কারণ, বাছা তুমি,
তবে বন্ধন দশাতে কেন মায়ে দুঃখ দিলে॥
বাছা! বধি জননী জনক, ব্রজে কি সুখজনক,
জানি রে যাদব! যত যতনে ছিলে;—
জানে কে সন্তানের মায়া, না ধরিলে উদরে,
কিঞ্চিৎ নবনী-তরে, ধবলী-পুচ্ছ-ডোরে,
বান্ধিলে যশোদা কর-কমল-যুগলে॥

ছায়ানট—কাওয়ালী।

গোবিন্দ গুণধাম! কে জানে তোমার মায়া।
হর হর, হরারাধ্য হরি! ধন-জন মায়া॥
দীন হীন ভ্রান্ত পামরে দেহ পদছায়া।
দারাদি তনয়, কেহ নয়, এ মিছে প্রণয়,—
দীনে রক্ষ তুমি মোক্ষধাম হে! শ্যাম হে!
শিবের সম্পদ পদ, প্রদানে হর বিপদ,
নিরাশ্রয়ে নিরাপদ কর হে নীরদ কায়া!॥

—

ঝিঁঝিট অহং—খং।

ও কে যায় গো কালো মেঘের বরণ-
কালো রতন রমণীরঞ্জন।
মোহন করে মোহন বাশী, বিধুমুখে মৃদু হাসি,
সই! আবার কটাক্ষে চায়,
নাচায় দুটি নয়ন-খঞ্জন॥
নিরখি বিদরে প্রাণী, ঘেমেছে চাঁদবদন খানি,
লেগে দারুণ রবির কিরণ গো;
বিধি আমায় সদয় হ'ত
কুলের শঙ্কা না থাকিত সই।
তবে বসনে ঢাকিতাম গিয়ে ও বিধু-বদন॥

—

খাম্বাজ—খেমটা।

কুৎসিতের বেশ দেখে, শ্যাম!
ঠেস্ করে কি কও আমাকে।
ভালো নই, কমল-আঁখি!
হাঁ হে! সুন্দরী কি সবাই থাকে॥
এমন নয় যে গায় পড়েছি
আমার এই রূপটি দেখে,
থাকি চুপটি করে মনের সুখে॥

—

সুরট—খং।

বিরাজে ব্রজে রাধাশ্যামে।
রাধা কোটিচন্দ্র সাজে, কালো জলদেরি বামে॥
কিবা নিন্দি কালো জলধর, রূপ রাধার বং শশধর,
নিরখিতে গঙ্গাধর, এলো ব্রজধামে।
পুরাইতে মন-সাধ, ভাবে ব্রহ্মা গদগদ,
পূজিল গোবিন্দ-পদ, চন্দন-কুসুমে॥

—

আলিয়া—ঠেকা।

তোমার এই কি ছিল হে কপালে লিখন।
শ্রীমধুসূদন। বিপত্তিভঞ্জন নামে
বিপদ হলো ঘটন॥
স্বর্ণ-সরোজিনী যিনি, প্রেমময়ী প্রেমাধীনী,
হেন ত্যজে চিন্তামণি, কুব্জাতে হইল মন।
অলি যেমন পদ্ম ছেড়ে, কেয়াফুলে বসে উড়ে,
শেষ কালে যায় পাখা ছিঁড়ে ভ'গ্যে রয় জীবন॥
লক্ষ্মী ধরেন তোমার পদে, ভুললে তুচ্ছ রাজ্যপদে
পড়লে কুব্জাদাসীর পদে, করিতে তার মানহরণ॥

—

ললিত-ঝিঁঝিট একতালা।

বধে রাধার প্রাণ, এলে কালাচাঁদ!
বল এ তোমার কোন ধর্ম্ম!
কেঁদে কেঁদে নন্দ, হইল হে অন্ধ,
কে করে গোবিন্দ! এমন কর্ম্ম॥
তোমার মাতা যশোমতী,
কি কব দুর্গতি, ওহে যদুপতি! পতিত-পাবন।
ওহে তব সঙ্গিগণে, তব অদর্শনে,
ধরাসনে তারা করিয়া শয়ন!
বহে চক্ষে বারিধারা, বলিতেছে তারা,
বলেছিলে,—ছাড়া হব না আজন্ম॥

—

ইমন্—পোস্তা।

বল, দুদিক কেমনে রাখিবে কানাই, শুনি তাই।
দুই গুরুতে হলে দীক্ষে, কোন পক্ষে মুক্তি নাই॥
দু-রাজার প্রজাদের মন্দ, দু-দল হলে বাধে দ্বন্দ্ব,
দুই উক্তিতে মনের সন্ধ মেটে না,—
ওহে প্রাণাধিক! বলিব কি অধিক,
তার সাক্ষী সুরধুনী দেখতে পাই॥
ওহে, দু পা দিলে দুই তরিতে,
বল, কেমনে পারে তরিতে,
কোনরূপেতে তরিতে পারে না,—
উভয় বিদ্যমান, রাখবে কার মান,
বল হে গোবিন্দ। আমি মনের সন্দ মিটিয়ে যাই

—

ইমন—পোস্তা।

ওহে কালাচাঁদ! বড় পিরীতি বড় ভাল নয়।
বড় প্রেমে বড় জ্বালা, হয় না তাতে সুখোদয়॥
বড় গাছে বড় ঝড়, বড়ই বড় দুষ্কর,
বড় হ'য়ে ছোট হলে অপমান,—
বড় লবণাক্ত সিন্ধুনীর, অতি বড় সুগভীর,
বড় বীর,শুম্ভ বীর, রণেতে হইল ক্ষয়॥
দেখ বড় আশা করি, কালনিমে পাকায় দড়ি,
ভাগ ক'রে লব ব'লে লঙ্কাখান,—
শেষে হনর করে যমঘরে, গেল সেই দুরাশয়॥

—

ভৈরবী—ঠেকা।

রাধে! উঠ উঠ একি অলক্ষণ।
ধরণীতে তুমি ধন্যা, ধরাশয্যা কি কারণ॥
তুমি আমি এক-অঙ্গ, ছাড়া নই তোমার সঙ্গ,
মিছে কেন কর রঙ্গ, কর চক্ষু-উন্মীলন॥
শুন মন নিবেদন, তুমি হে! মম জীবন,
জীবন ত্যজিয়ে মীন, বাঁচে আর কতক্ষণ॥

—

খট্-ভৈরবী।

শোভা দেখি বাণীর নাই বাণী।
নীলাম্বুজ-বামে রাধে—স্বর্ণ-সরোজিনী জিনি॥
বাঁকা দুটি পদ্ম-আঁখি, রাকাচন্দ্র পদ্মমুখী,
রাধাকৃষ্ণ চক্ষে দেখি, লাজে লুকায় সৌদামিনী॥
পদ্ম-জ্ঞান করি রাধাকে, ধায় অলি ঝাঁকে ঝাঁকে,
এ কথা আর বলিব কা'কে, যেন কমলে কামিনী

—

ঝিঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

তব বিচ্ছেদ রাহু দেখিলাম।
প্যারী-পূর্ণচাঁদকে গ্রাসিল হে শ্যাম॥
রাহু গ্রাসি সুধাকরে, নবদণ্ড স্থিতি করে,
পূর্ব্বাপরে জানি আমরা সবে,—
শ্যাম! তোমার রাহু কেন নবদণ্ডে যাবে,
প্রাণদণ্ড করা আছে মনস্কাম॥
যে হ'তে করেছ গ্রাস, শশীরো নাহি প্রকাশ,
অবকাশ দুঃখে আর দেখিনে,
ওহে গোবিন্দ! প্যারীচন্দ্র বিনে,
ঘোর অন্ধকার হ'লো ব্রজধাম॥

আলিয়া—একতালা।

নাথ! গোকুলে আর দিন নাই!
যে দিন আইল অক্রূর মুনি, নিদয় গুণমণি,
ব্রজে আর উদয় হয় না দিনমণি,
আমরা জানি, কি দিন-যামিনী,
কেবল অন্ধকারে, হে কানাই॥
তারা-আরাধনের ধন হয়ে হারা,
শুন ওহে তারানাথের নয়ন-তারা!
তারায় বহে তারাকারা ধারা,
তারায় তারা দেখি সর্ব্বদাই।
মনে ক'র্‌লাম একবার দেখি রাধিকারে,
আছে কি ম'লো রাই বিচ্ছেদ-বিকারে,
দেখা হলো না শ্যাম! অন্ধকারে,
আমরা অন্ধের মত পথ হারাই॥

অহং—একতালা।

এ যমুনা পারে, কে আনিতে পারে,
আমরা কুলের কুলবালা।
কেবল তুমিই বাদ সেধেছো, অবলায় বধেছো,
কপালে লিখেছো বিচ্ছেদ-জ্বালা॥
তোমারি লিখন মাত্র, কারু স্বর্ণ-ছত্র,
কারু শিরে ব্রজ্র দেও হে কালা!
ঘটে যা দিয়েছো লিখে, কারু অট্টালিকে,
কারু পক্ষে মাধব! বৃক্ষের তলা॥
তুমি লিখেছ ত্রিভঙ্গ! সেই ত রসভঙ্গ,
সাঙ্গ হ'লো তোমার সঙ্গে খেলা।
তোমার লেখায় আসি, তোমার বামে বসি,
কুব্জা কংসের দাসী, হয় প্রবলা।
রাজকন্যে কমলিনী, সে হয় কাঙ্গালিনী,
নীলমণি ছিল যার কণ্ঠমালা॥

খাম্বাজ—পোস্তা।

এই কি সব বৈভব, ঘরে লক্ষ্মী কই হে তব?
তব দুঃখে পশু পক্ষী কাঁদে লক্ষ্মীবল্লভ!॥
হরারাধ্য রাই-লক্ষ্মী হারিয়েছো, হে মাধব!
যদি বল হে চিন্তামণি! লক্ষ্মী আমার কুব্জাধনী,
জগতে বলে ভেকবদনী, তুমি পদ্মমুখী ভাব॥

খাম্বাজ—পোস্তা।

ঘরে নাই লক্ষ্মী,—
তুমি দুঃখী বই নাথ কিসের সুখী।
হরের আরাধ্য ধন রাই,
হারিয়েছিল হে পদ্ম-আঁখি!॥
যদি কও চিন্তামণি! লক্ষ্মী আমার কুব্জা ধনী,
লোকে কয় ভেকবদনী, তুমিই বল পদ্মমুখী॥

আলিয়া—কাওয়ালী।

প্রেমের উদয় করে না বিনে ব্রজের রূপ।
ব্রজনাথ! কই স্বরূপ॥
সেই যে নবীন জলধর, দ্বিভুজ মুরলীধর,
গঙ্গাধর-ভাব্য যে রূপ অপরূপ॥
অলকা-তিলকযুক্ত কায় হে,
যেরূপ চিন্তিলে নাথ! শমন লুকায় হে,
জীবের গমন স্বর্গাদি সকায় হে,
ভক্তের হাটে যে রূপ বিকায় হে,
রাজসিংহাসনোপরি, আছ রাজভূষণ পরি,
এ নয় সুদৃশ্য, ওহে বিশ্বরূপ!॥

ভৈঁরো—একতালা।

চল চল চঞ্চল পদে নাথ! চল হে বৃন্দারণ্যে।
বিতরণ করে প্যারী নিধনকালে আর অন্য ধন,
ওহে কৃষ্ণধন! কেবল জীবন
রেখেছেন তোমার জন্যে॥
চল চল ওহে জীবন রাধার!
একবার সে যমুনা-জীবন-পার,
জীবনের জীবনকান্তে জীবনান্তে,
ডেকেছে রাজার কন্যে॥
ধলেন প্যারী,—এখন কৃষ্ণ-শোকানলে,
বেঁচে আছেন কৃষ্ণ নামৌষধি-বলে,
দেখা দাও একবার অন্তিমকালে,
নাথ! কে আছে আর তোমা ভিন্নে,—
বিলম্ব করো না ওহে রসময়!
কিশোরীর এখন বড় অসময়,
এ সংসার সব বিষময়, ওহে বিশ্বময়!
মনের কথা তোমা বিনে কে জানে অন্যে

পরজ—একতালা।

কুব্জা প্রাণের প্রেয়সী,
কাঁদ্‌বে কেন কালোশশি।
তার কি নিরানন্দ থাকে,
গোবিন্দ যার হৃদয়-বাসী।
মিলিয়ে দিব বৃন্দাবনে,
যত এক-বয়সী নারীর সনে,
জটিলে মা সেই হবে ওর,
বড়াই হবে দেখনহাসি॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কে রমণী মহাকালের ঘরে!
অসিখণ্ড বামার বাম করে॥
পরবাসে স্ববাসে কি কাননবাসে,
লাজ নাহি বাসে, বামা তেয়াগিয়ে বাসে,—
কীর্ত্তিবাসের হৃদে বাস করে॥
শিরে তরঙ্গিণীর কত তরঙ্গ,
তাই শিবের রসরঙ্গ,
স্বপত্নী-সহিত দ্বন্দ্ব, নিরখিয়ে সদানন্দ,
ভাসিছেন সনানন্দ-সাগরে॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি শোভা কমলিনী শ্যাম সনে।
যেন সৌদামিনী জড়িত ঘনে।
দেখে রজনী বাসরে, ভৃঙ্গ ডাকে ব্রজেশ্বরে,
পদ শুনাইয়ে গুণ গুণ স্বরে
হেরে যুগলরূপ কিশোরী-কিশোরে,
কোকিল পঞ্চমস্বরে ডাকে সঘনে॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সঙ্কটহরা শিবে শ্যামা! শ্যাম কবে আসিবে!
গোকুল-অন্ধকার কবে নাশিবে।
গোপিকা সুখে ভাসিবে,
সে নীলমাধব কি প্রকাশিবে,
নিদয় গোবিন্দ রাধায় ভাল বাসিবে॥
তুমি কৃষ্ণপ্রদায়িনী, দিয়ে হয় হররাণি।
দন্তাপহারিণী ব'লে লোকে দূষিবে।
গোপীর প্রতি রাগ সম্বর, দেহি দুর্গে পীতাম্বর,
না দিলে নিতান্ত রাধা ডুবে মরিবে॥

সুরট—খং

তোমরা কেউ দেখেছ নয়নে,—
সেই রাধার নয়নাঞ্জন নবজলদ-বরণে।
তা'র পরিধান পীতবসন, করে বংশী নিদর্শন,
আসি ব'লে অদর্শন, হৈল বৃন্দাবনে॥
শুন গো সজনি! শুন, না পেলে তার অন্বেষণ,
জীবন ত্যজিবে রাধে, যমুনার জীবনে॥
তার কমল যুগল কর, কমলিনী-মধুকর,
নিন্দে কোটি সুধাকর, চরণ-কিরণে।
যে চরণে ভাগীরথী, বঞ্চিত হয় দাশরথি,
সে হরির চরণে॥

খট্‌-ভৈরবী—একতালা।

হরি! প্যারী প'ড়ে ধরাসনে।
ওহে ব্রজরাজ! কি সুখে বিরাজ—
কর তুমি রাজ-সিংহাসনে॥
সুবর্ণ-বরণী রাজকুমারীর,
কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণবরণ শরীর,
কব কি যাতনা তব কিশোরীর,
আছ কি শরীর বেঁধে পাষাণে॥
নব নব নারী করিছে সোহাগ,
রাগে মরি তব দেখে নব রাগ,
কিসের রঙ্গরাগ কিসের অনুরাগ,
সকলি বিরাগ, কিশোরী বিনে॥

সুরট—খং।

বিরাজে ব্রজে রাধাশ্যামে
রাধে কোটিচন্দ্র সাজে, কালো জলদের বামে॥
কিবা ত্রিভুবন-মনোহর, রূপ রাধা-বংশীধর
নিরখিতে গঙ্গাধর, এলেন ব্রজধামে।
পুরাইতে মনসাধ, ভাবে ব্রহ্ম গদ গদ,
পূজিল গোবিন্দ-পদ, চন্দন-কুসুমে॥

পরজ—একতালা।

কেমন ধর্ম্ম তোমার শ্যাম!
দিননাথ! যারে দাও শুভদিন,
তারে দীনের অধীন করে,
আবার কাঁদাও চিরদিন॥

সুরট-মল্লার—তেতালা।

শমন-সঙ্কটে তরি কেমনে।
ও মন পাতকি!—ভাব কি মনে,
কিসে হবে রে বিশ্বাস,
এ বি-শ্বাস বিনাশ,—জীবনে॥
ভেবে দেখ মন! মনে, একবার ভবে আগমনে,
আমি বলিতে বলেছি রাধারমণে,—
তুই এসে ধরণীতলে, ছজন কুজনে ভুলে,
বিজনে সে জনে তো পূজিলিনে॥
এখন কি করি কি দিবা কর,
ভয়ঙ্কর দিবাকর,—সুত-বিহিত ভব-বন্ধনে।
আশা-কুবৃত্তি হ'তে, যদি নিবৃত্তি হ'তে,
তবে প্রবৃত্তি হ'তো হরির চরণে॥
জঠরে যন্ত্রণা-পেয়ে, জঠর কঠোর-দায়ে,
অযতনে হারালি সে রতনে।
ভেবে অহংকার, যদি অহঙ্কার-হত-চিত,
হ'তে চিত, তবে, ভব-পারে ভাবি কেনে॥

সুরট—ঝাঁপতাল।

দেখিছেন দেবকী চিতে, রামকৃষ্ণ-যুগলেতে,
অমরপুর-পুর বন্দিত রজতমণি মরকত।
ইন্দ্রনীল-নিন্দিত, নীল নলিনী-দলগত,—
জল-জলদ-রুচি-রুচির হরি-হর যেন মিলিত॥
কিবা শিঙ্গা-শোভিত রাম-কর,
বাঁশীতে শোভে শ্যাম-কর,
রেবতী-মনোরমণ রাম, রাধামোহন রাধানাথ,—
দাশরথি কয় ও দেবকি!
ও রূপের তুলনা দিব কি?
শুক নারদ যাতে বিবেকী,
বিধি আদি যাতে মোহিত॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

দুখে গেল রে জীবন!
ওরে দুখিনীর জীবন!
পাষাণ-হরে আমার হৃদয় কাতর,
কোথায় পাষাণ-হৃদয় নিদয় বারিদ-বরণ!॥
কষ্ট পেয়ে অষ্টম উদরে,
গর্ভে ধারণ করেছিলাম আমি তোরে—বাপ!
একি তাপ, একবার জীবনান্তকালে,
মাকে দেখা দিলে,
দুঃখের বেলায় তবু যুড়াতো জীবন॥
কংস-ভয়ে তোরে নন্দালয়ে রাখি,
সদানন্দ-হৃদয়-ধনে প্রাণে ফাকি,
হায়! একি দায়! কেবল জঠরে যন্ত্রণা,
দিলি কেলেসোণা,
আমার ক্লেশ না হ'লো নিবারণ॥

খাম্বাজ—পোস্তা।

কারাগার হ'তে আবার,
বল্‌লে কারাগারে যেতে।
গেলে সেই কারাগারে,
কার-আগারে হবে যেতে।
জন্ম-কারাগারেতে, কর্ম্ম-কারাগারেতে,
ব্রহ্ম-কারাগার হ'তে পাঠাবে কারাগারেতে॥

ললিত-ভৈরবী—একতালা।

ও বসুদেব! তোর সঙ্গে
প্রাণ-গোপালের কি সম্বন্ধ।
তাই ভেবে কি আমায়
ফাঁকি দিয়ে, রাখবে গোবিন্দ॥
হায় কি কপাল, হারাই গোপাল,
বিধি ঘটালে বিবন্ধ।
ত্রাণ কিসে পাই, মান কিসে পাই,
উপায় কিরে উপানন্দ॥
কেঁদে নন্দ চেতন-হারা, হারায়ে নয়নের তারা,
ছিদাম আদি যত তারা, সবে নিরানন্দ।
যে ধন হরের হৃদয়-পরে, সদা করে রে আনন্দ,
সে ধন বিদায় দেয় কেমনে নিদয়-হৃদয় নন্দ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

আয় আয় কোলে, ডাক মা ব'লে রে।
ভূমিষ্ঠ অবধি কৃষ্ণ! হারাই হারাধন তোরে॥
আয় হেরি হারাণে-সোণা!—
এই দেখ বুকে, ও তোর শোকের উপর যাতনা,
পাষাণ তুলে বাঁচাও ও নীল-বরণ!
পাষাণ-জ্বালা জননীরে।
ঐ দেখ কাঁদিছে বন্ধু, আয় কোথা রে—
দেখা দে রে অমূল্য বন্ধু!
বধিলে বধ রে—ও মাধব! আসি কংসাসুরে॥

খট-ভৈরবী—একতালা।

মা, আজি কর ত্রাণ, কাতর সন্তান,
বড় বিপদে প'ড়ে ঈশানী।
যে ধন সাধন ক'রে তোরে, পেয়েছিলাম ঘরে,
কৃষ্ণধন অমূল্য রতন, নিল যজ্ঞস্থলে
আমার সে নীলমণি॥
গোকুল আকুল গোকুলচন্দ্র হ'য়ে হারা,
যে নন্দন নন্দরাণীর নয়ন-তারা,
ত্রিনয়নী ত্রিনয়নের নয়ন-তারা,
আমার নয়নতারার তারা তারিণী।
এ ধন নিধন হ'য়ে কি ধন ল'য়ে যাব,
গোধন চরাইতে এ ধন কোথা পাব,
কি ধন দিয়ে যশোদারে বুঝাইব,
তারিণি গো, তার নিধন প্রাণী॥

জঙ্গলা—একতালা।

ওরে ভাই কানাই!
শুনলাম তুই নাকি আর যাবিনে বৃন্দাবনে।
ও তোর ধেনু কে চরাবে, বেণু কে বাজাবে,
কে বাঁচাবে বনে সে বিষ-জীবনে॥
আমরা ছিদামাদি যত, তোর অনুগত,
ও ভাই কানু, তা তো জান তো মনে।
ছি ভাই, ভাঙ্গলে কেন, ওহে রাখালরাজ,
ব্রজের ধূলা খেলা (ছি ভাই ভাঙ্গলে কেন)
(আর তো হবে না) (হ'লো এ জন্মের মত)
বল কি অপরাধ হ'লো তোর রাঙ্গা চরণে॥

ললিত-ঝিঝিট—একতালা।

বসিলেন কোলেতে হরি নন্দের হরিতে মায়া।
ধরিলেন শ্রীগোবিন্দ মোহিতে মোহিনী-মায়া॥
যে মায়ায় মোহিত আছে বিধি-পঞ্চানন,
যে মায়ায় মোহিত জীবের মহীতে ভ্রমণ,
যে মায়ায় যোগীন্দ্র-ইন্দ্র-মোহ মোহমায়া।
জ্ঞান-সৌদামিনী নন্দের উদয় অন্তরে,
বলে, রে গোবিন্দ, তুমি থাক মধুপুরে,
নন্দে ত্যজি সদানন্দে রবি রে সাদরে,
বারেক দিওরে দেখা, গিয়ে যশোদারে,
ত্যজিব যখন আমরা জীবন মায়া॥

সুরট-মল্লার—একতালা।

কোথায় রহিলি রহিলি সুত,
রাখালের জীবন নন্দসুত।
ও তোর শোকে রে গোবিন্দ।
নিরানন্দ নন্দ, জীবনে জীবন্মৃত।
জীর্ণ শীর্ণ দেহে শূন্য হিতাহিত,
নয়নাম্বুজ নয়নাম্বু যুত,
পুত্র হ'য়ে করলে হিতে বিপরীত,
পিতায় ক'রে তাপিত।
তপন-তনয়া-তীরে-নীরে তোর,
কাঁদে পিতা নন্দ শোকেতে কাতর,
কভু কান্দে ভূমিতে, কভু বা ত্যজিতে—
জীবনে জীবনোদ্যত।
একবার পরকালের কালে দরশন,
দে রে আসি কৃষ্ণ, পরকালের ধন।
বারি দেরে মুখে বারিদ-বরণ।
মরণ-কালে যা হিত॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

কৃষ্ণ-শূন্য হেরি গোকুলে।
চৈতন্যরূপিণী পড়েন অচৈতন্য ধরাতলে॥
দেখে বৃন্দে আসি ধরে, বাক্য না সরে অধরে,
জলদের জল ঝরে, জল ঝরে আঁখি-যুগলে।
এ বিকার নির্ব্বিকার, কে করে বিনে নির্ব্বিকার,
আছে আর সাধ্য কার, অধিকার এ ভূমণ্ডলে॥

জঙ্গলা—একতালা।

প্রাণ যায় নন্দরায়।—প্রবোধ বচনে।
ছি ছি! ধিক্ জীবনে,—
জীবন হারায়ে, জীবন লয়ে,
এলে ছি ছি, ধিক্ জীবনে,
জীবন দিতে কি পার নাই যমুনার জীবনে?
আমার নীলকান্তমণি, মণির শিরোমণি,
নৃপমণি, লয়ে গেলে বা কেনে,—
বল কোন্ পরাণে, রেখে এলে নাথ।
অনাথিনীর ধনে, বল কোন্ পরাণে,
আজি খোয়াইলে অমূল্য রতনে॥

—

ললিত ঝিঝিট—একতালা।

হায় কি এতকাল,—
বৃথা তোর যতনে দেহ পতন করিলাম আমি।
কেন কি দোষে নীলমণি।
ত্যজিয়ে জননী, দেশান্তরী হ'লে, বল রে তুমি॥
গোপাল ভিন্ন, ছিন্ন ভিন্ন বৃন্দারণ্য,
তোমা-শূন্য দেহে রয়েছি আমি,—
আরতো কেউ ডাকে না—ও গোপালের মা।
(তোমার গোপাল কোথায় ব'লে)
পথের কাঙ্গালিনী মত পথে পথে ভ্রমি॥

—

ললিত—একতালা।

সই, কি হলো হলো, বক্ষেতে দংশিল,
শ্যাম-বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ।
সে বিষে কে বাঁচাবে আর, জীবন রাধার
রাধার মূলাধার বিনে বাঁকা ত্রিভঙ্গ॥
এ সংসার-ময়, হেরি বিষময়,
বিষেতে আচ্ছন্ন হলো অঙ্গময়, আর কি দুঃখ সয়,
ভেবে বিশ্বময়, এ অসময় গো,—
রসময় কি অঙ্গ দিয়ে জুড়াবেন অঙ্গ॥

—

সুরট—ঝাঁপতাল।

হরি হেরিতে হরি-সোহাগিনী, চঞ্চল চরণে চলে।
যেন মত্তা মাতঙ্গিনী এই ভূমণ্ডলে॥
গগন হ'তে শশী যেন উদয় আসি ভূতলে,
সখীগণ যেন তারা, ঘেরিল তারা সকলে;—
হৃদে কাতরা, গমনে ত্বরা,
ভাসে আঁখি-তারা জলে॥
ধারার চরণতল-কিরণ, যেন তরুণ অরুণ,
নখে দশখণ্ড শশী আছে পদ-কমলে,—
দাশরথি কহিছে যখন মুদিব আঁখি-যুগলে,
হৃদয়-পদ্মে যেন দেখি ও-পাদপদ্ম-যুগলে,
তবে কি আর ভয় ভবে কালে সে কালে॥

—

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

আসি দেখিছেন উদ্ধব ছিন্ন-ভিন্ন ব্রজ-মণ্ডলে।
হেরি কৃষ্ণশূন্য অচৈতন্য, পড়ে সব ধরাতলে॥
ভ্রমে না ভ্রমর সব, কুসুমাদি কমলে নাহি রব,
হয়ে নীরব কোকিল কাঁদে তমালে,—
না শুনিয়ে মধুর বেণু, কাঁদে ধেনু সকলে,—
যমুনা হইয়েছে প্রবল, গোপিকার নয়ন-জলে॥

—

বিভাস—ঝাঁপতাল।

হেরি অন্ধকার, হে উদ্ধব, ব্রজের ধব মাধব বিনে।
অক্রূর হরে লয় যে দিন দীনবন্ধুকে,
দিন গেছে সে দিন,
নিশি দিন হয়েছে আজি দীনে॥
তারানাথের নয়নতারা, হারায়ে কাতরা,
গোপদারা সবে বৃন্দাবনে,—গেছে নয়নতারা,
তারার তারাকারা ধারা, তারা-আরাধনের ধনে
না হেরে নয়নে॥

—

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

শুনি কি বিচার করলেন শ্রীহরি।
তবে কোন্ বিচারে মরে কিশোরী।
অচৈতন্য জ্ঞান-শূন্য, দিবা শর্ব্বরী॥
এই কি তার হ'লো বিচার,
গোকুলে করিলেন প্রচার,
সঁপিলাম মন কুলাচার পরিহরি,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড যার ক'রে যায় ভৃত্যাচার,
সে বিচার-পতির একি অবিচার,
হলো রাধার কি পাপাচার, তার উপরে অত্যাচার,
কৃপণাচার করলেন ব্রজে কুঞ্জবিহারী॥

—

সুরট—কাওয়ালী।

ও ভাবে কি হয় ভক্তের মোহিত মন,
সে যে ভাব, সব অভাব, এখন কি ভাবে—
কুব্জার ভাবে আছে মন্মথমোহন ॥
ব্রজের ভাবটী কেবল ভক্তের হাটে বিকায়,
যে ভাব ভাবিলে শঙ্কায় শমন অন্তরে গে লুকায়,
ভাবের ভাবনা যায়, জীবের সকায়—
গোলোকেতে হয় গমন ॥

আলিয়া—মধ্যমান।

কি দেখিলাম কেশব! ব্রজবাসী সব,
শবপ্রায় সব প'ড়ে ধরাসনে।
জীর্ণ শীর্ণ ছিন্ন ভিন্ন, জ্ঞান-বিভিন্ন তোমা ভিন্ন,
হয়ে আছে বৃন্দাবনে ॥
গোকুল আকুল গে কুলচন্দ্র হয়ে হারা,
শুন ওহে তারানাথের নয়ন-তারা।
তারায় বহে যারা, তারাকারা ধারা,
জ্ঞান নাই আর,—বাঁচে কত তারা,
নয়ন-তারা বিনে ॥
মা যশোদা সদা করে লয়ে সর,
ডাকেন গোপাল গোপাল ক'রে উচ্চৈঃস্বর,
একবার গুণেশ্বর, হয় না অবসর,
আসিবার রে, ধর ধর সর
তোর দিই চন্দ্রাননে ॥

ঝিঝিট—যৎ।

মধুর কৃষ্ণধ্বনি কে শুনায় গো সই।
গেলো প্রাণ তো গৃহের প্রান্তভাগে—
আমি ত আর আমার নই ॥
নাম শুনে যার আঁখি ঝোরে,
বিধি যদি মিলায় তারে, সই—গো!
রাখি হৃদয়-মাঝারে তারে,
রাঙ্গা পায়ের দাসী হই ॥
হবে কি মোর শুভাদৃষ্ট, হবে চণ্ডীর শুভ দৃষ্ট—
সই গো, আমায় দিয়ে কৃষ্ণ—মনোভীষ্ট,
পুরাবেন কি ব্রহ্মময়ই ॥

সুরট—ঝাপতাল।

কিং ভবে, কমলাকান্ত, কালান্তে কাল-করে।
কুরু করুণা,—কাতর কিঙ্করে,—কৃষ্ণ সংসারে।
ক্রিয়াবিহীন-কুমতি-কৃত পাতকিকুল-নিস্তারে।
কেশব করুণাসিন্ধু কালি-কলুষ-সংহারে ॥
ওহে কুলবিহীন-কুল,কুলকামিনী-কুলহর কান্তে।
কালীয়-ফণি-কাল, কালবরণ, কাল-নিবারে।
কম্পে কায়া কামাদি কজন কুজন ব্যবহারে।
কাতরোঽহং রক্ষ, কমলাক্ষ, দাশরথি রে ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

সখি, ঐ দেখ, মোর শ্যাম-নবঘনে উদয় গগনে।
এলেন আমার জগবন্ধু রথ-আরোহণে ॥
ঐ পদে রেখেছে মতি, ব্রহ্মা ইন্দ্র পশুপতি,
ভবভার্য্যা ভাগীরথীর জন্ম ঐ চরণে।
গলে বনফুল-হার, শিরে শিখিপুচ্ছ যার,
দ্বিভুজ মুরলীধর, পীতবাস পরণে ॥

সুরট—যৎ।

জয়তি জগদীশ জগবন্ধু জগজ্জীবন।
জপে গুণ যোগীন্দ্র-আদি যতনে যারে যোগিগণ।
যজ্ঞেশ্বর যাদব জয় যশোদানন্দন।
যদুকুলোদ্ভব জলদবর্ণ জনরঞ্জন ॥
তুমি জীবের জীব আত্মরূপ, ত্বং যজ্ঞ তুমি জপ,
যন্ত্রি-জন-যন্ত্র যম-যন্ত্রণা-নিবারণ ॥
জগত-আরাধ্য, জগদাদ্য জগন্মোহন।
এই অধন্য দাশরথিরে তার হে জগত্তারণ ॥

টৌরী—কওয়ালী।

ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে,—
নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়ান্ত হবে ভবে।
ভাবিলে ভাবনা যত ভ্রূভঙ্গে হরে রে,
তরল তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে ॥
মন! কিমর্থে এ মর্ত্ত্যে কি অর্থে এলি,
সদা কুকীর্ত্তি দুর্ব্বৃত্তি ক'রলি,—কি হবে রে ॥
উচিত এ নহে দাশরথিরে ডুবাবে।
কর প্রায়শ্চিত্ত, রে চিত্ত, সে নিত্য পদ ভেবে ॥

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

শুন রে বিহঙ্গ, তুই কি ধ্যান করি,
ধ্যান ভাঙ্গাতে এলি।
ছিল হৃদয়কমলে কমললোচন,
রামকে আমার ভুলিয়ে দিলি ॥
পক্ষি রে, কি করি বল,
হলেম অচল নাই অঙ্গে বল,
ছিল হৃদে বল, দুর্ব্বলের বল বনমালী।
মনে প্রাণে ঐক্য ছিল, রাম মোর সাপক্ষ ছিল,
কেন পক্ষী তুই বিপক্ষ হ'য়ে,
আমার মোক্ষধন হারালি ॥

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

মাধবের নিন্দি নীলাঞ্জন নীরদবরণ।
তাহে কমলা, স্থির, চপলা, বামে শ্যামারি ভূষণ ॥
নীলকান্ত মরে ত্রাসে, নীলাম্বুজ নীরে ভাসে,
হেরি কৃষ্ণরূপ, অভিমানে বিমানে রন নবঘন ॥

সুরট—যৎ

যাতে জীবের জন্মে জয়, যাতে মুক্ত জন্মেজয়,
জন্মে জ্ঞানোদয়, জন্ম-মৃত্যু-ভয় যায় দূরে।
শুনরে জীব, যাবে চিন্তে, যাবে চিন্তামণি-পুরে ॥
যার ভক্তি এ ভারতে, সেই ধন্য এ ভারতে,
তার ভার কি পার হ'তে,ভূভার-হারী ভার হরে ॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

এই ছিল কি মন রে, তোর মনে।
আমারে মজালি মন, না ভজে রাধারমণে ॥
তুই আমার আমি তার, তোর মনে কি মনান্তর,
মনান্তরে রাখ্‌লি কেন, আমার মন্মথমোহনে।
যারে চিন্তে বিধি হরে, না চিন্তরে চিন্তা হ'রে,
তুই আমায় ডুবালি অন্তে চিন্তাসাগর-জীবনে ॥

আলয়া—কাওয়ালী।

দীননাথ, হবে দীন-দুঃখ নাশিতে—
ত্রাসিতে তুষিতে।
হয় দেহ শ্রীপদ, না হয় ব'লো এ আমোদ,—;
আমি দেখ্‌বো না তোর,আর হবে না আসিতে ॥
আর যাতনা সহে না সদায় হে,
ঘুচাও যদ্যপি নাথ, যাতায়ত-দায় হে,
হই জনমের মতন বিদায় হে,
নৈলে তো দায় রবে সমুদায় হে,
না হয় ভবে জন্ম-মরণ,দুঃখের তরু, অসিতবরণ।
যদি ছেদ কর কৃপা-অসিতে ॥

সুরট—ধামাল।

ভজ পরমাদরে মন, পরমার্থের কারণ,
পরমাত্মা-রূপ পরমব্রহ্ম পরদেব হরি।
পরম-যোগি-পূজিত সদা পরম সঙ্কটহারী ॥
পরম শিব রূপে পরম পুরুষ শিরোবিহারী।
চরমে হরি পরম-দাতা, পরম-পদ-দানকারী ॥
পরমাণু-নিন্দিত পরম সূক্ষ্ম কলেবর-ধারী।
পরমেশ পরমারাধ্য পরমায়ু-রূপধারী।
পরদ দীন দাশরথির পরম দুঃখ-নিবারী ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

এত তোমার খেলা নয়, কান্ত, বুঝিলাম একান্ত।
এ খেলা খেলিছেন গুণনিধি,—
বিধির হৃৎকমলের নিধি কমলাকান্ত ॥
এ বিপত্তিকালে কোথায় নাথ, তব,
বিপদ-সম্পদ-কালে তোমার মাধব বান্ধব,
পাশায় রাজ্যধন, নিলে দুর্য্যোধন,
কৃষ্ণ জানেন না কি এ বিপদ-তদন্ত ॥
কখন মাতঙ্গ কখন পতঙ্গ এ সব,
রঙ্গ ভঙ্গ করেন জানি আমি—সব সেই কেশব,
একবার বলেন যায় অঙ্গ, আবার তার বৈরঙ্গ,
ঐ রঙ্গে তাঁর দিন-রজনী-অন্ত ॥

আলিয়া—যৎ

ভবে তার্ কারে ভয়।
যারে সাপক্ষ হইয়ে হরি, দেন পদ অভয় ॥
বিপক্ষ ত্রৈলোক্য হ'লে সবে পরাজয় মানে,
রণে বনে কি জীবনে, রাখেন ভক্তের জীবনে,
কৃপাময় কৃপা-কৃপাণে, রিপু করেন ক্ষয় ॥
তার, যে ভাবে চরণ দৃঢ় জ্ঞানে,
শমনে সামান্য গণে,
ভাবে না মূঢ় অজ্ঞানে, দাশরথি কয় খেদে ॥

ঝিঁঝিট-মাল্লার—ঢিমে তেতালা।

ভব-সঙ্কটে ও তরি কেমনে।
ভেবেছ রে মন, কি মনে মনে।
গেল কুপথে ভ্রমণে দিন, না ভেবে রাধারমণে ॥
দুঃখে থাকি জননী-উদরে, ব'লেছিলি দামোদরে,
সাদরে পূজিব চরণ,—বিজনে,—
আসি সংসার-রত্নাকরে, কি রত্ন পেয়েছ করে,
ও রত্ন হারালি রে অযতনে,—
সেই দুস্তারে, কে তোরে নিস্তারে,
ভয়ঙ্কর দিনকর-সুত আসিবে কর বন্ধনে ॥
আশা-কুবৃত্তি আছে তোর,
নিবৃত্তি ক'রে তারে, প্রবৃত্ত হ রে,হরি-সাধনে,—
ভাবো বিপদ-ভঞ্জন, হবে বিপদ-ভঞ্জন
নিরঞ্জন জ্ঞানাঞ্জন দিবেন নয়নে ;—
ভবে সে পদ, হলে সম্পদ,
দাশরথির কি বিপদ, থাকে ভবপার-গমনে ॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

জয়তি জগদীশ জগবন্ধু বন্ধু সংসারে।
কলুষ-গর্ব্বখর্ব্বকারী, কুরু করুণা কংসারে ?
যদি হে গতিবিহীন-জনে,—তার তারে দুস্তারে।
তবে ত্বং মাহাত্ম্য-গুণ-বিস্তার হে মুরারে ॥
দুজন কুজন-সঙ্গে, ভ্রমণ সদা-কুপ্রসঙ্গে,
মগ্ন সংসার-তরঙ্গে, আসি ফিরে বারে বারে,—
ক্রিয়াহীন কুমতি দীন দাশরথি দাসেরে,—
দেহি ত্বং চরণে স্থান,
শমন-শাসন সংহারে ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

বিশ্বরূপ-রূপ হেরিয়ে অন্তরে।
যায় অন্তরের দুঃখ অন্তরে।
ভ্রান্ত ঘুচাও মন, বলি শোন্ তোরে ॥
ও পদ ক'রে ঐকান্তে, ভাবিলে কমলাকান্তে,
জয়ী হবি অন্তে সে কৃতান্তেরে ॥
যদি করি বিভবের দুঃখ খর্ব্ব, রে ।
পরিহর ধন জনে, কুমন্ত্রী দুজন কুজনে,
নির্জ্জনে বিপদ-ভঞ্জনে, ডাক দিনান্তরে ॥

জঙ্গলা—একতালা।

ভক্তাধীন চিরদিন, আমি এ তিন সংসারে।
ভক্তের দ্বারে আছি বাঁধা, তা কি জানমা।
ভক্ত দিলে বাধা, যত্নে ধারণ করি মস্তক-উপরে।
হই ভক্ত-অনুরক্ত, চারি বেদে ব্যক্ত,
ভক্তগণে স্থান দি গোলোক' উপরে,—
ভক্তে দিতে পারি,—
প্রাণ চাহে যদি দেহ পরিহরি,
দেখ, ভক্ত-পদ রাখি হৃদয়ে ধ'রে ॥
দেখ, নামটি মোর অনন্ত, কে পায় আমার অন্ত,
রই অনন্তরূপে জীবের অন্তরে,—
আমি ভক্তের রিপু, নাশিলাম হিরণ্যকশিপু,
প্রহ্লাদে রাখিলাম নৃসিংহরূপ ধরে।

জঙ্গলা—একতালা।

তাই বলি মন, মিছে বারবার ভ্রমণ,
করিছ ভব-সংসারে।
সদা বিষয়-মদে মত্ত, মন রে, কুতত্ত্বে প্রবর্ত্ত,
এ তত্ত্বে আর তত্ত্ব, নাই প্রশংসা রে ॥
পান কর সেই নাম-সুধা, যাবে ভবের ক্ষুধা,
ভাবতে কি তোর বাধা, সে কংসারে,—
দিবাকর-সুত, বাঁধিবে দিয়ে সুত,
করের তরে করে,—
কি কর দিয়ে তার করে, করবি মীমাংসা রে ॥
ওরে, অমাত্য বন্ধুবর্গ, ত্যজে এ সংসর্গ,
এরাই উপসর্গ কেবল সংসারে,—
একবার হয়ে বিজন, ওরে দাশরথি,
ওপদ কর ভজন,
সে জন-ভবনে যাও, দুজন-কুজন ধ্বংস ক'রে ॥

আলিয়া—একতালা।

গেল রে দিন গেল একান্ত।
কি কর রে মন, মানস ভ্রান্ত।
নিন্দি রূপ-নীলকমল,
হৃদ্‌কমলে ভাব সে কমলাকান্ত ॥
মুদিলে নয়ন সব নিরেকার,
কেহ নয় আমার, আমি নইরে কার,
কর সেবা কার, ঘরে কেবা কার,

হয় রে জায়া সুত :—
না শুন শ্রবণ, সুজন-ভারতী,
ভব-নিস্তারণ ;—তোমার ভারতী,
কেন চিন্ত না রে দাশরথি,—
শীঘ্র শিয়রে অসুর-ভাবে কৃতান্ত ॥

—

বসন্ত—কাওয়ালী।

কাতরে উদ্ধার হে উমাকান্ত!
গেল দিন ত নিকট কৃতান্ত ॥
হর পাপ কৈলাস-বিহারি পাপহারি।
ফণিহারি, নৈলে আমি এ জনম হারি,
কে আর লইবে ভার, কে আর করিবে পার,—
অপার সংসার-সাগর-ঘোর হর,
তুমি যদি কর দুঃখের অন্ত ॥
তৎপদে বিহীন ভক্তি রতি,
কাতর অতি দাশরথি,
দেহ-রথে আমার অজ্ঞান-সারথি,
মন-অশ্ব বাঁধা তাতে, অসার সারথি মতে,
না চলে ভক্তি-পথে, মজালে স্বতে,
করে কুপথ-গমনেতে কালান্ত ॥

—

সুরট—কাওয়ালী।

(মা!) তারিণি তাপহারিণি।
তার তারা, প্রদানে পদতরণী।
তপন-তনয়-তাপে তাপিত তনয়-তনু,
ত্রাস নাশ, তারা, ত্রিবিধ পাপ-বারিণি ॥
তপাদি লোক-মন-তৃপ্তি-কারিণী,
তুমি তপ্ত-হেম-বরণী,
তন্ত্রে তদন্ত-বিহীন—
জানে কে তত্ত্ব তব, পদ তরঙ্গ তরণী ॥
ত্রিগুণ-ধারিণি ত্রিলোচনি,
তৃণাতীত তৃণ, তপ-বিহীন,
তুচ্ছ তব তনয় দাশরথির তিমির-দূর-কারিণী ॥

—

মুলতান—কাওয়ালী।

শ্রীকান্ত-শ্রীচরণ ভাব রে মন।
বলি শুন দিন ত অন্ত, কৃতান্ত, আগমন।
এ পসার কেন আর, সব অসার রে কর সার,—
কেবল ভরসার স্থান যে জন ॥
আছ কি ভাবে কি পাবে জ্ঞানহারা!
নিদানে কি ধন দারাসুত দ্বারা,
মুদিলে তারা কে তারা তখন।
না রেখে পার্থ-সারথি-পদে রতি,
ব্যর্থ দিন তো রতি-গত দাশরথি,
দেখ না,—মম শিয়রে শমন ॥

—

সিন্ধু-ভৈরবি—যৎ।

এসো গো রাই রাজকুমারি,
ভেসোনা আর নয়ন-জলে।
সাধে বিধি দিলেন জল,
তোমার চিন্তামণির চিন্তানলে ॥
ব'লে গেলেন মুনিবর,
ত্যজ ধূলায় লুণ্ঠিত কলেবর।
রাধে, অম্বর সম্বর, পীতাম্বর শ্যামকে পেলে।
কুদিন আজ হরিলেন হরি,
কর শীঘ্র গমন প্যারি,
এলেন কুরুবংশ-ধ্বংস-কারী,
কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ-স্থলে ॥
একে বিচ্ছেদ-উন্মাদিনী তাতে বিবাদিনী ননদিনী,
সদা ভাবছো গো ;—
রাই বিনোদিনি, গোকুলে অকূলে,
অন্তরে বুঝিলাম অন্ত,
শ্রীদামের শাপ হ'লো অন্ত,
তুমি পাবে নিজ কান্ত,চল রাই, শ্রীকান্ত ব'লে ॥

—

খট—যৎ।

ও নয় গো গগনের চাঁদ,
গোকুলচাঁদের শিরোমণি।
ব্রজের আদ্যাশক্তি রাধা মুক্তি-প্রদায়িনী।
দেখ পদদুখানি, প্রভাতেরো ভানু জিনি,
বৃকভানুসুতা ভানুজ-ভয়বারিণী।
চাঁদের কি এমনি বরণ, ঢেকেছে রবির কিরণ,
হাঁ গো, চন্দ্রোদয়ে মলিন কি হয় দিনমণি॥

—

ললিত ঝিঁঝিট—খঁপতাল।

আয় রে! প্রাণ যায় রে!
মাকে দেখা দে রে মাখন-চোরা!
মরি রে নীলমণি রে! তোর,—
শোকে জননী সকাতরা॥
কি ছলে গোবিন্দ মায়ে কালি ব'লে গেলি তোরা
আমার কেঁদে কেঁদে নয়নের তারা—
গেছে ওরে নয়ন-তারা,—
তারা-আরাধনের নিধি তোরে হ'য়ে হারা॥
বাছা গগনে না উঠিতে ভানু, চঞ্চল ক্ষুধায় তনু,
অঞ্চলের নিধি মায়ের অঞ্চল-ধরা,—
ও বিধু-বদন চেয়ে এখন, কে দেয় ক্ষীর নবনী,
কার মাকে মা বলিয়ে পাসরিলি রে নীলমণি!
বাছা! কে জানে বেদন, বিনে জঠরেতে ধরা॥
বাছা, উদিত হ'লে দিন-মণি,
সাজাতাম রে নীলমণি!
ও রূপ-পসরা—সে রূপ যায় কি পাসরা,—
সাজাতাম তোর ইন্দু-বদন অলকা-তিলকে,—
রাধা-নামাঙ্কিত-শিখিপুচ্ছ-চূড়া মস্তকে,
গলে গুঞ্জমালা কটী-বেড়া পীতধড়া॥

ললিত—একতালা।

রাম-সীতা-যুগলেতে কি শোভা হ'ল উজ্জ্বল।
নীল-গিরিবরে যেন কনকলতা জড়িল॥
আসি সব প্রতিবাসী, হেরে ঐরূপ মন উদাসী,
হ'য়ে উদয় যুগল-শশী,অযোধ্যা করেছেন আলো
দাশরথি খেদে কয়, মিছে আশা দুরাশয়,
রেখেছে বেঁধে ঐ পদদ্বয়,
বক্ষে করি চিরকাল কাল॥

মল্লার—কাওয়ালী।

কি কর রে মন! অনিত্য ভাবনা।
শমন-সঙ্কটার্ণবে, অনায়াসে পার হয়ে যাবে,
যে নাম ভাবিলে জীবের যায় ভাবনা॥
ওরে, কুমতে কুপথে সদা ক'র না ভ্রমণ,
চল রে চরণ! শ্রীরামের শ্রীচরণ,—
দরশন করিলে ভবে, হবে সিদ্ধ কামনা।
ওরে পদ! কর সে পদ সম্পদ, আপদের আপদ,
এ সম্পদ মিছে আর ভেবো না,
কর হৃদয়-পদ্মেতে সে পদ-স্থাপনা॥
অবশ্য কলুষ তবে হবে রে নিধন,
হরের হৃদয় ধন, করিলে আরাধন,—
ঘুচাবেন দাশরথি দাসের জঠর-যন্ত্রণা॥

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

কে বনে গৌরবরণ! নিলাম শরণ হও হে স্বামী
কামিনীর মনোচোরা ধন,
এখন যোগীর যোগ্য নও হে তুমি॥
মনের মতন, পেলাম রতন, ত্রিভুবন ভ্রমি,—
হও আমার প্রেমের গুরু কল্পতরু,
তোমায় দিব হে যৌবন প্রণামী।
সামান্য রমণী নই হে, হও প্রেমের প্রেমী,—
শুনেছ শমন-দমন,
সেই রাবণ, রাজার ভগ্নী আমি॥

অহং—একতালা।

কি দিব তুলনা, জগতে মেলে না,
তোমারি তুলনা, তুমি হে হরি!
আছেন নাভিপদ্মে বিধি, তোমার গুণনিধি,
তুমি বিধির বিধি, সর্ব্বোপরি॥
ভ'জে তোমার পদদ্বয়, মৃত্যুকে কল্লেন জয়,
মৃত্যুঞ্জয় নাম ত্রিপুরারি।
চরণে জাহ্নবী, পাষাণ মানবী,
স্বর্ণময় হ'লো কাষ্ঠতরী,
ওহে তোমার অভয় পায়, জীবে মুক্তি পায়,
ভবের উপায়,—পারের তরী॥
বলির বাড়ালে সম্পদ, দিয়ে মাথে পদ,
দিলে ইন্দ্রপদ, স্বর্গোপরি।
দীনের দীনবন্ধু, করুণার সিন্ধু,
ত্রাণ কর ভবসিন্ধুবারি॥
হলে পূর্ণ অবতার, হরিতে ভূভার,
রাবণ বধিতে রামরূপ ধরি॥

আলিয়া একতালা।

ওরে, রামকে চিনতে পারা ভার।
ভজে ইন্দ্র চন্দ্র, ঐ পদারবিন্দ,
মহাযোগীর আরাধ্যধন,—
সে সব ধন, কি পায় রে অন্যে,
এত পুণ্য আছে কার ॥
যাঁর পদোপরে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্ন,
গোষ্পদাদি স্বর্ণরেখা ভিন্ন ভিন্ন,
অবনীতে আসি হলেন অবতীর্ণ,
করিতে জীব-উদ্ধার ॥
পদ্মযোনির হৃদিপদ্মের যে ধন,
অন্বেষণে যার না হয় অন্বেষণ,
অনশনে ব'সে ভাবে ঋষিগণ,
অভয় চরণ তাঁর ॥

খট—একতালা।

আমি জানিনে গো আর, মা। তোমার,
কেবল অভয় পদ ভিন্ন।
হ'য়ে সীতে, ভার নাশিতে, অবনীতে অবতীর্ণ॥
হই বঞ্চিত, নাই সঞ্চিত, জন্মার্জ্জিতকৃত পুণ্য।
হের দীনে,এ দুর্দ্দিনে,তোমা বিনে,নাই আর অন্য
করিতে মা! তব তত্ত্ব, না জেনে এসেছি তত্ত্ব,
পরম পদার্থ পদ দিয়ে কর ধন্য।
মা! তোমারে নিরাহারে পূজে পদ-পাবার জন্য,
দাশরথি-প্রিয়া সতি! দাশরথির জ্ঞানশূন্য ॥

অহং—একতালা।

তোমার, কে বুঝিবে ভাব, ভব পরাভব,
মুকুন্দ-মাধব! শ্রীমধুসূদন।
হরি! কে পায় তব অন্ত, অনন্ত যায় ক্ষান্ত,
তুমি হে নিতান্ত কৃতান্ত-দলন ॥
করলে ক্ষীরোদ উদ্ধার, তুমি গদাধর!
সৃজিয়ে সংসার, কর হে পালন।
তোমার ব্রহ্মা আজ্ঞাকারী, গোলোকবিহারী,
হ'লে বনচারী কমললোচন!
কিবা বরণ উজ্জ্বল, জিনি নীলোৎপল,
অনীল নীলকণ্ঠ-ভূষণ,—
অসার সংসারে, আসা বারে বারে,
ঘুচাও একেবারে বারিদবরণ,—
আমার পরকাল-সময়, দীন-দয়াময়!
দিও হে অভয়! অভয় চরণ ॥

অহং একতালা।

এ মা জগৎ-জননি!
ওগো মা নগেন্দ্র-নন্দিনি। তারিণি! সর্ব্বাণি!
ভবরাণি! বাণি! নারায়ণি!
এ মা কমলে! কামিনি! মাতঙ্গিনি! রঙ্গিণি!
করাল-বদনি! মহাকাল-রাণি!
কাল-বারিণি! শিবানি! ভবানি!
তারা নিরদবরণি! নবীনে রমণি!
ত্রিনয়নি! এ মা! খট্টাঙ্গধারিণি!
নিশুম্ভদলনি! মায়া-প্রবন্ধিনি!
কোটি-চন্দ্র-ভাতি জিনি নিভাননি!
দিগ্বাসিনি! রাতুল-চরণি!
দাশরথি চাহে চরণ দুখানি ॥

ললিত—একতালা।

শুধুই হরি হরি করলে হরি পাওয়া ভার।
নামের ফল, হয় কেবল,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন, দেহে আছে পরিপূর্ণ,
সাধু ভিন্ন কেবা নাশে অন্ধকার ॥
সাধু-দরশনে পাপ থাকে না,
জনম সফল তার সিদ্ধ হয় কামনা,
একবারে যায় সব যন্ত্রণা,—
গণ্য নয় আর অন্য মতে, সার্থক সাধুর পথে,
পথের পথী হ'লে, হরি মেলে তার ॥

বিভাস—ঝাঁপতাল।

ত্যজ রে বিষয়-বাসনা, ভজ রে রামচরণ।
ভবের বৈভব রাম,—ভব-ভয়-তারণ ॥
দশরথের নন্দন, জগত-মনোরঞ্জন,—
দিয়ে তুলসী চন্দন, লহ রে তাঁর শরণ ॥
দেখ রে মন! হইও না ভ্রান্ত,
রামনাম দ্বি-অক্ষর-মন্ত্র, জপ রে সেই মহামন্ত্র,
দে'খ ক্ষান্ত হবে শমন ॥

গুণাতীত সে রঘুপতি, আরাধিয়ে পশুপতি,
পতিত-জনার গতি, হরি পতিত-পাবন ॥

খাম্বাজ—একতালা।

গেল দিন ভবের হাটে।
ও কি হবে! রবি বসিল পাটে ॥
আশা-যাওয়া সার, হ'লো বারে বার,
কিসে হবে পার, ভবের ঘাটে ॥
না ফলিলো আমার আশা-বৃক্ষের ফল,
কষ্ম-ফলে বনে খে'য়ে বেড়াই ফল,
নাইকো পুণ্যফল, কর্ম্মসূত্র-ফল কি ফলে কাটে।
গুরুদত্ত তত্ত্ব মনে করি যদি,
ভুলাইয়া রাখে ছ'জন প্রতিবাদী,
তাই ভাবি নিরবধি, স্বীয় গুণে রাখ সঙ্কটে ॥

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

বসিলেন যোগে, যোগ-সাধনে।
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র না পায় যাবে ধ্যানে ॥
বেদে নাই যার অন্বেষণ, দর্শনে নাই নিদর্শন,
কে করে তার নিরূপণ, ব্রহ্মা ভাবেন ব্রহ্মজ্ঞানে।
বর্ণময়ীর কিবা বর্ণ, লাজেতে বিবর্ণ স্বর্ণ,
বর্ণিতে পঞ্চাশ বর্ণ,—বর্ণে পরাভব মনে।
অসাধ্য সাধনে অতি, গুণ গান গণপতি।
পতিত জনার গতি, দাশরথি কিবা জানে ॥

মল্লার—একতালা।

কৃপাং কুরু কমলাক্ষ! রক্ষ এ দীন পামরে।
গতি-বিহীন, ভেবে হীন, বঞ্চনা করো না মোরে
ছ'জন কুজন ত্যজে, বিজন হয়ে তোমারে,—
ভজন ক'রেছে যে জন, সে জন অনায়াসে তরে,—
ক'রে তার দুঃখ ভঞ্জন, পাঠাও ভবপারে ॥

ভৈরবী—যৎ।

নিলে তারকব্রহ্ম রামের নাম।
যায় ভবভয় দূরে, শমন পলায় ডরে,
জঠর-যন্ত্রণা হয় না বারে বারে,
গোম্পদ জ্ঞান হয় জলধিরে,
অন্তে পায় মোক্ষধাম ॥

মম তুল্য কে ধরায় ভাগ্যবন্ত,
অশোক বনে লক্ষ্মী আর লক্ষ্মীকান্ত,
হয়ে ভ্রান্ত যার পদ ভাবেন উমাকান্ত,
শ্মশানবাসে অবিশ্রাম ॥

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

কমল-চরণ দেহি কমলা! বাঞ্ছা আছে দরশনে।
কৃপণতা ক'রো না মা! এ অকৃতি-সন্তানে ॥
ঐ পদাশ্রিতে দাস তোমারি,
শুন গো মা ধরা-কুমারি।
পদে পদে দোষ আমারি,
তোষ যদি মা নিজ গুণে,
এ মা! সুরশঙ্কা-বিনাশিতে, রাবণ কুল নাশিতে,
ভূ-সুতা হইয়ে সীতে, এলে লঙ্কা ভুবনে,—
কভু সীতে কভু অসিতে, কভু অন্নদা কাশীতে,
এবে হবে মহিমা প্রকাশিতে,
যদি তার দাশরথি দীনে ॥

ঝিঁঝিট—খং।

আয় তোরা কেউ দেখবি,—রামরূপ দেখসে আয়
যেমন শরৎশশী, পড়ল খসি,
নবঘন-মিশেছে তায় ॥
একটির অঙ্গ মেঘের বরণ,
একটি যেন চাঁদের কিরণ,
সই গো! তাতে চাঁদ ব'লে ধায় চকোরী,—
মেঘ ব'লে চাতকী ধায় ॥

টৌরী—কাওয়ালী।

জয়দে! মাতা জগদম্বে! জননি!
যোগেশরমণি! জয়া জগদানন্দকারি! ॥
জগন্মোহিনি! জগজ্জন-প্রসবিনি! মা!
যমযাতনাবারিণি! যোগমায়া জগদীশ্বরি!
মা যশোদে-নন্দিনি! যশঃপ্রদা যোগেন্দ্রাণি!
জীবের জীবাত্মা-রূপা যজ্ঞেশ্বরি! ॥
জগতব্যাপিনি! জলদরূপিণি!
জাহ্নবি! জীবের জনমবারিণি!
জগতারিণি জহ্নুকুমারি! ॥

সুরট—যৎ।

ভানুজ-ভয়হারী রাম অনুজ সহ কি বিহরে।
সজল জলধরে যেন শশধর উদয় করে॥
শরণার্থে শরদিন্দু পড়ি পদনখে,—
হেরি চিন্তামণি-কান্ত মুনীন্দ্র-মন হরে॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ওগো দিদি! বিধি বুঝি বিধবা ঘটায়।
প্রাণকান্তের প্রাণ ত বাঁচানো দায়॥
ভুলায়ে রমণী মুনিবরের সজ্জায়,
ঘরে গিয়া ছলে, একি ঘরপোড়া ঘটালে,
ঐ যে ঘরপোড়া বাণ লয়ে যায়॥
আছে অতুল সম্পদ ভবে কার এমন,
অশ্বপাল যার শমন,—
আজ্ঞাধর শশধর, গাঁথে হার পুরন্দর,
সে আদর আজ আমাদের সব ফুরায়।
এখন কুল ভয় ছাড়, যদি কূল পাবে,
কুলরমণী সবে অনুকূল হ'য়ে হরি,
অকূলে বিলাবেন তরি,—
ধরি গে সেই অকূলকাণ্ডারীর পায়॥

খাম্বাজ—একতালা।

আমার কি ফলের অভাব,
তোরা এলি বিফল ফল যে লয়ে।
পেয়েছি যে ফল জনম সফল,
মোক্ষফলের বৃক্ষ রাম-হৃদয়ে॥
শ্রীরামচরণ কল্পতরু-মূলে রাই,
যে ফল বাঞ্ছা করি সেই ফল প্রাপ্ত হই,
ফলের কথা কই, ও ফল গ্রাহক নই,
যাবো তোদের প্রতিফল বিলায়ে॥

বাগেশ্রী-বাহার—একতালা।

জানি জানি পাষাণের সুতা!
তোমার দয়া মায়ার কথা।
ছিন্নমস্তা হ'য়ে অভয়ে!
তুমি আপনি কাট আপনার মাথা।
তোমার পিতা সে তো শিলে,
তার ঔরসে প্রকাশিলে, বড় সুশীলে,—
লোকে জানে হে তোমার শীলতা॥

ললিত ভৈঁরো—একতালা।

এ যাতনা আর সহেনা, জননি! জগদম্বে।
দিয়ে চরণ, দুখ হরণ, যদি করো অবিলম্বে॥
হের শ্যামা! হর-রমা! হের উমা! হের অম্বে,
হের করুণা নয়নে, যেমন,—হের মা! হেরম্বে॥
বিশ্ব বিপদ-বারিণী,—সুর-সঙ্কট হারিণী,—
হ'য়েছ তারিণি! নাশ করিয়ে নিশুম্ভে;—
এ সংসারো, নাশ করো, যেমন নাশো জল-বিম্বে
দাশরথির দুখ নাশিবে, শিবে! আর কত বিলম্বে

ভৈঁরো—একতালা।

দীনের দিন গত কিন্তু নহে রাম!
তব চরণে এ দীন গত।
আমার গত অপরাধ কত, প্রাণ নির্গত সময়ে,—
দেও হে চরণ, হলাম চরণে শরণাগত॥
সৎসঙ্গে হ'য়ে স্বতন্তর, করি অসৎ ক্রিয়া সতত,
তোমায় শত শত মন্দ, বল্লাম হে রামচন্দ্র!
না ভাবিয়ে ভবিষ্যত॥
ওহে গুণধাম! স্বগুণ প্রকাশো,
গুণহীন জ্ঞানহীন—দোষ নাশ,
সগুণে তারিলে কি পৌরুষ,
সে তো স্বগুণে পাবে সুপথো,—
জননী-জঠরে কঠোর যন্ত্রণা
আর দিবে হে রাম! কত,
ওহে দশরথাত্মজ! দাশরথি!
ঘুচাও দাশরথির গতায়াত॥

ললিত—যৎ।

ধর চোরকে ধরো দণ্ড কর হে রাম রাখ চোরে।
এ জনমের মত বন্দী কর চরণ কারাগারে॥
ওহে যদি বাঞ্ছা হয় অন্তরে,
রাখতে চোরকে দ্বীপান্তরে
সেই তো পার করবে তবে, পাঠাও ভবসিন্ধুপারে
ক'রে কত কুমন্ত্রণা, মাকে দিয়েছি যন্ত্রণা,
স্থান দিতে রাম করো মানা, আমায় জননীজঠরে

আলিয়া—একতালা।

প্রাণ ত অন্ত হ'লো আজি আমার কমল-আঁখি,
একবার হৃদয়কমলে দাঁড়াও দেখি ॥
ইন্দ্র বেটা হার যোগাত অশ্বপালে কালকে রাখি ॥
এই কাল পেয়ে কাল পাছে ধরে,
ঐ ভয়ে রাম, তোমায় ডাকি।
ঐহিকের ঐশ্বর্য্য করা আর,
কিছু মোর নাই হে বাকী।
একবার বন্ধু হ'লে পরকালে,
কাল বেটাকে দেখাই ফাঁকি ॥

সুরট—একতালা।

শ্মশান-ভবনে ভব যায় ভাবে।
পাব ভবের ধন সে রাঘবে, হবে এমন দিন,
দীননাথের দয়া দানে, এমন দিন কি হবে ॥
আমি দীন হীন অতি নিরাশ্রয়,
করিবেন আমার আশ্রমে আশ্রয়,
দিবেন পদাশ্রয়, সেই গুণাশ্রয়, শ্রীচরণ-পল্লবে,
ওহে বন-যাত্রাকালে, একদিন মম ধাম,
এসেছিলেন অশেষ গুণের গুণধাম,
আবার দয়া ক'রে আসিবেন কি রাম,
এত দয়া কি সম্ভবে;—
তবে যদি হেতু নির্গুণে নিস্তার,
স্বগুণে গুণসিন্ধু-অবতার,
দাস বিনে দাশরথির ভার,
গ্রহণ করে কে ভবে ॥

ললিত ভৈঁরো—একতালা।

কি শোভা রে, রামরূপ রূপ-সাগর-তরঙ্গ।
রত্নাসনে সীতাসনে রাজভূষণে ভূষিতাঙ্গ ॥
চন্দ্রমুখীর মুখ নিরখি, চন্দ্র দুখী পায় আতঙ্ক।
মরি, হরির হেরি, অঙ্গ হারায় রে অনঙ্গ ॥
রামরূপ হেরে ত্রিনয়নে, প্রেমতরঙ্গ ত্রিনয়নে,
সদা ক'ন নয়নে, ছেড়ো না রামরূপের সঙ্গ,—
চিন্তামণির রূপের বাণী বল্‌তে বাণীর বাণী সাঙ্গ ॥
সীতানাথের তুল্য কে আর আছে অনাথ অন্তরঙ্গ

মুলতান—কাওয়ালী।

ও বীণে, লবিনে জানকী-প্রাণকান্তের নাম বিনে,
ভরসা করেছি ভবে তোয় রে,
বীণে, দেখো রে যেন ভুলিনে ॥
ভাবিলে দুঃখহারী শ্রীকান্ত,
দুঃখান্ত একান্ত, জ্ঞানপথে চল চল!
যে পথে আছে কাল-রবিসুত রে,—
সে পথে যেন রবিনে।
ওরে হর-আরাধ্য,—হরি চরণ-পদ্ম,
মনে ভাবিলে রে ভাবনা ভাবিনে,
মজনারে কুরস-প্রসঙ্গে কুরঙ্গে কুসঙ্গে,
রাখ দাশরথির শেষ,—
মিছে রস-আশে আর কে [illegible] —
যা হ'লো হ'লো নবীনে ॥

সুরট—কাওয়ালী।

রাম-চরণে মজ না রে।
ভ্রান্ত মন, নিকটে চরম দিন আমার,
পরম বিপদে পার,—
কারণ চরণ যার ব্রহ্মা সাধে সাদরে ॥
যার পদ হয় সম্পদ, পরশে পরমপদ,
পাষাণ মানবী রূপ ধরে।
কি চরণ মরি মরি!
ধীবরের কাষ্ঠতরী, রঘুবর-পদে হেম করে,—
যাতে জন্মহরা, সুরধুনী শিবদারা,
নরকবারিণী নরাদি কিন্নরে ॥

বসন্ত-বাহার—কাওয়ালী।

কিন্নর করিছে গান, তাল মান,
তাহে মিশাইয়া রাগ বাহার।
ধির্ কুট কুট তানা নানা তাদিম তা তা দিয়ানা,
ঝেন্না ঝেন্না কত বাজায়ে সেতার ॥
গান শুনি নাদেরে দানি দানের দানি,
ওদের তানা দেরতানা,
তাদিম তাারে তায়রে দানি,
দে তারে তারে দানি ধেতেলে,
তেলেনা বাজে সভায় রাজার

আলিয়া—একতালা।

শিখরনাথ, হে শিখরনাথ! শঙ্কর!
অপার-পার-মহিমে!
আদ্য বন্ধু হে! অনাদ্য, পাদপদ্ম দেহি মে।
লট-পট জটাজূট-শূলহস্ত-ধারিণে!
দেব-উক্তি পঞ্চবক্ত্র ভক্তমুক্তকারিণে॥
ভালে ভাল শোভা সিন্ধুসুত-ইন্দু-কিরণে।
দেবাদিদেব, সর্ব্ব-গর্ব্ব খর্ব্ব-কারিণে।
বিশ্বনাথ, শ্রীঅঙ্গভূষণ ভস্ম ভূষণে॥
সর্ব্বত্রাতা মোক্ষদাতা কর্ত্তা তো ত্রিভুবনে।
রঙ্গে ভঙ্গে ভূতসঙ্গে, যজ্ঞভঙ্গ-মানিনে॥
ব্যোমকেশ ভীম ঈশ পতি-প্রদায়িনে।
প্রসীদ প্রসীদ প্রভূ পতিতপাবনে॥
দুঃখে রক্ষ বিরূপ ক্ষ ত্রৈলোক্যপোষিণে॥

খাম্বাজ—খং।

কে সমরে শবোপরে নবঘনবরণী।
রূপ নিরখি নিন্দিত যেন নাল-নলিনী॥
প্রভাতের ভানুপ্রভা, চরণ-কিরণ-শোভা,
রণশোভা করেছে ঐ রণরঙ্গিণী।
দ্বিজ দাশরথি কয়, সামান্যা প্রকৃতি নয়,
করে ধরে নরশির হর-ঘরণী॥

খাম্বাজ—খেমটা।

কেন শ্যামা গো, তোর পদতলে স্বামী।
তুই সতী হইয়ে পতি-পরে, করিলি কি বদনামী।
কার সনে মা ঝগড়া করো,
আপনার ছেলে আপনি মারো,
বুঝি ঝগড়া নইলে রইতে নারো,
নারদ-মুনির মামী॥
মান অপমান নাই ভবানি,
মাতুল বেটা বাতুল জানি,
আমি কখন জানিনে আছে
তোর এতো ক্ষেপামী॥

খট ভৈরবী—একতালা।

তুমি কি গুণ ধর ভবানি,
দেখি ভাগ্যবান্, তোমার অধিষ্ঠান,
আমি যত দীন-হীন-জননী॥
জীবন্মুক্ত জীব শিবতুল্য হয়,
জীবনান্তে মম জীবনে যে রয়,
যমভয় নয় কৈবল্য-আলয়,
সে লয়,—প্রলয়কারীর বাণী॥
আমি ভয়হরা এ ভব-সাগরে,
ত্রাণকর্ত্রী কৃত-পাতকী নরে,
আমি না তারিলে দাশরথিরে,
তারো দেখি তবে মহিমা জানি॥

খাম্বাজ—একতালা।

হে কি শুনি ত্রিশূলপাণি!
নাহি পাই কূল, ভেবে প্রাণাকুল,
শিরে কুল-কুল কিসের ধ্বনি॥
সে ভূষণ কোথা লুকাইল সব,
করিত অঙ্গেতে ভুজঙ্গেতে রব,
কল-কল রব শুনি কলরব,
ভয়েতে নীরব সে সব ফণী।
কর দিয়ে শিরে বলো হে কারণ,
কারে শিরে তুমি করেছো ধারণ,
দাশরথি বলে শুন মা, কারণ,
কারণ বারি ও পাপবারিণী॥

সিন্ধু-ভৈরবী—কাওয়ালী।

কি করি শবাসনা, তুমিতো স্ববশে রবে না।
সতত করিবে যাতে, নিজ বাসনা।
তব জ্বালাতে শঙ্করি, মৃত্যু শঙ্কা মনে করি,
মৃত্যুঞ্জয় নাম ধরি, তাতে, হ'লো না॥
শুন হে সর্ব্বমঙ্গলে, মরণ মঙ্গল ব'লে,
ফণিহার করিলাম গলে, তারা দংশে না।
বিশ্বম্ভর নাম ধরি, বিষ খেয়ে জীর্ণ করি,
বিষে প্রাণ যায় না, কি বিষম যাতনা॥
পশুপতি নাম শুনে, শঙ্কা করে পশুগণে,
ব্যাঘ্র, সিংহ তারা আসি, প্রাণে বধে না।
জীবনে কি গুণ ব'লে, দিলাম আগুন কপালে,
কপাল-বিগুণে সে আগুনে দহে না॥

বেহাগ—যৎ।

রূপ কি বিহরে রে, কৈলাস-শিখরে।
হরবামে হর-মনোমোহিনী—
বিচ্ছেদের বিচ্ছেদ হ'লো, উভয় শরীরে॥
হর-সোহাগিনী অতি হরিষ অন্তরে।
হেরি হৈমবতী মুখ, হর-দুঃখ হরে॥
সুখে সদানন্দ ভাসে প্রেম-সুধা-সিন্ধু-নীরে॥

সুরট—ঝাঁপতাল।

ভব-তিমির-নাশা, শিবের আশা-পথে
কবে আসিবে।
কবে দুঃখ নাশিবে, শিবে,
শিবে করুণা প্রকাশিবে॥
অসিতরূপা অসিধারিণি, অসাধারণ-গুণধারিণি।
আশু দুঃখনাশিনি, আসি আশুতোষে
কবে তুষিবে।
নালবরণি, নিস্তারো, নীলকণ্ঠে কত আয়ো,
নিরন্তর নিরানন্দ-নীরে ভাসাইবে।
হর দুঃখ হর-কারণে, আপদ হর পদ প্রদানে—
কবে দুর্গে, দাশরথির ভব ভাবনা বিনাশিবে॥

টোরী—কাওয়ালী।

দয়াময়, দীন-দুঃখ হর।
হে দীননাথ, দীনোহহং॥
দুর্জ্জয় দুর্মদ দনুজদল-দমন,—
দিনকর-সুত শুভাগত,—দয়া দীনে কর।
দেব, দরশন দেহ, হ'লো মম জীর্ণ দেহ,
নাহি মম ভক্তি-সমাদর॥
দেষাদ্বেষ-দোষ আদি দ্রোহিকর্ম্মে হয়েছি দৃঢ়!
সদা দুষ্পথে ভ্রমি, করি দুষ্করণী।
ভব-দুষ্পার পার,—
যম দুষ্কর দায় জানি বড়,—
দুঃখ-দাবানলে দহে দিবস রজনী,
দ্বিজ দাশরথিরো দুষ্টাদৃষ্ট নিবারি,
দাস-দুর্গতি কর দূর॥

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

শিব-শঙ্কর, শশধর, হে গঙ্গাধর,
অশেষ-গুণধর!
শেষ-বিষধর-ধারি, গিরীশ, গৌরীশ।
অশেষ-কলুষ,—কৃশকর, ত্রিপুরহর!
আশুতোষ, এ শিশু-দোষ,
আশু বিনাশ করিয়ে তোষ,—
হে মহেশ, আশু দুঃখহারি!
কাল-ভয়ে শরণাগত, প্রণত কিঙ্কর ভীত,
রক্ষাং কুরু, ওহে কাল-কালবারি।
ও পদে মতিহীন মূঢ়মতি,
গতিবিহীন আমি অতি,
হে স্বগুণে গুণ-বিহীন দীন দাশরথিকে—
তুমি ত্রাণ কর যদি ভব-ভয়বারি॥

ভৈরো—একতালা।

যায় দিন, জীব, মজ না
জানকী-জীবনাম্বুজ-চরণে।
স্মর না মনে, সে রঘুবংশ-তিলক,
ত্রিলোক-পালক, পুলক পাবে যাবে শোক,—
হবে সব পাপ-লাঘব,—রাঘবের স্মরণে।
দিনমণি-কুলে উদ্ভব দিনমণি-সুত-বারণে,
ভব-জলধিজলে তরিবি ভাবো—
দয়ার জলধি—জলদবরণে।
যে চরণ-রাজীবে জনমে জাহ্নবী,
পরশে চরণে পাষাণ মানবী,
অহল্যাদি বিধি শশী রবি,—
পদে অধান ধন্য কারণে।
নক্তচরান্তক, ভক্তভয়ান্তক,
ব্যক্ত বেদাদি পুরাণে,—
দাশরথি কৃপা-বিনে বিকল আছে,
দাশরথি দীন-দুঃখ-হরণে॥

খট্-ভৈরবী—একতালা।

গিরি! গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালো॥

কহিছে শিখরী কি করি, অচল!
নাহি চলাচল, হ'লাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল;—
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো॥
দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার!
মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার,
আবার ভাবি, গিরি! কি দোষ অভয়ার,
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হ'লো॥

আলিয়া—কাওয়ালী।
গিরি হে! গিরিশপুরে দ্রুত যাও।
বড় ব্যাকুল পরাণী, উমা পরাণ-নন্দিনী,
হর-ঘরণী ঘরেতে মিলাও॥
সম্বৎসর হ'লো গত, সময় হ'লো অবগত,
ওষ্ঠাগত প্রাণে বাঁচিনে—বাঁচাও।
শৈল! যাও হে শৈল!
যাও, মেয়ে এনে অঙ্গনে,
দুঃখিনীর দুর্গতি ঘুচাও॥
বিনে জীবন-কুমারী, ভুবন তিমির হেরি,
ভবনে ভুবনেশ্বরীরে দেখাও।
ক'রে আরাধন, মহেশ-তারাধন,
এনে বাসে উভয়ের বাসনা পুরাও।
গৌরীর বিচ্ছেদাগুন, দহিছে জীবন মন,
জানি গুণ,—যদি আগুন নিবাও।

জয়জয়ন্তী—কাওয়ালী।
তোমরা কেউ দেখেছ রে ভাই!
কেউ না কি জান তাঁরে।
এ পথে মোর জগদম্বা মা গেল কত দূরে॥
চিহ্ন কৈ পদ দুখানি, তরুণ অরুণ জিনিরে॥
দিলে বিধু খণ্ড ক'রে, বিধি চরণ নখরে।
মা আমার কৈলাসকর্ত্রী, গতি-হীনের গতি-দাত্রী,
দণ্ডি-ঘরে অধিষ্ঠাত্রী, চণ্ডী নাম ধ'রে॥
আমাদের সেই জননীকে,
মা বলে জগতে ডাকে রে!
তাঁরে না জানে—কে জগৎছাড়া
জগতে আছে রে॥

ললিত-ঝিঝিট—ঝাঁপতাল।
কৈ হে গিরি। কৈ সে আমার
প্রাণের উমা নন্দিনী।
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিণী॥
দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী,
কক্ষে ল'য়ে গজানন, গমন গজগামিনী,
মা ব'লে মা! ডাকে মুখে আধ আধ বাণী॥
এ যে করি-অরিতে করি ভর,
করে করিছে রিপু-সংহার,
পদভরে টলে মহী মহিষনাশিনী,—
প্রবলা প্রখরা মেয়ে তনু কাঁপে দরশনে,
জ্ঞান হয় ত্রিলোক ধন্যা ত্রিলোক-জননী॥

ললিত-ঝিঝিট—ঝাপতাল।
বাঞ্ছা কিছু পূর্ণ তবে হয় হয়-মহিষি।
রয় যদি মা! শত যুগ এ সুখ-সপ্তমী-নিশি॥
মনের মানসে তবে ওমা সর্ব্বমঙ্গলে!
পূজি পদ বিল্বদলে, জবা জাহ্নবীর জলে,
মরি শেষে মোক্ষ পদ হ'য়ে অভিলাষী॥
এসো তিন দিনের কারণ, নহে খেদ-নিবারণ,
আশু ল'য়ে যায় গো মা! আশুতোষ আসি॥
তুমিতো আপন বশ নও জানি মা অভয়ে।
হর-বাসে হর-বশে হর কাল হরপ্রিয়ে!
শ্মশানেতে ল'য়ে যাবে সে শ্মশান-নিবাসী॥

ঝিঝিট - একতালা।
গিরি! যার তরে হে আমি পূজিলাম শ্যামা।
কৈ মোর শশিধর-প্রিয়ে উমা-শশী,
ষোড়শী অতসী কুসুম সমা।
তুমিতো সেই দুঃখ—ভঞ্জিনীর চাঁদমুখ,
নিরখিয়ে দুখ হয়েছে তব ভঞ্জন,
হে রাজন! বল কি দোষ পেয়ে,
আমার সে নিদয়া মেয়ে,—
হয় তোমারে সদয়া আমারে বামা
দাশরথি বলে দেখবি যদি মেয়ে, দুনয়ন—মুদিয়ে,
হৃদি-পদ্মাসন কর অন্বেষণ,
তাঁরে অন্বেষণের তরে, কাজ কি অন্য ঘরে,
অন্তরে বিহরে সে হর-রমা॥

সিন্ধু—একতালা।

গা তোল গা তোল, বাঁধ মা। কুন্তল,
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী।
ল'য়ে যুগল শিশু কোলে, মা কৈ মা কৈ ব'লে,
ডাক্‌ছে মা তোর শশধরবদনী।
মা গো ত্রিভুবনে মান্যে, ত্রিভুবনে ধন্যে,
তোর মেয়ে সামান্যে নয় গো রাণি।
আমরা ভাব্‌তেম ভবের প্রিয়ে,
মা নাকি তোর মেয়ে,
তিনি নাকি ভবের ভয় হারিণী॥
ধরলি যে রত্ন উদরে, তোর মত সংসারে,
রত্নগর্ভা এমন নাই রমণী,—
মা তোমার ঐ তারা, চন্দ্রচূড়দারা,
চন্দ্র-দর্পহরা চন্দ্রাননী,—
এমন রূপ দেখি নাই কার, মনের অন্ধকার,
হবে মা! তোর হর-মনোমোহিনী॥

বিভাস ঝাঁপতাল।

বসিলেন মা হেমবরণী, হেরম্বেরে ল'য়ে কোলে।
হেরি গণেশ জননী-রূপ,
রাণী ভাসেন নয়ন-জলে।
ব্রহ্মাদি বালক যার, গিরি-বালিকা সেই তারা।
পদতলে বালক ভানু, বালক-চন্দ্রধরা,
বালক ভানু জিনি তনু, বালক কোলে দোলে॥
রাণী মনে ভাবেন—উমারে দেখি,
কি উমার কুমারে দেখি,
কোন্ রূপে সঁপিয়ে রাখি নয়ন-যুগলে,
দাশরথি কহিছে রাণি! দুই তুল্য দরশন,
হের ব্রহ্মময়ী আর ঐ ব্রহ্ম-রূপ গজানন,
ব্রহ্ম-কোলে ব্রহ্ম-ছেলে, বসেছে মা ব'লে॥

ললিত-ঝিঝিট—ঝাঁপতাল।

নন্দি! গিরিনন্দিনী,—ত্রিনয়নের নয়ন-তারা।
তারা হারা হ'য়ে আমি,
হ'য়ে আছি রে তারা-হারা॥
যে দিন তিন দিন ব'লে,
গেছে রে সেই দিন-তারা,
সেই দিনে তখনি আমি,
দেখেছি রে দিনে তারা,—
তারা-শোকে বহিছে তারায় তারাকারা ধারা॥
ব'সে যোগাসনে সেই তারারূপে,
যারা আছে রে তারা সঁপে,
ওরে নন্দি! তারা কি ধন জেনেছে রে তারা,—
তোরা কি এত কাল মিথ্যা ঘরে কাল হরিলি,—
জ্ঞান হয় রে জ্ঞান-চক্ষু,
মোর তারা না হেরিলি,—
জলাভাবে আকুল,—সিন্ধু-কূলে থেকে তোরা॥

বিভাস—ঝাঁপতাল।

গিরি! যায় হে লয়ে হর, প্রাণকন্যা গিরিজায়।
পার তো রাখ প্রাণের ঈশানী,
বাঁচে পাষাণী, গিরি! যা'য়॥
রবে কুমারী, হরে গিরি! আশু পূর্ণ মানস,—
দিয়ে বিল্বদল যদি, আশুতোষে আশু তোষ,—
হবে যাতনা দূর, দুঃখহর হর-কৃপায়॥
নাথ! হর-চরণে যদি ধর,
দোষ নাই হে ধরাধর!
চরণে ধরে তুমি হে নাথ! দিলে কন্যা যায়,—
ধরাতে ধরিলে পদ, হরেন অনেকের আপদ,
মোর বচন ধর হে নাথ! ধর গঙ্গাধর-পায়!
ধরাতে গুণ ধরে যদি ঐ পদ ধরায়॥
নাথ! কিসে যাবে আর এ বেদন,
ভিন্ন হর-আরাধন, রাখিতে ঘরে তারাধন,
নাহি অন্য উপায়,—
ম'জে অসার সম্পদে, হরপদে না সঁপে মতি।
কেন মুক্তি-কন্যা, তুমি হারা হও দাশরথি,
কি হবে, কাল এলো—
আজি কি কালনিশি পোহায়॥

সুরট—কাওয়ালী।

সমরে মগনা কালী চামুণ্ডে।
সুর-পালিনী শির মালিনী,
দেবী দুরিত-দনুজদল-দলনে দণ্ডে।
কিবে আসন করি করিবরারি-পৃষ্ঠে,
রূপ দৃষ্টে চমক লাগে চণ্ডে॥

সঘনে নাশ করে, বদনে গ্রাস করে,
গলিত রুধির ধারা গণ্ডে।
হর-বনিতের, ঘোর ধ্বনিতে,
কাঁপে থর থর কলেবর জীব-ব্রহ্মাণ্ডে ॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

অসিতবরণী মনের উল্লাসে,
অসি-পাশে অসুর-কুল নাশে।
কাতরে ভাষে, অসুরসেনা,
মা! মেরো না ঘনবরণা!
নিষ্করুণা ঘন হাসে ॥
মৃগেন্দ্রোপরে জগৎ-নন্দিনী,
পলাবে বাসনা—সেনা—সঙ্কট গণি,
তা না পায়, অনুপায়, বলে হায়! একি দায়!
গেল নিতান্ত প্রাণ, পর-দায় অনাসে ॥
অভয় যাচিছে ভয়ে সৈন্যগণ,
লয়েছি শরণ, শ্যামা! সম্বর মারণ,
সাধিছে সমরে, মা! তোরে কাতরে,
বধ না দুর্গা! দাশরথিরে কি দোষে ॥

খাম্বাজ—যৎ।

দনুজদল-দলনি! সুরপালিনী শিবে!
আমার দেহাসুরের পাপাসুরে কবে নাশিবে ॥
কামাদি সেই দৈত্য-সেনা,
তার বধে,—লোলরসনা!
মা! তোমার করুণা-ইন্দ্র পদ—
করে বিলাবে ॥

মূলতান—একতালা।

কৃপাং কুরু কৈলাসপতি! কুমতি পতিত দীনে।
আমি পাতকীকুল-উদ্ভব, ভব!
কিসে তরি তব করুণা বিনে।
কভু করি নাই ভজন পূজন, ভুলায় ছজন কুজন,
যদি কর দুঃখভঞ্জন, পেয়েছি দেখা বিজনে।
ও হে মম মন-মত্ত করী, বল তার
উপায় কি করি!
দয়া করি বন্ধন করি, রাখ যদি দীনে নিজগুণে।
ত্রিগুণযুক্ত ভক্ত-অনুরক্ত ব্যক্ত জগজ্জনে,—
তবে কেন দাশরথিরে রাখ,—ভব! ভব-বন্ধনে ॥

ইমন—একতালা।

ও বীণে! তুই কার হবি নে, হরি বিনে।
যদি হয় দুঃখ বলিলে হরি, তবু পরিহরিবি নে ॥
বীণে রে নাহিক গতি, বিনে বীণে! ধরাপতি,—
তার প্রেমে ডুবিলে মতি, তবে ত ডুবি নে বীণে!
কর হরি হরি রব, যে রবে রবে গৌরব,
রবিসুত-দণ্ডে রব, সে রবে যেন রবি নে ॥

ললিত—একতালা।

নারি চিনিতে এ নারী,—নয় সামান্যে।
কালরূপিণী এলো কার কন্যে,—
ধনীর ধ্বনিতে কাঁপে ধরণী, ধরণীতে ধন্যে ॥
একি অসম্ভব হেরি, নারীর বাহন হরি,
নিমিষে নাশিল সব সৈন্যে।
সদা অভয় দেয় অমরে, সঘনে ভ্রমে সমরে,—
ওর সম রে সমরে কে আছে অন্যে।
ওর সঙ্গে রণ, করিলে মরণ,
দাশরথি কয় পাবি চরণ, ভাবনা কি জন্যে ॥

সুরট—কাওয়ালী।

কে রে কার রমণী শতদলে।
কর্ণধার, করি কি অপরূপ দরশন,—
করীন্দ্র করে ধরি উগারে করে ভোজন,
ধন্যা ধনী ভূতলে ॥
তরুণার্ক বিনিন্দিত চরণ-যুগ্মতলে;—
উজ্জ্বল জল মাঝে জ্বলে।
কামিনী-বর্ণ হেরি তাপিত স্বর্ণ-গিরি,—
চঞ্চলা তাপে ঘনে চলে ॥
হেরে বদনচন্দ্র, অধোবদন চন্দ্র,
তাপে মলিন হয়েছে গগনমণ্ডলে ॥

টোরী—কাওয়ালী।

হরিপদ-পঙ্কজে মজ।
মন ভৃঙ্গ রে, বিষয় কিংশুকে, বিহর কি সুখে,
সুখ-সরোবরে সাজ ॥

বিষয়-বিষ ত্যজি বিশাল কাল সামাল,
কি কর কাল-মতে কাল গেল গেল,
নিকট চরম কাল আর কেন কর কালবাজ ॥
ওরে মূঢ়মতি! ত্যজ যত অসার পসার,
যদি সুসার বাসনা কর, কর সারাৎসার,—
সেই ব্রজরাজে জন্মাবধি কর, মম ধন মম গৃহ,
জনমে নীলদেহ-চরণে না মন দেহ,
ধিক্ দাশরথি! দেহ ধরিয়ে কি করিলে কাজ ॥

টৌরী একতালা।

রসনা! অলস ত্যজ, ওরে ভজ হরির পদাম্বুজ।
যে পদপঙ্কজে, হৃদি-মাঝে, ভজে ত্তমোরজ ॥
নিজ গাত্র পত্র করি, যেবা তাহে লিখে হরি,
তার সজ্জা দেখে লজ্জা পেয়ে পলায় সূর্য্যাঙ্গজ ॥

বাহার—তেলেনা।

পঞ্চানন কিবে পঞ্চাননে গায়—
পঞ্চম সুরে রাম-নাম।
গায়ে স সা নি নি ধা পা মা গা রে রে,
গা মা পা মা পা পা মা পা ধা নি সা,
তোম্‌তানা সাত সুরে উঠে সাতগ্রাম।
বাজে পাখোয়াজ কিবে
তাকেটে ধাকেটে তাক্‌ধেলাং,
ধুম্‌কিটি তা ধা তা দারে দানি,
দেরে না দেরে না দানি,
নাদের দেরে দেরে দেরে দেরে—
ধেতেলাং তেলে না অতি অনুপাম ॥

খাম্বাজ—খেমটা।

যদি ভজবি সোণার বরণ গৌরাঙ্গ।
ছাড় রঙ্গ, পর কৌপিন কর কি মন!
করে কর করঙ্গ ॥
মন! তোরে পন্থা বলি, কর সার কন্থা-ঝুলি,
কর হাদীকে বেহাল ছাড়া হালি,
দেখে দুঃখের তরঙ্গ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

দিম তানা নানা দেরেনা দেরেনা,—
গায়ে গুণী মুনি ভবনে আসি।
ওদানি ওদানি তোম্‌দর দানি,
সা রি, গ ম স ম সা গরি গাগরি,
সুরেতে মোহিত সুর-পুরবাসী ॥
ধেতে লাং ধুম্‌কিটি কিটি ধা, ধুম্‌কিটি ধা—
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ বাজিছে তেলেনা,
তেরেকেটে তোম তায়রে তায়রে তোম্,
তায়রে তায়রে দানি,
ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ যেন ঝরে সুধারাশি ॥

সুরট—মধ্য।

মন! ভাবরে গণপতি, ঐক্য কর দিবাপতি,
পশুপতি কমলাপতি পতিতপাবনী তারা।
একে পঞ্চ পঞ্চে এক,—ভ্রান্ত ভেবে হয় সারা ॥
গোবিন্দ শিব শক্তি, অভেদ ভাবেতে ভক্তি,—
করে যারা স্তব-উক্তি, ভবে মুক্তি পায় তারা ॥
ওরে ভ্রান্ত মন! শুন্ তো বলি,
বৃন্দাবনে বনমালী,
কৈলাসে মহেশ রূপ, রণে কালী ভয়ঙ্করা।
এক ব্রহ্ম নহে ভিন্ন, রাম-রূপে রাবণে ধন্য,
ত্রিলোক নিস্তার জন্য, গঙ্গা রূপে ত্রিধারা ॥

ভৈরবী—আড়খেমটা।

কেন ভাব্‌লিনে ভাই! শ্যামা মায়ের চরণ দুটী।
ভাল ব্যাপার, কর্‌লি এবার, ভবের হাটে উঠি ॥
ভবে জন্ম আর কি হতো?
জলে জল মিশায়ে যেতো,
মনে ভাব্‌লে তারাজগত,
তারা মা দিত তোয় ছুটী।
মায়ের চরণ ভাব্‌লে পরে,
ঘরের ছেলে যেতিস্ ঘরে,
ও তুই ঘর না বুঝে বস্‌তে পেরে,
কাঁচালি পাকা ঘুঁটি ॥

ঝিঝিট—খং।

মরি রে, রাম কোমল নামটী যে জন লয়।
রাম তারকব্রহ্ম নামের ধর্ম্মে,
ভবে জন্ম তার কি হয়॥
চরণের গুণ তুলনা,
পাষাণ মানব কাষ্ঠ সোণা, হায় রে!—
ভাসে নামের গুণে জলে শীলে,
বন-পশু বন্দী রয়॥

খাম্বাজ—খং।

শ্যামা মার কি নামটী কোমল বলি ডাকে রে।
অতি দুগ্ধপোষ্য বালক,
আগে মা বলিয়ে ডাকে রে॥
কমলে কি তার উপমা,—
নীলকমল-বরণী শ্যামা,
শঙ্কর যার চরণকমল, হৃৎকমলে রাখে রে।
বসতি কমলাসনে, কালীদহে কমল-বনে,
কমলে কামিনী মাকে শ্রীমন্ত যায় দেখে রে॥

ঝিঝিট—খং।

মা তোর একি ভাব গো ভবদারা!
ছিল যে রূপ অপরূপ দিগম্বরী,
কি ভাবে আজ পীত বসন কেন পরি,
হ'লে বংশীধারী, ব্রজনারীর মনচোরা॥
কোথা লুকাইলে বল গো মা!
সে রূপ তোর গো শঙ্কররাণী শ্যামা।
অসিতবরণী মুক্তকেশী অসিধরা॥

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

ওহে হরি! কি রূপ ধরিলে।
ত্যজে পদ্মাসন, মদনমোহন!
মদনান্তক-হৃদে দাঁড়ালে॥
কেন হরি! পীতবাস পরিহরি,
কি ভাব, সে ভাব পাসরি,
গোলোকের ঈশ্বরী! কোথা সে কিশোরী,
মোহন বাঁশরী কোথায় লুকালে॥

সুরট—খং।

মন! ভাব রে গণপতি, ঐক্য কর দিবাপতি,
পশুপতি কমলাপতি পতিতপাবনী তারা।
একে পঞ্চ, পঞ্চে এক,—ভ্রম্ত ভেবে হয় সারা॥
গোবিন্দ শিব শক্তি, অভেদ ভাবেতে ভক্তি,—
করে যারা ভব-উক্তি ভবে মুক্তি পায় তারা॥
তাদের উভয়ে হইল ঐক্য, দু'জনে করি সখ্য,
বলিছে প্রেমবাক্য, নয়নে বহিছে ধারা।
গেল ধন্দ গেল দ্বন্দ্ব, দূরে গেল মন-সন্ধ,
জানিল যে শ্রীগোবিন্দ, সে ভবানী ভবদারা॥
ওরে ভ্রান্ত মন! শুন্‌তো বলি,
বৃন্দাবনে বনমালী,
কৈলাশে মহেশ-রূপ, রণে কালী ভয়ঙ্করা।
এক ব্রহ্ম নহে ভিন্ন, রামরূপে রাবণে ধন্য,
ত্রিলোক নিস্তার জন্য, গঙ্গা-রূপে ত্রিধারা॥

পরজ—একতালা।

বুঝি কুল-শীল রাখা হলো দায় লো।
একি দায় লো! হায় হায় লো,
বুঝি জীবন যায় লো॥
যে যাতনা—কব সখি, কায় লো॥
পতির সহ বঞ্চিতে, পেলাম না তাতে বঞ্চিতে,
যে দুঃখ চিতে, জ্বলে প্রাণ যেন রাবণের চিতে;
থাকে প্রাণ কদাচিতে, কিসে রয় বজায় লো;—
মরি লাজে—লাজ পেয়ে লাজ যে যায় লো।

আলিয়া—খং।

কে চালাবে তরী নাবিক বিনে।
ডুবিলাম বুঝি ঘোর তুফানে॥
যদি আসিয়ে ত্বরায়, লাগায় কিনারায়,
তবে রই সই, আর ডুবিনে।
মলয়ার সমীরণে,
নদীর তুফান বাড়িছে দিনে দিনে,
ভেঙ্গে গেল হাল, ছিঁড়ে গেল পাল,
কত থাকে আর আশা-গুণে॥

সুরট—একতালা।

বল হে, কার ভাবে, কি ভাবের অভাবে,
এ ভাবেতে, কবে হ'লে মত্ত।

কে তব প্রেমদাতা, কও হে সত্য কথা,
তত্ত্ব-কথার কোথায় পেলে হে তত্ত্ব ॥
বড় দয়াল আমার নিতাই শ্রীচৈতন্য,
কৃপা ক'রে তোমায় দিয়েছেন চৈতন্য,
তাইতে হ'লে ধন্য, জন্মান্তরের পুণ্য,
তোমার ছিল হে,—
তাইতে গৌর-প্রেম তুমি হ'লে প্রাপ্ত ॥

খট—পোস্তা।

তেম্নি সুখ সজনি লো,
বিচ্ছেদের পর পিরীত খানি।
অনাবৃষ্টি পরে মেঘ দেখে যেমন চাতকিনী ॥
যদ্যপি পড়ে খুলে, অঞ্চলের মাণিক জলে,
আবার তাই যদি কেউ করে তুলে দেয় লো ধনি,
পেয়ে প্রাণ বিচ্ছেদ-শরে, চৌদ্দ বৎসরের পরে,
যেমন রামকে হেরে, অযোধ্যা-বাসীর পরাণী ॥

বাহার—কাওয়ালী।

সার ভাব শ্রীগোবিন্দ-শ্রীচরণ।
অধর্ম্ম-আচরণ, ত্যাগ করিলে কালের হাতে—
তারিবেন বিপদ-তারণ ॥
সংসার অসার সাগরে,—
কেন ডুবিলি, ও নাম ভুলিলি, ভ্রমিলি,—
সদা বিষয়-মদে মত্ত হ'য়ে,—
জঠর-যন্ত্রণা কঠোর দায়ে, কে করিবে নিবারণ ॥

খাম্বাজ—পোস্তা।

যাও যাও ক'য়ো না কথা, পুরুষের গুণ জানা আছে
থাক চুপটি করে, মুখ্‌টি বুজে,—
জাক করোনা, আমার কাছে ॥
পুরুষেতে কামে মত্ত, কুকর্ম্মে সদা প্রবৃত্ত,
পরাশর বিশ্বামিত্র অগাধ বিদ্যা দেখিয়ে গেছে ॥

ঝিঁঝিট—যৎ।

আমায় যদি জেতে তু'লে, যেতে পারিস্ ভ্রমরা।
তবেই তোরে রসিক বলি, নলিনীর মন-চোরা ॥
কারে দুঃখ বল্‌ব যাদু, প'ড়ে থাকি সুধু-সুধু,
দাঁড়কাকে খায় ঠুক্‌রে মধু, আতঙ্কেতে অঙ্গ জরা।

খাম্বাজ—পোস্তা।

পদ্মিনীর পদ্মবনে বদ্ধ হয়ে আর কে রবে।
হরি-পাদপদ্ম-মধু পান করি, এ প্রাণ জুড়াইবে ॥
কাজ কি আমার মধুর মায়া, ক'রে যাই মধু-গয়া
বিপত্তে মধুসূদন, পদছায়া আমায় দিবে ॥

খাম্বাজ,—খেম্‌টা।

মজ মন! নন্দলালা, খোদায় তালা, দিনত গেছে
কর পান গঙ্গা-পানী, বল পানী, শূলপাণি,—
আর এমাম হোসেন;—
মৎ কিজে রামরহিমকো ভিন্,
মন আমার ভেবনা মিছে ॥
চল মক্কা কাশী, মন উদাসি!
দোনো বিনে তরবো ক্যাসে ॥

মূলতান—কওয়ালী।

ধনি! বিচ্ছেদ-বিকারে প্রাণ যায় লো।
বুঝি যায় লো, কর সজনি! বজায় লো!
কি করে লজ্জায় লো, আন গে,—
আমারে যে, মজায় লো।
লাগিল রিপু নাচিতে, দিলে না বুঝি বাঁচিতে,
কদাচিতে হইয়ে প্রেমে বঞ্চিতে,—
না খাই অন্ন রুচিতে,
সদা চিতে জ্বলে রাবণ-চিতে-প্রায় লো ॥

কালাংড়া—একতালা।

মিছে কেন বিবাদ করা, কুলের কর কূল কিনারা
মানে মানে মান ফিরে দাও,
মন ফিরে দাও মনচোরা।
কুল-শীল সব তোমার হাতে,
যদি শীল ফিরে দাও শীলতাতে,
নতুবা তোমার বাটীতে, শীল ক'রে সব লব ত্বরা

বেহাগ—কওয়ালী।

মন দিয়ে অরসিকে মরি!
মরি মরি মনাগুনে গুমরি,—যায় বুঝি যায় গো!
ভেবে ভেবে তার গুণ ভেবে,—
বিরলে কাঁদি গুন গুন রবে সহচরি ॥

অবলারে ক'রে ধাপ্পা সহ!
মজালে মজিব বলে, সে মজিল কৈ?
সে আমায়, যে কাঁদায়,—প্রেমদায়—একি দায়!
তথাপি তাহারে কেন মন চায়,—কি করি॥

সুরট,—কাওয়ালী।
কি সুখে আর আসবে অলি!
যে গুমর, সে গুড়ে বালি॥
এখন তোর কোঁপল লয়ে কোঁপল-দালালি।
এখন শ্রী-ভিন্ন হলে, অতি প্রাচীনকালে,
আছে কি চিহ্ন ফুলে, রসহীন,—সুদিন গিয়েছে,
হয়েছে কুদিন,—করলে যতনে যতন যতদিন লো
কমলিনি, বুকে ছিল, সুকোমল সুখের কলি॥

ললিত—একতালা।
বধিব না,—আয়রে নলিনীর অবোধ ভৃঙ্গ!
কি যশ আছে, লোকের কাছে,
তোরে ব'ধে রে পতঙ্গ!॥
ডাকে যত, পলায় তত, অলি পাইয়ে আতঙ্ক।
মানবাড়াতে মান-ভরে, ছিলাম মান-সরোবরে,
সে মান হবে, হাসালি রে বৈরঙ্গ!
কমল ফেলে, রসকি পেলে,—
করে মালতীরে সঙ্গ।
তোর কি দুধের তৃষ্ণা ঘোলে হয়েছে রে ভঙ্গ॥

খট—পোস্তা।
মেরে নাম মনুজ ফকীর
মোকাম মেরি মটীয়ারি।
ঝট ভিখ দে মুঝে!
এহনে কাহেকো দেকদারি॥
এয়সে হেয় তোম লোককো,
মালিক গ্রাম জানুনে পীরকো,
মেই কান্দেহোকে গুনকে ছুই, নিয়া ফকীরী॥

খমন্—মধ্যমান।
মানস! গণেশ ভাবনা।
ভাবিলে তব রবে না,—রবিসুত-ভাবনা॥
সানন্দে সদা সাধে সুরেন্দ্র যাকে,
ভজ গিরীন্দ্র-সুতা-সুত করীন্দ্রমুখে,
যদি করিবে সিদ্ধি কামনা॥
ভাব,—খর্ব্বদেহ—দুঃখ-খর্ব্বকারীরে,
হবে সর্ব্ব সুখ তব লভ্য শরীরে,
ভেবে,—দিব্য জ্ঞান লভ না॥
মুক্তি-কারণ গুণযুক্ত হৃদয়,
প্রভু,—ভক্তকায় অনুরক্ত ভক্তপ্রিয়,
ব্যক্ত গুণনিধি-বক্ত্রে,—
সতত লভে মুক্তি, সাধে যে জনা॥

সুরট—কাওয়ালী।
শমন-দমনি শিব-রমণি মা তরঙ্গিণি!
এ ভবতরঙ্গে তারো গঙ্গে!—গতিপ্রদায়িনি!
বরদে ব্রহ্মাণি ব্রহ্মময়ি ব্রহ্মাণ্ডজননি!
ব্রহ্মস্বরূপিণি ব্রহ্ম-কমণ্ডলু-নিবাসিনি॥

আলিয়া—একতালা।
হে মা! অপাঙ্গ-তঙ্গে!—
সুখ-মোক্ষপ্রদা জ্ঞানদা গঙ্গে!
যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র-সুর-শরণি!
শশধর-ধর-শিরো-বিহারিণি!
শমন-ভবন-গমন-বারিণি!
দমন-কারিণী—সুর-মাতঙ্গে॥
স্মরণ-মনন-সাধন-ভকতি,—
সঙ্গতিহীন দীন দাশরথি,
স্বীয় গুণে প্রাণবিয়োগ সময়ে,
দিও স্থান মা! এ পাপাঙ্গে॥

সুরট—ঝাঁপতাল।
ভবোপরে ত্রিভঙ্গিনী, ভববিপদভঞ্জিনী,
ভক্তমনোরঞ্জিনী, নাচে দৈত্যরণজিনি।
পদভরে কাঁপে মেদিনী, ঘন ঘন ভীষণধ্বনি,
দেখাইছে দৈত্যদলে, ভুবনান্ধকার ধনী॥
কটিতটে বেষ্টিত কর, করে মুণ্ড শোভাকর,
কপালে শিশুসুধাকর, এলোকেশী উলঙ্গিনী;—
অসিতে অসিপ্রহরণে, সব প্রায় নাশিল রণে,
শরণ বিনে এ রণে, ত্রাণ নাই রে দাশরথিবাণী॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

শঙ্করে করে বাস,—বিবসনা।
কে লোল রসনা, পুরায় কার বাসনা,—
জবা দিয়ে পদোপরে, কে করে উপাসনা॥
দনুজ-রণে প্রবেশি, নাচে উন্মত্তবেশী,
ঘোর ধ্বনি সঘন ঘোষণা,—
অতি প্রকট ভঙ্গিমা শ্যামা বিকট-দশনা।
যদি কোপান্বিতা ধনী কেন সহাস্য বদনী,
বরাভয় যোগে সুরে সম্ভাষণা,—
শব-অঙ্গ সব স্থলে, যুগল শ্রুতিমণ্ডলে,
শব দিলে তাহে শবাসনা,—
দাশরথির দুঃখ-হরা শিশুশশি বিভূষণা॥

বসন্ত—একতালা।

লম্বিত গলে মুণ্ডমাল, দিগম্বরা ধনী—মুখ করাল
স্থাপিত পদে মহাকাল, কম্পিতা ভয়ে মেদিনী॥
দিগ্বসনী চন্দ্র-ভাল, আলুয়ে পড়ে কেশ-জাল,
শোণিত-অসি করে কপাল, প্রখরা শিখরনন্দিনী
চারিদিকে যত দিকপাল,
ভৈরবী শিবে তাল-বেতাল,
একি অপরূপ রূপ বিশাল, কালী কলুষখণ্ডিনী॥

ইমন্—একতালা।

কার রমণী নাচে সমরে।
বিগলিত কেশে কে সে,—বর দেয় অমরে॥
দনুজ নাশে গগনে, রক্ত পিয়ে খগগণে,
নাহি হেরি ত্রিভুবনে,—এ বামার সম রে॥

আলিয়া—একতালা।

বামারে কেউ পারো রে চিনতে।
এর সনে রণ,—মরণ-চিন্তে।
শরণ ল'য়েছে চরণ-প্রান্তে॥
বামার এ কি অসম্ভব ভাব দেখি,
ক্রোধে রক্তজবা-প্রভা তিন আঁখি,
উল্কাকালে যেন হেরি হাস্যমুখী,
কোটি চপলা খেলিছে বিকট দন্তে॥

টোরী—একতালা।

জাগ জাগ জননি!—
মূলাধারে নিদ্রাগত, কত দিন গত,—
হ'ল কুলকুণ্ডলিনি!
স্বকার্য্য-সাধনে চল শিরোমধ্যে,
পরম শিব যথা সহস্রদল পদ্মে,
ক'রে ষট্‌চক্র ভেদ, পূরাও মনের খেদ,—
চৈতন্যরূপিণি।
ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না,
চিনতে নারি এ তিন নাড়ী,—
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর শিবরূপে দেবতারা,
নিয়ত জপে তারা, তারা গো!
তোমার অধিষ্ঠান,—হ'য়ে স্বাধিষ্ঠান-পরে,
চিন্তাহরা, চল চিন্তামণিপুরে,
জীবাত্মা যে স্থানে অনাহত চক্রে,—
দীপ-শিখার ন্যায় জ্বলে দিবা-রজনী॥
এই দেহ-বিশ্বচক্রে, যে বিশুদ্ধ ষোল-দল,—
কমল—শোভা পায় তাহে অদ্ধ নাভি-সরে,
সদা সেবা করে,—শাকিনী নামে শক্তি,—
তথা ওগো কুণ্ডলিনি!
কর গো গমন আদ্য-অক্ষরে-মধ্যে,—
দ্বিদল পদ্মে—মন,—ক'রে ষট্‌চক্র-ভ্রমণ,
কৃষ্ণধনকে সাধন করাও মা সর্ব্বাণি॥

সুরট—কাওয়ালী।

ও মোর পামর মন, এখনো বল না কালী।
ক'রো না রে মন, আর আজি-কালি॥
আজিকালি ক'রে কি কাটাবি চিরকালি,
কি হবে রে কাল এলো,
কেন কালী-পদে না বিকালি॥
ত্যজে মিছে কাজ, ভজ না রে কালী,
মিছে কাজে থেকো না, মন-কালি!
অঙ্গেতে লিখিয়া কালী, কর কালী-নামাবলি,
না লিখিয়া কালী,—কেন বিষয়-কালি মাখালি॥
জঠরে যন্ত্রণা পেয়ে প্রতিজ্ঞা শিখালি,
এবার কালীর পদ ভজিব ত্রিকালি,
সে বচনে দিয়া কালি, দাশরথি, কি আঁকালি,
বলিব বলিয়া কালী,—কেন বদন বাঁকালি॥

আলিয়া—কাওয়ালী।

কালি, অকূল সাগরে কূল দেখি নে,
কি হবে কু-লীনে!
আকুল দেখিয়ে যদি অনুকূল হ'য়ে—
কুলকুণ্ডলিনি! কুলাও কুল-বিহীনে॥
আমি কূলহীন দীন ভ্রান্ত,
কুলের পাতক মা, হয়েছি একান্ত,
কাল-বশে করিয়ে কালান্ত,
কূলে এলাম হ'য়ে কুলশ্রান্ত,
না হইয়ে প্রতিকূল, দাশরথি প্রতিকূল,
দে মা গিরিকুলোদ্ভবা, স্বগুণে॥

বাগেশ্রী—একতালা।

এ কি বিকার শঙ্করি, তরি—পেলে কৃপা-ধন্বন্তরী
অনিত্য গৌরব সদা অঙ্গে দাহ,
আমার কি ঘটিল পাপ-মোহ!
ধন-জন-তৃষ্ণা না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি॥
ও মা, অনিত্য আলাপ কি পাপ-প্রলাপ,—
সতত গো সর্ব্বমঙ্গলে!
মায়ারূপা কাকনিদ্রা সদা দাশরথির নয়নযুগলে,
হিংসারূপ হ'লো সেই উদরে ক্রিমি,
মিছে কাজে ভ্রমি, সেই হলো ভ্রমি,
এ রোগে কি বাঁচি, তন্নামে অরুচি, দিবসশর্ব্বরী॥

বাগেশ্রী—একতালা।

দোষ কারো নয় গো মা!
আমি, স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!
ষড়রিপু হলো কোদণ্ড-স্বরূপ,
পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপে ব্যাপিল,—কালরূপ জল, কালমনোরমা
আমার কি হবে তারিণি! ত্রিগুণধারিণি!
বিগুণ করেছি স্বগুণে, কিসে এ বারি নিবারি,
ভেবে দাশরথির অনিবারি বারি নয়নে,
বারি ছিল চক্ষে, ক্রমে এলো বক্ষে,
জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে,
তবে তরি, চরণতরী দিলে ক্ষেমঙ্করি! করি ক্ষমা॥

আলিয়া—কাওয়ালী।

আমি আছি গো তারিণি! ঋণী তব পায়।
মা! আমার অনুপায়॥
ভজন পূজন দিয়ে বিসর্জ্জন, জননি গো!
বিষয় বিষ-ভোজনে প্রাণ যায়॥
জঠরে যাতনা পেয়ে বলিলাম,
এবার ভজিতে তোমায় আমি ভবে চলিলাম,
সুপুত্র হব রব স্বপদে, ত্রিপত্র দিব তব শ্রীপদে,
ধরায় পতিত হ'য়ে, রয়েছি পতিত হ'য়ে,
পতিতপাবনি! ভুলে মা! তোমায়॥
হলো না সাধনা আর হয় না।
হে দুর্গে মা! আমার দুঃখ তো আর সয় না,
অপার দাশরথি, শঙ্করি!
হয় না মানস বশ, কি করি!
মা! যদি মোরে মনে করি, স্বগুণে বন্ধন করি,
কর মুক্ত, মুক্তকেশি! এ ভববন্ধন-দায়॥

মুলতান—কাওয়ালী।

আপদের আপদ তারিণী-পদ,—চিন্ত ভ্রান্ত মন,
যে জন যতনে ভাবে তারা-পদ,
তারা হরে তার আপদ,
যে পদ বাঞ্ছিত রে যোগীন্দ্র ফণীন্দ্র,—
ভাবিলে যে পদ, ভবসাগর গোষ্পদ-বোধ,
যে পদ সদা সদাশিবের সম্পদ॥
ও রে দেবের দেবত্ব, যখন হরিল দৈত্য
পদ ভেবে পায় অমরে স্বপদ,—
যে পদ স্মরণে, পরমার্থ কৃতার্থ,—
যথার্থ দোষ পদে পদে কেনে, নিরন্তর পদধ্যানে,
দাশরথির কর মতি নিরাপদ॥

গৌরী কাওয়ালী।

দিন দিলে না মা! দিনতারিণি দীনে!
দীন-দয়াময়ী হয়ে, কেন দুঃখ দিলে দীনে।
অতুল মহিমে,—দীন-নিস্তারিণী নামে;
কেন ডুবাবে সে নাম,—অঘশার্ণব জীবনে॥
দিবস রজনী দুঃখানলে জ্বলে কলেবর,
স্বকর্ম্ম-ফলে ভাবী গতি দুঃখ ভাবিনে,
দিলে দুঃখ যত—তাতো সহিল মা।

আর সহে না দুঃখ,—দিও না,—
লঁপে এ দীন দাশরথিরে দিনমণি-সন্তানে ॥

ভৈরোঁ—একতালা।

ভাব নবজলধর-বরণীরে।
যদি তরিবে স্মরি রে।
দুঃখ-নাশিনী ঈশানী ঈশ-হৃদয়-বাসিনী,—
পদ ভাবিলে ভাবনা যায় দূরে রে—।
ওঁরে অন্তর! ভাব দনুজান্তকারিণী —
সে কৃতান্ত-বারিণী শ্যামা মা'রে!
যে রূপে অসিতবরণী অসি ধ'রে,
বাসনা পূরে জননী বাসনা-ফল-দায়িনী,
বাস করে সদা পতিপরে,—
কিবা সুন্দর কর শোভা করে,
নর-নরক-বারিণী নরশিরে ॥
শিবে শঙ্কর-দারা, সব সঙ্কটহরা,
নাম-রসে—বশ কর রসনারে.
তারা-নাম পরিণামে দুঃখ হরে ;—
গত দিন দ্রুতগতি, গতির কর সঙ্গতি,
দাশরথি কেন চিন্ত না রে—
শ্যামা জন্মমৃত্যুহারিণী জননীরে,
কেন জনম-মরণ ফিরে ফিরে ॥

ভৈরবী—একতালা।

ব্রহ্মাণী ভবানী সে বাণী,—
বল না রসনা! অনিবার।
ভব-তরিবার তরণী তারিণী-চরণ-স্মরণ-সার ॥
মন! তারা বল বল,
বল পাবে—হবে সম্বল, পথ চলিবার,—
নিত্যধন ত্যজি অনিত্য-আশ্রয়,
কেন পাপচয় কর রে সঞ্চয়,
দারা-সুতচয়, পথ-পরিচয়,
পরিণামে বাদী পরিবার ॥
ভয়-নিবারণ অভয়-কারণ,
অভয়-চরণ অভয়ার,—
দশানন-ভয়ে ভীত, হইয়া আশ্রিত,
দাশরথি শ্রীচরণে যার ॥

ভৈরবী—একতালা।

দীন-তারা ভব-তারা ভব দারা,—
গুণালাপে দিন হর রে, সার কররে,—
শমন-ভবন-গমন-বারণকারিণী তারিণী,
ত্রিতাপ-হারিণী,
যে তারিণী-পদ তরণী, বিপদ-সাগরে ॥
আপনি আপন, এ পণ-স্বপন,
বৃথা আলাপন ছাড় রে।
সদা ধর ধর, গঙ্গাধর-প্রিয়ে,
ধরাধর-মেয়ের গুণ অধরে ॥
ত্যজে মায়ানিদ্রা হয়ে জাগরণ,
কররে স্মরণ জননী-চরণ,
জন্মিবে সুখ জনম-বারণ,—
বারম্বার—জঠরে!
সঘন সে ঘনবরণী,—সুরেশস্মরণীয় গুণ স্মর রে,
যেন লয় কালে, নাহি লয় কালে,
কালি-দাস বলি দাশরথিরে ॥

ভৈরো—একতালা।

মা! সে দিন প্রভাত কবে হবে।
পুরাতে বাসনা, ও মা শবাসনা!
রসনা লোল-রসনা জপিবে ॥
কলুষান্ধকারে ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি,—
হারা হয়ে আছি, শিবে!—হৃদয় আকাশে,—
তারা কবে এসে, পুণ্যের বিপাকতিমির নাশিবে
দেহ-মুক্ত হব, দেহ যাবে ত্বরা,
এ দীনে সে দিনে হে দীন তারা।
প্রকাশিও করুণা-নয়ন তারা! ক্রিয়াবিহীন জীবে
মিছে কাজে দিন, গত প্রতি দিন,
এ দিন দীনের কি হবে, —
দীন দৈন্য গণি, যে দিন জননী,—
দ্বিজ দাশরথি দীনে দিন দিবে ॥

বসন্ত—একতালা।

ও রে রসনা, রসনা বুঝে,—
কেন তুমি কুরসে মজেছো ভাই।
ডাক তারা তারা বলে,—তারা চিরকালে,—
আমি যেন তাই পাই ॥

তারানাথ-বাণী—তারা নাম-রস,—
পাইয়ে সুরনর সুরেশাদি বশ,
তা ত্যজিয়া কেন অন্য রসে ভাস,
যে রসে পৌরুষ নাই,—
রসময় বাক্য ভাব যদি তবে,
রসজ্ঞ বলিয়া যশ দিবে সবে,
দাশরথির অন্তে বিরস ঘটাবে,
হোর নাকি অন্তরে তাই ॥

ইমন্—কাওয়ালী।

ত্রাণ কর,—তারা ত্রিনয়নি!
হে ভবানি ভবরাণি ভব-ভয়বারিণি।
ভয়ঙ্করি ভীমে ভূভার-হারিণি।
ত্রিভুবন-তারিণি ত্রিগুণ-ধারিণি।
ত্রিজন-সৃজন-কারিণি!
এ মা শারদে শুভদে সুরেন্দ্রপালিকে,
গিরীন্দ্র-বালিকে কালিকে,
যোগেন্দ্র-মনোমোহিনি!
হে শিবে শর্ব্বাণি গিরিজা গীর্ব্বাণি।
নির্ব্বাণ-পদ-দায়িনি।
তারা, এ ভব দুস্তার, দাশরথিরে তার,
ভবান্ধকার-বারিণি ॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

মন, কেন এখন দুঃখ পেয়ে রোদন কর ব'সে।
জান না রে, অভয়ার অপ্রিয় হ'য়েছ নিজ-দোষে।
রিপুবশে ত্যজে ধর্ম্ম, হত ক'রে সে গত জন্ম,—
ভেবে না করেছ কর্ম্ম, ক'রে ভাবিছ এসে ॥
যখন পেলে জন্ম তুমি অবনীতে,
দুর্লভ যোনিতে, কেন দুর্নীতে!—
হারালি দিন দুর্জ্জন-সহবাসে ॥
সদা করেছ পরানিষ্ট,
পরমিষ্ট পরদেবে ছিল না দৃষ্ট,
দাশরথি যে পরে কষ্ট,—
পাবে—ছিল না তা মানসে ॥

মূলতান—কাওয়ালী।

শমন নিকটে গো শঙ্করি।
কি হবে,—হারালাম পরিণাম তন্নাম না করি ॥
না ভাবি তব চরণ, তন্নাম-উচ্চারণ,
মূঢ়মতি আমার তৎস্মরণ,
বিস্মরণ, বিবশ দিবস বিভাবরী ॥

পূরবী—কাওয়ালী।

ভাব কি,—ভাবনা মন, ভবানীরে।
গেল দিন, দীনতারিণীপদ-তরিতে,—
তরণা মন, ভব-নীরে ॥
ওরে মনোমধুকর, কি কর রে সুধাকর-শেখর—
রমণী-নাম-সুধা পান কর, গান কর,
দুষ্কর ভাস্কর-তনয়—ভাবনা যাবে দূরে ॥

ছায়ানট—কাওয়ালী।

কু-সঙ্গ ছাড় রে ও মোর পামর মন।
ভবানী-বাণী ভব-নিস্তারকারিণী,
বল বল বল মন, নিকটে বিকট শমন ॥
গেল গেল দিন, কি দিন এলো ভাব না,
সুদুরন্ত সে কৃতান্ত দায় রে, হায় রে,
তারা-নামে দিয়া সাড়া, রিপু কর বপু ছাড়া,
তারা ছাড়া হ'লে হবে, তারাধন আরাধন
বল সারাদিন সে দীন-তারা মন রে।
তারা-নাম পরমার্থ গুরুদত্ত ধন রে,
মন রে, সে ধন সাধন কর, শুধিবে শমন-কর,
করো না দুষ্কর ভবে দাশরথির পতন ॥

আলিয়া—একতালা।

কর কর নৃত্য নৃত্য-কালি, একবার মন-সাধে,
রণক্ষেত্রে—মা! মোর হৃদয়-মাঝে।
দেহের ভেদী ছ-জন কু-জন,—
এরা বাদী ভজন-পূজন-কাজে ॥
জ্ঞান-অসিতে তার কর ছেদন,
নিবেদন,—চরণ-সরোজে,—
আগে বধ ব্রহ্মময়ি, মোর কু-মতি-রক্তবীজে,
ও তোর ভক্ত দাশরথি,—
অনুরক্ত হয় ঐ পদাম্বুজে ॥

সুরট—আড়া।

এ কি রে হইল আমায়।
নয়ন মেলিতে দেখি,—নয়নে শ্যামায় ॥
যদি আঁখি মুদে থাকি, বলা যায় সে কথা কি,
অন্তরে ব্যাপিত দেখি, সদা শ্যামা মায় ॥

ভৈরবী—একতালা।

ত্রাণ কর, হে শঙ্কর।
আশুতোষ নাম, গুণে গুণ-ধাম,
হর মম দুঃখ হর,—হর!
বিপদ-কাণ্ডারী, প্রভু ত্রিপুরারি!
বিখ্যাত গুণ ত্রিপুর,—
পাপে হ'য়ে ভারি, ভবে ডুবে মরি,
ওহে গঙ্গাধর! ধর ধর ॥
ওহে ত্রিনয়ন ত্রিতাপ-হারি!
ত্রিপুরান্তক ত্রিশূল-ধারি!
ত্রিজগৎ-পাপ-তাপ নিবারি!
কৃপা-নয়নে হের,—
কি করি শঙ্কর! শমন-কিঙ্কর,—
বাঁধে কর হে! কি কর কি কর!
কর শত্রু-জয়, ওহে মৃত্যুঞ্জয়!
দাশরথি কাঁপে থর থর ॥

সিন্ধু—পোস্তা।

ত্বং মায়া-রূপিণী দুর্গে,
কে জানে মায়া,—জননি!
কখন দরিদ্র-জায়া, কখন হও রাজরাণী ॥
ত্বং পুরুষ,—ত্বংহি কন্যা,
ধন্যা তুমি,—তুমি দৈন্যা,
দয়াময়ী দয়াশূন্যা, সৃজন-লয়-কারিণী ॥
তুমি সুখ,—তুমি ক্লেশ, ত্বং পীযূষ, তুমি বিষ,
তুমি আদ্য, তুমি শেষ, তুমি অনাদ্যা-রূপিণী ॥
সরলা—অতি দুর্ব্বলা, অচলা—অতি চঞ্চলা,
কুলহীনা—কুলবালা, কুলোজ্জ্বলা—কলঙ্কিনী ॥

ছায়ানট—কাওয়ালী।

হেরম্ব-জননি! হের মা দীনে।
হে দীনতারিণি!—দুঃখ দিওনা আর দীনে ॥
যায় যায় যায় প্রাণ,—মা!
দেহ দহে পাপাগুনে ॥
ডাকি অনিবার,—একবার কৃপা-নয়নে,
কর দৃষ্ট,—দুরদৃষ্টহরা তারা!
ভূ-ভার-হারিণি! তোরে,—
কি ভার দীনের ভারে,—
সুধাকরে করে ধরে,—করুণা হৈলে বামনে ॥

সিন্ধু—পোস্তা।

যা কর গো দুর্গে! ভব-দুঃখে—দুঃখহরা তুমি!
করিয়ে কু-কর্ম্ম,—অঙ্গ ঢেলেছি তরঙ্গে আমি।
নিত্য ধন না করি তত্ত্ব নীচ-কর্ম্মাশ্রিত নিত্য,
সাধিলাম অনিত্য অর্থ, ব্যর্থ এসে কর্ম্ম-ভূমি ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দুর্গে! পার কর এ ভবে।
দেখে পাপের ভার,—কুব্যবহার,
তুমি ভার হ'লে মা! কে ভার সবে ॥
রাজন ভাজন কিম্বা অভাজন,
কে তব অপ্রিয় কে বা প্রিয়জন,
কি সুজন দীন-জন কি দুর্জ্জন,—
সৃজন তোমারি সবে;—
যা কর মা! শমন এলো শীঘ্রগতি,
দাও যদি মা! গীত—দেখিয়ে দুর্গতি,
তবে দাশরথির গতি,
(নয়) অসঙ্গতি দুর্গতি সতত রবে ॥

খাম্বাজ—একতালা।

জীব-মীন রে, জীবন গেল।
হ'য়ে কাল, পেয়ে কাল, কাল-ধীবর এলো।
বিষয়-বারি-ক্ষেত্রে, টানিবে কর্ম্ম-সূত্রে,
ফেলিয়া জঞ্জাল জাল ॥
কেন আশ্রয় করলি এ সংসার-বারি,
কাল, জাল যা'র ফেলিতে অধিকারী,
এ পাপ-জল অরি, পরিহরি হরি,
চরণ—গভীর-জলে চল ॥

দাশরথি বলে,—নয়ন-জলে ভাসি,
জ্বল কেন হ'য়ে এ জল-অভিলাষী,
যে জল মাঝারে জ্বলে দিবা-নিশি,
কলুষ বাড়বানল॥

খাম্বাজ—একতালা।

মম মানস শুকপাখি।
সুখ-মোক্ষধাম,—সুকোমল নামটী কমল আঁখি,
ঐ বুলিটি ধর, আমায় সুখী কর,
শুক নারদ যা'য় সুখী॥
সদা বল তুমি কৃষ্ণ-রাধা-রাধা,
পাবে সুধা,—ক্ষান্ত হবে ভবের ক্ষুধা,
কেন খাও রে ফলহীন ফল সদা,
বিষয়-কাননে থাকি।
আশা-বৃক্ষে বাস আর কেন নিয়তি,
এখন হও দাশরথির অনুগত,
আর রে আমি তোরে হেম-বিনিন্দিত,
প্রেম পিঞ্জরেতে রাখি॥

সিন্ধু—আড়া-কাওয়ালী।

মন রে, বিপদে ত্রাণ আর আর হ'লিনে।
বলিতে হরি তোর আর বলিনে।
তুই এ জনমে হরিপদ-নলিনে স্থান নিলিনে॥
যখন জঠরেতে ছিলি, দুঃখ পেয়ে বলেছিলি,
হরি ভুলে দুঃখ পেয়েছি,—আর ভুলিনে।
সব কার্য্য পরিহরি, এবার ভজিব হরি,
ভবে এসে সে পথে তুই গেলিনে,—
কুপথে ভ্রমণ, সদাই কর মন,
সেই শমন-দমন রাধা-রমণে মন দিলিনে॥
পাপ-ধূলি গায় মাখিলে,—হরিপদ-হ্রদজলে,—
একবার প্রবেশিয়ো, সে ধূলী তুই ধূলিনে,—
নিরখিতে নিরঞ্জন, গুরুদত্ত জ্ঞানাঞ্জন,
দূরে রেখে আঁখিতে মাখিলিনে।
রে অধমাধিপ, তুইতো জ্ঞানপ্রদীপ,—
নিভাইলি—দাশরথিরে নিস্তার-পথ দেখালিনে॥

মল্লার—কাওয়ালী।

চল গো হেরিগে কালার কাল-বরণে।
কালান্ত কেন আরো, প্রাণান্ত হলো মোর,
একান্ত যাব সখি, সে কান্ত-সদনে॥
সাজ সাজ সখি, সব সাজ সদনে,—
চল সে বনে—সেই পদ-সেবনে,
বিপদভঞ্জন হরির শ্রীপদ-দরশনে॥
সাজ সাজ সখীসব, যাতনা কত আর স'ব,
দিয়ে সব হয়ে সবে শবাকার,—
হৃদয়ে উৎসব নাই আর সবার;—
ব্যাকুল হইয়ে কালার বাঁশীর রবে,
কুল-গৌরবে কেবা রবে,—
গোকুল মাঝারে সখি গো, কুল-ভয় কেনে॥

খাম্বাজ—আড়া।

জীবের আর ক-দিন,—এ দেহে জীবন রবে।
আজ যদি না বলো, তবে কৃষ্ণ-কথা কবে কবে॥
দেহ-তত্ত্বে মন দেহ, এ দেহ সদা সন্দেহ,
চিন্ত নীল দেহ,—(কেন)
মিছে দেহের গৌরবে র'বে॥
কি চিন্ত রে দাশরথি, বাকী দিন আর অল্প অতি।
আর কবে শরণ,—হরির চরণ-পল্লবে লবে॥

ভৈরবী—একতালা।

ভাব,—নির্ব্বিকার নিত্য-নিরঞ্জন।
যে করে ত্রিজন-জন-সৃজন, আয়োজন বিসর্জ্জন॥
সে জনে নির্জ্জনে ভাব,
স্বত্ত্ব-রজঃ-তমো-বিসর্জ্জন॥
ভাব ব্রহ্ম সনাতনে, চেতনে যতনে,
সে রতনে সহজ প্রেমে কর উপার্জ্জন;
বৃথা পূজনে কি আছে প্রয়োজন॥
সর্ব্ব-মনোরঞ্জন, সর্ব্বজন-প্রিয়জন,
সর্ব্ব ঘটে ঘটে বিরাজমান,
দেখা ঘটে কৃপা করলে সাধু জন,
গুরু দিয়েছেন যার চক্ষে জ্ঞানাঞ্জন॥

সুরট—কাওয়ালী।

দেখি রে কত জ্বালা সয়।
জল-আশয় ক'রে কিসে পাব জলাশয়॥
পিপাসা কেমনে বারি,
যাই,—যথা পাই বারি,
তপ্ত করি পলাবারি, তাতেও নিরাশয়।
অন্ধ হ'য়ে অন্ধকারে, আসিয়ে প'ড়েছি কারে,
এখন ডাকিব কা'রে, জীবন-সংশয়,
হৃদি-পুর—দীর্ঘিকায়, কিম্বা মণি-কর্ণিকায়,
কালী-হ্রদে শিব-কায়, পড়িলে ডুবায়॥

আলিয়া—কাওয়ালী।

সইলো, তোর মরা মানুষ ফিরেছে;
কিন্তু পচে নাই,কিঞ্চিৎ র'সেছে।
আমি দেখে এলাম রাণাঘাটে।
ভাস্‌তে ভাস্‌তে আস্‌তেছে॥
নেড়া মাথা বুনো পল, ফুলিয়ে হয়েছে ঢোল,
বোধ করি, রসা সাল্‌সা খেয়েছে,—
শুন ও লো মতি, হবে তোর পতি,
আবার অভিমানে, মনের দুঃখে,
ঘাড় বাঁকায়ে রয়েছে॥

কমলাকান্ত।

রামপ্রসাদের ন্যায়, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যও একজন সাধক ও কবি ছিলেন। রামপ্রসাদের ন্যায়, ইঁনও জগদারাধ্যা 'জগদম্বার আব্দারে ছেলে'। ইঁহার রচিত গানেও ভক্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা-কালনা গ্রামে কমলাকান্তের জন্ম হয়। ১২১৬ সালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের সভাপণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি বর্দ্ধমানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তেজশ্চন্দ্র, সাধক কমলাকান্তকে চিনিতে পারিয়া, তাঁহাকে ভক্তিসহকারে আপনার মন্ত্রগুরুপদে বরণ করেন: এবং রাজবাটীর অনতিদূরে কোটাল-হাট গ্রামে গুরুদেবের বসতবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। প্রতি বৎসর শ্যামাপূজার রাত্রে ভক্ত কমলাকান্তের এই বাটীতে বিশেষ ধুমধাম হইত।

কথিত আছে—কমলাকান্ত একবার দস্যু-হস্তে পতিত হন। প্রাণ রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া, তিনি তখন উচ্চকণ্ঠে মায়ের নাম গাহিতে আরম্ভ করেন; এবং তাহাতেই দস্যুগণের পাষাণ-হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়; দস্যুগণ তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়। স্ত্রীর মৃতদেহ দাহ করিতে গিয়া সংসার-বিরাগীর ন্যায় শ্মশানে মার নাম গাহিতে গাহিতে কমলাকান্ত নৃত্য করিয়াছিলেন। মা কালীর প্রতি ভক্ত কমলাকান্তের অগাধ বিশ্বাস ছিল। মৃত্যুকাল উপস্থিত দেখিয়া মহারাজ তেজশ্চন্দ্র যখন তাড়াতাড়ি গুরুদেবকে গঙ্গাতীরস্থ করিবার উদ্যোগ করেন, সেই অন্তিম শয্যাতেও মুমূর্ষু কমলাকান্ত একটী সঙ্গীত রচনা করিয়া গাহিয়াছিলেন। সেই সঙ্গীতের প্রথমাংশ এই :—

"কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব; আমি কাল মায়ের ছেলে হয়ে বিমাতার কি স্মরণ লব।"

পরজ—জলদ তেতালা।

মা, আমারে তারিতে হবে,
আমি অতি হীন দুরাচার।
না ভাবিয়া কারণ মজিলাম ভবে॥
পতিত দেখিয়া যদি, না তার ভব জলধি,
পতিত পাবনী নামে কলঙ্ক রবে॥
কমলাকান্তের মন, বিষয় না ত্যজ কেন,
বৃথা জনম মম ধিক্ মানবে॥

পরজ—একতালা।

ইন্দীবর নিন্দি তনু সজল জলদ জিনি কায়া।
নীলাম্বুজ নীল মরকত হিমকর
দিনকর কিবা হরজায়া॥
অঞ্জন দলিত স্থগিত জঘনা,
যেন অপরা কুসুম সম নীলকায়া।
কমলাকান্ত আশ মন মানসে,
শীতল চরণ যুগল ছায়া॥

পরজ—একতালা।

তনু-তরি ভাসিল আমার ভব-সাগরে।
মনরে সুজন নেয়ে, সাবধানে যাও বেয়ে,
দেখ যেন ডুবাও না পাথারে॥
দশেন্দ্রিয় দাঁড়ি তায়, কুপথে তরণী বায়,
যতনে দমনে রাখ সবারে॥
কালী নামে ধর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল;
বেয়ে দে ভাই, সুধাময় সমীরে॥
কামাদি জগাতি ছয় মহামন্ত্রে কর জয়,
পথে যেন বিড়ম্বনা না করে।
কমলাকান্তের লয়ে, কালী নামের সারি গেয়ে,
সুখে চল সদানন্দ নগরে॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

তুমি কার ঘরের মেয়ে কালি গো!
আপনার রঙ্গরসে মগনা আপনি॥
কে জানে কেমন তব, রূপ নিরুপম,
নিরখিয়ে না বুঝি মা, দিন কি যামিনী॥
দলিত অঞ্জন জিনি, চিকণ বরণখানি,
না পর অম্বর হেমমণি।
এলায়ে চিকুর পাশ, সদাই শ্মশানে বাস,
তথাপি যে মন ভুলে কি লাগি না জানি॥
পুরুষ রতন এক, চরণাভিরত দেখ,
তাঁর শিরে জটাজুট ফণী।
তুমি কে তোমার ওকে, হেরি অসম্ভব লোকে,
হেন অনুমানি যে ত্রিদশ চূড়ামণি॥
অশরণ শরণ, জগত মনোরঞ্জন,
অতি ধন চরণ দুখানি।
কমলাকান্ত অনন্ত না জানে গুণ,
তব রূপে আলো করে গগন ধরণী॥

সুরট মল্লার—তিওট।

শ্যামা নামের মহিমা অপার, কেনে মন।
মিছে ভ্রম বারে বার, রে মন্॥
চঞ্চলরে মানসা মধু আশে,
অভয় চরণ কর সার, রে।
মন রে সুকৃতি বট, সদা শ্যামা নাম রট,
রে অনাশে নাশ ভব-ভার।
কমলাকান্তের মন, মিছে ফেরে ফের কেন,
কালী বিনা কে আছে তোমার, রে॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

তুমি আর কেন কর বিষয়-বাসনা রে।
মিছে কাজে গেল দিন, দিনে দিনে তনু ক্ষীণ,
দূর কর মনের বাসনা রে॥
চারিপাশে মায়াজাল, কেশাগ্রে ধরিয়ে কাল,
ইহা তুমি জানিয়ে জান না রে।
কমলাকান্তের কাছে, এখন উপায় আছে,
কালী ভাব পূরিবে কামনা রে॥

মল্লার—একতালা।

দেখ-না, সমর আলো করে কার কামিনী।
কেরে সজল জলদ জিনিয়ে কায়,
দশন মধ্যে দামিনী॥
এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ,
সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্টহাসে দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঙ্গিণী॥
কিবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু,
ঘন তনু ঘেরি কুমুদ বন্ধু,
অমিয় সিন্ধু হেরিয়ে ইন্দু, ম'লন এ কোন মোহিনী॥
একি অসম্ভব ভব পরাভব,
পদতলে শবসদৃশ নীরব,
কমলাকান্ত কর অনুভব, কে বটে ও গজগামিনী॥

ঝিঁঝিট—জলদ-তেতালা।

শ্যামা আমার কালো কে বলে,
আমার মন, কি বল।
ঘোর রূপে ঘোর তিমির নাশে,
কাম রিপু অমনি ভুলিল রে॥
কালীরে অনন্ত রবি শশী তেজ,
আরে কোটি ইন্দু সমান শীতল।
কমলাকান্ত ওরূপ হেরিয়ে,
নাহি দেখে সমতুল, রে॥

পরজ—জলদ-তেতালা।

তারা বল কি হবে বিফলে দিন যায়, মা।
মন যে চঞ্চল অতি নিষেধ না মানে,
তবে আমি কি করি উপায়, গো॥
বিষয়ে আবৃত মন, ভ্রময়ে অকারণ,
সুত দারা ধন, আরাধিতে চায় গো।
কমলাকান্তের চিত, সদা উন্মত্ত,
শ্যামা মা, যদি রাখ রাঙ্গা পায় গো॥

—

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা।

তোমা বিনা কে আছে আমার, গো শ্যামা;
মন দুঃখ কারে কব, কিসে প্রাণ জুড়াব, মা॥
বিষয় প্রমোদে, ক্রিয়া অনুরোধে,
উভয় সঙ্কট অতি ভার॥
প্রমত্ত অনিত্য কাজে, অলস চরণাম্বুজে,
কাম ক্রোধ লোভ মোহে, ভ্রমি অহঙ্কারে।
রিপু পরিবারে, দুরিত বিস্তারে,
তেঁই মন হলো দুরাচার॥
কমলাকান্ত নিতান্ত ভরসা মনে,
মা, মোরে ভবার্ণবে করিবে নিস্তার।
অকরণ করণ শঙ্করী সব কারণ,
তেঁই পদ করিয়াছি সার॥

—

সিন্ধু—ঢিমে তেতালা।

মা! আমি গো তোমারই অকৃতি তনয়,
আমার গুণাগুণ সম্বর হরসুন্দরি।
বঞ্চনা অধীন জনে উচিত না হয়, মা॥
মূঢ় জ্ঞানি অচেতন, আরাধিতে মম মন,
মা! অভয়া চরণে মন, কদাচ না রয়॥
কমলাকান্তের মনে, এই আশা নিশি দিনে,
মা হয়ে কি অকিঞ্চনে, না হবে সদয়॥

—

কালাংড়া—ঢিমে তেতালা।

কেরে বামা! হর হৃদিপরে নগনা।
আনন্দে নাচিছে কত বাজিছে বাজনা॥
ভুবন আলো নীল চান্দে, মুক্তকেশ নাহি বান্ধে,
আপনার রঙ্গরসে, আপনি মগনা॥
কে কোথা দেখেছ ভাই, নব রস এক ঠাঁই,
চঞ্চল কি ধীর কিছু জানা গেল না।
কালো কি উজ্জ্বল তনু, শশী কি নির্ম্মিল ভানু,
ওরূপ হেরিয়া কিরূপে তুলনা॥
বিধুমুখে মৃদু হাসে, সদা সুধানন্দে ভাষে,
হেরিলে না রহে যম জনু যাতনা।
ওরূপ অন্তরে রাখি, হৃদয়মাঝারে দেখি,
কমলাকান্তের এই মনের বাসনা॥

—

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

বঞ্চনাতে তোর, আ মরি,
বাজি হইল ভোর রে মন!
কালীপদ সুধারসে, না হলি চকোর।
হইয়াছ দশের রাজা, দমনে না রাখ প্রজা,
একি অবিচার দেখি সাধুরে বান্ধে চোর।
কত বা বুঝাব তোরে, আমার কেহ না করে,
ভাবিয়ে করেছি সার নামের ডঙ্কা জোর।
কমলাকান্তের মন, তুমি মিছা ফেরে ফের কেন,
ঘরে থাক মারে ডাক মিনতি রাখ মোর।

—

ললিত ঝিঁঝিট—একতালা।

নিশি জাগিয়ে পোহাও, জননীর গুণ গেয়ে।
কি সুখ চৈতন্য দেহে, অচৈতন্য হইয়ে, রে॥
নিদ্রায় কি আছে ফল, মহানিদ্রা নিকট হইল,
মন, তখনি মনের সাধ, পুরাবে ঘুমায়ে, রে॥
যদি না বুঝালে নয়, যোগনিদ্রা উচিত হয়,
শ্যামারূপ স্বপনে দেখ, নয়ন মুদিয়ে রে॥
কমলাকান্তের চিত, মিছা সুখে অনুগত,
মন, সকল সুখের সুধানিধি,
গিরিরাজের মেয়ে, রে॥

—

কালাংড়া—একতালা।

ওরে কিছু পথের সম্বল কর ভাই।
ঐহিকের যত সুখ হলো হলো নাই নাই॥
ক্রোশেক দুই ক্রোশ যেতে,
গেঁঠে বেন্ধে লও খেতে,
এ বড় দুর্গম পথে, মাথা কুটলে পেতে নাই॥

বাণিজ্য ব্যবসায় এসে, মূলে টানাটানি শেষে,
এখন উপায় বল, কল্পতরু মূলে যাই।
কমলাকান্তের মন, তথা আছে মহাধন,
সকল আশায় দিয়ে ছাই, দৃঢ় করে ধর তাই॥

ললিত যোগিয়া—জলদ তেতালা।

শ্যামা যদি হের নয়নে একবার, গো।
ইথে বল ক্ষতি কি তোমার॥
জননী হইয়ে, এত যন্ত্রণা দেখিয়ে,
দয়া না করিলে এ কোন বিচার॥
আগম নিগমে শুনি পতিত পাবনী তুমি,
আমি যে পতিত দুরাচার।
অধমতারণ যশ, যদি মনে অভিলাষ,
কমলাকান্তেরে কর পার, গো॥

ললিত—একতালা।

এত চঞ্চল হইয়াছ তারা, কি কারণে বল মা।
শ্মশানে মসানে ফের মা, সেখানে কি ফল, গো॥
তারা, মোর নয়নের তারা, ক্ষণে ক্ষণে হই হারা,
ক্ষেপা মেয়ে হৃদয় মন্দিরে বসি খেল, গো॥
না বুঝি কারণ, বাস না সম্বর কেন,
তোমার তিলেক অবসর নাই
মা! বান্ধিতে কুন্তল গো॥
কমলাকান্তের এই, কথা রাখ কৃপাময়ি।
তোমার গুণে বান্ধা নির্গুণ
পালঙ্কে বসি দোল, গো॥

ললিত—একতালা।

কেন রে আমার শ্যামা মারে বল কালো॥
যদি কালো বটে, তবে কেন ভুবন করে আলো॥
মা মোর কখন শ্বেত, কখন পীত,
কখন নীল লোহিত রে!
আমি জানিতে না পারি, জননী কেমন,
ভাবিতে জনম গেলো॥
মা মোর কখন প্রকৃতি, কখন পুরুষ,
কখন শূন্য মহাকাশ রে,
আরে কমলাকান্ত, ও ভাব ভাবিয়ে,
সহজে পাগল হলো॥

খট—একতালা।

তারা-চরণ কর সার, রে মানসা।
বিষয় বিরলে ত্যজ, কেন মজ মিছা ভ্রমে॥
এসেছ অসার ভবে, কেন মর মিছা লোভে,
ভেবে দেখ তুমি কার, কে আছে তোমার॥
এ ধন যৌবন পরিজন কি তোর সঙ্গে যাবে,
এমন রতন কায়া কোথা রব কোথা রবে।
কমলাকান্তেরে যদি এ সঙ্কটে নিস্তারিবে।
এখন যতনে রাখ বচনে আমার রে।

কানেড়া-বাগেশ্রী—একতালা।

দয়াময়ি করুণাময়ি দীনে তার, গো কালি।
এ তনু জীর্ণতরি স্ববশ নয়,
ভব তরঙ্গ অনিবার, গো॥
সাজাইয়াছি পাপের ভরা গমনে হইয়াছি ত্বরা,
বিদিত চরণে, যত বাণিজ্য আমার।
কমলাকান্তের গতি ঐ তারা নাম,
ভরসা ভবার্ণবে ভব কর্ণধার গো॥

সিন্ধু—ঢিমে তেতালা।

শঙ্করি শিবে শ্যামে ভীমে উমে ভবানি।
বরদে সারদে আশুতোষ হররাণি॥
দুঃখ হর ভয় হর, রিপু হর স্মর হর,
মনোমোহিনি।
চরাচর নাগ নর সুর পালিনি,
ভবে অম্বিকে, অনুগত সুত বিহিত কারিণি॥
মৃত্যুঞ্জয় হৃদয় চারিণি, শরণাগত কলুষনাশিনি,
কমলাকান্ত-হৃদি-বিহারিণি॥

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

মানব দেহ পেয়েছিলাম ভবে,
তোমার এ তনু তোমারে সঁপিলাম।
যা কর জননি আমি অবসর হইলাম॥
অনিত্য সংসার সুখ, তাহে হইলাম বৈমুখ,
মান অপমান দুখ, দূরে তেয়াগিলাম॥
কমলাকান্তের ভার, মা বিনে কে লবে আর,
ভাবিয়া চরণাম্বুজে শরণ লইলাম॥

মূলতান—জলদ-তেতালা।

মা! তব চরণাম্বুজ হেরিয়ে জীবন আছে।
নতুবা যাতনা যত, ইথে কি মানব বাঁচে॥
জ্ঞাতি বন্ধু পরিজন, বিরত থাকিতে প্রাণ,
অকৃতি বলিয়ে তারা, করতালি দিয়া নাচে॥
কমলাকান্তের আর কে আছে ভুবন মাঝে,
আপনার বলিয়ে আমি,
যাব গো মা কার কাছে॥

খট জলদ—তেতালা।

যখন যেমন রূপে রাখিবে আমারে।
সকলই সফল যদি না ভুলি তোমারে॥
জনম করম দুঃখ, সুখ করি মানি,
জলদ-বরণী যদি নিরখি অন্তরে, শ্যামা॥
বিভূতি ভূষণ কি রতন মণি কাঞ্চন,
তরুতলে বাস কি রাজ সিংহাসন;
কমলাকান্ত উভয় মম সাধন, জননি!
নিবস যদি হৃদয় মন্দিরে, গো মা॥

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

কালী বলে ডাকরে মন!
আর ভার তোমায় দিব না।
তুমি এই কর মন, কথা রাখো,
ঘরের বাহির হইওনাকো॥
ঘরে আছে ছ'জন কুজন,
তাদের সঙ্গী হইও না মন!
কেবল রসনা রঙ্গিয়া বটে,যত্নে তায় স্ববশে রাখো॥
ভবের যাতনা যত, তনু আছে তায় অনুগত,
দুঃখ জানে এদেহ জানে,তুমিতো আনন্দে থাকো
কমলাকান্তের হৃদি, কমলে অমূল্য নিধি,
আমি আপন বলে তোমায় দিলাম,
জ্ঞান-চক্ষু খুলে দেখো॥

সিন্ধু কাফি—ঢিমে তেতালা।

ভ্রময়ে মন, তারা, তোমারই বশে।
এই দেহ যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী,
তব গুণে বাধা গুণময়ি, হে মা।
আমি দোষী হই কি দোষে॥
দুর্গমি নহে অতি সুখাশ্রয় দুর্গানাম,
তাহে কেন তনু অলসে, মা।
দুর্জ্জয় বিষয় কঠিন, কমলাকান্তের মূঢ় মানসা,
সদা লোভী সেই বিষে॥

সিন্ধু কাফি—ঢিমে তেতালা।

তারা, বল, কি অপরাধে, অব অনুরোধে,
বঞ্চনা করিলে আমায়॥
এ ছার মানব জাতি, সতত চঞ্চলমতি,
তায় ক্রোধ কেমনে জুয়ায়॥
শ্রুতি স্মৃতি পরিহরি, যা মানস তাই করি,
ভরসা দিয়াছি তব দায়।
কমলাকান্তের আর কে আছে ভুবন মাঝে, মা।
এ তনু সঁপেছি রাঙ্গাপায়॥

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

সদানন্দময়ি কালি।
মহাকালের মনমোহিনী, গো মা
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ,
আপনি দেও মা করতালি॥
আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশী ভালী,
যখন ব্রহ্মাণ্ড না ছিল গো মা,
মুণ্ডমালা কোথায় পেলি।
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র আমরা তন্ত্রে চলি,
তুমি যেমন রাখ তেমনি থাকি,
যেমন বলাও তেমনি বলি॥
অশান্ত কমলাকান্ত, দিয়ে বলে গালাগালি,
এবার সর্ব্বনাশি, ধ'রে অসি,
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটই খেলি॥

কালাংড়া—ঢিমে তেতালা।

আদর করে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখ, আমি দেখি,
আর যেন তাই কেউ না দেখে॥
কামাদিরে ফাঁকি, এস তোমায় আমায়
জুড়াই আঁখি, রসনারে সঙ্গে রাখি,
সেও যেন মা বলে ডাকে॥

অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ,
তারে নিকট হ'তে দিও নাকো,
জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ, খুব যেন সাবধানে থাকে।
কমলাকান্তের মন, ভাই,
আমার এক নিবেদন, দরিদ্র পাইলে ধন,
সেও কি অন্তান্তরে রাখে॥

——

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।
তেই শ্যামরূপ ভালবাসি,
কালি জগমন্‌-মোহিনী এলোকেশি।
তোমায় সদাই বলে কালো কালি,
আমি দেখি অকলঙ্ক শশী॥
বিষম বিষয়ানলে মা, দহে তনু দিবা নিশি
যখন শ্যামার রূপ অন্তরে জাগে,
আনন্দ সাগরে ভাসি॥
মনের তিমির খণ্ড করে, মায়ের করের অসি।
মায়ের বদন শশী, মধুর হাসি,
সুধা ক্ষরে রাশি রাশি॥
কমলাকান্তের মন, নহে অন্য অভিলাষী।
আমার শ্যামা মায়ের যুগল পদে,
গয়া গঙ্গা বারাণসী॥

——

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।
আর কিছু নাই শ্যামা তোমার,
কেবল দুটী চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি,
অতেব হ'লাম সাহস ভাঙ্গা॥
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সবাই তারা,
কিন্তু বিপদকালে কেউ কোথা নাই,
ঘর বাড়ী ওড় গায়ের ডাঙ্গা।
নিজ গুণে যদি রাখ, করুণা নয়নে দেখো,
নইলে জপ করি যে তোমায় পাওয়া,
সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা॥
কমলাকান্তের কথা, মারে বলি মনের ব্যথা,
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা,
জপের ঘরে রইল ঠাঙ্গা॥

——

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।
তোমার গলে জবা ফুলের মালা,
কে দিয়াছে তোমার গলে।
সমর পথে, নেচে যেতে,
রয়ে রয়ে রয়ে দুলে॥
রণতরঙ্গ প্রথম সঙ্গ, চিকুর এলায়ে উলঙ্গ,
কি কারণে লাজ ভঙ্গ, শিব তব পদতলে॥
অভয় বরদ সব্য হস্ত, বামকরে শিরসি শস্ত্র,
দেখে সুরগণ হয়ে ব্যস্ত, রক্ষ রক্ষ রক্ষ বলে॥
মুকুট গগনে ঘোর বরণ,
খল খল হাসি তিমির হরণ,
কমলাকান্ত সতত মগন, শ্রীচরণ কমলে॥

——

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।
মন! ভ্রমে ভুলেছো কেনে,
তুমি নানা শাস্ত্র আলাপনে।
শ্রীনাথ দত্ত প্রধান তত্ত্ব, দাঢ্য কর সেই চরণে॥
যখন যারে ব্রহ্ম বল, সেই ব্রহ্ম সেই পুরাণে।
তোমার দ্বৈতভাবে দিবস গেলো,
চিদানন্দ রয় কেমনে॥?
তন্ন তন্ন করি মোলে, কি পেলে ছয় দরশনে।
তুমি বিদ্যা অবিদ্যারে জান, মহাবিদ্য আরাধনে॥
কমলাকান্ত কালীর তত্ত্ব অনুমানে কেবা জানে।
যার আদি অন্ত মধ্য নাই,
সে নানা মূর্ত্তি নানা স্থানে॥

——

নট বেলোয়াল—ঢিমে তেতালা।
আমার মন! ভুল না,
মন ভুল না লোকেরই কথায়।
ওরে! অনিত্য সংসার,
নিত্যভাব শ্যামা মায়॥
কে বলে মা নিদ্রা গেছে,
নিদ্রার কি নিদ্রা আছে;
যে নিজে অচৈতন্য ভাবে তায়॥
যুগাচারী যে জন হয়, তার কাছে কি কলির ভয়,
সত্য আদি চারি যুগ, বাঙ্কা রাঙ্গা পায়॥
কমলাকান্তের মন! ত্যজ অন্য আলাপন;
তুমি আপন সুখে আপনি মজ, কারে কে সুধায়॥

গৌরী একতালা।

মন! চল শ্যামা মার নিকটে,
মা মোর অগতির গতি বটে।
যার যে বাসনা, মনেরি কামনা,
সেখানে সকলই ঘটে॥
অন্ন পুণ্য ভরা, সাজিয়ে পশরা,
এনেছ ভবের হাটে।
যা কর উপায়, পাঁচে মেলি খায়,
কলঙ্ক তোমারই রটে॥
কার রাজ্য লয়ে, আনন্দিত হয়ে,
রাজত্ব কররে পাটে।
আছে একজনা, লইতে খাজনা,
জমি যে বিকাবে লাটে॥
হে কমলাকান্ত, কি ভাবনা ভাব,
দাঁড়ায়ে নদীর তটে।
দেখ দুকূল পাথার, নাজান সাঁতার,
তরণী নাই যে ঘাটে॥

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

পরের কথায় আর কি ভুলি।
কত ভ্রমিয়া দেশ, পেয়েছি শেষ,
যা কর দক্ষিণা কালি॥
যত ইতি নাম, আদি শিব রাম,
সকলের কর্ত্তা মুণ্ডমালী।
মায়ের চরণকমল, অতি নিরমল,
মন, গিয়ে তায় হওনা অলি॥
কালীনাম সুধাপান কর রে মন!
নাচ গাও দিয়ে করতালি।
নীল শশধর করেছে আলো,
মহানিশি প্রায় হয়েছে কলি॥
ত্যজিয়ে বসন, বিভূতি ভূষণ,
মাথায় লও কালীনামের ডালি।
কমল বলে দেখ্ দেখি মন,
কত সুখে সুখী হলি॥

সিন্ধুকাফি—ঢিমে তেতালা।

আপনারে আপনি দেখ, যেওনা মন, কারু ঘরে।
যা চাবে এখানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন পরশমণি, যে অসংখ্য ধন দিতে পারে
এমন কত মণি পড়ে আছে,
চিন্তামণির নাচদুয়ারে॥
তীর্থ গমন দুঃখ ভ্রমণ, মন!
উচাটন হয়োনা রে,
তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর স্নানে,
শীতল হও না মূলাধারে॥
কি দেখ কমলাকান্ত,
মিছে বাজি এ সংসারে।
ওরে! বাজিকরে চিন্‌লে না সে,
তোমার ঘটে বিরাজ করে॥

সিন্ধু—ঢিমে তেতালা।

মন,ভেবেছ কপট ভক্তি করে, শ্যামা মারে পাবে
এ ছেলের হাতের নাড়ু নয়,
যে ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে॥
সাত গেঁয়ে আর মামদো বাজি,
কেবা কারে ফাঁকি দেবে।
সে কড়ার কড়া তস্য কড়া,
আপনার গণ্ডা বুঝে লবে॥
আইন সুরত গঙ্গাজলি, করেছ সাবধান হবে।
তুমি মধ্যে মধ্যে মুখ মুছে খাও,
একথা কি জান্‌তে রবে॥
কমলাকান্তের মন, এখন কি উপায় করিবে।
কালীনাম ল'ও সত্বর হও,
নামের গুণে তারে যাবে॥

সিন্ধু ঢিমে তেতালা।

মন পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে
মন মহামন্ত্র যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদাম্ তুলে॥
মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল;
সুজন কুজন আছে যারা,
তাদের দেরে দাড়ে ফেলে॥
কমলাকান্তের নেয়ে, নঙ্গর তোল দুর্গা বোলে;
পড়িবি তুফানে যখন, সারি গাবি সবাই মিলে॥

পূরবি—একতালা।

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তারে কেন নিন্দা কর মিছে॥
বাজিকরের মেয়ে তারে,
যেমন নাচায় তেম্নি নাচে॥
শুনেছ দীনদয়াময়ী, লোকে বলে বেদে আছে।
আপনাকে যে আপনি ভোলে,
পরের বেদন কি তার কাছে॥
আপনি যেমন শঠের মেয়ে,
তেম্নি সঙ্গ ভাল মিলেছে।
সে লেংটো থাকে, ভস্ম মাখে,
লোকে ভাল বলে পাছে॥
তবে যে কমলাকান্ত, ও চরণে প্রাণ সঁপেছে।
তাতে ভিন্ন, নাহি অন্য, নৈলে কেন সারকরেছে॥

—

টোড়ী কাওয়ালী।

তবে কেন হইল মানব দেহ,
গুরুচরণে মতি হইল না।
যে কারণে এই তনু ধন্য,
কেন সে পথে আমার মন গেলো না॥
আমার ধন, আমার পরিজন,আমার সুত দারা,
এই কোরে হইলাম পথহারা,
সারাৎসারা পরাৎপরা, তারা নাম লইলে না।
কমলাকান্ত হইল নিতান্ত উন্মত্ত,
কুপথ ভ্রমণে ক্ষমা দিল না,
সুপথ মনেরে শিখাইলে না॥

—

রামপ্রসাদী-সুর—একতালা।

শ্যামা, ভাল ভেবেছো মনে।
যে ওপদে আশ্রয় লয়,
তারে বিষয় বিষে রাখ্‌বে কেনে॥
কিঞ্চিত করুণাময়ি, কালি যদি চাও নয়নে।
তবে নিরানন্দ দূরে যায় মা!
সদানন্দ সুধাপানে॥
বিষয় পথের পথি যারা,
সে চল্‌বে কেন তাদের সনে।
সে একাকী বিরলে বসে,
হেসে হেসে চায় যাত্রিগণে॥
কমলাকান্তের এই, নিবেদন মা! শ্রীচরণে।
আমার একূল গেল ওকূল রাখ,
সকুল হও নাথের বচনে॥

—

রামপ্রসাদী-সুর—একতালা।

যেমন কলি তেমনি উপায়,
কালীনামের জোর ডঙ্কা, বাজেরে।
তারা নামের বলে, যে জন চলে,
সে কারে করে শঙ্কা॥
উত্তম মধ্যম দীন, তুমি কারে না ভাবিও ভিন্;
তোরে লোকে যদি বলে হীন,কদিন সে কলঙ্ক॥
যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বেদে রটে, সে নাম শূন্য জনে বটে;
কিন্তু কমলাকান্তের ঘটে, মিছা সে আতঙ্কা, রে॥

—

রামপ্রসাদী-সুর—একতালা।

কালি! সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন,
রাখ্‌বি কি না রাখ্‌বি সেটা॥
তোমার যারে কৃপা হয় তার,
সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপীন যোড়ে না,
গায়ে ছাই আর মাথায় জটা॥
শ্মশান পেলে সুখে ভাস,তুচ্ছ বাস মণি কোঠা
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন,
ঘুচ্‌ল না তার সিদ্ধিঘোঁটা॥
দুখে রাখ সুখে রাখ,
করবো কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি দাগ্ দিয়ে পরেছি আর,
পুঁছ্‌তে কি পারি সাধের ফোঁটা॥
জগত জুড়ে নাম দিয়াছ,
কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার,
ইহার মর্ম্ম জানবে কেটা॥

—

সিন্ধু—ঢিমা তেতালা।

শুকনা তরু মুঞ্জরে না,
ভয় লাগে মা, ভাঙ্গে পাছে।

তরু পবন-বলে সদাই দোলে,
প্রাণ কাঁপে মা! থাকৃতে গাছে ॥
বড় আশা ছিল মনে, ফল পাব মা এই তরুতে।
তরু মুঞ্জরে না শুকায় শাখা,
ছটা আগুন বিগুণ আছে।
কমলাকান্তের কাছে, ইহার একটী উপায় আছে।
জন্মজরা-মৃত্যুহরা, তারা-নামে ছেঁচ্‌লে বাঁচে ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

যতন্ কোরে, ডাকি তোরে,
আয়্ আয়, মন শুয়া পাখি।
কালী-পাদপদ্ম পিঞ্জরে, পরমানন্দে থাক দেখি ॥
সদা শুন কুমন্ত্রণা, নিত্য নতন বিড়ম্বনা,
মায়ের নাম-সুধায় ভাঙ্গ ক্ষুধা,
কুসন্তানে দিয়ে ফাঁকি ॥
পাইয়া পরম ধাম, সুখে ডাক মায়ের নাম,
এসো অনিত্য বাসনা ত্যজি,
নিত্য সুখে হওনা সুখী ॥
কমলাকান্তের মন, ত্যজ অন্য আরাধন,
এসো কালী নামে ডঙ্কা দিয়ে,
শঙ্কা ত্যজে বসে থাকি ॥

খট্ কাল্যাংড়া—পোস্তা।

কে রে, পাগলীর বেশে, দিগবাসে, কার রমণী।
চিকুর অ.লুয়েছে, হইয়াছে বিবসনী ॥
নর-কর কোমরে বাম করে অসি ধরে;
দশনে চমকিত, লোল রসনা-বদনী ॥
ও বিধুবদনে হাসি, সুধা ক্ষরে রাশি রাশি;
ঐ বেশে নিস্তারিবে, কমলেরে গো জননি ॥

রামপ্রসাদী-সুর—একতালা।

তারা মা! যদি কেশে ধোরে তোল।
তবে বাঁচি এ সঙ্কটে ॥
আমার একূল ওকূল দুকূল পাথার,
মধ্যে সাঁতার বিষম হলো ॥
সঙ্গীগুলো হ'লো ছাই, তাদের সঙ্গে ভেসে যাই,
ধরিতে গেলে আমায় ধরে,
ডোবে ডুবায় প্রাণটা গেল ॥

করেছিলেম যে ভরসা, না পুরিল সে সব আশা,
ভুলালে তখন ডুব্‌লে এখন,
আর কখন কি কর্‌বে বল ॥
কমলাকান্তের ভার, মা বিনে কে লবে আর;
ওমা! চরণতরি শরণ দিয়ে,
সঙ্গে লৈয়ে দেশে চল ॥

বেহাগ—একতালা।

কালি! কত জাগিয়ে ঘুমাও, গো।
আমি কেমনে, তোমারে জাগাইব ॥
তুমি সুমতি কুমতি, পুরুষ প্রকৃতি,
তুমি শূন্য সঙ্গেতে মিশাও।
কারে রাখ তন্ত্র মন্ত্র আরাধনে,
কারে ভ্রান্তি রূপেতে ভ্রমাও ॥
কারে দেহ যন্ত্র-সাধনা-মন্ত্রণা,
কারে যন্ত্রণা যোগাও।
কমলাকান্ত নিতান্ত অনুগতে,
নাম রসে বিরমাও ॥

পূরবী—একতালা।

পাগলীর বেশে মোহিনী কে বিহরে রে!
বিবসনা সমরে, নর-কর কোমরে,
অসিবর বামকরে ধরে ॥
ডিমিকী ডিমিকী ডমরু বাজে,
হরহৃদি পরে শ্যামা বিরাজে,
রণ সমাজে, না করে লাজে,
কুলরমণী বামা কে এলো রে ॥
মৃদু মৃদু হাসে, চপলা প্রকাশে,
কমলেরি আশপুরে ॥

পরজ-কালাংড়া জলদ্ তেতালা।

হায় গো আমার কি হইলো,
হৃদি সরোরুহ-দলে।
কালো কামিনী লুকালো ॥
যখন নয়ন মুদিয়াছিলাম, তখনি ছিল,
চাহিতে চঞ্চলা মেয়ে, পলকেতে মিশাইল ॥
আমরি কি সুন্দরী, অতুল পদ রাতুল,
আদ্য বামে হংস যেমন অংশুতে উজ্জ্বল।

কমলাকান্তের মন! মিছে ভাব অকারণ,
যদি পাবে শ্যামা ধন;
নয়ন মুদে থাকা ভালো॥

মুলতান—তিওট।

শিবে, চাওগো তারা তুমি, ওমা পাষাণের মেয়ে।
এতনু সফল কর মা! বারেক হেরিয়ে॥
ধরেছ বাপের রীতি, কঠিন হয়েছ অতি,
তেঁই দয়া না উপজে, গো, দীনের মুখ চেয়ে॥
যদি বা কুপুত্র হয়, মায়ের বৈ আর কারো নয়,
কে কোথা তনয়ে ত্যজে, জননী হইয়ে।
কমলাকান্তের ভার, বল কে লইবে আর,
কিঞ্চিত করুণাকর, মা, কাতর দেখিয়ে॥

যোগিয়া—একতালা।

ও জননি গো! যেন ডুবাওনা সাধের তরি মোর।
বড় ভয় পেয়েছি, কাতর হয়েছি, শরণ লৈয়েছি
তোর॥
মন-বায়ু না হয় সখা, গুণ টানে কর্ম্মরেখা,
দাঁড় ধরে অনঙ্গ, তরঙ্গ অতি ঘোর॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বোঝাই কার, যতনে সাজালাম তরি,
হলে পাইব জ্ঞান, বাণিজ্য কঠোর।
কমলাকান্তের আর, কে আছে মা! আপনার,
মা! তুমি হওগো কর্ণধার,
কাট কর্ম্ম-ডোর॥

গৌরী—ঢিমা তেতালা।

মা! মোরে লয়ে চল ভবনদীপার; গো তারা!
আমি অতি অকৃতী অধম দুরাচার॥
সম্বল আছিল যার, অনায়াসে হৈল পার,
কিছু ধন নাহিক আমার, যে নাবিকে দিব মা।
প্রদোষ-সময়ে, ধরম তরি বায় নেয়ে,
চেয়ে আছি চরণ তোমার, গো তারিণি॥
অজ্ঞানে হয়েছি অন্ধ, পথে নানা প্রতিবন্ধ,
ভবসিন্ধু অনিবার, কিসে পার হবো গো মা!
কমলাকান্ত নিতান্ত ভরসা মনে,
তারা! মোরে করিবে নিস্তার॥

যোগিনী—একতালা।

কেমন কোরে তরাবে তারা! তুমি মাত্র একা
আমার অনেক গুলা বাদী, গো!
তার নাইকো লেখা জোকা॥
ভেবেছ মোর ভক্তিবলে, লয়ে যাবে বলে ছলে,
অভক্তের ভক্তি যেনো পেত্নীর হাতের শাঁখা॥
নাম ব্রহ্ম বটে সার, সেওতো আমার অতি ভার
মনের সঙ্গে রসনার, খাবার সময় দ্যাখা।
কমলাকান্তের কালি! হৃদে বোস উপায় বলি,
এ বিষয়ে উচিত হয়, চৌকি দিয়ে থাকা॥

পরজ কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

নাচ গো শ্যামা! আমার অন্তরে।
সদানন্দময়ি নাচ! চিদানন্দ উপরে॥
নাচগো নাচগো শ্যামা! নাচন দেখি;
তোমার দিগবাস অট্টহাস, গলিত চিকুরে॥
মণিময় মন্দির, সুরতরুমূলে,
ত্রৈধাম আবৃত, সুধা-সরোবরে॥
কমলাকান্তের এই, কামনা করুণাময়ি!
এতনু সফল কর মা! দুঃখ যাউক দূরে॥

সুরট-মল্লার—তিওট।

আলুয়ে পড়েছে বেণী, জিনি নব মেঘ-শ্রেণী।
আর তাহে সুচঞ্চল, শ্যামা নীল সৌদামিনী॥
আরে হুহুঙ্কার গরজে, গভীর নিনাদিনী।
হরিষে বরিষে সুধা সুধানন্দ তরঙ্গিণী॥
আরে অতি নির্ম্মল চরণ, প্রফুল্ল নীল নলিনী।
নখর মুকুর কর, হিমকর কর-জিনি॥
আরে! চরণারুণ কিরণে আবৃত কত দিনমণি।
কমলাকান্তের হৃদি, কমল-সুপ্রকাশিনী॥

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আমার মনে ইচ্ছা আছে।
এবার কালী বলে, বাহু তুলে,
যাব শ্যামা মায়ের কাছে॥
কালীনাম সারাৎসার, নিঃসরে বদনে যার,
সেজন ভক্ত জীবনমুক্ত,
দোহাই দিয়ে শিব কয়েছে॥

যার কালীনাম আপ্তসার,
কালের ভয় কি আছে তার;
তুমি এই কোরো সতর্কে থেকো,
কালোবরণ ভোল পাছে ॥
কমলাকান্তের কথা, ঘুচিল আমার মনের ব্যথা
এবার নাম জেনেছি, ধাম চিনেছি,
পথ বড় সুগম হয়েছে ॥

ভৈরোঁ—একতালা।

জাননা রে মন। পরম কারণ,
কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয় ॥
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি
দনুজতনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী,
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয় ॥
ত্রিগুণ ধারণ, করিয়ে কখন,
করয়ে সৃজন পালন লয়।
কভু আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা,
যতনে এভব-যাতনা সয় ॥
যেরূপে যেজনা, করয়ে ভাবনা;
সেরূপে তার, মানসে রয়।
কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে,
কমল-মাঝারে করে উদয় ॥

সিন্ধু—পোস্তা।

মজিল মন-ভ্রমরা, কালীপদ-নীল-কমলে।
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হৈল,
কামাদি কুসুম সকলে ॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো,
কালো কালোয় মিশে গ্যালো;
দ্যাখো সুখদুখ সমান হোলো,
আনন্দসাগর উথলে ॥
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এতদিনে;
দ্যাখ পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত,
রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥

খাম্বাজ—জলদ তেতালা—তাল ফেরতা।

তারার বুঝি ইচ্ছা নয় মা!
তোমার বুঝি ইচ্ছা নয় গো!
এ দীন ভবে মুক্ত হয়।
নতুবা আমারে কেন বিড়ম্বনা অতিশয় ॥
(জলদ্ তেতালা)
দিয়েছ দুখ আর্ বার্ দিবে;
সয়েছি মা আর্ বার্ সবে;
অকলঙ্ক তারা নামে,
লোকে পাছে কিছু কয় ॥

একতালা।

শরীর সাধন, মিছা যতন,
হয় পুরাতন আবার নতন;
হোচ্ছে যাচ্ছে আবার আসছে,
ভ্রান্তি মাত্র কিছুই নয়।
কমলাকান্তের ঠাঁই, আর কিছু কামনা নাই;
মুদলে আঁখি যেন দেখি,
কালো বরণ সুধাময় ॥ (জলদ তেতালা)॥

সুরট-মল্লার—একতালা।

আর কিছু নাই সংসারের মাঝে,
কেবল কালী সার, রে।
(আমার) মন কালী, ধন কালী,
প্রাণ কালী আমার, রে॥
(কেহ) সংসারে এসেছে, বড় সুখে আছে
পেয়েছে রাজ্যভার।
(আমার) দরিদ্রের ধন, দুখানি চরণ,
হৃদয়ে পরেছি হার, রে ॥
এতনু ধারণে, এতিন ভুবনে, যাতনা নাহিক আর।
কিন্তু হেরিলে ওমুখ, দূরে যায় দুখ,
এই গুণ শ্যামা মার, রে ॥
কমলাকান্ত হয়ে ভ্রান্ত, বেড়াইছে বারে বার।
(এবার), অভয় চরণ, লয়েছে শরণ,
অনায়াসে হবে পার, রে ॥

টোড়ী ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

শিবসুন্দরি গো মা! স্তুতিং ন জানামি।
কর বা না কর পার, তবু তোমারি আমি॥

তৃষ্ণা নিদ্রা ক্ষুধা মায়া, শক্তিরূপা শিবজায়া;
নির্গুণা সগুণাত্মিকা সর্ব্বস্বরূপিণী।
হে কালি! ত্বং শান্তি ভ্রান্তিভয়হারিণী,
হরবধূ স্কন্দজননি, প্রণমামি॥
সুরাসিন্ধু সরসিজে, সদানন্দ নিত্যং ভজে,
পঞ্চাশন্মাতৃকারূপা, চন্দ্রার্দ্ধধারিণি, মা।
কমলাকান্ত তব মহিমা কি জানে,
তোমাময় ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডময় গো তুমি॥

কালাংড়া একতালা।

শ্যামাধন কি সবাই পায়;
অবোধ মন! বুঝ না একি দায়॥
শিবেরো অসাধ্য সাধন,
মন! মজনা রাঙ্গা পায়॥
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ, তুচ্ছ হয় যে ভাবে তায়।
সদানন্দ সুখে ভাসে,
শ্যামা যদি ফিরে চায়॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র, যে পদ না ধ্যানে পায়।
নির্গুণ কমলাকান্ত, তবু সে চরণ চায়॥

ঝিঁঝিট একতালা।

তরণী মাঝি মেয়ে, রে! চল দেখে আসি গিয়ে।
এভব তরঙ্গ দেখে কি কর বসিয়ে॥
দশ মহাবিদ্যা রোয়েছে ঘেরিয়ে।
তার মাঝে বসে আমার শঙ্কর যোগিয়ে॥
বাজিছে মৃদঙ্গ মাদল, তাতা থেয়ে থেয়ে।
দেব সারি গায় কমল, অতুল ভাবিয়ে॥

গৌরী—জলদ তেতালা।

ওরে মধুকর রে! মজিলে কি রসে।
হেরিয়ে না হের মা মোর, সুধা বরিষে॥
ত্যজিয়ে পরম রস, হইয়ে ইন্দ্রিয়বশ,
আপনার অলসে।
অচেতন মূঢ় সম, মিছা আশে সদা ভ্রম,
কমলা নির্ম্মল প্রেম, রাখিবে কিসে॥

বেহাগ-তেওট।

আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে।
গিরিরাজ! অচেতনে কত না ঘুমাও হে॥
এই এখনি শিয়রে ছিল,
গৌরী আমার কোথায় গেল,
হে! আধ আধ মা বলিয়ে বিধুবদনে॥
মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি,
বিতরে অমৃত রাশি সুললিত বচনে।
অচেতনে পেয়ে নিধি,
চেতনে হারালাম গিরি,
হে! ধৈরয না ধরে মম জীবনে॥
আর শুন অসম্ভব, চারিদিকে শিবারব;
হে! তার মাঝে আমার উমা
একাকিনী শ্মশানে।
বল কি করিব আর, কে আনিবে সমাচার,
হে! না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে॥
কমলাকান্তের বাণী,
পুণ্যবতী গিরিরাণী, গো!
যেরূপ হেরিলে তুমি অনায়াসে শয়নে।
ওপদ পঙ্কজ লাগি, শঙ্কর হৈয়েছে যোগী, গো!
হরহৃদিমাঝে রাখে, অতি যতনে॥

কেদারা—একতালা।

গিরি! প্রাণগৌরী আন আমার।
উমা বিধুমুখ, না দেখি বারেক,
এঘর লাগে অন্ধকার॥
আজি কালি করি দিবস যাবে,
প্রাণের উমারে আনিবে কবে;
প্রতিদিন কিহে আমারে ভুলাবে,
একি তব অবিচার॥
সোণার মৈনাক ডুবিল নীরে,
সে শোকে রয়েছি পরাণে ধরে;
ধিক্ হে আমারে, ধিক্ হে তোমারে,
জীবনে কি সাধ আর॥
কমলাকান্ত কহে নিতান্ত,
কেন্দনাকো রাণি হও গো! শান্ত;
কে পাইবে তোমার উমার অন্ত,
তুমি কি ভাব অসার॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা।

কবে যাবে বল গিরিরাজ! গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ, উমারে দেখিতে, হে॥

গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রোয়েছ ঘরে,
কি আছে তব অন্তরে না পারি বুঝিতে।
কামিনী করিল বিধি, তেঁই হে তোমারে সাধি,
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে ॥
সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে
তুমি হে! পাষাণ তাহে, না কর মনেতে ॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখরমণি!
কেমনে সহিবে এত, মায়ের প্রাণেতে ॥

যোগিয়া—জলদ তেতালা।

গঙ্গাধর হে শিব শঙ্কর!
কর অনুমতি হর, যাইতে জনক ভবনে ॥
ক্ষণে ক্ষণে মম মন, হইতেছে উচাটন,
ধারা বহে তিন নয়নে ॥
সুরাসুর নাগ নরে, আমারে স্মরণ করে,
কত না দেখেছি স্বপনে যোগনিদ্রা ঘোরে।
বিশেষে জননী আসি, আমার শিয়রে বসি,
মা দুর্গা বলে ডাকে সঘনে ॥
মায়ের ছল ছল দুটি আঁখি,
আমারে কোলেতে রাখি, কত না চুম্বয়ে বদনে।
জাগিয়ে না দেখি মায়, মনে দুঃখ কব কায়,
বল প্রাণ ধরি কেমনে ॥
হউক নিশি অবসান, রাখ অবলার মান,
নিবেদন করি চরণে।
কমলাকান্তেরে, দেহ নাথ! অনুচর,
বোল্যে যাই আসিব ত্রিদিনে ॥

বিভাস যোগিয়া—জলদ তেতালা।

এলো গিরি-নন্দিনী,
লয়ে সুমঙ্গল ধ্বনি, ঐ শুনগো রাণি।
চল বরণ করিয়ে, উমা আনি যেয়ে,
কি কর পাষাণ-রমণি, গো ॥
অমনি উঠিয়ে, পুলকিত হয়ে,
ধাইল যেন পাগলিনী।
চলিতে চঞ্চল, খসিল কুন্তল,
অঞ্চল লোটায়ে ধরণী ॥
আঙ্গিনার বাহিরে, হেরিয়ে গৌরীরে,
দ্রুত কোলে নিল রাণী।
অমিয়বরষি উমামুখশশী, চুম্বয়ে যেন চকোরিণী ॥
গৌরী কোলে করি, মেনকা সুন্দরী,
ভবনে লইল ভবানী।
কমলাকান্তের, পুলকে অন্তর,
হেরি ওবিধুমুখ খানি ॥

মালসী—তিওট।

এলে গৌরি! ভবনে আমার।
তুমি ভুলে ছিলে, মা বল্যে বুঝি এতদিনে।
চিরদিনে।
মায়ের পরাণ, কান্দে রাত্রিদিন,
শয়নে স্বপনে হেরিগো, ওমুখ তোমার।
কত কামনা করিয়ে কাননে,
আমি রতন পেয়েছি যতনে;
সচন্দন ফুলে নব বিল্বদলে,
পুজেছিলাম গঙ্গাধরে গো! হৈয়ে নিরাহার ॥
গিরিপুর রমণী চারিপাশে,
কত কহিছে হাস পরিহাসে।
তরু মূলে ঘর, স্বামী দিগম্বর,
তা নহিলে আর কতদিন হইত তোমার ॥
তুমি পুণ্যবতী গিরিরাণি,
শুন কমলাকান্তের বাণী।
জগত জননী, তোমার নন্দিনী,
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ধন গো! চরণ যাহার ॥

খট যোগিয়া—জলদ তেতালা।

শরত কমল মুখে, আধ আধ বাণী ॥
মায়ের কোলেতে বসি, শ্রীমুখে ঈষদ হাঁসি,
ভবের ভবনসুখ ভণয়ে ভবানী ॥
কে বলে দরিদ্র হর, রতনে রচিত ঘর,
মা, জিনি কত সুধাকর, শত দিনমণি।
বিবাহ অবধি আর, কে দেখেছে অন্ধকার,
কে জানে কখন দিবা কখন রজনী ॥
শুনেছ সতীনের ভয়, সে সকল কিছু নয়,
মা! তোমার অধিক ভাল বাসে সুরধুনী।
মোরে শিব হৃদে রাখে, জটাতে লুকায় দেখে,
কার কে এমন আছে সুখের সতিনী ॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন গিরিরাজরাণি!

কৈলাস-ভূধর ধরাধর-চূড়ামণি।
তা যদি দেখিতে পাও, ফিরে না আসিতে চাও,
ভুলে থাক ভবগেহে, ভূধর-রমণি॥

পরজ কালাংড়া—জলদ তেতালা।

ওরে নবমীনিশি! না হৈওরে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান॥
খলের প্রধান যত, কে আছে তোমার মত,
আপনি হইয়ে হত, বধ রে পরেরই প্রাণ॥
প্রফুল্ল কুমুদ বরে, সচন্দন লয়ে করে,
কৃতাঞ্জলি হৈয়ে তোমার, চরণে করিব দান।
মোরে হৈয়ে শুভোদয়, নাশ দিনমণিভয়,
যেন নাসহিতে হয়, রে! শিবের বচনবাণ।
হেরিয়ে তনয়ামুখ, পাশরিলাম সব দুখ;
আজি সে কেমন সুখ, হতেছে স্বপন জ্ঞান।
কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো গিরিরাণি!
লুকায়ে রাখ না মারে, হৃদয়ে দিয়ে স্থান॥

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

জয়া বলগো! পাঠান হবে না,
হর মায়ের বেদন কেমন জানেনা॥
তুমি যত বল আর, করি অঙ্গীকার,
ওকথা আমারে বোলোনা॥
ওগো! হৃদয় মাঝারে, রাখিব বাছারে,
প্রহরী দুটী নয়ন।
যদি গিরিবর আসি কিছু কয়, জয়া!
তখনি ত্যজিব জীবন।
সবে মাত্র ধন, গৌরী মোর প্রাণ,
তিন দিন যদি রয়না।
তবে কি সুখ আমার, এছার ভবনে,
এদুঃখে প্রাণ আমার রবে না।
যাতনা কেমন, নাজানে কখন,
বিশেষে রাজার কুমারী।
আর কত দুঃখ পাবে সেখানে, জয়া!
হর যে জনম ভিখারী॥
ওগো! শ্মশানে মশানে, লৈয়ে যায় সে ধনে,
আপনার গুণ কিছু জানে না।
আবার কোন লাজে হর, এসেছেন হেতে,
জানেনা যে বিদায় দেবে না॥

তখন জয়া কহে বাণী, শুন শৈলরাণি।
উপদেশ কহি তোমারে।
কত বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ওই পদ,
তুমি তনয়া ভেবেছ যাহারে।
কমলাকান্তের নিবেদন ধর,
শিব বিনা শিবা পাবে না।
যদি জামাতা শঙ্করে, পার রাখিবারে,
তবে তোমার গৌরী যাবে না॥

পরজ কালাংড়া—ঢিমে তেতালা।

আমার গৌরীরে লয়ে যায়, হর আসিয়ে।
কি কর হে গিরিবর! রঙ্গ দেখ বসিয়ে॥
বিনয়বচনে কত, বুঝাইলাম নানামত;
শুনিয়ে না শুনে কাণে, ঢ'লে পড়ে হাসিয়ে॥
একি অসম্ভব তার, আভরণ ফণিহার;
পরিধান বাঘছাল, ক্ষণে পড়ে খসিয়ে।
আমি হে রাজার নারী, ইহা কি সহিতে পারি,
সোণার পুতলি দিলে পাথারে ভাসায়ে।
শুনি গিরিবর কয় জামাতা সামান্য নয়,
অণিমাদি আছে যার, চরণে লোটায়ে।
কমলাকান্তের বাণী, কি ভাব শিখররাণি!
পরম আনন্দে গো! তনয়া দেহ পাঠায়ে॥

বেহাগ—জলদ তেতালা।

যোগী শঙ্কর আদি মহেশ।
পুরুষ পুরুষ-প্রধান ত্রিলোকবাস॥
ত্রিপুরদহন ত্রিনয়ন ত্রিগুণেশ।
ত্রৈলোক্যপাবন ত্রিকাল ত্রিপুরেশ॥
কমকল স্তু ত্রিতাপবিনাশ।
দাতা দিগম্বর, ভো, আশুতোষ॥

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আমার মন! ভাব ভোলারে।
যা ইচ্ছা কর দিতে পারে॥
ত্রিপুরারি দয়াময়, কখন ভুলিবার নয়; মনরে।
পুরাকৃত পাপ যত, হর বিনে কেবা হরে॥
শুন মন! দুরাচার, শিবনাম সারাৎসার;
দেখ ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, জটার ভিতরে॥

কমলাকান্ত বলে, গোড়ো কালীর পদতলে;
মনরে, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রী, ঘরণী যার ঘরে ॥

ভৈরোঁ—কাওয়ালী।

ভৈরোঁ আইল, মায়া পলাইল,
ত্রিশূল ডমরু হাতে।
দেবদল প্রবল, ভৈগেল সমফল
মিলিব জননীর সাতে ॥

ভৈরো বালা, জগমন জালা,
নর শিরমালা সোহে।
সঙ্গট বঙ্গট, বিকট কপট লট,
পরশু দেখাইল মোহে।
জটাজুট আর, সিঁদুর ভালে,
বম্‌বম্ গাল বাজাইল।
তাকর পিছে, অম্বা নাচে,
কমল অমলপদ পাইল।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাজনঘাটে সন ১২১৭ সালে বৈদ্যবংশে কৃষ্ণকমলের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম মুরলীধর গোস্বামী। ইঁহাদের আদিনিবাস পূর্ব্ববঙ্গ। মুরলীধর সাত বৎসর বয়স্ক কৃষ্ণকমলকে [illegible]-ধামে লইয়া গিয়া, তাঁহার ব্যাকরণ-শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ছয় বৎসর পরে কৃষ্ণকমল শ্রীবৃন্দাবন হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া নবদ্বীপে পাঠ সাঙ্গ করেন। হুগলী সোমড়া-বাঁকীপুর গ্রামে ইঁহার বিবাহ হয়। 'রাই উন্মাদিনী', 'স্বপ্ন-বিলাস' 'সুবল সম্বাদ' প্রভৃতি ইঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। ইঁহার 'রাই উন্মাদিনী' অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, কি রচনা-মাধুর্য্যে, কি কবিত্ব-প্রভাবে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াই গোস্বামী মহাশয় অমর হইয়াছেন। ১২৯০ সালের ১২ই মাঘ চুঁচুড়ার নিকট গঙ্গাতীরে ইনি মানব লীলা সংবরণ করেন।

কৃষ্ণ-লীলা।

বেলড়-একতালা।

ওরে, যাই রাই, যাই রাই, মথুরা নগরে।
আনতে তব বিনোদ নাগরে ॥
যেয়ে নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
দেখ্‌ব অন্বেষণ ক'রে।
যেখানেতে পাব, লম্পট মাধব, রাধে
যেয়ে এনে যে দিব, বলি বলি, এনে যে দিব,
আমি চল্লেম এ প্রতিজ্ঞা ক'রে এখনি ধনি
ওরে, তোর আর ভাবনা কিসে, রাধে প্রেমময়ি!
ভাবনা কিসে ব'সে আছ তোর চরণ ধ'রে।
(রাই রাখ রাখ রাখ ব'লে)
এক বার হেসে কথা কওগো রাই,
অনেক দিন যে,—ও তোর
শশিমুখে হাসি দেখি নাই।
বলি, বলি, যাত্রাকালে,
ও তোর হাসি বদনখানি দেখে যাই পুরে ॥

মনোহরসাহী—লোফা।

যখন নব অনুরাগে, হৃদয়ে লাগিল দাগে,
বিচারিলাম আগে পাছের কাযে।
(যা যা কর্ত্তে হবে গো সখি আমার বন্ধু লাগি।)
প্রেম কোরে রাখালের সনে,
ফির্ত্তে হ'বে বনে বনে, ভুজঙ্গ কণ্টক পঙ্ক মাঝে।
(সখি আমায় যেতে যে হবে গো,
রাই ব'লে বাজিলে বাঁশী।)
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল,
চলাচল তাহাতে করিতেম।
(সখি আমায় চল্‌তে যে হবে গো,
বন্ধুর লাগি পিছল পথে।)
হইলে আন্ধার রাতি, পথমাঝে কাঁটা পাতি,
গতাগতি করিয়ে শিখিতেম ॥
(সদা আমায় ফির্ত্তে যে হবে গো,
কণ্টক কানন মাঝে)
এনে বিষ-বৈদ্যগণে, বসিয়ে নির্জ্জন বনে,
তন্ত্র মন্ত্র শিখেছিলেম কত।

(কত যতন করে গো, ভুজঙ্গ দমন লাগি।)
বন্ধুর লাগি কৈলাম যত, এক মুখে কব কত,
হত বিধি সব কৈল হত।
সে সব বৃথায় গেল গো, আমার করম দোষে॥

মনোহরসাহী—লোভা।

রাই, ধীরে ধীরে চল গজগামিনি।
অমন কোরে যাইস্‌নে গো ধনি।—
বারে বারে বারণ করি রাই।
একে বিষাদে তোর কৃশ তনু,—রাধে প্রেমময়ি,
মরি মরি, হাঁটিতে কাঁপিছে জানু গো।
তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি—
চঞ্চলা হইলি কেন?
(না জানি আজ) কোথা প'ড়ে প্রাণহারাবি গো।
কত কণ্টক আছে গো বনে,ধীরে যাগো কমলিনী
ফুটিবে দুটি চরণে গো।
কত বিজাতি ভুজঙ্গ আছে,—
(দেখিস্ ধনি) গহন কানন মাঝে।
(দেখিস্ দেখিস্) কমলপদে দংশে পাছে গো।
হ'লো নয়ন ধারায় পিছল পথ,—
আর কান্দিসনা বিধুমুখি।
(বলি) যাইস্ না রাই এত দ্রুত গো।
মোদের কান্ধে দুটি বাহু থুয়ে,—
আমরা ত তোর সঙ্গে যাব,—(কমলিনি)।
চল্‌গো পথ নিরখিয়ে গো॥

মনোহরসাহী—লোভা।

এই কাননে গো, এইত কাননে,
সখি গো, এই ত কাননে।
কানু চরাইত গো ধেনু,
এই ত কদম্বমূলে বাজাইত বেণু
বন্ধু মনের কতই বা সুখে।
বেণুরবে ধেনু চরাইত বন্ধু কতই বা সুখে।
আমি তোমা সবায় নিয়ে সনে সনে (ও সখি)
সদা আস্‌তেম শ্যাম দরশনে,
মনের কতই বা সুখে॥
এই কদম্বের মূলে নিয়ে গোপকুলে,
চাঁদের হাট মিলাইত গো—
সে রূপ রয়ে রয়ে মনে পড়ে গো।
সখি প্রিয় সখার অঙ্গে, হেলায়ে শ্রী অঙ্গে,
ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াইত গো—বন্ধু কতই রঙ্গে!
কত সহচর দলে, ফুল ফলে দলে,
কি কৌশলে সাজাইত গো—
তখন সে মুরলীধরে সে মুরলী ধরে বাজাইত গো
অভাগিনী রাধায়, কলঙ্কিনী রাধায়,
তখন শুনিয়ে মুরলীধ্বনি,
আমি হতেম যেন পাগলিনী,
পথ বিপথ নাহি জানি, অমনি বাহির হতেম গো,
বর লাগি সখি, চলিতে চরণ কত,
বিষধর বেড়িত, মণিময় নূপুর মানি,
ফিরে চাইতেম্ না কো চরণ পানে॥
আমি আসিতেম বাঁশীর তানে, (সখি)
তখন কেবা চাইত পথপানে, কতইবা সুখে সখি,
একদিন চম্পকের ফুল,
হেরি য়ে ব্যাকুল, হইল গোকুলশশী গো।
(অমনি) কোথা রাধা ব'লে, পড়িলেন ভূতলে,
ধরিল সুবল আসি গো—হায় কি হলো বলি।
সে যে দেখে অচেতন, করিল যতন,
চেতন যদি না হ'লো গো,
তখন বন্ধুর সে বোল, যাইয়ে সুবল,
সকাতরে জানাইল গো—সুবল কেন্দে কেন্দে
তখন শুনিয়ে বন্ধুর কথা,
আমার মরমে লাগিল ব্যথা,
উপায় না দেখি বিচারিয়ে,
হায় হায় কি করিব গো—বন্ধুর লাগি।
তখন আপন ভূষণ দিয়ে, সুবলকে রাই সাজাইয়ে,
এলেম আমি সুবল হইয়ে
ধড়া চূড়া প'রে গো—সুবলের॥
দেখি নীলগিরি ধরায় পড়ে,
অমনি তুলে নিলেম ধূলো ঝেড়ে,
রাখিলেম শ্যাম হিয়ার মাঝারে,
কত যতন করে গো।
আমার পরশে চেতন পেয়ে,
বলে আমার মুখ চেয়ে,
কোথা আমার পরাণ কিশোরী—
সুবল বল্ বল্‌রে—কেঁদে বলে।

কহিলাম আমি তোমার সেই দাসী—
আমায় বুঝি চিন নাই হে নাথ!
অমনি হৃদয়ে ধরিল হাসি বন্ধু কতই বা সুখে॥

সিন্ধু—রূপক।

মরি হায় গো সখি! এই ত নিভৃত নিকুঞ্জে
কতই সুখে নিশি কাটাইতেম,
দেখে মনে পড়লো বন্ধুর গুণ যে॥
• সেই কুঞ্জে শূন্য রয়েছে, শ্যাম গেছে,
তার চিহ্ন আছে, সখি দেখে কি পরাণ বাঁচে,
আমার দ্বিগুণ জ্বলে মনাগুন যে॥
বন্ধু চরণ দুখানি, পসারি সজনি,
এই স্থানে এই খানে বসিত গো।
কত আদরে বিনোদ নাগর আমারে,
আদর কেবা জানে, আমার বন্ধু বিনে
এত আদর কেবা জানে।
উরু পরে ক'রে বসাইত গো।
করে করি করি-দশন চিরুণী,
আঁচড়ি চিকুর বানাইত বেণী,
সখি! সে বেণী সম্বরি, বান্ধিত কবরী,
মালতীর মালে বেড়াইত গো
কত সাজে সাজাইত, মুখপানে চেয়ে রত,
বন্ধুর বিধুবদন ভেসে যেত দুটি নয়নের জলপুঞ্জে
বন্ধু আপন শ্রীকরে, কুসুমনিকরে,
তুলিয়া আনিত গো।
কত যতন কোরে, মনের মতন কোরে,
বন্ধু মনোমত শয্যা নিরমিত গো।
শয়ন করিয়ে সে কুসুম শেষে,
হৃদয়ের মাঝে রেখে মোরে সে যে,
কতই বা কৌতুকে, মনের উৎসুকে,
সারানিশি জেগে পোহাইত গো
কি মোর পাষাণ হিয়ে,
হেন বন্ধুহাড়া হোয়ে, যায় নাই কেন বিদরিয়ে,
এখন থাকিয়ে কি হ'লো গুণ যে॥

টৌড়ি—মধ্যমান।

তাই বলিরে ভাই সুবল!—
তুই ত কানাই পেয়েছিলি।
না বুঝে তার চতুরালি, হারাধন পেয়ে হারালি।
যখন শ্যাম সুধাকরে, নয়ন ডোরে ছিল করে,
তখনি তার ধরে করে, মোদের কেন না ডাকিলি
পুন যদি কোনক্ষণে, দেখা দেয় কমলেক্ষণে,
যতনে করি রক্ষণে জানাবি তৎক্ষণে।
কেউ ধর্‌ব তার কমলকরে,
কেউ থাক্‌ব তার চরণ ধ'রে,
তবে আর আমাদের ছেড়ে
যেতে নার্‌বে বনমালী॥

বসন্ত—তেতালা।

ভাই রে সুবল! বলরে সুবল!
উপায় কি করি বল?
কেবল রিপুবল, হইল প্রবল,
কানাই বিনে বৃন্দাবনে
দুর্ব্বলের আর কি আছে বল?
পুন কি কালীয়দহে, বিষজলে প্রাণ দহে,
কিবা দাবানলে দহে, দহে বৃন্দাবন সকল।
দেখি আর দিনেক দুদিন,
যদি বিধি না দেয় সুদিন,
তবে আর কেন দিনের দিন,
দিন গণে দিন কাটাই বিফল॥

আলেয়া—খয়রা।

ও সুবল রে! এ দুখিনী নয় কাঙ্গালিনী।
এখন আমায় চিন্‌বিনে বাপ্,
তোদের রাখালরাজার আমি হই জননী।
সবে মাত্র ধন, ছিল কৃষ্ণধন,
হারায়ে সে ধন, হইলেম কাঙ্গালিনী।
আর কি আছে বল, জানি সনে সুবল,
এ জীবনের বল কেবল নীলকান্তমণি।
নিশিতে স্বপনে, দেখলাম নীলরতনে,
ননী দে মা বলি করিছে রোদন।
হল প্রভাত রজনী, কৈ সে নীলমণি,
আশা করে আছি দ্বারে,
ঐ দেখ নিয়ে ক্ষীর সর নবনী॥

মনোহরসাহী—লোভা।

কুঞ্জের দ্বারে ঐ দাঁড়ায়ে কে ?
দেখ দেখি গো ও বিশখা কে, দেখ দেখি গো,
ওকি বারিধর কি গিরিধর ?
ওকি নবীন মেঘের উদয় হলো ?—
দেখ দেখি ওগো ললিতে !
নাকি মদনমোহন ঘরে এলো ?
ওকি ইন্দ্রধনু যায় দেখা,—
নব জলধরের মাঝে
নাকি চূড়ার উপর ময়ূরপাখা।
ওকি বকশ্রেণী যায় চলে,
নিশ্চয় করিতে নারি গো,
নাকি মুক্তামালা দোলে গলে।
ওকি সৌদামিনী মেঘের গায়—
দেখ দেখি গো সহচরি !
নাকি পীতবসন দেখা যায়।
ওকি মেঘের গর্জ্জন শুনি
বল দেখি গো ও সজনি।
নাকি প্রাণনাথের বংশীধ্বনি॥

ললিত—আড়া।

আয় আয় দেখ দেখি গো সবে এ'সে,
(মোরা) যার উদ্দেশ্যে বনে এ'সে,
দুঃখের সাগরে ভে'সে, দেখিলাম সই সকল।
(ঐ দেখ) সে আমাদের ভালবে'সে,
আপনি এ'সে দেখা দিল।
এযে বড় ভাগ্যোদয়, সে নিঠুর হয়েছে সদয়,
(মোদের) জুড়াইতে তাপিত হৃদয়,
বৃন্দাবনে উদয় হ'লো।
শুন গো প্রাণ সজনি, আজ বুঝি গত রজনী,
হবে মোদের শুভ জানি, শুভক্ষণে পোহাইল॥
বহুদিনে অরি করি পরাজয়,
ঘরে এল হরি, হ'য়ে গো বিজয়,
সহচরীচয়, শুভ পরিচয়,
কর ব'লে সবে হরি জয় জয়।
হৃদয়ে করিয়ে কুঙ্কুম লেপন,
মুক্তাহার তাহে দিব আলেপন,
পয়োধরে করি ঘটের স্থাপন,
আম্রশাখা দিব কর-কিশলয়।
হৃদাসনে বসায়ে, নয়নজলে চরণ ধুয়ে,
দিব কেশে মুছাইয়ে,
হেরিব মুখকমল—দুটি নয়ন ভ'রে॥
কিবা দলিত কজ্জল, কলিত কজ্জল,
সজল জলদ শ্যামল সুন্দর।
যেন বকাবলী সহিত, ইন্দ্রধনু যুত,
তড়িত জড়িত নবজলধর।
স্থূলমুক্তাহার ঝুলিতেছে গলে,
জ্ঞান হয় যেন বকপাঁতি চলে,
চূড়ায় শিখণ্ড, ইন্দ্রের কোদণ্ড,
সৌদামিনীকান্তি ধরে পীতাম্বর॥
আমরা গোপিকা তৃষিত চাতকীর মত,
চেয়ে আছি বন্ধুর পথ,
তাইতে নীলামৃত দিতে এল ! জলধরের মত॥

ভৈরব একতালা।

কি ভাবিয়ে মনে, দাঁড়াইয়ে ওখানে, এ'স হে,
একবার নিকুঞ্জকাননে, কর পর পদার্পণ।
একবার আসিয়ে সমক্ষে,
দেখিলে স্বচক্ষে, জান্‌বে,
সবে কত দুঃখে রক্ষে কোরেছে জীবন।
ভাল ভাল বন্ধু ! ভাল ত আছিলে,
ভাল ভাল সময় এসে দেখা দিলে,
আর ক্ষণেক পরে দেখা দিলে সখা,
দেখা হ'তোনা তোমার,
বিরহে সবার হইত যে মরণ।
আমার মত তোমার অনেক রমণী,
তোমার মত আমার তুমি গুণমণি,
যেমন দিনমণির কত কমলিনী,
কমলিনীগণের ঐ এক দিনমণি।
নেত্রপলকে, যে নিন্দে বিধাতাকে,
এত ব্যাজে দেখা সাজে কিহে তাকে বন্ধু,
যা হউক দেখা হইল, দুঃখ দূরে গেল,—
যাউক হে, এখন গত কথার আর নাহি প্রয়োজন
(আমার) হৃদয়কমলে রাখিয়ে শ্রীপদ,
তিল আধ বসো বসো হে শ্রীপদ,
না সেবিয়ে পদ হোলো যে বিপদ,
সে বিপদ ঘুচাইব সেবি পদ।

যদ্যপি বিরহতাপে তাপিত হৃদয়,
তাহে তাপিত না হ'বে পদদ্বয়,
কোটি শরীর শীতল, হোতেও সুশীতল,
তোমার পদতল,
একবার পরশেতে শীতল হইবে এখন ॥

মনোহরসাহী—লোভা।

এস এস নাথ রাখি হিয়ার মাঝারে ভরিয়ে—
যদি দাসী ব'লে দেখা দিলে,
দুটি নয়ন প্রহরী করিয়ে।
আসিয়ে কংসের চর, কাটিয়ে মোর এ পাঁজর,
বন্ধু তোমায় নিতে আর নারিবে হরিয়ে।
বন্ধু আমার হৃদয়মাঝে, বিচিত্র পালঙ্ক আছে,
তাতে সুখে শয়ন কর তুমি,
দুটি শীতল চরণ সেবি আমি,
বন্ধু পরম যতন করিয়ে।
বন্ধু তুমি আমার বক্ষের রতন,
ধনে যেমন যক্ষের যতন,
ভুজঙ্গিনীর মণি, তুমি আমার হও তেমনি,
আর যে তোমায় প্রাণান্তে দিবনা ছাড়িয়ে ॥

রাম লীলা।

মল্লারমিশ্রিত—মনোহরসাই।

যতদিন দাদা আমার না আসিবেন ঘরে।
ততদিন শোব আমি কুশের উপরে ॥
জল কিম্বা বনফল ভোজন করিব।
চীরবাস কিম্বা বৃক্ষ-বাকল পরিব ॥
শত্রুঘ্ন বটক্ষীর কর আহরণ।
এখনি করিব আমি জটা বিরচন ॥

মনোহরসাহী—লোভা।

এখন আমায় যোগী সাজায়ে দেরে ভাই (যোগী)
আর যে আমার রাজবেশের কাজ নাই রে
(যোগী সাজাইয়ে)॥
যদি যোগী হ'লেন রঘুবর,
তবে আমাকেও ভাই যোগী কর।
(আমার রাজবেশে কাজ নাই রে সাজাইয়ে দে)

দেবগিরি বিভাস—খয়রা।

এই লয় মনে বাছা রামধনে,
পেলেম নাকো বুঝি যেন আর।
পাব বলি আশা, করি যে দুরাশা,
আশার বাসা বিধি, ভেঙ্গেছে আমার ॥
বাজে অঙ্গ যার কুসুমের শেষে,
এ দারুণ পথে, কেমনে বা সে যে করেছে গমন।
ভাবি অনুক্ষণ ও তাই বলরে হায়,
কত যাতনা হয়েছে বাছার ॥

ঝিঝিট—খয়রা।

কোথায় রলি রে দুঃখিনীর তনয়!
দুঃখিনীর এই দুঃখের সময়,
চাঁদবদনে একবার আমায়,
মা বলে বাপ! কোলে আয় ॥
আমি অনাথিনী হ'য়ে, তোদের মুখ না হেরিয়ে,
দুঃখের উপর দুঃখের হিয়ে, দুঃখানলে জ্বলে যায়
আমার সাগর সেঁচা ধন, বাছাধন রে তোরে,
কত আরাধন করে পেয়েছিলেম।
আমি কারে কব মন্দ, কপাল আমার মন্দ,
দৈব প্রতিবন্ধ হলো রে, ও তাই যতনের ধন,
তুই যে রামরতন, অযতন করে হারাইলেম ॥
একবার এসে অভাগীরে
জন্মের মতন দেখে যারে।
আর যে মায়ে দেখবি নারে,
মা যদি তোর মরে যায় ॥

মল্লারমিশ্রিত—খয়রা।

কি শুনালি ও ভাই ভরত রে,
পিতার প্রাণান্ত সময়ে একবার দেখলাম নারে।
মুনি মনস্তাপ, পেয়ে দিয়েছিলেন শাপ,
সে শাপ কাল সাপ হ'য়ে দংশিল কি তাঁরে ॥
আমার অন্তরে বলে, পিতা আমার শোকানলে,
চিরদিন আর জ্বলবেন না বোলে,
ত্বরায় ত্যজিলেন জীবন, না জানিয়ে তখন,
কত রাম রাম বোলে ডেকেছেন আমারে।
পিতাকে প্রণাম করে, যখন আসি বনান্তরে,
তখন তিনি ধরাতে পড়ে,শোকে ছিলেন অচেতন

সে বেদন রে আমার শেল সম হ'য়ে
রয়েছে অন্তরে ॥

ঝ'লা—একতালা।

সুধাও কি গো ভগ্নি, সুধাংশুবদনী,
দুঃখের কাহিনী বোলবো কি।
বিধি দুঃখ আহরিয়ে, (দারুণ বিধি
দুঃখ আহরিয়ে)
বিষ মিশাইয়ে গড়েছিল দুঃখের মূরতি জানকী ॥
কোরে হরধনু ভঙ্গ জনকপ্রতিজ্ঞায়,
পরে শ্রীরাম আমায় কল্লে পরিণয়।
পথে পরশুরামে যুদ্ধে করি জয়,
অভাগীরে নিয়ে এলেন অযোধ্যায়।
ওগো আমায় এনে ঘরে প্রভু,
(ওগো! আমায় এনে ঘরে) রাম রঘুবরে
একদিনের তরে হলেন না সুখী ॥
যখন ক্ষিতিপতি হবেন রাম রঘুমণি
আমি অভাগিনী হব রাজরাণী।
কপালের লেখা স্বপনে না জানি,
রাজমহিষী হ'তে হলেম কাঙ্গালিনী ॥
দেখ তরুতলে বাস ত্যজে রাজবাস
কেবল বনফল খেয়ে এ জীবন রাখি ॥
আমি দেখি নাই জন্মে জননী কখন,
আমার জননী ধরণী জানে সর্ব্বজন।
বিধাতার বিধি না যায় খণ্ডন,
না জানি কপালে কি আছে লিখন।
দেখে প্রভুর শ্রীচরণ, দেবর বদন,
আমার সকল দুখ আমি নিবারিয়ে থাকি ॥

দেবগিরি বিভাস খয়রা

নিয়ে জানকীরে, আর কি ঘরে ফিরে,
যাবি নে রে বাপ দুঃখিনীর জীবন!
আমি তোদের থুয়ে বনে, যাইব ভবনে,
সে যে আমার বড় অসহ্য বেদন ॥
আর কি রে বাছা, দেখ্‌বো গো তোমাকে,
আর কি রে মা বোলে জুরাবি নে মাকে,
তা কি জান না রে জগত মাঝারে, তোমা বিহনে,
আমার আর কি ধন আছে ও রে বাছাধন ॥

যোগিয়া—একতালা।

এই ছিল কি মোর কপালে লিখন। (রাম রে)
কোথা রাজমহিষী আমি রাজার মা হইব,
সাধ করে বসেছি মনে;
কোথা রাম ধন দিয়ে বনে, অযোধ্যাভবনে,
হ'তে হ'লো কাঙ্গালিনী এখন।
হ'তে হলো এখন; সেই ধন হারাইয়ে,
আমার কতই আরাধনের ধন রামধন হারাইয়ে;
(আমি কত আরাধন, কত যাগ যজ্ঞ কঠিন ব্রত,
কোরে তোরে পেয়েছি বাপ, সেই ধন হারাইয়ে,
হতে হলো এখন; (আমার কতই আরা;)
ও যার রক্ষা লাগি আপন বক্ষ চিরে,
ও সেই রুধির দিয়ে কত দেব দেবী পূজেছি
(সেই ধন হারাইয়ে, হ'তে হলো এখন)
দণ্ডে দশবার না দেখিলে যায়,
জ্ঞান হয় যেন বুক ফেটে যায়,
চৌদ্দ বৎসর তায়, না দেখে তোমায়,
কেমনে বাঁচিবে এ দুঃখিনী মায়!
তোমার শোকে যদি মরণ না হয়,
কেন্দে কেন্দে অন্ধ হব যে নিশ্চয়,
এক বার এস বাছাধন ও বিধুবদন,
জন্মের মত হেরি থাকিতে নয়ন ॥

বিভাষ—একতালা।

প্রাণের ভরত রে তুমি আমার মাকে দেখো।
মা যেন না মরেন প্রাণে সদা সাবধানে রেখো ॥
মা যখন বোসে বিরলে, কাঁদ্‌বেন রে ভাই!
রাম রাম বোলে, তখন তুমি যেয়ে মায়ের কোলে,
চাঁদমুখে মা বোলে ডেকো ॥
আমি মায়ের এমনি কুসন্তান,
দূরে থাক্‌ মায়ের সুখসম্প্রদান।
জনম অবধি কেবল নিরবধি,
হইলেম তার দুঃখের নিদান ॥
যদি তাঁর গর্ভে আমি অভাজন,
নাহি করিতাম ভাই! জনম ধারণ।
তা হ'লে কখন, থাকিতে জীবন,
ও তাঁর পুত্রশোকানলে দহিত না প্রাণ।
চৌদ্দ বৎসরের পরে, যদি ফিরে আসি ঘরে,

তবে তখন মায়ের সেবা কোরে,
করিব জীবন সার্থক ॥

টোরী ভৈরবী—চৌতাল।
কি ভাবে কিসের অভাবে
গৌর আমার কোথায় গেল।
নবদ্বীপচন্দ্র বিনে, নবদ্বীপ আন্ধার হ'লো ॥
আমি অতি দুঃখিনী রে!
আমায় ভাসাইয়ে দুঃখনীরে,
সে হেন গুণখনিরে কেন বিধি হরে নিলে ॥
গৌরাঙ্গ-চাঁদের উদ্দেশে,
যা'ব আমি কোন্ দেশে
কৌশল্যার দশা কি শেষে
আমার কপালে ঘটিল ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবি—খ্যাত বাঙ্গালী কবি। ইহার ন্যায় স্বভাব-কবি, অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কবিতায় শ্লেষ ও ব্যঙ্গ-প্রকাশে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া গ্রাম ১২১৮ সালের ২৫এ ফাল্গুন ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। ইনি আশৈশব কলিকাতা যোড়াসাঁকোর মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। বাল্যকালে ঈশ্বরচন্দ্রের লেখাপড়ায় তাদৃশ যত্ন ছিল না। তবে সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম-কালে তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি সখের ও পেসাদারী কবির দলে ও হাফ-আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিয়া দিতে আরম্ভ করেন। ভবানীপুরের সখের দলে এবং রসময় বসু, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়চাঁদ দাস প্রভৃতি তাৎকালিক প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদিগের কবির দলে তিনি গান রচনা করিয়া দিতেন। ১২৩৯ সালের ১৬ই মাঘ তাঁহার "সংবাদ-প্রভাকর" পত্রের প্রথম প্রকাশ আরম্ভ হয়। উক্ত সংবাদপত্র ব্যতীত, "সংবাদ-রত্নমালা" "পাষণ্ড-পীড়ন", "সাধুরঞ্জন" নামক অপর তিনখানি সংবাদপত্রও কিছু দিন তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন। "পাষণ্ডপীড়ন" আর "রসরাজে" এক সময় কবিতা-যুদ্ধে কলিকাতাকে মাতাইয়া তুলিয়া ছিল। তবে "প্রভাকর" সম্পাদন করিয়াই তিনি যশস্বী হন। সে সময় বঙ্গদেশের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি "প্রভাকরের" গ্রাহক ছিলেন। "প্রভাকরে" অনেক প্রাচীন কবিগণের লুপ্তপ্রায় কবিতা, গীত ও পদাবলী বহু কষ্টে সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত পদ্যে ও গদ্যে রাজনীতি এবং সমাজনীতিও এই 'প্রভাকরে' আলোচিত হইত। "প্রবোধ প্রভাকর" ও 'হিত-প্রভাকর" নামক দুইখানি কবিতা-পুস্তকে শ্লেষ ও ব্যঙ্গময়ী কবিতা রচনায় তাঁহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা প্রদর্শিত হয়। "বোধেন্দু বিকাশ", "কলি নাটক," "শকুন্তলা" প্রভৃতি কয়েকখানি নাটকও তিনি রচনা করেন।

এক সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের মিথ্যা-মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হয়। তিনি সেই অমূলক সংবাদ উপলক্ষ করিয়া 'প্রভাকরে' একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন;—

"কে বলে ঈশ্বরগুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর। যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর॥"

কবি ও হাফ আখড়াইয়ের দলের গান ব্যতীত তিনি অন্যান্য অনেক গানও রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কয়েকটি আগমনী ও প্রণয়-সঙ্গীত মাত্র আমরা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাঁহার রচিত গানগুলি অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ। ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ রাত্রি প্রায় একটার সময় ৪৮ বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র মানবলীলা সংবরণ করেন। এক সময়ে, ঈশ্বরচন্দ্রের, যশঃ ও প্রতিপত্তি এতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, সাধারণে তাঁহাকে 'কবীশ্বর ঈশ্বরচন্দ্র" বলিয়া সম্মান করিত।

আগমনী।

সুরটমল্লার। আড়াঠেকা।

কৈলাস সংবাদ শুনে, মরি হে পরাণে।
কি কর হে গিরিবর, যাও যাও এস জেনে।
সুখে রাখিতে সংসার, উমা প্রতি দিয়ে ভার,
সার করি' যোগাচার,
শিব নাকি আছেন শ্মশানে।
যোগাচারী হে'রে হরে, সকলেতে যোগ ক'রে,
শিবের বৈভব হ'রে ল'য়ে গেছে স্থানে স্থানে;
(ঐ দেখ) শশী গগনমণ্ডলে, সুরধুনী ধরাতলে,
ফণীগণ গেছে পাতালে, অনল নিবিড় বনে।
শিবের স্বভাব দেখিয়ে, ভেবে ভেবে কালী হ'য়ে,
উমা আমার রাজার মেয়ে, পাগলিনী অভিমানে,
সেজে বিপরীত সাজ, বিরাজে ত্যজিয়ে লাজ,
কি শুনি দারুণ কাজ, মাতিয়াছে সুধাপানে॥

বেহাগ—একতালা।

কে রে বামা, বারিদ-বরণী, তরুণী, ভালে,
ধ'রেছে তরণি, কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী,
করিছে দনুজ জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুরূপ নাহি স্বরূপ,
মদন নিধন করণ কারণ, চরণ শরণ লয়॥
বামা হাসিছে ভাসিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার রবে বিপক্ষ নাশিছে,
গ্রাসিছে বারণ হয়॥
বামা টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে, সঘনে
বলিছে, গগনে চলিছে, কোপেতে জ্বলিছে,
দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময়॥
কে রে ললিত রসনা, বিকট দশনা, করিয়ে
ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা, হ'য়ে শবাসনা,
আসবে মগনা রয়॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

বল গিরি এ দেহে, কি প্রাণ রহে আর।
মঙ্গলার না পেয়ে, মঙ্গল সমাচার॥
দিবানিশি শোকে সারা, না হেরিয়া প্রাণতারা,
বৃথা এই আঁখিতারা, সব অন্ধকার।
খেদে ভেদ হয় মর্ম্ম, মিছে করি গৃহে কর্ম্ম,
মিছে এ সংসার ধর্ম্ম, সকলি অসার॥
তুমি ত অচল পতি, বল কি হইবে গতি,
ভিক্ষা করে ভগবতী, কুমারী আমার।
বাঁচি বল কার বলে, দুখানলে মন জ্বলে,
ডুবিল জলধি-জলে, প্রাণের কুমার॥
ত্রিজগতে নাহি অন্যে, একমাত্র সেই কন্যে,
না ভাব তাহার জন্যে তুমি একবার॥

খাম্বাজ—আড়া।

ওহে গিরি, কেমন্ কেমন্ কেমন্ করে প্রাণ।
এমন মেয়ে, কারে দিয়ে হয়েছ পাষাণ॥
ননীর পুতলি তারা, রবিকরে হয় সারা।
নিয়ত নয়নে ধারা, মলিন বয়ান।
ঘরেতে সতিনী-জ্বালা, সদা করে ঝালাপালা,
হ'য়ে উমা রাজবালা, কিসে পাবে ত্রাণ॥
শিরে সুরতরঙ্গিণী, হ'য়ে শিব সোহাগিনী,
করি কল কল ধ্বনি, করে অপমান।
সারাদিন ঘরে ঘরে, ভোলানাথ ভিক্ষা করে,
যথা কালে খায় হ'লে, দিবা অবসান॥
তাহে কি উদর ভরে, পেটের জ্বালায় মরে,
সন্ধ্যাকালে ব'সে করে সিদ্ধিরস পান।
ভাল মন্দ নাহি চায়, সুখ দুখ ঠেলে পায়,
ধুতুরার ফল খায়, অমৃত সমান॥
শ্রীফল পাইলে হায়, আর তারে কেবা পায়,
মহানন্দে নাচে গায়, বাজায়ে বিষাণ।
ভৈরব ভৈরবী পেয়ে, ফেরে সদা হেসে গেয়ে,
আছে কি না ছেলে মেয়ে, রাখে না সন্ধান॥
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, নাহি করে কোন কর্ম্ম,
নিজ ভাবে নিজ-মর্ম্ম, নিজে করে গান॥
লোকে বলে মহাযোগী, অথচ বিষয়ভোগী,
সমভাবে যোগভোগ, করে সমাধান॥
বসন ভূষণ ধন, করিয়াছি আয়োজন,
কর কর নৃপধন, কৈলাসে প্রয়াণ।
দুর্গানামে যাবে ভয়, তাহে কি বিপদ হয়,
আন আন হিমালয়, ঈশানী ঈশান॥

ভৈরবী—আড়া।

জনক ভবনে যাবে, ভাবনা কি তার।
আমি তব সঙ্গে যাব, কেন ভাব আর॥
আহা, আহা, মরি মরি, বদন বিরস করি,
প্রাণাধিকে প্রাণেশ্বরি, কেঁদোনাকো আর।
হৃদয়েশি অহরহ, আমার হৃদয়ে রহ,
নিদয়-হৃদয় কহ, কিদোষ আমার।
যখন যে অনুমতি, কর তুমি ভগবতি,
কখন কি করি আমি অন্যথা তাহার॥
সকলি তোমারি ছায়া, তুমি নিজে মহামায়া,
তোমার বিচিত্র মায়া, বুঝে উঠা ভার।
মায়া, মায়া প্রকাশিতে, জন্ম নিলে অবনীতে,
কে তোমার মাতা-পিতে, কন্যা তুমি কার॥
ইচ্ছাময়ী নাম ধর, যাহা ইচ্ছা তাই কর,
তোমার মহিমা জানে, হেন সাধ্য কার।
প্রাণ-প্রিয়ে যাবে যথা, সঙ্গে সঙ্গে যাব তথা,
ক্ষণমাত্র সঙ্গ ছাড়া, হব না তোমার॥

কবির গান।

ত্বরায় উঠ রে ও ভাই প্রাণের বংশীধর।
গোষ্ঠেতে যাবি যদি বংশী ধর॥
একবার চেয়ে দেখ্ নাই রজনী,
মুদিল কুমুদিনী, নীলমণি,
প্রভাতে কুহুস্বরে, গান করে পিকবরে,
গগনে প্রভা করে প্রভাকর॥
নিশি সুপ্রভাতে রাখালগণ, ঐ নন্দালয়;
হ'য়ে উপস্থিত, শ্রীদাম সুললিত,
বচনে ডেকে কৃষ্ণ কয়।
গোপাল, উঠ রে,—জাগিল গোকুল,
ল'য়ে যাই গো-কুল, আর কেন ভাই নিদ্রাকুল।
পূর্ব্বদিক্ ঐ প্রকাশিত, পশু পক্ষী উল্লাসিত,
পতঙ্গকুল হরষিত, বিকশিত ফুল।
তরু পল্লবে নিরখি, করে ডাকাডাকি, সব পাখী,
হ'ল অবনী আলোময় কি মনোহর॥
নলিনীর দলে দলে মধুকর।
গোপাল ভাই রে, গোষ্ঠে যাবি আয়,
সময় ব'য়ে যায়, নিশির শিশির ঐ শুকায়;—
আমরা যত ব্রজগোপাল,
গো-পাল ল'য়ে এলেম গোপাল,
প্রাণের গোপাল বিনে
গো-পাল, গোষ্ঠে নাহি যায়।
আমরা সব গোপাল চেয়ে রই, গোপাল
গোপাল রে গোপাল কৈ! কৈ রে কৈ?—
চেয়ে দেখ ভাই অস্ত যায় ঐ শশধর॥
গোষ্ঠে কখন্ যাবি, কখন যাবি, বেণু বাজাবি?
কখন্ গাভী ল'য়ে রে ভাই, বেণুস্বরে গান গা'বি!
ভাই রে, ক'রে শয়ন,
মুদে নয়ন, কতক্ষণ আর ঘুমাবি।
ক্রমে বেলা হ'ল উঠরে কানু ভাই।
সুবর্ণ বরণ, দিনকর কিরণ,
তরুপল্লবে দেখতে পাই।
কানাই ভাই রে, ব্রজেতে, নিশি প্রভাতে,
প্রতি বনে বনেতে, তরুলতায় ঐ দেদীপ্যমান,
পতঙ্গকুল দোদুল্যমান,
পক্ষী সকল উড্ডীয়মান, ঐ গগনপথে।
হ'ল গোকুলে জনরব, কর্চ্ছে মা মা রব শিশু সব,
কর্ণে শুন্তে কি পাসনে এ সব গিরিধর॥

ভানু উদয়ে, নন্দালয়ে, শ্রীদাম যায়;
বলে উঠ রে গোপাল, ত্বরায় ল'য়ে গো-পাল,
ভাই গোপাল, গোষ্ঠে যাবি আয়।
তাই শুনে নিদ্রাভঙ্গে, কয় নীলমণি,
সাজিয়ে দে মা নন্দরাণি,
উদয় হয় ভানু;—করে দাও বেণু;—
নন্দরাণী মোহন সাজে,
সাজিয়ে দিলেন রাখালসাজে,
ব্রজের মদনমোহন সাজে, নব নীলতনু।
সাজা'য়ে শীঘ্রগতি, শিশুমতিকে;
কহিছে যশোমতী কাতরে।
ধরধর শ্রীদাম, আমি তোর করে,
সঁপে দিলাম মাখনচোরে॥
দেখিস্ দেখিস্ রে গিরিধরে, যেন না গিরি ধরে,
আর যেন অনল খায় না ব্রজপুরে;—
কহিতে জীবন জ্বলে, আর যেন যায় না জলে,
জল অনল অবোধ ছেলের বোধ নাই রে॥

ভাবিলে ভয়ে অঙ্গ সিহরে।
কার্ ছেলে অনল কোথায় আহার করে।
ক'ল ভুজঙ্গের ফণা ধরে।
ধরে গোবর্দ্ধন ;—অবোধ কৃষ্ণধন ;
বোধ বোধহীন আমার গোপাল,
ওরে, চ'রাতে কি জানে গো-পাল ?
করিস তোরা শ্রীদাম গোপাল, গোপালকে যতন।
গোপাল গেলে গোষ্ঠে, জীবন যায় কষ্টে,
তিলেক না হেরে প্রাণে মরি রে॥
কেমন গোপাল সাজে, গোপাল সাজে,
গো-পাল মাঝে, বিদায় দিই বা কি ক'রে ?
পাষাণে বাঁধিয়ে জীবন, বিদায় দি জীবনের জীবন,
দেখিস শ্রীদাম, রাখিস্ জীবন,জীবন তোর করে;
কাল রতনে গহন বনে, যাস্ নিয়ে তায় ;
দুর্জ্জয় ভানুর তাতে, ছত্র ধরিস্ তাতে,
তা'তে না তাতে যেন কায়।
বাপ শ্রীদাম ! অঞ্চলেতে ক্ষীর ননী,
বেঁধে দিলাম যাদুমণি !
ক্ষুধা হ'লে পর ;—দিওরে তৎপর ;—
প্রাণ গোপাল ভুল না রে !
ওরে গোপালের নাই তুলনা রে !
মনে কিছু তুল না রে ! ভেব না রে পর।
আমার সর্ব্বস্ব ধন, কাল রতন রে !
সাধনে এ ধন ধরি জঠরে॥

সখি ! এ দানী কে ও যমুনায়॥
প্রাণ সই রে, এমন দেখি নাই ;—
দানীর শ্রীমুখসরোজে, মুরলী গরজে,
গরজে ডাকে আবার শ্রীরাধায়॥
এদানি এ দানী সই, কে গো ঐ,
আহা মরে যাই ; অপরূপ রূপ অনূপ,
এ রূপ স্বরূপ দেখি নাই।
নটবর রূপ ধরায় ধরা ভার ;
দানী কিসের আশে, আমার কাছে আসে,
ক্ষণেক হাসে ভাষে নাশে অন্ধকার।
মরি কি রঙ্গ ! ত্রিভঙ্গ বয়স তরঙ্গ,
অনঙ্গ অঙ্গ হেরে মোহ যায়।
নারি বুঝিতে এ দানীর অভিপ্রায়।
দানীর দারুণ ভাব দেখে কাঁদে প্রাণ ;
আমায় ছলে ছলে, প্রেমকথা বলে বলে,
আবার বলে রাধে দেহ দান।
হ'ল অধৈর্য্য মন প্রাণ, কি ধন আর দিব দান,
দেহ দান দেহ দানীর রাঙ্গা পায়॥

ওহে কৃষ্ণ মধুকর হে, আর কেঁদ না ফুলে ফুলে !
তুমি যেমন বেড়াও ফুলে ফুলে,
তেমনি দায় হে ষটিল গোকুলে ;
কেঁদ না রাধা বলে ;—সে রস রঙ্গস্থলে,
যাও চ'লে, বঁধু, যেনে যথা ব'সেছিলে, নতন ফুলে
কুঞ্জে শ্রীরাধার ধ'রে পদে, পদে পদে রসময় ;
হয়ে অপমান তায়, কেঁদে শ্যাম যায়,
রাজপথে প্রভাত সময়।
দে'খে তখন বৃন্দে কয় অমনি,
বলেছিলাম তখনি, রাই ধনী মানে উচাটন ,—
কৃষ্ণধন, শুন্‌লে না সে নিবারণ ;—
কুঞ্জে গেলে হাস্‌তে হাস্‌তে
প্রেমসাগরে ভাস্‌তে ভাস্‌তে
আবার বঁধু কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে, এলে কি কারণ।
বুঝি পায় পায় পায় হে বঁধু অনুপায়,
কি উপায় হে !—ফুলে বস্‌বে কি,
বিচ্ছেদের ঘা দে'ছ মূলে !
ভেস না হে বধু অকূলে।
ওহে কৃষ্ণ ! এ কি প্রেমের সন্নিপাত !
কোথায় গিয়ে পাত্‌লে পাত্‌লে পাত ?
মান নিপাত, চক্ষে অশ্রুপাত,
কি উৎপাত শিরে যেন উল্কাপাত ;—
রাধাপদ্ম ত্যজে হেলায়,
হেলায় গিয়ে বস্‌লে হেলায়,
এখন কেন প্রভাত বেলায়, কাঁদ্‌তে এলে নাথ।
মরি হায় ! হায় ! হায় ! হায় হে !
এ কি হ'ল দায় ;—প্রেম দায় হে !
দেখে শ্যাম ! কান্না পায় সব নারীর কুলে॥
বঁধু, শুন্‌লে না দুঃখিনীর কথা কুঞ্জে যেতে যেতে,
বলেছিলাম ওহে বঁধু ! রাই পদ্মে বাড়ন্ত মধু,
ও হে মধুকর ! গিয়ে কি অপমান,
রৈল না মান, হাস্‌লে নারী জেতে।

তুমি নাকি রসিক নাগর, রসের সাগর,
ভাবের সাগর কৃষ্ণধন!
গুণের সাগর শ্যাম হে, প্রেমসাগর হে,
ভবসাগরে কর তারণ।
ওহে কৃষ্ণ, প'ড়ে, মানের সাগরে,
এই ব্রজনগরে, নাগর হে!
কেঁদে বেড়াও শ্যাম! গুণধাম,
ব'লে রাধা রাধা নাম;—
সজ্জা দেখি ছিন্ন-ভিন্ন, অঙ্গে রাধার পদচিহ্ন,
কৃষ্ণ, হ'লে কৃষ্ণবর্ণ, কষ্ট অবিশ্রাম।
বঁধু, যাও যাও, যাও যাও হে বঁধু, এ সময়;
রসময় হে, দেখ অসময়
সুধা দিলে কেউ না ভুলে॥

কৃষ্ণ, দেখে তোমার এ দুর্দ্দশা,
ভগ্ন দশা, প্রাণ দয়;
এখন সে ভাব নাই হে, সে রস নাই হে,
রাস বিরস হে রসময়।
ওহে কৃষ্ণ, ছিল প্রেম সুধাময়,
আপনি কল্লে বিষময়, অসময় যাও হে বংশীধর,
বল্‌ব কি তা গুণাকর!—
আমার কাছে দিলে ধন্না, অরণ্যেতে যেমন
জোর দিতে কি পারে পান্না ভগ্ন হলে পর,
এ যে নয় ত নয় হে,কারো সাধ্য নয়, দয়াময় হে
কান্না, তুমি অসাধ্য প্রেম ভেঙ্গেছ কেন ভ্রমে।
কাঁদলে এখন কি হবে নাথ, ঘট্‌ল দশা
কপাল ক্রমে॥
আগে ছিল তোমার রাধার সাধা,
সে রাধা হে শ্রীঅঙ্গের আধা;
সে রসের নাগরালি, গিয়েছে বনমালি!
তাই বলি তোমার কাল হ'ল চন্দ্রাবলী;
সাধের প্রেমে একি দায় হে, বৃন্দাবন ধামে॥
শ্যাম হে, ব্রজে কি দায়ে রাইপ্রেম দায়।
অমনি কৃষ্ণপ্রেম দায়, এ কি দায় হে গোকুলে,
অকূলে ভাসিলে আর ভাসালে,—
সৃষ্টিছাড়া এ কি সৃষ্টি, প্রেমে হ'ল অনাবৃষ্টি,
ঘট্‌ল চন্দ্রাবলীর দৃষ্টি, তোমার কপালে।
বিচ্ছেদ হয় ওহে বঁধু, এমন নয় সৃষ্টিময় হে।—
বেঁচে থাকি ত দেখ্‌ব আরো কত ক্রমে ক্রমে॥
হয় হে ভাব্‌লে ভাবনা বৃদ্ধি, ভাব্‌ছ কেন হরি,
দশা মন্দ হ'লে পরে, লোকে তীর্থ যাত্রা করে,
তাই বলি হে শ্যাম,
মেখে ভস্মরাশি, যাও হে কাশী, কুঞ্জ পরিহরি।
ওহে, প্রিয়ে যা'য় বিবাস করে,
তার কি ঘরে প্রয়োজন।
হ'ল কি গ্রহেতে নিগ্রহ হে,
অকালেতে লাগিল গ্রহণ।
শ্যাম হে, এখন যোগী হয়ে তীর্থে যাও,
প্রেমে জলাঞ্জলি দাও,
ক্ষমা দাও হে কালশশি,
শ্যামশশি, সাজো নবীন সন্ন্যাসী;—
রমণীর মান কেন বাড়াও,
আপনি সাধো পরকে সাধাও;
কেন হে আর কেঁদে কাঁদাও, চ'লে যাও কাশী।
এখন জয় জয় জয় দাও হে বঁধু,
চন্দ্রার জয়; রসময় হে!—
মিছে কাজ কি আর বিচ্ছেদজ্বালার পরিশ্রমে॥

কাল ভাল বেসে হ'ল এই যাতনা।
আগে মানি নাই কালা, কালে জানি নাই কালা,
কালে জানিলে কালার প্রেমে মজতাম না॥
বঞ্চিতা ক'রে আমায়, কালাচাঁদ,
জুড়ালে চন্দ্রাবলীর মন; প্রভাতে,
আমায় ছলিতে, এলেন কুঞ্জে মদনমোহন।
দেখে রঙ্গ ত্রিভঙ্গেরি, অঙ্গ দহিছে দুখে;—
করেছি এই পণ,
আর কাল বরণ, নাহি হেরিব চোখে।
মাথায় কাল কেশ ধরব না,
কুঞ্জে কাল সখী রাখব না,
কাল কোকিলের ধ্বনি আর শুনব না।
শঠ লম্পট কুটিল অতি কালাচাঁদ,আগে জানি না
কাল অঙ্গ কাল প্রায়, জ্ঞান হয়েছে মনে;—
প্রাণান্তে সে কালায়, দেখিতে আর আমায়,
সখি, বলিস্‌ নে ব্যানে।
কাল চক্ষের তারা আর,রাখ্‌তে সাধ নাই আমার,
কাল তমালের তরু কুঞ্জে রাখব না॥

শ্রীকৃষ্ণের আশায়, হ'য়ে নিরাশয়,
এই দশা ঘটেছে আমার ;
পূর্ব্বভাবে তাই ভাবান্তর,
মনেতে যন্ত্রণা অপার।
ব্রজে আন্‌ব ব'লে ব্রজের জীবন ধন ;—
গেলাম করিয়ে বড় সাধ, কৃষ্ণ সাধিল বাদ,
বিষাদে মগ্ন তাই এখন।
মাধব এলনা ব্রজেতে, ম'জে কুবুজার প্রেমেতে,
এখন বল গো সই, কিসে বাঁচাই শ্রীরাধায়।
জান্‌লেম নিশ্চিত গো প্রাণ সই,
ব্রজে আস্‌বে না শ্যামরায়॥
প্রাণ সই, শুন কই ; কৃষ্ণ ভুলেছেন
রাধার ভাব, তাঁর এখন নব ভাব,
আর কি শ্যাম জুড়াবেন রাধিকায়॥
এই দশা ঘ'টে থাকে সখি গো,
সুখের দশা যখন যায়।
মিছে ভাব্‌লে সখি, কি হবে এখন ?—
রাধার কপালে সে সুখ আর, এখন গো
হওয়া ভার, গোপিকার জুড়াবে না মন।
সুখ হবে না ব্রজে আর, মনে বুঝেছি সার,
এখন অকূলে দুকূল বুঝি ভেসে যায়॥

এই দশা ঘটিল ক্রোধে শ্রীরাধার।
হায়! শ্রীদামের অভিশাপে মনস্তাপ ;
গোলোকধাম হল শূন্যাকার।
কেন বিরজা সই, ভাব আর শ্রীমতী,
আদ্যা প্রকৃতি, প্রধানা সবাকার।
করি হরি সে বিষাদ, হরিষে বিষাদ,
হইল সাধে গো তোমার।
কেন সখি ভাব অকারণ, হ'য়ে আমার প্রেমময়ী,
হ'লে তুমি জলময়ী, ও জলে ডুবিয়া সই
জুড়াব জীবন।
গোকুলে হব কৃষ্ণ অবতার, রাধা ইচ্ছাময়ী,
সকল ইচ্ছা তাঁর॥

বিবিধ।

ললিত—আড়া।

কি হবে কি হবে, ভবে, কি হবে আমার হে।
কতদিনে পাব আমি প্রবোধকুমার হে।
ভূতময় যত হয়, কিছু তার সার নয়,
সদানন্দ শিবময়, তুমি মাত্র সার হে।
কেহ নাই তব সম, প্রাণাধিক প্রিয়তম,
মানস-মন্দিরে মম, করহ বিহার হে॥
সবে ভাবে অপরূপ, বিরূপ কিরূপ রূপ,
স্বরূপে স্বরূপ রূপ, ধর একবার হে।
মনোময় রূপ দেখে, অন্তরে বাহিরে রেখে,
নিরন্তর ঢেকে রেখে, নয়নের দ্বার হে॥
সকলে তোমায় কয়, নিরাকার নিরাময়,
আমি দেখি মনোময়, তোমার আকার হে।
কত রূপ কত রূপ, দেখিতেছি যত রূপ,
তাহাতেই তব রূপ, রোয়েছে প্রচার হে।
দেখে এই তব রূপ, না দেখে যে তব রূপ,
হায় একি অপরূপ, বৃথা জন্ম তার হে।
অচল সচল-চয়, রূপশোভা যত হয়,
সকলেরই দয়াময়, তুমি মূলাধার হে॥

ললিত—আড়া।

যতনে মন প্রাণ তোমায় দান
করেছি লো প্রাণ, নিয়ত তব আশ্রিত,
তবু বল হে পরের প্রাণ।
ভুলে ধর্ম্ম পানেও চেয়ে দেখ না।
নিশি দিন তুমি মন তোষ না, তবু মন,
এ দুঃখে প্রাণে বাঁচি না।
উচিত নয় বিধুমুখি, অনুগতে করা দুঃখী,
হান কি দোষে নির্দ্দোষীরে বাক্য-বাণ।
বুঝ্‌লেম প্রেয়সী, আমায় ক'রে দোষী,
অন্যজনে দিবে প্রাণ।
আমি নিতান্ত অনুগত, তোমারই প্রেমে রত,
কেন মিছে কথায় বাড়াও মন অভিমান॥

ঝিঁঝিট—যৎ।

বারণ কর গো সই, আর যেন শ্যামের
বাঁশী বাজেনা বাজেনা।

না বুঝিয়ে অনুরাগ, ননদিনী করে রাগ,
আর যেন প্রেমরাগ, শ্যাম ভাজেনা ভাজেনা।

—

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

কিবা জল কিবা স্থল আকাশ অনিলানল
স্বভাবে এ ভবে সদা শোভে সমুদয়।
প্রকৃতির কার্য্য সব, স্বভাবে উদ্ভব ভব,
ভেবে ভব ভাবী ভব পরাভব হয়॥
ভাবের ভাব বোঝা ভার, মাস পক্ষ তিথি বার,
যথাক্রমে বার বার হয় আর লয়।
কত ভূত হলো ভূত, কত ভূত আবির্ভূত,
ভেবে ভূত অভিভূত, হতেছি বিস্ময়॥
ভূতে ভূত অংশ ভূতে ভূত হয় ধ্বংস,
ভূতে ভূত অবতংশ, হেরি বিশ্বময়;
সে ভূতের পতি যেই, ভূতাতীত হয় সেই,
অতএব ভূতনাথে কর রে প্রত্যয়॥

—

বসন্তবাহার—আরখেমটা।

দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোহান ভার।
হ'ল পুন্নিমেতে অমাবস্যা, তের পহর অন্ধকার।
এসে বেন্দাবনে ব'লে গেল বামী বষ্টমী,
একাদশীর দিনে হবে জন্ম অষ্টমী;
কা'ল ভাদ্দর মাসের সাতুই
পোষে চড়ক পূজার দিন এবার।
ঐ ময়রা মাগী ম'রে গেল মেরে বুকে শূল,
আর বামুনগুলো ওসুধ নিয়ে মাথায় বচ্ছে চুল;
কাল বিষ্টিজলে ছিষ্টি ভেসে পুড়ে হল ছারখার।
ঐ সুজ্জি মামা পূর্ব্বদিকে অস্তে চলে যায়;
আর উত্তর দক্ষিণ কোন থেকে আজ
বাতাস লাগ্‌ছে গায়;—
সেই রাজার বাড়ীর টাটু ঘোড়া
সিং উঠেছে দুটো তার।
ঐ কলু রামী ধোপা শামী হাস্‌ছেছে কেমন,
এক বাপের পেটেতে এরা জন্মেছে ক'জন;
কাল কামরূপেতে কাক মরেছে,
কাশী ধামে হাহাকার॥

—

শ্রীধর কথক।

১২২৩ সালে হুগলী জেলার বাঁশ-বেড়িয়া গ্রামে একটী মহামনস্বী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাব্যে, দর্শনে, অলঙ্কারে, স্মৃতিতে, সঙ্গীতে—চরম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, এই মনস্বী পুরুষ আপনার কুল সমুজ্জল করিয়াছিলেন। এক দিন ইঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সন্দর্শন করিয়া বঙ্গের আবালবৃদ্ধ বনিতা,—সকলেই বিস্ময়াভিভূত চিত্তে, দিগ্‌দিগন্তে ইঁহার যশো ঘোষনা করিয়াছিলেন। এই মনস্বী পুরুষ কে? ইনি সেই কথকশিরোমণী—শ্রীধর।

বাল্যে প্রতিভা,—যৌবনে প্রতিভা,—প্রৌঢ়ে প্রতিভা—এ প্রতিভা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কত পুণ্যের ফল বল দেখি? শ্রীধরের যৌবন-প্রতিভার প্রতিষ্ঠা প্রচার হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার বাল্য-প্রতিভার পরিচয় অপূর্ব্ব। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে শ্রীধর পাঠশালায় প্রবিষ্ট হন। এক মাসের মধ্যেই বালক শ্রীধর ধারাপাত সাঙ্গ করেন; এবং চৌদ্দ বৎসর বয়সেই ব্যাকরণ, কাব্য এবং ভাগবতে শ্রীধর অলৌকিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। হুগলী জেলার গোস্বামী মালিপাড়া গ্রামের ৺ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, শ্রীধরের ভাগবত-শিক্ষা ও মন্ত্রদীক্ষার গুরু।

বাল্যে সঙ্গীতে ও কবিত্বে শ্রীধর প্রকৃতই অলৌকিক। সহাধ্যায়িগণের সঙ্গে পাঠ করিতে করিতে শ্রীধর সর্ব্বাগ্রে পাঠ সাঙ্গ করিয়া, কোন একটী সহাধ্যায়ীর নামে গান রচনা করিতেন এবং গাহিয়া সকলকে শুনাইতেন। তপ্তকাঞ্চননিভ সুন্দর সুপুরুষ শ্রীধরের সু-কণ্ঠে সেই গান শুনিয়া, সহাধ্যায়ীরা আত্মবিস্মৃত হইত।

যৌবনে কবিত্বশক্তির পূর্ণ বিকাশ। যৌবনে তিনি সঙ্গীতের সহিত পাঁচালী ও কবি গাহিতেন। ইহা শ্রীধরের গুরুজনের প্রীতিপ্রদ হয় নাই। জ্যেষ্ঠতাত ৺ জীবনকৃষ্ণ শিরোমণি এজন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা

করেন। মনের দুঃখে শ্রীধর একটী বন্ধুর সহিত মুরশিদাবাদে গিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ভাগবত বিশারদ স্বভাবকবি, সুকণ্ঠ গায়কের রসতরঙ্গ-ভঙ্গময় কাব্যোচ্ছ্বাসে, ব্যবসায়ের কূটপ্রবৃত্তি কোথায় ভাসিয়া গেল। শ্রীধর ব্যবসায় ছাড়িলেন। বহরমপুরে গিয়া তিনি কালীচরণ ভট্টাচার্য্যের নিকট কথকতা শিক্ষা করিলেন। তথায় আত্মসাধনায় কথকতার চরমোৎকর্ষ হইয়াছিল। কথকতা, নাট্য-ভাবরসাদির অভিব্যক্তি। কোন্ অবস্থায় মানুষের কি ভাব হইয়া থাকে, কথকতায় অঙ্গভঙ্গে বা বাক্যরঙ্গে তাহার বিকাশ করিতে হয়। কথকতাশিক্ষার কালে শ্রীধর কখন কোন বালকের হাতে সন্দেশ দিয়া তাহা কাড়িয়া লইতেন, আর দুইটী বিশাল চক্ষুর অন্তর্দৃষ্টিতে বালকেরও তখনকার সে ভাব তুলিয়া লইতেন; আবার কখন বা বৃদ্ধের দন্তহীন মুখের কথার ভাব গ্রহণের জন্য কোন বৃদ্ধের সঙ্গে কথা কহিয়া, নির্নিমেষে তাঁহার রসনার গতিপ্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যালোচনা করিতেন। সর্ব্ববিধ ভাবাভিব্যক্তির বিকাশ-শিক্ষায় তাঁহার এমনই সাধনা ছিল। তাই তিনি আদর্শ-কথক হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ কথক ৺ লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ তাঁহার পিতামহ। কথকতায় শ্রীধর পিতামহের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ৺ রতনকৃষ্ণ শিরোমণি তাঁহার পিতা। ইনি পণ্ডিত। পাণ্ডিত্যে শ্রীধর পিতার গৌরব-পতাকা আরও উচ্চে তুলিয়া ছিলেন; কিন্তু কবিত্বে তিনি কুলতিলক পাঠক! শ্রীধর যে সু-কথক ছিলেন; ইহা বোধ হয় জানেন; তিনি সুকণ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন, ইহাও বোধ হয় শুনিয়াছেন; কিন্তু তিনি কিরূপ কবি, তাঁহার কবিত্বই বা কিরূপ, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। তিনি বঙ্গের দ্বিতীয় নিধিমিঞা। তাঁহার রসময় ভাবময় টপ্পা, অনেকের মুখে শুনা যায়; কিন্তু অনেকেই জানেন না, এই সব টপ্পার রচয়িতা কে? যিনি গাহিতে জানেন, তাঁহার মুখে শ্রীধরের টপ্পা শুনি। আর যিনি না জানেন, তাহারও মুখে শুনি। যিনি গাহিতে জানেন, তিনি ভাবে সুরে বিভোর হইয়া গান; যিনি গাহিতে না জানেন, তিনি ভাবে বিভোর, আপন স্বভাব-সুখে গাহিয়া কেবল ভাবের উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হন। শ্রীধর কথকের যে টপ্পা আছে, কেহ তাহা জানিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু তিনি যে শ্যামাবিষয়ে ও কৃষ্ণবিষয়ে অপূর্ব্ব ভাবময় গানের রচনা করিয়াছিলেন, তাহা খুব কম লোকই জানেন।

অনেকগুলি শ্রীধরের গান, নিধুবাবুর নামে ইদানীং চলিয়াছে। ৺ রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) টপ্পা-সঙ্গীতের রাজা। কালবশে শ্রীধরের নাম বঙ্গের "শিক্ষিত-সাহিত্যসমাজে" একরকম লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল। নাম লুপ্তপ্রায় হউক,—কিন্তু তাঁহার ভাল গানগুলি লুপ্ত হয় নাই। তাহা যে লুপ্ত হইবার নহে। সঙ্গীত তা যে চির দিন অবিনশ্বর। অবিনশ্বর বলিয়াই শ্রীধরের গানগুলি বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠে সদা গীত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এ সকল গান কাহার বিরচিত তাহা লোকে বুঝিতে না পারিয়া, নিধুবাবুকেই এই গানের রচয়িতা বলিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। অনেকে ভাবিতেন, এমন সুন্দর, সুকবিত্বপূর্ণ, সুমধুর টপ্পা এক নিধুবাবু ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে পারে না। তাই অনেকেই স্থির করিয়াছিলেন,—

> "ভাল বাসিবে ব'লে ভাল বাসিনে!
> আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানিনে।
> বিধুমুখে মধুরহাসি,—দেখ্‌তে বড় ভাল বাসি,
> তাই তোমায় দেখিতে আসি,— দেখা দিতে আসিনে॥"

উপরিউক্ত এই গানটী নিধুবাবু কর্ত্তৃক বিরচিত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। আমরা বহুদিন পূর্ব্বে হুগলীজেলাস্থ প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, এ গান নিধুবাবুর নহে,—শ্রীধর কথকের, যখন শ্রীধরের সমগ্রসঙ্গীত উদ্ধার করিবার আমাদের আগ্রহ জন্মিল, তখন শ্রীধরের ভ্রাতুষ্পুত্র সুবিজ্ঞ কথক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আমরা শরণাপন্ন হইলাম। আমরা শুনিয়াছিলাম, স্বয়ং শ্রীধর তদীয় সমগ্র গান একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে খাতাখানি জীর্ণ এবং স্থানে স্থানে কীটদুষ্ট। সেই খাতাউক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিত অতুল্যের নিকট ছিল। শ্রীধরের স্বহস্তলিখিত সেই খাতা খানিতেই, ঐ

ভাল বাসিবে বলে, ভাল বাসিনে।

গানটী লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু খাতায় লিখিত গানের সহিত প্রচলিত গানের পার্থক্য আছে। শ্রীধরের খাতায় লিখিত গানটী এইরূপ;—

> "ভাল বাসিবে ব'লে, ভাল বাসিনে!
> আমার সে ভালবাসা, তোমা বই, জানিনে!

বিধুমুখের মধুর হাসি ,দেখিলে সুখেতে ভাসি,
ভাই,—আমি দেখিতে আসি,—দেখা দিতে আসিনে।"

শ্রীধরের নিম্নলিখিত কয়েকটী গানও এতদিন নিধুবাবুর বলিয়া চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু অদ্য আমাদের সে ভ্রম দূর হইল। দুই একটী গান এ স্থানে উদ্ধৃত হইল ;—

১ম গান।

"ঐ যায়! যায়! চায় ফিরে সজল নয়নে! ফিরাও গো! ফিরাও গো! ওরে অমিয়বচনে!
হেরি ও-র অভিমান,দূরে গেল মোর মান!— অস্থিস্থির হ'তেছে প্রাণ, প্রতি পদার্পণে!"

২য় গান।

"তবে কি সুখ হ'ত!
মন যারে ভালবাসে, সে যদি ভাল বসিত! কিংশুক শোভিতঘ্রাণে! কেতকী কণ্টক হীনে,
ফুল হইত চন্দনে! ইক্ষুতে ফল ফলিত! প্রেম সাগরেরি জল, হ'তো যদি সুশীতল!
বিচ্ছেদ-বাড়বানল, তাহে যদি না থাকিত॥"

নিম্নলিখিত এই গানটীও অন্য একজনের নামে এতদিন চলিয়া আসিতেছিল ; এখন শ্রীধরের বলিয়া চলিল ;—

"সখি আমায় ধর ধর! উরুনিতম্ব-হৃদি-পয়োধর-ভারে,
ভূমেতে ঢলিয়া পড়ি! ছিলাম অন্য মনে, রেণু-রব শুনে,
কেন বা ধাইয়ে আইলাম কাননে, উহু মরি মরি! বাজিছে চরণে,
নব নব কুশাঙ্কুর। ঘোরা তিমিরা রজনী, সজনি!
কোথায় না জানি শ্যাম-গুণমণি! পৃষ্ঠে দুলিছে লম্বিত বেণী,
কাল হইল মোর ;—
চাতকিনী যেমন ধায় বারি পানে, তেমতি আমি ফিরি বনে বনে,
নবজলধরে না হেরে নয়নে,—প্রাণ হতেছে অস্থির। ইত্যাদি।"

শ্রীধরের কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত, এবং কালী-বিষয়ক সঙ্গীত যেন সুধার প্রস্রবণ! তাঁহার টপ্পা ভাল, না দেব-দেবী-বিষয়ক সঙ্গীত ভাল, একথা লইয়া সুধীগণমধ্যে মধ্যে মধ্যে বাদানুবাদও হইয়া থাকে। আমরা বলি, তাঁহার সবই ভাল।

তাঁহার টপ্পা গানও বেদ-বেদান্ত-ভাব মাখা। যে প্রেমে বিরহ নাই, বিচ্ছেদ নাই, কলঙ্কভয় নাই, সেই প্রেমই জীবের আদর্শ প্রেম হওয়া উচিত। তাই শ্রীধর সিন্ধুভৈরবীতে আলাপ করিতেছেন,—

"পর-সনে প্রেম করা, ঘটে কেমনে? ছিল না,—রবে না,—প্রেম! পরে বিচ্ছেদ-কারণে!
পীরিতেরি রীতিক্রম, অভ্যাস কর প্রথম, অপনাতে হ'লে প্রেম,—কি বাদ করে দুজনে?
আপনি যে প্রেমময়, ইহা কি নিশ্চয় নয়? বারংবার শ্রুতি কয়,—জনশ্রুতিতেও জানে।
নিজ সহ প্রেম হ'লে কেউ তারে কিছু না বলে, ভাসে না কলঙ্কজলে, পোড়ে না মন-আগুনে।

শ্রীধরের গান সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রেম-বিষয়ক একশত একুশ, কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত পঁয়ত্রিশ, শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীত চারি গৌরী-বিষয়ক সঙ্গীত নয়টী, বিবিধ সঙ্গীত ৩৫টী। ইহা ব্যতীত তাঁহার পদাবলীও প্রকাশিত হইয়াছে। পদাবলীগুলি কথকতায় গীত হইয়া থাকে। শ্রীধর কথকের গানের গৌরব যদি বাঙ্গালী বুঝিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে পদাবলী প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীধরের ভ্রাতুষ্পুত্র কথকশিরোমণি শ্রীযুক্ত অতুলাচরণ ভট্টাচার্য্যের সাহায্য না পাইলে, আমাদের পক্ষে শ্রীধরের সমগ্র গান প্রকাশ করা একরূপ অসম্ভব হইত। শ্রীধরের অনেক গান তিনি সুমধুর স্বর-সংযোগে আমাদের সমক্ষে গাহিয়া, আমাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন। লুপ্ত-রত্নের উদ্ধার-সাধন হইল, আজ ইহাই আমাদের অতুল আনন্দ।

প্রণয়-সঙ্গীত।

খাম্বাজ—রূপক।

মিলনের সুখোদয় যখন হয়,
তখন কুল-মানের অনুরোধ না রয়!
পিয়ে প্রেম-রস, হইলে অবশ,
অপযশের ভয় নাহি রয়!
ব্রহ্ম-পদে প্রাণ নাহি ধায়;
হায়! হায়! হায়!
সদা প্রেমের পথে বিচরয়।

হাম্বীর—খয়রা।

বাঁধা যার কাছে মন, সেই মোর প্রিয় জন;
সে জনে দরশনে, সদা প্রয়োজন।
এসেছে যে দিন বলে অল্প দিন,
গেছে সেই দিন, হবে বহু দিন
আর কত দিন, হেরিব সে দিন, সে বিধুবদন;
যারি অদর্শনে বাঁচিনে বাঁচিনে,
জ্বলে মরি প্রাণে, ধৈর্য্য নাহি মানে,
আর কত মনে, প্রবোধ বচনে, বাঁচে এ জীবন॥

পরজ—ঠেকা।

অনঙ্গ মত্ত মাতঙ্গ, মন-বন-ভঙ্গ করে।
বিধির অসাধ্য সেই কার সাধ্য বাঁধে তারে॥
সতর্ক কর্ম্ম করণ, সমূলে করে দলন,
বিবেক বজ্র আঁটন, ভঙ্গ ক'রে ফেলে দূরে।
উপদেশ তরুগণ, শিক্ষা-শাখায় সুশোভন,
সমূলে করে ভঞ্জন,(মদেরই) আমোদে ফেরে
প্রবোধ-বৃক্ষ-মিলিতা, বিবেচনা ক্ষমা লতা,
ধৈর্য্যপুষ্প বিকসিতা, ক্রমে সকলি সংহরে।
মান মৃগ উচাটন, দূরে করে পলায়ন,
লজ্জা-ভয় পক্ষীগণ, উড়ে যায় দেশান্তরে॥

খাম্বাজ—ঠেকা।

মন কেমনে সুখে রবে, মানিলে পরেরি কথা।
পোড়া লোকে তাই করে, লাগে যাতে প্রাণে ব্যথা
মজেছি দিয়েছি প্রাণ, করেছি প্রেম-বিধান,
যায় জাতি কুল-মান, সে ভাবনা ভাবি বৃথা॥

খাম্বাজ—ঠেকা।

প্রাণ পণে যতন ক'রে, পেয়েছি পরেরি মন।
পোড়া লোকে কেন এত ঘুচাতে করে যতন॥
প্রেমে পরাধিনী হ'য়ে, দিবা-নিশি মরি ভয়ে,
পাছে কুমন্ত্রণা দিয়ে পরে করে জ্বালাতন!

খাম্বাজ—ঠেকা।

বারণ কে করে বলো, সরল হইতে!
বিধান কে দেয় বলো, চাতুরী করিতে॥
যে তোমার অনুগত, তাহারে ক'রো বঞ্চিত,
এ নহে তব উচিত, না পারি সহিতে॥

খাম্বাজ—ঠেকা।

যদি একবার মন বলে—সে জনে ভাবিব না!
সেই স্থলে প্রাণ বলে—'এ দেহে থাকিব না!'
কি করি প্রাণেরি দায়, মন, সেই পথে ধায়;
সেধে ডেকে এনে তাই, পুরাই বাসনা!
যে যা বলে, বলুক লোকে, কারু কথা শুনিব না॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

বড় চতুর (ও) হয় যদি কোন জন।
পিরীতি করিলে তার, দিবা-নিশি জ্বলে মন॥
পাইলে প্রেমেরি রস, সদা সে থাকে অবশ।
দূরে রেখে অপযশ, প্রেম করে আভরণ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

এ সময়ে যদি তারে পাই, (প্রাণ চায় যারেরে);
তবে এ যাতনা হ'তে জীবন জুড়াই।
প'রে যার প্রেমফাঁসি,
লোকের কাছে হই দুষী, হেরে তার মুখশশী,
মরি তাহে ক্ষতি নাই।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

সারা হলেম, সারা নিশি জাগিয়ে।
যামিনী পোহালাম, কত যাতনা ভুগিয়ে!
বহু দিনের অভিলাষে, সুখ পুরাইবার আশে,
বসেছিলাম আশা পথে গিয়ে;
কি দশা না হলো, সখি, ভালবাসা লাগিয়ে॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

কারে কব যে দুঃখ আমার,
হলো এবার প্রাণে বাঁচা ভার।
দিনে উপবাসী প্রায়, জাগিয়ে যামিনী যায়,
হলো একি দায়!
মনে কোন মতে স্থিরতা না মানে একবার।
যা'তে আমি হই সুখী, তা'হতে দ্বিগুণ দুখী॥
করি কি উপায়!
ভেবে উপায় না পাই কিছু, সকলি দেখি আঁধার।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেবলি কথায় এত দায়; যে সুখ, সে দরশনে।
যতনে অঙ্কুর হ'লো, গেল কথা বরিষণে॥
জানা-জানি পরস্পরে, যা না জানি পরস্পরে।
কত সুখ হ'তো পরে, পরশনে পর-সনে॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

অশেষ কণ্টক, প্রেম বনে।
বিশেষ বিচ্ছেদ শেষ, তনু শেষ সে দংশনে॥
ফুটিলে কলঙ্ক-ফুল, যারি গন্ধের নাহি তুল,
পরে হরে জাতি-কুল, প্রবেশিলে, সে কাননে।
সুখ-তরু সাধারণ, দুখ বৃক্ষ অগণন,
ভয়ানক পশুগণ, কে বাঁচে তারি গর্জ্জনে॥
যন্ত্রণা শার্দ্দূল ভয়, গঞ্জনা গণ্ডার-ময়,
ভৎর্সনা-ভল্লুকচয়, কার সাধ্য বনে গণে॥

ঝিঝিট—মধ্যমান।

কে বলে বিচ্ছেদ ভাল নয়। সে'ত ভাল নয়॥
আমি জানি সেই ভাল, তাতে অতি সুখোদয়।
আমি ত বিচ্ছেদে ব্রতী, হয়েছি সখি! সম্প্রতি,
তাতে কি হয়েছে ক্ষতি, বরঞ্চ সুখ সঞ্চয়।
দিনান্তে প্রাণান্ত হ'তো, তা'তে নাহি দেখা দিতো,
এখন সে যে অবিরত, অন্তরে আছে উদয়॥

বাহার বাগেশ্রী—ঠেকা।

বলো দেখি, বিধুমুখি, আমারে কি ছিল মনে?
সতত তোমার লাগি, সদা পুড়েছি পরাণে।
পরেরি পরাণ তুমি, তব অনুগত আমি,
দেশেতে আছে বদ্‌নামী, তব কারণে॥
প্রাণ তোমারি আশা ক'রে,
এ দেশেতে আশা ফিরে,
এসে পেয়েছি তোমারে, দেখেছি বেঁচেছি প্রাণে।

ঝিঝিট—মধ্যমান।

নিশি আর রবে কত কাল। হইল সকাল॥
স-কালে না এলো শশী, ক্রমশঃ হ'লো সকাল॥
প্রথম উদয় কালে, কোন গ্রহে বাধা দিলে॥
সর্ব্বগ্রাসী বুঝি হ'লে, স্থিতি হবে চিরকাল॥

বাহার—ঠেকা।

সাধেরি প্রণয়ে,—যদি করো রে মান।
তা-ও কি হ'বে না রে সমাধান॥
যদি ব'লো,—মান ছলে, অধিক প্রেম উথলে,
তিলে তিলে এমন হ'লে, কিসে বাঁচে প্রাণ!
তুমি ত হ'লে মানিনী, আমি বা কবে মানি-নি,
বুঝা গেল ব্যবহারে, আছে তোমার অন্যে টান॥

ঝিঝিট—মধ্যমান।

প্রেমের ঋণ, চিরদিন, শুধিতে নারিব প্রিয়ে॥
বাঁচিব হে যতদিন।
হ'ত যদি অন্য ঋণ, স্থানান্তরে পেতাম ত্রাণ,
ঋণসংখ্যে তত দিন, যাবত জীবন;
পরিশোধ সেই দিন,
যে দিন, দেহ হবে পরাধীন॥

পিলু—আড়াঠেকা।

কি করে কলঙ্কে? যদি সে তোমারে ভালবাসে।
আমি যার বাঁধা সদা, সে পড়িল সেই ফাঁদে॥
বিচ্ছেদে যাতনা যত, কলঙ্কে কি ঘটে তত,
অচেতন অবিরত, মিলনেরি অভিলাষে॥

ভৈরবী—ঠেকা।

এই মনে বাসনা,—
আমায় কেউ যেন ভাল বাসে না।
পরে ভাল বাসিলে পরে, পরাণে পাব বেদনা॥

পরে চাতুরী করিলে, আমিও ফিরিব ছলে,
ভাসিব না নয়ন-জলে, এড়াব প্রেম-যাতনা॥

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

অপমান, প্রাণ জ্বালাতন।
কে জানে যে হবে এত॥
সঙ্গোপনে মন দিয়ে, হ'লাম পরের অনুগত।
বিবাদী হলো সকলে, ডবিলাম কলঙ্ক-জলে।
ভেবে মরি! সদা সশঙ্কিত!
অন্তরে গুমুরে থেকে,এ জ্বালা আর প্রাণে,সব কত

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

যে যাতনা, যতনে, মনে মনে মন্ জানে॥
পাছে লোকে হাসে শুনে,লাজে প্রকাশ করিনে।
প্রথম মিলনাবধি,—যেন কত অপরাধী॥
নিরবধি সাধি প্রাণ-পণে।
তবু তো সে, নাহি তোষে,
আরো দোষে অকারণে।

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

বুঝি প্রেম দায়, ঘটিল রে আমার!
অন্তরেরি লাজ ভয়, অন্তরে হলো বিদায়॥
মনে মনে নাহি মানে, অনাদরে কুল-মানে,
পেয়ে আপন সমানে, মন যে রহিল তায়,
আর যা মনেতে ছিল, ত্যজিল সে সমুদায়॥

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

সাধের পীরিতে, কি হইল দায়।
যাই আমি বলি যদি, কাঁদিয়ে কাঁদায়॥
যারে দেখিবার আশে, থাকি নানা স্থানে ব'সে,
যে জনে কেমনে হেসে, দিব রে বিদায়।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

মন্ যার পীরিতে মজেছে,
সে কি স্বভাবে-তে আছে॥
জাতি-কুল-কলঙ্ক-ভয়, সকলি তুচ্ছ তার কাছে!
যে ভাল বেসেছে যারে, মনে মনে ভাব তারে,
না হেরিলে প্রাণে মরে,
দেখিলে তায় প্রাণে বাঁচে॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মান্ করেছিলাম তার পরে।
কেবল মানেরি তরে॥
আদরে সাধিবে ভেবে, ছল করে ছিলাম দূরে।
পীরিতেরি যত রীত' সকলি সে বিদিত,
প্রকাশিত জানি ব্যবহারে তারে!
তবু আমার কপাল দোষে,
গোপনে তোষে না এসে,
এখন আমি সাধি কিসে,
তাই ভেবে মরি গুমুরে॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

এই মানে, সে মানে কি না মানে।
সেই জানে মনে মনে, তাই ভাবি মনে মনে॥
আমি ত আকুল প্রাণে, মনে বুঝাতে পারিনে।
এত যে থাকে না কাছে, তবু মন তারি পাছে॥
বাঁধা আছে প্রকাশ করিলে মানে,
মনে হ'লে তারি গুণে, পুড়ে মরি মনাগুনে,
সে ভাবে না কোন দিনে,
(তাই) আমি ভেবে সারা প্রাণে,
আমি ত ভেবে বাঁচিনে॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

লোক ভয় সয়ে রয়ে, হয় যে যাতনা রে।
মনে মনে থাকে সকল, মনেরি বেদনা রে॥
প্রাণ ধনে রেখে দূরে, অপরে আপন ক'রে,
মিছে আশায় প্রাণ ধরে, কতই যাতনা রে॥

সিন্ধু—আড়খেমটা।

সে অভাগী, দুখের ভাগী, যার লাগি এ যাতনা,
শয়নে স্বপনে মনে, আমা বই সে আর জানে না,
তিলেক দর্শনাভাবে, মনে মনে কতই ভাবে॥
মজিয়ে আমার ভাবে, অন্য ভাবে,
সে আর ভাবে না॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

কত ভালবাসি তারে, বলে কি জানানো যায়।
কুল মান মন-প্রাণ,—সকলি সঁপেছি যায়॥

নিতান্ত হয়েছি যার, সে বিনে কে আছে আর,
তিলমাত্র যে আমার, মন ছেড়ে নাহি যায়॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

প্রেম, ভাল-বাসি বলে,তাইতে লোকে কত বলে।
এখন এমন হলো, আর কি আছে কপালে ॥
নবীন প্রেমেতে ব্রতী, হয়েছি, সখি সম্প্রতি;
প্রেম করার এই রীতি,
গঞ্জনা প্রথম কালে॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

মরমে মরম যাতনা, ভালবাসার অযতনে।
একা যে এ কাজে মজে,
বাজের অধিক বাজে প্রাণে॥
যে জন পীরিতে নাচায়, সে যদি ফিরিয়ে না চায়,
মন প্রাণ সদা যারে চায়, সে যদি না বাঁচায় প্রাণে

সিন্ধু-খাম্বাজ—মধ্যমান।

পোড়া লোকে তারে বলে পর।
(কেন, না বুঝিয়ে গো!)
দিবা নিশি রয়েছে যে, প্রাণেরি ভিতর॥
যার আশয়ে প্রাণ রাখি, দেখিলে দ্বিগুণ সুখী,
মানসে মিশায়ে রাখি, প্রেমমাখা পরস্পর॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

সে জনে, মন্ কেন ভাল বাসে।
(প্রেম-রস যে না জানে!)
এ কি দায়, (অকারণে,
প্রাণ যায়) হায়! হায়॥
কেবলি নয়নের দোষে।
এত যে করি যতন, যাতনাতে জ্বালাতন,
তবু ত বুঝে না মন, হেলন করিয়ে হাসে॥
আমার মন-বেদনা, সে জন জেনেও জানে না,
কিসে ঘুচে এ যন্ত্রণা, তাই ভেবে মরি হুতাশে॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সাধে কি ভালবাসি তারে। ওগো! আমি।
মন প্রাণ নয়ন জলে, তিলেক না হেরে যারে!
ছলে ক'রে অভিমান, করি কত অভিমান,
তথাচ আকুল প্রাণ, কাঁদিয়ে চরণে ধরে॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

সে বিনে যে নাহি বুঝে মনে। (প্রাণ-সখি রে!)
প্রাণে সদা গাঁথা আছে, ভুলিব তারে কেমনে॥
কুল মান গেল গেল, লোক-নিন্দা হ'ল হ'ল,
সেই কথা বল-বল! প্রেম থাকে যেমনে॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

বাধা নাহি মানে,—মনে আর। (প্রাণ-সখি রে!)
বাঁধা বাঁধি হ'য়ে আছি, আমি তার, সে আমার॥
যত বলে বলুক লোকে, হাত দিব কার মুখে,
আমি ত থাকিব সুখে, মিলনেতে অনিবার॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সে কি দিবে রে—নিদারুণ,—আপনারই মন।
যারি লাগি ভেবে ম'লাম,—হ'লাম জ্বালাতন॥
লোকেরি লাঞ্ছনা স'য়ে,—না ডাকিতে দেখা দিয়ে,
আমার সমান হ'য়ে—করিবে যতন॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

পরের বেদনা পারে দূষিতে,—
প্রেম-রসে রুষিতে,—
এমন অনেক দেখিতে পাই।
(কিন্তু) যা হ'তে হয়েছি দূষী,
তুষিতে,—সে বিনা নাই॥
পরেরি কথা শুনে, পুড়ে মরি মনাগুনে,
যার জ্বালা যায় যার গুণে,—
প্রাণ-পণে তায় ভাবি তাই॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

সখি রে! ত'ার কারণে।—
কি কারণে হ'ল সেরূপ!—ভাবি আকুল প্রাণে।
ঘরে পরে যে লাঞ্ছনা, মলেও ত পরে ভুলিব না,
পরের হাতে আর যাব না,
পুড়িব না, মনাগুনে॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

প্রেমে মন দিলে,—যা'বে জ্ব'লে,—প্রাণ-ধন।
মন সতত হ'বে উচাটন ॥
ঘরেতে পরেরি মত, কথা ক'বে কত শত,—
সহিতে নারিবে— মরিবে গুমুরে,
প্রেম ক'রো না,—মন দিও না,—
বাজে,—ধাকিটি-তাক্,—ধুম কিটিতাক্,—
খুন্না-ধা-ধা-খুন্না,—খুন্না-ধা-ধা-খুন্না,—
ধেকুড়াং ধুম কিটিতাক্ কিটিধা,—করি বারণ!
যেমন আঁধারেতে সাপ-খেলান,—
প্রেম করাটি, তেমনি জেন, সাবধান।
জ্ঞান হয় না, রয় না,
সকল দিক্ বাধা, চতুরেরি খেলা,
দূর হ'য়ে যায় পীরিতেরি বড় রাস্তা বাঁকা,
দেশে দেশে ঢল ঢলি, লাভ মাত্র গালাগালি,
বলা-বলি করে লোকে, রাখে না ক অনুরোধ,
প্রেমে ঘটে দায়, খেদে প্রাণ যায়,
ঠক্ ঠকিতে ঠেকে ঠুকে,
ঠিক-হারা জরা মরা, হতে হ'বে জ্বালাতন ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ভাল বাসিবে ব'লে, ভাল বাসিনে।
আমার যে ভাল-বাসা, তোমা বই জানিনে ॥
বিধু-মুখে মধুর হাসি, দেখিলে সুখেতে ভাসি,
তাই আমি দেখিতে আসি,
দেখা দিতে আসি-নে ॥

সিন্ধু-পিলু—আড়াঠেকা।

কেন যারে-তারে মন দিতে,
বলে গো নয়ন আমার।
নিবারণ করি যদি, অগ্নি ভাসে,
জলে গো, নয়ন আমার,
মন্ নয় মনেরি মত, নয়নেরি অনুগত,
বুঝায়ে রাখিব কত, নানা পথে চলে গো ॥

মূলতান—আড়াঠেকা।

আর কেন বারে বারে, আমারে মজিলে বল।
এ পীরিতের সুখ-লাভ, যে হয়েছে, সই ভাল ॥
কি আর রেখেছ বাকী, প্রেম ক'রে হবে বা কি
মিছে কর আঁকা বাঁকি,
সে পীরিতের কিবা ফল ॥

মূলতান—আড়াঠেকা।

দিবানিশি যার লাগি, ঝরে আমার দু-নয়ান।
শুনিয়ে পর-মন্ত্রণা, পাষাণে বেঁধেছি প্রাণ ॥
আগে মন্ দিলে কি ভেবে,
এখন বুঝি ফিরে লবে,
দত্তাপহারী লোকে ক'বে, বাড়িবে দ্বিগুণ মান ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

জ্বলে মন, গেল প্রাণ-মান, ভাল-বেসে।
পরের প্রাণ, প্রাণ পণে, তুষে, প্রাণে মরি শেষে ॥
যতনে যাতনা এত, কে জানিত,
আগে ভাল সুখের আশে,
এখন কেবল আমার দোষে,
দেশের লোকে দোষে ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

প্রণয়, পরম রত্ন, যত্ন ক'রে রেখ তারে।
বিচ্ছেদ-তস্করে যেন, কোনরূপে নাহি হরে ॥
অনেক প্রতিবাদী তার,
হারালে আর পাওয়া ভার,
কখন যে, সে হয় কার, কেবা তা বলিতে পারে ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

প্রণয় পরম নিধি, বিধি রেখেছে অন্তরে।
কেহ না জানিতে পারে, জানিলে হবে অন্তরে ॥
নানা শত্রু তার উপরে, জানে না যেন অপরে,
অপরে জানিলে পরে, রবে না দুঃখের অন্তরে ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

পর-সনে প্রেম করা, ঘটে কেমনে?
ছিল না রবে না প্রেম, পরে বিচ্ছেদ কারণে ॥
পীরিতেরি রীতিক্রম, অভ্যাস ক'র প্রথম,
আপনাতে হ'লে প্রেম, কি কাজ করে দু-জনে।
আপনি যে প্রেমময়, ইহা কি নিশ্চয় নয়,
বারংবার শ্রুতি কয়, জনশ্রুতিতেও জানে ॥
নিজ-সহ প্রেম হ'লে,কেউ তারে কিছু না বলে,
ভাসে না কলঙ্ক-জলে, পোড়ে না মন-আগুনে ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

পরেরি কথায়, কে কোথায় প্রেম ত্যজেছে।
যে জন মজেছে, সুখ বুঝেছে ॥
বশীভূত সবাই যাতে, অন্তের বেলা সবাই তাতে,
ভেবে দেখ যাতে তাতে,
প্রেমে কে না কেনা আছে ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

মনের কথা প্রকাশিয়ে, সবাই যদি বলিত।
তবে সম ভাব সবে পরস্পরে বুঝিত ॥
মনে মুখে ভিন্ন-ভাবে, ছলে-কলে চলে সবে,
গোপন ক'রে স্বভাবে, কথা কয় রীতিমত।
সবাই পাগল রিপুযোগে,মজে আছে কর্ম্ম-ভোগে
অশক্ত আর যোগে-জাগে, সঙ্গোপনে সম্মিলিত।
দ্বেষ হিংসা অহঙ্কার, কোথা ছাড়া আছে কার?
মনে মনে রহে যাঁর, ধীর ব'লে সেই খ্যাত।

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

রোষে বা সন্তোষাভাসে, প্রেয়সী যদি সম্ভাষে।
তবু ত সে, মন তোষে, নাশে বিচ্ছেদ-হুতাশে।
শীত কিম্বা উষ্ণ নীরে, নিবারে প্রবলাগ্নিরে;
রবি-তাপে নলিনীরে যথা উল্লাসে বিকাসে ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

সুখ দুঃখ, সম ভাব যার, সে যদি রাখিতে পারে।
অভিমান-শূন্য যেই, বিচ্ছেদ, বিজয় করে।
করা ত দুষ্কর নয়; রাখা বিচিত্র প্রণয়,
সুজনে প্রেম-নির্ণয় অসম্ভব অন্য পরে ॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

সাধে বিষাদ ঘটিল।
সুখ-সম্ভাষিতে মোরে, কে বাদ সাধিল ॥
পীযুষ প্রয়াস ক'রে, প্রবেশিয়ে রত্নাকরে;
সুধার আকর ক'রে গরল উঠিল।
দোষ দিব আর কারো, সকলি কপালে করে।
বিধি বিবিধ প্রকারে, বুঝি প্রতিকূল ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আয় রে বিচ্ছেদ, রাখি তোরে,
যতনে হৃদি-মাঝারে।
জনমের রতন তোমায়,
সে, সঁপে গেছে আমারে ॥
পীরিতি ম'লো, ফুরাল, সুখ-সাধ মিটে গেল,
অবশেষে এই হ'লো, গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে,
সুসাধে কি সাধ, বিধি সে ঘটালে বাদ,
সার হ'লো এ সম্পদ, দুখ রহিল অন্তরে।
এখন্ তোমার হলাম আমি,
আমার হয়ে থাকো তুমি,
থাকহ মম অন্তরে, হইয়ে অন্তরযামী;
তুমি থাকিলে অন্তরে, সে থাকিবে অন্তরে,
সবে হ'লে স্বতন্তরে, প্রাণান্তে পাবো না তারে *

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

ভাল-বাসার আশা, কেবল জাত-কুল-নাশা,
তাহে যেওনা।
সে বড় দায়, ভেবে প্রাণ যায়,
বাঁচিবার উপায়, কিছু থাকে না!
বিষম রসেতে ডুবে, অবশ হয়োনা।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

তোমারি প্রণয়ের আশে, বুঝি বা কলঙ্ক হ'লো।
আঁখির মিলন বুঝি, রহিল হে চিরকাল।
যত সাধ মনে ছিল, সে সব হ'লো বিফল,
সদা আঁখি ছল ছল, মনোদুখ মনে রহিল ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আর করি নে প্রেমের অনুরোধ।
বুঝিলাম তোমার নাহিকো রস-বোধ।
মিছে কেন পায়ে ধরা, ধরিলে না দাও ধরা,
এ কি লো গৌরবের ধারা,
ধরা করো সরা বোধ।
আগে ছিল আমায় যেমন যতন,
হাঁ লো! এখন্ তোমার নাহি সে তেমন,
এখন্ আলোয় আলোয় বিদায় হ'লাম!
এই দেখা, জনমের শোধ ॥

---

* কোন কোন পুস্তকে এই গানটী গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রচিত বলিয়া দেখা যায়

কেদারা—আড়াঠেকা।

ও কি গগনে সই কর নিরূপণ।
যদি বল, হিম-কর, এ যে অতি খরতর,
তপনেরি মত যেন দহিছে জীবন।
বজ্রবলি একবার, জ্ঞান হ'তেছে আমার,
চারি দিকে চেয়ে দেখি নাহি মেঘের সঞ্চার,
তবে কি বলিবে বল, উপজিল দাবানল,
তা হ'লে, গগনে কেন দহিবে কানন ?
শেষ হেন লয় চিতে, ফণী আসিছে গ্রাসিতে,
দুঃখিনী বিরহিণীর জীবন-পবন ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রেম করা কঠিন নয়, রাখা অতি সুকঠিন।
পীরিতের ভাজন যেই, মর্ম্ম জানে সেই জন ॥
পীরিতের প্রথমাবস্থা, জ্ঞান হয়, রবে চিরস্থা,
শেষে ঘটে নানাবস্থা, কোথা রয় সে আলাপন ॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

তবে কি সুখ হ'তো।
মন যারে ভালবাসে, সে যদি ভাল বাসিত ॥
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টকহীনে,
ফুল হইল চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত ॥
প্রেম সাগরেরি জল, হ'তো সুশীতল,
বিচ্ছেদ-বাড়বানল, তাহে যদি না থাকিত ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

সাধে কি ভাল বাসি তারে।
তাহা কি জানিবে পরে ॥
বারেক না হেরিলে যারে,
থাকি যে মরমে ম'রে।
লোক-ভয় ভাবিনে মনে,
(সদা) তার ভাবনাই পড়ে মনে,
তাই ভাবি মনে মনে ;
ভাবি নে কি হবে পরে ॥

বাহার—আড়খেমটা।

হায় হায় ! প্রেম-দায় কে জানে ?
যতনে সাধনে, সে গুনে রাখে না মনে ॥
প্রেম-অনুরোধে পড়ে, মান্ অনুরোধ ছাড়ে,
সজল নয়নে।
দিবানিশি প্রাণ পুড়ে যারই কারণে ;
বিনে সে ধনে ॥

মূলতান—আড়াঠেকা।

ঐ যায় যায় ফিরে চায় সজল-নয়নে।
ফিরাও গো, ফিরাও গো, ওরে অমিয়-বচনে ॥
হেরি ওর অভিমান, দূরে গেল মোর মান,
অস্থির হতেছে প্রাণ, প্রতি পদার্পণে ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

এমন হবে, প্রেম যাবে, এ কভু মনে ছিল না।
এ চিতে নিশ্চিত ছিল, পীরিতে বিচ্ছেদ হ'বে না
ভেবেছিলাম নিরন্তর, হ'য়ে র'ব একান্তর,
যদি হয় দেহান্তর, মনান্তর তায় হ'বে না।
এখন হলো অন্তর, পীরিতি হ'লো অন্তর,
আঁখি ঝরে নিরন্তর,প্রাণান্তর তায় হলো না ! *

খাম্বাজ—মধ্যমান।

হায় ! কি লাঞ্ছনা কি গঞ্জনা।
ভেবে ত প্রাণ বাঁচে না ॥
সে গেছে, তার প্রেম গেছে,
আমার ত পীরিত গেল না।
কবার নয়, কব কার কাছে ?
যে দুখে ভাসায়ে গেছে,
আমার মনেতে সে যে,
বিনা সূতোয় গাঁথা আছে ॥
পীরিতেরি যে রীত আছে,
তার মত সে ক'রে গেছে,
চিহ্নমাত্র রেখে গেছে,
লোকে, কলঙ্ক-ঘোষণা !

ঝিঁঝিট—আড়।

কাজ কি পীরিতে, সইরে !
সে যদি আমার নয় ॥
যারে আমি অভিলাষী, সে যদি না বশে রয়।

---

* নিধু বাবুতে দেখ।

কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে,
পীরিতের ভার মাথায় লয়ে
লোকেরি লাঞ্ছনা খেয়ে, আছি তার কেনা হয়ে;
সে যদি সাবধানে রয়, না করে বিচ্ছেদ-ভয়॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

যে নয় আমারি বশ তারি বশীভূত হ'লাম।
নিয়ত যতন ক'রে, কতই যাতনা পেলাম॥
যারে ভাল অভিলাষী, বিধিমত ভালবাসি,
আদরেতে দিবানিশি, কি সুখেতে রাখিলাম।
সে হলো না অনুগত, থাক্‌লো না ত মনোমত,
হয়েছে মিছে মিলিত, এত দিনে বুঝিলাম॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

কৈ রে আমার সে বিধুবদনী ধনী।
যারি মুখ না হেরিয়ে, পলকে প্রলয় গণি॥
সে বিনে রব কেমনে, তাই ভাবি নিশি দিনে,
অস্থির হতেছি প্রাণে, ভেবে দিবস রজনী॥

খাম্বাজ—আড়া।

রাখি প্রাণ, তোরে রে নয়নে নয়নে।
অনিমিষ হয় আঁখি, বাসনা মনে মনে॥
সিন্ধু সম হও তুমি, হেরি ওরে প্রাণ! আমি,
নয়নে নয়নে রাখি, অতি যতনে।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সে কেন রে করে অপ্রণয়! ও তা'র উচিত নয়।
আমি জানি, তারি সনে বিচ্ছেদ কখন নয়।
আমার সাপক্ষ হয়ে ব'ল তারে বুঝাইয়ে,
পিরীতি করিতে হলে দুখ সুখ সইতে হয়।
বলেছি তায় অভিমানে, সে সব রয়েছে মনে,
তাই ভেবে কি মনে মনে, অভিমানে রইতে হয়॥

ঝিঁঝিট—তেলেনা।

প্রেম ক'রে পর-সনে, পাইতেছি এ যাতনা।
প্রাণ সম ভাবি পরে, পর আপন হ'ল না।
না বুঝে মজিলাম পরে, না ভাবি কি হবে পরে,
এখন না জানি পরে কতই হ'বে লাঞ্ছনা।

ঝিঁঝিট—তেলেনা।

যতনে যাতনা দিবে, আগে সখি! জানি না।
যাতনা হবে জানিলে, যতন করিতাম না॥
অযতন ছিল ভাল, যতন হইল কাল,
ঘটিল কি জঞ্জাল, গেল প্রাণ আর রহে না॥

ঝিঁঝিট—তেলেনা।

ভাবিয়া ভাবিয়া প্রাণ যায়! আর ভাবিব না!
যার ভাবে ভাবি আমি, এ ভাবে সে ভাবে না॥
আমি যেমন ভাবি ভাবে, সে যদি সে ভাবে ভাবে
তবে কি অভাব ভাবে, অবে রবে নাহি ভাবনা॥

ঝিঁঝিট—তেলেনা।

মান ক'রে এ মান গেল, আর মান করিব না।
সে যদি না মানে মানে, সে মানে কি কামনা।
মানী জনে হ'লে মান, সদা সাধে মানে মান,
নহে মানে অপমান, হত মান হইত না॥

ঝিঁঝিট—তেলেনা।

না বুঝিয়ে ভালবেসে, ভাল ত হইল না।
এমন জানিলে পরে ভাল বাসিতাম না॥
মজিলাম ভালবেসে, ভাল হইবার আশে,
নহে ভাল, ভালের দোষে, পাই কত যাতনা॥

ঝিঁঝিট—তেলেনা।

কেমনে বাঁচে প্রাণ, সেই প্রাণ বিহনে।
দেহ মাত্র আছে কেবল, তারি বিরহ-দহনে।
প্রিয়ার পীযুষপানে, দরশন পরশনে,
জীবিত আছে জীবনে; জীবনের জীবন বিনে,
বঞ্চিত জীবনে॥

ঝিঁঝিট—তেলেনা।

ধৈর্য্য কেমনে মনে, বিনে তার হয়।
প্রাণহীন দেহ যেমন, নহে তাহে ফলোদয়॥
জীবনের জীবন বিনে, বিফল এই জীবনে,
আর সাধ নাই জীবনে;
বাঞ্ছিত বঞ্চিত হ'য়ে, প্রাণ আর নাহি রয়॥

পিলু—আড়া।

সখি! আমি কেমনে ভুলিব তারে, বলো না।
সে ত নয় মনেরি মত; তবু মন মানা মানে না।
সে ত গেছে দেশান্তরে, তবু মন ভাবে তারে,
মিছে আশার আশা ক'রে সহি কত যন্ত্রণা॥

দেশ—আড়া।

মিলন না হ'তে সই! আগে প্রকাশ হইল।
না হ'তে প্রেম-মিলন গঞ্জনা আদি ঘটিল।
একদিন তাহারি সনে, দেখা নয়নে নয়নে,
আকিঞ্চন মনে মনে, দুজনারি হ'য়েছিল।
মনোমত ধনে দেখি, মনোমত কথা সখি,
মনে করি বলি বলি, বিধি সে বাদ সাধিল।

ঝিঝিট—মধ্যমান।

সে যদি পর, তবে আর কে বল আপন।
মন বাঁধা যারি কাছে, সে যে প্রাণাধিক ধন॥
এত যে গুরুগঞ্জনা, ঘরে পরে যে লাঞ্ছনা,
তবু ভাবি সে ভাবনা, কিসে হবে রে মিলন॥

খাম্বাজ—আড়া।

সাধের প্রেমেতে বুঝি বিষাদ ঘটিল।
না হ'তে প্রেম মিলন, বিচ্ছেদ আসি পশিল॥
সাধি তারে কত 'করে' সে তবু চাহে না ফিরে,
মরমে মরি গুমুরে কি দায় হইল;
গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে, তবু মন যে পাগল॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

কলঙ্কেরি ভয় যে করে, সে ত প্রেম জানে না।
যে জন করেছে প্রেম, সে মানে না গুরুগঞ্জনা॥
প্রেমেরও নিয়ম আছে, কলঙ্ক ধায় পিছে পিছে,
লোকভয় তুচ্ছ করে, মানে না গুরুগঞ্জনা।

ঝিঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

কিসে তার প্রেমধার শুধিব গো।
শয়নে স্বপনে হেরি যারে, কেমনে ভুলিব গো।
সে যত যতন করে, তত কি পারিব তারে,
যে করেছে প্রাণদান, কি দিয়ে তুষিব গো॥

দেশ-মল্লার—আড়া।

তোমারি বিরহ স'য়ে বাঁচি যদি দেখা হবে।
হেন মনে জ্ঞান হয়, যেন প্রাণ নাহি রবে॥
কারণ প্রলয় জ্ঞান, পলকে নিশ্চিত প্রাণ,
অবশ্য অন্তর হ'লে প্রলয় ঘটিবে তবে।
মরি তাহে ক্ষতি নাই, আমি মাত্র এই চাই,
তুমি সুখে থাক, মম শব-দেহে সব সবে॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া।

মন অভিলাষ যদি মনে নিবারণ হতো:—
অন্যের উপাসনা তবে বলনা কে করিত॥
করিতে পরেরি ধ্যান, ওষ্ঠাগত হ'লো রে প্রাণ,
ঘরে পরে অপমান, এ সব যাতনা যেত॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

প্রেম-ধন উপজিলে, প্রাণে যে সকলি সয়।
না বুঝে যে কত বলে, না মানে লোক নিষেধ,
সদা সাধে মন-সাধ, ত্যেজ প্রাণের অনুরোধ,
বাধে কি তার জাতিকুলে॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ভালবাসা ভালই, ভাল ভাবি মনে।
তা হ'তে যে সুখে থাকে, তাতে বিবাদ করিনে॥
কিন্তু কত কিন্তু ক'রে, যাতনা স'ব অন্তরে,
গুমরে থাকিব মরে, দূরে থেকে তাকে হেরে,
প্রাণ যে কেমন করে, গোপনে মিলন বিনে॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

প্রাণ যে করে কারে বলিব। (গো)
মন জানে, সে বিনে কি চিরদিন জ্বলিব॥
প'ড়ে আছি পরবশে, দুঃখ দেখে লোকে হাসে,
কলঙ্ক প্রকাশে, বাঁধা যার প্রেম ফাঁসে,
কিসে তারে ভুলিব॥

বল দেখি, সে কি ভুলিয়ে র'বে, আমারে।
তার বিরহ-যাতনা, আর কত সব অন্তরে॥
তার কাছে মন আঁখি, সুধু প্রাণ ল'য়ে থাকি,
কিসে প্রাণ রাখি; যদি দেখা না দিবে আমারে॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

চোখের দেখা এসে দেখে যাব ;
কিন্তু আশা না ছাড়িব ॥
তোমার এমনি কঠিন প্রাণ,
কোন্ দিনে অপমান হবো।
মনে ছিল যত আশা, দূরে গেল সে সব আশা,
রহিল-প্রেম-পিপাসা, যত দিন প্রাণে বাঁচিব ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

প্রেম গেলে হাস্‌বে লোকে,
এই বড় মনেতে খেদ।
কথায় কথায় ছুতো-নতায়,ক'র না আত্মবিচ্ছেদ ॥
আগে ছিলে রসহীন, আমি ত শিখালাম প্রেম,
এখনো হইল রে প্রাণ, চণ্ডালে পড়ান বেদ ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

মনে মনে মনেরে বুঝাইয়ে।
প্রাণের আশা মনে রেখে থাকিব আর কত সয়ে ॥
প্রতিবাদী চারি দিকে, বাধা দেয় প্রেম-সুখে,
পুড়ে ম'লাম, পরের অধীন হ'য়ে ;
আমারও মনের সাধ, পূরাব কি মরে গিয়ে ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিরহ-বেদনা সুধায়ো না।
আমার যে কত দুঃখ, কহিলে ফুরায় না ॥
তাপিত চিত কত মত, নাহি হয় বিপরীত,
মনানলে সতত, দহিছে জুড়ায় না ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

উভয়ে প্রকাশ নহে, মনে মনে মন সাধ।
কে আগে সাধিবে রে প্রাণ! হয়েছে প্রমাদ ॥
নয়নেরি লাজ অতি, হৃদয় আকুল,
স্বজনে ত্যজিতে নারে, মান অনুরোধ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়া।

সখি! সে কি তা জানে।
আমি যে কাতর অতি, তাহারি বিরহ-বাণে ॥
নয়নেরি বারি, নয়নে নিবারি,
পাশরিতে নারি, সেই জনে ;
দেহে মাত্র আছে প্রাণ, তাহারি ধ্যানে ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

তোমার বিচ্ছেদে যদি, বিয়োগ না হ'ল প্রাণ।
ইথে বোধ হয় বুঝি, ছিল ভিন্নতা-বিধান।
অভেদ-আত্মা দেহ ভেদ, ছিল না কোন প্রভেদ,
তবে কেন এ বিচ্ছেদ, বেদনা নহে নিবারণ ॥

খাম্বাজ—আড়া।

কি করে লোকেরি কথায়।
সে যে আমার প্রাণধন, মন যারে চায় ॥
উপজিলে প্রেম-নিধি, নিষেধ না মানে বিধি,
মন-প্রাণ নিরবধি, তারি গুণ গায় ॥

খাম্বাজ—আড়া।

পরে বুঝিবে কেমনে।
যে পেয়েছে প্রেমধন, মনে মনে সেই জানে ॥
স্বভাবে অভাব হ'য়ে, বিধি নিষেধ ত্যজিয়ে,
সদা মনে সুখী র'য়ে, বাধে কি তার কুলমানে ॥

মূলতান—তিওট।

প্রেম করিবে, মরিবে কেঁদে ; রবে বিষাদে,
সাধে অ-বাদে বিবাদেরি যাতনা
আপন ভাবিয়ে পরেতে হ'বে পর,
মনান্তর হবে পরে পর হবে স্বতন্তর,
ভাবিলে নিরন্তর, পাবে না তার অন্তর,
অন্তরে থেকে দেখা দিবে না ॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

প্রেম করা ভাল, কিন্তু করিতে পারিলে হয়।
পরমনে প্রেম করা, চিরকাল নাহি রয় ॥
পরে প্রেম ক'রে পরে, কোথা থাকে পরস্পরে,
বিচ্ছেদ হইলে পরে, পরাণে নিয়ত ভয় ॥
আপনাতে কর প্রেম, কখনো হবে না ভ্রম,
বিচ্ছেদেরও উপক্রম, মনেও বিভ্রম ;
হবে নিজে নির্ব্বিকার, যাতনা পাবে না আর,
প্রণয়েরি এই সার, বিরহে না হয় ক্ষয় ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

ভালবাস ভালবাসি ; লোকে মন্দ বলে তা'তে।
কাহারও নই প্রতিবাদী, তবু কেন মিছে তাতে॥
কি নৃপতি কি দীন, সবে দেখি প্রেমাধীন,
কেউ ছাড়া নয় কোন দিন,
ভেবে দেখ যাতে তাতে॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

তুমি যে আমারো ;
আমি বাঁধা আছি তোমার গুণে।
কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ নহি, পরের কটু কথা শুনে॥
সলিলে ডুবা'ও যদি সলিলেতে র'ব ;
তুমি যাতে ভাল থাক, প্রাণে সব স'ব ;
তুমি যদি সুখে থাক, পুড়িতে পারি আগুনে॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

তবু কেন প্রাণ তারে চায়।
ফেলিলে প্রণয়-ফাঁদে, পরে না বাঁচায়॥
সেধেছি চরণে ধ'রে, বেঁধেছি যুগল করে,
যে কোন কৌশল ক'রে, ফিরে যে না যায়।

মুলতান–আড়া।

বারে বারে বারণ করি, পরে প্রণয় করিতে।
মনোদুখে বল্ ভাঙ্গে, পরেরি বিরহ সহিতে॥
মিলন-অঙ্কুশ বিনে, উপায় কিছু পাবিনে,
আমি ত পরে ভাবিনে, সলিলে ডুবে মরিতে॥

মুলতান—আড়া।

যার লাগি এত জ্বাল', নিয়ত অন্তরে সই।
সে কেন আমারে ভুলে, অনেক অন্তরে সই॥
যার জন্যে কুল-মান, ভাবি তৃণপরিমাণ,
সে না ভাবিলে সমান,বলো,কেমনে অন্তরে স'ই

মুলতান—আড়া।

প্রেমধন করিতে পারি, সঞ্চিত সে নাহি রয়।
বিরহ-তস্করে করে, নিরন্তর অপচয়॥
পরে ভাল ভালবাসি, পর-সুখ-অভিলাষী,
আমি যার হ'লাম দাসী, সে যে আমার দাস নয়

সিন্ধু-খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিচ্ছেদ না থাকিলে, প্রেমে কি যতন হ'ত।
দুখসম্ভাবনাহেতু, সুখেরও আদর এত॥
উভয়েরি বাদী উভয়ে, পরস্পরে ভয়ে ভয়ে,
কত সুখোদয়, সভয়ে সাধন যেমন,
অভয়ে না হয় তত॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

তোমায় সঁপেছি চিত।
তাবত তোমারি রব, যাবত জীবিত॥
ক'রে কত আকিঞ্চন, ঘটেছে তব মিলন,
যত যতনেরি তুমি, জান ত তুমি ত॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

লোকে কেন না বুঝিয়ে, কোথা করে প্রেম।
কেবল সে কর্ম্মভোগ, সার হয় পরিশ্রম॥
পরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি,
না জানিয়ে প্রেমের বাড়ী,
কিবা যুবা, কিবা ধাড়ী, সকলেরই ভ্রম॥
পরে হ'য়ে প্রণয়ে বঞ্চিত, হইতে হয় বঞ্চিত,
যা থাকে কিছু সঞ্চিত, ক্রমে পায় উপশম।
যত দেখ সবাই ছাত্র, কেহ নহে প্রেমের পাত্র,
আভাসে সরম মাত্র, কুত্র অতিক্রম॥
নিয়ত আছে নিকটে, ভালবাসে অকপটে,
এই প্রেম-সিন্ধু-তটে কেন না ভ্রমে প্রথম।
প্রেম-বিদ্যা পড়াইতে, প্রেম-গাছে চড়াইতে,
মুখের রত্ব ছড়াইতে, যার এই উপক্রম॥

ভৈরবী—আড়া।

সদা হরিষে বিষাদ।
তাহা ত ঘটে না, ঘটে হরিষে বিষাদ।
সুখ-হার পরিবার, প্রতিবাদী পরিবার,
এ যন্ত্রণা অনিবার, বিনা হরিষে, বিষাদ।
অনুকূল হ'য়ে হরি, মন যদি যন্ত্রণা হরি,
তবে সুখেতে বিহরি, পরিহরি, সে বিষাদ॥

সিন্ধুভৈরবী—আড়া।

কে তোমারে শিখায়েছে, বল এ প্রেম ছলনা।
যে তোরে শিখায়েছে, সে বুঝি প্রেম জানে না॥
পরের মন নিতে জানো, দিতে বুঝি নাহি জানো,
এমন ক'রে কত জনার, বধেছ প্রাণ, বলো না॥

সিন্ধুভৈরবী—আড়া।

মনের মানস যদি, সফল নাহিক হয়।
কি ফল এ প্রাণে তবে, রয় কিম্বা নাহি রয়॥
যত সাধ ছিল মনে, সব রহিল গোপনে,
গোপনে তাপ জীবনে, জীবন শীতল নয়।
বিষম যদ্যপি কই, কে জলে স্নিগ্ধ হই,
হই দগ্ধ প্রাণাগুনে, আগুনে নীরস রয়!

ঝিঁঝিট—আড়া।

কেন প্রাণ, এত অপমান।
সুধামুখি, সুধাদানে ফিরালে বিধুবয়ান!
সুধাকর, চকোরে, যদিও বঞ্চনা করে,
কেমনে সে প্রাণ ধরে, বল তার কি সন্ধান।
চকোর, চন্দ্র-আশ্রিত, অলি যে, নলিনীগত,
ঘনে চাতকী নিশ্চিত, তুষিতে করে জল দান।
এ তনু তদনুগত, তদণুপরিমিত,
বিতরিয়ে কথামৃত,—
বাঁচাও প্রাণ রাখো মান॥

বেহাগ—একতালা।

আমার আমার আর ব'লো না।
আমি তার, সে আমার,
সে তা জেনেও জানে না॥
সে যদি আমার হ'ত, আসিয়া তুষিত কত,
বিরহ-যন্ত্রণা এত, সহিত না সহিত না॥

খাম্বাজ—আড়া।

তারে মনে হ'লে আর কিছু মনে থাকে না।
সজল নয়ন হ'য়ে অন্য রূপ আর হেরে না॥
একে ত মন-অবোধ, প্রাণে না মানে প্রবোধ,
কুল-মানের অনুরোধ, কোন মতে রাখে না॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

যতন করিতে তারে, বাকি কি রেখেছি আমি।
আপন-করম-দোষে, সে হলো কুপথ-গামী॥
সে জনে যে প্রয়োজন, সেই জানে আপন,
আর জানেন সেই জন, যে জন অন্তরযামী।

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

মনে কত সাধ করে রে।
লোক-ভয়ে গৃহ থাকি, সরমে মরমে মরি রে॥
আশা-ডোরে মন বান্ধি, ভেবে মরি নিরবধি,
যার লাগি সদা সাধ করে রে।
যদি দিন দেন বিধি সকলি বলিব তারে॥

ভৈরবী—আড়া।

নয়নেরই দোষ কেন, নয়নেরই দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে, না হ'লে মন-মিলন॥
আঁখি কত জনে হেরে, সকলে কি মনে ধরে,
মন যারে মনে করে, সেই হয় মনোরঞ্জন॥

বেহাগ—আড়া।

ভালবাসি ব'লে, কিরে আসিতে ভাল বাস না।
আপন করম-দোষে, না পুরিল কামনা॥
সতত আমার মন, তব রূপ করে ধ্যান,
অধীনে রেখেছ কেবল, ভাবিতে তব ভাবনা॥

শ্রীকৃষ্ণলীলা।

ইমন্—তেলনা।

বারে বারে তুমি কত জ্বালাইবে আর।
বারে বারে,—গুণমণি।
আমি জানি, যেমন-মন তোমারি,
রাধারে করিলে মিছে কলঙ্কিনী॥
বাজাও মুরলী,
বার বার শুনাও ত শুনি বেণু,
রাখালিয়ে মতি, তোমারি নটবর,
এখন এলে হে,—শ্যাম,
মজাইতে কুল-কামিনী

ঝিঁঝিট—আড়া।

কোন্ কামিনীর সহবাসে, যামিনী পোহাইলে।
সারা-নিশি ত সুখে ছিলে ॥
নয়ন অরুণ, অর্দ্ধ উন্মীলন,—
অলসে অবশ অঙ্গ পড়িতেছে ট'লে ট'লে ॥
না জানি কেমন মেয়ে, তার কি কঠিন্ হিয়ে,
প'রেরি পরাণ পেয়ে, নিশি জগোলে।
নব অনুরাগে, সারা নিশি জেগে,—
পীযূষ-পানেতে যেন, পড়িতেছ ঢ'লে ঢ'লে ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আর গৃহে কি হবে, সখি বল, বল।
শ্রবণ নয়ন মন জীবন চঞ্চল ॥
বিস্তারিয়ে প্রেম ফাঁসি,—
বরষিয়ে সুধা রাশি,—
মনোচোরের মোহন-বাঁশী,
ঐ বাজিল! (ওগো সখি!)
সকলে আকুল হ'য়ে, দুকূল ত্যজিল।
রবে মাতিল শ্রবণ, দূরে ল'য়ে গেল মন,
মন যে কেমন হয়ে গেল, (ওগো সখি)
এখন দেখিতে তারে, নয়ন পাগল ॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

নটবরে হেরে আমার মন্ ভুলিল গো।
প্রাণ যে কেমন করে, কি দশা ঘটিল গো ॥
যত ছিল মনে আশা, কাল-রূপে ভালবাসা,
মনে রহিল,—
বুঝি, অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক ঘটিল গো ॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

কালার বাঁশীর রবে, কুল মান গেল গেল।
কি ক্ষণে হেরিলাম কালো,
কালো আমার কাল হ'লো ॥
মনে করি ভাবিব না, কালো রূপ আর হেরব না,
মন্ যে মানা মানে না, কি করি গো সহচরি,
এ যে বড় বিষম দায়, কুল রাখা হ'লো দায়,
বাঁশীতে ঘটালে দায়, মন, বনবাসী হ'লো ॥

না হেরে সে নটবরে, প্রাণ যে, কেমন করে,
গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে, তবু মন্ ভাবে কালো ॥

খাম্বাজ—আড়া।

তা'র কি বরণ কালো।
অতি সুকোমল, নিরমল শ্যামল ॥
কি ক্ষণে যমুনায় এলাম, অপরূপ কি হেরিলাম,
দেখিলাম যে, যমুনারি দুকূল ক'রেছে আলো ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কাল-ই কালি দিব কুলে।
এ মোহন মুরলীরবে, কে আর র'বে গোকুলে ॥
পরাণেরি পরিমাণ, নহে কিছু কুল মান,
মন, মানা না মানে।
মজিল গোকুলে (ওগো সখি!)
কবে ভুলাবেন কালী, কালাচাঁদের অনুকূলে!

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

বাজিছে, বৃন্দাবনের বনে।
কোন জন নাহি জানে,
কুল-রমণীর মন্ বাঁধে মধুর তানে ॥
কি সন্ধানে, কি সাধনেরি সাধনে,
বনের মাঝে প্রবাশিল, হৃদে এসে প্রবেশিল,
অকস্মাৎ একি হ'লো, উদাস করিল প্রাণে ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কি অপরূপ হেরিলাম, যমুনারি কূলে।
র'য়েছে রাখালের বেশে, তবু নিরুপম হলে ॥
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম বাঁকা, তবু মনোরম,
কালো অঙ্গ ধরে তবু, আলো করে ভূমণ্ডলে ॥
কিশোর বয়স, তবু, যুবতী-মোহন;
ধূলা-মাখা অঙ্গ, তবু, বিচিত্র ভূষণ;]
স্বভাবে রয়েছে, তবু, দাঁড়ায়েছে বামে হেলে ॥
ব্রজের রাখাল, তবু অন্ত দেশেরে নয়,
বারে বারে হেরিলে, তবু নূতন বোধ হয়;
মদন-মোহন, তবু সহজে অবলা ভোলে।

মূলতান—আড়া।

লাগিল নয়নে, কি ক্ষণে।
নবীন কিশোর, সুন্দর,
ঐ সই, যমুনা-পুলিনে ॥
আর ত গৃহে যাওয়া হ'ল না, বুঝি রহে না,
কুল মান, মুরলী শুনে,
চলিতে চরণ বাধে চরণে ॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

অপরূপ দেখ ললিতে।
নব যোগীর বেশে কে গো এসে ছলিতে ॥
বাঘাম্বর শিঙ্গে ধ'রে, সদা রাধার নাম করে,
হেন মনে অভিলাষ,—যোগিনী হ'তে।
ভস্মাঙ্গে ভুজঙ্গ-হার! শিরে শোভে জটা-ভার,
হেরি কুঞ্জের দ্বারে ব'সে, নারি চিনিতে ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

মনে করি ভাবিব না, সেই শঠ নটবরে!
বারেক না হেরিলে পরে, অস্থির করে অন্তরে ॥
ক্ষণেক যদি নাহি হেরি, গৃহ-কাজ পরিহরি,
গঞ্জনাতে প্রাণে মরি, তবু মন ভাবে তারে ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

বেঁচে আছে সেই কিশোরী। (ওহে ও শ্যাম!)
আজি মথুরায় এসেছ, হরি যারি প্রাণ হরি,
দিবা-নিশি প্রাণ-পণে, যে রাধারি আরাধনে,
বৃন্দাবনের বনে বনে, বাজাতে বাঁশরী।
প্রেমে অভিষেক ক'রে, সিংহাসনে রেখে যারে,
আপনি ছিলে হে দ্বারে হ'য়ে প্রহরী।
ভেসে দু'টী নয়ন-জলে, প'ড়ে যার পদতলে;
যোগি-বেশে সেজেছিলে, যারি মানে ভিখারী ॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

কি হেরিলাম রূপ, আহা মরি।
কিবা শোভা, হয়েছে কদম্বমূলে।
দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ভাবে, ঐ রূপ মন্ সদাই ভাবে,
মন মজিল কালার ভাবে, জলাঞ্জলি দিয়ে কুলে ॥

বেহাগ-ঠেকা।

হরি হে কোথা লুকালে।
দারুণ যামিনী কামিনী একাকিনী ফেলে ॥
তোমার বাঁশীর রব, না শুনে কেমনে র'ব,
লাভ মাত্র, জনরব, হ'লো গোকুলে ॥
পতিপুত্র পরিহরি, শরণ ল'য়েছি হরি।
কাননেতে প্রাণে মরি, এই করিলে ॥

খট্—খং।

বাঁশী কি বিষম যন্ত্র, ধ্বনি যার মহা-মন্ত্র,
স্বতন্ত্র করে কেবল জাতি-কুলে।
কাটিতে কুলেরি বাঁধ, মন বাদী পেতে ফাঁদ,
কালাচাঁদ বাঁশী কোথা পেলে ॥
শক্র ছিল কে কোন্ স্থানে,
মজাতে অবলাগণে, কুল-মজানে বাঁশী এনে,
মনোচোরের করে দিলে।
একে কালোরূপ হেরে, র'য়েছি মরমে ম'রে!
মনে করি থাকি তারে ভুলে।
মজাতে অবলাগণে, কালা কত ছলা জানে,
মোহন-বাঁশী, মধুর গানে,
দ্বিগুণ আগুণ জ্বালাইলে ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ব'লো ব'লো উদ্ধব তা'রে সেই তা'রে।
(তার) এত সাধের বৃন্দাবন, দিয়ে গেছে কা'রে ॥
প্রলয়েরি বরিষণে, রেখেছিল বৃন্দাবনে;
অবহেলে গিরিবর সে করে ধ'রেছিল;
এখন তার বিরহানলে, সকলেতে পুড়ে মরে ॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

কে রে বাজালে বাঁশী নিবিড় কাননে।
এমন মধুর রব, কর্ণে কভু শুনিনে ॥
ধ্বনি বর্ণে প্রবেশিয়ে, মনের সঙ্গে ঐক্য হয়ে,
আনিতে গেছে তারে ল'য়ে, যন্ত্রী আছে যেখানে ॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

কে রে বাজালে বাঁশী, কুল নাশিতে।
জলেতে কলস ল'য়ে নাহি পারি চলিতে ॥

গৃহ-কাজ পরিহরি, মন ধায় যথা হরি,
অন্তরে গুমুরে মরি, গৃহে নারি থাকিতে॥

দেশ-মল্লার—ঠেকা

কি অপরূপ হেরিলাম যমুনার তটে।
যে রূপ হেরিছি পটে, সে-ই বংশী-বটে বটে,
মন হইল ব্যাকুল, বুঝি না রহে গো কুল,
আশু সদুপায় বলো, যেমনে ঘটে না রটে॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কেন বাজো রে, শ্যামের বাঁশি।
ও বাঁশি শুনিতে সদা ভাল-বাসি॥
তোমার মধুর রবে, হয়েছি উদাসের দাসী।
সতত অন্তরে বাজো! আসিয়ে অন্তরে বাজো।
ত্যেজ গৃহে-কাজ লাজ, পরেছি প্রেমের ফাঁসী॥

বাহার—একতালা।

এ সখি ও কে বটে।
তপন-তনয়ার তট-নিকটে॥
কদম্ব-কাননে, শুনিলাম শ্রবণে,
'জয় রাধা শ্রীরাধা' নাম রটে॥
(উহার) বিপুল নয়নে মন্মথ-বাণ,
কটাক্ষে নিক্ষেপ করয়ে সন্ধান॥
মোহন মূরতি, হেরিয়ে যুবতী,
প্রবেশিল হৃদি-মন-মঠে॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

অপরূপ রূপ কি কালো রূপ, উপমা ছাড়া।
মদনের তুলনা দিতে প্রাণে ব্যথা পাই,
হর-কোপানলে পুড়ে, যে হয়েছে ছাই,
ত্রিভঙ্গেরই প্রতি অঙ্গ, র'য়েছে অনঙ্গে বেড়া।
সে রূপের তুলনা কি শশধরে হয়,
যে শশী, সকল দিনে সমান না রয়,
সকল পক্ষে সম ভাবে,
কালাচাঁদের আলো বাড়া॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

নিশি গেল কালো-শশী কোথা হ'লো সমুদিত।
দুঃখেতে রহিল মন, কুমুদী হ'লো মুদিত॥
আপন শীতল করে, সকলে শীতল করে,
সুধা মাখা নাম ধরে, জগতে বিদিত।
কি দোষের উদ্দেশে,
আমার এ দেশে হ'লো বঞ্চিত!
শশধর না আসাতে, চারি দিক্, কু আশাতে,
দারুণ অন্ধকার দশাতে হ'লো ব্যাপিত।
শেষে মজিলাম বুঝি, না বুঝিয়ে হিতাহিত॥

বেহাগ - একতালা।

সখি আমায় ধর ধর।
উরু-নিতম্ব-হৃদি-পয়োধর ভারে
ভূমেতে ঢলিয়া পড়ি।
ছিলাম অন্য মনে, বেণু-রব শুনে,
কেন বা ধাইয়ে আইলাম কাননে;
উঁহু মরি মরি বাজিছে চরণে,নব নব কুশাঙ্কুর॥
ঘোরা তিমিরা রজনী সজনি,
কোথায় না জানি শ্যাম-গুণমণি,
পৃষ্ঠে দুলিছে লম্বিত বেণী, কাল হইল মোর॥
চাতকিনী যেমন ধায় বারি পানে,
তেমতি আমি ফিরি বনে বনে,
শ্যাম জল-ধরে না হেরে নয়নে,
প্রাণ হ'তেছে অস্থির॥
মদন তাড়ন করে ঘন ঘন,
তাহে চমকিত চরণ জঘন,
খসিয়া পড়িছে কটির বসন, শ্যাম প্রেম ভরে;
যৌবন-মদ, নারীর বিপদ,
প্রেমের পুলকে হ'য়ে গদ গদ,
ইহারি কারণে নাহি চলে পদ,গতি হইল মন্থর॥

বেহাগ—ঠেকা।

সখি! করি কি উপায়।
বাজায়ে মোহন বাঁশী শ্যাম ঘটালে কি দায়॥
একে ত ঘোর যামিনী, তাহে সব কুল-কামিনী,
লোক-ভয় মনে মানি, না দেখি উপায়॥

চল সখি, সবে মেলি, যথা আছেন বনমালী,
বাজায় মোহন মুরলী, নন্দেরই তনয়;
গৃহ-কাজ পরিহরি, মন ধায় যথা হরি,
লাজ-ভয় তুচ্ছ করি যথা শ্যামরায়।
কত গুণ জানে বাঁশী, সবে করে বনবাসী,
কোথা আছ কালশশি, দেখা দেও একবার,
আমরা গোপের নারী, আর যে চলিতে নারি,
উহু মরি, প্রাণে মরি,
দেখা দিয়ে হও হে সদয়॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

সেই কালোরূপ সদা পড়ে মনে।
তুলিতে যতন করি, ভুলিতে না পারি প্রাণে॥
দেশেতে হয়েছি দোষী, প্রতিবাদী প্রতিবাসী,
তবু কালো ভাল বাসি, অভিলাষী নিশি দিনে॥
ভাবি অন্য মনে থাকি, গৃহ কাজে মন রাখি,
কিছুতে যে হই না সুখী, উপায় দেখিনে।
যার লাগি এত জ্বালা, সে রূপ হলো জপমালা,
কি গুণ করেছে কালা, হেলা হলো কুল-মানে॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

রবে কি না রবে কুলবালা, ও প্রাণ-সখি।
জনরব হল সব,—কেশবে কে সবে জ্বালা॥
শুনিয়া বাঁশীর রব, বদনে না সরে রব,
কেমন গৃহেতে রব, কুলে মানে ক'রে হেলা॥

ঝিঝিট—মধ্যমান।

কালোরূপ কাল হ'ল!
অবশ ইন্দ্রিয়গণ, আমি কি করিব বল?
এ আরও কেমনে সবে, মম আশা ছাড় সবে,
দেখাইয়ে কেশবে, ব'লো, বিরহেত মল॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

ওগো, আমি সাধে কি কালো ভালবাসি।
ভাবের ভাবে কালো রূপে,
মন ভাবে দিবা নিশি॥
মন দিয়ে কালাচাঁদে, পড়েছি তার প্রেম ফাঁদে,
যে অবধি শুনেছি তার বাঁশী;
কালা আমার জাতি-কুলে, করেছে উদাসী

মুলতান—ঠেকা।

আজ কেন যমুনায় গেলাম। (জল ভরিবারে)
(আমি কারো কথা না শুনিলাম।)
অসিত বরণ বরণ ভাতি,
নব-ঘন-ঘন-শোষণাজ্যোতি;
যিনি রতি-পতি রূপ-লাবণ্য, অবয়ব ভিন্ন;
ইন্দু-বদনে ঈষৎ হাস্য,
আমা পানে চাহি জলদ আস্য,
হেরে হরিল জ্ঞান, কি নয়ন-বাণ,
আমি দেখে এলাম।
বিনতা-তনয় জিনিয়া প্রাণ, যন্ত্রেতে মরি
দিতেছে তান, বুঝি গেল রে শ্রীরাধার প্রাণ,
গেল গেল গেল, নিলে নিলে নিলে,—
ভুলালে ভুলালে, ধরম-করম-সরম-সহিত জ্ঞান,
কি নয়ন-বাণ, আমি দেখে এলাম॥

ঝিঝিট—ঠেকা।

সাধের বন, বৃন্দাবন, ভুলিতে কি পারি আর।
জন্মের মত বিকায়েছি, চরণে রাধার॥
রাই আমার শরতের শশী,
তাইতে রাইকে ভালবাসি,
হৃৎ-কমলে দিবানিশি, জাগিছে আমার।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

আমি ত ভুলিতে চাই গো,
ভোলে না যে পাপ মনে।
ঘুমালে স্বপনে দেখি, শ্যাম যেন নয়ন কোণে॥
জাগিলে দ্বিগুণ জ্বালা, সেইরূপ জপ-মালা,
কিগুণ করেছে কালা, হেলা হ'ল কুল-মানে॥

ঝিঝিট খাম্বাজ কাওয়ালী।

সাধে কি তারে ভাল বাসি, (ওগো আমি)
বারেক শুনিলে বাঁশী, মন হয় বনবাসী॥
এত যে গুরু-গঞ্জনা, তাহে ত প্রাণ বাঁচে না,
ঘরে পরে যে লাঞ্ছনা, কহিয়ে জানাব কায়;
লোক-ভয় তুচ্ছ করি, সদা মন ভাবে হরি,
গৃহ-কাজ পরিহরি, হেরি সে কাল-শশী॥

বেহাগ—আড়া।

হরি, তোমার একি ব্যবহার,
বারেক করিয়া দয়া লুকালে আবার।
একে ত ঘোর রজনী, তাহে কুলের রমণী,
লোক-ভয় মনে গণি, দেখা দাও একবার॥
ভেবে আইলাম যে ভাব, সে ভাবে হইল অভাব,
কুটিলেরই এই ভাব, জানিলাম এখন।
করিয়ে মুরলীধ্বনি, মজায়ে কুলরমণী,
ওহে হরি গুণ-মণি,
এখন, দেখা দিয়ে করহে নিস্তার॥

ভৈরবী—আড়া।

ভাবনা কেন মন।
ভাব না কেন ভবে ভৈরবী ভরসা,
প্রভাত সময় হ'লো, অখণ্ড মণ্ডল-দ্বিজে,
ব্রহ্ম-রন্ধ্র-সরসিজে, যত চরাচর মাঝে,
গুরুরূপে করে আলো, ত্রিকোণ-মঞ্চ-আকার
তাহে পঞ্চ-গুণাকর, সেই যন্ত্র সরাৎসার,
আধার-মূল প্রফুল্ল রক্ত কমলে।
এত ক'রে অষ্ট দলে ভূপুরের দ্বারমূলে,
দাস হ'য়ে থাকা ভাল, ত্রিপুর-রিপুর পরে,
কর্পূর-কর্ণ-মন্দিরে, বামা কেরে বিহরে, রে।
শোভিছে ভাল, ইন্দু বিন্দু শোভে শিরে,
বীজ রূপে সৃষ্টি কর, মন, ভ্রমে ভুল না রে :—
মুখে সদা কালী বল॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

কালো-রূপ ভুলিতে না পারি।
আমরি, সুন্দর রূপের বালাই ল'য়ে মরি।
যখন যোগে নিদ্রা যাই, শ্যামারে দেখিতে পাই,
শবোপরে নাচে বামা, হ'য়ে দিগম্বরী!
সুশাণ কৃপাণ করে, ধরা টলে পদ-ভরে,
নর-মুণ্ড শোভে গলে, মুক্তকেশী দিগম্বরী॥

আলেয়া—আড়াঠেকা।

কৈলাসবৃত্তান্ত কিছু শুনগো, মেনকা রাণি।
যেরূপে যেরূপে আছে তোমার নন্দিনী॥
শিব সদা শ্মশানে থাকে, সংসার কিছু না দেখে
সকল সংসার রাখে, উমা একাকিনী॥
কেহ দুর্গমে পড়িয়ে, ডাকে দুর্গা দুর্গা ব'লে,
উমারে কহে কাঁদিয়ে, রাখ জননি।
অশেষ পশু-মাঝারে, তোমার উমা বাস করে,
শ্রীধর ভাবে অন্তরে মহেশ-মোহিনী॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

রণ-মাঝে কেরে, কালোপরে, কার কামিনী।
মহাকাল-রূপিণী, একাকিনী গভীর-নিনাদিনী॥
নর-শিরহার, গলে দোলে, কিবা ও বামার,
মুক্তা কি শোভার, জিহ্বা সুবিস্তার,
কিবা দেখ আর,
নাহিক নিস্তার, ধর গো বামার পদদুখানি॥

ইমন—ঠেকা।

কেরে নবঘন শ্যামা, হর উপরে নাচিছে।
আহা মরি, কিবা শোভা,
আধ শশী ভালে শোভিছে।
দিগম্বরী মুক্তকেশী, বাম করে ধরে অসি,
মুখে অট্ট অট্ট হাসি,
দনুজ-দলে নাশিছে। কে গো, বরদা অভয়প্রদা,
দনুজদলনী সদা, সদাশিব মনোলোভা,
কে গো, নিত্যানন্দময়ী, লম্বোদরী গিরিসুতা,
অভয়ে অপরাজিতা নরমুণ্ড গলে শোভিছে॥

দেশ মল্লার—আড়া।

ওহে গিরি গৌরী অভিমান করেছে।
নারদেরে দেখে, কত কেঁদে বলেছে॥
সতিনী আছে তাহার, সুরধুনী নাম তার,
সে নাহি দেখে সংসার, পতিশিরে বাস করেছে।
কেমনে চলিবে ঘর, ভিখারী হ'লেন হর,
তাই ভেবে ভেবে উমার,
সোণার বরণ কালী হয়েছে।
গিরি হে চরণে ধরি, যাওহে কৈলাস-পুরী,
যথা সেই ত্রিপুরারি, উমা সহ বিরাজিছে॥

দেশ-মল্লার—ঠেকা।

কৈলাস সংবাদ শুনে, মরি হে পরাণে।
কি কর হে গিরিরাজ, যাও যাও এস জেনে॥
রাখিতে সব সংসার, উমার প্রতি দিয়ে ভার,
সার ক'রে যোগাচার, শিব নাকি থাকে শ্মশানে॥

যোগাচারী হেরে হরে, সকলেতে যোগ ক'রে,
শিবের ভৈরব তেজে, চ'লে গেছে স্থানে স্থানে।
শশী, গগন-মণ্ডলে, সুরধুনী ধরাতলে,
ফণিগণ গেছে পাতালে, অনল নিবিড় বনে॥
শিবের স্বভাব দেখিয়ে, ভেবে-ভেবে কালী হ'য়ে
উমা আমার রাজার মেয়ে পাগলিনী অভিমানে
সে যে নিদারুণ সাজ, রণ করে, ত্যজে লাজ,
সমূহ দনুজ মাঝে, উন্মত্তা সুধাপানে॥

বাহার-বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

একি অপরূপ শোভা, মুনিজন-মনোলোভা,
অতসী-কুসুম-আভা। অঙ্গুষ্ঠ মহিষোপরি
আহা মরি, কিবা আভা।
দশ করে দশ দিশ, হইয়াছে সুপ্রকাশ,
তরুণ অরুণ জিনি. নূতন আভা,
দশ করে অস্ত্রাবলী, নাশিতে মহিষ-বলী,
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী, শ্রীধর-অন্তর-লোভা॥

দেশ-মল্লার—আড়া।

সংসারেরি কর্ত্রী আমার প্রাণের কুমারী,
সকলে বলে হে গিরি।
নির্গুণ জামাতা সদা, সদাশিব শ্মশান-চারী॥
একে ভূত-পরিবার, আসে যায় অনিবার,
তাহে অবারিত দ্বার, শিবের কৈলাস-পুরী॥
সে বলে, জননী আছে, ব্যবহারে হতেছে মিছে,
কিছুদিন রেখে কাছে, তুষিতে বাসনা করি।
গিরি হে, ধরি চরণে, আন গিয়ে উমা-ধনে,
তুমি না করিলে মনে, আমি নারী যেতে নারি॥

আলেয়া—ঠেকা।

যাও গিরি! আনিবারে আমারো সেই প্রাণ-ধনে
না হেরে সে উমা-শশী, অস্থির হতেছি প্রাণে॥
শিবের যত বৈভব, ভূষণ কেবল উরগ
শুনিয়াছি সেই ভব, সদা থাকেন শ্মশানে।
পতির দেখিয়ে ভূষণ, ত্যজিয়ে স্বর্ণ-ভূষণ,
পরিয়ে কাষায় বসন, ভিখারিণী অভিমানে॥

সিন্ধু—আড়া।

এ আনন্দময়ী আইল জনক-ভবনে।
জয় জয় সুমঙ্গল, নগর-বিমানে॥
গিরিপুর-বাসিগণে, মেনকারে ডাকে স্বনে,
কি কর বসিয়ে, উমা হের নয়নে।
ধেয়ে রাজনন্দিনী আসি,
চুম্বে উমার বদন সঘনে॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

গিরিরাজকে ডেকে দেগো,
আমার গৃহে গৌরী এল।
নাশিতে আঁধার-রাশি, উমা-শশী প্রকাশিল॥
এই নগরে, লোক ছিল ঘরে ঘরে,
না ডাকিতে আমার ঘরে,
কেবা কবে এসেছিল॥
কেবল উমার আগমনে, সকলে সানন্দমনে,
গিরিপুরবাসিগণে; গিরিপুর আজ পুরে গেল।
যতনেতে দ্বিজগণ, চণ্ডী পড়ে অনুক্ষণ,
ভক্তিভাবে ঘটস্থাপন, চণ্ডীপড়া সকল হল॥

ভ'য়রো।

বারে-বারে ডাকি তোরে, হের মা, হেরম্ব-অম্ব।
পড়েছি ভব-সঙ্কটে, আর ক'রোনা বিলম্ব।
ক্ষিতিতে ক্ষিতি মিশাল, জলে জলে মিলে গেল,
অনলে গেল অনল, অম্বরে অম্বর;
পবনে গেল পবন, বাকী কেবল আছে মন,
বিনে ও রাঙ্গা-চরণ, নাহি কোন অবলম্ব॥

ভজন।

এমা, বিশ্বকর্ত্রি, বিশ্বহর্ত্রি,
বিশ্বপালন তৎপরা। বিশ্বেশ্বর-হৃদাবাসা,
বিশ্বেশ্বর-মনোরমা। দাক্ষায়ণী দক্ষ-কন্যা,
দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনি। অপর্ণে অম্বিকে উগ্রে,
অভয়ে অসি-ধারিণি। ত্রিলোচনি, তত্ত্বরূপে,
আরে ত্রিগুণ-ধারিণি, দীন-দুঃখহারিণি.
দরিদ্রে দুর্গমে হীনে দুর্গে, দুর্গতি নাশিনি।
চন্দ্রাননা চন্দ্রকান্তি, চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিত-মস্তকা।
চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রকলা, চন্দ্রশেখর-বক্ষঃস্থা!
চন্দ্রলোক-নিবাসিনি।

যোগস্থা যোগিনি যোগ্যা—যোগচিন্তা-পরায়ণা।
যোগিধ্যেয়া যোগযুক্তা, মহাযোগেশ্বরি।
হরপ্রিয়ে হৈমবতি, হর-বক্ষ বিলাসিনী
যগদ্ধাত্রী যোগময়ে, জগদানন্দদায়িনি।
স্বয়ম্ভুবে শৈলসুতে, সর্ব্বাশুভ-নিবারিণি।
চণ্ডিকা চণ্ডিকা মা, চণ্ডমুণ্ড-বিনাশিনী।
হরপ্রিয়ে হৈমবতী, দরিদ্রে দুর্গতি দীনে,
দুর্গে দুর্গতি নাশিণি!
করুণাময়ি, করুণাং কুরু, তাপং হর তারিণি।

কাফি—সিন্ধু।

যদি বাঞ্ছসি ভবরোগ-বিনাশং।
শৃণু রে মানস, গুরূপদেশং॥
নিদান-বোধক, সাধুচিকিৎসক,
নিয়তপথ্যমতে কুরু বাসম্॥
হৃদয়-খল-গতং, প্রেম মধুমিলিতং,
সতত সেবয়, লক্ষ্মী-বিলাসম্॥

ইমন—কল্যাণ।

জয় জনার্দ্দন, জনমনো-রঞ্জন, জগত-জন-কারণ।
ভব-জল-ব্যসন-ভীষণ, শমন-শাসন কারণ নাম,
নব জলদ ভাসন, পিহিত-পীতবসন, মধুমুরমর্দ্দন

আলেয়া।

জয় জয় যদুনন্দন যমলার্জ্জুনভঞ্জন হরি।
পীতাম্বর পতিতপাবন।
পুরুষোত্তম প্রণত পারি।
বৃন্দাবিপিননাটক, শ্রীরাধারস-রসিক;
মুরলী খুবলীধারক, দীন-জীবন-হৃদয়চারি!

কালাংড়া।

জয় জয় মরকত-কন্দ-সুন্দর,
বর-চামীকর,—পীতাম্বরধর,
বৃন্দাবন-জন বৃন্দ পুরন্দর,
সৌরভ-সেবিত, পুষ্পবিনির্ম্মিত,
নির্ম্মলবনমালা-পরিমণ্ডিত,
হৃদয় তরঙ্গিত, কান্তি-করম্বিত,
হর-হৃদয়াম্বুজ,—বিভ্রম পণ্ডিত॥

কালাংড়া।

কেশব নটবর বেশধর।
জয় কাতর কিঙ্কর।
ভবভয়ঙ্কর, কামদ কলুষ নাশ কর হে।
অলকজাল কপাল-সুশোভিত,
চারুচমৎকৃত চূড়া মনোরম,
মৃদু কপোল, বিশালসুলোচন।
কাম-বিরোচন,—ভ্রূযুগ ভাস্বর॥

খাম্বাজ।

পীতবসন বনচারি সুললিত নটবর রাসবিহারি।
রমণী মনোমত, মুরলী কূজিত,
গোপিত গোপ-সুধা প্রেম বিচারি॥

সিন্ধু—খাম্বাজ।

কেশব হে, নাশয় মে বিষয়াভিলাষম্।
মামিহ মোচয়, ছেদয় মম মন-তামসম্।
সুমতি-সম্মতি হীন, নিয়ত কু-কৃতি-লীন,
ক্ষীণমলিন, সুদীনদুরাশম্।
সদয় ভব, সুদয়, মম হৃদয়ে উদয়,
দেহি নিজ জন সহবাসম্॥

ইমন—ঠেকা।

ভব-বারিধি পার।
হরি হে! তোমা বিনে কে করিবে আর।
নাহি মম দৃঢ়া ভক্তি, হওহে দীনের গতি,
অভয় চরণ বিনে গতি নাহি আর॥
পড়েছি বিষম ফেরে, কূল নাহি ত্রিসংসারে,
কার সাধ্য যায় পারে, এ অকূল পাথার,—
তাহে দুরন্ত শমন এসে, বাঁধে হরি চর্ম্মপাশে,
লয়ে যায় নিজবাসে, রাখ হে এবার॥

ঝিঁঝিট।

পামর মম মানস।
বিষয়-বিপিনে মা বস বালিশ॥
ষট্‌পদ-সম ভ্রমসি, বিষয়-বিষে চরসি,
বিষয়-বিষং বিষং মা পিব বালিশ॥

ঝিঁঝিট।

কৃষ্ণ হে! ক্ষমস্ব নাথ! দুর্ব্বলাধিকারিণং।
কেবল পৃথগ্ধিয়া, কর্ম্মকাণ্ডবর্জ্জিতং॥
ঘটং ঘটং পৃথক্ পৃথক্, চিন্তয়ামি সন্ততং।
ত্বাং ন চিন্তয়ামি কৃষ্ণ সর্ব্বভূতসঙ্গতং॥
দেহি তত্ত্ববোধ-মাশু, দুর্ব্বলে মহৎবলং।
ত্বাং ন চিন্তয়ামি কৃষ্ণ, আদিভূত-কারণং॥

ঝিঁঝিট।

করুণানিদানম্। কমলাপতে।
দীনহীনে দিনং দেহি হে দীনপতে॥
কুবলয়-করিবর-কেশিমথন-কর।
কালীয়-বিষধর-কংসারাতে॥

মলতান।

স্মর তমাল-দল-সদৃশ-নীলম্।
বৃন্দাবন-গত-রাধারাধনশীলম্॥
ব্রজজন-মানস-সার-রসাগ্রহ,
প্রেম-তড়াগ-মরালম্।
নিয়ত-বিনোদ-বিলাস-তৎপর—
বাঞ্ছিত-মোদ-মৃণালম্॥

টৌরী।

ভব-ভয়-বারণ হে!
মধুমর্দ্দন, মুর-কৃন্তন, ভয়-ভীষণ হে॥
স্বীয়-জন-গণ, হৃদয়-চারণ,
সতত সকরুণ, সাধু-রঞ্জন,
বিপদভঞ্জন, শ্রীমধুসূদন,
প্রেম-নির্ম্মল, সু-কারণ হে॥
পাহি পতিতম্, (নাথ হে!) ভজন-রহিতম্,
দেহি নির্ম্মল-পদাম্বুজম্॥

আলেয়া।

হে মদন-মদ-দমন বিধুবদন, গুণ-সদন, হরি।
কমলা-কমনীয়-কলি-মনোমথন, কলুষারি॥
ব্রজভুবন, জন-ভবন, কৃত-গমন, সুবিহারি।
নীত-নবনীত, সুবিনীত, কৃত হিতকারি॥

বাগেশ্রী।

শ্রীরাধানাথ-চরণম্ চিন্তয় চিন্তয় মন।
দিনং গত কালাগত, প্রায়াধুনা শমনম্॥
বিফলং বিষয়াশয়া, সফলং সাধনং ধিয়া,
কথং ন মন্যসে শুভং শুভহীনং কুবাসনম্॥

খাম্বাজ।

গোকুল-জীবন-ধন-হরে।
মামতি দীনমেব জয় দনুজারে॥
অকুল ভব-তারক, গোপকুল-বালক,
গোপকুল-বালা-বল্লভ-দোরে॥

দেওগিরি।

নরকনিবারণ, হে হে নারায়ণ।
মুরহর! হর মম কলুষম্॥
কাতরে পামরে ময়ি,—কুরু করুণা-লেশম্।
ব্রজজন-জীবন, রাধা-মনোমোহন,
মদন-মদ-দমন, নাশয় মে ক্লেশম্॥

পরজ—বাহার।

তুলসীদল-শীতল-পদকমলম্।
স্মর পরমেশম, অনার, মতুলম্॥
জলদ-দ্যুতি-জিত, নীল-কলেবর,—
ধৃত-বসনবর-বেশম্। চরণোপরি-পরিলম্বিত,
পীতাম্বর-সম্বৃত-কটিদেশম্॥
নিজ-পরধর্ম্মী, বিনির্ম্মিত নির্ম্মল
বনসু-মনোময়-মালম্।
রসিক-রসালয়,—হৃদয়-বিকারক,
গুঞ্জাহার-বিশালম্!

রামকেলী।

নট, নটবর-বেশ!
শেষ-সেবিতং পদ-নলিনম্ কটিতট-পট,
বিজিত-তড়িত-জড়িত-পীতবাসম্।
বৃন্দাবিপিন-গগন-চন্দ্র-মন্দ-মধুর-হাসম্।
গিরিবর-ধর, নবীন-কিশোর-শেষ-রহিত-নলিনম্

কালেংড়া।

চিন্তয় রাধাকান্ত, মুনিসমূহ,
বৃন্দাবিপিন-বিলাসম্।

কঞ্জেক্ষণ, কুঞ্জর-গতি গমন,
ত্রিভুবন-রঞ্জন, মঞ্জুল-বেশম্‌।
হৃদয়-তিমির-হর, শশধর-মোহনম্‌,
নূতন-জলধর-ভাসম্‌।
গোপীগুণগণ-গান-পরায়ণ,
পুজন-সুগোপিত-প্রেম-বিকাশম্‌।
সকল-রমাশ্রয়, দূরিত-মনোভয়,
ভাবিত-ভাব-বিকাশম্‌॥

বেহাগ।
ভাবি কদা, মম বৃন্দা-বিপিন-বিলাসম্‌।
শ্রীরাধা-প্রিয়রূপ-সমীক্ষণ-হৃদয়, নয়ন-পরিতোষম্‌
মঞ্জুল-বাঞ্ছন-কুঞ্জ-নিবেশম্‌।
সিঞ্চিত-পীতবর, গুঞ্জিত-মধুকর,
কাননভ্রমণ-মনোল্লাসম
হরি পরিতোষিত, সতত-বিকসিত
সাধু সমূহ-বিকাশম্‌।
নব-তরু পূরিত, হরিকর-ধারিত,
গিরিবর-বারিত-তাপ-বিশেষম্‌।

গৌরী।
মন, চিন্তয় ব্রজমণ্ডল-কুঞ্জগতম্‌।
ব্রজবন্দিত-নন্দিত-নন্দ-সুতম্‌॥
নটবেশ-মনোরম-রূপধরম্‌
মুরলী-মধুর-ধ্বনি-মোহ-করম্‌॥
বল্লব-নব-যুবতী-মিলিতম্‌।
বৃষভানু-সুতা-ধৃত-বাম-করম্‌॥
দয়িতান্দরপূরিত-প্রেমভবম্‌।
সঙ্গীত-মতিমিব-মুনি-মুদিতম্‌।

দেওগিরি।
হে মাধব, মামনুকম্পয় দীনম্‌।
বারয় শমন-ভবন-গমনম্‌॥
নয়ত-পতিতজনম্‌, কুরু কলুষান্তরম্‌,
নট, নটবর। মনসি নিরন্তরম্‌॥

খাম্বাজ।
জয় জয় গোপবধূরমণম্‌।
ব্রজজন-জীবন-বিপিন-বিহারণম্‌॥
নবঘন-ঘনজিত, রুচির-শরীরম্‌।
রাধারাধন-সাধনকারণ, জিতমুরলীবদনম্‌॥

যোগিয়া।
মধুমথন হে মুরারে ভব তরে,
নবঘন-সম্বোধন, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম,
কাম-কাতরানুকারে।
ব্রজজন-ধন, রমণীমোহন, পীত-বসন,
বিপিনবিহারে॥
রসিক সাধক, রাধিকারাধক,
কালীয়-কেশি-বকারে।
রস জলনিধি, সুপুরুষ-বিধি,
বিধি-মদ-হর, প্রণত-পারে॥

ব্রজ-বনিতাজন-চিত্তপরীক্ষণ,
চৌরিত-লোলনিচোলম্‌—
বিপিনবিহারক, বেণু-সুগাথক,
কুল-রমণী, হরিণীগণ,
ধৃত-বিস্তৃত-মোহনজালম্‌।

ভয়রোঁ—মধ্যমান।
কেও বিহরে হরহৃদি পরে
হরমন হরে মোহিনী :—
চরণে অরুণ রবিশশী যেন,
নখরে প্রখরে আপনি॥
শোভিত প্রপদ, দেয় মোক্ষপদ,
আপদে সম্পদ দায়িনী॥
চমকে নূপুর, আলো করে পুর,
মণিময় পুরবাসিনী—
রজতশিখরে, করে অসি ক'রে,
শিশির-শিখরনন্দিনী—
যেন চরম সময়, ময়মেতে হয়
কালী কালভয়-বারিণী॥

কালী মির্জ্জা।

কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ওরফে কালী মির্জ্জা হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামে জন্মপরিগ্রহ করেন। ইঁহার পিতার নাম—বিজয়রাম চট্টোপাধ্যায়। বিজয়রামের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ কালিদাস বা কালী মির্জ্জা; কনিষ্ঠ রঘুনাথ। মির্জ্জা মহাশয়ের জীবনের অধিকাংশ সময় কলিকাতায় বিখ্যাত ঠাকুর-বংশীয় মৃত মহাত্মা গোপীমোহন ঠাকুরের আশ্রয়ে অতিবাহিত হয়। তাঁহার সঙ্গীত-বিদ্যায় এবং বিবিধ সদ্‌গুণে মোহিত হইয়া মহানুভব গোপীমোহন তাঁহাকে আপন পরিষদমধ্যে গণ্য করিয়া লন। ইনি পলাশীর যুদ্ধের সাত আট বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বিংশতি বৎসরমধ্যে পরলোক গমন করেন।

বাল্যকালাবধি তিনি প্রখর বুদ্ধিশালী ছিলেন। অল্প বয়সেই সংস্কৃত-সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন। সংস্কৃত ব্যতীত পারস্যভাষাও তিনি শিখিয়াছিলেন। সঙ্গীতবিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া, তিনি কাশী, লক্ষ্ণৌ ও দিল্লী প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন।

মহাত্মা গোপীমোহন ঠাকুরের আশ্রয় প্রাপ্তির পূর্ব্বে কিছুদিন তিনি বর্দ্ধমানের যুবরাজ প্রতাপ-চন্দ্রের সভাসদ ছিলেন। বর্দ্ধমান পরিত্যাগের পরেও প্রতাপচাঁদ মির্জ্জা মহাশয়কে মাসিক ১৫৲ টাকা করিয়া তনখা দিতেন। কলিকাতায় অবস্থিতিকালে মহাত্মা রামমোহন রায় কখনও কখনও মির্জ্জা মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা করিতে যাইতেন। পশ্চিমাঞ্চলে অধিকদিন বাস করিয়া হিন্দুস্থানী বেশভূষা পরিধান করায়, সে সময়ের বড়লোকেরা তাঁহাকে 'মির্জ্জা' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি অতি সদালাপী ও অমায়িক ছিলেন। প্রবাদ আছে, গুপ্তিপাড়া ব্রাহ্মণ-সমাজের চিরবিখ্যাত দলাদলি মির্জ্জা মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধকালে তাঁহার অমায়িকতা-গুণে বিদূরিত হয়। কলিকাতায় কোন নূতন গায়ক উপস্থিত হইলে, তথায় যে মজলিস হইত, মির্জ্জা মহাশয় প্রায়ই তাহাতে নিমন্ত্রিত হইতেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। সেই কারণ শেষ জীবন ৺কাশীধামে অতিবাহিত করেন।

মির্জ্জা মহাশয় দেখিতে গৌরাঙ্গ, দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ ও বিশালবক্ষ ছিলেন। তাঁহার ঘন কুঞ্চিত কেশ-কলাপ পশ্চাদ্ভাগে প্রলম্বিত থাকিত। প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে তিনি কাশীপ্রাপ্ত হন।

ভৈরবী—আড়া।

বিতর করুণাময়ি তনয় কাতরে। (ধুয়া)
সর্ব্বজীবময়ী তুমি, তাহাতে কি নাই মুই,
এ তোমার অকিঞ্চিত, বঞ্চিত আমারে॥
তুমি পাপ তুমি পুণ্য, নহে কোন দেহ শূন্য,
জানাও শরের অগ্রগণ্য করে।
পূজা জপ ধ্যান জ্ঞান, সকলই তোমায় অর্পণ,
যেমন ব্রহ্মাণ্ডের নিদর্শন দর্পণভিতরে॥

রামকেলী—একতালা।

সভয়ে অভয়ে ভাবিগো অভয়ে,
কাতরে মা তোরে ডাকি কি জানি কি হ'য়ে।
সতত ব্যথিত চিত করে পাপচয়ে।
কালিকে করুণা কর তাপিত তনয়ে॥

রামকেলী—ফেরোতাল।

শ্যামা চরণ শোভা, মম মানস লোভা।
হরের হৃদয়ে পদ, জ্ঞান হয় কোকনদ,
কোটী অরুণ আভা॥
(অবশিষ্টাংশ দুষ্প্রাপ্য)

রামকেলী—ঝাঁপতাল।

প্রসীদ পরমেশ্বরি, অধীন দীনে।
ঘুচাও দুর্গতি সতি গতিবিহীনে॥
কংসারে নিশুম্ভারে, রাবণারে ত্রিপুরারে,
এ দুস্তরে কে নিস্তারে মা তোমা বিনে॥
তুমি পুরুষ প্রকৃতি, তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি,
* হয়, লয় হয় তব কটাক্ষেরি কোণে;
ও পদ আপদ পদ, আমার ঘোর আপদ,
কালিকে রাখ চরণে॥

* উৎপত্তি হয়।

সরফরদা—তিওট।

চঞ্চল চরণে চলে অচলনন্দিনী—
তরুণ অরুণ যেন চরণ দু'খানি।
জননীর হাত ধরা, হাঁটিছে সুধা অধরা,
আনন্দে অধীর ধরা, ধন্য ধন্য গণি॥
অচিন্ত্যাবক্তরূপিণী, ভজ মন অনুমানি,
হিমালয়েরি আলয়ে পর ব্রহ্ম সনাতনী।
সব সখী সঙ্গে খেলে, কালী কালী কালী বলে,
কালিকে গিরিবালিকে হয়েছেন আপনি॥

আলাইয়া—তিওট।

গিরিবালে শশিভালে জপ রে বদন করালে।
শবশিশু কুণ্ডল, মণিময় মণ্ডল,
গলেতে দোলিত মুণ্ডমালে॥
নবীন নীরদ আভা, মরকত কত শোভা,
চরণে পতিত মহাকালে।
ভুবনমোহন বেশ নিরখিছে কালিদাস,
এলায়ে পরেছে কেশজালে॥

সিন্ধু-টোরী—আড়া।

আমার ভার এবড় কি ভার তোমারা (গো মা)
লইতে বিশ্বের ভার, হয়েছ রূপ বিস্তার
কালিকে কর নিস্তার ডাকি বারে বার;
যে লয় শরণ তারে বিড়ম্বন, এত অবিচার,
দীন দয়াময়ী নাম,না হইবে দীনে বাম,
কলঙ্ক রবে তোমার॥

মুলতান—ষৎ।

নাচে এলো কেশে শবে দিগবেশে
অধরে রক্তের রুধির ধারা—(মা)
কি দিব তুলনা, নাহিক তুলনা,
ত্রিভুবনে রূপ ভরা—(মা)
আইল বসন্ত, লইয়ে সামন্ত,
হ'ল পরাজয় তারা,
সহে শরাসনে, রাখিলে নয়নে
কটাক্ষেতে তুণ ভরা॥

গৌরী—একতালা।

রুধির-অঙ্গে রণতরঙ্গে নাচিছে
শিবে যোগিনী সঙ্গে।
লোল জিহ্বা শবোপরে উলঙ্গে,
শোণিতের ধারা পড়িছে অঙ্গে,
হ'য়ে ত্রিভঙ্গে হাসিছে রঙ্গে,
গ্রাসিছে কত জগত রঙ্গে,
কিঞ্চিত ভঙ্গিমা করি অপাঙ্গে,
কালী তার কালী দীন পতঙ্গে॥

কেদারা—আড়া।

কেও রজতপর্ব্বত পরে, রতন নপুর পরে,
নক্ষত্র নখরোপরে।
পদতলে মহাকাল, গাঁথিয়ে চাঁদের মাল,
হৃদয় মাঝারে পরে॥
দিগবসন পরে, দশনে রসনা ধ'রে,
রুধির অধরে ধরে।
অসি মুণ্ড বরাভয়, অর্দ্ধচন্দ্রের উদয়,
নীলশিখর পরে॥

পরজ—একতালা।

শবাসনার কি বাসনা আমারে এ প্রবঞ্চনা।
কালি কালি যত ডাকি, তত কর বিড়ম্বনা॥
যতই ভাবি অন্তরে, ততই হও অন্তরে
দিতে চাই গো মন তোরে,
মন ত মনে থাকে না॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

যদি ভবনদী পার হ'তে থাকে বাসনা।
দক্ষিণে কালিতে কৃষ্ণে ভেদ ক'রো না॥
অসিধারী বংশীধারী, পীতাম্বর দিগম্বরী,
দ্বিভুজ মুরলীধারী লোলরসনা।
বনমালী মুণ্ডমালী, শিখিপুচ্ছ শশিভালী,
মকরাকৃতি কুণ্ডল, কভু শব শিশু বালি,
কমলাক্ষ ত্রিনয়না খগাসন শবাসনা।
দেখি এই কৃষ্ণকালী করি মননা॥

পরজ—মধ্যমান।

আমি ঐ ভয়ে মুদিনে আঁখি।
নয়ন মুদিলে পাছে তারা হারা হয়ে থাকি॥
যখন থাকি শয়নে, তখন ঐ ভয় মনে,
না হেরে হারাই পাছে চাহিয়ে ঘুমায়ে থাকি॥

সাহানা—আড়া।

মা বিনে কি জানে আনে তনয়েরি ব্যথা।
অকিঞ্চন সুতে যোগ করে
পিতে বল আর যাব কোথা॥
বাপের ভূষণ ছাই, কি আর বলিব ছাই,
শিরিতে ধরে বিমাতা।
আপনি বাতুল, দিতে সমতুল,
না জানে বিধি বিধাতা॥
পাপেতে হইয়ে কালি, কাতরেতে ডাকে কালী,
হয়েছো হইয়াছ কালা কালি শুন সুতের দীনতা।
*জানতা বাপ্যজানতা, তুমি সকলই জানতা,
তুমি জগত প্রসূতা॥

খাম্বাজ—ঝাপতাল।

অসুরদল বলহারিণী, দেবদল-পালিনী,
কাল পরে কাল হরে কালরাণী।
স্থলকমল চরণতল, গরল পানে হয় শীতল,
হৃদয়ে ধরে পদযুগল শূলপাণি॥
বরণ কালো করে আলো,
গলেতে দোলে মুণ্ডমাল,
মুখ করাল করে কপাল খড়্গপাণি।
শশী বিমল শোভে ভাল, এলায়ে পড়ে কেশজাল,
নিরখি কালীর হয় কাল রূপখানি॥

খাম্বাজ—একতালা।

ওরে আমার পিপাসা, না হবে আর তামাসা,
ভাবরে অসিতবরণ শীতল হবে আশা॥
চাহিতে চাহিতে জল, আসিবে নয়নে জল,
দেখিবে রূপ সজল, কারণজলে ভাসা॥
বিষয়ের মৃগতৃষ্ণা, কেন হও মতিভ্রষ্ট,
জীবনের আশায়।
নাহিক আর উপায়, কালী নাম কর পয়,
ত্রিভুবন বনময়, কোথা রবে বাসা॥

গৌড়—মধ্যমান।

কালিকে করুণা কর কাতর কিঙ্করে।
কালরাণী কাদম্বিনী কৃপাময়ী তারে॥
কহ মা কিরূপে তরি কলুষসাগরে।
কাল যায় কর্ণধার ডাকি মা তোরে॥
দিবাকর প্রভাকর পদ শোভা করে।
কটিতে কিঙ্কিনী, আর দোলে নর করে॥
করাল বদন করি কত গ্রাস করে।
কপালে কপোল আর গলিত চিকুরে॥

সুরট—মধ্যমান।

শব 'পরে নাচে শ্যামা নগনা হ'য়ে।
লাজেরে দিয়েছে লাজ, এ কেমন মেয়ে॥
ভয়ঙ্করী অসি ধরা, শবের ভূষণ পরা,
অধরে রুধির ধারা পড়িতেছে ব'য়ে॥ ১

ঝংলা—মধ্যমান।

রসনা বশ না হ'ল তোমার শরণে।
কৃপা কর বিবসনা বিবশ না হয় মনে॥
মুখেতে বচন না সরে, থাকিব ধ্যান-ধারণে।
দেখাইয়ে অস্তরূপ চঞ্চল করে নয়নে॥
কি হবে মম উপায়, বিফলে জনম যায়,
দয়া করি রাখ পায়, কালিদাসে নিজগুণে॥

কাফি-সিন্ধু—মধ্যমান।

দু'টি চরণ দিব তাই ভাবি নিশি দিবে।
স্তব করি পঞ্চানন, হৃদয়ে করে ধারণ,
সে দেব-দেবে কিবা দিবে॥
শিবের সর্ব্বস্ব ধন, অতি অসাধ্য সাধন,
সে বাদ কেবা সাধিবে।
কালীর এই বাসনা, কৃপা কর শবাসনা,
রসনা এই নাম লইবে॥

কাফি সিন্ধু—আড়া।

হল না আমার তরা ওগো মা ভবদারা!
আমার ভারে এত কি কাতরা।

* জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত।

একে মম জীর্ণ তরি, বল মা কেমনে তরি,
কালি ভরেছে পাপের ভরা ॥

বাহার—তিওট।
কিবা শোভা পায় পায়।
দেখ নানা বর্ণে ফুল ফুটেছে শ্যামা মায়ের পায় ॥
অমর হয়ে ভ্রমরে মধুলোভে গুঞ্জরে,
যে পদ যোগেশ্বর ধ্যানে নাহি পায়।
আসিয়ে ঋতু রাজন, চামর করে ব্যজন,
তাহে মলয় পবন চারিদিকে ধায় ॥
কোকিল নূপুর হ'য়ে পঞ্চম গায়।
পুলকে পূর্ণিত হ'য়ে কালীর কৃপায় ॥

গৌড়—মধ্যমান।
এ কেমন কাল, কালরূপে করে আল।
কালরাত্রি কালজায়া পদতলে মহাকাল ॥
কাল যায় কালজায়া, এইকালে কর দয়া,
কলিদাস সে কাল ভেবে অন্তকালে হয় কাল ॥

ভয়রোঁ—তিওট।
আমার কালা আলয় আলো এলোকেশী।
উমা ও মা যত ডাকি তত দেখি পূর্ণমাসী ॥
যেমন উদয় হয়, কহিতে লাগয়ে ভয়,
যত ভাবি তত হয়, আরও তেজোরাশি।
রূপের তুলনা স্থানে, শশাঙ্ক ছিল বিমানে,
সে দশখণ্ড অভিমানে চরণে পড়েছে খসি ॥

ভয়রোঁ—মধ্যমান।
বিপিনে বাজে বাঁশরী—অবশ হইয়ে অঙ্গ
শ্যামেরে ভাবে কিশোরী।
মোহন বেণুর স্বর, হৃদয়ে বিঁধিল শর,
চিন্তয়ে ব্রজ-কিশোর পড়ে আপনা পাসরি ॥

ভৈরবী—মধ্যমান।
ওহে দীননাথ,পাতকী তারিতে এত কি কাতর।
কৃপাসিন্ধু শুখ'বে কি করুণাবিন্দু দিতে তোর ॥
আপনি হইয়ে খর্ব্ব, নাশিলে বলির গর্ব্ব,
বামনরূপে, উদ্ধারিলে অহল্যা পাথর ॥

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।
বিশ্বগুরুং বিশ্ববিঘ্নবিনাশনং
বরাহ বামনং বসুদেবনন্দনং।
বন্দে গোবর্দ্ধনং বল্লবী * বর্দ্ধনং বসতি বৃন্দাবনং,
ব্রজপুরপালনং।
বিপিনবিহারিণং বনমালাধারিণং বক্রবিম্বাধর,
পর বংশীবাদনং।
ত্বাং বরুণবরুনং বৈকুণ্ঠকারণং বদতি কালিদাসঃ,
জয় বসুদেবনন্দন ॥

ললিত—মধ্যমান।
কে এলো গো সখি, দেখ দেখি,
শ্যাম অঙ্গে অরুণআভরণ,
চরণে অরুণ, নয়নে অরুণ, চূড়াতে অরুণ কিরণ।
সিন্দূরচিহ্ন অরুণ,
পানে অধর অরুণ, করতল অরুণ,
বরণ এত অরুণ প্রকাশি, তাহে নাহি লাজ বাসি,
বলে নিশি আছে এখন ॥

ললিত—মধ্যমান।
এ কেমন মান রাধে হায়।
নাগর নিকটে বসি, সাধিয়ে পোহায় নিশি,
ঠেলেছ তাহারে পায় ॥
আসিয়ে তোমার বাসে, গলে দিয়ে পীতবাসে,
তবু না হেরিলে তায়।
সে রসিকশিরোমণি, ফিরে যায় যে অমনি,
কালী হয়ে নীলকায় ॥

আশাবরী-টৌরী—তিওট।
আমার মনের কথা শুন ওলো সই।
কে আছে আর তোমা বই।
হেরিয়ে সেরূপ, হয়েছি যেরূপ,
আমি যে আমার নই।
নবীন-নীরদ-শ্যাম জানিনে তাহার নাম,
সে থাকে গোকুলে, চল গো যমুনা-কূলে,
কি কাজ আর আছে কূলে সহেনা খানিক রই ॥

---

* বল্লবী—গোপী।

আশাবরী-টৌরী—তিওট।
শ্যামবিয়োগী যোগী হয়েছে ব্রজবালা।
করিয়ে রোদন, নয়ন অঞ্জন,
গলিয়ে গলেতে গুঞ্জমালা॥
এলাইয়ে বেণী, খোলে জটাশ্রেণী,
কাণেতে কুণ্ডল কাণবালা,
পঙ্কজ লেপন জলে হুতাশন বিরহ জ্বালা॥

আশাবরী গৌরি—তিওট।
জলধরে হেরে আমার নয়নে না জল ধরে।
নবীন-নীরদ-শ্যাম, ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠাম,
মুরলী ধরে অধরে।
দিতে সে তুলনা, সে কথা তুলনা
অতুলনা রূপ তার।
যদি বা করিবে তুল, নাহি হবে সমতুল,
বাতুল হবে অন্তরে॥

মলতান—আড়া।
ওগো আর যাবনা আমি যমুনারি কূলে।
হেরেছি রূপ যাহার, কুলে মোর থাকা ভার,
নাম জানিনে তাহার, সে থাকে গোকুলে॥
যখন সে চায় ফিরে, আসিতে না পারি ফিরে,
নিয়ে নাহি দেয় ফিরে, মন যে হরিয়ে নিলে।
গুরুজন ছিল সাথে, মরেছিলাম মরমেতে
পূরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়নেরি জলে॥

মূলতান—ঠুংরি।
ওহে নবীন নেয়ে, কানাই-শ্যাম পার কর।
তরুণী তরণী ধরি রহে মুখ চেয়ে॥
দেখিয়ে যমুনার কূল, হ'য়েছি অতি ব্যাকুল,
তুমি রাখ যদি কুল, কহে গোপ-মেয়ে।
আপনি হয়েছ মাঝি, ডুবাইওনা মাঝামাঝি,
কালি কয় বড় ভয় ভব-তরঙ্গ দেখিয়ে॥

পরজ—আড়া।
এত সাধের কালা গেল, কলঙ্ক গেলনা কাল।
গঞ্জনে সতত সখি হৃদয় হইল কাল॥
ভাবিয়ে ভাবিয়ে শ্যাম, আপনি হইলাম শ্যাম,
কালা-কলঙ্কিনী নাম, থাকিবে আর কত কাল॥

বাগেশ্রী—মধ্যমান।
যাও গো বৃন্দে, আনিতে গোবিন্দে,
বৃন্দাবন শূন্য আছে।
এ সব কেশব বিনা সবে শব হ'য়ে আছে॥
শ্রীমতী যশোদানন্দ, সকলেতে নিরানন্দ,
নয়ন থাকিতে অন্ধ, স্পন্দহীন হ'য়ে আছে।
ব্রজের বালক লোক, বুঝি হয় পরলোক,
হেন কেহ নাহি লোক, কহে লোকনাথ কাছে॥

খাম্বাজ—আড়া।
শুনি ধ্বনি শ্যামের বাঁশরী।
যত গৃহকাজ লাজ সকলই পাসরি॥
যমুনায় ভরি কলস, তুলিতে হয় অলস,
শরীর হয় অবশ, পড়ি পাসরি।
কালি একরূপ হেরিয়ে, এমনি করয়ে হিয়ে,
মন তার চরণে দিয়ে, কোথা না সরি॥

খাম্বাজ—আড়া।
কে—গো বংশীবটে।
শুনি যে মধুর ধ্বনি ঐ কি কানাই বটে॥
ঘন ঘন বাজে বাঁশী, আর কিছু নাহি ভাল বাসি,
ইই গিয়ে বমবাসী দাসী উঁহারই নিকটে॥

বেহাগ—মধ্যমান।
বলো ওগো বৃন্দে, আর কি গোবিন্দে,
আনিবে না বৃন্দাবনে।
শ্যামবিরহে, রহে কি না রহে,
যত বৃন্দাবন বৃন্দে॥
না হেরে রূপ তাঁহার, অশয়ন নিরাহার,
জীবন-ধারণ ভার, ভূষণ পরেছি নিন্দে।
আহারে করে আহার, বসে গাঁথিতেছি হার,
নয়নের জলবৃন্দে॥

বেহাগ—একতালা।
ঝুলিছে প্যারী নাগরসঙ্গে,
অলস অবশ হইয়ে অঙ্গে, শ্যাম-অনুরাগিণী।
দাঁড়ায়েছে কিবা হয়ে, ত্রিভঙ্গ পরশিয়ে,
দুই অঙ্গে অঙ্গে, যেমন নবীন মেঘের সঙ্গে,
চমকে সৌদামিনী॥

সুরট-জয়জয়ন্তী একতালা।

বিশ্বেশ্বর শ্রীব্রজকিশোর, বাসুদেব বাণেশ্বর,
কাশীবাসী গোকুলবাসী, শৃঙ্গধর করেতে বাঁশী,
বৃষভবাহন গরুড়াসন, দীনে দয়া কর হর মুরহর,
বাঘাম্বর পীতাম্বর, নীলকণ্ঠ নীলকলেবর,
ময়ূর মুকুট শিরে জটাভার,
গলেতে বিহরে ফণী মণিহার
রূপের তুলনা দুজনা দোঁহার,
কালিদাস কহে কি দিব কাহাঁর,
স্মরণাগত হও হরিহর,
কর বা কৃপা না করো না করো॥

বারোয়া—ঠুংরী।

ওরে গোকুলবাসী কেন রে বাজাও বাঁশী।
তুমি অন্তরে বাজাও বাঁশী,
আমার অন্তরে পশিল আসি॥
বেণুরবে নীরব হইয়ে যত ব্রজবাসী;
দুকুল হারাইল যে তারা, যমুনার তীরে আসি॥
চূড়ায় ময়ূরপাখা মুখে মৃদু মৃদু হাসি,
(একি) অনঙ্গ স-অঙ্গ হয়ে কদম্বের ডালে বসি॥

বাহার—তিওট।

বৃন্দাবনে বনে বনে বিহরে হরি হয়ে বসন্ত।
কোথায় ময়ূর ধায়, কোথায় কোকিল গায়,
ভ্রমর গুঞ্জরে অবিশ্রান্ত॥
নানা জাতি শোভে ফুল, গন্ধেতে করে আকুল,
সকলেতে হইয়ে মধুমত্ত।
বিরাজে মুরলীধারী, চারি দিকে ব্রজনারী,
রাগ রাগিণী মূর্ত্তিমন্ত॥

ঝংলা—একতালা।

বলনা আমারে সখি কালিয়ে আমার সখা।
কুবুজারে ভাল, ভাল মিলেছে বাঁকাতে বাঁকা॥
যার রূপ কাল মম কাল, বনচারী গো রাখাল,
শুনিয়ে বেসেছি ভাল, বাঁশীটিতে মধুমাখা॥

কাফি—আড়া।

যেমন যমুনায় গিয়েছিলাম জলে রে।
জলে নিরখিয়ে কালা পরাণ জ্বলে রে॥
জ্বলন্ত অনল প্রায়, কালি হইল হৃদয়,
ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়নেরই জলে।
হেরিয়ে শ্যাম নয়নে, কহিতে না পারি আনে,
মনে মনে মন দিয়ে এসেছি তারে।
মনোমত তার মত না দেখি এ সংসারে।
মনমথ মন হত করিল আমারে॥

ইমন—একতালা।

আমার মন কেমন করে॥
না হেরিয়ে শ্যামরূপ, অনুপম মুরলীঅধর
কারে কব সই, সরমে মরমের কথা,
মুখে বচন না সরে॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

সখি কি হ'ল আমার রে।
শ্যাম বাম হ'য়ে আমায় মনে না করে।
ডেকে সখী ললিতায়, যদি কিছু বলি তায়,
কি জানি কি মনে করে॥
নয়নে বহিছে বারি, কদাচ বারিতে নারি,
অঞ্জন বহে কান্দিয়ে হৃদয় 'পরে।
মুদিল দু'টি নয়ন, তবু কেন অকারণ,
মন-বারণ না ফিরে॥

বাহার—আড়া।

মোহন মন মোহিল সখি মোর।
লেগেছে মরমে গো সপথই তোর॥
মধুর মুরলী করে, মধুবনেতে বিহরে,
মন্দ মধুর স্বরে গুঞ্জরে ভ্রমর॥

বাহার—তিওট।

ওহে পদ্মাক্ষ শুন এই বচন,
আন গিয়ে মাধব আমার।
যদি নাহি পার, পার হ'তে, ইহ ভবসাগরেতে
পার হও নামের স্মরণে তোমার॥

মনেরে নিপুণ করে, পাঠায়েছিলাম তারে,
পুন না আইল ফিরে আর।
আশা স্থূলকায় অতি, গমনে নাহি শকতি,
কালি কয় দয়া হয় এই দেহেরে আমার ॥

—

জংলা—মধ্যমান।

বাঁশী বাজাইও না শ্যাম, যাবে অবলার প্রাণ।
মুখ হেরি হরে প্রাণ, তাহে মুরলী বয়ান,
রূপ অনুপম ॥

—

কাফি—আড়া।

নবীন সন্ন্যাসী আসি নদিয়া নগরে।
কিবা রূপ তেজঃ-পুঞ্জ, হরে পাপ-তাপ-পুঞ্জ,
যে নয়নে হেরে, অবনীতে অবতরি,
ভবেতে তরিতে তরি,
হরিনামে পরিণামে জীবেরে উদ্ধরে।
কহিতেছে কালিদাস, করুণা কর প্রকাশ,
মম সম অধমাধম কে আছে সংসারে ॥

—

কাফি-সিন্ধু—মধ্যমান।

কি কর শিখরবর, আন গিয়ে আনন্দময়ীরে।
হ'য়ে রাণী এলো থেলো, গিরির নিকটে এলো,
ওমা উমা নাহি এলো, ঘরে ॥
এ দুঃখ কি সহে মা'তে, তুমি তা'র তাত তা'তে,
তা'তে বুঝাতে হয়, উমাকে তোমায়,
মনেতে হয়ে দুহিতে, অস্থির হ'য়ে দুয়েতে,
কালী কালী বলে আঁখি ঝোরে ॥

—

মালশী—তিওট।

যাও হে অচল চল থাকিতে ঈশানজায়া।
আমি দেখেছি স্বপনে, যম-নিকেতনে,
'মা' বলিছে মহামায়া ॥
বহুদিন হ'ল, উমা নাহি এলো,
তা'তে নাহি তব মায়া, তুমি-হও জড়গতি,
পাছে সেই সতী, অভিমানে ত্যজে কায়া ॥

—

জংলা—একতালা।

ভাব না ভাব না সদা সদাশিবের চরণ।
কি মিছে করিয়ে নিত্য, অনিত্যে কর ভ্রমণ।
নিশ্বাসেতে প্রাণ যায়, বিশ্বাস কর না তায়,
কি আশ্বাসে বিষয়-বিষে বৃথা হও জ্বালাতন।
যাবৎ জীবন জীবে, তাবৎ নাহি ভুলিবে,
কালেরে করেছে কালি প্রাণপণে প্রাণার্পণ ॥

—

প্রণয় সঙ্গীত।

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া।

পরে যে পরেরি তরে, বৃথায় যতন করে।
আপনা ভাবিয়ে পরে, আঘাত প্রাণের প'রে ॥
পরশ জানিয়ে পরে, সুখী হয়ে পরস্পরে,
বুঝিতে নাহিক পারে, কি হবে তাহার পরে ॥

—

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া।

পাসরিতে চাই তারে না যায় পাসরা।
আমারে মজালে আমার নয়নেরি তারা ॥
বাসনা করি যে মনে, চা'বনা তাহার পানে,
আঁখি নিষেধ না মানে, বহে বারিধারা ॥

—

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া।

এমন নয়ন-বাণ কে তোমায় করেছে দান।
হের না দর্পণে মুখ আপনি হারাবে প্রাণ ॥
নয়ন অক্ষয় তূণ, তাহে কটাক্ষনিপুণ,
যদি বিধি দিত গুণ, বধিতে অনেকের প্রাণ ॥

—

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

যে নহে আপনবশ কি সাধ প্রেমসাধনে।
চলিতে আঁখিতে দেখে, হরিষে বিষাদ মনে ॥
অন্তরে অন্তর নয়, অথচ অন্তরে রয়,
সদাই উভয়ে ভয়, পরশনে পর সনে ॥

—

ভৈরবী—মধ্যমান।

যায় যা'ক প্রাণ যদি যায় রে।
আর 'কি হবে' কি হবে, বলে সুধা'বনা কায় রে।
সুখ-আশাতে পীরিত, হিতে হ'লো বিপরীত,
সুহৃদ দেখি কুরীত, কালী হ'লো কায় রে ॥

ভৈরবী—তিওট।

তাতে কি হয়েছে এত মান।
ভাল বাস বলে আমি করেছিলাম অভিমান॥
হলে অনুগত, দোষ করে কত,
তারে অনুচিত অপমান॥

ললিত—মধ্যমান।

নাগর যাও হে সেই ভবন, যে তব মনোরঞ্জন।
রোদনে গিয়েছে আমার যে ছিল নয়ন-অঞ্জন॥
আমার যে প্রয়োজন, যে তোমার প্রিয়জন,
হ'য়েছে, করে হরণ, ভানুর প্রকাশে;
আমার নিবাসে এসেছ দিতে গঞ্জন॥

কালাংড়া—মধ্যমান।

নলিনী ললিত হয়ে মান ভরে।
একি অপরূপ রূপ মৃণাল কমলোপরে॥
অধোবদনেতে বসি, কেশমেঘাচ্ছন্ন শশী,
কেবল হয়ে সজল তারা বরিষণ করে॥

ললিত—আড়া।

এত যে চঞ্চল হলে ওহে গুণমণি।
বুঝি মনে পড়িয়াছে আর কোন ধনি॥
আসায় না গেল আশা, এ কেমন তব আসা,
আসিয়ে শেষনিশিতে যেতে চাও এখনি॥

সরফরদা—আড়া।

এ কি কথার কথা প্রেম হয় যায়।
ক্ষণে যারে দেখা যায়, তাহা কি ক্ষণেকে যায়,
লোকের কথায়॥
যে জন থাকে প্রমাণ, কত কহে অপ্রমাণ,
দোঁহারই বাড়ায় মান থাকে না কথা।
দু'জন হ'লে উত্তম, প্রিয়তম সম সম,
দূরে যায় মনের তম হইলে কথা॥

সরফরদা—আড়া।

তুমি বল 'ভালবাসি' এ কেমন ভালবাসা।—
তোমার আশ্রিত জনে, না পুরাবে মন আশা॥
দেখ কত দূরে বন, চাতক হয় অধীন,
করে বারি বরিষণ ঘুচায় তার পিপাসা॥

পরজ—মধ্যমান।

বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ প্রাণ, এ তো অনুচিত নয়।
যে দিয়াছে মন, তার কি কখন হয় মরণের ভয়॥
তবে যে প্রাণধারণ, প্রিয়জন প্রয়োজন,
মিলন হবার আশায়।
উভয়েরই মন থাকিলে কখন বৃথা কি
জীবন যায়॥

পাহাড়ী—মধ্যমান।

জানিরে তোমারে জানি, তুমিত জাননা জানি।
সে কথা কহিলে পরে পাছে হয় জানাজানি॥
যেইভাবে প্রিয়তম, তার প্রতি তত তম,
কিসে হবে মম সম, মম সম যে আপনি॥

মোহিনী—আড়া।

চাহিয়ে চাঁদের পানে ভেবে হয় মনে।
তুল না হইলে দোঁহে তুলনা হ'বে কেমনে॥
যদি সমতুল করি নয়নে নয়নে,
মৃগাঙ্ক হইয়ে শশী লুকায় তব বদনে॥

মোহিনী—আড়া।

ভ্রমর আর কেন ভ্রমেতে কর ভ্রমণ।
কেতকী চাতকী জান এত কি সে কি অধীন॥
যে তোমার প্রিয়কর, তার প্রিয় দিবাকর,
তবে কেন বৃথা কর, পরধনে আরাধন॥

সাহানা—আড়া।

যতনে যত যন্ত্রণা এ যাতনা কব কায়।
পীরিতি কুরীতি অতি হইল বিষম দায়॥
যদি করি অভিমান, তার উপজয়ে মান,
মানাইতে তার মান, আপনার মান যায়॥
সুজনে মিলন হয়, উভয়েরই থাকে ভয়,
আকিঞ্চন অতিশয়, যাতে প্রেমধন রয়।
একের হয় অধিক, আনে নাই ততোধিক,
লোকে বলে ধিক্ ধিক্, কালি দহে প্রাণ তায়॥

ঝিঁঝিট—তিওট।

এই ত পীরিতি-রীতি হইল দোঁহাতে,
যেমন দর্পণে মুখ পাওত দেখিতে॥

দোঁহার উপজে মান, কেহ না থাকে প্রমাণ,
উভয়েরই মান যায় বাড়িতে বাড়িতে ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

আর কি তারে কভু পারিবে ত্যজিতে।
তিল আধ পরমাদ না পেলে দেখিতে ॥
কতই বলেছি মানে, সে কথা কি মন মানে,
বুঝাতে পারে কি আনে, তারে না হেরিতে ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সই, যে যার মরমে লাগে,
সেকি তারে ত্যজিতে পারে।
না ঘুচে আঁখির আশা ওমুখ হেরে ॥
যার যাতে মজে মন, সে তার পরমধন,
সতত সে প্রাণপণ করে তাহারে ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

তুমি যদি আমি হইতে এমনি দুঃখী আমি হইতে
ভালবাসার আশায় বিচ্ছেদ জানিতে,
আমায় তবে একি পরিচয় হইত দিতে ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

পীরিতে সুখ হ'ল না হ'ল,
আমার তাহাতে কিবা ফল।
আমার আশায় পরাণ নাশ হয় হয়ত সেও ভাল।
বুঝিবে জগতে মরেছে পীরিতে জানিবে ত সকল।
আমার তাহে খেদ তোমার বিচ্ছেদ
হৃদয়ে কালি র'ল ॥

জংলা—একতালা।

যারে না হেরিলে পোড়ে প্রাণ,
কেন তারে দেখিলে উপজে মান ॥
শোন প্রাণসই দুখ তোরে কই ইহার প্রমাণ ॥
না হেরি যখনি মণিহারা ফণী হয়ে থাকি ম্রিয়মাণ
আমার অধিক সে নহে ততোধিক
ধিক ধিক হেন প্রাণ ॥

কাফি সিন্ধু—তাল যৎ।

কহ প্রাণ কেমন ছিলে, সুখেতে নিশি বঞ্চিলে।
শরীর অবশ, নয়নে অলস, ঘুমে ভূমে পড়িলে ॥
তব ধ্যান করি,গোঁয়াই শর্ব্বরী,ভাসিয়ে নয়নজলে।
তুমি অনেকের প্রাণ, আমার এ প্রাণ,
কি হবে তোমার গেলে ॥

বাহার—আড়া।

আইল বসন্ত প্রিয়ে বিরাজে তব শরীরে।
কাঞ্চন ভূষণ যেন, ঝঙ্কারে ভ্রমরগণ
কোকিল কণ্ঠ ভিতরে ॥
করি চন্দন লেপন, পরেছ পীত বসন,
প্রকাশে কুসুম-বন রজনী অন্তরে।
তব গমনাগমনে বহে মলয় পবন
ভীত হয়ে শীত যায় দূরে ॥

বাহার—আড়া।

সুখের বসন্ত হ'ল, সকলের কান্ত এল,
মম প্রিয়তম বিনে সকলে এল।
পথিক দেখিতে পাই, বেগেতে ধাইয়ে যাই,
বলি ঐ এ'ল এ'ল ॥
কোকিলের কুহুরব, শুনি হইয়ে নীরব,
রব প্রাণে কেমনে বল।
সখি এসে মনমথ, মনমত করিছে বাণাঘাত,
হই ভূতলে পতিত কি বিষম কাল ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

হ'ল যৌবন ভারি আমি আর ত রইতে নারি।
তরণী নাহিক তরে বিনে কাণ্ডারী ॥
অনঙ্গে অবশ অঙ্গ, নহি করে অঙ্গ সঙ্গ,
বিনে পতি এ দুর্গতি হ'ল আমারি ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

সাদরেতে প্রাণ সঁপেছি যাহারে।
জীতে কি ত্যজিতে পারি তাহারে ॥
যদি বা কচিৎ সেই অনুচিত,
আমার কদাচিৎ চিত না ফেরে।
উপজিয়ে মান হই অন্য মন,
অন্য অন্বেষণ মনেতে করে।

বুঝে বা নয়নে নাহি হেরি আনে,
কি জানি কি ক্ষণে হেরেছি তারে ॥

কাফি—আড়া।

যা'রে হেরেছি নয়নে, তাকি অন্যে জানে,
মন যা' করে আমার।
হইয়ে আকুল, সদাই ব্যাকুল,
প্রাণ রাখা হ'ল ভার ॥
ভাবিলে সেরূপ, হয়েছি যেরূপ,
কিরূপ কহিব তার।
স্বরূপেতে কই, শুন প্রাণ সই,
তোমা বিনে কে আমার ॥

কাফি সিন্ধু—আড়া।

সাধে কি সাধি তোরে ওরে প্রাণ রে।
না দেখিলে মন যে কেমন করে ॥
মনে কর অপমান, শীতল উষ্ণ সমান,
জলেতে নিভাও অনলেরে ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মন যে কেমন করে কেমনে কহিব কা'রে।
আমার যেমন মন তার কি তেমন হয় রে ॥
শুনেছি লোকেতে কয়, মনে মন পরিচয়,
তবে কেন নাহি হয়, তাহার আমার তরে ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মন যে মনের মত হ'ল না আমার।
নিদয় হৃদয় দিয়ে দহে অনিবার ॥
যারে যত প্রয়োজন, সে না ভাবে প্রিয়জন,
সে আমার নহে কে হবে আমার ॥

বেহাগ—একতালা।

বাসনা বাসনা করে ভালবাসিতে যারে।
সে যদি হয় বিগুণ, গুণাগুণ না বিচারে ॥
আছে লোকমুখে শোনা, পরশিতে লোহা সোণা,
হুতাশনে হেম পরশ করিলে তারে ॥

বাহার—আড়া।

বিরহ বিচ্ছেদে বাঁচি যদি,
ঋতুরাজ শাসনে সদা ভীত অতি ॥
গেল মান লাজ ভয়, পরাণ হ'ল সংশয়,
কেন বা করেছিলাম এ ছার পীরিতি ॥
মলয় পবন বয়, ভ্রমর কোকিল চয়,
সকলে করি বিনয় যত সেনাপতি।
ম'লে যার ভয় নাই, পড়েছি তাহার ঠাঁই,
হরে প্রাণে শরাসনে, আসি রতিপতি ॥

কাফি-সিন্ধু, মধ্যমান।

কোথা হ'তে এলো প্রেম কোথাই বা যায়!
কি তার আকার কেহ দেখিতে না পায় ॥
যেমন জলের বিম্ব জলেতে লুকায়।
নয়নেতে বহে জল জ্বালাতন কায় ॥

বেহাগ—তিওট্।

তুমি যাই যাই করোনা'রে প্রাণ একভাই।
কত আছে কথা মনে, কহিব তোমার সনে,
দেখিলে সকলই ভুলে যাই ॥
আগে মোর যাবে প্রাণ, তবে তুমি যাবে প্রাণ,
কি সাধে বিষাদ প্রাণ চাই।
শুনিয়ে তব গমন, প্রাণ যে করে কেমন,
সরমে মরমে মরে যাই ॥

কাফি সিন্ধু—মধ্যমান।

পরেরে আপনা ভাব, আপন কি পরে হয়।
যদ্যপি হও আপনা, সদাই থাকে ভাবনা,
কি জানি কি পরে হয় ॥
তবে বল কর কেন, উভয় উত্তম জন,
পরস্পর জ্ঞান হয়।
না করিয়ে বিবেচনা, শেষে অশেষ যাতনা,
কি হ'ল, অপরে কয় ॥

কাফি-সিন্ধু—আড়া।

একি অপরূপ মুখ শশধর।
তাহে শোভে বিম্বাধর সুধার আধার ॥
দশনে রেখা অঞ্জন, আঁখি খঞ্জনগঞ্জন,
শিরে যেন শোভে ঘন কেশ জলধর ॥

রাধামোহন সেন।

রাধামোহন সেন দাস—কায়স্থকুলোদ্ভব। কলিকাতা-কাঁসারীপাড়ায় ইঁহার নিবাস ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই ইনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হন; পরে কেবল সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনায় জীবন উৎসর্গ করেন। রাধামোহন যেমন সুগায়ক তেমনিই সুকবি, এবং যেমন সুকবি তেমনই সুরসিক ছিলেন। সংস্কৃত ব্যতীত পারস্য-ভাষায়ও তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। এক সময়ে তাঁহার রচিত গানগুলি প্রায় সকল মজলিসেই গীত ও প্রশংসিত হইত। তাঁহার প্রণীত "সঙ্গীত-তরঙ্গ" একখানি অমূল্য সঙ্গীত-বিজ্ঞানময় গ্রন্থ। তিনি যে কিরূপ সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, এই গ্রন্থই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'রসসার-সঙ্গীত' তাঁহার রচিত অন্যতম সঙ্গীত-পুস্তক। ১২৪৫ সালে তাঁহার এই গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত হয়। দুইখানি সঙ্গীত-পুস্তক ব্যতীত "অন্নপূর্ণা-মঙ্গল" নামক একখানি পুস্তক ইনি রচনা করেন; ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" প্রভৃতি পুস্তকের যে যে স্থান ভ্রমাত্মক মনে করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে তিনি সেই সেই সম্বন্ধে নিজের অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। জীবিতকালে ইনি এক জন উচ্চদরের কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

রূপক।

তাঁর গুণ গান কর, ওরে মন-গায়ক।
পরিণামে যাঁর নাম, অতি সুখ-দায়ক॥
শ্রদ্ধা-বীণা বাজাইয়া, ভক্তি রাগ আলাপিয়া,
নাম-সংখ্যা তাল দিয়া, হে সঙ্গীত-নায়ক॥

হিণ্ডোল—ঝাঁপতাল।

হৃদি-কমল-হিন্দোলে দোলে যদুপতি।
ললিত ত্রিভঙ্গঠামে, বামেতে শ্রীমতী॥
ধ্যান-ডোর-বেড়ি দিয়া, ভক্তি-স্তম্ভেতে বাঁধিয়া,
ধীরে ধীরে দোলাইছে, রতি আর মতি।

পরজ—আড়াতেতালা।

শশী আর প্রেম, সমান গণন।
কহিতে বিদরে বুক, দুই দুঃখিতের দুখ,
দুয়েতে কলঙ্ক আছে, দোঁহে সদা জ্বালাতন॥
শশী সিন্ধুমাঝে ছিল, বাড়বানলে পীড়িল,
নয়ন-সাগরে প্রেম, দাহিকা-গুণে দহিল॥
শশী গেল হর-ভাল, সেথা অনলের জ্বাল,
মনে পশি প্রেম হলো, মনেরাগুনে দাহন।
ত্যজিয়া ললাট-বাসে, শশী গেলেন আকাশে,
তথাকারে আসি রাহু, সময়ানুসারে গ্রাসে॥
মনে থাকি প্রেম হয়, প্রচারাকাশে উদয়,
সেখানে বিচ্ছেদ-রূপ, রাহু করয়ে গ্রহণ॥

বাহার—আড়াতেতালা।

তুমি ভাব তোমারে দরশন। ও প্রাণ,
করে নাহি পুরুষে কখন।
মোরে দেখি এ কারণ, ঝাঁপিয়া বসন,
আপনি হইতেছে গোপন॥
তড়িৎ মেঘের কাছে, বারেক যে দেখিয়াছে,
সে তব রূপ কেশ করিয়াছে লোকন॥
কেবা নাহি শশধর, হেরে নিরন্তর,
তথাপি লুকাইলা বদন॥

সৈন্ধবী—মধ্যমান।

তুমি হেরিলে তারে দূরে তিমিরে, সই।
আমি দেখিতেছি কাছে, উজ্জ্বল মন্দিরে॥ সই,
মম হৃদয় গগন, শরৎ-শশধর সম সেজন, সই!
আমি কি প্রকারে দূরে সই কহিব শশীরে।
যে জনার উদরে মম,
বিনাশ হইল মানস-তম, সই!
তিমিরে কি আচ্ছাদিবে তাহার শরীরে সই॥

ললিত—আড়াতেতালা।

বিষাদ কেমনে হরে না হইলে বিষাদিত। প্রাণ!
বিরস হেরি তোমারে, হইব কি হরষিত॥
পিরীতে আমি দর্পণ, তুমি ত আশ্রয়-জন,
যে ভাবে যখন র'বে, নিরখিবে সেই রীত॥

ক'রি হরিষ বদন, কর বারেক লোকন,
তাহে যদি ম্লান হের, তবে বিপরীত ॥

মোহিনী—আড়াতেতালা।

আমারে দহিতে লাগিল। সই,
যারা আমাতে জন্মিল।
অনল যেমন করে স্ব-যোনি-দাহন,
তেমতি ইহারা করিল ॥
বিরহে কাতরা হ'য়ে করিতে রোদন,
তার গুন গুন ধ্বনি হ'লো অলিগণ,
উভ রব করিলাম পাইয়া বেদনা,
সেই রব—এই কোকিল ॥
ঘন শ্বাস ত্যজিতে জনমিল পবন,
শোক-পুষ্পের সৌরভে খেদোক্ত বচন,
জনরবে উপজিল কালিমা-কলঙ্ক,
তাই শশধর হইল ॥

ঝিঁঝিট—আড়াতেতালা।

পাছে মলিন সই, হয় নাথের বিমল বদন।
প্রেম-রবির তাপ সহিতে নারে সে,
প্রাণ সই লো। সহজে কখন ॥
আমার অন্তরে নাথ সদা বিরজিত, সই,
তাহাতে ঘটিল সখি একি বিপরীত,
বিরহ-প্রবলানল, সই! অন্তর করিছে দাহন।
অন্তর-নিবাসী জন অন্তরে দহিবে,
এই তো আমার এক কলঙ্ক রহিবে, সই।
আমি মরি, সে ভাবনা আমার নাহি কদাচন ॥

ভৈরবী—আড়াতেতালা।

যোগ—বিয়োগ, দুই রবি-শশী-রূপে চরে।
পিরীতি-সুমেরু-গিরি, বেড়ি প্রদক্ষিণ করে ॥
যোগ-রবির উদয়ে, সুখ-দিবা প্রকাশয়ে,
বিয়োগ-শশীর বারে, দুঃখ-রজনী সঞ্চরে।
এরূপ কাল-যাপনা, ইথে কি দুঃখ-শোচনা?
দিবানিশি পুনঃপুনঃ, হয় যার পরে পরে ॥

বেহাগ—আড়াতেতালা।

যাইবার কালে কি আমার জ্ঞান ছিল।
তোমারে ভাবিয়ে মনে, বিনোদিনি চেতন হরিল ॥
তোমার অনুমতি লব,
মনে এই অনুভব, ও প্রাণ রে।
শোক আর রোদন মিলি, ভুলাইয়া দিল ॥

কাফি একতালা।

কেমনে বল তুমি মম জীবন
তুমি আমি এ প্রভেদ,
ও বিধুবদনি. আছে ত এখন ॥
দেখ পিরীত প্রকাশ. কুসুম আর সুবাস,
এক তনু ভিন্ন গুণ, এক দরশন ॥

মালকোষ—আড়াতেতালা।

সে দেশে এখন, ওহে গুণমণি, করো না গমন
তব প্রেয়সীর আদেশে,
আইলাম আমি, করিতে বারণ ॥
দিনে তিন রূপে রবি ভ্রমিয়া গগন,
স্বাভাবিক তাপে সবে করয়ে দাহন,
পুনঃ আর বার হয়,
নিশিতে উদয়,—প্রচণ্ড তপন।
পবনের সনে গিয়া মিলিল অনল,
কোকিল ভ্রমরগণ উগারে গরল,
একে সে জ্বলিছে ইথে,
তুমি কি যাইয়া হবে জ্বালাতন ॥

মালকোষ—আড়াতেতালা।

হয় সে দাহন, সই,
আমি করি প্রেয়সীরে স্মরণ।
তাহা না বুঝিয়া প্রিয়া—
উদ্দীপনে দোষ দিল অকারণ ॥
নিশিতে তপন কেন উদয় হইবে,
পবনের সনে কেন অনল মিশিবে,
কোকিলে আর ভ্রমরে বা
করিবে কেন গরল বমন ॥
বিরহ-অনল হয় বিয়োগ-পালিত,
আমার অন্তরে আছে সদা প্রজ্বলিত,
সে অনল মাঝে তারে,
ধ্যানের প্রভাবে, আনিল যখন ॥

মালকোশ—আড়াতেতালা।

শুধু নয়ন শ্রবণ থাকিলে কি হয়!
মন যার—নাহি তার,
ওলো সহচরি! কিছুই কিছু নয়॥
শরীরে কি সংজ্ঞা আছে,মনো যে নাথের কাছে,
যে সংযোগে দেখি শুনি, সে যার নিদয়॥

মূলতানী—আড়াতেতালা।

ওলো প্রাণসখি,
নাথ আসিয়াছে বুঝি মোর কাছে।
তা নহিলে পুরে কেন,
শীতল উজ্জ্বল হেন, তম হরিয়াছে।
সেই সুমধুর স্বর, শুনিতেছি নিরন্তর,
সেই নিশ্বাস শরীরে লাগিতেছে।
পেয়ে সে অঙ্গের ঘ্রাণ,
ব্যাকুল আমার প্রাণ, আর হইয়াছে।
কিন্তু না হেরি সে জন, নাহি পাই অন্বেষণ,
ধরিতে না পারি তাকে, উত্তর না দেয় ডাকে,
লুকি রূপে আছে॥

মূলতানি—আড়াতেতালা।

ওরে বিনোদিনি, কারে বল কান্ত, আইল বসন্ত,
হেরি শরীর কিরণ,
ভাব নাথের আগমন, কেন হেন ভ্রান্ত॥
শুন যে মধুর রব, কুহরে কোকিল সব,
ঝঙ্কার করিছে যত অলিগণ,—
যাহারে পবন মান,
সে মলয় পবমান, বহে অবিশ্রান্ত।
প্রফুল্ল কুসুমচয়, সুগন্ধে আমোদ হয়,
অঙ্গের সৌরভ তাহা জ্ঞান কর,
সেই ভাবনাতে র'বে, সদাই ব্যাকুলা তবে,
কবে হবে শান্ত॥

ভৈরবী—একতালা।

মনের কথা, সই, এমন অরি—।
না কহিলে মরি, তাহা কহিলেও মরি॥
যদি না চাহি কহিতে, চাহি গোপনে রাখিতে,
দহে হৃদি, অনলের তেজ সে ধরি॥
কিঞ্চিৎ কহিতে যার, কি কব যাতনা তার,
রসনা দহিয়া যায়, বল কি করি॥

মূলতানী—আড়াতেতালা।

কেন ভুরু-ধনু টান, হানিবে কি প্রাণ?
কুরঙ্গ বধিতে বুঝি, করিছ সন্ধান॥
শুন হে তোমারে কহি, আমি তো কুরঙ্গ নহি,
কেবল আমার বদনে, কুরঙ্গ-নয়ান॥

ঝিঁঝিট—আড়াতেতালা।

মনের নয়নে, ও সই, মজালে আমারে।
দেখিতে না চাহি যারে, সে দেখে তাহারে॥
না হেরি যার বয়ান, না করি যাহার ধ্যান,
সে জন উদয় সদা, মানস-আগারে॥

মূলতান—আড়াতেতালা।

পড়িয়াছ রূপ-ফাঁদে, পিরীতি কাননে,—
বধিবে কি বিহঙ্গম কপট নিষাদে?
হায় রে আমার আঁখি, নর্ত্তক খঞ্জন পাখী,
বন্ধনে পড়িয়া আজি, গণিছে প্রমাদে॥

পুরিয়া-ধানশ্রী—আড়াতেতালা।

পুরুষ যেমন পারে, নারী কি তেমন?
সদা এক সনে নহে, প্রাণ, প্রেম-আলাপন॥
নিদর্শন অলিকুলে, নাহি বসে এক ফুলে,
নবপ্রেম নিতি নিতি, নূতন যতন॥

ভৈরবী—আড়াতেতালা।

ভুলালে প্রথমে রূপে এ দুই নয়নে।
বন্ধন করিল গুণে, ক্রমে ক্রমে মনে॥
নহিলে মোহিত কেন, থাকিবে সদাই হেন?
করিল মোহন যোগে, আবৃত চেতন॥

বেহাগ—তেওট।

যদি স্ববিষয়, প্রাণ, জানিতে পারিতে,
পরেরে মজাইতে না।
প্রেম-জনন সম্পদ, ও বিধুবদনি,তব শরীরে উদয়
সুশীলতা সুধীরতা, স্নেহ-করুণা মমতা,
যে রূপ কিরূপে কব, দেখিলে বোধ সে হয়॥

লহ মম আঁখি মন, লোকন-বোধ কারণ,
অখনি আপনি ল'বে, আপন প্রেম-আশ্রয় ॥

দেশী—আড়াতেতালা।

দেখ প্রাণনাথ, পলক বাদ সাধে।
নহিলে নয়ন ভরি দেখিতাম মনের সাধে।
একে তব রূপ-দানে, তুষিতে নারি নয়নে,
তাহাতে ব্যাঘাত আর, না জানি কি অপরাধে ॥

মোহিনী—আড়াতেতালা।

বেগে আসিতেছে মদন সই, নহে বসন্ত কখন।
তার পাছে পাছে রতি কহিছে বিনয়ে,
না বধ না বধ জীবন ॥
নূপুরের ঝন্‌ঝনি ভ্রমর-ঝঙ্কারে,
গর্জ্জনে বিনয়ে দু'য়ে কোকিল-হুঙ্কারে,
আমোদিত করিয়াছে অঙ্গের সৌরভে,
কোথা মলয়ের পবন ॥
অতিশয় প্রভাবিত করি দরশন,
শশী বলিছে, সখি, তা নহে কখন,
ঊর্দ্ধ করি আনিতেছে সুশাণিত অসি,
আমাকে করিতে ছেদন ॥

ভৈরবী—তেওট।

শশীর সহিত অরুণ,—প্রাণ, হইল উদয়।
মুখ সুধাকর তব,—প্রাণ, রবি ছবি আঁখিদ্বয়।
মম হৃদয়-কমল, কোন্ ভাবে থাকে বল,
কেমনে মুদ্রিত রয়, কিসে বা প্রফুল্ল হয় ॥
বুঝি আমার মন, এই কালে নিরূপণ,
নিশিদিশি এক-ময় কালরূপী এ সময় ॥

কাফি।

শশীকে দিয়াছি রবি—যেন মুকুতার হার।
হেরি চকোরের হৃদি—হতেছে বিদার ॥
মান-তপন-প্রতাপে, কোপ-হুতাশন তাপে,
বিন্দু বিন্দু ঘামিয়াছে—বদন তোমার ॥

বিভাস—আড়াতেতালা।

চাঁদে সে বিপরীত, যা তোমার সুললিত।
তাহার তুলনা কেন, ওলো বিনোদিনি
দিব তোমার সহিত ॥
তাতে যে কুরঙ্গ-অঙ্ক, সে তো কেবলি কলঙ্ক,
তব নয়ন-হিল্লোলে মৃগ-চিহ্ন শোভিত ॥
হইলে তার উদয়, কমল মুদিত হয়,
তোমার উদয়ে হৃদয়-কমল বিকশিত ॥
যামিনীতে জ্যোতি তার, তাহে হ্রাস-বৃদ্ধি সার,
তব জ্যোতি এক সম,—দিবা নিশি স্থগিত ॥

গৌরী—আড়াতেতালা।

প্রেম নামে আছে এক পুরী মনোহর,—
প্রাণ!—সে অতি সুখকর।
দ্বার—ফুল-শরাসন, ফুল-শরে আবর্ত্তন,
দ্বারী তার পঞ্চশর ॥
কোকিল ভ্রমর শিখী চকোর চাতক,
নীরদ কুসুম শশী এ পরিচারক, প্রাণ।
বিচ্ছেদ বিষাদ বাদ, মান মৌন সুবিবাদ,
এ সকল শোভাকর ॥
মনের নিকটাবধি আর সে পুরীতে,
মিলনে মিলনপথ-পাইবে দেখিতে প্রাণ।
হেনপুরী মনোলোভা, তবে হয় তার শোভা,
তুমি যদি বাস কর ॥

পূরবী—আড়াতেতালা।

কটাক্ষে মরি ওলো, কটাক্ষে মরি আমি তোমার
এ আঁখি যেমন, না দেখি এমন, কখনো কার ॥
বিষদৃষ্টে একবার, জীবন কর সংহার,
আর বার চাও, সুধায় বাঁচাও, সে অনিবার ॥
মরণ জীবনামার, বস তব বাসনার,
যেন প্রাণ থাকে, কি কব তোমাকে অধিক আর।

গৌরী—আড়াতেতালা।

প্রেম-সিন্ধু-মথনেতে, এই উপার্জ্জন প্রাণ,
কি কেবলি যাতন!
মন্দর মনো আমার, অনন্ত গুণ তোমার,
মদনের আকর্ষণ ॥
উঠিল কলঙ্ক-শশী গঞ্জনা-মাতঙ্গ,
উঠে লোক-লাজৌষধি চমক-তুরঙ্গ প্রাণ।
চিন্তারূপ পারিজাত, উঠে দুঃখ-শাখা-সাথ,
কোথা করিব রোপণ ॥

উঠিলা কমলাসনা চঞ্চলতা বেশে,
উপজিল সুখ-সিন্ধু সুধার আবেশে,—প্রাণ।
উঠিল বিচ্ছেদ শেষে, বিষম বিষ-বিশেষে,
দহে শরীর-ভুবন ॥

মালকোশ—ত্রিয়ট।

বসন্ত হইল রাজা, সই, ছয় রাগিণী রাণী।
স্থলজ জলজ কুসুম-কানন মাঝে রাজধানী ॥
শোভাকর শশধরে, শিখীগণে ছত্র ধরে,
নৃত্য করে খঞ্জন, গুঞ্জরে গান গায় মধু মানি ॥
মন্দ মলয় মারুত, হ'য়ে মন্দগতি দূত,
নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, কহে এই বাণী ॥
কি কুমন্ত্রী পঞ্চশর, কু-কোকিল নিশাচর,
ফিরিতেছে বিরহ-ছল চাহিয়া, হয় কি না জানি ॥

ভৈরব—আড়াতেতালা।

ধরিল হরের বেশ তোমার শ্রীমতী।
ভস্ম করিবারে পুন, ওহে শ্যাম হে,
রিপু-রতিপতি ॥
রাগ-ভাগ নাগ তায়, অলঙ্কারময় গায়,
আলু-থালু বসনেতে, নগনা যুবতী ॥
বেণী—জটাজুট মত, প্রাণ-বিষ কণ্ঠাগত,
বিষাদ-বিভূতি মুখে,—মাখিয়াছে সতী ॥

রামকলী—আড়াতেতালা।

আমার এ তনু—যন্ত্র।
যে বোল বলিয়া বাজাইয়াছ, শ্যাম,
হলো তাই মন্ত্র ॥
সুখ দুঃখ খেদাহ্লাদ, মানন্দ মোহ বিষাদ,
এই সাত সুরে তিন গ্রাম, তিন নাড়ী তন্ত্র ॥
তুমি বল যাই যাই, মোর প্রাণ বলে তাই,
কি রাগে বিরাগ হে করিলে, এ কেমন তন্ত্র ॥

রামকলী—একতালা।

শ্যামের গুণ সই, কেন কর গান।
মিশায়ে প্রেম-রাগে, বিচ্ছেদীয়-তান ॥
বিহারীয় ক্রিয়া-কাল, বিস্মর বিলাস-তাল,
বারে বারে দিওনা এ, 'হায়-হায়'-মান ॥
বিগুণের অগুণ গীত, কর বিরাগে মিলিত,
তবে আর হবে না সে, রাগ মূর্ত্তিমান ॥

গুণকলী—আড়াতেতালা।

কেও বুঝে না সই, প্রেম-পরিচ্ছেদ।
সবে বলে শ্যাম সনে, করিতে বিচ্ছেদ ॥
শ্যাম-প্রেমে বাঁধা রাধা, রাধা শ্যামাঙ্গের আধা,
তবু পাপ লোকে করে, অভেদে প্রভেদ ॥

গুণকালী—আড়াতেতালা।

নয়ন সদাই ডাকে রূপের ইঙ্গিত-বিধানে।
কে বলে পলক পড়ে সই, পালট-প্রমাণে ॥
যে দিগে যখন চায়, শ্যাম-রূপ দেখিতে পায়,
ইহাতে রূপের গতি, সুচঞ্চল মানে ॥
তাহে এই করে ভয়, পাছে রূপ অন্তর হয়,
তেজে তেজ মিলিয়াছে, তাতো নাহি জানে ॥

দেওসাক—তেওরা।

ওলো নিত্য সখি, বল দেখি,
নারী-বধের ভাগী কে হইবে।
একেবারে সপ্তরথী করিছে প্রহার,
একাকিনী রাধে কেমনে বাঁচিবে ॥
দুরাচার অহঙ্কার নিদয় হইয়া,
বাঁধিয়াছে শ্রীমতীকে কোপ-লতা দিয়া,
কাম হানে ফুল-বাণ, শশি-কর শেল,
পিক-স্বর শর কিসে নিবারিবে ॥
ঋতুনাথ করে কাল-করবাল-পাত,
সমীরণ করিতেছে গতি বজ্রাঘাত,
কুসুম সৌরভ শূল করিছে ক্ষেপণ,
এরূপে অবলা নিতান্ত মরিবে ॥

খট—ত্রিয়ট।

মম হৃদয়-কমল নাথ, দেখ বিকসিত ॥
মানস-গগন-দেশে, তব রূপ অরুণ-বেশে
হয়েছে উদিত ॥
দুঃখ-নিশি পোহাইল, সুখ দিবা প্রকাশিল,
জাগিল জীবন।
তোমার গুণ-ভ্রমর, মরমে করিয়া ভর,
গুঞ্জরে ললিত ॥

এমন যে দিনকর, অন্তর হতে অন্তর,
কি জানি বা হয়।
এই সে কারণ তার, এ দুই নয়ন-দ্বার,
করিলাম মুদিত॥

কালাংড়া—ঢিমে তেতালা।

সলিলে ডুবিয়া কেন, কুমুদ-নয়ন।
কহ বিনোদিনি রাধে, ইহার কারণ॥
একবার প্রাণেশ্বরি, এই অনুমান করি,
বুঝি অস্তাচলে শশী, করিল গমন।
আর বার মনে লয়ে, তা হলে অরুণোদয়ে,
প্রফুল্ল হইত তব, কমল-বদন॥

ভেটিয়ার—ঝাঁপতাল।

সাধিছ রাধে! গুরু মান।
তবে বুঝি রহিল না তব মান।
মানিনী হইয়া যেবা হয় মানিনী,
মান-রাহু-মুখে তার মান-শশী সমাধান॥
পরিহার-ফুলে মাখি মিনতি-চন্দন।
রসনা পূরিয়া তোমায় করিলাম অর্পণ,
অগৌরব-কূপে তাহা ত্যজিলে তুমি,
শ্রবণের দ্বারে তার নাহি লইলে ঘ্রাণ॥
আমার সাধনা তব চরণে ধরিয়া,
তুমি অচ্ছ মানের পদ সার করিয়া,
সাধনীয়া হবে কোথা মম সাধনে,
তা না হয়ে, হলে রাধে, সাধিকার সমান॥

সুহা—সওয়ারি।

একি অসম্ভব তব, যৌবন-সলিল প্রাণ!
তৃণের সমান, ভাসিছে পাষাণ,
পাষাণের মত তৃণ, মগন হইল প্রাণ॥
প্রেয়সি! তোমার কুচ-গিরি বলি যায়,
অনায়াসে ভাসিতেছে লাঘবের প্রায়,
তব কলেবর, কেমনি সাগর,
অধীনের মন-তৃণ, তাহাতে ডুবিল প্রাণ॥

মালকোশ—ত্রিয়ট।

কি হেরিলাম অপরূপ যমুনার কূলে সই!
ঐ দেখ দাঁড়াইয়া কদম্বের মূলে সই!
নব-জলধর শ্যাম, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা ঠাম,
নয়ন নাহিক ফিরে, মন নাহি ভুলে সই!

মালকোশ—ত্রিয়ট।

অক্ষি-মন গেল গেল, চল ফিরে ঘরে যাই,
আমি কুলবতী নারী, কুলের গৌরব চাই॥
ইতে যদি প্রাণ যায়, দুঃখ নাহি ভাবি তায়,
কুল পাছে মজে, সখি, এই বড় ভয় পাই॥

গৌর-শারঙ্গ—আড়াতেতালা।

সকলি চঞ্চল সই, কহিও মাধবে,
তাহারি বিরহে।
কেবল আমার মন, লয়ে তাঁহার শরণ,
হলো অচঞ্চল॥
এই দেখ করের কঙ্কণ,
বাহুমূলে করিছে গমনাগম,
বাস, বন্ধনে রহিয়া, তবু পড়িছে খসিয়া,
ধরাতে অঞ্চল॥
স্বস্থান ত্যগিয়া এ জীবন,
ওষ্ঠের সহিতে সে করিল মিলন,
এই অভিপ্রায় তার, না যাইবে পুনর্ব্বার,
হৃদয়-অঞ্চল॥

গান্ধার—একতালা।

প্রাণনাথে-নিশিনাথে সই, সমান যে গণিলে।
কার কিবা গুণাগুণ সই, কিসে কি বুঝিলে॥
শশি-দরশন-ছলে, বিচ্ছেদ-সাগর উথলে,
স্রোত বহে নয়ন-যুগলে;—
সে সিন্ধু শুকায়, শ্যামে বারেক হেরিলে॥

ছায়া-নট—আড়াতেতালা।

অধরে যে অঞ্জন,—হে মনোরঞ্জন!
মম সুখ-তরু শাখা,—প্রাণনাথ!
কে করিলেক ভঞ্জন॥
সু-রঙ্গ সুপরিমল, সুমধুর বিম্বফল,
খাইল মধুর তারে, কার নয়ন-খঞ্জন॥

বাগেশ্রী—আড়াতেতালা।

দুঃখের আকার—হরি হে! করিব সৃজন।
না হলে সাকার-ময়, ধ্যানে বৈলক্ষণ্য হয়,
বিচলিত মন॥
ভাবনা আকাশ নয়ন-জল,
ধৈর্য্যতা-ধরণী, মনের অনল,
সঘন-শ্বাস-মারুত, এই পঞ্চে পঞ্চভূত,
করিয়া স্থাপন॥

বাগেশ্রী—আড়াতেতালা।

সুখের শরীর সঞ্চরে, মিলনে তোমার।
শব্দ-স্পর্শ-রস-রূপ, সৌরভ—এ পঞ্চ রূপ,
পঞ্চভূত তার॥
তব সুবাক্যের মধুর ধ্বনি,
তাহাতে প্রেয়সি আকাশ গণি,
কুচ ধরাধরোপরে,ধরণীর ধ্যান ধরে,হৃদয় আমার
তব রসনার সরস জল, রূপের কিরণ-রূপ অনল,
সমীরণ অনুভব, অঙ্গের সৌরভ,
বহে অনিবার॥

ললিত—ঢিমে-তেতালা।

সহে না প্রাণে আর, রিপুর অহঙ্কার।।
মুহুর্ম্মুহু মনসিজ প্রাণসখি, করিছে ধনু টঙ্কার॥
ফুল করে উপহাস, কহিয়া সৌরভ-ভাষ,
পাইয়া সহায়-বল, মধুকরের ঝঙ্কার॥
এখন না এলে হরি, এ বিপদে কিসে তরি,
ওই শুন ঘন ঘন, কোকিল ছাড়ে হুঙ্কার॥

বেলাবল—আড়াতেতালা।

বিরহ-অনলে তনু, হলো তো ভস্মের রাশি।
তাই আরাধনা-রূপে, সমীরণেরে সম্ভাষি॥
এ রূপে মরি মরিব, তবু মাধবে পাইব,
সে তো কোন মতে সখি, সদয় হলো না আসি।
যদি বায়ুসখা হয়ে, এ ভস্ম কিঞ্চিত লয়ে,
দেয় শ্যামের শরীরে, এই, মর্ম-অভিলাষী॥

ঢিমে—ধিমা-তেতালা।

তুমি দুঃখ দেহ তাহে, দুঃখ নহে নিয়ত।
তোমাকে নিদয় বলে, শ্যাম হে
এ দুঃখ অবিরত॥
হয়েছে গোপীগণের জিহ্বা শরাসন,
তাতে শর-সম তব কুযশো-বচন, হে শ্যাম!
সতত সন্ধান করে শ্রবণে, প্রাণে হে,
প্রাণে তা সবে কত॥

দেওগিরি—আড়াতেতালা।

মরিলে—শ্যামেরে যেন সই, পাই তা করিও।
পঞ্চভূত স্থানে স্থানে, বলি যেখানে যেখানে,
মিশায়ে রাখিও॥
যে সলিলেতে দেখিবে, মাধব কেলি করিবে,
এ সলিল সে সলিলে প্রদান করিও॥
যে পথে গমন তার, পৃথিবী-ভাগ আমার,
তথা মিলাইও॥
যদি সে আমার তরে, হৃদে করাঘাত করে,
তখনি আকাশ রেখো হৃদয়-উপরে,—
চামরে রেখো পবন, তেজ-ভাগ দু'নয়ন,
মুকুরে সঁপিও॥

বেহাগ—আড়া তেতালা।

কে জানে কেমনি তব, রাধে, আশ্রয়ের গুণ।
নাশক হইল সখা, এ এক দারুণ॥
অরুণাক্ষি চন্দ্রনন, তাহে কোপ-হুতাশন,
তথাচ বিষাদ-তম, বহিছে দ্বিগুণ॥
আমারে তে একজন, আশ্রিত-গগণে গণ,
তবে কেন মম প্রাণে, দহে কোপাগুন॥

বেহাগরা—আড়াতেতালা।

তোমার শ্রীমতী ভস্মরাশি হইল হইল।
ঋতু, মদন, বিচ্ছেদ, সমীরণ, শশী,
এই পাঁচে মিলি দহিল॥
এ ঋতু সে শ্রীমতীর মনে কুণ্ড নিরমিল,
মনমথ, শর-তৃণ দিয়া তাহা সাজাইল,
বিচ্ছেদ, আপন মত সময় পাইয়া,
বিরহ-অনল জ্বালিল॥

সখা-ভাবে পাবকে, পবনে আলিঙ্গন দিল।
তাহাতে তারো আর দ্বিগুণ গৌরব বাড়িল।
প্রজ্বলিত করিবারে অনিবারে তায়,
শশী, সুধা-ঘৃত ঢালিল॥

দেশী—আড় তেতালা।

শ্যাম, তুমি নবঘন, মম হৃদয় গগন।
তবে তাহাতে উদয় হও নাহি কি কারণ॥
চাতকিনী মম মতি, ত্বরায়ে কাতরা অতি,
পুরাও তাহার আশা রমাপতি!
করুণা-রূপ সলিল, কর কণা বরিষণ॥

কাম্বোদ—একতালা।

আসিয়া কাননে, শ্যাম অন্যা সনে,
হারালে চাহনি।
যে দেখি তোমার, বুঝি আর-বার,
হারাও বা চারু চলনি॥
তব নয়ন-হিল্লোল করিয়া হরণ,
ঐ দেখ কুরঙ্গ করিছে পলায়ন,
হেন দুঃখ-রীত, বারেক দেখিতে,
এ সময়েতে যদুমণি॥
কলহান্তরিতা হয়ে ত্যজিলে সে গুনে,
ইবে কাতরতা-ভাব হলে অন্যা সনে,
ভবন ভবন, করিলে ভ্রমণ,
তাঁরেও না পাইলে, ধনি॥

কেদারা—একতালা।

আমি নারী, হর নহি, শুন হে মদন।
বিনা অপরাধে বধ রাধার জীবন॥
পরাজয়-ঋণ যদি চাহে শুধিবারে,
যাহ তবে হরের সদন॥
হারে কি বুঝিলে ফণী, বেণী জটাজুট,
নীলমণি-আভা কণ্ঠে, নহে কালকূট,
ললাটে চন্দন-বিন্দু-সিন্দুর দেখিয়া,—
মানিলে কি চন্দ্র-হুতাশন॥
বিরহ-সন্তাপে মোর ধরায় শয়ন,
ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ তাহারি কারণ,
তাহা না বুঝিয়া তুমি রাগের প্রভাবে,
ভাবিয়াছ বিভূতি ভূষণ॥

মালশ্রী—আড়াতেতালা।

এ বেশে বসিয়া বসিয়া কেন,
চিন্তা-রূপ তরুতলে।
মানেরে ভুলালে বুঝি রাধে,
কলহ-কৌশল ছলে॥
রোষ-রূপের চন্দন, সব শরীরে লেপন,
ললাটে অলকাবলি, শ্রম বিনা শ্রম-জলে॥
মুকুত-কুন্তল-ভার, তাহে ভূষা রজ-সার,
বিষাদ-বসনাবৃত, হেরি বদন-কমলে॥

পূরিয়া ধানশ্রী—আড়াতেতালা।

মান-সরোবরে রাধে, নিশিতে কি প্রয়োজন।
এ জলে কি নিবে জ্বালা, দ্বিগুণ জ্বলয়ে মন॥
রোদন-কুমুদোপরে, শ্বাস-ভ্রমর গুঞ্জরে,
সেই ছলে ভ্রম-শর, হানিবে শ্রম-মদন॥
দেখহ উভয় ভাগে, কোক-বধূ কোক জাগে,
ভাবনা-বিষাদ-রূপে, শোক-কূপে নিমগন॥

কানড়া—আড়াতেতালা।

না হ'তে পতন তনু, দাহন হইল আগে।
মরণের দোষ-গুণ সই, আর ভার নাহি লাগে॥
দুঃখ-রূপ তৃণ দিয়া, চিত্ত-চিতা সাজাইয়া,
আপনি বিচ্ছেদানল, প্রজ্বলিত অনুরাগে॥

বারোঁয়া—ত্রিয়ট।

শ্যাম যদি আমারে নাহি চাহে, তাহে কি বহিবে।
আমি তো শ্যামের চাহি,
ওলো সই, শ্যামে কহিবে॥
সে তাহার অগোচরে, আমার অন্তরে চরে,
মন, শ্যাম-রূপ পেয়ে স্থির রহিবে॥
তবে কিনা নয়নে, বাহ্য বিচ্ছেদ-কারণে,
সঘনে ঘনের মত, বারি বহিবে॥

ইমন-কেদারা—ধামার।

সাধে সাধ করি এত, তোমারে দেখিতে।
মানস প্রবোধে বোধ, নাহি লয় চিতে॥
শ্যাম,—শ্যাম-রূপ তব, মনোহর সুধার্ণব,
মাধুর্য্য-মাদক-রূপে, প্রণত আঁখিতে।

ধানশ্রী—আড়াচৌতাল।

বিচ্ছেদ-তরুর মূলে, কেন গো রাধে,
করিছ রোদন।
বল দেখি, বিষবৃক্ষ, কে করে সেবন ॥
পাইয়া নয়ন-জল, মুঞ্জরিবে নবদল,
ফলিবেক দুঃখ-ফল, বিষ আস্বাদন ॥

আসাবরী—ত্রিয়ট।

বসন্ত উদয়, প্রাণসখি, আমার অন্তরে।
প্রফুল্ল হইল, সখি, বিষাদ-কুসুম,
অনঙ্গলতা মুঞ্জরে ॥
বিচ্ছেদ-মলয়গিরি, বিরহ-পবন,
মন্দ মন্দ গতি তাহে বহিছে সঘন,
কুহরে খেদ-কোকিল, মাতি শোক-আমোদে,
রোদন-ভ্রমর গুঞ্জরে।
যেই প্রেম-শশী ছিল সদয় তখন,
বসন্ত-সামন্ত হয়ে দহিছে এখন,
অধিক ইহাতে আর হৃদয়-কমল,
দলিছে দুঃখ কুঞ্জরে ॥

পুরিয়া-আসাবরী—আড়াতেতালা।

যাবে যাও শ্যাম হে, ক্ষণেক রহিয়া।
নিতান্ত যাইবে যদি, আমারে দহিয়া ॥
করিয়াছ সমিভ্যারী, সুখ মন দুই আমারি,
যাইতে নিষেধ তিনে, একত্র হইয়া ॥
নৈরাশ-বচন দিয়া, আশা প্রবোধ করিয়া,
জীবনের সঙ্গে দিব, চত্বার করিয়া ॥

ললিতা-গৌরী—আড়াতেতালা।

পিরীতি-বারণ করিছে দলন।
অঙ্কুশ তোমার করে, শ্যাম হে, কর নিবারণ ॥
সরোবর মম কায়, যৌবন সলিল তায়,
মান-যশ-লাজ-ভয়, কমল-কানন ॥
মন নাল, প্রাণ মূল, বুঝি তা হলে নির্ম্মূল,
কি দিয়া তুষিব আর, ওহে, তব মন ॥

নটনারায়ণ—ত্রিয়ট।

অনলে সলিলে প্রাণ নহে সমাধান।
আর মরণের সখি, আছে কি বিধান ॥
যদি হুতাশন জ্বালি, তাহাতে শরীর ঢালি,
নির্ব্বাণ করয়ে আঁখি, করি বারি দান ॥
হ্রদে সঁপিলে শরীর, মনোগ্নি শোষয়ে নীর,
মারে না, মরিতে দেয়, মনোক্তি সমান ॥

মল্লারী—আড়াতেতালা।

পাইয়া বিরহ ছল, কেন বাদ সাধিছে সই!
পিরীতির উদ্দীপন, ছিল যাহারা তখন,
এখন তারা দহিছে।
শশী ক্ষরে খর কর, অনিল, অনলতর,
কুসুম-সুগন্ধ শূল হানিছে।
অলি কহে গুণ, অগুণ, তাহে কোকিল দারুণ,
কত কুকথা কহিছে ॥

সারঙ্গ—সওয়ারী।

সকলি বিরূপ সখি, বিচ্ছেদ-কারণ।
বিরহের আদেশ লয়ে, শশী এলো রবি হয়ে,
চন্দন হলো গরল, করিছে লেপন ॥
অগুরু মাখায়ে দিলে, এ হেন কুসুম-হার,
যেন কণ্টকপ্রায় হৃদে ফুটিছে আমার।
মন্দ মন্দ সমীরণ, করিছে বজ্র-ক্ষেপণ,
হয়ে নীল-বাস, করিছে দংশন ॥
ভূষাইয়া দিলে, সখি, যত রতন-ভূষণ,
জ্ঞান হয় জ্বালা লয়া দিয়াছে দেহে হুতাশন,
কোকিল-ভ্রমর গানে, বাণ হেন হানে কানে,
এ যন্ত্রণা হ'তে ইবে কুশল মরণ ॥

জয়েন্তশ্রী—আড়াতেতালা।

হইলাম না শ্যাম, কেন আমি, তোমার স্বরূপ।
যারে যে ভাবে, সে হয় তার অনুরূপ ॥
নিদর্শন দিব্য মান, নিশি করে শশী ধ্যান,
প্রকাশিয়া নিশিপতি, দেন নিজ রূপ।
বুঝি, তোমার সাধনে, করেছিলাম দ্বিধা মনে,
কিম্বা তুমি অধীনীরে, ভাবিলে বিরূপ ॥

শঙ্করাভরণ—আড়াতেতালা।

অরূপে কলঙ্ক ইবে, হইল ঘটন।
চাঁদেতে কলঙ্ক আছে বিধির সৃজন ॥

প্রেম-রূপ দিনকরে, বিচ্ছেদ-কলঙ্ক ধরে,
লাজে হৃদি কমলের মলিন বদন।
ভানু হলো কলঙ্কিত, দিনে কমল মুদিত,
দুঃখ-কুমুদিনী হাসে এই সে কারণ।

সম্পন্ত—আড়াতেতালা।

চঞ্চল হইল অচঞ্চল, তোমারে হেরিয়া।
চঞ্চলতারে রাখিল ও-রূপে ঘেরিয়া॥
দেখ এ চঞ্চল আঁখি, রহিল নিমেক রাখি,
পলক-বিচ্ছেদ সনে বিচ্ছেদ করিয়া।
ত্যজিয়া বিচিত্র গতি, তোমাতে রহিল মতি,
দেখাইতে পারি ভুরু-মাঝে বিদারিয়া॥

সামন্ত—আড়াতেতালা।

কারে বল রজনী, সজনি লো,
ও যে কাল-ফণি।
বিরহিণী গ্রাসিতে আসিতেছে, গ্রাসি দিনমণি॥
হেরি অতি দীপ্তিমান্, করিছ যা শশিজ্ঞান,
তা জানিও নিতান্ত গগনেতে, রাখিয়াছে মণি॥

ছায়া—রূপক।

পিরীতে এই করিলে, বাধিত এ দুঃখ-ঋণে।
কত নয়নের নীরে শ্যাম, শোধ দিব কত দিনে॥
দুঃখিনীরে দুঃখ-ধার, দিয়া কে পেয়েছে আর,
কি আশ্বাসে এ বিশ্বাস, হইল সুখ-বিহীনে॥

জয়জয়ন্তী—ত্রিয়ট।

হে বিরহানল, আমার আঁখিরে রাখিও,
আর সকলি দহিও।
হিংমাংশু-বদন তার, নয়নেরে একবার,
দেখিবারে দিও॥
নাসিকা, রসনা, আর হৃদয়, শ্রবণ,
একেবারে সবাকারে করিও দাহন,
শ্যামের বিচ্ছেদ-যাগে, মন-জীবনেরে আগে,
আহুতি লইও॥

সিন্ধুরা—আড়াতেতালা।

কমল কোমল অতি, কেমনে বলিলে।
সম্ভব হইত যদি, থাকিতে সলিলে॥
কমল নয়ন তব, কটাক্ষ-বাণ উদ্ভব,
সেই শরে আঁখি ভেদি, মনেরে দলিলে।
কুচ কমল-আকৃতি, কিন্তু কঠোর প্রকৃতি,
গুণ-গ্রাহকেরে কেন এ রূপে ছলিলে॥

বড়হংস—একতালা।

ইন্দীবরে প্রভাকরে হলো এক অঙ্গ।
আধই নীলবরণ আধই সুরঙ্গ॥
তব আঁখি-ইন্দীবর, তাহে রঙ্গিমা ভাস্কর,
মিলনে বাড়িল রাধে, রাগের তরঙ্গ॥
যে করিল এ ঘটনা, তার পূরিল কামনা,
লাজে শোকে অচেতন, মম মনোভৃঙ্গ॥

পরজ—আড়াতেতালা।

হাসিতে হাসিতে কেন করিছ রোদন,
ওহে শ্যাম হে!
সরস বিরস, একত্রে দু'রস,
কিসে হইল মিলন॥
যদি বল রমানাথ, পুলক-অশ্রুপাত,
এতো নহে বিচ্ছেদের পরেতে সাক্ষাৎ,
তা হলে কখন, হয় না এমন,
মুদিত দুই নয়ন॥

পরজ—আড়াতেতালা।

মম নয়ন নীরদ করে বরিষণ,
ও বিনোদিনি!
মুকুরে বদন, করিছ লোকন,
তাহা করিতে মনন।
রাধে, তব মুখচন্দ্র-মণ্ডল-দর্পণে,
এইরূপ দেখিলাম মানস-গগনে,
চন্দ্রের মণ্ডল, হইলে নিশ্চল,
বারি বরিষয়ে ঘন॥
নয়নে সদয়া তুমি হলে এক বেশে,
ভাব প্রকাশ করিলে মানসের দেশে,
এই সে কারণে, আনন্দে নয়নে,
প্রেমধারা বহে ঘন॥

গোবিন্দ অধিকারী।

হুগলী জেলার (খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সন্নিকট) জাঙ্গিপাড়া গ্রামে অনুমান ১২০৫ সালে গোবিন্দ অধিকারীর জন্ম হয়। ইনি বৈরাগী কুলোদ্ভব। বাল্যকালে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় ইনি সামান্য লেখা-পড়া শিক্ষা করেন; তার পর আমৃতার নিকটবর্ত্তী ধুরখালী-গ্রাম-নিবাসী গোলকচন্দ্র দাস অধিকারীর নিকট কীর্ত্তন শিখিতে প্রবৃত্ত হন। এই সূত্রে অনেক মহাজন-পদাবলী তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। বাল্যকাল হইতেই ইহাঁর কণ্ঠ অতি মধুর ছিল। গোলকচন্দ্রের কীর্ত্তনের দল ছিল; প্রথমতঃ ইনি উক্ত দলে কীর্ত্তনের দোহারী করিতেন; শেষে নিজেই একটী কীর্ত্তনের দল করিয়া বসেন। কিন্তু সে দলের সেরূপ সুযশ হয় নাই। অবশেষে সেই কীর্ত্তনের দলকে তিনি যাত্রার দলে পরিণত করেন। তাঁহার যাত্রার দলের প্রথম পালা—"কালীয় দমন।" এই যাত্রার দল হইতেই তাঁহার সৌভাগ্য লক্ষ্মীর সূত্রপাত হয়, এবং তাঁহার সুখ্যাতি বঙ্গদেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণলীলার যাত্রা করিতেন। কৃষ্ণবিষয়ক অনেক ভাল ভাল গান তিনি এই উপলক্ষে রচনা করেন। সে সকল গানের অনুপ্রাণের ঘটায় একসময়ে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কৃষ্ণযাত্রায় নিজে দূতী সাজিতেন। তাঁহার দূতীগিরি দেখিবার জন্য দশ ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া লোকে যাত্রা শুনিতে যাইত। দূতী সাজিয়া যখন তিনি আসরে নামিতেন, তখন চারিদিকে একটা মহা হৈ-চৈ পড়িয়া যাইত;—আনন্দে শ্রোতৃবর্গ হরিধ্বনি করিয়া উঠিতেন। যাত্রার সম্প্রদায়ের সহিত তিনি হাবড়ার সন্নিকট শালিখায় অবস্থিতি করিতেন। এই সালিখার গঙ্গাতীরে প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে তাঁহার গঙ্গালাভ হয়। গোবিন্দ, যাত্রা করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। চুক্তির টাকা ব্যতীত তিনি আসরে অনেক টাকা 'পেলা' পাইতেন। তাঁহার গানে মোহিত হইয়া অর্থহীন লোক গাত্র-উত্তরীয় পর্য্যন্ত খুলিয়া পারিতোষিক দিতেন। শেষ বয়সে তিনি কয়েকখানি জমীদারী পর্য্যন্ত খরিদ করিয়াছিলেন।

পাহাড়ী—একতালা।

দীনবন্ধু হে, সেই দিন দেখ্‌ব তোমায়,
কেমন পরম বন্ধু তুমি।
যে দিন শমন রাজা মোরে, শমনজারি করে,
কোন ফেরে ঘোরে, দ্বারে বন্দি হই আমি॥
হরি, তুমি অকপট, আমি হে কপট,
কপট প্রেমে তুমি নও হে প্রেমী;
যদি অকপট প্রেমে, ডাকৃতেম তোমায় ভ্রমে,
তবে এমন প্রেমে ভ্রমে কি ভ্রমি॥
হরি, তুমি অতি সৎ, আমি হে অসৎ,
অসৎ সঙ্গে বসত্, অসৎগামী;
এখন যেরূপ নিরন্তর, হতেছে অন্তর,
জান সর্ব্বান্তর, অন্তর্যামি॥
তুমি অগতির গতি, তোমা বিনে গতি,
নাহি অন্য গতি, ভারত ভূমি;
কর যা ইচ্ছা তোমার, রাখ কিম্বা মার,
দাস গোবিন্দ তোমার, তুমি হে স্বামী॥

পিলু—পোস্তা।

হরি হরি বল ওরে আমার মন।
হরি বিনে কে আর, আছে শমন-দমন॥
ভাবিলি না সে কাল বরণ,
কিসে হবে কাল নিবারণ,
সদা যেন মত্ত বারণ, করিছ ভ্রমণ॥
মত্ত হয়ে সম্পদে, না ভজিলি হরিপদে,
প্রতিফল তার পদে পদে, দিবে যে শমন।
যে পদ লক্ষ্মীর সম্পদ, ভাব্‌লি না সে হরিপদ,
ঘটালি আপন আপদ্, এ আর কেমন॥
কারে বল আপন আপন,
কর রে মন কি আলাপন,
সে নহে কখন আপন, যেমন স্বপন;
আপন যে চিন্‌লি না তারে, যে ভব ভুস্তারে তারে,
গোবিন্দ কয় স্মার্‌লে তাঁরে, পলাবে শমন॥

বিভাস—তিওট্।

বৃন্দে কৈ গো কৈ বৃন্দাবন-চাঁদ।
অস্তাচলে চলে ঐ গগন-চাঁদ॥
গেল শর্ব্বরী, অনুমান করি,
কোন চকোরী চাঁদ উদয় হেরি,—
বুঝি ফাঁদ পেতে ধরেছে মোর কালাচাঁদ।
বিনে শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণপক্ষ, যে পক্ষে শুক্ল পক্ষ,
সেই পক্ষে সপক্ষ প্রাণনাথ,—
এ পক্ষে আঘাত, যেন, পক্ষাঘাত,
একি ব্যাঘাত,—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত;
নেত্রে শিলাঘাত হতেছে নক্ষত্র চাঁদ॥
করে নির্দ্দোষের-দূরদৃষ্ট, কোন্ দুর্ম্মুখী কল্লে নষ্ট,
দৃষ্টধন অদৃষ্টে নৈরাশ,—
না পুরিল আশা, কে পুরালে আশা,
আমার মুখের গ্রাস, কে কল্লে সর্ব্বগ্রাস,
যেন রাহুগ্রাস হয়েছে পুর্ণিমার চাঁদ।
একে নিশিকাল, তাহে শশী কালো,
কাল কোকিল কাল, কালার সর্ব্ব কাল,
কালে কাল স্বরূপ হলো সখি নখচাঁদ॥

মনোহরসাহী।

শ্যাম শুক পাখী, সুন্দর নিরখি,
পাখী ধরেছি নয়ন ফাঁদে। তারে হৃদয়পিঞ্জরে,
রাখিতাম ভরে, প্রেম শিকলিতে বেঁধে।
যখন পড় পড় বলি, দিতাম করতালি,
পাখী ডাকিত শ্রীরাধা বলি।
পাখী কিছুদিন রয়ে, শিকল কাটিয়ে,
এসেছে পাখী উড়ে,
এখন পরম্পরা শুনি, কুব্জা নামে রাণী,
রেখেছে সে পাখী ধ'রে॥
ওহে দোহাই মহারাজ, কইতে পাই লাজ,
এসেছে পাখী এ পারে।
আমি কহি পুটাম্বুজে তোমার ভজবিজে
পাইতে সে কি পারে,
ওহে তার পাখী সেকি পাইতে পারে॥

মনোহরসাহী—রূপক।

একি অপরূপ যেন গগনের শশী বসি ভূতলে।
অরুণ বরণ হয়ে নিদারুণ, এত সাধের তরুণ,
তরণী আজ কে ভাসালে॥
যেমন জলেতে জন্মে কমল, জলেতে ভাসে কমল,
কমলে হেরি অসম্ভব, যা না হয় সম্ভব,
তাকি হয় সম্ভব,
এ যে দেখি গঙ্গার উদ্ভব,
যেমন বিষ্ণুপদোদ্ভবার চরণ কমলে।
যা না হয় ঘটন, তাকি হয় ঘটন,
হলো কি দুর্দ্দৈবের ঘটন।
এমন অঘটন ঘটনা কে ঘটালে॥

মনোহরসাহী।

যার বরণ কাল, স্বভাব কুটিল,
অন্তরে কি কাল তার।
কাল ভালবেসে ভাল,
বল কোন্ কালে হয়েছে কার॥
না বুঝিয়ে ভজে কাল, দুখে মজে গেল কাল,
কাল ভাল বেসে হল আসন্নকাল গোপীকার।
এক কালের কথা বলি, ছিল বামন মহা ছলী,
তারে ভালবেসে বলি উপকারে অপকার!
ভুঞ্জিয়া বলির বলি, ত্রিপাদ ভূমি ছলে ছলি,
হরিয়ে বলির বলি, পাতালে দিলে আগার॥
রামচন্দ্র ছিল কাল, সূর্পণখা বেসে ভাল,
সঙ্গি আঁশে পাশে গেল, তারে কল্লে কদাকার।
ছিল সীতা মহাসতী, নির্দ্দোষে কল্লে অসতী,
পঞ্চমাসের গর্ভবতী, বনে কল্লে পরিহার॥

মনোহরসাহী।

নূপুর শোন্‌রে শোন্, বিনে সুজন,
সুজনের বেদন জানেনা।
অবোধ যদি উচ্চ ভাসে, সুবোধ বুঝায় মৃদুভাষে,
ভাষের আভাসে ভাসে, কভু ডুবেনা॥
বড়র বড় দায়, তাতে কি বড়ত্ব যায়,
পেলে এক দিন বড়ই পায়,
বড় ঝড় বড় গাছ বই লাগেনা।
যদি বেণীর কবরী হতো, সরমে মরে যেতো,
নির্লজ্জায় থাক নারীর পায়, যাঁশীর হাসি পায়

শুনে মোদের কান্না পায়, মনোদুখ কব কায়,
যে দিন ভাঙ্গবি পায়, ছাড়িব কুমন্ত্রণা॥

আলেয়া—আড়া।

বল্লে সখি, জলধর নয়।
শ্যাম জলধর বাজায় বাঁশী,
যাগো দূতি, আনগো বাঁশী,
অনল দিয়ে পোড়াই বাঁশী;
জ্বলেছে সেই বিচ্ছেদানল,
জ্বালতে আর হবে না অনল,
সে অনল হয়েছে প্রবল,
আনগে সই বাঁশী, সে অনলে দিব বাঁশী,
হবে বাঁশি ভস্মরাশি,
গেলে কুল-মজানে বাঁশী, তুষ্ট হবেন ব্রজবাসী,
চন্দ্রার কুঞ্জে জাগি নিশি,
প্রভাতে বাজায় বাঁশী,
আমি কেবল দোষের দোষী, দুঃখেতে ভাসি।
দুঃখের ভাগী আমি হব,
সুখের ভাগী চন্দ্রা সব,
বলে দ্বিজ সদাশিব,
কুসুমসজ্জা হলো বাসী॥

ও বিনোদিনি, ও নয় বজ্রের ধ্বনি।
তোমার প্রাণ কেশব, করে বংশীরব,
ও নয় বাসব-অস্ত্রের রব,
হলে সে রব গোপীসব বলতো জৈমিনি।
জ্ঞান হয় শ্রীনিবাস, অঙ্গে নাই পীতবাস,
বিদ্যুৎ-বাস মেঘের সহিত।
বাসব নয়, বাঁশী করেতে, চূড়া শিরেতে,
রাইনাম তায় লেখা ধনি॥

জেনে আয় ধনি, হয় ও কি ধ্বনি,
ও ধনি বিপরীত ধ্বনি, যেন বজ্রাঘাত তুল্য
ধনীর ঐ ধ্বনি।
আমায় ধর ধনি, শুনে প্রাণ যায় ধনি।
সখি ইন্দ্র কি উপেন্দ্র করে ধ্বনি॥
যদি ইন্দ্রের বজ্রের ধ্বনি, তা হলে সজনি।
সহিত থাকিত নীরদ, এ নীরদ বিহীনে হয় রদ,
শুনে ঐ ধ্বনি হৃৎকম্প হলো ধনি॥

ঝেশ—কাওয়ালী।

চিত্র লিখিলেম নয়ন জজ্জলে,
দেই নাই চরণ চলিবে বলে।
যদি কেউ বলে চিত্র কি চলে,
সময়ে চলে, অচলাচলে,
নলের দগ্ধ মীন যেমন জলে চলে॥
আমি শুনেছি ইতিহাসে, বল্লে পর শত্রু হাসে,
যখন যায় বিধাতার রোষে সময় দোষে,
কি দৈব দোষে, বল্লেম আভাসে, লোকেতে ভাষে,
যেমন মৃত্তিকার ময়ূর হার খায় কৌশলে॥

মঙ্গল-বিভাস—ভিওট।

বড় বিপদ হয় হে মধুসূদন নাম নিলে।
দেখ তার সাক্ষী প্রহ্লাদ ভজে কত দুখ পেলে॥
সেই সত্যযুগে ভক্ত বলী, বলে সে মহাবলী,
কল্পতরু হয়,—তারে ছলিবার কারণ,—
শ্রীমধুসূদন তুমি হোলে বামন,
বামন হয়ে নাগপাশে, বেঁধে পাতালে পাঠালে॥
ও সে রাবণ রাজা মরণকালে,
ডাকে মধুসূদন বলে, দয়া কর রাম,
ওঠ ওহে নিঠুর শ্যাম, সেই রাবণে হলে বাম,
সহায় করে হনুমান্,
শেষে ব্রহ্ম অস্ত্র ধরে তারে বধিলে॥

কালেংড়া—ঢিমেতেতালা।

শঠতা কি শঠের সঙ্গে থাকে গুণনিধি।
ওহে কুসঙ্গ করে ত্রিভঙ্গ,
রাধার অঙ্গ হেরবে চোখে॥
এসেছ ঘুমের ঘোরে, নারীর বসন অঙ্গে পরে,
নিশিভোরে চলেছ কোথাকে।
ওহে বাঁকা, উপরোধ রাখা দেখা দেওয়া মিছে,
নয়নের কাজল বয়ানে, কঙ্কণের দাগ বুকে॥
কোথা পোহালে শর্ব্বরী, ওহে রাধার বংশীধারী,
রতিচিহ্ন অঙ্গে হেরি মরি মনোদুঃখে।

স্বভাবের হয়েছে অভাব, ভাবিতেছি ভাব দেখে,
যেন শিবের মত এলে আজ কুচনীপাড়া থেকে ॥

কালেংড়া—আড়খেমটা।
যাও হে যথা আছে প্রয়োজন,
হেথা নাই প্রয়োজন।
যে জন তোমার প্রিয়জন,
হওগে গিয়ে তার প্রিয়জন ॥
যখন হে ছিলাম প্রিয়জন, তখন ছিল প্রয়োজন,
পুরাতনে নাই প্রয়োজন, নূতনে নতন প্রয়োজন,
শুন বঁধু বলি বলি, তোমার স্বভাব বলি,
পাতালে পাঠালে বলী, তুমি হে সেজন প্রিয়জন।

ভৈরবী—একতালা।
সখী কে তারে বলে গো কাল।
ও যার রূপ মনোহর, হেরি দিগম্বর,
শ্মশানবাসী হয়ে আছেন চিরকাল ॥
কালারই কামনা করি চিরকাল,
জন্মে জন্মে যেন পাই সেই কাল,
কালারই ভজনে নাহি কালাকাল,
ভজিলে সে কাল তরি পরকাল ॥
তাহারি চরণ করিলে স্মরণ,
জীবনে মরণ হয় নিবারণ,
তার যে চরণ হয় কি বিবরণ,
করিলে স্মরণ ভয়ে পলায় কাল ;—
তিনি কখন সাকার, কখন নিরাকার,
কখন যে আকার হয় সে বাঁকার,
কালরূপে কাল নাশে অন্ধকার,
(রূপ) কোটি চন্দ্র জিনে নাম মাত্র কাল ॥

ঝিঝিট—তেওট।
কমলিনী গো তোমার কৃষ্ণ প্রেমমাখা
অন্তর বাহিরে ॥
কি জলে স্থলে, এই গগনমণ্ডলে,
তোমার কৃষ্ণময় কৃষ্ণ জগৎ সংসারে ॥
তোমার বসনে কৃষ্ণরূপ, ভূষণে কৃষ্ণরূপ,
কৃষ্ণময় কণ্ঠে কণ্ঠহার !—
করে মণিহার কর এ বিহার,
ধন্য ধন্য প্রেম তোমার,
ওগো এমন দেখি না আর,
কে মোর হৃষীকেশ রেখেছে শিরোপরে ॥

ঝিঝিট—তেওট।
ওগো বিশাখা গো রাধার
প্রাণসখা সখ রে কাঁদলে কে।
গলিত অম্বর, নাইকো সম্বর,
কাঁদে পীতাম্বর, পীতাম্বর দিয়ে চোখে।
ওগো কে কল্লে এমন, দক্ষালয়ে শিব যেমন,
অরণ্যেতে রাম যেমন সীতা হারায়ে
কেঁদে ছিল স্ত্রীর শোকে ॥
শ্যামের মুখে নাই সে হাস্য,
ঔদাস্য দাস্য ভাব উদয়, হেরে শ্যাম-উদয়,
আকুলহৃদয়, খেদে যায় কালীদয়,
রাধার হৃদয়, রাধার হৃদয় ধন
হৃদয় ছাড়া কল্লে কে ॥

ললিত—ঝাপতাল।
ওগো রাধিকা সম্প্রতি
একবার শ্যাম প্রতি সত্বর সম্বর রূপিণী সংহরা,
শ্রীধর শ্রীপদাম্বুজে।
যার জন্যে এ অরণ্যে, হে শরণ্যে কুলকন্যা
হয়ে ত্যজিয়ে কুল ভয়,—রাধা সে কালা চরণ-
তলে, লুটিত মহীমণ্ডলে, কুণ্ডলে মকর কুণ্ডলে
ধরা করাম্বুজে ॥
একবার দূর কর চিন্ত দুরবৃত্ত সমান,
তোমার অনিত্য মান হেরিয়ে মৃত্যু সমান,
হও কান্ত প্রতি শান্তমতি, ভ্রান্ত হইয়া ভ্রান্ত মতি,
সম্মতি হে শ্রীমতী সম্মতি হও হৃদাম্বুজে ॥

খাম্বাজ—আড়াখেমটা।
ওগো কমলিনী, চেয়ে দেখ ধনি,
পদে চিন্তামণি গড়াগড়ি যায়।
মজলি কি ছার মানে, চাইলি না শ্যাম পানে,
পানে পানে শ্যামের চূড়া ঠেকুবে পায় ॥
ধনী সুরধুনী উদ্ভব যার পায়,
সে পড়ে চরণে তুচ্ছ মানের দায়।
যাঁহার কৃপায়, জীবে মোক্ষ পায়, সে নিরুপায়,
করগো উপায় ॥

বিভাগ—একতালা।

সুরধুনী যার পায়, সে রাই ধনীর পায়,
নিরুপায় হেরিয়ে চক্ষে, রক্ষ রক্ষ নিরুপায়।
বল্‌বো কি মা কান্না পায়,
এমন কান্না কার না পায়,
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ যার পায়,
তার মাথায় কি পা শোভা পায়।
কমলা সেবিত যে পায়,
বিমলাপূজিত সে পায়,প্যারী আর ঠেলনা দুপায়,
কৃষ্ণ ধন কি যে পায় সে পায়॥

ললিত—তিওট।

চূড়া ধিক্‌রে ধিক্, চূড়া ধিক্‌রে তোরে।
ছি ছি, নারীর চরণ তোমার উপরে॥
তুমি গোকুলের কালাচাঁদ, কপালের তিলকচাঁদ,
কর্ণের কুণ্ডলচাঁদ রাধার নয়নচাঁদ,
হেরি সে চাঁদ তোমার উপরে।
বড়র বড় গুণ কপালে আগুন,
তোমার এই কি গুণ,
নারীর মান বাড়াও দ্বিগুণ,
চূড়া কোন্ গুণে তুমি শ্রীকৃষ্ণের শিরে॥

ললিত—তিওট।

বৃন্দে যাই গো যাই,
আজি শ্রীরাধার পদারবিন্দে হই বিদায়॥
ওগো বৃন্দে যাইগো যাই,
একবার একবার ফিরে চাই,
(আর) আস্‌তে পাই না পাই,
জন্মের মত দেখে যাই॥
আমি না জানি অপরাধ,
আমায় দিলেন রাই পরিবাদ,
তোরাও তো কিন্তু ভাবলি নাই।
রাধাকুণ্ডের তীরে যাব, রাই বলে প্রাণ ত্যজিব,
যেন মলে ঐ শ্রীরাধিকার চরণ পাই॥

টোরি ভৈরবী—একতালা।

আই আই ছিছি তার মানে মন,
করে কি প্রাণ হারাবি কালিয়ে।
চোরের উপর মান করি, ভূমেতে ভোজন হেরি,
আহা আহা লাজে মরি গিয়েছে বহিয়ে,
বিপৎ বুঝাতে পার,
আপনি বুঝিতে নার, তোমার জ্ঞান
গিয়েছে, নন্দের গোধন চরাইতে।
উতলার কর্ম্ম নয়, স্থিরপাণি পাথর সয়,
নিজ কার্য্য সাধে লোকে দুখ না ভাবিয়ে,—
আমার বচন ধর, চূড়া চিরঞ্জীবী কর,
তুমিত সুবোধ বট, শ্যাম, সে যে অবোধ মেয়ে॥

ললিত বিভাস—তিওট।

রাই একি মানদণ্ড, নিজ দাসের প্রাণদণ্ড।
কেন কেন,—কর রাই লঘু পাপে গুরুদণ্ড॥
এ দণ্ড কি দণ্ড,—ওহে যেমন শমন দণ্ড।
দণ্ডীর দণ্ডে বাড়ে দণ্ড খেদে ইচ্ছা হয়,
দণ্ডী হয়ে ধরি দণ্ড॥
যে দিন ত্যজিব দণ্ডধর, আমি ভজিব দণ্ডধর,
হবো দণ্ডধর; সেইদিন জান্‌বি রাই বিচ্ছেদ,
দণ্ডের কি দণ্ড॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

দেগো বৃন্দে আমারে যোগী সাজায়ে।
সর্ব্বত্যাগী হব আমি শ্রীরাধার মানের দায়ে॥
এই লওগো গুঞ্জা হার, কুঞ্জে না রহিব আর,
কাশীবাসই অঙ্গীকার, কাজ কি বাঁশী বাজায়ে।
এই লও গো পীতাম্বর, পরায়ে দেও বাঘাম্বর,
ভজিব ভব দিগম্বর, মানদণ্ডে দণ্ডী হয়ে।
ত্যজে বাজুবন্ধ বালা, ঘুচাইব সকল জালা,
লহ বনমালা দেহ অস্থিমালা পরায়ে॥
দেশে না রাখিব দ্বেষ, ত্যজিব নাগরালী বেশ,
ধরিয়ে চাঁচর কেশ, দেও জটা বিনায়ে।
ভালবাস ভালবাসি, ভালবাসে ব্রজবাসী,
এই লও গো চূড়াবাঁশী, দেও যমুনায় ভাসায়ে॥
অর্দ্ধচন্দ্র দাও আনি, শিরে ধরী সুরধুনী,
চন্দন ঘুচায়ে ধনি, দেও বিভূতি মাখায়ে।
আর কিছু নাহি অপিক্ষে, মননে করিয়ে শিক্ষে,
রাই মান করিব ভিক্ষে, শিঙ্গে ডম্বুর বাজায়ে॥

ললিত—ঢিমেতেতালা।

কে বা যায়, কে বা বাজায় বীণে।
এ নহে সে বীণে, মধুর বীণে,
কে বাজাতে পারে মধুসূদন বিনে ॥
ছিল না জীবন যা বিনে,
পেলাম জীবন শুনে বীণে,
যায় জীবন জীবন বিনে,
কাজ কি জীবন কৃষ্ণ বিনে।
অলি যেমন কমল বিনে, চকোর যেমন
চন্দ্র বিনে, চাতক যেমন বারি বিনে,
আমি তেমনি হরি বিনে ॥

বিভাস—তিওট।

রাই কাঁদ যা বিনে, ওই বাজে তার বাণে,
ওযে ও তা নইলে ভাণ, মোরা কাঁদিবে কেনে,
এ বিনে সে বীণে নয়, নারদ মুনির বীণে নয়,
দেবের দুর্লভ বীণে, এমন বীণে কে বাজাতে
পারে—আমার শ্যাম বিনে।
তোরা জেনে আয় সহচরি, পুরুষ কি কপট নারী,
কি আমার হরি,—
দেখ দেখি নবীন কিসে ও প্রবীণে ॥

ললিত—একতালা।

ধনি কাশী যাওয়া কিসের জন্যে।
কাশীনাথ আসি, বৈরাগ্য প্রকাশি,
শুনে মোহন বাঁশী ভ্রমে অরণ্যে ॥
এ বয়সে ধনি কেবা যায় কাশী,
যার ক্ষয় কাশি সেই যায় কাশী,
বল গো প্রকাশি যেরূপ রূপরাশি,
শ্যামা অভিলাষী, শ্যামাকান্ত আসি হরে শরণ্যে ॥
বৃন্দাবনে যিনি আছেন ব্রজেশ্বরী,
সর্ব্বেশ্বরী তায় বলান সর্ব্বেশ্বরী,
তিনি ঈশ্বরের ঈশ্বরী ;—
দেখলে সে কিশোরী, সাধ্য কি পাসরি,
এক পা সরি কোথা যাবে কি জন্যে ॥

ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতালা।

শোন কমলিনী (আমি) পরিচয় দি তোমারে।
আমি না জানালে আমায় কেবা জানতে পারে ॥
আমি চন্দ্র, আমি সূর্য্য, আমি দিবারাতি,
আমি তন্ত্র আমি মন্ত্র, আমি সন্ধ্যা গায়ত্রী,
যখন জন্মিলাম আমি যে অবতারে,
দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করি ত্রিসংসারে
এ কথা শুনিয়া রাধার আঁখি ছল ছল,
কোথা গেল প্রাণ বঁধু বল বল বল ;
চিন্তিত না হয়ো রাধে কি চিন্তা অন্তরে,—
যার পতি চিন্তামণি, সেও কি কখন চিন্তা করে

ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতালা।

এসেছি ঠেকিয়ে যে দায়, কারে কব দায়।
যার দায় সেই তো জানে, পর কি জানে
পরের দায় ॥
মরে দায়ে কতবার কত রূপ ধরি,
কখন পুরুষ হই সই কখন হই নারী,
হয়ে বিদেশিনী নারী, লাজে মুখ দেখাতে নারি,
কথা বল্‌তে নারী কইতে নারী।
নারী হওয়া বিষম দায় ॥
যার দায়ে কতবার কত রূপ ধরি,
জহরিণী নাপ্‌তিনী হয়ে চন্দ্রধার,
রাখ্‌বো না আর কাল অঙ্গ, স্বরূপে মিশাব অঙ্গ
হবে গৌরাঙ্গ বর্ণ দেখাইব দাও বিদায় ॥

সিন্ধু—যৎ।

কি ফল বিফল এ বাসে, যেরূপ সে বাসে,—
আমার গৃহ-বাসে গৃহ-বাসে অনুগ্রহ নাই বাসে.
গৃহে যারে ভালবাসে, তারে ভাল ভালবাসে,
গৃহে যারে না ভালবাসে,
কি করে তার কাশীবাসে।
কি করে কৈলাস-বাসে, কি করে বৈকুণ্ঠ-বাসে,
তুল্য স্বর বনবাসে ॥
কখন ব্রাহ্মণ-বাসে, কখন ক্ষত্রিয়-বাসে,
কখন বৈশ্য-বাসে, কখন শূদ্র বাসে,
পূর্ব্বে যখন ছিলাম বাসে, অপূর্ব্ব সুখ ছিল বাসে
এখন গমন আমার শমন বাসে,
নৈরাশ হইল বাসে, কাজ কি আর বস-বাসে ॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

এ হাটে বিকায় না অন্য সুত,
বিকায় নন্দরাণীর সুত ;

দর না জেনে নামটী শুনে, ভয়ে পলায় রবিসুত ॥
এ হাটের প্রধান তাঁতি, পশুপতি প্রজাপতি,
আছে শত শত আর আর তাঁতি,
তাদের কেবল গতায়ত ॥
যে না চেনে এই সুত, ত্রিজগতের সেই পশু তো,
যে চিনেছে এই সুত, চায় নাক সে দারাসুত ॥

ললিত—রূপক।

কার আছে এমন জাল, আছে মোর যেমন জাল,
কার বা ঘটাই জাল, কার ঘুচাই জঞ্জাল।
না ডুবি ডুবো জলে, ডুবায়ে রাখ জালে,
জগৎ ডুবাই জালে, এমনি মোর মায়াজাল ॥
আছে এক মায়ানদী ধরি মীন নিরবধি,
কত বা ধরি মীন, নাহিক অবধি,
জাল ছাড়া হয়ে কেউ পলাতে চায় যদি,
সাধ্য কি এড়াইতে পারে ভব ভেজাল ॥

কালেংড়া—একতালা।

মুখ দেখবে চন্দ্রমুখী, তুমি সে মুখে আছ বিমুখী।
দেখাবার মুখ হলে কি হে,
সম্মুখে মুখ লুকিয়ে রাখি ॥
যে কথা বলেছ মুখে, শুনেছি সব সখীর মুখে,
পরে শুন্‌বে লোকের মুখে, কাজকি মুখে,
ওলো ধনি কাজ কি মুখে মুখোমুখী ॥

ললিত—খৎ।

পার না পার না চিনিতে। পারি চিনিতে ॥
ছিলে যে শ্রেণীতে, এখন নাহিক সে শ্রেণীতে ॥
যখন বেণু চিনিতে, তখন ধেনু চিনিতে,
তখন ব্রজের রেণু চিনিতে ॥
যখন বাধা চিনিতে, যখন বাঁধা চিনিতে,
যখন রাধা চিনিতে, তখন আমায় চিনিতে।
তোমার সে বাক্য গুলি, স্নিগ্ধ বারি বর্ণিতে,
দুগ্ধ প্রায় হলো মুগ্ধ, যেন দুগ্ধ চিনিতে,
পড়েছ পদ্ম চিনিতে, হয়েছ বদ্ধ চিনিতে,
হৃদ্দ সুখী হলে চিনিতে,—
পূর্ব্বে পারি নাই চিনিতে,
পরে পারিলাম চিনিতে,
পর কি পর পারে চিনিতে,
আপনার হলেই চিনিতে ॥

ভৈরবী—পোস্তা।

তোরা যাস্‌নে যাস্‌নে দূতি।
গেলে কথা কবে না সে, নব ভূপতি ॥
যদি কথা না কয় তোদের সনে,
ফিরে আস্‌বি অভিমানে,
আমি শুনে মরব প্রাণে শ্যামের কি ক্ষতি ॥
দয়া মায়া হীন কৃষ্ণ, মনেতে জেনেছি স্পষ্ট,
যাওয়া আসা মিছে কষ্ট, কেন পাবে সৈ।
যদি যাস্‌রে মধুপুরে, আমার কথা কোস্‌নে তারে,
বৃন্দেরে তোর করে ধরে করি মিনতি ॥

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

ব্রজের কুশল কব কি নব ভূপতি।
দেখিলাম তোর বিরহে মূর্চ্ছাগত শ্রীমতী ॥
মা যশোদা পিতা নন্দ, কাঁদিয়ে হয়েছে অন্ধ,
বলে দেখা দেরে প্রাণ গোবিন্দ,
কান্তেছে যশোমতী ॥
যমুনা পার হয়ে এলাম,
রাই মলো রব শুন্‌তে পেলাম,
রাই মলো রাই মলো বলে, কান্তেছে সব যুবতী।
কোকিল কাঁদে তমাল ডালে,
ভ্রমর কাঁদে শতদলে,
গোবিন্দ দাসেতে বলে
(এমন) সুখের হাটে ডাকাতি ॥

বিভাস—একতালা।

ধর ধর পত্র এনেছি হে পত্র,
যে পত্র লিখেছেন রাই তোমারে।
তুমি রাজা ছত্রধারী, গরবিনী প্যারী,
সগৌরবে পত্র দিলেন আমারে ॥
লয়ে তুলসীর পত্র, লিখিলেন পত্র,
অত্র পত্র মাত্র ধরিয়ে করে।
পত্র লিখিতে প্রথম ছত্র, ভাসিল কমল নেত্র,
রোমাঞ্চিত গাত্র, কি হলো অন্তরে ॥
বঁধূ তুমি মহাপাত্র, তুল্য মন্ত্রী পাত্র,
পাত্রাপাত্র বোধ না হয় অন্তরে।

পত্রের নাহি দোষাদোষ, যদি থাকে দোষ,
দোষীর কপালে দোষ ঘটাতে পারে;
তাতে অবলার চিত্র, সহজে বিচিত্র,
বিচ্ছেদেতে চিত্ত চাঞ্চল্য করে ॥

ভৈরবী—একতালা।

কার ভাগ্যে কি লেখা, লিখেছ হে সখা,
কেবল চক্ষে দেখা, বুঝে উঠা দায়।
কুবুজা কংসের দাসী, সে হয় রাজমহিষী,
পূর্ণ শশী রাধা লুণ্ঠিত ধরায় ॥
ওহে, কারেও কর ধনী, কার হর ধ্বনি,
কারে বা নির্দ্ধনী কর চিন্তামণি,
এমন যে ফণী, খলের শিরোমণি,
দিয়েছ হে মণি সে ফণীর মাথায় ॥

খাম্বাজ—খয়রা।

মরি কি লিখন তোমার,
লিখেছ হে নাগর চিন্তামণি।
দাসী কর রাণী, রাণী কাঙ্গালিনী,
শাকে বালি, কারো দুধে চিনি ॥
কারো ভাগ্যে কান্না, কারো ভাগ্যে হাসি,
কারো ভাগ্যে হাসি, কারো ভাগ্যে ফাঁসী,
কারে স্বর্গবাসী, কারে শ্মশানবাসী,
বাঁশের বাঁশী করে বনবাসিনী ॥

মনহরসাহী—রূপক।

লম্পট নিরদয়, তোমায় দয়াময়,
হরি বলে কোন্ গুণে।
কেহ চন্দনদানে, বসে সিংহাসনে,
কেও বা প্রাণ দানে স্থান পেলে না চরণে ॥
কুব্জা বিপিনে, হ'ল নবীনে,
হেদে ও শ্যাম তোমা বিনে, যেমন রাম বিনে,
জানকী অশোক বনে ॥
রাজকন্যা বনবাসী, দাসী হয় রাজমহিষী,
সকলি তোমার কৃপায়, যারে রাখ পায়,
সে সকলি পায়, হরি যারে না রাখ পায়,
বিপদ ঘটাও পায় পায়, হাসি পায়
হে, পায় ধরার দিন পড়্লে মনে ॥

সুরট—খং।

আমি ব্রজেতে লিখিতে পেলাম কই।
শিশু কালাবধি, নিরবধি,
জানি না শ্রীরাধা বই ॥
ওহে বৃন্দে গুরু মহাশয়, যে বিদ্যা করাচ্ছে সার,
অবিদ্যার আশায় আশায়, সকল বিদ্যা জলসই ॥
আর সকল জেতের হাতে খড়ি,
আমার জেতের হাতে বাড়ি,
বেড়াইতাম ব্রজের বাড়ী বাড়ী,
চুরি করে খেতাম দই ॥
আমি চিনি না কলমের খং,
শিখায়েছ নাকে খং,
লিখায়েছ দাসখং দিয়েছি তার ঢেরা-সই ॥

ভৈরবী—একতালা।

এখন চিন্‌বে কেন চিন্তামণি।
হয়েছ রাজা, পেয়েছ কুব্জা,
আমি বৃন্দাবনের সেই বৃন্দা কাঙ্গালিনী ॥
যখন ছিল রাধার চিন্তে, তখন আমায় চিন্তে,
বসেছ নাম কিন্তে, পারবে না হে চিন্তে,
কুঞ্জবিহার বনে, এ মধুর ভুবনে,
অন্তে দিও রাঙ্গা চরণদুখানি ॥
রাধার পায়ে ধরা, ধরাতে অধরা,
চক্ষে শত ধারা, বক্ষে শত ধারা,
দীনের অধীন করে এলে কমলিনী ॥

ঝিঁঝিট—তিওট।

এই কি তোমার কুবুজা,
এই কি তোমায় কু বুঝায়।
দেখ দেখি রই পক্ষে,
আর স্বপক্ষে তার কে বুঝায় ॥
একি দুর্দ্দৈবের নির্ব্বন্ধ,
যেমন ছাগপালে বাঘ অন্ধ, শ্রীগোবিন্দ হে;
যেমন আজন্ম অন্ধেরে অন্ধ বুঝায় ॥

সিন্ধু—একতালা।

মিছে কেন আর, গাঁথ কার তরে হার,
যে পরিবে হার, সেই অদৃষ্ট।

একজন সাধুর মূর্ত্তি ধরে,
দস্যু বৃত্তি করে হরে, হার করিলাম দৃষ্ট ॥
অক্রুর নামেতে, ক্রুর নাই তা হতে,
ব্রজেতে পাপিষ্ঠ হয়ে প্রবিষ্ট।
রজনী প্রভাতে, মথুরার পথে,
তুলিছে পারথে শ্রীরামকৃষ্ণ ॥
চলে কালশশী, বলে আসি আসি,
ব্রজবাসী কেউ বলে না তিষ্ঠ।
নন্দ যশোমতি, আনন্দ সমিতি,
অসম্মতি কার নাহিক স্পষ্ট ॥

জয়জয়ন্তী—একতালা।

শ্রীরাধা গোবিন্দ, শ্রীচরণারবিন্দ,
মকরন্দ পান কর মন-ভৃঙ্গ।
বিষয়-কেতকী, কাননে ভ্রম কি,
সেই বনে ভ্রম—যে বনে ত্রিভঙ্গ ॥
বৃন্দাবন-প্রেম সরোবরমধ্য,
অনন্তরূপিণী কোটি গোপপদ্ম,
পদ্মমধ্যে নীলপদ্ম রাধাপদ্ম,
ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা যাঁর মৃণালসঙ্গ।
ব্রজের মধুর কৃষ্ণ মধুর মূরতি,
মধুর শ্রীমতি বামে বিহরতি,
রাখ রতি মতি, ঐ মধুর ভাব প্রতি,
(মন) মধুপুরে যেন দিও না ভঙ্গ ॥
গুণ গুণ স্বরে গাও রাধাকৃষ্ণের গুণ,
মধু পাবে যাবে ভবের ক্ষুধাগুন,
বাড়িবে সদ্‌গুণ, ত্যজিবে বিগুণ,
নির্গুণ গোবিন্দ গায় গুণপ্রসঙ্গ ॥

তিলককামোদ—খেমটা।

বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের।
রাই আমাদের, রাই আমাদের,
আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন,
শারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নৈলে শুধুই মদন ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরে ছিল,
শারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নৈলে পারিবে কেন ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূরপাখা,
শারী বলে, আমার রাধার নামটী তাতে লেখা,
ঐ যে যায় গো দেখা ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে,
শারী বলে, আমার রাধার চরণ পাবে বলে
চূড়া তাইতে হেলে ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ যশোদাজীবন,
শারী বলে, আমার রাধা জীবনের জীবন,
নৈলে শূন্য জীবন।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগৎচিন্তামণি,
শারী বলে, আমার রাধা প্রেমপ্রদায়িনী,
সে তোমার কৃষ্ণ জানি ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান
শারী বলে, সত্য বটে বলে রাধার নাম,
নৈলে মিছে সে গান ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু,
শারী বলে, আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু,
নৈলে কে কার গুরু ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী,
শারী বলে, আমার রাধা প্রেমের লহরী,
প্রেমের ঢেউ কিশোরী।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের কদমতলায় থানা॥
শারী বলে, আমার রাধা করে আনা-গোনা,
নৈলে যেত জানা।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের কালো,
শারী বলে, আমার রাধার রূপে জগৎ আলো,
নৈলে আঁধার কালো ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের শ্রীরাধিকা দাসী,
শারী বলে, সত্য বটে সাক্ষী আছে বাঁশী,
নৈলে হত কাশীবাসী ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ করে বরিষণ,
শারী বলে, আমার রাধা স্থগিতপবন,
সে যে স্থির পবন ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের প্রাণ,
শারী বলে, আমার রাধা জীবন করে দান,
থাকে কি আপনি প্রাণ ॥

শুক শারী দুজনার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল,
রাধা কৃষ্ণের প্রীতে একবার হরি হরি বল
(বলে বৃন্দাবনে চল) ॥

বসন্ত—তিওট।

কমলিনি গো, সতত কি থাকে অলি কমলে ?
তোমার শ্যাম রায়, যেন চঞ্চল প্রায়,
যখন যথা যায়, মধু খায় গো, সেই ফুলে ॥
ত্রিভঙ্গ কাল, সে ভৃঙ্গ কাল,
জানা আছে চিরকাল, এরা দুই কাল,
ভাল নয় কোন কালে ॥
দেখ কৃষ্ণের গুণ বংশীস্বর, অলির গুনগুন স্বর,
দুই স্বর সরমার যেমন,—স্বর্ণকার যেমন,
কুম্ভকার যেমন, স্বভাবে তোর কৃষ্ণ তেমন,
হ'লে স্বকার্য্য-সাধন, ফেলে যায় চলে ॥

ইমন্—খং

অধৈর্য্য হইলে প্রিয়ে প্রেম-ব্যথা বিষম দায়।
প্রাণ যায়, মান যায়, প্রেমদায় হয় প্রমদায় ॥
অসম্ভব হলে ক্ষুধা, লোকে বলে দুষ্টক্ষুধা,
দিবসে চাঁদের সুধা, চকোরে কেমনে পায় ॥
তুমি হে প্রণয়দাতা, আমি প্রণয়গ্রহীতা,
তরুলতা বিভিন্নতা, কে কোথা দেখিতে পায় ॥

ইমন—একতালা।

মিছামিছি, পাঠাপাঠি আমারে আমার বল।
সভাবে সকল তোষ, অভাবে আমি কেবল ॥
তোমার যে ভালবাসা, ভদ্রাসনে ফণীর বাসা,
সাধুর স্থানে চোরের বাসা, পীযূষ মিশা গরল ॥

বিভাস—তিওট।

চম্পকবরণী বলি, দিলি যে চমক কলি,
এ ফুলে এ কল আছে কে জানে।
এতো ফুল নয় ভাই, ত্রিশূল অসি,
মরমে রহিল পশি,
রাই-রূপসীর রূপ-অসি হানে প্রাণে ॥
শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী, শ্রীরাধাতুল্যবাসী,
অসি সরসী বাসি কাননে।
এখন বিনে সেই রাই-রূপসী,
জ্ঞান হয় সব বিষরাশি, গরল গ্রাসি নাশি জীবনে
আমার মিথ্যা নাম রাখালরাজ,
রাখাল সঙ্গে বিরাজ,
রাখালের রাজ অন্তে কাজ কি জানে।
যদি নাই পাই রাধা, জীবন যার নাই রে রাধা,
আনিতে জীবন রাধা,
যারে সুবল সুবোলবদনীর স্থানে ॥

ঢপের—সুর।

হরি, এই দেখ কমলে।
কমলিনী পড়ে স্থল-জলে ॥
জলেতে না জুড়ায় জীবন,
জলে আরো দ্বিগুণ জ্বলে।
বলিতে আমার অন্তর জ্বলে,
রাই রয়েছেন অন্তর্জ্জলে, এলে যদি অন্তকালে,
বাজাও বাঁশী রাধা বলে ॥
হেরিয়ে উৎকণ্ঠা রাধার হ'লো কণ্ঠশ্বাস,
নৈরাশ হেরি জীবনে, জীবনের নাই আশ,
রাধার স্থির হয়েছে কমল-আঁখি,
মুমূর্ষু-লক্ষণ দেখি, কেবল জীবন যেতে বাকী,
আছে তোমায় দেখ্‌বেন বলে ॥ *

ঝিঁঝিট—খেমটা।

পোড়া লোকের মিছে কথায় রাধা মিছে কলঙ্কিনী,
শ্যামের বামে থাকে সুবল,লোকে বলে কমলিনী ॥
কোন দোষে দোষী নয় শ্রীরাধে,
সদা দেবতা আরাধে, শ্রীগোবিন্দ পরিবাদে,
কতই বলি মন্দবাণী ॥

---

* পুস্তক বিশেষে এই গানটির নিম্নলিখিত পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

ঝিঁঝিটখাম্বাজ -মধ্যমান।

দেখ না কমলে কমলিনী, পড়ে জলে।
এ জ্বালা জুড়ায় না জলে, সোণার কমল জলে জলে।
কহিতে মোর অন্তর জ্বলে, প্যারী পড়ে অন্তর্জলে,
এসে কৃষ্ণ, অন্তিম কালে, বাজাও বাঁশী রাধাবলে।

আলিয়া—ঠুংরি।

দেখ কুটিলে আমার ঘরের বধু আছে ঘরে।
দেখে আপন ঘরে, লোক হাসালি ঘরে ঘরে,
গোপন কথা স্বপন দেখে,
আগুন জ্বাল আপন ঘরে॥
বৃষভানু ভানু গণ্য, কৃত্তিকের কীর্ত্তিকে ধন্য,
তাদের কন্যা নয় সামান্য, অমান্য কি মান্য ঘরে॥

ছড়া।

সুরস সরস বাক্য হেরি গুরুজন।
প্রণাম করিয়া রাধা করে নিবেদন॥
আমার দুঃখের কথা শুন ঠাকুরাণী।
যে যা বলে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
আলুয়িত কেশ আর বাঁধিতে না পারি।
তথাপি আমারে কহে কলঙ্কিনী নারী॥
ভালবাসে ভালবাসি ব্রজ নারী সব।
গোবিন্দ কহয়ে সব জানয়ে কেশব॥

বিভাস—একতালা।

আমি কেমন বুঝাই মনকে।
ভুলে ভোলে না কুগমনকে।
অধার্ম্মিকে যেমন ধর্ম্ম দরশন,
অভক্তার যেমন ভয় দরশন,
অন্ধজনার যেমন চন্দ্র দরশন,
দাস-দরশন কৃপণকে॥

টপ্পা—খেমটা।

কুটিলে বলে মা। একবার দেখ না গো বার হয়ে।
জল আনিতে গেল রাধা বাধা না মানিয়ে॥
খুঁজে এলাম প্রতি ঘাটে, নাইকো বউ কোন ঘাটে
ঘাট ছেড়ে গেছে আঘাটে,
আয়ান দাদার মাথা খেয়ে॥

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

অনেক মায়া জানে।
কুলবতীর কুল মজায় বংশী বাজায় বনে বনে॥
কেউ বসন চোর, কেউ ভূষণ চোর,
কেউ মাখন চোর, কেউ মন-চোর,
চোরের কথা নাহি অগোচর,
দশ বারো চোর এক খাপনে॥
কেউ করে গোয়েন্দাগিরি,
কেউ বা করে সিঁদেল চুরি,
আছে চতুর বৃন্দানারী,
শাক দে, মাছ দে ঢাকে গোপনে॥
চোরের গুরু নন্দনের বেটা,
সে বেটা এক বিষম ঢেঁটা,
তার কদমতলায় যত লেঠা,
যেন স্যাকুল কাঁটায় কাপড় টানে॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আর মালা গাঁথা কি কারণ।
(রাজনন্দিনি গো!)
যার তরে গাঁথ মালা সে গেছে মধুভবন॥
মালতী কুসুমের মালা, মালা হবে জপমালা,
সে মালা ভুজঙ্গ হয়ে (তোমার)
শ্রীঅঙ্গে কর্‌বে দংশন॥

পিলু—যৎ

বেণু কি ধনু কানু করেতে ধরেছ হে।
যার স্বরে অবলার তনু অবশ করেছ হে॥
সরল বংশীর স্বর, সর্ব্ব আকর্ষণ কর,
নাগপাশ প্রেমশর, পাশেতে বেঁধে হে।
কিশোর, কি শর গোপীর প্রাণেতে হেনছ হে॥
শ্রবনে মোহন বাঁশী সেই ক্ষণে বনে আসি,
দাসী উদাসী করা, কি বাঁশী শিখেছ হে।
বাঁশী ধরিতে বনবাসী হয়েছ হে॥
যে তব বাঁশীর রব, কেমনে গোকুলে র'ব
গৌরব-সৌরভ গোপীর হরিয়ে লয়েছ হে।
নারীধরা বন্ধনী সন্ধান সেধেছ হে॥

পিলু—পোস্তা।

হরি হরি বল ওরে আমার মন।
হরি বিনে কে আর, আছে শমন দমন।
ভাবলি না সে কাল বরণ,
কিসে হবে কাল নিবারণ?
সদা যেন মত্ত বারণ, করিছ ভ্রমণ।

মত্ত হয়ে সম্পদে, না ভজিলি হরিপদে,
প্রতিফল তার পদে পদে, দিবে যে শমন।
যে পদ লক্ষ্মীর সম্পদ,
ভাবলি না সে হরি পদ,
ঘট'লি আপন আপদ, এ আর কেমন।
কারে বল আপন আপন,
কর রে মন কি আলাপন?
সে নহে কখন আপন, যেমন স্বপন;
আপন যে চিন্‌লি না তারে,
যে ভব দুস্তারে তারে,
গোবিন্দ কয় ভাবলে তাঁরে, পলাবে শমন॥

কীর্ত্তনাঙ্গ—চৌপদী।

যে চরণে কুচযুগ পরশ না হয়।
সে চরণে তীর্থ ভ্রমণ এ বড় সংশয়॥
যে কটিতে শোভে পীতধটী পীতাম্বর।
সে কটিতে কেমনে পরাব বাঘাম্বর॥
যে অঙ্গেতে অগুরু চন্দন সেবা করে।
সে অঙ্গেতে ভস্ম মাখাব কেমন করে॥
যে করে ধারণ করে মুরলী মধুর।
সে করে কি শোভা করে শিঙ্গে ও ডম্বুর॥
যে শশী চরণে আসি লুকায়েছে লাজে।
সে শশী ফিরায়ে কিহে ভালে ভাল সাজে॥
যে পদ উদ্ভব বারি নাম সুরধুনী।
সে ধনী ধরিলে শিরে কি হবে সুরধুনী॥
যে গলেতে দেন রাধা বৈজয়ন্তী মালা।
সে গলে কেমনে আমি দিব অস্থিমালা॥
যে শিরে মোহন চূড়া কুন্তলের ছটা।
সে শিরে কেমনে আমি বিনাইব জটা॥
আমি বৃন্দে পদারবিন্দে করিহে বিনয়।
হে গোবিন্দ গোবিন্দদাসে হয়োনা নিদয়॥

বিভাস—কাওয়ালী।

মরি হায় হায় শুনে হাসি পায়।
যাবে কাশী কাল শশী, ভস্মরাশি মেখে গায়॥
বঁধুহে যাবে কাশীতে, কি বোল্‌বে কাশীবাসিতে,
কাশীধামে প্রবেশিতে, কাশীনাথ পড়িবেন পায়॥
হে কৃষ্ণ, সে কষ্ট সবে হে কেমনে।
কি বালাই মাখবে ছাই, ও চাঁদ বদনে;
ত্যজে বাঁশী, ও শ্যাম শশী, ধরবে নাকি দণ্ড,
কাশী যাওয়া নয় কেবল গোপীর প্রাণদণ্ড,
ভাসাবে নয়ন নীরে হাসাবে ব্রহ্মাণ্ড,
পীতাম্বর ত্যজে বাঘাম্বর কি শোভা পায়॥

মধুকান।

মধুসূদন কিন্নর বা মধুকান যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমার অধীন উলুশিয়াই গ্রামে ১২২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম—তিলকচন্দ্র কিন্নর। তিলকের চারি পুত্র, তন্মধ্যে মধুই জ্যেষ্ঠ। পিতার দৈন্যদশা-প্রযুক্ত মধু বাল্যকালে কিছুই লেখাপড়া শিক্ষা করিতে পারেন নাই। এইরূপ কথিত আছে,—তিনি অল্প অল্প পড়িতে পারিতেন বটে, কিন্তু লিখিতে আদৌ সমর্থ ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার রচিত সঙ্গীতে সংস্কৃতমূলক শব্দ বিন্যাস এবং অনুপ্রাস ও যমক প্রভৃতি অলঙ্কারের ঘটা দেখিয়া আমরা এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার গীত রচনার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। ইনি যৌবনে ঢাকানগরীর প্রসিদ্ধ গায়ক ছোট খাঁ বড় খাঁর নিকট গিয়া সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ঢাকা হইতে যশোহর জেলার রাঢ়খাদিয়া নিবাসী রাধামোহন বাউলের নিকট তিনি ঢপ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। এই ঢপ সঙ্গীতেই আজ তাঁহার নাম অমরত্ব লাভ করিয়াছে। তিনি ক্রমে ক্রমে মান, মাথুর, অক্রুর-সংবাদ ও কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পালা রচনা করেন। তাঁহার সঙ্গীতগুলি ভক্তিরসপ্রধান। গানের সুরে তিনি কাহার অনুকরণ করেন নাই—স্বয়ংই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। "মধুকানের সুর" এখন প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে। তাঁহার অধিকাংশ গীত "সুদন" ভণিতাযুক্ত। এক সময়ে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করেন,—"মধু, তুমি 'মধু' নাম ত্যাগ করে, 'সুদন' ভণিতা দাও কেন?" তাহার উত্তরে মধু বলিয়াছিলেন,—

"মধু পাছে বিষ হয়, এই ভয়ে মধু নাম দিতে আমার সাহস হয় না।" ১২৭৫ সালে কৃষ্ণনগরে ঢপ গাহিতে গাহিতে হঠাৎ তাঁহার যকৃতে ও বুকে পিঠে ভয়ঙ্কর বেদনা হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বরও দেখা দেয়। এই রোগে ৫৫ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

বিভাস—কাওয়ালী।

এখন কেন পারবে চিন্তে, হয়েছ হে নিশ্চিন্তে,
চিন্তে থাকলে পারতে চিন্তে,
চিন্তনা শ্যাম সে সব চিন্তে।
কর তব সম স্বচিন্তে, চিন্তে থাকলে পারতে চিন্তে
আমি পেরেছি চিন্তে, তুমিত পারনা চিন্তে।
বট নবীন নবীন চিন্তে, নবীন হলে পারতে চিন্তে,
নবীনে প্রবীণে চিন্তে, কি কাজ অসার চিন্তা চিন্তে
এখন তব কা চিন্তে, রাজা বট রাজ্য চিন্তে,
গিয়েছে পা-ধরার চিন্তে,
যে চিন্তে শ্যাম আমার চিন্তে;
এসেছি যে ভেবে চিন্তে, পার কিনা পার চিন্তে।
যে ছিল তোমার চিন্তে, তোমায় এখন সে চিন্তে,
সূদন বলে দিয়ে চিন্তে, তুমিত আছ নিশ্চিন্তে॥

বিভাস—কাওয়ালী।

আর কি গুরু ভয় আছে, রাজা ভাল শিখায়েছে,
গুরুর প্রতি গুরুদণ্ড, করে হেথায় এসেছে।
ত্যজ্য করে এসে গুরু, এখন পদ পেয়েছে গুরু,
মানে কি আর লঘু গুরু, রাজা হয়ে ভুলে গেছে॥
তখনি ত্যজেছি কুলে, যখন শ্যাম ছিল গোকুলে,
এখন দেখি গোকুল গোকুল,
কেবল ভাসিছে অকূলে।
দেখে তোদের রাজা সুশীল,
আগে দিয়েছি কুলশীল,
দিয়া শীল হয়েছি শীল, শীলতা সব ঘুচায়েছে।
তোদের যে ধর্ম্ম অবতার, কেবল ধর্ম্মনাশার গুরু,
সূদন কহিছে শ্রীগুরু, কেবা শিষ্য কেবা গুরু,
দোঁহাকেই বলব গুরু, সেই গুরুভয় হয়েছে॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

তীর্থক্ষেত্র মিথ্যাজ্ঞান করি শুন রে দ্বারি।
শুনেছ বৃন্দাবন তীর্থ, এসেছেন সে তীর্থেশ্বরী॥
তোমরা যেতে বল তীর্থে,
তীর্থবাসী যায় গো তীর্থে,
ত্রিজগৎ বাঞ্ছে যে তীর্থে,
সেই তীর্থে এসেছি দ্বারি।
শুনেছ যে রাধাকৃষ্ণ দেখ নাই দ্বারি,
দেখ নিত্যপুরে নেত্র সেই রাধা প্যারী;
আগে কৃষ্ণ পেয়েছিলে,
তাইতে এখন রাইকে পেলে,
পেয়ে আর যেওনা ভুলে,
যদি যুগল দেখবে দ্বারি॥
দ্বারী হওয়া কেমন ভাত জাননা দ্বারি,
দ্বারীর সঙ্গে করে দ্বন্দ্ব দোঁহে তো দ্বারী,
উভয়ের অভিসম্পাতে, উভয় এসেছে হেথাতে,
সূদন বলে ছাড়বে পথে,
আর হ'তে হবেনা দ্বারী॥

বিভাস—কাওয়ালী।

দেখে এলেম বৃন্দাবনে সেই যমুনাপুলিনে,
পঙ্কে পড়ে পদ্মমুখী আছে পঙ্কজবনে।
লয়ে বারি পদ্ম পত্রে, কেউ দিচ্ছে শ্রীমতীর গাত্রে
তথাপি না মেলে নেত্রে, কেবল বহে জীবনে॥
কেউ বলে রাই মরে মরে, উহুমরি মারে মারে,
বাঁচাইতে নারিলাম যারে,
কি বলবে হরি আমারে।
কেউ বলে আর কেন জ্বলি,
এস করি অন্তর্জ্জলি, শেষে হ'য়ে গলাগলি,
মরি গিয়ে জীবনে।
বিসখা' বলে বিষখা কেবা নাকি হয়ে থাকে,
এমনত দেখি নাই কেহ
প্রেমের লাগি প্রাণ ত্যাগে।
কোথা বা তোর প্রাণ-সখা,
কার জন্যে বা মরিস্ একা,
সূদন বলে ও বিসখা,
যে বিসখা সেই জানে॥

বিভাস—কাওয়ালী।

দেখে এলেম তব রাধারে, হরি যমুনার ধারে।
প্যারী চন্দ্রাধরে, কোন সখী ধরে,
জীবন রবে ব'লে জীবন দিচ্চে ধারে॥
হস্ত দিয়ে কেহ দেখে প্রাণাধারে,
তাহে হয় না জ্ঞান প্রাণ আছে আধারে।
তব প্রেমধার এতই কি রাই ধারে,
বধিলে তাহারে বিচ্ছেদ-অসি ধারে॥
কেহ লেখে তব নাম শ্রীমতীর কায়,
তুলসীমঞ্জরী আর গঙ্গামৃত্তিকায়,
পঞ্চবটী ক'রে যমুনাপুলিনে,
রেখেছে প্যারীকে তার মধ্যস্থানে,
কেহ তব নাম বলিছে শ্রবণে,
যমুনা প্রবলা গোপীর নয়ন ধারে।
অন্তর্জ্জল কেবল রাধার আছে বাকী,
অন্তর্জ্জল এতক্ষণ তাহা আছে কি।
রাধা যদি মরে ওহে রাধানাথ,
কে আর বলিবে তোমায় রাধানাথ;
মনে ভাবি তাই শ্রীদ্বারকানাথ,
রাধানাথ হ'লে বাঁচাতে রাধারে॥

দেখনা চেয়ে পায় মরি হায়,
প্যারী তোর রাঙ্গা পায়,
চরণকমলে নীলকমল আহামরি কি শোভা পায়।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ যাঁর পায়,
তাঁর শিরে কি পা শোভা পায়,
প্যারী আর ঠেলিস্‌নে দুপায়,
কৃষ্ণধন কি যে পায় সে পায়।
সূদন বলে ও রাঙ্গা পায়,বলি পাতালে পদ পায়,
আর শুনেছি ও রাঙ্গাপায়, জাহ্নবী জন্ম পায়॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।

কার হয়েছে জ্বর এ ব্রজপুরে।
যার হইয়াছে বিচ্ছেদ-ব্যাধি,
অন্তে তাকি জানে বিধি, দিয়ে তার ঔষধ আদি,
দেই সেই বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ করে॥
প্রেম হ'য়ে একই হ'লে দোঁহেরি অন্তর,
প্রেম-জ্বর হ'য়ে পুনঃ হ'লে স্বতন্তর
সতত হয় দেহ দাহ,
ক্ষণে ক্ষণে হয় মোহ, সে দাহ নির্ব্বাহ
দেহে দেহে মিলন করি॥
হুতাসে পিপাসা ত্রাসে সদা তনু জ্বলে,
করে জল জল, বলে দে জল,ভাসে নয়নজলে।
সতত হয় মনঃপীড়ে,নয়ন ঝরে মনে পড়ে,
চিকিৎসা জানে সে পীড়ার,
মনঃপীড়া আছে যার।
কোন বৈদ্য না পায় বুদ্ধি,
প্রেমজ্বর অবস্থা, নাইকো শাস্ত্রে
নারে বুঝিতে কি দিবে ব্যবস্থা;
আছে তন্ত্রমন্ত্র গণা পড়া, সকলি ও তন্ত্র ছাড়া,
সূদন কয় আছে জলপড়া,দিলে ব্যাধি যাবে দূরে।

সিন্ধু—মধ্যমান-ঠেকা।

প্রাণ দিওনা, ও আশা ভাল না,
কাঙ্গালের প্রাণে সাজে না।
একা প্রাণ দেও যারে তারে,
দেখিতেছি পরস্পরে,
এমন প্রাণের আশা কে করে।
যে তোমারি প্রাণ দিলে তখনি তার প্রাণ নিলে,
কেউ নিলেত সুখে থাকে না॥
শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য মধুর রস হরি,
জানি তোমার পঞ্চরসে যে রসে যে রসে হরি,
বলি তোমার একি লীলে,
বলি তোমার প্রাণ কিনিলে।
তবে কেন পাতালে নিলে,
অদিতি কশ্যপ ত্যজিলে,
তাইতে তারা প্রাণ ত্যজিলে
এই কি তব লীলার মন্ত্রণা।
ত্রেতাযুগে করে লীলে, পিতার প্রাণ নিলে,
জানকী আনিলে, পুন জানকী ত্যজিলে;
তার পরে দ্বাপরে লীলে, কারাগারে জন্ম নিলে,
বন্দিশালে তারে রাখিলে,জানিলে শুনিলে লীলে,
কেউ লবে না প্রাণ যাচিলে,
সূদন কয় সকলি বঞ্চনা॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

এই আমি কি সেই আমি চিনিতে নারি।
একি অপরূপ হেরি, হইলাম পুরুষ কি নারী ॥
ও হরি অন্তর্যামী, কি ছিলাম কি হইলাম আমি,
আমি হেরে ভুলি আমি,আমি যে চিনিতে নারি ॥
আমরি কি ব্রজের বাঁকা,
বাঁকা হেরে ঘুচল বাঁকা,
চিন্তে নারি চিন্তামণি, তুমি হরি দীনের সখা।
তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, সূদনের মনে এই লয়,
হইগে ও চরণে লয়, কেনে ভ্রমে ভ্রমে মরি ॥

———

বিভাস—মধ্যমান-ঠেকা।

দেখলেম কুবুজায়, কুবুঝায়,
রাই রঙ্গে কি ভাল বুঝায়, সদা কুবুঝায়।
যেমন হে ত্রিভঙ্গী, তেমনি রাণীর ভঙ্গি,
তোমার থেকে ভঙ্গি তার কিছু বুঝায়।
এলেম দেখ্‌তে শুন্তে শুন্তে চাই তার গুণ,
প্যারী পারেন শুন্তে যা শুন্তে নিপুণ,
দেখে এলাম এমন কু যেমন তেপেঁচা কু,
হরি হয়েছে কু পড়ে কুবুঝায় ॥
বাঁকায় ভাল বুঝায়, সাজেনা সোজায়,
যেমন প্রেম ঘটেনা বুঝায় অবুঝায়।
পেয়েছ কুবুজায়, পেয়েছ কুবুজায়
সূদন যে প্রাণে যায়, তারে কে বুঝায় ॥

———

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

রথ রাখ বংশীবদন, হেরিব বদন।
রথ রাখ, কথা রাখ, একবার মোরা দেখি দেখ,
যাই রাই বলে ডাক,
শুনে যাই কথাটী মিঠে কেমন ॥
শূন্য করি হৃদি-রথে, কেন অন্য রথে,
এ রথ কেঁদে ব্যাকুল হইল, দেখে মুনি রথে,
রথ যেতে চায় তোমার সাথে,
এ রথ লইয়ে যাও ও রথে, তা নইলে মথুরার
পথে, রথে রথ করব পতন।
ব্রজে এইসে অক্রূরমুনি, হরে নিল মণি,
মণিহারা ফণী কি হবে গুণমণি।
প্রাণ লইয়ে যায় রথের মধ্যে, দেখ গো
মুনি নারী হত্যে, সূদন কয় বাঁচি কি ক'রে,
ঐ পাদপদ্মে দিলেম জীবন ॥

———

দেবগিরি—কাওয়ালী।

আর কি পাব সে নীলমণি।
মা বলে আসিবে কোলে, খাওয়াইব ক্ষীর ননী ॥
পেয়ে নূতন জননীরে, ভুলেছ এ দুখিনীরে,
খেদে ভাসি আখিনীরে, হয়ে মণিহারা ফণী।
শ্রীদুর্গা কমলপদ, পূজিয়ে কমল দলে,
সেই নীলকমল কোলে, পাইয়াছি সেই ফলে,
আসিবে আমার নীলকমল,হেরিব চাঁদবদনকমল,
প্রফুল্ল হবে হৃৎকমল, কমল মুখে মা-বোল শুনি ॥
সাধনের ধন কৃষ্ণধনে, হরিয়ে লইল বিধি;
পুন সদয় হয়ে ফিরে, দিবেন আমারে সেই নিধি,
কৃষ্ণ গোকুলে আসিবে, মা বলে কোলে বসিবে,
সুখভানু প্রকাশিবে, নাশিবে দুখ রজনী।
যে হ'তে গিয়েছে কৃষ্ণ, ক্রূর অক্রূরের সনে,
সেই হ'তে জননী বাণী, আমি শুনি নাই শ্রবণে,
আছে ভুলে যদুকুলে, ভাবে না আর এ গোকুলে,
সূদন বলে শোকাকুলে, মরে জনক জননী ॥

———

দেবগিরি—কাওয়ালী।

সামান্যে কি রাধারে পায়।
বিনা আরাধনে কি পায় ॥
ভক্তিভাবে ডাকিলে পায়,
মুক্তি শক্তি আছে যার পায়।
ত্যজে বিষয় বাসনা, বশ করিয়ে বাসনা,
করিলে তার উপাসনা, হৃদিপদ্মাসনেতে পায় ॥
রাধা আকাঙ্ক্ষিত হয়ে,
ত্যজিলাম গোলোক অধিকার;
গোকুলে গোপবাদ নিলাম,
পরিচয় কি দি অধিক আর?
কাননে করি গোচারণ, করে কৈলাম শৈলধারণ,
সূদন বলে রাধার কারণ,
বাঁধা সে গোলাম নন্দের পায় ॥

———

সুরট—কাওয়ালী।

নিল মুনি নীলমণি যে দিন।
আমার মনে হইল সেদিন,
ফিরে কি আর হবে আমার সুদিন॥
যে থাকে না তিলেক ছেড়ে,
সে আমায় গিয়েছে ছেড়ে,
জান্‌লে কি রে দিতেম ছেড়ে,
গোকুল ছেড়ে সঙ্গে যেতেম সেদিন॥
"ও মা, যাই যাই" বলে, কারে বা সুধায় গো,
"নেয়ে খারে ক্ষীর ননী" কে তারে বা কয় গো,
কারে বা বলে জননী, কেবা দেয় ক্ষীর নবনী,
খায় কি রে সে ক্ষীর ননী।
দুখিনীরে মনে হয় কি এক দিন॥

দেবগিরি—কাওয়ালী।

মনোরথ, যাও রথে।
ত্যাজ্য ক'রে ন্যায্য পথে, কেন ভ্রম পথে পথে।
পেয়ে সুপথ ভুল না পথ, এখন চল ব্রজের পথে॥
পথের সম্বল মন হরি বল,
হবে পথের জয়; জেনো সবাই পথের পথিক,
পথের পরিচয়;—
ধর্ম্মপথে রেখো যতন, যদি পথে হও রে পতন,
হবে তোমার কালের দমন,
কালীয়দমন ভাব চিতে॥
সম্প্রতি দুর্ম্মতি তাইতে, পাঠাইলে কংস;
যে করে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস, তারে করবে ধ্বংস;
হ'লে হরির কোপের অংশ,
কংস হইবে নির্ব্বংশ, সুদন কয় এমন কুবংশ
কাজ কি থেকে মথুরাতে॥

সুরট—কাওয়ালী।

কি জানি কি হলো আমার মনে।
কি শয়নেকি স্বপনে, কৃষ্ণরূপ হেরি দু-নয়নে॥
যদি না ভাবি অন্তরে, তবু না রহে অন্তরে,
কি আছে তার অন্তরে অন্তরে তা
বুঝিতে পারিনে॥
যদি থাকি আপন মনে, না করি মনে,—(এ),
সে কেমনে মনে মনে উদয় হয় মনে—(এ),
মনে পাইনে মনের কথা,
তাইতে সদাই মনে ব্যথা,
কারে বা কই মনের কথা,
তোমা বিনে মন দিয়ে কে শুনে॥
যে দিকে যাই, যে দিকে চাই,
দেখিতে কৃষ্ণ পাই,
কৃষ্ণভেবে কৃষ্ণবর্ণ বুঝি কৃষ্ণ পাই,
কালরূপ চিনিনে কে সে,
নাম বুঝি তার হৃষীকেশ, ধরিল আমার কেশে,
সুদন বলে শেষে জান্‌বে মনে॥

বাহার—মধ্যমান।

বল হরে কৃষ্ণ হরে হরে। (ভাব রে)
জান না মুরারে হরে, যে ভজে সেই মুরহরে,
তার কি প্রাণ শমনে হরে॥
মন বাঁধিলে মনোহরে, কার সাধ্য তার মন হরে,
দেখে ভেবে মুরহরে, হরির গুণ জেনেছে হরে॥
শুন নাই প্রহ্লাদের কথা, ভজে গুণমণি,
এককালে হইল বৈষ্ণবচূড়ামণি,
ভুজঙ্গে না দংশে কায়, মাতঙ্গে না বধে তায়,
জীবনে না জীবন যায়, বিষপানে না মরে॥
শুন নাই যে ধ্রুব মুদিত করে
দু-নয়ন একমনে ছিল,
পদ্মপলাশলোচন রক্ষা করিল, বনে বনে,
কি মরণে, কি জীবনে,
মধুসূদন ভজে সূদন কভু কি পড়িবে ফেরে॥

বিভাস—ঢিমা-তেতালা।

ব'লো তারে, কারাগারে
আর কতদিন রইতে হবে।
সে দিনের আর বাকী কদিন,
চিরদিন কি কেঁদে যাবে॥
এম্‌নি কপাল পাথর-চাপা,
বুকের মাঝে পাষাণ চাপা,
নয়ন জলে নয়ন ঝাপা,
শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যপ্রভাবে॥
পুণ্যফলে পুত্র কোলে পেয়ে যে ছিলাম,
তেমনি সুখে বন্দিশালে জন্ম গোঁয়ালাম,

যে সুখেতে হেথায় আছি,
একবার কৃষ্ণ দেখ্‌লে বাঁচি,
কিংবা কৃষ্ণ পেলে বাঁচি,
এ বাঁচায় আর কি ফল হবে॥
অসিত-অষ্টমী রেতে এই কারাগারে,
ব্রহ্মমূর্ত্তি দেখাইল করুণা ক'রে,
কোন্ পুণ্যে বা গর্ভে ধরে,
কোন্ পাপে বা কারাগারে,
সূদন বলে ব'লো তারে
এ বন্ধন ঘুচিবে কবে॥

দেওগিরি—ঢিমা-তেতালা।

যাচ্চ যদি গোকুলে।
ব'লো তায় যেয়ো না ভুলে,
পাষাণ চাপা মায়ের বুকে,
স্বচক্ষেতে দেখে গেলে॥
যত দ্বারী করে বন্ধন, তত ডাকি আয় কৃষ্ণধন,
মনে নাই দুঃখিনীর বেদন, হ'য়ে যশোদার ছেলে,
জনকের যন্ত্রণা ব'লো, শুনে হবে সুখজনক,
পাসরি র'য়েছ জনক, গোকুলে পেয়েছে জনক,
ঐ দেখ দাঁড়ায়ে পায়ে,আরও প্রহার পায়ে পায়ে,
দিনান্তে না খেতে পেয়ে, বাঁচে কেবল কৃষ্ণ ব'লে।
ব'লো তারে ভাল করে, গিয়াছে খুব ভাল ক'রে,
মাতা-পিতা-হত্যা পাতক কিছুই না মনে করে,
সূদন বলে ও দেবকী, ও কথা আর বলিব কি,
চিরকাল ত এমতি দেখি,পাতকী তোমার ছেলে॥

জয়জয়ন্তী ঢিমা-তেতালা।

কেমনে ত্যজিব এখন গোকুল।
কিরূপে হবে প্রতিকূল,
যাবে ব্রজের এ কুল ও কুল দুকুল॥
ঘুমালে পর মা জননী, ডাকিয়ে খাওয়ায় নবনী,
সে মা হবে কাঙ্গালিনী, ত্যজবে প্রাণী,
যে দিন যাব ও কুল।
যে পিতার লইয়ে বাধা থাকিতাম পথে,
সে বাধায় কাল পড়বে বাধা ফেলিবে মাতে,
মরবে সকল বৎস ধেনু, খাবে না খাবে না তৃণ,
শুকাবে সব তৃণ-বন, বন হবে বৃন্দাবন হবে আকুল
যে কিশোরী বাঁশরী বিনা না শুনে কাণে,
সে বাসে বাঁশের বাঁশী বাজবে কেমনে,—
সে রয়েছে আপন মনে,
তার মন লয়ে যাই কেমনে,
বল্‌বে এই তার ছিল মনে,
মরবে সূদন পায়ে না কোন কূল॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

দেখিলাম তোমার জননী জনক,
তাঁরা বন্দিশালে বন্ধন করে ক্রন্দন করে,
মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
যখন দূতে ধরে গলে, তখন কাঁদে কৃষ্ণ ব'লে,
তাঁদের দুঃখে পাষাণ গলে,
কাঁদে দোহে গলে গ'লে দাঁড়ুকা পায়
উঠিতে না পায়,
এমনি তাদের কপাল ভগ্ন অপরাহ্নে না পায় অন্ন,
উঠিতে চরণ সংলগ্ন, কারে কিছু বলতে নারে;
পদাতি সব দ্বারে দ্বারে,
দেখ্‌তে চাইলে অমনি মারে,
"মলাম মারে" তোর মা বলে॥
দেখি দ্বারিগণের নেত্র সদাই নেত্র মুদে থাকে,
দেখি দন্ত গাত্র কম্প কভু দন্তে দন্ত লাগে,
পুনরায় চৈতন্য হ'লে নয়ন মেলে কৃষ্ণ বলে;—
সূদন কয় জানে সকলে,
ওই দশা হয় ওনাম নিলে॥

মঙ্গল-বিভাস—ঢিমা তেতালা।

রাই তুমি অমূল্য মাল্য
গাঁথিছ যাহার কারণে।
মথুরায় তার মাল্যবদল হবে না জানি কা'র সনে॥
কেন গাঁথ চিকণমালা, ছেড়ে
যাবে চিকণকালা, শেষে কেবল ঐ মালা
জপমালা হবে মনে॥
মালা হেরে হবে জ্বালা, মরবি প্রাণ জ্বলে,
শেষে মালা ভেসে যাবে নয়নের জলে,
কেন গাঁথ বনমালা, দিতে হবে বনে মালা,
মথুরায় সব চাঁদের মালা,
মতির মালা দিবে এনে॥

কাল হারাবি মোহনমালা মালা পরিবে কে—
কাঁদিবি বলে মদনমোহন, মরিবি সেই দুঃখে—
রথ লয়ে এসেছে মুনি,
হরে নিতে মাথার মণি, সূদন বলে
বিনোদিনি বৃথা মালা গাঁথ কেনে॥

কীর্ত্তনাঙ্গ—খয়রা।

তুই রে আমার কৃষ্ণ গোপের নন্দন।
তোর কেন হলো এমন ঈশ্বর-লক্ষণ॥
কৃষ্ণ রে তুই গোপের ছেলে,
শঙ্খ চক্র দে রে ফেলে,
কেন ছাঁদনদড়ী নাহি স্কন্ধের উপরে;—
গাভী-দোহনেও ভাণ্ড নাহি তোর করে॥

ভৈরবী—ঢিমা-কাওয়ালী।

কিরূপে এরূপ হলি।
কোথায় বা ভোজবিদ্যা পেলি॥
তুই রে মানুষ ছেলেমানুষ, একি মানুষ হলি,
চতুর্ভুজ আমারে দেখালি।
তুই রে গোপাল, গোপের গোপাল,
থাকিস্ গো-পালে,
ছেড়ে গো-পাল গেলে গোপাল, কে যাবে পালে,
তুইরে আমার দুধের গোপাল জানে সকলে,
ত্যজি দুধের ভাণ্ড রে ব্রহ্মাণ্ড দেখালি,
ছাদন দড়ি ছিন্ন করে কোথায় লুকালি,
সূদন কয় চেন না রাণী কেমন ছেলে পেলি,
ও ছেলের ছেলে সকলি॥

পরজ ঢিমা কাওয়ালী।

বুঝি হরি যায়, আমাদের প্রাণ হরি যায়
ঐ শুন রাই নন্দের ভেরী, 'যায়' বলে বাজায়॥
'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য' করিবে না এই ছিল ধার্য্য,
সে কথা হলো অগ্রাহ্য, না বলে যে যায়॥
জন্মের মত দেখবি যদি চল গো প্যারী চল,
ফুরালো বল, কি করি বল, গিয়ে দুটা বল,
যারলাগি সকলে বলে, সেত তোমায় যায় না বলে,
গিয়ে দুটা দেখনা ব'লে দেখ কি বলে বা যায়॥
কাঁদিলে কি হয়, বুঝিতে হয়, একবার যেতে হয়,
কেহ গিয়ে ধর চক্র, কেহ ধর হয়,
সূদন বলে কি হয়, না থাকিলে হয়,
ধরিলে কি হয়,
প্রভাসে মিলন পুনরায় প্যারী যদি যায়॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

আয় না গো রথ দেখতে যাই প্যারী।
ত্বরা করি সকলে সকালে গেল
আমরা কেনে কেঁদে মরি॥
আয় না শুভযাত্রা হেরি,
এক যাত্রায় যাত্রা পরিবর্ত্তন করি,
কি কাজ থেকে আর এ যাত্রায়,
এক যাত্রায় যাত্রা করি॥
কই কিশোরি আয় কিশোরি কি কাজ শরীরে,
হরি যদি হরে তবে আয় না লো মরি।
প্রাণতুল্য বল যারে, সে ভাঙ্গলো ব্রজের বাজারে
সূদন কয় রসের বাজারে,
একবার এসে দেখনা প্যারী॥

কীর্ত্তন।

তখন বেরুলে' রাই কমলিনী।
চারিদিকে চায় রে আলু থালু পাগলিনী॥
উঠে পড়ে যায় ধায়, কেঁদে বলে বলগো আমায়,
ফুরালো বল বল গো আমায়,
আমার মদনমোহন কোথায় গেল॥
প্যারীর দুই নয়নে শতধারা,
করে ডুবু ডুবু নয়নতারা, যেমন
মণিহারা ভুজঙ্গিনী, দাবদগ্ধ কুরঙ্গিণী॥
তখন উন্মত্তা গোপী ধায়, বসন নাহিক গায়,
ধায় রাধা যেন পাগলিনী।
আলু-থালু কেশে যায়, আর কাঁদি কাঁদি কয়,
কোথা গেলে পাব গুণমণি॥
(আহা!) নিতম্বে চরণ ভারী,
সত্বর চলিতে নারি, ব্রজনারীগণ করে ধরি;
কভু রাই যায় ধীরে, কভু ধায় ত্বরা করে,
হেরিতে পরাণবঁধু হরি॥
(আহা!) একে ব্রজের কঠিন মাটী,
তাহে কমলকোমল পদ দুটী,

কমলিনীর চরণে তৃণটী ফুটে,
কৃষ্ণ উহু উহু করে উঠে॥

খাম্বাজ—ঠুংরি।

ধীরে ধীরে চলিল রাই হংসগতি।
কিবা চরণ দুখানি অগতির গতি॥
রাশি রাশি শশী,পদনখে বসি,
অধোমুখে থাকে রজ লাগে যদি।
যত গুল্ম লতা, হেঁট করি মাথা,
বলে দিন পাই রজ লাগে যদি॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

রথ রাখ অমনি ও মুনি, হেরি গুণমণি।
যাব নিলে নীলকান্তমণি ঐ এলো॥
সেই চাঁদবদনী, রমণীর শিরোমণি,
যারে ধ্যানে না পায় মুনি,
ঐ এলো সেই চন্দ্রাননী, যেন মণিহারা ফণী।
কি মোহিনী বলে নিলে, মনোমোহিনীর
মদনমোহন, মন চোরকে করেছ
চুরি, সাধু হয়ে কি অকারণ,
গায় হরি নামাঙ্কিত, দেখতে যেন সাধুর মত,
সূদন বলে যে চোর এত, কে বলে ইহারে মুনি॥

জয়জয়ন্তী—টিমেতেতালা।

রথ রাখ সারথি দেখাও রথী,
দয়া নাহিক এক রতি।
যুগল করে করিব এই আরতি॥
কালসোণা কাঁচাসোণা, যুগল মন্ত্রে উপাসনা,
হরে নিলে কালসোণা,
হেরিব না আর এ যুগলাকৃতি॥
হরি ত চলেছ পথে এ পথের পথী,
দাঁড়াও হে পথের পরিচয় করি শ্রীপতি,
জানা ছিল রবে নিশ্চয়,
এখন পেলেম খুব পরিচয়,
পেলেম হে পথের পরিচয়,
কেহ কার নয়, জানিলাম হে সম্প্রতি॥
যদ্যপি এক দিনের তরে কোথায় থাকৃতে হয়,
প্রত্যুষেতে যাবার বেলা বলেও যেতে হয়,
তোমার নাইকো বলাবলি,
আমরা কেবল ভুলায় ভুলি,
সূদন কয় কি ভুলায় ভুলি,
আর ভুলিব না এবার বাঁচি যদি॥

পরজ—মধ্যমান।

ও মন রথ রাখ রথ রাখ থাক,
বারেক ফিরিয়ে দেখ।
আর হবে না দেখাদেখি, দেখি দেখি দেখ দেখ॥
ত্যাজ্য করে মনোরথ আরোহিলে মুনিরথ
আমরা কেবল অবিরত কাঁদ্তে বত চেয়ে দেখ॥
একবার মনে করেছিলাম হয় গিয়ে হয় ধরি,
হেরিয়ে তুরঙ্গরঙ্গ আতঙ্কেতে মরি,
একবার ভাবি ধরি চক্র, ঘুচাই অক্রূর চক্র,
এখন দেখি চক্রীর চক্র তুমি এত চক্র রাখ;
আবার ভাবি মরি গিয়ে মিছে কেন ভাবি,
পরে ভাবি সে ভাবেনা আমরা কেন ভাবি,—
কি করি বুঝে না যে মন,
মন তোমার পাষাণ কেমন, সূদন কয় কথা
কেমন, বলেছিলেন যাব নাক॥

পরজ—মধ্যমান।

এই কি তব দয়া দয়াময়, কও আমায়।
এ দয়া দেখে দয়া হয়, তব অনুগত
যে হয়। তার কি দশা এমনি হয়॥
যার পদ ধরেছ শিরে, ত্যজিলে সেই প্রেয়সীরে,
সে করাঘাত করে শিরে,
ফিরে একবার দেখ না তায়।
যে রাধার কারণে বাধা বহিতে মাথাতে,
ধেনু সনে গোচারণে ভ্রমিতে বনেতে,
তোমায় যোগে পান না যোগী,
যার লাগি সেজেছ যোগী,
এখন তার করেছ বা কি,
যজ্ঞেশ্বর যাও হে কোথায়॥
রসময়, কে তোমায় বলে ওহে বিশ্বময়,
দেখিলাম আমি অসময়ে কেবল বিষময়,
দেখলাম তোমার যত মায়া,

কেবল মাত্র সকল ছায়া,
সুদন বলে মিছা মায়া,
করে রেখেছ জগৎময় ॥

বেহাগ—আড়া।

ক্ষণেক দাড়াও বঁধু আগে আমি যাই।
মরিতে হ'বে তবে আর কেন যাতনা পাই ॥
হইল প্রেমের ব্রত সাঙ্গ,
তরঙ্গে ডুবিল অপাঙ্গ,
একবার দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ,
ত্যজি অঙ্গ দেখ তাই।
আজ আমাদের শুভযাত্রা,
দেখ্‌লাম তোমার রথযাত্রা,
আমরা করি গঙ্গাযাত্রা
বঁধু ফিরে দেখ তাই ॥
কেন রব কৃতাঞ্জলি, করে যাওহে অন্তর্জ্জলী
সুদন বলে কেন জ্বলি এখনি জ্বালা ঘুচাই ॥

দেওগিরি—ঢিমেতেতালা।

চেয়ে দেখ কে কাল, দেখি নাই ত এমন কাল।
হেরিয়ে চিকণ কাল, গেল যে মনের কাল ॥
দেখেছি ত এত কাল, দেখেছি ত কত কাল,
দেখি নাই এমন কাল, কালোতে এত ভাল ॥
শশীমুখে হাস্য করে আরও করে ক'রে বাঁশী,
শ্রীরাধিকার মন ভুলাত সে বুঝি গোকুলবাসী,
কোন্ প্রাণে ধরিয়ে প্রাণ, বিদায় দিলে হেন ধন,
কি বধে এলো তার প্রাণ,জ্ঞান হয় তাহারি কাল।
সেই রমণী দুঃখিনী যে নারীর ঐ কাল ছেলে,
কেমনে বাঁচিবে সেই, কাল হবে কিছু কালে,—
সুদন বলে হাসি কলসী তোর যায় গো ভাসি,
দেখতে পারিস্ ঘরে বসি ঐ কাল চিরকাল ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সে হাটের সুতো ভবে হাটে পাওয়া ভার।
যার কলে হয় কলের সুত,
যার কলে হয় সুতাহুত,
সেখানে সেই নন্দসুত পারিবে এবার ॥
এবার সুতার বাজার গরম ভবের বাজারে,
সে হাটে নাই কমী বেশি চল রে সত্বরে,
সে হাটের এমনি বাখানি,
রবি-সুতের নাই আমদানী,
নাই সেথা অধিক রপ্তানী, হবে রে ব্যাপার ॥
সাধু মহাজন কেবল যাচ্চে সে হাটে,
তা নইলে কে যেতে পারে সুতের নিকটে,
খেই হারালি ভবের তাঁতে,
চলরে তুই বৈকুণ্ঠেতে সুদনে লয়ে যাও সাতে,
দেখিতে বাজার ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ওমা আমি কি ছিলাম কি হলাম কি।
আর বা হইব কি, কোন্ মুখে এ মুখ দেখাব,
কালি চিনিবে না দেখি ॥
যেমন বা মুদেছি আঁখি,
তেমনি আমায় বানালে কি,
ঘুচালে শ্যাম বাঁকাবাঁকি, আর কিছু নাহি বাকি ॥
মথুরা-নাগরী যত, কার রূপ দেখি নাই এত,
আগে তাদের দেখাই গে ত,
তারা কি বলে দেখি।
আগে দেখে হাস্‌ত সবে,
তেমনি এখন দেখ্‌তে পাবে,
সুদন কয় রাজরাণী হবে,
তোমার আর ভাবনা কি ॥

বিভাস—ঢিমা তেতালা।

মথুরা-নগরী যত নাগর হেরে নয়নে ॥
বলে ত্বরায় আয় লো সখি,
কে যাবি শ্যাম দরশনে ॥
কোন ধনী বলে সখি, ধরে দে ঐ কাল পাখী,
হৃদি-পিঞ্জরেতে রাখি, হেরিব রূপ মনে মনে।
কোন ধনী বলে সখি কে আনিল উহায়,
কেমনে বাঁধিয়ে মন ছাড়ি দিল মায়,
বুঝি হবে মাতৃহীন, কিবা মাতার ব'ধে প্রাণ,
অথবা করিতে ত্রাণ, ছাড়ি এলো বৃন্দাবনে ॥

কোন ধনী বলে সখি, আয়লো দেখ সে আয়,
গগন হ'তে শশী খসি পড়েছে ধরায়,
দেখেছি ত পূর্ণশশী, দেখি নাই ত কালশশী,
সূদন বলে রাশি রাশি পূর্ণশশী ঐ চরণে ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

আয় কৃষ্ণধন আমার অঞ্চলের ধন,
কোলে আয় রে দুঃখিনীর প্রাণ-ধন।
কৃষ্ণ তুই কি এত পাষাণ,
জানিস্ না রে বুকে পাষাণ,
মোদের দুঃখে গলে রে পাষাণ।
থাক্‌তে মোদের তুই নন্দন,
পায় দাঁড়ুকা করে বন্ধন,
আবার তুই নাকি রে শ্রীনন্দের নন্দন ॥
পেয়ে তুমি যশোদা মায়, ভুলে গেছ মায়,
মায় পাসরি আস্‌তে নার দেখিতে আমায়,—
কিঞ্চিৎ নবনীর তরে, বেঁধেছিল যুগল করে,
সেই দুঃখেতে মরি ওরে, দিত নাকি গোচারণে,
ধেনুর সনে বনে বনে,
তাতে কত পেয়েছিস্ বেদন।
ডুবেছিলি কালীদহে, শুনে প্রাণ দহে,
বেড়েছিল দাবানলে, আর এত কি সহে,
সূদন বলে ও দেবকী, আর পরিচয় দিব বা কি,
যে সুখেতে ছিলেন নারায়ণ ॥

পরজ—ঢিমে-কাওয়ালী।

প্রাণ দিতে চাও আমায়।
(প্যারী ত বেঁধেছে হৃদয়,)
ওবে যে দেও যারে তারে কথায় কথায় ॥
প্রাণদান গ্রহণ করি, পতিত হয়েছেন প্যারী,
সে কেন দিবে ফিরি, হরি হে তোমায়।
প্রাণ হতে চরণ ভাল জানি গুণকারী,
প্রাণ দিয়ে প্রাণে মার শুনেছি হরি,
পায়ে পাষাণ মানব হলো,
প্রাণ লয়ে পিতার প্রাণ গেলো,
সীতা বনবাসী হলো কাষ্ঠের তরী স্বর্ণ পায় ॥
ইদানী রাই বিনোদিনী রাজনন্দিনী,
প্রাণদান গ্রহণ করে হয় কাঙ্গালিনী,
চরণ দেও চরণে ধরি,
অন্তে মম প্রাণ হরি, রেখো রাঙ্গা পায় ॥

সুরট-মল্লার—তেতালা।

দেখ শ্যামের প্রেমে কেবা না
মজেছে সখি এই গোকুলে।
সবার হয় আনন্দ, হেরে ওই গোবিন্দ,
কলঙ্ক হয় কেবল আমার কপালে ॥
দেখ এ বিশ্বমণ্ডলে, যে না হরি বলে,
যে না বলে সে জন বিহ্বল,
নারদ আদি ঋষি, যে পদ আশ্বাসী,
দিবানিশি তারা বলে হরি বল,
আমি যদি বলি হরি, ননদী কয় কিশোরী,
অমনি সরি কি না সরি,
ভয়ে মরি আজ না জানি কি বলে।
দেখ গয়াসুর শিরে যে চরণ ধরে,
বিশেষ পিণ্ডদানে ভবের তরণী,
যে পাদপদ্ম হতে গঙ্গা অবতীর্ণ,
হয়েছেন তিনি ত্রিলোকতারিণী,
আমার ভাগ্যে এই হলো,
কুল বাড়াতে দুকুল গেল,
সূদন বলে আর কি বল,
কপালের কপালে এমনি কি ফলে ॥

মঙ্গলবিভাস - তিওট।

আমি কারে কি বলি কি বলে।
সকলে আমারে বলে, আমার কে বলে ॥
বল্লে কৃষ্ণ কথা, বলে কৃষ্ণের কথা,
ভয়ে কইনে কথা, পাছে কি বলে।
যদি যাই গো নদী, পিছে ননদী,
আর যত বধূ করে গো গতি,
শুনিলে বংশীর ধ্বনি, যত কুলধনী,
সবে করে কাণাকাণি ঐ কথা বলে,
একবার বলি বলি আবার বলিনে,
বল্লে বা কি বলে ভয়ে বলিনে,
বলিব যাহার বলে, সে বাঁশীতে বলে,
সূদন হেসে বলে বলুক যে বলে ॥

পরজ—ঢিমা-কাওয়ালী।

দুঃখে পায় হাসি, সবাই বলে শ্যামপ্রেয়সী,
অকলঙ্ক শশী ভজে কলঙ্কে ভাসি।
যে পদ আশ্রয় করে, ভব-কলঙ্ক যায় দূরে,
সেই পদ আশ্রয়ে আমি হয়েছি দোষী॥
যথা তথা হরিকথা শুনি জগতে,
জ্ঞানে হরি ধ্যানে হরি হরি পায় অন্তে,
আমি যদি বলি হরি, ননদী হয় বিষহরী,
নিতে এসে প্রাণ হরি, ধরিয়া অসি।
যে চরণবারি ভবে ত্রাণকারিণী,
সেই পদ আশ্রয় করে অপবাদিনী,
সূদন কয় কি ব্যঙ্গ কর, কলঙ্কের অলঙ্কার পর,
হরিনামে ডঙ্কা মার, শমনে নাশি॥

———

খাম্বাজ—তেতালা।

চিনেছি তোমায় তুমি নয় মানুষ,
যে বলে তোমারে মানুষ,
সে আর কোন মানুষ॥
দেখেছি ত অনেক মানুষ, সকলি ত মানুষ,
দেখি নাই ত এমন মানুষ,
মানুষের পায় হয় যে মানুষ॥
তোমায় চিন্‌তে কেবা পারে, কেবা না পারে,
যে পারে সে পারে, সে থাকে না এ পারে,
তোমায় ভেবে কে পাবে পার,
না ভেবে বা কে পাবে পার,
কি তোমার মানুষ অবতার,
মানুষ ভাবলে হয় সে মানুষ।
আর কিছু দেও পদরজ রাখি অঞ্চলে করে,
যদি ফিরে সে দশা হয়, তবে ভয় কারে,
একে আমার কপাল পোড়া,
পোড়ার পর যদি পোড়া, সূদন কয় এ ধূলা পড়া,
যে পাবে সে হবে মানুষ॥

———

বিভাস—তিওট

দেখ ঐ পায় কি শোভা পায়।
এ ধূলা নয় তেমন ধূলা, ধোয়ালে না যায়॥
কি হবে ধোয়ালে ধূল, ধূলাতে কি দোষ,
(নাবিক) চেয়ে দেখ চরণতলে
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ শোভিত,
নৈলে কেন এ পায়, পাষাণে মানবী জন্ম পায়।
আর শুনেছি জাহ্নবীর জন্ম এই পায়,
বলিরাজা শুনেছি, বান্ধা এই পায়,
সনকাদি ঋষি মিলে তারা ঐ পদ ধেয়ায়,
(নাবিক) মনে ভাব এ পায় যে পায়,
সে ভবযাতনা না পায়, সূদন বলে এমন পায়,
কেবা কোথা পায়॥

———

বিভাস—ঢিমে-তেতালা।

কভু এমন দেখি নাই,
জলমাঝে নারী হেরি আহা মরে যাই।
রাঙ্গা চরণ কালজলে,
অরুণ যেন মেঘের কোলে, কামিনী দামিনী চলে,
জলে দেখ্‌তে পাই॥
পরশে চরণ তরণী, পাষাণী হয়েছে তরুণী,
তরণী তরুণী হবে ভাবে জান্‌তে পাই।
সূদন কয় মাধবে বাণী, ডুবাও রে তোমার তরণী,
এ তরণী ডুবিলেরে চরণতরণী পাই॥

———

জয়জয়ন্তী—ঢিমা-কাওয়ালী।

নীলবরণ হইল নীলমণি, দেখে যা দিদি রোহিণী,
কপালেতে কি হয় না জানি।
দন্তেতে লাগিল দন্ত, কি হলো পাইনে তদন্ত,
হেরে আমার লাগ্‌লো দন্ত,
কারু মন্দ করি নাইত জানি॥
ত্যজে গো-পাল, এসে গোপাল কোলে বসিল,
বসে কোলে, কয় নে কোলে,
কয় এলো মেলো, তার পরে হইল অজ্ঞান,
আমি জানি গোপাল অজ্ঞান,
এখন দেখি অজ্ঞান, অজ্ঞান
বুঝি অজ্ঞান করেছে কোন জ্ঞানী॥
হেরে কৃষ্ণের গায়ে উষ্ণ উষ্মায় বাঁচিনে,
ধরে মাগো নেনা কোলে জ্বরে বাঁচিনে,
কইতে কইতে কয় না কথা,
সূদন কয় কি কব'র কথা,
যে কথায় জরেছে যাদুমণি॥

———

কালাংড়া—গড়-খেম্‌টা।
বলে উঠরে কানাইরে, ও তোর ভয় নাই রে,
মোরা সে খেলা আর খেলিব নারে।
গোঠে না যাস্ যদি ও ভাই কানাইরে,
মোরা রাখাল রাজা কর্‌ব কারে॥

—

দেওগিরি—ঢিমা-কাওয়ালী।
জীবন যাদব বাধানে, যে কথা ছিল তোর সনে,
নৈলে যে ত্যজিব জীবন যমুনার জীবনে॥
বলেছিলি আছি বাঁধা, ডাকিলে এসে নিবি বাধা,
বাধা নিতে কে দেয় বাধা, কে এমন বৃন্দাবনে॥
ত্যজবি যদি ওরে গোপাল,
ছিল যদি তোমার মনে,
গোপ-গোপালে গিরি ধরে কেন বাচাইলি প্রাণে,
কালীদহের বিষ জীবনে, বাঁচালি তোর সখাগণে,
যে ছিদাম মরে তোমার জন্যে,
তারে বা বাঁচালি কেনে॥
তাপিত প্রাণ মোর শীতল কর,
জনক বল চন্দ্রমুখে, যশোদাকে ডাক একবার,
শুনুক রে গোকুলের লোকে;
সূদন কয় জানিলাম হরি,
রাধার প্রেমে হল ভারী;
এত প্রেমে দিলে ডুরী,
এই ছিল তোমার মনে॥

—

সিন্ধু—ঢিমা-কাওয়ালী।
কেবা জরেছে প্রেমজ্বরে, এই নগরে বল শুনি।
এখনি স্নান করাইব খাওয়াইব ক্ষীর নবনী॥
পড়া আছে নাড়ীচক্র, জানা আছে ষট্‌চক্র,
ঘুচাতে পারি কুচক্র, এম্নি আমি চক্র জানি॥
নিদানেতে বিদ্যা জানাই নিদানের কালে,
যে করে মম স্মরণ রক্ষা পায় গেলে,
নিদানেতে বিধান বটী,দেই রাজা রামচাঁদের বটী,
গোপালের নাস দিলে কত,
গোপাল ভাল হয় তখনি॥
দেখিলে রোগের প্রাদুর্ভাব তাতে না চটি,
সূচিকাভরণ দেই কিংবা দেই চটী,
পড়া আছে রাধা-তন্ত্র, আর কত জানি মন্ত্র,
নানা রোগ করি ক্ষান্ত,
কৃতান্ত যায় শুনিলে ধ্বনি॥
আরও আছে রাঙ্গা গুড়ি, সকলে না পায়,
রোগী বুঝে দেই তাহা, যারে সেই পায়,
নাম রতনমণি গুপ্ত, আমার সব ওষধি গুপ্ত,
সূদন কয় আজ হবে ব্যক্ত,
শক্ত দায়ে ঠেকেছে নীলমণি॥

—

বিভাস—ঢিমা-কাওয়ালী।
শুন মা জনম কথা, নয় কো কবার কথা।
সে দুঃখের কথা,
কোথা জন্ম নাহি জানি, মাতা পিতা নাহি চিনি,
কেবল লোকের মুখে শুনি সে সকল কথা॥
জন্মের পরে পত্রোপরে ভেসেছি জলে,
মা কেমনে চিনিনে মা গো কারে মা বলে,
বহুকাল ভাসিয়া জলে, পরে এসেছিলাম কূলে,
দশভূজা নারী পেলে সেই হবে মাতা॥
তার পরে এক দ্বিজনারী তাঁকে মা বলিলাম,
খর্ব্বরূপে আমি তথায় কিছু কাল ছিলাম,
তার পরে এক রাজা রাণীকে,
মা বলিয়াছিলাম সুখে,
তার পরে মথুরায় আছে দুঃখী এক মাতা;
মথুরায় মা বলি তাঁকে গোকুলে এখন,
এখানে আছে এক মাতা তোমারি গঠন,
সূদন কয় মাতৃহীন ছেলে,
যারে পায় তারে মা বলে,
চিকিৎসা নাই নিদানকাল বিনা সেই কথা॥

—

সরফরদা—ঢিমা কাওয়ালী।
ননীর গন্ধ কয় বদনে,
কেমন বৈদ্য জানিব কেমনে।
যেন গোপাল সেই হতেছে মনে।
সেই ভঙ্গী ত্রিভঙ্গিমা, সেই ঠাট সেই ঠঙ্গিমা,
হেরি যেন সেই চন্দ্রিমা, যার পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রাননে॥
দেখতে কাল, যেন কাল, আমার কালাচাঁদ,
চাঁদ পড়েছে ফান্দে এসো,
এসো বৈদ্যচাঁদ, সেই চাঁদে হয়েছে গ্রহণ,
করগে তার রাহু গ্রহণ,
গ্রহণে ঘুচিবে গ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ দিনমানে॥

কোন্ শাস্ত্র পড়েছ বাছা আছ কোন্ ধ্যানে,
বৈদ্য বলে আর জানি না কিঞ্চিৎ নিদানে,
সেই নিদান করিতে সংখ্যে,
দেখিলাম যে সে অসংখ্যে,
সূদন বলে আছে সংখ্যে,শ্রীরাধার ঐ শ্রীচরণে ॥

জয়জয়ন্তী—ঢিমা-কাওয়ালী।

যে জ্বরে জ্বরেছে মা তোর কানাই,
মা তোমায় কেমনে জানাই।
এমন ছেলের এমন রোগ দেখি নাই।
রসেতে হয় অপচার,
বাতপৈত্তিক এ দুয়ের বিকার;
ব্যাধি ঘুচায় সাধ্য কার,
এ ব্যবস্থা শাস্ত্রেতে শিখি নাই ॥
হৃদয়-দাহ মোহ হচ্ছে এমনি বোধ,
কইতে নারে মনের কথা তাইতে বাক্যরোধ,
বায়ুকে ঢেকেছে কফে ক্ষণে ক্ষণে গাত্র কাঁপে,
তার পরে পিপাসা হবে;
তখনি প্রমাদ ঘটিবে জানাই ॥
আমায় এনেছিলে ভাল, তাই চিনিলাম এ রোগ,
যে জনা এ রোগে ভোগে সেই জানে কি রোগ,
সূদন বলে যেমন ব্যাধি, রাধা জানেন এর ঔষধি,
আমায় দিলে অনুমতি,
ত্বরায় ডাকি তাকে আর বেলা নাই ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কাজ নাই ঘটে জেনেছি যে ঘটে,
ও ঘটে কলঙ্ক ঘটে।
দেখিতেছ এ যে ঘটে, এ ঘটে কি ভাল,
তা নহিলে আমার কুঘটে,
কিছু নাই ত তোমার ঘটে,
তাইতে যেতে চাও ঘাটে,
জাননা যে কখন কি ঘটে।
এ নহে সামান্য ভাণ্ড,
অখণ্ড নিমিত্ত জন্য,
যে অখণ্ড ভাণ্ডোদর তাহারি ঘটিত জন্য,
নৈলে কি আজ ছিদ্র ঘটে সতীর কভু ছিদ্র ঘটে
জান না কিসে কি কু ঘটে, যারে দেখ গোঠে মাঠে
সে বিরাজে বংশীবটে, সেই বুদ্ধি ঘটেছে এ ঘটে
কুম্ভের কথা কইতে আমার দুঃখে বেরোয় হাসি,
কেবা চিন্‌তে পারে এত কলসে কলুষ জল,
সূদন বলে বটে,
তুমি ত চিনেছ ঘটে, তা নৈলে বা কার
এমন ঘটে, যারে পূজে ঘটে পটে,
যে জন বেড়ায় ঘটে ঘটে,
সেই ত ঘটেছে এ ঘটে ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ও কুটিলে ভাল ত দেখালি সতীত্ব।
মায়ে ঝিয়ে ব্যাকুল, বারি এনে বাড়াবি কুল,
ভেসে যে গেল ও কুল, এখন কুল কুল
হাসি পায় হে,—জগদীশ্বর যথার্থ॥
বারি আন্‌তে বাধালি ভুল, ও মা তোরা
এমনি বাতুল, নাই মেয়ে তোদের সম তুল,
তোদের দুয়ের ঘটে নাই পদার্থ ॥
কল্লি এত বাড়াবাড়ি, কেমনে ফিরে যাবি
বাড়ী, সূদন কয় শমনের বাড়ী,
যাওয়া এখন নিতান্ত ॥

দেওগিরি—ঢিমা কাওয়ালী।

গণায়ে পেয়েছি সতী, জগবটে তার বসতি।
চিন্‌তে নারে কেহ তারে, সবাই বলে অসতী॥
কে সতী সে সতীর কাছে, মিছে তার
কলঙ্ক রটেছে. যে জল দিলে
জলধর বাঁচে, দেখি নাই এমন সতী।
সে নহে এমন সতী, যাকে বলে আদ্যাশক্তি,
চরণ-তরণী দিয়া ত্রাণ করেন কত সতী।
সবাই বলে রাধা প্যারী,
আমরা কি তায় চিন্‌তে পারি,
চেনেন কেবল ভববারী,
যিনি তাঁর সাথের সাথী॥
সতীকে জানিতে সতী, গণনায় পেয়েছি সতী,
কে জানে তাঁহার মায়া, মায়া সেই প্রকৃতি;
মহামায়ায় মায়া করি, আজ মায়া দেখালেন হরি,
সূদন বলে মরি মরি, আজ সতী হবেন সতী॥

কানেড়া—গড়খেমটা।

দেখে ললিতা সখী, নিরখি দেখি,
কেন্দে কয় উচ্চৈঃস্বরে।
দেখনা দূতি মোদের ধনী,
কেনে এমন হল আজি রে॥
আমি কি বলিতে কি বলিলাম,
শ্যাম বাঁচাতে রাই হারালাম,
আগে জানি না এরা এক মরণে দুজন মরে॥

মঙ্গলবিভাস—তিওট।

দেখ না গো জলে,
নিরখিয়ে দেখ সকলে জলধর জলে।
একে জল কালো তাহে কালা কালো,
পাছে কালোয় কালো মিশে যায় জলে॥
নয়ন ঠেরে বলে তোল রাই জলে,
পড়িবে না এ জলে, আমি যে জলে,
প্যারী লয়ে যায় জল, দূরে যাক নয়নজল,
হেরে যেন এই জল বিপক্ষ জ্বলে॥
বলে, হেসে হেসে আর জলে ভাসে,
ভেবে মরি ত্র'সে, পাছে যায় ভেসে,
সূদন কয় কেন ডর, ভাসায়ে নূতন তার,
ভেসেছিল একবার বহুকাল জলে॥

দেওগিরি—কাওয়ালী।

এসেছিলাম ঠেকে দায়, তেমনি দিলে বিদায়।
ঘুচিল সে দায়, পেলেম বিদায়,
চিকিৎসা করিব আর কি দায়॥
পেলেম যে অক্ষয় সোণা, আর কি করব
উপাসনা, কেবল রসনায় মিশাব সোণা,
সদাই রাখব হৃদয় হৃদয়।
এ নহে সামান্য বিদায়, বিদায় হলে দায়
থাকে না, যে হয়েছে এখন বিদায়
সে দায় বিদায় আর ঠেকে না,
(এই) বিদায়ের লাগি ব্রজে
উদয় বনে বনে ভ্রমি সদায়,
ঠেকে এই বিদায়ে দায়ে, বাঁশীতে বলি সর্ব্বদায়॥
এই বিদায়ের দায়ে আমি
যোগী হয়ে ভিক্ষা করি,
বিদেশিনী জহরিণী সেজেছে বা কত নারী,
এবার হলেম বৈদ্যরূপ, আর বা ঘটিবে কিরূপ,
সূদন কয় ঐ কালরূপ, বুঝি গৌরাঙ্গ হতে হয়॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

কে জানে তোমারে কেমন সতী,
জানে না যে আদ্যা সতী।
তোমা হতে সৃষ্টি প্রলয় স্থিতি তব শকতি।
অজ্ঞান কুমতি জনে বৃথায় জীবন ধরে,
তোমারে চিন্‌তে নারে নরে,
তুমি রাধে পুরুষ কি প্রকৃতি।
ত্যজে গোলোক, শিখাতে লোক, জনম নিলে,
কত্তে লীলা অবলীলায় কলঙ্ক নিলে,
তুমি করিলে কলঙ্ক, তুমি ঘুচালে কলঙ্ক,
এ কেবল তব কলঙ্ক, সতী,
ফিরে হন নূতন সতী॥
বৈদ্য প্রতি রেখো দয়া ও প্রেমময়ি,
তুমি রাধে ব্রহ্মময়ী হও শক্তিময়ী,
তব লাগি বৈদ্য হলাম, মন-আশা পুরাইলাম,
সূদন বলে ঐ পদে থাকে যেন রতি মতি॥

মিলন—গীত।

বসিলেন রাই সিংহাসনে, আপন বঁধুয়া সনে,
উভয় যুগল মিলন হলো,
গেল বিচ্ছেদ হুতাশনে,
ললিতা কয় আয় দরশনে॥
কালাচাঁদের করে ভানু কত চন্দ্র পায়,
রাই কিশোরী চাঁদের মালা চাঁদে চাঁদে মিশায়,
তুল্য অতুল্য তুলনা রূপ দেখি নে,
শ্যামের তুল্য রাই বিনে।
কোন ধনী বলে ধনী দেও হরিধ্বনি,
মিলিল মিলিল বামে হেম রাই ধনী,
সূদন বলে ও যে রূপ ত্রিলোক না ধ্যানে;
ধন্য ব্রজবাসিগণে॥

ঝিঁঝিট-মধ্যমান।

কোন্ গুণে আর কর রে গুণ্
গুণ্ রে নির্গুণ আল।
এ গুণে যে বাড়ে আগুন,
আমরা দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলি॥

যার গুণেতে তুমি গুণী, হারায়েছি সেই গুণী,
আবার কি গুণগুণ শুনালি।
মধুসূদন বিনে ভৃঙ্গ কেন হতেছ বিহ্বল,
মধুসূদন বিনে মধুর আশা ত বিফল,
তবে কেন মধু কর, বৃথা মধু মধু কর,
যাও না কেন মধুপুর,
সেখানে মধু সকলি॥
ও ভৃঙ্গ ত্রিভঙ্গ বিনে সকলি বিগুণ,
যে ছিল খতি নির্গুণ বেড়েছে তার গুণ,
আমরা সব হয়েছি নির্গুণ,
কেবল বৃদ্ধি বিচ্ছেদ-আগুণ,
সূদন কয় জুড়াবে আগুন,
যদি এসেন বনমালী॥

জয়জয়ন্তী—ঢিমা-কাওয়ালী।

ষট্‌পদ রাইপদ ধরি কাঁদে,
যার ছায়া না লাগে চাঁদে,
সেই ধনী আজ পথে পথে কাঁদে।
যার পদ সবার সম্পদ, পরশে হয় নিরাপদ,
গিরিধর ধরে যে পদ,
সেই পদ আজ পদার্পণ বিপদে॥
যে বিরাজে কুঞ্জবনে, সেই রাই আজ বনে বনে,
একি হলো বৃন্দাবনে, যাব কোন্ বনে,
হারায়ে সেই বন-বিহারী, প্যারী হলেন বনচারী,
কি সুখে আর বনে চরি,
মরি মরি প্রাণ ত্যজি ঐ পদে।
আর কি বিপিন-পুলিনে শ্যাম আস্‌বে ফিরে,
এনে গোপাল সকল গোপাল চরাবে চরে,
আর কি এই বিপিনে বাঁশী,
শুন্‌বে সকল গোকুল বাসী,
রাস করিবে-রাস বিলাসী,
সূদন এসে হের্‌বে যুগল পদে॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

প্রাণ যায় এ রবে, কোকিলারবে,
রবে প্রাণ আর কিসে রবে,
প্রাণনাথ বিনা প্রাণ, তিলেক না রবে রবে।
ভুলায়ে মুরলীরবে, আবা আবা ধ্বনি রবে,
এখন বঁধু রয়েছেন নীরবে;
মরি মরি কুহু কুহু রবে॥
এনে বনে বনে বনে, যে কুস্বরে পঞ্চম স্বরে,
পঞ্চম স্বরে আর পদ না সরে,
যেন মারে বনে বনে, মারে ম'রে সয় না প্রাণে,
প্রাণ হারাতে এলাম এ কাননে,
বিনা শ্যামের বাঁশীর স্বরে,
কইতে কথা মুখে না সরে
যদি সরে হা হাকার রবে॥
কয় কিশোরী আর কি স্মরি, শুন গো সখি সখি,
যেন স্বরে হানে বুঝি স্মরি,
বিনা সেই কিশোরীর সঙ্গ,
স্বর শুনে যে হয় স্বরভঙ্গ,
কোথা বা রহিল সে ত্রিভঙ্গ,
সূদন বলে একি রঙ্গ স্বর শুনে যে কাঁপে অঙ্গ,
বুঝি প্যারী সাঙ্গ এই রবে॥

ঝিঁঝিট—খয়রা।

হে কোকিলে, বসে তমালে,
ডেকো না আর কৃষ্ণ বলে।
এ কোন্ সুখের গান, নাই দুঃখ জ্ঞান,
প্যারীর যে যায় প্রাণ, পড়ে অনলে;
ভ্রমিতেছেন প্যারী বনে বিপিনে,
শুনে কুহু ধ্বনি, করে হুহু ধ্বনি,
শুনে ধনির ধ্বনি, আমরা বাচিনে;—
কৃষ্ণের পক্ষে কৃষ্ণপক্ষ তুমি কি জান না পক্ষ,
তবু যে হয়ে বিপক্ষ,
কমলিনীর বুকে শেল হানিলে
দেখে কাঁদে অলিকুল, হইয়ে ব্যাকুল,
কাঁদিতেছে শুক মনের অসুখে—
কান্দে সখীগণ হইয়া অজ্ঞান,
তুমি সদা গান কর কি সুখে,
আমরা যত ব্রজনারী, শ্রীহরি বিহনে মরি,
সূদন বলে, ভজলে হরি, পাওয়া যাবে অন্তকালে

জয়জয়ন্তী—কাওয়ালী।

দু-আঁখি মুদিত করে, দেখেন হৃদয়-মন্দিরে
মুরলী অধরে ধরে, বিরাজে রাধাকান্ত।

একে যমুনা তরঙ্গ, তাহে হৃদয়ে ত্রিভঙ্গ,
উথলিল প্রেমসিন্ধু বাড়িল মনের আনন্দ ॥
প্যারী দেখেন এ শুভযোগ, কৃষ্ণ করে মনযোগ,
ঘুচালে এ দুর্যোগ যোগাযোগ হলো গোবিন্দ ॥
বুচাইল প্যারীর অত্রযোগ, উদ্‌যোগে সিদ্ধিযোগ,
ভাঙ্গিল এই নিদ্রাযোগ, অন্তরে পেয়ে অনন্ত ॥
যে দেখিলাম নন্দালয়ে, কুসুমমধ্যে জলে গিয়ে,
সেই রয়েছে মনে লয়ে, এই হবে নিতান্ত ;
সূদনের মনে এই লয় সৃষ্টি স্থিতি এই লয়,
যার মনে লয় না লয়, সে ভ্রান্ত হয়েছে একান্ত ॥

দেওগিরি—ঢিমা-কাওয়ালী।

দিলাম আমি লও সোণা তবু ত ভাল বাস না।
তুমি চাহ যে সোণা দিয়াছি সেই সোণা ॥
ও সোণা হৃদয়ের সোণা, কেলে সোণার
সমান সোণা এই কাঁচা সোণা,
ঘুচে যাবে উপাসনা, নিলে এই সোণা,
তবে আর দাঁড়াও কেনে পেলে ত যা শোনা।
লয়ে সোণা, আর এসো না রাখ অতি
সাবধানে, সূদন কয় করো না সোণা
ওতো জারা সোণা ও সোণা রোগশাসনা ॥

ভৈরবী—ঢিমা-কাওয়ালী।

যাও না কেন মথুরায় পায়।
কে আছে আর তরায় ত্বরায় ॥
কৃষ্ণ বিনা ব্রজবাসী সবে যে কৃষ্ণ পায়,
পায় ধরি পায় যাও না পায়।
করে প্রাণপণ, এই প্রাণার্পণ করিতেছি পায়,
পদ রাখ পণ কর পদার্পণ অনায়াসে পদ পায়,
কাতরে করিতে দয়া তোমার কি ক্ষতি পায়,
যদি ত্রাণ পায় তব কৃপায় ॥
কৃপা করে হও সানুকূল অকূলে দেও কুল পদ,
তুমি যদি রাখ গোকুল, নৈলে যায় যে কুল,
পদ পায়, যদি দেখাতে পার সে দুটী রাঙ্গা পায়,
হেরিলে সে পায়, সুদন দিন পায় ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রিয়সখি রে সেই তরী ঐ যে পারে।
এ পার থাকিত যে তরণী, পার হতেম যত তরুণী
এখন দেখ তরুণি সেই তরণী,
এখন থাকে পরপারে ॥
তুরিতে ত্বরিতে মোরা যেতেম বিকিতে,
আসিতে আসিতে আনন্দে পেতেম তরীতীরেতে,
এখন বিনে গো সেই কর্ণধারে,
ভাসিতেছে তরী ধারে ধীরে,
আর তো চেনে না রাধ রে,
যেন কত ধারি ধারে,
শ্রীহরি কাণ্ডারী যখন ছিল তরীতে,
আমাদের তরাত তটে ত্বরাতরিতে,
এখন আমরা বলি তরি তরি,
তরীর নাই আর ত্বরাতরি,
সূদন কয় পেলে ঐ তরী,
হরি আন্‌তে যাব পারে ॥

মঙ্গল-বিভাতি—ঢিমা-কাওয়ালী।

রাজনন্দিনী পড়ল ধরায় ও মা
তোরা ত্বরা আয় আয়।
কমলিনী চিয়াও ত্বরায় ত্বরায় জেনে যাই মথুরায়
কর দিয়ে গো দেখ নাসায়,
বুঝি প্যারীর জীবননাশ হয়,
জীবন ছিল যাহার আশায়,
সে যদি এসে বাঁচায়,
ও মা এসে দেখ দেখি দন্তেতে দন্ত,
কি হলো পাইনে তদন্ত,
এমনি কি দন্ত, বুঝিলাম তদন্ত,
রাজনন্দিনীর সময় অন্ত, এখন কোথায় সে অনন্ত
অন্তে এসে হও না উদয়,
হল ভাল কল্লে ভাল গেল হে জানা,
কৃষ্ণপ্রেমে প্যারী মলো রইল ঘোষণা,
এ কথা শুনিলে কাণে, ত্রিজগতে মানবে কেনে,
সূদন বলে কাণে কাণে
তুলো না আর কোন কথায় ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

অঙ্গ কর না দাহ, (সহচরি গো)।
জ্বালাইও না ভাসাইও না,
যাইলে এ জীবন, যদি এসেন রাধার জীবন,

হেরিবেন জীবন-শূন্য দেহ ॥
হইলে শব বান্ধি গো সব রাখিস তমালে;
এলে কেশব বলিস্ ঐ শব, বান্ধা তমালের ডালে
যদি কেশব, চাহে এ শব,
তোরা তাহা দিবি কি সব, বলিস্ বান্ধা,
আছে সে শব, যে শব কেশব তুমি চাহ ॥
মৃতাঙ্গ ত্রিভঙ্গ যদি পুনরায় দেখে,
তবে সঙ্গ পাব যদি এ অঙ্গ থাকে.
যেরূপে মৃতা'ঙ্গ হরে, লয়েছিল কান্ধে করে.
সূদন বলে, সেই প্রকারে,
লবে এই মৃতদেহ ॥

ভৈরবী—ঢিমা-কাওয়ালী।

যোগী হতে কি বাকী, যোগে যাগে হলেম যোগী,
সদা কৃষ্ণতত্ত্বে মত্ত হয়ে মর্ত্ত্যে থাকি.
তত্ত্বজ্ঞানী অনুরাগী।
আর আমারে সাজাবে কি. সেজে যে আছি,
(হাগো) ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিনা শুষ্কচর্ম্ম পরেছি,
(সখি) অস্থিমালার তরে অস্থি সার করেছি,
(সখি) অস্থিমালা তার ভাবনা কি ॥
হরি সেজেছিলেন যোগী মান বিষাদে,
আমারে সাজালেন যোগী পেড়ে প্রমাদে,
মধুসূদন আনতে সূদন হওনা উদ্‌যোগী,
আর কবে যোগী।

জয়জয়ন্তী—ঢিমা-কাওয়ালী।

দূতী যদি যাবে মধুপুরে,
আগে ভাই বলো না পুরে
ভূপতি সে বনে আছেন পুরে।
চিন্‌বে না সে চিন্তামণি একে ত চিন্তামণি,
তাতে পেয়েছে রমণী, যার মণি চরণনূপুরে।
যদি বলে চিনি নে রাই কোথা সে গোকুল,
তবে বল যে গোকুলে চরাতে গোকুল,
যখন ছিলে বৃন্দাবনে, বৃন্দা গিয়ে বসত বনে,
জান না নিকুঞ্জবনে, সাধিতে হে যুগল করে ধরে
যদি একবার না চায় ফিরে, না এলো ফিরে,
বলো তারে ফিরে ফিরে,
যাতে সে ফিরে, সানুকূলে চাও হে ফিরে,
চল হে গোকুলে ফিরে, রাই বাঁচায়ে এস ফিরে,
সূদনে দেও দেখা ফিরে ॥

ভৈরবী—ঢিমা-কাওয়ালী।

দেখ না ও কে নারী, ঐ যে যমুনা কিনারী।
দেখি নাইক এমন নারী, চেয়ে দেখ নারী,
ও নারী চিন্‌তে নারি ॥
যে নাগর এসেছে তারি তরে এ নারি,
এ নারী কেমন নারী বুঝিতে নারি,
কুল ছেড়ে অকূলে ভাসে একা নারী,
ও নারী কেমন নারী, মনে অনুমান করি,
ব্রজনারী এ নারী হেবে পলাবে কুব্জা নারী,
সূদন কয় চেন না নারী, গোকুলে যে নারী
সে নারীর দাসী এ নারী ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ভাব যে দহি এ নয় সে দহি।
কেবল ব্রজগোপীর প্রাণ দহি ॥
কি হবে তোমাকে কহিলে,
এই দহিতে প্রাণ দহিলে,
তাইতে বলি দহিলে দহিলে ;—
এলেম দহিতে দহিতে, আর না পারি সহিতে,
দহিলে দহিলে দহি ॥
শুন বলি পদাতি এ সামান্য দধি নয়,
দেখিতে দধি খেতে অনল,
খায় তারে খায়,
খেয়েছিলাম দধি বলে, এখন দেখি অনল জ্বলে,
সদা যে বলে দহিলে,
দধি নয় সে অগ্নি অনল গোকুলে,
হচ্চে দাবানল সেই অনল এনেছি নয় দহি ॥
দহির কথা কারে কহি, শুন ওরে তোরে কহি,
দহির কথা কইতে আর অন্তর দহি,
যার দহি তায় ফিরে দিব,
আমাদের মন ফিরে লব,
কেমন দহি তারে জানাব ;
বলিব সে কানু ঘোষেরে, দধি খেলে মানুষ মরে
সূদন কয় দেখাব যে দহি ॥

মঙ্গল-বিভাস—কাওয়ালী।

াণে একবার হরি বল, হরি ভবের কাণ্ডারী,
হরি বোলে পারে চল।
ীণায় বল হরিধ্বনি, শমন পাল'বে আপনি,
ালনিবারণ চিন্তামণি, প্রহ্লাদ হরি বলেছিলো
ুনেছি পুরাণে বলে, হরিনামের গুণে মোক্ষফলে
অজামিল তরিল হেলে, নারায়ণ বলেছিল।
ূদন ব'লে কি করিলাম,মিছে মায়ায় বন্দি হলাম,
(এখন) গুরুপদ না ভজিলাম
আসা যাওয়া সার হ'ল॥

দেওগিরি ঢিমে—কাওয়ালী।

আহুত এসেছি মোরা বরাহুত কও কারে।
আবাহন করেছে রাজা
তাই এসেছি তোদের দ্বারে॥
যদি যেতে দেওরে বাঁধা ধর এই দেখাওনে বাধা,
হেরলে আর মানবে না বাঁধা,
আসবে বাধা মাথায় করে।
আমরা ত নই অত্র মানী,
তোদের রাজার পত্রে জানি,
জানতে পারি, শুনতে পারি,
আগে হোক্ রে জানা জানি,
তোদের রাজা যে যদুরায়,
তায় রাধার নফর গোকুলে কয়,
কর্ত্তে চাও কাঙ্গালি বিদায়
দ্বারি গোকুল তোরা চিনিস্ নারে।
তোদের রাজার নীলমণি নাম,
ছিল মোদের বৃন্দাবনে,
লয়ে আমরা সকল ধেনু চরাইত বনে বনে,
সূদন বলে শুন দ্বারি, কেন কর তেরিমেরি,
তোদের রাজার লালন মেরি,
একবার এনে দেখাও দ্বারে॥

দেগিওরি—ঢিমে তেতালা।

পাষাণ চাপা মায়ের বুকে,স্বচক্ষেতে দেখে গেলে,
যত দ্বারী করে বন্ধন, তত ডাকি আয় কৃষ্ণধন,
মনে নাই দুখিনীর বেদন, হ'য়ে যশোদার ছেলে।
জনকের যন্ত্রণা বল শুনে হবে সুখজনক,
পাসরি রয়েছ জনক, গে কুলে পেয়েছ জনক,
ঐ দেখ দাঁড়ায়ে পায়ে,
আরও প্রহার পারে না রে,
দিনান্তে না খেতে পেয়ে বাঁচে কেবল কৃষ্ণ বলে।
বল তারে ভাল করে, গিয়াছে খুব ভাল ক'রে,
মাতা পিতা হত্যা পাতক কিছুই না মনে করে!
সূদন বলে, ও দেবকি, ও কথা আর বলব কি;
চিরকাল ত এমনি দেখি,পাতকী তোমার ছেলে।

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

এ কে ভুবন মোহিনী বিদেশিনী।
কে নারী চিনিতে নারি,নারী হেরে ভোলে নারী,
আহা! মরি কি মাধুরী,
যেন এ নারী সৌদামিনী।
মরি মরি কি লাবণ্যে, যেন রাজকন্যে,
কি জন্যে এসেছে হেথায় দেখি মনঃ-ক্ষুণ্ণে,
তরুণী নবযৌবনী, ভাব যেন বিবেকিনী।
মলিন চাঁদবদন যেন নূতন প্রণয়ে বিরহিণী।
এ রমণী যাঁর রমণী, সে যে শিরোমণি,
কি জন্যে ত্যজেছেন তারে, কি ত্যজেছেন তিনি,
কি জানি কি রসাভাষে, সদা নয়ন জলে ভাসে,
জ্ঞান হয় আভাসে, যেন রতন হারা কাঙ্গালিনী।
এলোবেশে এলো কে সে,
তোরা কি পারিস্ চিন্তে,
হেরিয়ে জুড়াল আঁখি দূরে গেল চিন্তে।
যায় হেরে যায় ভবচিন্তে,
তাঁর যে দেখি ভাবাচিন্তে,
সূদন বলে তাইতে চিন্তে,
হারায়েছেন চিন্তামণি॥

বিভাস-ঠেস—কাওয়ালী।

শ্যাম-শুক নামে প্রিয়-পাখী,
এ দেশে এসেছে উড়ে, শ্রীরাধারে দিয়ে ফাঁকি।
এসেছি তার অন্বেষণে, দেখা হলে বাঁচি প্রাণে,
জানে না সে রাই নাম বিনে,
রাই নামেতে সদা সুখী॥
পাখা যদি দিত বিধি, পাখী হয়ে উড়ে যেতাম,

যে বনে প্রাণপাখী আছে
সে বনে তায় খুঁজে নিতেম,
পেয়ে থাকিস দেখা দেখা,
পাখীর মাথায় পাখীর পাখা,
আছে রাধার নামটী লেখা,
দেখা নাই তাই ঝোরে আঁখি ॥

বিভাস—কাওয়ালী।

মোহনচূড়া লাগে পায়,
আমাদের প্রাণে ব্যথা পায়।
রাজার মেয়ে হয়ে প্যারী,
যা করিস তা শোভা পায়,
যে শ্রীহরি ধরে ত্রিপায়,
তাঁর চূড়া ভেঙ্গেছিস্ বাঁপায়,
তবু তায় চাইলে কৃপায়,
যাঁর পায় ধ'রে কেউ পা না পায় ॥
যা হইতে তুই নারীর চূড়া,
ভাঙ্গিলে গো তাঁর মাথার চূড়া,
শুনেছিস যে ভেঙ্গে চূড়া,
কে কোথায় হয়েছে চূড়া।
যে চূড়ায় তুই দিয়েছিস পায়
ত্রিজগৎ তাঁর পায় পিণ্ড পায়,
সুরধুনী জন্মে যে পায়,
তাঁর অপরাধ কি পায় পায়॥
ঐ কৃষ্ণধন যে পায় সে পায়,
তা তুমি জানত প্রায়,
পায় ধরে তার ধরালি পায়।
যাঁর সনে পুতনা দিল পায়, বকাসুর সমাজ পায়,
সূদন বলে ধরি দুপায়,
তায় আর ঠেল না দুপায় ॥

খাম্বাজ—তেতলা।

কে গো রমণী বুঝি রাজার রাণী।
দেখিতেছি বড় গৌরব ভাঙ্গিব এখনি ॥
বেন্ধেছি তোদের রাজারে,
এখন বান্ধিতে এলাম তোরে,
লয়ে যাব দুজনেরে, নূতন দাসী কর্‌বেন তিনি ॥
মনে বুঝি ভেবেছ হয়েছ রাজরাণী,
রাজার পর যে রাজা আছে তাকি শুননি,
শুনে দাসের দাসীর কথা,
তাই আমায় পাঠালেন হেথা,
লয়ে যাব তোমায় তথা,
দেখবেন ব্রজের রাজনন্দিনী ॥
জান কি না জানে কেনা,
জান্‌বে কে না বলে কে না,
জানে কে না রাজা যে কেনা,
আমি রাধার দাসীর দাসী,
নিতে এলেম তুল্য দাসী,
সূদন বলে হাসি হাসি,
এমন ত কভু শুনিনি ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কুবুজী কি বলিব কি বুঝি, জান ত যত বুঝ
যা বুঝে করেছ প্রেম আমরা কি তা বুঝি।
তিন বাঁকাতে আমরা ব্যাকুল,
পাঁচ বাঁকা ত তুমি আকুল,
ভাসাইয়ে গোকুলে এই কুল করেছ বুঝি ॥
রাই হতে কুলিনী কুবুজী, গরবে বেঁকেছ বুঝি,
নূতন কুল করে হয়েছে, কুলীন রাজাজী;
দাসীকে করেছ রাণী, রাজনন্দিনী কাঙ্গালিনী,
সূদন বলে দেখলে তিনি হবে বোঝাবুঝি ॥

বিভাস—তেওট।

কে জানে আগুন, তার গুণাগুণ,
সেই জানে এ কেমন আগুন,
যার মনে এ আগুন।
দেখিলাম নানা স্থানে, না দেখি নয়নে,
মনে মনে জ্বলে এ আগুন ॥
প্রজ্বলিত অন্তরে হয় নাকো সৎকার,
কেবল দেহদাহ সদাই হাহাকার,
পিপাসায় প্রাণ জ্বলে, যদি যাই রে জলে,
জলে আরও জ্বলে, জ্বালা হয় দ্বিগুণ ॥
সে না হয় নির্ব্বাণ অগ্নি এ আগুন,
নিবালে চতুর্গুণ এমনি তাঁর বিগুণ,

সূদন বলে হরি, উহু মরে যাই তার বলিহারি,
যে দিলে আগুন॥

সরফর্দা—ঢিমা-কাওয়ালী।
চিন্‌তে যদি চিন্তামণি, তবে কি আর চিন্তা গণি।
চিন্তা করে কেনে মরবে ধনী॥
চেন কি না চেন হরি, আমরা চেন চেন করি,
দেখেছিলাম ব্রজপুরী, ধেনু চরাতেন আপনি॥
মাখনচোরা ছিলে ব্রজে কর হে মনে,
নন্দের বাধা বৈতে মাথে পড়ে কি মনে,
করিতে গোপীর বস্ত্রহরণ,এখন বুঝি নাইকো স্মরণ,
আমাদের খুব আছে স্মরণ,
বিস্মরণ কেবল আপনি॥
বৃন্দাবনে নিধুবনে শ্রীরাধার মানে,
দুটী চরণ লৈতে মাথে নাই কি তা মনে,
সূদন কয় ও কথা কেনে, এখানে সকলি মানে,
ক্ষমা দেও ও কথা যেনে,
কাজ কি এত চেনাচিনি॥

জয়জয়ন্তী-ঢিমা—কাওয়ালী।
গোকুলেতে মা বলিতে যারে,
সে পড়ে ধূলার মাঝারে,
আমায় কয়, চল মথুরার মাঝারে।
নবনী লও আর দিব কি,
নৈলে তায় খেতে দিব কি,
দেখব সে কেমন দেবকী
কাঁচা ছেলে ভুলে কয় মা যারে॥
সে কি আমার থাকিবার ছেলে,
ত্যজ্য করে মা,—সবাই মিলে বলেছে মা,
ঐ দেবকী মা মা;—মা পেয়ে ভুলেছে মায়ে,
আর কেন ডাকিবে আমায়ে,
বুঝব এবার মায়ে মায়ে,
সেই হবে মা গোপাল মা কবে যারে॥
বসুদেব হয়েছেন এখন দেবতার শ্রেষ্ঠ,
অনায়াসে ঘরে বসে পেয়েছেন কৃষ্ণ,
লয়ে যাব সকল দেবে, দেখিব কেমন বসুদেবে,
গোপাল দিবে কি না দিবে,
সূদন কয় ছেলে কয় যারে তারে॥

দেওগিরি—ঢিমা-কাওয়ালী।
তব মাতার পিতার বিষয়
বলিতে গেলে বিষ হয়।
হেরে আমি জান্‌লাম আশয়,
বুঝি তাদের জীবননাশ হয়॥
দোহে পড়ে অন্ধকারে, না বলব বা অন্ধ কারে,
সুধাইতে সন্দেহ করে,
উঠতে পাছে জীবন শেষ হয়।
জেনেছি শুনেছি হরি, তুমি জগতের গুরু,
তুমি কি জান না শাস্ত্রে পিতা মাতা মহাগুরু,
এমনি কি হলো, দুর্দ্দশা গুরুর আবার গুরুদশা,
আমাদের কপালের দশা,
তোমাদের পেয়েছে দশায়॥
মাতা পিতার মৃত্যু হলে হবে তোমার কালাশুচি,
অবশ্য হবিষ্য করবে তবে সে হইবে শুচি,
সূদন কয় ভুলনা আমায়, এবার লয়ে যাব গয়ায়,
পিণ্ড দিব আপনার পায়,
দেখব তাতে কি শোভা পায়॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।
সব রাখাল লয়ে পাল দেখলাম ভূমেতে শয়ন।
পড়ে আছে গাভীর গায় গায়,
কেহ কেঁদে কালার গুণ গায়,
কেহ বলে আর সয় না গায়, ত্যজিগে জীবন।
কোন শিশু করে রোদন,
ধরে গিরি গোবর্দ্ধন,
কেউ বলে কি করিস্ ও তোর নয় ত কৃষ্ণধন,
কেহ ফিরে ধেনু ধরে, বলে ঐরূপ কানু ধরে,
নয়নে না বারি ধরে, অমনি ধরায় হয় পতন॥
কোন শিশু ধেয়ে নবনীতরুর ডাল ধরে,
ডাল ভেঙ্গে যায়, পত্র শুকায়,আর এক ডালধরে
সূদন কয় যার বিধি লাগে,
যে ডাল ধরে সেই ডাল ভাঙ্গে,
কপালগুণে পাষাণ ভাঙ্গে, এমনি তার ঘটন॥

জয়জয়ন্তীঢিমা—কাওয়ালী
দেখ্‌লাম কত নারী বসে তীরে।
লয়ে সেই কমলিনীরে, নীরে নিবারিছে
আঁখিনীরে।

কেহ বলে আয় গো ধনী, কেহ বলে যায়
গো ধনী, কেহ বলে দেহ হরির ধ্বনি,
ধনীর ধ্বনি আর আর কি শুন্‌ব ফিরে।
কেহ বলে আন তুলসী করে গঙ্গাজল,
কেহ বলে মা অন্তর্জ্জলে কর অন্তর্জ্জল,
যার কৃষ্ণ লাগি অন্তর জ্বলে, কাজ কি রে তার
অন্তর্জলে, এখন অন্তিমকালে, কি করিবে
কালে কিশোরীরে।
কেহ ধরে প্যারীর চরণ বলে মা ধর আয়,
যে পা ধরে বংশীধরে সে পা আজ ধরায়,
যার চরণে শ্যাম নাম লেখা, তার কাছে
কেন নাম ডাকা, সুদন বলে ও বিশাখা,
মরবে না রাই দেখা পাবে ফিরে॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ধর্ম্ম অবতার, কি ধর্ম্ম রাখ্‌লে তার,
গুরুমারা বিদ্যা হে তোমার।
রাধা তোমার প্রেমের গুরু, শুনেছিলাম
ওহে চারু, এখন দেখি তুমি গুরু তার॥
যে তোমারে প্রেম শিখালে, তারে তুমি খুব
শিখালে, ধর্ম্ম খেলে লয়ে ধর্ম্ম ভার॥
পদ পেয়েছ গুরু এখন গুরু, চিন্‌লে না
গুরু সেবে গুরু, হয়ে সে গুরু মান না হরি ;—
রাইকে করে কুলত্যাগী, তুমি হলে গুরুত্যাগী,
দেখ দেখি ধর্ম্ম রইল কি ;
সইলাম যত কুলাঙ্গনা, কিন্তু শ্যাম
ধর্ম্মে সবে সবে না, কেহ সবে না
তোমারি এ ব্যবহার॥
গোচারণ ঘুচেছে কিন্তু আচরণ ঘুচে নাই
হরি, গুরুমারা পাতকের ফল কিছু
কি ফল্‌বে না হরি, বলে যাব কুব্জাকে,
বড় ভালবাস যাকে, গুরুত্যাগী
জান্‌বে তোমাকে ;—
গুরুনিন্দা অধোগতি, গুরু বধলে কি
তার গতি, সুদন বলে কি গতি আমার॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

বল্‌ব কি অধিক আর, নাই আর তব অধিকার।
তব পুত্র অধিকারী, হয়েছে শ্রীরাধিকারি,
এখন করের জন্য তশীল ভারী,
হচ্চে রাধিকার॥
নিষ্কর ভূমে ছিলাম ব্রজে নিকুঞ্জকাননে,
তাতে জরিপ কল্লে গিয়া দয়ম কাননে,
যে রাধার ছিল দেবত্তর, তিনি
তিনি হয়েছেন নিরুত্তর,
কে করে আর প্রত্যুত্তর সদাই হাহাকার।
থাকৃতে কৃষ্ণ বর্ত্তমানে প্যারী কৃষ্ণ পায়,
বলব কি হে দুঃখের কথা বলতে কান্না পায়,
একবার ব্রজে যাও না পায় পায়,
রাই বাঁচায়ে এসে সেই পায়,
সুদন বলে ধরুক্‌ না পায়, কি শঙ্কা তোমার॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

এখন বাঁশী ভালবাসিনে, তাইতে আসিনে,
নইলে থাকৃত যাওয়া আসা,
আর সে আশা রাখিনে॥
যখন ছিল ব্রজে বাঁশী,
তখন ভালবাস্‌তাম বাঁশী,
এখন নাই সে ভালবাসাবাসি,
এ কোন বাঁশী তা চিনিনে॥
বাঁশী ভালবেসে মোদের কাছে কি বাকী,
আবার দিতে চাও যে বাঁশী বিবেচনা কি,
শুন্‌লে তোমার বাশের বাঁশী,
থাকৃতেম না হে বাসে বসি,
গেছে মাসামাসি এখন ঘেষাঘেষি রাখিনে॥
যে বাঁশীতে কুল নাশি এসেছ ফেলে,
আর কেন সে বাঁশীর কথা গিয়েছি ভুলে,
শুন্‌লে হতেম বনবাসী,
সুদন বলে দেখতে আসি, বাঁশী নিতে আসিনে॥

মঙ্গলবিভাস—ঢিমা-কাওয়ালী।

লাজে মরি, হেসে মরি, দুঃখে মরি হে কৃষ্ণধন।
যে তোমায় দান কল্লে চন্দন,
সেই হয়েছে প্রেম প্রয়োজন॥
কভু দুঃখ সাগরে ভাসি,
কভু তোমায় দেখতে আসি,
রাজরাণী হইল দাসী, শুনে হাসি তারি কারণ।

রাজা নয় এ সাজা তোমার বুঝিতে ভুলেছ,
গঙ্গা ত্যজে কূপে ডুবে ভাগ্য মেনেছ,
মথুরায় পেয়ে রাজটীকে রাণীর বিষয় দিলে টীকে
এত দিন যে আছ টিকে,
কেবল সেই বিধাতার ঘটন॥
রাজা নয় এ সাজা তোমার তা ত বুঝেছ,
কি বুঝে কুবুজার বোঝা মাথায় করেছ,
সূদন কয় বুঝেছ বোঝা তুমি হরি চতুর্ভুজা,
ত্যজে রাধা মাথার বোঝা,
পাক বেন্ধে হয়েছ রাজন॥

খম্বাজ—মধ্যমান।

শ্রীপতি ত্যজিলে শ্রীমতী এ আর কি মতি,
নাই সে রতি মতি হে সম্প্রতি নৃপতি॥
ত্যজিয়ে রাই চাঁদের মালা, কুজা হল জপমালা,
কাচ পেয়ে কচ্চো নাকো মত্তিতে মতি॥
আমাদের রাই গজমতি, আর তার মন একমতি,
তোমা বিনা মত্তমতি, এমনি দুর্ম্মতি,
দেখতে এলেম এখন কি ভাব,
যায় নাই রাখালের স্বভাব,
সূদন বলে বাঁকায় বেকেছে মতি॥

পরজ—ঠেকা।

কে এলি আমার রতনমণি,
বুঝি মনে পড়েছে দুঃখিনী।
এ মাতা পাসরে ছিলি পেয়ে মাতা দেবকিনী॥
কিঞ্চিৎ নবনীর তরে, আমি বেঁধে ছিলাম তোরে,
তাইতে কি ত্যজে আমারে,
কার মাকে বল্লি জননী॥
ধর্ম্ম মাতা পিতা বলে ছিলি মথুরাতে,
পরের মাকে মা বলিলি মরি ঐ দুঃখেতে,
মনে বুঝলি ননী দিবে, পিতা বল্লে বসুদেবে,
সে নবনী কোথা পাবে, ঐ দেখ রেখেছি ননী॥
গোচারণ ভয়ে কি তোর এ সব আচরণ,
নন্দের বাধা এত ভারী হলো রে এখন,
কুপুত্র হইলে তুমি, কুমাতা হব না আমি,
সূদন কয় কি বল রাণী,
কোথায় তোমার নীলমণি॥

কানাড়া—একতালা।

নারদ রে কেনই বা এখানে এলি রে।
এলি এলি রে ও তোর বীণা
কেনে বাজাইলি রে॥
ও তোর বীণাধ্বনি শুনে কাণে,
কৃষ্ণের বেণুর রব পড়লো মনে রে;—
নারদ তুই এসে এই করিলি,
আমার নেভা অনল জ্বালাইলি রে॥

পরজ বাহার—টিমা-কাওয়ালী।

আর কি, হবে সে কপাল,
আর কি ফিরে হবে সে কাল।
দেবকী দিবে কি গোপাল, চরাবে গোপাল॥
গো পালিতে গোপাল যাবে,
গোপের গোপাল সঙ্গে লবে,
মোহন বেণু বাজাইবে, রবে ধাবে পাল।
চঞ্চল হয়ে অঞ্চল ধরে ননী দে বলে,
বল্‌তো মা চরণে ধরি একবার নেও কোলে,
এখন ত্যজিয়ে কুলে, ফল পেয়েছ যদুকুলে,
দ্বিজ হল গোপের ছেলে,
আর সে নাই রাখাল॥
আর কি দেখিতে পাব গোকুলচাঁদের চন্দ্রানন,
সাজাইব নাচাইব পাঠাইব বন;—
সূদন কয় বুঝ নাই কার্য্য,
রাখাল পেয়েছে রাজ্য,
বাধা বওয়া ক'রে ত্যাজ্য, হয়েছে ভূপাল॥

সরফরদা—ঠেকা।

আর কি আমায় রাজা বল,
আর কি আছে সে ঘনশ্যাম বল;
হারাইয়াছি সে সম্বল।
ছেড়ে গেছে সে রাজলক্ষ্মী, পড়ে ধেনু সব লক্ষ্মী,
এখন কেবল উপলক্ষ্মী, অলক্ষ্মী আছেন প্রবল॥
যে হতে গিয়েছে কানাই, চরে না রে গাই,
লয়ে সকল গোপাল কেবল,
গোপালের গুণ গাই;—খায় না তারা তৃণ বারি,
কিসে দুঃখ নিবারি, যেমন বারিবিহীন মীন মরি
যশোমতীর নাইকো মতি, হারায়ে মতি,
সতত উন্মত্তা মতি এমনি দুর্গতি,

নাইক ঘরে ছানা ননী, কি দিব তোমারে মুনি,
সূদন বলে যাদুমণি, দেখিব কবে তাই বল ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

দেখ দে কানাই, মনে কি কিছু নাই।
মনে ভাবি মরেছিলাম মরে ত মরি নাই ॥
যখন মোরা মরে থাকি, হৃদয়ে তোমাকে দেখি,
চেতন পেলে দেও রে ফাঁকি,
কিছু দয়া তোমাতে নাই।
আমরা যে এই দ্বাদশ গোপাল, তাজেছি গোপাল,
পিতা নন্দের গোপাল, মরে যে গোপাল,
যখন রাণী ডাকে গোপাল,
হাম্বারবে ডাকে গোপাল,
একবার এসে দেখরে গোপাল,
তৃণ বারি খায় না পাই ॥
আমরা এ প্রাণ নারি ধর্ত্তে, হলেম যে হত্যে,
মাতৃ-হত্যে পিতৃ-হত্যে আর গোহত্যে,
হলি এত পাপের ভাগী,
কিছুতে ভয় নাইক দেখি,
সূদন কয় নূতন কিছু নয়
বরাবরি দেখিতে পাই ॥

পরজবাহার—ঢিমা-কাওয়ালী।

হায় কিনা জানি, কমলে রাই কমলিনী।
কমলবদনী হচ্চেন কমলকামিনী ॥
কিবা শোভা পদ্মপাতায়,
পদ্মমুখীর দুটী পা তায়,
পদ্মলোচন যে পা মাথায় করেছেন শুনি।
আহা মরি উহু মরি করছে সব লোকে,
লোকনাথ বিহনে প্যারী যায় পরলোকে,
ওমা কি বল্‌বে লোকে, ব্রজের বালিকা বালকে,
ঘোষণা রইল ত্রিলোকে, এই প্রেমের ধ্বনি ॥
কেহ বলে মোল প্যারী শুনাও কৃষ্ণনাম,
কেউ বলে যে নামে মরে সে নামে কি কাম,
সূদন কয় বিনা শ্যামবরণ, প্যারীর ত লীলাসম্বরণ
যে ভজে তার দুঃখে মরণ, চিরদিন শুনি ॥

পরজ বাহার—ঠেকা।

এ সময়ে কে শুনালি বীণে পুলিনে।
ফিরে কি আর বাজাবি নে,
শুনি নাই সুমধুর বীণে,
সেই মধুসূদন বিনে।
বীণায় কৃষ্ণনামের ধ্বনি,
বিনে কৃষ্ণ নাহি শুনি,
যে নাম শুনে পেলাম প্রাণী,
সেই কৃষ্ণ নাম কি আর বলবি নে ॥
ও আমি মরি মরি আবার যে মরি,
কত সবে সই লো বল সবে হরি,
যে নাম শুনিলে প্রাণ বাচে,
সেই কৃষ্ণ কি ব্রজে, তবে কে বাঁচালে মিছে,
কি কাজ বেঁচে কৃষ্ণ বিনে।
এই ত কৃষ্ণ পেয়েছিলাম পেয়ে অতি কষ্ট,
এমন সময়ে কেবা বীণায় বল্লে কৃষ্ণ কৃষ্ণ,
বীণায় শুনি কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ পাওয়ায় হলেম বাম,
সূদন বলে এমনি নাম, ম'লে বাঁচে ধ্বনি শুনে ॥

খাম্বাজ—ঠেকা।

হরি পাবিনে হরি ত পাবিনে,
শুন রে অবোধ বীণে।
তবে কেন জেনে শুনে শুন না শুনাও না বীণে ॥
আমি ভাবি পর পারে, ভাবনা যে যাবে পারে,
ভাবিলে পরে কি ভাবনা পারে,—
আমি বলি পারি পারি,
তোমার ত নাই পারাপারি,
তাইতে তোমারে না পারি,
পারবিনে কি পারাবি নে ॥
তুমি মিশেছ আকরে কুরু যদি রে মনে
করে, তোমায় লয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে,
(বীণে) যখন এসে বান্ধিবে করে,
বেন্ধে বল্‌বে দেরে করে, সূদন কয় কি
করবে, তখন ত আর পার পাবি নে ॥

সোহিনী—মধ্যমান।

ভবদারা ভবে তারা নাম শুনি তোমার।
তাইতে এবার দিয়েছি ভার ভার তার না তার ॥

মায়াখণ্ডভাণ্ডোদরী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিকা,
কে জানে তোমারে তুমি কালিকা রাধিকা ;
গোলোকে সর্ব্বমঙ্গলা ব্রজে কাত্যায়নী,
কাশীতে মা অন্নপূর্ণা অনন্তরূপিণী,
তুমি সৃষ্টি স্থিতি লয় মা তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য,
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি পঞ্চতত্ত্ব,
ভক্ত জন্য চরাচরে তুমি গো সাকার,
পঞ্চে পঞ্চ লয় হলে তুমি নিরাকার ॥
তুমি গো মা আগম তন্ত্র তুমি বেদমাতা,
কেজানে তোমারে তুমি দেবের দেবতা
ঘটে ঘটে সর্ব্বঘটে আছ গো আপনি,
মূলাধার কমলে মা গো শিবের কামিনী,
তদূর্দ্ধে আছে স্থান মা নাম স্বাধিষ্ঠান,
ষড়দলে পদ্ম আছে তথায় অধিষ্ঠান,
চতুর্দ্দলে আছ তুমি কুলকুণ্ডলিনী,
ষড়দল পদ্মে সিংহাসনে মা আপনি,
তদূর্দ্ধে নাভিস্থল মা শ্রদ্ধা-সরোবর,
রক্তবর্ণ পদ্ম আছে তাহার ভিতর,
পাদপদ্ম দিয়া যদি সে পদ্ম প্রকাশ,
হৃদে আছে বিভাবরী তিমির বিনাশ,
তদূর্দ্ধে স্থান তায় হৃদিস্থল কয়,
নীলবর্ণ দ্বাদশদল পদ্ম যে তথায়,
সুষুম্নার পথ ক্রমে এস গো জননি,
কমলে কমলে এস কমলকামিনী,
তদূর্দ্ধে আছে স্থান মা নাম কণ্ঠস্থল,
ধূম্রবর্ণ পদ্ম আছে হয়ে ষোড়শদল,
সেই পদ্মমধ্যে আছে অম্বর আকাশ,
সেই আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ,
তদূর্দ্ধে ললাটে স্থান মা আছে দ্বিদলপদ্ম,
সেই পদ্মে[illegible]কে মন হইয়া আবদ্ধ,
মন যে শুনে না আমার মন ভাল নয়,
দ্বিদলে বসে কু-রঙ্গ করিছে সদায়,
তদূর্দ্ধে মস্তকে স্থান মা অতি মনোহর,
সহস্রদলপদ্ম আছে তাহার ভিতর,
তথায় পরমশিব আছেন আপনি,
সেই শিবের স্থানে আসিবে শিবে গো আপনি,
তুমি গো মা দশেন্দ্রিয় জিতেন্দ্রিয়া নারী,
কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র আরাধে নগেন্দ্রকুমারী।

হরশক্তি হর শক্তি সূদনের এইবার,
যেন না আসিতে হয় মা এ ভবসংসার,

পরজ-বাহার—ঢিমা-কাওয়ালী।

গোকুলের সে দীপ কোন্ দীপ ছিল না যে দীপ,
অন্ধকার কচ্ছে সে দ্বীপ নিভাইয়ে দীপ।
তাদের ত জ্ঞান নাই দ্বীপাদ্বীপ,
হারায়েছে ব্রজের প্রদীপ ॥
আমি গো হলেম অপ্রতিভ,
তারা দিনে চায় প্রদীপ।
অন্ধকার করেছ গোকুল নাইক দিবাকর,
কেবল শ্রীরাধারে মদন বল্‌ছে দিবা কর,
তুমি হলে স্থানান্তর, তারা হল প্রাণান্তর,
কেনে হলে দ্বীপান্তর, তাদের করে নিষ্প্রদীপ ॥
বাঁশীতে গাইতে যার নাম জয় রাধে জয় রাধে,
এখন ত্যজিলে সে রাধে, কি অপরাধে,
সূদন বলে শুন ঋষি, এখন আর থাকবে না বাঁশী,
করঙ্গধারী সন্ন্যাসী, হবেন নবদ্বীপ ॥

পরজ-বাহার—ঢিমা-কাওয়ালী।

হায় কি করিলে।
গোকুলেতে তুমি যারে ডাকতে মা বলে,
সে কান্দে আজ ধূলায় পড়ে শ্রীকৃষ্ণ বলে ॥
অঞ্চলে বান্ধিয়া ননী, বলে কোথা রে নীলমণি,
শুনলে তার ক্রন্দনের ধ্বনি, অমনি,
পাষাণ যে পাষাণ গলে ॥
শিশুকালে লালন পালন করে থাকে মায়,
জননীর মত দয়া দেখতে না পায়,
সময় পেলে, কার বা ছেলে,
কা কস্য পরিবেদন দেখতেছি তাই তোমা হতে,
মা বলে সেই মা চিন্‌লে না,
মা পেয়ে মা দেবকীরে, ভুলেছ মা যশোদারে,
সূদন কয় কান্দায় গো তারে, যারে মা বলে ॥

জয়জয়ন্তী—ঢিমা-তেতালা।

ডাকলে কথা কয় না কারু সনে।
গোচারণে ধেনু সনে, অচেতনে আছ নিরশনে,
যারেক চৈতন্য পেলে,
একবার একবার কেন্দে বলে,

আয় রে গোপাল আয় রে কোলে,
বারিধারা বহে দুনয়নে ॥
কেউ যদি কয় কৃষ্ণ কথা, অমনি কয় কথা,
সে নয় কোন কাজের কথা, পাগলের কথা,
দেখে আমি এলেম ফিরে,
তুমি যদি না যাও ফিরে,
পড়্‌বে তারা বিষম ফেরে,
সুদন বলে বাঁচাবেনাক প্রাণে ॥

জয়জয়ন্তী—ঢিমা-ক ওয়ালী।
তীরে নীরে রেখে শ্রীরাধারে,
বলে কোথায় কর্ণধার রে।
সখীগণ কান্দিছে ধারে ধারে ॥
কেউ বলে হইল সময়, এ সময়ে কোথা রসময়,
এসে দেখা দেও এ সময়,
পেয়ে সময় এ কি বাদ সাধ রে ॥
হইয়ে প্রসন্ন, শূন্যপথে এস শ্যাম,
স্বর্ণময়ীর জীবনশূন্য দেখ গুণধাম,
কেউ বলে আর কেন ডাক,
রাইশ্রবণে ঐ নাম ডাক,
প্যারীর ত পরকাল রাখ,
এই কাল ত গেল ধারে ধারে ॥
এস করি অন্তর্জ্জলি কোন তরুণী,
কর বৈতরণী যাতে পাবে তরণী।
সুদন কয় শুন তরুণি, নাই যার চরণ বৈ তরণী,
তার কেন আর বৈতরণী,
যে তারে সেই পড়ে ঐ ধারে ॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা।
চল প্রভাসে, আর কার আশে রব সুখবাসে।
বুঝিলাম কথার আভাসে,
আর কানাই এসে না এসে ॥
এত দিন ছিলাম যার আশে,
সে যদি নাহিক এসে,
তবে চল কানাই-নিবাসে,
এ বাসে না প্রাণ বসে
ব্রজনাথ হইতে কি ভাই হল এত ব্রজের মায়া,
এ কি মায়ায় ভুলে আছি মিছে মায়ার কেন মায়া।
ত্রিজগৎ ভুলে যার মায়ায়,
সে ভুলে আছে যার মায়ায়,
চল গিয়ে দেখি গে মায়া,
কি মায়া জানে সে দেশে,
সুদন বলে কর সজ্জা হবে না নৈরাশে ॥

পরজবাহার—ঠেকা।
কি কাজ আছে দুঃখিনীর ভূষণে।
দরশনে যাইতে শ্যামের সনে ॥
হেথা করিলে ভূষণ কেবা দেখে কেবা শুনে ॥
যাব শ্যামের অন্বেষণে, যত মহিষীর সনে,
আমায় দেখে হাস্‌বে সবে বদনে দিয়ে বসনে ॥
হেসে বল্‌বে এই কি তোমার শ্রীরাধা রূপসী,
এসেছেন বেশভূষা ক'রে হতে রাজমহিষী,
তখন আমি মরিব লাজে, লুকাব অবনীমাঝে,
আরও রমণী-সমাজে, হরি যে মর্‌বে গঞ্জনে ॥
বেশে কি কাজ আছে সখি এই বেশময়,
বিনা সেই বিশ্বমিত্র বিষয় বিষময়,
সুদন বলে বিশ্বময় বিস্মরণ হয়েছ তাই,
তুমি রাধে বিশ্বজয়ী কে বা না তোমাকে জানে ॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা।
আমি কাঙ্গালিনী নই, দ্বারি! শোন রে কই।
যার ধনেতে তুমি ধনী, সেই ধনহারা কাঙ্গালিনী,
আর কিছু নিতে আসিনি,
আমার সেই কৃষ্ণধন বই ॥
অন্য ধন কি গণ্য করি,
মান্য যে ধন সেই ধন গণি,
আমার সে ধন অতুল্য ধন রতনমণি ;—
নীলমণি নীলকান্তমণি, তার কাছে কি পরশমণি,
দ্বারি তোরে দিব মণি, দেখাও যাদুমণি কই ॥
রজত-কাঞ্চনের কথা, তুলনা দিতে তুল না,
আমার সে যাদু বাছাধন,
একবার পেলে আর ভুলবে না,
সুদন বলে তুমি মণি, তুচ্ছ ক'রে অন্য মণি,
যে ধন সাধন করে মুনি,
সেই ধনের কাঙ্গালিনী হই ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

আমার যে কেশব চিনিস্‌নে তোরা সব।
যে চেনে না আমার কেশব তারা রে কে সব॥
যে হেরে মোর প্রাণের কেশব,
তখনি ভুলে যায় সে সব,
কেশবের রূপ বলিব কি সব,
কেশব বিনা হলেম রে শব॥
আমার কেশব কেলে সোণা, তোদের নাই শুনা,
কালিয়ে সোণার কাছে কি, আর কোন সোণা,
হারাইয়ে সে অঞ্চলের সোণা,
করছি তোদের উপাসনা,
দেখাও রে পুরাইবাসনা,
তো'রা দেখ্‌তে পাবি রে সব॥
সে যে আমার প্রাণের দুলাল,
তার পদ দুই লাল,
কর দুই লাল তাইতে তারে বলে নন্দলাল,
অতি যতনে সে লালন,
করেছিলাম লালন পালন,
সে করলে না প্রতিপালন,
সুদন কয় নতন কি সব॥

ভৈরবী—ঢিমা-কাওয়ালী।

আয় রে গোপাল আয় রে কোলে
যা ছিল হ'ল কপালে।
মারে রে তোর দ্বারের দ্বারী,
কাঙ্গালিনী বলে এসে দেখ নয়ন তুলে॥
আর আমি বান্ধিব না রে তোর কর যুগলে,
সামান্য বন্ধনে বেঁধে মরি জ্বলে
প্রেম-ডোরেতে বাঁধতাম যদি ওরে কাঁচা ছেলে,
তবে কি আর আস্‌তে ফেলে॥
আয় নইলে প্রাণ ত্যজিব কৃষ্ণ রে বলে,—
মাতৃহত্যার পাতক হবে আমি রে মলে,—
সুদন কয় সেই ভয়ে ভীত বড় তোমার ছেলে,
ধর্ম্মশীলে চিরকেলে॥

জয়জয়ন্তী—ঢিমা-কাওয়ালী।

দেখতে যেন কাঙ্গালিনীর মত।
কিন্তু নয় কাঙ্গালী এত;
তা হলে বা কাঁদবে কেন এত॥
আয় রে গোপাল গোপাল বলে,
করাঘাত হানে কপালে, বলে এই ছিল কপালে,
আসতাম না রে জানতাম যদি এত।
মলিন বেশে এমন বরণ যেন রাজমাতা,
শুনেছি গোকুলে আছে রাজার এক মাতা,
যদ্যপি কাঙ্গালিনী হ'ত, তবে তখনি ধন চাইত,
ধনহারা কাঙ্গালী নয় ত,
কেবল উহার প্রাণ কৃষ্ণগত॥
মুক্তকেশে, মুখ তো ভাসে নয়নের নীরে,
বলে ম'লাম দ্বারীর হাতে মুক্ত কর মোরে,
সুদন কয় চেন না দ্বারি, উনি ত রাজার মাতারী,
ঐ দশা হয় যে মাতারি,
দেখিলাম হে মা তারি কত শত॥

বিভাস—তিওট।

তোদের সে কানাই হেথায় নাই।
আমাদের সে মহারাজা তোদের সে কানাই॥
আমাদের সে ভূপাল,
তোদের সে গো-রাখাল, কা বলিস্‌ রে রাখাল
বিবেচনা নাই।
এ বিশ্ব সব যাহাতে হল রে,
তোদের সঙ্গের রাখাল বলিস্‌ রে তারে,
যারে যারে রাখাল, যেখানে তোর গোপাল,
পাবি রে প্রতিফল রাজার আজ্ঞা নাই।
আমাদের রাজার উপরে কে আছে রাজা,
পালা রে সব শিশু পাবি রে সাজা,
যারে যা গোরক্ষক, চিনিস্‌ না গোরক্ষক,
সুদনের যে রক্ষক তা বিনে কেউ নাই॥

পরজবাহার—ঢিমা-কাওয়ালী।

গঙ্গাতে কি পায়।
বলিতে আমাদের লজ্জা পায়,
গঙ্গা জন্মেছেন যাহার পায়, সেই ধরে এই পায়।
যেমন গঙ্গা ভবের তরী, তাঁর তরী এই চরণতরী,
বিপদে ডোবে যার তরী, সে ধরে তরী পায়॥
কৃষ্ণপূজা কর্ত্তে বল আমা সবারে,
সেই কৃষ্ণের পরমপূজনীয় দাঁড়ায়ে দ্বারে;

দ্বারি তোদের রাজা যিনি,
তিনি খাতক ইনি ধনী,
একবার শুন্‌তে পেলে ধ্বনি, এসে পড়্‌বে পায় ॥

পরজবাহার—ঢিমে কাওয়ালী।

এসে দ্বারিকায়, যে লজ্জা বলিব দ্বারি কায়।
যজ্ঞ কি আমাদের যোগ্য ও যজ্ঞ এই পায়।
যাগ যজ্ঞ যাহার জন্যে, এই দেখ সেই যজ্ঞকন্যে,
তোদের রাজার কত পুণ্যে, এসেছেন হেথায় ॥
আমরা কি এসেছি যজ্ঞে কর অনুমান,
রাধার দাস এসেছি নিতে পাইয়া সন্ধান,
রাজনন্দিনী দিলে আজ্ঞে,
যা থাকে তোর রাজার ভাগ্যে,
বন্ধন করিব এই প্রতিজ্ঞে, দেখাব সবায় ॥
নাতক খাতক ব'লে আমরা আসি নাই হেথা,
শুনে এলেম ঋষিমুখে বৈভবের কথা,
সুদন বলে দিলাম শমন, হাজির কর রাধারমণ,
রোকা ক'রে দিব এখন ধরাইয়ে পায় ॥

খাম্বাজ—ঠেকা।

দ্বারি দেখ রে খত, এনেছি দাসখত,
সুধু খত বলে নয় এ খত।
দেখ চেয়ে রাধার পায়ে,
তোদের রাজার দস্তখত ॥
জান না এই খতের সন্ধি,
পড়ে এক বিপদে বন্দী,
করেছিলেন কিস্তিবন্দী,
হবে দুই যুগে শোধ বাদ।
খত দিতে যে সাধাসাধি,
সুদন তার আছে ইসাদী,
এখন কপালগুণে তোদের সাধি,
যদি পথ পাবি দে পথ ॥

কানেড়া—ঠুংরী।

নন্দ ডাকে আয় রে গোপাল, এনেছি গোপাল,
এই দুঃখের বেলা দেখা দে রে।
আমি বাঁচি বাঁচি, আমি মরি মরি,
আয় আয় বাধা নেরে মাথায় করে ॥

পরজবাহার—ঢিমে কাওয়ালী।

এস এস দেবকি, তোমারে গোপাল দিব কি।
এস দোঁহে ডাকি, কারে মা বলে দেখি ॥
যার গোপাল তার কোলে যাবে,
তারে মা বলে ডাকিবে,
পায়ের ধূলা মাথায় লবে, সভায় সব সাক্ষী ॥
স্তন্যদুগ্ধ দেও না মুখে দেখি কেমন মা,
নইলে আমি দিব মুখে দেখ মা কিনা,
যারা জানে না এ সূত্র, তারাই বলে পুত্র পুত্র,
সে কেবলি কথামাত্র, এখন বল্‌বে কি ॥
যজ্ঞসূত্র দিয়ে এখন করেছ ব্রাহ্মণ,
জান নাই শুন নাই ব্রজে নন্দেরি নন্দন,
সুদন বলে দেখলাম এত,
য'র ছেলে তার ছেলে নয় ত,
কেবা মাতা কেবা সুত সকলি ফাঁকি ॥

বিভাস—তিমট।

নেরে খারে ফল দে বদনে।
তো বিনা আর খাই নাই বনফল শুষ্কফল বনে ॥
এনেছি যে ফল, এক্ষণে আর কি ফল,
তুমি খেলে ফল জানি রে মনে ॥
তো বিনা সব বিফল, একবার দিয়া বনফল,
পেয়েছি প্রতিফল, আবার দেই এঁটো ফল,
(কিছু) করিস্ না মনে ॥
আমরা দিলাম বনফল, তুমি দেও কোল,
শত বৎসর যে ফল, দেও না সে ফল,
আমাদের জনমের ফল হ'ল [illegible] সফল,
এখন সুদন চায় মোক্ষফল রাঙ্গা-চরণে ॥

সরফরদা—ঢিমে-কাওয়ালী।

ফল কেন দেও কানুর হাতে।
একবার ব্রজে ফল দিয়ে ঐ হাতে,
ফল পেয়েছি সবাই হাতে হাতে ॥
এক যাত্রায় পৃথক্ ফল, করমগুণে ফলাফল,
গোকুলের ফল হলো বিফল,
সফল হল দ্বারিকাতে ॥
পাছ বলে অমূল্য ফল, যোগাইতাম বনফল,
আমাদের কপালের ফলে গরল হল ফল,

দিয়েছ তার খুব প্রতিফল,
আর কেন দেও তার প্রতিফল,
একবার দিয়া উচ্ছিষ্ট ফল,
প্রাপ্ত ফল হারাইলাম পথে॥
কল্পতরুমূলে ছিলাম পাব বলে ফল,
মূল রইল সেথা দেখ হেথা ফলিল ফল,
সূদন বলে জান না রে, মোক্ষফল কি গাছে ধরে,
যে ফলের লাগিয়ে হরে,
পাগল হলেন শ্মশানেতে॥

পরজ-বাহার—ঠেকা।
এস রাজমহিষি, শুন কথা।
এমন ত শুনি নাই কথা, সুধামাখা মধুর কথা,
শুনে যে সরে না কথা॥
যার কথা শুনে মন হরে,
তার রূপ কে কহিতে পারে,
নইলে মনোহরের মন হরে,
সে কি গো সামান্য কথা॥
শুনেছি যে কথা সে ত কবার কথা নয়,
হৃদয়ে পশেছে কথা বল্লে পাছে যায়,
যে ধনীর এমনি ধ্বনি, না জানি কেমন তিনি,
জ্ঞান হয় নিস্তারিণী জগতে বলে যার কথা।
তুমি বল গোপের মেয়ে কত রূপ ধরে,
কে কেমন রূপসী এস দেখাই তোমারে,
সূদন বলে কও কি কথা,
শুন নাই শ্রীরাধার কথা,
কৃষ্ণ সদা থাকেন তথা,
হেথা কেবল কথার কথা॥

দেওগিরি—ঢিমা-কাওয়ালী।
আমি নই রাধা প্যারী,
আমি গো তার দ্বারের দ্বারী।
আমায় এসে প্রণমিলে ওমা যে লাজে মরি॥
তুমি নাকি রাজার রাণী,
নারী চিন্‌তে নার নারী,
হাসালে দ্বারিকাপুরী,আরও হাসবেন কিশোরী॥
বলে বুঝি গোপের মেয়ে তাই
সামান্য ভেবেছিলে,
তিনি না হলে সানুকূল
কে পারে যেতে ও কূলে,
তিনি কুলকুণ্ডলিনী, জান না গো রাজার রাণী,
তাঁকে দেখ্‌তে কত মুনি রয়েছে ধ্যান ধরি।
আমায় তুমি চিন্‌বে কেন,
আমি রাধার দাসীর দাসী,
এখানে এসেছি নিতে নিজ দাস আর নূতনদাসী,
দাসখত এনেছি বেঁধে, দেখাব আর লব বেঁধে,
সূদন বলে কাজ কি বেঁধে,বাঁধা আছেন শ্রীহরি॥

দেওগিরি—ঢিমা-কাওয়ালী।
কমলিনী আজ এ কি, কমলে কামিনী দেখি।
চরণকমলে নীলকমল কে দিলে কমলমুখি॥
একে ত শ্যাম কালকমল,
জলে ভাসে নয়ন-কমল,
করকমলে চরণকমল,কমলাসেবিত কমলপদ গো
সেই কমল-আঁখি পড়ে তোর চরণ-কমলে,
ও মা ওমা কল্লে এ কি, গঙ্গা যার চরণকমলে,
হয়ে ত্রিলোক নিস্তারিল,
সে দায় পড়ে তোর পায় ধরিল,
তুই কেন তায় হলি সুখী॥
যার নাভিকমলে ব্রহ্মা হয়ে, কল্লেন সৃষ্টি স্থিতি,
সে ভাসে আজ মানতরঙ্গে,দেখি নে তার স্থিতি,
যে করে সৃষ্টি স্থিতি লয়,
সূদন কয় আজ মনে এই লয়,
প্রলয় কল্লে চাঁদমুখী॥

ভৈরবী—ঢিমে-কাওয়ালী।
রাই চেয়ে চরণ-পানে,
বধিস্ নে আর মানকৃপাণে।
অলি শিরে করে পদ মত্ত মধুপানে।
বাজে প্রাণে পানে পানে॥
এই ভাল আচরণে হরি চরণে,
কে না দেয় চন্দন তুলসী হরির চরণে,
(প্যারী) যে পড়ে নিদানে,
সে ত সকলের নিদানে,
কে না জানে মনে মনে।
মানে মান খোয়ালি শ্যামকে হারালি মানে,

গিরিধর ধরালি পায়ে এছার মানে,
(প্যারী) সূদন কয়,—
শ্রীদামের কথা পড়ে নাকি মনে,
পড়বে মনে কিছু দিনে ॥

দেওগিরি—কাওয়ালী।

শোন্ রে বীণে, কি শুন্‌বিনে।
মোরে নাম কি শুনাবি নে ॥
ছেড়ে কুবোল সদাই কেবল,
হরি-বোল বিনে বলবি নে ॥
যখন বন্ধন কর্‌বে তারে,
তারে তারে ডাক্‌বি তাঁরে,
জান না ভব দুস্তারে,
কে তারে আর তিনি বিনে
যতন করে বীণে তোরে, রেখেছি এই করে করে,
চিন্‌লিনে সে বেণুকরে, যে দীনেরে কৃপা করে,
যাঁরে ধ্যানে না পায় ভব, বীণে যদি তাঁরে ভাব,
সূদন বলে তবে ভবপারে যেতে আর ভাবিনে ॥

দেওগিরি—কাওয়ালী।

বিফলে দিন যায় রে বীণে।
শ্রীহরির সাধন বিনে, অসার খলু সংসারে,
সারাৎসার নাম শুনাবিনে।
বৃথা গুন গুন রবে, কি গুণ পাও সগৌরবে,
নির্গুণে আর কে তারিবে, গুণাতীত গুণ বিনে।
জান বীণে অনুরাগ, জান কত রাগিণী রাগ,
ভক্তিরাগে যুক্ত কর, রাগে যেন ঘটে বিরাগ;—
মূল কথা শোন্ মন দিয়ে, মূলমন্ত্র মিশাইয়ে,
মূলতানে আলাপ করিয়ে, মজ বিশ্বমূল তানে ॥
দীপক বাসনা জ্বলে, যেন জ্বলে প্রেমানলে,
নির্ব্বাণে পাইবে মুক্তি মল্লারে আনহ জলে;—
ত্যজিয়ে মনের ভ্রান্তি, মিশাইয়ে জয়জয়ন্তী,
যখন জয় জলদকান্তি, জয় হবে যম নিদানে ॥

গোপাল উড়ে।

উৎকল দেশে কটক জেলার জাজপুর গ্রামে গোপালের জন্ম হয়। গোপাল অতি দুঃখীর সন্তান। তাহার পিতা বেগুনের ও আদার চাষ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। গোপাল জাতিতে করণ; তাহার পিতার নাম মুকুন্দ। মুকুন্দের তিন পুত্র; তিন পুত্রের মধ্যে গোপাল মধ্যম। গোপাল যখন কলিকাতায় আসে, তখন তাহার বয়স ১৮ বা ১৯ বৎসর। ইতিপূর্ব্বে গোপালের বিবাহ হইয়াছিল। প্রথমে গোপাল গান গাহিতে জানিত না, কিন্তু তাহার গলার স্বর অতি মিষ্ট ছিল।

সে প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সেই সময় কলিকাতায় বহুবাজারে রাধামোহন সরকার নামক এক জন গণ্যমান্য লোক বাস করিতেন। তিনি "বিদ্যাসুন্দরের" একটী যাত্রার দল স্থাপন করেন। এই 'বিদ্যাসুন্দরের' যাত্রাই কলিকাতার বা বাঙ্গালা দেশের প্রথম সখের যাত্রা। রাধামোহনের বয়স তখন ত্রিশ বৎসর। যাত্রার আখড়াই রাত্রিকালে হইত; কিন্তু সারাদিন বৈঠক চলিত। বহুবাজারের মতিলাল-গোষ্ঠী, (হৃদয়রাম) বাঁড়ুয্যে-গোষ্ঠী, ধর-গোষ্ঠী সকলেই এই যাত্রার যোগদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, 'টেলিমেকস' অনুবাদক ৺রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, যাত্রার সখী সাজিতেন।

একদিন মধ্যাহ্নে বৈঠক চলিতেছে, এমন সময় একজন ফিরিওয়ালা "চাঁপাকলা" বলিয়া পথে চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার বৈঠকখানায় বাবুদের কর্ণে আসিল। বিশ্বনাথ মতিলাল মহাশয় তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন,—"ওরে কে আছিস্ রে, 'গান্ধার' বলেছে, চাঁপা-কলা ওয়ালাকে ধরে আন।" লোকজন গিয়া চাঁপা-কলাওয়ালাকে ধরিয়া আনিল। এই চাঁপাকলাওয়ালা—গোপাল উড়ে।

ফিরিওয়ালা আসিলে, তাহাকে নানা প্রশ্ন হইতে লাগিল। বাড়ী কোথায়, কি জাতি, কোন্ বর্ণ, পিতার নাম কি, বয়স কত, গাহিতে জানে কি না, ব্যবসায়ে কত উপার্জ্জন হয়, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন হইতে লাগিল। গোপাল একে একে সকলের উত্তর দিয়া, বসিবার স্থান পাইল। বাবুদের অনুগ্রহে তৎক্ষণাৎ গোপালের ফিরিওয়ালাগিরি ঘুচিল ও রাধামোহনের নিকট দশ টাকা বেতন ধার্য্য হইল।

গোপালের চাকরী হইল; কিন্তু কাজ কিছু নাই। বাবুদের ওস্তাদজি হরিকিষণ মিশ্রের নিকট সে গান শিক্ষা করিতে লাগিল। প্রকৃতির অনুগ্রহে গোপালকে 'সারে গা মা' ভাঁজিতে হইল না। গলায় একেবারে পর্দা বলিতে লাগিল। গোপাল অতি সহজে ঠুংরি গান আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিল ও এক বৎসরের মধ্যে দলের সকল ছোক্‌রার অপেক্ষা অধিকতর গুণী হইয়া উঠিল। এই এক বৎসরের মধ্যে গোপাল এত ভাল বাঙ্গালা কহিতে শিখিল যে, কেহ তাহাকে উড়িয়া বলিয়া আর বুঝিতে পারিত না। বেশভূষায় চালচলনে গোপাল, সর্ব্বতোভাবে বাঙ্গালীকে অনুকরণ করিয়া, বাঙ্গালী হইয়া গেল।

দুই বৎসর আখড়াইয়ের পর, রাধামোহন সরকারের যাত্রা খোলা হইল। রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীতে প্রথম আসর। এই আসরে গোপাল মালিনী সাজিয়াছিল। দর্শকেরা সকলেই মালিনীকে প্রকৃত স্ত্রীলোক মনে করিয়াছিলেন। মালিনীর গানে ও ভাবভঙ্গিতে দর্শকমাত্র যেন চিত্রপুত্তলিকা। গোপালের জয়জয়কার হইল। রাধামোহনের আনন্দের সীমা রহিল না। গোপালের বেতন পঞ্চাশ টাকা হইয়া গেল। আর দুইবার রাধামোহনের যাত্রার আসর হইয়াছিল। একবার হাটখোলার দত্ত বাবুদিগের বাটীতে আর একবার সিমুলিয়ার ছাতু বাবুর বাটীতে। এই যাত্রা ও তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপারে রাধামোহনের লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। চল্লিশ বৎসর বয়সে রাধামোহনের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতেই দলের মৃত্যু হইল; কিন্তু যাহা থাকিবার, তাহা রহিল; রহিল—গোপাল উড়ে ও বিদ্যাসুন্দরের পালা। গোপাল, রাধামোহন সরকারের দলের সকল আস্‌বাব পাইল ও নিজে এক দল গঠন করিল।

গোপাল রাধামোহনের বিদ্যাসুন্দরের একেবারে পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল। সহজ বাঙ্গালা ভাষায় গান রচনা করিয়া গোপাল নূতন পালার সৃষ্টি করিল। সেই পালাই এখন 'ভুলো যাত্রাওয়ালা' সজীব রাখিয়াছে।

নিজের দলে দশ বৎসর কাল যাত্রা করিয়া গোপালের মৃত্যু হয়। এই দশ বৎসরের মধ্যে, গোপাল বাঙ্গালা দেশের সকল বিশিষ্ট বারওয়ারীতে আসর পাইয়া আসিয়াছে। যে তাহার গান একবার শুনিয়াছে, সে কখনও ভুলে নাই ও ভুলিবে না।

গোপাল দেখিতে সুপুরুষ ছিল। তাহার বর্ণ গৌর, আকৃতি খর্ব্ব ও কৃশ ছিল। মুখে দাড়িগোঁপের চিহ্ন কম ছিল। গোপাল বড় ভাল কথা কহিত; বিনয়ী ও শিষ্টাচারী ছিল। এই যাত্রা সখের ছিল না, যাত্রা হইতে গোপালের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। গোপাল নিঃসন্তান ছিল ও প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়।

মূলতান খাম্বাজ—যৎ। *

হায়, রসিক সুজন, নারীর মনোরঞ্জন।
প্রিয়া সনে সঙ্গোপনে করেন সুখ-আলাপন॥
ছলে বলে কৌশলে, মালিনীরে ফাঁকি দিলে,
উভয়ের প্রেম অন্তঃশীলে, বহে ফল্গুনদী যেমন।
কি সুন্দর শুনিতে সুন্দর বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান,
মাটীর ভিতর আনাগোনা, আর কার সাধ্য বলনা,
বিনা দৈবেরই ঘটনা, না হয় ঘটন।
যেমন রতিপতি, তার চেয়ে বিদ্যাপতি,
মাটীর ভিতর একি রীতি, উভয়ে গমনাগমন
বৎসর পনর ষোল হইল বয়ঃক্রম॥
ভবে মরে রাজা রাণী হইবে কেমন।

* পরবর্ত্তী যে গান গুলিতে কেবল তাল লেখা আছে, কিন্তু সুর লেখা নাই, যে গান গুলি পূর্ব্ববর্ত্তী গানের সুরে গীত হইবে।

পূরবী—যৎ।

হায় হায়, বিষম বিষম চিন্তা, ভেবে প্রাণ যায়,
মরি হায় হায়।
বিপত্তে সম্পত্ত হয়, এতে যদি মান রয়,
সেই মোক্ষ এ সময়, যদি তারে পায়;—
হায়, কেন মাটি খেয়ে পড়ালাম বিদ্যায়॥
দিবানিশি ঐ কথা, কারে কব মর্ম্ম ব্যথা,
যেই দুঃখ সর্ব্বদা হতেছে আমায়।
কবে এ কুদিন যাবে, সুপ্রভাত রজনী হবে,
বিদ্যা বিদ্যায় হারাবে, পাবে কে কোথায়॥
গুণসিন্ধু-রাজসুত, রূপে গুণে অদ্ভুত,
সর্ব্বগুণে গুণযুত, সকল বার্ত্তায়।
হায়, বর আনিতে গঙ্গাভাট গেছে কাঞ্চীপুর,
সে আসিলে তবে মম দুঃখ দূরে যায়॥
হায়, দিবসে না হয় তৃপ্তি করিলে ভোজন।

হায় হায়, নিশিতে না হয় নিদ্রা করিলে শয়ন।
হায় হায়, লাজ বাজে,
লোকমাঝে কহা নাহি যায়॥

কাওয়ালী।

এত দিনের পরে বুঝি বিধি অনুকূল।
ফুটাইয়ে দিল মম বিবাহের ফুল॥
দেখিব সে বিদ্যা কেমন, বুঝ্‌ব বিদ্যার পণাপণ,
দৌড়খানা দেখ্‌ব কেমন, হারি কি জিতি!
হায়! যা হবার হবে যাব সম্প্রতি;—
কেমন রূপসী বিদ্যা, শিখিয়াছে কত বিদ্যা,
বিচারে বুঝিয়ে বিদ্যা, মজাইব কুল॥

টোড়ী ভৈরবী—একতালা।

জয় দে গো মা কালী।
আদ্যাসনাতনী, সর্ব্বস্বরূপিণী,
অচিন্ত্যাব্যক্ত করালী॥
দলবল যত যোগিনীসঙ্গে,
মাভৈ মাভৈ ভ্রুকুটি রঙ্গে,
বারেক করুণা কর অপাঙ্গে, করি কৃতাঞ্জলি।

গারা-ভৈরবী—আড়া।

কোথা গো মা, ত্রিলোকতারা দুঃখহরা ত্রিনয়নি।
বর্দ্ধমান যাব মাগো, কটাক্ষে হের জননি॥
কত অসুর বিনাশিলে, ভক্ত-বাঞ্ছা পুরাইলে,
ঋতুরাজে বাঁচাইলে, নিজ গুণে গো মা আপনি;
ইহকালে পরকালে, কালে কালে বিপদ্‌কালে,
তোমা বিনে গো মা, আর কিসে হব পার,
বল,—বিনে ঐ চরণ-তরণী।

আড়খেম্‌টা।

কি মনে অধোবদনে।
ধরাসন করেছ আসন, হাসি নাইক চন্দ্রাননে।
নয়ন নিরখি যেন নবঘন,
অনুভবে বুঝি হবে বরিষণ,
হলো হলো যেন, হয় হেন মন,
হৃদাকাশে হেরি চাতকীগণে।
চিকুরে নিরখি খেলিছে পবন,
ধূলাতে ধূসরা করি নিরীক্ষণ,
আজি মন-করী, কেন দুঃখবারি,
মত্ত হলো ধরায় বরিষণে॥

আড়খেমটা।

জিজ্ঞাসি তোমারে হে রাজন্, শুনি তব বিবরণ।
রাজকার্য্য কি এমনি ধারা, এই কি আচরণ॥
যেমনি মন্ত্রী তেমনি পাত্র, দেখি কেবল নামমাত্র,
সবাই কি এক গুরুর ছাত্র, তারাই বা কেমন॥

ঠুংরি।

প্রকাশিয়ে বল লো ধনি।
কি মনে অধোবদনে বিধুবদনি॥
মলিন হেরি মুখশশী, কি দোষে হয়েছি দোষী,
যখন যাতে থাক খুসি, তুমি তখনি।

ঐ

ওহে মহারাজ, বল শুনি মন্ত্রণা কেমন।
বিষয়-কাজে মত্ত সদা, হয়ে আছ অচেতন॥
ঘরে বিদ্যা রূপবতী, হইল নব যুবতী,
আর কি সে পাইবে পতি, অতীত হলে যৌবন।
বুঝি ভাবিয়াছ মনে, কাজ কি বরের অন্বেষণে,
মন-কলা খাও মনে মনে, কালনেমির মতন॥

কাওয়ালী।

কেন ধনি, চিন্তা কর অকারণ।
সত্বরে মিলায়ে দিব জামাতা মনোমতন॥
যে দেখি বিদ্যার পণ, কঠিন এ সঙ্ঘটন,
যা আছে ললাটে লিখন, তেমনি হবে মিলন॥

আড়খেমট।

মরি মরি একি মনোহর, হেরি দীঘি সরো বর;
মুখপাতে মুখ জুড়াইল, রসিল অন্তর।
শতদল শোভিছে জলে, ভ্রমর বেড়ায় মধুর ছলে,
ফুল ফুটেছে নানা ফুলে, ডাকে পিকবর।
ঘাট বাঁধান পরিপাটী, দুধারে ফুল সেঁউতি পাটী,
বকুলে ঢেকেছে মাটী, নবীন তরুবর॥

আড়খেমটা।

চল সজনি,
জল আনিতে যাই গো মোরা সরোবরে।
মনোল্লাসে হেসে খুসে,আসবো এখন ফিরে ঘরে।
ঘরে গুরুজনে ডরি, কথাটি না কইতে পারি,
সতত গুমুরে মরি, লোকলাজ ভয় করে॥

আড়খেমটা।

মরি মরি আর হেরেছ সই, তরুমূলে বসে ঐ।
ও রসিকে পেলে উহার প্রেমে বাঁধা রই॥
কোন্ রমণীর মনচোরা ধন, রূপে হরে মন-নয়ন
হেরে উহার চন্দ্রবদন, মর্ম্মে মরে রই॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

আমরা কুলের কুলনারী।
শূন্য কুম্ভ কক্ষে করি, আন্‌তে যাই বারি॥
এক মনে এক ধ্যানে, চেয়ে চল পথপানে,
কার মনে সই,কি আছে লো, বল্‌তে না পারি॥

খাম্বাজ—একতালা।

যাব কি না যাব লো সই জলে।
দাঁড়িয়ে ভাবছি কূলে॥
এমন দেখিনে কোথাও,
জলের ভিতর আগুণ জ্বলে॥
এ যে দেখি বিষম ল্যাটা, বলে নারী কুলের কাঁটা
সাধ ক'রে কি হয় গো নারী কুলের কুলটা,—
চেয়ে দেখ রূপের ছটা, চলিতে চরণ টলে॥

আড়খেমটা।

চেয়ে দেখ বকুলমূলে।
গগন ছেড়ে গগন-শশী উদয় ভূতলে॥
যেন ফণী মনের ভুলে, গিয়েছে সেই মণি ফেলে,
এমনি রূপ ঝলকে চক্ষে, ভাসে নয়ন জলে।

মধ্যমান।

ধরে দে ধরে দে প্রাণ-সখি, ঐ কার প্রেমপাখী
যৌবন-আহার যোগাইব, হৃদয়-পিঞ্জরে রাখি॥
প্রেমের শিকল দিব পায়,
যেন না পালাতে পায়, অন্য কার আশ্রয়;—
সেবা-সোহাগ-যতনে, সদাই করবো প্রাণে সুখী।

আড়খেমটা।

সই রে, কেন বা এলাম আমরা লইতে বারি।
আবেশে ভারিল পা, চলিতে নারি॥
ধর ধর সখি ধর, কাঁপে অঙ্গ থর থর,
জর জর মদনবাণে সহিতে না পারি॥

আড়খেমটা।

কি অপরূপ, হায় কিরূপ,
চাঁদের স্বরূপ বকুল-মূলে।
হেরে, অতি রতিভৃঙ্গ ভুরু-যুগ্ম শ্রুতিমূলে।
আদরে আবৃত দেহ, হৃদে রাখি করি স্নেহ,
আহা মরি, কি অমিয়, হাস্য শ্রীমুখ-মণ্ডলে॥

আড়খেমটা।

কি করি সখি, ভুলিয়ে রহিল আঁখি।
ঐ রূপ হেরে চলিতে না পারি॥
বল সখি কি করিব, কিরূপে উহারে পাব,
অভিলাষ পূরাইব, কুল পরিহরি॥

আড়খেমটা।

দেখ সখি, ও কি গগন-চাঁদ তরুমূলে ব'সে।
ইচ্ছা করে রাখি ওরে হৃদয়-আকাশে॥
কামিনী-কুমুদীগণে, অনুকূল হয়ে মনে,
প্রকাশিত ধরাসনে, প্রেম-অভিলাষে॥

আড়খেমটা।

ওলো, তাই বটে সজনি।
ও যে রসিক রসের শিরোমণি॥
রূপেতে কন্দর্প হারে, দেখলে পরে ও রূপখানি॥
খুঙ্গি পুঁথি কক্ষে দেখি, করে আবার শুক-পাখী,
পড়ুয়ার বেশ হবে একি,—
ওগো সখি, কোথাকার ও নাগর-মণি॥

আড়খেম্‌টা।

আমি আজি মালঞ্চেতে যাই।
যতনে গাঁথিব মালা, ফুল যদি পাই॥
চির বিরহিণী নারী, চিরদিন দুঃখে মরি,
এ জ্বালা কিসে নিবারি, দুঃখের দোসর নাই।
শয়নে শয্যা-কণ্টকী, মনোদুঃখে ঝুরে আঁখি,
সব শূন্যময় দেখি, যে দিকেতে চাই॥

আড়খেমটা।

যাওয়া ভার হয়েছে আমার কুসুম-কাননে।
মন-আগুনে জ্বলে মরি বাঁচিনে প্রাণে॥
আর কি আমার সে বল আছে,
মুচুড়ে কলি ভেঙ্গে গেছে!
মালঞ্চ সব বন হয়েছে,—মালী বিহনে॥

ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।

কে করেছে এমন সর্ব্বনাশ, হলো অরাজকে বাস
আঁটকুড়ীর ছেলেদের জ্বালায়, জ্বলি বারোমাস॥
ডাল ভেঙ্গেছে ফুল তুলেছে,
পাতা ছিঁড়ে ডাটা সার করেছে,
পাপড়ি গুলো মুচড়ে দেছে, যার যে অভিলাষ।

পরজ—একতালা।

ভাঙ্গা বাগান যোগান দেওয়া ভার।
ফুলে নাই বাহার।
কেউ গেছে কুড়িতে মুচড়ে,
কেউ হয়েছে বোঁটাসার॥
ডেকে না কেউ আদর ক'রে,
যদি বেচি ধারে ধেরে,
পয়সা দিতে ঝগড়া করে,
যচলে নেয় না পুনর্ব্বার॥
ভোলে না খোদ্দেরের মন, অযতনে করি যতন,
কেউ বা নরম কেউ বা গরম,
পাঁচ রকমের মন পাঁচ জনার॥

আড়খেম্‌টা।

আমরি কি হেরি নয়নে, এসে কুসুম কাননে।
কন্দর্প কি শরৎশশী, জ্ঞান হয় মনে॥
হেরে উহার চন্দ্রবদন, অঙ্গেতে না রহে বসন,
সচঞ্চল চিত-নয়ন, কেন কে জানে।
চলে যেতে চরণ টলে, আবেশেতে পড়ি ঢলে,
ইচ্ছা হয় ফুলসাজি ফেলে, বিকাই চরণে॥

খেম্‌টা।

একলা বসে কে বকুলতলায়।
বুঝি মন-চোরা চাঁদ-অভিপ্রায়॥
হবে কোন বিদেশী এ প্রণয়ের সন্ন্যাসী,
আ মরে যাই কি মধুর হাসি,—
উহার হাতে আছে প্রণয়-ফাঁসি,
তুলে দিবে কার গলায়॥

আড়খেম্‌টা।

কে বিদেশি, রূপের শশী, বসে আছে বকুল-মূলে
অবলা কিনিতে পার, অনায়াসে বিনি-মূলে।
জানা গেছে অনুভবে, এতে কি গৌরব রবে,
কত নারী কুল হারাবে, আজকে সরোবরের কূলে

খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।

বিদেশি তুমি কে, এ বয়সে, এমন বেশে কি জন্যে
বিরাগী কি অনুরাগী, আছ কোন সন্ধানে॥
তোমার মায়ের কেমন প্রাণ,
বুক বেঁধে হয়েছে পাষাণ,
ছেড়ে দিয়ে প্রাণের প্রাণ,
বেঁচে আছে কোন্ প্রাণে॥

খাম্বাজ—একতালা।

নাগর, কে তুমি হে বিদেশি।
কোন্ রমণীর মন-চোরা ধন,
মুখে মৃদু মধুর হাসি।
রূপেতে নয়ন গেছে রে ভুলে,
মনের আগুন আমার উঠলো জ্বলে,
কি জানি কোন্ ছলে, বকুলের মূলে,
কার গলে দিবে প্রেমের ফাঁসি॥

খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।

আমার যে আশাতে আসা,
খুলে বলি যদি পূরে আশা।

গোপাল উড়ে।

আসা কেবল বিদ্যার আশা,
থাকি পেলে ভালবাসা॥
পড়েছি অকূল পাথারে,
পাছে ভেসে যাই জোয়ারে,
কেমন করে ঠেক্‌বো চরে,
এই ভাবনা,—ভেবে পাইনে ভাল বাসা।

—

আড়খেমটা।
আমার যে আসা বিদ্যালাভ আশা,
কালী যদি পুরাণ আশা, তবে মেলে বাসা।
দিবা হলো অবসান, বাসার নাহি অন্বেষণ,
ঐ ধ্যান ঐ জ্ঞান, কালী নাম ভরসা॥

—

আড়খেম্‌টা।
ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার,
চারিদিকে মালঞ্চ বেড়া।
ভ্রমরেতে গুণ গুণ করে,
কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া॥
ভ্রমরা ভ্রমরী সনে, আনন্দিত কুসুমবনে,
আমার ঐ ফুলবাগানে,
তিলেক নাই বসন্ত ছাড়া॥

—

আড়খেমটা।
হয় যদি আজ এমন উপকার।
তবে কেনা হই তোমার।
গাছতলা সার করে আছি অকূল পাথার।
এসেছি বিদ্যার আশে, রাখ যদি নিজ বাসে,
আশার আশে থাকি পাশে, বাসেতে তোমার।

—

আড়খেম্‌টা।
যাদু! ভাবছ কিসের তরে।
খড়ি দিয়ে দিব তোমার করে॥
দুদিনে শিখাব বিদ্যা, বিদ্যাবাগীশ কর্‌বো তোরে।
টোট্‌কাটাট্‌কা এম্‌নি জানি,
কত পণ্ডিত ধরে আনি,
চূড়ামণি রত্নমণি শিরোমণি,
করি শিরোমণি সমাদরে॥

—

আড়খেম্‌টা।
তবে আর কিনা গো পার,
তোমার গুণের নাইকো পারাপার।
আজ অবধি হলে মাসী,
ও হিতাশী, বোন্‌পোরে এ দায়ে তার॥
চাই না গো সামান্য বিদ্যা, বুঝিব বিদ্যার বিদ্যা,
দেখিব সে কেমন বিদ্যা,
গোপনেতে বিচারেতে বিদ্যা তার॥

—

আড়খেম্‌টা।
যাদু, এমন কথা কেন বল্‌লি।
ভোরের বেলা সুখের স্বপন,
এমন সময় জাগালি॥
কেমন করে বল্‌লি মাসী,
আমি রে তোর মাসীর মাসী,
হই যে তোর দাসীর দাসী, একি কর্ম্ম কল্লি॥

—

আড়খেম্‌টা।
মাসি মাসি বলিয়ে, কেন বিষ দিলে গায়ে ঢেলে।
আমি তোমার হই রে আয়ি,
তোমার বাপ ডাক্‌তো মাসি ব'লে॥
অল্পকালে ক'ড়ে রাঁড়ী,
তোর বাপের হই শাশুড়ী,
নিত্য বেড়াই রাজার বাড়ী,
খেলাখেলি নানা ফুলে॥

—

আড়খেম্‌টা।
তবে আয়রে রতনমণি।
ও মোর চৌদ্দপুরুষ ও চাঁদমণি॥
আমি তোরে দিব বাসা, ভাবনা কি রে,
যাদু ভাবনা কি রে, বল শুনি॥
যে আশাতে তোমার আসা,
তাতে হবে না নৈরাশা,
সুসার হবে আসার আশা,
মিলিয়ে দিব রাজনন্দিনী॥

—

আড়খেম্‌টা।
এস যাদু আমার বাড়ী, তোমায় দিব ভালবাসা।
যে আশায় এসেছ যাদু পূর্ণ হবে মন-আশা॥

আমার নাম হীরে মালিনী,
কোড়ে রাঁড়ী নাইকো স্বামী,
ভালবাসেন রাজনন্দিনী,
করি রাজমহলে যাওয়া-আসা ॥

কাওয়ালী।

মাসি, চল চল যাই চল তোমারি আলয়।
আশাতে নৈরাশ করো না দীনহীন নিরাশ্রয় ॥
ছমাসের পথ ছয় দিবসে, এসেছি অতি সাহসে,
মরি না যেন আপশোসে, শেষ যেন রয়।

আড়খেমটা।

যাদু! চিন্তে তো পার নাই,
আমি শুক্ন ডাঙ্গায় পান্সী চালাই।
এ নয় রে তোর তেমন মাসী,
সর্ব্বনাশী, নিমেষেতে কাশী-মক্কা দেখাই।
আমি যদি মনে করি, ফাঁদ পেতে চাঁদ ধত্তে পারি,
কুহক দিয়ে কুলের নারী, বাহির করি,
বাহির ক'রে, ভেল্কী লাগাই।

আড়খেমটা।

মাসি, কও দেখি আমারে।
আমি প্রাণ জুড়াই সুসমাচারে ॥
রাজবাটীর সব বেওরা কথা, খুলে বল,
ও সে বিদ্যা কত বিদ্যা ধরে ॥
এ রাজারই কেমন বিচার, সন্তান-সন্ততি কি তাঁর,
প্রকাশিয়ে বল একবার,
কি ভাবে রেখেছেন সেই তনয়ারে ॥

আড়খেমটা।

একি ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে।
যাদু চাঁদ ধরা কি হাত বাড়ায়ে ॥
উতলার কাজ নয় রে যাদু, সবুর কর,
মনকে রাখ প্রবোধিয়ে।
চেয়ে দেখ যাদুমণি, তেজস্কর দিনমণি,
সারা দিনটে যায় অমনি, ও চাঁদমণি,
বল্‌বো কথা প্রাণ জুড়ায়ে ॥

কাওয়ালী।

তাই ভাব্‌ছি মনে মনে ও হীরে মাসি ॥
হাট-বাজারের বেলা হলো,
কাজ বাজায় কে নাইকো দাসী ॥
ক্ষুধাতে আর প্রাণ বাঁচে না,
উপায় কি করি বল না,
বুক ফাটেতো মুখ ফোটে না,
কেবল কাষ্ঠ-হাসি হাসি ॥

পোস্তা।

যাদু, তার ভাবনা কিরে।
আমি মাসী থাক্‌তে ঘরে ॥
ক্ষুধার সময় খেতে দিব,
পিপাসায় জল দিব তোরে
বাজারের ব্যাপারী যারা,
আমার তো হাত-ধরা তারা
মাথায় ক'রে প্রেম-পসরা,
বেড়ায় আমায় দিবার তরে।
আমি যদি মনে করি, বুড়ার বিয়ে দিতে পারি,
পয়সা পেলে কিসে হারি, প্রাণে রাখি যত্ন করে॥

আড়খেমটা।

মাসি, যাও তবে বাজারে।
যেন যেওনা গো মন-বেজারে ॥
বাজারের খরচ কিবা, স্পষ্ট কথা
ওগো মাসি,—স্পষ্ট কথা কও আমারে।
যে যে দ্রব্য প্রয়োজন, আনিবে করে যতন,
আমি করি আয়োজন, ততক্ষণ,
তুমি এস একটু ত্বরা ক'রে ॥

আড়খেমটা।

যাদু, এই কি কথার কথা।
তোর কাজে কি আমার ব্যথা ॥
তোর তরে প্রাণ দিতে পারি,
আমি নারী, আমি নারি নাড়্‌তে মাথা ॥
মনে বুঝে দাও রে বাপা,
তোমারে কি আছে ছাপা,
মাসীরে দিওনা ধাপ্পা, ওরে ক্ষেপা,
আমি কি করব অন্যথা॥

আড়খেমটা।

একবার দেখ রে ও যাদুধন।
বাজার হলো কি না মনের মতন ॥
আমি যেই তোর শক্ত মাসী,
এনেছি তাই ক'রে যতন ॥
ফিরে সারা হাট-বাজারে,
কত জিনিস আনলেম ধারে,
খাজা গজা জিবেগজা, তোমার তরে,
চাঁদসই আবার চাঁদের মতন ॥

আড়খেমটা।

মাসি, দেখবো কি আর বল।
যা এনেছ সকলি ভাল।
তুমি কি এনেছ মন্দ,
কিসে সন্ধ কিসে সন্ধ করব বল ॥
ভুরো ছানা মিছরি চিনি,
আমি ও সব কিবা চিনি,
চিনি কেবল দুধে চিনি,—
পাই যখনি, যেমন-তর দুধে জল ॥

আড়খেমটা।

হাট-বাজারের হিসাব ক'রে
নাও রে এসে সোণার যাদু।
আমি যেই তেঁই এনেছিরে,
ক'রে কত ভেল্কী যাদু।
টাকা দিয়েছিলে মেকি, মাসীর সঙ্গে কর ফাঁকি,
ফাঁকে ফাঁকে ক'রে ফাঁকি,
ফাঁকে ফেল্লাম কত সাধু ॥
যা চাবে চাঁদ তাই এনেছি,
কিছু কি বাকি রেখেছি,
হাটের দফা শেষ করেছি, এনেছি চাকভাঙ্গা মধু

আড়খেমটা।

মাসি, ও কথা বলোনা।
আমি পাই বড় মনে বেদনা ॥
তোমায় কি অবিশ্বাস আছে,
ওগো মাসি, মনে তুমি তাও করোনা ॥
মাতৃসম তুমি মাসী, কে আছে এমন হিতার্থী,
স্থান দিলে দেখে বিদেশী,
প্রাণ দিলেতো শোধ যাবে না ॥

আড়খেমটা।

মাসি, কও দেখি আমারে।
সুধাই এখন তাই তোমারে ॥
ভূপতি সেই প্রজার প্রতি,
ওগো মাসি, সূক্ষ্ম বিচার কেমন করে ॥
রূপে গুণে বিদ্যা কেমন, করেছে সে যে পণাপণ,
মেয়েতে কে পারে এমন, সাবাস সে জন,
ওগো মাসি!—সাবাস সে জন, ধন্য তারে ॥

আড়খেমটা।

সে কথা আর তুলবো মিছে।
সেরূপের তুলনা দিতে তুলনার কি তুল্য আছে ॥
মেনকা উর্ব্বশী আর তিলোত্তমা,
এরা সবে যাদু রূপে অনুপমা,
কিন্তু তবু নহে সে রূপসী সমা,
নখচন্দ্রে চন্দ্র হার মেনেছে।
গুণের কথা কিবা কব গুণমণি,
কণ্ঠে বিরাজ করেন বাক্‌দেবী আপনি,
ত্যজে পদ্মাসন, তার জিহ্বায় আসন,
না জানি কি বিদ্যা বর পেয়েছে ॥

কাওয়ালী।

ওগো মাসি, কেন তারি রূপ শুনালে।
ঘৃতাহুতি দিয়ে যেন দ্বিগুণ আগুণ জ্বালালে ॥
রূপের কথা শুনে কাণে, অস্থির হতেছি প্রাণে,
ঠেকা ঠেকি দেখি এখন হয় বুঝি প্রাণে;—
হায়, তায় কাঁপিছে কায় মদনের বাণে,—
কি করিব কোথায় যাব, কোথা গিয়ে জুড়াইব,
কি দিয়ে আর নিভাইব, পোড়া অনলে ॥

আড়খেমটা।

যাদুমণি, ধৈর্য্য ধর ধর ধর।
বে হলে কি ঘর চলেনা কেন এমন কর ॥

শুনিয়ে রূপলাবণ্য, কেন হও মনেতে ক্ষুণ্ণ,
মন-আশা হবে পূর্ণ, ও যাদুমণি,—
পণ করে তো বসে আছে সে ধনী,—
বিচারে যবে হারাবে, দুহাতে এক হয়ে যাবে,
আইবুড়ো নামটি খণ্ডাবে, কেন ভাবনা কর॥

আড়খেমটা।

কি কথা আমায় শুনালে।
বিষে জ্বরা জেন্তে মরা, তাই যেন আমায় করিলে
না শুনিয়ে বরং ছিলাম প্রাণে ভাল,
শ্রবণে আগুণ দ্বিগুণ জ্বলিল,
প্রাণ গেল গেল, কি করি গো বল,
শুনায়ে সে রূপ মন ভুলালে॥

আড়খেমটা।

যাদুমণি, ধৈর্য্য ধর।
এই তো কলির সন্ধ্যা বেলা,
ভোর না হতে হও অধর॥
প্রেম কি পদার্থ কেবা চেনে বল,
যত সুধা তত তাতে রে গরল,
ফলানোর গুণে ফলে ফলাফল,
কভু মোক্ষ-ফল, সুফলধর।
এক প্রেমে দেখ শ্রীহরি সন্ন্যাসী,
আর এক প্রেমে দেখ ধ্রুব রে তপস্বী,
হয়ে বনবাসী, হলো স্বর্গবাসী,
আর দেখ শিব গঙ্গাধর॥

আড়খেমটা।

মাসি, ধন্য গো তোমারে।
বলিহারি তোমার ব্যবহারে॥
গাছে তুলে মই কেড়ে নেও, আচকা ফেলে,
ওগো মাসি, আচকা ফেল আতান্তরে॥
রস দিয়ে গো রসে ফেলে,
শেষে খোলা চটিয়ে দিলে,
চটিয়ে দিলে, নাবিয়ে নিলে, আগুণ জ্বেলে,
ওগো,—আগুণ জ্বেলে মোর অন্তরে॥

এখন বল সবুর কর, হিত করা কি এমনি তর,
খরতর তীক্ষ্ণতর, তীর প্রহার,
ওগো মাসি,—তীর প্রহার মোর অন্তরে॥

আড়খেমটা।

যাদু, কথায় কি কাজ করে।
যেমন যাদুকরে যাদু করে॥
গাছে কাঁঠাল গোঁপেতে তেল,
তাতে কি আশা পোরে॥
কাজে যখন হবার হবে, স্বচক্ষে তা দেখতে পাবে,
মনোসাধে সাধ মিটাবে, প্রাণ জুড়াবে,
সুখে রবে প্রেম-সাগরে॥

কাওয়ালী।

ওগো মাসি, কি হবে বল বল দেখি।
উড়ু উড়ু করে প্রাণ, না হেরে সে শশিমুখী॥
তোমা বিনে কেবা পারে, নে যেতে অকূল পারে,
সদা প্রাণ কেমন করে, না হেরে তারে,—
যদ্যপি বাঁচাও এবে, তবেই মাসি প্রাণ রবে,
নতুবা এ প্রাণ যাবে, মুদিয়ে দুটী আঁখি।

কাওয়ালী।

আজ আমি, মালঞ্চে যাই যাদুমণি।
না পেলে ফুল, বাধাবে ভুল, সে রাজনন্দিনী॥
তোমার সুখের ভরা, ভাসিবে রে অতি ত্বরা,
হয়োনা রে সকাতর, মন মনেতে,—
সুখতরী আরোহিয়ে, তাহাতে নাবিক হয়ে,
ধিকি ধিকি যাবে বেয়ে, লয়ে তরণী॥

আড়খেমটা।

আজি কেন মালঞ্চে যেতে উদাস করে মন।
কোন্ আঁটকুড় বাদ সেধেছে, তাই করে এমন॥
একাকিনী পেয়ে মোরে,
নিত্য যে ফুল নে যায় চোরে,
ছলে কয়ে গায়ের জোরে কে করে বারণ॥

আড়খেমটা।

মালঞ্চের ফুল কে করে চুরি।
কিছু বুঝতে নারি।

মালী আমার স্বর্গে গেছে,
তাইতে লোকের বুক বলেছে,
সে যদি গো থাক্‌তো বেঁচে,
চোর বেটাদের ভাঙ্গতো জারি ॥

আড়খেমটা।

তুলবো কি ফুল, তুল বেদেছে করেছে নির্ম্মূল।
ডানপিটে ড্যাকরাদের বুকে ধরে না বুকশূল॥
আচোট জমি চুটিয়ে গেছে,
আফুটো ফুল ফুটিয়ে দেছে,
কুড়ি গুল ছিঁড়ে নেছে, লুটেছে মুকুল॥

আড়খেমটা।

বোনপো, থাক্‌রে বাছা ঘরে।
ফুলের যোগান দিয়ে আসি ফিরে॥
যেতে হবে কত স্থানে স্থানে স্থানে,
আবার, বিদ্যার স্থানে, ত্বরা ক'রে॥
যেতে হবে পাড়া পাড়া,
কায়েত পাড়া, বামুন পাড়া,
রয় না ঘরে কোন ছোঁড়া, পেলে সাড়া,
কেবল লাগায় তাড়া, ফুলের তরে॥

আলিয়া-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি ফুল ফুটেছে মজার
তারিপ বাহওয়া কি বাহওয়া।
সৌরভে গা উলসে উঠে,
লাগলে গায়ে ফুলের হাওয়া॥
জাতি যুতি শেফালিকে,
টগর গোলাপ কাটমল্লিকে,
চেয়ে একবার ফুলের দিকে,
ঘুরিয়ে দিলে নাওয়া খাওয়া।
যারা ছিল উচু ডালে,
নাগাল না পাই হাত বাড়ালে,
কটাক্ষে মন ঘুরিয়ে দিলে,
আপ্‌শোসে আর যায় না যাওয়া॥

আড়খেমটা।

বড় লজ্জা করে পাড়ায় যেতে।
রোজের ফুল যোগাতে॥
পাড়ার যত ভেড়ের ভেড়ে,হাতে ধরে পায় পড়ে,
চায় বেলফুলের গোড়ে, পয়সা নিয়ে, ফাঁকি দিয়ে,
আমি পারিনেকো কা'র হাত ছাড়াতে॥

আড়খেমটা।

ঠাকুরপো হে, ডাক্‌ছো মিছে।
এখন কি আর সে ভাব আছে,
সেভাবে অভাব হয়েছে।
এ মালঞ্চ যখন ছিল ফুলে ভরা,
এক এক ফুল যেন মধুর ভরা,
কত যে ভ্রমরা, খাতক ছিল তারা,
ফেল করে এখন পালিয়ে গেছে।

আড়খেমটা।

বিদ্যা লো তোর এ নব-যৌবন—
বৃথা গেল অকারণ।
আর কবে করিবে ধনী সুখ আলাপন॥
কিক্ষণে শিব পূজেছিলি,
আইবুড়তে কাল কাটালি,
পতির মুখ না দেখিলি, কোরে পোড়া পণ॥
রমণী সুখের তরী, পুরুষ তাহে কাণ্ডারী,
কাণ্ডারী বিহনে তরী, কে করে যতন॥

কাওয়ালী।

মনাগুণ জ্বল্‌ছে প্রাণে ধিকি ধিকি।
শয়নে স্বপনে যেন শয্যাকণ্টকী॥
শুনেছি বাড়বানলে, জলেতে অনল জ্বলে,
দাবানলে বন জ্বলে জানে সকলে, হ'য় হায়,
বিচ্ছেদ বিরহানলে, অন্তর জ্বলে,
নারী জন্ম কি অধর্ম্ম, যেন পিঞ্জরের পাখি॥

কাওয়ালী।

বল দেখি, ভাবলে এখন কি তা হবে।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা করিলে যবে॥
পূজা কর গঙ্গাধরে,
কোন্‌কালে বর দিবেন তোরে,
তাঁর বরে আশা কোরে আছলো ধনি!

সে আশাতে ছাই দিয়ে, যাতে এখন হয় বিয়ে,
যুক্তি কর মায়ে ঝিয়ে, যাতে বজায় রবে ॥

——

কাওয়ালী।

ওগো মাসি, কৃপা কর আমার প্রতি।
আজ গেঁথে হার দিব আমি,
হেরিবে সেই রসবতী,
মালা মধ্যে পত্র দিব, বিদ্যার বিদ্যা বুঝিব,
পণাপণের দৌড়খানা দেখবো আভাসে;
হায় কি বল্‌বো মাসি মরি আপসোসে;
দিব তায় মম পরিচয়, বুঝিব তার মনের আশয়,
আশয়েতে হয় নিরাশয়, স্বস্থানে করিব গতি ॥

— —

আড়খেমটা।

সুচিকণ চিকণ মালা, পারবে না গাঁথিতে।
আমি হীরে কত কোরে,
পারিনে তার মন যোগাতে ॥
শুন ওরে যাদুমণি, সে যে বিষম রাজনন্দিনী,
মালাতে কি ভুল্‌বে ধনী, যাদুমণি,
পার্‌বে না তার মন ভোলাতে ॥

——

আড়খেমটা।

কেমন মাসীর বুন্‌পো তুমি,
দেও দেখি আজ গেঁথে মালা।
ভাল কুসুম বেছে নিয়ে, গাঁথ মালা মন দিয়ে,
কারিগরি কর্‌তে গিয়ে, হয় না যেন ছেলেখেলা ॥
অবিচারে কোয়ে কথা, দাসীর মনে দিলে ব্যথা,
কার বা মাথার উপর মাথা,
তোমার কাজে কর্‌বে হেলা ॥

——

কাওয়ালী।

ওগো মাসি, দেখ দেখ দেখ নয়নে।
পারি কি গো হারি আমি এ কার্য্য সাধনে ॥
এ কোন্ সামান্য কথা, ফুলে ফুলে মালা গাঁথা,
কেন দাও অন্তরে ব্যথা, এ কেমন কথা;
সেই বল্লে থাকে না গো সাপের বিষ যথা;
আজ গাঁথব মালা দিব ডালা রাজভবনে ॥

——

বাহার—আড়খেমটা।

তুমি কি পারবে হে, ওহে গুণের গুণমণি।
সাজায়ে নানা ফুলে, বিবিধ চিকণ গাঁথুনি ॥
তুমি গাঁথবে চিকণ হার,
শুনি ভাবনা হল আমার,
সে যে জ্বলন্ত অঙ্গার,
রাজার সাধের সোহাগিনী ॥

——

কালেংড়া—কাওয়ালী।

সোহাগের হার গাঁথা আমার,—
এত ফুল গাঁথা নয় মাসি।
ছল ক'রে মন বুঝাবো,—
কেমন রসিকা সে রূপসী ॥
কষ্টি হলে জানা যায়, সোণার কস লাগে তায়,
ভেড়ার শৃঙ্গে হীরার ধার কতক্ষণ রয়,
তাই ভাবি আমি আগে, পাছে কিছু হয়;
বিচ্ছেদ হলে জানা যায়, ভাল-বাসা-বাসি ॥

——

আড়খেমটা।

মাসি, আর ভুলাবে কত।
আমায় পাঁচ বৎসরের ছেলের মত ॥
কথাতে চাঁদ দিচ্ছ ধরে, আমার করে,
আমি বারে বারে বলি যত ॥
হার গাঁথিতে কিবা বেলা,
ফুল লয়ে কি করব খেলা,
গেঁথে দিব হাতের ঢেলা, যেমন ফেলা,
এক নিমেষ হবে না গত ॥

——

খ্যামটা।

তবে দেখাও যাদুমণি।
দেখি বোন্‌পো কেমন গুণমণি ॥
কি বাহারে হার গাঁথিয়ে গুণ করিবে,
ওরে যাদু, বশ করিবে, রাজনন্দিনী ॥
দেখি তোমার গুণপনা, ধর্‌লে সূতো যাবে জানা
শিকুরে বিড়াল বট কি না, পার্‌বে কি না,
যোড় মেলাতে পোষামেণি ॥

——

আড়খেমটা।

তবে, গাঁথি মালা, মাসি সাজায়ে ডালা,
আন গিয়ে ফুল।
মালার মাঝে পত্র দিব বিদ্যার সমতুল॥
সেউতি গোলাপ সেফালিকে, অতসী নবমল্লিকে,
জাতি যুথি অপরাজিতে, দোপাটী পারুল॥

একতালা।

যাদু গাঁথ গাঁথ হার, কর কি বাহার,
হেরিব তোমার ও যাদুমণি।
তবেই বাহাদুরি, যাই বলিহারি,
দেখুক্ এ চাতুরী সে রাজনন্দিনী॥
সেউতি জাতি যুথি, মল্লিকা মালতী,
পুষ্প নানা জাতি নেরে রতনমণি।
যেখানে যা সাজে, দিবে মাঝে মাঝে.
হেরে হারের কাজে, হারে যেন ধনী॥

একতালা।

মাসি, কি বলিতে পারি, পারি কিম্বা হারি,
ভুলাতে সে নারী, গাঁথিয়ে মালা।
চিকণ গাঁথনি, গাঁথিব এখনি,
লয়ে যাও আপনি, সাজায়ে ডালা॥
শুন মাসি শুন, তোমারি এ গুণ,
আমি গো নির্গুণ, করি ছেলেখেলা॥

একতালা।

বাছা, দাও দেখি হার, ল'য়ে যাওয়া ভার,
কি পাই উপহার, বিদ্যার কাছে।
হয় তো পাব হার, নইলে প্রহার,
অস্থি চর্ম্ম সার, ললাটে আছে॥
কল্লি ছেলেখেলা, দায়ে ঢেঁকি গেলা,
বুঝি ঔষধ গেলা, হরে তার কাছে॥

আড়খেমটা।

আমি নিত্য নিত্য রাজবাটীর ফুল, যোগাই
কেমন করে।
যামিনীতে কামিনী ফুল, নিত্য নে যায় চোরে।
চোখের মাথা কে খেয়েছে,
অফুট ফুল তুলে নেছে,
মুচ্‌ড়ে কলি ভেঙ্গে গেছে,
আটাতে গাছ ভাসিয়ে দেছে,
বেঁটায় নোক্তা মেরে॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

পোড়া লোকেরই জ্বালায় ঘরে রব না সই।
আমার মন-বেদন বল কারে কই॥
একে নারী অবলা, ফুল বেচি দুবেলা,
আমার এত কিসের জ্বালা, গাছতলাতে রই॥

আলিয়া-খাম্বাজ—খেমটা।

যাবনা যাবনা মালঞ্চে।
এমন ক'রে দুসঙ্কে কি প্রাণ বাঁচে॥
যাব সেই বকুল তলা,
কুড়িয়ে ফুল আজ গাঁথব মালা, সাজাব ডালা,
যা বলে বলুবে ব্রজবালা,
ভাগোতে মোর যা আছে।
যাব সেই বাঁধা ঘাটে, নানাজাতি কুসুম ফোটে,
যে পায় সে লোটে,—
বুক ফাটেতো মুখ ফুটেনা,মরি মনের আপশোষে

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

কে ফুল তুলেছে গাছের মুল ভেঙ্গে দিয়েছে।
মনো-দুখে মরে যাই এসে মালঞ্চে॥
কাল আমি এসেছি দেখে, ফুটেছে নব-মল্লিকে,
চোকখাকীরে চোকে দেখে,
এমন কর্ম্ম ক'রেছে॥

আড়খেমটা।

এই কি লো তোর ফুল যোগান,
ওলো হাঁরে সর্ব্বনাশী।
বয়ে গেলো শিব-পূজা, সারাদিন রই উপবাসী।
চেয়ে দেখ দেখি বেলা,পেয়ে মেয়ে করিস্ হেলা,
কাজ করা নয় বেগার ঠেলা,
বুঝি ফুল এনেছ কাল্‌কের বাসী॥

একতালা।

ভাল, এলি সকাল বেলা।
এখন বুঝি ঘুম ভাঙ্গিল,
তাই এনেছিস্ সাজিয়ে ডালা॥
কাজ কি লো তোর মালা দিয়ে,
থাক্‌গে যা তুই ঘরে শুয়ে,
আমি না হয় কোথাও গিয়ে,
চেষ্টা পেয়ে, আন্‌ব কুসুম, গাঁথ্‌বো মালা॥

আড়খেমটা।

কেন এলি মালিনি লো, এত বেলায়।
পূজার সময় বয়েগেছে কাজ কি এখন ফুলমালায়
আমি কি আর বল্‌ব তোরে,
যা লো হীরে ফিরে ঘরে,
মনে ভালবাসিস্ যারে,
মালা দিগে তার গলায়।
যা যা মালা দিগে তার গলায়॥

আড়খেমটা।

হীরে, কাজ কি লো তোর ফুলে।
মালিনি, ও ধনি, মালা দিগে যা তোর বঁধুর গলে॥
নিয়মিত কর্ম্ম যত, সকলি হইল হত,
করি যদি শিবব্রত, আপনি কুসুম আন্‌বো তুলে।

আড়খেমটা।

ফুল নে গো রাজনন্দিনী।
হায় ধরি পায়, ক্ষমা দে আমায়,
দৈবে কি হয় না এমন বল্ শুনি॥
একি বিধির হল ভুল, মালঞ্চে ফুটেনা ফুল,
আমি সেই গিছলাম, না পোহাতে রজনী॥

খেমটা।

হায়, আর কি আছে গো আমার
মনোমত মালী।
মন খুলে জল ঢাল্‌ত গাছে, ফুটতো সব কলি!
মালী আমার মাসে মাসে, জন্মাতে দিত না ঘাসে,
সদা রাখ্‌তো টাট্‌কা রসে, তাড়াতো অলি॥

আড়খেমটা।

প্রয়োজন আর নাইকো ফুলে।
তোরে হেরে অঙ্গ জ্বলে;—
মানে মানে যা মালিনি, অপমান হবি শেষকালে
শিবপূজা সাঙ্গ হল, এখন কি তোর ঘুম ভাঙ্গিল,
রঙ্গ ভঙ্গ জানিস ভাল,
এক রকমে চিরকাল কাটালে॥

জলদতেতালা।

মালিনি তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়।
মিছে কান্না আর কাঁদিস্-নে,
জ্বালাস্-নে আমায়॥
মালিনি লো তোর জন্যে,
পূজা হয় হয় না ফুল বিনে,
উপবাসী রাজকন্যে, মরে পিপাসায়॥

আড়খেমটা।

আজ কেন এত রাগত, আমার প্রতি।
দৃশ্য মাত্র উগ্র কর হয়ে ক্রোধাকৃতি॥
ধর ধর মালা লও, হরষ হয়ে কথা কও,
না হয় মারত মেরে ফেলাও, হোগ গো নিষ্কৃতি।

আড়খেমটা।

ওলো, রাখ্‌গে যা ঠাট ছলা।
জানি তুই লো যেমন ষোলকলা॥
প্রবীণে নবীনে হয়ে, শিখ্‌ছ এখন আঙ্কফলা॥
বুক বেড়েছে কার সোহাগে,
তাই ছিলি প্রেম অনুরাগে,
কাল জানাব বাপের আগে, জ্বল্‌ছি রাগে,
ওলো পিপাসায় শুখাল গলা॥

আড়খেমটা।

আমি যাই মানে মানে,
লয়ে নিজমান থাক্‌লো মানিনি।
তোমার যত ভালবাসা, আশায় বোঝা গেল ধনি।
আর আস্‌বোনা রাজবালা,
নিত্য ফুল যোগাই দুবেলা,
যে গাঁথিত ফুলমালা,
চলে গেছে নাগর গুণমণি॥

কাওয়ালী।

প্রবীণে নবীনে হতে আরো বাসনা।
নয়ন বিহনে মুখ দর্পণে হের না ॥
হদ্দ কর্‌লে বৃদ্ধ কালে, সার্থক প্রেম শিখেছিলে,
ছেঁড়া চুলে বকুল ফুলে খোঁপা বেঁধেছ,—
প্রেম কি ঝালিয়ে তুলেছ,—
হায় বাহার, কি বা হার,
'যেতে হবে রবি সুতালয়ে,—
তার উপায় কি বলনা ॥

কাওয়ালী।

রাজনন্দিনি, ধৈর্য্য ধর ক্ষমা কর।
এনেছি চিকণ হার, ধর ধর ধর ॥
গাঁথিতে চিকণমালা, তাইতে হয়েছে বেলা,
হের হের রাগ হর, হয়ো না উতলা,—
দুঃখিনী আই তোমার, তোমার কাজে ব্যাজার,
যা বল সব দোষ আমার, পূজা কর কর ॥

আড়খেম্‌টা।

রাজনন্দিনি নাও গো মালা।
তোমার কার্য্যেতে আমি কখন না করি হেলা।
বিনিস্‌তে যুতে যুতে, এনেছি হার তোমায় দিতে,
থাকে যদি সন্ধ ইথে, হায় হায়,
না জানি কি ঘটে জ্বালা ॥

আড়খেমটা।

আই, কও দেখি আমারে।
সত্য বল আমার মাথার কিরে ॥
এ গাঁথনি কে গেঁথেছে, কেমন সে জন,
সুজন বটে,—দেখ্‌ছি হারে।
যে করেছে কারিকুরি, গলায় দেছে প্রেমের ছুরি,
অনাসে মন নিল হরি, বল কি করি,
রেখো যত্ন করে নিজাগারে ॥

আড়াখেমটা।

নাতনি, বল্‌বো কি আর তোরে।
বল্‌তে কথা গা শিহরে।
এসেছে এক বোনপো আমার, গেঁথেছে হার,
ওলো গেঁথেছে হার, যত্ন করে ॥

রূপেতে কন্দর্প হারে, গুণের তুল্য বল্‌বো কারে,
দেখ্‌লে পরে সে বাছারে, এ সংসারে,
ও কেউ চায় না কো আর থাক্‌তে ঘরে ॥

কাওয়ালী।

ওগো আই, দেখাইতে পার না কি তারে?
যে জন ছলেতে মন হরিল ফুল-হারে।
শুনি তার রূপ গুণ, অন্তরে জ্বলে আগুন,
ধৈর্য্য ধরে না মন, হইনু বিগুন,—
ধরিগো তোমার করে, মিলন কর সত্বরে,
বাঁচিনে, আর প্রেম জ্বরে, রাখ বিকারে ॥

আড়খেম্‌টা।

নাতিনি লো! তার ভাবনা কি আর?
রাণীর কাছে কালি দিব সমাচার।
এক হাতে দুই হাত হবে লো তোমার,
হবে নির্ব্বিকার, যন্ত্রণা বিকার,
আইবুড়তে পার হবি লো এবার।

কাওয়ালী।

প্রকাশ করোনা আই, আর কারেও বলোনা।
চুপে চুপে চুকিয়ে দিও চুপকরে থেকো না ॥
মা বাপে কি বলা যায়, যদ্দিন গোপনে রয়,
সইলে সকলি সয়, জেনে কি জান না।
তুমি আমি তিনি ভিন্ন, একথা কি জান্‌বে অন্য,
সখিরা কি আমা ভিন্ন, মনেতে ভেবনা ॥

আড়খেম্‌টা।

একি সর্ব্বনেশে কথা।
ভয়ে মরি ওমা যাব কোথা ॥
গোপনেতে আন্‌বো তারে কেমন করে, ও সে
কেমন কোরে, আসবে হেথা ॥
গুপ্ত পিরীত কে শিখালে, কেবা এ মন্ত্রণা দিলে.
মরবার ঔষধ পরবে গলে, মরবে বলে,
শেষে খাবি কি লো আমার মাথা ॥

খেমটা।

এমন সাধ্য আছে কার।
সাগর ছেঁচে মাণিক এনে হাতে দেয় তোমার॥
অজাগরের নিদ্রা যেমন,তোমার তেমনি পণাপণ,
অপার নদী সাঁতরে যেন হতে চাওলো পার॥

আড়খেমটা।

একি ছেলের হাতের পিটে।
কথা থাকবে অমনি পেটে পেটে॥
এত নয় লো বোবার স্বপন, থাকবে গোপন,
গোল হবে না ঘাটে মাঠে॥
এ কর্ম্ম কি ছাপা থাকে,
আপনি কাটি পড়বে ঢাকে,
দেশ বিদেশে জানবে লোকে,
ভাঙবে হাঁড়ি আপনি হাটে॥

আড়খেমটা।

অসাধ্য সাধনা।
তারে লুকিয়ে আনা, ঘোর যন্ত্রণা।
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা,
সাপের মাথায় বেঙ নাচানা॥
পাপ কথা কি ছাপা থাকে,
দুদিন বাদে জানবে লোকে,
একটু কি ভয় হয় না বুকে, ভয়ে মরি ও নাতিনি,
ভয়ে মরি, প্রাণ বাঁচে না॥

কাওয়ালী।

আলো ধনি, গোপনে ঘটে কি না ঘটে।
অঘটন ঘটান সেটা সহজে কি পটে॥
না বলিলে বাপ মায়, দোষী হবে পায় পায়,
উপায় কর লো ধনি থাকিতে উপায়;—
হায় শেষেতে কি লো মজাবি আমায়;—
করো না এ দাগাদারি, সবে হবে দিকদারি,
শেষে প্রাণ যাবে আমারি, যদি কথা রটে॥

কাওয়ালী।

ওগো আই, তোমার অসাধ্য আছে কিবা।
নক্ষত্র দেখাতে পার থাকিতে দিবা॥
দেখ আই মনে ভেবে, একথা কি প্রকাশ হবে,
কে জানিবে কে শুনিবে রবে গোপনে,—
নইলে কেন এলেন তিনি তোমার ভবনে,—
প্রকাশ্যে আসিতেন যদি, প্রকাশ করিতেন বিধি,
পেয়েছি সেই গুণনিধি, পূজে শিব শিবা॥

আড়খেমটা।

একবার এনে দাও আই, দেখ্‌বো তারে।
যতন করে রাখবো তারে হৃদ্‌পিঞ্জরে॥
আই, আমার মাথাটী খাও,
একবার এনে তারে দেখাও,
তারে না দেখিলে প্রাণ বিদরে॥

আড়খেমটা।

এনে দে বিনোদে আমার, কর গো এই উপকার।
বাড়িল যৌবনানল, বিরহে বাঁচিনে আর॥
তোমা বিনে কে আর আছে,
দাঁড়াব আর কার কাছে,
যে দুঃখ আমার হতেছে, বাঁচিনে বাঁচিনে আর॥
শুধিতে তোমার ধার, বল কি আর আছে আমার,
এই নাও ধর ধর, গলায় পর, গলার হার॥

একতালা।

তারে কেমন করে আনি।
ও কি কথা বল সোহাগিনি॥
আমোদে প্রমাদ ঘটিবে, লোকে হবে জানাজানি
নাগর এনে রাখ্‌বি কোথা,
পাবি লো তুই মর্ম্মে ব্যথা,
আগে যাবে আমার মাথা, শুন্‌লে পরে রাজারাণী

আড়খেমটা।

বল, কি করে তা হবে।
লুকিয়ে আনা কি সম্ভবে॥
দুয়ারে দুয়ারে দ্বারী, আস্‌তে নারি,
আমি নারী তাতে পুরুষ রবে॥
বলব তারে যদি পারে,
আমার বোনপো সে কি হারে,
পারিলে পারিতে পারে, আস্‌তে ঘরে,
কালীর বরে, হয়তো হবে॥

একতালা।

তারে রেখ যতন করে।
সুখের নিধি বুকের মাণিক
মুখের অন্ন দিলাম তোরে॥
নয়নে নয়নে রেখো, সতত নিকটে থেকো,
দেখো ধনি দেখো দেখো,
হারাও না মনোচোরে॥

আড়খেমটা।

নাতিনি, কই তবে আভাসে।
যদি দেখ্‌বি নাগর মনোল্লাসে॥
গোপনে দেখাব তারে, বাড়ীর কাছে,
এনে খিড়কী নাছে, রথের পাশে।
শুন ওলো ও রূপসি, সবুর কর একটা নিশি,
দেখা দিবে শরৎশশী, আপ্‌নি আসি,
দেখে আশ মিটাবে মন আশে॥

কাওয়ালী।

ওগো আই, কাজেতে তা যেন ভুল না।
আমার সঙ্গে শুধু যেন কথার বেগুন ভেজোনা॥
মিষ্ট কথা বলে কয়ে,
আকাশের চাঁদ হাতে দিয়ে,
কুমীরকে কলা দেখায়ে, শেষে ফাঁকি দিও না॥

আড়খেমটা।

নবীন নাগর, রসের সাগর,
ভুল্‌বে কেন আমায় দেখে।
প্রবীণ যারা দেখ্‌লে তারা,
পলায় বসন দিয়ে মুখে॥
তোমার মতন নবীন নারী,
হতেম যদি ও সুন্দরি,
নাগরের মন করে চুরি,
কাল কাটাতাম মনের সুখে॥

আড়াঠেকা।

রূপের নাগর গুণের সাগর,
আর কি তেমন আছে।
তাহারি তুলনা তাহারি কাছে॥
সেরূপ-তুলনা, ভুবনে মেলে না,
দেখিলে সে ঠাম, জীয়ে মোর কাম,
এত যে বয়স হয়েছে।
মাসী বলে যেই, রক্ষে হেতু সেই,
লজ্জাতে ধর্ম্ম রয়েছে॥

আড়খেমটা।

নাতনি, ঠাট শিখেছ ভাল।
কথা শুনে তবু প্রাণ জুড়াল॥
ঠাট কোরে কও ঠাটের কথা,
যাব কোথা, ওলো নাতনি,—
যাব কোথা আমায় বল॥
কথাতে ভুলাব তোরে,
একথা কও কেমন কোরে,
হাসি পায় দুঃখ ধরে, শুন্‌লে পরে,
এ কথায় শিউরে উঠে লোমসকল॥

আড়খেমটা।

নাতনি, যাই তবে লো বাসে।
তুমি থেকো আমার আশার আশে॥
কাল তোমায় দেখাব নাগর,
আনিয়ে ঐ রথের পাশে,
পরিপাটী চারু বেশে, থেকো তুমি নিজ বাসে,
আশার সুসার হবে শেষে, দেখ্‌বে বসে,
ওলো নাতনি,—দেখ্‌বে বসে মন-আশে।

আড়খেমটা।

আই ক্ষণেক সবুর কর।
লিখে দিব চিত্র-কাব্য, মোর মাথা খাও, ধর ধর॥
যে কৌশলে গুণমণি,
লিখে দিছেন এই লিখনী,
কবিবরের শিরোমণি,
অনুমানি, বিচারে হইবেন বড়॥

ভিওট।

আই, ধর ধর আমার চিত্রকাব্য ধর।
না বুঝে বলেছি দুটো অপরাধ ক্ষমা কর॥
দুঃখিনীর তরে, যাও ত্বরা করে,
দও সেই গুণ-ধরে, আমার এই উত্তর॥

আড়াঠেকা

বাঁচিনে বাঁচিনে প্রাণে, মরি মরি কিবা করি।
কেমন কোরে যাবে সখি, আজি দিবা বিভাবরী॥
কি দিয়ে গেল মালিনী, কি যাদু জানে সে ধনী,
বনপোড়া যেন হরিণী, অন্তরে পুড়িয়ে মরি॥

আড়াঠেকা।

আর কেন গো ঠাকুরাণি, উতলা হও কি কারণে,
পূজা কর যজ্ঞেশ্বরে, যোগাসনে এক মনে॥
ভাব সেই যোগমায়া, তিনি দিবেন পদছায়া,
যা করেন সেই হরজায়া, হর কাল তাঁর সাধনে॥

আড়খেম্‌টা।

সখি, পূজবো কি আর হরে।
মনে পড়ে লো সেই মনোহরে॥
মুখে বোলতে হরে হরে, মনোহরে মন হরে,
কেমন কোরে পূজব হরে, হরে হরে,
আমার অন্তরের যে মন হরে॥

ঝিঁঝিট।

ওহে ত্রিলোচন, একবার ফিরাও ত্রিলোচন।
আশুতোষ আশু কর দুঃখমোচন॥
অবলা মূঢ়মতি, না জানি ভজন স্তুতি,
তার হে ত্রিলোকপতি, পতিতপাবন।
তুমি হে দয়াময়, সর্ব্বময় গুণময়,
আমায় দাও পদাশ্রয়, করি নিবেদন॥

আড়া।

কোথা গো মা ব্রহ্মময়ি, ওগো ব্রহ্মাণ্ড-রূপিণি।
পতিতা তনয়ার প্রতি কটাক্ষে হের জননি॥
দাও মা আমায় অভয়পদ,চাইনে সামান্য সম্পদ,
কর মাগো নিরাপদ, ওগো বিপদনাশিনি।
তুমি মা যদি না তার, কে আর করিবে পার,
তুমি সে সকলি পার, ওমা পতিতপাবনি॥

একতালা।

বল গো সখি বল, কিবা করি বল,
অঙ্গে নাহি বল, চিত্ত যে চঞ্চল।
সেবিতে সেই শিবে, ভাবি কে আসিবে,
কে আর নাশিবে, আমার দাবানল॥
ভাবতে শ্যামাপদ, ভাবি স্বামিপদ,
একি গো বিপদ, আপদ অমঙ্গল।
মাগিব কি বর, বলি কোথা বর,
ওহে কবিবর কর হে শীতল॥

আড়খেম্‌টা।

বাছা দেখ্‌রে যাদুমণি,
তোরে কি লিখন লিখেছে ধনী।
আমি নারী বুঝতে নারি কারিকুরী,
লেখাপড়া নাহি জানি॥
সাপের হাই সে বেদেয় চেনে,
অন্য লোকে জান্‌বে কেনে,
তুই জানিস্ আর সে তোর জানে,
মনে মনে ওরে মনের কথা গুণমণি।

জলদকাওয়ালী।

এস এস মাসি, বল বল বাঁচি,
আশয়ে বসে আছি, মুখ চেয়ে।
কেন এত বেলা, সেই রাজবালা,
খেলিল কি খেলা, হার লয়ে।
আমার মাথার কিরে, ধরি দুটি করে,
রাখ রাখ মোরে, এ দায়ে॥

ঢিমে তেতালা।

বাছা, বল্‌বো কিরে আর, ভাবনা কি তাহার,
আমি কি তোমার, তেম্‌নি মাসী।
ধরায় পেতে ফাঁদ, ধর্‌তে পারি চাঁদ,
করি নানা ছাঁদ, যেখানে বসি।
দেখাইয়ে হার, পেলাম উপহার,
রাজবালার হার, হইয়ে দাসী॥

একতালা।

দেখ্‌লে সে বিদ্যারে।
কত বিদ্যাধরী লজ্জায় মরে॥
মোহিত হয় কন্দর্প, রূপের এমনি দর্প,
বিদ্যাবতী,—বিদ্যুতেরে বিদ্রূপ করে॥

গজেন্দ্র-গামিনী ধনী, কটি করি-অরি জিনি,
নাভি-সরোবরে ভাসিছে নলিনী,—
ভুজঙ্গিনী-সম বেণী পৃষ্ঠোপরে।
যুগল কুচদ্বয় বক্ষে, যেন প্রজ্বলিত অনলের শিখে,
মদনজয়ী শরাসন আকর্ষণ কটাক্ষে,—
চন্দ্রমুখার চন্দ্রের আভা চন্দ্রাধরে ॥

আড়খেমটা।

মাসি, কি দিব তোরে।
বান্ধা রৈলাম আমি জন্মের তরে ॥
বল কখন দেখ্‌তে পাব, প্রাণ যুড়াব, ওগো মাসি,
প্রাণ যুড়াব চক্ষে হেরে ॥
কেমন কেমন করে মন, চঞ্চল হইল কেন,
কবে হবে সুমিলন, শুভ দিন,
শুভক্ষণে হের্‌বো তারে ॥

আড়খেমটা।

যাদু, কাল তোরে দেখাব।
তোরে রথের পাশে দাঁড় করাব ॥
ঠিক কোরে ঠিকানায় রেখে,
ওরে যাদু, আমি যাদুমণির কাছে যাব ॥
ধরায় থেকে চন্দ্রধরা, অধরাকে আচকা ধরা,
সে কি রে চাঁদ সহজ ধারা, অমনি ধারা,
এনে গগনচন্দ্র হাতে দিব ॥

কাওয়ালী।

আয় লো নাতিনি, যদি দেখ্‌বি গুণমণি।
রথের পাশে, নাগর এসে,
দাঁড়িয়ে আছে বিনোদিনি ॥
করে ধনি শিবব্রত, বর পেয়েছ মনোমত,
আপনি এসে উপনীত, দেখে হই হত,
হায়! তোর কপালের জোর বল্‌ব কত,
যা হোক বোন ভাল হলো,
কাণ্ডারী তোর মিলে গেল,
একাদশ বৃহস্পতি হলো, এখন লো ধনি ॥

আড়খেমটা।

দেখ দেখ দেখ ওগো ওগো রাজনন্দিনি।
যার কথা কই, সে নাগর ঐ,
ভুবনবিজয়ী, মনোহর তনুখানি।
দাঁড়ায়ে রথের পাশে, রয়েছে তোমার আশে,
কোরে মম বাসে, আছে গুণমণি,
ফুটিল বিবাহের ফুল, প্রজাপতি অনুকূল,
বুঝি তোমায় দিলেন কূল, কুলকুণ্ডলিনী ॥

আড়খেমটা।

ওলো, রাজনন্দিনি বিনোদিনি, দেখ্‌বি যদি আয়
রথের পাশে নাগর এসে,
দাঁড়িয়ে আছে তোর আশায় ॥
অধর চাঁদকে ধরবে বলে,
প্রতিজ্ঞা ফাঁদ পেতেছিলে,
তাইতে নাগর ধরা দিলে,
নইলে কি চাঁদ পাওয়া যায় ॥

আড়খেমটা।

আই গো কি হবে বল।
তারে চক্ষে হেরে চিত্ত গেল ॥
বিনয় করি, আই, ধরি দুটী করে,
আমায় এনেদে সেই চিত্তচোরে,
নইলে স্মরশরে মদনারে,
প্রাণ দগ্ধ করে, পাইয়ে ছল ॥

আড়া।

কি করি উপায় সখি, বিহনে সেই গুণমণি।
ব্যাকুলা হতেছে মন, মণিহারা যেমন ফণী ॥
কি ক্ষণে সে দেখা দিল, মন প্রাণ হরে নিল,
এবে কোথা লুকাইল, চিত্তচোর চূড়ামণি।
এনে দে সেই চিত্তচোরে, রাখি তারে চিত্র ক'রে,
চিত্তপট কারাগারে চোরে দণ্ড দিই এখনি ॥

কাওয়ালী।

কর যদি এই উপকার আমার।
তবে আকুল বাঁচিনে গো আর

বহু রত্ন পাব বলে, আশা বৈতরণী জলে,
প্রাণ থাকে পার করিলে,—
নৈলে ডুবে যাই জলে, না জানি সাঁতার॥

কাওয়ালী।

ওগো ও হিতৈষি মাসি, এই কি হিত করা।
আলো-চাল দেখায়ে, ভেড়া গোয়ালে পোরা॥
দেখা দিয়ে সে রূপসী, লাগায়ে কটাক্ষ-ফাঁসি,
হানিছে বিরহ-রশ্মি, ঘরেতে বসি,—
হায়, বলব কি মাসি, কপাল দোষী,
তুমি মাসি থাকৃতে আমার
কল্লে না গো এ উপকার,
ওষ্ঠাগত-প্রাণ বাঁচা ভার, হতেছি জীয়ন্তে মরা।

আড়খেমৃটা।

আমি এমন ক'রে বারে বারে, পারব নাক যেতে।
মিছে আশা, ভূতের বেগার,
লাভটী কি আর তাতে।
আমি মরি তোমার তরে,
তুমি আছ কি সুসারে,
পায়ে পড়া, হাতে ধরা,
আমার, ওষ্ঠাগত প্রাণ মন যোগাতে॥

আড়খেমৃটা।

পরের মন, সে আপন আপন,
যাদু, কেমন করে বুঝবে।
আমারে মজাবে যাদু, আপনিও মজবে॥
যদি পায় এ সন্ধান, হতে হবে অপমান,
বিঘোরে হারাবে প্রাণ,
(তার) কোথায় বিধান খুঁজবে॥

আড়খেমৃটা।

যাদু, অসাধ্য সাধনা,
সেথা লুকিয়ে যেতে তোর বাসনা॥
তোর তরে কি মান খুয়াব,
প্রাণ হারাব, ফাঁসি যাব, তা ত পারবো না।
পারিস্ যদি দেখরে বাপা, এ কর্ম্ম কি রবে ছাপা,
মহারাজা হবে খাপ্পা,
সারবে দফা, হব রফা, এই ভুজনা॥

আড়খেমৃটা।

মাসি, ভরসা দিলে ভাল।
তোমার ফরসা কথায় প্রাণ জুড়াল॥
আগে দিয়ে মস্ত আশা, কেন দিলে বাসে বাসা,
শেষে করিলে নৈরাশা, এমন দশা,
আমার দশা, এই কি হলো॥

আড়খেমৃটা।

যাদু, সয় না কি আর দেরী?
কর দণ্ডে দণ্ডে দেকৃদারি।
উপায় যদি করতে পারে,
বলে কয়ে দেখ্‌বো তারে,
তা না হলে কি প্রকারে ঘটতে পারে,—
রাজার দ্বারে দ্বারে আছে দ্বারী।

কাওয়ালী।

মাসি, তোমার মন্ত্রণা পাওয়া ভার।
বরের মাসি, ক'নের পিসি, দেখি সেই প্রকার॥
দুপক্ষে ত এস যাও, সমান দুকাটী বাজাও,
ভানুমতীর খেল খেলাও,
মাসি, দেখতে চমৎকার।
কখন হও সত্যপীর, কখন পেঁড়োর ফকির,
কখন বা যুধিষ্ঠির, ধর্ম্ম অবতার;—
বেড়াও তুমি যোগে যাগে,
হাড়ে তোমার ভেল্কী লাগে,
মুখের চোটে ভূত ভাগে, কথায় হীরের ধার।
কখন হও সিদ্ধির ঝুলি, কখন গিরিকুমারী,
কখন কখন মাসি, হও নিরাকার॥

আড়খেমৃটা।

মাসি, তোমার অসাধ্য আছে কিবা।
যে কুহক জান, তুমি নিশিকে করেছ দিবা॥
আকাশে পাতিয়া ফাঁদ ধ'রে দিতে পার চাঁদ,
তোমার কাছে থাকলে মাসি, কথা কয় বোবা।
তোমার কাছে সবাই ক্ষুদ্র, হেঁটে পার হও সমুদ্র
তোমার পেটে এত গুণ, কে জানে বাবা॥

কাওয়ালী।

এ বসন্তে, বাঁচি কি না বাঁচি প্রাণে।
এমন কে ব্যথিত আছে,
জল দিয়ে নিভায় আগুনে ॥
হু হু করে মন, পোড়ে বন, গো,—
যেমন জ্বল্‌ছে রাবণের চিতে হয় না নিবারণ,
এ শরীর, নহে স্থির,অস্থির করেছে মদন-বাণে ॥

অ'ড়া।

কেথো আছ প্রাণপ্রিয়ে ওলো শশাঙ্কবদনি।
দেখা দিয়ে লুকাইলে ওলো বিদ্যুৎবরণি ॥
না হেরে সে বিধু বয়ান, বিদরিয়া যায় প্রাণ,
কে জানে পাষাণে নির্ম্মাণ, তব নব তনুখানি।
হানিয়ে কটাক্ষ-শর, এবে হইলে অন্তর,
অন্তরে দহে অন্তর নিরন্তর দিবা রজনী ॥

কাওয়ালী।

মরি মরি সহচরি, কি করি উপায়।
দাহন হতেছি প্রাণে, হলো একি দায়।
ছলেতে হরিয়ে মন, কোথা গেল সেই জন,
কে জানে হবে এমন, এবে প্রাণ যায় ॥

ঠুংরী।

প্রাণ যায় হলো একি দায়।
কেন দেখাইল তারে, মালিনি আমায় ॥
হেরিলাম যতক্ষণ, সুখে ছিলাম ততক্ষণ,
হলে অন্তর নয়ন, দুঃখ হলো তায়।
যে অবধি আর তারে, নাই পাই হেরিবারে,
এরূপ ক'রে আমারে, গেল সে কোথায় ॥
মজিল আমার মন, মজিল না সেই জন,
কেন হেন অঘটন ঘটিল আমার।
আগে জানিলে এমন, হেরিত কি এ নয়ন,
কি করি মরি এখন, বিহনে উপায় ॥

আড়খেমটা।

নাতনি, ভাবনা কি আর বল।
দিলে গঙ্গাধরে গঙ্গাজল ॥
মনে প্রাণে ঐক্য করে, পূজা কর মহেশ্বরে,
পাবি না তুই আপন বরে, তাঁহার বরে,
এই বেলা দে বিল্বদল ॥
আমি আই, নাতিনী তুমি,
তোমার দুঃখে দুঃখী আমি,
কতদিনে পাবে স্বামী, ভাবি আমি,
ভেবে, রোচে না আর অন্নজল ॥

আড়খেমটা।

আই, এ কোন্ ভালবাসা।
কেবল মিষ্ট কথায় মন তোষা ॥
বুঝা যায় না কান্না-হাসি, অন্তরে গরল-রাশি,
লোক-দেখানো দেঁতোর হাসি, মিষ্ট ভাষী,
সুধু, মিষ্ট ভাষায় দাও লো আশা ॥
নামটী যেমন হীরে তোমার,
কথায় তেম্‌নি হীরের ধার,
ধারে মাছি বসা ভার, বল্‌বো কি আর,
নাইক কমি-বেশি তৌলা-মাষা ॥

আড়খেমটা।

নাতনি, এ কেমন লো কথা।
বলি, তোর সনে কি মোর শঠতা ॥
তোর তরে মন যা করে, তা হরি জানেন,
ওলো নাতনি,—গুরু জানেন মর্ম্মব্যথা ॥
জলেতে ক'রে ঘর বাড়ী,
কুমীরের সঙ্গেতে আড়ি,
ফুল বেচে খাই বাড়ী বাড়ী, তাও কি পারি,
ওমা, লজ্জায় মরি, যাব কোথা ॥

কাওয়ালী।

ওগো আই, ধরি তোমার দুটি করে।
আমার মাথার কিরে বলো গুণধরে ॥
তিনি ভিন্ন অন্য জনে, নাহি লয় মম মনে,
সঙ্গোপনে সুদর্শনে হবে আলাপন,—
তা না হলে বলো কিসে রবে মম পণ,
দেখ না রুক্মিণী নারী, মম সঁপে পণ কল্লে জারি,
শূন্য হতে দেখ হরি, কেশাকর্ষে হরে ॥

আড়খেমটা।

আই! মন রাখা কাজ মিছে।
তোমার বোল শুনে প্রাণ জুড়ায়েছে ॥
কাজের কাজী হয় যে জনা,
নয়ন দেখ্‌লে যায় গো জানা,
কথাতে আর হাড় জ্বেল না, খুন্ করো না,
তোমার ভালবাসা জানা গেছে ॥
কথায় কেবল দিচ্ছ আশা,
কোথায় তোমার ভালবাসা,
কোথায় বা সেই ভালবাসা, ভালবাসা,
ভাল বাসায় ভুলে আছে ॥

আড়খেমটা।

নাতনি, তাই ভাবি লো মনে।
কেমন ক'রে আন্‌বো সংগোপনে ॥
দ্বারী আছে দ্বারে দ্বারে, পাখী এড়াইতে নারে,
মানুষে কি আস্‌তে পারে, এ সব দ্বারে,
ও লো, রাজদ্বারে তোর ভবনে ॥
সুধু নয় লো সেই ভাবনা,
কথা ত গোপন রবে না,
লুকিয়ে পীরিত কি লাঞ্ছনা, কি যন্ত্রণা,
দিবে গঞ্জনা লো গুরুজনে ॥

আড়খেমটা।

আই, নিত্য কও ঐ কথা।
তোমার কথায় পাই গো মর্ম্মে ব্যথা ॥
পার্‌বে না তা জানা গেছে,
ওজর টালায় ফল কি আছে,
ছুঁচ বেচা কামারের কাছে, সে যে মিছে,
বলো আস্তে আস্তে আস্‌তে হেথা ॥
আমারও গো এই পণাপণ,
গোপনে আসিবে যে জন,
বিচারে জিনিবে সে জন, হার্‌বো তখন,
ওগো আই, হার্‌বো তখন, নয় অন্যথা ॥

কাওয়ালী।

ওলো ধনি, দেখ্‌বো বেয়ে চেয়ে কয়ে।
কোন মতে ঘটে যদি থাক দু দিন সয়ে ॥
গোপনে পীরিতি করা, মর্‌বার ঔষধ গলায় পরা,
এতো নয় সুধারার ধারা, ওলো ও ধনি,
ইতোনষ্টস্ততো ভ্রষ্ট কর্ণেতে শুনি,—
হারাইবে কুলমান, শেষে হবে অপমান,
লাভেতে যাইবে প্রাণ, দোষের ভাগী হ'য়ে ॥

আড়া।

প্রেম,—গোপনে না রয়।
গোপনেতে প্রেম ক'রে অনিরুদ্ধ রুদ্ধ হয় ॥
ধর্ম্ম কাটি দেন ঢাকে, গোপনে কভু না থাকে,
হয় ত জন্মের মত তাকে, লুপ্ত হতে হয় ॥

আড়খেমটা।

প্রেম কি গোপনেতে রয়।
দু'এক দিন প্রেম লুকো-ছাপা,
তিন দিনেতে প্রকাশ হয় ॥
পীরিতে হয়ে নিপুণ, জান না পীরিতি-গুণ,
পীরিত করা যেমন ধারা, চকমকির আগুন,—
ঠুকরে ঘা মার্‌লে পরে,
পাথর থেকে আগুন ঝরে,
সে আগুনে মানুষ মরে,
সয়ে থাক্‌লেই সওয়া যায় ॥

আড়খেমটা।

বাছা, শোনরে রতনমণি।
আজি পণ ক'রে বসেছে ধনী ॥
সহজে হবে না সেটা, বিষম লেঠা,
লেঠা বাধিয়েছে রে চাঁদবদনী।
যদি পার চুপিসারে, যাইতে তার আগারে,
তবে সে হার্‌বে বিচারে, জিন্‌বে তারে,
ওরে জিন্‌বে বিদ্যা বিনোদিনী ॥

কাওয়ালী।

ওগো মাসি, এ আবার বল কি প্রকার।
গুপ্ত ব্যক্ত তুমি জান তোমারই সে ভার।
আমি তোমার ভরসা করি,
তুমি দাও গো বামে ছুরি,
মরি মরি, কি চাতুরী বুঝিতে নারি,—
আর কেন গো আশার আশে, হুতাশে মরি,—

পারবে কিনা বল খুলে, না হয় যাইব চলে,
মজবো না আর নারীর জুলে, নাকে খত আমার॥

কাওয়ালী।
ওরে যাদু, আশার আশ্বাসে লোক বাঁচে।
সাধিলে হইবে সিদ্ধ এ কথা নয় মিছে॥
ঢেউ দেখে ছাড়িবে হাল,
আজি না হয় হবে কাল,
হাল ধ'রে চালাও তরি, ঠেকবে কিনারায়;—
প্রেম-সাগরের উজান ভাটি,
তুমি তো সব জান খাঁটি,
জেনে শুনে পরিপাটী, মাটী কর পাছে॥

কাওয়ালী।
যাদুমণি, আমা হতে তো তা হলো না।
করো করো উপায় করো, করো মন্ত্রণা॥
ফুল ফুটেছে উচু ডালে, পাবে কিরে হাত বাড়ালে,
ভ্রমর হয়ে উড়ে গিয়ে বসো আপনি,—
হায়, তায় পাবে মধু ও যাদুমণি,—
এমন বা কার সাধ্য আছে,
প্রাণ দিতে উঠিবে গাছে,
কি ঘটনা ঘটে পাছে ভেবে দেখ না॥

আড়খেমটা।
যাদু, আমা হতে তা হ'ল না।
গুণমণি আমায় কিছু ব'ল না॥
অপার বাসনা, মনে করো না,
বুঝেও বোঝ না, নিষেধ মান না,
সে যে প্রেমের পথে কোন মতে এলো না।
সেধে সেধে বিধিমতে, করে ধ'রে বিনয়েতে,
নারীরে নারিলাম ভুলাতে,—
সে যে ভোলবার নয়, কঠিন অতিশয়,
তাইতে করি ভয়, মনের সন্ধ গেল না॥

কালেংড়া—একতালা।
মাসি, এমন কথা কেন বললে।
আকাশের চাঁদ হাতে দিয়ে,
নির্ব্বাণ আগুন জ্বাললে॥

হবে না তা জানি ভাল, দৌড়খানা জানা গেল,
মুখে গৌর গৌর বল,
গৌর এই দশা কি করলে।
আশা দিয়ে মন ভুলালে,
আকাশের চাঁদ হাতে দিলে,
অবশেষে এই করিলে, আমার দফা সারলে॥

ঠেকা।
নম নম নম মাতা নম চণ্ডি নারায়ণি।
ত্রিতাপহারিণি তারা কালভয় নিবারিণি॥
যারে দাও মা অভয়পদ,
তার কি আর রহে বিপদ,
বিপদে সে পায় সম্পদ, পদে পদে গো জননি।
মাত, তোমারি প্রসাদে, যাই যেন নির্ব্বিবাদে,
কি হবে লোক-অপবাদে, ঐ পদ বিনে না জানি॥

আড়খেমটা।
কায় কব মনেরি কথা, মনোব্যথা মনই জানে।
অবলা সরলা বালা, কতই জ্বলা সয় গো প্রাণে॥
বিষম প্রতিজ্ঞা করি, অন্তরে গুমরে মরি,
লাজে প্রকাশিতে নারি, দিবনিশি যায় রোদনে॥

আড়খেমটা।
সখি, আর ভাল লাগে না।
আমার বাসেতে আর মন বসে না।
এ নীল কাপড় হানছে কামড়,
ওলো সখি, অলঙ্কার অঙ্গে সহেনা।
কোকিল সদা হুঙ্কারে, ভ্রমরা তাহে ঝঙ্কারে,
কানে যেন তীর প্রহারে তায় না হেরে,
ও বিরহে প্রাণ বাঁচে না।

কাওয়ালী।
পার যদি যৌবন-সঙ্কটে বাঁচাতে।
তবে এ জনমের মত বাঁধা রব প্রেমেতে॥
সদা হৃদয় গুর গুর করে, ধৈর্য্য না ধরে,
মরি মরি সহচরি, বিরহ-জ্বরে,
আজ কাল ক'রে বয়স গেল,—
যায় যাবে ধন-মান কুল-শীল রাখিতে

পতির লাগিয়ে প্রাণ হতেছে ব্যাকুল,
হায়, বিধি কত দিনে ফুটাইবে ফুল,
যায় যাবে জাতিকুল, রব না আর গৃহেতে॥

কাওয়ালী।

ওগো সখি, কি হবে বল বল শুনি।
যে পোড়া পুড়িছে, যত বাড়িছে রজনী॥
শয্যা হইল শাল, সজ্জা হইল কাল,
কেমনে বাঁচিবে সখি, বল এ পাপিনী।
মন্দ মন্দ মন্দ বায়, লাগে বজ্জরের প্রায়,
অঙ্গ কাঁপে হায় হায়, বিনে গুণমণি॥

খং।

প্রেম করা, পুড়ে মরা এ দুই সমান হয়।
শীঘ্র আর বিলম্ব মাত্র, তা ব'লে ও প্রভেদ নয়॥
বিচ্ছেদাগ্নি উঠলে পরে,
কার সাধ্য নিভায় তারে,
সহ্য না করিতে পারে, দগ্ধে দগ্ধে প্রাণ যায়।
দৃষ্টি হয় না দৃশ্য আলো,
ক্রমে শরীর করে কালো,
এর চেয়ে যে অগ্নি ভাল, অঙ্গে মাত্র চিহ্ন রয়॥

কাওয়ালী।

ওগো সখি, কি হলো বল গো আমারে।
দাহন হতেছে তনু বিচ্ছেদ-বিকারে॥
রজনী হতেছে যত, যাতনা বাড়িছে তত,
অন্তরেতে অন্তঃশ্লেষ্মা হয় অনুভূত;—
হায়, কে দিবে বিধি এ রোগের মত,—
ক্রমে তনু জর জর, স্মর-শর সর-সর,
বিনে সেই গুণধর,—নাহি দেখি কারে॥

আড়খেমটা।

এ সময় রসময়, দেখা দাও অবলায়।
জনমেরি মত তব প্রেমাধিনী হয় বিদায়॥
সখা হে দারুণ কাল, নাহি মানে কালাকাল,
তোমার বিচ্ছেদ-কাল, দুই কালে প্রাণ যায়।
মোহন বেশে, গুণরাশি, মুখে মৃদু মৃদু হাসি,
নিকটে দাঁড়াও হে আসি,
মনের কথা কই তোমায়॥

জাড়া।

রমণী-সমাজ-মাঝে কে হে নাগর গুণমণি।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর কিম্বা কোন নৃপমণি॥
এ যে ঘোর তিমির-নিশি, বুঝি হবে পূর্ণশশী,
ভূতলে উদয় আসি, কি কারণ বল শুনি॥
আমরা অবলা নারী, ভয়ে কিছু বল্‌তে নারি,
মনেতে কি আশা ধরি, মানস বারেক শুনি।
আলাপে সকলি রয়, বিনালাপে কিবা হয়,
দেহ নিজ পরিচয়, নিজ গুণে হে আপনি॥

কাওয়ালী।

কামিনী-কমল-বনে কে হে তুমি গুণাকর।
আশ্চর্য্য হেরি নয়নে, শশী কেন পদ্মবনে,
বুঝি কুমুদিনীর সনে, হয়েছে হে মনান্তর॥

আড়খেমটা।

একবার, সুকটাক্ষে হের।
দেখ কিন্নর কি হবে নর॥
ভাট-মুখে শুনিয়ে বার্ত্তা, আসা হেথা,
ঠাহরিতে নার কি পার॥
কাঞ্চিপুরে আমার আলয়,গুণসিন্ধু রাজার তনয়,
মালিনীবাসে হ'ল আলয়, বাসা পেয়ে আশয়,
এখন যা হয় উচিত বিধান কর॥

জলদ-কাওয়ালী।

ভাল ভাল ভাল, শুনে প্রাণ জুড়াইল,
বসিতে বল বল, গুণধরে।
ওলো সুলোচনা, বিচারে যাবে জানা,
আজি আমায় প্রবঞ্চনা, কে করে॥
একে ঘোরা রমণী, তাহে ঘোরা রজনী,
এ কোন্ চোর-চূড়ামণি, মোর ঘরে॥

আড়খেমটা।

সখি, কাজ কি লো চোর-ধরে।
যে জন সিধ কেটে মন-প্রাণ হরে।
বিচারে কি প্রয়োজন চোরে চোরে হয় মিলন
তাতে কি যায় সাধু জন, বল কখন,
আপনা হ'তে কেবা মরে।

আড়খেম্‌টা।

সখি, তার কেন পণ করা।
যে জন লজ্জা ভয়ে জেন্তে মরা।
আহা মরি কি চমৎকার,
তার সনে কি কর্‌বো বিচার,
দেখে বাক্‌ সরে না আমার, বল্‌বো কি আর,—
এর বাড়া কি আছে হারা।
না জানি গো কি প্রকারে,
জিনিল সব রাজকুমারে,
সহজে যে আপনি হারে ভয় কি তারে,
সে তো আপনা হতে আছে ধরা।

আড়খেমটা।

দেশের এম্নি বিচার বটে।
চোর হয়ে চোর ধর্‌তে ছোটে।
এম্‌নি দেশের উল্টা দাঁড়া,
নিজে চুরি করে যারা,
সাধুরে চোর বলে তারা, পেলে সাড়া,
বিপদ ঘটায় যাতে ঘটে।

আড়খেমটা।

সখি, বল দেখি গো তোরা।
দেখি তোদের কেমন সালিস্‌ করা।
কোন্‌ লাজে চোর কন গো মোরে,
কটাক্ষে যে মন হরে, আপনার ধন নিব জোরে,
ধ'রে চোরে, উল্টে আবার আমায় ধরা।

আড়খেমটা।

মিছে কেন বিবাদ করা, কুলের কর কুল-কিনারা,
মানে মানে মান ফিরে দাও,
মন ফিরে দাও, মনোচোরা।
কুল-শীল সব তোমার হাতে,
প্রাণ সঁপেছি শীলতাতে,
নতুবা তোমার বাড়ীতে,
শিল কোরে বিল কর্‌বো মোরা।

কাওয়ালী।

আছ কি চিন্তায় মগনা, কি চিন্তে, কি বাসনা,
অচিন্তাকে চিন্তা করে, স্বচিন্তাকে দিয়ে দূরে,
প্রেয়সি, তোমায় চিন্তে পারা গেল না।

বারোঙা—ঠুংরী।

অধরে অঞ্চল ঝাঁপিয়ে, আজ কেন হে প্রিয়ে;
আঁখি-রবি প্রকাশিত, মুখ-কমল মুদিত,
শশী যেন রাহুগ্রস্ত, আছ বসিয়ে।
ক্ষুধিত চকোরে, বঞ্চনা ক'রে,
আছ ধনি, মান-ভরে সুধা নাহি বরষিয়ে।

কাওয়ালী।

কলঙ্কেতে ভয় করো না বিধুমুখি!
যে যা বলে, সয়ে থেকো, হয়ে আমার দুখের দুখী
মাতঙ্গ পড়িলে দ'লে, পতঙ্গেতে কি না বলে,
কণ্টকেরি বনে গেলে, কাঁটা ফোঁটে পায়,—
তা বলে কি ফাঁকে ফাকে পা বাড়ান যায়,—
ডুবেছি না ডুব্‌তে আছি, পাতাল কতদূরে দেখি

কাওয়ালী।

গা তোলরে নিশি অবসান। (প্রাণ)
বাঁশবনে ডাকে কাক, মালি কাটে কপিশাক,
গাধার পিটে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান।
আজিকার মত আসি, উঠে ওলো প্রাণ-প্রেয়সি!
স্ব-স্থানেতে গেল শশী, জাগিল সব প্রতিবাসী,
বিধুমুখে মধুর হাসি, কোকিল করে গান।

আড়খেমটা।

এখনো রজনী আছে, বল কোথা যাবে রে প্রাণ
যদি নিশি পোহাইত, কোকিলে ঝঙ্কার দিত,
কুমুদী মুদিত হত, শশী যেত নিজ স্থান।

কাওয়ালী।

ঐ পোহাল রূপসি—নিশি।
মন-দুঃখ রৈল মনে বিদায় দাও এক্ষণে আসি।
চোরে চোরে কুটুম্বিতে আসাযাওয়া রেতে রেতে,
রাত পোহাল' কমুসা হলো, ফুরিয়ে গেল হাসিখুসি

দিবাকর যত সমস্ত, নিশিতে ছিল নিরস্ত,
সবাই হল শশব্যস্ত, অস্ত দেখ গগন-শশী।

কাওয়ালী।

ওই পোহাল রজনী,—ধনি।
বিপক্ষ জানিলে বিপদ, বিদায় দাও বিধুবদনি।
সুখহরা সুখ তারা, স্বস্থানেতে গেল ত্বরা—
আগত দিনমণি।

কাওয়ালী।

ওহে রসরাজ, ব'ল না যাই যাই যাই!
যাও তায় ক্ষতি নাই;—
এ দাসীরে মনে রেখো, দেখ যেন ভুল নাই।
পরাস্ত হয়েছে পণে, ক'রেছি প্রেম সংগোপনে,
মর্ম্ম-কথা আমার ধর্ম্ম তা জানে,—
যা করেন কালী নিদানে, সময় যেন দেখা পাই।

কাওয়ালী।

আহা মরি কি ক'রে বিদায় দিব, ত্রাণ।
পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান।
তব মুখ সুধাকর, মম এ নয়ন-চকোর,
কেমনে রহিবে চারি প্রহর,—
হেরি বিরহ-দাহনে বাঁচিয়ে যদি রহে জীবনে,
তবে তো করিবে ঐ মুখ-সুধাপান।

কাওয়ালী।

বিধুমুখি, ও কথা বল অকারণ
আমি দেহ বিনোদিনি, তুমি সে জীবন।
মরণ হবে যখন, বিচ্ছেদ হবে তখন,
বলিলে তুমি যে কথা আমায়,—
বারিছাড়া হলে মীন, বল না বাঁচে কদিন,
তোমায় আমায় নহে ভিন, থাকিতে জীবন।

কাওয়ালী।

প্রাণধন, যা বল আপনারি গুণে।
দেখো যেন বধো না হে বিরহ-আগুনে।
অবলা সরলা নারী, পুরুষেরি এ আজ্ঞা র,
পুরুষ পরেশ বলে জানি হে মনে,—
দেখো যেন ভুলোনাক, দাসী বলে মনে রেখো,।
সাবধানে থেকো থেকো, কেও যেন না শুনে।

আড়খেমটা।

ভোলা সে কি কথার কথা, প্রাণ যে প্রাণে গাঁথা।
শুকাইলে তরু কভু, ছাড়ে কি জড়িত লতা॥
ভেবে দেখ বিনোদিনি, লক্ষান্তরে দিনমণি,
জলে ভাসে কমলিনী, ছাড়া থাকে কেবা কোথা।

আড়খেমটা।

সঁপেছি ধন, জন্মের মতন, এ জীবন যৌবন।
আর কার অধিকার নাই হে চাঁদ-বদন॥
দেখ সখা সঙ্গোপনে, রেখো হে ভাব প্রাণপণে,
হারাওনা অযতনে, ছেড় না আশ্বাস,—
অবশেষে ভাস্‌বো, দুজনায় করবো কাশীবাস,
পূর্ণ অভিলাষ হবে তীর্থ পর্য্যটন।
কর যাতে মান রয়, মলেও কিন্তু ছাড়বার নয়,
সতীধর্ম্ম,—পতি-সঙ্গে সঙ্গী হতে হয়,—
পুরুষের মন পাষাণ, নারীর সরল হৃদয়।
এক মুখেতে দুকথা কয়, সে নারী কেমন॥

কাওয়ালী।

গুণমণি, মালিনী যেন শোনে না।
চুপে চুপে চাপা ভিন্ন সুখ পাবে না॥
দেশ-চলানী ষোলকলা,
ঢাক বাজাবে পেলে ছলা,
সলা কলা কত জানে ময়না মালিনী,—
তার পেটে কি কথা রবে,
দুদিনে প্রকাশ হবে,
উভয়েরি প্রাণ যাবে, প্রেম রবে না।

কাওয়ালী।

মাসি, আর কবে কি হবে।
আর কত দিন অমনি যাবে॥
আশা দিয়ে বাসা দিলে, আশার শুসার, (ওগো)
মাসি, আশার শুসার হবে কবে॥
তোমার ঘরে কুণ্ড করি, নিত্য পুজি মহেশ্বরী,
ফিরে তো না চান শঙ্করী, হায় কি করি,—
হায়, হতাশে প্রাণ কি রবে॥

কাওয়ালী।

যাদুমণি, গোপনে এ ঘটনা কভু ভাল নয়।
কর না উপায়-বুদ্ধি, তুমি তো রাজতনয় ॥
উভয়েরি মন-আশা, গুপ্তভাবে যাওয়া আসা,
সুমন্ত্রণা বটে কিন্তু শেষে যন্ত্রণা ;—
হায়, কি বল্‌বো যাদু তাওতো জানি না ;—
নানাবস্থা নাস্তা খাস্তা শেষাবস্থায় হয় ॥

ঠুংরি।

যেমন ভুলালে আমার মন।
এখন কই সে তেমন ॥
নয়নে হেরেছি যারে, অন্তরে না হেরি তারে,
এখন তাহারি তরে, দহিছে জীবন ॥

খেম্‌টা।

তাইতে নিষেধ করি যাদুমণি।
যাওয়া হবে না,—হবে না,—মজাবে দুখিনী ॥
অঘটন ঘটাতে, কে পারে জগতে,
বিধি ঘটালে, ঘটিবে আপনি ;—
শঠের আলাপ, না হয় প্রলাপ,
মনস্তাপে মর্‌বে তখনি ॥

জলদ তেতালা।

আই, বল দেখি মনোগত মত কি তোমার।
সিকুরেকে তামা দেখান একি ব্যবহার ॥
সাধের বোন্‌পো দেখায়ে, ভুলাইয়ে মন দিয়ে,
এখন আমায় ফাঁকি দিয়ে, চাওনা ফিরে আর।
জলবিম্ব ভাসা ভাস, যেন কত ভাল বাস,
যে করে গো তোমার আশ, কেবল কান্না সার ॥

জলদ তেতালা।

আর বলো না ও নাতিনি।
তিনিই তোমার শিরোমণি,
হয়ো না লো বিষাদিনী ॥
তোমার সুখের নিশি, দেখ কবে হয় রূপসি,
পাইবে সেই শরৎশশী, সুধার আধার যিনি।
সবুরেতে মেওয়া ফলে, উতলায় কি ফল ফলে,
থাকতে হয় লো কাদার জলে, গুণ ফেলে ধনি ॥

কাওয়ালী।

বল তারে কথায় রাখিব কত ঠেলে।
অবশ সে বশ নয় পরের ছেলে ॥
সুখ-আশে সদা ধায়, যেখানে তার মন চায়,—
পুরুষ ভ্রমরা জাতি নানা ফুলে মধু খায়,
থাকে না থাকে না জ্ঞান, মানে না মান অপমান,
ভুলে যায় তত্ত্ব-জ্ঞান, মদনে মত্ত হলে ॥

আড়খেম্‌টা।

জিজ্ঞাসি তোমারে হে গোসাঞি।
একবার বল শুনি তাই ॥
কোথা হতে আসা তব, যাবে কোন্ ঠাঞি ॥
যাবে বুঝি তীর্থবাসে, কি আশয়ে মম বাসে,
এসেছ আমারি পাশে, আভাসে সুধাই ॥

একতালা।

যাইব সাগরে, আসা নগরে,
তোমারে আশীষ করিতে রায়।
দেশে দেশে করি শ্রবণ,
তোমারি কন্যা করেছে পণ,
আন হে রাজন্, দেখিব কেমন,
রাজাগণ সব হেরে পলায় ॥
বিচারে যদি হারাতে পারি,
ঘোঁটাব সিদ্ধি করিব নারী,
আমি যদি হারি, দাসী হব তারি,
মাথা মুড়াইব তাহারি পায় ॥

আড়খেম্‌টা।

মরি মরি, ঠেকিনু কি দায়।
বিদ্যার বিষম বিদ্যায় ॥
সাপে ছুঁচো ধরা যেমন ঘটিল আমায় ॥
বিচারে হারিলে যোগী, জটা মুড়াইবে একি,
জিনিলে উহাকে নাকি কন্যা দেওয়া যায় ॥

আড়খেম্‌টা।

হবে কিনা বল মহীপাল, কেন বাড়াবে জঞ্জাল ॥
এখন কেন মিছে ভাব আকাশ-পাতাল ॥
ভাবিতে উচিত ছিল, প্রতিজ্ঞা যখন হইল,
এখন কে ছাড়িবে বল, ধরিয়াছে কাল।

কন্যা কর হে সম্প্রদান,
ইথে তোমার বাড়িবে মান,
দেখাব নানা তীর্থ-স্থান, পরাব বাঘছাল ॥

আম্বা।

হায়, কেন না বুঝিয়ে পড়ানু তোরে।
বিপাক ঘটিল দেখি আজি মোরে ॥
একটা সন্ন্যাসী, দারুণ তেজস্বী,
নিত্য বলে আসি, আন বিদ্যারে।
পরণে বাঘছাল, গলাতে হাড়মাল,
বম-বম বাজায় গাল, জটা শিরে ॥

আড়খেমটা।

শুন শুন ও গুণমণি, আচম্বিতে কি শুনি ॥
এসেছে এক পরম যোগী জিনিবেন তিনি ॥
এসেছে সে রাজসভাতে,
বিচার হবে কালপ্রভাতে,
বজায় এখন রয় হে যাতে, বল হে শুনি ॥

আড়খেমটা।

প্রেয়সি, তোমার নূতন কপালে।
তোমার নূতন নূতন সদাই মিলে ॥
প্রেমরসেতে তুমি নূতন, এসেছে সন্ন্যাসী নূতন,
নূতন ফুলের আদর নূতন,
(ওলো) নূতন মালা পরবি গলে,—
(ওলো) নূতন মালা পরবি গলে ॥

আড়খেমটা।

আগে না জেনে শুনে মজে,
ছার প্রেমে দায় ঘটিল।
প্রতিজ্ঞাতে তোর, সোণার যৌবন,
সন্ন্যাসীরে দিতে হল।
শৃগালের বাস সিংহসনে, মুক্তা পড়ে উলুবনে,
শুবরে এসে মধুপানে,
তেমনি তোমার যোগী হল ॥

আড়খেমটা।

আর শুনেছ গুণধর।
এসেছে এক ব্রহ্মচারী বাঞ্ছা তারি হতে বর ॥
নিত্য এসে যায় মহারাজের পাশে,
বিচারে জিনিবে এই অভিলাষে,
এই ঘটিল শেষে ;—
রব না এ দেশে, প্রাণ বাঁচে কিসে উপায় কর ॥

আড়খেমটা।

ধনি, তার কি আর ভাবনা।
ঘুচে গেল এখন এ যন্ত্রণা॥
হবে নবীন সন্ন্যাসিনী, চাঁদবদনি,
ওলো চাঁদবদনি, চাঁদের কোণা ॥
জলেতে জল বাধে ধনি,
তোমার তেমনি দুধে চিনি,
আমার ভাগ্যে শাকে বালি হয় যেমনি,—
ওলো, জাত হারালাম পেট ভরলো না ॥

আড়খেমটা।

মিছে ভাব অনিত্য নিয়ত সে ভাবনা।
ভেব না, সন্ধ কর না, যা হয় না, হবে না ॥
যে করেছে পণ ভঙ্গ, বাড়াইয়ে মান-তরঙ্গ,
তারি সঙ্গে রঙ্গরসে করবো কাল যাপনা।
লোকে করে কাণাকাণি, বিদ্যা হবে সন্ন্যাসিনী,
যখন কৃপা করবেন কালী, কালের মুখ হবে কালী
—শক্র চক্ষে পড়বে বালি,—
আমি মনে ভাল জানি, সন্ন্যাসিনী হব না ॥

আড়খেমটা।

বলি ধর ধনি, রাজনন্দিনি সন্ন্যাসিনী বেশ।
মহেশের মহিষী হবি এলিয়ে চাঁচর কেশ ॥
ও চুলেতে গেদা কাটা, হৃদয়ে কাঁচলি আঁটা,
পরবি লো তুই হোমের কোঁটা,
দেখবি দেশ বিদেশ।

একতালা।

সখা, কেন কর মিছে চিন্তে।
অনিত্য চিন্তে, কর সুচিন্তে,
একান্ত চিন্তে গুণমণি,
কর চিন্তামণির চরণচিন্তে ॥
গরুড়ের ধন, কাকে কি কখন,
লইতে পারে সে প্রাণ-অন্তে।

ভুলো না ভুলো না মনেরি ভ্রমে,
পূর্ব্বের ভানু যদি উঠে পশ্চিমে,
সন্ন্যাসী আমায় সেও কি জিনে,
বিচারে কখন পারে কি জিন্তে ॥
দৃষ্টিমাত্র সখা যে হরিল মন,
জীবনেরি ধন, জীবনের জীবন,
পায় যদি রতন, করিয়ে যতন,
ভুলিতে কি পারে জীবন অন্তে ॥
পতিব্রতা সতী স্বপতি বিনে,
সুখী কি কখন হয় সে মনে,
পতির মরণে, সতী মরে প্রাণে,
ধর্ম্ম বিনে কে পারে জানতে ॥

কালাংড়া—একতালা।

আমার গতি কি হবে বল রসবতি।
প্রিয়-সনে প্রেম-রণে হইলে প্রবৃত্তি ॥
নানাবিধ আয়োজন, রেঁধে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন,
ভোজনকালে কর বারণ, এ কেমন বিপত্তি ॥

কাওয়ালী।

বিধুমুখি, সুখী তুমি হলে লো এখন।
তপস্বিনী হয়ে তীর্থ করিবে ভ্রমণ ॥
প্রয়াগ মথুরা কাশী, যাবে তীর্থ-বারাণসী,
হরিদ্বার দ্বারিকাধামে করিবে গমন ;—
ছাই মেখে অই সোণার অঙ্গ হবে সুশোভন ॥
শেষে গঙ্গাসাগর যাবে, বসে বসে ঢেউ খাবে,
গাছতলায় গাছতলায় রবে, গাছ তলায় শয়ন।
আমায় দিয়াছিলে আশা,
সে আশা হলো নৈরাশা,
মন-আশা মনে মনে হলো নিবারণ,—
হায়, কি বল্‌বো মম কপালের লিখন ॥
পাকা আম কাকে খেলে,
চোরের ধন বাটপাড়ে নিলে,
হাত পোড়ালাম তপ্ত জলে,
হলো অরণ্যে রোদন ॥

কলোংড়া—কাওয়ালী।

কি বলি ফুটে, দম ফাটে মরি প্রাণ যায়।
মরমে মরমে মরি, কাঁদিনে লজ্জায় ॥
বিচারে পরাস্ত ধনি, যদি হও লো চাঁদবদনি,
হতে হবে সন্ন্যাসিনী, কি আছে উপায় ;—
দেবে তায় কি করে বিদায়,
নমঃস্বস্তি বলে যখন সঁপে দিবে পায় ॥
যেমন বিধির দৈবযোগে,
চন্দ্রের সুধা রাহুর ভোগে,
তেম্নি বুঝি আমার ভাগ্যে অভিপ্রায় হবে,—
কি হবে—আমার কি হবে,—
মুখের গ্রাস কেড়ে ল'বে, বলিব কাহায় ॥

কলোংড়া—কাওয়ালী।

আমার গতি, কি হবে বল চাঁদবদনি।
তুমি তো আনন্দে রবে হবে নবীন সন্ন্যাসিনী ॥
দেখ দেখি দুকুল মজে, ঘর থাক্‌তে বাবুই ভেজে,
তোমার প্রেমেতে ম'জে, কুলমান ত্যজে,—
আশা দিয়ে রেখেছিলে, তৈয়ের অন্নে ধূলা দিলে,
এ দুঃখ যাবে না মলে, ভুল্‌বো না লো ধনি ॥
শুন ওলো রাজনন্দিনি,
তোমার এখন দুধে চিনি,
আমার ভাগ্যে শাকে বালি,—দিলেন ভগবান্‌,—
না পূরিল মন-আশা,
না ভাঙ্গিল প্রেম-পিপাসা,
যা করেন কপালে এখন কালী কুলকুণ্ডলিনী ॥

কাওয়ালী।

সখা, কি জন্যে যোগি-সনে হব যোগিনী।
যে ক'রেছে পণ ভঙ্গ, বাড়াইয়ে প্রেম-তরঙ্গ,
রঙ্গ-রসে থাক্‌বো আমরা দিবস রজনী ॥
সন্ন্যাসীতে কার্য্য নাই, সকল তীর্থে দিয়ে ছাই,
আছ, সর্ব্বতীর্থময়-গঙ্গা তুমি গুণমণি।
ছাই দিয়ে যোগীর মুখে, আমরা রব পরম সুখে,
শারী-শুক যেমন থাকে সঙ্গের সঙ্গিনী ॥

কাওয়ালী।

অবাক মুখে বাক্ সরে না কথা কব কি।
ভাবে বুঝলাম, সখার পিরীত সকলি ফাঁকি ॥
মনের আপ্‌সোস মনে রৈল,
শুনে প্রাণ সন্তুষ্ট হ'ল,
রুষ্ট সই প্রাণ, যাতে তুষ্ট থাক,—

আর কেন প্রাণ বিধুমুখি, শাক দে মাছ ঢাক,—
ঢাক বাজায়ে ঢেকে রাখ ঢাকা রবে কি ॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

নূতনে যেমন মন প্রফুল্লিত হয়।
পুরাতনে প্রাণপ্রিয়ে, ততোধিক নয় ॥
নূতন সামগ্রী পেলে, যতনে লোক রাখে তুলে,
পুরাতনে অযতন করে সকলে,—
তার সাক্ষী দেখ প্রিয়ে, শালগেরাম শীলে,—
সমান ভক্তি, হয় না নিত্যি, করে না কেউ ভয় ॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

আজ প্রিয়ে, বিধি প্রণয়ের প্রতিবাদী।
অন্যে কি জানিবে বল গোপনে কাঁদি ॥
দিবসে তস্করের বেশে, থাকি মালিনীর ব'সে,
প্রকাশে পাছে শত্রুকুল হাসে,—
কি জানি কি কর্ম্মদোষে হলেম অপরাধী ॥

কালাংড়া—একতালা।

জানি যত ভালবাস, কেন শঠতা প্রকাশ।
হৃদে বিষ মুখে মধু, কাষ্ঠের হাসি হাস ॥
কথাতে তোষ হে মন, বাক্যে সুধা-বরিষণ,
কাজে সরল নয় তেমন,
দিব দিব কথায় ব'লে, পূরাও অভিলাষ ॥

জলদ্-তেতালা।

প্রাণনাথ হে, নারীর জনম অকারণ, শুন-বিবরণ।
নারীর প্রাণ ব'লে এত হয় দুঃখ সম্বরণ ॥
পুরুষের মন অন্তঃশীলে,
সদাই ভাসায় শোকাকুলে,
মধুলোভে অন্য ফুলে, ছুটে যায় চ'লে,—
এবার ম'লে জন্ম নিলে, লব না আর ও-শরণ ॥

জলদ্-তেতালা।

মুখে মধু হৃদে ক্ষুরের ধার, ওলো অবলার।
ছলে কলে মন ভাঙ্গিতে
নারীর মতন নাইক আর ॥
সরল-হৃদয় নারী, কভু না নয়নে হেরি,
মিষ্টভাষী বটে কিন্তু অন্তরে ছুরি,—
লোক দেখান দেঁতোর হাসি, কেবল চাতুরী,—
উড়্‌তে শিখলে পোষ মানে না
পিঞ্জরেতে রাখা ভার ॥

আড়খেম্‌টা।

পুরুষ যেমন সরল তা জানি।
মর্ম্মভেদী কর্ম্ম করে নারী পরাধিনী ॥
পুরুষ পরেশ বলে, মান্য রমণীমণ্ডলে,
নারী হলে হতো কুলে কুল-কলঙ্কিনী।
নিত্য নূতনে বাসনা, পুরাতনে করে ঘৃণা,
প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, শঠের শিরোমণি ॥

কাওয়ালী।

দুষ্টহাসি মিষ্টভাষী অবিশ্বাসী নারী।
সোহাগের সামগ্রী বটে বিচ্ছেদের কাটারি ॥
নারীর চক্র বুঝা ভার, ব্যক্ত আছে ত্রিসংসার,
নারীর পদতলে পড়ে আছেন ত্রিপুরারি,—
মান ভাঙ্গেন ভগবান্ নারীর পায় ধরি,—
নারীর জন্যে কীচক ম'ল, রাবণ নির্ব্বংশ হ'ল,
আমি কি বুঝিব বল, নারীর ছল-চাতুরী ॥

একতালা।

না বুঝে রমণীর মন কঠিন কিসে বল।
নির্দ্দোষী নারীর প্রাণ নাহি কোন ছল ॥
বের রাত্তিরে বাসর ঘরে,
বেহুলা সতীর পতি মরে,
মরা পতী কোলে ক'রে, জলে ভেসে ছিল ॥

জলদ্-তেতালা।

পুরুষ কঠিন জাতি সৃষ্টি বিধাতার।
নারীনাশক বিশ্বাসঘাতক সকল কুব্যভার ॥
মিষ্ট কথা ব'লে কয়ে, রমণীরে ফাঁকি দিয়ে,
ভুলাইয়ে মন নিয়ে, চায় না ফিরে আর।
যদ্দিন যৌবন থাকে, সে কয়দিন মান রাখে,
শেষে গলায় পরাইয়ে, কলঙ্কের হার ॥

একতালা।

যা বল সকলি ভাল, পুরুষে তা পারে।
ত্যজে নিজ ধর্ম্ম-কর্ম্ম অধর্ম্ম আচরে ॥

পুরুষ নির্লজ্জ অতি, সরমে মরে যুবতী,
পতি বিনে সতীর গতি, নাহিক সংসারে।
পুরুষ পরশমণি, রমণীর শিরোমণি,
সকল গুণের গুণমণি, সবে সমাদরে ॥

পোস্তা।

নারীনাশক বিশ্বাসঘাতক পুরুষ কুটিলপ্রাণ।
দয়াহীন পুরুষের দেহ পাষাণে নির্ম্মাণ ॥
প্রথম মিলনকালে, ভুলায় কত কথা ব'লে,
জলেতে না ফলে, ফুরায়,—স্বকার্য্য হলে,—
নারীর ধন সর্ব্বস্ব হরে কলে কৌশলে ;—
শেষে দোষী ক'রে, পলায় ফেলে,
তুলে কলঙ্কের নিশান ॥
তেমন হলে নারীর প্রাণ,
রাখত না পুরুষের ধ্যান,
গর্ভবতী সীতায় রাম দিলেন বনবাস,—
দময়ন্তীর দুঃখের কথা বলেতে প্রকাশ ;—
মহা-রাস ইচ্ছা করি, পথশ্রান্তে কাতর প্যারী,
এসো স্কন্ধে করি ব'লে, হরি হলেন অন্তর্দ্ধান ॥

কাওয়ালী।

আহা মরি, প্রেম-দায় হলো একি দায়।
ভালবাসি বলে রে প্রাণ মজালে আমায় ॥
মনে করি হব সুখী, রমণীর মন-চাতকী,
তাহে বজ্রাঘাত দেখি, বিধাতা ঘটায় ॥

আড়খেম্‌টা।

বিধুমুখি, উপায় কি করি তা বলনা।
তব অদর্শনে প্রাণ বাঁচে না,—বাঁচে না ॥
পরম পণ্ডিত সেই গোসাঞি,
তব মুখে শুনে তাই,
না জানি কি ঘটায় পাছে, আমার গতি নাই,—
চোরের ধন বাটপাড়ে নিলে,
দেশে মুখ দেখাই কি ব'লে,—
মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে,
আপ্‌সোসে প্রাণ বাঁচে না ॥

কাওয়ালী।

বল প্রিয়ে, কার মন রাখিবে কখন্।
একা রমণী তুমি সখা তোমার দুই জন ॥
আমার মন রাখিতে গেলে তার মন ভারি,—
কেমনে উভয়ের মন রাখিবে সুন্দরি ;—
বল দেখি বিধুমুখি, তার উপায় ভেবেছো কি,
দুটানায় পড়ে রে প্রাণ, হবে না প্রেম-উপার্জ্জন ॥

কাওয়ালী।

বসো প্রিয়ে, আসি রে এখন, প্রাণধন।
অধীন আশ্রিত জনে রেখো লো স্মরণ ॥
অস্তগত নিশাপতি, স্বস্থানে করিব গতি,
সুখে সন্ন্যাসী-সংহতি, কর আলাপন ॥

পোস্তা।

আজ আসি রূপসি, আমি আস্‌বো সময় পেলে।
হ'ল যখন মনের কথা, প্রাণ, তাও কি ভোলে ॥
দিয়েছ যে ভার, পরোয়া কি লো তার,
নারকেলের ভিতরে যেন জলের সঞ্চার,—
পকাশ ব্যঞ্জনোপরে দুধের উপর চিনি দিলে ॥

কাওয়ালী।

আমার মন ফিরে দাও মানে মানে
দেশে চলে যাই।
ভাঙ্গলো পিরীতের বাসা আশায় পড়লো ছাই ॥
প্রবীণে অপ্রয়োজন, নবীনে কর যতন,
তুমি যেমন নবীনে, তেমনি নবীন সন্ন্যাসী ;—
ভাসবে সুখ-সাগরে সুখে থাক্‌বে রূপসি।—
বুঝলেম তোমার দেঁতোর হাসি,
আর হেসে কাজ নাই ॥

আড়খেম্‌টা।

নাতনি, কিন্তু গুজব উঠেছে।
বিয়ের ফুল ফুটেছে।
আজগুবী এক যোগী নাকি,
আচকা রাজসভায় এসেছে ॥
পূজা করে গঙ্গাধরে, আচ্ছা বর পেলি তার বরে,
সিদ্ধি ঘুটবি কোমল করে,
ভাল কপাল তোর ফিরেছে।

ঝিঁঝিট—খেমটা।
ভাল সেবেছিলি হর।
তাইতে এমন মনের মত, পেলে রসিক বর ॥
যে বিধির নাইক বিচার, চাঁদে করে রাহুর আহার
সেই বিধি ঘটালে তোর ন্যাংটা দিগম্বর ॥

ঝিঁঝিট—খেমটা।
হলো এই তোমার সফল।
পুজে ছিলে পশুপতি, দিয়ে বিল্বদল ॥
তুমি যেমন রসবতী, পেলে তেমনি প্রাণপতি,
আজ তোমার, ও যুবতী,—ভাবে ঢল ঢল ॥

আড়খেমটা।
নাতনি! তুই যেমন সুরূপা।
তেম্নি বর জুটেছে নেঙ্‌টা ক্ষেপা ॥
মনোমত ধন ব্রহ্মচারী জটাধারী,—
রজত গিরির কোলে দোলে স্বর্ণচাঁপা।
দেশ বিদেশে লয়ে যাবে, সিদ্ধির ঝুলি বইতে হবে,
সোণার অঙ্গে ছাই মাখাবে, ওলো ধনি,
বাঁধবে বেণী এলিয়ে খোঁপা ॥

আড়খেমটা।
আই গো, আর হাড় জ্বেলো না।
কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে পেঁচিয়ে আর দিও না ॥
কটাক্ষে যাহারে সঁপেছি যৌবন,
কেমনে করিব অন্যেরে অর্পণ, সে উদাহরণ,—
রুক্মিণী হরণ, দময়ন্তী-বিবরণ দেখ না ॥

খেমটা।
তাই ভাবি লো ও নাতিনি,
এই ছিল কি তোর কপালে।
ভ্রমরার বৈরাগ্য হ'ল পদ্মের মধু গুব্‌রে খে'ল ॥
একি বিধির বিড়ম্বনা, বুঝালে বোধ মান না,
আহা কি তোর বিবেচনা, সোণার দাঁড়ে,—
ওলো নাতনি! সোণার দাঁড়ে কাক বসালে ॥

আড়খেমটা।
কথা শুনে সরমে মরে যাই। ছিছি কি বালাই ॥
কোন্ প্রাণে চন্দ্রাননে মাখাইবে ছাই ॥
করেছিলে যেমন পণ, সুখে কর কালযাপন,
মিলেছে বর মন-মতন, সন্ন্যাসী গোসাঞি ॥

আড়খেমটা।
ভাল ধ্বজা দিলি লো তুলে। এই রাজারি কুলে ॥
সন্ন্যাসিনী হয়ে রবি সন্ন্যাসী-কুলে ॥
আকৃড়াধারী মহৎ আশ্রম,
অতিথ আসবে রকম রকম,
গাঁজাতে লাগাবি লো দম, বোম কেদার ব'লে ॥

কাওয়ালী।
গেল, কুদিন সুদিন এলো বিধুবদনি।
শুনে হাসি পায়, মরি লো লজ্জায়,
কালি প্রভাতে হবে নাকি সন্ন্যাসিনী ॥
অনাহারে উপবাসে, পুজেছিলে কৃত্তিবাসে,
এখন, ভাল কীর্ত্তি রাখলি দেশে ধন্য লো ধনি ॥

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।
ক্ষতি কি ওলো নাতনি,
তোমার দুদিক্ বজায় রবে।
অতিথ সেবা, পতি-সেবা, দুই সেবায় কাল যাবে
তুমি যেমন রসের সাগর,
সন্ন্যাসী সে রসিক নাগর, সুখ সাগর দেখাবে ॥

খেমটা।
আমি রাজবালা গো,
কি ছার বিচার লাগি সন্ন্যাসিনী হবো।
তুমি দেখাইছ যারে, আমি ভজিব তাঁহারে,
যদ্যপি বিচারে হারে, প্রাণে মরিব ॥

আড়খেমটা।
বল্‌গে যা সেই যোগিবরে।
বিচারে এখন নাহি প্রয়োজন, সঁপেছি যৌবন,
তোর বোন্‌পোরে ॥
দান করে কি পারি দত্তাপহারী হতে,
তাহলে পতিত হব ধর্ম্মপথে,—
পুরাণে প্রকাশ, নরককুণ্ডে বাস,
আশাতে নৈরাশ যে জন করে ॥

আড়খেমৃটা।

নাতনি, ঠাট করো না বেশী।
তোমার রবে না আর টাটকা বাসি॥
ভুকো অতিথ পতিত এলে ভোগ পাইবে,
ওলো নাতনি, ভোগ পাইবে দিবানিশি॥
কক্ষে ঝুলি টুকুনি করে,ফিরবি কত আকড়া-ঘরে,
রবি কি আর এমন ক'রে, এ পিঞ্জরে,
যাবি গঙ্গাসাগর গয়া-কাশী॥

আড়খেমৃটা।

তোমার এই হ'ল কি শেষে।
শুনে মরি লো মনের আপ্‌সোসে॥
প'রে গেরুয়া বসন, করবি ভ্রমণ,
নিত্য নিত্য তীর্থবাসে॥
করলি যত শিবব্রত, সকল হল ভূতগত,
আনিয়া ব্রহ্মার ঘৃত, ভস্মে ঢাল্‌লি অনায়াসে॥

আড়খেমৃটা।

এখন, থাক্‌লো বিনোদিনি।
হয়ে নূতন নবীন সন্ন্যাসিনি॥
এনে দিনু মনোমত ধন, ক'রে যতন,
ওলো চিন্‌লি না সে রতনমণি॥
যেম্‌নি লো তুই রূপের ছটা,
বর মিলেছে মাথায় জটা,
শিখবি এবার সিদ্ধি ঘোঁটা, গাঁজা কাটা,
কাটবি গাঁজা দিন-রজনী॥
পূজা ক'রে গঙ্গাধরে, ভাল বর পেলি তাঁর বরে,
মনে হলে দেখ্‌বি বরে, দিগম্বরে,
দিগম্বরে সে বেশখানি॥

আড়খেমৃটা।

আমা বলে নয় গো আই,
এমন পণ অনেকে করে।
সীতা যে পণ করেছিল,
পতি পেলেন রঘুবরে॥
দ্রুপদ নামে রাজা ছিল,
দ্রৌপদী তার কন্যা হ'ল,
সেহ তো পণ করেছিল,
পতি পেলে পাণ্ডবেরে॥

আড়খেমৃটা।

নাতনি, নব যৌবন গেলে।
সুধু কথাতে কি নাগর ভুলে॥
শুনা আছে পরম্পরে, সরোবরে হংস চরে,
বিল শুকালে চায় না ফিরে, যায় গো সে চ'লে॥

আড়খেমৃটা।

আই, মিথ্যে আমায় বলা।
জানি তোমার যত শলা কলা॥
নিত্য করি কৃতাঞ্জলি, আনৃতে বলি,
কেবল আমার কাছে কর ছলা॥
মাসাস হয়ে নাতনী বল, বুঝেছি চাতুরী-ছল,
তোমারি তো হলো ভাল, আর কি বল,—
এখন ব'স্‌বে পিরীত তলা গলা॥
সুখে নাতজামায়ের সঙ্গে, সদা রবে রস-রঙ্গে,
আমি ফিরবো রাঢ়ে বঙ্গে, যোগীর সঙ্গে,
বুঝি, যোগ করে করেছ শলা॥

আড়খেমৃটা।

তুমি শঠ, সে লম্পট, ভাল মিলেছে দুজনে।
হয় নির্জ্জনে সঙ্গোপনে, যার যে বাসনা মনে॥
চারিদিকে কুসুমবন, নাহি অন্যের সমাগম,
তাহে আবির্ভূত মদন, লয়ে পঞ্চ শরাসনে॥

আড়খেমৃটা।

মনে ছিল যে বাসনা।
পোড়া কপালক্রমে তাও হ'ল না॥
শিব গড়িতে বানর হ'ল,
এই কি বিধির বিড়ম্বনা॥
হয়েছিলাম অভিলাষী, হবে তুমি রাজমহিষী,
আমরা হব প্রিয় দাসী,মন যোগাব এই কল্পনা॥

আড়খেমৃটা।

সখি, চাই নে সে সন্ন্যাসী।
আমি সেই জনারই কেনা দাসী।
মন-প্রাণ লয়ে যে বা,
গলায় দেছে প্রেমের ফাঁসী॥

কুল শীল তাঁরি কাছে,
তিনি বিনে আর কে আছে,
আর কি আছে,—তাঁরি তরে মন উদাসী ॥
বল গিয়ে সন্ন্যাসীরে, সন্ন্যাসীরে রাখি শিরে,
প্রণাম করি নতশিরে, দেখুক ফিরে,—
তীর্থে ফিরে তীর্থবাসী ॥

আড়খেমটা।

যাদু, এই বেলা পথ দেখ।
বিদ্যা পাবার সাধ থাকেতো চাঁদমুখে ছাই মাথ ॥
বসন ভূষণ ত্যাজ্য কর, হাড়ের মালা গলায় পর,
সন্ন্যাসীর বেশ ধর, মাসীর কথা রাখ ॥

আড়খেমটা।

যাদু, শোন রে তোরে বলি।
তোমার সে গুড়ে পড়েছে বালি ॥
বিদ্যার নাকি বিয়ে হবে কাল প্রভাতে,
কে ক'রেছে এ ঘটকালী ॥
এসেছে এক ব্রহ্মচারী, পরম যোগী জটাধারী,
বিদ্যারে করিবে নারী, বিদ্যা ভারি,
বিচার হবে আজি-কালি ॥

আড়খেমটা।

দেখলাম, বিদ্যার বিচারে,
নব যৌবনেরি সুসক্কারে।
রুই মৃগেল কাতলা বাটা,
এলো যটা গেল ওটা,
শেষে এক নূতন চিতোল,
বাজিয়ে লেটা আসে চারে।
টোপ ধরে না ঠুকরে বেড়ায়,
ভেসে উঠে ফাতার গোড়ায়,
প্রেমডোর কখন উড়ায়,
অঙ্গ জ্বলে তারে হেরে ॥

কাওয়ালী।

যাদুমণি, আপনা হতে সব খুয়ালি।
শুক্নাডাঙ্গায় সুখের তরী সাধ ক'রে ডুবালি ॥
বলেছিলাম ভাল কথা, সে কথা ক'র্লে অন্যথা,
মনে রেখে মনের কথা, দুকুল হারালি ॥

কাওয়ালী।

ওগো মাসি, তোমার অনন্ত লীলে।
আশা দিয়ে বাসা দিলে, শেষে ভাসালে ॥
নিত্য কর আজি কালি,তোমার না ফুরাল কালি,
শেষেতে অন্তরে কালি, আমার গো দিলে ॥

আড়খেমটা।

হায়, আমি কি তা কর্‌বো বল।
হবে হবে বলে রাখলাম যাদু,
কপালক্রমে ফস্‌কে গেল ॥
ভেনে কুটে তয়ের ক'রে,
রেখেছিলাম তোমার তরে,
উড়ে এসে বস্‌লো যুড়ে,
এমন (সন্ন্যাসী) নাগর, কোথায় ছিল ॥

আড়খেমটা।

বিদ্যা লাগি হব সন্ন্যাসী। ও হাঁরে মাসি।
সন্ন্যাসিনী হবে নাকি বিদ্যে রূপসী ॥
বিচারে যদ্যপি হারি, দাস হয়ে রব তারি,
নতুবা তায় সঙ্গে করি, হব কাশীবাসী ॥

খেমটা।

তুমি তার কোথায় লাগো যাদুমণি।
ঘুঘু দেখেছ চাঁদ ফাঁদ তো দেখনি ॥
ডুবে ডুবে জল খাও, তার প্রতিফল পাও,
তরঙ্গেতে কুট দিতে হয় দুখানি।
মনেতে করেছ আসা, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা,
আস্‌কে খেয়েছ যাদু ফোড় তো গণ নি ॥

আড়খেমটা।

ছি ছি ছি ছি ওহে রসরাজ।
তোমার নাহি কিছু লাজ ॥
দিবসে তস্কর বেশে এসে একি কাজ ॥
পুরুষ পরেশ জানি, তা ব'লে কর এমনি,
গুণ বাড়ালে গুণমণি, পুরুষ-সমাজ ॥

আড়খেমটা।

জেনেছি চন্দ্রাননে, জেনেছি তোমারে।
যে ভাল বাস আমারে, যে ভাল বাস আমারে ॥

মুখেতে বয় সুধা-হাসি, অন্তরে গরল রাশি,
ভাল বাস বলে আসি, বুঝিতে না পেরে ॥

আড়া।

মান ত্যজ ও মানিনি, যামিনী হলো আগত।
অনুগত জন প্রতি বঞ্চনা করিবে কত ॥
চেয়ে দেখ বিনোদিনি, অস্তগত দিনমণি,
সুধাংশু আসি আপনি, গগনেতে সমুদিত।
আরও দেখ চন্দ্রাননি, চাঁদে মত্ত চকোরিণী,
তাতে কোকিলের ধ্বনি, শুনিয়ে হই প্রাণে হত ॥

আড়খেম্টা।

মরি মরি হলো একি দায়।
হলো একি প্রেমদায় ॥
সুধা আশে সিন্ধু সেঁচে গরল উপায় ॥
আগে না বুঝিয়ে মর্ম্ম, করিয়াছি কি কুকর্ম্ম,
শেষে এই ঘটালেন ধর্ম্ম, কর্ম্মভোগ আমায় ॥

আড়াঠেকা।

অভিমান ত্যজ মানিনি লো, যামিনী যে যায়।
নিরাশা আশা-সলিলে ভাসাবি আমায় ॥
অপরাধী দোষী হ'লে, তারে কি ভাসাবে জলে,
কৃপা করি চাহ ফিরে, ধরি তব পায়।
একান্ত নিদয় হ'লে, মম প্রাণ বিনাশিলে,
পড়ে আছি পদতলে, কর লো উপায় ॥

আড়খেম্টা।

যাও যাও মিছে সেধ না।
পুরুষ নিঠুর জাতি ভেবে দেখনা ॥
তার সাক্ষী দেখ নয়নে, রাম পাঠান জানকী বনে,
পঞ্চমাস গর্ভসনে, ক'রে মন্ত্রণা।
আবার দেখ দুঃশাসন, কৃষ্ণার করে বস্ত্রহরণ,
পুরুষ নির্লজ্জ এমন, কোথাও দেখি না ॥

আড়া।

বঁধু, আর মিছে সেধ না।
তোমার জানা গেছে গুণপণা ॥
জানা গেল জারি-জুরি, ভারি-ভুরি,
ওহে নাগর, কারিকুরি আর ক'রো না।
না জানি হে কি প্রকারে, জিনিয়াছিলে বিচারে,
আপনি না হার মানিলে, কেবা পারে,—
ওহে নাগর, কেবা পারে তাও জান না ॥
পুরুষ কঠিন জাতি, কুমতি কুরীতি নীতি,
সকল কর্ম্মে আতিবিতি, ব্যস্ত অতি,—
ধর্ম্ম প্রতি তাও ভাবে না ॥

কাওয়ালী।

বিধুমুখি, কখন কি ভাব নাহি জানি।
কখন হও সুধামুখী কখন হও ভুজঙ্গিনী ॥
কখন দাও গগনচাঁদ, কখন দাও গলায় ফাঁদ,
কি ছলে কৌশলে ধনি ঘটালে প্রমাদ,—
আমি কি ভাব বুঝ্‌তে পারি,
ও ভাবে যাই বলিহারি,
ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরি,
জানবো কেমনে ধনি ॥

একতালা।

এত অপমান, কিসে বাঁচে প্রাণ,
ওষ্ঠাগত হলো মন যোগাতে।
যার জন্যে মরি, সে করে চাতুরি,
প্রাণ গেল আমার শাঁখের করাতে ॥
আগে না জেনে মর্ম্ম, করেছি কুকর্ম্ম,
নারীর জন্ম কি অধর্ম্ম,আজন্ম গেল পরের হাতে।

একতালা।

কি কহিলে প্রাণ, শুনে দহে প্রাণ,
পুরুষ নিঠুর,—ধনি।
রঙ্গ শুনে অঙ্গ জ্বলে অতিশয়,
নারী কি হে এত সরলহৃদয়,
বাহিরে সরল, অন্তরে গরল,
মজায় কুহকে আনি।
তার সাক্ষী ধনি, দেখনা ভাবিয়ে,
কীচক মরিল রমণী লাগিয়ে,
লঙ্কার রাবণ, হইল নিধন, নারীর মায়া না জানি ॥
আর কেন মিছে শত্রু হাসাহাসি,
কেন বা এত ভাল-ভাসাবাসি,
সুখে থাক প্রাণ, যাই হে স্বস্থান,
হ'য়ে প্রিয়ে অভিমানী ॥

আড়খেম্‌টা।

বঁধু, ঐ খেদে প্রাণ কাঁদে। বিষাদ ঘটিল সাধে॥
বরিষাকালের নদী,রয় কি কোথাও বালির বাঁধে॥
অধিক বুদ্ধি ঘটে যার, অধিক যন্ত্রণা তার,
উচিত বল্লে হয় সে বেজার,
আপনি পড়ে আপনার ফাঁদে॥

আড়া।

বিদায় দেহ প্রাণ-প্রিয়ে, পোহাল ঐ বিভাবরী।
অস্ত হলো শশধর আঁধার করি অস্তগিরি।
বিমলিন কুমুদিনী, প্রফুল্লিত কমলিনী,
উদয় হলো দিনমণি, আলো করি উদয়গিরি।
কোকিল ডাকে পঞ্চস্বরে, ভ্রমরা গুণ গুণ করে,
কেমনে রহিব ঘরে, ঘরে পরে অরি॥

আড়খেম্‌টা।

সখা সাজ ভাল সেজেছে।
এমন সাজ কেবা দিয়াছে॥
ভালেতে সিন্দূরের বিন্দু, মুখ ইন্দু শুকায়েছে।
তাম্বূলের চিহ্ন গালে, আবেশে পড়িছ ঢ'লে,
নয়নে অঞ্জন কে দিলে, কে সাজালে,
চুয়া চন্দন গায় লেপেছে॥
এ সব চিহ্ন কেমন ধারা, এত নয় সুধাবার ধারা,
এমনি করে রঙ্গ করা, আমায় সারা,
(বুঝি) মালিনী সব ঘটায়েছে॥

জলদ তেতালা।

প্রিয়ে অমন কথাটী তুমি আমায় ব'লনা।
প্রিয়ে তোমা বই, আমি কার নই,
তোমারি এ সব চিহ্ন চিনেও চেন না॥
বিধুমুখি তোমা বিনে, নাহি জানি অন্যজনে,
তোমার জন্যে,ছয়মাসের পথ আসি ছয়দিনে,—
মালিনীর বাসেতে রই, সিঁদ কেটে সিদ্ধ হই,
তাই বুঝি করিছ তার এত লাঞ্ছনা॥

আড়খেম্‌টা।

নাথ, বুঝেছি আভাসে।
(এখন) আর কি থাকে অপ্রকাশে॥
মালিনীর বাসাতে বুঝি এম্নি ক'রে, ওহে বঁধু
এমনি ক'রে, মত্ত থাক নিত্য রসে॥
আমি হয়েছি বাসি ফুল, কেন আর রবে অনুকূল
এখন হয়েছ প্রতিকূল, মজিয়ে দুকুল, ওহে বঁধু,
মজিয়ে দুকুল অনায়াসে॥

আড়খেম্‌টা।

তবে আর ভাল বাসব না।
আমি ভাল বেসে পাই যতনা।
(আমি) যারে ভালবাসি,
সে দেয় আমার গলায় ফাঁসি,
দূরে থাকি টানে রসি, ওলো মাসি,
ওলো মাসি লো ;
আমার হেঁচকা টানে প্রাণ বাঁচেনা॥

পোস্তা।

সই, শঠের সঙ্গে প্রেম ক'রে সুখ হল'না।
সুখ হল'না লো আমার দুঃখ ঘুচ'ল না॥
শঠে অশঠে যেমন, দন্তেতে জিহ্বাতে তেমন,
জিহ্বা জানে দন্তের বেদন, দন্ত জানেনা॥

ঠুংরি।

কেন তারে সঁপে ছিলাম মন।
তারে মন সঁপে হ'ল অরণ্যে রোদন॥
সে যে শঠের শিরোমণি, আগে আমি নাহি জানি,
শঠের পিরীতি খানি, জলের লিখন॥

একতালা।

যাও যাও তথা, মজিয়াছ যথা,
নূতন প্রেমেতে মাতি।
কেন মিছে আর, হান বাক্যশর,
শরীর হইতেছে জর-জর,—সর সর সর,
ওহে প্রাণেশ্বর, কি জানি অবলা জাতি॥
আমা সমা কত জুটিবে রমণী, মনসুখে রবে
দিবস রজনী, তাই বলি প্রাণ,
যাও নিজ স্থানে, পাবে কত রসবতী॥

আড়াঠেকা।

প্রিয়ে, প্রাণ বুঝি যায়।
কি দোষ দেখিয়া দোষী করিলে আমায়॥
তোমা ছাড়া কভু নই, স্বরূপে প্রাণ তোরে কই,
তোর জন্যে কত সই, জানাব কাহায়॥

আড়া।

কেন কেন প্রাণ প্রিয়ে হান বাক্য-বাণ আর।
তোমা বিনে জানি যদি শপথ করি তোমার॥
কিবা শয়নে স্বপনে, অশনে উপবেশনে,
তব রূপ জাগে মনে, তাই বুঝি তার প্রতিকার।
ভেবে দেখ মনে মনে, যাব যদি অন্য স্থানে,
অপার নদী তবে কেন, পার হ'তে দিব সাঁতার॥

কাওয়ালী।

অভিমান ত্যজ ও বিনোদিনি।
অস্তাচলে গেল শশী প্রভাত হ'ল যামিনী॥
সারানিশি করি মান, বসনে ঢাকি বয়ান,
নিরাসনে ব'সে আছ আদরিণী প্রাণ,—
কৃপা দৃষ্টে এ অধীনে চাও ওলো প্রাণ,—
চেয়ে দেখ বিধুমুখি উদয় হলো দিনমণি॥
তব ক্রোধানল লয়ে, চন্দ্র এল সূর্য্য হয়ে,
সেই তাপে মম তনু হতেছে দাহন,—
শীতল কর ক'রে প্রেম-বারি বরিষণ,—
যেমন জলধরের জল আশা চাতক দিবা যামিনী॥

আড়খেম্‌টা।

আমি কি মন রাখতে পারি,
প্রাণ তোমার মনের মত।
ভয়ে ভয়ে কথা কই খেয়ে শত মত॥
তুমি বড় মানুষের মেয়ে,আমি বড় তোমায় লয়ে,
অপার নদী সাঁতার দিয়ে, পার হ'তে উদ্যত॥

খেম্‌টা।

মনের সাধে কুসুম-শয্যা বাসর সাজাব।
গেঁথে হার বকুল-মালা তোমায় পরাব॥
শিল্পকর্ম্ম এম্‌নি জানি, ভুলে যাবে ঠাকুরাণী,
কি বাহার ফুল-গাঁথনি, চটক দেখাব॥

আড়খেম্‌টা।

শুন শুন ওলো প্রাণ ধন। মনে ভাবি সর্ব্বক্ষণ॥
কেমনে ভুলিব তোমায়, থাকিতে জীবন॥
যে অবধি এ নয়ন, হেরেছে ঐ চন্দ্রবদন,
হইলে পলক পতন, প্রলয় যেমন।
পিরীতের এই নীত, সুখ দুঃখ সমুচিত,
কেমনে রব জীবিত, হবে বিচ্ছেদ যখন॥

আড়খেম্‌টা।

যা বলিলে ও গুণমণি। যখন হবে তখনি॥
তরঙ্গ দেখিয়ে কেন ডুবাও তরণী॥
রমণী সুখের তরী, পুরুষ তাহে কাণ্ডারী,
জেনো হে তেমনি নারী, ডোবে আপনি।
ঝড়জল আর বৃষ্টি তুফান,
কত হয় তার নাই পরিমাণ,
ডাকিলে কোট'লে বাণ,প্রাণে টানাটানি॥

আড়খেম্‌টা।

বসো বসো ও প্রাণেশ্বরি। তবে করি শ্রীহরি।
রহিল মোর মন প্রাণ, তব প্রহরী॥
যখন কিছু মন হবে, মনে প্রাণে কথা কবে,
কায়া মাত্র ভিন্ন রবে, ওলো সুন্দরি॥

খেম্‌টা।

তোরা সব উলু ধ্বনি দে।
আজি আমাদের ঠাকুরাণীর কপাল ফিরেছে॥
আয় গো আয় বড় দিদি,
গায়ে কাদা মাখ্‌বি যদি,
খদ মাগিতে যা লো খদী, খোকা হয়েছে॥

কাওয়ালী।

ও গো সখি হ'ল একি উদরে আমার।
বুঝি হলো গুল্ম রোগ বসলে উঠা ভার॥
ধরেছে বিষম রোগে, বাঁচাস্ যদি যোগে যাগে,
নতুবা রোগের ভোগে, বাঁচিনাকো আর॥
সদা মুখে উঠে জল, ইচ্ছা হয় খেতে অম্বল
শরীরে নাহিক বল, বল গো প্রতিকার॥

আড়খেম্‌টা।

তোমায় ধরেছে যে রোগে।
সারবে না ও মুষ্টিযোগে॥
তিথির দোষে হলে ব্যাধি, আছে বিধি,
য-দিনের ভোগ ত-দিন ভোগে॥
এখন বেনে ভাল হলো,গ্রহ ফাড়া কেটে গেল,
বালির বাঁধে আট্‌কে ছিল, পোট্‌কে গেল,
এবার গো জল ঢুক্‌লো যোগে॥

আড়খেম্‌টা।

শুন শুন ও সুলোচনা। হেরি একি কারখানা।
ঠাকুরাণী গর্ভবতী, হয় বিবেচনা॥
এস্থানে কেনে রহিনু, না খাইনু না ছুঁইনু,
বিপাকেতে প্রাণ হারা'নু, বুঝি ক-জনা॥
ওরা হ'ল সুখের ভাগী আমরা এখন হতভাগী,
হলাম কেবল দুঃখের ভাগী, ভাগ্যে লাঞ্ছনা॥

কাওয়ালী।

ওগো সখি, দুঃখের কথা কি আর বল।
মালিনী সে সর্ব্বনাশী প্রমাদ পাড়িল॥
আস্‌তো মাগী করে নখা, কহিত এ সব কথা,—
ছুত নতা করে মাগী খেয়েছে মাথা,
শিরে এখন সর্পাঘাত থাক্‌ দিব কোথা, -
নাহিক এর ধন্বন্তরি, বল কিসে তরি,
জলের মাঝে যেমন তরি, দগ্ধ হ'ল॥

কাওয়ালী।

ওগো দিদি, চল চল চল চল।
সেঁচা জল মিথ্যা কথা ক'দিন থাকে বল॥
রাণীরে দেও সমাচার, যার খুন হবে তার,
অপ্রকাশ রবে না গো হইবে প্রচার,—
এই বেলা করিতে হয় তারি প্রতিকার,—
পাপ কর্ম্ম কি ঢাকা থাকে,
দু'দিন পরে জানবে লোকে,
আপনি কাটি পড়বে ঢাকে, ঢেকে কিবা ফল॥

খেম্‌টা।

হায়রে, কইতে দুখের কথা প্রাণ কেঁদে উঠে।
বুক ফাটে তো মুখ ফুটে না কি আছে ললাটে॥
ছি ছি ছি মরি লজ্জায়, এ কথা কি কওয়া যায়,
মান যায়, প্রাণ যায়, হলো একি দায়,—
হায় হায় কি বল্‌বো বিধাতায়,—
দেখে অঙ্গ জর জর, কাটা ঘায়ে ননের ছিটে।

আড়া।

বল্‌বো কি গো ঠাকুরাণী,
বল্‌তে বাণী কাঁপে প্রাণী।
তব সুতা গর্ভযুতা হেন মনে অনুমানি॥
পয়োধর নম্রমুখী তাহাতে ক্ষীর নিরখি,
গাত্রে শির-চিহ্ন দেখি, কিসে হল' নাহি জানি॥

আড়া।

কি বল্লি মনোরঞ্জনা অঞ্জন অন্তরে দিলি।
বিদ্যা আমার বিদ্যাবতী, গর্ভবতী কি শুনালি॥
কি বলিবেন নৃপমণি,
প্রাণে কি আর রবেন তিনি,
প্রসবিনু এমন ফণি, তুলিল কলঙ্কডালি॥
তোরা বা কেমন সখী,
নুন খেয়ে গুণ গাইলি একি,
তোদের বা কি জান্‌তে বাকি,
এখন সতী হতে এলি॥

আড়খেম্‌টা।

বিদ্যা লো তোর এই কি আচরণ।
কেন না হ'ল মরণ।
বিদ্যা শিখে বিদ্যা বুঝি জানালি এখন॥
নিষ্কলঙ্ক রাজকুলে, ভাল ধ্বজা দিলি তুলে,
ডুবালি কুল শীল অকূলে, রাখ্‌লি ভাল পণ॥

আড়খেম্‌টা।

ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ লো তোরে কালামুখী যা ম'রে
এক কেঁড়ে দুধেতে গোবর, দিলি কি ক'রে॥
ভাল মেয়ে জন্মেছিলি, চিরকলঙ্কিনী হলি,
বাবের ঘরে ঘোগ ঢোকালি, কোত্থেকে ধরে॥

আড়খেম্‌টা।

মাগো মা, এর কিছুই জানিনে।
পেটে কি হলো বেনে॥

বুঝিবা উদরী হবে, জ্ঞান হয় মনে ॥
ভেবে ভেবে নিরবধি, বুঝি হলো গুল্ম ব্যাধি,
চিন্তা জ্বর রোগ বিধি, শুনি নিদানে ।
নিত্য পূজি ভবদেবে, এ কথা মা কি সম্ভবে,
বৈদ্য এনে বাঁচাও এবে, ধরি চরণে ॥

আড়খেমটা।

বল্ দেখি লো কুলমজানা, কলঙ্কিনী আনলি কায়।
না জানি সে কুটনী কেমন,
সাপের বাসায় ভেক নাচায় ॥
না হইল মনোমত, এলো যত রাজসুত,
কেহ বেন্ধে হাতে সুত, হারিয়ে পলায়।
এখনি রাজায় কহিব, উচিত ফল ফলায়ে দিব,
মুড়য়ে মাথায় ঘোল ঢালিব, করিব বিদায় ॥

আড়াঠেকা।

ভাল বিদ্যা ভাল ভাল ভাল পড়েছিলি ।
অকলঙ্ক রাজার কুলে কলঙ্ক রটালি ॥
যত ছিল নামডাক, সকলি হইল ফাঁক,
রাজার ঘরের জাঁক, সকলি ঘুচালি।
আইবুড় হল পেট, উঁচু মাথা কল্লি হেঁট,
মহারাজায় দিলি ভেট, গালে চূণ কালী ॥

আড়খেমটা।

জননি, জানিনে আমার কিসে কি হয়েছে।
গঞ্জনা দিওনা দিওনা লাঞ্ছনা করোনা মিছে ॥
দুষী নাহি কোন দোষে, পরের কথায় রোষে,
কেন কটু কহ ভাসে, কেবা কি দেখেছে ॥
পুরীর ভিতরে থাকি, চন্দ্র সূর্য্য নাহি দেখি,
যেন পিঞ্জরের পাখী, করিয়ে রেখেছে ॥

আড়খেমটা।

বলবো কি জননি আমি যে দুঃখে পোহাই রজনী।
সারা রাত্রি তারা গণি বিরহিণী একাকিনী ॥
ঘুমের ঘোরে দেখি স্বপন,
সুন্দর এক পুরুষ রতন,
নিত্য সে করে আলিঙ্গন,
কি অলক্ষণ, কেবা সে জন নাহি জানি ॥

চোর বলে যাই ধর্ত্তে তারে,
সে তো ধরা দেয় না মোরে,
বুঝি বা কোন গ্রহ ফেরে ঘট্‌লো মোরে,
রট্‌লো কথা যেমন শুনি ॥

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

মরি মরি গুরু গঞ্জনায়, এ সহা না যায়,
বিচলিত হয়েছে মন সরমেরি দায় ॥
হয় মন্ত্রেরি সাধন, নতুবা দেহপতন,
প্রতিজ্ঞা করেছি এখন বলি গো তোমায় ॥

কাওয়ালী।

ভাগ্যে এমন হবে জানিনে আগে।
মজিলাম অনুরাগে ॥
পোড়া বিদ্যা গৌরব স্বরাগে, জননী জনকের আগে
প্রতিজ্ঞা করেছি রাগে রাগে ॥
জনকে না বলে কয়ে, লুকায়ে করিলাম বিয়ে,
লজ্জায় ভয়ে প্রকাশ করে বলি না ;
বাঁচি না ঘৃণায় বাঁচি না, সদা জ্বলে উঠে প্রাণ ;
বিপক্ষের বাক্যবাণ শেলসম
হয়ে লো সই বুকে লাগে ॥

আড়খেমটা।

আর শুনেছ মহারাজা।
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা,
কুলেতে উঠেছে ধ্বজা ॥
আইবুড়তে মেয়ে হয়েছে অসতী,
স্বচক্ষে হেরিলাম সে যে গর্ভবতী,
কিসে যায় অখ্যাতি, একি হে দুর্গতি,
কি হবে এর গতি, একি সাজা ॥

কাওয়ালী।

নেমক হারাম বেট, পাজি বেহায়া ঠেঁটা,
বাদালি একি লেটা, সংসারে।
নেমকের চাকর হয়ে, দেখ্‌লি না চক্ষে চেয়ে,
সকলে ঐক্য হয়ে, একেবারে ॥
তোরাতো আছিস্ দ্বারে, কে এলো অন্তঃপুরে,
পাখী এড়াতে নারে, যে দ্বারে।
কোতয়াল বলি তোরে, ধরে দে বিদ্যা-চোরে,
নইলে তোর যমপুরে, দিবরে ॥

আড়খেম্‌টা।
মরি এই ছিল ললাটে।
ঠেকাঠেকি কোঁকড়া কাঠে ॥
বিধাতা বৈমুখ হলে এমনি কে'রে,
ওগো তখন, এম্‌নি করে কপাল ফাটে ॥
রাজনন্দিনী বিনোদিনী, কি করে কি কল্লেন তিনি,
মর্ম্ম জানেন ধর্ম্ম যিনি, নাহি জানি,
এখন আমরা মরি মাঠে মাঠে ॥

জলদ-কাওয়ালী।
চল চল ভাই, বিদ্যার আগারে যাই,
যদি চোর ধরা পাই, সেখানে।
আমরা নারী বেশে, রহিব ছদ্মবেশে,
যদি চোর রেতে এসে না জেনে ॥
তখন স্বমূর্ত্তি ধরে, বাঁধিব সেই চোরে,
দেখাব দণ্ডধরে, তায় এনে ॥

আড়খেম্‌টা।
ঐ দেখ মোহিনা, ঝোগ বসান মস্তখানা ॥
এই বুঝি সেই চোরের গর্ত্ত, করে নিত্য,
করে নিত্য আনাগোনা ॥
সুড়ঙ্গ দেখিব চল, ভিতরের কি কৌশল,
দেখে আসি জল কি স্থল, চোরের স্থল,
চল করি ঠায় ঠিকানা ॥

আড়খেম্‌টা।
ধনি, এই কিলো পণ করা।
আঁচল চাপা দিয়ে চন্দ্র ধরা ॥
ঘোমটার ভিতর খেমটা খানি, সাবাস ধনি,
ওলো ডুব দিয়ে জল পেটে পোরা ॥
পূজা করে আশুতোষে, ভাল ধ্বজা তুল্লি শেষে,
রাষ্ট্র হলো দেশ বিদেশে, গেল ফেঁসে,
এখন ঢাকৃবি কিসে, কেমন ধারা ॥

কাওয়ালী।
পোড়া, প্রেম করে কি প্রমাদ হলো সই,
এ দুঃখ কারে কই।
মনে মনে মনাগুণে সরমেতে মরে রই ॥

কলঙ্ক গুরুগঞ্জনা, ঘরে পরে কি লাঞ্ছনা,
অবলার প্রাণে বল আর কত সয়,
ধিক কুকর্ম্ম নারীর জন্ম ভাল নয়,
পরাধীনী হতে হলো পরের বোঝা বোই ॥

আড়খেম্‌টা।
মরি মরি এত গুণ তোমার।
প্রকাশ হলো লো এই বার ॥
দেখ্‌তে শুন্তে শান্ত বটে,
এত বিদ্যা তোমার পেটে,
প্রকাশ হলো জলের ঘাটে, বিদ্যা অসাধার ॥

ঠুংরী।
ধর ধর রমণীর বেশ।
মনমজান খোঁপা বাঁধি বিনাইয়ে কেশ ॥
অঙ্গে পর নীলাম্বর, মণিময় অলঙ্কার,
মনে যেবা লয় আর, করহ সুবেশ ॥
সে যে চোর চূড়ামণি, লম্পটের শিরোমণি,
মনে এই অনুমানি, শঠের সে শেষ ॥

আড়খেম্‌টা।
মরি মরি এ কিরে প্রমাদ! কেবা সাধিল এ বাদ ॥
না জানিল প্রাণনাথ, এসব সংবাদ ॥
অধীনীর আশা করে, অবশ্য আসিবেন ঘরে,
পড়িবেন কোটাল চাতরে, পেতেছে যে ফাঁদ ॥

আড়া।
আজি কেন প্রাণনাথ এখন দিলনা দেখা।
কি জানি কোথায় বুঝি রহিয়াছে প্রিয় সখা ॥
মরি কি ঘটিল দায়, সারা নিশি গত প্রায়,
ওহে নাথ গেলে কোথায়, আমারে করিয়ে একা।
প্রতিদিন এতক্ষণে, এসো অধীনী ভবনে,
আজি বুঝি অকারণে, সার হলো কাদা মাখা ॥

আড়া।
দারুণ বসন্ত কালে একান্ত প্রাণান্ত করে।
কে আর করিবে শান্ত কান্ত রহিল অন্তরে ॥
কোকিলের কুহুস্বরে, সর্ব্বদা প্রাণ দগ্ধ করে,
নারী বল কি প্রকারে, সহ্য করিতে পারে।

তাতে আবার সময় পেয়ে, স্মর শরধনু লয়ে,
হানিছে নির্দ্দয় হয়ে, এই ক্ষীণ কলেবরে ॥

আড়খেম্‌টা।

ঘটে গ্রহের ফেরে।
আমি আর বাসা দিব না কারে ॥
জানিলে কি এমন ঘটে, জায়গা দিয়ে,
জায়গা দিয়ে সিঁদেল চোরে ॥
এ দায়ে দানবদলনী, দুর্গা যদি,
দুখিনীরে রক্ষা করে ॥

আড়খেম্‌টা।

আমি কাঁচা মেয়ে নই।
তুই রে বেটা রাজার কোটাল,
আমি রাণীর মাসী হই ॥
যাইরে আমি দেশ বিদেশে,
সকলেতে হেসে তোষে,
কোটাল রে তোর কটুভাষে, মর্ম্মে মরে রই ॥

আড়খেম্‌টা।

ওরে কোটাল, আমি কি জানি যাদুমণি।
কে রে হরিয়ে নিলো ফণির মাথার মণি ॥
ভালবাসে ভালবাসি, বলে আমায় মাসী মাসী,
সে যে আমার বোনপো নয় রে, রক্ষগত শনি ॥

আড়খেম্‌টা।

ও সিঁদেলের জাশু,
মাসী বলিস কারে অলপ্লেয়ে।
তুই ব্যাটা সিঁদেলের জাশু, আমি মালীর মেয়ে ॥
যজ্ঞকুণ্ড ছলা করি, কার ঘরে করিলি চুরি,
সারা রাত্রি জেগে মরি, কোটালের মার খেয়ে ॥

আড়খেম্‌টা।

কোটাল ছেড়ে দে রে মোরে।
নিয়ে যা তুই চোরে দিগে ফাঁসি।
মালির মেয়ে ফুল বেচে খাই,
কোন্ বেটি বা চোরের মাসী ॥
এ যে দেখি সৃষ্টি ছাড়া, দেখিনাকো এমন ধারা,
যেমন শনিবারের মড়া, রববারে হয়েছে বাসি ॥

আড়খেম্‌টা।

মহারাজ, অবিচার করো না।
মোরে বিনা দোষে দাও যাতনা ॥
ঘরেতে চোর ছিল বলে, মন্দ বল,
মহারাজ তপ্ত জলে, ঘর পোড়ে না ॥
এসেছিল বাসার আশে,
চোর বেটা কি সর্ব্বনেশে,
সুরীত কুরীত কার কেমন রীত, জান্‌বো কিসে,
ও মহারাজ, গায় থাকে না নাম নিসানা ॥

রূপচাঁদ পক্ষী।

রূপচাঁদ দাস বা রূপচাঁদ পক্ষী ১২২১ সালের মাঘ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের আদি-নিবাস উড়িষ্যা-প্রদেশের চিল্কা হ্রদের সন্নিকট। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের বংশে কোন উত্তরাধিকারী না থাকায়, গৌড়েশ্বর ষড়ঙ্গদেব সেই সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রূপচাঁদের পিতামহ হরেকৃষ্ণ দাস মহাপাত্র সেই গৌড়েশ্বর ষড়ঙ্গদেবের বংশসম্ভূত। হরেকৃষ্ণ দাসের পুত্র—গৌরহরি দাস মহাপাত্র। গৌরহরি, রাজা হরিহর ভক্তের আমমোক্তারী চাকুরী করিতেন এবং এই তাঁহাকে কলিকাতায় বাস করিতে হইয়াছিল। এই গৌরহরি দাসই রূপচাঁদের পিতা। বাল্যকাল হইতে সঙ্গীত আলোচনায় রূপচাঁদের বিশেষ অনুরাগ দেখা যাইত। ইনি সকল প্রকার সঙ্গীত-রচনায় সুনিপুণ ছিলেন। বিশেষতঃ বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত-রচনায় তাঁহার সমকক্ষ অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার রচিত প্রায় সমস্ত গানে পক্ষী বা খগরাজ ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। রূপচাঁদ বড়ই আমোদপ্রিয় ও রসিক পুরুষ ছিলেন। পক্ষী উপাধিধারী বলিয়া তাঁহার গাড়ীখানি কতকটা খাঁচার আকারের মত ছিল।

তিনি সেই গাড়ী চড়িয়া কলিকাতার বড় বড় লোকের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি বিস্তর সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। কোনরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা বা হুজুক উঠিলেই, তিনি তদ্বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করিতেন। রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ, গঙ্গার পোল, বিধবা-বিবাহ, কন্যাদায় প্রভৃতি বিষয় উপলক্ষ করিয়াও তিনি সঙ্গীত-রচনা করিতেন। তাঁহার রচিত গান গাহিয়া অনেক ভিখারীকে আমরা ভিক্ষা করিতে। তাঁহার রচিত কতকগুলি গানে ইংরেজী শব্দের বুকনী দেওয়া আছে।

সোহিনী-বাহার—একতালা।

সারদে বরদে বাণী, এমা বিশ্বরূপিণী।
অনাদ্যা আদ্যা, তুমি মহাবিদ্যা, বিদ্যাদায়িনী।
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা,
সরোজবাসিনী বাসুদেব-দারা,
সপ্ত সুর উদারা মুদারা,
তারা উচ্চস্বর ব্রহ্মস্বরূপিণী।
বাক্‌বাদিনী পুরাণেতে কয়,
তব কৃপায় মূকে স্পষ্ট কথা কয়,
বর্ণহীন জন কবিতা রচয়,
জড় মূঢ় জন নিস্তারকারিণী॥
ধ্রুপদ খেয়াল, টপ্পা গজল আদি,
রেক্তা পাঁচালি কবিতার বাদি,
তাল লয় আদি সব তব বিধি,
রাগ উপরাগ ছত্রিশ রাগিণী।
দীন খগ কয় মাতা পদ্মাসনা,
ক'রে বহু শিক্ষা কামনা পূরেনা,
রাগে সুরে আছে তালেতে মেলে না,
মুদ্রা-দোষ বেহঁস কোন কোন গুণী॥

পুরবী ইমন—কাওয়ালী।

নাগর-বর নটবর গোরা।
ত্রিভুবন ভবনিদান, ত্রিজগত মনচোরা॥
সত্য অগ্রে শ্রীচৈতন্য, বট পত্রেতে শয়ন,
পৃথিবী উদ্ধার কারণ, সৃজিলেন ধরা।
ত্রেতাযুগে ক'রে লীলা, সাগরে ভাসালে শিলা,
পাষাণ মানবী কৈলা, বল্ক-বাস পরিধান,
শিরে জটা ধরা॥
দ্বাপর যুগের লীলা, আপনি রাখাল হৈলা,
বনে গোবৎসেরে চরাইলা,
ব্রজ-গোপীগণ-জন-মনচোরা।
কলিযুগে অবতরি, পাষণ্ড দলন করি,
ব্রজ ত্যজে এলেন হরি, তারিবারে ধরা॥
ব্রজের রূপ ত্যজিয়ে, নদীয়ায় আসিয়ে,
চূড়া বাঁশী কারে দিয়ে, ডোর কৌপীন পরা।
খগবর কর্ণয়ে, চৌষট্টী মোহন্ত লয়ে,
হরিনাম বিলাইয়ে, ধন্য করিলেন ধরা॥

ইমন,—কাওয়ালী।

বারে বারে তুমি, ভেবোনা কমলিনী।
তোমার কারণে, নিকুঞ্জ কাননে,
এখনি হইব আমি হরমনোমোহিনী॥
শ্যামরূপ ত্যজি, হইব শ্যামা,
মুক্তকেশী হরমনোরমা,
ত্যজিয়ে বাঁশী, করে লব অসি,
কটিতটে কিঙ্কিণী করিব করশ্রেণী।
শ্যাম অঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে মাখিব গো রুধির,
পদভরে ধরাধর হইবে গো অধীর,
নরশিরঃ করে, অন্য করে অভয় বর,
চণ্ডমুণ্ডঘাতিনী, হব নৃমুণ্ডমালিনী॥
পীতাম্বর পরিহরি পরিব দিক্‌বসন,
এ সব আসন ত্যজে করিব শবাসন,
বনমালা রাজবালা, হইবে মুণ্ডমালা,
বেণীমুক্ত রুধিরাক্ত ভক্ত মুক্তকারিণী॥
কর্ণমূল কুণ্ডল শব শিশু করিব,
শ্যাম নাম ত্যজিয়ে শ্যামা মূর্ত্তি হইব,
লোলরসনা বিকটদশনা তিমিরবরণা ত্রিনয়না,
হব ত্রিতাপহারিণী॥
বিনোদিনী তব সঙ্গের সঙ্গিনী গোপিনী,
পরম রঙ্গ মম সঙ্গে, হবে ডাকিনী যোগিনী,
অসংখ্য আমার মায়া, নাম মম মহামায়া,
কহে খগাধম, তুমি হে পুরুষোত্তম,
অচিন্ত্যরূপায় নম, চিন্ময়ী চিত্তহারিণী॥

সাহানা,—একতালা।

ঝুলিছে ঝুলনে। (একাসনে)
অনুপম, রাধা শ্যাম, নিকুঞ্জ কাননে॥
শ্রাবণ ঘন ঘন, গরজিছে নব ঘন,
তৃষিত চাতকীগণ, তৃপ্ত বারি পানে॥
ফুল্ল ফুল নানাজাতি, নাগেশ্বর জাতি যূথী
টগর চম্পক সেঁওতী, পুষ্পিত উদ্যানে॥
নব নব গোপবালা, গাঁথি নব ফুলমালা,
সাজায়ে নব হিন্দোলা দোলায় যতনে॥
রাধা-অঙ্গে দিয়ে অঙ্গ, ঝুলিছে বাঁকা ত্রিভঙ্গ,
শীতল হয় তাপিত অঙ্গ, হেরিলে নয়নে।
দীন খগের অভিলাষ, রাই সহ পীতবাস,
করেন হিন্দোলা প্রকাশ, হৃদি-বৃন্দাবনে॥

সিন্ধুরা—ধামার।

হোরি খেলিছে শ্রীহরি, সহ রাধা প্যারী,
কুঙ্কুম-ধূম, শ্যাম অঙ্গ ভরি॥
পুষ্পমালা, হিন্দোলা সাজায়ে ব্রজনারী,
রাই শ্যাম, অনুপম, দোলে তদুপরি॥
নব নব সখীগণ, আনি চুয়া চন্দন,
গোলাব সহিত আবিরী;
ঐ ঐ রসময়ী, শ্যামের বামেতে ঐ,
যুগলরূপ রস-কূপ, হের নয়ন ভরি॥
উড়ে আবির গোলাল, বৃন্দাবন লালে লাল,
লালে লাল যমুনার বারি;
লালে লাল কেশিঘাট, লালে লাল বংশীবট,
জাবট কালিন্দী তট, গোবর্দ্ধন গিরি॥
লাল শ্রীদাম সুবল, লাল শ্রীমধুমঙ্গল,
লালে লাল জল স্থল, গোপ নর নারী;
নন্দ আদি উপানন্দ, আবিরে করে আনন্দ,
সদানন্দ শ্রীগোবিন্দ, গোপবৃন্দে ঘেরি॥
তাল, তমাল, হিন্তাল, দ্বাদশ কানন লাল,
লতা বৃক্ষ, পশু পক্ষ লাল শুক-শারী;
লাল হংসাদি শাবক, পিক ডাহুকী ডাহুক,
কহে খগ মৃগী মৃগ, লাল ব্রজপুরী॥

সিন্ধু—ঠুংরি।

হরি নাম সুধা রস, পিয় পূরি মানস,
অলসের বশে কাল হ'র না।
হরির সহস্র গুণ, শ্রীহরি নামের গুণ,
তুলে তুলে নামের গুণ পেলে তুলনা॥
সত্যভামা ব্রত ছলে, শ্রীকৃষ্ণেরে তুলে তুলে,
মণি রত্ন আদি দিলে, তুল টলে না।
তুলসী পত্রে লিখি হরি, দিলেন ধরি তুলোপরি,
হরি হ'তে নাম ভারি, সেই হ'তে জানা॥
লইলে শ্রীহরির নাম, পূর্ণ হয় মনস্কাম,
প্রাপ্ত হয় কৈবল্য ধাম, বেদে বর্ণনা।
কর শ্রীহরি কীর্ত্তন, শুন হরি গুণ গান,
হরি ভিন্ন অন্য কোন রসে ম'জনা॥
বাসনায় রসনা যন্ত্রে, সাধনা শ্রীহরি মন্ত্রে,
সুস্বরে সুকণ্ঠ তন্ত্রে দিয়ে মূর্চ্ছনা।
ছয় রাগে অনুরাগে ছত্রিশ রাগিণী যোগে,
তাল লয়ে দ্রুতবেগে—হরি সাধনা॥
হরের্নামৈব এই কথা কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা,
তপস্বী ঋষির গাথা গীতা-বর্ণনা।
তিন বার হরে হরে, বলিলে কলুষ হরে,
হরি বল্লে উচ্চৈঃস্বরে হরে বেদনা॥
হরির নাম অগতির গতি, নামে কর রতি মতি,
নাম কর নিতি নিতি, দিবা রাতি ছেড়না।
কহে দীন খগপতি, ভব ধব পশুপতি,
কেবল হরি নামে মতি,—রতি টলে না॥

মিশ্র দেশ—একতালা।

ভাংলো না তোর মায়ার ঘুম।
বিষয় মদে, চক্ষু মুদে, শুয়ে আছ বেমালুম॥
ঐশ্বর্য্যের মাৎসর্য্যে তুমি মনে কর বাদ্‌সা রুম্;
এ প্রপঞ্চ এক সাজ সেজেছ
ঠিক যেন ভাই হাতুম্ থুম্॥
তোর সঙ্গের ছ'টা, বড় ঠেঁটা,
ওদের চটা বেমালুম্;
জ্ঞান অনলে, দে না জ্বেলে,
ক'রে হরি পূজার হুম্॥
(গোলা) পায়রার বাচ্ছা, পুষে বাঞ্ছা,
শুক ভেবে তায় খাচ্চ চুম্;
ও না বলবে কৃষ্ণ, শুনবি স্পষ্ট,
ডাকবে বলে বাকুম্ কুম্॥

(এখন) দারা পুত্র, জ্ঞাতি গোত্র,
সকলে শুনছে হুকুম্;
শিবনেত্র হবামাত্র, আপনি হবি রে নিঝুম্॥
রবিসুতের দূতে ধ'রলে, হবে রে মজা মালুম্,
কৃমিহ্রদে, দেবে গেদে, বিপদে দিয়ে তুড়ুম্॥
সুর ব্রহ্ম, না জেনে মর্ম্ম,
সাধ ব'সে তানুম্ তুম্;
রাগেতে তোর, নাই অনুরাগ,
কে শোনে তোর ঝিঝিট লুম্॥
কপট ভক্তির, বিষম জ্যোতি,
বাহ্যাড়ম্বর বড়ই ধূম;
খগ ভণে, সাধন বিনে,
দেহ-গেহ শ্মশানভূম॥

জংলা গৌড়—একতালা।

মানুষ চলে, কলের বলে।
পঞ্চভূত, বড়ই মজবুত, বেরেছে
সহস্রদলে॥ (ওরে ভাই)
এই দেহ মেসিন, ইহা ভাই বড়ই প্রবীণ,
ইংরাজ চীন ফ্রেঞ্চ মারকিণ,সবাই হার মানিলে;
মরি কি শিল্পবিদ্যা,
করেছেন মহাবিদ্যা, যোগারাধ্যে পায় না বুদ্ধে,
অসাধ্য হয় ভাবতে গেলে॥
এ কলের কি কৌশল, কল থেকে জন্মাচ্চে কল,
রেলওয়ে ইষ্টিম ভেসল, লোক-সাহায্যে চলে;
টেলিফণ, ফণোগ্রাপ, ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাপ্,
মানুষ কল সব কলের বাপ,
চৈতন্য রয়েছে মূলে॥
কলটী সাড়ে তিন হাত, এতে হয় ত্রিজগৎ মাৎ,
মন পবন বচ্চে দিন রাত, জঠর অনলে;
জীবাত্মা মহাপ্রাণী, এ কলের দুটো চিম্নি,
ব্রহ্মা বিষ্ণু, শূলপাণি, নাড়ে নড়ে পল বিপলে॥
এই কল কি চমৎকার, নয় দিকে নটা দ্বার,
মণিকোটায় আছে একজন বসিয়ে বিরলে;
ছয় জন কুজন ধ'রে, কলেরে বিকল করে,
শ্রীরূপ কয় সারতে পারে, গুরুমন্ত্র যন্ত্র পেলে॥

খাম্বাজ—একতালা।
ভগ্ন খাঁচায়, বিরক্ত হয়, প্রাণপাখি।
মাচার খুঁটী, হ'লো মাটি, ক্রমে বক্র হয় দেখি॥
(দেখ দেখি) সাড়ে তিনটী হাত,
হচ্চে ক্রমে কাত,
উড়বে পাখি, দিয়ে ফাঁকি, বাজি ক'রে মাত;
হ'লো খাঁচা জীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন,
শব প্রায় হায় সব দেখি॥
ধন্য শিল্পকার, কর্'লে খাঁচার নটা দ্বার,
কলকৌশলেতে বানালে, গঠন পরিষ্কার;
পাদপদ্ম, নাভিপদ্ম, হৃদিপদ্মের নাই বাকি॥
এই খাঁচার যে কাণ্ড, কি জানবে পাষণ্ড,
খাঁচার ভিতর পরাৎপরের ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড;
এতে খুঁজে নিলে, সকল মেলে,
সহস্রদল নিরখি॥
তিনটী খাঁচার তার, বেড়া নব দ্বার,
হেলে দোলে, পল বিপলে, থাম্‌লে অন্ধকার;
কহে খগপতে, পাঁচ-ভূতেতে,
আছে ইথে ভাবচ কি॥

জঙ্গলা মূলতান—একতাল।
হরির লুটের গুণ জান না।
বেদেতে লেখেন বিধি,ভব ভয়ের ভয় থাকে না॥
থেকে যে সূতিকাগারে, যে শ্রীহরি স্মরণ করে,
ঝাল মসলা খেতে তারে, হরি ভক্তের মানা;
ভোগে না কোন পাপ, বেদনা শোক তাপ,
বালকে মারে লাফ, পোওয়াতির পোরে কামনা
পোওয়াতির কাঁচানাড়ী, বলে সকল আনাড়ী,
খরচ নয় অধিক কড়ি, সওয়া পাঁচটী আনা।
বালকে কোলে রেখে, পান্তা ভাত খাওগে সুখে,
নগরের ছেলে ডেকে,হরি নামের দেও ঘোষণা॥
পড়ে বিষম শঙ্কটে, যে মানে হরির লুটে,
সব বিপদ কেটে ওটে, জোটে সুমন্ত্রণা।
দেওয়ানি ফৌজদারি, অপবাদ জোয়াচুরি,
সব রক্ষা করেন হরি, হরিংবাড়ীর হরগংনা॥
রোগেতে জীর্ণ করে, কবিরাজ পলায় ডরে,
ডাক্তারে হেরে তারে, ভয়ে পাশ ঘেঁসে না।
শ্রীরূপদাসেতে ভণে, হরির লুট যদি মানে,
নাড়ী আসে স্বস্থানে, শমনে ছুঁতে পারে না॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—পোস্তা

আমারে ফ্রড ক'রে
কালিয়া ড্যাম তুই কোথা গেলি।
আই থ্যাম্ ফর ইউ ভেরি স্যরি,
গোল্ডন বডি হ'ল কালি॥
হো মাই ডিয়র ডিয়রেষ্ট, মধুপুর তুই গেলি কৃষ্ণ,
ও মাই ডিয়র হাউ টু রেষ্ট,
" হিয়ার ডিঃর বনমালী।
(শুন রে শ্যাম তোরে বলি)
পুওর কিরিচার মিল্ক-গেরেল,
তাদের ব্রেষ্টে মারিলি শেল,
নন্‌সেন্‌স তোর নাইকো আক্কেল,
ব্রিচ অফ্ কন্‌ট্র্যাক্ট করলি।
(ফিমেল গণে ফেল করলি)
লম্পট শঠের ফরচুন খুললো,
মথুরাতে কিং হলো, অঙ্গেলের প্রাণ নাশিল,
কুবুজার কুঁজ, পেলে ডালি।
(নিলে দাসীরে মহিষী বলি)
শ্রীনন্দের বয় ইয়ংল্যাড, কুরুকেড মাইণ্ড হার্ড,
কহে আর, সি, ডি, বার্ড, এ
পেলাকার্ড কৃষ্ণকেলি॥
(হাপ্ ইংলিশ হাপ বাঙ্গালী॥)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—পোস্তা।

লেট মি গো ওরে দ্বারি,
আই ভিজিট টু বংশীধারী।
এসেছি ব্রজ হ'তে, আমি ব্রজের ব্রজ নারী॥
বেগ ইউ ডোরকিপর লেট মি গেট,
আই ওয়াণ্ট সি ব্লক হেড,
ফার হুম আউয়ার রাধে ডেড,
আমি তারে সার্চ্চ করি।
শ্রীমতী রাধার কেনা সারভেণ্ট,
এই দেখ আছে দাস খত এগ্রীমেণ্ট,
এখনি করব প্রেজেণ্ট, ব্রজপুরে লব ধরি॥
(দাস খত দেখে ঘুচবে জারি)
মর‍্যাল ক্যারেক্‌টার শুন ওর,
বটরথিব ননী চোর, ব্ল্যাগার্ড রাখাল পুওর,
চোর মথুরার দণ্ডধারী॥
(রাখাল ভূপাল কপাল ভারি)
কহে আর, সি, ডি, বার্ড
কিং বেলাক নান্‌সেন্স ভেরি কনিং,
ফ্লুটেতে ক'রে সিং,
মজায়েছে রাই কিশোরী॥
(কুল নাশা, বাঁশী করে করি)॥

মঙ্গল—কাওয়ালী।

খগ-সম্পাতি, কশ্যপ নাতি।
খগ লীলা, জাতিমালা, কুলজি, নবপুথি॥
খগবর, শ্রীগরুড় কশ্যপ ঋষিনন্দন,
জটায়ু সম্পাতি, পক্ষি জাতিতে এরা ব্রাহ্মণ,
রাজহংস বংশাবলি সবে ক্ষত্রিয় রাজন্,
সারস বাবুই জাতি ব্যবসায়ী মহাজন্,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী শূদ্র, শুক শারী হীরামন;
কুলীন কায়স্থ পরহান্না, নীলকণ্ঠ আদি খঞ্জন,
আষ্ট ঘর সেন সিংহ কর, গৃহবাজ,
বাজবউরি বাঁশপাতি। (দে দত্ত দাস,
হয় পাতিহাঁস, ভীমরাজ কপোত কপোতী)
গলা ফোলা, মুক্ষি গোলা, জবর জঙ্গ,
পরপচ সক্কর খুরে,
পক্ষীর ওছা কাদাখোঁচা, কালপেঁচা বাহাদুরে,
পাখী আরগিন বঙ্গের কুলীন গুহ পদবী ধরে,
উত্তররাড়ী কায়স্থ, ছুরি মস্ত বুলি বার করে,
বারেন্দ্র ফরিয়াদি, বাদী পেলে ঘাল করে,
কোকিল বৈদ্য বুদ্ধি হদ্দ, ঠকায় কালো কাকেরে,
নবশাক চক্রবাক নব রঙ্গের নয়জাতি॥
(ময়রা মদনা চন্দনা কামার কুমার তিলি তাঁতি॥
(নাপিত নবশাক ধূর্ত্ত কাক জগতে আছে খ্যাতি)
শঙ্খচিল গোদাচিল, হাড়গিল বক বকী,
কাকাতুয়া টিয়া মোনিয়া ছত্রিশ বর্ণের পাখী,
করি উচ্চ নিজ পুচ্ছ নাচে আহিরী শিখী,
বেনেবৌ স্বর্ণবণিক্, পাপিয়া গন্ধবণিক্,
যোগী চাতক চাতকী,
উগ্র ক্ষত্রি দোয়েল ঘোড়েল, শাখারি চকাচকী,
ছুতর কেওর কাটঠোকরা,
বৈরাগি শকুনি মড়ার করে সংগতি॥

(পেরু মুরগী-গিরি, ও অনেকড়া বাগদি জাতি)
গৃধিনী পোদ হাঁড়ীচাচা ধাই,
পানকৌটী জেলেমালা, ফেঙে আর তাল চড়াই,
চামচিকে লাখে লাখে
ঝাঁকে ঝাঁকে দেখ্‌তে পাই,
কলুর ঘানির মত কল কল রব করিছে সবাই,
বুনো বাদুড় মেথর, এক তিল অবসর নাই,
টুনটুনি মহাজ্ঞানী, সকল পক্ষীদের গোঁসাই,
মস্ত[illegible]দি, তুলার গাদি, ডুমুর বৃক্ষে বসতি ॥
(মস্তবাবু বাস্তুঘুঘু চণ্ডাল কাল আকৃতি)
বিশ্বজয়ী পক্ষী বাবুই বিশ্বকর্ম্মা হইতে শ্রেষ্ঠ,
ফ্রেঞ্চ চীন লোকমান হাকিম হ'তে ইনি উৎকৃষ্ট,
চরাচর শিল্পকর, সকলে এর কনিষ্ঠ,
ইনি শিল্পবিদ্যাতে জয়ী জগতে,
সকলের হ'তে জ্যেষ্ঠ,
বিশেষে দেশ বিদেশে, বাবুই নাম আছে রাষ্ট্র,
ইঞ্জিনিয়রের বাদসা,
খাসা বাসা দেবলোকে বলে স্পষ্ট ;
[illegible]র বাবুই পৃথিবী জয়ী, পক্ষীর প্রজাপতি।
(নবাবী চাল, হাম্বেহান তালবৃক্ষে বসতি ॥)

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।
ওরে সামাল সামাল, বাস্তুঘুঘুর পাল,
বেরোল সাজিয়ে যেন পঙ্গপাল।
এরা কুহক মন্ত্র জানে, বশীকরণ গুণে,
লোকে টেনে এনে করে রে নাকাল ॥
খোসামোদি তোষামোদি আজ্ঞাকারী,
মধুর চাটুবাক্য বদনেতে পূরি,
বাবুতোষা পেসা, খাসা দোকানদারি,
ধোনে ভাঙ্গা রসিক চোঙা, ফক্কড় গিরি,
খেতে শুতে বসতে কুড়োয় কত গাল ;
ঘুঘু বাবুর নাম জগৎ রাষ্ট্র,
বাপান্ত পিতান্তে না হয় এদের কষ্ট,
কথায় কথায় লোকের করেন অনিষ্ট,
দেহটী বলিষ্ঠ বড়ই পাপিষ্ঠ,
গলা কাটে নোট কেটে, করে জাল ॥
এই ঘুঘু বাবু কৃপা করেন যাঁরে,
শনি গ্রহ তারে কি করিতে পারে,
গ্রহশান্তি যাগে শনি হতে তরে,
ঘুঘু বাবু সাক্ষাৎ মহাকাল ;
পূজা লন ঘুঘু ষোড়শ উপচারে,
ধুনার গন্ধে যেন মনসা নৃত্য করে,
এদের কুমন্ত্রণায় ভিটেয় ঘুঘু চরে,
ধন হরে, মান হরে করে নাজেহাল ॥
গৃহস্বামী যার আছেন বর্ত্তমান,
দূরে থেকে দেখে দেখে হোটে যান,
সুচারু গাছ গোরু, বালক যদি পান,
ছলে বলে ঠুকে বসেন তাল ;
প্রথম নাটক, সখের ভাল বাসা,
চরস তালের রস অবিদ্যার নেসা,
সুরার সলিলে ঢেলে সকল পয়সা,
খাসা বাসা কারাগারে হরে কাল ॥
ভূতে পেলে ছেলে রোজাতে ছাড়ায়,
মন্ত্র ঔষধিতে ঘুঘু না ডরায়,
যারে পায় তারে শেষ ক'রে যায়,
ঐশ্বর্য্য রাজ্য বেচায় হাট থাল ;
কবি কহে যার স্কন্ধে চাপে ঘুঘু,
দুঃখসিন্ধু মাঝে খায় হাবুডুবু,
ঘুঘুর মায়ায় কভু যেওনা বাবু,
শেষে হাপু গুন্‌বে বাপু,
তোরে প'ড়ে ছিঁড়ে যাবে ধৈর্য্য হ'ল ॥

সিন্ধু কাফি—যৎ।
ধন্য ধন্য কলিকাতা সহর।
স্বর্গের জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥
পশ্চিমে জাহ্নবীদেবী দক্ষিণে গঙ্গাসাগর ॥
(পূবে বাদাচিংড়ি হাটা পদ্মা নদী তদুত্তর)
হেষ্টীংস আলীজ বাগবাজার' এই আয়তন তার,
সরকিউলার রোড পোরামিটধার, চতুঃসীমাসার,
অতুল্য মর্ত্ত্য ভুবনে, বৈকুণ্ঠ যায় হার মেনে,
হেরে টেলিগ্রাপ, ব'লে বাপ,
লাজে লুকায় পুরন্দর ॥
(তারেতে তার, বর্ণ বিস্তার, ধন্য শিল্পী কারিকর)
তার হেরে তার দাগলো দিশে,
তারে তারে খবর এসে,
ছয় মাসের পথ এক দিবসে, মেলে তত্ত্ব অনায়াসে

ধন্য ডাক্তার ওসগনেসি,সকলকে করেছেন খুসী,
ব্রিটন দেশী গুণরাশি, সুখে বসি হউন অমর ॥
(রোগ শোক তাপ নাশি হউন সরল অন্তর)
স্বর্গধামে মন্দাকিনী, কলকাতাতে সুরধুনী,
নন্দনকানন ইডেংগার্ডেন সম নিছনি,
ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত, কলকাতাতে ফিটেন রথ,
পারিজাতকে করে মাং গোলাব সেঁউতি নাগেশ্বর
(ফুলের টবে ধাপে ধাপে
শোভা পায় সিঁড়ির উপর)
পরিষ্কার পথ নাইকো, ময়লা
সারি সারি, গ্যাসলাইট আলা,
চন্দ্র দেবের ষোল কলা হতে উজ্জ্বলা,—
শুক্ল পক্ষে উদেন শশী,
এর পক্ষপাত নাই কোন নিশি,
কৃষ্ণ পক্ষ শুক্ল পক্ষ উভয় পক্ষ নয় অন্তর ॥
(চাঁদেতে আর তাতে তুল্য
কল্লে ইংরাজ কারিকর)
করিয়ে বুদ্ধির কৌশল,পলতা হ'তে আনলে জল,
জলে শত সিংহের বল, লক্ষহাত প্রবল ;
ধন্য বৃটেন রাজধানী,
প্রজার ঘরে বাহিরে সুরধুনী,
অপঘাতে ম'লে প্রাণী ;
তাহার ভূত-যোনির নাহিক ডর ॥
(যাবে মনসুখে, স্বর্গলোকে, হইয়ে অমর নর)
আমরি কি পরিপাটী, বৃটেন রাণীর রাজবাটী,
আকৃতিটী বাটী পাঁচটী, ফলত একটী ;
প্যালেস অব গবর্ণমেণ্ট, শোভা জিনিয়ে বৈকুণ্ঠ,
গড়ের মাঠে মনুমেণ্ট,পেঁড়োর মন্দিরের ফাদর ॥
(আখাম্বা সাততালা লম্বা,
যেন জগদম্বার বাবার ঘর)
ইষ্টিম ভেসেল রেলওয়ে,
এই সকলের তেজ হেরিয়ে,
বেদ ব্রহ্মা ভোমা হ'য়ে গেলেন চাপিয়ে ;
অগ্নি জল আর পবনে,
যায় এক মাসের পথ একটী দিনে,
এক কোটী মন দ্রব্য টানে,
নাহি রাত্রি দিবা অবসর ॥
(রেলের বাঁশী, শুনে আসি,ঘোটে যত নারী নর)

লেস্লী সাহেবের বুদ্ধি নিজ,
হাবড়ার ঘাটে ফাষ্ট ব্রীজ,
শিল্পবিদ্যা জগৎ আরাধ্যা, হায় কি আজব বীজ ;
ত্রেতাতে ভেসেছে পাথর,
ইনি লোহা ভাসান জলের উপর,
মাঝে খুলিলে জাহাজ চলে,অর্দ্ধ ঘণ্টার ভিতর ॥
(রেল চলিবার হেতু, হুগলির সেতু,
জুবিলি ব্রীজ নামান্তর)
আমহউস অতিথিশালা,কত আছে যায় না বলা,
রাবণের চিতার মত খোলা, জ্বলে দুবেলা ;—
আহার প্রস্তুত পাকি কাঁচি,
যাহার যেরূপ হয় অভিরুচি,
পিষ্টক পায়স মাংস লুচি,ভারতাশ্রম ধর্ম্মের ঘর ॥
(ন্যাড়া নেড়ী, খালী বাড়ী কর্ত্তাভজা স্বতন্তর)
নিকাশ হচ্চে ময়লা জল,
করেছে প্রস্তুত ড্রেনেজ কল,
ধূলো থামে দিলে জল স্বতন্ত্র এক কল ;
অগ্নিদেব হলে প্রবল, নির্ব্বাণ করে দমকল,
গোরাদের চেহারা দেখে, ভয়ে পলায় বৈশ্বানর,
পাল্লে জল যোগাতে, সাধ্য মতে,
সাধ্য কি যে পোড়ে ঘর ॥
(মেসিনেতে দিলে দম, কোরে ঝম ঝম,
তেজে বেরোয় ওয়াটর)
সকল প্রস্তুত কলিকাতাতে,
এমন নাই এ ভূ-ভারতে,
এক লামাটিনের ফণ্ড হ'তে তরে জগতে,
অনাথমন্দির ঔষধালয়,জেলে জেলে অন্নবিলায়,
ঐ ফণ্ডের ধন, কারাগার হয় মোচন,
ইন্‌সল্‌ভেণ্ট পায় নর ॥
(অন্ধ খঞ্জে, টালিগঞ্জে,
টিকিট পায় বৎসর বৎসর)
সতীর কনিষ্ঠ অঙ্গুলী,
কলিকাতাতে আছেন কালী মা,
কালী কলিকাতাওয়ালী সর্ব্বমঙ্গলী ;
শ্যামা মায়ের কি বৈভব, প্রত্যহ হয় উৎসব,
ঈশানেতে কালভৈরব শ্রীপ্রভু নকুলেশ্বর ॥
(কালী ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য দেবগণের অগোচর)
বারমাস নিশি দিবা, হ'চেছ অতিথি সেবা,

প্রতি ঘরে দেব-সেবা, দেবী আর দেবা ;
বাগবাজারের মদনমোহন, ভক্তগণের জীবন ধন,
উত্তরে গুপ্ত বৃন্দাবন,
খড়দহে শ্যামসুন্দর। (নিত্যানন্দ সুত,
বীরভদ্র সেবিত, তরাতে ভবেরি নর)
বাগবাজার কুলিবাজার,বাজারে বাজারে একাকার,
এত বাজার দোকানদার,
কোন রাজ্যে নাই ক আর,
পাহারাওয়ালা গলি গলি,
হাতে লয়ে পুলিশ ঝুলি,
দেখিলে মাতাল মাতোয়ালা,
ঠেলে ঢুকায় গারদ ঘর ॥
(উত্তম মধ্যম অধম দিয়ে করে বহু সমাদর)
পাটের কল, আর ময়দার কল,
রেড়ির কল, কাপড়ের কল, সুরকির কল ;
জলতোলা কল, খোয়াভাঙ্গা কল,
কলাকৃতি ঐরাবত, করে এক দিবসে সোজা পথ,
কলের খুরে দণ্ডবৎ জুড়ে গেল গ্রাম নগর ॥
(আনাচে কানাচে কল
পেতেছে দাস দাসী মেলা দুষ্কর)
সেরে দিলে কলে কলে,
এর পর কলেতে বানাবে ছেলে,
পুত্রহীন মহীমণ্ডলে থাকবে না মূলে,
ম'লে করবে বিষয় ভোগ,
পিণ্ড পাবার এই সুযোগ,
পুত্রহীন মহারোগ হতে হবে অবসর ॥
(একটা ম'লে কল চালালে,
দশটা পাবে কি বৎসর)
কলিকাতার কি নিছনি, বর্ণিতে অসক্ত বাণী,
আর চলে না লিখনি সংক্ষেপে ভণি,
কত রোড কত গলি, সাধ্য কি যে তাহা বলি,
ইচ্ছা করে ছবি তুলি, হয়ে উঠা সে দুষ্কর ॥
(অল্পে স্বল্পে ন্যূন কল্পে ভণে দীন খগবর)॥

মিশ্র সিন্ধু—ঠুংরি।

আমরি কি নাকাল, কন্যার বিবাহ কাল,
আজ কাল হচ্ছে বঙ্গ দেশেতে।
মাতৃদায় পিতৃদায় এর আগে লাগে কোথায়,
ভিটে মাটী চাটী হয় বিয়ের ব্যয়েতে ॥
(কত শত মানীর হতেছে মান হানি,
ছাই চাপা পড়ে গেছে মানের মূলেতে)
বল্লালি বাঁধা কুল, প্রায় হ'ল নির্ম্মূল,
বিশ্ব বিদ্যালয় স্কুল, সুরু যে হতে।
এন্‌ট্রান্স্ এক পেশে, এলে দো পেশে,
বিয়ে তেপেশে মান্য ভারতে।
বল্লভি সর্ব্বানন্দ, ফুলে খড়দহ,
হয় না সন্ধ, পাশকরা ছেলে পসন্দ,
সকল মেলেতে।
কন্যা দিতে হন ব্যস্ত অর্থ নাই শূন্য হস্ত,
হইয়ে ঋণগ্রস্ত পড়েন দায়েতে ॥
বারেন্দ্র বৈদিক, সকলের ততোধিক
কি আর কব অধিক নারি বর্ণিতে।
সম্বন্ধ না হতে' বরের মুরুব্বিতে,
লম্বা ফর্দ্দ দেন হাতে নবাবী মতে।
বাইশ পোঁচ কালা কাফ্রি, পাশ করার
বিষম জারি, পাত্রী খোঁজেন সুশ্রী,
কিন্নরী হ'তে ॥
পাকা বাড়ী মার্ব্বেল ম্যাজ,
দরয়ানের রূপার ব্যাজ,
হীরের আংটি সোণার ল্যাজ, ঝুলবে পশ্চাতে।
ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র জাতির ছিল না কো এ পদ্ধতি,
সর্ব্ব বর্ণে হয় সম্প্রীতি, দেশের রীতিতে।
জন্মে পাশ করা নয়, বওয়াটে ফেল বয়,
বরের বাবা মিথ্যা কয় ধন লোভেতে ॥
দাতব্য পাঠশালে, চিরকাল পড়ে ছেলে,
বিয়ের সম্বন্ধ এলে দেন স্কুলেতে।
বিবাহে মেরে মারে মাল,
ওমনি গুটিয়ে নেয় জাল,
যে রাখাল সেই রাখাল পাঁচনী হাতে ॥
চার পেশের কর্ত্তাপক্ষ, ঠিক যেন সর্ব্বভক্ষ,
যার ছেলে গণ্ড মূর্খ, সে মরে দুঃখেতে।
ছেলে হলে গুণবন্ত, এক রাত্রে হতাম ভাগ্যবন্ত,
পোড়া কপালী ভ্যাড়াকান্ত, ধল্লে গর্ব্বেতে ॥
অলঙ্কার চায় না ইদানী,
কোম্পানির কাগজ রেডিমনি,

বাড়ার পাট্টা সোণার গিনি, চায় হাতে হাতে।
মেয়ের বেলা বেল তলা,
নিমতলা ছাদ খোলা, মরা দুগাছা সোণার বালা,
ছাচলা তলাতে॥
উচ্চ শিক্ষার প্রভাবে দেশের উন্নতি হবে,
সামাজিক কুক্রিয়া যাবে, বিদ্যা জ্যোতিতে।
হিতে হল বিপরীত, পাশ করায় বাড়ায় কুরীত,
এ শিক্ষাকার মনোনীত হয় অনিষ্ট যাতে॥
সভ্য ভব্য গুণবন্ত, সকলে কর সিদ্ধান্ত
যাতে হয় এ বিষয় ক্ষান্ত চূড়ান্ত মতে।
বিয়ে কর্ত্তে টাকা চায়, ছি ছি মরে যাই লজ্জায়,
আর্য্যের কলঙ্ক রটায় আর্য্যাবর্ত্তবাসীতে॥
খগপতির এই মিনতি, যার যেরূপ হয় সঙ্গতি,
দেওয়া লওয়া সেই পদ্ধতি হোক ধর্ম্মমতে।
বিবাহের ঘোর বিপদ, হায়রে কি হাস্যাস্পদ,
মনুষ্য কি চতুষ্পদ হ'ল ভারতে॥

বাহার খাম্বাজ—একতালা।
ধন হীনে ত্রিভুবনে মান্য কে করে।
ক্ষুদ্র লোকে হয় রুদ্র ধন-অহঙ্কারে॥
চর্ম্ম কর্ম্ম করা মুচি, টাকার গুণে হয় সে শুচি,
তার ঘরেতে মোণ্ডা লুচি, ব্রাহ্মণে মারে।
নাই ব্যবসাতে দোষ, দিয়ে সাহস,
এক শ্লোক ঝাড়েন পরে।
ধনং উপার্জ্জনং জঘন্যং ন দোষঃ ন দোষী নরে॥
কড়ি থাকলে বুড়োর বিয়ে,
নির্ধনী যুবা বসিয়ে, থাকেন হাঁ করে,
আইবুড়ো হয়ে চেয়ে খেয়ে পথে যান মরে।
তিথির দোষে শেষে তারে মহাপাপ ঘেরে॥
পুত্র হয় না, পিণ্ড পায় না,
আবাগের বেটা নাম ধরে॥
জগতে মান্য টাকা, টাকায় সারে হ্যাকা ভ্যাকা,
সদ্য মেজাজ হয় বাঁকা, ফুলিয়ে যান ছাতি।
টাকার জোরে ভেকে মারে হাতীকে লাথি।
থাকলে পাতি সঙ্গতি খোঁড়া ঢোঁড়া ফোঁস করে॥
পতির না থাকলে সঙ্গতি, সাধ্বী সতী রসবতী,
সে বিরক্ত হয়ে অতি শয্যা ত্যাগ করে।
ছলে আগুন, চাইলে দ্বিগুণ তিরস্কার করে।
ফুড়ুক্, ফুড়ুক, টান্‌ছ গুড়ুক্,
উপায় কর্ত্তে যম ধরে॥
ব্যাধি গ্রস্তের থাক্‌লে রেস্ত,
তার নারী হ'য়ে শশব্যস্ত, ইচ্ছামত কর্ত্তে
সুস্থ বিবিধ মতে।
বলে এসো জল খেতে ব'স, কাজ কি দেরিতে।
দিয়ে আদার কুচি খাও গো লুচি,
মিশ্রি দেও দুধের সরে॥

দেশ—যৎ।
আর্য্য জাতির উন্নতি আর দেখিনে।
(এক্ষণে) কারে বলি, ঘোর কলি,
হলোরে এতদিনে॥
(নব্যদলে, বাহুবলে অখ্যাতি নিলে কিনে।)
সভাতে বক্তৃতা কেবল, কিছু হয় না ফলাফল,
যত নব্য বাবুর দল, খোসবাসী খাস-বাগানে॥
হাত পা নাড়ে, বচন ঝাড়ে,
কথাটী কয় রগ টেনে।
কখন বক্তৃতার বেগে, গলদ্‌ঘর্ম্ম উঠেন রেগে,
বৃথা গর্জ্জন প্রভাত মেঘে, বর্ষা ভরসা বিহীনে॥
পীড়া হ'লে বাড়াবাড়ি,
দেবোদ্দেশে রাখ্‌তো দাড়ি,
এখন দাড়ির ছড়াছড়ি, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালপুর;
গালপাট্টা নাই, চিনে কি মালাই,
মধ্যে চৈতন ফুরফুর।
কারো দাড়ি লম্বমান, কারো দাড়ি ঠিক সয়তান্,
কেউ সেজেছে জাম্বুবান, হিন্দু পাঠান কে চেনে॥
হ'লে লোকের চাল্লিশে,
চশমা ব্যবহার করতো শেষে,
বার কি তের প্রবেশে,
নাকের ডগায় চশমা লয়;
যাদের গলায় অম্বল বেধে দিলে দম্বল হয়
দুধের বালক কচি ছেলে,
চশমা ছাড়া নাহি চলে,
সুধালে সর্ট-সাইট বলে,
হেঁই মা রাধে বাঁচিনে॥
আর্য্য বিদ্যা অধ্যয়ন, করে না আর কোন জন,
এখন স্কুলে গমন, কেবল অর্থের প্রয়োজন;

একপেশে, দোপেশে,তেপেশের তো নাই কথন।
মুরুব্বী যার আছে পোক্ত,
স্কুল ত্যাগ করেই দাসত্ব,
মুরুব্বী হীন কাঁঠাল আমসত্ব,মরেনআহারবিহীনে
ধুতী চাদর, নাইকো আদর,
কাটা পোষাক ষর ষর, সামনে গোটা,
পেছুন ছাটা মাথার চুলের টেশুঁ ভাব।
পথে চলে ট'লে ট,লে কুঠপাথে হয় পদ্মলাভ।
পুলিশ পাহারাওয়ালার ঝোলা,
হয় বাবুদের চতুর্দ্দোলা,
মধ্যে মধ্যে ডাণ্ডার ঠেলা,এই সুকর্ম্মের দক্ষিণে॥
ইংরাজী পড়ে পাত দুচার,
ধরাটা দেখেন সরার আকার,
মদ গর্ব্ব অহঙ্কার, জীবে ভাবেন তৃণবৎ।
দেখলে অভীষ্ট, হন রুষ্ট, করেনাকো দণ্ডবৎ।
কেবল বুঝেন আপ্ত সুখ, পর দুঃখে নাহি দুখ,
হেরেন না জননীর মুখ, শয্যাগুরুর বারণে॥
আর নাই আর্য্যদের কাল,
এখন কার ইংরাজী চাল,
মহামান্য মদমাতাল, বাবু বল্লে হয় গাল।
স্যার,স্কোয়ার না বল্লে পর অম্নি করেন চক্ষু লাল॥
খোঁজেন না আর চটী ঠৈটী,
চাই ভেড়াটী ঘোড়াটি, ঘরে মজুত মদের ভাটি,
খুচরা খরচা কে কেনে॥
(বলেন) ইয়ং বেঙ্গল সভ্য ভবা,
সাবেক হিন্দু সব অসভ্য,পড়েন কাশী রামদাস।
এলে, বি এ, এম, এ,
এরা সাত জন্মে করে না পাশ।
লেখা পড়া যক্ গোল্লায়,
যদি ডিনার পার্টিতে যায়, তথাচ শরীরে বল পায়,
তবে দশ জন ইংরাজে চেনে॥
ঐ যে রামায়ণ ভাগবত,সুপথ থেকে নেযায় কুপথ,
হায় কি বিশ্রী মত, ক'রে গেছেন বেদব্যাস।
এরা মাইকেল মধুর, দীনবন্ধুর,
বুঝে নাকো ব্ল্যাঙ্ক ভার্স।
খগ কহে একি বিপদ,
ধর্ম্ম কর্ম্ম হলো রদ, গোডিম্ ফুঠেই খোঁজেন মদ,
যান সদ্য শমনভবনে॥

সিন্ধুখাম্বাজ—একতালা।
আপন দোষে, যাচ্চে টেঁসে ভারতী।
(প্রাতে) ঝুঁরো লুসে যায় আপিসে,
দাসত্বের এই দুর্গতি॥
প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত হলে,
আহার হয় মধ্যাহ্ন কালে,
থাকে সুস্থ শরীর শাস্ত্রে বলে,
আর্য্যের ছিল এই নীতি॥
ইউরোপে সায়ং প্রাতে, বরফ জল থাকে পথে,
হয় দশটা পাঁচটায় আফিস সারতে
শীতল দেশের এই রীতি॥
ভারতবাসীর পূর্ব্বাপরে, প্রাতে বিষয় কর্ম্ম সেরে,
মধ্যাহ্নে আহারের পরে, বিশ্রাম করার পদ্ধতি॥
রাত্রের আহার হয় না জীর্ণ,
প্রাতে উঠে ভুঞ্জে অন্ন,
পেট আঁটে অতি জঘন্য,
পাক যন্ত্র হয় বিকৃতি॥
কেহ এঁটে প্যানটুলন কোট,
বলে দশটা বাজ্‌বে ত্বরায় ছোট,
হাজিরে বইয়ে করবে নোট,
অ্যাব-সেণ্টটা সম্প্রতি॥
দাসত্ব করা কি অধর্ম্ম,হয় না দেহের ধর্ম্ম কর্ম্ম,
জানতে গেলে শ্বেতচর্ম্ম, ধনঞ্জয় দেয় বিলাতি॥
দৈবে একদিন কামাই হলে,
ড্যাম রাস্কেল কুলি ব'লে,
বেগে বেগে বাহু তুলে,ঘুসিয়ে ভেঙ্গে দেয় ছাতি॥
ইংরেজ লোকের আফিসে ভাই,
মলিন বসন পরবার যো নাই,
কোট প্যানটুলন বুট পায়ে চাই,
চলে না সাদা ধুতি॥
হোটেলেতে খান খানা,
বেরিয়ে পড়ে সে সব দেনা,
পুঁজির মধ্যে গাড়ী খানা,
লণ্ঠনের টোটা বাতি॥
বেতন অল্প আর নাই উপায়,
পোষাকে সর্ব্বস্ব যায়,
দেনার জ্বালায় ভুগ্‌তে হয়,
কাঁদে সন্তান সন্ততি॥

বিদেশীর দেখে শিখে চাল,
চাল বাড়ালে ইয়ং বেঙ্গল,
পানীয় দোষে চক্ষু লাল,
কালস্য কুটিলা গতি॥
পিলে যকৃৎ অগ্নিমাস, কারো হচ্চে যক্ষাকাশ,
মূত্রকৃচ্ছ্র দমা-শ্বাস, কচ্চে ক্ষয় আর্য্যজাতি।
অত্যাচারে জন্মে রোগ, ভুগ্‌তে হয় কর্ম্ম ভোগ,
ডাক্তারের বড় সুযোগ, রোগীর থাক্‌লে সঙ্গতি॥
যদি বৈদ্যেতে চিকিৎসা করে, অল্পব্যয়ে রোগ সারে,
সার্টিফিকেট না পেলে পরে,
ফর্‌ফিট হয় বেতন পাতি॥
বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, অনেক ইহার পাবে সাক্ষী,
ছিল পালচৌধুরী দুলাল দুঃখী,
হ'ল বিশ ক্রোর পতি॥
কহে কবি খগদাস, কেন হও ভাই পরের দাস,
কৃষি রেখে কর চাস, দ্বারেতে বাঁধবে হাতী॥

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা।
আর্য্য জাতি, সুনীতি, বোঝেনা হায়।
পাশ্চাত্য শিক্ষার দীক্ষার দোষে,
অবিদ্যা শিখায়॥
আর্য্যকুল করিতে নির্ম্মূল, বেথুন করেছেন ইস্কুল
শিক্ষার দোষে বালিকারকুল, সমূলে নির্ম্মূল প্রায়॥
করিয়ে বিদ্যা অভ্যাস,
কেহ কর্‌চে চারটে পাশ,
গৃহস্থের হয় সর্ব্বনাশ,
(যেন) কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরায়।
বিয়ে হয় পাশের জোরে, পড়েন যদি ধনীর ঘরে,
মিলে যায় ধারে ধারে,
রন্ধনশালার দায় এড়ায়॥
কেতাব পড়া উল বোনা,
সময় থাকুলে বাজায় পেয়ানা,
দশটার সময় হাজরে খানা,
টিফিন হয় দুটো বেলায়।
শতরঞ্চি মাদুর আদি,
এ সব ব্যাভার করে যদি,
চাই ইস্প্রিং কোসেন কৌচ গদি,
বাঁদী চাই পদ-সেবায়॥
সাধারণ গৃহস্থ ঘরে,
পাশ করা মেয়ে এলে পরে, গৃহলক্ষ্মী পলায় ডরে
অলক্ষ্মী মেয়ের শিক্ষায়।
শাশুড়ি যদি হয় বুড়ী,
দেখে হেসে মরে ছুঁড়ী,
ছোঁয়না বাসন হাতা বেড়ী,
ফি ঘড়ী তেড়ী ফেরায়॥
গিন্নী ডাকেন আদর ক'রে, বৌমা এস রান্নাঘরে,
বৌ বলে কাজ নাই পতিরে,
বাপের ঘরে যেতে চায়।
রং ময়লা কি কর্‌বি গিন্নী,
ওমা আগুন তাতে আমরা যাইনি,
পাক ক'রিনে উল বুনি,
বডি আঁটা জুতো পায়॥
অফিস হ'তে এলে পতি,
দেখে বিরক্ত হ'য়ে অতি,
তোমাদের অসভ্য নীতি,
বৌ থাকে শাশুড়ীর সেবায়।
এ যে নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরি,
স্বাধীনতার আদর ভারি,
এই দণ্ডে বিবাহ কেন্সেল করি,
যাই চলে নিজ স্বেচ্ছায়॥
তোমরা নিউস পেপার পড় নাই,
পতির ত্যাগ কল্লে রুকুমা বাই,
নূতন আইন হবে তাই।
গোল বেধেছে ইণ্ডিয়ায়।
ছলনা করে ননসেন্স থিফ,
কোরেচ ফল্‌স কোর্টসিফ,
দাওনা খেতে মটন বীফ,
ডাল চাল জঞ্জাল কেবা খায়॥
কি সাধ্য বদ্ধ কর দেখি,
এই দণ্ডে ফ্রেণ্ডকে পত্র লিখি,
চলে যাব চেপে পালকি,
কার সাধ্য আমায় ফেরায়।
বিবাহ করবো না, থাকব ফ্রি,
ক'রবো মিডওয়াইফগিরি,
ডফরিণ স্কুলে শিখব ডাক্তারি,
প্রাকটিস করবো সব পাড়ায়॥

ছোঁড়া শুনে ভাবে গ'লে,
ধরে প্রিয়ার পদতলে,
মা বাপ ত্যাগ করচি বলে,
নয়ন জলে ভেসে যায়।
পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে,
ঘোমটা দেয় না মাথায় টেনে,
চিঠি লিখে লোক আনে, মানে না গুরুজনায়॥
চোর মজায় সাত ঘর নিয়ে,
এরা ডেকে এনে পাড়ার মেয়ে,
বিদ্যা শিক্ষার ভাণ করিয়ে,
বালার পরকালটা খায়॥
স্বাধীন রমণীর পেয়ে অর্ডর,
মজুমদার কোম্পানি টেলর,
অবলা আবরণ বেচ্চে বিস্তর,
কি ঢংটা ঘোমটার, ছটা তায়॥
খালি সাটি পরার রেওয়াজ নাই,
আং জামা আর ওড়না চাই,
দেখে তক্কা নামার বাই,
লজ্জা পেয়ে মুখ লুকায়।
কহে কবি খগমণি স্বাধীন রমণী ইদানী,
ঘর ভাঙ্গানি, দেশঢলানী পতিকে বাঁদর নাচায়॥

সিন্ধু কাফি—একতালা।

গুলি হাড় কালি, মা কালীর মত রং।
টান্‌লে ছিটে বেচায় ভিটে,
বানায় চেন চুঁচড়োর সং॥
থেলো হুকো কল্‌কে ভাঙ্গা,
পাঁচ পো লম্বা বাঁশের চোঙ্গা,
কলসীর কানায় হুকোর সেঙ্গা,
মরি কি বৈঠকের ঢং॥
হাত পা সরু পেট্‌টা ফোলে,
কালি পড়ে, ঠোঁটের তলে,
ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পথে চলে,
বাতকলে জবড় জং।
মুখে মারে মালশাট, অর্থাভাবে মুড়ীর চাট,
নানা ভঙ্গি ঠমক্ ঠাট, কথায় কথায় রেগে টং॥
এই নেশাটী সর্ব্বনেশে, ছিল ইহা চীন দেশে,
চণ্ডু গুলির বড় পিসে, অম্বস্থান এদের হং কং॥
খগবরেতে বর্ণয়ে, নেশায় আত্ম বিস্মরিয়ে,
স্বপ্ন দেখেন চেটায় শুয়ে
সাজাদার সোনার পালং॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

পড়েছি বিপদে, শুনগো যশোদে,
তোর কালাচাঁদের লাগিয়ে।
ননি নাহি চায়, ভাণ্ড ভেঙ্গে খায়,
বলিলে পলায় ধেয়ে ধেয়ে॥
ননি সর ল'য়ে সাধা সাধি করি,
খাবনা বলিয়ে যায় ফিরি ফিরি,
মোরা অন্য মনে গৃহকর্ম্ম করি,
পুন ফিরি এসে লুকায়ে।
যত পারে খায়, মর্কটে বিলায়,
শেষে ভাণ্ড ফেলে ভাঙ্গিয়ে॥
দোহন না হ'তে ছাড়য়ে বাছুরি,
বাথানেতে করে গণ্ডগোল ভারি,
ইচ্ছা হয় ধরি, আমরা নারী নারি,
বাজায়ে বাঁশরী, দাঁড়ায় বাঁকা হ'য়ে॥
সম বয়েসের বালক সঙ্গে,
কভু গৃহে পশি বিবিধ রঙ্গে,
লম্ফ দিয়ে উঠে শয়ন-পালঙ্কে,
কোন শঙ্কা ভয় করে না॥
দুগ্ধ সমুদয়, করে অপচয়,
বারণ করিলে শুনে না।
উচ্চে দুগ্ধ রাখি শিকার উপরে,
পুঙ্খে পুঙ্খে খুঁজে সন্ধান ক'রে,
নল শর দিয়ে ভাণ্ড ছিদ্র করে,
ফেলে গৃহ পরে দেয়গো ভাসায়ে।
আমরা তো ব্রজে আছি এত কাল,
ওমা দেখি নাই আর এমত ছাওয়াল,
গোপালের লাগি হলেম নাজেহাল,
একি গো জঞ্জাল কবো কারে।
যুড়ি যুগল পাণি, তবু নীল মণি,
রমণী বলিয়ে ক্ষমা নাহি করে॥
বাঁকা ভঙ্গিভাবে সব ভুলে যাই,
আদরেতে ডাকি রে কাল কানাই,

কালো বল্লে আর রাগের সীমা নাই,
পাড়ে গালি মুখ খুলি, সম্পর্ক ছাড়িয়ে॥
গোপালের দায় ঘর করা দায়,
নন্দের প্রমদা রাখ এই দায়,
এত কষ্ট পেয়ে এলাম হেথায়,
তোমার নিকটে জানাতে।
ইহার প্রতিকার, কর এই বার,
ভার দিলাম তব করেতে।
কহে খগমণি, শুন বরজিনী,
গোলোক ত্যেজে ব্রজে এলেন চিন্তামণি,
গোপলীলা খেলা করিতে আপনি,
এ লীলা তাঁহার ব্রহ্মার অগোচর,
ব্রহ্ম সম্মোহন গাথাতে লিখয়ে॥

পরজ বাহার—কাওয়ালী।
ফিরে আয় কানাই ভাই, চল রে গৃহে যাই।
তোমা বিনে হ্রদপানে চেয়ে নব লক্ষ গাই॥
তুমি রহিলে এজলে, কি ক'রে যাব গোকুলে,
বল রে জীবন কানাই।
যশোমতি জিজ্ঞাসিলে, বুঝাব তাঁরে কি ব'লে.
শ্রীদাম সুদাম, সবাই এলি, ত্রিভঙ্গ শ্যাম সঙ্গে নাই
মোরা ক'রে জলপান, আগে ত্যজেছিলাম প্রাণ,
তুমি দিলে জীবন দান, বাঁকা ত্রিভঙ্গ।
তুমি রহিলে জীবনে, জীবন রাখি কেমনে,
দহিছে অঙ্গ।
ওরে কৃষ্ণ গোষ্ঠেতে আজ,
এসেন নাই দাদা বলাই।
কে আর ফিরাবে ধেনু, কে আর বাজাবে বেণু,
কে আর যুড়াবে তনু, দিয়ে মিষ্ট ফল।
মুনি রমণীর অন্ন কে করাইবে ভোজন,
বল রে কৃষ্ণ বল॥
না পেলে ক্ষিদে,
সেধে সেধে কে খেতে দিবে সদাই॥
বনফল হ'লে মিষ্ট, খেতে খেতে দিই উচ্ছিষ্ট,
তাইতে বুঝি রেগে কৃষ্ণ, ডুবিলি হ্রদে।
আমরা রে অবোধ গোয়ালা,
না জেনে তোর লীলা খেলা,
পড়লাম বিষম বিপদে॥

কহে খগমণি, দমন হলে ফণি,
ফিরে আসিবে কানাই॥

ললিত—একতালা।
বিনোদ বিনোদ বিনোদ সাজে।
বিহরে ব্রজমাঝে রে॥
কত বিনোদিনী, হেরে সে নিছনি
ত্যজে কুলশীল লাজে রে॥
নখচন্দ্র হেরে গগনচন্দ্র চমকি লাজে লুকায়রে।
(অমানিশি শশী)
বিনোদ শ্রীপদে বিনোদ নূপুর,
দূর হ'তে শুনি ধ্বনি সুমধুর,
কটিতে কিঙ্কিনী, মণিশ্রেণী জিনি,
রুণু রুণু রবে বাজে রে॥
পরিধান তাঁর, বিনোদ পীতাম্বর,
বিনোদ পীত ধটী কটি আঁটিবার,
বিনোদ কণ্ঠে লুণ্ঠে, বিনোদ হার,
জড়িত রতন কাজে রে।
(করেতে বলয়, মণি মুক্তাময়,
কি সেজেছে রাখাল রাজে রে)॥
বিনোদ বরণ যিনি নবঘন,
কোটীচন্দ্র জিনি শোভা চন্দ্রানন,
সর্ব্বাঙ্গে চর্চ্চিত অগুরু চন্দন,
নাসায় গজমতি সাজে রে।
(কর্ণেতে কুণ্ডল, করে ঝলমল,
আবৃত কুন্তল মাঝেরে॥)
কিবা বিনোদ বিনোদ মোহন চূড়া,
বিনোদ বিনোদ গুঞ্জমালা বেড়া,
বিনোদ ভাবেতে, বামেতে টেড়া,
নেহারে চরণ-সরোজে রে।
(চূড়া বাঁকা, তায় ময়ূর পাখা,
কি সেজেছে বঙ্ক-রাজে রে)॥
বিনোদ অধরে বিনোদ মুরলী,
ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগ তুলি,
একুশ মূর্চ্ছনা সপ্ত সুরে খুলি,
রাধা রাধা বলি বাজে রে।
(শ্যামনীরদে, বিজ'র শ্রীরাধে,
কহে দীন খগরাজে রে॥)

সিন্ধু—জলদ্ তেতালা।

জলে জলে প্রাণ জ্বলে, শীতল যমুনাজলে।
হরিদাস, পীতবাস, অপ্রকাশ্য কোথা হলে॥
অবলা সরলা বালা, বুঝিতে নারি তব ছলা,
না জেনে ত্রিভঙ্গকালা, দুকুল রাখিলাম কূলে।
ননীচোর তব গুণ, প্রকাশ্য এ ত্রিভুবন,
গোপনে হরি বসন লুকালে কদম্ব-তলে॥
ক্ষমা কর হে কেশব, বিবসনা গোপী সব,
যাবে কুলের গৌরব, লোকে জানিলে।
নারী করি বিড়ম্বনা, কি সুখ হবে বলনা,
ঘরে পরেতে গঞ্জনা, কেলে সোণা দিলে দিলে॥
(ওহে) বারিদ-বরণ হরি, গভীর যমুনাবারি,
শীতে হরি কেঁপে মরি, রমণীকুলে।
রঙ্গ তেজ হে ত্রিভঙ্গ, ক্রমে উঠিছে তরঙ্গ,
ভয়েতে কম্পিত অঙ্গ, আতঙ্ক হ'লো অনিলে॥
ব্রজে হবে অপবাদ, জাননা কি কালাচাঁদ,
বৃথা কেন সাধ বাদ গোপিকাকুলে।
অপমানে প্রাণে মরি, আমরা নারী সইতে নারি,
দেহ পরিহরি হরি, ডুবে মরিব সলিলে॥
কহে দীন খগবর, তীরে গোপীকা উত্তর,
সূর্য্যেরে প্রণতি কর, দ্বি বাহু তুলে।
জলকেলি সমাপন হোলে পাইবে বসন,
হ'য়োনাকো উচাটন গোপিনীগণ সকলে॥

—

খাম্বাজ—একতালা।

সই, ঐ নীপমূলে। ত্রিভঙ্গ ঠামে বামে
হেলে, অধরে মুরলী, উচ্চ রব তুলি,
শ্রীরাধে জয়রাধে, রাধে রাধে বলে॥
সপ্ত সুরে যোগ করি, তিন গ্রাম একুশ মূর্চ্ছনা
অতি অনুপম, ছয় রাগে বেগে নব ঘন শ্যাম,
রাগিনী সহিত লয়ে তালে তালে॥
এ রবে কি রবে বরজিনী সবে, কেশবের
জ্বালা কে সবে কেসবে, যায় যাক্
কুল শীল যাবে যাবে, হেরিব মাধবে
জল ছলা ছলে॥
কি ক্ষণে সে ধনে হেরেছি নয়নে,
আর আঁখি সখি, ফিরাতে পারি নে,
হৃদি-মাঝে শ্যাম পসিল গোপনে, অন্তর বাহির,
তিমির নাশিলে। করি অনুরাগ, দীন খগ কয়,
কষ্ট-নষ্ট-কারী কৃষ্ণ দয়াময়।
সর্ব্বত্রে তাহার আবির্ভাব হয়,
ভূতলে কি জলে অনলে অনিলে॥

—

মিশ্র সুরট—কাওয়ালী।

সই, হের নব-জলধর-বরণে।
কটি-তটে পীতাম্বর কিবা শোভাকর
মনোহর মুরহর বংশীবদনে॥
চরণ অরুণ কর, নখরেতে নিশাকর,
মনোহর শোভাকর জানু করি-কর জিনে,
চূড়া টেরা মনোহর, তাহে বেড়া গুঞ্জহার,
পক্ক বিম্ব ওষ্ঠাধর, সুধাক্ষরে বচনে॥
শ্রীনন্দের কুমার পুতনা নিধন কর, ননিচোর
বৃন্দা বিপিনে, নট শঠ নাগর ব্রজবধূ
মনচোর স্মরশর নয়ন সন্ধানে।
ভণে দীন খগবর, সযতনে ধ্যানে ধর,
শ্যামল সুন্দর ধনে।
যাবে যদি ভব পার, ভাব ভবকর্ণ-ধার,
রে মূঢ় মন আমার, হৃদি-পদ্মাসনে॥

———

দেশ-যৎ।

হের হের নব জলধর-কায়। (ঐ সই)
ধরাতে ধরেনা রূপ, নয়নে কি ধরা যায়॥ (যুগল)
জিনি রক্ত কোকনদ, শোভিত তাঁর শ্রীপদ,
পদোপরে দিয়ে পদ, দাঁড়ায়ে কদমতলায়।
পাইলে যুগলপদ,
ভবেরে ভাবি গোষ্পদ, তুচ্ছ হয় ব্রহ্মপদ,
ও শ্রীপদ যেবা পায়॥
রম্ভা তরু উরু দুটি, কেশরী জিনিয়ে কটি,
পরিপাটি পীতধটী, আঁটি সাঁটি বাঁধা তায়।
কক্ষেতে পাঁচনী লাঠি, বক্ষে লেপা গোপীমাটি,
হেরিয়ে সে ভঙ্গি দিঠি, কোটীচন্দ্র লাজে ধায়॥
দিনকর জিনি কর, নখরেতে নিশাকর,
কণ্ঠে লুণ্ঠে মণিহার, নাসা তিল ফুল প্রায়।
পক্ক বিম্ব ওষ্ঠাধর, অধরে মুরলীধর,
সপ্ত সুরে নিরন্তর, রাধা রাধা গুণ গায়॥

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে, শিরে চূড়া টেড়া বামে,
বিহরই ব্রজধামে, রাধাপ্রেমে শ্যামরায়।
খগ অনুরাগ ক্রমে, হৃদয় নিকুঞ্জ ধামে,
রাইকে রাখি শ্যামের বামে, অন্তিমে দেখিতে চায়॥

ইমন-ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ভব-পার কর্ণধার, তুমি ত আপনি॥
যমুনায় কাণ্ডারী, হরি হইয় ক্ষেপণী॥
এ যমুনা ক্ষুদ্র নদী পার কর ভব জলধি
তুমি অনাদির আদি, পুরাণেতে শুনি।
অবলা গোপের নারী তাহে হরি জীর্ণ তরী
তরঙ্গের আতঙ্কে মরি, রক্ষ চক্রপাণি॥
(এদায়ে) প'ড়ে এই ভব-নীরে
যে ডাকে প্রভু তোমারে;
ভবপারে দাও তাঁরে চরণ-তরণী॥ (যুগল)
যমুনার দেখে তরঙ্গ কাঁপিছে গোপিনী অঙ্গ,
কৃপা কর হে ত্রিভঙ্গ, কহে খগমণি॥

বিভাস—কাওয়ালী।

কে বনবালী, এ যে কালী, (বনে)।
রাধে সাধে, শ্যামাপদে, দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি॥
তরুণ অরুণ যেন, শ্রীপদ শোভাকর,
চরণ-সরোজে সাজে মণিময় নপুর,
অনুমানি ত্রিনয়নীর পদতলে শঙ্কর,
শ্রীঅঙ্গ দি'ছে ঢালি।
ক্ষীণ কটি তাহে আঁটি, নর কর কিঙ্কিনী,
শবাসনা, বিবসনা, নবঘন-বরণী,
চতুর্ভুজ দনুজ নির্ম্মূলকারিণী,
শিবরাণী নৃপমালী॥
করে অসি মুক্তকেশী, অট্টহাসি বদনে,
মনোলোভা কিবা শোভা, জিহ্বা চাপি দশনে,
আসব পানেতে মত্ত দৈত্য রক্ত মর্দ্দনে,
বিশ্বপালী বিশালী।
সাধ্বী সতী শ্রীমতী পদসেবা করে,
জনম সফল হ'ল শ্যামা মায়েরে হেরে,
কুটিলা ত্যজিয়া ছলা, পূজ শ্যামা-মায়েরে,
অগতি খগপতির গতি গো করালী॥

মনোহর সাহী—একতালা।

নবীন নবীনে, নব কুঞ্জবনে,
নব লীলা করে বিপিনে।
নব নব বালা, নবীন হিন্দোলা,
নব ফুলে সাজায় যতনে॥
নবীন নীরদে, বামে নব রাধে,
মনসাধে ঝুলায় ঝুলনে।
নব নব বন, নবীন গহন,
নব শাখা দোলে পবনে॥
নব নব পিক, সরোবরে বক,
ডাহুক ডাহুকী গগনে।
নব নব শারী, ময়ূর ময়ূরী
নাচে পুচ্ছ ধরি স্বগণে॥
তুরি কাকাতুয়া, মনিয়া পাপিয়া,
মোহিত করিছে সুতানে।
নবীন আহীরী, করে করে ধরি,
নাচে ঘুরি ফিরি কাননে।
নব অলঙ্কার, নব ফুলহার,
নবাঙ্গ চর্চ্চিত চন্দনে॥
শ্রীপদ পঙ্কজ, হেরি অলিরাজ,
মধু ভ্রমে বসে চরণে।
পেলে পদসুধা, দূরে যাবে ক্ষুধা,
তরিবে সে ভব-বন্ধনে।
সদা বাঞ্ছা করি, যুগল রূপ হেরি,
শয়নে স্বপনে মননে॥
হরি নাম বিনা, গোপিকা রসনা,
অন্য নাম না শুনে শ্রবণে।
সদা এ কিঙ্কর, কিশোরী কিশোর,
থাক রে যুগল সেবনে।
দীন খগপতি, করয়ে প্রণতি,
শ্রীমতী শ্রীপতি চরণে॥

গৌড় মল্লার—কাওয়ালী।

ঝুলে ঝুলে ঝুলন পর, শ্যামল সুন্দর,
যুগল কিশোর কিশোরী। হো,
(ঝুলে ঝুলে ঝুলনি ঝুলে)
বহেত পবন ঘন, গরজেত নবঘন,
চমকেত বিজরি, বেরি বেরি।

বোলে মওরা মরি, নুরী শুকশারী,
মানিয়া, পাপিয়া, ঝঙ্কারি ॥ হো,
লিয়ে বহু ফুলহার, কৈ করত সিংহার,
কৈ নাচে, সখি পিছে, দিয়ে করতালি।
কৈ কৈ হরদম, আলাপে রাগ লয় সম,
বরখত ঝম্ ঝম্ ঝম্ বারি ॥ হো,
কৈ লিয়ে তম্বুরা, কৈ সখি লিয়ে দারা,
বাজাওয়ে সপ্তসুরা, গাওয়ত গৌরী।
কৈ লাগাওয়ে কেদার সোহিনী সুর বাহার,
কৈ খেলে, কৈ ঝুলে, ঘেরী রাধে প্যারী ॥ হো,
ঘেরি বাঁকে ত্রিভঙ্গ,
করহি ঢং রং কৈ বাজায়ে মৃদং,তেহাই বিস্তারি।
পণ্ডি ধায়ে মন হর, শ্রীরাধে শ্রীদামোদর,
রে মন কর স্মরণ চরণ দোঁহারি ॥ হো।

মিশ্র বাহার—ঝাপতাল।

হোলি খেলে,লয়ে তালে, মিলে ব্রজ গোপিনী।
মৃদঙ্গ বাজিছে রঙ্গে,কেড়ান্ ধা ধা,নি নি নি নি ॥
লালে লাল বৃন্দাবন, লাল পশু পক্ষীগণ,
লাল যমুনা-জীবন, লালে লাল রাধারাণী ॥
কেহ গাইছে সঙ্গীত, কেহ বা করিছে নৃত্য,
অনুরাগেতে নিয়ত, আলাপে রাগ রাগিণী ॥
ঠমকে গমকে চলে, কেহ নাচে তালে তালে,
ধরাধরী গলে গলে,হেলে দোলে কিঙ্কিণী ॥
তেটে কেটে ঝা ঝা ঝা, হেরে গেল রাখালরাজা,
রাই রাজার জয় বাজা বাজা,
তাক্ তাক্ সিন বিনোদিনী ॥
খগ কহে গোপিকারা, সুর বেঁধে সপ্তসুরা,
কেহ বাজায় সেতারা, ডাড়ে ডারা, গৎ ছুনি ॥

মিশ্র সিন্ধু খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

খেলেত ফগুয়া, কগুর কানাইয়া,
ধাকেটে তাক্ ধুম কেটে তাক্ বাজে মৃদং।
ভও বং লাই, নাচে ব্রজ মাই,
ওড়েত তেহাই, তবড়তং ॥
বীণা তম্বুরা, দারা সপ্তসুর,
টিকারা মন্দিরা, সুর জম্ জম্।
মাধেলা, তবুলা. সারঙ্গি বেহালা,
কৈ ব্রজবালা, লিয়ে মোরচং ॥
সপ্তসুর তে ছুনা, একুশ মূর্চ্ছনা,
আলাপি অঙ্গনা, গায় অহং।
ষড়রাগে যোগে, গায় অনুরাগে,
সোহাগে, বেহাগ গৌড় সারং ॥
কণ্ কণ্ বুলি, বাজেত পায়েলি,
রঙ্গিনি ছবিলি সুরঙ্গে রং।
কেদার, মল্লার, বসন্ত বাহার,
করেত ঝঙ্কার বিবিধ ঢং ॥
গোলাপ আবেরি, মারি পিচকারী,
ভিঙ্গায় সারি, কুঞ্জ পালং।
কহে পণ্ডিবর, মন ধ্যানে ধর,
শ্যামল সুন্দর বাঁকে ত্রিভং ॥

সিন্ধু কাফি—যৎ।

কাহে রঙ্গ ডারি, হো ত্রিভঙ্গ মুরারি।
সন্তার সন্তার, হো বাঁকে শ্যামর,
মৎ মার পিচকারী, শ্বাশ্ শুনেগি,
ননদী লড়েগি, মোরে সৈঁইয়া,
দেওগি মুঝে গারি ॥ (মুরারি)
ছোড় ছোড় বাট, যানেদে যমুনা-তট,
রে ঘিট লানেদে বারি, রঙ্গিলা ছবিলা,
রে নন্দ দুলালা, ছোড়দে সৈঁইয়া হামারি ॥
(মুরারি) তু কেয়া জান লালা,
ফগুয়া কে লিলা, হো হো গোয়ালা গিরধারী,
বন বন ঢোঁড়ত, গৌয়া চরাওত,
তু কেয়া জানত খেলেন হোরি ॥ (মুরারি)
কহে পণ্ডিবর, মন জাতয়ে মোর,
যুগল চরণ তুহারি, হো হো ত্রিভঙ্গ তেড়া,
রহোজি জেরেসে খাড়া, ময়ুর মকুট বেড়া,
বাঁকে বেহারী ॥ (মুরারি)

পরজ বাহার—যৎ।

এসে ফাগুন কে দিন, আই সজনী।
পুর্ণমাসী শশী, ভঁই উজারা চাঁদনী ॥
বলে মলয়া পবন, কোয়েলা কুহরে ঘন,
গায়ে সব সখী জন, বাহার সোহিনী ॥

লালে লাল যমুনা তীর, ওড়ে কুঙ্কুম আবির,
জাবট ধীর সমীর, লাল ব্রজ ভামিনী ॥
লালে লাল কুঞ্জবন, লাল রত্নসিংহাসন,
লাল মদনমোহন, লাল রাধেরাণী ॥
লাল তাল তমাল, পশু পক্ষি লালে লাল,
কহে দাস পক্ষিলাল, লাল গোপ গোপিনী ॥

মিশ্র টোড়ী—কাওয়ালী।

সাঁচি কহ মন মোহন মুঝে,
কাঁহা নিশি গোঁয়াই।
(হো) ভোর ভয়েসা, চিড়িয়া বোলে,
আব্ কে তুনে আয়ি ॥
(হো) চপল নয়না, মদন মোহনা,
অরুণ বরণ কাহে ভয়ো।
(হো) হো, নট নাগর, কোন সতিনী তোর
মনকো লোভাই ॥
(হো) কহা হো অলকাবৃত, আব দেখা নখ ক্ষত,
তাম্বুল রাগ সোহাগ কে হো,
ঢিট লম্পট শঠ, কুঞ্জে সে হট হট,
রাধে রাণীকে হুকুম ভই ॥
(হো) যিনে লিয়ে নিশি জাগো, ওড়পে হুঁয়া হো
ভাগো, তোরে রাগ সোহাগ,
কো শুনেগা হো ভোরে চতুর আয়ি,
মিঠি ঝুট বাতাই, না শুনেগা ব্রজমায়ী, কাঁধাই
(হো) দুঃখ দেয়ি ভগুামে আয়ি,
রে কপট চতুরায়ি, হাম্ সবে বিসরহি,
নিশি গোঁয়াই হে।
বিরহে কহে খগদাস, নিকট রহ পীতবাস,
কৃপা কর পরকাশ, চরণ ধোই ॥

গৌড় মল্লার—ঝাঁপতাল।

বেজানা বেজানা বংশী তুমি, ঘন ঘন বিপিনে।
নিয়েছ নিয়েছ কুলমান,
পুন প্রাণ নাশিবে করেছ মনে ॥
গুরুজন মাঝে থাকি, গৃহকাজে,
সেই সময়েতে বংশী বাজে, ছি ছি মরি লাজে,
একি তোর সাজে, কোন কাজে মন রাখিনে।
সতত ব্যথিত বনে ধায় মন,
থাকি অনশনে করিয়ে শয়ন,
দাবদাগ্ধা বন হরিণী যেমন, ত্যজে সে জীবন,
পশিয়ে জীবনে ॥
অসার বংশেতে জন্ম তোর বংশ,
মম কোপে ধ্বংস হবে তোর বংশ,
কখন জানিনা দুখের অংশ,
স্বাধীনে, নবীনে গোপিনীগণে।
বংশী সুর ক্রূর, শুনি সুধামাখা, নিশিতে,
বনেতে ধায়রে গোপিকা, কৃষ্ণ মন রাখা,
তোষামোদে নেকা, কচি খোকার মত,
দেয়ালি করিস্ নে ॥
অসার কুলাঙ্গার তোমার বহু ছিদ্র,
কৃষ্ণের মুখে থেকে হয়েছিস্ রুদ্র, বড় রে অভদ্র,
শাল হ'তে ক্ষুদ্র তব বাস খাস অরণ্যে।
তব যম ডোম, ঘুচায় সব ভ্রূকুটী,
চালনী ধুচনী করে কাটি ছাটি,
আমরা হ'লাম মাটী বনে হাঁটি হাঁটি,,
ধরি চরণ দুটি, জ্বালাসনে জ্বালাসনে ॥
(তোর) স্বপনে কখন দুঃখের বেদনা জানে না হে,
ব্রজনারী, রে বাঁশরী তুমি হ'য়ে অরি,
করিলে বনচারী, বনে বনে ফিরি,
ওরে বাঁশরী হরি মুখামৃত কর রে পান,
তবু না ছ'ড় রে কুটিল জ্ঞান,
কহে খগবর, রাধায় পরিহর,
কৃষ্ণ নাম কর, সুস্বর সুতানে ॥

বিহঙ্গড়া—একতালা।

কেন এলে এ বনে। (গোপীগণে)
তোমরা কুলনারী, কুল পরিহরি,
ঘোর বিভাবরী না জেনে না শুনে ॥
(এলে এ বনে) হিংস্র পশু সব অতি ভয়ঙ্কর
নদ নদী আদি তাহে জলচর,
খালে বিলে স্থলে কুশাঙ্কুর বিস্তর,
পাছে বাজে চরণে।
না জেনে নিগম, করিলে আগম,
কিসেতে রাখিবে কুলের সম্ভ্রম,

অথলা অবলার এই কি ধরম,
নাহি শম দম, প্রেম ভ্রম টানে ॥
কুলের কুলবতী, তোমরা সব সতী,
একা ফেলে গৃহে এলে প্রাণপতি,
হইবে অখ্যাতি, যাবে জাতি পতি,
এমন কুরীতি কেনে।
যাও যাও যাও গৃহেতে ফিরি,
রাখ রাখ রাখ বচন আমারি,
ক্রমে ক্রমে হয় ঘোর বিভাবরী,
শ্রীহরি কর এক্ষণে ॥
করিয়ে মিনতি খগপতি কয়,
বাঁশীতে উদাসী হয় গোপীচয়,
সে রবে যমুনা উজানে বয়, মুগ্ধ পশু পক্ষিগণে।
যে শুনেছে বাঁশীর মধুর তান,
সে কি ভয় কভু করে কুল মান,
কন্দর্পে মোহিত করে তার প্রাণ,
শুন ভগবান নিবেদি চরণে ॥

পিলু খাম্বাজ—পোস্ত।

বাঁশীর গানে এনে বনে,
এখন কেন হও কেন হও হে নিদয়
দয়াময় জগতে কয়, সেই দয়ার কি এই পরিচয়,
ত্যজি কুল শীল লাজ, গৃহকার্য্য সমুদয়,
নিশিতে কাননে পশি, কালশশী করিনে ভয়।
তব লাগি বজরাজ, ত্যজিয়ে গৃহ ঐশ্বর্য্য,
বন কষ্ট করি সহ এ কার্য্য উচিত নয়।
শয্যা হইতে গোপিকা, পতিরে ফেলিয়ে একা,
পাব ব'লে তব দেখা, এসেছি হে প্রেমময়।
তোমার নিষ্ঠুর বাণী, অশনি প্রায় কর্ণে শুনি,
রাখিতে পাপ পরাণী তিল মাত্র ইচ্ছা নাই ॥
শরচ্চন্দ্রে কৃষ্ণচন্দ্র এসেছেন গোপিকাচয়
কয় খগপতি গোপীর প্রতি শ্রীপতি হে হও সদয়

খাম্বাজ—একতালা।

মন প্রাণ দিয়ে প্রফুল্ল হৃদয়ে
হরি হরি বল বদনে।
এ কলি কলুষ, হইবে নাশ,
মধুর মধুর তানে ॥
বল উচ্চৈঃস্বরে, যতন ক'রে
কেশব মাধব যাদব শ্রীহরে,
শ্রীপতি শ্রীধর শ্রীকৃষ্ণ কংশারে,
ডাক শ্রীনন্দ-নন্দনে ॥
যেই নাম লাগি, সদাশিব যোগী,
সর্ব্বস্ব ত্যাগী হলেন বৈরাগী,
নামে অনুরাগী, জটাধারী যোগী,
হরি হরি গুণগানে ॥
হরি নাম ব্রহ্মচারী যুগে বলে,
নাম বলে জলে ভেসেছিল শিলে,
পিতা পুত্রে ডাকি নারায়ণ ব'লে,
গেল সে কৈবল্য ভবনে ॥
গজরাজ হ'য়ে বিপদে পতন,
উচ্চৈঃ ডাকে রক্ষ শ্রীমধুসূদন,
কহে খগে, বেগে চক্র সুদর্শন,
ছুটে নষ্ট করে প্রাণে ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ আড়খেমটা।

হেলায় হায় যায় বয়ে কাল।
মন খুলে,ডাক ববম্ ব'লে, বাজাইয়ে গাল ॥
বাল্যকাল ক্রীড়া বশে, প্রগণ্ডে প্রকাণ্ড রসে,
যুবাতে যুবতী বশে, বার্দ্ধক্যে বেহাল ॥
সংসারে হ'য়ে আবৃত, ভুলেছরে নিত্য তত্ত্ব,
ভজ শিব নিত্য নিত্য ল'য়ে যপমাল ॥
অধৈর্য্য জীব ধর ধৈর্য্য ত্যজ ঐশ্বর্য্য মাৎসর্য্য
পাইবে রে সুখরাজ্য, কাট মায়াজাল ॥
করিলে হে দৃঢ়ভক্তি, শক্তি-পতি দিবেন মুক্তি
শিব-তন্ত্রে এই যুক্তি, কহে খগপাল ॥

মিশ্র সিন্ধু—পোস্ত।

কাটালি কাল, হ'য়ে নাকাল, ভাবিলি না সেকাল
(জীব) দেখরে ভেবে, দুর্দ্দিন হবে,
আজ মোলে তুই কা'ল ॥
বাল্যকাল ক্রীড়ায় মাতি, যুবা কালেতে যুবতি,
বার্দ্ধক্যে হ'লে হীন শক্তি, হবে কালাকাল।
বৃথা কাজে কাল কাটে,মলি ভূতের বেগার খেটে,
চিত্রগুপ্ত হাতচিটে, গুণচে রে ত্রিকাল ॥

লেগেছে কি কালের দিশে,
কাষ হারালি কালের বশে,
মহাকাল হাসেন বসে, পেতে কালজাল ॥
কুলেতে কালি দিও না, (মনুজ)
কাল যায় তোর নাই চেতনা,
কাল দমনে ভাবনা, কহে খগপাল ॥

মুলতান—একতালা।

ধার ব্রত কর, বৃথা ঘুরে মর,
হর হর মুখে বল না।
লয়ে গঙ্গাজল পাত্র মিশায়ে ত্রিপত্র,
ত্রিনেত্রের শিরেতে ঢাল না ॥
জান নারে মন, শিয়রে শমন,
কেন রে দমন কর না।
ত্যজিয়ে ভ্রান্ত, বল গৌরীকান্ত,
এ দিনতো একান্ত রবে না ॥
যাঁরে জপে নিরবধি, ইন্দ্রচন্দ্রবিধি,
হেন নিধি পেয়ে ছেড়না।
তাঁরে যতনে আরাধ্য, করি গালবাদ্য,
মায়াজালে বদ্ধ হও না ॥
মন দেহে রাজা, ইন্দ্রিয় প্রজা,
কুতন্ত্রী কুমন্ত্রী ছয় জনা।
তারে করে ত্যজ্য, শাস নিজ রাজ্য,
ঐশ্বর্য্য পাইয়ে ভুলনা ॥
কহে খগপতি কর রে সুমতি,
পশুপতি ব'লে ডাকনা।
তিনি অগতির গতি, পার্ব্বতীর পতি,
যাঁরে প্রজাপতি, ধ্যানে পায় না ॥

মিশ্র ঝিঁঝিট—কওয়ালি।

ভবব্যাধির মহৌষধি বাবা বৈদ্যনাথ।
অনুপান, গুণগান, নিদানবিহিত মত ॥
যার থাকে কর্ম্ম ভোগ, সে ভুঞ্জয়ে ভব রোগ,
হলে তব মনোযোগ, আরোগ্য নিশ্চিত ॥
তোমার স্মরণ মাত্র, রোগীতে হয় পবিত্র,
কৃপা করিলে ত্রিনেত্র, তরে শত শত ॥
ওহে প্রভু কৃত্তিবাস, ঝাড়খণ্ডে তব বাস,
পুরাও জীবের আশ, তুমি বিশ্বতাত ॥
তুমি ধন্বন্তরি বৈদ্য, তব সৃজিত ঔষধ,
ত্বংহি জগত-আরাধ্য, কহে খগনাথ ॥

বিহঙ্গড়া—কাওয়ালি।

গিরিবর, যাও হর ভবনে।
স্বপনে হেরেছি সে উমাধনে ॥
কি করি কি করি গিরি, কেমনে ধৈর্য্য ধরি,
বিনে প্রাণের কুমারী, বাঁচিনে আর পরাণে ॥
হে গিরি রাজন, তুমি ত পাষাণ,
পাষাণেতে তব হিয়া করেছ বন্ধন,
ভাঙ্গড়ে কন্যা সঁপিলে ব'লে কুলীন,
কৃত্তিবাসের নাহি বাস, সদা ফেরে শ্মশানে ॥
ধুতুরা করে ব্যবহার, অম্বর নাই দিগম্বর,
উমায় পরায় বাঘাম্বর, শুনে বাঁচিনে,
পার্ব্বতীর অঙ্গে বিভূতি, প্রসূতি সহে কেমনে ॥
সদাশিব চাপিয়ে বৃষভপরে,
গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে,
যোগে যাগে দিন হরে, সে পঞ্চাননে,
এক গ্রাসে উপবাসে ক্ষীণাঙ্গী ভেবে ক্ষীণে ॥
বৎসরাবধি হ'ল আসি, না হেরে সে মুখশশী,
চাতকিনী প্রায় বসি, উর্দ্ধ বদনে।
অচল হ'য়ে সচল, আন উমা জীবনে ॥
খগপতি করে স্তুতি যোড়কর করি,
এই বেশে কৈলাসে যাও ওহে গিরি,
অবিলম্বে জগদম্বে, আন স্বগণে ;
হরগৌরী একাসনে হেরিব আজ নয়নে ॥

মিশ্র বিহঙ্গরা—কাওয়ালী।

গো মেনকা! অম্বিকায় হের আসিয়ে।
একবার নয়ন প্রকাশিয়ে,
গগনের শশী আসি উদয় তবালয়ে ॥
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী, ষড়ানন গণপতি,
এসেছেন পশুপতি, বৃষে চাপিয়ে ;
গা তোল, মঙ্গলা এল, লহ লহ সম্ভাষিয়ে ॥
নিষ্কলঙ্ক করে চন্দ্র, চন্দ্রমুখ নিন্দে চন্দ্র,
পদনখে দশ চন্দ্র আছে লুকায়ে ;
ভালে চন্দ্র চন্দ্রাননীর, চাঁদের হাট সঙ্গে লয়ে ॥
এই তব কন্যা উমা, জগতে নাই ইহা সমা,

কিসেতে দিব উপমা, উমারে ল'য়ে;
এ অভয়া, মহামায়া, আছে মায়া বিস্তারিয়ে॥
হরজায়া অন্নপূর্ণা, ধরা কর অন্নপূর্ণা,
তুমি ধন্যা, গিরি-কন্যা, নহ সামান্যা মেয়ে;
অন্তিমে খগ অধমে, দেহি মে চরণ অভয়ে॥

মিশ্র মূলতান—খেমটা।

গো মেনকা, শোন্ তোর অম্বিকার দুর্গতি।
গাঁজা টেনে, শ্মশানে যায় পশুপতি;
মাঠে ঘাটে বেড়ায় ছুটে কার্ত্তিক গণেশ দুই নাতি
শৈশব হ'তে যদি শিখাতে দুটীরে,
বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা আসিত পাশ ক'রে;
অনায়াসে দুইটিতে বিদ্যা বুদ্ধির জোরে,
হ'ত হাইকোর্টের বিচারপতি॥
যত হট্টের সঙ্গে থেকে শিখেছে হট্টতা,
কিরূপে তাহারা শিখিবে সভ্যতা,
অসিদ্ধ বালকের নাম সিদ্ধিদাতা,
কলা বৃক্ষ যার সঙ্গতি॥
(দেখ) সংসর্গ দোষেতে তোর দশভুজা,
চণ্ডালের গৃহেতে লয় অগ্রে পূজা,
ভোলা মহেশ্বর দিন রাত টানে গাঁজা,
সঙ্গে সব আবাগের সন্ততি॥
কহে দীন খগ দ্বিকর যুড়ে,
ইন্দুরে, ময়ূরে, দুটি শিশু চ'ড়ে,
মাতঙ্গীর সিংহ, বুড়োর বুড়ো এ ড়ে,
কে দিবে ঘোড়া হাতী॥

মিশ্র রামকেলী—কাওয়ালী।

নবমী নিশি পোহাল, কি করি কি করি বল।
ছেড়ে যাবে প্রাণের উমা, দেখ না বিজয়া এলো॥
বৎসরাবধি পরে তারা, আনন্দ করিলেন ধরা,
যায় কিসে দুঃখপশরা, আমারে বল;
নবমী নিশি প্রভাত একি দেখি বিপরীত,
উমা হ'য়ে চমকিত, নত শিরেতে রহিল॥
(ওহে গিরি) বাণী শুনি বজ্রাঘাত,
করি শিরে করাঘাত,
কেন রে হলি প্রভাত, নবমী বল;
পুত্র শোকে জীর্ণ অয়া, ভুলেছিলাম পাইয়ে তারা,
হই যদি তারাহারা জীবনে কি ফল বল॥
ও গো গিরিপুরবাসী, বৎসরাবধি পরে আসি,
ত্রিরাত্র বাস উমাশশির, করা কি ভাল;
পুরবাসী করে ধরে, বুঝাও গিয়ে মহেশেরে,
উমা যাবেন দুদিন পরে, আজ্ঞা দেহ মহাকাল॥
মহামায়ার মহামায়া, মুগ্ধ করিলেন অভয়া,
মা প্রকাশি নিজমায়া হ'লেন চঞ্চল।
কহে দীন খগপতি, দুঃখিতা তব প্রসূতি,
মায়ে ভুল না পার্ব্বতী, ত্যজনা মা হিমাচল॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কি দিবে গো শিবে, তব কি আছে বৈভব।
সবে ধন শ্রীচরণ লয়েছেন শিব॥
অন্য ধনের প্রয়াসী, নহি গো মা মুক্তকেশী,
শ্রীচরণ ধন ভালবাসি, কোথায় বা পাব॥
আশায় ভুলে তোমার, এলাম আসী লক্ষ বার,
না হ'ল আশার সুসার, আর কারে জানাব॥
বন্ধ্যা প্রসব বেদনা, কোন ক্রমে জানে না,
গতায়াতের যে যাতনা, কারে বুঝাব॥
তপি জপি ঋষি যোগী, তারা নয় মা ভুক্তভোগী,
খগে ভব-রোগে ভোগে মুক্তি অভাব॥

কেদারা—ঢিমে তেতালা।

কাজে মজে দিন গেল।
সে কাজের কি হল বল,
বৃথা কাজে কারে ভ'জে আছ ম'জে রে বাতুল!
সেখানে কি ব'লে এলি, এসে শেষে ভুলে গেলি,
কি সুখেতে কাল কাটালি,
কালব্যাজ নাই কালাকাল॥
ত্যজে পরমার্থ তত্ত্ব, কর রে পর-দাসত্ব,
কি হবে অনিত্য বিত্ত, সে তত্ত্ব যার নাই সম্বল॥
জ্ঞাতি গোত্র দারা সুত, তারা যদি সঙ্গে যেত,
বাঁচিত তোমায় বাঁচাত হ'ল কত সুখ-মূল॥
কহে দীন খগ-রাজ, কর রে সাত্ত্বিক কাজ,
ক'র না আর কালব্যাজ, ভাব সে সর্ব্বমঙ্গল॥

আলেয়া—জলদ তেতালা।

সাধ্যাতীত তত্ত্ব নিরূপণ।
হবায় নরুন অসাধ্য সাধন,

সে বিভু অব্যক্ত, জগত ব্যাপ্ত,
এই দ্বীপ সপ্ত, লিপ্ত তিনি নন॥
কোথায় আছেন তিনি, কে কহিতে পারে,
ভূধরে সাগরে কিম্বা মহীপরে,
আকাশে পাতালে সপ্ত তলাতলে,
কোথা গেলে মেলে, নাহি নিদর্শন॥
যন্ত্রে তন্ত্রে শাস্ত্রে অষ্টাদশ পুরাণে,
শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ রামায়ণে,
চণ্ডী কাশীখণ্ডে, পুরাণ ব্রহ্মাণ্ডে,
চৈতন্যমঙ্গলে আছে কি সেই জন॥
রামাত নিমাত আর ব্রকদ ব্রহ্মচারী,
কর্ত্তাভজা নেড়া নেড়ী পুরি গিরি,
বৌদ্ধ জৈন সংসার ত্যাগ করি,
ফকিরী জপী তপী ঋষি, অনশনে বসি,
সেই গুণরাশির পায় না দরশন॥
নিদেহ নিগৃহ নাহি পদপাণি,
সর্ব্বাত্মায় আছেন আত্মারাম তিনি,
ক্ষিত্যপতেজ আদি এই পঞ্চে আনি,
কহে খগমণি, করেন মহাপ্রাণী আপনি সৃজন॥

মিশ্র বাহার—একতালা।

দেহ গেছে পঞ্চভূত। (আছে স্থিত)
জানহ নিশ্চিত, কেন নশ্বর দেহেতে অহঙ্কার এত॥
জান ত এ দেহ মর্ম্ম, অপ বায়ু তেজে জন্ম,
অস্থি মেধ চর্ম্ম. (দেহধর্ম্ম) কুসূত্র দেহ-ক্ষেত্র,
মল মূত্র পাত্র মিত্র, আছয়ে পূর্ণিত॥
প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ বুদ্ধিমান, বিদ্যাবান ধনবান,
কর অভিমান, (করি বহু দান)
কিমাশ্চর্য্য এ মাৎসর্য্য,
ক্রমে ঐশ্বর্য্য রাজ্য বীর্য্য হবে হত॥
তুমি কার, কে তোমার, কর না হে এ বিচার,
এ সংসার সং সাজা সার;
কলত্র জ্ঞাতি গোত্র, পিতা পুত্র নবে নাকো তত্ত্ব,
মনুজের কায়া ধরি, অজ্ঞানে দিবা শর্ব্বরী,
আছ আমরি, (তাঁরে পাশরি)
আমি কারে কব হায়, গুটি পোকার প্রায়,
আপন লালে জালে আপনি হও হত॥
নশ্বর হে এ দেহটা, তা'র ভিতরে ভূত পাঁচটা,
মরি কি নেটা (দ্বার ন'টা)
দুর্জ্জন ছ'টা বড় ডানপিটা,
মণিকোটার ভিতর প্রবেশ নিয়ত॥
ভাঙ্গা ঘরে দিয়ে খুঁচি, ইচ্ছা কর অধিক বাঁচি,
এই আঁচাআঁচি, (অভিরুচি)
গোড়া ঢিলে, পড়ছে হেলে,
বলে লাঠি ধ'রে ঠেলে রাখিবে কত॥
এই দেখ এই নাই, নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই,
বেদের বাজি ভাই, (সব দেখ্‌তে পাই)
প্রতি পলে যেটা টলে,
পাপ বোঝা মহামায়া কেন রে এত॥
উন্মত্ত যুবা বয়সে ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে,
বলিনা ত্রাসে, (পাছে দোষে)
একটা যাচ্ছে, চ'খে দেখছে,
তখন হাসছে খেলছে নাচ্‌ছে উম্মত্তের মত॥
ব্যবসায়ী তেজা রাজা, দাস দাসী কৃষি প্রজা,
বয় ভূতের বোঝা, (হয়ে সোজা)
এ জগৎ সব, সব অনিত্য,
সত্য পদার্থ বিভু তৎসত॥
ভূতে দেয় ভূতেরে মত,
যেন কানা দেখায় কানারে পথ,
এইরূপ প্রায় জগৎ, (বাঁধি গৎ)
চালনি ভদ্র ছুঁচে ছিদ্র, হ'তে চায় রুদ্র,
ধর্ম্ম কর্ম্মে রত॥
পুরুষে ভূত,পত্নী প্রেতিনী যে জীবেরা অধম প্রাণী
ঘোর অভিমানী, (শিরোমণি)
কহে খগ-রাজা, মন্ত্রে করে সোজা,
শ্রীগুরু ওঝা, ঝেড়ে নামামৃত॥

রসিক চন্দ্র রায়।

হুগলী জেলার অন্তর্গত (ভদ্রেশ্বরের পশ্চিম) পালাড়া গ্রামে ১২২৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে রসিকচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পালাড়া গ্রাম ইঁহার মাতুলালয় ; এই মাতুলালয়েই ইনি শৈশবে প্রতিপালিত হন। হরিপালের প্রসিদ্ধ রায়বংশ তাঁহার পিতৃকুল। ইঁহারা রায়-উপাধিধারী কায়স্থ। রসিকচন্দ্রের পিতার নাম—রামকমল রায়। রামকমল মাতামহের কিছু বিষয়সম্পত্তি পাইয়া হরিপাল হইতে শ্রীরামপুরের সন্নিকট বড়াগ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই সময় রসিকচন্দ্রও পিতার তত্ত্বাবধানে লেখা-পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। বাল্যকালে রসিকচন্দ্রের লেখাপড়ায় প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। দশ বৎসর মাত্র বয়সের সময় তিনি সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।

পাঁচালীকারগণের মধ্যে এক দাশরথি রায়ের পরেই ইঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। ইনিও একাদশ খণ্ড পাঁচালী রচনা করিয়া গিয়াছেন। পাঁচালী ব্যতীত "হরিভক্তি-চন্দ্রিকা" "কৃষ্ণ-প্রেমাঙ্কুর" প্রভৃতি কয়েকখানি পদ্যময় গ্রন্থ ইনি রচনা করিয়াছিলেন। অনেক কবি, যাত্রা, কীর্ত্তন, তর্জ্জা ও বাউল সম্প্রদায়ের গানও ইনি বাঁধিয়া দিতেন। ইঁহার আঠার বৎসর বয়সের রচিত "জীবন-তারা" নামক পদ্যময় অধ্যায়িকাখানি অশ্লীল দোষে দুষ্ট হেতুবাদে, গবর্ণমেণ্ট উহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। রসিকচন্দ্রের বাড়ীর সন্নিকটে এক সুন্দর পুষ্পোদ্যান আছে। অবসরকাল এই উদ্যানে তিনি অতিবাহিত করিতেন। শেষ বয়সে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকরণে তিনি একখানি সুন্দর কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার কিয়দংশ মাত্র সুপ্রসিদ্ধ "অনুসন্ধান" পত্রে প্রকাশিত হয়। মধ্যে মধ্যে দাশরথি রায়ও এইখানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। তথায় উভয় কবির মধ্যে বিলক্ষণ রসালাপ চলিত। ১৩০০ সালে ৭৩ বৎসর বয়সে রসিকচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

ভৈরবী—ঠেকা।

আছেন একজন, কর্ম্মের কারণ,
যাঁহার আদেশে ভ্রমে সুধাংশু তপন।
একমাত্র অদ্বিতীয়, ত্রিজগতের আরাধ্য়,
জ্যোতির্ম্ময় পূজনীয় পুরুষ রতন।
তিনি ব্যাপ্ত জলে স্থলে, বেদে নির্ব্বিকার বলে,
করুণানিদান বিভু নিত্যনিরঞ্জন॥

মল্লার—আড়াঠেকা।

ভাব মন তাঁরে।
এ ভব জলধিজলে, যে জন তারে॥
হয়ে মায়া নিদ্রাগত, স্বপন দেখিছি কত,
কার জন্য অবিরত, ভাব এ সংসারে।
কার সুত কার দারা, কেহ কারো নহে তারা,
মুদিলে নয়ন তারা তারা কোথা রয়,
অসময়ে কেবা বন্ধু? বন্ধু সেই দীনবন্ধু,
নাম যার কৃপাসিন্ধু, জীব তরিবারে?

বেহাগ—ঠেকা।

এই যে অনিত্য সংসার, নাহি কিছুমাত্র সার।
এ সংসারে সারমাত্র এক সারাৎসার।
তিনি পরমাত্মা হন, তিনি পরমাত্মা নন,
সকলেতে স্থিতি রন, অন্ত কে জানে তাঁহার?

আলাইয়া—একতালা।

মিছে দিন গেল বয়ে;
কেবল ম'লেম ভূতের বোঝা ব'য়ে।
ভবে এসে কালি, না পাইলাম কালী,
থাকিব ত্রিকালি কতই স'য়ে।
ত্বরায় জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী,
কত নিদ্রা যাও তুমি গো জননী,
তোমা বিনে ত্বরায়, এ দাসে কে তরায়,
শত্রু হ'লেম কি পুত্র হ'য়ে।
সন্তানের প্রতি চাহ কৃপা চক্ষে'
রক্ষাকালি, তোমা বিনে নাহি রক্ষে,
এস কালবারিণি, দীননিস্তারিণি,
বৈস রসিকচন্দ্রে কোলে ল'য়ে॥

মল্লার। জৎ।
যায় দিন দীন দয়াময়ি, দীনের কি উপায়।
যদি রাখ পায়, দীন দিন পায়, নলে নিরুপায়,
করুণা কটাক্ষে দীনে তার মা কৃপায়।
গেল দিন এল দিন ও দীনতারিণি,
দীন প্রতি দিন দাও শমনবারিণি,
নিকট বিকট অন্তদিন জননি,
তাইতে রসিকচন্দ্র রাঙ্গা চরণ চায়॥

মূলতান—একতালা।
ডাকি মা অভয়ে, ভয়ে, ওগো অভয়দায়িনি।
জাগ মম হৃদকমলে, কালি কুলকুণ্ডলিনি।
শমনভয়বারিণী তারিণি ত্রিগুণে,
ত্রিগুণি ত্রিপুরেশ্বরি বিখ্যাত ভুবনে,
জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরমেশ্বরি।
গুরুদত্ত তত্ত্ব ত্বংহি শিবে শঙ্করি,
বরদে সারদে, সার দে সার দে, দে মা অভয় দে
রসিকচন্দ্রে রাখ পদে, ওগো বিপদনাশিনি॥

ভৈরবী—আড়া।
সর্ব্বনাশি, সর্ব্বগ্রাসি, সর্ব্বেশ্বরি ও মা তারা।
আমারে বিরূপ কেন মা, আশুতোষ মনোহরা।
ওগো শিবে মহামায়া, কে বুঝে তোর মহা মায়া
রসিকচন্দ্রে দয়া মায়া, কিছু নাই তোর একি ধারা।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।
জয় রাধা শ্রীরাধা ব'লে ভাই।
বারেক বাজাও বংশী রাখালের জীবন কানাই।
আমরা কৃষ্ণধনে ধনী শুনিব বংশীর ধ্বনি,
যে ধ্বনিতে ভুলে ধনী, ব্রজের কমলিনী রাই।
কি গুণ জানে বাঁশরী, বাঁশরী বলে—"কিশোরী"
কেমনে গুণ পাসরি, আহা মরি ম'রে যাই॥

আলাইয়া—একতালা।
ওরে সুবল ভাই, আজ কি কানাই
গোষ্ঠে শোভা পায় রে।
যেন কোটি কোটি শশী, শ্রীচরণে পশি,
তিমির নাশিছে তায়রে।
পক্কবিম্ব জিনি কি বা ওষ্ঠাধর,
পদ্মনাল সহ যেন পদ্মকর,
কটিধটি বেড়া রূপমনোহর ভুবন ভুলায় রে।
কানুর চরণ কিরণ কি সাজে,
ভানুর কিরণ লুকাইল লাজে;
কি সাজে নূপুর, কি বাজে মধুর,
রুণু রুণু শোনা যায় রে॥

খাম্বাজ—একতালা।
কোথায় কৃষ্ণধন রাখালের জীবন,
দেখা দেরে ভাই, গোষ্ঠে আসিয়ে।
লয়ে ক্ষীর ননী, তোর মা নন্দরাণী,
ঐ যেরে ডাকিছে গোপাল বলিয়ে।
যখন সুধাবে বল দেখি ভাই,
কেমনে বলিব সঙ্গে কানাই নাই,
যশোদা আর নন্দ কেঁদে হবে অন্ধ
কোথায় রে গোবিন্দ আছ লুকাইয়ে॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।
সুধালে কি কব যশোদায়, একি দায়রে।
জন্মের মতন তুই কি কৃষ্ণ হইলি বিদায় রে,
রাধার হ'ল কি প্রেম দায়, কি বলিব সে প্রেমদায়
এমন করি ফেলিয়ে দায়, গোষ্ঠে কি কাঁদায় রে॥

আলাইয়া—একতালা।
কেন রে সুবোল, না ব'লে সুবোল,
শুনালি আমায় এসে।
শুনে অঙ্গ জ্বলে, শোকসিন্ধুজলে,
গেল গেল আমার নয়ন ভেসে।
সে যে আমার গোপাল, অতি দুখের গোপাল,
প্রাতে উঠে গোপাল ল'য়ে গেল গো-পাল,
গোষ্ঠে রেখে গো-পাল কোথায় গেল গোপাল,
গোপাল এল কৈরে গোপালবেশে॥

বিভাষ—আড়া।
ওগো নন্দরাণি, কেন নিরানন্দ হও।
পেয়েছ পরমানন্দ, পরম আনন্দে রও।
রাণি গো তোর শ্রীগোবিন্দ জগতে জগতানন্দ,
মিলে নন্দ উপানন্দ, সবে হরি হরি কও॥

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

প্রাণে, ব'ধো না ব'ধো না মদনমোহন।
কালীয়েরে রক্ষা কর ওহে কালিয়ে রতন।
ভুজঙ্গে রাখ ত্রিভঙ্গ, পাতালে তুমি ভুজঙ্গ,
ভুজঙ্গের শিরোমণি ভুজঙ্গ ;—
ভুজঙ্গিনী হই, ভুজযোড়ে কই,
মহাভুজঙ্গ স্বগুণে রাখ ক্ষুদ্র ভুজঙ্গের জীবন॥

সুরট মল্লার—একতালা।

কহে যশোদা কাতরে।
ঘন ঘন উথলে জল নয়নসাগরে।
বলে আমার নীলমণি, মুনির মাথার মণি
ফণীর মাথায় তারে কে দিলরে।
বলে আর যশোদা নিরখে সে বারি,
কালবারি মধ্যে শোভে কালবারী ;
বলে কৃষ্ণে দংশে ফণী, সে যে মহাফণী,
অনন্তদেবেরে চিন্‌তে নারে॥

বিভাস—তেওট।

বৃন্দাবনে, একাসনে, বিরাজিত দুইজনে।
প্রেমময়ী রাজনন্দিনী, কমলিনী কৃষ্ণ সনে।
বনমালা বিলম্বিত, উভয় গলে শোভিত,
কোটিচন্দ্র পদাম্বিত, মন ভুলে দরশনে ;—
রাই অঙ্গে নীলাম্বরী, পীতবসন পরে হরি,
রসিক কহিছে মরি, কি শোভিত পদ্মাসনে॥

খাম্বাজ—একতালা।

কৃষ্ণের কালরূপ হ'য়ে কাল রূপ,
কি কাল ঘটালে ওগো প্রাণ সই।
কাল ফণী প্রায় দংশিছে আমায়,
সে কাল ভাবিয়ে আমি কাল হই।
যেন জলধর মধ্যে শশধর, সখি ধর ধর,
ধরগো বংশীধর, ব্রহ্মজ্ঞানে ধর
কিম্বা ধ্যানে ধর, কে ধরে অধর অধরচাঁদে ঐ।
যুগল রাঙ্গা পায় কত শোভা পায়,
বিনা সে কৃপায় কে পায় দুটি পায়,
রসিক নিরুপায়, না দেখি উপায়,
ও পায় প্রাপ্তি বই॥

আলাইয়া—কাওয়ালী।

সখি বল বল দুঃখ কারে কই।
বাস না পাইলে আর বাস না যাইব সই।
কেন বা ত্যজিলাম বাস, না পাইলাম পীতবাস,
শ্যাম সঙ্গে সহবাস হল কৈ।
কি লাঞ্ছনা কুলাঙ্গনা উলঙ্গিনী হয়ে রই॥

খাম্বাজ—ঠেকা।

সখি, ভয় পাইও না তরঙ্গে তবে।
যদি সে হরির পদ-পল্লবে লবে।
পরম জ্ঞানে কর যত্ন, তবে পাবে পরম রত্ন,
চিনিতে কি পারে সখি, কেশবে সবে॥

পরজ—আড়াখেমটা।

হরি, কে জানে তোমার ভঙ্গিভাব।
কি ভাবের প্রাদুর্ভাব ;
নামটি করুণাময় কপট স্বভাব।
কারে কাঁদাও কারে হাসাও,
কারে বা অকূলে ভাসাও, হৃদয় নিদয়
নটবর—স্বভাবে ভাবিতে হয় ভাবের অভাব॥

বাগশ্রী—তিয়ট।

কি শোভা শ্রীবৃন্দাবনে।
বিরাজিত কিশোর কিশোরী একাসনে।
নীরদে তড়িত যেমন, শ্যামের বামে রাধা তেমন,
সুখে শুক শারী,
সারি সারি নিরখিছে সঘনে॥

ভৈরবী—একতালা।

গেল গেল গেল গো কুল, হাসিল গোকুল,
সে মজায় গো কুল ব্রজে যে চরায় গো-কুল।
আমরা কুলের নারী, গোকুলে থাকিতে নারি,
গোকুলচাঁদের বাঁশী শুনে ;—ওগো প্রাণ সই,
কথা কারে কই, অকূলকাণ্ডারী
কেন করিল আকুল।
দিলে তার প্রতি কুল, লোকে হয় প্রতিকূল,
জীবন ব্যাকুল চিত্ত নিরাকুল,—
আর কি আছে কুল যোগ্য নারীকুল,
গিয়ে হারায়ে দুকুল, গিয়েছে দুকুল॥

সিন্ধু ভৈরবী—ঠেকা।

তবে কেন মজায় গো বাঁশী।
সদা ভালবাসি বাঁশী, আমরা বাঁশীর দাসী।
শুনিলে বাঁশীর গান, শীতল দাসীর প্রাণ,
তেয়াগিয়া কুলমান, হ'য়েছি উদাসী।
আমরা করি বাঁশী বাঁশী, বাঁশী দেয় গলে ফাঁসি,
কাছে আসি হাসি' হাসি, কত কহে প্রতিবাসী॥

—

খট—কাওয়ালী।

সদা মনে পড়ে সেই কালো, কিবা কালো।
কাল রূপে আলো করে, নিকুঞ্জে একা লো।
একে ত চিকণ কালো, ভালে কিবা অলকা লো,
হেরিলে কুলেতে ভার থাকা লো—
চাঁদে দিয়েছে যেন ঢাকা লো—
কালো রূপে নাশে কালো, কেমনে ভুলিব কালো,
যে তার বাঁশীতে সদা ডাকা লো॥

—

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

যাস্‌নে যাস্‌নে প্যারি, ভজিতে ত্রিভঙ্গে।
রঙ্গে ভঙ্গে গো- কুল ভাসাবি কেন কলঙ্ক তরঙ্গে
গোকুলে যে চরায় গাভী,
কি গুণে তার গুণ গা'বি,
সকলে রাগাবি রস রঙ্গে ;—কলঙ্কিনী রাই,
লাজে ম'রে যাই, করিস রঙ্গিণি,
গমন কোথা সঙ্গিনীর সঙ্গে॥

—

সুরট—মধ্যমান।

বিপত্তিভঞ্জন হরি, বিপদ্‌কালে কর ত্রাণ।
অসিতে নাশিতে প্রাণ, আসিতেছে ঐ আয়ান।
রাখ হে শ্যাম রাধিকারে,
তোমায় বিনে সাধি কারে, এনে প্রেম অধিকারে,
মজাইও না ভগবান।
ঐ দেখ হে রঙ্গে ভঙ্গে, কুটিলে আসিছে সঙ্গে,
কে যেন আমার অঙ্গে, হানিছে গরল বাণ ;—
শুন হে করুণাসিন্ধু, চরণে ধ'রেছে ইন্দু,
আজ বঁধু কৃপাবিন্দু, দাসীরে কর হে দান॥

—

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কুটিলে, কৈ সে নন্দতনয়—তা নয় তা নয়।
হাস্যমুখে ব্রহ্মময়ী ঐ যে শ্যামা দৃশ্য হয়।
হরহৃদি নিবাসিনী, ভবান্ধকারনাশিনী,
বিতরিছে নিস্তারিণী, স্বকরে অভয়॥

—

ললিত—একতালা।

কি রূপ মাধুরী শ্রীবৃন্দাবনে।
রাধাকৃষ্ণ বিরাজিত একাসনে ;—
কুঞ্জবনে তরুগণ নম্রমান যুগলরূপ দরশনে।
মেঘে যেন সৌদামিনী, শ্যামের বামে কমলিনী ;
কিবা শোভা পায় রে, যুগল পায় রে,
হেরিয়ে মাধুর্য্যরূপ মন ভুলে যায় রে ;—
কি কুঞ্জ নিকুঞ্জ শোভা, ত্রিভুবন মনোলোভা,
যেন কোটিচন্দ্র আভা, উদয় চরণে।
ধন্য পশু পক্ষিগণ, তারা করে নিরীক্ষণ,
যুগল বরণ রে—ধন্য বৃন্দাবন রে,
যথা অবতীর্ণ হন লক্ষ্মীনারায়ণ রে—
ভুবনমোহিনী সঙ্গে, ভুবনমোহন রঙ্গে,
বিরাজ করিছে যেন, রসিকের মনে॥

—

আলাইয়া—একতালা।

কুলকামিনী, এ ঘোর যামিনী,—
যোগে কেন এলাম সাধের কুঞ্জে।
জেনে আয় গো বৃন্দে, লইয়া গোবিন্দে,
স্বজনি রজনী কে ধনী ভুঞ্জে।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-পঙ্কজ প্রয়াসী,
সঞ্চিত সম্পদে বঞ্চিত এ দাসী ;
পাদপদ্ম মনোহর, গাঁথা সুধাকর,
তাতে মধুকর গুন্ গুন্ গুন্ গুঞ্জে॥

—

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মানিনি গো, আর কি মান শোভা পায়।
জাহ্নবী উদ্ভব যাঁর পায়,
সে প'ড়ে তোর রাঙ্গা পায়।
মানে ক্ষমা চেয়ে চেয়ে, কৃষ্ণ আছে বদন চেয়ে,
নিদয়া নাই তোমার চেয়ে,
চেয়ে দেখ—এ কি দায়।

কেন ওলো কমলিনি, অধোমুখকমলিনী,
রসিক বলে—রসিকমণি, পদে গড়াগড়ি যায়॥

খট্‌ভৈরবী—একতালা।
ওরে অভিমান, যার মানে মান,
তাঁ'রি অপমান কল্লি ভাল।
পদে দিয়ে মাথা, জগতের মাথা,
কেঁদে গেলেন কোথা চিকণ কাল।
ভাল ভাল তোর বাড়িল সম্মান,
মানিনীর গেল কুল শীল মান, হৃদয়েরি ধন,
সে রসিকরতন বিনে কে করিবে হৃদয় আলো॥

সাহানা—যৎ।
অকূলের কাণ্ডারী কৃষ্ণ, কুল হারালে রাধার মানে।
কুলের কর্ত্তা গোলোকের চাঁদ, অবতীর্ণ বৃন্দাবনে।
যারে তুমি হও অনুকূল, বজায় থাকে
এ কূল ও কূল, যার প্রতি হও
প্রতিকূল, কূল পায় না সে ত্রিভুবনে।
তুমি ব্রজের রসিকচন্দ্র, জ নে ভক্ত রসিকচন্দ্র,
গোলোকের চন্দ্র গোকুলচন্দ্র,
চন্দ্র তোমার শ্রীচরণে॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।
দাও হে বৃন্দে, নারী সাজায়ে।
রাধার কুঞ্জে যাব আমি বীণাযন্ত্র বাজায়ে।
আর যে সহিতে নারি, নারীর মানে হব নারী,
মান লব আপনারি, শ্রীরাধার মন মজায়ে।
নারীর দয়া নারীর প্রতি, হবে তাতে বড় প্রীতি,
সাজিয়া নারী সম্প্রতি, আসিব মন ভুলায়ে॥

বিভাষ—একতালা।
দেখ গো রাই ধনি, এসে কোন্ ধনী
করে বীণার ধ্বনি নিকুঞ্জ দ্বারে।
বীণা বলে রাধে, জয় জয় রাধে,
কোন্‌রাধায় আরাধে, এ ব্রজপুরে।
কুল ত্য'জে কেবা এল এ গোকুলে ?
কার কুলের বৌ প'ড়েছে অকুলে ? কোন্ কুলের
কামিনী, এই বিনোদিনী, চিনি নাই গো—
এ কার মনোমোহিনী ধনী রূপে মন হরে॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।
কেন হারাবি দুকুল।
শ্যামের বাঁশী শুন্‌লে পরে, রবে না তোর কুল।
যখন বাজে শ্যামের বাঁশী,
শুনে মন হয় উদাসী,
হইবে বাঁশীর দাসী, ভ্রমি' এ গোকুল।
মোহন বাঁশীর স্বরে, গৃহকাযে মন পাসরে,
ফিরে যেতে না হয় ঘরে, গো-কুল হয় আকুল॥

খাম্বাজ—একতালা।
যেতে বল্ যেতে বল্, আর কেন ছল;
করেন কালাচাঁদ বিচ্ছেদ কুঞ্জে আসি'।
বাকা নয়ন ঐ দেখা যায় গো সই
বীণা বাজান হরি পরিহরি বাঁশী।
এমন কালরূপ কোথায় আছে কার ?
কাল রূপকৃষ্ণ নাশে অন্ধকার, পদে ভিন্ন ভিন্ন ধ্বজ-
আদি চিহ্ন, দেখা যায় গো—
কেন আমার কুঞ্জে ঐ কালশশী॥

ললিত—ঠেকা।
কি শোভা শ্রীবৃন্দাবনে, শ্যামের বামে কমলিনী।
যেন জলধর ক্রোড়ে, শোভা করে সৌদামিনী।
চারিদিকে গোপবালা, তারা যেন তারার মালা,
শ্যামচাঁদ রাধা;—উভয়ের শ্রীপাদপদ্মে,
শোভে শশী দিনমণি॥

ললিত—একতালা।
আমার মূলাধার, প্রেম শ্রীরাধার,
আমি ব্রজের বংশীধারী, ধারি কেবল রাধার ধার।
রাজকন্যে কমলিনী সুধন্যে গোপকুলে,
যার জন্যে গোচারণ ক'রেছি গোকুলে,
পায় পায় বাঁধা পায় আছি ওহে বৃন্দে,
রাধা বাঁধা আছে আমার এ হৃদয়ারবিন্দে, বৃন্দে,
রাধার পদারবিন্দে, এ গোবিন্দের গতি সার॥

সুরট—কাওয়ালী।
কে জানে হরি হে তোমার কাণ্ড।
কা'রে দাও হে বন, কা'রে সিংহাসন, তোমার
মহামায়ার মুগ্ধ হ'য়ে ঘুরিছে ব্রহ্মাণ্ড।

কা'রে কাঁদাও কা'রে হাসাও, কা'রে রাজতক্তে
বসাও, কা'রে কর প্রেমবিচ্ছেদে দণ্ড ;—
তব গুণে ম'রে যাই, তোমায় বলি তাই,
যেন অন্তকালে রসিকচন্দ্রের আশ হয় না পণ্ড।

—

সাহানা—যৎ।
জানি হে বিদ্যা তোমার,মহাবিদ্যার আরাধ্য ধন।
যার কপালে যা লিখ শ্যাম,
কে খণ্ডিবে তোমার লিখন।
এ কি লিখন কাল শশি, দাসী হয় রাজমহিষী,
রাজকন্যা রাই রূপসী, ধূলায় প'ড়ে হয় অচেতন।
কপালের এ নি লেখা, কেউ কাঁদে কেউ
হাসে সখা, রসিকচন্দ্রের ভাগ্যে বাঁকা,
হ'লে বাঁকা মদনমোহন ॥

—

মূলতান—একতালা।
এ কি মিলন হরি।
পেলে শ্যামসুন্দর, বেস্ প্রেম সুন্দরী।
আপনি বাঁকা রাণী বাকা,বাকা ভঙ্গির কি মাধুরী
কায কি রাধার ভাবে, আর কে ভাবে?
ভাস্‌ল হেথা ভাবের তরী ॥

—

সুরট—যৎ।
দেখ কিশোরী কি শরীর হ'য়েছে।
সোণার কমল কমলিনী, ধূলায় পড়ে র'য়েছে।
ত্য'জে গেছেন কালবারী, দুনয়নে বহে বারি,
এ বারি কিসে নিবারি, বলি কা'র কাছে—
সদা ঐ চিন্তা মুনি, কোথা রাধার চিন্তামণি,
রসিকচন্দ্রের শিরোমণি, সে মণি হারায়েছে ॥

—

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।
যেও না যেও না প্রভাসে। (যশোদে)
পাবে না সে ধনের দেখা,
যাবে তুমি যে ধন আশে।
আর কি আছে ব্রজের গোপাল,
আর কি গোপাল চরায় গো-পাল, সে গোপাল
হ'য়েছে ভূপাল, দ্বারীগণ তার আশে পাশে।
দে'খে তোমায় কাঙ্গালিনী,চিন্‌বে না সে নীলমণি,
অপমানী হ'য়ে ধনি, নয়নজলে যাবে ভেসে ॥

সুরট—কাওয়ালী।
কে বলে দয়াময় গোপীকান্ত।
তাঁর ত দয়া নাই, দেহে ধর্ম্ম নাই,
দয়া থাকুলে ডাকুলে তাঁরে, হ'য়ে রন্ কি ভ্রান্ত।
শুনেছি তাঁর নামটি কালা, কর্ণেও সে বিষম
কালা, ডাকুলে কথা শুনে না শ্রীকান্ত ;—
আর এক নাম কানাই,কাযেতে সে কানা-ই(কারণ)
দীনের প্রতি কৃপাচক্ষে চাহে না একান্ত ॥

—

ভৈরবী—আড়াঠেকা।
এখনো রণেতে হও ক্ষান্ত।
বলি একান্ত, শুন হে কান্ত,
নৈলে জানকী-জীবনের হাতে হবে জীবনান্ত।
ভাই বন্ধু সুত যত, সকলি হইল হত,
তথাপি রহিলে তুমি ভ্রান্ত ;—
করিলেন দীননাথ, তোমারে অনাথ, নাথ,
জেনেও কি জান না কি ধন কমলাকান্ত ॥

—

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।
রামের বামে কি শোভিত জনকনন্দিনী।
সজল জলদ কোলে যেন সৌদামিনী।
রূপে আভা কি প্রকাশে, মনোগত তমঃ নাশে,
চাহে রসিকচন্দ্র দাসে, শ্রীচরণ পঙ্কজিনী ॥

—

সিন্ধু—আড়া।
হরি, বিপদকালে রাখ রাঙ্গা পায়।
দীন হীন ক্ষীণ আমি, কাতরে ডাকি তোমায়।
ভক্তাধীন সে মুরারি, ভক্তের দুর্গতিবারী,
ভববারি ভয়বারী, বারিদবরণ তায় ॥

—

খট—কাওয়ালী।
আমার ভরসা হরি।
এ ভব জলধি জলে যাহার চরণতরি ;
তরাইতে ভক্তবৃন্দ আপনি হন কাণ্ডারী।
কটাক্ষে করুণাদানে, কল্পতরু সে মুরারি ;
দীনবন্ধু, গুণসিন্ধু, প্রেমসিন্ধু কালবারী ;
রসিকের দুঃখ অন্তকারী, শঙ্খ-চক্র-গদা-
সরোরুহরাজধারী ॥

—

মল্লার—কাওয়ালী।

গেল গেল দিন অকারণ।
এলে কি কারণ ভবে, ভবে যে সম্ভবে, ভাব রে
ভবের আরাধ্য ধন-কৃষ্ণধন।
তুমি কার কে তোমার—একমাত্র আছে সার,
ত্রিসংসার মাঝে নিধি প্রশংসার ;—
সেই সারাৎসার, সার ভরসার, সংসার
নৈরাশার বাসার আশা ছাড় এখন।
ভাব রে ভাবের নিধি, যে নিধি বিধির বিধি
বিধির বিধি যে বিধির কৃপায় ;—
যাঁরে রাখালেরা পায়, তাদের দেন উপায়,
পায় পায় দোষী রসিক পায় না পায় শ্রীচরণ ॥

ভৈরবী—একতালা।

কে বলে রে হরি দয়াময়।
কি হৃদয় নিদয় ; কৃপাসিন্ধু হ'লে কি
তার বিন্দুদানে ক্ষতি হয়।
ওরে প্রহ্লাদ গুণমণি, কোথায় তোর চিন্তামণি,
এমন বিপদকালে ভাই রে—
শুনেছি নাম নিলে তাঁর, ভববন্ধন রয় না আর,
মুক্ত হ'য়ে চরণে পায় ঠাঁই রে—
বালাই লইয়ে ম'রে যাই রে,—
হেন দয়াময় যদি, তবে কেন গুণনিধি,
তব প্রতি হ'লেন কৃষ্ণ নিরদয় ॥

আলাইয়া—একতালা।

এ সময়ে কোথা নারায়ণ।
ব্রহ্মপরায়ণ ; আমি তব নাম স্মরি,'
(হরি হে,) বিষয় বিষে তরি,
সর্পবিষে বুঝি যায় হে জীবন।
তব নামের গুণে ওহে দীনবন্ধু,
মৃত্যুঞ্জয়ী হর খেয়ে বিষসিন্ধু ; আমি যদি হরি,
বিষ পানে মরি, নিষ্কলঙ্ক নামে হবে কলঙ্ক ঘটন ॥

গারা-ভৈরবী—কাওয়ালী।

ভক্তাধীন সেই ভগবান।
প্রহ্লাদে করিয়ে দয়া করিলেন ত্রাণ।
গুণের নাহিক অন্ত, পাতালে যিনি অনন্ত,
অনন্ত মহিমা তাঁর বেদে করে গান ;—
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী দেবের প্রধান ;—
রসিক অন্তিমে চায় শ্রীচরণে স্থান।

খাম্বাজ—ঝং।

ঈশানি পাষাণী তুই চিরকাল।
ও তোর রঙ্গ দেখে পদতলে
পড়ে আছেন মহাকাল।
একে তুই উন্মত্তা রণে, থাকিস্ শ্মশানে মশানে,
মুগ্ধ কল্লি জগজ্জনে, পেতে মায়াজাল।
কে জানে তোর অন্ত শিবে,
মায়ায় মোহিত কল্লি শিবে,
দয়া করি ঘুচাও শিবে, রসিকচন্দ্রের মায়াজাল ॥

মূলতান—একতালা।

বল মা কেমনে তরি,
এবার ডুবিল আমার তনুতরী।
ভবসিন্ধু নীরে মায়ার তরঙ্গ,
কাল কুম্ভীর তাহে করে কত রঙ্গ,
এখনি গ্রাসিবে, জীবন নাশিবে, শিবে শঙ্করি ॥
মা, কিসে যাব পারে, পড়েছি দুস্তারে,
পারের সাধন সাঁতার জানি না।—
তাতে মনমাজী আনাড়ি, দিতে চায় না পাড়ি,
শুনে ছজন দাড়ির মন্ত্রণা।
কালি, ভক্তি হালী ছেড়েছে মনমাজী,
সাধের তরী ডুবে কালি কিংবা আজি,
রসিক বলে তাই, আর বিলম্ব নাই,
উপায় কি করি ॥

কল্যাণ—একতালা।

বারংবার, এলাম কত বার,
সুধুই পড়ে কচেবারো।
পড়ে না পোয়াবারো পাশা, পূর্ণ হয় না আশা,
নাহি আর আশা আসিবার ॥
পুণ্যের পঞ্জুড়ি একটি দিন পড়েনা,
কালীনামের পাশায় বাজি জিত হবেনা
ঘুটি কেবল কেঁচে বসি, ও মা এলোকেশী,
খেলায় হবে আশি লক্ষবার ॥
পাপের আঠারো পড়ে বারে বারে,
মুক্তি ঘরে ঘুটি উঠিতে না পারে,

রয় এ পারে, রসিকচন্দ্রের ঘুটি ঘোরে,
পড়ে কেবল ঘোরে, ঘোরে ভবঘোরে অনিবার ॥

বিভাস—একতালা।

ওমা শঙ্করি, আমি কেবল হারি,
জিত হল না ভাগ্যফলে।
খেলি সাধন শতরঞ্চ, করিয়ে প্রবঞ্চ,
পঞ্চভূতের ঘরে মন হারালে ॥
আমি যদি বলি বস্তি, দিতে পাপের কিস্তি,
মন্ত্রণা দেয় মনকে ছজন মিলে,
গুরুমন্ত্রের বাজী, রসিকচন্দ্র কয়,
ভুলায় ছজন পাজি,
মায়া মাতের ঘরে ফেলে আমারে হারালে ॥

খট্-ভৈরবী—একতালা।

কালীসাধন প্রেমারা, খেলা হলোনা তারা,
যদি যাই গো ভক্তিদানে, মন কি সে দান মানে,
ফুরুষ মেরে প্রাণে কর গো সারা ॥
পাপের ফুরুষ মেরে ডাকে মৌরস্ত,
হতে দেয় না আমার কালীনামের রেস্ত,
যায় সমস্ত, যদি পুনঃ রেস্ত করি, ওমা শুভঙ্করি,
মায়া তাড়া শুনে বাজি হই হারা ॥

মুলতান—একতালা।

আয় মা সাধনসমরে,
দেখব মা হারে কি পুত্র হারে।
আরোহণ করেছি মহাপুণ্য রথে,
ভজন পূজন দুটা অশ্ব যুতে তাতে
দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান,
ভক্তি ব্রহ্মবাণ, বসেছি ধরে ॥
মা, দেখবো তোমায় রণে, শঙ্কা কি মনে,
ডঙ্কামেরে লব মুক্তিধন।—
আমার রসনা ঝঙ্কারে, কালী নাম হুঙ্কারে,
কার সাধ্য আমার রণে রণ ॥
বারে বারে তুমি দৈত্য-জয়ী,
এইবার আমার রণে এসো ব্রহ্মময়ী,
ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারি বলে
জিনবো তোমারে ॥

বাহার—একতালা।

গেল দিন আর কদিন বাকী,
হলো বা কি, কর বা কি,
হরিবোল বলিয়ে মুখে
এই বেলা দাও কালকে ফাকি।
সময় গেলে অসময়ে অসময়ে
আর কিছু হবে না তখন,
বেলা থাকিতে হেলা করি হারাও না কৃষ্ণধন,
যায় রে সুদিন, আয় রে ও মন,
বৈকুণ্ঠনাথেরে ডাকি।
বল কৃষ্ণ বল রাধা, ঘুচে যাবে ভবের ধাঁধা,
রসিকচন্দ্র ভাবে সদা, হৃদকমলে কমলাখি ॥

সুরট—তেতালা।

এইবার ধরেছি চরণকমলে,
রক্ষ রক্ষ গো বিমলে,
তোমার আদালতে আরজি দিলাম
দেখবো কি কপালে ফলে ॥
বারে বারে ওগো শ্যামা, শমন হারায় মোকদ্দমা,
স্বমনে তাই ডাকি তোমায় মা বলে,
থাকতে সকলে, রসিক এই বলে,
মুক্তি ডিক্রী দিয়ে মুক্ত কর মা,
ফিরনো না আর নিস্ফলে ॥

মুলতান—একতালা

কাজ কি কাশীমৃত্যু ভাই,
যদি ধ্যানে হরির চরণ পাই ॥
হরির চরণ তুল্য কাশী মৃত্যু নয়,
যে চরণ ঘর্ম্মে গঙ্গা তীর্থ হয়,
যে পদ ভেবে ধ্যানে,শ্মশান ভবনে,
ভব মাখেন ছাই ॥
যার হরি পদে মন, ধন্য সেই জন,
বাসনা দিয়েছে বিসর্জ্জন,
যথা অভিলাষী, সেইখানে তার কাশী,
সেইখানে তার মধুর বৃন্দাবন,
রসিক কয় অমূল্য, হরির চরণ তুল্য,
ভবে কিছুই নাই ॥

রামপ্রসাদী-সুর।

মন তুমি আর ঘুমাইও না।
কর যাতে মায়ের হয় চেতনা॥
ছটা পদ্ম তিন শিবে ভেদ,
করতে হবে তা জানলা।
লয়ে কুণ্ডলিনী,
সেই চিত্রিনী নারীর পথে আনাগনা॥
বায়ুবহ্নিসমধ্যানে কর মায়ের উত্তেজনা
আগে আপনি জাগো,
জাগো জাগো বলে জাগাও শবাসনা॥
ক্ষিতি বারি অগ্নি বায়ু শূন্যমণ্ডল দিয়া হান।
ষষ্ঠে স্বীয় ঘরে ছিদ্র করে উর্দ্ধে দেখ ব্রহ্ম-থান॥
সেই পথ দিয়া কর ব্রহ্মে ব্রহ্মময়ীর ঘটনা,
উভয় বিগলিত,সারামৃত পান করিতে তায় ভুলনা
লয়ে যাবে রেখে যাবে, যাবে তায় ভবের ভাবনা
ভেদে ব্রহ্মরন্ধ্র, রসিকচন্দ্র,
চলে যাবে আর আসবে না॥

ভৈরবী—একতালা।

কে নারী সে জিনে ব্রহ্মাণ্ড।
অধীরে রুধিরে ভাসিছে গণ্ড॥
এলো এলোকেশে, বল বল কে সে
ধরিছে করিছে অসুরে খণ্ড॥
এলো দৈত্যকুল গ্রাসিতে গ্রাসিতে,
রক্তে যায় সৈন্য ভাসিতে ভাসিতে,
সৈন্য শূন্য রণে পশিতে পশিতে,
হাসিতে হাসিতে, আসিতে আসিতে,
অসিতে অসীতে নাশিল চণ্ড॥
যে সে ভয়ঙ্করী অসুর নাশিকে,
পদে ধরে শিব পরম সন্ন্যাসীকে,
বুঝি হবে চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশিকে,
যদি জ্ঞান শিখে, ডাকে তামসীকে,
হবে না রসিকের, শমন-দণ্ড॥

ভৈরবী—একতালা।

কেন রে মন ভুলেছ ভ্রান্তে।
রাধাকৃষ্ণ বিনে কে তারে অন্তে॥
মরণ হরণ, তারণ কারণ
লহরে শরণ চরণোপান্তে।
অহঙ্কারযুক্ত আছে যে শরীরে,
এ শরীর ফেলে কোন দিনে সরি রে,
কেন না ভাবিলে কৃষ্ণ কিশোরীরে,
অনিত্য শরীরে আছ পাশরি রে,
বাঁশরীধারীরে নারিলে চিন্তে।
চরম কালের কর্ম্ম না করিলি ভবে,
আসা যাওয়া এবার সারমাত্র হবে,
নরাধম রসিকের নাম নাহি রবে,
দিন ফুরাবে যবে, বন্ধুলোকে সবে,
যে নাম শুনাবে না পাবি শুন্তে॥

খাম্বাজ—একতালা।

এই বেলা তারিণি, তার ভবরাণি,
এ ভব-যন্ত্রণা আর না সহে।
নিশ্বাস পবন, বহিছে সঘন,
কি জানি কখন রহে না রহে।
জলবিন্দু যেমন জলমধ্যে ভাসে,
তৃণাগ্রে তুষার গোশৃঙ্গে সরিষে,
পর্ব্বতে যেমন পতিত জীবন,
(এমা) তেমতি জীবন রসিকের দেহে॥

খট্—একতালা।

কি হবে কি হবে, ভবরাণি ভবে।
আনিয়ে এই ভবে ভাবালি আমায়।
না জানি ভজন, না জানি পূজন,
বিষয় বিষ খেয়ে প্রাণ বুঝি যায়।
কাতরেতে ডাকি ওমা ভবদারা।
কখন্ আছি কখন্ যেতে হয় মা তারা
সতত সন্দেহ, ত্বরায় দেখা দেহ,
রসিকের দেহ জলবিন্দু প্রায়॥

গারা-ভৈরবী—একতালা।

কেরে নবীন নীরদ-বরণী কার ঘরণী।
জ্যোতির ঝলকে, চপলা চমকে,
পলকে পলকে তিমিরনাশিনী॥
দিনকর-কর নখর চরণে,
সুধাকর-কর নখর বরণে,
নিবিড় নিতম্বে, নিন্দে নীলস্তম্ভে,

শিখর-কদম্বে, ত্রাস-দায়িনী।
পীনোন্নত কিবা যুগ্ম পয়োধর,
করিকর-গুরু উরু মনোহর,
কটিতট করি-অরি-নিন্দাকর,
তাহে নরকর-কিঙ্কিণী,
নরশিরো-মালে শোভে ভয়ঙ্কর,
চিবুকে রুধির দর দর দর,
গভীর হুঙ্কারে গর গর গর,
থর থর থর কাঁপায় মেদিনী॥
অর্ককোটি তেজে যেন তেজঃপুঞ্জ,
ধক ধক জ্বলে রক্তবর্ণ লগ্ন,
লক লক জিহ্বা এলাইত কণ্ঠ,বুঝি শম্ভু-মোহিনী,
সিংহ নিনাদিনী বিবাদিনী কেরে,
ধর ধর ধর ধর-এ বামারে,
রসিক বলে ধর, ধরিয়া সত্বর,
কর এ হৃদয়-বাসিনী॥

আলেয়া—আড়াঠেকা।
আয় গো ভুবনেশ্বরি জগৎজননি।
হৃদিপদ্মে রেখে সাজাই, পাদপদ্ম দুখানি॥
এস গো মা মম বাসে, হেমাঙ্গ সাজাব বাসে,
যে কাল মন ভালবাসে,
কৃত্তিবাসের মনোমোহিনা।
হয়ে অবিরত রত, দিয়ে মম কত শত,
সাজাব গো মা।—
(ভব) ভাবিয়ে যে পায় না পায়,
সে পদ বিনে পার না পায়,
ব্রহ্মা আদি হয় নিরুপায়,
রসিকের কি উপায় শুনি॥

সিন্ধু—একতালা।
তারা কোথা হই উঠে বস্তি।
ছয় বেটাতে মিলে, মাতের ঘরে ফেলে,
মায়া-বোড়ে ঠেলে, দিয়েছে কিস্তি॥
কুসঙ্গ কুরঙ্গ এই দুটা ঘোড়া, বল্লে পথ জোড়া,
বল থাকতে হই খোঁড়া, ওমা তারিণি,—
মিথ্যা প্রবঞ্চনা নৌকা দুইখানা,
করেছে যোজনা, কি জবরদস্তি॥
পাপ-রোক্সায় মারা গেল পুণ্য-দাবা,
আশা-চিন্তা-গজের রোকে বাঁচে কেবা,ওমা তরণি
তাতে তুমি নও রাজি,
হারি হ'ল এ বাজি দেখ মা তারা আজি,
রসিকের শাস্তি॥

আলেয়া—কাওয়ালী।
কাল হেরিব না আর নয়নে।
কি কাল হলো কাল, জ্বালায় চিরকাল,
কালরূপ ভেবে অঙ্গ হলো কাল,
ত্যজিব কাল কেশে, কায কি কালবেশে,
দহে কাল ভূষণে॥
ওলো কালামুখি কাল সখি শুন,
কাল যেন কালভুজঙ্গের দংশন,
হুতাশে মনে জ্বলে হুতাশন, আমার কথা শুন,
হয়ে অদর্শন, যা লো কালা যেখানে॥ ২১

ঠাকুরদাস দত্ত।

হাওড়া জেলার অন্তর্গত বাঁটরাগ্রামে ১২০৮ সালে ঠাকুরদাসের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম—রাম-মোহন দত্ত। ঠাকুর দাস প্রথমে পিতার সহিত কোর্ট উইলিয়মে এক কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত-রচনায় ইঁহার বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। অনেক সখের ও পেশাদারী যাত্রা-দলের ইনি পালা রচনা করিয়া দিয়াছেন। শেষে চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া ইনি এক পাঁচালীর দল করেন। অচিরে সেই দল বিশেষ যশস্বী হয়। ১২৮৩ সালের ২১ এ বৈশাখ ইনি দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া ইহ সংসার পরিত্যাগ করেন।

ললিত বিভাস—আড়াঠেকা।

এই যে ছিল, কোথায় গেল কমল দল বাসিনী।
লোক লাজে ভয়ে বুঝি লুকাল শশিবদনী।
কোথায় গেল সে সুন্দরী,
কোথায় লুকাল সে করী,
এ মায়া বুঝিতে নারি, সে নারী কার রমণী,
যে দেখিছি কালী দয়ে, জাগিছে রূপ হৃদয়ে,
অপরূপ এমনি মোরা দেখিনি কোথায়,
এখন সে কালীদয় হেরি সব শূন্যময়,
কেবল জলে জলময়, কোথায় সে করিধারিণী॥

বিভাস—আড়াখেমটা।

তোর রাজার কি কার্য্য, করিস্ তার কি মাৎসর্য্য
আমার মায়ের ঐশ্বর্য্য কি ভা জান জান না॥
জাননা রাজ্যখণ্ড, শুনরে পাষাণ্ড,
ব্রহ্মাণ্ড আমার মায়ের বদনে,
বিধি যার আজ্ঞাকারী, কুবের যার ভাণ্ডারী
ত্রিপুরারি করেন মায়ের সাধনা।
চরণে দিলে বল, ধরা যায় রসাতল,
মহাপ্রলয় হয়, কেহ বাঁচেনা।

সাতু বাবু।

আশুতোষ দেব বা "সাতু বাবু" আনুমানিক ১২১৩ সালে কলিকাতা-সিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিখ্যাত রামদুলাল সরকার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের নাম—প্রমথনাথ দেব বা লাটু বাবু। সাতু বাবুর ন্যায় দয়ালু ও দাতা লোক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইনি অসাধারণ সঙ্গীতানুরাগের জন্যও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়ার প্রভৃতি স্থান হইতে বহু অর্থব্যয়ে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ কালোয়াৎ আনাইয়া ইনি সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেন। ইহা ব্যতীত সে সময় যে কোন উৎকৃষ্ট গায়ক বা বাদক কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তিনিই সাতু বাবুর নিকট যথেষ্ট উৎসাহ পাইতেন। হিন্দুধর্ম্মেও সাতু বাবুর আন্তরিক অনুরাগ ছিল। ইঁহারই চেষ্টায় ও উদ্যোগে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় হিন্দুদিগের এক বিরাট সভা হয়। সভার উদ্দেশ্য—মিশনারীদিগের বিদ্যালয়ে ছাত্র প্রেরণ না করা। ১২৫৩ সালে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

যদি বাঁচিবে রে মন।
(সংসার-চিররোগে) সুবিচার
মহৌষধি কর রে সেবন॥
ভস্ম কর অহঙ্কার, চূর্ণ কর মমতার,
বিবেক-রসেতে কর সাধুশীলে মরষণ।
অনুপান শুন বলি, যাতে তুমি হবে বলী,
গুরু নামাবলী আশু, কররে গ্রহণ॥

ভৈরবী—ঠেকা।

কালী নাম অগ্নি লাগিল, মম পাপকাননে।
প্রবল হতেছে অতি, রসনা পবনে॥
কাম আদি তরুবর, দগ্ধ হল পরস্পর,
কুমতি কুরঙ্গী তারা, পালাবে কেমনে॥
অবশিষ্ট যারা যত, হইয়া বিহঙ্গ মত,
পলাইতে শূন্য পথ আছে আরাধনে,—
কালীনাম লইলে মুখে, উঠে যে শিখে,
অমনি হইবে ভস্ম, মহিমাগুণে॥

সিন্ধু—পোস্তা।

অন্নদার দ্বারে আজি পাতকী পেতেছি পাত।
পলাইতে পারিবে না পরশিতে হবে ভাত॥
চাই আমি সেই প্রসাদ,যাবে যাতে জন্মের সাধ,
যে প্রসাদ পেয়ে শিব নাচে, হয়ে উর্দ্ধ হাত॥

ভৈরবী—ঠেকা।

কালী করুণাময়ী কখন বলিব না।
এত দুঃখ দিলে তবু কিছু দয়া হলো না।
বড় সাধ ছিল মনে, স্থান পাব ওচরণে,
আশুতোষ হৃদয়ে রেখেছে কারে দিবে না॥

ভৈরবী—আড়া।

দিবা বিভাবরী জীব করিছে গমন।
জাগ্রতে সুষুপ্তি আদি কি উপবেশন।
বহিতেছে ক্রমে শ্বাস, ক্রমে হবে সর্ব্বনাশ,
অদূরেতে কাল ব'সে, কর নিরীক্ষণ।
তব সঙ্গিগণ সর্ব্ব, এবার কেমন॥
শুন মন তোরে বলি, সম্বল নিলি কলঙ্ক ডালি,
কেবা নেত্রে দিয়ে অঙ্গুলি, করাবে সচেতন॥

ভৈরবী—ঠুংরি।

ভয় কিরে ভ্রান্ত মন তুই দুর্গা দুর্গা বল।
অমরে অভয়দাত্রী হন্ত্রী দৈত্য বল॥
শমনেরি বলহরা দুর্ব্বলেরি বল,
শুনেছি দুর্লভ নামে চতুর্ব্বর্গ ফল,
প্রাণ ভরা নাম করে মরণমঙ্গল,
প্রসাদ বিষাদ রে মন সতত সঙ্কল,
স্থির নহে দাবানল কররে শীতল॥

দেশ-মল্লার—ঢিমেতেতালা।

তারিণী মম মনে এই অভিলাষ।
বিষয় বাসনা ত্যজে হইব তোমার দাস
মুনি ঋষি আদি তব, দাসত্ব বাঞ্ছিত সব,
সে দাসত্ব আমি পাব,—কেমনে হতেছে ত্রাস।
কৃপাময়ী তুমি অতি, গতি বিহীনের গতি,
যদি আশু দীন প্রতি, কর করুণা প্রকাশ॥

আলেয়া—চৌতাল।

শিব শম্ভু সদানন্দ শূলপাণি সর্ব্বেশ্বর।
ব্যোমকেশ বৈদ্যনাথ, বৃষভবাহন বক্রেশ্বর॥
বামদেব বপু বিহীন বসন, বিশ্বেশ্বর ভবভয়ভঞ্জন,
ভক্তবৎসল দীননাথ দুঃখমোচন,
দক্ষদলন দিগম্বর।
পরম যোগী পরমাত্মা পশুপতি পরশুকর,
গিরিজাপতি গঙ্গাধর॥
গিরিশচন্দ্র গোপেশ্বর, আদিনাথ অম্বুজাক্ষ,
আশুতোষ অলকেশ্বর॥

গর্জ্জরী টোড়ী—তেওরা।

কালভয়বারিণী, কপালিনী, কালরূপিণী,
শম্ভুভাবিনী শুম্ভঘাতিনী সমরবাসিনী সুরবন্দিনী
পুরহর মনোমোহকারিণী,
সত্যবাদিনী, তত্ত্বদায়িনী, ত্রাসনাশিনী,
ত্রাণকারিণী তিমিরবরণী।
ত্রিগুণধারিণী ত্রিদেবজননী,
ত্রিলোকেশী তেজরূপিণী।
অন্নদায়িনী, অমরপালিনী, অসুরদলনী,
আদিকারিণী, আশুতোষহৃদিবিলাসিনী,
আত্মরূপিণী॥

বাগেশ্রী—একতালা।

মন বারণ না মানে বারণ, যাইতে বিষয় বনে।
কাম শরে হয়ে মত্ত, তত্ত্বকথা নাহি শুনে॥
হেরি কৃতান্ত কেশরী, সে ভয় সামান্য করি,
পেয়ে কুমতি কুঞ্জরী, না চায় পশ্চাৎ পানে।
অসাধ্য হইল ধরা, শুন আশুতোষ দারা,
ইহার উপায় করা, কেহ নাহি তোমাবিনে।
নাহি সাধু-সঙ্গ বল, ভাবিয়ে হই বিকল,
দেহি বিবেকশৃঙ্খল, করী চরণ বন্ধনে॥

সুরট-মল্লার—ঠেকা।

তারিণী গো কে আছে তারিতে তোমা বই।
কৃপা করি পদতরি দেহ ভবে পার হই॥
কেন না পতিত রই, এতেক যন্ত্রণা সই,
জানি তুমি বিশ্বময়ী, আমি তো তা ছাড়া নই।
আগমে নিগমে যুক্তি, এই আশুতোষ উক্তি,
দিতে মুক্তি আছে শক্তি তাই সে তোমারে কই॥

দেশ-মল্লার—যৎ।

কে ও রমণী সমরে বিরাজে।
লজ্জারূপা দিগম্বরী অসুরসমাজে॥
পদতল বরণ, জিনি তরুণ অরুণ,
নখরে নিশাকর লুকাইল লাজে।
শ্রীপদ নীল নলিনী, উরু রামরম্ভা জিনি,
কটিতটে কর শ্রেণী কিঙ্কিণী বাজে॥
নাভি সুধাসরোবর, ত্রিবলী কি মনোহর,
পীনোন্নত পয়োধর উরুপরে সাজে।

সুশাণ কৃপাণ করে, ঘন হুহুঙ্কার করে,
বরাভিয় মুণ্ড ধরে, ত্রাসে বাজি গজে।
কিবা মুণ্ডমালা শোভা, সুদর্শনা লোলজিহ্বা,
শ্রুতিযুগে ইন্দু শিশু অপরূপ সাজে।
মুক্ত কুটিল কুন্তল, সুধাপানে ঢল ঢল,
অলি যেন আশুতোষ হৃদয়স-রোজে॥

কালাংড়া—ঢিমা তেতালা।

কে ও গজেন্দ্রগামিনী বামা যোগেন্দ্রমোহিনী।
মগনা নগনা, গলিত কুঞ্চিত কেশ ধাইয়াছে ধরণী
রবি-শশিদহন, জিনিয়া ত্রিনয়ন,
অট্ট অট্ট হাসে যেন, ঘনে সৌদামিনী
কিঙ্কর নখর বালা, অরি ছিন্ন করি বালা,
কণ্ঠে পরে শিরমালা, এ কাল কামিনী॥

পিলু।

স্বপনে তাহারি সনে হইল মিলন।
না করি বিচ্ছেদ ভয়ে আঁখি উন্মীলন॥
নিদ্রাতে তাহারে দেখি, মন প্রাণ হয় সুখী,
স্বপম স্বপন হ'লে না রবে জীবন॥

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

মনে ভাবি না ভাবি সে রূপ তার।
অন্তরে উদয় কেন হয় আসি নিরন্তর॥
ভাবিয়ে যাহার ভাব. ভাবনা হ'ল স্বভাব,
বুঝিতে নারি কি ভাব, কেন সেই ভাবে পর।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

প্রেম যে পরশমণি, সে মণি
কি সবে চেনে।
অরসিকে বলে এত ভাবনা কি প্রেম বিনে॥
যার আছে রসবোধ, বুঝে পর অনুরোধ,
প্রেমে বিচ্ছেদ হলে কত দুঃখ সেই জানে॥

বারোঁয়া—ঠুংরি।

নয়নে আমার বিধি কেন পলক দিয়াছে।
দরশন সুখে আমায় বিমুখ করেছে।
মন যাবে সদা চায়, নয়ন বিবাদী তায়,
সুখসাধে একি দায়, প্রমাদ ঘটেছে॥

দেশ মল্লার—আড়াঠেকা।

হে উদিত প্রেমদ ঘন, হও দয়াময়,
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে, দেখ অবসান প্রাণ।
আছে বহু জলাশয়, তাতে নাহি পেয় প্রিয়,
তুমি হে মম আশ্রয়, যা হয় কর বিধান॥
বজ্রশিলা বরিষণ, সঘন কর গর্জ্জন,
বিদ্যুতের দ্যুতি অতি ভয় দরশন।
তথাপি তোমাতে মন, হবে না অন্য ভাজন
অনন্যগতিকে আশুতোষ, করি কণা দান॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

হেরিব না আর সখি কাল বরণ।
মুছাইয়ে দেগো তোরা নয়ন অঞ্জন॥
যে যে সখি কাল আছে, আসিতে দিওনা কাছে,
কৃষ্ণ মনে পড়ে পাছে, হেরিলে বদন।
কোকিল তমালোপরে, যদি কুহু রব করে,
ব'লো তারে স্থানান্তরে করিতে গমন॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

সুখে আছত এখন।
সতত আমার লাগি হতে জ্বালাতন॥
এস নাথ কাছে বোসো, বসিতে কি আছে দোষ,
তুমি যারে ভালবাস, সে বাসে কেমন।
বল নাথ তার কথা, কেমন তার সুশীলতা,
শঠতা কি সরলতা, মমতা কেমন॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

অতিশয় নিদারুণ বিরহ বাতিকব্যাধি।
করে জ্ঞান অবসান, ম্রিয়মাণ নিরবধি॥
অন্য বাতিকের দুখ, নিবারয়ে চতুর্ম্মুখ।
ইহাতে প্রেমীর মুখ, দরশন মহৌষধ॥
সাধ না পুরিতে যদি সাধের পিরীতি গেল।
জীবন ধারণে তবে এখন কি ফল বল॥
জীবন সুখের লাগি, হয়ে প্রেমে অনুরাগী।
হইলাম দুঃখভাগী, তনুত্যাগী সেই ভাল॥

পিলু।

বচনে বিরহ দুঃখ নাহি হয় নিবারণ।
ভাবিতে নিষেধ করে লোকে অতি অকারণ॥

ঘন দহে দাবানল, পবনে করে প্রবল,
তৃণ যোগে দিলে জল, নিভে কি সে হুতাশন॥

—

মন যে মানে না নিষেধ।
আশা না পুরিতে প্রেমে হইল বিচ্ছেদ।
হৃদয়ে উদয় যার, বাহিরে বিরহ তার,
ইহার অধিক আর আছয়ে কি খেদ।

—

সিন্ধু ভৈরবী—তেওট।
মনেরে বুঝাব কত, মন তারি অনুগত॥
সেইরূপ অনুরূপ ভাবিতেছে অবিরত॥
রোদন হইল সার, দুঃখ কি কহিব আর,
যে পথে গমন তার, প্রাণ আছে সেই পথ॥

—

মল্লার।
কে বলে সে অদর্শন,হৃদয়ে উদয় সতত যে জন॥
নয়নে বিচ্ছেদ, তাহে নাহি খেদ,
হৃদয়ে অভেদ, সদা সর্ব্বক্ষণ॥
সে দেখে আমারে, আমি দেখি তারে,
এ ব্যবহার সদা অন্তরে মিলন॥

—

পিলু—আড়া।
দারুণ বিরহ দুখে প্রাণ বাঁচে কিনা বাঁচে।
যেমন কাতর মন জানাইব কার কাছে॥
কিবে দিবে কি রজনী, যেন মণিহারা ফণী,
কারো মুখে নাহি শুনি, ইহার উপায় আছে॥

—

ললিত—আড়া।
রাধানাথ লয়ে রাধা কেন কুঞ্জে এলে।
শ্যামের বেণু রবে ভুলে॥
গোকুল নগরে ভার, প্রেয়সী কি নাহি আর,
শ্যাম কলঙ্কিনী তোমায় মিছে লোকে বলে।
গাঁথবে কুসুম হার, রোদন হইল সার,
বল গলে দিবে কার, ত্যজ গো সলিলে॥
সহচরীগণের মানা, কখনত শুননা,
হইয়ে গো কৃষ্ণপ্রাণা, প্রতিফল পেলে॥

—

ললিত—আড়া ঠেকা।
ওগো সজনি রজনী প্রভাতা হলো
কৃষ্ণ কুঞ্জে নাহি এলো।
অসহ্য হইল শয্যে, বেশ ভূষা কিবা কার্য্যে,
কেমনে হব গো ধৈর্য্য, শ্যামের মনে এই ছিলো
গণিতে গণিতে তারা, স্থির হলো আঁখি তারা,
প্রিয়সী হয়েছে তারা, রাধা মলো মলো॥
চন্দ্রাবলী আদি সখী, তাদের মুখে আছেন সুখী,
ঝুরিলে রাধার আঁখ, বঁধু বুঝি থাকেন ভাল॥

—

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।
কেন প্রাণ হেন করিলে হে বল না।
অনুগত বিরত হইবে মনে ছিল না॥
নিদয় হৃদয় তব আগে প্রকাশিলে না।
ভাল আশা ভালবাসা প্রিয়ভাষা ছলনা॥

—

ঝিঁঝিট—আড়া তেতালা।
বার বার কত আর সহিব যাতনা।
প্রাণাধিক ভাবি যারে সে করে ছলনা॥
লোক লাজে আভরণ, করি যাহার কারণ,
ক্ষণে না করে যতন, কেবলি লাঞ্ছনা॥

—

কানাড়া—ঠুংরি।
প্রেমরস আশা দিয়ে নিরাশ করিলে কেন।
মনে মনে মিশাইয়ে কেমন হ'লে বিমন॥
কেন হয়ে মনমত, মন করে অনুগত,
বাঞ্ছিতে কর বঞ্চিত, এই কি উচিত প্রাণ॥

—

কানাড়া—আড়া।
ভাল বাসা আশা ভাল দিয়ে ছিলে প্রাণ।
সে আশে আশ্রিত হয়ে বুঝি যায় প্রাণ॥
হেম হেন হেরি ফুল হইবে রতন ফল,
সিঞ্চিয়ে পুলক জল, লাভ হলো অপমান॥

—

সিন্ধু—ঠেকা।
প্রাণ যায় হায় হায় একি দায় প্রেম দায়।
আগে যদি জানিতাম করিতাম সে উপায়॥
কি কব করম দোষ, মন নয়ন অবশ,
না ভাবিলে গুণ দোষ আশু মজে শঠতায়॥

—

বারোঁয়া—ঠুংরি।
মন যে মানে না নিষেধ।
আশা না পুরিতে প্রেমে হইল বিচ্ছেদ॥
হৃদয়ে উদয় যার, বাহিরে বিরহ তার,
ইহার অধিক আর আছয়ে কি খেদ॥

বারোঁয়া—ঠুংরি।
বিরহ দুঃখ কারে কই।
মনের বেদনা মনে নিবারিয়ে রই॥
সদামন উচাটন, কিসে হবে নিবারণ
না চাহে অপর ধন, সে রতন বই॥

বারোঁয়া—ঠুংরি।
আমি কি আমাতে আছি।
অবিরত জ্ঞান হত হয়ে রয়েছি॥
বিনা সে রতন মণি, দংশিছে বিরহ ফণী,
মনে হেন অনুমানি, বাঁচি বা না বাঁচি॥

বারোঁয়া—ঠুংরি।
যদি তার সনে বিচ্ছেদ হ'লো।
কি সাধে বিষাদে তবে জীবন রহিল॥
করিয়ে বহু যতন, বিধি মিলালে রতন,
সে হইল নিদারুণ বেঁচে কি ফল॥

সোহিনী।
বিচ্ছেদের এই ভাল সদাই রাখে চেতন।
অন্তরেতে নিরন্তর সেই রূপ উদ্দীপন॥
নয়নে না হেরি যারে, মননে নিরখি তারে,
দুরূহ বিরহ করে হেন অঘটন ঘটন॥

সোহিনী—আড়া।
আমার মন যে বুঝে না আমি কি করি।
সতত হেরিতে চাহে সে রূপ মাধুরী॥
যে রতন পাইব না, মিছে তাহার বাসনা,
এখন এ সুমন্ত্রণা, সে ভাবনা পাসরি॥

বেহাগ—তেওট।
বারে বারে মন তারে চায়।
আমারে হ'লো একি দায়॥
যে নিধি হরয়ে বিধি, ফিরে কি পায় সে নিধি,
মন তা বুঝে না মরি করি কি উপায়॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

১২২২ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিল্বগ্রামে মদনমোহনের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়। প্রথম্য পাঠশালায় শিক্ষার পর রামধন পুত্র মদনমোহনকে কলিকাতায় আনিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তী করিয়া দেন। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সমপাঠী ছিলেন, এবং এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্বও স্থাপিত হয়। অসাধারণ মেধাগুণে অচিরেই ইনি সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। কলেজ শিক্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইনি, বাসবদত্তার পদানুবাদ রচনা করেন। মদনমোহন প্রথম শিক্ষা বিভাগের পণ্ডিতের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়া, অবশেষে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদে উন্নীত হন। শিক্ষা বিভাগ হইতে তিনি মুরসিদাবাদের জজপণ্ডিতের পদ পান। জজ পণ্ডিতের পদ হইতে তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১২৬৪ সালের ২৭এ ফাল্গুন মুরসিদাবাদ কান্দিতে বিসূচিকারোগে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ইহাঁর রচিত তিনভাগ "শিশুশিক্ষা" সর্ব্বজন-বিদিত।

বিভাস—একতালা।

হে হরসুত, বহুগুণযুত, হর দুষ্কৃতিভারং।
হে গণপতি, কুরু সম্প্রতি, দুর্গতি অবহারং॥
হে গজমুখ, ভব সম্মুখ, ত্যজ বৈমুখভাবং।
দেহি সুবিধি, হে গুণনিধি, ভববারিধি-নাবং॥
আ শতমখ, সচতুর্ম্মুখ, পূজিতসুখপাদং।
তং প্রতি নতি, কুরু রে মতি, সততং স্তুতিবাদং
সংস্থতি-কৃতি, স্থিতি-সংহৃতি, কুরুষে কতিবারং।
হে পশুপতিসুত মাংপ্রতি, কুরু দুর্গতিপারং॥
ভো ভবসুত, কুরু সন্তত, দুরিতং দ্রুতদূরং।
বর্ণপণ্ডিত, গুণমণ্ডিত সুখভণ্ডিত পুরং॥
ভূষিত-মণি, গণ্ডিত-ফণি মণ্ডিত, মণিবন্ধং।
গুণ গুণ নাদ- বহু ষট্‌পদ- সূচিত-মদগন্ধং॥
চঞ্চল-চল মণি-কুণ্ডল কিঙ্কিণী কলনাদং।
বাজিত-রজ, পদনীরজ, মদন ব্রজপাদং॥

মল্লার—ঝাঁপতাল।

কিঙ্করে করুণা কর খরকর হে।
দিনে দিনে দয়া দেহি দিনকর হে!
মিরীচি-সুরুচি রুচি ভাস্বর হে।
খরকর, খল-দল নশ্বর হে।
তিমিরারি তমোহর, তমো হর হে!
দুরিত-দারিদ্র্য দুঃখ-দূর কর হে।
পাপতাপ-পরিতাপ সংহর হে!
কাতরে বিতর কৃপা দিবাকর হে!
মার্ত্তণ্ড-প্রচণ্ড-ভানু-ভাস্কর হে।
মদনে সম্মোদ দেহ দিবাকর হে!

ভয়রোঁ—ছেপকা।

কালিয় মর্দ্দন, কংসনিসূদন,
কেশিমথন কংসারে।
খগপতি বাহন, খেচর পালন,
খিন্ন খল-বলহারে।
গোকুল গোলোক- চন্দ্র গদাধর,
গরুড়বাহন গিরিধারে।
ঘন ঘন ঘুঙ্গুর, ঘোষক ঘনতনু,
ঘোর তিমির সংহারে॥
চঞ্চল চম্পক চারু, চটুল চল চীর,
চতুর্ভুজ বৈদ্য হরে।
ছদ্ম বামন, ছিন্ন বারণ, ছলিত বলিবল সৌরে।
জগজন জীবন, জৈন জনার্দ্দন,
জলদজলজ রুচি চৌরে।
ত্রিভুবন তারক, তাপ নিবারক,
তরুণ তনুজিত তোয় ধরে।
দৈত্য দলবল- দলন দুঃখ হর,
দূরিত হারক দেব হরে।
নূতন-নীরদ, নীল কলেবর,
নন্দ-নন্দন নরকারে॥
পতিত-পাবন, পরম কারণ, পীত পট্ট পটধারে।
বল্লভ বালক, বিপিন-বিহারক,
বংশী বট তট তীরে॥
ভুবন ভূষণ, ভবতি ভাজন, ভীরু ভব ভয় তারো
মদনমোহন, মনসি মোদন,
মন্দ মধুস্বর-মান হরে॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

শম্ভু শুভঙ্কর, শঙ্কর হে,
দেহি পদদ্বয়মীশ্বর হে।
ভস্মবিভূষিত-বিগ্রহ হে।
দৈত্য-বলাবলি-নিগ্রহ হে।
ভোগি ফণায় ভয়ঙ্কর হে।
পদতলাশ্রিত কিঙ্কর হে।
ভীম কলেবর ভৈরব হে।
ভূতরাজ নিসম্ভব হে।
ভীরু ভয়াপহ ভীষণ হে!
ভীমভবাম্বুধি তারণ হে।
ভূত ভবৈরতিভূষিত হে।
ভাল সুধাকর ভাষিত হে।
ভক্ত ভবাগতি ভঞ্জন হে।
সর্ব্ব সুরাসুর রঞ্জন হে।
নির্ভর পামর গঞ্জন হে।
সত্য সুতত্ত্ব নিরঞ্জন হে।
নিত্য বিশুদ্ধ সুখঞ্জন হে।
পার্ব্বতীমানস খঞ্জন হে।
ব্যালবিলাসিত কুণ্ডল হে।
কুণ্ডলি মণ্ডিত কুণ্ডল হে।
লোটজটাপুট লুণ্ঠিত হে।

ভোগিভরাভূতি গুণ্ঠিত হে।
দীন সুখদুঃখবিদারণ হে।
ত্র্যক্ষ প্রপঞ্চিত কারণ হে।
যুদ্ধবিশারদ পণ্ডিত হে।
ভূতি-বিভূতি সুমণ্ডিত হে।
দীন দয়াময় ধূর্জ্জটি হে!
ব্যালবিলাসলসৎকোটি হে।
ভক্তভবাব্ধি বিমোচন হে।
কামনিমীলন লোচন হে।
মদনাশ্রিত পাদসুপঙ্কজ হে।
ক্ষুব্ধ মনো-মকরধ্বজ হে।

ভয়রোঁ—ঠেপকা।

হে ভবভামিনি, ভীম বিলোচনি,
ভৈরব-নাদিনি শৈলসুতে।
শঙ্খিনি চক্রিণি, বজ্রিণি শূলিনি,
বাণকৃপাণক তূণযুতে॥
হে শিবমোহিনি, শুম্ভ নিসূদিনি,
দৈত্যবিদারিণি দুঃখহরে।
হে গিরিনন্দিনি, শত্রু বিমর্দ্দিনি,
দীনদয়াময়ি দস্তকরে॥
হে সুরবন্দিনি, কর্ম্ম-নিবন্ধিনি,
পাপ বিনিন্দিনি বিশ্বহরে।
হে রণরঙ্গিণি, যুদ্ধ তরঙ্গিণি,
অঙ্গ বিভাসিনি, রঙ্গ ভরে॥
হে বহুভাষিণি, দৈত্যবিনাশিনি,
যুদ্ধবিলাসিনি পাহি শিবে।
হে মৃদুহাসিনি, ঘোর নিনাদিনি,
তারয় তারিণি মাং হি ভবে॥

প্রভাত বর্ণনা।

গচ্ছতি রজনী, কোকিল-রমণী,
কূজতি ভৃশমনুবারং।
বিকসিতকুসুমং, রৌতি চ বিষমং,
কলকলমলিপরিপারং॥
গতবতি তিমিরে, উদয়তি মিহিরে,
স্ফুটতি চ নলিনীজালং।
কুমুদকলাপে, বিহিত-কলাপে,
সীদতি রহসি বিশালং॥
বিরহিতশোকে, কূজতি কোকে,
হৃষতি বিগত-বিকারং।
সকলকিশোরী, তৃষিতচকোরী,
রোদিতি সকরুণ তারং॥
শ্রীকবি-মদনো ধৃত হরিচরণো,
রচয়তি রহিতবিষাদং।
বিহিতসুসাজাং পরিহর শয্যাং,
নৃপসুতস্মর হরিপাদং॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

কটাক্ষ সন্ধানে, আপনার পানে,
ওলো সুলোচনে চেওনা চেওনা চেওনা।
উহার বেদনা তুমি জাননা,
অনর্থ বেদনা পেওনা পেওনা॥
ওরে খরতর, নয়নের শর,
কেবা আত্মপর, জানেনা জানেনা জানেনা॥
পড়িলে রূপসি, খরধার অসি,
কামার বলিয়া মানেনা মানেনা মানেনা॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

ওলো ধনি পুন আর একটিবার চাওলো।
বাঁচি কিনা বাঁচি ইথে বুঝে চাই তাইলো॥
কিন্তু শুনিয়াছি পুরাতন লোকে কয়লো।
বিষের ঔষধি বিষ বিষে বিষ ক্ষয় লো॥

ললিত-জলদ - তেতালা।

প্রেম নাহি হয় যেন, তবু যদি হয় হেন,
বিচ্ছেদ যন্ত্রণা যেন, নাহি হয় সহিতে।
যদিও বিচ্ছেদ হয়, প্রাণ যেন নাহি রয়,
মনে মনে বড় ভয়, পাছে হয় দহিতে॥
ভয়ে ভয়ে এইমত, ভাবিয়াছিলাম যত,
হিতে হৈল বিপরীত, বুক ফাটে কহিতে॥
উহুহু দারুণ বিধি, মোরে দিল নিরবধি,
সেইত যাতনা আদি, চিরদিন বহিতে॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

১২১৭ সালের ২২এ শ্রাবণ শনিবার কলিকাতা খিদিরপুরে কাশীপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। খিদিরপুরে তাঁহার মাতামহ রামনারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারীর বাড়ী। ইঁহার বাল্যজীবনের অধিকাংশ সময় মাতুলালয়েই অতিবাহিত হইয়াছিল। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কাশীপ্রসাদের রীতিমত শিক্ষা আরম্ভ হয় নাই। অবশেষে তিনি হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন, এবং অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে তিন বৎসরের মধ্যেই প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইতে সমর্থ হন। এই সময় তিনি ইংরেজীতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন; এমন কি, তাঁহার ছাত্রজীবনের কয়েকটী ইংরেজী কবিতা 'গবরমেণ্ট গেজেটে এবং এসিয়াটিক সোসাইটী জর্ণালে' প্রকাশিত হয়। ইংরেজী কবিতা ব্যতীত তিনি কয়েকখানি ইংরেজী পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ ও বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণ' সম্বন্ধে তিনি যে ইংরেজী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে তিনি ভারতচন্দ্র, নিধু বাবু প্রভৃতির কবিত্ব সমালোচনা করেন। নিধু বাবুর অনুকরণে তিনি অনেকগুলি প্রণয়সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। নিধু বাবুর ন্যায় তাঁহার সে সকল সঙ্গীত বেশ রসাল ও ভাব-পরিপূর্ণ। ১২৮০ সালের ২৭শে কার্ত্তিক কাশীপ্রসাদের মৃত্যু হয়।

গারা-ঝিঁঝিট—আড়া।

কত ভাল বাসি, প্রাণ, বুঝাব কেমনে।
মন দেখাইবার নয়, কি কব বচনে॥
অপরের অগোচর, হয় হৃদয় ভিতর,
কিরূপে জানিবে পর, যে করে তার কারণে॥

ইমন কল্যাণ—আড়া।

হেরিয়ে তোমার প্রাণ, ও বিধুবদন।
যেমন করয়ে মন, অতীত কথন॥
মনেতে যতেক হয়, ভাব প্রেম সুখোদয়,
বচনে সে সমুদয়, হয় কি বর্ণন॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

একি আমার হ'লো দায়—সজনি।
কিসে ফিরে পাব মন, কি করি বল উপায়॥
পাইতে পরের মন, সঁপে ছিলাম নিজ মন,
না পাইলাম তার মন, আপন হারালাম তায়॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

হৃদয়ের রাজা তুমি, কেবা তব সম।
একাধারে সবরূপ শোভা অনুপম॥
শশধর বদনেতে, সুখতারা নয়নেতে,
সুধামাখা বচনেতে, অতি মনোহর॥

বেহাগ—আড়া।

এ কেমন চোর বল, নয়ন তোমার, প্রাণ।
চিত্ত মন কিছু নাহি, থাকে আপনার॥
অন্য অন্য চোর যারা, হেরিলে পলায় তারা,
এ চোর হেরিলে, হরে প্রাণ রাখা ভার॥

বারোঁয়া—ঠুংরি।

কেন সাধিলে না তারে।
সে যে সখি, মন দুঃখে, গেল মন-ভারে॥
মান বশে অনুচিত, হইলেন রোষান্বিত,
এখন তার সহিত, মিলাতে কে পারে॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।

সাধরে সাধ তারে।
যে আমারে ত্যজে যায় মনো ভারে॥
কেবল সে নাহি যায়, প্রাণ আমার সঙ্গে যায়,
ফিরাইয়ে সখি, তায়, বাঁচাও আমারে॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

হৃদয়ে রাজা হ'য়ে তুমি প্রাণধন।
নিদয় হ'লে কি বাঁচে প্রজার জীবন॥
মনের বাসনা যত, সব তব অনুগত,
পুরাইয়ে মনোমত রাজ্যের কর পালন॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।

যা য় যাবে যাউক রে প্রাণ, তাহাতে নাহি খেদ।
সুখের পিরীতে যদি হইল বিচ্ছেদ॥
যারে ভাবিয়ে আপন, সঁপিলাম নিজ মন,
যাতনা দিলে সে জন, মরণে কি ভেদ॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

তোমার কি দোষ প্রাণ, যে দোষ আমার।
আপনি দিয়াছ মনোসাধে আপনার॥
নিজ দোষে নিজ ধন, হারায়ে করি রোদন,
কি করিব অন্য জন, কি দায় তাহার?

সুরট মল্লার—আড়া।

হেরিলে শীতল কভু হয় কি বিরহানল।
দরশনে সখি, আরো, অধিক হয় প্রবল॥
যেমন দেখিয়ে ঘন, চাতকের কি কখন,
পিপাসার নিবারণ, হয় বিনে ধারাজল॥
মনের বাঞ্ছিত ধন, নিকটে থাকিতে মন,
হয় না শান্ত কখন, বিহীনে তার মিলন॥
বরঞ্চ আশাতে তায়, লোভে হয়ে সহকার,
আকিঞ্চন বাড়ে আরো, হৃদয় করে বিকল॥

গারা-ঝিঁঝিট—আড়া।

আঁখির মিলনে প্রাণ, কেবল যাতনা।
মনের অনল তাতে, শীতল হয় না॥
হেরিলে বিধুবদন, বাড়ে আরো আকিঞ্চন,
প্রবোধ মানেনা মন পূরে না বাসনা॥

বাগেশ্রী—আড়া।

এত যতন করিয়ে, পাইলাম না তবু,
তাহার নিদয় মন।
কি কঠিন তাহার পরাণ, দেখি নাহি কখন॥
সে যদি রসিক হ'তো, প্রেমের কর্ম্ম বুঝিত,
মনের বাসনা যত, পুরাইতাম মনোমত,
তবে কি জ্বলি এমন॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

প্রাণ অবসানে প্রাণ, হবে কি সদয়।
অনুকূলেতে কি ফল, বল সে সময়॥
প্রাণপ্রিয়ে সেই জন, যারে প্রাণ সমর্পণ,
দুঃখ দিলে সে এমন, কিসে প্রাণ রয়॥

পূরবী—আড়া।

আজি কি সুদিন, সুদীনে সুদিন, তব দরশনে।
অধিনী বলিয়ে প্রাণ, হ'য়েছে কি মনে॥
সদয় হইয়ে বিধি, আনি দিল হারানিধি,
অঘটনে সুঘটন, বল কি কারণে॥

জয়-জয়ন্তী—আড়া।

অনেক সাধের ধন, তুমি প্রাণ আমার।
কত ভালবাসি আমি কি কহিব তার॥
হেরিলে বিধুবদন, যে সুখ হয় সাধন,
জানে তা আমার মন, কে জানিবে আর॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রাণ প্রেয়সী।
ও বিধুবদন হেরে মন হইল উদাসী॥
কি ক্ষণে তোমার সনে, দেখা নয়নে নয়নে,
কি জানি দিলে কেমনে, হৃদয়েতে প্রেম ফাঁসি।

ঝিঁঝিট—আড়া।

আমার মনের কথা তুমি কি জান না—প্রাণ।
ভালবাসি কি না বাসি, বুঝে কি বুঝ না॥
হৃদয়ে যার বসত, মন যার অনুগত,
তাহার কি অজানত, কেন এ ছলনা॥

খাম্বাজ—আড়া।

জীবন জীবন তুমি, প্রাণের বাঞ্ছিত ধন।
কি কব যে হই দুঃখী, না হেরে বিধুবদন॥
বারি ছাড়া মীন হলে, কাতর হয় যেমন।
তব বিরহেতে হয়, আমার মন তেমন॥

গারা-ঝিঁঝিট—আড়া।

প্রাণ গেলে প্রাণনাথ, আসিবে কি বল সই।
জীবন রহিত হ'লে, আইসে কি ফল সই॥
প্রাণাধিক ভাবি যারে, প্রাণেরে সেই প্রহারে,
বুঝি প্রাণ তোষিবারে প্রাণ হত হ'ল সই॥

কেদারা—আড়া।

এমন কে তারে বলিয়েছিল,
সাধিয়ে সাধিয়ে পিরীতি করিতে সই ॥
অবলার মন, হরিয়ে এখন,
বিচ্ছেদানলে জ্বালালে,
বল কি উপায়, দুঃখ নিবারিতে ॥

ইমন্-কল্যাণ—আড়া।

ভাবিয়ে ভাবিয়ে সই, কি হলো আমারে ॥
মনে করি ভাবিব না, তবু ভাবি তারে ॥
ভাবনার একি ভাব, স্বভাব হলো অভাব,
অভাব হয়ে স্বভাব, জীবন সংহারে ॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

শঠের সহিত প্রেম, কে করে জানিলে।
সুখ আশা ক'রে ভাসি, নয়নের জলে ॥
অবলা সরলা পেয়ে, বিনয়ের ছলে।
আমারে জ্বালালে ভাল, মনের অনলে ॥

গারা-ঝিঁঝিট—আড়া।

প্রাণ তোমার জানি যত, আমারে যতন।
নিরন্তর করে আঁখি বারি বরিষণ ॥
এ কেমন রীতি বল, জ্বালায়ে প্রণয়ানল,
করিলে নাহে শীতল, বধিলে জীবন ॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

ধনি পিরীতের কি হয় রীতি এমন।
আপনি জ্বলেনা, করে পরে জ্বালাতন ॥
যেমন দীপেরোপরে, পতঙ্গ পুড়িয়া মরে,
যে দীপ তাহার তরে, ত্যজে না জীবন ॥

রামনারায়ণ তর্করত্ন।

১২৩০ সাল চব্বিশ পরগণা হরিনাভি-গ্রামে রামনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম—রামধন শিরোমণি। পৈত্রিক চতুষ্পাঠীতে ইহাঁর প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া ইনি সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। সে শিক্ষা শেষ হইলে, ইনি উক্ত কলেজের অন্যতম অধ্যাপকের পদে বরিত হন। 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব', নাটক প্রণয়নে এবং 'বেণীস হার', 'শকুন্তলা', 'মালতীমাধব প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদে ইনি বিশেষ যশস্বী হন। অনেকের মতে ইহাঁর রচিত 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' বাঙ্গালা ভাষার প্রথম নাটক। কয়েক বৎসর গবরমেণ্ট প্রদত্ত পেন্সন উপভোগ করিয়া ১২৯২ সালে ইনি পরলোকে গমন করেন।

আলাইয়া—কাওয়ালী।

দিনকর তাপ বাড়িল, ভূমি তাপিল,
শোষিল কুসুম নীহার।
আকুল করিগণ, মজ্জন কারণ,
ছাড়িল বিপিন বিহার।
কাতর মহিষ, সরোবর পূরিল,
শতদল মর্দ্দিত তাহে;
ভ্রমরনিকর, হ'য়ে অতি দীন,
বিলাপ করে অনিবার ॥

সারঙ্গ—কাওয়ালী।

ভানুতাপে তাপিত ধরণী।
বিহগ সব, হ'য়ে নীরব,
হরে কাল অমান ॥
হইল ম্লানতর ফুল্ল ফুল দল,
সুখী কেবল নীরে নলিনী,
পতি সোহাগে চারুহাসিনী।
নিভৃত শীতল বনে মৃগনিকরে,
প্রবেশ করে কাতর স্বরে;
শাখী উপরে ডাকে চাতকিনী।
দহিছে চরাচর খরতর কিরণে,
পথিকগণে ছায়া বিহনে;
শাপে তপনে যম সম গণি ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

হাবড়া-জেলার আন্দুল-গ্রামের বসু-মল্লিকেরা অতি প্রসিদ্ধ বংশ। জগন্নাথপ্রসাদ **এই** বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। বাল্যকাল হইতে সঙ্গীত আলোচনায় ইঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখা যাইত। কয়েক জন সঙ্গীতজ্ঞ লোককে ইনি বেতনভোগী রূপে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত সঙ্গীত সেই সকল কালোয়াতের দ্বারা গীত হইত।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

শঙ্করি! করুণা কর, কিঙ্করে কেন বঞ্চনা।
কামনা পূরাতে কালা, কল্পলতিকা কল্পনা॥
অতি অসাধ্য সাধন, বিনাশিতে দশানন,
পূজি জানকী জীবন, পূরিল মন বাসনা।
গোকুলে গোপিনী যত, করে কাত্যায়নী ব্রত,
দিয়ে নারায়ণ ধন, ঘুচালে ব্রজ ভাবনা।
শুম্ভ নিশুম্ভের রণে, রণশায়ী দৈত্যগণে,
শবেরে শিবত্ব দিলে, নাশিতে যম-যন্ত্রণা॥

বাগশ্রী—মধ্যমান।

বিরহ সরসীরুহে, দিগ্‌বেশে শিরতালে।
জগন্মনমোহিনী শ্যামা, সকরুণে কংকরালে॥
শুম্ভ নিশুম্ভের রণে, নাশিতে দানবগণে,
ভুবন মোহিলে যথা দশরূপে গিরিবালে।
প্রথমে কালিকা বেশ, ঘনবর্ণা মুক্তকেশ,
শবারূঢ়া করকাঞ্চি, শবশিশু কর্ণপুরা;—
ভালে অর্দ্ধ চন্দ্রোদয়, খড়্গ মুণ্ড বরাভয়,
চতুর্ভুজে শোভে কিবা, ত্রিনয়না মুণ্ডমালে।
দ্বিতীয়ে তারা ভীষণা, এক জটা বিভূষণা,
লোল জিহ্বা নীলবর্ণা, লম্বোদরা কৃত্তিবাসা;
চতুর্ভুজ সুশোভন, শিবোপরি আরোহণ,
অর্দ্ধচন্দ্র পঞ্চতঙ্ক, ত্রিনয়ন ভাল ভালে॥
তৃতীয়ে রাজরাজেশ্বরী, রক্তবর্ণা শুভঙ্করী,
বিধি বিষ্ণু রুদ্র ঈশ, ঈশ্বর এ প্রেত পঙ্কে;—
সিংহাসন নিরমিত, চতুর্ভুজে সুশোভিত,
পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর, ত্রিনেত্র শশী কপালে।
চতুর্থে ভুবনেশ্বরী, আসন অম্বুজোপরি,
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না, অর্দ্ধেন্দু ঘটা ললাটে;—
অলঙ্কার মণিময়, ভুবন প্রদীপ্ত হয়,
পাশাঙ্কুশ বরাভয়, চতুষ্কর জিত নালে।
পঞ্চমে ভৈরবী মায়া, লোহিত বরণ কায়া,
চতুর্ভুজ মুণ্ডমালে, ত্রিনয়না পদ্মাসনা;—
অক্ষমালাভয় বর, গ্রন্থযুক্ত চতুষ্কর,
শিরে শিশু শশধর, সুশোভিত কেশজালে।
ষষ্ঠে ছিন্নমস্তা বেশ, উপবীত শোভে শেষ,
নিজ মুণ্ড খড়্গে ছেদি, বাম করতলে ধরি;
রক্ত উঠে তিন ধার, নিজমুখে এক তার,
আর দ্বিধারাপায়িনা, দ্বিসখী মুখ বিশালে।
সপ্তমেতে ধূমাবতী, ধূমের বরণবতী,
কাকধ্বজ রথারূঢ়, বৃদ্ধানিলে দোলে স্তন;—
বিধবা ক্ষুধায় আকুলা, কল্পমালা আর কুলা,
দ্বিভুজে শোভিছে কিবা, ক্ষালনে কাল জঞ্জালে।
অষ্টমে বগলামুখী, পীতবর্ণা মহাসুখী,
রত্নগেহে রত্নাসনে, ভূষিতা নানা রতনে;—
সোম সূর্য্যাগ্নি নয়ন, চন্দ্রার্দ্ধ ভালে শোভন,
দৈত্য রসনা মুদ্গল, দ্বিভুজে সমরকালে।
নবমে মাতঙ্গী বামা, নানা গুণে গুণধামা,
খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ, চতুর্ভুজে ধৃত করি;—
রত্ন পদ্মাসনস্থিতা, রক্তবাস কি শোভিতা,
ত্রিনেত্রা অর্দ্ধেন্দু ভালে বরণ জিনি তমালে।
মহালক্ষ্মী দশমেতে, শোভিত বেদ ভুজেতে,
বরাভয় পদ্মদ্বয়, চারুমূর্ত্তি পদ্মাসনা;—
রত্নকুম্ভে চারি করী, অভিষেকে মৌলী' পরি,
সুবর্ণ সুবর্ণ গ্লানি, সুবর্ণ যথাগ্নি জ্বালে॥

আশাবড়ী-টোড়ী—মধ্যমান।

বুঝালে যদি না বুঝ, কে তবে বুঝাবে প্রাণ।
ভালবাসা বেসে শেষে এত কিহে অপমান॥
ভাল ভালবাসা তব, এ যন্ত্রণা কারে কব,
প্রাণে আর কত সব, পিরীতে এ কি বিধান॥
আমি সম চাতকিনী, তুমি ঘন কাদম্বিনী,
তবে কেন এ অধীনী প্রতি নহে বারিদান॥

সোহিনী-জলদ—তেতালা।

প্রেম আশে, দুকুল ভাসিল।
আমার মনের সাধ মনে মিলাইল ॥
আমি ভাবি ও বয়ান, তুমি বাম ভাব প্রাণ,
ইতরে মিলন ভাবে, ফলে তা না হইল।
মনে ছিল যত আশা, ভাঙ্গিল সে আশা বাসা,
লাভেতে জগতময়, কলঙ্ক ঘুষিল ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

বল কি হবে জানা'লে দুঃখ তায়।
সে যদি আমায় একান্ত না চায় ॥
জানা'লে যাতনা বোধ, নাহি মানে অনুরোধ,
তবু কেন পোড়া মন, তারি পানে ধায় ॥

কালাংড়া—জলদ-তেতালা।

তপন সমান প্রাণ হই তব প্রেম লাগি।
কোথায় মিলন কিন্তু সদা থাক হৃদে জাগি ॥
কে বুঝিবে এ কৌতুক, কহিতে বিদরে বুক,
অলি করে মধুপান, অরুণ কলঙ্কভোগী ॥
তুমি যে রাখনা মান, অন্যে তা জানেনা প্রাণ,
লোকে যেন বলে তুমি, মম প্রেম অনুরাগী
কর্ম্মে হয় কিনা হয়, সে আমার ভাগ্যোদয়,
প্রকাশেতে মুখ রেখো এই মাত্র ভিক্ষামাগি ॥

ভীমপলাশী—আড়াঠেকা।

তুমি যে বাস হে ভাল, ব'লে হবে না জানাতে।
জেনেছি ভাবেতে ভাব, পার কি আর লুকাতে ॥
সকলি বুঝিতে পারি, বুঝিয়ে বুঝিতে নারি,
চোরেতে করয়ে চুরি, সাধু কি পারে মানাতে ॥
এবে যে বাড়াবে মান, সে আশা করিনে প্রাণ,
কে দিলে মন্ত্রণা হেন, নালা কেটে জল আনাতে ॥

ভৈরবী—তিওট।

হৃদয়ে পাইয়ে তোরে না পুরিল আশা।
যেমন সাগরনীরে অন্যথা নহে পিপাসা ॥
যাবৎ হৃদয়ে থাক, নিজ জন বলে ডাক,
অন্তরে অন্তর ভাব, সে ভাবি ভাবি হুতাশা ॥

ইমন—আড়া।

উচিত না হয় এবে, অবলা জনে বধিতে।
প্রথম মিলনে কত সাধিতে সাধে কাঁদিতে ॥
বাড়াতে সুরাগ রাগে, নব প্রেম অনুরাগে,
বিরাগ রাগ সে রাগে, কি রাগ জান বিদিতে ॥
আর কি অধিক কব, বাড়াতে মান গৌরব,
বচনে পীযূষ মাখি, যেন শশী ধরে দিতে ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

আপন ভাবিয়ে যারে সে ভাবে আপন পরে।
যে প্রাণ সমান সেই হন্তারক প্রাণপরে।
মুখে মধু মাখা হাসি, অন্তরে গরলরাশি,
ভাসি যদি আঁখিনীরে, হাসি উপহাস করে ॥

বাহার—মধ্যমান।

কেবল হরেছ মন মধুর বচনে।
নতুবা কি গুণ তব, ভাবি শয়নে স্বপনে ॥
যে করে তোমার আশ, তারি কর সর্ব্বনাশ,
কিন্তু যে ঈষৎ হাস, বাঁধা সদা যে কারণে ॥
যেমন কোকিলগণ, না জানে স্নেহ পালন,
কুরূপ প্রায় তেমন, নাহিক বিশ্ব ভুবনে।
কেবল প্রিয় বচনে, প্রিয় ভাবে জগজনে,
আমি ত সেই কারণে, মজিয়াছি প্রাণপণে ॥

কাফি সিন্ধু—মধ্যমান।

দুখিনারে দুখনীরে প্রাণ কি দুখে ভাসালে।
আপনি না মজি প্রেমে অবলা মজালে ॥
ভাল হই মন্দ হই, তোমা বই কারো নই,
এ যন্ত্রণা কারে কই, এ জনে কাঁদালে ॥
শয়নে স্বপনে থাকি, সদা প্রাণ বলে ডাকি
মনোদুখ মনে রাখি, মান না জানালে ॥
একি জ্বালা অকস্মাৎ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,
মুখের গ্রাসের ভাত, হরিয়ে মজালে ॥

কামোদ—মধ্যমান।

কিবা তব ভালবাসা, আশাতে প্রাণ অবশেষ।
না পুরিল মন-আশা, বিপক্ষ হইল দেশ ॥
মুখে বল ভাল বাসি, মনে অন্য অভিলাষী,
নহে কেন সুখ নাশ, দিতেছ যাতনা শেষ ॥

কালেংড়া—জলদ-তেতালা।

কেবল তোমার ভাল আসিতে ভাল বাসনা।
দুজনে দ্বিমত হলে, প্রেম কি রবে বলনা॥
আমি ভাবি ও বয়ান, সতত হেরিব প্রাণ,
তুমি মনে ভাব আন, এভাবে ভুলে ভাবনা॥
এসে বল যাই যাই, সে কথা প্রাণে সুধাই,
প্রাণ বলে করি তাই, সবারি সম যন্ত্রণা॥

কালেংড়া—জলদ্‌তেতালা।

অন্তরে ভাল না বাস মুখে বোলো ভালবাসি।
অন্যে যেন জানে প্রাণ তুমি মম অভিলাষী॥
প্রণয়ে এইত সুখ, যে চায় যাহার মুখ,
সে ভাবিলে তার দুখ, সেই প্রেম সুখরাশি॥
তুমি ত্যজি সে বিধান, মানে কর অপমান,
আমি মনে ভাবি প্রাণ, বটে কিন্তু লোক হাসি॥
পিরীতের এই ধারা, পিরীতে মজায় তারা,
না মজিলে মজে যারা, রয় পরিবাদে ভাসি॥

সিন্ধু—আড়া।

আশায় আশায় বুঝি, থাকে না জীবন আর।
কিঞ্চিৎ নহিক সুখী, বৃথা আকিঞ্চন যার॥
ক্ষণমাত্র সুখী হয়ে, চিরদিন দুখে রয়ে,
অবশেষে লোকালয়ে, গঞ্জনা হল অপার॥
এ নহে উচিত তার, অধীনী যে হয় যার,
তার কি দুখ সার, শোধয়ে প্রেমের ধার॥
ছি ছি প্রেম সুখাশায়, প্রাণ সঁপিলাম যায়,
দহে কায় কব কায়, সে দেয় ভূতের ভার॥

মোহিনী—জলদ্‌ তেতালা।

রতন অধিক তোরে যতন করি রে প্রাণ।
তিল-আধ না হেরিয়ে, বিরহে মরি রে প্রাণ॥
বিনে তব চন্দ্রানন, মনাগুণে দহে মন,
নাহি দেহ দরশন, কর চাতুরী রে প্রাণ।
আমি ভালবাসি যাহা, তুমিত না চাহ তাহা,
শয়নে স্বপনে তোরে, অন্তরে হেরিরে প্রাণ॥

সিন্ধুভৈরবী—ঢিমেতেতালা।

ভালবাসি বলে কি প্রাণ, আসিতে ভাল বাসনা।
কেমনই করম দোষ, নাহি পূরিল বাসনা॥
হেরে শশিমুখ হাসি, সুখের সাগরে ভাসি,
তাই কি দাসীরে রাখ, ভাবিতে তব ভাবনা॥

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

১২৪১ সালের ৪ঠা আশ্বিন, শুক্রবার, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাহানুই গ্রামে প্যারীমোহন জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম্য পাঠশালায় প্রথমে ইঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। তৎপরে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ইনি জনৈক অধ্যাপকের চতুষ্পাঠীতে প্রেরিত হন। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ব্যতীত ইনি ইংরাজি ভাষাও যৎসামান্য শিক্ষা করিয়া ছিলেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতে সঙ্গীত-চর্চ্চায় তাঁহার অধিকতর আগ্রহ দেখা যাইত, এবং পরে এই বিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী হইয়া পড়েন। এক সময়ে কবিওয়ালা ও যাত্রা-ওয়ালা ব্যতীত, তাঁহার রচিত গান, ভিখারী ও বৈরাগিগণ পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়াইত। কবিরত্ন মহাশয় যেমন সঙ্গীত-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, সেইরূপ সুগায়ক বলিয়াও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ মহাতাপচন্দ্রই প্যারীমোহনকে "কবিরত্ন" উপাধি প্রদান করেন। ১২৮২ সালে ৪০ বৎসর বয়সে ইঁহার দেহান্তর হয়।

গৌরী—একতালা।

কোথায় সে জন, জানে কোন্‌ জন,
যে জন সৃজন লয় করে।
নিকটে কি দূরে, অন্তরে বাহিরে,
মসীদে কি চর্চ্চে মন্দিরে॥
শূন্যমার্গে স্বর্গে সাগরে সলিলে,
ভূধরে ভূগর্ভে অনলে অনিলে,
বনে প্রস্রবণে শব্দে ভূমণ্ডলে,
আলোয় কি অন্ধকারে।
পাতে পোতে পথে ঘাটে ঘোঁটে ঘটে,

তপে জপে যোগে যাগে যোগী রাটে,
সরলে কি শঠে, হোটেলে কি হাটে,
পথে কি পাথরে প্রান্তরে ॥
লণ্ডনে মার্কিনে ফ্রান্সে কি চীনে,
বর্ম্মা বেঙ্গলে বোম্বে হিন্দুস্থানে,
নেপালে কি ভোটে, কাবুলে গুজরাটে,
ব্রহ্ম-অণ্ডে অণ্ড-বাহিরে।
গয়া গঙ্গা বারাণসী বৃন্দাবনে,
ঘোষপাড়া পেঁড়ো নদীয়ায় মদীনে,
রিভার জর্ডেনে, গার্ডেন অপ ইডেনে,
শ্মশানে সমাজে কবরে ॥
ভারত অশক্ত সে ভার ধারণে,
সাংখ্যে হয় না সংখ্যে অদর্শ দর্শনে,
বাইবেলে মিলটনে, কোরাণে পুরাণে,
বেদে কি তন্ত্র অন্তরে।
তিনি কর্ত্তা কি গৌরাঙ্গ নানক আল্লা যীশু,
কালী কি কানাইএ বসু-শিশু বাহু,
কোন্ নামে কোন্ ডাকে, সাড়া দেন কাকে,
স্বরূপ বলিতে সেই পারে ॥
ব্রাহ্মে বলে ব্রহ্ম নিরাকারাকার,
সহস্রশীর্ষ সাকারে স্বীকার,
সে যে কিমাকার, বর্ণে সাধ্য কার,
ওকারে কি আছেন ওঙ্কারে।
কে বলিতে পারে পরেন্ কোন্ বাস,
তাঁর কোঁচা কি পেলুটুনে ইজেরে উল্লাস,
ব্যাগে কি বাকলে, গুধুড়ি কম্বলে,
কৌপীনে কি কাষাম্বরে ॥
ব্রাণ্ডি কি জিনে, স্তেরি শ্যামপিনে,
রুটী বিস্কুটে পলাণ্ডু লশুনে,
মালপো মালসাভোগে, মোষে মেষে ছাগে,
পাকা পাতা বাত-আহারে।
বেণু বীণা বোলে থমকে কি খোলে,
তোপে কি তাউসে জয় ঢাকে ঢোলে,
নেড়া নেড়ী দলে, বাউলের পালে,
শিঙ্গে কাড়া কাঁসী কাঁসরে ॥
কিরীটে কি ক্যাপে, বেণী বেণা-ঝোপে,
কটা জটা জালে, গাল-পাটা গোঁপে,
চৈতন ফুরফুরে, খাসা খোদা নুরে, কিম্বা চাঁচরচিকুরে,
শক্র রূপে স্বর্গে শক্রাণী সম্ভোগে,
নরক নিকরে শূকরী-সংযোগে,
মহাদুঃখে মহাসুখে রাগে রোগে,
সমভাব ভেবে পাই যারে।
পণ্ডিতে পামরে সন্ন্যাসী শবরে,
কাঁকরে কি আছেন রত্নের আকরে,
প্যারী বলে এমন কে আছে সংসারে,
যে নিগূঢ় নির্ণয় তাঁর করে ॥

রাগ ভৈরবী—একতালা।

চিরদিন কখনো সমান না যায়।
কভু বনে বনে রাখালের সনে ॥
কভু বা রাজত্ব পায়।
অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাবে বল,
তার সাক্ষ্য দেখ মহারাজা নল,
রাজ্যভ্রষ্ট হ'ল দময়ন্তী হারাল,
গ্রহদোষে কষ্ট পায়।
শুন হে ভারতী, অযোধ্যার পতি,
রাজা হবেন রাম বনে হ'ল গতি,
পঞ্চবটী বনে, দুষ্ট দশাননে,
সীতা সতী হরে লয়।
পাণ্ডুপুত্র দেখ রাজা যুধিষ্ঠির,
সসাগরা ধরা শাসে পঞ্চবীর,
পাশা পণে হারি, সঙ্গে লয়ে নারী,
অরণ্য করে আশ্রয়।
শুনেছি পুরাণে হস্তিনা ভবনে,
পাশা খেলে পাণ্ডুপুত্র গেল বনে,
অজ্ঞাতে রহিল বিরাটভবনে,
দাসত্বে কাল কাটায় ;—
দেখ সুখ দুখ সকলি প্রত্যক্ষ,
যেন জলবিম্ব প্রায় ॥*

---

* এই গানটী কবিরত্ন মহাশয়ের রচিত বলিয়াই আমরা জানি এবং দুই তিন খানি সঙ্গীত পুস্তকেও এই কথা উল্লিখিত দেখিলাম। কিন্তু কবিরত্ন মহাশয়ের পুত্রের প্রকাশিত "গীতাবলীতে" স্বেআমরা এই গানটী দেখিলাম না।

গৌরী—একতালা।

এই যে বিশ্ব, হতেছে দৃশ্য,
অবশ্য কেউ করেছে সৃজন।
হেরে অসম্ভব, কাণ্ড ভাণ্ড সব,
জ্ঞান হয় কর্ত্তা আছে কোন জন॥
অপার অদ্ভুত অনন্ত অখিলে,
এ সৃষ্টিতে কেউ স্রষ্টা না থাকিলে,
ধ্বংস হ'ত জগৎ প'ড়ে বিশৃঙ্খলে,
সুশৃঙ্খলে কভু চলে কি এমন।
কুম্ভ দেখে জ্ঞান হয় কুম্ভকারে,
বিশ্ব দেখে তেমি দৃশ্য হয় তাঁরে,
কর্ত্তা ভিন্ন কর্ম্ম হয় কি প্রকারে,
ধূম দেখে যেমন অগ্নি নিরূপণ॥
নিশ্চয় তাঁর করুণার গুণে,
স্নেহের সঞ্চার মা-বাপের মনে,
জনমের পুর্ব্বে দুগ্ধ দেন স্তনে,
হবে ব'লে জীবের জীবন ধারণ।
জীবন যাপনে যা যা প্রয়োজন,
চেয়ে দেখি তাই আছে আয়োজন,
হাতে হাতে পাই চাই যা যখন,
তবে অবিশ্বাস করা অকারণ॥
দৃষ্ট ক'রে সব রচনা কৌশল,
কা'র নয়নে না ঝরে প্রেমজল,
গর্ভ গর্ত্তে পড়ে একবিন্দু জল,
কমনীয় কলেবর সুগঠন।
তারকা তপন চন্দ্রমা পবন,
বিরামবাসনা দিয়ে বিসর্জ্জন,
নবগ্রহচয়ে নিগ্রহ ভয়ে,
নিয়মেতে নিত্য করিছে ভ্রমণ॥
অন্ধকারে আলো ব্যাধিতে ঔষধি,
সমুদায় সেই বিধাতার বিধি,
এ সব উপায় না থাকিত যদি,
তবে ভবে ভাবি স্বভাবে সাধন।
যে জন্তুর ইচ্ছা মনুষ্য হননে,
তাঁর ইচ্ছায় থাকে নিবিড় কাননে,
কুম্ভীরিণী নীরে, কেশরী ভূধরে,
সর্প বিবরে করে বিচরণ॥
যদি বল কালে স্বভাবেতে হয়,
সে সকল কথা যুক্তিযুক্ত নয়,
স্বভাব প্রবাহ নাস্তিকেরা কয়,
স্বভাব সমষ্টি তাঁর সুশাসন।
পূর্ব্বকালের লোক ছিলনাকো বোকা,
অবশ্য তা'দের জন্মেছিল ধোকা,
মেনেছে ঈশ্বর তারা নয় খোকা,
অনেকে অনেক ক'রে আন্দোলন॥
সুবিমল কান্তি বিশ্বাস দর্পণ,
ভক্তিযোগ ক'রে যে করে ধারণ,
ভক্তাধীন বিভু ভক্তির কারণ,
তখনি সে জনে দেন দরশন।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই পদে পদে,
নাই বলে থাকে যত চতুষ্পদে,
কবিরত্ন কয় বিপদে সম্পদে,
সে পদে সর্ব্বদা থাকে যেন মন॥

খাম্বাজ—একতালা।

কিরূপে রূপ করিব চিন্তা চিদানন্দ হে তোমার।
অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপে ব্যাপ্ত ত্রিসংসার॥
ওহে অনন্ত অনন্তরূপ, কে বর্ণিবে তব রূপ,
কে দেখেছে কে শুনেছে কি আকার কিবা রূপ,
বেদে বলে এক রূপ, বাইবেলে বলে অন্যরূপ,
দ্বৈত কি অদ্বৈত রূপ, ভেবে বোঝা ভার॥
তুমি দৃশ্য কি অদৃশ্য রূপ, হ্রস্ব কি বিরাট্ রূপ,
স্বরূপ না দেখলে সে রূপ, কে জানায় স্বরূপ।
নীল নলিন কি মলিন রূপ, শুক্লাদি কি মিশ্ররূপ,
কুব্জ কি কদর্য্য রূপ, অপূর্ব্ব আকার॥
তুমি রাম কি রহিম রূপ, জীজশ কি জিহোবা রূপ
কালী কি কংসারি কৃষ্ণ শিব সূর্য্য রূপ।
মৎস্য কি বরাহ রূপ, নর কি নৃসিংহ রূপ,
বুদ্ধ কি গৌরাঙ্গ অঙ্গ, কল্কি অবতার॥
না জেনে যথার্থ রূপ, যদি ভাবি ব্যর্থ রূপ,
ভাবান্তর ভাবিলে পাছে, দাসে হও বিরূপ।
মনঃসাগরে এইরূপ, তর্কতুফান নানারূপ,
প্যারী বলে ভব ধব ভাবনা অপার॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

মন নির্ব্বাণ-নগরে যদি রবে।
সমভাব ভাব সবে, লম্বোদরে,
দিবাকরে হরে কালী কেশবে॥
ঈশ্বর নিরাকার, নিত্যানন্দ নির্ব্বিকার,
সাধক হিতসাধনে ধরেন রূপ অপার—
কখন প্রকৃতিরূপা কখন পুরুষাকার,
মানস মণিমন্দিরে, দ্বৈতভাব কেন তবে॥
এক স্বর্ণে অলঙ্কার, গঠন বিবিধাকার,
বাউটী বালা কণ্ঠমালা ঝুমকো সিঁতি চন্দ্রহার,—
আকার প্রকারভেদে নানাবিধ নাম তার,
একত্রে সব গলিয়ে দেখ পুনর্ব্বার স্বর্ণ হবে॥
ভিন্নাকার ভিন্নবেশ, দেখে করোনাক দ্বেষ,
অনন্ত নরকানলে পাইবে অনন্ত ক্লেশ,
একূল ওকূল তব দুই কূল যাবে শেষ,
ঈশ্বরদ্বেষীর কভু নিস্তার নাহিক ভবে॥
যেমন ভারীর ভার, দুইদিক্ সমভার,
একদিক ভাঙে যদি দুই দিক যায় তার,
প্যারী বলে কালী কৃষ্ণ অভেদ অন্তরে যার,
সে জন সাধক সাধু মরণে মঙ্গল লভে॥

গৌরী—একতালা।

কালী যে কেমন ধন কে জানে।
ধ্যানে কি জ্ঞানে বাক্য মনের
অগোচর আগমে যাঁরে বাখানে॥
চিন্ময়ী চিৎস্বরূপা চিত্তক্ষেত্র-চারিণী,
ব্রহ্মমাতা বরপ্রদা ব্রহ্মরন্ধ্র-বাসিনী,
সহস্রদলেতে সদা থাকেন ঈশানসনে।
প্রকৃতি পুরুষ রূপে লীলায় করেন নৃত্য,
সুখদুঃখ পাপপুণ্য কিছুতে নন্ লিপ্ত,
কর্ম্মফলে ভূমণ্ডলে ভোগে মাত্র ভূতগণে॥
ঘটে পটে মঠে কাঠে যে ভাবে যে কল্পনায়,
কর্ম্মফলে কালে আসি কালী দেখা দেন তায়,
পুরাতে সাধকের সাধ সাকারা হন স্বগুণে।
আশুতোষ অজ ইন্দ্র যাদবেন্দ্র যে মায়ায়,
মৃণালের তন্তুমধ্যে পলকেতে আসে যায়,
পাষণ্ড প্যারী তবে সে কালী পাবে কেমনে॥

মূলতান—তেতালা।

ঐ নেংটা মেয়েটা এলো সমরে।
চেয়ে দেখ ভূপ, কি বিকট রূপ,
মড়ার মাথা, গলায় গাঁথা,
মড়ার আঙুল কোমরে॥
যে বাণ হানিলে রোষে, সাগর সলিল শোষে,
সে বাণ অনাসে গ্রাসে, হাঁ ক'রে।
দেখ না ভঙ্গি, হয়ে উলাঙ্গী,
যেন মত্ত মাতঙ্গী বামা হেরে প্রাণ শিহরে॥

* * * *

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

ভব-হৃদিরুহ-রাজে, যে রমণী মৃগরাজে।
রণেতে করিল জয়, দুর্জয় দনুজরাজে॥
নাগরাজে নগরাজে, যক্ষরাজে পক্ষরাজে,
পাইল রাজত্ব পদ, পূজে যে পদ-পঙ্কজে।
রাবণ রাক্ষসরাজা, যে চরণ করি পূজা,
সুরাসুরে দিলে সাজা, অশ্ব পালে যমরাজে॥
পাইল রমণী রাজে, রাঘব কানন মাঝে,
নীলাব্জবরণী মাকে, সেবিয়ে সুনীলাম্বুজে।
যে চরণ করি ভূষা, অনিরুদ্ধ পেলে উষা,
ব্রজাঙ্গনা ব্রত ফলে, ব্রজভূমে ব্রজরাজে॥
অমরে অর্চ্চনা করি, মহামায়া মহেশ্বরী
মহিষমর্দ্দিনী রূপে, মথিল মহিষরাজে।
কহে প্যারী কবিরত্ন, কাঞ্চনে ফেলে কাঁচে যত্ন,
ভজ সেই রমণীরত্ন, পদে যার মহাকাল যে॥

মধুকানের সুর।

এই বেলা মন নেরে ডেকে, নীলাব্জবরণী মাকে।
নিলাম নিলাম কচ্চে শমন,
কখন নেবে নিলাম ডেকে॥
কাল নিলে নিলামে ডেকে,
কার শক্তি কে রাখ্‌বে ডেকে,
ল'য়ে যাবে ডাকে ডাকে,
তখন আর কি হবে ডেকে॥
জ্ঞাতি বন্ধুগণে ডেকে, কায়াটা কাপড়ে ঢেকে,
কাঁদ্‌বে সবে ডেকে ডেকে,
সাড়া কেউ পাবেনা ডেকে॥

চুল পেকেছে দাঁত পড়েছে,
পরমায়ুর মেয়াদ গিয়েছে,
পরোয়ানা দেখ এসেছে, অতএব বলি তোকে॥

হাম্বির—একতালা।

কালীপদ-পঙ্কজে মতি যার।
ভব ঘোরে সে ঘোরে সে ঘোরেনা আর॥
তার মনের মলা, বিনাশেন বিমলা,
অন্তরে থাকেনা অজ্ঞান অন্ধকার॥
রণে রাজদ্বারে, শ্মশানে মশানে শূন্যাগারে,
শূন্যমার্গে হুতাশনে, অস্ত্রাঘাতে উল্কাপাতে বিষপানে
বিষস্ত্রী গমনে বিঘ্ন নাইকো তার॥
দন্তী দন্তে শৃঙ্গি শৃঙ্গে নখী নখে,
নদী নদে হ্রদে শৈলে সমুদ্রকে,
রাক্ষসে কি খগে, পিশাচে পন্নগে,
প্যারী বলে সে পায় পারাবার।

মল্লার—একতালা।

এই যে কলেবর, এটা পরের ঘর,
ভাড়া দিয়ে আছ ভাড়াটে ঘরে।
যে দিন নোটীশ দেবে, সে দিন টের পাবে,
উঠে যেতে হবে মন তোমারে॥
ভাড়াটে বাটীর কে নেবেরে ভাড়া,
ভাড়াটে প্রজাকে আর কে দেবে তাড়া,
তলব এলেই তুই হ'বি মুলুক ছাড়া,
এ উপভোগ করবে অপরে॥
কোথা রবে অলঙ্কার অহঙ্কার,
কোথা রবে পরিবারের চন্দ্রহার,
যমদূতে যখন করিবে প্রহার,
কি বলে বুঝাবে তারে।
চিত্রগুপ্ত এসে খুলে দেখাবে খাতা,
আতঙ্কে অগ্নি উড়ে যাবে মাথা,
কালচক্র প ফেরাবে কর্ম্ম-বিপাক-জা[illegible]
খাবি খাবি পড়ে নরক দুস্তরে॥
বিষয়ে বাসনা প্রবল প্রতিদিন,
পরিশোধ হ'লনা দেব পিতৃঋণ;
পরিবারবর্গের পরিশোধিবারে ঋণ,
এলি কি এ সংসারে।

কবিরত্ন কয় যুক্তি শুন তবে,
অনন্ত সুখের ভাগী যদি হবে,
অনায়াসে ভবপাশে ত্রাণ পাবে,
ভাব ভবধবে হৃদয় মন্দিরে॥

রামপ্রসাদী সুর।

আর কতকাল ভুগবো কাঁদি হয়ে আমি
কুয়োর ঘড়া।
এই ভবকূপে, কোনরূপে নিবৃত্তি নাই ওঠা-পড়া
আশীলক্ষ পাটে ঠেকে সর্ব্বাঙ্গে পড়েছে কড়া।
আবার গলায় কশা, শক্ত ফাঁশা মায়া মোহ
দড়ি দড়া॥
যুগে যুগে, মলাম ভুগে, কিছুতে নাই নড়া চড়া।
শীতে কাঁপি জলে ভিজি রোদেতে হই
বেগুন-পোড়া॥
রোগ-ছিদ্রতে, কাল নিদ্রাতে,
যখন থাকি হয়ে খোঁড়া।
জীবাত্মা কাঁসারি বেটা অমনি এসে দেয় যে
কি অপরাধ করেছি মা এত কেন শাস্তি কড়া।
কবি কয় তোর পায় পড়ি,
আর করোনা ফড়া ছেঁড়া॥

খট্-ভৈরবী—যৎ।

কি দোষে করেছ দুর্গে
আমায় ছেকড়া গাড়ীর ঘোড়া।
পড়েছি ঘোর শঙ্কটে সংসার-শকটে যোড়া॥
শীত গ্রীষ্মাদি বর্ষাতে,
কামাই পাইনা কোন মতে,
ছুটে ছুটে পাপের পথে, পড়ে পা হয়েছে খোঁড়া
জন্ম মৃত্যু দুটো ক্ষেপ, সয়না প্রাণে এ আক্ষেপ,
জীবাত্মা কোচম্যান পিঠে,
দেরি হ'লেই মারে কোড়া।
স্বীয় কর্ম্মসূত্রে ব'লে, আছি আশ্রম-আস্তাবলে,
চক্ষেতে না দৃষ্টি চলে, অজ্ঞান-চর্ম্মেতে মোড়া।
পূর্ব্ব পুণ্য পচা দানা, রিপু সইস খায় ছ'জনা,
ফুরিয়ে গেছে পেট ভরেনা,
কি কষ্ট কি কপাল পোড়া।

কবিরত্ন কেঁদে বলে, রেখনা আর আস্তাবলে,
শিবের বচন তন্ত্রে বলে,
তুমি দুঃখ মোচনের গোড়া॥

মুলতান—যৎ।

লাভ না পেলাম, পুঁজি খেলাম,
মিছে এলাম ভবের হাটে।
কিছু কল্পনা ফল, আসাই বিফল,
কেবল গেলাম বেগার খেটে॥
অনিত্য বাসনা নিত্য,
কার কোথা কি ল'ব লুটে।
আবার তুরকীতাজী বাজির মত,
মন আমার বেড়াচ্ছে ছুটে॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ,
মদ আর মাৎসর্য্য যুটে।
তোমার মূলমন্ত্র জপ্‌তে গেলে,
অমনি বাড়ি মারে পিটে॥
কি অপরাধ করেছি মা, বল্‌ছি দুটো করপুটে।
কেমন করে জেনে শুনে,
কর্‌লি আমায় রিপুর মুটে॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

ভাঙ্‌-বিভোলা ভোলনাথ
ভোলা ভূত সাথ নাচিছে।
ডিমিকি ডিমিকি রাম রবে মধুর ডমরু বাজিছে॥
বম্‌ বম্‌ বম বাজিছে গাল,
তাল দিতেছে তাল বেতাল,
ভূত প্রেত প্রমথপাল, হি হি হি হি হাসিছে॥
অঙ্গে ভস্ম ভূষণ ফণি, ভালে শোভে নিশামণি,
শিরে সুরধুনী, কুলু কুলু ধ্বনি করিছে।
ধুতুরা পানে আঁখি ঢুলু ঢুলু,
কর্ণে শোভে ধুতুরারি ফুল,
কটিতটে বাঘছাল দুকূল,
দুলে দুলে খসে পড়িছে॥
বামে বিরাজেন বিশ্বমাতা,
সে যে কিরূপ তার কি কব কথা,
রজতাচলে হেমলতা, জড়ায়ে যেন অলিছে।
আনন্দে উন্মত্ত নন্দী ভৃঙ্গী,
নাচিছে ভ্রুকুটি কুটিল ভঙ্গি,
প্যারী হ'য়ে অনুষঙ্গী, হৃদি-কৈলাস হেরিছে॥

ইমনকল্যাণ—একতালা।

জয় শিব শঙ্কর।
ত্রিলোচন ত্রিপুরারি, কন্দর্প-দর্পহারী,
ত্র্যম্বক ত্রিশূলধারী, ত্রিতাপ সংহার॥
সমুদ্র মন্থনকালে, নীলকণ্ঠ নাম নিলে,
অখিলে যশ রাখিলে, কপিলেশ্বর॥

মুলতান—যৎ।

সে পথের কি কর্‌লি ভাবল।
যে পথে তোয় যেতে হবে হবে সে পথের সম্বল॥
ছাড়্‌বেনাকো কোনমতে, কল্লে কোন ছল্‌।
বাছবেনাকো কাদা কাঁটা জল কি জঙ্গল॥
ধনী ব'লে ডরাবে না দেখে ধনবল।
বলী সম বলী হ'লে খাটবেনাকো বল॥
সুজন সরল পক্ষে সে পথ সরল।
কুটিল কপট পক্ষে সে পথে গরল॥
সে পথ লক্ষ যোজন তারাই
বলে মনে যাদের মল।
পলকে পৌঁছিতে পারে মন যাদের নির্ম্মল॥
পথের মাঝে বৈতরণী,
সে নদীর জল যেন অনল।
তায় নাই তরণী-মাঝা যাবি একাকী কেবল॥
যাবে সঙ্গে যমদূত ভয়ানক অদ্ভুত সকল।
তা'রা ধম্‌কে বল্‌বে
গরম জলে সাঁতার দিয়ে চল॥
নির্ব্বাণ প্রদীপে তৈল প্রদানে কি ফল।
কি হেতু তুই বাঁধবি সেতু বয়ে গেলে জল॥
প্যারী বলে শোন সে পথের আছে একটা কল।
এই বেলা কেবল খালি কালী কালী বল।

বেহাগ—পোস্তা।

ওরে মন্দ, তোমারে আজ বাদে কাল
ভরে পটল তুলতে হবে।
এখন উপায় আছে ভেবে নে' ভবানী ভবে॥

কোথা থাকবে বড়ী বাড়ী, প'ড়ে গড়াগড়ি যাবে।
গালপাট্টা কটাগোঁপে
কে আদরে আতর মাখাবে॥
পোমেটম হেয়ারে দিয়ে চেয়ারে কে বসে রবে।
বিধুমুখে নিধুর টপ্পা
গান ক'রে কে প্রাণ জুড়াবে॥
বুকের ছাতি ফুলিয়ে চাবুক
মেরে কে জুড়ী হাঁকাবে।
আরামে আরামে গিয়ে খুসী হয়ে খাসী খাবে॥
রম-টেনে রমণী সনে রমণে কে মজা নেবে।
দু'টি নয়ন করে রাঙ্গা রগ টেনে কে কথা কবে॥
টানা পাখা টাঙ্গিয়ে দিয়ে
বৈঠকখানায় বাতাস খাবে।
ফুলের তোড়া সাম্‌নে রেখে
সট্‌কা টেনে সাধ মিটাবে॥
রোগ হ'লে ডাক্তারে যখন
নাড়ী টিপে জবাব দেবে।
তখন কুইল ধ'রে উইল ক'রে
পরের হাতে দিতে হ'বে॥
এখন একটী পয়সা ব্যয় করনা
মহামায়ার মহোৎসবে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিসাবে তখন
পাঁচভূতে সব লুটে খাবে॥
খাটে তুলে ঘাটে যখন
সুঁদুরি কাঠে সাধ মিটাবে।
প্যারী বলে যাবার সময়
মোসাহেব কে সঙ্গে যাবে॥

খাম্বাজ—একতালা।

চাঁপদাড়ি রাখা, চ'খে চসমা ঢাকা,
ভয়ানক ঢং চেগেছে বাংলাতে।
এ পথের পথিক, নম্বরে অধিক, (গণনায় অধিক)
দেখা যায় কেবল ইয়ং বেঙ্গলেতে॥
যাদের আঁতুড়ে গন্ধ গায় পাওয়া যায়,
চসমা নাকের ডগে এ বড় বেজায়,
সে সং সাজা দেখে কার না হাসি পায়,
গম্ভীর ভাবে ব'সে থাকেন চেয়ারেতে।
ফিলোজফার যেন ভাবছেন ফিলোজফি,
নবাবী আমলের পুরোণ মৌলবী,
বেদব্যাস কিম্বা কালিদাস কবি,
নিমগ্ন রয়েছেন থিওরি চিন্তাতে॥
বুড়া হলে যখন চালশে ধরে চোখে,
চসমা ব্যবহার তখন করে লোকে,
তবু পরাধীন বলে ধরেনা অনেকে,
অঙ্গ আভরণ হয়েছে কালেতে।
জোর করে যখন কেবল বিজ্ঞতা জানান,
অলীক আড়ম্বর আর দেশে কেন,
ছেলে বুড়ো সাজা সাজেনা কখন,
হাস্যাস্পদ কেবল হওয়া সমাজেতে॥
দেশ যুড়ে উঠেছে দাড়ি রাখা ঢেউ,
বাড়ী বাড়ী দাড়ি বাকী নাইকো কেউ,
রাখেনাকো যার পোঁদে আছে ফেউ,
মনোদুঃখে তারা মলো আপশোষেতে।
না বুঝে অনেকে নিগূঢ় কৌশল,
অনুকরণেতে অম্‌নি হন পাগল,
সাধ করে কেবল সাজে রাম-ছাগল,
দুষমন চেহারা কেবল পাই দেখিতে॥
চেনা যায়না এখন হিন্দু মুসলমান,
চেহারায় চ'খে ঠেকে সব সমান,
বাঁড়ুয্যে কি রসুলবক্স রমজান,
অনুমান করা কঠিন এক্ষণেতে।
দাড়ি রাখে লোক হলে মহারোগ,
দাড়ির সঙ্গে নাই ধর্ম্মের সংযোগ,
তবে দাড়ি রাখা কেবল কর্ম্মভোগ,
কামান পয়সাটা পায়নাকো নাপিতে॥
প্রাচীন প্রণালী দিয়ে যমের বাড়ী,
নকল তুলে নিতে ছুটে তাড়াতাড়ি,
সাহেবেরা চটে দেখে চাঁপ দাড়ি,
কবি কয় তবু প্রবৃত্তি দাড়িতে॥

বিভাস—একতালা।

যার পয়সা নাই, ওরে ভাই,
সংসারে তার মরণ ভাল।
পয়সা ভিন্ন হয় না পুণ্য, মান্য গণ্য কে করে বল।
পয়সা হীন হলে নরে, লোকে তারে নিন্দা করে,
প্রাণের সহোদরে, সমাদরে আলাপ করেনা—

বন্ধুগণে তায় না গণে, সুতাসুতে বশে থাকে না--
পিতা মাতা, কন না কথা,
মর্ম্মে ব্যথা দেন তার প্রবল ॥
নারকী নরের করে, পাপ পয়সা হলে পরে,
পুণ্য হয় সংসারে, নরে কে না করে যশ গান,
অর্থ বশে, অনায়াসে, সভায় বসে হয়ে মান্যমান,
কুলেশীলে, দীন হলেও,
কুলীন বলে তারে সকল ॥
দরিদ্র হইলে পতি, প্রাণ প্রেয়সী রসবতী,
রোষান্বিত হয়ে অতি, পতির পাশে ঘেঁসেনা—
সদাই বলে, বাঁচি ম'লে,
পোড়া কপালে সুখ হলোনা—
পাইনে বসন, পাইনে ভূষণ,
অনশনে চিরদিন গেল ॥
হত পুরুষ মেগের ভয়ে, গহনা গঞ্জনা দায়ে,
রেতে থাকেন বাইরে শুয়ে,
চোরের মত হয়ে ভাই—
উঠে এসে, গিন্নীর পাশে,
যদি বলেন একটু আগুন চাই –
(গিন্নি, তামাক খাব আগুন চাই)
চাইলে আগুন, হয়ে আগুন,
বলে গয়ার পাপ কেন এলো ॥
সেই পুরুষের পয়সা হলে,
অমনি গিন্নী ঘোমটা খুলে,
কাছে এসে হেসে বলে,
কর্ত্তারে জলখাবার দাও—
পিত্তি প'ড়ে, হবে পীড়ে,
যদি না খাও আমার মাথা খাও,
কবি বলে, ভূমণ্ডলে,
পয়সার পীরিত জেনো কেবল ॥

ঝংলা—একতালা।

খেওনা খেওনা, ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা,
মদ্ বদ্ জিনিষ ভাই রে।
যারা খায় মদ, তারা হয় বদ;
নিবারণ করি তাইরে ॥
অদেয় অপেয় হেয় বস্তু অতি,
মতিমান নরে করে হীনমতি,
অল্পদিনে ঘটে অশেষ দুর্গতি, সর্ব্বনাশের চাঁইরে।
বিনাশে পদ ঘটায় বিপদ,
ক'রে দুরাশয় করে চতুষ্পদ,
নরকের নদ, পাতকের হ্রদ,
মদ আপদের খাঁইরে ॥
সর্ব্বনেশে সুরা চাপে যার ঘাড়ে,
কলেবর ত্যাগ করে গো-ভাগাড়ে,
চিনি রিফাইন হয় তার হাড়ে,
অলক্ষ্মীর বাড়ে ঠাঁইরে।
যারে দংশায় সুরা-কাল-সাপ,
কলঙ্ক সাগরে সেই দেয় ঝাঁপ,
নানা রোগে ভোগে পায় পরিতাপ,
অসুস্থ সদাইরে ॥
নেসায় ঢুল ঢুল নেত্র জবাফুল,
বিষয়ে বিরক্ত কাজ কর্ম্মে ভুল,
হিত উপদেশ যেন বাজে শূল,
রেগে হ'তে হয় কাঁইরে ॥
অভক্ষ্য ভক্ষণ অগম্য গমন,
অহরহ অপকর্ম্মে আকিঞ্চন,
অধর্ম্ম-ময়দানে করায় বিচরণ,
বাছেনা বলদ গাইরে ॥
কথাতে বেতাল, মুখে ভাঙ্গে লাল,
চলে যায় ঝোঁকে লোকে কয় মাতাল,
পথে ঘাটে প'ড়ে খায় কত টাল,
ছি ছি এমন পাজি নেশা নাইরে ॥

প্যারীচাঁদ মিত্র।

প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর ১২২১ সালের ৮ই শ্রাবণ কলিকাতা নিমতলায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম—রামনারায়ণ মিত্র। রামনারায়ণ সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইহাঁরই উদ্‌যোগে রাধামোহন সেন মহাশয়ের প্রসিদ্ধ "সঙ্গীততরঙ্গ" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা, পারস্য ও ইংরেজী এই ত্রিবিধ ভাষাতেই প্যারীচাঁদ বিশেষ ব্যুৎপত্তি-লাভ করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর 'ডেপুটী লাইব্রেরিয়নে'র পদে মনোনীত পরে উক্ত লাইব্রেরীর সেক্রেটারীও লাইব্রেরীয়ানের পদেও উন্নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে, এই উচ্চপদ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া, প্যারীচাঁদ ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। এইবার লক্ষ্মী ইহাঁর প্রতি প্রসন্না হন, এবং অচিরে সেই ব্যবসায় হইতে ইনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন। বাঙ্গালা সাহিত্য ইহাঁর নিকট বিশেষ ঋণী। ইহাঁর রচিত "আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গালা ভাষার প্রথম উপন্যাস। বঙ্গভাষাকে ইনি এক নূতন ছাঁচে গঠিত করেন। পিতার ন্যায় ইনিও সঙ্গীতের আলোচনা করিতেন। ১২৯০ সালে ইনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

ভৈরবী—একতালা।

মনোযোগে মনে যোগ করহে সাধন।
এ নয় অসাধ্য সাধন॥
কি প্রয়োজন আসন, কি প্রয়োজন চন্দন,
রেচক পূরকে নাহি কিছু প্রয়োজন॥
অনুতাপ-অগ্নি জ্বালি, চিত্ত মধ্যে দেহ ঢালি,
শ্রদ্ধা ভক্তি হবি দিয়া করহে দাহন॥
মন অতি সমল, কর তারে নির্ম্মল,
পাইবে হে বিমল অমূল্য রতন॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

নও তুমি কেবল কাশীবাসী।
(বিশ্বেশ্বর হে) যেখানে ভ্রমণ করি
সেই বারাণসী॥
তব রাজ্য সম্পূর্ণ, নানা রত্নে পরিপূর্ণ,
প্রকৃত অন্নপূর্ণ, তুমি ব্রহ্মাণ্ডনিবাসী॥
স্নান-তীর্থ নাহি দেখি, চিত্ততীর্থ সদা সুখী।
ধন মান চাহি না হে, শান্তি অভিলাষী॥

রামকেলী—কাওয়ালী।

ত্রাণ কর পরমেশ্বর, ওহে বিশ্বেশ্বর।
ভবের ভৌতিক ভাব ভাবিয়া হই কাতর॥
দয়া কর মোর প্রতি, আমি অতি মূঢ়মতি,
করযোড়ে করি স্তুতি, সদা পাপে জরজর।
মন সদা উচাটন, বিষয়েতে সদা মন,
তুমি হে অমূল্য ধন, সারাৎসার পরাৎপর॥

মোহিনী বাহার—আড়া।

প্রেমময় পাবে যদি হও প্রেমময়।
প্রেমগতি প্রেম মুক্তি প্রেম সর্ব্বাশ্রয়॥
সৃজন পালন, জীবন মরণ,
তারণ কারণ সব প্রেমময়॥
কোথায় অশিব, সর্ব্বত্রেতে শিব,
এ প্রেমে কি জীব উদ্ধার না হয়।
যিনি প্রেমাধার, নিকটে তাঁহার,
মাগ' প্রেমধার, পাইবে নিশ্চয়॥
পাপ বিসর্জ্জন, অকপট মন,
তাঁহাতে অর্পণ, কর বিনিময়।
আত্মবৎ ভাব, হইবে স্বভাব,
মনের কুভাব, যাইবে নিশ্চয়॥
কামাদি প্রবল, দেখি প্রেমবল,
ক্রমশ দুর্ব্বল, হবে অতিশয়।
মরণের ভয়, হইবে অভয়,
সব সুখময়, পাইবে—আলয়॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

তব অর্চ্চনার কি ফল।
মন শান্ত হয় আর বাড়ে ধর্ম্মবল।

ত্রাসিত তাপিত মন, সুখী না হয় কখন,
লইলে তব শরণ, আনন্দ বিমল।
শোকেতে মোহিত জীব, তব ধ্যানে সজীব,
চিত্তের সান্ত্বনা শিব, তোমাতে কেবল॥
মানবের যত ক্লেশ, তুমি হে করহ শেষ,
কৃপা কর কৃপাশেষ, দেহ কৃপাবল।
পাপেতে পতিত অতি, অগতির তুমি গতি,
কি হইবে মম গতি, ভাবিয়া বিহ্বল॥
তব প্রেমে এ নয়ন, যেন করে বরিষণ,
ভক্তি অশ্রু নিরঞ্জন নিষ্পাপ নির্ম্মল॥

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

মন শোধন সাধন কর সযতন।
চিত্ত নির্ম্মল হইলে ব্রহ্ম দরশন॥
কামের কুমতি নানা, পাইবে ঘোর যন্ত্রণা,
নির্ম্মল না হ'লে নির্ম্মল, পাইবে কেমন॥
কর্ম্মজ পাপ যেমন, মনজ পাপ তেমন,
কায় মনে শুদ্ধ হ'য়ে কর তাঁর স্মরণ।
ক্রোধ প্রতি কর ক্রোধ, ক্ষমা-অস্ত্রে কর রোধ,
নম্রতার অগ্রে অহঙ্কারের মরণ॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

বৃথা গেল রে জীবন।
কি বলিব জিজ্ঞাসিলে জীবনের জীবন॥
পেয়ে বুদ্ধি বল অর্থ, করিলাম অনর্থ,
বল বুদ্ধি গেল ব্যর্থ, গেল সব ধন।
ইন্দ্রিয় সুখেতে কাল, গেল মোর সব কাল,
অবশেষে হ'লো কাল, কাল দরশন॥
না হইল পরিহিত, যা হইল অনুচিত,
পাইব হে সমুচিত, দহে মম মন।
নাহি কিছু সম্বল, ধ্বংস হ'লো বুদ্ধিবল,
কি করি এখন বল, নিকট নিধন।
খেদ সম্বরহ নর, ভাব সেই পরাৎপর,
অপার করুণা তাঁর, দারিদ্র্যভঞ্জন॥

নানারাগ-মিশ্রিত—আড়া।

এমন কল্যাণ হইবে কেমন।
কেমনে করি আমি এই সাধন॥

কে দারা কে সুত মায়া অঞ্জন,
সংসার অসার ভ্রম দরশন,
বিহাগ ত্যাগ অসার চিন্তন,
চরমে ইষ্টলাভ কর মনন।
ভৈরব ধ্যানে কর তাঁহার ধ্যান,
ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেম কর অনুষ্ঠান,
ললিত স্তবে গলিত হও মন,
প্রেম উদয়ে সুখের আগমন॥
বিভাষ প্রকাশ সেই নিরঞ্জন,
মুদিত নয়নে কি হবে দরশন,
গৌড়সারঙ্গে তাঁর সংকীর্ত্তন,
এক মন হ'য়ে কর পুনঃপুনঃ॥
মুলতান অকপট আচরণ,
গ্রাম সুর মান নাহি প্রয়োজন,
পুরিয়া মনের সাধ সম্পূরণ,
হৃদি চিত্ত মন কর হে অর্পণ॥

মালকোষ—আড়া।

ভ্রান্ত অশান্ত নর কভু না পায় অন্ত।
দুরন্ত কৃতান্ত-ভয়ে সর্ব্বদা প্রাণান্ত॥
জীবের নিধন, সম্ভবে কেমন,
অবশেষে জীব শিব হইবে নিতান্ত॥
কে বলে মরণ, লোকান্তে গমন,
মনের অগোচর নহে এ বৃত্তান্ত॥
পাপপুণ্যফল, ভিন্ন ভিন্ন স্থল,
শুভাশুভ কর্ম্ম গুণে পাইবে অভ্রান্ত।
ভাই বন্ধু যত, হবে সমাগত,
মিলিবে তাঁহারা যদি হয় একান্ত।
ধর্ম্মের কি ভয়, হবে সদা জয়,
নিশ্চয় পাইবে সুখ অসীম অনন্ত॥
পাপী স্বীয় পাপ, দহি অনুতাপ,
তাঁহার কৃপাগুণে শেষে হবে ক্ষান্ত।
দুঃখ অকারণ, কর কি কারণ,
ভজি সত্য নিরঞ্জন, নাশ হে কৃতান্ত॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

বিপদ কে বলে বিপদ।
বুঝিলে বিপদ নহে প্রকৃত সম্পদ॥

তুমি হে প্রেম-আধার, প্রেম করহ বিস্তার,
চরমে হবে নিস্তার, এজন্য বিপদ।
কত রাগ কত দ্বেষ, অহঙ্কার অশেষ,
পাপের দারুণ ক্লেশ, বাড়ায় সম্পদ ॥
বিপদ ঔষধি ধন, মন কর সংশোধন,
করিয়া পাপ নিধন, দেয় নিরাপদ।
তুমি হে মঙ্গলায়ন, এ পামরে কর ত্রাণ,
বিপদে সম্পদে যেন ভাবি ঐ পদ ॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

কে গো রোদন করে।
সকঙ্কণ করে মারে মস্তক-উপরে ॥
একাকিনী চন্দ্রাননী, উন্মাদিনী পাগলিনী,
এ ধ্বনি করে কে ধনী, পরাণ শিহরে ॥
সিন্দুর অঞ্জন মিশি, মেঘে তড়িতের হাসি,
ধারা বহে পড়ি খসি, নয়নের নীরে।
এলোকেশী এলোমনা, বিগত ধৈর্য্য-বন্ধনা,
শোকেতে হয়ে উন্মনা, মগনা কাতরে ॥
জিজ্ঞাসিলে রামা কহে, পতি-শোকে হৃদি দহে,
কেন শ্বাস আর বহে, এ মিথ্যা শরীরে।
পতি মোর প্রাণধন, বৃথা মোর এ জীবন,
মরিলে বাঁচে জীবন, এ শোকসাগরে ॥
স্থির হও গুণবতি, পিতা পুত্র ভাই পতি,
ব্রহ্মাণ্ডের তিনি পতি, ভাব হে তাঁহারে।
জগৎপতি করি পতি, হয় স্বীয় দুর্গতি,
পুনর্ব্বার পাবে পতি, গেলে লোকান্তরে ॥

বেহাগ—আড়া।

দেখি ঘোর অন্ধকার।
তরজে গরজে তম মেঘ বারম্বার ॥
পাপ প্রচণ্ড পবন, ছিন্ন ভিন্ন করে মন,
মত্ততাতড়িতে বাড়ে কুমতি-বিকার।
অহঙ্কার বজ্রশব্দ, নম্রতা হইছে স্তব্ধ,
শিহরে শুদ্ধতা ভয়ে হইয়া অসার ॥
কত কুসঙ্গ-তরঙ্গ, উঠিছে যেন মাতঙ্গ,
এ আতঙ্ক কবে ভঙ্গ ভরসা আমার।
বিপদের নাহি পার, কেমনে হইব পার,
তোমার কৃপা অপার তুমি কর্ণধার ॥

পরজ—আড়া।

কেমনে পাইব সে আলোক।
যে আলোকে পরিত্রাণ হয় ইহলোক ॥
যে আলোকে লয়ে যায়, দেয় সত্য প্রেমালয়,
সে আলয়ে বিরাজে যতেক পুণ্যশ্লোক ॥
কিন্নর অপ্সর নানা, সিদ্ধ সাধু অগণনা,
সুখরসে ভাসে সদা নাহি দুঃখশোক।
সবাকার এই চিত, কিসে হবে পর-হিত,
প্রেমবিগলিত হয়ে ভ্রমে ঐ লোক ॥
হলে প্রেমের প্লাবন, করে তাঁরা দরশন,
নিষ্কল নির্ম্মল ব্রহ্ম আলোক আলোক।
যদি চাহ সে আলোক, ভাব সদা পরলোক,
কি হইবে ভাবিলে কেবল ইহলোক ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আর কেন হও বিমোহিত, মদে পতিত।
কাল কাল না দেখিবে কর যা উচিত ॥
মুখেতে বল ঈশ্বর, যদিও এ শুভকর,
কেবল এই রবে, না হইবে রক্ষিত ॥
কি করিবে দারা পুত্র, চিত্তকর্ম্ম মূলসূত্র,
চিত্তের সরল গুণে তরিবে নিশ্চিত।
অকপট ভক্তি কর, ত্যজ বাহ্য আড়ম্বর,
ইহাতে তাঁহার প্রীত, এই হে বিহিত ॥

ললিত—আড়া।

কর স্তব নর সব কর তাঁর সংকীর্ত্তন।
সেই নামে পরিণামে জুড়াইবে এ জীবন ॥
সমীরণ মন্দ মন্দ, বহে হয়ে সানন্দ,
বিকসিত পুষ্পগন্ধ, করে বিতরণ।
বন-উপবন শোভা, মিলিত অরুণ আভা,
কি আশ্চর্য্য মনলোভা, নয়ন-রঞ্জন।
ডাকে নানা পক্ষিগণ, কত স্বর আলাপন,
যোগীর ধ্যান ভঞ্জন, শ্রবণ-মোহন ॥
আকাশের রম্য দৃষ্টি, প্রেমে পুলকিত সৃষ্টি,
দেখি এত প্রেমে বৃষ্টি, স্থির কি কারণ।
উঠ উঠ সব নর, করপুটে স্তব কর,
সেবিলে সে বিশ্বাধার, সুখেতে মরণ ॥

বারোঁয়া—ঠুংরি।

ওহে কেন অচেতন।
জাননা কি কালান্তরে লোকান্তরে গমন॥
কেন অলস বিলাস, কেন লালস অভ্যাস,
কেন নিশ্বাস বিশ্বাস, প্রকাশ সার চিন্তন॥
কেন হে ভৌতিকামোদ, কেন মদে গদগদ,
কেন ত্যজ সুারাস্বাদ, সর্ব্বশান্তি ব্রহ্মজ্ঞান।
কেন বাহ্য আড়ম্বর, কেন অসারে তৎপর,
কেন সেই পরাৎপর, না কর হৃদয়ে ধ্যান॥

বেহাগ—আড়া।

একি দেখি ভয়ঙ্কর।
যেন কে প্রহারে মে'রে কাঁপি থরথর॥
মনজ কর্ম্মজ পাপ, দেয় নিদারুণ তাপ,
আপন স্মরণ হ'লো ঘোর দণ্ডধর॥
যাহা ছিল অপ্রকাশ, সে এক্ষণে সপ্রকাশ,
এ জানিলে কে করিত পাপ ঘোরতর।
পর-বনিতাগমন, পর-বিষয়-হরণ,
পর-পীড়নে পীডন, সদা জরজর॥
যেমন মন আমার, তেমন হ'লো আকার,
সঙ্গিগণে দেখি যেন হর-অনুচর।
ভয়ানক এই লোক, আর কোথায় নরক,
অসহ্য যন্ত্রণা ভোগে অসীম কাতর॥
চারিদিক্ অন্ধকার, কেমনে হবে সুসার,
অসার কর্ম্মের ফল অবশ্য অসার।
উর্দ্ধেতে করে গমন, পুণ্যবান্ এক জন,
নিকটে আসিয়া বলে হ'য়ে স্থিরতর॥
অন্যের পাপ-মোচন, অন্যকে পুণ্য-প্রদান,
কাহার ক্ষমতা নাহি সৃষ্টির ভিতর।
শুদ্ধচিত্ত শুদ্ধাচার, ইহাতে আশু নিস্তার,
তা না হ'লে কর্ম্মদোষে যন্ত্রণা বিস্তর॥
দয়াময় ক্ষমাসিন্ধু, দেন সবে কৃপা-ইন্দু,
এ কারণ পাপী তাপী হয় কালান্তর।
হ'য়োনা সান্ত্বনান্তর, ভাবান্তর গত্যন্তর,
যদি পাবে হও নিরন্তর তাপান্তর॥

মূলতান—আড়া।

সুখ-ধামে যাবে যদি কর আয়োজন।
ভক্তি কাণ্ডারী হইলে অভ্রান্তে গমন॥
ভক্তি কভু নহে বাম, মননেত্রে অভিরাম,
এইখানে সেই ধাম, করাইবে প্রদর্শন।
ভক্তির করহ যুক্তি, ভক্তির অপার শক্তি,
ভক্তিতেই পাবে মুক্তি, এই স্থির কর মন॥

গৌড়সারঙ্গ—মধ্যমান।

কৃপাময় কৃপা কর এ অভাজনে।
অন্তরেতে সুখস্রোত ভাসমান তব ধ্যানে॥
নানা তরঙ্গের রঙ্গ, একাগমে অঙ্গ-ভঙ্গ,
ছাড়িলে তোমার সঙ্গ, কুরঙ্গ তাড়িত বনে॥

আড়ানা-বাহার—মধ্যমান।

মনজেল মদ্‌জেল চলে চল ভাই।
মনে করো না আগে মন্‌জেল নাই॥
যত মন্‌জেল যাবে, দুখ বিগত হইবে,
সুখাকাশ প্রকাশিবে, দিবারাত্র নাই।
ছাড়িলে পার্থিব ভাব, ঘুচিবে সব অভাব,
ভব-ভাবাতীত ভাব বাড়িবে সদাই॥

সুরট—আড়া।

মঙ্গল সাধনা কর ভাবিয়া মঙ্গলময়।
মঙ্গলে পূরিবে চিত্ত দূরে যাবে দুরাশয়॥
পর-দুঃখ-বিমোচন, পর-সুখ-বিবর্দ্ধন,
প্রকৃত মঙ্গল এই চরমে সম্বল হয়।
আর যা ভাব মঙ্গল, সে কেবল অমঙ্গ,
অনিত্য সুখেতে নিত্য না পাবে আনন্দালয়।
কি মঙ্গল বরিষণ, করিছেন নিরঞ্জন,
স্ব অঞ্জন নাশ কর লইয়ে তাঁর আশ্রয়॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কি দিব তোমারে বল না।
(হৃদয়ের ধন!)
কেবল সম্বল মোর তব আরাধনা॥
প্রদান করহ চিত, তাপিত বিশুদ্ধ নত,
হ'লে তোমায় অর্পিত, পুরিবে বাসনা।
যত স্নেহ প্রেম ধরি, কৃপা করি লও হরি,
আর কেন পাপে মরি, ঘুচাও যন্ত্রণা॥

রাজা-মহারাজের গান।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।

নবদ্বীপাধিপতি স্বনামধন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতি বঙ্গসাহিত্যে চিরদেদীপ্যমান্। ইহাঁর পিতার নাম—মহারাজ রঘুরাম রায়। ১১১৭ সালে (১৭১০ খৃষ্টাব্দে) পিতার মৃত্যুর পর, ইনি পিতৃ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কবিবর ভারতচন্দ্র ইহাঁর আশ্রয় পাইয়াই বঙ্গসাহিত্যে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট বিশেষ উৎসাহ পাইয়াছিলেন। সাহিত্যসেবীদিগের প্রতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন। মহারাজ ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক ছিলেন; অনেক ব্রাহ্মণকে বহু ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া গিয়াছেন। নবাবী আমলের শেষ সময়, ইংরাজ বাহাদুরের নিকট মহারাজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হন; তাৎকালিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে 'রাজেন্দ্র বাহাদুর' উপাধি ও দ্বাদশটী কামান উপঢৌকন প্রদান করেন। ১১১১ সালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়; এবং ১১৭২ সালে ৭৩ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্গালীর প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি।

ললিত—আড়াঠেকা।

অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণা রজ্জুরূপিণী।
না সরে নিশ্বাস পাশ, বন্ধনে রয়েছে প্রাণী॥
চমকিত কি কুহক, অজিত এ তিন লোক।
অহংবাদী জ্ঞানী দেখে, তমোরজোতে ব্যাপিনী॥
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ,
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি।
দিয়া সত্য জ্ঞানানুবোধ, কর দুর্গে দুর্গতি রোধ,
এবার জনমের শোধ, মা বলে ডাকি জননি॥

মহারাজ শিবচন্দ্র।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথমা মহিষীর গর্ভে মহারাজ শিবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ১১৯৫ সালে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

খাম্বাজ—একতালা।

নীল বরণী, নবীনা রমণী,
নাগিনী জড়িত জটাবিভূষণী।
নীলনলিনী জিনি ত্রিনয়নী,
নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী॥
নিরমল নিশাকর কপালিনী,
নিরুপমা ভালে পঞ্চ রেখাশ্রেণী।
নৃকর-চারুকর সুশোভিনী,
লোলরসনা করাল বদনী॥
নিতম্বে নিচোল শার্দ্দূল ছাল,
নীলপদ্ম করে করে করবাল।
নৃমুণ্ড খর্পর অপর দ্বিকরে,
লম্বোদরী লম্বোদর-প্রসবিনা॥
নিপতিত পতি শব রূপে পায়,
নিগমে ইহার নিগূঢ় না পায়।
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়,
নিত্যা সিদ্ধা তারা নগেন্দ্রনন্দিনী॥

খাম্বাজ—একতালা।

দীন তারিণী, দুরিতহারিণী,
সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণধারিণী।
সৃজনপালন নিধনকারিণী,
সগুণা নির্গুণা সর্ব্বস্বরূপিণী॥
ত্বংহি কালী তারা পরমা প্রকৃতি,
ত্বংহি মীন কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি,
ত্বংহি স্থল জল অনিল অনল,
ত্বংহি ব্যোম ব্যোমকেশ-প্রসবিনী॥
সাঙ্খ্য পাতঞ্জল মীমাংসক ন্যায়,
তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়,
বৈশেষিক বেদান্ত, ভ্রমে হয়ে ভ্রান্ত,
তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারিনি।
নিরুপাধি আদিঅন্তরহিত,
করিতে সাধকজনার হিত,
গণেশাদি পঞ্চ রূপে কাল বঞ্চ,
ভয়হরা ত্রিকালবর্ত্তিনী॥

সাকার সাধকে তুমি সে সাকার,
নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয়, ব্রহ্মজ্যো তির্ম্ময়,
সেই তুমি নগতনয়া জননী।
যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়,
সে অবধি সে পরম ব্রহ্ম কয়,
তৎপরে তুরীয়, অনির্ব্বচনীয়,
সকলি মা তারা ত্রিলোকব্যাপিনী ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

এলোকেশী এলো কে রণে কালবরণে।
ত্রিলোক আলো করে, সে রূপের কিরণে ॥
অপরূপ মনোলোভা, রণস্থল করেছে শোভা,
হেরিলে সে রূপের আভা, প্রভা বয় গো নয়নে ॥
দ্বিজ শিবচন্দ্র বলে, যে হেরিনু রণস্থলে,
পতি তো পতিত পায়, শবরূপে চরণে ॥

মূলতান—আড়াঠেকা।

মদনমথন-মনোহারিণী।
অতসী কুসুম সম সুবর্ণবরণী ॥
চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত, করি করে বেষ্টিত,
রতনঘটে অমৃত, অভিষেকে শিবানী ॥
শোভে চারি করবরে, পদ্মদ্বয় অভয় করে,
পাদপদ্মপদ্মোপরে, পদ্মসদ্ম-বিহারিণী।
শিবহৃদি-পদ্মাসনে, মহালক্ষ্মীনাথ সনে,
হলে যুগ্ম দরশনে, জন্ম-ঋণে হৈ অঋণী ॥

বাহার—যৎ।

ভুবনেশী যার রূপে নাহিক ভুবনে সীমা।
রক্তবর্ণ পদ্মাসনা, ত্রিলোচনী সুভূষণা,
প্রভাকর উত্তমাঙ্গে, অর্দ্ধভাগা চন্দ্রমা ॥
পাশাঙ্কুশ বরাভয়, চারি করেতে শোভয়,
অলঙ্কার মণিময়, নাহি তার উপমা।
মহাবিদ্যা আরাধিতে, সদাশিব সমাধিতে,
করতলে ইষ্টসিদ্ধি, অষ্ট সিদ্ধি অণিমা ॥

দেশ—পোস্ত।

মুক্তকর মুক্তকেশী মুখ তুলে চেয়ে এবার।
আমার আশার অন্তকর মা জন্ম আশীলক্ষবার ॥
জন্মে জন্মে জন্ম যত, জানত মা কষ্ট কত,
বিশেষত মানব দেহে যন্ত্রণা যে সয় না আর ॥
হয়েচে নরের দেহ, মনোভীষ্ট সিদ্ধি দেহ,
নাম বলে নিঃসন্দেহ হবেনাকো জন্ম আর।
বিচারিয়ে রাগদ্বেষ, আছে গুরু-উপদেশ,
শিবের যে এই আদেশ, তন্ত্রে শুনি বারংবার ॥

ঝিঁঝিট—যৎ।

এ নারী কে নারি চিনিতে, কার বনিতে ॥
শিরশ্ছেদ স্বয়ং করি, ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী,
রক্তবর্ণা নগনা মগনা শোণিতে ॥
পদ্মমধ্যে কর্ণিকার, কিবা সাধ্য বর্ণিবার,
তিন গুণে শোভিত ত্রিকোণ যোনিতে।
কণ্ঠোত্থিত রুধির ত্রিধার, তার এক ধারা,
ধরে কি মাধুরী জানিতে ॥
আরোহণ শবোপর, রুধির পানে তৎপর,
দুই ধার পিয়ে পাশে দ্বিযোগিনীতে।
বিপরীত রীত সহ রতি রতিপতি,
তদুপরি যুবতি কৃপাণ পাণিতে;—
ছিন্নমুণ্ড করতলে, অস্থিমুণ্ডমালা গলে
সুশোভিত যজ্ঞোপবীত ফণীতে
আধ কলা চন্দ্রাননে, কি শোভিত কলানাথ,
ফলিত কপাল মালে দিনমণিতে;—
তন্ত্রে তুমি স্বতঃসিদ্ধি, শিবে দে মা ইষ্টসিদ্ধি,
অন্তে যেন যায় প্রাণ সুরধুনীতে ॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

জয় গণেশজননী, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী।
শঙ্করবাঞ্ছিতপদ, জয় অধমতারিণী ॥
পতিত পাবনী তারা, শোক-তাপ-দুঃখ-হরা,
মহেশ হৃদয়ে ধরা, অভয় চরণ দুখানি।
ভবানী ভবের ধ্যান, জননী জীব জীবন,
কল্পতরু শ্রীচরণ হরমনোমোহিনী ॥
তরিতে মা ভবার্ণব, তরি শ্রীচরণ তব,
অনিত্য জেনেছি সব, তুমি সত্য সনাতনী।
ত্রিনয়নী তারা শিবে, কবে কলুষ নাশিবে,
দীনে দয়া প্রকাশিবে, দেখা দিবে নিস্তারিণি ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

তারা কর গো মা পার।
মায়া-নদী মধ্যে পড়ে ভাবি অনিবার।
স্নেহের তুফান তায়, বেগে বহে অতিশয়,
ডুবি তাহে নাহি ভয়, কলঙ্ক যে মহিমার।
জলচর পরিজন, মনেরে করে দংশন,
বিনা তব শ্রীচরণ, নাহি কর্ণধার ;—
শিবচন্দ্রের এই ত্রাস, নিশ্বাসে নাহি বিশ্বাস,
যাইতে কালের পাশ, নাহিক নিস্তার॥

কুমার শম্ভুচন্দ্র।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় মহিষীর গর্ভে শম্ভুচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

গারা-ভৈরবী—যৎ।

মন তুমি এ কাল মেয়ে,
কোন সাধনায় পেলে বল।
কাল-রূপের আভা দেখে,
নয়ন মন সব ভুলে গেল॥
ছিল বামা কার ঘরে,
কেমন করে আনলি তারে,
কাল নয় পূর্ণিমার শশী,
হৃদয়মাঝে করে আলো।
অরুণ যেমন প্রভাতকালে,
তেমনি মায়ের চরণতলে।
দ্বিজ শম্ভুচন্দ্র বলে (ও পদে)
জবা দিলে সাজে ভাল॥

গারা-ভৈরবী—যৎ।

তীর্থবাসী হওয়া মিছে, তীর্থবাসী হওয়া মিছে।
শ্যামার চরণ বিনে রে,
মন কোন্ তীর্থ কোথায় আছে?
শুনেছি রে লোকে বলে, অযোধ্যা নগরে গেলে,
দেখিলে সে রামলীলে, সকল পাপ ঘুচে।
পুন মুনি লিখেন বেদে, সেই রাম পড়ে বিপদে,
দিয়ে রক্তজবা কালীপদে, তবে ত রাবণ বধেছে।
দ্বারকা মথুরাপুরী, শ্রীবৃন্দাবন আদি করি,
কৃষ্ণ যথা লীলাকারী লীলা করেছে।
সেই কৃষ্ণের জন্ম যখন, কংস রাজা বধে জীবন,
মায়া রূপা হয়ে তখন, কৃষ্ণের জীবন বাঁচায়েছে।
শিবের কৃত কাশী ক্ষেত্র, সকল তীর্থের সারতীর্থ,
যে দেখেছে সেই তীর্থ, মুক্তি পেয়েছে।
শম্ভু ভাবে দিবানিশি, যার কৃত সেই কাশী,
আপনি হয়ে শ্মশানবাসী, শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে॥

খাম্বাজ—একতালা।

ভাব সেই পরমেশ্বরী।
ভ্রমে ভ্রান্ত হয়ে ভুল না রে মন॥
প্রভাতে বালিকাকৃতি, আদিত্য-মণ্ডলে স্থিতি,
রক্তবর্ণা পরমা কুমারী।
মধ্যাহ্নে যুবতী বামা, শ্যামবর্ণা নিরুপমা,
সায়ং বৃদ্ধা সিতাঙ্গিনী নারী।
ব্রহ্মরূপা নাভীমূলে, বিষ্ণুরূপা হৃৎকমলে,
ললাটে হয় শিব ত্রিশূল-ধারী।
সহস্রদল কমলে, পরং ব্রহ্ম বেদে বলে,
নিত্য সুখময়ী দিগম্বরী।
দ্বিজ শম্ভুচন্দ্রের বাণী, নিশুম্ভ শুম্ভ নাশিনী,
শম্ভু মনোহরা শাকম্ভরী।
শম্ভু বাঞ্ছিত পদ, সুধাপংক্তি কোকনদ,
বিরাজে তায় গঙ্গা গোদাবরী॥

কুমার নরচন্দ্র।

কুমার নরচন্দ্র,—নবদ্বীপ রাজবংশ-সম্ভূত। ইঁহার রচিত অধিকাংশ শক্তি-সঙ্গীত অতি সরল ভাষায় গ্রথিত।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

অনায়াসে যা হয় মন, তাই তুমি কর রে।
রসনা মগনা হয়ে, কালী কালী বল রে॥
কি কার্য্যে রে কোষা-কুষী, এস রে নির্জ্জনে বসি,
ভাবি শ্যামা এলোকেশী, বসে কালী পাব রে॥
যদি বল ধনে পুণ্য, সে পুণ্য তমতে পূর্ণ,
যাগ যজ্ঞে নানা বিঘ্ন, সে ধন যে পাবে রে॥

দ্বিজ নরচন্দ্র ভণে, ভার দে কালীর শ্রীচরণে,
কালী জ্ঞানে কাল জানে, সদানন্দে থাক রে ॥

কালাংড়া—একতালা।

এমনি মহামায়ার মায়া,
রেখেছে কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য,
জীবে কি তা জানতে পারে ॥
গুটীপোকায় গুটী করে,
কাটিলে সে ত কাটতে পারে,
মহামায়ায় বদ্ধ গুটী,
আপনার নালে আপনি মরে ॥
বিল করে ঘুনি পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে,
যাওয়া আসার দ্বার খোলা,
তবু মীন পলাতে নারে ॥

ভৈরবী—পোস্তা।

ওরে মন, তোর পায়ে ধরি, যা বলি তা শোন্।
বিরলে বসিয়ে ভাব, শিবের সেবিত ধন ॥
কি কারণে মহারণ্যে, অচৈতন্য আছ মন,
এ যে বেদের বাজি, সকল ফাঁকি,
হাঁসের ডিম দেখায় যেমন,
তুমি কার কে তোমার, কার জন্যে জ্বালাতন ॥
দেখ, পলকে সৃজন হয়, পলকে হয় পতন।
সকল কি তোর সঙ্গে যাবে, যত কর উপার্জ্জন?
মলে, হবে দণ্ডী, দিবে পিণ্ডি,
উর্ণা তণ্ডুল সম্ভাবন।
তুমি চঞ্চল হয়েছ বড়, যাবে ব'লে বৃন্দাবন;
তোমার হৃদাসনে রাধাকৃষ্ণ,
তাঁরেই কর দরশন।
দ্বিজ নরচন্দ্র কয়, শ্যামা কভু মেয়ে নয়;
সে যে বাজায় বাঁশি, ধরে অসি,
অন্তে হয় সে নারায়ণ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কপালে যা আছে কালী, তাই যদি হবে।
শ্রীদুর্গা জয়দুর্গা বলে, কেন ডাকি তবে ॥
ললাটে লিখিছে বিধি, তাই বলবান্ যদি,
শিব তবে [illegible] কেমনে [illegible] ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কিঙ্করে করুণাময়ী, ধন দিবে মা কি ধন আছে।
যেবা ধন তোর রাঙ্গা চরণ,
তাও বাঁধা হরের কাছে ॥
যদি পাই মা যোগে যাগে,
বিষ খেয়ে শিব আছেন জেগে।
ঘুম নাই তার ধনের লেগে,
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছে ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কি করি মনকরী, মত্ত অনিবার তারা।
ভ্রমিছে বিষয়ারণ্যে, প্রাণপণে না দেয় ধরা ॥
পরমার্থ পঙ্কজ বন, সদা করিছে দলন;
নিষেধ পাশ মানে না বারণ,
আমি ভক্তি আলান হারা ॥
কৃতান্ত কেশরী ভয়, গণে অতি তুচ্ছাশয়।
কুমতি মাতঙ্গী তার, পেয়ে প্রিয়তম দারা ॥
আমি যে বিষয়াশক্ত, আছে শ্রীচরণে ব্যক্ত।
কৃপা করি কর মা মুক্ত, জননী এবার তারা ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কেমন মেয়ের মেয়ে শ্যামা,
দেখ দেখি মন বিচার করে।
এমন মেয়ে না হলে কি,
হরের মন ভুলাতে পারে ॥
মহাযোগী মৃত্যুঞ্জয়, তার মন হরা কঠিন হয়।
অন্য মেয়ের কর্ম্ম নয় মন,
মদন যারে শঙ্কা করে ॥

ভৈরবী—যৎ।

কেন মিছে মা মা কর, মায়ের দেখা পাবে নাই।
থাকলে আসি দিত দেখা, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই ॥
শ্মশানে মশানে কত, পীঠস্থান ছিল যত,
খুঁজে হলেম ওষ্ঠাগত, কেন আর যন্ত্রণা পাই,
বিমাতার তীরে গিয়া, কুশপুত্তল দাহাইয়া,
অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়া, কালাশৌচে কাশী যাই।
দ্বিজ নরচন্দ্র ভণে,
(মন) মায়ের জন্য ভাব কেনে,
মা গেছে নাম ব্রহ্ম আছে তরিবার ভাবনা নাই ॥

গাড়া ভৈরবী—খয়রা।

চল যাই কাজ নাই। (তারার তালুকে রে)
কখন আছি, কখন নাই,
এ তালুকের মুখে ছাই॥
পঞ্চজনার জামিন দিয়ে,
এসেছ বয়নামা লয়ে, ভুলিলে বিষয় পেয়ে,
শেষেতে পাবি সাজাই।
ষড়রিপু জ্যেষ্ঠ যে, কানুনগুই হয়েছে,
সে হস্তবুদে জব্দ করে, ফিরিতেছে রে সদাই॥
ক্রোধ হল পটয়ারি, লোভ মোহ মোহরী,
খাজাঞ্চী হয়েছে মদ,—
মাৎসর্য্য এই দুটী ভাই॥
যখন তোমার তসিল হবে, সাক্ষী সবে পলাইবে,
তখন কার দোহাই দিবে,
আমার মা বিনে গতি নাই॥
ভেবেছ রাখিবে বাকি, বাকি রেখে দিবে ফাঁকি,
রয়েছে যসমাই সে ত নিলাম করে লবে রে,
নরচন্দ্র কথা লয়ে, পাপ মহলে ইস্তফা দিয়ে।
দুজনে বিরলে গিয়ে, গুণময়ীর গুণ গাই॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

নেংটা মেয়ের এত আদর,
জ'টে বেটা ত বাড়ালে।
নহিলে কেন ডাক্‌তে হবে,
দিবা নিশি মা মা বলে॥
শ্রীরাম জগতের গুরু, জ'টে বেটা তাঁর গুরু,
আপনি কেটা বুঝলেনা কো,
রইল শ্যামার চরণ তলে॥
বিষম পাগল জটে ব্যাটা,
শ্মশান ত তার মৌরস পাট্টা,
(আবার) বেটীর এমনি বুকের পাটা,
জ'টের বুকে পা-টা দিলে॥

গারা-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ভাব রে শাম্ভবী বিদ্যা, গোপনে সরোজদলে॥
হৃদে কালী বহিঃ শিব, বদনে শ্রীহরি বলে॥
আদ্যা বিদ্যা সিদ্ধাসনে, নেত্র পত্র চন্দনে,
ভক্ত মুক্ত হয় দানে, ইহকালে পরকালে।

কালাংড়া—একতালা।

যখন যে রূপে কালী রাখ গো আমারে।
সকলি সফল যদি না ভুলি তোমারে॥
ভস্ম বিভূতি ভূষণ, কিংবা মণি কাঞ্চন।
তরুতলে বাস কিংবা রাজসিংহাসনোপরে॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

যে ভাল করেছ কালি, আর ভালতে কাজ নাই।
ভালয় ভালয় বিদায় দে মা,
আলোয় আলোয় চলে যাই॥
মা তোমার করুণা যত, বুঝিলাম অবিরত;
জানিলাম শত শত, কাঙ্গাল ছাড়া পথ নাই।
জঠরে দিয়াছ স্থান, কেরনা মা অপমান,
কিসে হবে পরিত্রাণ, নরচন্দ্র ভাবে তাই॥

গারা ভৈরবী—আড়াঠেকা।

শাম্ভবি তোমায় ভাবি, সম্ভাবনা নাই মা এমন।
যার সুখে হব সুখী, সে যে আমার নয় তেমন॥
পড়েছি মা যে বিপদে, স্থান দিয়ে রাখ পদে,
প্রাণ যায় গো ঐ বিষাদে, বৃথা হলো আগমন॥

গারা-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

শ্বেত শতদলে কে গো, বিরাজে শ্বেতবরণী।
বীণাযন্ত্র করে ধরা, শিরে চূড়া ত্রিভঙ্গিনী॥
পাদাম্বুজে ভ্রমে ভৃঙ্গ, জিনিয়া মত্ত মাতঙ্গ।
হেরিয়া হয় আতঙ্ক, শশধরে কুরঙ্গিণী॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

সংসারেরি যত সুখ, সকলি পড়িয়া রবে।
জীবন জলবিম্ব প্রায়, জলে জল মিশাইবে॥
তালার উপরে তালা,
তেতালায় আর কেবা শোবে।
যখন শমন ধরিবে চুলে, ধরণী লুটায়ে রবে॥
কেবা রাজা কেবা প্রজা,কেবা অভিমান করিবে;
বাজিলে সে কুচেরি কাড়া,
খাড়া খাড়া যেতে হবে॥
সুদের সুদ গণিতেছ ভাল,
আট বছরে দ্বিগুণ হল।

জাননা যে সে আট বছর,
তোমার জমায় খরচ যাবে।
কেবা মাতা কেবা পিতা,
কেবা মন তোর সঙ্গে যাবে॥

কালাংড়া- একতালা।

যে হয় পাষাণের মেয়ে, তার হৃদয়ে কি দয়া থাকে
দয়া হীন না হলে কি নাথি মারে নাথের বুকে॥
দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ নাইকো তাতে,
নৈলে গলে পরে মুণ্ডমালা
পরের ছেলের মাথা কেটে॥
(তারে) মা মা বলে যত ডাক,
(সে) শুনেতে পেয়ে শোনে না কো
নয়া এম্নি নাথি খেকো তবু মা মা বলে ডাকে॥

খাম্বাজ—একতালা।

সুকৃষাণ হয়ে মানব-জমিন
আবাদ পত্তন করলি কেন।
জল যদি শুকায়ে যাবে
তখন শুকনা ডাঙ্গায় বীজ লাগবে কেন॥
মন, যদি পাবি ফল, শুন তার কল,
ভক্তিরূপ জল কর রে সিচন।
প্রেমরূপ বেড়া দিয়ে, বান্ধ ভক্তি দড়া নিয়ে,
দুর্গানাম বীজ কররে রোপণ॥
কালীনাম কুঠারি ধর, কেটে ফেল পাপাঙ্কুর,
নয়নে প্রহরী করি থেকো সচেতন॥
একে মানবজমী জমায় আছে কমি,
নাই কিছু তার মাথট বাটা;
মিছে কাজে ফির, তত্ত্ব নাহিক কর,
যোগ পড়েছে তার না দিকে ন'টা।
ভেবেছ পলায়ে যাবে, পলায়ে নিস্তার পাবে,
শিয়রে বসিয়া কাল পলাবি কেমনে॥

মহারাজ নন্দকুমার।

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি আজিও কেহ ভুলিতে পারে নাই। বীরভূম-জেলার অন্তর্গত ভদ্রপুর গ্রামে মহারাজ নন্দকুমার জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্ব-কালে ইনি হিজলী ও মহিষাদল পরগণার আমীন নিযুক্ত হন। নবাব মিরজাফর আলি খাঁর শাসনকালে মহারাজ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। নন্দকুমার দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে "মহারাজ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জাল-করার অভিযোগে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট ইহাঁর প্রাণদণ্ড হয়। ওয়ারেণ হেষ্টিংস তখন গবর্ণর জেনারেল। মহারাজ একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। অন্যায় বিচারে ব্রাহ্মণের ফাঁসি হওয়ায়, সমগ্র হিন্দু-সমাজ ব্যথিত হইয়াছিল। এই জন্য অনেক হিন্দু কলিকাতার বাস পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার অপর পারে গিয়া বাস করেন।

সুরট-মল্লার—জলদতেতালা।

আপন তনয়ে দয়া না করিলে ত্রিজগত-অম্বে,
এ তোমার উচিত নয়।
আমি যদি গুণহীন পাপী দুরাচার অতি,
জননীর রোষ নাহি সম্ভবে বালক প্রতি,
কিঞ্চিত করুণা বিতরয়, তবে কিবে নাহি হয়॥
স্বকর্ম্ম ফলের ভোগ অবশ্য ঘটিবে জীবে,
ইথে মম মনে খেদ কদাচ নাহিক হবে,
নির্ম্মল তারিণী নামে অযশঃ এ দুখ নাহিক সয়।
দীন-নিস্তারিণী পতিত-উদ্ধারিণী,
কি গুণে এ নাম ধর শুনি নগ-নন্দিনী
নন্দকুমার জড়মতি প্রতি, না হইও নির্দ্দয়॥

টোরি—তেতালা।

হরিণ-হীন-রজনীশ-বদনী,
তারা কোকনদ জিনি ত্রিনয়নী।
বিম্বাধর মৃদুহাস্য, বিহিতামরগণ প্রতি মা
ভয় ভাষ্য, অমৃত-যুত, ভুবন মোহিত রূপ,
অতসীকুসুম-বরণী॥
ত্রিশূল করবালাদি আয়ুধ শোভিত কর,
সসৈন্য মহিষকুল সমূল বিনাশ কর,
কোটি যোগিনী আবৃত শিবে,শিরে মৃগেশ-বাহিনী
কমলদলাশ্রিত শশী একি অদ্ভুত,
সুরবন্দিত পদে এ শোভা প্রকাশিত,
নন্দকুমার বাঞ্ছিত পদে রাখ তারিণী॥

রামকেলী—একতালা।

বিহরে রণে কেরে বামা মৃগেন্দ্রবাহনে।
নারী হয়ে রণে একি রহস্য,
অনায়াসে নাশে দনুজ পশ্য,
ঈষৎ হাস্যযুক্ত আস্য, কস্য অঙ্গনে॥
রূপে দশ দিশ দীপ্ত, দশ করায়ুধ লিপ্ত,
মহিষ শিরসি ক্ষিপ্ত-বামচরণে।
নন্দকুমারে কয়, করেছ মা রিপুজয়,
বিশ্রাম কর গো মম হৃদিপদ্মাশনে॥

সুরট—তেতালা।

অকারণে বৃথা ভ্রমে ভ্রমি কাল যায়॥
সব সুখ সম্পদ, তোমার অভয় পদ,
কেন মন নাহি ডুবে তায়॥
মতি চঞ্চল অতি দূরিত দুরাশয়,
বিষয়বাসনা নাহি যায়।
নন্দকুমারে রিপুগণে কি করিতে পারে,
তব কৃপা-লেশ যদি হয়॥

কেদারা—জলদতেতালা।

তারিণি, তার দূরিত নিবার দানহীন
পতিতজনে।
পাপেতে মোহিত আমি, পতিতপাবন তুমি,
ভাবিয়াছি তরিব তব নাম-গুণে॥
বিকসিত কোকনদ, নাশয়ে বিষয়মদ,
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদ, পাবে কি এ জনে।
নন্দকুমার-রাণী,শুন স্মর-হর-রাণী,
নিজ দাসগণে গণি, রাখিও চরণে॥

দেয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।

ইহাঁদের আদি-নিবাস, মুরশিদাবাদ কাঁদি। কলিকাতার উত্তরে পাইকপাড়া ইহাঁদের অধুনাতন অধিবাস। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বড়লাট ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ প্রভৃতির সময়ে রাজস্ববিভাগের দেওয়ান ছিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ইনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া ছিলেন।

খটভৈরবী—আড়াখেমটা।

কোলে আয় মা ভবদারা নয়ন-তারা,
নাই মা আমার নয়নের তারা।
যারা তারা চায়, আমার মত হয় কি তারা।
বিধাতারে আরাধিব মা,
তোর মা আর না হইব,
এবার মেয়ে হয়ে দেখাইব,
মায়ের মায়া কেমন ধারা॥

মহারাজ রামকৃষ্ণ।

মহারাজ রামকৃষ্ণ,—নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকান্ত রায়ের বংশধর; ভারতপ্রসিদ্ধা রাণী ভবানীর দত্তক-পুত্র। বিষয় লিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া, তিনি ভগবচ্চিন্তায় জীবন যাপন করেন। ১২০২ সালে (১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। ইনি একজন প্রসিদ্ধ সাধক ছিলেন। মুর্শিদাবাদ বড়নগরের গঙ্গাতীরে ইহাঁর সাধনার স্থান আজিও বর্তমান রহিয়াছে।

গারা-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা অন্ন দে মা অন্নদে।
সারদে হৃদয়পদ্মে জ্ঞানং দেহি মে জ্ঞানদে।
ধন্য কাশী শিব ধন্য, সুরধুনী অবতীর্ণ,
বিরাজিতা অন্নপূর্ণা অঞ্জলি করে ভব দে।
হয়েছে মা ক্ষুধা-ব্যাধি, দে মা গো সুধা-ঔষধি,
অন্তে চরণে সমাধি মোক্ষং দেহি মে মোক্ষদে॥

গারা-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

এখন কি ব্রহ্মময়ী হয়নি মা তোর মনের মত
অকৃতি সন্তানের প্রতি বঞ্চনা কর মা কত॥
দম্ দিয়ে ভবে আনিলি, বিষয় বিষ খাওয়াইলি,
সংসার বিষে জ্বলি যত, দুর্গা দুর্গা বলি তত,
বিষ হর মা বিষহরি মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হত॥
জ্ঞানরত্ন দিয়েছিলি, মসিল দে তসিল করিলি,
হিসাব করে দেখ্ মা তারা
দুঃখের ফাজিল বাকি কত॥

ললিত—আড়াঠেকা।

কার রমণীসমরে বিরাজে।
কে গো লজ্জারূপা দিগম্বরী অসুর-সমাজে॥
মায়েরপদতল-বরণ, জিনি তরুণ অরুণ,
নখরে নিশাকর লুকাইল লাজে।
প্রপদ নীলনলিনী, উরু রামরম্ভা জিনি,
কটিতটে করশ্রেণী, কিঙ্কিনী বাজে॥
নাভি সুধাসরোবর, ত্রিবলী কি মনোহর,
পীনোন্নত পয়োধর, হৃদিপরে সাজে॥
সুশাণ কৃপাণ করে, ঘন হুহুঙ্কার করে,
নাশে যত দনুজেরে, গ্রাসে বাজী গজে,
(মায়ের) গলে মুণ্ডমালা শোভা,
অটহাসি লোলজিহ্বা,
শ্রুতিযুগে ইষু শিশু অপরূপ সাজে।
মুক্ত কুটিল কুন্তল, সুধা পানে ঢল ঢল,
অলি যেন আশুতোষ হৃদয় সরোজে॥

বাহার—যৎ।

জয়কালী জয়কালী বলে, যদি আমার প্রাণ যায়।
শিবত্ব হইব প্রাপ্ত কাজ কি বারাণসী তায়॥
অনন্তরূপিণী কালী, কালীর অন্ত কেবা পায়,
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে, শিবপড়েছেন রাঙ্গা পায়

মল্লার—একতালা।

জয় কালী রূপ কি হেরিলাম।
হর-হৃদে মায়ের পদে মন সঁপিলাম॥
কাল বরণে, জলধর বরণে,
হর পর রতন নূপুর চরণে,
কঙ্কালী বেড়া কর কিঙ্কিণী,
শোণিত শোভিত কিংশুক জিনি।
আমরা বালিকা ধ্যান, মুদ্রিত নয়ন,
আপনারে আপনি পাসরিলাম॥
চন্দ্র চমকে বয়ানে ধন্য,
আহা মরি মরি কি রূপ লাবণ্য,
হেরিরা হরিল জ্ঞান, ধিক্‌রে প্রাণ,
জবা দান পদে না করিলাম॥
যে আনিল মাকে ধরণীপৃষ্ঠে,
সেই নরপতি নৃপতি শ্রেষ্ঠ,
দ্বিজ রামকৃষ্ণ বলে, এসে ভূমণ্ডলে,
কালী কালী মুখে না বলিলাম॥
(অথবা)
দ্বিজ রামকৃষ্ণ ভাল মহীপাল,
ইহকাল পরকাল তরিলাম॥

পূরবী—একতালা।

ভবে সেই সে পরমানন্দ
যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে॥
সে যে না যায় তীর্থ পর্য্যটনে,
কালী কথা বিনা না শুনে কাণে,
সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে,
যা করেন কালী ভাবে সে মনে॥
যে জন কালীর চরণ করেছে স্থূল,
সহজে হয়েছে বিষয়ে ভুল,
ভবার্ণবে পাবে সেই সে কূল,
বল সে মূল হারাবে কেমনে॥
রামকৃষ্ণ কয় তেমনি জানে,
লোকের নিন্দা না শুনিবে কাণে,
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে,
কালী নামামৃত পীযুষ পানে॥

জঙ্গলা—একতালা।

মন যদি মোর ভুলে।
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে॥
এ দেহ আপনার নয় রিপুসঙ্গে চলে।
আনরে ভোলা জপের মালা ভাসি গঙ্গাজলে॥
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে॥
আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাট কি আছে কপালে॥

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ।

কোচবিহার রাজ্যাধিপতি মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ৫৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া, ১২৪৬ সালে (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে) ৺কাশীধামে দেহত্যাগ করেন। বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও, বঙ্গ সাহিত্যের আলোচনায়—সঙ্গীত রচনায় প্রভাবে ইনি অক্ষয় স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন।

টোড়ি—ঢিমা একতালা।

দিগ্‌বাস গলিত কেশ।
মরি ঘোর সমরে বামা কেরে।
কেরে সুন্দর হর-হৃদি সরোবর
রক্তোৎপল পদে প্রকাশ॥
তাই এ তনু ধারণে, এ তিন ভুবনে,
এমন মূর্ত্তি দেখি নাই।
ভূপে কয় মোর মনে লয়
বটে বটে বটের ভাই
এমন মূর্ত্তি দেখি নাই।
মায়ের ওষ্ঠাধর নব দিবাকর
বদনাঙ্কিতে তিমির নাশ।
ভয়ে দিতিসুতকুল সব চেয়ে রৈল,
ভাবে ছল ছল, সজল আঁখি,
ভাবে ছল ছল, সজল আঁখি।
ভূপে কয় মোর মনে লয়,
তারার বরণ তারায় রাখি
তারার বরণ তারায় রাখি।
কিবা ত্বঙ্কলাকুল দন্ত উজ্জ্বল অমৃতার্ণব অট্ট হাস

বেহাগ—ঢিমা একতালা।

ভুবন ভুলালে রে কার কামিনী ঐ রমণী।
বামার করে করাল শোভিছে ভাল
করবাল যেন দামিনী॥
সজল জলদ শোণিত অঙ্গে
নাচে ত্রিভঙ্গে তাল বিভঙ্গে রে।
মায়ের শিরে শিশু শশী ষোড়শী রূপসী
শশিমুখী কাশীবাসিনী॥
অট্ট অট্ট অট্ট হাসিছে রে
নাশিছে দনুজ মা ভৈ ভাষিছে রে,
শ্রীহরেন্দ্র কহিছে হৃদি প্রকাশিছে
ভব রূপে ভবজননী॥

খাম্বাজ—একতালা।

তার কি শমনে ভয় মা যার শ্যামা॥
শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কয়, ভবে কি আর আছে ভয়,
অন্তে যাব তাঁর ধামে বাজাইয়ে দামা॥

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র।

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ গিরিশচন্দ্রের দত্তক পুত্র। ১২৫৫ সালে (১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে) মহারাজ শ্রীশচন্দ্র সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ৩৮ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

তোমারি অনন্ত মায়া কে জানে।
অনন্ত যাহারি অন্ত না পায় ধ্যানে॥
বাঙ্মন-অগোচর নিরূপণ নাহি যার,
বোধে না হয় প্রবেশ কেবল অনুমানে।
মা কি তব বিচিত্র মায়া, যার বশে মহামায়া,
পশ্বাদি কীট পতঙ্গ মা ভ্রমে অচেতনে॥
সুরাসুর কিন্নর, গন্ধর্ব্ব অপ্সর নর,
মায়ায় মুগ্ধ চরাচর কেবা সচেতনে॥
আগম স্মৃতি বেদান্ত, সে মর্ম্ম জানিতে ভ্রান্ত,
অচিন্ত্য পরম তত্ত্ব মা অব্যক্ত ভুবনে।
চিন্ময়ি হয়ে প্রসন্ন, শ্রীশে দে মা চৈতন্য,
যেন মন মগন সদা থাকে শ্রীচরণে॥

মল্লার—একতালা।

কেও রমণী নীরদ বরণী,
স্মরহর হৃদে সমরে নাচিছে।
শ্রীচরণ গুণে ত্রিতালত্রিগুণে,
সুধীরে মধুর নূপুর বাজিছে॥
শুনিয়া সে ধ্বনি কনককিঙ্কিণী,
ছলে সুর শ্রেণী স্মরণ লইছে॥
নাভি সরোবর সলিল আশয়,
ত্রিবলীর ছলে করিবর ধায়।
কুচ-কুম্ভবর বিশ্বমূলাধার,
যার পয়োধর ব্রহ্মাদি যাচিছে॥
নরশির, হরি গলে সুশোভন,
বরাভয় অসি শ্রীকরে ধারণ,
করাল বদন করি দরশন,
দেব দুষ্টমন দানব কাঁপিছে॥
হেরি বামার বাম উরু, জিনি রামরম্ভাতরু,
কাজে কাজে লাজে লুকায়েছে।

কটিতট হেরি, সুচারু কেশরী,
চির বনচারী, বিধি করেছে।
চরণ তরুণ, অরুণ কিরণ,
নখরে নলিনী প্রকাশ হতেছে॥
সুচারু চাঁচর, চিকুর কান্তি,
চাহিছে চাতক জলদ-ভ্রান্তি,
এ রণ শ্রান্তি বন্ধ মা শান্তি,
শ্রীশ মানস আসন পেতেছে॥

——

মহারাজ মহতাবচন্দ।

মহারাজ মহাতাপ চাঁদ,—বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের দত্তকপুত্র। ১২৪৭ সালে (১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ৯ই এপ্রেল) ইনি ইংরেজরাজ কর্তৃক মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটী ভবনে ইনি ভারতেশ্বরীর একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৭৬ সালে (১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৩ অক্টোবর) ভাগলপুর সহরে মহারাজ মহাতাপচাঁদের মৃত্যু হয়।

——

লুম খাম্বাজ—ঠুংরী।

অপরূপা কে ললনা, হেরি রক্তাম্বুজাননা।
কিঙ্কিণী-মণি-রচিত, মুকুট শিরোভূষণা॥
কুটিল কুন্তলজাল, আবৃত মুখ-মণ্ডল,
ওষ্ঠ জিত-বিম্বফল, প্রফুল্লপঙ্কজাননা॥
ধনুসদৃশ ভ্রূলতা, ত্রিনয়ন সুশোভিতা,
সহাস্য বদনান্বিতা, মধু-মধুর বচনা॥
বিগলিত মুক্তাহার, যুক্ত নবপয়োধর,
হেম-কর্ণপুর, মনোহর আভরণা।
কাঞ্চিযুক্ত নিতম্বিনী, ললিত ত্রিবলি-শ্রেণী,
চতুর্ভুজ বিধারিণী, রক্তাম্বরপরিধানা।
পাশাঙ্কুশ যুগ করে, ধনুর্ব্বাণ শোভে অপরে,
রোমাবলি অঙ্গোপরে, উরু কদলি তুলনা॥
নিম্ন নাভি সরোবর, শ্রীপদ কচ্ছপাকার,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, বন্দিত চারু চরণা॥
তাম্বূলপূর্ণ বদন, অঙ্গে কুঙ্কুম লেপন,
গূঢ় গুল্ফ সুশোভন, স্বচ্ছ নব দীপ্তমানা॥
জগদানন্দ জননী, বিশ্বাকর্ষণ কারিণী,
ব্রহ্মাণ্ডে বীজ-রূপিণী, জবা-কুসুম-বরণা।

নাশ করে দুরদৃষ্ট, মুক্ত করি ভব কষ্ট,
চন্দ্রের এই মনোভীষ্ট, যোড়শী ভব অঙ্গনা॥

——

টোড়ী—একতালা।

অপরূপ কামিনী, নীরদবরণী, শশধর আভা জিনি।
কলানাথ শোভা শিরে, সিংহাসনাসন করে,
বিরাজিতা তদুপরে, চতুর্ভুজধারিণী॥
খেট খড়্গ যুগ ক'রে, পাশাঙ্কুশ ধরাপরে,
চন্দ্রে তার কৃপা করে, হে মাতঙ্গি ত্রিনয়নি।

——

কালাংড়া—একতালা।

অঞ্জনাদ্রিপ্রভা ভীমা কেও শ্মশানবাসিনী।
সদাশব মগ্না নগ্না, মাংসচর্ব্বণকারিণী॥
পিঙ্গাক্ষী রক্ত লোচনা, শুষ্ক মাংসাতিভীষণা,
ঈষৎ সহাস্যবদনা, বিমুক্ত কেশধারিণী।
নানালঙ্কারভূষিতা, যুগলভুজ শোভিতা,
বামে মাংস-মদ্যধৃতা, সদ্যঃকৃত্তা শবপাণি॥
চন্দ্রের এই প্রার্থনা, তব শ্রীচরণ বিনা,
অন্তে না হই অন্যমনা, শ্মশানকালি সর্ব্বাণি॥

——

ঝিঁঝিট—ঢিমে-তেতালা।

অপরূপ বামা রক্তাম্বর পরিধানা।
অর্দ্ধচন্দ্র শোভে শিরে লোহিতবরণা॥
পয়োধরভারে নতা, অন্নপ্রদান নিরতা,
হর-নর্ত্তন-হর্ষিতা, সংসারদুঃখহরণা॥
করি কৃপাবলোকন, চন্দ্রের হর দুর্দ্দিন,
ভব-কষ্টে কর ত্রাণ, ত্রাণকর্ত্রী অন্নপূর্ণা॥

——

লুম-খাম্বাজ—ঠুংরী।

এ শশী কে নীলবর্ণা, মুণ্ডমালা-বিভূষণা।
শঙ্করের হৃদিস্থিতা, প্রত্যালীঢ় শ্রীচরণা॥
লম্বোদরী খর্ব্বাকারা, লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করা,
পিঙ্গল-জটাধরা ফণি শোভে ধরে ফণা॥
চতুর্ভুজা এ রমণী, কে কর্ত্রী কৃপাণ পাণি,
নীলোৎপল কপালধারিণী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধানা॥
নিবেদন ভবদারা, চন্দ্র তত্ত্বজ্ঞানহারা,
কৃপা করি হর তারা, এ ভব-যন্ত্রণা॥

——

বেহাগ—জলদ-তেতালা।

একি রূপ হেরি, আমরি মরি,
অর্দ্ধ আভা জিনি প্রভা, প্রভাতের তমোহরি।
মিলিত হিমাংশু প্রভা, শিরে কিরীটের শোভা,
মৃদুহাস্য মনোলোভা, কিবা মাধুরী॥
পাশাঙ্কুশ সব্য করে, অভয় বর অপরে,
চতুষ্করে শোভা করে, ত্রিনয়না শুভঙ্করী।
বিমল হৃদয়োপরি, পীনোন্নত কুচগিরি,
চন্দ্র প্রতি কৃপা করি, তার গো ভুবনেশ্বরি॥

বাগেশ্রী—জলদ তেতালা।

এ কি রূপ নয়নে করি নিরীক্ষণ।
কে পারে স্বরূপ রূপ করিতে বর্ণন॥
জিনিয়ে কোটি অরুণ, অঙ্গের হেরি বরণ,
বসন তরুণারুণ তাহে সুশোভন।
উচ্চ পীন পয়োধর, তাহে বহে রক্তধার,
মুণ্ডমালা ভয়ঙ্কর গলে বিভূষণ॥
জপমালা এক করে, জ্ঞানমুদ্রা ধরে পরে,
দ্বিকরে অভয় বরে, করেন ধারণ।
সহ চন্দ্রকান্তমণি, মুকুট শিরোধারিণী,
হে ভৈরবি ত্রিনয়নি, দেহি চন্দ্রে শ্রীচরণ॥

সুম ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতালা।

এ কার অঙ্গনা, অম্বুদবরণা,চন্দ্রশেখরা ত্রিনয়না॥
রক্তবস্ত্র-পরিধানা, রক্তকমলাসনা,
দ্বিভুজ-ধারণা বরাভয়-শোভনা॥
মধুপানযুক্ত, কালনৃত্যাসক্ত,
হেরি ক্রুর বক্ত্র, অনঙ্গ-অরি-অঙ্গনা।
আদ্যাকালী কৃপালেশে, বিনাশি চন্দ্র কলুষে,
মুক্তকর মায়াপাশে, দিওনা যাতনা॥

ললিত—জলদতেতাল।

একি রূপ চমৎকার হেরি আমরি আমরি।
অঙ্গ-আভা মনোলোভা প্রভাতের তমো হরি॥
চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী, অঙ্কুশ-ধনুর্দ্ধারিণী,
পাশ বাণে দক্ষ পাণি, অতিশয় শোভা করি।
নিবেদন তব পদে, সদা থাকি চন্দ্র-হৃদে,
রক্ষা করিবে বিপদে, ভবে ত্রিপুরা সুন্দরি॥

খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

একি রূপ অপরূপ করি নিরীক্ষণ—অসাধ্য বর্ণন।
রূপের মাধুরী হেরি জুড়াল নয়ন॥
মণিমণ্ডপোপরে, রত্নবেদী শোভা করে,
সিংহাসন তদুপরে অতি সুগঠন।
সিংহাসনে বিরাজমান, উজ্জ্বল পীতবরণ,
পীতাম্বর পরিধান, তাহে সুশোভন॥
কিবা শোভে আভরণ, পুষ্পমাল্য-বিভূষণ,
সুগন্ধী অঙ্গে লেপন, কুঙ্কুম চন্দন।
সব্যে শত্রুজিহ্বা ধরি, মুদ্গর দক্ষ করে করি,
ক্রোধিতা হয়ে শঙ্করী করেন তাড়ন॥
বগলা করুণা করি, চন্দ্রে দিয়ে চরণ তরি,
পার কর ভববারি, লইলাম শরণ॥

টোরী-ভৈরবী—ঢিমে-তেতালা।

এ বালা কার বালা অপরূপা হেরি।
তরুণ অরুণ জিনি বর্ণ প্রভাকরী॥
অর্দ্ধচন্দ্র শিরোপরে, ত্রিনয়নে শোভা করে,
ভূষিতা নানালঙ্কারে, সিংহাসনোপরি।
শোণিত বসনান্বিত, মুণ্ডহার-বিভূষিত,
দশপাণি সুশোভিত, কিবা মাধুরী॥
শূল ডমরু খেটক, পাশাঙ্কুশ পুস্তক,
কৃপাণ বাণ পিনাক, অক্ষ মালাধরি।
শত্রুচ্ছেদ স্বয়ং করি, রুদ্রভৈরবি শঙ্করি,
চন্দ্র প্রতি কৃপা করি, ভব শুভঙ্করী॥

বাহার—জলদ্ তেতালা।

ঐগো ঐ বাজায় বাঁশী, কেশব শ্রীরাধা বলিয়ে।
হলো মন উচাটন, চল হরি হেরি গিয়ে॥
কদম্বেরি তলে কালা, করিতেছে কত ছলা,
মজাইতে কুলবালা, মোহন মুরলী লয়ে।
নিকুঞ্জে নির্জ্জনে হরি, খেলিবারে আসে হোরি,
বংশীতে সঙ্কেত করি, চন্দ্র কহে বিধি দিয়ে॥

রায়া—ঠুংরী।

এ কামিনী কার কামিনী,সুরতরুমূলে একাকিনী।
রমণীয় পারিজাত বনবিহারিণী॥
মণিমণ্ডপোপরে, রত্নসিংহাসনাধারে,
প্রফুল্ল-পঙ্কজান্তরে, ষট্‌কোণবাসিনী।

পদ্ম-পাশ-বরাসন, পদ্মাঙ্কুশ-পুষ্পবাণ,
ষড় ভুজে করি ধারণ, রত্নমৌলি ত্রিনয়নী॥
চরণে রত্ননূপুর, রত্নকাঞ্চী কটিপর,
কুচভরে নম্র ধর, স্বর্ণবরণী।
সখীমধ্যে বিরাজিতা, চন্দ্রের হয়ে হৃদয়গতা,
ত্রিপুটা করুণান্বিতা কালান্তহারিণী॥

—

সিন্ধু—জলদতেতালা।

একি শোভা মনোলোভা জবাকুসুমবরণা।
অরুণবরণ বসন, অঙ্গে সাজে সুশোভন,
মুণ্ডমালা-বিভূষণা।
সুবর্ণকলসাকার, উচ্চপীন পয়োধর,
প্রভাজিত-প্রভাকর, চতুষ্কর শোভাকর,
পাশাঙ্কুশধারণা॥
স্বপুস্তক জপমালা, অন্য করে ধরে বালা,
অষ্টকূটা শুভঙ্করী, শুভদা ভব শঙ্করী,
চন্দ্রের এই বাসনা॥

—

আড়ানাবাগেশ্রী—জলদ্ তেতালা।

একি রূপ হেরি নয়নে।
বর্ণের লাবণ্য সুদুষ্কর বর্ণনে॥
প্রফুল্ল কমলাসন, তদুপরি কৃত্তিকাসন,
চপলাজিতবরণ মৃদুহাস্য চন্দ্রাননে॥
সুললিত চতুর্ভুজ, সব্যে অভয় অম্বুজ,
দক্ষিণে বর সরোজ, অতি সুশোভন।
বিগলিত মুক্তাহার, শোভা পয়োধরোপর,
কমলা করুণা কর, চন্দ্রে রাখ শ্রীচরণে॥

—

পিলু—যৎ।

এসো গো কে যাবে হোরি খেলিতে,কেশব সনে।
কুঙ্কুম আবির লয়ে, চল নিকুঞ্জকাননে।
শ্রীঅঙ্গে আবির দিব, মন সাধ পুরাইব,
সকলে মেলি খেলিব, হারাব নন্দনন্দনে।
বামে নিয়ে শ্রীমতীরে, নয়ন জুড়াব হেরে,
করতালি দিব ঘেরে, মিলে সব সখীগণে॥

—

গৌড়সারঙ্গ—ঢিমে-তেতালা।

কেও একাকিনী, কাহার রমণী,
শশি-শোভা জিনি মসিবরণী।
দশনে রসনা ধরা,
বদনে রুধির ধারা, করালবদনী॥
এ নব বয়সী, ঘোররূপা মুক্তকেশী,
শোভে দীর্ঘ বেণী।
গলে দোলে মুক্তাহার, কটিতটে নর-কর,
রচিত কিঙ্কিনী॥
পয়োধর পীনোন্নত, রুধির-ধারে আবৃত,
বিকট রূপিণী।
মৃত শিশু শ্রুতিমূলে, অর্দ্ধচন্দ্র সাজে ভালে,
হেরি বিবসনী॥
অসি মুণ্ড বাম করে, দক্ষিণে অভয় বরে,
রণে রণ-রঙ্গিণী।
ভীমবেশা ভয়ঙ্করী, ভব-হৃদি পদ ধরি,
দক্ষিণা রূপিণী॥
চতুর্দ্দিকে শিবা হেরি, শ্মশানালয়ে শঙ্করী,
অট্ট অট্ট হাসিনী।
চন্দ্রে দেহি এই জ্ঞান, অন্তে করি তব ধ্যান'
কালি ত্রিনয়নি॥

—

কেদারা—ঢমেতেতালা।

কেও বিবসনা, রুধিরে মগনা,
রক্তবর্ণা কার নারী।
কমলকর্ণিকোপরি, যোনিরূপাযন্ত্র হেরি,
বিপরীত রতি কারি, রতিকাম তদুপরি॥
তদূর্দ্ধে বিরাজমানা, প্রত্যালীঢ়-চরণা,
মুণ্ডমালাবিভূষণা, ত্রিনয়না শঙ্করী।
গলে অস্থিমালা স্থিতা, মুক্তকেশ সুশোভিতা,
শিরে সর্প বিভূষিতা, লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করী॥
শিরশ্ছেদ স্বয়ং করে, বাম করতলে ধরে,
শোভিত অসি অপরে, চমৎকার মাধুরী!
কণ্ঠ নির্গত ত্রিধার, রুধির তার একধার,
ধরে নিজ ধরোপর, ভীমরূপা ক্ষেমঙ্করী॥
উন্মত্তা উলঙ্গিনী, পার্শ্বদ্বয়ে দ্বি যোগিনী,
শেষ দ্বিধার-ধারিণী, বিস্তার বদন করি
করি কৃপাবলোকন, শ্রীচরণে দিও স্থান,
চন্দ্রের এই নিবেদন, ছিন্নমস্তা শুভঙ্করি॥

—

পরজ—ঢিমে তেতালা।

কেও দশভুজা রমণী, হেমবরণী।
জটাজুট শোভে শিরে, ইন্দুমৌলি ত্রিনয়নী॥
জিতচন্দ্র চন্দ্রানন, সর্ব্বাভরণ ভূষণ,
শোভে পীনোন্নত স্তন, নবযৌবনী॥
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমাকারা, দন্তপংক্তি মনোহরা,
দক্ষে শূল-অসি-ধারিণী।
শক্তি করে চক্রবাণ, চাপ পরশু ধারণ,
বামে খেট শোভমান, পাশাঙ্কুশ-পাণি॥
চরণে মহিষাসুর, বামে লগ্ন হীন শির,
কণ্ঠোত্থিত দৈত্যবর;
শূল-বিদীর্ণ-হৃদয়, নাগপাশবদ্ধ-কায়,
সপাশ তৎকেশচয়, কর্ষণকারিণী॥
সিংহস্থদক্ষচরণা, দেবগণ-স্তূয়মানা,
দৈত্য-দানব-দলনী।
দুর্গে দুর্গতিনাশিনি, চন্দ্র-বিপদহারিণী,
মহিষাসুরমর্দ্দিনী, সর্ব্বকামপ্রদায়িনী॥

——

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—ঢিমে-তেতালা।

কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা এ নারী কে ভয়ঙ্করী।
পাষাণ ডমরু শূল কপাল করে করি॥
হিমাংশুকলা শেখরে, উর্দ্ধপিঙ্গ জটা শিরে,
শুক্লদন্ত ভয়ঙ্করে, ভয়ানক বেশ হেরি॥
এই নিবেদন করি, চন্দ্র প্রতি কৃপা করি,
ভদ্রকালী ভয়হারী, সদয়া হও শঙ্করী॥

——

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

কেও বালার্কসহস্রবরণা।
লোহিতাক্ত-পয়োধরা লোহিতবসনা॥
চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী, অভয়-বর-ধারিণী,
পুস্তকাক্ষমালাপাণি, সহাস্যবদনা।
রত্নময়কিরিটিনী, সুধাকর-কপালিনী,
মনুজ-মুণ্ডমালিনী, সরসিজাসনা।
তব স্তুতি নাহি জানি, চন্দ্র-বাঞ্ছিত ভবানি,
ত্রিপুরভৈরবি রাণী রটে এ বন্দনা॥

——

ভৈরোঁ—ঢিমা-তেতালা।

কে নীলনীরদবরণা শোভে ত্রিনয়না।
চতুর্ভুজধারণা সিংহোপরি বিরাজমানা॥
শঙ্খ চক্র কৃপাণ, শূল করে ধারণ,
নিজ তেজে দীপ্ত-ত্রিভুবনা।
অর্দ্ধচন্দ্র-শোভা ভালে, কটাক্ষে বিপক্ষজালে,
সদা ভয়দাত্রী ভীষণা।
কৃপা করি জয়দুর্গে, চন্দ্রে রক্ষা কর দুর্গে,
তব পদে এই প্রার্থনা॥

——

গৌরী—জলদ তেতালা।

কেও বামা স্মিতমুখী রত্নসিংহাসনস্থিতা।
কল্পবৃক্ষতলে রত্নঅলঙ্কার-বিভূষিতা॥
জিত-নীলঘনঘটা, পটাম্বর-পরিধানা,
দ্বিভুজধারণা ত্রিনয়না, বরাভয়ান্বিতা॥
কালী কলুষনাশিনী, অখিলানন্দকারিণী,
বুদ্ধিবৃত্তি স্বরূপিণী, হরি-বিধি-শিব-বন্দিতা।
ললিত-বেশধারিণী, কামাখ্যা কামদায়িনী,
চন্দ্রে মোক্ষপ্রদায়িনী, হও গো ভব বনিতা॥

——

সিন্ধু কাফী—জলদ-তেতালা।

কৃষ্ণবর্ণা কৃষ্ণাম্বরপরিধানা।
কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, গলে নর-মুণ্ডমালাধারণা॥
স্বর্গস্পর্শে এক জটা নাগাহার যুক্ত
লোহিত-লোচনা।
শব হৃদি বামপদ
সিংহপৃষ্ঠস্থিত-দক্ষিণচরণা॥
মহাঘোরা চতুষ্করা সাট্টহাসা
শবদ্বয়-লেলিহানা।
দক্ষেখড়্গ যুগ ইন্দীবর সব্যে
কর্ত্রীকর্পর-শোভমানা॥
ভয়ানক রবকারিণী ভীষণা
অঙ্গনা কার অঙ্গনা।
মহাকালি কৃপাকরি দেখো
চন্দ্রে করনা প্রতারণা॥

——

সিন্ধু-কাফী—ঢিমে-তেতলা।

কৃষ্ণবর্ণা কার নারী লম্বোদরী মহাঘোরা।
রক্তমুখী লোলজিহ্বা কৃতনাগকর্ণপুরা॥
শবের্দ্ধে কপাল হেরি, বিরাজিতা তদুপরি,
পীনোন্নত কুচগিরি, পরিহিতরক্তাম্বরা।

বিপুলনাগবেষ্টিতা, বিপুল-নাসিকান্বিতা,
নাসিকাগ্র-ধ্যানরতা শোভিতদীর্ঘচিকুরা॥
দীর্ঘাঙ্গী দীর্ঘজঘনা, চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি-নয়না,
রুধির পানে মগনা, পর্ব্বতস্থা চতুষ্করা॥
দক্ষ করে পদ্ম-যুতা, তদধো বর-অন্বিতা,
বামে অভয়-শোভিতা, তদূর্দ্ধে কপালধরা।
নাগযজ্ঞোপবীতিনী, সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী,
শত্রুগণবিনাশিনী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম শিরে ধরা॥
সাধক-সুখদায়িনী, সংসারত্রয়জননী,
নিত্যরূপা সনাতনী, সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্করা।
ত্রাণকর্ত্রী ত্রাণ কর, শঙ্কট ভবে শঙ্কর,
চন্দের দুঃখ সম্বর, তারিণি ঈশানদারা॥

খাম্বাজ-বেহাগ—ঢিমেতেতালা।

কেও প্রসন্নবদনা বিরাজমানা।
কোটিচন্দ্রপ্রভা ত্রিনয়না হারভূষণা॥
দক্ষিণপদ সিংহোপরি, বামাঙ্গুষ্ঠ মহিষে ধরি,
বিচিত্রপট্টাম্বরী, মঞ্জীরচরণা॥
কেয়ূরে দশভুজপ্রভা, শিরে অর্দ্ধচন্দ্র-আভা,
ত্রিশূলে খেটক শোভে, শস্ত্রাদি-ধারণা।
শঙ্খ-ঘণ্টা-শরাসনা, পাশ-নলিনী-ধারণা,
লোকপাল-সেব্যমানা, সুরগণ-স্তূয়মানা।
কাত্যায়নি এই বার, চন্দে কষ্ট অনিবার,
করুণা করি নিবার, বিপদভঞ্জনা॥

টোড়ী—জলদ্-তেতালা।
কিশোর কিশোরী খেলেন হোরি।
আহা মরি মরি, হেরি কি আনন্দ-লহরী॥
ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী, রসিকরসমঞ্জরী,
অনুপ রূপ মাধুরী, জনমনোহারী॥
মনোমোহন মোহিনী, হরি হরি-বিলাসিনী,
প্রেমময় প্রমোদিনী, চতুর চতুরী।
কমলাক্ষ কমলিনী, মোক্ষদায়িনী,
শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণমোহিনী, ত্রাহি কৃপা করি॥

সিন্ধু-ভৈরবী—জলদ-তেতালা।

কেও কমলোপরি বিরাজে হেমবরণী।
পট্টাম্বরপরিধানা চতুর্ভুজবিধারিণী॥
দক্ষ করে পদ্মবর, পদ্মভয়ান্বিতাবর,
শিরে শোভা কিরীটের, মুকুন্দ-মনোহারিণী।
জিতহিমালয়গিরি, চতুর্ভুজে ঘট ধরি,
অভিষিক্ত করে বারি, অপরূপ রূপিণী॥
মহালক্ষ্মী করি দয়া, বিনাশি সংসার মায়া,
চন্দে দিও পদছায়া, হরিপ্রিয়ে নিস্তারিণি॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—ঢিমে-তেতালা।
কল্পবৃক্ষতলে স্বর্ণগৃহে কেও সিংহাসনোপরি।
তরুণযৌবনান্বিতা এ নারী কাহার নারী॥
কুঙ্কুম সম-বরণা, রক্তবস্ত্রপরিধানা,
মণিহার-বিভূষণা, ঈষদুচ্চ কুচ হেরি।
মৃণালকোমল কর, পদ্মদ্বয়ে শোভা কর,
তাহে অঙ্গদ কেয়ূর, অতি শোভাকারী॥
মাণিক্য-মুকুট শিরে, মণিকুণ্ডল কর্ণোপরে,
চরণ শোভে নূপুরে, অপরূপ মাধুরী।
নীলনলিননয়না, ধনদে পূরাও বাসনা,
চন্দের ভবযন্ত্রণা, হর শুভঙ্করি।

ভৈরবী—তিওট।

কে ও রত্নপদ্মাসনা, গৌরবরণা,
হারালঙ্কারভূষণা।
রক্তকৌষেয়বসনা, স্মেরমুখী শুভাননা।
দ্বিভুজধারণা শোভমানা, বরাভয়ান্বিতা বামা,
সুনবীনযৌবনা॥
চার্ব্বঙ্গী মনোহরা, মঙ্গলচণ্ডীপরাৎপরা,
চন্দ দুঃখহরা হও মা তারা,
এ ভবযন্ত্রণা সহেনা ভব-অঙ্গনা॥

সিন্ধুড়া—জলদতেতালা।

চল সবে বৃন্দাবনে যাই।
শ্যামাঙ্গে আবির দিয়ে, মানস পূরাই॥
রজনী গভীরা হলো, বিলম্বে কি ফল বল,
ত্বরা করি চল চল, লয়ে রসময়ী রাই॥

মালকোষ—যৎ।
জলদ-শ্যামবরণা কেরে, সিংহপৃষ্ঠোপরে,
অষ্টভুজ ধরে।

ছুরি শূল বাণ কৃপাণ করে,
পদ্ম গদা চাপ পাশ অপরে ॥
ত্রিনয়ন শোভমানা, অর্দ্ধচন্দ্র শেখরে,
অসি খেটক ধরি, চারি সখী ঘেরে।
শূলিনী করুণা কর চন্দ্রেরে,
অন্তে এইরূপ দেখি নয়নগোচরে ॥

সুরট-মল্লার—কাওয়ালী।

তোমা বিনা প্রাণ আমার বল আর কেবা আছে
সদা এই ভয় হয় তুমি পর ভাব পাছে ॥
তোমারে করেছি সার, মম কেহ নাহি আর,
দেহ প্রাণ যে আমার, সকলি তোমার কাছে ॥

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

নব প্রভাকর প্রভা।
হেরি নয়নে ভূষিতা নানা
আভরণে অনুপম শোভা ॥
শশিমুকুটমণ্ডিতা, মুক্তাবস্ত্রবরধৃতা,
পীনোন্নতকুচান্বিতা চতুষ্করমনোলোভা।
চৈতন্যভৈরবী করে, পাশাঙ্কুশ শোভা করে,
দক্ষিণে অভয় বরে, কিবা সুন্দর প্রভা ॥
অশেষ কলুষ নাশ, চন্দ্রের এই অভিলাষ,
বিবিধসংসারক্লেশ হর হরবল্লভা ॥

খট—জলদ-তেতালা।

পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী বিরাজে কার রমণী।
জটাজূট শোভে শিরে অর্দ্ধচন্দ্রমৌলিনী ॥
শুদ্ধস্ফটিকবরণা, মুক্তারত্নবিভূষণা,
শুক্লক্ষৌমপরিধানা, চতুর্ভুজধারিণী।
কমণ্ডলু ধর করে, পুস্তকাখ্যমালা ধরে,
চন্দ্রের প্রতি কৃপা ক'রে, মাতৃকা তার তারিণি ॥

কল্যাণ—জলদ-তেতালা।

বিরাজে কে নারী বারিজোপরি।
সুন্দরী সৌন্দর্য্য-রত্নাকরী।
তরুণসিন্দূরারুণা, বলয়হারভূষণা,
কেও শোভন শিরোরুহ শোভে শিরোপরি ॥
কটিসূত্র কটি ধরে, চরণে নূপুর ধরে,
ধরে বলয় করে, হার শিরোধরে ধরি।
ফুলে কমল করে, যুগল কমল ধরে,
আদর্শ ধনাধারে, চতুর্ভুজা সুন্দরী ॥
পরিচর্য্যাপরায়ণী, চতুষ্পার্শ্বে সখিশ্রেণী,
জিনি শতসৌদামিনী হরিপ্রিয়া হেরি।
মহালক্ষ্মী সৌরিদারা, সুবিতর ধনধারা,
চন্দ্রাগারে ভব স্থিরা, কৃপাপাঙ্গে হেরি ॥

ঝিঁঝিট—যৎ।

বিষণ্ণা এ কার নারী চিনিতে নারি।
কৃষ্ণবর্ণা ধূমাবতী, পয়োধর নত অতি,
কলহ করিতে মতি, মলিনাংশু পরি।
কাক-ধ্বজ-রথে বালা, ক্ষুধাতুরা সচঞ্চলা,
দশনাবলি বিরলা, দীর্ঘকায়া হেরি ॥
শূর্প বাম করে ধরে, অপর সহিত বরে,
দ্বিকরে কি শোভা করে আমরি মরি ॥
কুটিল নাসিকা নত, নয়ন কোটরস্থিত,
চন্দ্রে শ্রীচরণাশ্রিত, কর শঙ্করী ॥

ভীমপলশ্রী—ঢিমে তেতালা।

ভিন্নাঞ্জনচয়প্রভা কেও সিংহবাহিনী।
জটাজূট চন্দ্রখণ্ড মুকুটধারিণী ॥
নাগাবলি শোভিতা,
স্বর্ণহারান্বিতা সুস্পষ্ট অষ্টাদশ পাণি।
দক্ষিণে শূল খড়্গ শঙ্খ বাণ,
চক্রশক্তি বজ্রদণ্ডধারণ,
তদধে গদাপাণি, বামে পূর্ণকলস মস্তকোপরি,
দন্ত শোভাকারী সর্পসজ্জ অঙ্গোপরি,
আবৃত কোটি যোগিনী ॥
উগ্রচণ্ডা রক্তনেত্রা মহাকায়া,
চন্দ্র নির্গুণে কর দয়া, দয়াময়ী তারিণী ॥

বিভাষ—জলদ তেতালা।

মহা মেঘপ্রভা ঘোরা, লোল জিহ্বা ভয়ঙ্করী।
ঘোরদন্তা নীলাম্বরী ॥
অর্দ্ধচন্দ্র শোভা শিরে, নয়নস্থিত কোটরে,
এক জটা স্পর্শ করে, অম্বর বক্ষ উপরি ॥
ভুজঙ্গ শয়নে স্থিতা, নাগ-যজ্ঞ উপতা,
নাগাহার সুশোভিতা, সাট্ট হাসা মহোদরী।
পঞ্চাশ মুণ্ডমালিনী, নরকুণ্ডল ধারিণী,
নবরত্ন বিভূষণী, শোভে শেষ শিরে ধরি।

নাগকান্তি বিভূষিতা, নাগগণে সুবেষ্টিতা,
ভীষণা দ্বিভুজান্বিতা, বাম পার্শ্বে ত্রিপুরারি।
বামে তক্ষক-কঙ্কণ, অনন্ত দক্ষে ভূষণ,
নারদাদি মুনিগণ-সেবিতা ঈশান-নারী॥
শবাস্বাদনকারিণী, সাধকাভীষ্টদায়িনী,
জগদুৎপত্তি কারিণী, তারিণি শুভঙ্করী।
চন্দ্র অধীন নির্গুণে, কিঞ্চিৎ কটাক্ষ দানে,
তার মা আপন গুণে, ভদ্রকালী শঙ্করী॥

সিন্ধু—ঢিমে তেতালা।
রক্তবর্ণা রক্তাম্বর-পরিধানা কার নারী।
অখিলের অন্তরে রূপ অনুপ রূপমাধুরী॥
চতুর্ভুজা ত্রিনয়না, রক্তাভরণ ভূষণা,
অমর বন্দ্য চরণা, ইন্দু শোভে শিরোপরি॥
পদ্মপাশাঙ্কুশ করে, পূর্ণকপাল অপরে,
রক্তাঙ্গ রাগাঙ্গোপরে, শোভিতা সুর-সুন্দরী।
মদিরা বিহ্বলাঙ্গিনী, নিত্যা ভৈরবী তারিণী,
চন্দ্রে চরণ তরণি, অন্তে দিওগো শঙ্করী॥

শারঙ্গ—একতালা।
রক্তার্ণবে রক্তপীঠে কেও রক্তবরণা
ষড়ভুজধারণা।
দ্বাদশদলকমলবাসিনী রত্ন-মৌলি ত্রিনয়না॥
পাশাঙ্কুশ ধনুর্ধারিণী, দাড়িম্ব কপালবাণপাণি,
অর্দ্ধচন্দ্রশেখরা কুচভরা, নম্রকরা সাহাস্যবদনা।
কৃপাময়ী কৃপা কর, এ ভবকষ্টে ত্রাণ কর,
চন্দ্রের কলুষ হর নিরন্তর,
বজ্রপ্রস্তারিণী এ প্রার্থনা॥

সিন্ধু ভৈরবী—ঠুংরী।
শ্যাম বর্ণে শোভা করে কার বনিতা।
পট্টবস্ত্র পরিধানা, অষ্টসর্প বিভূষিতা॥
দ্বিকরে অভয় বরে, তাড়ঙ্গদে মনোহরে,
কটি কাঞ্চী গুণধরে, পদে মঞ্জীর রঞ্জিতা।
শিখিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, ত্রিনয়নে শোভা করে,
পীনোন্নত পয়োধরে, গুঞ্জমালা সুশোভিতা।
পতিতে ভবসাগরে, তুমি বিনা কে উদ্ধারে,
চন্দ্র প্রতি কৃপা করে, ত্বরিতে তার ত্বরিতা॥

পিলু—খং।
শ্রীহরি খেলিব হোরি, আমরা গোপীসকলে।
আবির কেশর দিব, শ্রীচরণযুগলে॥
অতি প্রফুল্লিত মনে, সঙ্গোপনে প্রাণপণে,
সাজাইব শ্যামধনে, নিরখিব বিরলে।
হরি ফুরাইলে হোরি, ভুলনাহে ব্রজনারী
দেখ মনে রেখো হরি, থেকো হৃদিকমলে॥

পিলু—খং।
হোরি খেলিবেন আজ শ্রীহরি,
চল নিকুঞ্জবনে কিশোরী।
রঙ্গ দিয়ে অঙ্গে আজ, সাজাব মনোরঙ্গে
মধ্যে রাখি ত্রিভঙ্গে, সব সখী ঘেরি।
মনোসাধ পূরাইব, যুগল অঙ্গে আবির দিব,
যুগল আঁখি জুড়াইব, যুগল রূপ হেরি॥

সোহিনী—মধ্যমান ঠেকা।
হংসারূঢ়া কার বালা নির্ম্মল হাস্য বদনা।
শুক্লহার শোভে গলে শ্বেত সরসিজাসনা
শশিসম সুবরণ, শিরে চন্দ্রশোভমান,
বাম করে করে ধারণ, পুস্তক মধুর বীণা।
শোভা করে দক্ষকরে, পূরিত পীযূষাধারে,
অক্ষমালা তদুপরে, চতুর্ভুজ ধারণা
কৃপা করি চন্দ্র প্রতি, সদা হৃদে কর স্থিতি,
পারিজাত সরস্বতী, সম্পূর্ণ কর বাসনা॥

সুরট—তিওট।
সহস্র তরুণ অরুণ সমান বরণা,
বিরাজিতাকার অঙ্গনা।
রক্ত উৎপলদলাকার, পদতল শোভাকর,
অমূল্য রত্ন মঞ্জীর রঞ্জিত শ্রীচরণা।
রত্নাঙ্কিত পদাঙ্গুলি, উরু তুলনা কদলী,
অঙ্গোপরি লোমাবলি, নিম্ন নাভি মধ্য ক্ষীণা।
রক্তাম্বর পরিহিতা, কিঙ্কিণী মেখলান্বিতা,
উচ্চ পয়োধর স্থিতা, কৃশোদর শোভমানা।
রত্নে কণ্ঠ শোভাকর, গলে শোভে মুক্তাহার,
কর্ণমূলে কর্ণপুর, মনোহর বিভূষণা।
মুক্তাময় মুকুটান্বিতা, ধনু তুল্য ভ্রূলতা,
সরত্নতিলকাঙ্কিত, চঞ্চল পদ্মলোচনা।

অৰ্দ্ধচন্দ্র শিরোপরে, ত্রিনয়নে শোভা করে,
প্রবালাভ চতুষ্করে, শোভিতা কমলাননা।
ইক্ষুময় শরাসন, পাশাঙ্কুশ পুষ্পবাণ,
করে করেন ধারণ, সিদ্ধিপ্রদাননিপুণা॥
সৰ্ব্বকামনা পূরণী, সৰ্ব্ব দেব-স্বরূপিণী,
চন্দ্রদুঃখ নিবারিণী, শ্রীবিদ্যা শঙ্করাঙ্গনা॥

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন।

কি সম্মান-সম্ভ্রমে, কি বিদ্যার প্রভাবে, কি বিভব-সম্পদে, কি যশো-সৌরভে, কি গুণ-গৌরবে,—মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন, অধুনা বাঙ্গালীর শীর্ষস্থানীয়। কলিকাতা-পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর-বংশে ১২৩৮ সালে (১৮৩১ খৃষ্টাব্দে) অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁরা সাণ্ডিল্য-গোত্রজ, ভট্টনারায়ণ-বংশ-সম্ভূত। ইহাঁর পিতার নাম—হরকুমার ঠাকুর। হরকুমার নিজে যেরূপ পণ্ডিত ছিলেন, পুত্র যতীন্দ্র-মোহনের বিদ্যা-শিক্ষারও সেইরূপ সুব্যবস্থা করেন। সেই সুব্যবস্থার গুণে এবং স্বীয় প্রতিভার প্রভাবে, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন আজি বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় সুপণ্ডিত। যেমন সুপণ্ডিত, আবার তেমনই সুলেখক। কি ইংরাজী, কি বাঙ্গালা, কি সংস্কৃত সকল ভাষার রচনাতেই ইহাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে উদ্ভট সংস্কৃত শ্লোক পণ্ডিতদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কে জানে—সেগুলি মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের বিরচিত? অনেক মধুর সঙ্গীত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে গীত হয়; কিন্তু কে জানে, তাহার রচয়িতা মহারাজ যতীন্দ্রমোহন? ঐ যে থিয়েটারে 'উভয় সঙ্কট', 'চক্ষুদান', যেমন কার্য্য তেমনি ফল' প্রভৃতি প্রহসনসমূহের অভিনয় দেখিয়া আসি, আমাদের মধ্যে কয় জন জানেন—উহা মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের লেখনীপ্রসূত। মহারাজ কখনও নামের জন্য লালায়িত নহেন; কিন্তু তাঁহার প্রতিভা ও সদ্গুণের প্রভাবে তাঁহার নাম অমরত্ব লাভ করিয়াছে। তিনি কেবল সুলেখক নহেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ও সঙ্গীতের উৎসাহদাতা তাঁহার ন্যায় আর কয় জন আছেন? আজ যে আমরা মাইকেল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-ছন্দে মুগ্ধ হইয়াছি, তাহারই বা মূল কে? মহারাজের উৎসাহেই মাইকেল অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে 'তিলোত্তমা-সম্ভব' কাব্য প্রথম রচনা করেন। মহারাজের ন্যায় দয়ালু ও পরোপকারী ব্যক্তি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল অর্থের দ্বারা নহে; অন্য নানা উপায়ে তিনি লোকের উপকার করিয়া থাকেন। মহারাজের গুণ-গরিমায় গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত মুগ্ধ; গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ 'রাজা' উপাধি, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী 'মহারাজা' ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৮এ জুলাই কে-সি-এস-আই, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পুরুষানুক্রমিক 'মহারাজ' উপাধি—ইনি প্রাপ্ত হন। ইনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' জমীদার সভায় সভাপতি ও দ্বিতীয় বার বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য মনোনীত হন। মহারাজের বয়ঃক্রম এখন ৭৫ বৎসর। ভগবানের নিকট আমরা তাঁহার আরও দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

সুরট-খাম্বাজ—খেম্‌টা।

আহা মরি একি হেরি অপরূপ কাননে।
নির্জ্জনে গড়েছে বিধি এ নবীন রতনে॥
শরদের পূর্ণ-শশী, ভূমে কি পড়িল খসি,
অনঙ্গ কি অঙ্গ ধরে, বিহরিতে ভুবনে।
এরূপ দেখিলে পরে, রতি-মন মোহ করে,
রমণীর মন তাহে, স্থির হবে কেমনে॥
মনে হেন সাধ যায়, এর লাগি পুনরায়,
নবীন বয়স পেয়ে, রাখি হৃদি যতনে॥

মোহিনী-বাহার—খেম্‌টা।

আঁখিতে কি ফল তার বল যে না দেখে তায়।
রূপেতে বিরূপ রতি যার তুলনায়॥
ঘন জিনি কেশ ধরে, এলাইত হ'লে পরে,
চিকণ চিকুরভার চরণে লুটায়।
তার মাঝে মুখচাঁদ, জিনিয়ে শরদ-চাঁদ,
দিবা নিশি সম শোভে, বিমল শোভায়॥
সে অঙ্গের নাহি তুল, নহে কৃশ নহে স্থূল,
হেরিয়ে কনক লতা, লাজেতে লুকায়।
যৌবনের ফুল তায়, কমল মুকুল প্রায়,
হৃদয়ের মাঝে সাজে, যোগীরে ভুলায়॥

ক্ষীণতর কটি তার, বিপুল নিতম্বভাব,
গমনেতে দোলে ঘন, নিজ গরিমায়।
যুবজন বধিবারে, বিধি বা গড়েছে তারে,
ইঙ্গিতে মদন যার, মোহ হয়ে যায়॥

খাম্বাজ—একতালা।

কব কি তার রূপে তুলনা।
বিনোদিনি ধনি ওকথা তুলনা॥
সে যে রূপবান, হেরি সে বয়ান,
লাগে ফুলবাণ, জ্ঞান থাকে না।
হেরিয়ে সু-বর্ণ সুবর্ণ লুকায়,
হরিতাল যত হারিয়ে পলায়,
হরিদ্রা চম্পক ঘাছয়ে কোথায়,
এসব হেরিতে মন চাহে না॥
নয়নের শোভা হেরে শতদল,
লজ্জিত হইয়ে লয়ে নিজ দল,
জলে করে বাস, স্থলের নিবাস,
অভিলাষ করে না।
সুধাকর জিনি বিমল বদন,
সেরূপ হেরিয়ে বিষাদে মদন;
অনঙ্গ হইয়ে করয়ে রোদন,
তনু প্রকাশিতে তাই পারে না॥

বাহোঁয়া—খেমটা।

কায় কব দুখের কথা, মনের ব্যথা মনই জানে।
অবলা কুলের বালা, কত জ্বালা সয় গো প্রাণে॥
বিষম প্রতিজ্ঞা করি, অন্তরে গুমরে মরি,
লাজে প্রকাশিতে নারি, দিবানিশি যায় রোদনে।
যৌবনের দুঃখভার, সহিতে না পারি আর;
না জানি বা বিধাতার, কত আর আছে মনে॥

সাহানা—ঝাঁপতাল।

আজ কি আনন্দ সখি, সব দুখ মিটিল।
কামিনীর মত কান্ত এত দিনে মিলিল॥
হেরি রূপ দু'জনার, গুণ মানি বিধাতার,
উভয়েরি তরে বুঝি, উভয়েরে গড়িল।
দেখি শোভা রতিপতি, হইয়ে মোহিত অতি,
রতিসহ এ অবধি, দাস হয়ে রহিল॥

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

কেন বল দেখি বিধুমুখি ভাব অকারণ।
যেথা পাব মিলাইব নাগর মনোমতন॥
বাতাসে পাতিয়ে ফাঁদ, ধরি গগনের চাঁদ;
কি ছার নাগর ধনে, ভুলাস রমণী-মন।
ত্বরিতে মিলাব আনি, সে নাগর গুণমণি,
তবে সে জানিবে ধনি,
হীরে মালিনী কেমন॥

জলাং ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

প্রণয় পরম নিধি, বিধি না সৃজিত।
অসার সংসারে তবে কি সুখ থাকিত॥
সুজন সুজন মনে, পরস্পর সম্মিলনে,
সুরপুর-সুখ হয়, ভবে অনুভূত।
রমণীর হৃদয়-ধন, মন তাহে সমর্পণ,
জীবন মরণ তার সব প্রেম গত॥

খাম্বাজ—খেমটা।

নাগর মনের মত মিলিল ভালো।
রূপে জুড়ায় আঁখি ভুবন আলো॥
কমল মধুকণা অলি পেলে না,
ভাগ্যগুণে বুঝি ভেকেরি হোলো॥

পিলু-খাম্বাজ—পোস্তা।

কি আর আমাদের আনন্দের সীমা আছে।
এ চোরে ধত্তে পেরে, প্রাণের তরে ভয় ঘুচেছে॥
চল যাই ত্বরা কোরে, দিব চোর দরবারে,
শিরপা বাঁধবো শিরে,মনের সুখে রাজার কাছে॥

ললিত—মধ্যমান।

কহিব কি প্রাণ-সখি, কহিতে বরিষে আঁখি।
যে জন পেড়েছে ধরা, তুমি যার সুখে সুখী॥
যুগল কমল করে, রেখেছে বন্ধন কোরে,
বিদরিয়ে যায় বুক, সে মুখ মলিন দেখি॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

কি শুনালে প্রাণসখি, নাগর পড়েছে ধরা।
তবে তো আমার আর, বিফল জীবন ধরা॥

কি বলিব সহচরি, ধৈরয ধরিতে নারি,
এখনি প্রবেশ করি, বিদীর্ণ হইলে ধরা।
প্রণয়ের প্রতিবাদী, দিয়ে হ'রে নিল নিধি,
এই কি বিধির বিধি, রমণী নিধন করা॥

— —

ভৈরবী—মধ্যমান।
আমায় বুঝাও কি সই বল না।
চিরদিন কত প্রাণে সয় যাতনা॥
পেয়ে নানা মত দুঃখ, হইল উন্মুখ সুখ;
যদি বিধি দিল নিধি, তা'ও র'ল না।
যে যাতনা নিশি দিনে, প্রবোধি কেমনে মনে,
প্রাণধন বিনে কেন, প্রাণ গেলো না॥

— —

মোহিনী-বাহার—খেম্‌টা।
হায় কি সুখের আগমন।
অশেষ হরষে পূর্ণ ভূপের ভবন॥
দুখ-তম দূরে গেল, সুখশশী উদয় হ'লো,
কর গান সুমঙ্গল, যত পুরজন॥
রাজবালা বিরহিণী, পেয়ে পতি গুণমণি,
অতি দুখ সয়ে ধনি, আনন্দে মগন।
উভয়েতে চিরদিন, এ প্রণয় রয় যেন,
বিধি মিলালে যেমন, রতনে রতন॥

———

ভৈরবী—একতালা।
মিছে ভালবাসা মনের আশা, মনে রয়ে গেলো।
যার কারণ আকুল প্রাণ,সেতো বাসেনা ভালো॥
প্রাণ সঁপিয়ে প্রেমলাভ, হইবে মনে ছিলো,
যত্নসকল বিফল তায়, যাতনা সার হ'লো।
বিচ্ছেদরূপ অনল জ্বলিছে,
প্রবল তাপ দেহ দহিছে,
অবলা প্রাণে ম'লো॥

———

দেওঝিঝিট—ঝাঁপতাল।
হেরি তারে মন মোহিল।
আগো সখি একি যন্ত্রণা হ'লো॥
চাহি ভুলিবারে, আঁখি তা কি পারে,
প্রেমমদে চিত মাতিলো।
কেন দেখিলাম, মন হারালাম,
নয়ন আমার সুখ নাশিল॥

সারঙ্গ—কাওয়ালী।
তাপিতা ভানুর করে দিক্ চারি।
গ্রীষ্ম দহন দহে দেহ সবারি॥
তরু লতিকা যত, মূর্চ্ছিত অবিরত,
নীরব রয় শুক-শারী।
জিনি দিনকর-তাপ, ভূপ তব প্রতাপ,
বিক্রম অধিক তোঁমারি॥

— —

দেওঝিঝিট—মধ্যমান।
যারে হেরিতে সদা চাহে আমার মন।
কখন ভুলিয়ে মনে না করে সে জন॥
শশধরে সঁপে প্রাণ, নিরবধি করে ধ্যান,
অন্য পানে কুমুদিনী নাহি চায়,—
শশীর তেমন তাহারে নাহি যতন।
বিরহে ব্যাকুল প্রাণ, কিসে পাব পরিত্রাণ;
যন্ত্রণা সহিতে নারি প্রাণে আর,—
বিষাদে বিরলে বসিয়ে করি রোদন॥

— —

মূলতান—রূপক।
জনম বিফল, হ'লো কেবল, অন্তর আকুল,
চঞ্চল, দিন দিন যাতনা প্রবল।
নয়নে বারিধারা বহিছে,
দুখানলে সদা তনু দহিছে,
তিলেক নাহি হয় শীতল॥
যবে করি যে বাসনা, নাহি পূরে সে বাসনা,
বারে বারে লাঞ্ছনা কত ঘটিল।
কিবা অপরাধী দেখে বিধি,
প্রতিবাদী হ'য়ে বাদ সাধিল,
সুধা আশে লাভ হয় গরল॥

———

চিতা-গৌরী একতালা।
অস্ত দিবাকর হয় রে।
আসিতেছে রজনী সময় রে॥
রাজ্যের কাজ, সারি মহারাজ,
চলিলেন হরিষ হৃদয় রে, বিরাম-আলয় রে

———

বাহার ঝাপতাল।
মরি মরি আজু হেরি কি মাধুরী হায় রে॥
দরশন কোরে মন, নয়ন জুড়ায় রে॥

নিরবধি ছিল বিধি, রাজবালার প্রতিবাদী,
একেবারে সুখনিধি, মিলাইল তায় রে॥
সব পরিতাপ নাশি, প্রকাশিল সুখরাশি,
মেঘের মাঝে আসি শশী, সমুদিত প্রায় রে।
দম্পতীর সুখ-তরঙ্গ, হেরি পুলকিত অঙ্গ,
এ রস না হয় ভঙ্গ, এই মন চায় রে॥

খাম্বাজ মধ্যমান।

কেন হেরেছিলাম আমি তারে।
বিষম প্রেমের জ্বালা, বুঝি ঘটিল আমারে॥
সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন,
সাধে হয়ে পরাধীন, নিশি দিন ভাবে পরে।
কত করি ভুলিবারে, মন তাতো নাহি পারে,
যবে যে ভাবনা করে, সে থানে অন্তরে।
সরমে মরম-ব্যথা, নারি প্রকাশিতে কোথা,
জড়ের স্বপন যথা, মরমে মরি গুমরে॥

কালাংড়া একতালা।

অপরূপ আজিকার রাজসভা শোভিল।
জিনি অমরা পুরী, নৃপ-পুর হইতেছে,
বিভবে সুরেন্দ্র লাজ পাইল॥
মোহন মূরতি অতি, রাজন রাজিছে,
রতিপতি ভাতি হেরি মোহিল।
তুলনা দিবার তরে, রজনী সে আপনি,
শশীরে সাজায়ে ধনী আনিল॥

খাম্বাজ ঝাঁপতাল।

চল সকলে আরাধিব কুসুমবাণে।
সঘনে করতালি দেহ মিলিয়ে,
যতনে পূজিব হরিষ মন॥
বাছিয়া তুলিয়াছি নানা কুসুম,
অঞ্জলি পূরিয়া দিব চরণে।
সখীর পরিণয়ে শুভ সাধিতে,
তুষিব দেবেরে মঙ্গল-পবনে॥

মাঝসুরট একতালা।

কি রঙ্গ রাজভবনে, কি রঙ্গ আজ করিয়া রণ,
শত্রুনিধন, রাজনবর রাজে।
পুলকে সব হইল মগন, উৎসব-রত যত পুরজন,
জয় জয় রবে পূর্ণ গগন, নৌবত ঘন বাজে॥
সৈন্য সকল সমরকুশল, নিরখি ভীত অরিদল বল,
কম্পিত হয় ধরণীতল, বাসুকি নত লাজে।
ভূপতি অতি বীর্য্যবান্ বিভবনিবহ সুরসমান,
ইন্দ্র যেন শোভমান, মর্ত্ত্যভুবনমাঝে॥

লুম ঝাঁপতাল।

আর কি কব তোমারে।
যে জন পিরীতে রত, সুখ দুখ সহে কত,
পরেরি তরে॥
সুধাকর-প্রেমাধিনী, অতি সুখা চকোরিণী,
কভু হয় বিষাদিনী, বিরহশরে।
নলিনী ভানুর বসে, মগন প্রণয়রসে,
তথাপি কখন ভাসে, বিষাদনীরে॥
প্রেম সম ভাব নহে, কভু সুখ-ভোগে রহে,
কভু বা বিরহে দহে, নয়ন ঝরে॥

বারোয়াঁ ঠুংরী।

পীরিতি পরম রতন।
বিরহে পারে কি কভু হরিতে সে ধন॥
কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভালবাসে লোকে,
কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে, প্রেম-আকিঞ্চন।
মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ সুখের তরে,
যথা অমানিশান্তরে, শশীর শোভন॥

বাহার-ভৈরবী ঝাঁপতাল।

মধুর বসন্ত আগমনে।
মধুপ গুঞ্জরে, মাতি সঘনে,
করি মধুপান সুখে ফুলকাননে।
কত পিকবরে, পঞ্চম কুহরে,
মনোহর সে ধ্বনি, শ্রবণে।
উপবন যত, সৌরভ-রসিত,
সতত মলয়-সমীরণে।
সুখের কারণ, বসন্ত যেমন,
না হেরি এমন, ত্রিভুবনে।
রতিপতি রসে, মোদিত হরষে,
যুবক যুবতী, সুমিলনে॥

বেহাগড়া পোস্তা।

সুমতি ভূপতি অতি, তুমি ওহে মহারাজ।
সুখে থাক ধনে মানে, রিপুগণে দিয়ে লাজ॥
পাইলে হারানিধি, প্রিয়তমা পুনরায়;
বাসনা পূর্ণ হ'লো, সুখে কর রাজকাজ।
হয়ে সুবিচারে রত, কর বহু যশোলাভ,
যেমন শোভে ক্ষিতি, তারাপতি দ্বিজরাজ॥

রামকেলী আড়াঠেকা।

রজনী পোহাল, (এ) অরুণ প্রকাশিল,
হেরি শশী অমনি লুকাল।
বহে শীত সমীরণ, বিকশিত ফুলগণ,
উপবন সৌরভে পূরিল॥
হিমবিন্দু তরুদলে, অরুণ-কিরণ-ছলে,
মহীতলে তারকা জ্বলিল।
কোকিলের কুহুরবে, ময়ূর-ময়ূরী সবে,
ঘুম ত্যজি নাচিতে লাগিল॥
জীবকুল সচেতন, ত্যজিয়ে তৃণ-শয়ন,
সুখী মনে হরিণী ধাইল।
প্রভাতের সুখকর, শোভা অতি মনোহর,
নব বেশ ধরণী ধরিল॥

কাফি-সিন্ধু যৎ।

প্রধানা। এই আশীষ করি।
বিরহসাগরে পাবে, বহু সুখে কাল হরি॥
সকলে। থাক হরিষে সদা, বহু সুখে কাল হরি।
প্র। প্রাণনাথ-দরশনে, যাবে পুলকিত মনে,
বিতরিবে তরুগণে, সুখছায়া দেহোপরি॥
স। থাক হরিষে সদা, বহু সুখে কাল হরি।
প্র। হবে পথধূলি যত, শতদল-রেণুমত.
সরোবর সুশোভিত, কমলসহিত বারি॥
স। থাক হরিষে সদা, বহুসুখে কাল হরি।
প্র। কুসুম সৌরভ সনে, মলয়ার সমীরণে।
আমোদ পাইবে মনে, শ্রম সব পরিহরি॥
স। থাক হরিষে সদা বহুসুখে কাল হরি;
প্র। কোন দুখ না রহিবে, সব আশা পূরাইবে;
প্রেমলাভ সমভাবে, রবে দিবা বিভাবরী॥
স। থাক হরিষে সদা, বহুসুখে কাল হরি॥

বেহাগ-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

জয়ী হয়ে মহারাজ, থাক অনিবার।
কৃপাধার, তুলনা মিলে না তোমার।
সদা প্রাণপণে পরম যতনে,
সকল প্রজার, কর উপকার॥
রবির কিরণ, সহে তরুগণ,
ছায়া দিয়ে তোষে, মন সবাকার।
সুজন সুমতি, তুমি হে ভূপতি,
পরিজনগণে, তুমি কৃপাধার॥

কালাংড়া তিওট।

ভ্রমরা নব মিলনে, ছিলে সেখানে।
রসালমুকুল আর, পড়েনাকি মনে॥
আদি প্রেম যার সনে, ভালবাসা যে জনে,
নলিনীরে পেয়ে তারে, ভুলিলে কেমনে।
নিদয় পুরুষ প্রাণ, প্রয়োজন সাধনে;
না ভাবে পরের দুখ, আপন কারণে॥

শঙ্করাভরণ একতালা।

হা বিধি একি বিধি তোমার।
কেন এমন ঘটন এ অবলার॥
অরণ্যমালতী, তাহার যে গতি,
হল কি তেমতি মরি ইহার।
অমূল্য রতন, তার অযতন,
চরণে দলন, হৃদয়-হার॥
সরস পীযূষ, হ'ল কি বিরস;
যাতে অভিলাষ, দেব সবার।
যে শশী গগন, করয়ে শোভন,
ভূতলে পতন, হ'ল কি তার॥

বসন্ত-বাহার মধ্যমান।

বসন্ত আইল পুন, কত সুখ হায় রে।
নব নব কিশলয়, কানন সাজায় রে॥
বিকসিত ফুল সনে, বিহরিছে সমীরণে,
মধুর কোকিলগণে, কুহুরবে গায় রে।
সবে রস পূর্ণ হ'ল, শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল,
কেন যুবজন-মন, না রসিবে তায় রে॥

ভৈরব—কাওয়ালী।
যাইতেছে যামিনী, বিকসিত নলিনী।
প্রিয়তম দিবাকর হেরিয়ে,
প্রমোদিনী ভানুভামিনী।
শশী চলিল তাই হেরে,
বিষাদে বিমলিনী কুমুদিনী অতি দুখিনী॥
মধুকর ধায় মধুর কারণে ফুলবনে,
বিহঙ্গের মধুরস্বরে মোহিত করে;
প্রমোদ ভরে বিপিন চরে,
নবতৃণাসনে হরষিতমন হরিণী॥

সিন্ধু—যৎ।
মনে বুঝে দেখ না, এ মান সহজে যাবে না,
তাকি জান না।
যে করে তোমারে যতন অতি,
চাতুরী তাহার প্রতি,
তার প্রতীকার, না হ'লে আর,
কোন কথা কবে না॥
যে দোষে তোমার মনোমোহিনী,
হ'য়েছে অভিমানিনী;
সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি,
পায়ে ধরে সাধনা॥

বিহঙ্গড়া—কাওয়ালী।
জয় উমেশ শঙ্কর, সর্ব্বগুণাকর,
ত্রিতাপ সংহর, মহেশ্বর।
হলাহলাঙ্কিত, কণ্ঠ সুশোভিত,
মৌলিবিরাজিত-সুধাকর॥
পিনাক-বাদক, শৃঙ্গ-নিনাদক,
ত্রিশূল-ধারক, ভয়ঙ্কর।
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত, সুরেন্দ্রসেবিত,
পদাব্জ-পূজিত, পরাৎপর॥

খাম্বাজ—একতালা।
কেমনে বা সরি, বল না কিশোরি,
পড়েছি রূপের ফাঁদে।
হানি খরতর, নয়নেরি শর,
তাহে শরীর, করে জর জর;
অথচ বলিছ সর সর সর,
কি জানি কি অপরাধে॥
এ পথে আসিয়ে, তোমারে হেরিয়ে,
পড়েছি এ প্রমাদে।
কি করি এখন, করিতে গমন, চরণে চরণ বাধে॥
করিনি বটে রমণী-সঙ্গ,
তুমি সে স্বভাব করিলে ভঙ্গ;
এবে মানা কর ছুঁইতে অঙ্গ,
এ রীতি কি রীতি রাধে॥

গারা—আড়াঠেকা।
ঝুলে আজি ঝুলনে, সুখ কুঞ্জকাননে,
শ্যাম রাধিকা একি আসনে।
সখী সবে মিলি, ঘেরি ঘেরি নাচিছে;
গাইছে মুগ্ধ মনে॥

গারা—আড়াঠেকা।
বংশী মধুর বাজিল, শুন, ঐ যে কাননে,
ব্রজ-গোপিনী মন মোহিল।
মনোহর সরে, মরি মরি অন্তরে,
নাশিল কুলশীল॥

গারা—আড়াঠেকা।
তারা কবে তারিবে, দুখ-যাতনা নাশিবে,
বারে বারে ডাকি মা কাতরে।
এ অধীন জনে, রাখ মা গো রাঙ্গা পায়,
মিনতি এই তোরে॥

সুরট-খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।
মহিমা নামেরি কেবা জানে!
পাপচয়, হয় ক্ষয়, যার স্মরণে, রসনা জপনা।
চরণাশ্রয় আশে, সব মম সঁপেছি
যা কর দাসে, তার গো মা রসনা জপনা॥

মাঝ-সুরট—একতালা।
কি শোভে আজ ঝুলনে,
কি শোভে আজ, কুঞ্জমাঝ রসিকরাজ,
রাধা সহ রাজে, আজ ঝুলনে।

শ্রাবণশশী মেঘ-মিলিত,
কভু বিকাশ, কখন মুদিত,
গোকুলশশী হেরি ত্বরিত,
লুকায় যেন লাজে ॥
গোপীগণ একসঙ্গ, গায় গীত রস-তরঙ্গ,
নৃত্য সহিত অঙ্গ-ভঙ্গ, ঘন মৃদঙ্গ বাজে ॥
ফুটিল সকল কাননকুল,
পবন বহন মন্দ মৃদুল,
ধন্য হইল যমুনা-কূল,
মধুর যুগল সাজে ॥

খাম্বাজ জংলা—মধ্যমান।

হে দয়াময়ী তারিণী মা, দেগো কৃপা দাসে,
গতিহীন দীন অকিঞ্চনে তারা।
অগতি তারণ, ও রাঙ্গা পদ,
ছায়া দিয়ে রাখ মা দুঃখহরা ॥

খাম্বাজ জংলা—ঠুংরি।

জয় মহাদেব মহেশ্বর, বল মন অনুদিন
শম্ভু শশাঙ্কশেখর, ভবভীতি ভঞ্জন
শিব শুভঙ্কর।
পরব্রহ্ম মুক্তিদায়ক তারক,
ডম ডম ডিমি ডিমি ডম্বুরবাদক,
তাণ্ডব নাটক নর্ত্তননায়ক,
যমভয়বারক ত্রিদশজনেশ্বর ॥
ভস্মভূষিত শুভ্রকলেবর,
মেঘমণ্ডিত রজতভূধর,
গর্জ্জিত ফণী, বেষ্টিত কটি শার্দ্দূল চর্ম্মাম্বর ॥
আশুতোষ পরমেশ ঈশান,
পতিতপাবন সত্য সনাতন,
দীনদয়াময় আদিম কারণ,
দেহ পদাশ্রয় হে হর শঙ্কর ॥

সুরট-খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

কি হেরি ঝুলনে, রাধাশ্যামে।
মেঘসহ শশী বসি সম মিলনে গগনে কাননে ॥
মেঘনাদ বিমানে, সুমৃদঙ্গ বাজিছে গভীর তানে,
কিবা শোভা গগনে কাননে ॥

খাম্বাজ-চৌতাল।

শোভা কত হেরি আজি মোহন, শ্রীবৃন্দাবন,
রাধা সহ নন্দলাল, ঝুলনে বিরাজমান।
পুলকপূরিত চিত, গোপীগণ দেয় দোল কত,
হাস পরিহাস কত মত,
কেহ গায় মধুর গান ॥
চিকণ চারু পুষ্পমাল,
কুঙ্কুম অগরু তায় মিশাল,
কেহ দেয় যতন সহিত, দেবদম্পতী গলে।
গোপ গোপিকা মেলি,
নিরুপম হয় কৃষ্ণকেলি,
যেন যমুনা কূল আজ, গোলোকধাম সমান ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

সুদীন জনে ভার কি তোমার হয় করিতে করুণা
তোমারি চরণে, স্থান কি পাব না,
কাতরে ডাকি গো, ওমা ওমা ওমা ওমা ॥

মাড়—খেমটা।

আমার জীবন বৃথা যায় জননী, হবে কি উপায়।
আপন ক্রিয়া ফলে, করিনা ভরসা,
কেমনে পাব নিস্তার, এ অধমে কৃপা কর,
ওগো মা রাখ মাগো রাঙ্গা পায় ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

শুন ওগো মমদুঃখ জননি, আর সহিতে নারি।
বাল্য বৃদ্ধ যুবা কাল, ঝরিছে নয়নবারি ॥
কেন যে মম জনম ভবে, মনেতে বিচারি।
কোন্ পাপহেতু দণ্ড, বুঝিতে না পারি ॥
দেখিনা উপায় আর যন্ত্রণা নিবারি।
তাইতো জননি তোর কৃপাকণার ভিখারী ॥
দেহ ঠাঁই চরণ নিকট, পাতক পরিহারি।
আর কার লইব শরণ, দাস যে তোমারি ॥

ঝিঁঝিট—খেমটা।

হে গোবিন্দ, রাখ মোরে, ব্যর্থ জনম যায় হে।
পাপপুঞ্জ নিত্য নিত্য ঘেরিছে আমায় হে ॥

জীর্ণ শীর্ণ দেহ হৈল, কাল নিকট তাহে।
ভক্তি-ভজন-হীন দাস তার ঘোর দায় হে ॥
দীননাথ দয়া ব্যতীত নাহি আর উপায় হে।
দূর করহ দুষ্প্রবৃত্তি ভৃত্য এই চায় হে ॥
কাতরে নিবেদি নাথ রাখ যুগল পায় হে ॥

বেহাগ—খেমটা।

সংসারসিন্ধু গভীর ঘোর কেমনে তরিব গো।
নাহি মোর পুণ্যলেশ, পাপপুঞ্জ করি অশেষ,
কালি তোর নাম স্মরণ সার করিব গো ॥
আয়ুশেষ নিত্য নিত্য, ভোগে মত্ত চপল চিত্ত,
মোহে মুগ্ধ হইয়ে কত কাল রহিব গো।
শোকদগ্ধ হয় শরীর, বুদ্ধিবৃত্তি অতি অধীর,
দুঃখভার জননি আর কতই সহিব গো ॥
দেখি জননি বিপদ ঘোর, চরণ শরণ লয়েছি তোর,
সঁপেছি সকলি যুগল পায়, আর কি বলিব গো ॥

মাঝ সুরট—একতালা।

নমামি কালীচরণে, নমামি কালী।
মুণ্ডমালী, নর-সুরালী,
যারে করে ধ্যান কালী চরণে ॥
চরণ সঘন তিমিররাশী,
অথচ অখিল তিমিরনাশী,
ভানুরধিক দিক্ প্রকাশি,
রূপ দীপ্যমান কালীচরণে।
চন্দ্র কলক তিলক ভাল, পদে পতিত মহাকাল,
বরাভীতি নরকপাল, করধৃত সুকৃপাণ।
সর্ব্বজননী প্রকৃতি সার, মুক্তিদানে শক্তি যার,
তায় সঁপেছি সকল আমার
দেহ আর মন প্রাণ ॥

ঝিঁঝিট—খেমটা।

হে ভবানী জগজ্জননী ত্রাহি দীন দাসে।
কাল বিগত হইল কালী বিনাশ অভিলাষে ॥
ভীষণ যম নিকট হেরি মরি গো মরি ত্রাসে।
অপার তব করুণা গুণ বেদাগমে ভাষে ॥
মাগো তব কৃপা ব্যতীত নাহি দূরিত নাশে।
তাই ত ডাকি সঘন জননী করুণা-কণা আশে।
গতিবিহীন, অতিসুদীন, রাখ চরণ পাশে ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কি গুণ করে, শুন সখী বংশী,
ঐ শ্যাম আজ মন হ'রে নিলরে।
সে স্বরে, অন্তরে মারি যে করে,
কুল গেল, গুরু জনেরি লাজ ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কেমন করে পাবো মাগো কালী, ও চরণ তোর।
মন আকুল হলো শঙ্করী কিঙ্করে ডাকে তোমারে,
কালভয়ে হয়েছি মা কাতর ॥

বেহাগ—তিওট।

কালী কবে পাবো তোমায়।
অতি দীন, গতিমতিহীন তায় ॥
তব করুণা অপার, সেই সে ভরসা সার,
নিবেদন করি মাগো রাঙ্গা পায় ॥

যোগিয়া—ঠুংরি।

ওরে মন কালী কালী বল না।
গেল পরমায়ু, আশারূপ বায়ু,
দূর করে কেন ফেল না ॥
ভববন্ধন দুঃখের কারণ, বুঝেও কি তা বুঝ না।
মিছে ক্লেশ সুখলেশ,
না তাহে মায়া মরীচিকা ছলনা ॥
সুখ অভিলাষে, ভোগবিলাসে,
অহরহ সহ কত যাতনা।
গতিমতিশক্তিহীন, ক্ষীণ দিন দিন,
অনুদিন হয় ভগনা ॥
সময় নিকট হয়, ওরে বিলম্ব নয়,
ত্বরায় উপায় কর ভাবনা।
ছাড়ি ধন জন, মায়া-বন্ধন,
কালীপদে হও মগনা ॥

জংলা-খাম্বাজ—ঠুংরি।

বল কালী তারা মহেশানী ওরে মন অনুক্ষণ,
মুক্তকেশী শিবানী, মহিষাসুর মর্দ্দিনী,
ভবতারিণী ॥
চণ্ড মুণ্ড খণ্ডনী চণ্ডী, বগলা কমলা বিমলা
ত্রিপুরা, মহামায়া বিশ্বেশ্বরী তারা,

লম্বোদরজননী জগদম্বা।
মুক্তিবিধায়িনী মাহেশী, শুম্ভ নিশুম্ভ বিনাশিনী,
ভুবনেশ্বরী শিবমোহিনী, ভক্তভয়বারিণী।
দুষ্টদৈত্যদলবলদলনী, দয়াময়ী দাক্ষায়ণী,
পদানত জন প্রতিপালিনী,
চরণ শরণ দেহ মা জননী॥

জংলা খাম্বাজ ঠুংরি।

জয় মহাকালী কপালিনী, স্মর রে মম মন,
মুণ্ডমালী ভবানী, নবনায়কনন্দিনী ভবভামিনী।
কজ্জল উজ্জ্বল মঞ্জুল ভাতি,
ন্যকৃত নীলিম নীরদপাঁতি,
নর্ত্তন ঘনতর রণমদমাতি,
নরশির অসিবর অভীতিপাণি।
লক লক লোলিত, লোহিতরসনা,
ভীষণমূরতি শোণিত মগনা,
অরির ভয়ঙ্কর, ভক্তে করুণা,
জয় জয় ব্রহ্মময়ী শিবরাণী॥
সৃষ্টিবিধায়িনী, স্থিতিলয়কারিণী,
পামরপাবনী, ত্রিতাপহারিণী,
মুক্তিপ্রদায়িনী, ভবভয়বারিণী,
তারয় তারিণী, মা—জননী॥

জংলা খাম্বাজ ঠুংরি।

ভজ রাধাকান্ত বংশীধারী, মনরে নিশি দিন,
দীননাথ কংসারি, ব্রজবালকবান্ধব বনবিহারী।
উজ্জ্বল পদতল নিন্দি প্রবালে,
নূপুর বাজিত রুণু রুণু তালে,
চূড়া চঞ্চল চুম্বিত ভালে,
রাসরসিকবরে জগমনহারী।
চন্দনচর্চ্চিত-বক্ষ-বিশাল,
কণ্ঠসুশোভিত-নব বনমাল,
বেষ্টিত শত শত যুবতীজাল,
জয় জয় ব্রহ্মগোপাল হরি॥
ত্রিতাপহারক, দুরিতবারক,
আশ্রিতপালক, মোক্ষবিধায়ক,
ত্রিভুবনতারক, ক্ষম মম পাতক,
পদানত যাচক যাচে মুরারী॥

ঝিঁঝিট আড়া।

নাচ গো আনন্দময়ি মম হৃদয়মাঝার।
তুমি ত শ্মশানপ্রিয় শ্মশান হৃদয় আমার॥
স্বজন-বিয়োগ-চিতে, জলে সদা এই চিতে,
শোক-তাপ-দুখে আছে অবিরত অন্ধকার।
তুমি বিরাজিত যথা, আঁধার থাকে না তথা,
তাই বলি এ শ্মশানে এস, নাচ একবার॥

বাগেশ্রী মধ্যমান।

তুষারধবল হৃদে নীলিম নলিনী।
হরহৃদিমাঝে আমার শ্যামা মা জননী।
রূপ সে তিমির রাশি, অথচ তিমির নাশি,
উজলিছে ত্রিভুবন জিনি সৌদামিনী॥
সদা মনে অভিলাষ, কাটিয়ে সংসারপাশ,
যতনে হৃদয়ে রাখি চরণ দুখানি॥

রামপ্রসাদী সুর।

শিবের মাগো অবিচার ভারি।
মাতৃধনে ছেলেয় ফাঁকি,
আপনি হন তার অধিকারী॥
অমূল্য সে মাতৃধন, মুক্তিমাখা শ্রীচরণ,
যত্নে তায় আপনি নিয়ে, রেখেছেন হৃদয়ে ধরি।
উপায় নাহি যে আর, কেমনে পাব নিস্তার,
যার ধন তায় ফিরে দিতে, বলে দেমা দয়া করি॥

পিলু জঙ্গলা যৎ।

শিবের কিমা একলারি ধন ও শ্রীচরণ,
সেইটা আমি জানতে চাই।
তা হলে আর এ অভাগার,
দেখছি কোন উপায় নাই॥
শিব পেলেন শিবত্ব পদ,
চান তিনি আর কি সম্পদ,
তবু কেন ও শ্রীপদ, রাখেন একা আপন ঠাঁই।
শুন কৃপাময়ি কালী, কাতরে তোমায় বলি,
সেই শিবের দোহাই বলে দে মা,
কেমনে ও চরণ পাই॥

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন।

রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি আই-ই বাহাদুর ১২৪৭ সালে (১৮৪০ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি,—হরকুমার ঠাকুরের পুত্র এবং মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ সহোদর। সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনাই,—ইঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত; এ ব্রতপালনে ইনি সম্যক্রূপে সিদ্ধিলাভও করিয়াছেন। আজ ইঁহার যশঃসৌরভে পৃথিবীর দিকদিগন্ত প্রমোদিত। সঙ্গীত-শাস্ত্র সম্বন্ধে ইনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে ইনি অসংখ্য উপাধি পাইয়াছেন।

ভূপ-খাম্বাজ চৌতাল।

(বঙ্গীয় রাজভক্তি)

প্রকৃতি তোমায় রাণি, দিবসে আরতি করে,
জ্বালিয়ে তপন-দীপ হীরকের থালোপরে

(সমবেত গীত)

জয় জয়, জয় জয়, রাজরাজেশ্বরীর জয়,
আজি রে বঙ্গরাজ্যে অতুল আনন্দময়।

(বঙ্গীয় রাজভক্তি)

নিশাতে গগন-থালে, কোটী কোটী দীপ জেলে,
আবার আরতি করে, তোমার মঙ্গল তরে।

(সমবেত ধুয়া) (বঙ্গীয় রাজভক্তি)

এ বঙ্গের ঘরে ঘরে, তোমার আরতি করে,
গাইয়ে তোমার গুণ সকলে হরষ ভরে।

(সমবেত ধুয়া) (বঙ্গীয় রাজভক্তি)

আজি সুখ মহোৎসব, হইতেছে শঙ্খ-রব,
অতুল হরষোচ্ছ্বাস, হৃদয়ে নাহিক ধরে।

(বঙ্গীয় রাজভক্তি)

রাজরাজেশ্বরী তুমি, তব অনুগতা আমি,
সাদরে আরতি করি এ হেতু আজি তোমারে।

(সমবেত ধুয়া) (বঙ্গীয় রাজভক্তি)

চিরকাল সুখে থাক, প্রজাগণে সুখে রাখ;
বঙ্গীয় রাজ-ভকতি তোমারে ভকতি করে।

(পূর্ণ সমবেত গীত)

জয় জয়, জয় জয়, রাজরাজেশ্বরীর জয়।
আজি রে এ বঙ্গরাজ্যে অতুল আনন্দময়॥

বাগেশ্রী আড়াঠেকা।

রাণীরে তারহে. চিরায়ু কর হে ঈশ্বর।
করহে জয়িনী মহিমাশালিনী,
সবার পালিনী হে ঈশ্বর।
কলহ থামুক, জ্ঞানাদি বাড়ুক,
শান্তি বিরাজুক, আশীষ নাথ।
দেহ দয়া করি, ভিক্টোরিয়া পরি কুশলমান।
সুখী রাজগণ, প্রজা সাধারণ,
মানুক শাসন, ঘুষুক নাম।
সদা নিজ করে, রক্ষা কর তাঁরে, অখীশ্বর।
পূরব পশ্চিম গাক হয়ে সম—
"রাখ রাণী—প্রাণ, হে ঈশ্বর॥

ভারতেশ্বরীর কল্যাণ গান

(১৮৯৭ সালের ভারতেশ্বরীর
হীরক জুবিলি উপলক্ষে)

রাণীরে তার হে, চিরায়ু কর হে, ভো ভগবন্।
কর হে জয়িনী, মহিমা শালিনী,
সবার পালিনী, ভো ভগবন্॥

(যুদ্ধ বা শান্তি সময়ে মহারাণীর
সৈন্যগণের কল্যাণার্থ গেয়।)

জগদীশ, উর, অরি কর দূর, বধিয়ে প্রাণ।
সুখী কর বীর, যুঝে রাণী তরে,
আমা সবাকারে, কর হে ত্রাণ॥

(বিপ্লবে গেয়।)

জগদীশ উর, অরি কর দূর,
বধিয়ে প্রাণ।
রাজদ্রোহে শাস, রিপুচক্রে নাশ,
হে রাজ রাজেশ, শকতিমন্॥
দেহ দয়া করি, ভিক্টোরিয়া পরি,
কুশলমান্।
নব নব সুখ, সুখিনী করুক,
সকলে ঘুষুক, রাণীর নাম॥
হে সুখসাগর, করুণা আকর,
দীন প্রাণ।
সুতামাত্য সহ, রাণীর করহ,
মঙ্গল বিধান॥ ভো ভগবন্।

বিভাস খাড়ব মধ্যমান।
বিশাল তড়াগ নীরে শোভে যথা কমলিনী।
অয়ি মাতঃ ভিক্টোরিয়ে, যুরুপে তুমি তেমনি।
রত্নাকরে রমা যথা, অথবা বিজলি লতা
জলদে যেমতি, তথা ইংলণ্ডে তুমি গো রাণী।
নীলনভে শশীমত, মহাবংশে উদভূত হয়েছ,
জননী তুমি, সেই হেতু তোমার, পুরব পুরুষগণ,
ঘুরিয়া তোমার পুনঃ কীর্ত্তিরাজী
ররণিব পূরিত যাহে ধরণী॥

দেবশাখা ঝাপতাল।
মনে স্থির করেছিলি চিরদিন সুখে যাবে।
জীবন-যৌবন-ধন-মান রবে সমভাবে॥
এই আশা মনে করে, পাঞ্চালীরে কেশে ধরে,
বলিলি কঠোর স্বরে, উলঙ্গিনী হ'তে হ'বে॥
রে দুরাত্মা দুঃশাসন, না মানি গুরু-শাসন,
ভীষ্মে করি হতমান বনে পাঠা'লি পাণ্ডবে।
আজি প্রতিফল তার, এখনি দিব বর্ব্বর,
যক্ষ রক্ষ সুরাসুর, রাখিতে নারিবে ভবে।
কোথা কর্ণ কোথা দ্রোণ, কোথা রাজা দুর্য্যোধন,
আমি তোর রক্ত পান করি রে দেখুক সবে॥

ভূপালী চিমেতেতালা।
তোমার কটাক্ষে নাথ, হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়।
পরাৎপর পরমাত্মা তুমি কর বেদ চয়॥
চারিমুখে পদ্মাসন, পঞ্চাননে পঞ্চানন,
করি তব গুণগান, হয়েন আনন্দময়।
দুরাত্মা দেবেন্দ্র-ছলে সতীত্বরত্ন হরিলে,
গৌতমের কোপ-বলে, হয়েছি পাষাণ-কায়।
একবার পদাম্বুজ, পরশে অর্দ্ধ মনুজ,
হয়েছি অহে রজ, দেহ পদ পুনরায়॥

রাজা মহেন্দ্রলাল খান।

১২৫০ সালের ১৮ই ভাদ্র (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর) মেদিনীপুর নাড়াজোলের রাজা মহেন্দ্রলাল খান জন্ম গ্রহণ করেন। বহু সদ্‌-কার্য্যানুষ্ঠানের জন্ত ইনি গবরমেণ্টের নিকট সবিশেষ সুখ্যাতিভাজন হইয়াছিলেন। সকল বাঙ্গলা সংবাদ-পত্রের ও বাঙ্গালা পুস্তকের ইনি উৎসাহ দাতা ছিলেন। ইহাঁর সঙ্গীতমালা বহুজন-বিশ্রুত। ১৩০৬ সালে রাজা মহেন্দ্রলাল খান বাহাদুরের দেহান্তর হইয়াছে।

আশাগৌরী আড়াঠেকা।
বাঁশী বাজায়ো না আর।
ও ধ্বনি অধৈর্য্য করে, তিষ্ঠা হয় ভার॥
যদি থাকি গৃহ কাযে, বাঁশী আনে বনে,
ব্যথিত ক'রিয়ে প্রাণে,—
মানে না বারণ, করে জ্বালাতন,
কালসম হয় সদা শ্রীরাধার।
একে কুলের ললনা, জানে না ছলনা,
কেন কর হে লাঞ্ছনা?—
সরমেতে মরে, গুরুজন ঘরে,
এ কেমন শ্যাম তব ব্যবহার॥

ইমনকল্যাণ একতালা।
আর কি গোকুলে, আছি গো স্বকুলে,
দিয়েছি সকলে কুলে বিসর্জ্জন।
বাড়াইতে কুল, গেল দুই কূল,
অকূল সাগরে মরি গো এখন॥
শুনে'ছি যে দিনে শ্যামের বাঁশরী,
সেই দিন হ'তে কুল ত্যাগ করি',
হ'য়েছি সকলে অধীন তাঁহারি,
তার করে ক'রে প্রাণ সমর্পণ।
ত্যজি গৃহবাস করি বনে বাস,
স্বামী সহবাস নাহি সে প্রয়াস,
অন্তরে নিবাস করে শ্রীনিবাস,
সদা তারি ধ্যানে মন নিমগন॥

ললিত আড়াঠেকা।
করি নতি উড়ুপতি থাক থাক ঐ খানে।
তুমি গেলে অস্তাচলে, হারাইব তারাধনে॥
দশমীর দিবাকর, প্রকাশ হইলে পর,
আসিবে নাকি শঙ্কর লইতে উমা রতনে।
সতত ভাবি যে তারা, সে তারা আঁখির তারা,
সে তারা হইলে হারা, বাঁচিব কেমনে প্রাণে॥

ললিত—আড়াঠেকা।

আহা কি অতুল শোভা, আজি রে গিরি-ভবনে।
ভূধরে সারদা-শশী শারদ শশী গগনে॥
ভূধরে বিরাজে তারা, আকাশবিহারী তারা,
বিকশিয়ে আঁখিতারা, দেখি তারা সুখী মনে॥
যামিনী কামিনী আজি, চন্দ্রিকা-বসনে সাজি,
নিশির শিশিরে ভিজি, হেরিছে উমায়;—
কুমুদী ফুটিয়ে জলে, নমে তারা পদতলে,
চকোরেরা কুতুহলে, চাহে উমাশশী পানে॥

ভৈরবী—একতালা।

ও গো উমা, আয় গো মা, আয় করি কোলে।
জুড়াবে জীবন করিয়ে শ্রবণ,
বারেক ডাক "মা" বলে॥
পথশ্রমে স্বেদে সিক্ত কলেবর,
ক্ষুধায় মলিন হয়েছে অধর,
যত্নে ক্ষীর সর, রেখেছি মা ধর,
দিব বদন-কমলে॥
তুমি গো মম অঞ্চলের ধন,
প্রাণের পুতলী অমূল্য রতন,
মায়েরে দুখিনী করে দরশন,
ছিলি কি মা তুই ভুলে॥

বাহার—আড়া।

ছিছি আঁখি বল দেখি একি তব আচরণ।
মম কাছে থাকি তোর এ ব্যবহার কেমন॥
একবার হেরি তারে, ভুলে গেলে একেবারে,
একা ফেলিয়ে আমারে হইলি তার অধীন।
যাহার দর্শনে হ'ল, যন্ত্রণা সার কেবল,
পুন বা বাসনা কেন, হয় তার দরশন॥

রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়।

রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর,—রাজসাহী তাহিরপুরের রাজবংশভূষণ। বঙ্গীয় সাহিত্যের এবং স্বদেশের কৃষিশিল্পের উন্নতিকল্পে ইঁহার অপরিসীম অনুরাগ। ইনি একজন বিশেষ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। সমাজ-ধর্ম্মের সংরক্ষণ জন্য ইনি কায়মনোবাক্যে যত্নবান্। ১৩০৬ সালে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ইঁহার নানা সদ্‌গুণের পুরস্কার-স্বরূপ গবরমেণ্ট ইঁহাকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

দুধের তরে যতন করে,
কত ঘাস জল গাইকে দাও।
বছর গেলে, গাই বিয়ালে,
হাতে যেন স্বর্গ পাও॥
যদি এক দিন যত্ন না হয়,
দুধ কমে যায় সেরে।
আবার তখন করে যতন,
কত খৈল কুঁড়ো খাওয়াও তারে॥
এখন শুধাই, বল দেখি ভাই,
জমির বেলায় কেন হেন।
জমি তোমার শস্য দেয়,
তার খোরাকী দেওনা কেন॥
জমি হ'তে বছর বছর,
শস্য তুমি দুইয়ে নিবে।
কিন্তু তাঁর জলটিও হয়,
আশমানেতে বরাৎ দিবে॥
দুধের তরে গরুর সেবা,
ভাত কাপড় যে জমি দেয়।
তবু তুমি তায় দেখ না,
কি যে দুঃখ হায় রে হায়॥
তাই বলি রে—ওরে ও ভাই।
গোরুর মতন কর যতন,
সার মাটী জল দেও রে ক্ষেতে।
তবে দেখ্‌বে তখন, জমি কেমন
রাখ্‌বে তোমায় দুধে ভাতে।
আসল কথা বল্‌ছি তোমায়,
এই কথাটী রেখ মনে।
ক্ষেতের উপর ঢালবে যত,
পাবে তাহার হাজার গুণে॥

সংসার জলে ভাস্‌বে ব'লে দশ লোক ঘাটে।
মহাজনের নৌকা নিয়ে দশে তাতে উঠে॥
সবাই তা'তে সমান হয়ে দাঁড় ফেল্‌তে চায়।
মাঝি বিনে মাঝ তুফানে নৌকা ডুবে যায়॥

কেহ হ'ল মাঝি তখন কেহ হ'ল দাঁড়ি।
মিলে মিশে সবাই তখন সুখে দিল পাড়ি॥
ইহা দেখি ফুটিল আঁখি, এখন দেখি চেয়ে।
ক্ষেত্তখামার নৌকা মোদের, ক্ষেতের নেয়ে॥
রাজা মোদের মহাজন, নৌকা তার জমি।
মাঝি তার জমিদার, দাঁড়ি তুমি আমি॥
মিলে মিশে চল্লে পরে সুখে যাব পার
দাঁড়ি মাঝি বিবাদ হ'লে, নৌকা-ডুবি সার॥

মহারাজ কমলকৃষ্ণ সিংহ।

ময়মনসিংহ জেলায় সুসঙ্গ-দুর্গাপুর রাজবংশ অতি সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন। এই সুসঙ্গ-দুর্গাপুরাধিপতি—মহারাজ কমলকৃষ্ণ সিংহ। মহারাজ কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর সঙ্গীত-রচয়িতা বলিয়াও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বংশসম্ভূত। এক কালে এই রাজবংশ স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব করিতেন।

পাহাড়ী—আড়া।

বিরলে বিজন বনে কে মা তুমি বিষাদিনি।
অবিরল নেত্রজলে, ভাসিছে বদন খানি।
আর্য্যাবর্ত্ত পুণ্য-ভূমি, তার অধিষ্ঠাত্রী তুমি,
কোন দুখে ম্লান মুখ, নয়ননীর-বাহিনী।
অকৃতি সন্তানগণ, করিছে কি অযতন,
তাই গৃহবাস ত্য'জে হইয়াছ প্রবাসিনী॥

রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

রঙ্গপুর জেলার কাকিনার রাজা শ্রীল মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী বাহাদুর একজন আদর্শ বিদ্যানুরাগী জমিদার। বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন সম্বন্ধে ইঁহার অশেষ উৎসাহ। 'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' পত্র ইঁহারই পৃষ্ঠপোষণে পরিচালিত। বহু বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণের ইনি ভরসা-স্থল। ইঁহার বৈঠকখানায় একটী বিশেষত্ব এই যে, উহা বিলাসী রাজা মহারাজগণের অনুকরণে অজ্জিত নহে; তাঁহার বৈঠকখানার দেওয়াল, অর্দ্ধনগ্না বা নগ্না রূপসীর চিত্রের পরিবর্ত্তে, সুচিত্রিত মানচিত্রে সুশোভিত; আর গ্রন্থ-পত্রেই তাঁহার বৈঠকখানা বিভূষিত। এরূপ বিনয়ী, সদালাপী, সুপণ্ডিত রাজা আজি কালি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

কানেংড়া—চিমেতেতালা।

ও হে ভূপ, বধ করেছ পুত্রধনে।
আজ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করব মোরা আগুনে
শুন রাজা দশরথ, হয়ে তুমি পাপে রত,
বিনাদোষে সন্তানেরে ক'ছ নিধন,
পুত্র-শোকে আমরা যেমন, মৃত্যু করি আলিঙ্গন,
তব মৃত্যু হ'বে সেই পুত্রশোক কারণে॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

শুন শুন ওরে মারীচ উপদেশ আমার।
হিরণ্য-হরিণ হয়ে হর মন সীতার॥
ছলিতে রামের নারী, এইরূপ মায়া করি,
যাইতে হইবে ওহে নিশ্চয় তোমার;
হায় একি প্রাণে সয়, লক্ষ্মণেরে নাহি ভয়,
ভগিনীর নাসা কর্ণ কাটে দুরাচার।
মম আজ্ঞা পালন করিলে বাঁচিবে প্রাণ,
নতুবা অবশ্য তুমি হইবে সংহার॥

আলেয়া—আড়া।

আমার নিকট মরণ।
তাই মায়া মৃগ হ'তে চলিছ রাজন॥
কখন এই খলভাব রবে না গোপন।
রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য, সাধিতে যাই তব কার্য্য,
মৃত্যু মম অনিবার্য্য, চিন্তা অকারণ॥
শুন ওহে লঙ্কাপতি, হ'য়েছে হে দুর্ম্মতি,
তাই পরনারী প্রতি করিয়াছ মন।
শেষে এই ব'লে যাই, রক্ষঃ কুলের রক্ষা নাই,
যখন হ'য়েছে ইচ্ছা জানকী-হরণ॥

পূরবী—আড়খেমটা।

যোগী এসেছে দ্বারে ভিক্ষা দেও গো সীতা সতি
উপবাসে দিন যায় আমার শীঘ্রগতি॥
ওলো সীতে ভিক্ষে দিয়ে বিদায় কর এ অতিথে।

দেখে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী, নির্ভয়েতে ওগো নারি,
ভিক্ষা নিয়ে নিজ হস্তে,
দয়া ধর্ম্ম রাখ আজি দয়াবতি!

বসন্ত বাহার—একতালা।

ও রে যোগী চোর, মরণের তোর,
বিলম্ব দেখিনে আর।
হরিলে আমারে, পেয়ে একা ঘরে,
চোর তোর হবে প্রতীকার।
ওরে দশানন, এই আচরণ,
কেবল রে তোর পতন কারণ,
শ্রীরামের নারী, যোগিবেশে হরি,
সবংশে হবি সংহার॥
ও রে দুষ্টমতি, স্বামী ভিন্ন সতী,
কভু অন্য প্রতি করে না মন;—
কৌশল্যা-নন্দন, বিনে অন্য জন,
ভ্রমেও মনেতে হবে না সীতার॥

গৌরী—আড়া।

আমার প্রাণের সীতে না দেখেরে,
হেরি সব শূন্যময়।
সীতে বিনা জীবন যা'বে ফিরে যাব না আলয়॥
পেয়েছিলাম ছত্রদণ্ড, কৈকয়ী মা দিলে দণ্ড,
কখন কি ওরে লক্ষ্মণ, দণ্ডের উপর দণ্ড সয়।
হায় রে সে জানকীরে, একাকিনী পেয়ে ঘরে,
কে হরিল ওরে ও ভাই, হইয়ে নিদয়॥

কালেংড়া—আড়খেমটা।

কেন বৃথা ভাব রাজা ভীমসিংহ রায়।
প্রাণের পদ্মিনী তোমার আমারে যে চায়॥
এখন পদ্মিনী সতী, আমাকে করিলে পতি,
তোমার কি হবে গতি, বুঝা নাহি যায়।
নারী কভু নিজ নয়, জেন রাজা সুনিশ্চয়,
পদ্মিনী তার পরিচয় দিলে জানা যায়॥

বিভাষ—আড়া।

ওহে মহারাজ আর যুদ্ধ করা অকারণ।
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশিয়ে, রাখিব জাতি কুলমান॥
দুষ্ট আলাউদ্দিন, হইয়াছে জ্ঞানহীন,
পরনারী বলে নেবে করিয়াছে পণ॥
এই দেহে প্রাণ থাকিতে,
সাধ্য কার আছে ছুঁইতে,
নারীধর্ম্ম না যাইতে, পদ্মিনী দিবে হে প্রাণ॥

কালেংড়া—আড়খেমটা।

ছাড় ছাড় রাজ্য-আশা ভূপতি লক্ষ্মণ,
অবশ্য বিজয়ী হবে দুরন্ত যবন।
শাস্ত্রের লিখন ভূপ, হ'বে তার অনুরূপ,
বৃথা কেন যুদ্ধ ক'রে হারাবে জীবন॥
রত্নভূমি বঙ্গদেশ, অত্যাচারে হবে শেষ,
সুখের রবেনা লেশ, কেবল পতন।
ওহে নৃপ লক্ষ্মণ, কর শীঘ্র পলায়ন,
নতুবা যবন-হস্তে হইবে নিধন॥

রামকেলী—ঘৎ।

কেন মিরজাফর আজি যুদ্ধে তোমার মন নাই।
দেখিয়ে তোমার ভাব মনে বড় শঙ্কা পাই॥
অন্যতর সেনাপতি, মোহন লাল মহামতি,
করিছে বিষম যুদ্ধ দেখিবারে পাই॥
শুন ওহে বীরবর, বীর-ধর্ম্ম রক্ষা কর,
তুমি হ'লে অবিশ্বাসী, হ'ব কারাগারবাসী,
রাজ্য ধন সব য'াবে ভেবে মরি তাই॥

বারোঁয়া—লক্ষ্ণৌঠুংরি।

কপালে কি আমার, ছিলরে হায়।
মিরণের হাতে আজি প্রাণ যে যায়॥
বেঁধে দিল ফকির বঙ্গ-অধীশ্বর,
কি করি নিজদোষে এবে নিরুপায়।
পেয়ে রাজ্য-ভার, বহু অত্যাচার,
ক'রেছি ব'লে কেহ হ'লো না সহায়॥
যে মিরজাফর, হ'য়ে যোড়-কর,
থাকিত নিরন্তর আমার সভায়।
আজ তার সন্তান, বধিছে মম প্রাণ,
অবশ্য এই দণ্ড মোর বিধির ইচ্ছায়॥

সিন্ধুখাম্বাজ—খামার।

হায় কি শুনিলাম আমি, শুনে বুক ফেটে যায়।
প্রাণের রামমোহন ছেড়ে গিয়েছে আমায়॥
ও ওরে বাপ্ রামমোহন, তোর শোক নিবারণ,
কিরূপে হ'বে এখন, দেখিনা কোন উপায়॥
বিশ্বেশ্বর কৃপা করে, বহুশত বর্ষ পরে,
তোর তুল্য সন্তানেরে, দিয়াছিলেন দুঃখিনীরে,
ওরে বাছারে ;—
কিন্তু ভাগ্যদোষে মৃত্যু, অকালে হরিল তোমায়॥
সকল ভ্রাতার তরে, জননীরে ত্যাগ ক'রে
গিয়েছিলি দেশান্তরে, নানা ক্লেশ সহ্য করে,
ওরে বাছারে ;—
বিদেশে হারালি প্রাণ, কেবল পরের মায়ায়॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কাণপুর হয়েছে যমপুর আজ দেখ্‌তে পাই।
বাল বৃদ্ধ নর নারী, সব খৃষ্টান ভূতলশায়ী॥
মাতার সম্মুখে সুতে, খণ্ড করে খড়্গাঘাতে,
কিরূপে এই ঘোর পাপে জয় হইবে সিপাই॥
তৈমুর নীরো নাদির, নিষ্ঠুর বলে ছিল স্থির,
এখন নানা সাহেব হলো,তাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী।
দুষ্ট নানাসাহেব তুমি, কলঙ্কিত ভারতভূমি,
করিলে শিশুর রক্তে, কভু তোমার রক্ষা নাই॥

পরজ বাহার—কাওয়ালী।

চল বৃটনের যত সুতগণ,
রণে বীরত্বের আজ প্রয়োজন॥
বৃটিশেরা প্রাণ-ভয় কোন কালে করে না,
দেখো সেই নাম ধ্বংসে যেন আজ হয় না।
জয় বা মরণ সবে আনন্দেতে কর আলিঙ্গন॥
আজিকার রণে পুনঃ দিল্লী অধিকার,
করিয়ে দেখাব সবে কত চমৎকার।
তাই হে উৎসাহে সবে,
শীঘ্র যেতে বলে নিকলসন॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রাণ যায় মা আমার বিদেশে। (ওগো মা, মা)
জুলুহস্তে মরি এখন, দেখা আর হ'ল না শেষে॥
ছেড়ে গেল সঙ্গিগণ, নিরুপায় হ'লেম এখন,
শূলাঘাতে মম মৃত্যু, হ'ল অবশেষে।
জন্ম মম ফরাসীতে, শেষে বাস ইংলণ্ডেতে,
মৃত্যু মম লেখা ছিল, অসভ্য জুলুর দেশে॥
জননী আমার তরে, বৃথা চিন্তা শোক ক'রে,
প্রাণে কষ্ট দিও না মা, থেকো দুখিনীর বেশে।
এক মাত্র ভগবান্, ক'রে সদা মনে ধ্যান,
শীতল ক'রো তাপিত প্রাণ বলি পরিশেষে॥

খাম্বাজ ঝিঁঝিট—একতালা।

কেন উইমফেন, বল অকারণ,
করিবারে রণ, এই সিডানে।
বৃথা বীরগণ, হইবে নিধন,
সহিবে না তাহা মম পরাণে॥
জয় আশা নাই, জেনেছি হে তাই,
আত্ম-সমর্পণ করিবারে যাই,
করালীর মান, হ'লো অবধান,
নিদয় বিধির, ঘোর বিধানে॥
নৃপ বোনাপার্ট, মম জ্যেষ্ঠতাত,
যাঁহার কারণে, ফরাসী বিখ্যাত,
তাঁ'র সেই নাম, আমি নাশিলাম,
শত্রু পদে আজ অস্ত্র প্রদানে॥

সুরট—ঝাঁপতাল।

বণিক-বেশে, এসে দেশে, শেষে এই ঘটাইল॥
সেনাপতি রাজমন্ত্রী সকলেরে ভুলাইল॥
লোকের দোষ কেবল, বলে কিবা হবে ফল,
ভাগ্য মম প্রতিকূল, ফলে তাহা দেখাইল॥
যাতনা দেখিবার তরে, বধিয়াছি বহু নরে,
জাতি মান কত জনে মম লোভে হারাইল,
বণিকের কি সাধ্য হয়, বঙ্গেশ্বরে করে জয়,
আমারে করিতে ক্ষয়, বিধি বণিক্ পাঠাইল॥

সুরটমল্লার—আড়া।

বৃথায় জনম আমার, অন্ন নাই খেতে ঘরে।
পরিবারগণ সবে, ক্ষুধায় ক্রন্দন করে॥
প্রাণতুল্য পুত্রগণ, হয়ে ব্যাকুলিত-মন,
বলে শীঘ্র খেতে দাও, নতুবা যাই প্রাণে মরে

দুর্ভিক্ষ হলো প্রবল, আমার নাই অর্থবল,
কিরূপে বাঁচাব প্রাণ দেখিনে উপায় ;—
হায় এই ছিল রে ভাগ্যে, জীবন যাবে দুর্ভিক্ষে,
ভাবিলে সেই ঘোর মৃত্যু, সতত নয়ন ঝরে ॥
আর কোন স্থান নাই, যথা গেলে অন্ন পাই,
বিপদ কালেতে বন্ধু কেহ নাহি হয়।
কোথা ওহে ধনিগণ, দরিদ্রে দিয়ে অশন,
রাখ ওষ্ঠাগত প্রাণ, মঙ্গল হইবে পরে ॥

ললিত—একতালা।

ও মা সাক্ষাৎ ঈশ্বরী, আমায় গর্ভে ধরি,
কত না যাতনা পেয়েছ।
এ প্রাণ থাকিতে, পারিবে ভুলিতে,
মা গো যত স্নেহ তুমি করেছ।
দেখিলে আমায়, রোগ যন্ত্রণায়
হয়েছ মা তুমি নিতান্ত ব্যাকুল,
গুরু ঋণ-পাশে, জননী এ দাসে,
চিরদিন তরে বেঁধেছ।
মনে হ'লে তোমায়, বুক ফেটে যায়,
তব তুল্য স্নেহ পাইব কোথায়,
চিরদিন তরে, শোকের সাগরে,
ভাসাইয়ে মাগো গিয়েছ।

মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহতাব বাহাদুর, ১২৮৮ সালে (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। এই অল্প বয়সেই ইহাঁর যশঃসৌরভে দিগন্ত পরিপূরিত। মহারাজের অশেষ সদ্‌গুণের মধ্যে বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "বিজয়-গীতিকা" নামক দুই খণ্ড কবিতা-পুস্তক প্রণয়নে মহারাজের যশঃপ্রভা সাহিত্য-সংসারেও সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। মহারাজ আবতাবচন্দের পত্নী মহারাণী-অধিরাণী বনদেয়ী ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৩১এ জুলাই মহারাজ বিজয়চন্দকে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করেন। মহারাজ বিজয়চন্দের জনক, অশেষ গুণালঙ্কৃত রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপুর সাহেব বাহাদুরের সুব্যবস্থা ও সুশিক্ষার গুণে, মহারাজ আজি সর্ব্বগুণে গুণান্বিত। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বিজয়চন্দ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী রা[ধা]রাণী দেবীর সহিত মহারাজের বিবাহ হ[য়।] ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৩০৯ সা[লের] ২৭এ মাঘ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায়, মহারাজের রাজ্যাভি[ষ]েক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উক্ত খৃষ্টাব্দের জানুয়া[রি] মাসের দীল্লির দরবারে "মহারাজাধিরাজ" উপা[ধি] প্রাপ্ত হন। মহারাজ একজন বিশিষ্ট নিষ্ঠাব[ান] হিন্দু। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা ক[রি] মহারাজ দীর্ঘজীবী হইয়া যশোগৌরবের ম[ণি]মুকুটে শোভিত থাকুন।

সিন্ধু মিশ্র—একতালা।

বিঘ্ন-বিনাশন, করীন্দ্র-বদন,
অম্বিকা-নন্দন, কাতর-তারণ,
কর করুণা এ দীনে।
কোকনদাসীনা বীণাপাণি,
আঁধারমনে দীপরূপিণি,
জড়তানাশিনি বাণি,
ভকতি প্রণতি কিছু না জানি,
চেও মা করুণ নয়নে ॥
দীন-জন-গতি জননি,
শিবভামিনি গিরীশনন্দিনি,
তুমি মা ভবজননী ঈশানী,
দুস্তর-সংসার-সাগর-তারিণী,
কর দয়া অধম সন্তানে,
বিজয় যাচে চরণে ॥

মিঞা মল্লার—একতালা।

ওহে যমরাজ, ছিছি নাহি লাজ,
এ কেমন কাজ, করহে আজ।
কাঁদায়ে স্বজনে, হরিলে সে ধনে,
নয়নের মণি নাহিক নয়নে,
মোহ-মুগ্ধ জন, দোষে সে কারণে,
ক্ষম ভ্রম মম ধরমরাজ ॥

বিভাষ মিশ্র—ঝাঁপতাল।

উঠে ঐ রাঙ্গা রবি, আলো করি ভুবনে।
জাগে সব নর নারী, দেখি তাঁর কিরণে ॥

হাসিল গগনতল, হাসিল সাগর-জল,
পুলকিত পাখিদল, ঘোষে হর্ষ-সুতানে।
সবে কর তাঁর নাম, বৈকুণ্ঠ যাঁহার ধাম,
কর তাঁর গুণ গান, কিবা বনে বিজনে॥

জঙ্গলা—কাওয়ালী।

অস্তে যান দিনমণি, রাঙ্গা করি আকাশে।
শশধর ঐ দেখ ধীরে ধীরে প্রকাশে।
নীলেতে কালিমা ভরি, ক্রমে আসে বিভাবরী,
তারা গুলি হাসি হাসি, চলে শশি-সকাশে।
ফুটিল কুমুদকুল, মুদিল কমল ফুল,
ভাবুক নিরখি শোভা, ভাবে সেই ভবেশে॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

রে মানব তুমি মাটী সেটী যেন ভুলনা।
এ সংসার ছায়াবাজী একবারও তা ভাবনা॥
এ ছার জীবন, নিশার স্বপন,
আর সব অনিশ্চিত, নিশ্চিত মরণ,
অলীক অসার কাজে, ব্যস্ত থাক কোন্ লাজে,
হরিপদ সরসিজে, মজে থাক না॥

পূরবী—আড়া।

হে বিধি তোমার বিধি, বল কে বুঝিতে পারে।
সুজনে পীড়ন কর, সুখে রাখ দুরাচারে॥
সতীরে কাঁদাও শোকে, সাধুরে ফেল বিপাকে,
যারে ন্যায় বলে লোকে, তুমি নাহি মান তারে॥
অথবা হে অকারণ, দুষি তোমা অনুক্ষণ,
তুমি শুভাশুভ দান, কর কর্ম্ম অনুসারে।
এক হাটে লোকচয়, ভাল মন্দ করে ক্রয়,
আপনার যথাশক্তি, দোষে কে হে বিক্রেতারে॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আয়্ ইয়ারোঁ দুনিয়ামে সব্ দাগাদারী।
নেকুসে মিল্‌না যদিও সে হু সিয়ারী॥
তু সোচো হরদম, যব্ না রহেগা দম্,
তব্ দগাবাজি কর্‌কে কেয়া হ্যায় কাম্,
অজি মেহের পর বি হোতা আদ্বিয়ারী।
দুনিয়া পর্ কর্‌তে হো কেঁও না জুলুম্,
কজা কি ওয়াখৎ সব্ হোগা মালুম্,
আরে সোচো সমুঝো ছোড়ো গুণাহ্‌গারী॥

গৌরসারঙ্গ—কাওয়ালী।

ঐ দেখ ভানু ক্রমে, মধ্যাকাশে বিরাজিল।
নদী-সরসী-সলিল, তাঁর তেজে উজলিল॥
প্রখর-কর-প্রভাবে, অবসন্ন সবে ভবে,
নলিনী হাসে গরবে, পাখী নীড়ে প্রবেশিল।
পবন পাবকতুল, জরজর ফুলকুল,
হে রবি বিজয়ে বল, কে তোমারে প্রভা দিল॥

ললিত—আড়া।

তারাদল নিশাসহ ধীরে ধীরে লুকাইল।
বিকচ-কমলমুখী উষা হাসি দেখা দিল॥
বিধু-ছবি সুমলিন, দীপশিখা প্রভাহীন,
ভুবন যেন নবীন, রুচির রাগে শোভিল।
মৃদু মৃদু গন্ধবহ, বহিছে সৌরভ সহ,
হে উষে বিজয়ে কহ, কে তোমারে বি রচিল

সিন্ধু-মিশ্র—একতালা।

সকলিতো গেছে, যাতনা রয়েছে।
মন সাধ মম, সব মিটে গেছে॥
পুত্র পরিবার, পিতা মাতা আর,
সকলিতো গেছে, আছে হাহাকার,
সুখ গেছে চলে, আছে তার স্থলে,
দুঃখের অনল, সতত জ্বলিছে॥

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

জয় হর স্মরহর, বিশ্বনাথ বিশ্বম্ভর।
ডমরু-পিনাকধর, আশুতোষ শুভঙ্কর॥
কৈলাশশিখরপর, মহাযোগমগ্ন হর,
উমাপতি কৃপা কর, বিজয় দাসে শঙ্কর॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

নীলাকাশে পূর্ণশশী, দেখ হাসি দেখা দিল।
প্রিয় দ্বিজরাজে দেখি, কুমুদিনী প্রমোদিল॥

সুবাসিত সদাগতি, বহিছে মধুর অতি,
তারাসহ তারাপতি, রাজা সম বিরাজিল।
হেরি চারু শশধরে, বিজয় বিনত শিরে,
যাচে শশাঙ্কশেখরে, পরাভক্তি নিরমল॥

মূলতান—একতালা।

আজি নিশি শশি-হীনা, যেন মসীমাখা কায়।
এত তারা তবু তারা, সে অভাব না ঘুচায়॥
তমোময়ী বিভাবরী, আঁধারে মুখ আবরি,
কাঁদিছে যেন গুমরি, শশি-শোকে উভরায়।
সবই আছে এক বিনা, যামিনী লাবণ্যহীনা,
সতী হলে পতি-হীনা, আর সে কিছু না চায়॥
বিজয়-আশ্বাসবাণী, শুনগো নিশা-কামিনি,
পুন আসি নিশামণি, হাসি তুষিবে তোমায়।
কিন্তু কাল ক্রূরহিয়া, কত চিত আঁধারিয়া,
লয়েছে যাহা হরিয়া, দেবে কি তা পুনরায়॥

সাহানা—যৎ।

কার উপরে রোষ-ভরে শ্যামা মা রণে সেজেছ।
পাগলিনি ভবরাণি, হরে চরণে রেখেছ॥
করে নর-শির ধর, একি বেশ ভয়ঙ্কর,
তোমারি এ চরাচর, তা কি মা ভুলে গিয়েছ।
শুনগো বিজয়-বাণী, হও প্রসন্ন জননি,
পদতলে শূলপাণি, চেয়ে না মা দেখিতেছ॥

পরজ—কাওয়ালী।

কার দোষে এত রোষে, শ্যামা মা নেবেছ রণে।
ক্ষেপা মেয়ে লাজ খেয়ে, দলিছ পতি চরণে॥
একি মার আচরণ, দুর্ব্বল-সুত-ঘাতন,
হয় যে বিশ্ব নিধন, তুমি মা করিলে মনে॥
জয়দে লভিতে জয়, চেষ্টা কি করিতে হয়,
শুভাশুভ সমুদয়, উদয় তব চরণে।
বিজয় অবোধ ছেলে, বোঝেনা লীলা-কৌশলে,
গুণ-ক্ষোভ না ঘটিলে, চলিবে ভব কেমনে॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেন শ্যামা মনোরমা এ ভীম বেশ ধরিলে।
সুবদ্ধ কবরী কেন রোষে মোচন করিলে॥
করি ভূষা পরিহার, পর নর-শির-হার,
ভবে করি ছারখার, হাহাকার রটাইলে।
যে মহেশনিন্দা শুনি, ত্যজিলে দেহ ভবানি,
সেই শিবে শিবরাণি, কি ব'লে পদে রাখিলে।
ছাড়ি মণিময় বাস, শ্মশানে কেন প্রকাশ,
জিজ্ঞাসে বিজয় দাস, কেন মা রণে আসিলে॥

মালকোষ—আড়াঠেকা।

জ্ঞান-বিরহিতা শক্তি উন্মাদিনী কালী সম।
শক্তিহীন জ্ঞান তথা শবাকার শিবোপম॥
এখনি ভীষণ স্বরে, মাখিয়া নর-রুধিরে,
কেবল মত্ত সংহারে, বিকট ক্রূর নির্ম্মম॥
শিবে করি পরশন, হ'ল কি মূর্ত্তি মোহন,
প্রসন্ন হাস্যবদন, স্বভাব রুচির কম।
সংহারিণী-বৃত্তিচয়, ক্রমে নিয়মিত হয়,
সর্ব্ব-সদ্গুণ-উদয়, নিকৃষ্টগুণ বিষম॥
শক্তি জ্ঞান-যুতা হ'লে, সাধুরা সুখী সকলে,
দুখ যায় অবহেলে, প্রচলিত সুনিয়ম।
তাই তারা শিব সনে, বিরাজ মা নিশি দিনে,
বিজয়-হৃদয়াসনে, সতত বাসনা মম।

কেদারা—কাওয়ালী।

জয় মহেশ্বর, শিব জটাধর,
ঈশান ঈশ্বর, অজেয় গিরিশ॥
হিমাংশু-ভালক, মদন-দাহক,
মুক্তি-প্রদায়ক, অমর-উমেশ।
বৃষভ-বাহন, হর পঞ্চানন,
বিজয়ে পালন, করহে ভূতেশ॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

অনিত্য সংসার ছেড়ে, মজ হরিপদে মন।
এ ভব দুঃখ-প্রভব, মাধব সুখ-সদন॥
নিখিল এ ত্রিভুবনে, নানা ভাবে নানা স্থানে,
পূর্ণরূপে সর্ব্বক্ষণে, বিরাজিত নারায়ণ।
বিজয় ভাব সে পদ, সকল সম্পদাস্পদ,
দূরেতে যাবে বিপদ, হবে দুরিত-মোচন॥

ধানী-মিশ্র—একতালা।

নদী ও সময়, সমান উভয়,
ধীরে ধীরে বয়, লয়ে সমুদয়।
সচেষ্ট সুজন লভয়ে রতন,
জড় অভাজন, দুঃখভাগী হয়॥
ক্রমাগত ধায়, পিছে না তাকায়,
হাসায় কাঁদায়, যথা মনে লয়,
অনন্ত সাগরে, মিশে গেলে পরে,
কিছুতেই আর, আসে না ত ফিরে,
হ'লে অযতন, জন্মের মতন,
আরতো কখন, পাবে না বিজয়॥

—

ভজন—কাহার্বা।

ইস্‌কো উস্‌কো বুরা ন মানো,
আপ্‌নে কো ঠিক্‌ রাখো জি।
এ দুনিয়া মে সবি হ্যায় ঝুটা,
এক্‌ মুঠা খাক্‌ জি॥
দুনিয়া দুনিয়া কাহে মিঞা,
কহ্‌তে হো তু হরদম জি।
দম ছুটেগা মাট্টি হোবেগা,
রহেগা এক্‌ ওহি মৌলা জি॥

—

টোড়ী-ভৈরবী—একতালা।

জয় দামোদর, মধু-মুর-হর,
শ্যাম নটবর, বিপিন-বিহারী।
ভকত-পালক, অসুর-নাশক,
দরিদ্র-পোষক, সর্ব্ব-দর্প-হারী॥
দুরিত-দমন, কলুষ-নাশন,
তাপিত-তোষণ, অকুল-কাণ্ডারী।
বিজয় কাতরে, ডাকে হে তোমারে,
ভবপারাবারে, তরাও শ্রীহরি॥

—

গৌরী—একতালা।

মা বলে' তোরে ডাকিলে জুড়াবে এ পোড়া মন।
মা-হীনের বড় সাধ করিতে মা সম্বোধন॥
মা-স্নেহ-বিশ্ব-বাঞ্ছিত, বিজয় তাহে বঞ্চিত,
সম্বল কেবল তাত, তিনি যেন সুখে র'ন।
সুশীতল তাঁর প্রেমে, জুড়াই এ মরুভূমে,
সে ভাবে সতত তিনি, তোষেন যেন জীবন।
জগদম্বে কৃপা-খনি, তুমি বিনা কে জননি,
মাতৃহীন অভাগার, ঘুচাবে মনোবেদন॥

—

লুম-ঝিঝিট—পোস্তা।

দুঃখ সুখ ভিন্ন ভাবি দুঃখ পাই অকারণ।
একেরই দুই দিকে দুটী নাম সংযোজন॥
আজি যাহা সুখকর, তাই কিছু দিনান্তর,
বোধ হয় বিষময়, ইহা দেখি অনুক্ষণ॥
তুমি যারে তপ্ত বল, অন্যে ভাবে সুশীতল,
সুখ দুঃখ অবিকল, এইরূপ বিবেচন।
সুখ বলে যারে মানি, সেই আনে দুঃখ টানি,
বোধ-সূত্রে দুই ধারে, দুটীর আছে বন্ধন।
সুখ প্রতি অনুরাগী, বিচলিত দুঃখ লাগি,
কল্পনায় কষ্টভাগী, এ নিখিল জীবগণ।
যে সুখ কামনা করে, ধ্রুব দুঃখ পায় পরে,
চক্রাকারে বারে বারে, সুখ দুঃখের ভ্রমণ।
সাধুগণ সে অকারণে, সুখে দুঃখে স্থির মনে,
ভাবেন মধুসূদনে, বিচলিত কভু নন।
না চাহি স্বরগবাস, পদে রাখ শ্রীনিবাস,
বিজয়ের অভিলাষ, হরিহে কর পূরণ॥

—

বসন্তবাহার—একতালা।

হেরি বসন্ত-সখায়, কোকিল হরষে গায়।
তরুগণ শোভা পায়, শীত ভয়ে পলাইল॥
দশ দিক্‌ আমোদিত, ত্রিভুবন হরষিত,
ফুলকুল বিকশিত, অলিদলে মাতাইল।
স্বভাবের শোভা দেখি, জুড়ায় সবার আঁখি,
বিজয় হইয়া সুখী, বিধাতারে প্রণমিল॥

—

সাহানা—ঝাঁপতাল।

হেরি নিদাঘে আতঙ্কে মধু করে পলায়ন।
প্রখর হ'ল তপন বহে তপ্ত সমীরণ॥
ধরা অবসন্ন ভয়ে, তটিনী যায় সুখায়ে,
লতিকা পড়ে লুটায়ে, অনল সম পবন।
তরুকুল স্পন্দহীন, বিষণ্ন সবে সুদীন,
মেদিনী-মুখ মলিন, আকুল মানব-মন॥

—

সাহানা—ঝাঁপতাল।

আইল বরষা-কাল, ছাইয়া আকাশ ভাল,
ঢাকি রবি-কর-জাল ছুটিছে জলদ দল॥
প্রভঞ্জন শন্‌শনে, ভগ্ন করে তরুগণে,
ভীষণ মেঘ-গর্জ্জনে, কম্পিত সদা ভূতল॥
আঁধারিয়া চারি ধার, পড়িতেছে বারি-ধার,
অনিবার এ আঁধার, বিদ্যুতে বাড়ে কেবল।
দিগঙ্গনা ম্লানমুখী, ধরণী মুখ নিরখি,
হ'য়ে পর-দুঃখে দুঃখী, কাঁদে বুঝি অবিরল॥
গেলে এ দুঃখ-যামিনী, পুনঃ হাসিবে অবনী,
হইয়া শস্য-শালিনী, পাবে সুখ নিরমল।
দুঃখ দেন ভগবান্ করিবারে সুকল্যাণ,
দুঃখান্তে সুখ বিধান, এ নিয়ম অবিচল।
শোক ক্ষোভে জ্ঞানোদয়, কষ্ট-ভোগে কর্ম্ম লয়,
রমেশ-পদে বিজয়, বিশ্বাস রাখ অটল॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

শরত-কমলমুখী, নবীনা বধূর ন্যায়।
হয়ে মত্ত হংস-রবে সদা নূপুর বাজায়॥
রাজীব জলে বিরাজে, নব ধান্যে শীষ সাজে,
হরিত বসনে সেজে, শরত এল ধরায়।
শশাঙ্ক সুরথে সাজে, তারকাবলীর মাঝে,
বরষা পলায় লাজে, তটিনী পুরিত-কায়॥
বহে মন্দ সমীরণ, সুশোভিত উপবন,
হরষিত প্রাণিগণ, ভূমে কুসুম লুটায়।
যাঁহার এ সুসৃজন, মধুময় ত্রিভুবন,
বিজয় ভকতি ভাবে ডাকে সেই বিধাতায়॥

ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

সুশান্ত হেমন্ত আভা শোভিল বসুধা ভালে।
স্বর্ণ-বর্ণ শস্য গুলি হাসিছে গগন-তলে॥
কৈশোর গতে যৌবন, শীতের দেখি এখন,
নিস্তেজ রবি-কিরণ, শৈত্য সলিলে আনিলে।
অজস্র ঝরে শিশির, গাঁথিয়া হার মতির,
যতনে প্রকৃতি যেন, দিতেছে অবনী-গলে।
যিনি এ বৈচিত্র্যময়, সৃজিছেন ঋতুচয়,
সঁপ প্রাণ হে বিজয়, তাঁর শ্রীপদরাতুলে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

শরত কিশোর শীত শিশুসম সুকোমল।
বিমল চন্দ্রিকা হাসি মধুময় নিরমল॥
সুচঞ্চল চিত তার, এই হাসে পরিষ্কার,
তখনি দেখি আবার, ঝরে অশ্রু অবিরল।
সলিলে মরাল গুলি, করে যে মধু কাকলী,
লীলাময় বালকের, নূপুর রব কেবল।
মাঠেতে হরিত ধান, সুশীতল করে প্রাণ,
শরতের কলেবরে, যেন শ্যামল অঞ্চল।
বহে ধীর সমীরণ, বিকশিত ফুলগণ,
বুক পোরা সুখে যেন, নদী জল টলটল।
অধীর জলদ রবে, ময়ূর নাচে গরবে,
বিজয় শরতে ভাবে, বিভু পদ শতদল॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

ধরায় অমরা-নিন্দি অলকা সুখ-আগার।
জনম ভূমির মত বল কোথা আছে আর॥
যথা ক্ষুদ্র,তরু লতা, থাকে মরমেতে গাঁথা,
বায়ু সদা স্নেহ-কথা, কহে কাণে অনিবার।
এস্থান জননী সম, ত্রিলোকেতে নিরুপম,
মায়ের হৃদয় সম, শুভ প্রেম পারাবার।
যেখানেতে ঘাটে মাঠে সুখ স্মৃতিফুল ফোটে,
পশু, পক্ষী, পতঙ্গটী, মনে হয় আপনার।
স্বাস্থ, ধন, মান, আশে, ছাড়িয়া হেন স্বদেশে,
দেশান্তরে যায় যেবা, কত কষ্ট হয় তার।
ত্যজি আজি নিজালয়, চলিলাম হিমালয়,
শ্রীপদে হিমাদ্রি-সুতে, অর্পিয়া দাসের ভার।
বিজয় তব তনয়, কোথাও করে না ভয়,
চিন্ময়ী মায়ের কোলে, সুখেতে দেয় সাঁতার॥

হাম্বির—কাওয়ালী।

হেরি হিমধরাধরে, জুড়াই নয়নমনে।
মনোলোভা শ্যামশোভা, ধবলাচলচরণে॥
শতমণিদ্যুতিধর হেমশৃঙ্গ মনোহর,
যত দেখি তত আঁখি মোহে নববিভাগুণে।
ভীমকান্ত এ মুরতি, অনন্ত শোভা-বসতি,
হেরি চিত বিমোহিত, শয়নে দেখি স্বপনে।

থাকি গিরি ধরাবাসে, তুলেছ শির আকাশে,
ভবতাপ দূরে রাখি, আবরি সদা তুহিনে।
শিখাও নর-নিকরে, কিরূপে থাকি সংসারে,
বিভুপ্রেমামৃতসরে, ডুবাতে হয় জীবনে।
দেবাত্মা তুমি ভূধর, সর্ব্বদা স্বাস্থ্য বিতর,
বিজয় হৃদয়াময়, ঘুচাও যাচি চরণে॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

বড়ই স্নেহপিপাসু কাঙ্গালী বাঙ্গালীগণ।
তাই কি এস মা বঙ্গে ঘুচাতে দীনবেদন॥
দুঃখে শোকে অপমানে, মরিয়া আছে জীবনে,
পুনরায় পায় প্রাণে নিরখি তব বদন।
অনাথ অধম সুতে; স্নেহ কোলে তুলে ল'তে,
কে আছে মা এ জগতে, তুমি তারিণি যেমন।
তাইতো মা দয়া বশে, মা হয়ে দুহিতা বেশে,
বাঁধ মহামায়া পাশে, কাতরে করি যতন।
যার মুখে মা মা বাণী, মানসে মধুর শুনি,
দুখিনী বঙ্গরমণী, করে সুখে সন্তরণ।
এস মা ভবমোহিনী, তুলে হাসি মুখখানি,
হৃদয় মাঝে জননী, পাত তব পদ্মাসন।
বিজয় পুলকে কয়, সতত বাসনা হয়,
হইয়া তব তনয়, করি মা মা সম্বোধন॥ ৪৩॥

ভৈরবী—একতালা।

কি কাজ থাকিয়া আজ মা বিনে শূন্য ভবনে।
ছেড়ে ভবখেলা মন চলরে জননী সনে॥
জগত জড়তাময়, কঠিন নাহি হৃদয়,
হয়েছিল সচেতন মার শুভ আগমনে।
চিন্ময়ী হইয়া হারা, পুনঃ শবাকার ধরা,
দেহে কিবা প্রয়োজন কাল হরিলে জীবনে।
চল সেই কূট পুরে, মেরু শিখর উপরে,
বিরাজেন যথা উমা সতত শঙ্কর সনে।
সে শুভ মিলন দেখি, জুড়াও এ পোড়া আঁখি,
বিজয় কেন হে দুঃখী সংসার-বিষ-দহনে॥ ৪৪॥

বাকৃশ্রী—আড়া।

ভাবী হ'তে এক বর্ষ অতীত লইল হরি।
কত শত আশা হায় স্মৃতিপরিণত করি॥
বিজয় এ শুভ দিনে, দেখহে বসি বিজনে,
গত বর্ষ লাভালাভ, সুধীর ভাবে বিচারি॥
অসীম কর্ম্ম সাগরে, শুভাশুভ উর্ম্মি হেরে,'
সুখ, দুঃখ, ভ্রমে ভাব কেন আপনা পাশরি।
প্রাণ অস্থিরতাময়, দুঃখ হেতু সদা ভয়,
চিরস্থির পূর্ণভাব উচ্চতম সর্ব্বোপরি।
এই সুখ দুঃখ পারে, যা'তে লয়ে যেতে পারে,
সে জ্ঞান লভিতে চেষ্টা কর দিবা-বিভাবরী॥
সংসার-সুখ-সম্পদে, অবহেলি হরিপদে,
বাঁধ মন, সে রতন ভবার্ণব পারে তরি।
ভেবে দেখ অনুক্ষণ, কে তুমি কি প্রয়োজন,
কি সংসার, কে স্বজন, কি শরীর কে শরীরী॥

লুম খাম্বাজ—ঠুংরী।

ভালবাসা বড় খাসা, লোভে মেশা কভু নয়।
আশার পিপাসা যাতে সে যে নেসা বিষময়॥
আপনা ভুলিলে পরে, ভালবাসা যায় পরে,
তৃষা আশা লোভ ইচ্ছা কিছু তা'তে নাহি রয়
স্বার্থ আছে মূলে যার, স্নেহ নাম দিলে তার,
সংহারক হলাহলে সুধা খ্যাতি দে'য়া হয়।
প্রেম ত্রিদিবের ধন, পেতে তার আস্বাদন,
করেন সদা যতন, পূতচেতা সাধুচয়॥
ভক্তি কল্পতরু-মূলে, এ ফল সতত মেলে,
ভবে দু একটি স্থলে; পাবে কিছু পরিচয়।
পিতা মাতা হৃদিপটে, সে মূরতি স্বল্প ফুটে,
সুন্দর বিকাশ তথা যথা ঘটে চিত্তজয়॥
পিতৃ মাতৃ মনোভূমে, অঙ্কুরিয়া ধরাধামে,
উঠি স্বর্গে ক্রমে ক্রমে, বিভু পদে পায় লয়।
পর প্রতি স্বার্থ লাগি, হলে পরে অনুরাগী,
সে লোভে বিষম ভ্রমে লোকে ভালবাসা কয়।
হরি হে করুণা-গুণে, প্রেম কণা দাও মনে,
যা'তে পায় শ্রীচরণে, সে ভিক্ষা মাগে বিজয়॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ভবখেলা পাতিবারে, হইয়া ত্রিগুণময়।
তিন রূপে কর বিভু, সৃজন, পালন, লয়॥
সত্ত্বময় মূর্ত্তি তব, শীতল শান্তি-প্রভব,
ভকত-জন-রঞ্জন, ধ্যানে মনে প্রেমোদয়।

অপূর্ণ ভাব উত্থানে, শোভা বিনাশ পতনে,
তাই রজস্তমোগুণে, পূর্ণ শোভা নাহি রয়।
সত্ত্বগুণ ফল স্থিতি, পূর্ণ শোভার বসতি,
শ্রীনিবাস সে কারণে, পুরাণে তোমারে কয়।
রূপ, গুণ, একাধারে, কমলা-শারদাকারে,
করেন মাধব তাই, তোমার অঙ্ক আশ্রয়।
তোমার পদ পরশে, বিরোধ সখ্যতে মেশে,
স্বপত্নীতে ভগ্নী ভাব, চিরবৈর পায় ক্ষয়।
রমা-বাণী সুমিলনে, কি শোভা তব সদনে,
ভুজগ ভুজগাশন, আসন বাহন দ্বয়।
শুদ্ধ করি এ হৃদয়, এস তাহে দয়াময়,
দূর কর ভব-ভয়, কাতরে যাচে বিজয়॥ ৫০

ঝিঁঝিট পাহাড়ী—খৎ।

অনেক মণির খনি আছে, অবনী ভিতরে।
জানকী সম কি আর ধরিবে ধরা উদরে॥
সাধু মৃদু কমনীয়, যা কিছু সজ্জন-প্রিয়,
সে গুণ সম্পূর্ণ ভাবে, উদিত সীতাশরীরে।
ধর্ম্মের সুতীব্র প্রভা, নারীভাব মনোলোভা,
মরি মরি কি সুন্দর, মিশিয়াছে একাধারে।
মা সীতে, গুণভূষিতে, দেখায়েছ স্বচরিতে,
আদর্শ-সতী-জীবন, নারীকুলে শিখাবারে।
সুখ, দুঃখ, দুই ল'য়ে, থাকে জীব লোকালয়ে,
তুমি কিন্তু দুঃখ স'য়ে, করেছ সুখী অপরে।
পাবকে কনক সম, সহিয়া দুঃখ বিষম,
স্বর্গীয় সতী-মাহাত্ম্যে, মোহিয়াছ চরাচরে।
মা তুমি জন্ম-দুঃখিনী, দুঃখি-তাপিত জননী,
দয়া-সুধা-কণা দাও, মাতৃহীন বিজয়েরে॥

ইমন কল্যাণ—চৌতাল।

ভারতে ভীরুতা কেন, যথা ভারত আখ্যান।
কি দোষে পাপ প্রবেশে, যথা রাম-গুণ-গান॥
রাশি রাশি পাপ-নাশি, সুচরিত দিবা নিশি,
পশি দেশবাসী কর্ণে, সদা করে জ্ঞান দান॥
যথা পার্থ ভীষ্ম ধীর, বলি, কর্ণ, যুধিষ্ঠির,
শতরবি ম্লান করি, ইতিহাসে দ্যুতিমান।
সতী বীর-প্রসবিনী, পূত-চরিত-শালিনী,
ভার-রমণী-নামে, ভক্তি-পূর্ণ হয় প্রাণ॥
যথা সীতা, উমা, রমা, ত্রিজগতে নিরুপমা,
জননী-রূপিণী নারী, সবে দেন এই জ্ঞান।
যাহার উন্নতি লাগি, দেবগণ অনুরাগী,
যথা বুদ্ধ, কৃষ্ণ রূপে, উপদেষ্টা ভগবান॥
তথা কেন হেন দশা, কাহারে করি জিজ্ঞাসা,
কে পুরাবে মম আশা, সবে করে জ্ঞান ভান।
শৃগাল সিংহ-ঔরসে, জন্মিল কি পাপ-বশে,
দেববংশধরগণ, কেন পিশাচ সমান॥
যাহাতে সুধা সম্ভবে, তাহাই বিষ প্রসবে,
ভারতে সে দশা এবে, বিজয়ের অনুমান॥

মাইকেল মধুসূদন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১২৩০ সালের ১২ই মাঘ শনিবার যশোর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম—রাজনারায়ণ দত্ত, এবং মাতার নাম—জাহ্নবী দাসী। গ্রাম্য পাঠশালায় মধুসূদনের বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। দ্বাদশ বৎসরের সময় পিতা রাজনারায়ণ ইঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া হিন্দু-কলেজে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইনি বিজাতীয় আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। অবশেষে স্বধর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ইনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন মান্দ্রাজ যাত্রা করেন। এই সময় ক্যাপটিব লেডী নাম্নী তাঁহার প্রথম ইংরেজী কাব্য প্রকাশিত হয়। স্থানীয় ইংরেজী সংবাদপত্রেরও ইনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। অবশেষে এক ইংরেজমহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া ইনি ইংরেজী শিক্ষার চূড়ান্ত পরিণাম প্রদর্শন করেন। আট বৎসর মাদ্রাজে অবস্থিতির পর ইনি পুনরায় সস্ত্রীক কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোকের অনুরোধে ইনি সংস্কৃত "রত্নাবলী" নাটকখানি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩১ শে জুলাই বেলগেছিয়া

বাগানে সেই নাটক মহাসমারোহের সহিত প্রথম অভিনীত হয়। এই সূত্রে মাতৃভাষার প্রতি মধুসূদনের অল্পে অল্পে অনুরাগ জন্মিতে থাকে। উক্ত নাট্যশালার জন্য ইনি ক্রমে ক্রমে "শর্ম্মিষ্ঠা" "পদ্মাবতী" "একেই কি বলে সভ্যতা" "বুড়শালিকের ঘাড়ে রোঁ," প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ইহাঁর "তিলোত্তমা-সম্ভব" নামক প্রথম কাব্য প্রকাশিত হয়, তার পর একে একে "মেঘনাদ বধ" "কৃষ্ণকুমারী নাটক" "ব্রজঙ্গনা," ও "বীরাঙ্গনা" কাব্য প্রকাশিত হয়। তখন ইহাঁর অসাধারণ কবিত্ব সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ হইয়া যায়।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন ব্যারিষ্টার হইবার উদ্দেশ্যে ইনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। প্রবাসে অবস্থিতি কালেই ইহাঁর "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" রচিত হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ব্যারিষ্টারি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি স্বদেশে প্রত্যাগত হন। কিন্তু এই ব্যবসায় ইহাঁর কিছুই উপার্জ্জন হইল না। অবশেষে অশেষ দারিদ্র্যযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ১২৮০ সালের ১৬ই আষাঢ় রবিবার ইনি পরলোকে গমন করেন।

ললিত-বিভাষ—আড়াঠেকা।

যেয়ো না রজনি আজি লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি এ পরাণ যাবে॥
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয় অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।
বার মাস তিতি, সতি নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি কি সান্ত্বনা ভাবে;
তিনটি দিনেতে, কহ লো তারা কুন্তলে
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এমন জুড়াবে।
তিন দিন স্বর্গ দীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে।
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি—কহিলা কাতরে।
নবমীর নিশা শেষে গিরিশের রাণী॥

ভৈরবী-বাহার—যৎ।

মধুরবসন্ত আগমনে, মধুপ গুঞ্জরে সঘনে,
করি মধুপান সুখে ফুলকাননে।
কত পিকবরে, পঞ্চম কুহরে,
মনোহর সে ধ্বনি শ্রবণে॥
উপবন যত, সৌরভ-রসিত,
সতত মলয়-সমীরণে।
সুখের কারণ, বসন্ত যেমন,
না হেরি এমন ত্রিভুবনে॥

বারোঁয়া—ঠুংরি।

পিরীতি পরম রতন।
বিরহে পারে কি কভু হরিতে সে ধন॥
কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভালবাসে লোকে,
কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে, প্রেম-আকিঞ্চন।
মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ সুখের তরে,
যথা অমানিশান্তরে শশীর শোভন॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন হেরেছিলাম তারে।
বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটিল আমারে।
সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন,
সাধে হ'য়ে পরাধীন, নিশিদিন ভাবে পরে।
শরমে মরম ব্যথা, নারি প্রকাশিতে কোথা,
জড়ের স্বপন যথা, অন্তরে মরি গুমরে॥

সোহিনী—বাহার।

আমি ভাবি যার ভাবে সে ত তা ভাবে না।
পোড়ে প্রাণ দিয়ে পরে, হ'লো কি লাঞ্ছনা॥
করিয়ে সুখেরি সাধ, একি বিষাদ ঘটনা।
বিষম বিবাদী বিধি, প্রেম-নিধি মিলিল না॥
ভাব লাভ আশা করে, মিছে পরেরি ভাবনা।
খেদে আছি ম্রিয়মাণ বুঝি প্রাণ রহিল না॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

এই তো সে কুসুমকানন গো।
পাইয়েছিলেম যথা পুরুষরতন॥
সই পূর্ণ শশধরে, সেইরূপ শোভা ধরে,
সেই মত পিকবর-স্বরে হরে মন॥
সেই এই ফুলবনে, মলয়ার সমীরণে,
সুখোদয় যার সনে, কোথা সেই জন।
প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে বরিষে বারি,
এত দুঃখে আর নারি, ধরিতে জীবন॥

পিলু-বারোঁয়া—ঠুংরি।

আরে পরবশ মন।
পরে জানিবে পর যে কেমন॥
ছি ছি মন পরেরি তরে, কি হবে যতন করে,
পরস্পর হবে পরে, সদা জ্বালাতন॥
পরাধীন মন যার, বাঁচিয়া কি ফল তার,
বিনা দাহে অনিবার, দহে সেই জন।
কেন মন পরেরি লাগি, হও সদা অনুরাগী,
হতে হবে দুঃখভাগী যাবত জীবন॥

আশা-গৌরী—আড়া।

অসুখী ভ্রমরদলে।
নলিনী মলিনী ক্রমে বিষাদে সলিলে॥
অবসান দিনমান শশী প্রকাশিত কুমুদী হেরি
হাসিলো, যুবক যুবতী, হরষিত অতি,
বিরহিণী ভাসিছে আঁখি-জলে॥
চক্রবাক চক্রবাকী বিরহে ভাবিত,
কপোতীপতি-মিলিত,
নিশি আগমনে কেহ সুখি মনে,
কার মনঃ দহিছে দুঃখানলে॥

ধানী-মুলতান—কাওয়ালী।

শুনিয়ে মোহন, মুরলী গান।
করি অনুমান, গেল বুঝি কুলমান॥
প্রাণ কেমন করে, সুমধুর স্বরে,
ধৈরয মন না ধরে,
সাধ সতত হয় শ্যাম দরশনে,
লাজ ভয় হ'লো অবসান॥

নারি সহচরী, রহিতে ভবনে,
ত্রিভঙ্গ—শ্যাম—বিহনে,
চিত যে বঞ্চিত ত্বরিত-মিলনে,
না দেখি তাহার সুবিধান॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

যাইতেছে যামিনী, বিকসিত নলিনী।
প্রিয়তম দিবাকর হেরিয়ে,
প্রমোদিনী, ভানু-ভামিনী,
শশী চলিল তাই হে'রে
বিষাদে বিমলিনী কুমদিনী,
অতি দুঃখিনী।
মধুকর ধায় মধুর কারণে ফুল বনে
বিহঙ্গের মধুর স্বরে মোহিত করে
প্রমোদ ভরে বিপিন চরে,
নবতৃণাসনে হরষিত মনোহারিণী॥

কাফী-জংলা—যৎ।

মনে বুঝে দেখ না।
এ মান সহজে যাবেনা তা কি জাননা॥
যে করে তোমারে যতন অতি,
চাতুরী তাহার প্রতি,
তার প্রতীকার না হলে আর,
কোন কথা কবে না।
যে দোষে তোমার মনোমোহিনী,
হয়েছে অভিমানিনী,
সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি,
পায়ে ধ'রে সাধনা॥

বেহাড়া—পোস্তা।

সুমতি ভূপতি তুমি ওহে মহারাজ।
সুখে থাক ধনে মানে, রিপুগণে দিয়ে লাজ।
পাইলে হারানিধি, প্রিয়তমা পুনরায়,
বাসনা পূর্ণ হলো, সুখে কর রাজকাজ।
হয়ে সুবিচারে রত, কর বহু যশোলাভ,
যেমন শোভে ক্ষিতি, তারাপতি দ্বিজরাজ।

বাহার—জলদ-তেতালা।

উদয় হইল সখী, সরস বসন্ত।
মোদিত দশ দিগ পুষ্পগণে—
আর বহিছে সমীর—সমীর সুশান্ত।
পিককুল-কূজিত, ভৃঙ্গ-বিগুঞ্জিত,
রঞ্জিত কুঞ্জ নিতান্ত।
হত বিরহিণী, মন্মথ-তাড়ন,
তাপিত তনু বিনে কান্ত।

খাম্বাজ খেমটা।

এখন কি আর নাগর তোমার
আমার প্রতি সে মন আছে।
নূতন পেয়ে পুরাতনে
তোমার সে যতন গিয়েছে॥
তখনকার ভাব থাক্‌তো যদি,
তোমায় পেতাম নিরবধি,
এখন, ওহে গুণনিধি,
আমায় বিধি বাম হয়েছে।
যা হবার আমার হবে, তুমি তো হে সুখে রবে,
বল দেখি শুনি তবে,
কোন নূতনে মন মজেছে॥

খাম্বাজ খং।

চল সকলে আরাধিব কুসুমবাণে।
সঘনে করতালি দেহ মিলিয়ে,
যতনে পূজিব হরষিত মনে॥
বাছিয়া তুলিয়াছি নানা কুসুম,
অঞ্জলি পূরিয়া দিব চরণে।
সখীর পরিণয়ে শুভ সাধিতে,
তুষিব দেবেরে মঙ্গল গানে॥

লুম—খং।

আর কি কব তোমারে।
যে জন পিরীতে রত,
সুখ দুঃখ সহে কত, পরেরি তরে॥
সুধাকর-প্রেমাধীনী, অতিসুখী চকোরিণী,
কভু হয় বিষাদিনী বিরহ-শরে॥
নলিনী ভানুর বশে, মগন প্রণয়-রসে,
তথাপি কখন ভাসে, বিষাদনীরে।
প্রেম সমভাব নহে, কভু সুখ ভোগে রহে,
কভু বিরহে দহে নয়ন ঝরে॥

গঙ্গাচরণ সরকার।

হুগলীর সন্নিকট চুঁচুড়ায় ১২৩০ সালের আশ্বিন মাসে গঙ্গাচরণ সরকার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম—রামবল্লভ সরকার। রামবল্লভ ইংরেজীনবীশ ছিলেন বলিয়া, তাঁহার ডাক নাম ছিল—রামবল্লভ মাষ্টার। পাঠশালার প্রচলিত বাঙ্গালা শিক্ষার পর গঙ্গাচরণ হুগলী কলেজে প্রেরিত হন। এখানে ইনি 'সিনিয়ার স্কলারসিপ' নামক বৃত্তিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষায় সকলের শীর্ষস্থানীয় হওয়ায়, ইনি এক মেডেল পুরস্কার পাইয়া ছিলেন। মাতৃভাষার উপর ইঁহার আশৈশব অনুরাগ দেখা যাইত। সে অনুরাগের ফল—তাঁহার পুত্র সাহিত্য-রথী আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ—যুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারে প্রতিফলিত হইয়াছে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৬ বৎসর কাল ইনি একাধিকক্রমে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ৭৫৲ টাকা বেতনের সেরেস্তাদার হইতে ১০০০৲ হাজার টাকা বেতনের সবজজের পদের গৌরব ইনি সমভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। অবসরকালে সঙ্গীত ও সাহিত্যালোচনারই ইঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। ইনি কয়েকটি পাঁচালীর পালা রচনা করিয়া ছিলেন। গঙ্গাচরণ নানা বিষয়ে অনেক উৎকৃষ্ট সঙ্গীতও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সদালাপী, মিষ্টভাষী ও রহস্যপ্রিয় লোক অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ১২৯৫ সালের ২২ কার্ত্তিক মঙ্গলবার রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর ইঁহার দেহান্তর হয়।

মাহমা-বাহার—খং।
আশ্চর্য্য তোমার কার্য্য বাক্যমন পথাতীত,
ভাবিলে আনন্দসিন্ধু হয় মনে উচ্ছ্বসিত॥
এই দেখি প্রভাকরে ভুবন উজ্জ্বল করে,
ক্ষণেক বিলম্ব পরে, সব তম-আচ্ছাদিত।
কভু প্রভু অকস্মাৎ, হয় ঝঞ্ঝা বজ্রপাত,
কভু মন্দ মন্দ বাত সৃষ্টি করে আমোদিত॥
এইরূপ তবাদেশে, কাল প্রদেশ-বিশেষে,
প্রকৃতি বিবিধ-বেশে, হয় প্রকাশিত।
তুমি প্রভু মূলাধার, যা কর তা চমৎকার,
তব মহিমা অপার, তব কার্য্যে পরিচিত॥

ললিত—আড়া।
ভাবিতে তাঁহারে মন কেন রে সংশয়।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর সদা দেয় পরিচয়॥
দিবসেতে দিবাকর, রজনীতে নিশাকর,
আর যত তারাগণ, ভ্রমে আর এই কয়।
এক সর্ব্বশক্তিমান্, যিনি ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থান,
আমা-সবার নির্ম্মাণ, সেই প্রভু হ'তে হয়॥
যদি বল তারা সবে, ভ্রমে সতত নীরবে,
কেমনে সঙ্গীত তবে, তাঁরি গুণ কয়।
কিন্তু রে অবোধ মন, কর জ্ঞান কর্ণার্পণ,
সে অপূর্ব্ব কীর্ত্তন শুনিবে নিশ্চয়॥

ভৈরবী—খং।
ভুবন ভুলালে হরি লীলার ছলেতে।
সুরাসুর নরনাগ না পায় ভেবে মনেতে॥
চক্রপাণি নীরদ-তনু, কভু হাতে শর-ধনু,
কভু ব্রজে বাজাও বেণু, চরাও ধেনু গোঠেতে।
যার প্রভু ধর পায়, কাঙ্গালিনী কর তায়,
কাঙ্গালিনী তব কৃপায়, বসে সিংহাসনেতে॥

পুরবী—একতালা।
কেরে কাল-কামিনী, বাস-পরিহারিণী।
চরণে তরুণ অরুণ-নিকর,
নখর-নিভাতি নিন্দি নিশাকর,
ঊরু রম্ভা তরু নাভি মনোহর,
মুকুর কটিতে কিঙ্কিণী।
পীযূষ-পূরিত পীন পয়োধর,
পানে পুলকিত সুরাসুরনর,
করে শোভে অসি মুণ্ডাভয়-বর,
কিবা নর-মুণ্ডমালিনী॥
তড়িৎ জিনি হাস্য সুচারু বদনে,
খঞ্জন-গঞ্জন যুগল নয়নে,
শিশু-শব সব শোভিত শ্রবণে,
কিবা আধশশি-ভালিনী।*
হেরে কাল কান্তি এলো কুন্তলে,
কাদম্বিনী কাঁদে বরিষণ ছলে,
বামা গঙ্গাধর হৃদি হ্রদজলে,
শোভে যেন নীল-নলিনী॥

বাঙ্গালা—কাওয়ালী।
(আজি) গিরিবাসে যান হর সাজি বর।
আনন্দ অপার, পরিহিত-বাঘাম্বর,
শিরে শোভে শশধর, উথলিয়া গঙ্গাজল,
ঝরিছে ঝর ঝর॥
অমর সকলে হইয়া মিলিত,
অশেষ আমোদে কত আমোদিত,
বরযাত্র যান যবে বরের সহিত,
যাহার বাহন যেই তাহাতে করি ভর॥
ধাধুম কেটেতাক্, ধাধুম কেটেতাক্—
বাজনা বাজিছে,
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ
ভূতগণ নাচিছে,
বম বম গালবাদ্য সকলে করিছে,
কোলাহলে কুতূহলে বলিছে হর হর॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।
রমণি তোমার গুণে সুখময় এ সংসার।
জগতমোহিনী তুমি জগতের অলঙ্কার॥
তুমি যদি এ মহীতে বিধুমুখে না হাসিতে,
শশিশূন্য নিশিসম হ'ত সব অন্ধকার।
তুমি ধনি যেই নরে, নাহি হের প্রেমভরে,
নরপতি হয় যদি সংসারে সন্ন্যাস তার॥

---

* এই গানটি অধিকাংশ পুস্তকে রামপ্রসাদের রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে।

দীনবন্ধু মিত্র।

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী চৌবেড়িয়া গ্রামে ১২৩৫ সালে (১৮২৯ খৃষ্টাব্দে) দীনবন্ধু মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। নীলদর্পণ সধবার একাদশী, নবীন তপস্বিনী, প্রভৃতি গ্রন্থ ইহাঁরই অবসর লেখনী প্রসূত। বঙ্গভাষাকে এই সকল অনুপম রত্নালঙ্কারে ইনি সমলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। ইনি কলিকাতা জেনেরল পোষ্টাফিসে চাকরী করিতেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে ইনি 'রায় বাহাদুর' উপাধি পাইয়াছিলেন। ১২৭৯ সালের ১৭ই কার্ত্তিক ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ১লা নবেম্বর ইহাঁর মৃত্যু হয়। বঙ্গসাহিত্যে দীনবন্ধু নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে।

কালাংড়া—কাশ্মিরীখেম্‌টা।

মদনমোহন, মুরলীবদন,
বল বিবরণ, কোথায় ছিলে।
বাঁধি প্রেমজালে, কে নিশি জাগালে,
কে বল কপালে, সিন্দূর দিলে?
নরেশনন্দিনী, কুলের কামিনী,
বিপিনবাসিনী, তোমার তরে;
বিনা দরশন, বিষন্ন বদন,
ফুলেছে নয়ন, রোদন ক'রে।
আর নিশি নাই, কেঁদে কেটে রাই,
ঘুমায়েছে ভাই, তুল না তায়।
নীরবে শ্রীহরি, কর হে শ্রীহরি,
উঠিলে সুন্দরী, ঘটিবে দায়॥

আড়ানা-বাহার—তেওট।

হে নিরদয় নীলকরগণ!
আর সহে না প্রাণে এ নীল-দাহন॥
দাহনের সুকৌশলে, শ্বেত-সমাজের বলে,
লুটে'ছ সকল ধন কি আর আছে এখন॥
দীনজনে দুঃখ দিতে, কাহার না লাগে চিতে,
কেবল নীলের হেরি পাষাণ সমান মন।
কুটিল-স্বভাবে শেষে, কালী দিলে বঙ্গে এসে,
ভরিলে জলধি-জল পোড়া'তে স্বর্ণভবন॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রাণ যায় প্রাণ যায় প্রাণ-সজনি।
কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই বল সই,
বিফলে গেল যে রজনী॥
প্রেম-পিপাসায় নাশে প্রমদায়,
কি উপায় করে রমণী।
দিলেম আপনা হ'তে কুলে কালী,
জল বাঁধলাম বাঁধ দিয়ে বালি,
ম'লে যদি এসে বনমালী,
বোলো শ্যাম ব'লে মরিল ধনী॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

কি হেরিলাম আমরি, কিবা রূপ মাধুরী,
আসিতে না পারি ফিরে, এলাম ধীরে ধীরে।
দেখিতে রূপ লাজ তরে, পারি নাই প্রাণ ভরে,
যদি বিধি দয়া করে, পুনরায় দেখায় তারে,
লাজের মুখে ছাই দিয়ে, চাইব ফিরে ফিরে॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কামিনী কোমল মনে বিরহ কি যাতনা।
অনাথিনী জানে সখি, অনাথিনী-বেদনা॥
যেন ফণী মণিহারা, নয়নে সলিলধারা,
দীনহীনা ক্ষীণ কায়া, অবিরত ভাবনা॥

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেটিরী গ্রামে ১৭৫৪ শকাব্দের ২৮শে চৈত্র বিষ্ণুরাম জন্মগ্রহণ করেন। মেটিরী কাটোয়ার পরপারবর্ত্তী। অতি শৈশবেই ইনি পিতৃহীন হন। বাল্যকাল হইতেই কবিতা-রচনায় ইনি অভ্যস্থ ছিলেন। "রাম-বাল্যলীলামৃত" "গীতমালা" "কুলকন্যার দ্বিরাগমন" প্রভৃতি কয়েকখানি কবিতাগ্রন্থ ইনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর ন্যায় ভক্ত ও ভাবুক কবি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ৬৯ বৎসর বয়সে ১৩০৮ সালের ২৪শে ফাল্গুন ইনি পরলোকে গমন করেন।

ভৈরবী—পোস্তা।

আমার মন ভুলালে যে, কোথায় আছে সে। ২
সে দেখে আমি দেখি না,
ফিরে চাই আশে পাশে ॥
পেলাম দেখ্‌লাম তারে, এই সে বলি ধরি যারে,
বুঝি নয় সে হলে পরে,
আর কি মন ফিরে আসে ॥
বল্ দেখি রে তরু লতা।
আমার জগজ্জীবন আছেন কোথা,
তোরা পেয়ে বুঝি কস্‌নে কথা,
তাই তোদের কুসুম হাসে।
বল্ দেখিরে বিহঙ্গকুল,
তোরা কার প্রেমে হয়ে আকুল,
থেকে থেকে ডেকে ডেকে,
উড়ে যাস্ কার উদ্দেশে ॥
বল্ দেখি রে হিমাচল,
তুই কিসে এত সুশীতল,
ঝরিছে অশ্রুজল, কার অনুরাগে মিশে।
পেয়ে বুঝি রত্নবর, সিন্ধু, নাম ধ'রেছিস্ রত্নাকর,
তাই উত্তাল তরঙ্গ তুলে, নৃত্য করিস্ উল্লাসে ॥
লুকিয়ে থেকে প্রেম করে,
এমন প্রেম ত দেখি না রে,
(একবার) দেখা হলে সুধাই তারে,
কেন সে ভাল বাসে।
কোথা আছ দেখা দাও, করুণানয়নে চাও,
হৃদয়-সখা সাধ পুরাও প্রকাশি হৃদিবাসে ॥

বিভাষ—একতালা।

এই বিশ্ব মাঝে, যেখানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।
বিবিধ বরণে বিভূষিত করে,
তার উপরে তোমার নামটি দিয়েছ ॥
পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয় যে তোমার 'দয়াল' নামটী লেখা,
"সুন্দর" নাম তোমার বিহঙ্গের অঙ্গে আঁকা,
"প্রেমানন্দ" নামটি নয়নে লিখেছ ॥
চন্দ্রাতপ তুল্য গগনমণ্ডল,
দীপালোকে যেন করে ঝলমল,
তার মাঝে ইন্দু, ক্ষরে সুধাসিন্ধু,
'সুধাসিন্ধু' নাম তায় অঙ্কিত করেছ।
জলেতে লিখেছ "জগৎ জীবন"
পবন হিল্লোলে হয় দরশন,
জ্বলন্ত অক্ষরে জলদে লিখন,
"জ্যোতির্ম্ময়" নামে জগৎ দেখাতেছ ॥
ভূস্তরে প্রস্তরে যাবৎ চরাচরে,
"সর্ব্বব্যাপী" নাম লিখেছ স্বাক্ষরে,
লেখা দেখে তোমায় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে,
লেখার মত কেন দেখা না দিতেছ।
হৃদয়ে লিখেছ "হৃদয়-বল্লভ"
প্রেমসূর্য্যোদয়ে হয় অনুভব,
তন্নামে অঙ্কিত তোমারি ত সব,
হাতে-কলমেতে ধরা যে পড়েছ ॥

ইমন—কাওয়ালী।

সুধামাখা নাম তোমার।
ঐ নাম যখন মনে পড়ে, সুধাময় হয় হৃদয় আমা[র]
নাম ধরে যখন ডাকি, প্রেমানন্দে ঝরে আঁখি,
সুধাময় ব্রহ্মাণ্ড দেখি,
দেখি তোমায় সুধার আধার।

প্রেম করে যে যা বলে, প্রেমসিন্ধু তোমার নাম,
শ্যাম বলুক শ্যামা বলুক, অথবা বলুক শিব রাম,
যে জাতি বলুক যে ভাষায়,
বঞ্চিত হবে না সে আশায়,
সকল ভাষার গুরু তুমি,
তোমার কাছে নাই জাত-বিচার।
তোমার কি আর পিতা আছে,
নাম রেখেছে শিশুকালে;
সকলের পিতা তুমি,
সবাই পালিত তোমার কোলে;
তোমার ভক্ত যেই সেই তোমার পিতা,
সেই তোমারি জন্মদাতা
নাম রাখে সে মনের ভাবে,
সেই ভাবে হও নবকুমার॥

মল্লার—একতালা।

তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার।
ফলভরে অবনত, শাখারি আকার॥
প্রাপ্ত হয় আত্ম-বিস্মৃতি, ব্যাপ্ত হয় জগতে প্রীতি
লুপ্ত হয় ভাবনা ভীতি, ক্ষিপ্ত যে প্রকার;
সুখ-দুঃখে সমভাব হৃদয় স্বর্গ তার॥
কখন হাস্যবদন, কখন করে রোদন,
কখনো মগন মন, বাল্য-ব্যবহার;
আনন্দে ভাব-সমুদ্রে দিতেছে সাঁতার॥
শান্ত দান্ত বিবেকযুক্ত, অনাসক্ত জীবন্মুক্ত,
ভজনেতে অনুরক্ত, চিত্ত অনিবার;
কি আনন্দে কর হে তোর হৃদয়ে বিহার॥
তার প্রেম লাগি তোমাতে,
তোমার প্রেম লাগি তাহাতে,
আনন্দ-লহরী তাতে উঠে বারে বার,—
মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার॥
এমন দিন কি আমার হবে,
তোমার জন্যে সকল সবে,
সম্ভব হবে সে তবে, করুণা তোমার,—
ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্ জানিয়াছি সার॥

রামপ্রসাদী সুর।

প্রেম বিনে কি সে ধন মিলে।
জগৎ সৃষ্ট পুষ্ট প্রেমের বলে॥
জ্ঞান-আলোকে দেখ্‌বে যদি,
প্রেমের তৈল দাও রে ঢেলে।
আছে ঘরের মধ্যে পরম নিধি,
কোল আঁধারে ঘুরে ম'লে॥
প্রেম বিনে তা মিল্‌বে ত না,
কি ধন মিলে প্রেম না হলে।
তোমার ভাই বন্ধু কোথায় রবে,
প্রেমের বাঁধন কেটে দিলে॥
প্রেমে হাসায় প্রেমে কাঁদায়,
প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে।
এ সব প্রেমের রাজ্য, প্রেমের কার্য্য,
প্রেম আছে সকলের মূলে॥
প্রেম আছে তাই জগৎ আছে,
প্রেম আছে তাই জীবন বাঁচে।
ওরে, প্রেম লয়ে যায় তাঁরি কাছে,
এই প্রেম পবিত্র হলে॥
প্রাণ ছাড় ত প্রেম ছেড় না,
প্রেমের গাছেই সে ফল ফলে।
তিনি সব এড়ায়ে যেতে পারেন,
ধরা পড়েন প্রেমের কলে॥

বাউলের সুর—একতালা।

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে।
তত্ত্ব তার, না পাই বেদ-পুরাণে॥
তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনী,
হৃদয় বন্ধু কিংবা পুত্র কন্যে,—
তোমার এ নহে সম্ভব, এ কি অসম্ভব,
সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবি নে।
ও হে, শাস্ত্রে শুন্‌তে পাই, আছ সর্ব্ব ঠাঁই,
কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে;—
তুমি হবে কেউ আমার,
আপনার হতেও আপনার, (তোমার পানে)
আপনার না হলে মন কি টানে॥

ললিত বিভাস—একতালা।

যিনি মহারাজা, বিশ্ব যাঁর প্রজা,
জান না রে মন আমি পুত্র তাঁর।
সামান্য ত নই, রাজপুত্র হই,
পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার ॥
আমার পিতার রাজ্য সমুদয়,
আমারে কেবা দিতে পারে ভয়,
এ ভব সংসার, পিতার পরিবার,
কণ্ঠের হার রে,—
পিতার রাজসিংহাসন হৃদয় আমার ॥
পিতার ভালবাসায় সবে ভালবাসে,
বৃক্ষগণ নানা ফল-ফুলে তোষে,
বায়ু বহে গায়, জলদ যোগায় জল রে ;
তাইতে রবি শশী এসে নাশে অন্ধকার ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল,
আছি ভাল প্রাণে প্রাণে।
কোথায় কুশল তব, আয়ুর্যাতি দিনে দিনে ॥
দারা সুত প্রভৃতি, কেহ না হইবে সাথি,
জ্ঞান কর অবস্থিতি, তোমার সহায় জীবনে।
যুক্তি বেদ মতে চল, মিছে মায়ায় কেন ভুল,
ইন্দ্রিয় আছে সবল, ভজ সত্য নিরঞ্জনে ॥

রামকেলী—আড়খেমটা।

তরু বল্ রে বল্ ও তরু বল্ রে।
কে তোরে সাজালে দিয়ে গায়ে গায়ে,
পত্র পুষ্প ফল রে ॥
ছিলি এক বালির মত, হ'লি তায় হস্ত শত,
কাণ্ড প্রকাণ্ড কত, কার কৃত কৌশল রে।
ওরে বল্ রে তরু কার উদ্দেশে,
গগন ভেদ ক'রে যাস্ ঊর্দ্ধদেশে,
হ'লি সংসারে এসে কার প্রেমে অচল রে ॥
এমন শীত উষ্ণ স'য়ে, নিরন্তর খাড়া র'য়ে,
কি ভাবিস্ নীরব হ'য়ে,
ভাব দেখে বিহ্বল রে ;—
ওরে, ত্যজ্য ক'রে ভোগ-বাসনা,
তরু করিস্ রে কার যোগ সাধনা,
কঠোর যোগী জনা, সার করে তোর অল রে ॥
অনিলের সঙ্গে মিলে, আনন্দে হিলে হিলে,
কার গুণ গাস্ রে জিলে, স্বরে হই শীতল রে।
কেন, দেখতে পাই রে প্রভাত হ'লে,
ধরা ভেসে যায় তোর নয়নজলে,
না জেনে লোকে বলে, শিশির পড়া জল রে ॥
শাখি তোর শাখা পরে,
পাখীতে কি গান করে,
তাই প্রেম-ভরে মাথা নড়ে,
ঝরে পাতা দল রে ;—
মাথা নোয়ায়ে কারে, তরু,
প্রণাম করিস্ বারে বারে,
কি জানাস্ করযোড়ে হইয়ে চঞ্চল রে ॥
পর-হিতেরি তরে, প্রাণ দান দিস্ অকাতরে,
বলব কি ধন্য তোরে, ধন্য ধর্ম্ম বলরে ;—
আশ্রিত হিংস্রকে, আতপে করিস্ রক্ষে,
এ নীতি শিখালে কে, লোকে যা বিরল রে ॥
রূপ গুণ ভঙ্গী ভাবে, ভক্তি-প্রীতি-প্রভাবে,
মুগ্ধ করেছিস্ সবে, শোভে ভূমণ্ডল রে ,—
বল রে তোর পত্রে পত্রে,কে লিখলে ছত্রে ছত্রে
এক সত্য জগৎ মিথ্যে, মোহময় সকল রে ॥

রামকেলী—আড়খেমটা।

পাখি বল রে বল ও পাখি বল রে।
কে তোদের রূপে গুণে এ ভুবনে
করেছে উজ্জ্বল রে।
গায়ে বিচিত্র পাখা, যেন পোষাকে ঢাকা,
রক্তবৎ চক্ষু বাঁকা গল চঞ্চু যুগল রে ;
কোথা, যাসরে পাখি শূন্যে ধেয়ে,
ডানার দাঁড়ে ডিঙ্গী বেয়ে,
কার গুণ বেড়াস্ গেয়ে,
কার কাজে চঞ্চল রে ॥
নিশি পোহালো দেখে,নিত্যলোক জাগাস্ ডেকে,
নিত্য যাস্ বৃক্ষ থেকে, সুদূর অঞ্চল রে ;
আবার, সন্ধ্যা হ'লে আসিস চলে,
দিন গেলো দিন গেলো ব'লে,
কার কথায় পথ না ভুলে, করিস্ চলাচল রে ॥
সামান্য চঞ্চু দুটী, এনে তায় কাটীকুটী,
করিস্ ঘর পরিপাটী, বায় টাটি সকল রে

সুখে থাক্‌বে বলে শিশু ছানা,
বিছাস্ তার কোমল বিছানা,
এ কোথা হলো জানা, রচনা-কৌশল রে॥
নাই রোগ নাই কোনো বালাই,
না চাই ঔষধ বৈদ্য দাই, সক্ষম স্বচ্ছন্দ সদাই,
সর্ব্বদাই নির্ম্মল রে;—
তোরা, যেমন চতুর চূড়ামণি,
সতর্ক সাবধান তেমনি, তেমনি অনুসন্ধানী,
অগম্য কোন্ স্থল রে॥
পালকে তিলক প'রে, ভক্তের ন্যায় ভাবটী ধ'রে,
নগরকীর্ত্তন কি ক'রে, বেড়াস্ বেঁধে দল রে।
গান গেয়ে বেড়াস্ যথা তথা,
কষ্ট দিলেও মিষ্ট কথা, এ প্রথা শিখলি কোথা,
দেবতায় বিরল রে॥
কভু এক পদে নগ্ন, মুদে চোক্ ধ্যানে মগ্ন,
সঞ্চয় না করিস্ অন্ন, রত্ন যেন মল রে।
দারুণ শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদিতে,
সমভাব পাই দেখিতে, জ্ঞান লভে শুকপাখীতে,
সেই শিক্ষার কি ফল রে॥
গুণে হোস্ মহৎ ভারি, নোস্ কারো ঈর্ষাকারী,
এ লোকে উল্‌টো তারি, নর নারী খল রে।
বুঝি, তাইতে যেতে চাস্‌নে কাছে,
লোক ছেড়ে বাস করিস্ গাছে,
গাছ তাই আহ্লাদে নাচে,
দুলিয়ে শাখা-দল রে॥
কি পুণ্যে পূর্ব্বমত, তোরা স্বধর্ম্মে রত,
সতত দৃঢ়ব্রত, স্বজাতিবৎসল রে।
কারো কুচ্ছতে নাই উচ্চমতি,
উচ্চে তোদের স্থিতি গতি,
নীচে নীচ হয়ে অতি, আমরা রই কেবল রে॥
কে বলে তোদিকে হীন,
তোরাই সুখী সৎ স্বাধীন,
নাই প্রভু দাস ধনী দীন, ভাণ্ডার ভূমণ্ডল রে।
তোদের, পবিত্র দম্পতী-প্রীতি,
প'ড়েছিস্ কি ধর্ম্মনীতি,
পাতা কি পুরাণ পুথি, চৌপাড়ী জঙ্গল রে॥

পিলু—পোস্তা।

শুন্‌তে সুখ সকলি দুখ সংসারে সকলি জ্বালা।
রোগের জ্বালা শোকের জ্বালা,
চিন্তা-জ্বরে মনের জ্বালা॥
ঘরে বাহিরে জ্বালা, সুজন দুর্জ্জনের জ্বালা,
জ্ঞাতি-কুটুম্বের জ্বালা, বিষম জ্বালা বাক্য-জ্বালা।
হ'লে জ্বালা নইলে জ্বালা, রইলে জ্বালা
গেলে জ্বালা, জ্বালায় প্রাণ ঝালাপালা,
জলে গেলে না জুড়ায় জ্বালা॥
প্রথম আগুনের জ্বালা, শেষেও আগুনের জ্বালা,
মাঝেও আগুনের জ্বালা,
আগুন-জ্বালায় জঠর-জ্বালা।
অধীনের অধিক জ্বালা, ততোধিক ঋণের জ্বালা,
চার চালার কত জ্বালা,
সংসার-জালা ভরা জ্বালা॥
বিষয়ের বিষের জ্বালা, তার কাছে কিসের জ্বালা
স্থান দিয়ে শীতল পদে,
ঘুচাও হরি, পাপের জ্বালা॥

পিলু—পোস্তা।

মিছে সুখ মিছে শোভা মিছে ভালবাসাবাসি।
মিছে সাধ মিছে আহ্লাদ
কাল সাধে বাদ প্রমাদরাশি॥
মিছে ধন মিছে স্বজন, মিছে এ জীবন যৌবন,
যৌবন বন-ফুলের মতন, মুলে পতন হলে বাসি।
মিছে ভাব মিছে ভঙ্গী, মিছে জাকজমক জঙ্গী,
কে হবে সঙ্গের সঙ্গী,কোথা বা রবে দাস দাসী॥
মিছে সমাদর সম্মান মিছে অহং অভিমান,
কেশে যেই পড়িবে টান,শুকাবে মুখ যাবে হাসি,
জগতের উপর নীচে যা দেখ সকল মিছে,
ছাড় রে মিছের পিছে, ধর রে সেই অবিনাশী॥

সিন্ধু ভৈরবী—পোস্তা।

বর সাজিয়ে ঢোল বাজিয়ে লোক জাগিয়ে
জানিয়ে যায়।
আজ শ্বশুর-বাড়ী সোনার বেড়ি,
পরিতে চলিলাম পায়॥

যাবজ্জীবন কারাবাস, তায় কত মনে উল্লাস,
গলায় দিয়ে প্রেমের ফাঁস,বেদেনী বাঁদর নাচায়।
ঠুলি দিয়ে টানায় ঘানি,
বা'র করে তেল খাওয়ায় ছানি,
হাঁকায় মেরে পার গুতানি,
চড়ে আর পাথর চাপায়॥
হ'তে হয় শেষ ধোঁবার গাধা,
চড়ে চাপায় লাদার গাদা,
ডাকায় হাঁকায় মেরে গদা,
ছোলা ঘাস জুটো না পায়।

ভরে না বাসনার খাদ, পেতে সাধ গগনের চাঁদ,
সদাই মুখে দে দে নাদ, বজ্রনাদ চেয়ে চমৎকায়॥
কেউ করে খেদ বৌ না পেয়ে,
কেউ পেয়ে দুখ বেড়ায় গেয়ে,
দিল্লীর লাড্ডু কেউ বা খেয়ে,
কেউ বা না খেয়ে পস্তায়।
জড়ায় যেই আটা-কাটিতে
উড়তে যায় পড়ে মাটিতে,
জুড়াতে ভবের ভাটীতে,
হরিভজন বই আর নাই উপায়॥

খাম্বাজ—আড়াখেমটা।

আগে আপনার মনকে বোঝা।
তবে ঘাড়ে নিস্ বোঝানোর বোঝা॥
ভূত ছাড়াতে গিয়ে দাতে দাত লাগে যার,
ওরে, পাগল দাঁত লাগে যার, সে কি ওঝা॥
কানায় কানায় পথ দেখাতে,গর্ত্তে পড়ে দুজনাতে,
কু জর কুঁজ করিতে সোজা যাস্ পশ্চাতে,
ওরে পাগল আপনি আগে হ'রে সোজা।
যে নয় দাড়ীর কাজের কাজী, সে যদি হয়
নায়ের মাঝি, মজায় আর সে মজে নিজে,
মাঝামাঝি, ওরে পাগল,
সব কাজে চলে না গোঁজা॥
ঢাল তরয়াল ক'রে হাতে, বেহাতো হয় যেজন
তাতে, পরের ঘরে সে কি পারে, চোর তাড়াতে
ওরে পাগল, মুখ সাপোটে হয় না বোঝা।
মুখে সাধু মনে পাজী, মেলে তা অনেক বাবাজী,
মনে মুখে সমান হলে, সবাই রাজি,
ওরে পাগল, তুই ভাল নয় পূজা রোজা॥

বাহার—কাওয়ালী।

কাল হয়েছে কলি দুখের কথা বলি কায়।
আসল যে তা অচল হ'লো আদরে নকল বিকায়
পুরাতনে আর রোচে না,
তাই দেশের দুঃখ ঘোচে না,
ভাল কি মন্দ বাছে না,
শস্তা চায় বঙ্গের বোকায়।
হবে কি ধান্য গোধূম, যজ্ঞ-বেদিকা নির্ধূম,
এখন কেবল সভার ধুম, কু-মৎলবে মত পাকায়
দেখে শুনে পায় লাজ, বক হয়েছে হংসরাজ,
চড়াই এখন শিকুরে বাজ,
দ্বারকার ছাবা কাকের কায়।
সফরী শেষ করবে সিন্ধু
চাঁদ নিন্দে খদ্যোৎ এক বিন্দু,
বামনে ধরিবে ইন্দু, বিড়াল বাঘকে মুখ বাঁকায়॥
ব্যাস বশিষ্ঠ আদি দেবে,
আসন পান না হেথা এবে,
না জানি পরে কি হবে, ভেবে যে রক্ত শুখায়।
বলে, যোগ-তপস্যা বিড়ম্বনা,
উপবাস ভোগ-বঞ্চনা,
শ্রাদ্ধ শান্তি প্রতারণা, সাধ্য কার কথায় ঠকায়॥
নারী-পূজাই প্রধান কর্ম্ম,
গলদ ভয়ে গলদঘর্ম্ম,
কথায় যত জ্ঞান ধর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই টাকায়॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

পোড়া দেশের কথা বলতে বড় ব্যথা পাই।
সে সুখ সৌভাগ্যের এখন নাই এক পাই॥
বিধির বিধি গেলো নিধি
গেলো, উদরান্নে পড়লো ছাই।
প'ড়ে দুপাত ইংরেজি,
হেঁজি পেঁজি হ'লো ঘেঁজি,
মহা তেজী পুঁতি পাঁজি মানে না,
বাপের বাপের নাম সবাই জানে না,—

চায় না পরিচয় দিতে সে নামে,
নেড়ানেড়ীর গোত্র গাঁই ॥
হ'লো, একাকার ব্রাহ্মণ হাড়িতে,
সাধু সন্ন্যাসী দাড়ীতে,
মজা'লে দেশ রাঁড়ীতে আর তাড়ীতে,
—লাগিয়ে আগুন দেয় ফুৎকার,
ধুমায় ভারত অন্ধকার,
ধুগিয়ে ধুমিয়ে ধর্‌লো সকল বাড়ীতে,
বেড়া আগুনে হবে পুড়িতে, নিজে,
পুড়্‌বে তবু পরের পোড়ার মজা
দেখবে মজা তাই ॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

ভুলিতে যতন করি তায়, ভোলা হ'লো দায়।
জীবিত হ'তে মরণেতে সকলে মনে পাড়ায়।
গৃহ শয্যা সজ্জা আর, বসন ভূষণ তার,
রূপ গুণ ব্যবহার, যেন তায় ধরে দেখায় ॥
খে'তে শুতে দিনে রে'তে,
ছোটে মন তার ভাবে মে'তে,
না পারি ধ'রে রাখিতে,কোথা সে খুঁজে বেড়ায়।
বেঁচে থেকে দিয়ে সুখ, ম'রে কেন দেয় দুখ,
বিচ্ছেদে ফাটিছে বুক,
কাছে গে'লে প্রাণ জুড়ায়।

খট-ভৈরবী—যৎ।

নীচ কুলে জন্মিলে কি হয় পঙ্কজের ত জন্ম পাঁকে
রূপে গুণে ফুলের শ্রেষ্ঠ, দেবে তুষ্ট পেলে তাকে ॥
জন্ম হউক যথা তথা, কর্ম্ম ভাল ল'য়ে কথা,
রবি বই মুখ খোলে কোথা,
কবি বই কার কথায় থাকে ॥

খট-ভৈরবী—যৎ।

চুপে চুপে মুখটী চেপে একি হাসি গোলাপ ফুল
কতক ঢাকা কতক খোলা ঐটী ত হয় জ্বালার মূল
শরৎশশীর হাসি ভালো, সবারি মুখ করে আলো
তেমনি ক'রে হেসে ফেলো,
হবে তায় শোভা অতুল ॥

খট-ভৈরবী—যৎ।

বাগানের ফুল সেজে কুঞ্জে
রূপে বটে করে আলো।
রীত চরিত্রে সকল হ'তে
বুনো ফুল কেতকী ভালো ॥
ফুলে ফুলে বেড়ায় অলি,
ফুল পড়ে তার ভাবে ঢলি,
কেতকী রয় খাঁড়া তুলি
চায় না লম্পট কপট কালো ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

দুদিনের খেলা খেল্‌তে আসা,
কতই আশা মনে মনে।
আমি যেমন তেমনি দেখি,
আশার পাগল জগজনে ॥
হেসে খেলে নেচে গেয়ে,
কেঁদে কেটে কষ্ট পেয়ে,
যেতে হবে জান্‌ছে সবে,
যাচ্ছে কত দেখ্‌ছে চেয়ে,
তবু, গাছতলায় রয় আঁচল পেতে,
ভবিষ্যতের ফল করণে।
লেগেছে বিষম ধাঁধা কালো দেখে বলে সাদা,
কেউ কারো নয় নিজ ভেবে কয়,
বাবা কাকা মামা দাদা,—
কথা, যে মোলো সেই ফুরিয়ে গেলো,
হরি বল চাঁদবদনে ॥

কাফি—ঝাপতাল।

মন যে তোমারে চাহে তোমারি সে গুণে।
গন্ধ পেয়ে ধায় যথা ষট্‌পদ প্রসূনে,
না দেখে না শুনে ॥
কেমন কুসুম তুমি না দেখি নয়নে।
সৌরভেতে আমোদিত করেছ তিন ভুবনে ॥
যথা যাই তথা পাই সৌরভ তোমারি,
সন্ধান না মিলে বিকশিলে কোন উদ্যানে,—
অনুপ সৌন্দর্য্য তব জগত বাখানে,
তত্ত্ব পথে মত্ত সাধু তব মধু পানে ॥

মুলতান—ষৎ।

কিবা চাঁদটী উঠে ছটা ছুটে আলো করেছে।
যেন, জ্যোতির্ম্ময়ী খর্জ্জুরী জাহ্নবী-জলে পড়েছে॥
শশী যেন স্নান করি, মুক্ত-গাত্র স্থলোপরি,
যেন ধৌত-রূপ ঝরি, রঙ্গে বারি ভ'রেছে।
দেখে সাধ হয় মনে, তুলে লই দ্রবরতনে,
রতনের কণি গলনে, কত যেন ক্ষরেছে॥
কুলে যেন ফেলে মণি,
খেলে বেড়ায় সোণার ফণী,
উর্ম্মিতে মনেতে গণি, অযুত ফণা ধরেছে।
যেন হীরকের দণ্ড, হিল্লোলে হয় খণ্ড খণ্ড,
খণ্ড যেন যজ্ঞকুণ্ড. জল যেন সাজ পরেছে॥
যেন প্রকৃতি সুন্দরী, সুবর্ণমার্জ্জনী ধরি,
করিছে মার্জ্জনা বারি, ভাবে মন হ'রেছে।
পরিবর্ত্ত পলে পলে, সাঁজের প্রদীপ জলে জ্বলে,
চাঁদ জেলে আজ যেন জলে,
জরির জালে জুড়েছে॥
ভাসিয়ে না যাই ভেটেল জলে,
যেমন যাই জাল সঙ্গে চলে,
এত নয় সামান্য জেলে ইন্দ্রজালে ঘিরেছে॥

আলাহিয়া—আড়াঠেকা।

মানিলাম হও তুমি বড় লোক ভবে বৈভবে।
বড় বাড়ী বড় গাড়ী বড় বাড়াবাড়ি সবে॥
শূরবীরে ঘিরে থাকে, আগে আগে নকীব হাঁকে,
হুজুরালি বলে ডাকে, ঢাকের মত ঢাকে রবে॥
যা ভাল খাও পর মাথ,সুখের জন্য যা চাই রাখ,
প্রমোদে প্রমত্ত থাক, মান্য গণ্য মান-গৌরবে।
কিন্তু জেনো মনে সার, তোমা হ'তে সুখ চাষার,
পাবে পার যার কৌপীন সার,
তোমায়, ঘাটে ব'সে কাঁদ্‌তে হবে॥
রাজা হও পাতসা হও,
কালের কাছে কিছুই নও,
কশাঘাতে কর্‌বে সোজা,
তখন, সোজা মুখে কথা কবে।
ভেঙ্গে যাবে ভারি ভুরি, বাহির হবে বাহাদুরি,
ক'র্‌বে এক ঘাটে বাঘ-বক্‌রী,
এক চড়ে সব কেড়ে লবে।

ঘরে বাহিরে আলোক,
ঘরে লোক বাহিরে লোক,
প্রতাপে কাঁপে ভূলোক, কালে সকলি উল্‌'টবে।
অতএব এই বেলা, পারে যাবার বাঁধো ভেলা,
মাধুকরী কর্‌লে লালা,
তেম্‌নি ভ'জলে কালা ত'র্‌বে তবে॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

এ কটা দিন, দুখে-সুখে জীবন কাটাও।
হবে না যা চাও, খাটো খোটো ভানো কোটো,
খাও দাও ফেলে পলাও॥
আয় ব্যয় স্থিতি ক্ষিতি, বুঝে লয় নিতি নিতি,
না এড়ায় মাষা রতি, মোহ-মতি ছেড়ে দাও।
দক্ষিণ দুয়ারে গিয়ে, যেতে হবে ঝাড়া দিয়ে,
কি ধন যাবে সঙ্গে নিয়ে, ভবের ধন ভবে বিলাও
ঘটনাতে যা ঘটিবে, কেবা তাহা নিবারিবে,
যা হবার তাই হবে, সদা হরির গুণ গাও॥

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

নিশীতে হেরি নিশানাথে,
দিবা ভ্রমে ভাবেন রাই।
এত বেলা হ'য়েছে উঠিতে,
গিয়ে দেখিতে পাই না পাই॥
কালিয়ে কালিন্দীকূলে, সে কেলিকদম্বমূলে,
এ'সে হয় ত গেছে চলে,
কি ছলে বা এখন যাই।
কন্ রাধে চেতন করি, একি ঘুম গো সহচরি,
তপনোদয়ে তাতে মরি,
তাতে নাকি গা কহ তাই;—
সখী কহে, কালার পিরীতে,
নিশি কি দিন নার বুঝিতে,
বিরহ-তাক লেগেছে চিতে,
তপনতাতে তাতে নাই॥

সোহিনী—কাওয়ালা।

নিশি পোহাইল সই, কালা এলো কই।
হ'লো অকারণ, জাগরণ আহরণ, প্রভাত-
সমীরণ, জ্বালে হুতাশন, কিসে বল শীতল হই।

থেকে থেকে পাতা পড়ে, বাতাঘাতে লতা নড়ে,
মনে করি এই বারে এলো অই ;—
আবার ভাবি এসে কাছে,গাছের আড়ালে আছে,
নয়নের জল মুছে মুছে চেয়ে রই ॥
সাধ ছিল দাঁড়াব বামে, প্রাণ ভরে দেখিব শ্যামে,
বামে বাম তার দেখিনে আর আঁধার বই ;—
শুকালো বনফুলের মালা,মালা গেঁথে হ'লোজ্বালা
আমার, কেনা কালা হরিল কোন্ রসময়ী ॥

সোহিনী—কাওয়ালী।

তখন, ব'লেছিলাম রাই বনে যাস্‌নে।
একে যামিনী, তাতে কামিনী, ধনী,
কি জানি কি হ'তে কি হবে ঘরের বাহির হোস্‌নে
বলি, লম্পট নটবর, তরুণ তাহে নাগর,
তার প্রেম-তরঙ্গে ভাসিস্‌নে ;—
ভুগ্‌তে হবে আপন ভুলে,মাছিতে হানিবে হুলে,
চাকে চে'লে গেলে মধু খাস্‌নে ॥
দিবানিশি কালা কালা, কালা ভেবে হলি কালা
কালা-রোগে কথা ত শুনিস্‌নে ;—
যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল, এখন রাধে ঘরে চল,
সাধের কান্না কেঁদে আর কাঁদাস্‌নে ॥

পরজ-বাহার—কাওয়ালী।

হায়, শ্যাম শুকপাখী।
ভুজ-দাঁড়ে বাঁধা থাকি,
পালিয়েছে কাল্ শিকুলি কেটে দিয়ে গো ফাঁকি ॥
আমরা স্বত্ব-অধিকারী, তত্ত্ব ক'রে বেড়াই তারি,
দেখ্‌লে পরে চিন্তে পারি, মন-চোরা আঁখি।
তোমরা কি দেখেছ পাখী বঙ্কিম সুঠাম,
পাখীর মাথায় পাখীর পাখা (তায়)
লেখা রাধার নাম,—
সদাই পাখী বাঁশীর স্বরে, রাধা রাধা গান করে,
কে ধ'রে হৃদি-পিঞ্জরে দিয়েছে রাখি।
আজ ব'লে নয়,চিরদিন তার শিকুলী-কাটা রোগ,
এক সমানে কোন খানে করে নাক' ভোগ,
থাকৃতে দশরথভবনে শিকুলী কেটে পলায় বনে,
আবার পালিয়ে আসে বৃন্দাবনে,
শুন নাই তা কি ॥
আমাদের সে পোষা পাখী জানে সব লোকে,
শারী শুকে মুখে মুখে ছিল গোলোকে—
সেই শারী শুকুকে না দেখে, সারা হ'লো ডেকে
ডেকে, খুঁজে বেড়ায় মনের দুখে,
বনের সব শাখী।

খাম্বাজ—একতালা।

প্যারী, ঐ এলো তোর।
ও তোর লম্পট-শঠ-শ্যামনটবর,
পরবধূ-বাসে করে নিশি ভোর।
ত্রিলোক-রঞ্জন তিলক-অঞ্জন, ঐ দেখ প্যারী।
হ'য়েছে ভঞ্জন, কেশ বেশ ছিন্ন ভিন্ন কি লাঞ্ছন,
সিন্দুরের চিহ্ন কপালে ওর।
সারা নিশি জেগে আসিতেছে উঠি,
আসিতে অলস টলে পদ দুটী,
জৃম্ভণ থাকি থাকি চায় আঁখি উলটি,
রয়েছে ঘুমের ঘোর ;—
শ্রান্ত প্রাণকান্ত প্রেমের অন্ত করি,
দেখে দুঃখ হয় রাগে জ্বলে মরি,
ফুল-শয্যা ক'রে দে দে কিশোরী,
পাসরি যে জাগা দিলে কিশোর।
গোপীর প্রেমভারে তিন ঠাঁই ভঙ্গ,
ভারের উপর ভারে ভঙ্গ সর্ব্ব অঙ্গ
প্রভাহীন প্রভাতে করে অপসঙ্গ,
সে চাঁদ নয় যেন চোর ;—কমল-বন উদ্দেশে
এসে পথ ভুলে, পড়েছিল অলি কেতকীর ফুলে,
কৃষ্ণ-সেবার সে কি জানে গোকুলে,
বল্‌তে পারি আমরা করিয়ে জোর ॥

রামকেলী—আড়াঠেকা।

কত ডুবে ডুবে রতন পেলি সাগরের তলায় গো।
পর-পরশন দোষে (আজ) ত্যজিল ধূলায় গো ॥
যে রতন রয় হৃদ্‌কমলে,
সে প'ড়ে তোর চরণ-তলে,
চেয়ে দেখ রাই! নয়ন মেলে,
আহা, মলিন মলায় গো।

অমূল্য নীলরতন, নাহি আর ইহার মতন,
পাবার তরে কত জন, রাজ্য ধন বিলায় গো ;—
চোরে যদি হরে লয়, তায় কি রতন দোষী হয়,
ভাগ্যে নিধি মিল্‌লো যদি,
গেঁথে রাখ গলায় গো ॥

বারোঁয়া—ঠুংরি।

রাই, তোর হৃদয় কি পাষাণ।
একবার দেখ্‌লিনে শ্যাম যায়, ফিরে চায়,
হ'য়ে ম্রিয়মাণ।
কাতর হয়ে বিনয় ক'রে, সাধলে কত পায়ে ধরে,
আর কি করবে বল তাই ক'রে,
ডেকে কর্‌ নয় অপমান।
চাইলিনে যেন শ্যামপানে,
ত্যজিলি লো যেন মানে,
আঁকা যে হৃদয়-পাষাণে,
বাঁকার চাঁদবয়ান ॥

খাম্বাজ—একতালা।

যেতে বল ফিরে যোগীরে স্বজনি,
আছে কি রাই ধনী তোষিবে দানে।
সর্ব্বস্বান্ত আসি, নয়ন-জলে ভাসি, বাসি ফুলের
রাশী ল'য়ে এখানে ॥
কইলে "নবীন যোগী কালোয় আলো করে,
ভস্ম-মাখা মেঘে ঢাকা চাঁদ বিহরে,"
মনের-মত ভিক্ষে মিল্‌বে যান্‌ নগরে,
আমি চাব না আর কালোর পানে।
আমরা অবলা আছি এ নির্জ্জনে,
কাজ কি আলাপে উদাসীনের সনে,
ভণ্ড-যোগীর কাণ্ড শুনি রামায়ণে,
কি আছে তার মনে তাই কে জানে ॥
কালো হ'তে গেল কুলশীলমান,
কালো মাত্র কুঞ্জে পাবেনাক স্থান,
কালো গৌর হলে এম্‌নি কাঁদ্‌লে প্রাণ,
পায় সে কালা যদি যুগাবসানে।

খট্-ভৈরবী—মধ্যমান।

আয়রে বীণে, বিপিনে গাই কিশোরীর গান।
শ্রীরাধে জয়রাধে জয় জয় রাধে ব'লে তুলে তান ॥
যে নামে সাধা মুরলী,
সেই সুধা-নাম বল আর বলি,
বলিতে বলিতে চলি, কর রাধে কৃপা দান ॥
যোগে সপ্তস্বর সংযোগে যুক্ত হব যথা রাই,
বীণে তোরি গুণের গুণে যদি গুণময়ী পাই ;—
রাই আমার প্রেমের আদ্য,
রাই আমার পরমারাধ্যে,
জ্বালায় তায় অপরাধ-রন্ধ্রে
প্রবেশি মান দহে প্রাণ ॥
মানভরে রয় নতশিরে চেয়ে কথা কহে না,
গর্জ্জে যেন কাল সর্প মানের দর্প সহে না ;—
বীণে তুই হ শরাসন, আমি হয়ে ষড়ানন,
রাগে শর করি যোজন, আজ বধিব দুর্জ্জয় মান।
(কিম্বা) বীণা তুই হ স্বরাসন,
আমি হ'য়ে স্বরানন, রাগে স্বর করি যোজন,
আজ, ঘুচাব দুর্জ্জয় মান।

খাম্বাজ—আধি একতালা।

বিদেশিনী, বীণাতে দিয়ে ঝঙ্কার।
গিয়ে কুঞ্জদ্বার, কয়, ভিক্ষা পাই কুঞ্জ-
বাসিনী, কখনও আসিনি আর ॥
কেবল, সেবার প্রত্যাশী, ডাকি দূর হতে আসি,
ধনি, দয়া কর দুখিনীরে, হই উপবাসী ;
প্রেমের কণায় তুষ্ট কি অদৃষ্ট
তাও জগতে মেলা ভার ॥

খাম্বাজ—আধি একতালা।

কি বলব গো, আমি হই বিদেশিনী।
বড় দুখিনী ॥
ছার কপাল দোষে এই বয়সে হ'য়েছি বিরহিণী ॥
আমি হই সাধ্বী সতী,
কথা বলতেছি সত্যি, আমায়,
বিনাদোষে দোষ দিয়ে ত্যাগ করেছেন পতি।
যাইনে ধর্ম্মভয়ে লোকালয়ে,বনে রই একাকিনী ॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

ওগো রাই, এমন রূপ দেখি নাই রমণীর।
দেখে, পুরুষের ত হতেই পারে,
নারীর মন করে অস্থির ॥
যেন, আঁকা বাঁকা দুটী বাঁকা আঁখি,
নাচে তায় খঞ্জন-পাখী,
যত দেখি, তত করে দেখি দেখি মন,
মজালে মৃগ-নয়নী নয়নে নয়ন;
কইলে ঘুরায়ে নয়ন হেসে কথা,
কন্দর্পেরি ঘুরে যায় শির।
তায়, বাঁকার মত নীরদবরণ,
বাঁকার মত মুখের গড়ন,
বাঁকার মত বাঁকা ভাবে দাঁড়ায় রূপসী,
ধড়া চূড়া পরাস্ যদি সেই কালশশী;
তোর কাছে রাখ তায়, ক্ষতি কি তায়,
পিপাসা যায় দেখলে নীর ॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

এসো সই, এক যোগে রই আমরা দুজনে।
বনে বসে মনের কথা কব দুজনে নির্জ্জনে॥
তুমি যেমন স্বামী ত্যাগী,
আমি তেমনি শ্যাম-ত্যাগী,
দুজনে এক রোগে রোগী, ভোগে ভুগি তায়,
তোমার যে দায় বিদেশিনি, আমারও সেই দায়,
আজ, মিলাইল বিধি ভাল দুখিনী দুখিনীর সনে,
সই, দুখের কথা তোমায় বলি,
পথে পেয়ে চন্দ্রাবলী,
শ্যামকে নিয়ে করলে সুখে নিশি জাগরণ,
আমায় দিয়ে বনবাসে তুষলে তারি মন;
সে শ্যাম কি রাম চিন্তে নারিলাম
একই রীত আচরণে ॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

তোমার কাছে রই আমার ত বাসনা মনে অই।
তুমি সই বল সৌভাগ্য আমার,
আমি দাসীর [illegible] রই ॥
তোমার সহচরী সর্ব্ব, দেখিতে দেব গন্ধর্ব্ব,
রতির গর্ব্ব করে খর্ব্ব এমনি রূপ ধরে,
যা, কুবেরের ভাণ্ডারে নাই, সে রত্ন গায় পরে;
আমি, অনাথিনী দীনদুখিনী কুরূপা কুৎসিতা হই,
তুমি, বৃষভানুরাজ-নন্দিনী, রাজরাজেন্দ্রবন্দিনী,
বিনোদিনি, এ অধীনী এই ভিক্ষা চায়,
যেন ব্রজলীলে সাঙ্গ হলে আবার সঙ্গ পায়;
পায় ঠেলোনা আর—এ মিনতি,
গতি যে নাই তোমা বই ॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

শুন রাই, করেছি এক মন্ত্রণা মনে।
সতে সততা ব্যবস্থা, শঠতা চাই শঠের সনে ॥
তোমার, নূতন সখীর শ্যাম-অঙ্গ,
শ্যামের মত ভাব ত্রিভঙ্গ,
হবে রঙ্গ দিয়ে ধড়া চূড়া বাঁশরী,
বসো, শ্যাম সাজিয়ে কোলে,
কিম্বা লও কোলে করি;
যেমন, দিলে জ্বালা দেখে কালা
জ্বল্‌বে মনের জ্বলনে।
তোমার মান ভাঙ্গিতে বারে বারে,
আসে শ্যাম নিকুঞ্জের দ্বারে,
এবার এলে দেখাব তাই ব'লব আর তারে,
যাও,চাঁদের কাছে চাঁদ মিলেছে,চায় না তোমারে,
একে বাসি, তায় দাসীর উচ্ছিষ্ট,
কি কাজ কৃষ্ণ দুজনে ॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

আমরি, সখারে শ্যাম সাজান সুন্দরী।
পরশে প্রেমরসের বশে অঙ্গ উঠে শিহরি ॥
করকমলে অধর ধরি, শ্রীধর-তিলক চিত্র করি।
চূড়া বাঁধি বদন হেরি মুখটী ঢাকেন রাই,
সেই, শ্যামকে শ্যাম সাজালেন,
জেনে লজ্জা হলো তাই;
যেমন লজ্জা হলো হাসিও এ'লো
হাসে সব সহচরী ॥

তখন, শ্যাম বলেন দাও পারিয়ে ধড়া,
নয় ফিরে দাও পায়ে ধরা,
এই ত প্রেমের ধারা করেন ধরাধরি তায়,
কুঞ্জে, বাধিল আয়ুধ-যুদ্ধ বাদ্য বাজে পায় ;
রণে, দুয়েরি মান হ'লো হত,
জয় শ্রীরাধে শ্রীহরি ॥

বিভাস—কাওয়ালী।

রাধে, তোর কি পীরিতি এত ভারি।
মরি মরি, ভারে শ্যাম কাতর ভারি ॥
হ'য়ে বাঁকা দিয়ে ঠেকা দাঁড়ায় হেন গিরিধারী।
একে ভার আত্মদান, তার উপরে অপমান,
সয় কি নবীন শ্যামে হো'ক শক্ত-ভারী ;—
যা রয় বয় সয় হয় করা তা উচিত প্যারী ॥

খাম্বাজ—একতালা।

একবার দাঁড়া রাই, শ্যামের বামে।
হেরি, একত্রে নেত্রে রাই শ্যামে ॥
আমাদের যুগল মন্ত্রে উপাসনা,
যুগলরূপ সদা দেখিতে বাসনা,
মিলুক তাই কাল-মানিক কাঁচা-সোনা,
যে মিল রাধাকৃষ্ণ নামে।
যুগলরূপ কেবল দেখিবার জন্যে,
সকল ত্যাজ্য ক'রে এসেছি অরণ্যে,
কথা রাখ নতুবা যত গোপকন্যে,
রব না আর ব্রজধামে ॥

কাফিমিশ্র—পটতাল।

দুনয়নে, যুগল রূপ ধরে না কি করি।
আহা রাই হেরি কি শ্যাম হেরি,
কি শোভা মরি মরি ॥
ত্রিভঙ্গ মুরলী ধরা, কিবে ধড়া চূড়া পরা,
মনোহরের মনোহরা, বামে রাই সুন্দরী।
চাঁদে চাঁদে মিলিয়াছে, নীলকান্ত হেমের কাছে,
যেন নবঘনে আছে জড়িত বিজরী।
এই বাসনা সদাই, যুগলরূপ দেখিতে পাই,
হ'য়ে থাকি শ্যামরাই চরণের সহচরী ॥

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

বলো মা, তারা এ কি ধারা,
আমি কি তোমার ছেলে নই।
জন্মকালে পোড়া কপালে,
লেখ নাই কি কষ্ট বই ॥
কারে দাও মা. দুধে ভাতে,
কারে বা রাখ আঁতে দাঁতে,
তেল দিয়ে মা তেলা মাথাতে
নাম পাড়া'লে দয়াময়ী।
বঞ্চিত করেছ সবে, শবাসনা তা সবি সবে,
সবে না যদি চরণ-ধনে বঞ্চিত হই ;—
যারে, ভালবাস মা,
ভাল ব'লে তারে আদরে ধর কোলে,
এ দীনে রাখ চরণে ফেলে,
নাম ল'য়ে মা, প'ড়ে রই ॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

মা ব'লে কাঁদিলে ছে'লে জননীর কি প্রাণে সয়।
ধে'য়ে গিয়ে কোলে নিয়ে আদর দিয়ে কত কয় ॥
এই ত মায়ের ধারা, মায়ের বাড়া তুমি তারা,
কেঁদে ডাকি পাইনে সাড়া, ভয়েতে কাঁপে হৃদয় ।
আমি কি মা ছেলে নই, কেঁদে কেঁদে সারা হই,
নিয়ত কাঁদাও আমারে এতো তোমার উচিত নয়
মাটিতে প'ড়ে কেঁদেছি,
সংসার-জ্বালায় কাঁদিতেছি,
কাঁদ্‌তে হবে মরণ-কান্না,
মরেও কাঁদ্‌তে আস্‌তে হয়।
আমি হই দুর্ব্বল অতি, নাই হেন গতি শকতি,
কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়ে লব যে তব আশ্রয় ॥
লও মা, তুলে অকিঞ্চনে, ভবের তরি শ্রীচরণে,
এবার আর যেন শরণ্যে,অরণ্যে রোদন না হয় ॥

বিভাষ বা খাম্বাজ—একতালা।

এই কি সে দেশ সেই আর্য্য-ভূমি
ভারতবর্ষ যারে পুরাণে বাখানে।
এই কি সে পবিত্র, যজ্ঞক্ষেত্র তীর্থ,
বুধ সমারুহ ছইত যেখানে ॥

যেখানেতে রাম পিতার আদেশে,
রাজ্য ত্যজে বনে গেলেন যোগীর বেশে,
সীতানুগামিনী পতি-সেবা আশে,
অনুজ অনুগামী বৈভব তুচ্ছ-জ্ঞানে।
যেখানেতে সত্য-নিষ্ঠ পাণ্ডুবংশ,
বনবাসী হয়ে ছিলেন দ্বাদশ বর্ষ,
ধর্ম্ম-ধন সর্ব্বস্ব মহারথী ভীষ্ম,
পিতার জন্যে বিমুখ বিবাহ-বিধানে॥
ধরার মধ্যে যেবা স্বর্গতুল্য স্থল,
তুল্য ছিল ধর্ম্ম জ্ঞান বুদ্ধি বল,
যেখানে ফলিত চতুর্ব্বর্গ-ফল,
সদা রত মানব তত্ত্বানুসন্ধানে।
যেখানেতে ছিল সবে সদাচারী,
দেবতুল্য নর দেবীতুল্য নারী,
মানবের কাছে দেবে মানি হারি,
মানব সাহায্য ল'তেন সম্মানে॥
দময়ন্তী সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি,
সতী ছিলেন যথা যশে পূর্ণ ক্ষিতি,
প্রহ্লাদাদি শিশুর শৈশবে বিরতি,
মগ্ন মন সদা চৈতন্যের ধ্যানে।
কপিল বশিষ্ঠ নারদ শঙ্কর,
ব্যাস কৃষ্ণ আদি হয়ে কৃপাপর,
প্রচারিলেন যথা বেদাদি বিস্তর,
ভক্তিজ্ঞানে মুক্তি পাইত নিদানে॥
শরণ্য-পালন বিপন্ন-তারণ,
ঋণে অগ্নি সাক্ষী আছিল গ্রহণ,
না ছিল পরস্ব-হরণ অকাল-মরণ,
না চাহিত যথা পরদার পানে।
(যথা) অনাথ, আতুর, শিশু, দীন, বিপন্ন,
রাখি গৃহী কভু না ভোথিত অন্ন,
যথা আতিথেয় বলি আদি কর্ণ,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সুবিখ্যাত দানে॥
এই যদি হয় সেই আর্য্য-স্বর্গ,
সেই আর্য্য-বংশ এই নারকিবর্গ,
হারায়ে সৌভাগ্য উদরান্নে ব্যগ্র,
অধিক কি বলিব শত ধিক্ এ প্রাণে॥

কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ।

হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকীর, নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। "কাঙ্গাল" ভনিতাযুক্ত ইঁহার রচিত অনেক সঙ্গীত পূর্ব্ববাঙ্গালার নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে গীত হইয়া থাকে। ইনিই পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান সঙ্গীতকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেবল সঙ্গীত-রচয়িতা নহেন; ইঁহার রচিত "বিজয়-বসন্ত" এবং "কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ" বঙ্গভাষার দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ধর্ম্মসাধক বলিয়াও ইঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। প্রায় দশ বৎসর হইল, ইঁহার লোকান্তর হইয়াছে।

বাউলের সুর—একতালা।

এত ভালবাস, থেকে আড়ালে।
আমি কেঁদে মরি, ধরতে নারি,
দুটী হাত বাড়ালে॥
ছিলাম যখন মার উদরে,
ঘোর অন্ধকার ঘর কারাগারে,
হায় রে, তখন আহার দিয়ে, বাতাস দিয়ে,
তুমি আমায় বাঁচালে॥
আবার যখন ভূমিষ্ঠ হলেম,
[illegible] কোমল কোলে আশ্রয় পেলেম,
হায় রে, মায়ের স্তনের রক্ত (হে দয়াময়,)
তুমি ক্ষীর ক'রে দিলে॥
দিলে বন্ধু বান্ধব দারা সুত,
ও নাথ, সে সব কৌশল তোমারি ত,
হায় রে, ও নাথ ধন ধান্য সহায় সম্পদ,
পেলাম তোমার দয়াবলে॥
ও নাথ, তোমার দয়ায় সকল পেলাম,
কিন্তু তোমায় একদিন না দেখিলাম,
হায় রে, তুমি কোথায় থাক, কেন এসে,
আমি কাঁদলে কর কোলে॥

আমি কাঁদ্‌লে বসে হতাশ হ'য়ে,
তুমি চোখের জল দাও মুছাইয়ে,
হায় রে, আবার কথা ক'য়ে প্রাণের মাঝে,
কত উপদেশ দাও বলে॥
ও নাথ, দেখা নাহি দেবে আমার,
এই ইচ্ছা যদি আছে তোমার,
হায় রে, ওহে নাথ, তবে কেন শাকের ক্ষেত,
তুমি দেখালে কাঙ্গালে॥

ললিত বিভাষ—খেমটা।

ভোলা মন, কি করিতে কি করিলি।
সুধা বলে গরল খেলি॥
সংসারে সোণার খনি, পরশমণি,
রতনমণি, না চিনিলি।
কি বলে অবহেলে, সোণা ফেলে,
আঁচলে কাচ বেঁধে নিলি॥
আসিয়ে ভবের হাটে, বেড়াস্ ছুটে,
লোভের মুটে তুই কেবলি।
না বুঝে মিঠে ঘুঁঠে, ভেবে মিটে,
মিঠের স্বাদ মিটিয়ে নিলি॥
না জেনে ভাল মন্দ, এম্‌নি ধন্দ,
সাপের ফান্দ গলায় দিলি।
পাসরি পরমার্থ, পুরুষত্ব,
তুচ্ছ প্রেমে মজে র'লি॥
ফিকিরচাঁদ ফকীর বলে, গেলি ভুলে,
যা করিতে ভবে এলি।
এ জগৎ চিন্তামণি, আছেন যিনি,
তাঁয় না চিনি' মাটি হ'লি॥

ললিত বিভাষ—খেমটা।

ভেবে ত দেখে না কেউ, কত যে ঢেউ,
উঠ্‌ছে সদা দেল দরিয়ায়।
কখন হয়ে রাজা, মারে মজা,
মনেতে মন, মনকলা খায়।
কখনো পাদসা উজীর, কোটাল নাজীর,
আবার ফকীর হয়ে বেড়ায়॥
কখনো ধনের কাঙ্গাল, কখন কাঙ্গাল,
অট্টালিকায় বৃক্ষতলায়।
ওরে, তার মনের মাঝে হাসি কান্না,
ঘর কন্না এই সমুদায়॥
ওরে ভাই, মনের কথা যেথা সেথা,
বল্লে আবার লোকে ক্ষেপায়।
এ পাগল কে নয় রে ভাই॥
বল্লে সবাই, মনের কথা তা জানা যায়।
কাঙ্গাল কয় যে জন মোরে, পাগল করে,
মনের কপাট ভেঙ্গে ফেলায়।
যদি সেই পাগল করা, পড়ে ধরা,
তবে সফল পাগল হওয়ায়॥

ললিত বিভাষ—খেমটা।

যার ফুল নকল ক'রে, গহনা গ'ড়ে,
দিচ্ছ রে মন, কত বাহার।
তিনি যে জগৎগুরু, কল্পতরু,
তাঁরে ভোলো একি ব্যাভার॥
কখনো হয়ে অন্ধ, বল মন্দ,
গুরুমারা বিদ্যা তোমার।
ওরে যার আকাশের রং, দেখে রে রং
কর্ত্তে শিখে জগৎ সংসার।
আবার তাঁয় সং বলিয়ে, ঢং করিয়ে,
নাচাও তুমি কি অহঙ্কার॥
কাঙ্গাল কয় যাঁকে দেখে, লোকে শিখে,
না করে যে নামটি তাঁহার।
ওরে, তাঁয় কর প্রণাম, নেমক-হারাম,
তাঁর মত কে আছে রে আর॥

ললিত বিভাষ—খেমটা।

দুনিয়ার আজব্ গাছে,
সদা ব'সে, আছে দুই পাখী।
কেহ বাসা ছেড়ে নাহি নড়ে, দুজনে মাখামাখি।
ভালবাসায় একটি পাখী, কত ফল বিলায়;
সে ত খায় না সে ফল,
আর এক পাখী বসে বসে খায়;—
ও যে ফল বিলাচ্ছে, সে না খাচ্ছে,
অন্যে হচ্ছে ফলভুকী।
ইচ্ছামত পাখী নহে কাহারো অধীন;
ও যে ফল খায় সে ফল চিনিয়ে হয়েছে স্বাধীন;

যে ফল দেখে শুনে,নাহি চিনে,
ফল খেয়ে হারায় আঁখি।
নিজ দোষে মনের ক্লেশে, কাঙ্গাল কাঁদিছে ;
আমি, স্বাধীন হয়ে না পারিলাম,
ফল নিতে বেছে ;—
আমি দেখলাম যে ফল, এখন সে ফল,
কেবল গরলময় দেখি ॥

ললিত বিভাস—খেমটা।

মন তাঁতি, কি বুন্‌তে এলি তাঁত্।
এসে প্রথমেই হারালি আঁত্ ॥
ও তোর শানার সূতো মানায় না ত রে,
পোড়া পোড়েন হল না জাত্।
করে আনাগোনা তানা কাড়ালি ;(হায় হায়)
তুলি কি খেই, ঘুচ্‌লনা খেই, কোঁচ্‌কা পাড়ালি;
যত আনাগোনা যায় না গোণা রে,
হল সকলি তোর ভস্মসাৎ।
পেয়ে এমন তানা জানলি না ভাসন,
কিসে তাই ভাবি রে, নিবাবি রে, মনের হুতাশন;
এ যে ঘটনি টানা আর খাটে না রে!
যে তোর পাছে আছে ছ' বজ্জাত্।
যত আশা করে তুল্‌তে গেলি ঝাঁপ ;
দিলি এককালে, চিরকালে, পাপ-সলিলে ঝাপ ;
ভেবেছিস্ কি এবার, উঠ্‌বি আবার রে!
ক্রমে ক্রমেই হল অধঃপাত।
হাতে গালে সূতো যত জড়ালি কেবল ;
এলে রবিসুত, এ সব সূতো, কোথায় রবে বল ;
ভজ নন্দসুত কই আশু তোরে,
যদি খাবি দীন বাউলের ভাত ॥

বাউলের সুর।

দুনিয়ার ভোজের বাজী, মোল্লা কাজী,
ভাবলে পাগল পণ্ডিত জ্ঞানী।
সন্তানের সম্ভাবনায়, কি বাজী হায়,
স্তনের রক্ত দুধ অমনি।
ওরে দুধ ছিল কোথায়, কেবা যোগায়,
এমন দয়াল বল কে শুনি ॥
যত দিন দাঁত না উঠে, সেই দুধ চাটে,
মায়ের কোলে যাদুমণি।
আবার রে দাঁত উঠিলে, ভাত চিবালে,
লুকায় দুধের প্রস্রবণী।
কাঙ্গাল কয় অমৃতেরে, গরল করে,
গরল হয় অমৃত জানি, দেখ রে তার প্রমাণে,
গরল পানে, বাঁচেন প্রহ্লাদ গুণমণি ॥

বাউলের সুর।

অরূপের রূপের ফাঁদে, পড়ে কাঁদে,
প্রাণ আমার দিবানিশি।
কাঁদলে নির্জ্জনে বসে, আপনি এসে,
দেখা দেয় সে রূপরাশি।
সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অনুরূপ,
শত শত সূর্য্য শশী ॥
যদি রে চাই আকাশে, মেঘের পাশে,
সেরূপ আবার বেড়ায় ভাসি।
আবার রে তারায় তারায়,
ঘুরে বেড়ায়, ঝলক্ লাগে হৃদে আসি ॥
হৃদয় প্রাণ ভরে দেখি, বেঁধে রাখি,
চিরদিন সেই রূপশশী।
ওরে তায় থেকে থেকে, ফেলে ঢেকে,
কুবাসনা-মেঘরাশি ॥
কাঙ্গাল কয় দয়া করে, যে জন মোরে,
দেখা দেয় রে ভালবাসি।
আমি যে সংসার-মায়ায়, ভুলিয়ে তাঁয়,
প্রাণভরে কৈ ভালবাসি ॥

বাউলের সুর।

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাক্‌তে।
হায় রে, তবে কি মা এমন করে,
তুমি লুকিয়ে থাক্‌তে পার্‌তে ॥
আমি নাম জানি নে, ডাক জানি নে,
আবার জানি নে মা, কোন কথা বল্‌তে।
তোমায় ডেকে দেখা পাই নে তাইতে,—
আমার জনম গেল কাঁদ্‌তে ॥
দুখ পেলে মা তোমায় ডাকি,
আবার সুখ পেলে চুপ ক'রে থাকি ডাক্‌তে।
তুমি মনে ব'সে মন দেখ মা,
আমায় দেখা দেও না তাইতে।

ডাকার মত ডাকা শিখাও,
না হয় দয়া ক'রে দেখা দাও আমাকে।
আমি, তোমার খাই মা, তোমার পরি,
কেবল ভুলে যাই নাম ক'রতে।
কাঙ্গাল যদি ছেলের মত,
তোমার ছেলে হ'ত, তবে পারতে জানতে
কাঙ্গাল জোর কোরে কোল কেড়ে নিত,
নাহি স'রতে ব'ল্লে স'রতে॥

বাউলের সুর।

করিছ পরের কারণ, সদাই রোদন,
আপন কাঁদন কেউ কাঁদ না।
টোকাহীন হ'লে নাড়ী, যুক্তি করি,
খুঁজবে ধাড়ি পাট বিছানা।
থাম্‌লে তোর ঘড়ঘড়ী বোল,
বল্‌বে সকল শীঘ্র ধ'রে বাইরে নেনা॥
মন্‌রে তোর আত্মজনে বাইরে এনে,
দেখবে কিছু আছে কি না।
অনুমান মাত্র টোকা, পেয়ে ধোকা,
বল্‌বে আছে নাম ডাক না।
কিছুক্ষণ কান্না কেঁদে, গামছা কাঁধে,
খুঁজবে কোথা জ্ঞাতি-জনা,
আছে সব জাতবেহারা, এসে তারা,
দুদণ্ড তোমায় থোবে না॥
ফিকির চাঁদ ফকীর বলে, এ দিন পেলে,
ঘোচে তার ভব-ভাবনা,
অন্তিমে কলসী কাঁচা, বাঁশের মাচা,
বুঝি এবার তাও মেলে না॥

বাউলের সুর।

মনে না বিবেক হলে, ভেক লইলে,
কেবল রে তার বিড়ম্বনা।
মনে তোর টাকা কড়ি, কোটা বাড়ী,
কিসে হবে সেই ভাবনা।
বাহিরে তিলক ঝোলা, জপের মালা,
দেখে ত ভাই সে ভুল্‌বে না॥
বাহিরে মোড়া মাথা, ছেঁড়া কাঁথা,
মনের মধ্যে কুবাসনা।
তাইতে মাগীর তরে, ভিক্ষা ক'রে,
বেড়াও আসল ঠিক থাকে না॥
কাঙ্গাল কয় কুবাসনা, মনের মধ্যে,
থাক্‌লে না হয় উপাসনা।
যদি বৈরাগী হতে, ইচ্ছা তবে,
ছাই কর ভাই কুবাসনা॥

বাউলের সুর।

ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশী,
সত্যপথের সেই ভাবনা।
যে পথে চোর ডাকাতে, কোন মতে,
ছোঁবে না রে সোণাদানা॥
সেই পথে মনসাধে চল্‌রে পাগল,
ছাড় ছাড় রে ছলনা।
সংসারের বাঁকা পথে, দিনে রেতে,
চোর ডাকাতে দেয় যাতনা॥
দেখ আবার ছয়টি চোরে, ঘুরে ফিরে,
লয় রে কেড়ে, সব সাধনা।
কখন ঝড় বাতাসে, উড়ে এসে,
জুড়ে বসে ঘোর ভাবনা॥
পরাণে সয় এত কি, ঘোরপাতকী,
সহে যেন যমযাতনা॥
ফিকিরচাঁদ ফকীর কয় তাই, কি কর ভাই,
মিছামিছি পরভাবনা।
চল যাই সত্য পথে, কোন মতে,
এ যাতনা আর রবে না॥

বাউলের সুর।

করিস্ তুই এত যতন, কেন রে মন,
মাটীর দেহ ছাপাই তরে।
শরীরে লাগলে ধুলা, ভাবিস্ জ্বালা,
মুছাস কত যতন কোরে।
সে শরীর কোথা রবে, কে ধোয়াবে,
যাবি যেদিন নদীর চরে॥
কোথা তোর রবে সাবান, তেল পমেটম্,
ধরবে যে দিন শমন তোরে।
থাক্‌বে না আয়না চিরুণ, যার জোরে মন,
বেড়াস এমন টেরি কোরে॥

ওরে তুই ঘাটে গিয়ে, গামছা দিয়ে,
মাজিস্ দেহ যতন কোরে।
সে দেহ আগুন দিয়ে, ছাই করিয়ে,
দেবে তোরে ছারেখারে॥
যে বদন বারে বারে, যতন কোরে,
দেখ্ রে মন আয়না ধরে।
সে মুখে বিমুখ হোয়ে, আগুন দিয়ে,
পোড়াইবে জ্ঞাতিতে রে॥
ফিকিরচাঁদ বলে রে মন, একি মরণ,
অসারকে সার ভাবিয়ে রে।
যেতে রস-পারাবারে, পথ ভুলে রে,
মলি মন তুই গো-ভাগাড়ে॥

বাউলের সুর।

নদি, বল রে বল, আমায় বল রে।
কে তো'রে ঢালিয়ে দিল এমন শীতল জল রে॥
পাষাণে জন্ম নিলে, ধ'রলে নাম হিমশিলে,
কার প্রেমে গলে আবার হইলে তরল রে॥
ওরে যে নামেতে তুমি গল, (মরি হায় রে নদি)
ওরে, সেই নাম আমায় একবার বল.
দেখি আমার হৃদিস্থলে,
গলে কি না আমার কঠিন হৃদিস্থল রে॥
কার ভাবে ধীরে ধীরে, গান কর গম্ভীর স্বরে,
প্রাণ মন হরে কিবা শব্দ কল কল রে॥
নদি রে,তোর ভাবাবেশে, (মরি হায় হায় রে নদি)
যখন যায় রে বক্ষঃস্থল ভেসে,
তখনই বর্ষা এসে, ভাসায় ধরাতল রে॥
ভক্তজন পবন সঙ্গে, পুলক না ধরে অঙ্গে,
প্রেম-তরঙ্গে তুমি কর টলমল রে,
তুমি নেচে নেচে ছুটে বেড়াও,
(মরি হায় হায় রে নদি)
যারে নিকটে পাও তারে নাচাও,
উচ্চ রবে কার নাম গাও, হইয়ে বিকল রে॥
সর্ব্বত্র সমান স্বভাব, কোথা নাহি গুণের অভাব,
মরিরে তোমার অভাব, শক্তি কি অটল,
তুমি ঘৃণা করে না দেও ফেলে
(মরি হায় হায় রে নদি)
যত সরা মরা কর কোলে,
কর্লে পরশ তোমার জলে,
অঙ্গ হয় শীতল রে॥
যে সৃজন করে তোরে, তাঁর স্বরূপ তোমার নীরে,
তাই নদি, তোমার তীরে, দেখি শ্মশানস্থল রে,
ওরে, যোগী ঋষি আদর ক'রে,
ওরে, তোমার তটে সাধন করে,
হ'য়ে থাকে তোমায় হেরে, হৃদয় নিরমল রে।
মূঢ় মন যত নরে, কিছু না বিচার করে,
তব জলে ত্যাগ ক'রে, মূত্র আর মল রে,
ওরে, তাতেও তোমার না যায় গৌরব,
তুমি মায়ের মত সম্বর সব,
কাঙ্গালের ভব-বান্ধব, শ্মশান গঙ্গাজল রে॥

বাউলের সুর।

ওরে ময়ূর বল রে মোরে,
কেবা তোরে এমন করে সাজায়েছে॥
মরি কার এত সোহাগ, এ অনুরাগ,
রঙ্গের পোষাক পরায়েছে।
তুমি রে কার সোহাগে, অনুরাগে,
প্যাকম্ ধরে বেড়াও নেচে।
একে অপূর্ব্ব পাখা, পালক ঢাকা, চাঁদের রেখা
তায় শোভিছে; যে তোরে এমন করে চিত্র করে,
সে চিত্রকর কোথায় আছে॥
ময়ূর তোরে সর্ব্বরঞ্জন, ক'রে যে জন,
দুটী পা কুৎসিত করেছে; সে তোরে একাধারে,
রঞ্জনকারী দর্পহারী গুণ দেখাচ্ছে॥
কাঙ্গাল কয়, এ যার ময়ূর, গুণের ঠাকুর
সে যে আমার জগৎ মাঝে;
ওরে তার গুণের অন্ত, বেদ বেদান্ত,
না পেয়ে নির্গুণ বলেছে॥

বাউলের সুর।

ও'রে ভাই হিমগিরি, বিনয় করি,
বল একবার আমার কাছে॥
কেবা রে আদর করে, তোমার শিরে,
সোহাগ ঝুঁটি বাঁধিয়াছে।

আবার সেই চূড়ায় চূড়ায়, চূড়ায় কেবা
তোমায় হীরার টোপর পরায়েছে।
যখন রে পড়ে আলোক, মারে ঝলক,
চুণি মণি টোপর মাঝে॥
ওরে, তোর মাথার উপর এমন টোপর,
কোন কারিকর গড়ায়েছে॥
এত যে সোহাগ তোমার,
তবু আবার দুটী নয়ন ঝরিতেছে,
তাইতে ঝর্ ঝর্ নিরন্তর
নির্ঝরের জল পড়িতেছে;
কাঙ্গাল কয় ও রে আঁধা, ও নয় কাঁদা,
প্রেমে গিরি গলিতেছে।
অথবা ভারতের দুখ,
দেখে রে বুক, ফেটে পাষাণ গলিতেছে॥

বাউলের—সুর।

এই কি সেই আর্য্যস্থান আর্য্যসন্তান, ও যার
তপোবলে, যোগবলে কাঁপিত দেবতার প্রাণ॥
সদা ও যার হেরে বীর্য্য বল, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল'
সভয়ে কাঁপিত গিরিসাগরের জল।
দগ্ দিগন্তরে শূন্য ভরে, উড়িত বিজয় নিশান॥
ও যার শিল্প আর বিজ্ঞান,
যোগতত্ত্ব আত্মজ্ঞান করিছিল
পৃথিবীর একদিন চক্ষুদান॥
ও যার বিদ্যাবলে, আকাশতলে, চলে যে পুষ্পযান
ও যার যুদ্ধে যুদ্ধস্থল, রক্ত-স্রোতে টলমল,
রক্তময় হত যত নদীতে জল;
বসে বৃক্ষোপরে, শূন্যভরে পাখী করত রক্ত পান॥
বিধির বিধান চমৎকার, এখন সেই আর্য্যকুমার,
শৃগালের রব শুন্‌লে বাঁধে ঘরের দুয়ার।
দেখ্‌লে রক্ত জবা, শুকায় জিহ্বা,
চম্‌কে উঠে সবার প্রাণ॥
কাঙ্গাল বলে, বিদ্যাবল, দেহ-বল কল কৌশল,
ধর্ম্মবল বিনে রে ভাই সকলি বিফল,
সেই ধর্ম্ম বিনে, দিনে দিনে,
সকল হারা'য়ে শ্মশান (ভারত)॥

বেহাগ—ধামাল।

কুবের-ভূষণে কি কাজ রে আমার।
নিত্য ভিক্ষা ভবন বসন নাহি আসন যার॥
নিত্য আমার বিশ্বনাথ ভস্ম মাখেন গায়,
আভরণ প্রয়োজন কি আছে রে আর॥
সবাই বলে সতীর পতি ক্ষেপা মহেশ্বর,
শ্মশানে মশানে ফিরে, কেহ না মানে তাঁর॥
হরি কহে সবিনয়ে সতীর ব্যবহার,
পতি কেবল সতীর গতি পতি অলঙ্কার॥

ললিত বিভাষ—ঝাঁপতাল।

এস কোলে করি উমা, বল "মা" বিধুবদনে।
তোমার মারে "মা" বলে মা,
কে আছে তোমা বিনে॥
দুঃখিনী জননী বধে, ঈশানি, যাবে কেমনে।
তুমি আমার নয়ন তারা,
তোরে বিদায় দিয়ে তারা,
তারা-হারা নয়নে কেমনে রহিব ভবনে॥
ও মা, তিন দিনের তরে আসিয়ে,
নির্ব্বাণ আগুন জেলে দিয়ে,
নিদয় হয়ে বিদায় দিতে, বল গো কি কারণে;
প্রাণান্তে নয়নপ্রান্তে, যেতে দিব না তোমা ধনে॥
সাগর সিঞ্চন নিধি, ভাগ্যেতে মিলান বিধি,
নিজ দোষে হারাই যদি, পাব না আর জীবনে॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

শুন গো রজনি, করি মিনতি তোমারে।
অচলা হও আজকার তরে, অচলারে দয়া ক'রে।
সাধে কি নিষেধে দাসী, তুমি অস্তে গেলে নিশি,
অস্তে যাবে উমাশশী, হিমালয় আঁধার ক'রে।
কি বল্‌বো তোমায় যামিনি, তুমি ত অন্তর্যামিনী,
অন্তরের ব্যথা আপনি, সকলি জান অন্তরে॥

ভৈরবী—একতালা।

মরি হর-বামে গৌরী বসি।
হর দুখ হরে রজত-শেখরে,
আলো করে যেন শরদশশী॥
হরগৌরী মিলিত অঙ্গ কি সুন্দর,
আধ ধবল গিরি আধ শশধর,

আধ বেণী আধ জটা মনোহর,
আধ আঁখি জবা আধ যে সরসী।
দক্ষিণ শ্রবণে ধুতুরার ফুল,
বাম কর্ণে স্বর্ণ-কুণ্ডল অতুল,
খগচঞ্চু নাসা আধ তিলফুল,
অধরে না ধরে মধুর হাসি ॥
বলয়া কঙ্কণ কর-শোভা করে,
অক্ষ মণিহারে মুনি-মন হরে,
দ্বিভুজ সজ্জিত ত্রিশূল-ডম্বুরে,
অন্য ভুজদ্বয়ে করাল চক্র অসি।
বাঘাম্বর সনে নীলাম্বরী সাজে,
যুগলচরণে স্বর্ণনূপুর বাজে,
হর-গৌরী রূপ হৃদয়সরোজে,
হরি দরশন করে দিবা নিশি ॥

ললিত-বিভাষ—একতালা।

আমার উমা যায় কৈলাসে, হিমালয় করি শূন্য।
নয়নতারা হলেম হারা, নয়নতারা তারা ভিন্ন।
জয়া দে গো মুক্তকেশীর কেশ করে পরিচ্ছন্ন;
পুরবাসী দে গো আসি,
মায়ের সিঁথায় সিঁদূর-চিহ্ন;
তিন দিন না গত হ'তে, হর এসেছেন নিতে,
উমা ধনে বিদায় দিতে, হৃদয় হয় বিদীর্ণ ॥
দিনে আঁধার হ'ল আমার, স্বর্ণ-পুরী হেরি শূন্য।
হরি বলে মা আমায়, দে গো বিদায় যাব তূর্ণ ॥

অহং—একতালা।

একবার জাগ মা, কুলকুণ্ডলিনি
শম্ভু-হৃদয়-বাসিনী।
আমি ডাকি অবিরত, মা বলি নিদ্রিত,
শঙ্কর-সহিত, শঙ্কর-মোহিনি ॥
দেখ, তারা সনে শশী, অস্তে গেল নিশি,
পোহাইল তারা ত্রিনয়নি।
পূজার সময় হ'ল, উঠ শিবে,
শিব-মনোমোহিনী, শিবপূজা কর শিব-সীমন্তিনি ॥
কত দিন গত, সে দিন আগত,
কাল গত, শুন হরির বাণী;
কিসে চেতন পাব মা,
মায়া-নিদ্রাতে সদা অচৈতন্য,
তুমি চৈতন্য না হ'লে চৈতন্য-রূপিণি ॥

টোরী—কাওয়ালী।

নবীন-কিশোরে কিশোরী রাই রঙ্গিণী।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম শ্যাম, প্যারী ত্রিভঙ্গিনী ॥
নীলাকাশে শশী যেমন,
শ্যামের বামে প্যারী তেমন,
তারকা-গোপিকাগণ, প্রেমরসের সঙ্গিনী ॥
জয় রাধা শ্রীরাধা বলি, গোপিকা দেয় করতালী,
নৃত্য করে বনমালী, বামে রাধা বিনোদিনী।
কৃষ্ণচন্দ্র সুধা-ভরা, গোপিকা-চকোরী ঘেরা,
ফিকির, যুগল প্রেমে মাতোয়ারা, করে হরিধ্বনি।

কীর্ত্তন-জংলা—গড়খেমটা।

ছি ছি, কিশোরি, কি স্মরি,
কি করিতে কি করিলি গো।
কি বলিয়ে রাই ঘাটে এলি;
গেলি সে কথা ভুলিয়ে, আপনি আসিয়ে,
যাচিয়ে রাখালের দাসী হলি ॥
(ছি রাই, তুই যে রাজার মেয়ে)
বলি, রাখালে বলিব, দিব্বি করাইব,
বাঁশী নাহি বাজে রাধা বলি।
এখন, কালরূপ দেখিয়ে, গরব পাশরিয়ে,
শ্যামের বামে অমনি দাঁড়াইলি ॥
(সকল ভুলে গিয়ে, এসে)
প্যারি, যা হবার তা হ'ল এখন গৃহে চল,
অস্তে গেল কিরণমালী।
কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ বলে, কালরূপ দেখিলে,
জাতি-কুলে জলাঞ্জলি ॥ (হয়)

অহং—একতালা।

আহা, কি হেরি, হরি লীলাকারী,
কভু পুরুষ কভু নারী।
রাধার, হৃদম্বরমাঝে, পীতাম্বর সাজে,
বাহিরে বিরাজে দিগম্বরী।
(আজ রাই রঙ্গের তরে)
আহা, রাধা দেখে বাঁশী, আয়ান দেখে অসি
মুক্তকেশী তারা সুন্দরী।

ওরে, যে যেমন ভাবে, শ্রীরাধা-মাধবে,
তেমনি দেখে ভাবের ভাবমাধুরী ॥
(ওসে যার যেমন ভাব সে)
হরি, কখন সুন্দর নবজলধর,
কখন নবীনা কিশোরী।
কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ কয়, তর্কে দূরে রয়,
বিশ্বাসে মিলয় সেই বংশীধারী ॥

বাউলের সুর।

সেই দিনে তুই কি করিবি রে।
ওরে মন বল শুনি তাই আমারে ॥
ওরে, যে দিন এসে শমনের চরে, ও তোর,
ব'সে শিরে কেশে ধ'রে, টান্‌বে রে জোরে,—
(ভোলামন) তখন বন্ধুগণে,
(ভোলা মন মন রে আমার)
দেখে শুনে, থো'বে এনে বাহিরে ॥
ওরে বাতাসে প্রাণ-বাতাস মিশিলে,
যাদের ভেবে আপন, করিস্ যতন,
তারাই সকলে (ভোলামন),—
দিয়ে কলসি কাচা (ভোলামন মন রে আমার)
বাঁশের মাচা, বিদায় দেবে তোরে রে ॥
ওরে, মাটীর শরীর হ'লে রে মাটী,
কোথায় পড়ে র'বে তোমার ঐ সব ঘর বাটী,—
(ভোলা মন সোণার ঘর বাটী)
এত কর্‌ছিস্ যতন, (ভোলা মন মন রে আমার)
যে ধনে মন, সে ধন তোর না হবে রে ॥
ফকীর ফিকিরচাঁদ কয়, ভয় পেয়ে রে মন,
সদর হ'তে খাড়া তলব আস্‌বে রে যখন,—
(ভোলা মন মানবে না বারণ)
ভেবে দেখরে ভাই, (ভোলা মন মন রে আমার)
কি ব'লে ভাই, তখন নিকাশ দেবে রে ॥

বাউলের সুর।

দোকানি ভাই, দো'কান সার্‌লে না।
কত কর্‌বি আর বেচা কেনা ॥
ও তোর লাভের আশায়, দিন কেটে গেল,
দোকানের সব মাল মসলা, চোর হ'জন নিল
(দোকানি); ও তোর ঘরের মাঝে,
(ওরে ও দোকানি) সিঁদ কেটেছে,
তাও কি একবার দেখ না।
পরেরে, ঠকাতে গে নিজে ঠকিলি,
যা ছিল তোর আসল টাকা সকল খোয়ালি
(দোকানি); ও তোর মহাজনের,
(ওরে ও ও দোকানি)
কি করিবি, তাগাদার দিন বল না ॥
ফিকিরচাঁদ কয় ফিকিরের কথা,
এখন, মহাজনের শরণ ল'য়ে জানাও গো ব্যথা
(দোকানি) তিনি বড় দয়াল ;
(তাঁর মত আর দয়াল নাই রে),
শুন্‌লে আওয়াল, তোরে নিদয় হবেন না ॥

বাউলের সুর।

কার হিসাব লিখ্‌ছিস্ ব'সে,
মনের খোষে, আপনার কাজ মুলতুবি রেখে।
ওরে তোর চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে,
পরের চোখে দেখছিস্ চোখে।
তবু তুই পরের বেঠিক, করছিস্‌রে ঠিক,
আপনার বেঠিক ঠিক না দেখে ॥
লিখছিস্ পরের বাকীজায়, আপনার দিন যায়,
তোর ঠিকানা নাই সে দিকে।
পাগলেও আপনার ভাল, বোঝে ভাল,
আপনার ভাল না বোঝে কে ॥
শুনেছি লোকে শিখে, লোকে দেখে,
হাবা লোকে ঠেকে শিখে।
নিকেশে ঠেক্‌বি যে দিন, বুঝবি সে দিন,
সর্‌বে না তোর বাক্য মুখে ॥
ফিকিরচাঁদ ফকীর বলে খেদে, দিন থাকিতে,
আপনার হিসাব নে রে দেখে।
যদি রে থাকে বেঠিক, কর তা ঠিক,
তবেই নিকাশ দিবি সুখে ॥

খাম্বাজ—খং।

দেখ ললিতে, আচম্বিতে,
শ্যাম যে আমার শ্যামা হ'ল।
ঐ যে চূড়া বাঁধা, মুক্তবেণী, মুক্ত হ'য়ে পদে পড়ল
(যাতে গুঞ্জছড়া ছিল, যাতে ময়ূরপাখা ছিল,)

ছিল শ্যামের পীতাম্বর, কে করিল দিগম্বর,
বনমালা কেড়ে নিয়ে মুণ্ডমালা গলে দিল ॥
(কার এমন কঠিন হৃদয়)
ধড়া বেড়া ছিল কটি, কর বেড়া কোটী কোটী,
করে, বেড় না পায়, ঘুরে বেড়ায়,
দিগম্বরী হরি তাই হলো ॥
(নীলাম্বরে কোটী করে)
অধরে মধুর হাসি, চমকে চপলারাশি,
শ্যামের মোহন বাঁশী, ভীষণ অসি,
আঁখি দেখি রক্তোৎপল ॥
(কুলবালার কুলহরা)
ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী, করেছিল মোহন বাঁশী,
বাঁশী কেড়ে নিয়ে,
দিয়ে অসি কুলনারীর কুল রাখিল ॥
(কে এমন সুহৃদ বল)
অজ্ঞান আয়ানের ভয়ে, থর থর কাঁপে হিয়ে,
ও ভাই, রসরঙ্গ ভুলে গিয়ে রণরঙ্গে মেতে প'ল ॥
(ওরে আহা মরি, একি হেরি)
শ্যামশোভা মনোলোভা, রক্তোৎপল লোলজিহ্বা,
আবার রক্তজবা রক্তমাখা, ভক্তরাখা পদে দিল ॥
(এই কাঙ্গাল-ফিকির দেবে কিবা)

বাউলের—সুর।

চিরদিন জলে ফেলে, রগড়াইলে,
কয়লার ময়লা যায় না ধুলে।
যদি রে কর গুঁড়া, দিয়ে নোড়া,
রেখে তাঁরে পাথর শিলে।
তবে সে হবে চূর্ণ,
সে বিবর্ণ যাবে না আর কোন কালে ॥
ওরে ভাই, কয়লা বসে, অবশেষে,
ফেল যদি কোন স্থলে,
তবে রে তথায় কয়লা, করে ময়লা,
আপনার স্বভাব বলে ॥
দীন হীন কাঙ্গাল বলে,
ভাগ্যবলে, যদি রে সদ্‌গুরু মেলে,
তবে রে আগুন লাগায়, অঙ্গারের গায়,
[illegible] ময়লা যায় রে জ্বলে।

বাউলের—সুর।

আগে ভাই, আপন থ'লে দেখ খুলে,
পরে দেখ পরের থ'লে।
তুমি যে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম,
এতকাল যা উপর্জ্জিলে।
তাতো সব মজুত আছে, থলের মাঝে,
দেখতে পাবে মন খুঁজিলে।
মানব যা করে যখন, তার ত কখন,
ক্ষয় হয় না কোন কালে।
হবে রে মরণ যখন, যাবে তখন,
কর্ম্মফল সব সঙ্গে চলে ॥
করেছ যে অত্যাচার, যে ব্যভিচার,
ফল পাবে তার পরকালে।
পাপের নাই ওয়াশীল-বাকি, ভেবছ কি,
সে পাপ যাবে ভোগরাগ দিলে ॥
পরের থ'লেতে কয়লা, বড় ময়লা,
তাই দেখিছ নয়ন মেলে,
আপনার থ'লে যে ছাই, দেখ নাই ভাই,
চোক বোঁজ দেখায়ে দিলে ॥
কাঙ্গাল কয় চিত্তশুদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত,
কর অনুতাপানলে,
নইলে ভাই, পাপ যাবে না,
ত্রাণ পাবে না, মহানরক পরকালে ॥

বাউলের—সুর।

কার চোখে দিচ্ছ ধূলি,
চতুরালি ক'রে রে মন তাই বল না।
সে যে হয় জগৎহর্ত্তা, বিচারকর্ত্তা,
অন্তর্যামী তা জান না।
সে যে তোর হৃদে জাগে, মনের আগে,
দেখেছে রে সব ঘটনা ॥
সে যে হয় মনেরই মন, যার যেমন মন,
সকলি তার আছে জানা।
ওরে যার মন নয় সোজা, আঁখি বোজা,
কেবল রে তার বিড়ম্বনা ॥
তুমি এই ভবে এসে, লোভের বশে,
যখন কর যে ছলনা।

সে ত সব দেখেছে রে, তার কাছে রে,
ছাপালে ছাপা থাকে না ॥
আলোক আর আঁধারে স্থান, দেখে সমান,
সে ত নয়রে ভ্যারাকাণা।
তার চোখে ধূলা দিয়ে, ছাপাইয়ে,
যাবে সেরে তা হবে না ॥
কাঙ্গাল কয়, যা ভেবেছি, যা ক'রেছি,
সব জেনেছে সেই একজনা।
ভেবে আর নাই রে উপায়, সব অনুপায়,
দয়াময়ের দয়া বিনা ॥

বাউলের সুর।

দেখ ভাই, জলের বুদ্বুদ, কিবা অদ্ভুত,
দুনিয়ার সব আজব খেলা।
আজি কেউ পাদ্সা হ'য়ে দোস্ত ল'য়ে,
রংমহলে করছে খেলা।
কা'ল আবার সব হারায়ে ফকীর হ'য়ে,
সার করেছে গাছের তলা ॥
আজি কেউ ধন-গরিমায়, লোকের মাথায়,
মারছে জুত এরিতোলা।
কা'ল আবার কোপনী পরে, টুকনী ধরে,
কাঁধে ঝোলে ভিক্ষার ঝোলা ॥
আ'জ রে যেখানে সহর, কত নহর,
বসিয়াছে বাজার মেলা।
কা'ল আবার তথায় নদী, নিরবধি,
করছে রে তরঙ্গ খেলা।
কাঙ্গাল কয়, পাদ্সা উজীর, কাঙ্গাল ফকীর
সকলি ভাই, ভোজের খেলা।
মন তুমি যখন যা হও, ঠিকপথে রও,
ধর্ম্মকে ক'র না হেলা ॥

বাউলের সুর।

পাখি মোর সেই কথাটী বল না।
মনে বড় আশা, তাই জিজ্ঞাসা,
কর্ব্ব করতে পারি না ॥
অতি প্রভাত কালেতে ব'সে গাছের ডালেতে,
তুই ঊর্দ্ধমুখে ডাকিস্ কারে মনানন্দেতে।
তাঁরে না ডাকিলে প্রভাতকালে,
সুধা পেলেও গিলিস্ না ॥
শক্তি নাই বলে তোরে, খেতে দেয় অকাতরে,
তোর এমন দরদি জন কোথা বলনা আমারে।
যে জন এমন দাতা, বল সে কোথা,
শুনব তা আজ ছাড়ব না ॥
তোর গর্ভ সঞ্চারে, গাছের ডালের উপরে,
তুই এমন ক'রে কর রে বাসা কে বলে তোরে।
আবার ডিম্ব হ'লে তায় তা দিলে,
কে বলে হবে ছানা ॥
ফিকিরচাঁদ কয় কাঁদিয়ে, অশেষ পাপী বলিয়ে,
বল্লে না সে কথা পাখী, গেল উড়িয়ে।
তবে কোথায় যাব, কায় ডাকিব;
কেও যে কথা বলে না ॥

বাউলের সুর।

তবে কি বড়শী খেত, টোপ গিলিত,
যদি মাছের মন থাকিত।
একবার সে টোপ গিলিয়ে, ছুটে গিয়ে,
আবার এসে না গিলিত।
গলাতে বড়শী হানে, ছিপের টানে,
ছট্‌ফটানি অবিরত ॥
একবার সে পেলে রে টের, করে না ফের,
তাইত জানি মনের রীত।
ওরে সে প'ড়ে দুঃখে, ঠেকে শিখে,
হয় না লোভের অনুগত ॥
কাঙ্গাল কয়, মানুষ হ'য়ে, মন হারায়ে,
হ'লেম আমি মাছের মত।
যাহাতে দিন-রজনী আত্মগ্লানি,
তাই করি রে অবিরত।

বাউলের সুর—খেমটা।

এ সংসারের এই ত দশা।
ভালবাসার আশা এতে মরুভূমে জলপিপাসা ॥
শরীর খাটায়ে যখন, করে রে ধন-উপার্জ্জন,
সকলেই জানায় ভালবাসা; ওরে,
শরীর অচল হয় রে যখন, পুত্র কন্যা স্ত্রী পরিজন
বিষ-নজরে দেখে তখন, কথা না করে জিজ্ঞাসা।

ক্ষমতা যখন থাকে, সম্ভ্রমে সবাই ডাকে,
কর্ত্তা বলিয়ে করে প্রশংসা ; ওরে,
ক্ষমতার হানি হ'লে, তখন, বায়াত্তুরে বুড় ব'লে,
কত নিন্দা করে ছলে, পড়্‌সী বলে কটু ভাষা ॥
চিরকাল বাতাস খেয়ে, মাথার ঘাম ফেলে পায়ে,
সংসারের কর্‌লে সেবা শুশ্রূষা ; ওরে,
রোগে হ'লে জীর্ণ দেহ, বিশ্বাস না করে কেহ,
বকেয়ার নিকাশ ধ'রে, বোকা বলে মাঠের চাষা ॥
জানিয়ে সংসারের রীত, সংসারে কোরে পীরিত,
কাঙ্গালের বিপরীত, দুর্দ্দশা ; ওরে,
বলতে প্রাণের কথা ব্যথা,
স্থান নাহি সে পায় কোথা,
বোকা কাঙ্গাল তবু বৃথা,
না ভাঙ্গে সংসারে বাসা ॥

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ১২৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে সংস্কৃতশিক্ষার জন্য ইনি নবদ্বীপে প্রেরিত হন। অল্প বয়সেই ইঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। নয় বৎসর বয়সের সময় নবদ্বীপের এক পণ্ডিত-সভায় কোন সংস্কৃত শ্লোকের পাদপূরণ করিয়া ইনি পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিস্মিত করেন। কথিত আছে, তিন মাসের মধ্যে ইনি সাহিত্য-পাঠ শেষ করেন। ইনি সুবক্তা ও সুলেখক। "তন্ত্রতত্ত্ব" "শৈবী" "গীতাঞ্জলি" প্রভৃতি ইঁহার রচিত কয়েকখানি পুস্তক আছে। তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে ইনি একজন প্রামাণ্য ব্যক্তি।

আলেয়া—একতালা।

রাণি—ধর ধর প্রাণ-নন্দিনী।
আমি, এনেছি সেই উমায়, ত্রিজগতে যায়,
সুরাসুরনরে পূজিবারে চায়—
পথে, কত বাধা পেয়ে, এনেছি এ মেয়ে,
শোন শোন সে কাহিনী ॥
শুনেছিলাম বাধা হবে মেয়ের পায়,
এখন দেখি মেয়ের বাধা পায় পায় ;
বাছা, চলিতে না পায়, যে পায় সে পায়,
বিধি বিষ্ণু শূলপাণি ॥
কৈলাস হতে যবে যাত্রা করিলাম,
পথমধ্যে এসে বৈকুণ্ঠধাম পেলাম ;
দেখ্‌লাম চক্রধরে, অর্ঘ্যপাত্র করে,
ধরেন উমার পা-দুখানি ॥
অতি কষ্টে কৃষ্ণে বিদায় দিলেন উমা,
ত্রিপুরেই যার সঙ্গ ছাড়িলেন না রমা ;
এনেছি সেই বামা, দেখ কি সুষমা,
উমারে মা বলেন তিনি ॥
মিথ্যা ত নয় যত কথা বলে লোকে,—
কি ভাগে প'লেম এসে ব্রহ্মলোকে ;
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে,
ব্রহ্মা করেন জয়ধ্বনি ॥
সিদ্ধ করি ব্রহ্মার সাধন-কামনা,
পথে চলেন উমা গজেন্দ্র-গমনা,
অমনি, বলেন সরস্বতী, কোথা যাও মা সতি,
আমি যে সহচারিণী ॥
দেবলোকে যত দৈব-বিড়ম্বনা,
কি ব'লে তোমারে বুঝাব বল না ;
কত দেব-ললনা, কত যে ছলনা,
করে তারা রাণি ॥
কেহ বলে আমরা উমার হই দুহিতা,
কেহ বলে উমার আমরা পিতামাতা ;
শুনে সে সব কথা, কত যে পাই ব্যথা,
জানেন্ তা অন্তর্যামিণী ॥
একা আমি পথে কত নিবারিব,
কি ব'লে কি ছলে কারে নিষেধিব
কত বা কাঁদিব, কত প্রবোধিব,
সবাই, উমায় বলে জননী ॥
কি গন্ধর্ব্ব যক্ষ সুর কি অসুর,
কি অপ্সর যক্ষ কিন্নর কি নর ;

যে দেখে সেই বলে, ধর, ধর ধর
উনি যে জগজ্জননী ॥
ত্রিজগতের লোকে ডাকে মা মা ব'লে,
কেঁদে আকুল হয় গণেশ আমার কোলে ;
কার্ত্তিক বলে দাদা, এরা কি মোর দাদা,
মা কি এ সবার জননী ॥
আমি বলি ভাই, কেমনে বলিব,
গৃহে গিয়ে তোমার মাকে সব সুধাব ;
বিধি বিষ্ণু ভব তোমার মার প্রসব,
লোক-মুখে এই শুনি ॥
কত বিপদ পথে ঘটে পদে পদে,
এ পর্য্যন্ত উমা ছিলেন আমার মতে ;
পরে তোমার মেয়ে, কি জানি কি হ'য়ে,
বলেন নিদারুণ বাণী ॥
পথে এসে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
কি জানি কি দুঃখে খিন্ন প্রাণমন ;
ধ'রে, উমার দুটি চরণ, কেবল করে রোদন,
বলে, কোথা যাও, দীনতারিণি ॥
আমি মা, তোর দীনহীন অন্ধ ছেলে,
কি ব'লে মা, আজ আমায় যাবি ফেলে ;
কত জন্মফলে, কত পুণ্যবলে,
পথে পেলাম পতিতপাবনী ॥
উমা বলে, বাছা কাঁদ কেন শুনি,
দ্বিজ বলে আমার কিছু নাই জননি ;
বার, মহাপূজার দিন, কেমনে এ দীন,
কাটাবে এ তিন দিন রজনী ॥
পূর্ব্ব পুরুষের চণ্ডীমণ্ডপ আমার,
তুমি আপনি না যাও যদি তবে এবার আঁধার ;
নাই মা মহাশক্তির, পূজার শক্তি আমার,
তাই, হই মা! আমি চিরঋণী ॥
আজ, কোথা পাব অর্থ ভাবিতে ভাবিতে,
পথমধ্যে পরমার্থ পেলাম হাতে ;
আমায় দীনহীন দেখিয়ে, বাসনে মা, রাখিয়ে,
সঙ্গে নে ভবতারিণি ॥
"কিসের অভাব তোমার" তারে বলেন উমা,
তার কি অভাব থাকে, আমি হই যার মা ;
হারে অবোধ ছেলে, আয় দেখিয়ে কোলে,
আমি যে তোর হই জননী ॥

আমি দুর্গা থাকতে হয় দুর্গোৎসব বাধ,
এ যে, দুর্গানামে আমার ঘোর অপবাদ ;
চল যাব তোর ঘরে, আপন পূজা ক'রে,
আপনি হব উল্লাসিনী ॥
তুই দেখ্‌বি আমারে আমি দেখ ব তোরে,
এ দেখা তোর সনে চিরদিনের তরে ;
আর—যাবনা গিরিপুরে, তোরে কোলে ক'রে,
সাজব দীনজননী ॥
দেখে উমাধনে এইরূপে বামা,
রাণি, আমি আমার আশায় দিলাম ক্ষমা।
কেঁদে বল্লেম উমা, এ কি করলি মা,
প্রাণে মরিবে যে পাষাণী ॥
উমা বলে আমি কি করিব পিতঃ,
মেয়ের প্রতি তোমার স্নেহ যদি এত ;
তবে ছেলের প্রতি আমার, স্নেহ সম্ভব কত,
একবার বল তাই শুনি ॥
পারলাম না উমারে ধরিয়ে রাখিতে,
চলিলাম উমার সাথে সাথে পথে ;
গিয়া দেখি পরে, সে দরিদ্রের ঘরে,
সিদ্ধাসনে বস্‌লেন ঈশানী ॥
উমা বলে আমার নিরানন্দের আসন,
আমি বলি উমা, শোন্ মা, কথা শোন্ ;
উমার, সে দিকে নাই মন, হল যেন কেমন,
আর, ফিরে চায় না ত্রিনয়নী ॥
তখন, এক দিক্ আমি কাঁদি অন্য দিকে দ্বিজ,
কি জানি কে উমার পর কেবা নিজ ;
আমার পূর্ব্বাপর চির, সম্বন্ধের বীজ,
(উমা) সমূলে উন্মূলিনী ॥
পরে শুন্‌লাম বাছার নামটী শিবচন্দ্র,
গ্রহদোষে বার্ষিক পূজায় নিরানন্দ ;
তার সনে মোর মেয়ের, আছে কি সম্বন্ধ,
তুমি, কিছু কি জান রাণি ॥
শিবচন্দ্র বলে গ্রহ মন্দ যার,
মায়ের অনুগ্রহ সম্বন্ধ হয় তার ;
এ সম্বন্ধ যার, ঘটেছে একবার,
মায়ায় সব সম্বন্ধ সে আপনি ॥
আমি, মূর্চ্ছিত হয়ে অমনি পড়িলাম ভূতলে,
কি জানি কি স্বপ্ন দেখিলাম সেই স্থলে,

আমার, গৌরী উমাশশী, শ্যামা এলোকেশী,
শ্রীমন্দির-বিহারিণী ॥
সদাশিব-সরোবর-মধ্যস্থলে ;
ভৈরব-ভ্রমর-হৃদয়-সলিলে,
ভাবের হিল্লোলে, পড়ে ঢ'লে ঢ'লে,
যেন নীলনলিনী ॥
শ্যামাঙ্গে অপাঙ্গভঙ্গী কি মধুর,
বিধুমুখ হেরি বিধু হয় বিধুর,
মধুর অধরে, সুধাধারা ঝরে, হাসে সুধাতরঙ্গিণী ॥
"হেসে বলে বাছা, এই আমায় ধর,
যেরূপে যে ভাবে পার পূজা কর,
তিন দিনে নয় তুমি, যতদিনে পার,
পূজা কর দিনযামিনী ॥
আমি আছি সর্ব্বমঙ্গলাস্বরূপে,
যখন যেরূপ চাবে, পরে স্বরূপে,
বিদায় দাও এরূপে, যাব গৌরীরূপে,
কাঁদিছে মা গিরিরাণী ॥"
স্বপ্নভঙ্গে দেখি হিমালয়-প্রাঙ্গণে,
এসেছি এই, সঙ্গে ল'য়ে উমাধনে,
দেখ তুনয়নে, ত্রিনয়নের ধনে,
দাও আনন্দে জয়ধ্বনি ! !

আলেয়া—তেতালা।

এ কি রঙ্গ কর গিরি, কৈ উমা।
অঙ্গনে এ এল আমার কে রণরঙ্গিণী বামা ॥
উমার আমার প্রাণে কত মমতা,
মায়ের প্রতি মহামায়ার কত মায়া জান তা,
এতক্ষণ কি উমা হ'লে, ও সে নীরবে রয়,
'মা' না ব'লে, আমার ঝোঁপে এসে গলা ধ'রে,
কোলে উঠ্ত হররমা ॥
সে কেন আসিবে গিরি এ রূপে,
এত দ্বিভুজা নয় দশভুজা, সেজেছে অপরূপ রূপে,
দেখি, দক্ষিণে সিংহবাসিনী বামে মহিষমর্দ্দিনী,
আমার, উমা কি হে বিবাদিনী।
এ যে উন্মাদিনী-সমা ॥
আমার, উমার করে অভয় বর বই কিছু নাই,
এ যে, যে দিকে চাই সকল করেই,
অস্ত্র-শস্ত্র দেখিতে পাই,
উমার চোখে দয়ার বৃষ্টি,
এ যে, কোপকটাক্ষে উর্দ্ধদৃষ্টি,
অকালে লয় হয় হে সৃষ্টি,
জ্ঞান হয় সেই কালরমা ॥
গিরিরাজ হে এ আবার সব কি হেরি,
ঐ যে, চৌষট্টি যোগিনী
বামার চারদিকে রয়েছে ঘেরি,
অন্তরীক্ষে দেবতা সব, কৃতাঞ্জলি করিছে স্তব,
কি বিরিঞ্চি কি শিব কেশব,
বলেন, রক্ষা কর, দাও মা, ক্ষমা ॥
এ সব অসম্ভব কি উমায় সম্ভবে,
আমার উমার মত শান্ত-মেয়ে
কে দেখেছ কবে ভবে,
সে হবে এমন প্রখরা, কেমনে যায় বিশ্বাস করা,
ওহে তার ভয়ে কি কাঁপে ধরা,
গর্ভে ধ'রে আমি মার্ মা ॥
শিবচন্দ্র বলে রাণি, কি জান,
তুমি যারে গর্ভে ধর, তার গর্ভে ব্রহ্মাণ্ডের স্থান,
উনি, একাধারে উমা শ্যামা,
কভু রমা কভু ভীমা,
তুমি জগন্ময় যত দেখ মা,
তার প্রতি মা ঐ মার প্রতিমা ॥

গৌরী—তেতালা।

(ঘোর) সমরমাঝারে কে দিল প্রাণ উমায়।
আমাদের হতেও তার প্রাণ কি পাষাণ হায় !
কোলে বই থাকে নাই আমার,
যে উমা এই গিরিপুরে,
আজ, সেই মা তুমি একেশ্বরী,
রণে যাও অসুরপুরে,
কার এমন স্নেহের ধর্ম্ম, কে তোরে পরালে বর্ম্ম,
ও করকমলে খড়্গ-চর্ম্ম কি শোভা পায়।
বিকচ কুসুম-শয্যা বাজিত মা, শ্রীঅঙ্গে যার,
অসুর-শাণিতশরে সে অঙ্গ জর্জ্জর তোমায় ;
অমৃতে যার যেত ক্ষুধা, তার মুখে বারুণী সুধা,
এ সব দারুণ ব্যথা, প্রাণে কি সহা যায় ॥
হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন গোরোচনা যে শরীরে,
ব্যথা পাছে লাগে ব'লে মাখাইতাম অতি ধীরে

আজ, সে অঙ্গে রুধিরধারা,কেমনে যায় ধৈর্য্য ধরা
এই সব দেখাবে ব'লে গিরি কি আন্‌লে উমায়।
ও মা, কৈলাসের সেই দুখের বার্ত্তায়,
সুখের সংবাদ দিলি ভাল,
এসুখ চেয়ে সে দুখ আমার শতগুণে ছিল ভাল,
দেবতাদের এই কি কাজ,
ছি ছি একটু হয় না লাজ,
ওদের,স্তবের মাথায় পড়ুক বাজ, পূর্ণ প্রবঞ্চনায়॥
আমার মেয়ে নইলে ওঁদের রাজ্য উদ্ধার হয় না,
এক্‌বারে নয়, দুবারে নয়, বারে বারে এই লাঞ্ছনা
কখন্ কোন্ ঘোর সঙ্কটে,
বাছার আমার কিবা ঘটে,
ভাবতে হৃদয় ফাটে এ দুঃখ বলিবা কায়॥
জন্ম-জন্মান্তরে কত শত্রুতা আমার ছিল,
সেই বাদ সাধিতে বিধি দেবতাদের বুদ্ধি দিল;
ভাগ্যে সঙ্গে সিংহ ছিল, নাগপাশে অসুর বাঁধিল
তাই ত উমা ফিরে এল, নইলে কি হ'ত হায়॥
দেবতাদের রাজ্য গেল,
তোর তাতে কি ক্ষতি মা,
তুই কেন তোর মায়ের
মাথা, খেতে রণে গেলি উমা;
তুই, দৈত্যের বুকে কোন্ সাহসে,
ত্রিশূল হান্‌লি অনায়াসে,
বল্ দেখি কি হ'ত শেষে, অসুর রুষিলে তায়॥
কি জানি তুই কি বিষাদে,
সাধ করে যাস্ করিতে রণ,
কারণ কিছু বুঝিনে তার,
কিন্তু দেখি আমার মরণ;
অথবা এ অসুরবধে, মায়ের মরণ যাস্ সাধিতে,
তোর প্রসূতির যে দুর্গতি,
প্রসূতি জেনেছে তায়॥
পাগল হ'ন দরিদ্র হ'ন
জামাই আমার নির্ব্বিকার,
সেই জামাইয়ের সঙ্গে থেকে,
তোর কি এত ক্রোধ বিকার,
যে শিবচন্দ্র বলে,তোর মেয়ের গুণ কেবা বলে,
উনি সেই জামায়ের বুকে চড়ে,
নাচেন রণযাত্রায়॥

গৌরী—তেতালা।
সাধে কি মা আমি যাই সমরে।
আমারে দেখিয়ে তোমার প্রাণ কেমন করে॥
আমার প্রতি যেমন তোমার,
স্নেহসোহাগ গিরিদারা!
এই, ত্রিভুবন-সন্তানে মাগো,
আমারও হয় তেম্নিধারা,
দুর্দ্দান্ত অসুরের ভয়ে, কাঁপে সন্তান সভয় হ'য়ে,
আমি, শান্ত হয়ে কৈলাসে মা,
থাকি কেমন ক'রে॥
দুর্গমে পড়িয়া যখন দুর্গা ব'লে ডাকে লোকে,
আমি, থাক্‌তে নারি কৈলাসপুরে,
কি বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মলোকে;
এতে যে যা বল, বল,
মা তোমার সে মায়ার ছল,
আমি, নিজে হয়ে মহামায়া,
সে মায়া ছাড়ি কি ক'রে॥
শত্রু মিত্র কেহ আমার,
নাই মা কভু কোন লোকে,
যত দেখ যত্র তত্র, পুত্র আমার সব ত্রিলোকে;
আমি কোলে ক'রে আছি সবায়,
কোল-ছাড়া কেউ নাই মা, হেথায়,
আমি কারে ফেলে দিব কোথায়,
আমিই যে সব চরাচরে॥
তবে যে মহিষাসুরে বিঁধেছি মা এ সমরে,
ওত বধ করি নাই কোলের ছেলে,
কোলে নিয়েছি আদরে;
যেমন আমার কার্ত্তিক গণেশ,
তেম্নি মহিষ নাই মা বিশেষ,
ওত শিরশ্ছেদ নয় পশুপাশে,
দিয়েছি মোচন ক'রে॥
নাগপাশ বেঁধেছি ব'লে, মনে কিছু ক'র না তায়,
সংসারের পাশ কাটে যে জন,
আমার পাশের বন্ধ তায়;
আমি, এইরূপেই তায় ঘটাই বন্ধন,
সর্প হয় সর্ব্বাঙ্গে ভূষণ,
তোর জামাই তার শেষ নিদর্শন,
কালভুজঙ্গ অঙ্গে ধরে॥

তাই মহিষ মোর হলেও অরি,
বাম চরণের অধিকারী,
দক্ষিণ চরণতলে বাহন পশুরাজ কেশরী;
দক্ষিণে পশ্বাচার গতি, বামে বীরত্বের উদ্গতি,
তাই বীরেন্দ্র মহিষ আমার, রণে খড়্গ চর্ম্ম ধরে
আমি, সাধ ক'রে কি ত্রিশূল বিঁধি,
ভক্তি-মাখা হৃদয় ওর,
ও যে, দিয়েছে ও হৃদয় আমায়,
ওতে কেবল অধিকার মোর,
আমি, এইরূপেই বিঁধি ত্রিশূলে,
সাধকের সেই হৃদয় খুলে,
ও সেই, হৃদয়-রক্ত হয় অলক্ত,
মা আমার বাম্‌চরণ পরে॥
যে দাঁড়ায় মা এ সংসারে, আমার সনে সমরে,
তার ভয়ে যে মরে অমর,
সে কি আমার কভু মরে,
সে যে, অভয়-চরণবলে আমার,
মৃত্যুকে ভয় করেনা আর,
শিব বলে সে মৃত্যু হ'লে,
মৃত্যুঞ্জয়কেও চাইনা ফিরে॥

বিভাষ—একতালা।

মা কি আমায় ছেড়ে গেলি।
মা কি আমায় ছেড়ে গেলি?
মাগো, মায়ের মায়ায় ভুলে, ছেলের গেলি ফেলে,
ও চরণে কেন বঞ্চিত করিলি॥
আমি, সকল ছেড়ে লক্ষ্য করি তোর চরণ,
উপলক্ষ তার করেছিলাম রণ,
তোর, রণে জয়ী হ'লাম, চরণ ত পাইলাম,
শেষে, আচরণে মা তুই চরণ হরিলি॥
বহু জন্ম পরে এবার এ সমরে,
পেয়ে, জন্মহরা তারার চরণ হৃদি পরে;
এ সৌভাগ্য ধরে, কে এমন্ সংসারে,
ভেবেছিলাম, মা, তায় বাদ সাধিলি॥
ঐবার পুত্র ছেড়ে শত্রুর সনে রণ,
নাই মা এক আমার অস্ত্র প্রহরণ;
ক'য়ে, [illegible]প্রহরণ, চরণ-প্র-হরণ,—
ক'[illegible] হ'ল আমার এই করিলি॥

দেহযুদ্ধ গেলেও নামে যুদ্ধ ছিল,
"মহিষমর্দ্দিনী" এ নাম কে তোর দিল;
তুই, সে নাম হারালি, মায়ের মেয়ে হলি
মা হ'য়ে মা, মায়ের মায়া পাশরিলি॥
দশভুজা তুমি ছিলে আমার তরে,
ছিল, সাধনার সিদ্ধি অস্ত্র দশকরে।
আমার, তা কোথা লুকালি, দ্বিভুজা সাজিলি,
জয়ে পরাজয়—অযশ ঘোষিলি॥
আমার, সাধনার সাধ্য-নিধি রণমূর্ত্তি,
ও তোর, এ মূর্ত্তিতে আমার হয় না প্রাণে তৃপ্তি,
আমি, এ শূন্য হৃদয়ে, বাঁচিনা নিদয়ে,
সদয় নয়ন চাও মা মেলি॥
শিবচন্দ্র বলে শোন দানবেন্দ্র,
ও চরণে যার প্রাণের হয় সম্বন্ধ;
কিবা ইন্দ্র চন্দ্র, উপেন্দ্র যোগীন্দ্র,
কার্ সাধ্য তারে ফেলে ঠেলি॥
গিরিরাণী একা মেয়ে বই ত নয়,
তোমার সহায় মায়ের জগন্ময় তনয়;
তুমি, ধর গিয়ে বলে, কার সাধ্য কি বলে,
না হয়, সাক্ষ্য দিব আমরা সবে মেলি॥

সুরট-মল্লার—তেতালা।

গিরির ভবনে পূজা গিরিজার।
পূজার তুলনা, কোথায় বলনা,
প্রত্যক্ষ চিন্ময়ী উমা, সেজেছেন আজ প্রতিমা যার॥
গিরি, ভাবে একি অপরূপ,
বাহিরে মোর যে উমারূপ;—
অন্তরে আবার হেরি সেইরূপ;—
পূজি, কোন্ উমায়, বল তাই আমায়,
(আমার) এ মা ও মা, ও মা উমা,
কোন্ মা হয় স্বরূপ তোমার॥
গিরি বসি যোগাসনে, সংকল্প ভাবে মনে,
বিকল্প জাগে তখন অন্তরে;—
কি ব'লে সংকল্প করি, কোন্ কামনা হৃদে ধরি;
রাজ্যসুখ ঐশ্বর্য্য গৃহে না ধরে;—
তাই, কামনা এবার, মা, তোমার পূজার,
"সংকল্প সমাপ্তি" এই দুই—
বিকল্প আজ ঘুচাও আমার॥

করিতে বিঘ্নোৎসারণ, মাসভক্ত বলি গ্রহণ,
করি, গিরি নিবেদিতে যায় তায় ;
অমনি, দৃষ্টি পড়ি গজমুখে,
মন্ত্র আর সরে না মুখে
ভাবে—বিঘ্নোৎসারণ কি এই বিঘ্ন হায়।
বিঘ্নহর যাঁর প্রাণের কুমার,
আমার সেই উমার পূজাতে আজ্ এ—
বিঘ্নোৎসারণ করি বা করি,
অঙ্গে ন্যাস করিতে গিরি,
ভাবে কার ন্যাস কোথা করি।
কোথা উমা আছে কোথা না আছে,—
ব্রহ্মরন্ধ্র হ'তে আমার, পদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত আর,—
কোন সত্তা বল্‌তে যখন না আছে ;—
তখন, তোমার ন্যাস তোমায়,
করতে হাসি পায়,
আজ আমি যদি স্বতন্ত্র হ'তেম,—
ন্যাস করিতাম মা, তোমার ॥
গচ্ছিত ধন রাখে লোকে,
তাকেই ত ন্যাস ব'লে থাকে,
কি ধন আছে উমা, আমার সংসারে,—
আমার সবে ধন তুই উমানিধি,
তোকেই গচ্ছিত রাখি যদি,
মা, তোমার এই—আমার দেহ-ভাণ্ডারে ;
তবে, বর্দ্ধিত ক'রে ধন, পূর্ণ কর সাধন,
জীবের নিধনকালে দেখা দিয়ে,
চরণধনে কর উপকার ॥
গিরি, করিবারে ভূতশুদ্ধি, বারে বারে হত বুদ্ধি,
মূলাধারে ভাবে যখন ধরারে ;
তখনই জাগে অন্তরে, ধরারে হায়, কেবা ধরে,
মূলাধারে ঘেরিল আজ আঁধারে ;—
অমনি দেখেন ধরাভার, ধরি উমা তাঁর,
আধার-শক্তিরূপে হাসি—
ধরে না সে অধরে আর ॥
গিরি, ভেদ করিতে ষট্‌চক্র,
বলেন মা, তোর এ কি চক্র,
কোন্ চক্রে না আছ তুমি, কবে কার।
কোন্ চক্র ছাড়িয়ে তোমা,
কোন্ চক্রে উঠাব গো মা,
এ যে চক্রে দেখি ধরন্তর ধার ;
তুমি, আপনি উঠ মা, আমায় দাও ক্ষমা,
আমি, যে চক্রে চাই, তোমায় দেখি,
কি মূলাধার কি সহস্রার ॥
আমার, থাক্‌লে চতুর্ব্বিংশ-তত্ত্ব,
করিতাম মা, তার একত্ব,
তারা, তোমার তত্ত্বাতীত স্বরূপে ;
ডুবেছে মোর সকল তত্ত্ব,
পাই না আর করিয়ে তত্ত্ব,
তাই একত্ব অসম্ভব হয় এ রূপে,
নাই মা, চতুস্তত্ত্ব, চতুর্ব্বিংশত্ব,
আমি, কোথায় পাব ব'লে দাও তাই—
তত্ত্বময়ি মা, আমার ॥

আবার, পূরক কুম্ভক রেচকে,
ধরি ছাড়ি কোন্ বায়ুকে,
পাপ পুরুষ, কোথায় পাই তার শরীরে ॥
পাপ ও কি সম্ভবে তার,
স্থান নিলে মা, ঔরসে যার,
তুমি পতিতপাবনী এই সংসারে,—
স্থূল, সূক্ষ্ম দেহ মোর, তুইই মন্দির তোর,
আমি, সেই মন্দিরে তোরে রাখি,
দহন করি কেমনে তায় ॥

ক'র্‌তে চন্দ্রবীজে সুধাসৃষ্টি, দেহে সেই অমৃতবৃষ্টি,
ভাবতে হাসি পায় অন্তরে মা, আমার ;
চন্দ্রশেখর চরণে যার,
তার পূজায় চন্দ্রের অধিকার,
এ যে, চন্দ্র-পূজায় অন্ধকারের উপহার,—
তুমি, হৃদয়-চন্দ্রমা, কোথায় চন্দ্র মা,
চন্দ্রে কি সেই সুধা আছে।
তোর মুখে মা, যে সুধার ধার ॥

সহস্রার-সরোবরে, ত্রিকোণকুলকুহরে,
হংসীরূপে হংসসনে মাতিয়ে ;
কুলকুণ্ডলিনী কুলসঙ্গে, নাচিছ মা, কুলপদ্মে,
কুলতত্ত্ব-সুধারস পিয়ে ;
মা, তোর, ভেঙ্গে সে খেলা, কৈবল্যলীলা
আমি, কোন্ প্রাণে আনিব তোমায়,
মূলাধার-পথে আবার ॥

শিবচন্দ্র বলে রাজন্, আনিবার আর কি প্রয়োজন
বাহ্যপূজায় মূর্ত্তির অভাব হয় গো যার ;—
অনিবার বিধিপদ্ধতি, তার তরেই ত নিরবধি ;
সে অভাব কি তোমার কভু আছে আর।
কি অন্তর্যাগে, কি বহির্যাগে,
অন্তরে বাহিরে উমা—
সমান ভাবে দাঁড়িয়ে যার ॥

বিভাষ—একতালা।

জটাজূটমণ্ডিতা, অর্দ্ধেন্দুশোভিতা,
ত্রিনয়না পূর্ণচন্দ্রনিভাননা।
অতসীবরণা, সুনবযৌবনা,
সুখাসনা শুভ পঙ্কজলোচনা ॥
সুচারুদশনা, পীনোন্নতস্তনা,
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম—স্থান—সংস্থানা;
ভীষণ সমরে, মহিষ অসুরে—
করিয়ে মর্দ্দিত, নর্ত্তিতচরণা ॥
দুর্গা দশভুজা দশদিগন্তরে,
দশবিধ অস্ত্র ক্রমে দশকরে,—
দক্ষিণে ত্রিশূল খড়্গ চক্র শর,
শক্তি,—পঞ্চকরাম্বুজ-সুশোভনা ॥
বামে খেটক—পূর্ণচাপ পাশাঙ্কুশ,
রণজয় ঘণ্টা—সহিত পরশু ;
সুশোভিত পঞ্চ—ভুজে এ প্রপঞ্চ,—
দুর্গতিহরণে দানবদলনা ॥
নিয়ে ছিন্ন—শিরঃ মহিষে উদ্ভব,
কোষমুক্ত অসি ধরিয়ে দানব ;
শূলাঘাতে দেবীর, বিদীর্ণহৃদ্ বীর,
কক্ষে বক্ষে নিষ্কাশিত অস্ত্র নানা ॥
নিজ দেহরক্তে দানব হয় আরক্ত,
ঊর্দ্ধে বিস্ফারিত নয়নদ্বয় রক্ত ;
নাগপাশবন্ধনে, আবদ্ধ বদনে ,—
ভ্রুকুটী-ভীষণা বিকট-দশনা ॥
পুলকে সিংহের পলকে পলকে,
অসুর-রুধির ঝলকে ঝলকে,
বদনে বমন,—দৈত্যে আক্রমণ,
পৃষ্ঠে দেবী সম-দক্ষিণচরণা ॥

কিঞ্চিদূর্দ্ধ-বাম—অঙ্গুষ্ঠচরণা,
অসুর হৃদয়ে প্রসন্নবদনা ;
সাধকে সকল—কামনার ফল—
প্রদায়িনী শক্রসংক্ষয়করণা ॥
দৈত্য-দানবাদি—দর্পসংহারিণী,
দেববৃন্দস্তুতি—নতি বিহারিণী ;
শিবচন্দ্র ধ্যান—সমাধি-সন্ধান—
চঞ্চল চরণে গজেন্দ্রগমনা ॥

ঝিঁঝিট—খং।

মা, আমার দেহপীঠে
প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রব তোমার।
তবে, এ প্রাণে কি এত দিনে—
সত্য সত্যই স্বত্ব আমার ॥
আপন প্রাণে স্বত্ব নাই যার,
প্রাণপ্রতিষ্ঠা সে করে কার,
প্রাণের প্রাণ তুমি মা উমা,
প্রাণপ্রতিষ্ঠা তোমার আবার ॥
যদি বল, ছিল যে প্রাণ,
থাকলেও এখন নাই আর সে প্রাণ,
যে দিন হ'তে তোমায় পেলাম,
প্রাণ দিলাম ঐ মুখে তোমার ॥
প্রাণ আমার ঐ মুখে এখন,
(তুমি) পিতা ব'লে ডাক যখন,
আমি, মৃতদেহে প্রাণ পাই তখন,
সে প্রাণ দিলে বাঁচি কি আর।
আর এক ভয় আছে মা! প্রাণে,
তোর প্রাণ দিলে আমার প্রাণে,
এই, পাষাণপ্রাণের সম্মিলনে,—
তুই পাষাণী হ'স্ বা, আবার ॥
শিব বলে হায়, ও গিরিরাজ,
সেই ভয়ে কি ভাবিছ আজ,
সে ভয় অনেকদিন মিটেছে,
কর—নির্ভয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা মার।
পিতৃ-ধর্ম্মে আস্থা এত,
দেখি নাই এ জগতে ত,
তোমার মেয়ের ঐ গুণেই ত,
ইচ্ছা হয় না মা ব'লতে আর।

ভৈরবী—একতালা।

বল্ মা, পূজা আজ হয় কেমনে।
ওমা কোন্ উপচার, কি আছে আমার,
সকলই ত তব এ ভবভুবনে॥
বাহ্যপূজার বস্তু সবই দেখি তোমার,
আবার ভাবি মা গো, অন্তরই কি আমার,
পত্র পুষ্পও যেমন, মনঃ প্রাণও তেমন,
কি নয় তোমার, পূজি কোন্ উপকরণে॥
আমার বস্তু যদি তোমায় দিতে হয়,
তবে, আগেই তোমার বস্তু আমায় নিতে হয়;
কি দিব চরণে, এ ঘোর আচরণে,
আমার, আহরণ পরিণত হয় হরণে॥

মনোমোহন বসু।

২৪পরগণায় জাগুলিয়া গ্রামে ১২৫২ সালে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই বাঙ্গালা রচনায় ইহাঁর অনুরাগ দৃষ্ট হইত। সেই সময়ই ইনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। বাল্যে যে বীজ তাঁহার হৃদয়ে নিহিত ছিল, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহা বিশাল মহীরুহে পরিণত। যাত্রা, থিয়েটার, পাঁচালী, হাফ-আখড়াই কবি, বাউল, সংকীর্ত্তন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সঙ্গীত-রচনায়, ইহাঁর কৃতিত্ব দেখা যায়। ইহাঁর 'রামাভিষেক', 'সতীনাটক', 'হরিশ্চন্দ্র', 'প্রণয়পরীক্ষা' প্রভৃতি নাটক বঙ্গসাহিত্যের সম্পৎ মধ্যে গণনীয়। "মধ্যস্থ' পত্র সম্পাদনে এবং হিন্দুমেলা প্রভৃতির সভাস্থলে বক্তৃতায় ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিদ্যালয়-পাঠ্য ইহাঁর কয়েকখানি পুস্তক আছে; তাহাও মনোরম।

ইমন্ কল্যাণ—জলদ-তেতালা।

আমি যথা তথা যাই, বিভু, তব গুণ গাই।
দেখিয়ে তোমার ভব, নয়ন জুড়াই॥
কি স্বদেশে কি সুদূরে, একস্থানে কিম্বা ঘুরে,
নিরখি যা তব পুরে, বিচিত্র সব তাই।
ভীষণ ভূধররাজ্য, ভীষণ জলধিকার্য্য,
তবু তায় হেরি আশ্চর্য্য, মাধুর্য্য সদাই॥
তরুহীন মরু ভীষণ, তরুময় বন তেমন,
চারু ভাব তবু কেমন, সে ভীষণে পাই।
নদ নদী হ্রদ দরী, একতানে প্রাণ ভরি,
তব মহিমা-মাধুরী, গাইছে সবাই॥
বিহঙ্গ-পতঙ্গ-গান, সর্ব্বত্র সুধা সমান,
জুড়াতে পথিক-প্রাণ, তুল্য তার নাই।
এ বিভব, ভবধব, মানব তরে কি সব,
ভাবিয়া এ দয়া তব, আপনা হারাই॥
এই ক'রো ভব ঘুরে, নাহি হই ভব-ঘুরে,
নিত্য-চিন্তামণি-পুরে, যেতে যেন পাই॥

ইমন্ কল্যাণ—চৌতাল।

ভাব নিত্য নিরঞ্জন, সত্যরূপী সনাতন।
অরূপ অনুপম স্বস্বরূপ, নিখিল অখিলকারণ॥
অব্যয় অক্ষয় অভ্রান্ত, অজরামর অশ্রান্ত,
অনাদি পূর্ণ অনন্ত, পরমাত্মা পুরঞ্জন॥
মানস-কমল-দলে, পবিত্র ভকতিজলে,
অপদ-শ্রীপদতলে, কররে অর্পণ।
প্রণয়-পীযুষ-পূরিত, সধর্ম্ম সাধুচরিত,
উদ্দেশে কর অর্পিত, মঙ্গল হবে সাধন॥

ভৈরবী—পোস্তা।

সুখেতে, দুখেতে, তুমি সখা।
ডাকিতে না জানি তোরে, আপনি এসে,
(নিজ গুণে)
আপনি এসে দে মা দেখা॥
কিসে ভাল কিসে মন্দ, সদা ক্রমে লাগে ধন্দ,
মনে প্রাণে সদাই দ্বন্দ্ব, খুলে দে মা, (দয়া ক'রে)
জেতে দে মোর হৃদের খোকা॥

দর্শন শাস্ত্রে কি ছাই লেখে,
প্রতারক সব মিছে বকে,
তর্কের কাজ নয় ধর্ত্তে তোকে, হৃদয় নৈলে,
(ও সরল) হৃদয় নৈলে কেবল ঠকা ॥

হাফ্ আখ্ড়াই।

মহড়া।

সখি জাননা, কৃষ্ণের প্রবঞ্চনা,
প্রাণে ম'র্ব্বে না, সুধু ছল।
চক্রী কুচক্র সকারে, বক্র সে যাহারে,
সইরে, ছলে তাহারে ;
প্রেমের সঙ্গিনী গোপাঙ্গনা, যে নারী কৃষ্ণপ্রাণা,
সে বিনা আ'স্তে না পারিবে জল ॥

চিতেন।

কমলনয়ন মুদি, কমলাখি আ'জ অচেতন।
কৃষ্ণ ভিন্ন, এই বৃন্দারণ্য সুখশূন্য,
শুনে প্রাণ আমার উচাটন্ ॥
সবে প্রাণহীনা প্রাণের কৃষ্ণ বিনা,
গোপিনী সব আছে মলিনা ;—
দহে বিরহে সমুদয়, সুখহীন ব্রজময়,
সইরে, হৃদয় দগ্ধ হয়,
দেখে প্রাণ আর বাঁচে না ;—
বারিহীন মীনের জীবন, যেমন,
তেমি আ'জ বৃন্দাবনে, নিরানন্দ সবাই প্রাণে,
সইরে, দ্বিগুণ আগুন্ জ্বলে,
শুনে বৈদ্যেরি বচন ;—
সতীর জল ছলে জ্বালা দেয় কেবল ॥

মহড়া।

মিছে মানে আর ম'জোনা মানিনি।
এবার মানে মান রবে না কমলিনি ॥
সই, নারীর ভূষণ, [illegible] রতন,
মান [illegible], [illegible] রাই,
[illegible] অভিমান সাজে তার,
[illegible] তোমায় নয় বিনোদিনি ॥
[illegible] কালাচাঁদ,
[illegible] কি চায় কি জানি ॥

মায়াধারী হরি, তাকি জাননা কিশোরি,
কালার কত ছলা—কত চাতুরী। শ্রীরাধে গো,
অতি কুটিল কপট, নিলাজ লম্পট,
তবু গতি নাই বিনা সেই বংশীধারী।
তাই বলি রেখো না আর,
মনে অভিমান—মান অপমান্,
মানের তরঙ্গ হেরে, আতঙ্কে যায় যদি ফিরে,
রাই গো, সবে না তবে অন্তরে, বিদরিবে প্রাণ,
গরব তায় রবে কি গরবিনি ॥

তেহারান।

তাই বলি কিশোরি গো, মানে আর ম'জোনা।

চিতেন।

বিমল বদন কেন ঘন বিষাদে ঘেরিল।
নিশা-নলিনীর প্রায় কেন কমলিনি ॥
আঁখি-কমল মুদিল ॥
ঘন ঘন শ্বাস, যেন প্রবল সমীরণ,
হাস্য রবিকিরণ, হ'লো অদর্শন, শ্রীরাধে গো,
ঘনগর্জ্জন—হাহাকার, বর্ষণ—অশ্রুধার,
খেলে দামিনী যেন স্বর্ণঅভরণ ॥
হরিষে বিষাদ আ'জ কেন গো এমন,
বল কি কারণ।
সুখের বসন্তে সখি, দুখের বরষা দেখি, রাই গো,
মনোরূপ সুখপাখী দুখেতে মগন।
সাধে বাদ্ সাধো কেন সজনি ?
এখন ষোড়শী রূপসী, কত আর মহিষী,
আর কি মানের দায় সাধ্‌বে তোমায় পায় ধরি,
এ যদি বিনোদি তোর ছিল মনেতে—
ম'জবি মানেতে ;
কেন পাগলিনী হ'য়ে, কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে,
এলি সুধু কলঙ্কের হার গলায় পরিতে।
কি ভাব তোর পারিনে রাই বুঝিতে ॥

তেহারান।

তাই বলি প্রভাসে রাই, মানে আর ম'জোনা।

চিতেন।

বিচ্ছেদে বিষাদে রাধে, একি বিপদে ফেলিলে—
প্রেম উন্মাদে কি হ'য়ে উন্মাদিনী,
এসব প্রলাপ ভাষিলে—

ভ্রমে বিধুমুখি, একি স্বপন দেখিছ,
এ যে সে গোকুল নয়, তাকি ভুলেছ;
শ্রীরাধে গো।
পেয়ে শ্রীপতির নিমন্ত্রণ, দেখ্‌তে সেই হৃদয়ধন,
ত্যজে বৃন্দাবন, প্রভাসে যে এসেছ,—
প্রভাসে নিকুঞ্জবন, দেখ গো আবার—
একি চমৎকার;
যেন সেই মাধবীকুঞ্জ, তেম্নি তরুলতাপুঞ্জ,
রাই গো,
অলির তেম্নি রব গুঞ্জ, ব্রজের ভাব সবার;
আস্‌্‌বে শ্যাম ব্রজের ভাবে জুড়াতে॥

—

মহড়া।

বিনয় করি তাই অভিমান ত্যেজিতে।
পাছে সাধে বাদ, নিরাশা হয় আশাতে॥
হায়, যে কাল-রতনে, না হেরে নয়নে,
দহিছ জীবনে, রাই,
শত বৎসর শূন্যকায়, মণিহীন ফণিপ্রায়,
মানে তায় এলে কি আজ হারাতে॥
আর কি নন্দলাল, সে রাখাল,
এখন মহীপাল মহীতে।
আর কি তোমারি হরি,
আছে তোমার গো কিশোরি,
আর কি রাধা বলে বাজায় বাঁশরী, শ্রীরাধে গো।

মহড়া।

ঘটলো কি বিবাদ, সাধে বাদ,
সাধলে কে আমার।
পা তোলো পা তোলো প্রাণ,
কি দোষে বিচ্ছেদ-বাণ, মারিলে আমায়—
শরে যাতনায় প্রাণ রাখা ভার॥

চিতেন।

মুদেছ খঞ্জননেত্র মলিন বয়ান।
ফাটে বুক, দেখে তোমার মুখ, দুখে দহে প্রাণ॥
হেসে কথা কও, কেন রও, ধরাতলে আর।
সোণার তনু, তাতে লাগে রেণু, অসহ্য আমার॥
অঙ্গ স্পন্দহীন, লাবণ্য মলিন, দুর্দিন অতি;
আমি কি ক্ষতি ক'রেছি কার॥

তেহারায়।

ভুলিলে আমারে প্রবোধ না মানে মন,
এখনি ত্যেজিব বিরহে এ জীবন,
ও প্রাণ কি কব, হেরি গৃহ শূন্যে শূন্যাকার॥

—

মহড়া।

কুঞ্জে সুখেতে থাক হে, বসন্ত।
যদি গোকুলে আন্তে পার শ্রীকান্ত॥
সেই শ্রীপতি বিহীনে, শ্রীমতী শ্রীহীনে,
বিপিনে পড়িয়ে ঐ;
তোমায় দেখিলে ঋতুরাজ, অনর্থ হবে আজ,
ব্রজরাজ বিনা করে কে শান্ত॥

খাদ।

ওহে বসন্ত, হও ক্ষান্ত, করি মিনতি একান্ত।

ফুকার।

গুণ গুণ স্বরে, যত গুঞ্জরে মধুকর;
প্রাণে সহে না হে, দহে কলেবর, ঋতুরাজ হে,
একে কোকিলের কুহুস্বর, করিছে জর জর,
তাহে পঞ্চশর, হৃদে হানে ফুলশর॥

ডবল ফুকার।

বিরহে কি রহে আর সুখবাসনা, ওহে ঋতুরাজ।
আমরা কুলজা অবলা, একে তো বিরহ-জ্বালা,
সই হে, জ্বালার উপরে জ্বালা, আরো দিও না॥

মেলতা।

অবলায় বঁধো না হে নিতান্ত।

চিতেন।

সুখের বসন্ত ঋতু, তুমি এ ব্রজে কেন আর।
কৃষ্ণ ভিন্ন, এই বৃন্দারণ্য, সুখশূন্য,
মান্য রাখিবে কে তোমার॥

ফুকার।

আশা দিয়ে হরি গেছে করিয়ে ছলনা।
আশায় নিরাশ হ'লো, কৃষ্ণ এলোনা॥
ঋতুরাজ হে,
রাধার ঘ'টেছে যে দশা, জীবনে নাই আশা,
ব্রজের এ দশায়, তোমায় আসা সাজে না॥

ডবল ফুকার।

তুমি হে সুখের কাল, জানি চিরকাল।
ওহে ঋতুরাজ,
গোকুলে আসিতে যখন

সময়ে তুষিতে তখন, সব হে,
গিয়েছে সেদিন এখন ভেঙ্গেছে কপাল।
মেলতা।
এ সময় ক'য়োনা আর প্রাণান্ত।

মহড়া।
যোগি বেশে আজ কোথায় চ'লেছ।
বল শ্যাম, গুণধাম, মনের রাগে কি বিরাগে,
কিবা কার সোহাগে, বিবাগী গৃহত্যাগী হ'য়েছ॥
বিভূতি অঙ্গে মেখেছ।
যেতে যেতে, শ্যাম, কেন শঙ্কা পাও;
যেন কারে দেখে, দাঁড়াও থেকে থেকে,
চন্দ্রা দাসীর দিকে একবার ফিরে চাও।
কত সুহাসে, সুভাষে, সুরসে, সন্তোষে,
বিলাসে দাসীরে কা'ল তুষেছ॥
চিতেন।
অমল শ্যামল তব কমলবদন।
আহা, মলিন হ'য়েছ হরি, বল কি কারণ॥
একি ভাব, আ'জ তব, দেখি শ্যাম।
অঙ্গ থর থর, কাঁপে নিরন্তর,
আঁখি নীরধর, ঝুরে অবিশ্রাম।
নাহি চন্দ্রাস্যে সুহাস্য, একি হে রহস্য?
কেন হে ঔদাস্য ভাব ধরেছ॥

মহড়া।
বিনয় করি শ্যাম, গৃহে ফিরে যাও।
ব্রজরাজ, পাবে লাজ,
একবার ভাঙ্গতে গে রাধার মান,
ভেঙ্গেছ আপনার মান;
আবার কি সেই হত-মান হ'তে চাও॥
যেয়োনা আমার মাথা খাও।
আহা মরি, আর হরি, কেঁদো না;
থাক দুদিন স'য়ে, যাবে সেধে নিয়ে,
রাধের মাথার দিয়ে, এখন সেধো না।
একবার তো গিয়েছ, পায় ধ'রে সেধেছ,
বারেবার পদাঘাত আর কেন খাও॥
চিতেন।
[illegible] বনমালি খাটবে না এবার।
[illegible] কপট-প্রেম যেমন হে তোমার॥
ভেবেছ কি, ছাই মেখে ভুলাবে।
তোমার বাঁকা নয়ন, বাঁকা ভঙ্গী চরণ,
ভৃগুচিহ্ন ধারণ, কিসে লুকাবে।
হেরে তোমারে সমক্ষে, চিনুবে রাই কটাক্ষে,
পরীক্ষে ক'রে কেন লোক হাসাও॥

রাধে, সাধে কি স'য়েছ।
প্রেমময়ি, শুন কই,
ছিল ছিদামের অভিশাপ, মনস্তাপ তাই।
এখন শাপান্তে আবার আমার হ'য়েছ॥
হ'লো পুনর্ব্বার, শোভা কি চমৎকার,
কিবা নবরূপ ধ'রেছ॥
যেন মেঘ অন্তে হ'লো চন্দ্রোদয়,
যেমন ঘুচিয়ে হেমন্ত, উদিলে বসন্ত,
তেম্নি আ'জ ভাব সুখময়;
এসো হৃদয়কমলে কমলিনি,
ব'সো সেই ভাবে ব্রজে যেমন ব'সেছ॥

কেন সদয়ে নিদয় হ'লে রাধারঞ্জন।
কোথা যাও হরি, শূন্য করি শ্রীবৃন্দাবন॥
তুমি ব্রজের ধন, পরম ধন,গতি মতি ঐ শ্রীচরণ
কেন প্রতিকূল গোকুলে,
কি দোষে নিদয় হ'লে, দয়াময়,
দিয়ে অকূলে গোপকুল বিসর্জ্জন॥
ব্রজনাথ হে, কারে সঁপে যাবে তোমার গোপীগণ
রথ রাখ রাখ, দীনবন্ধু হরি;
আমরা যত গোপীগণ, যুড়াব নয়ন,
বারেক শ্রীমুখচন্দ্র হেরি।
ব্রজের বিভব, কি দোষে মাধব,
ত্যেজিবে এখন, বলনা হে,
স্বপনে জানিনে, কভু মনে,
এ সুখেতে বঞ্চিত হব।
তবে কি সাধ জীবনে, কৃষ্ণ তোমা বিনে,
এ যাতনা সহিব কেমনে।
রাধার খেদে বিদরে ধরা, নয়নে বহে ধারা,
মলিনা স্বর্ণলতা মনোদুখে,
প'ড়ে ভূতলে আছে দেখ অচেতন॥
একবার রথ রাখ বংশীধারি,
আমরা বিনয় করি চরণে ধরি।

মধুর বৃন্দাবন শূন্য করি,
ও রথে কোথায় যাও হরি।
রব কেমনে, তোমা বিনে, দয়াময়,
দেখ গোকুলে গোপকুল, সকলে শোকাকুল,
অকূলে ভাসালে গোপনারী।
চেয়ে দেখ ঐ হে, শ্রীরাধার দশা শ্রীহরি।
প্রেমময়ী কমলিনী প'ড়ে ভূতলে,
মানের দায়, ও যার ধ'রেছ পায়,
শ্যাম হে, এখন সেই রাধা ভাসিছে নয়ন্ জলে।
শ্যাম তোমায় হারায়ে,
ও রাই রবে কি ধন্ ল'য়ে;
প্রেম-সাধে, প্রাণ সঁপে শ্রীপদে, এ বিচ্ছেদে,
মরে রাধে, একবার দেখ হে চেয়ে॥
মণি-হারা ফণী যেন কিশোরী তোমার,
হ'লো শ্রীহীনে শ্রীঅঙ্গ শ্রীরাধার।
ও সে তোমা ভিন্ন, অন্য নাহি জানে হে,
কৃষ্ণ ব'লে কাঁদে রাধে বিষাদে,
এলো খেলো পাগলিনীর মত হে,
রাধানাথ, রাধার গতি কি হবে হে।
যত গোপিনী বৃন্দাবনে, শরণ্যে তব চরণে,
কৃষ্ণ, কি দোষে ত্যেজিবে ব্রজনারী॥

ভকত-রঞ্জন, বিপদ-ভঞ্জন, ওহে জনার্দ্দন।
আমি ভক্তিহীন, অকিঞ্চন,
পুরাও দীনের আকিঞ্চন॥
শুনেছি হে শ্রীমাধব, দীননাথ নাম তব,
দীন ক্ষুন্ন পুণ্য-শূন্য আমি অভাজন।
নিজ গুণে কৃপানিধি, কৃপাদান কর যদি,
তরি তবে ভব-নদী ধরি শ্রীচরণ॥
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি, এই বাঞ্ছা করি আমি,
চিত্ত-গামী হ'য়ে কর ধন্য এ জীবন।
বপু মম—ব্রজ সম, হৃদয়—নিকুঞ্জধাম,
প্রীতি-পুষ্পে মনোরম করিব সাজন্॥
মতি, গতি, রতি—বেল, যুথী, জাতি,
মল্লিকা, মালতী—শ্রদ্ধা, ভকতি।
হবে চিত্ত-অনুরাগ—কাঞ্চনপরাগ,
বৈরাগ্য—কমল বিকাশিবে তথি॥
প্রেম-সিন্ধু বুদ্ধ রঙ্গে, কিবা দুলিবে।
শান্তি শম, সারী শুক, কি সুখ অর্পিবে।
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে, সে কুঞ্জধামে,
কিশোরী লইয়ে বামে, দাঁড়াইবে হে।
হবে, কিবা শোভা, মনোলোভা,
হৃদে সে নব মাধুরী।
যেন, নব নীল-নীরধরে,
সৌদামিনী—রাই কিশোরী।
আমার মন মত্ত শিখী নৃত্য
করিবে সে রূপ হেরি।
ও সেই যুগল সাজে, হৃদয় মাঝে,
উদয় হ'য়ে জুড়াও জীবন॥

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

ওহে রসরাজ, কেন-আ'জ,
ডাকিলে আমায়, এমন সময়ে বলনা।
মনোলোভা, বন-শোভা,
কুঞ্জে হেরিব, ছিল হে বাসনা॥
প্রফুল্ল কুসুম ললিত রসে,
আমোদিত সুধা সম সুবাসে,
সরসি সলিলে কুমুদী হাসে,
হেরিলে নয়ন ফিরে না॥
এ সুখ-যামিনী, শারদশশী,
সঘনে বরিষে পীযূষরাশি,
যুব-জনমন হয় উদাসী, ফুলশর দহে সহে না॥

মল্লার—একতালা।

নব জলধর, রাম রঘুবর,
বিরাজে অযোধ্যা মাঝে!—
কিবা বিরাজে অযোধ্যা মাঝে।
হর-শরাসন করিয়ে ভঙ্গ,
মিলিত হেমাঙ্গী জানকী-সঙ্গ,
পরম পবিত্র প্রণয়-প্রসঙ্গ, অপরূপ রূপ সাজে।
আজানু-লম্বিত বাহু সুললিত,
কোদণ্ড শোভিত তাহে।
লোকাভিরাম, গুণ অনুপম,
জগ-জন-মন মোহে।
অতি গভীর বীর শান্ত,
সুশীল সরল-চিত্ত একান্ত,
অনুগণ-প্রিয় নিতান্ত, বিজয়ী সমর-কাজে॥

সাহানা—ঢিমেতেতালা।

অযোধ্যা নগরে আজু আনন্দ অপার।
রাম রাজ্যেশ্বর হবে—শুভ সমাচার॥
মধুর মঙ্গল-গীত, শুনি অতি সুললিত,
মঙ্গল-বাজনা কত, বাজে অনিবার।
পল্লব-কুসুম-হারে, কিবা শোভা দ্বারে দ্বারে,
প্রতিঘরে সবে করে, মঙ্গল-আচার॥

যোগিয়া-ভয়্রোঁ—কাওয়ালী।

উঠ গা তোলো ওহে নৃপমণি।
দেখ, প্রভাতা হইল সুখ-যামিনী॥
অযোধ্যার প্রভাকর, তুমি রাজা দণ্ডধর,
প্রতাপে দ্বিতীয় দিনমণি।
আসিয়া প্রকাশ প্রভা, উজ্জ্বল করহ সভা,
সিংহাসনে বসিয়া আপনি॥
নিরখিয়ে দিবাকর, তেজোহীন নিশাকর,
নিশাচর ছাড়িল মেদিনী।
তম পলাইল ত্রাসে,কুমুদিনী দুখে ভাসে,
সরসে হাসিছে কমলিনী॥
তেমতি তব প্রভাবে, দুষ্ট জন দূরে যাবে,
শিষ্ট জন হাসিবে এখনি।
প্রভাতে সুরভি অতি, সমীর-সুধীর-গতি,
তব যশ বহে অনুমানি॥
বিহঙ্গ ললিত স্বরে, জগত উল্লাস করে,
সুধা সম সেই কল-ধ্বনি।
তেমতি তোমার ভাষা, শুনিতে করিছে আশা,
কত রাজা কত ঋষি মুনি॥
বিমল সরযূ-জলে, স্নান হেতু কুতূহলে,
চলে যত পুরুষ রমণী।
তেমতি পবিত্রা নদী, তব দয়া নিরবধি,
দীন হীন দুখী জন জানি।
আসিয়াছে আশা করি, পুরিয়াছে রাজপুরী,
করিতেছে জয় জয় ধ্বনি॥

বিভাষ—আড়াঠেকা।

উঠ উঠ মহারাজ, বারেক সম্ভাষ কর।
শ্রীমুখ মলিন তব, দেখিতে না পারি আর॥
আমরা চির সঙ্গিনী, নিতান্ত তব অধিনী,
তবে কেন অনাথিনী করি গেলে প্রাণেশ্বর॥
অকূল দুখ-পাথারে, ভাসাইয়ে অবলারে,
পুত্র-শোক-পারাবারে, আপনি হইলে পার।
কি করিব কোথা যাব। কোথা গে প্রাণ জুড়াব,
আর কার মুখ চাব, হেরি সব অন্ধকার॥

কেদারা—ঢিমেতেতালা।

প্রণয়-বারিধি-মাঝে সুখ-নিধি যদি চাহ।
এক জনে মন সঁপে তাহারি হইয়া রহ॥
একান্তে যে একে মজে, কভু না দ্বিতীয় ভজে,
পবিত্র সুখ-সরোজে, বিরাজে সে অহরহ।
নতুবা যে অনুরাগে, অংশ করে ভাগে ভাগে,
বিরাগ তার ঘটে সোহাগে, যাতনা সহে দুঃসহ॥

বেহাগড়া—খেমটা।

ভাঙা মন জোড়া দিতে,
কার আছে আয় গো ছুটে।
বারমেসে আড়া-আড়ি,
এক নিমিষে যাবে টুটে॥
এয়ি মোর গাছ-গাছড়া,
তেলপড়া আর জাড়ি জাড়া,
সতীন হ'য়ে ভাতার ছাড়া,
মরে বেটী মাথা কুটে॥
এ অষুদ মোর ছুঁতে ছুঁতে,
হুড়কো বৌ যায় আপনি শুতে,
বা'র-ফটকা পুরুষ যারা,
আঁচল-ধরা হ'য়ে উঠে॥

খাম্বাজ—একতালা।

সখি, প্রেম যে জেনেছে।
পেয়েছে সুখ,ভুগেছে দুখ,স্বর্গে রসাতলে গেছে॥
প্রণয় পবিত্র নিধি, অমৃতে গ'ড়েছেন বিধি,
বিরহ-বিপত্তি যদি না থাকিত পাছে পাছে॥
যতনে পায় রতনে, প্রেম জন্মে অযতনে,
কিন্তু যতনে এ ধনে, রাখে বা কার সাধ্য আছে।
কীট জন্মে মধুর ফলে, মধুর প্রেমে যারা গলে,
অম্নি যেন তলে তলে,
বিচ্ছেদ কীট সঙ্গ নিয়েছে॥

সাহানা—ধামার।

কৈলাস ভূধরোপরি, হায় আজ একি হেরি।
বিরাজিত হর গৌরী, কি যুগলমাধুরী॥
রজতে কনক-কান্তি মিলিল আমরি।
আধ অঙ্গে বিভূতি, আধে চুয়া কস্তুরী॥
একাঙ্গে ভুজঙ্গগণ, একাঙ্গে মণি-কাঞ্চন,
আধ বাঘাম্বরখানি, আধ ক্ষৌম বসন;
আধতে জটাজুট, আধ শিরে কবরী;—
সার্দ্ধ নয়নে অঞ্জন, মরি কি আঁখি-রঞ্জন;
ঢুলু ঢুলু ঢুলিতেছে, আর সার্দ্ধ লোচন;
কপালে আধ শশী, অনল কোলে করি॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

যাতনা সহে না, (সহে না সই),
আশার প্রবোধ আর অবোধ মন মানে না।
শুনেছি নিদাঘে সখী, চাতকী নীরদমুখী,
নিদয় নীরদ নাকি, ওগো, তথাপি বারি বর্ষে না॥
আমার সে নবঘন, কভু তো নহে তেমন,
শীতল-বারি-মিলন, তাতে, বঞ্চিত কভু করে না।
আজ সে জীবনকান্ত, কেন সখি হলো ভ্রান্ত,
তা ভেবে প্রাণ নিতান্ত,
বুঝি, এদেহে আর রহে না॥

আলেয়া—আড়াঠেকা।

ভাব সেই অভয় চরণ।
যাত্রাকালে নাম নিলে জয়ী ত্রিভুবন,
তরিতে এ দুখার্ণব, তরী সে পদপল্লব,
শব হ'য়ে করেন ভব, হৃদয়ে ধারণ।
অম্বিকা-মন্দিরে চল, পুজ সে পদকমল,
অবশ্য হবে মঙ্গল, সফল মনন॥

আলেয়া—একতালা।

যা কর প্রাণমাধব, পাণ্ডব নিতান্ত তব।
তোমা হ'তে যশোমান, বিজয় বিভব॥
রণে জয় পরাজয়, মান-অপমান-ভয়,
কিছুই আমারি নয়, তোমারি সে সব॥
বাড়ায়েছ উচ্চ করি, রাখতো রহিব হরি,
না রাখ মরিব স্মরি, শ্রীপদ পল্লব।
কিন্তু পার্থ-পরাভবে, তোমারি কলঙ্ক হবে,
কেবা আর ভবে তবে, নাম লবে তব॥

গারা-ভৈরবী—তিওট।

কোথায় রহিলে, হরি, এ সময়।
অতি কাতরে ডাকি সখা, সঙ্কটে দাও হে দেখা,
বিপদ-সাগরে তার দয়াময়।
কুরু-সমরানলে যাহারি কারণ,
প্রতিজ্ঞা ভুলে অস্ত্র করিলে ধারণ,
চক্রে ঢাকিলে তপন—
বাঁচাইলে—চক্রে ঢাকিয়ে তপন,—
করি অগ্রজ অপমান, অনুজা দিলে দান,
সেই অর্জ্জুন হতমানে গত হয়।
কি কব অসম্ভব—অক্ষয় তূণ আজি শূন্য।
সামান্য ধনু তুল্য, গাণ্ডীব হ'লো ছিন্ন;
অঙ্গ অতি অবসন্ন—
আ'জ বুঝি—মৃত্যু আমার আসন্ন;
সে সব ব্রহ্মশর মনে নাই, কেবলি দেখতে পাই,
সজল জলদ-রূপ জগৎময়॥

রামকেলি—একতালা।

আর এখন, কি মানে বিপিনে রব সই।
গৃহ-সজ্জা পরিহরি, বাস-সজ্জা বনে করি,
যার লাগি জেগে মরি, সে লম্পট এলো কৈ॥
বিহঙ্গ ললিত ধরে, কিশোরীর প্রাণ হরে,
হিমকর হীন-করে ঐ।
কপটে কপটী কালা, মজাইল কুলবালা,
ফুলমালা দুনো জ্বালা,
অবলা হায় কতই সই॥

বসন্ত-বাহার—কাওয়ালী।

তোম্ তোম্ তা না না না, ললনা একি ছলনা,
সুখের যামিনী দুখে যায়, প্রাণ রে।
ধন্য ধন্য, ধনি, ধন্য এ মান করা,
সা'ধতে সা'ধতে হ'লেম্ সারানিশি প্রাণে সারা,
থর থর কলেবর, নিয়ত নয়নে ধারা;
শ্রান্ত ক্লান্ত দেখ কান্ত তব, তাক্ তাক্ ধেলাং॥

মল্লার—টিমেতেতালা।

ঐ জলধরে ধরিব কেমনে।
সচঞ্চল পবনে, সঞ্চরে গগনে;
ধরি ধরি জ্ঞান করি, ধরিতে তাই পারিনে॥
গিরিশিরে শিরে ছুটি, উঠি পড়ি সঘনে,
পসারিয়ে দুটী বাহু তবু ছুঁতে পাইনে।
ধরা নাহি দেয় সখি, উপায় কি করি?
এমন চাতুরী, করিবে কে জানে॥
সদয় ভাবে উদয় হ'য়ে,নিদয় হ'লো কোন্ প্রাণে,
আশা দিয়ে দহিল হায়, নিরাশা দহনে।
পাখা পাই তো উড়ে যাই সই,শরণ লই ঐ চরণে
সাধ করে দামিনী হ'য়ে, মিশি গে মেঘের সনে॥

বসন্ত-বাহার—মধ্যমান।

দুরন্ত হেমন্ত সখি, কৃতান্ত সমান।
নাহি পিকবর; শশধর মলিন প্রভায়;
এ অসময়, তবু হয়, প্রমদার প্রেমোদয়,
শিশিরে সিহরে তনু, অতনু হানিছে বাণ।
যামিনী বাড়িছে যত, কামিনী জ্বলিছে তত,
বিষম বিরহে প্রাণ দহে নিয়ত;
অবলা সরলা বালার এ যাতনায় গেল প্রাণ॥

বসন্ত-বাহার—একতালা।

প্রাণে আর সহে না সখি রে।
বিরহ-বাসরে চিরকাল বাস রে—
দেখা বিবাহ-বাসরে বল্‌বো কি রে॥
সাধ ছিল, মনে রৈল,
সব ফুরালো আশা না পূরিল—
পিপাসায়, নিরাশায়, এ দশায় গেল প্রাণ,
দেখা প্রাণপতি হ'য়ে প্রাণ হরে॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

চিন্তা কি রাই প্রাণপ্রেয়সি,
[illegible]কেশী সাজি আমি।
[illegible], বিল্বদলে, শক্তিপূজা কর তুমি॥
[illegible] আদ্যাশক্তি, তব গুণে হব শক্তি,
[illegible] আমাদের ভক্তি, ধন্য হবে ব্রজভূমি॥

ভৈরবী—আড়খেমটা।

মরি, যুগলরূপে ভুবন ভুলায়, নয়ন জুড়ায়।
শ্যামের বামে কমলিনী,
যেন মেঘে সৌদামিনী প্রায়।
দেখ গো কদম্বতলে, দাঁড়ায়েছে বামে হেলে,
বনমালা দোলে গলে, আহা কিবা শোভা তায়॥

আলেয়া—আড়াঠেকা।

উমার কারণে প্রাণে, যে যাতনা নিশি দিনে।
মা হতে বুঝিতে চিতে, ছলিতে না দিতে এনে॥
প্রাণ কাঁদে তাই সদাই কাঁদি,
কৈলাসে তাই যেতে সাধি,
রেখেছ তো বছরাবধি, প্রবোধি ছল-বচনে।
উমা ভাবে মা পাষাণী,
লোকেও কয় পাষাণী রাণী,
আমি যে পাষাণ-অধিনী,
এ কাহিনী কেউ না জানে॥
কায়া তব পাষাণ ব'লে,
অন্তরেও কি পাষাণ হ'লে,
অমন্ মেয়ের মায়া ভুলে, রহিলে গিরি কেমনে।
কৈলাসে যাই বলে যেতে,
শিবের দোষ এসে শুনাতে,
"শরতে আসবেন পুরেতে" ব'লে ভুলাতে;
(ভাল) আমি যেন অবোধ নারী,
যা বুঝাও তাই বুঝি গিরি,
আনিতে গৃহে কুমারী,
তোমার কি সাধ হয় না মনে॥

সরফরদা—জলদতেতালা।

ওহে গিরি! ত্বরা করি,
আন গিয়ে প্রাণের গৌরী।
না হেরে সে মুখ-শশী, ধৈরয ধরিতে নারী॥
কি ছার মিছার গেহে, রব কার মুখ চেয়ে
সবে মাত্র উমা মেয়ে, তাহে জামাতা ভিখারী।
ঘরে আমার নানা রতন,
মার আমার বিভূতি ভূষণ,
অম্বর বিহনে বসন, বাঘাম্বর হয়েছে শুনি;
তুমি তো পাষাণরাজ, লোকে মোরে দেয় লাজ,
বলে, "সম্বৎসরে আজো তত্ত্ব না নিলে শেখরি॥

মঙ্গল-বিভাষ—আড়াঠেকা।

হারানিধি উমা আমার,
আয় মা একবার করি কোলে।
তাপিত প্রাণ জুড়াও মা আমার,
শ্রীমুখে ডেকে মা বলে॥
অভাগী মেনকা আমি, অচল আমার স্বামী,
সবে মাত্র কন্যা! তুমি, বৎসরান্তে দেখা দিলে॥
কত লোকের কত কথা, শুনে পাই মরমে ব্যথা,
সত্যি করে বল মা তথা,
শিবের ঘরে কেমন ছিলে।
জামাই নাকি শ্মশানবাসী,
ভস্ম মাখেন দিবা নিশি,
গৃহে তুমি উপবাসী, সদা ভাস নয়ন-জলে॥

বিভাষ—আড়াঠেকা।

ত্বরা কর গিরিবর, দিবাকরে কর মানা।
তাহার উদয়ে আমার উমাশশী রহিবে না॥
তুমি তো অচলপতি, উদয়াচলের প্রতি,
আজ্ঞা দেও যেন সম্প্রতি,দিনপতিকে ছাড়ে না॥
তোমার শেখরোপরি, জলধর আছে গিরি,
তারা যদি রহে ঘেরি, তা হলেও পুরে বাসনা।
আমি তো অবলা নারী, বল কি করিতে পারি,
কর যাহে রহে গৌরী—গৌরী গেলে বাঁচিব না॥

সিন্ধু ভৈরবী—ঢিমেতেতলা।

কেন রে এমন হ'লি আজ নিমাই ধন।
নদীয়া আঁধার করি, কোথা রে গমন॥
কিশোর বয়স তোর, সাজে কি রে এ কঠোর,
কটিতে কৌপীন ডোর একি অলক্ষণ—
সহে কি মায়ের প্রাণে রহে কি জীবন॥
ননীর পুতুলি সম, বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ মম,
অকূলে কেমনে তারে দিবি বিসর্জ্জন।
হৃদয় বিদরে হেরে সে বিধু-বদন॥
লোকলাজ তেয়াগিয়ে, যেন পাগলিনী হ'য়ে,
রাজপথে লুটায়ে ঐ করিছে রোদন।
বারেক মধুর বোলে কর সম্বোধন॥
ভুলিয়ে মায়েরি মায়া, ত্যজিয়ে প্রাণেরি জায়া,
রেখে যাবি শূন্যকায়া, হরিয়ে চেতন।
সোণার গৌরাঙ্গ বিনা শূন্য নিকেতন॥
অভাগা জননী ডাকে, উত্তর না দিয়ে তাকে,
হরি বলে, বাহু তুলে মুদিয়ে নয়ন।
কেন রে চৈতন্য-শূন্য চৈতন্য-রতন॥

বাউলের সুর ঢিমেতেতালা।

এসে ভবের হাটে, ঘোর সঙ্কটে, মারা যাই।
বেচা কেনা, দু চা'র আনা,
কিছুই আমার হ'লো নাই॥
বোকা পেয়ে দুষ্ট বেনে,
জিনিস্ দিলে সব ঠকানে,
আসল্ নকল্ নাহি চিনে,
ধোকায় পড়ে ঠক্‌লেম ভাই।
বেচ্‌তে গেলেম্ হ'য়ে ব্যস্ত,
তাতেও আরো ক্ষতিগ্রস্ত,
অবশেষে শূন্যহস্ত—রেস্ত-হীন্ ঘুরে বেড়াই॥
ছ বেটা গাঁটকাটা জুটে, যা ছিল তা নিলে লুটে,
পুঁজিপাটা নাইকো মোটে—
দেশে যাবার (ভবপারে) খাবার সম্বল্ নাই।
মনমোহনের মন্ বুঝে না,
দেখে ঠেকেও তো শেখে না,
কুসঙ্গ তবু ছাড়ে না,
মায়ার বশে (স্ত্রী পুত্রের বশে) রয় সদাই॥

বাউলের সুর একতালা।

হরি নামের সারি গেয়ে চল্ বেয়ে।
শুনে, বোম্বেটে যম পালিয়ে যাবে—ভয় পেয়ে।
রিপুর তুফানে কি ডর, পাকা মাঝি পীতাম্বর;
পাপীর ভরা পার করা তার পেসা নিরন্তর।
যদি ভক্তি-দাঁড় ভাই টানতে পার,
তবে মুক্তিপুর যাই পার হয়ে॥
গাঙে মায়ার ঘূর্ণিপাক,
ও তায় ঘটায় ঘোর বিপাক,
লোভের বাঁকে কলুষ-কুমীর থাকে লাখে লাখ।
কিন্তু অভয় পদে ঝিঁকে মেরে,
মাঝি কাটিয়ে সে যায় পাশ দিয়ে॥
নামের পাল তুলে সুখে, শান্তি-বাতাসের মুখে,
মোহ-দহ পারে যাব মনের কৌতুকে।
কারে শঙ্কা, যাব ডঙ্কা মেরে,
ও সেই কালের মুখে ছাই দিয়ে॥

হ'লো ভবের হাট করা, পারে যাবি কে তোরা,
বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'লো, আয় তবে ত্বরা।
ও ভাই, এমন সুদিন আর পাবিনে,
ভবের নেয়ে ডাকছে দ্যাখ চেয়ে॥

কেদারা—রূপক।

কালী করালবদনা, রবিশশী-বিভূষণা,
করে নর-শির অসি, ষোড়শী লোল-রসনা।
সুধাপানে ঢল ঢল, অট্ট হাসি খল খল,
বিনাশিতে দৈত্য দল, ভৈরবী দিগবসনা॥

ভৈরবী—একতালা।

দিনের দিন সবে দীন হোয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ,
অপমানে তনু ক্ষীণ॥
সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্যভূমে,
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'লো ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা-রাহুমুখে লীন।
অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,—
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন।
তুঙ্গ দ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভুষি শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন।
তাঁতি কর্ম্মকার, করে হাহাকার,
সুতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর,
হ'লো দেশের কি দুর্দ্দিন॥
আ'জ্ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ্,
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ্।
ধর্ব্বে কি লোক্ তবে দিগম্বরের সাজ—বাকল,
টেনা, ডোর কপীন।
[illegible] তো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
[illegible] কাটি, তাও আসে পোতে,
[illegible] আনিতে, খেতে শুতে, যেতে,
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন॥

বিভাষ—একতালা।

নরবর নাগেশ্বর-শাসন কি ভয়ঙ্কর।
দে কর, দে কর, রব নিরন্তর,—
করের দায় অঙ্গ জর জর।
সিন্ধু-বারি যথা শুষে দিনকর,
শোণিত শোষণ করে শত কর,
কর-দাহে নরনিকর কাতর,
রাজা নয় যেন বৈশ্বানর॥
ভূমি-কর মাত্র ছিল দেশে কর,
কে জানিত এত কর দুখাকর,
কর বিনা রাজা করে না বিচার—ধর্ম্মে নয়,
ধনে জয়ী নর।
বাড়ী-ঘর-আলো-শান্তি-জল-কর,
স্থলপথে আরো সেতুর উপর,
জলে গেলে তরী ধরে রাজচর,
শূন্য [illegible] বে গতি নাহি আরো॥
গো-অশ্ব-শকট-কর বহুতর—পশু,
নর, কারো নাহিক নিস্তার।
নীচ কর্ম্মে খাটে, তাদের ধরে কর—
নীচাশয় এম্নি রাজ্যেশ্বর॥
আয়-কর শুনে গায় আসে জ্বর,
অস্থিভেদী রথ্যাকর কি দুষ্কর,
লবণটুকু খাব, তাতেও লাগে কর,—
কত আর কব মুনিবর।
মাদকতা-কর-ছলে রাজ্যময়,
মদ্যের বিপণি নিত্য বৃদ্ধি হয়,
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয়,—
হাহাকার রব নিরন্তর॥

কাফী-সিন্ধু—মধ্যমান।

শরদিন্দু-সরসি বয়ান,
ওরে প্রাণ, ত্যজ অভিমান।
কমলিনী হ'য়ে তব কোমলতা কোথা রে প্রাণ।
যদি থাকি অপরাধী, দণ্ড দেহ যথা বিধি—
হৃদি-দুর্গে রাখ বাঁধি, চাপায়ে বুকে পাষাণ

ঝিঁঝিটখাম্বাজ—খেম্টা।

আমার প্রাণবঁধু সই মত্ত মধু
ফুল-বাগা-ফুল-ফুলের মধু-পানে।

লোকে আদর ক'রে দুকাণ-কাটা
ফ্যান-চাটা কয় তাই শুনে ॥
খাঁটিপ্রেম-মধু ফেলে, উড়ে বেড়ান,
ক্যা—ফুলে, কপট সৌরভে ভুলে।
এই মর্ম্ম-পোড়ায় জন্ম গেল,
ধর্ম্ম ভেবে সই প্রাণে।
জ'রে কুভেক্ষা-জ্বরে, ফেরে, কুচেষ্টা ক'রে,
হেরে‑বিভেক্ষা ধরে।
ও ভাই, শেষটা এখন, চেষ্টা মনে,
দেশটা ছেড়ে যাই বনে ॥

বাউলের সুর।

কোথায় মা ভিক্টোরিয়া, দেখ আসিয়া,
ইণ্ডিয়া তোর চ'ল্‌ছে কেমন।
ছিল মা সুখের রাজ্য, ধরা-পূজ্য,
আর্য্যধাম এই ভারত ভুবন।
বাণিজ্য ধন ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য বীর্য্য,
আশ্চর্য্য সব ছিল তখন ॥
তার পরে জোর প্রভুত্ব, ঘোর দৌরাত্ম্য,
সত্য বটে ক'র্ত্তো যবন।
কিন্তু মা এমন্ ক'রে, অন্নের তরে,
কাঁদ্‌তো না লোক এখন যেমন ॥
সে দায়ে ঠেক্‌তো তারা, ধনী যারা,
আমীর ওমরা জমীদারগণ।
যারা মা সাধারণ লোক, পেতোনা শোক,
সুখে কা'ট্‌তো তাদের জীবন ॥
মা লক্ষ্মী অবতীর্ণ—চিন্তাশূন্য—
ধান্য-পূর্ণ থা'ক্তো ভবন।
কে কখন রাজত্ব পায়, তাদের কি দায়,—
হ'লেই হ'লো উদর পূরণ ॥
ক'র্ত্তো যে লড়াই ঝকড়া, রাজা রাজড়া,
রাজ্য নিয়ে হিন্দু যবন।
না হ'লে ফসল নষ্ট, চাষের কষ্ট,
তাদের তাতে দায় কি এমন ॥
জান্তো না উকীল মোক্তার, জজ ব্যারিষ্টার,
আইন কানুন রসুন শমন।
ছিল না ছল চাতুরী, জুয়াচুরি,
পাজু রি যোজারি এমন ॥
প্রবীণ লোক গাঁয়ে গাঁয়ে, পঞ্চাৎ হয়ে,
বিচার-দণ্ড কর্ত্তো ধারণ।
নিখর্চ্চায় ঘরে ব'সে অনায়াসে,
মিট্‌তো বিবাদ মনের মতন ॥
এখন এই পোড়া দেশে, কপাল-দোষে,
হ'য়েছে সব উল্‌টো ঘটন।
ছারপোকার বিয়েন মতন, নিত্যি নূতন,
আইনে দেশ হয় জ্বালাতন ॥
জেলাতে রন মাজিষ্টর, ইনিস্পেক্টর,
পুলিশের চর সাক্ষাৎ শমন।
জোরে কেউ হাইটী তুল্লে, গানটী ধর্ল্লে,
ঢোলটী পিটলেও করে বন্ধন ॥
পেনালকোড কথায় কথায়, বেত লাগায় গায়,
ঘানি টানায় গরুর মতন।
বংশ মান যার মা যেমন, জন্মের মতন,
দাগ চড়ে তায়—হয় না মোচন ॥
দেওয়ানি বিচার বিক্রী—পেতে ডিক্রী,
খর্চ্চাতেই খায় সর্ব্বস্ব ধন।
আবার তায় রাক্কস আমলা, বাঁধলে মামলা,
সাম্‌লানো ভার ভিটে আপন ॥
তাই বলি সোণার দেশে, শাসন দোষে,
ধনে মানে প্রজার মরণ।
একে তো রোগে জরা—ট্যাক্সে মরা—
মাম্‌লায় সারা, সারা জীবন ॥
দেশে নাই লাঠালাঠি, কাটাকাটি,
চোর ডাকাতি আগের মতন।
শাসক জাত করেন গর্ব্ব, "তাঁরা সভ্য,"
তবু পর্ব্ব কেন এমন ॥
বলতে মা শঙ্কা করে, পাছে ধ'রে,
জেলে গোরে চোরের মতন।
কিন্তু মা তোরে ভিন্ন, কারে অন্য,
বলবো মোদের হিদের বেদন ॥
দিশী লুট গেছে উঠে, সত্য বটে,
তার বদলে ইংলিস ফ্যাসন।
অসাড়ে জোঁকের মতন, রক্ত শোষণ,
বিলিতি লুট চ'লছে এখন।
দিশী লুট চলতো যখন, ভুগতো তখন,
বড় লোক তার বাছা কজন।

বিলিতি জালের কাঁটি, কাতলা পুঁটি,
সব বাঁধে, নাই কারোর মোচন ॥
প্রধান লুট দস্যুকা কলে, যারে বলে,
"হোম-চার্জ্জ" আর "কন্ট্রিবিউশন।
তা ছাড়া যোজন-যোড়া, লম্বা তোড়া,
সাহেব পাড়ার পেন্সন বেতন ॥
ম্যাঞ্চেষ্টার ধ'র্লে আব্দার, কাপড় সূতার,
ডিউটি অমি হয় রেমিশন।
তাদের পেট পূরিয়ে তখন, দেখ্‌ছি এখন,
আয়-করের দায় মোদের মরণ ॥
দুঃখী লোক নীল দাদনে, জোর বাঁধনে।
ঘোর রোদনে কাট্‌ছে জীবন।
খাটছে মা চার বাগানে, আকুল প্রাণে,
কুলিগণে দাসের মতন ॥
ফুরসৎ নাই হাঁফ ছাড়তে, ঘাম মুছতে,
প্যায়দা ফেরে পেছন পেছন।
আ মরি ঘড়ি ঘড়ি, মাচ্চে ছড়ি,
গরু তাড়ায় রাখাল যেমন ॥
পাঁচ টাকা মাস্‌মাইনা, তাও পায় না,
জরিমানায় অর্দ্ধ হরণ।
রোজের যে কাজ নিশানা, অসুর বিনা,
কেউ পারে না মানসে তেমন ॥
বল্‌তে গা শিউরে উঠে, ঘর্ম্ম ছুটে,
পতির সাম্‌নেই পত্নী-হরণ।
করে এই ভীষণ কাণ্ড, তবু ষণ্ড,
পায় না দণ্ড, পাপের মতন ॥
হাকিম তার ফ্রেণ্ড ডিয়ার—হোয়াটফিয়ার,
ডোণ্টো কেয়ার ড্যাম নিগারগণ।
স্বজাতি-পক্ষপাতী, বিচারপতি,
ধর্ম্মের প্রতি অন্ধ-নয়ন ॥
ডিসিসন আগেই ধার্য্য—ফল্‌সো চার্জ্জ—
ডিস্‌চার্জ্জ অই ডিয়ার বুলজন।
বাদিনীর সব [illegible]—[illegible]—
উল্টে তাই তার বেড়ি খাটান ॥
ধ'লো [illegible] [illegible] চোটে, রক্ত উঠে,
কারো [illegible] মরে যখন।
[illegible] মা [illegible] ফাটা, চুকোয় ল্যাঠা,
[illegible] [illegible] সিবিল সার্জ্জন ॥

আবার মা কথায় কথায়, ছুতোয় নতায়,
গুলি চালায় যখন তখন।
নেটিভকে পশু জ্ঞানে, ট্রিগার টানে,
তিলেক প্রাণে হয় না বেদন ॥
বিচারে বহ্বারম্ভ, অশ্ব-ডিম্ব,
দণ্ড পেয়ে হাস্য-বদন।
খুনের প্রুফ ধুনে ফেলে, জুরির কলে,
য্যাক্সিডেণ্ট হয় নিরূপণ ॥
নয় তো হয় সাফাই জারি, টেম্পোরারি,
ইন্স্যানিটির ঝোঁকে তখন।
ছিল সে ইন্সেন্সিবল, রেসপন্সিবল,
আইনমতে নয় তো সে জন ॥
অপূর্ব্ব এই বিচারে, জামাই-আদরে,
করে তারে ঘরে প্রেরণ।
সরকারী খরচায় রঙ্গে, সেবক সঙ্গে,
দেশে যায় সে রাজার মতন ॥
দিন কতক ম্যাড্‌ হাউসে, রেখে শেষে,
ছেড়ে দেয় তায় দিয়ে পেন্সন।
এইরূপে ক্রীশ্চ্যান-ধর্ম্ম, বিচার-মর্ম্ম,
দয়ার কর্ম্ম, হয় সমাপন ॥
এক-চ'কো এমন কার্য্য, অনিবার্য্য,
রাজ্যময় মা নিত্য ঘটন।
আর যে মা হয় না সহ্য, রয় না ধৈর্য্য,
যে কদর্য্য হ'চ্চে শাসন ॥
পক্ষপাত জবরদস্তি, লজ্জা নাস্তি,
মত্ত হস্তীর মতন ধরণ।
মানীর মান খামখেয়ালে, পায়ে দলে,
ধরা দেখে সরার মতন ॥
এমন যে অসামান্য, দয়াপূর্ণ,
তোর আটাস্ন সালের ঘোষণ।
জনকত ষণ্ডা মিলে, খ'ণ্ডে দিলে,
স্বজাত-স্বার্থ ক'র্ত্তে সাধন ॥
ভেবো না এই সব কীর্ত্তি, কর্চ্ছে নিত্যি,
ছুটলে দলের বিট্‌লে কজন।
দেখতে পাই, তারাই কানাই, তারাই বলাই,
তারাই গোঠে চরায় গোধন ॥
যাঁরা তোর প্রধান নায়েব, কর্ত্তা সাহেব,
কে দেখতে পায় তাঁদের বদন।

কেবল মা রিপণ ছাড়া, তাঁদের সাড়া,
কখনই মা পাইনি তেমন ॥
তাই বলি, রাজ্যের মাথা হ'য়ে হেথা,
আসেন যাঁরা ক'র্ত্তে পালন।
কৈতে মা তাঁদের কথা, পাই গো ব্যথা,
মুণ্ড মাথা যেরূপ শাসন ॥
কেবল মা স্বার্থপোরা, সুখের পায়রা,
সখের ফিরা তাঁদের জীবন।
ক'লকাতার নামে ত্যক্ত, পাহাড়-ভক্ত,
প্রজার দুখ আর দেখ্‌বেন কখন ॥
একটু যেই গর্ম্মি ফুটে, অম্নি ছুটে,
সবাই জুটে সিমলে গমন।
সঙ্গে লোক হাজার হাজার, উর্দ্ধু বাজার,
ব্যাপার যেন বাদশার মতন ॥
প্রজাদের রক্ত শুষে, রঙ্গ রসে,
ঘোর বিলাসে তথায় মগন।
এদিকে দে কর, দে কর, রব ভয়ঙ্কর,
কন নিরন্তর, কলেক্টরগণ ॥
অষ্ট মাস কৃষ্ণ-লীলায় রসের খেলায়,
সিমলে যেন শ্রীবৃন্দাবন।
সঙ্গে সব বিড়ালাক্ষী, ধবল-মুখী,
রাস-লীলায় মন করেন হরণ ॥
অপূর্ব্ব কুঞ্জকানন, বিহার ভবন,
মর্ত্ত্যে যেন ইন্দ্র ভুবন।
বঁধুয়া বধূ সনে মধু পানে,
নিধুবনে, মধুর মিলন ॥
হর্স রেস, ক্রিকেট খেলা, দিনের বেলা,
নাট মন্দিরে নিশি যাপন।
জুড়ে এই রং তামাসা, আর কোয়াসা,
উঠতে পায় না মোদের রোদন ॥
উঠলেই বা কি ছাই হবে, কে তা শুনবে,
শোন্‌বারি বা ফুরসৎ কখন।
যদিই বা পান ফুরসৎ, সকল হজরৎ,
রুস-কেরামত দেখেন স্বপন ॥
রুস যেন ক'রে হোর্ম্মৎ, লোক জমায়ৎ,
হিমাবত পার আসছে তখন।
এই ভাবে সোর সরাবৎ, জোর জরাবৎ,
হয় ওয়াবিং, ফৌজের চালন ॥

যদ্দিন এই মহা-প্রস্থান, সিমলা-পয়ান,
সঙ্গে সৈনিক-আফিসারগণ।
তদ্দিন মা, রুসের জন্যে, তাঁরা হ'য়ে,
হাইড্রোফোবির রোগীর মতন ॥
সেই রোগে উঠে ঝেঁকে, থেকে থেকে,
আফগানিস্থান হয় আক্রমণ।
বৈজ্ঞানিক সীমানার ভান, কান্দাহার চান,
হিরাট পক্ষেও বিরাট মনন ॥
তারা নয় জোর-কাঙালী, ক্ষীণ বাঙালী,
নীচ উমিচাঁদ কুত্তার মতন।
তারা সব বীরের বাচ্ছা, স্বাধীন সাঁচ্চা,
হয় না তথায় দন্ত স্ফুটন ॥
কিন্তু মা সেই হিড়িকে, লাখে লাখে,
ধনে প্রাণে প্রজার পতন।
সে কথা ভা'ববে বা কে, ওদিকে যে,
রিওয়ার্ড আর পান প্রোমোশন ॥
মাগো আর কত ব'লবো, কোন দিক্ ধর্ব্বো,
যেটী তুলবো সেইটীই ভীষণ।
বণিকদল লেলিয়ে দিলে, বর্ম্মা নিলে,
খর্চ্চা জোগায় অভাগাগণ ॥
ধর্ম্ম নাই বুঝলেম ধরায়, নৈলে কি হায়,
ভক্তের মর্ম্ম পোড়ায় এমন।
আমরা মা শান্ত শিষ্ট, অল্পে তুষ্ট,
অদৃষ্টে তাই কষ্ট লিখন ॥
যারা মা দ্রোহী দুষ্ট, ঘোর অশিষ্ট,
স্পষ্ট দেখায় রুষ্ট বদন।
ক'র্ত্তে তায় অসন্তুষ্ট, দিতে কষ্ট,
সাহস পায় না শাসকের মন ॥
তোরে মা ভোগা দিয়ে, শুনায় গিয়ে,
রেলওয়ে আর শান্তি-স্থাপন।
বিদ্যালয়, কল কারখানা, ব্যবসা নানা,
তাইতে ভারত স্বর্গের মতন ॥
ভারতের খুব উন্নতি, এই ভারতী,
নিতি নিতি করায় শ্রবণ।
কিন্তু সেই কল কারখানার, কে মালিকদার,
তাই কেন মা কর না স্মরণ ॥
পঙ্গপাল যেত পুরবে, হেথায় এসে
গ্রাসে দেশের সকল সার ধন।

প'ড়ে রয় যে খোসা ভুষি, আগড়া স্বাসি,
তাই খেয়ে রয় মোদের জীবন ॥
হয় কি নয় সত্য কথা, এসে হেথা,
একবার কর মা নিজে দর্শন।
নয় তো কেউ তোর বিশ্বাসী, দেখুক আসি,
গুপ্তভাবে ক'রে ভ্রমণ ॥
কমিশন বসাস্‌নে মা, তায় কাঁপে গা,
লোক ভুলাবার ফাঁদ কমিশন।
আমরা তোর দুঃখী সন্তান, কর পরিত্রাণ,
অভয় দে মা ধরি চরণ ॥

সিন্ধু—খেমটা।

এই, ড্যাংডেঙ্গিয়ে চলে যায়,
তোর মনমোহন—রাজার মতন।
বুড়ি, রাঁড়ী হয়ে থাক্‌বি পড়ে,
বুঝবি তখন স্বামী কি ধন॥
যদি, বৌ বেটা সব করে ভক্তি,
সেবে তোরে ধ'রে নিত্তি;
খেতে দেয় রোজ বাদামতক্তি,
তবু তায় যাবে না রোদন—
(পালটা) ওরে জানিস্‌ যে এ শিবের উক্তি,
ঘুচবে না তার মনের বেদন।
তখন, তোর নামে সঙ্কল্প হবে—
কত পুকুর, পুরাণ তুলা দিবে,
ধন্তি মেয়ে লোকে কবে,
তবু ক'র্ত্তে হবে রোদন—
(পালটা) তোরে, রত্নগর্ভা সবাই কবে,
তবু ঝুরবে দুটী নয়ন ॥

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

বিক্রমপুর জেলার অন্তঃপাতী বজ্রযোগিনী নামক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি একজন সুলেখক। ইঁহার কবিত্বশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। ইঁহার রচিত 'ভারতশ্মশান মাঝে আমি রে বিধবা বালা' গীতটী সর্ব্বজন-পরিচিত। ইঁহার রচিত অনেক গানে 'পথিক' ভণিতা আছে।

লুম-ঝিঝিট—পোস্তা।

ভারত-শ্মশান-মাঝে, আমিরে বিধবা বালা।
বিষের মুরতি ক'রে বিধি আমায় পাঠাইলা।
জানি না কেমন পতি, মনে নাই রে সে মুরতি;
তথাপি যুবতী হ'য়ে পেটে অন্ন নাই দু'বেলা ॥
বিবাহ কি তাও জানিনে, কেবল মাত্র পড়ে মনে,
অনিচ্ছাতে শৈশবেতে খেলেছি এক দুখের খেলা,
পিতা মাতা নিদয় হ'য়ে পরের হাতে সঁপে দিয়ে,
ছিঁড়ে নিয়ে কোমল কলি,
কণ্টকে গাঁথিল মালা ॥
না বুঝিলেম ভালবাসা, নাহি সুখ নাহি আশা,
কারে কব এ দুর্দশা, কে বুঝিবে মর্ম্মজ্বালা।
পথিক বলে দেশাচারে, গেল ভারত ছারেখারে,
পাপিষ্ঠ ভারতবাসী, পাষাণ হ'য়ে না দেখিলা ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কোথায় রহিলে সব, ভারতভূষণ,
একবার এসে দুঃখিনীরে কর দরশন।
সুরম্য কুসুমবন, দাবানলে দহে যেন,
নিষ্ঠুর শ্বাপদ পদে করিছে দলন ॥
কোথা রাম রঘুমণি বীরত্ব-ধীরত্বখনি,
কোথা সীতা, কোথা সতী ভারতের প্রাণধন।
কোথা ভীষ্ম ভীমার্জ্জুন, কোথা যোগী ঋষিগণ,
কোথা সেই নবরত্ন অমূল্য রতন ॥
অজ্ঞানতা-অন্ধকারে, অধীনতা-পারাবারে,
ভাসিছে ভারত ঐ, ভরসা নাহি সংসারে;
জননীর এ যাতনা, কেউ দেখেও দেখে না,
পথিক বলে সবে মোহ-নিদ্রায় মগন ॥

বিভাষ—ঝাঁপতাল।

উঠ উঠ উঠ সবে, ভারত-সন্তানগণ।
থেকো না থেকো না আর,
মোহ-নিদ্রায় অচেতন॥
পোহাইল দুঃখ-নিশি, সুখ-সূর্য্য ঐ রে,
পথিক বলে হাসিতেছে,
দেখ রে মেলে নয়ন।
ঘোরতর অন্ধকার, পাপ-নিশাচর আর,
ঐ দেখ পোহাইল, আর দুঃখ রবে না;
জ্ঞানালোক প্রকাশিল সুপবন বহিল,
ভারত-কাননে ডাকে, আশা-বিহঙ্গিনীগণ॥
সুপ্রভাতে শুভক্ষণে, চল সবে সযতনে,
আলস্য-ঔদাস্য বশে আর কেহ থেকো না;
প্রেমের পতাকা তুলি বিভুপদ স্মরি রে,
ভাসাও জীবন-তরী কর শীঘ্র আয়োজন॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

কত প্রিয়তম, কে বুঝিতে পারে,
সুখ-জন্মভূমি, জননীসম রে।
শ্যামল সুন্দর, মনচিত্ত-হর,
প্রীতিপূর্ণিত রূপ অনুপম রে।
কিবা দূর দেশে, কিবা স্বপ্নাবেশে,
হেরি ঐ মূরতি, হৃদয়কন্দরে।
জনক জননী, সুখ-স্পর্শমণি,
বিরাজিত যে সুখ-রত্নাকরে॥
কিবা স্নেহমাখা, যত বাল্যসখা,
ছিল পুষ্পিত যে বনে থরে থরে।
প্রিয় প্রণয়িনী, প্রেম-কমলিনী,
হলো বিকশিত যেই সুখ-সরে॥
সে সুখ-সরসে পরিমল-আশে,
তৃষিত মানস-মরাল বিহরে।
সেই পুণ্য দেশে, ফল-ফুলে হাসে,
ফল-কানন এ অবনীমাঝারে।
সে দেশের তরে, দু-নয়ন ঝরে,
হেরি অপদশা হৃদয় বিদরে॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

একাকী কাননে বসি, কে তুমি বল রমণি।
স্বভাব সুন্দর মতি, নব রসে রসবতী,
শত কোটি চন্দ্র জিনি প্রভাময় মুখখানি॥
নাহি কোন অলঙ্কার মণি মুক্তা চন্দ্রহার,
লাবণ্য তবু অপার, বনফুলে সুশোভিনী॥
বিষাদে মলিন বেশে, বল কি ভাবিছ ব'সে,
নয়ন জলে যাও ভেসে, কোন্ দুঃখে বিনোদিনী।
ছাড় ঐ জীর্ণ বাসী, ত্বরা লহ মাল্য অসি,
আমি যাহা ভাল বাসি, সাজ রণ-বিলাসিনী॥
পথিক বলে মাতৃভাষা, হায় তোমার এ দুর্দ্দশা,
কত দিনে মনের আশা, পূর্ণ হবে নাহি জানি॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

ভারতনারীর দশা ভাবিতে প্রাণ বিদরে।
দেখে বিষাদ-মূরতি দুনয়নে অশ্রু ঝরে॥
রূপে গুণে অতুলনা, যত ভারতললনা,
দলিত কুসুমসম অনাদরে অত্যাচারে।
যে দেশে সাবিত্রী জন, সীতা দময়ন্তী,
খনা, জন্মেছিল,সেই দেশ ঢেকেছে কি অন্ধকারে।
ভারতযুবকগণ, কর কর দরশন,
জননী ভগিনীগণ, ভাসিছে দুঃখসাগরে॥
গৃহলক্ষ্মীরূপা যাঁরা, মৃতপ্রায় আছে তাঁরা,
তাই এত পাপ তাপ,
ভারতের ঘরে ঘরে।
অবলার যত্ন বিনা, ভারতের এ যাতনা,
ঘুচিবে না ঘুচিবে না শত যুগ যুগান্তরে॥

খাম্বাজ—আড়া।

চেয়ে দেখ দেখ ওহে ভারত-সন্তানগণ।
জননী জনমভূমি চির বিষাদে মগন॥
হারাইয়া রত্নাসন, অর[illegible] করে ভ্রমণ;
অনাদরে অত্যাচারে, নীরবে করে রোদন।
অজ্ঞানতা অধীনতা, পাপ তাপ দরিদ্রতা;
শত শত চিতানলে ভারতে করে দাহন॥
না জানি কি মহাপাপে, পুড়িতেছে মনস্তাপে,
কনকপুত্তলীসম, ভারতরমণীগণ।

শক্তিরূপা যে রমণী, গৃহলক্ষ্মীরূপা যিনি,
(সেই) অসহায়া, অভাগিনী,
হেরিতে বিদরে প্রাণ ॥
কিন্তু হায় যত দিন, অবলা রহিবে হীন,
রবে চির অস্তগত, ভারত সুখতপন ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

আজি শুভদিনে মরি কি আনন্দ হইল।
হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দলহরী নাচিয়া নাচিয়া উঠিল
কিবা সুখে আজি পোহাইল নিশি,
ঢালিল প্রকৃতি লাবণ্যের রাশি ;
উঠিল তপন মৃদু হাসি হাসি,
উল্লাসে পবন বহিল।
ভারতজননী চির বিষাদিনী,
পুত্র কন্যা লয়ে বসিলা আপনি ;
বহু দিন পরে দেখ রে দেখ রে,
আহা কিবা শোভা হইল ॥
ঐ দেখ চেয়ে গত কথা স্মরি,
বহিছে নয়নে বিষাদের বারি ;
ঐ দেখ আশা, ঐ দেখ প্রীতি
বদনেতে পুনঃ ভাতিল।
যে আনন্দ আজ দেখিলাম সবে,
ভুলিব কি প্রাণ যত দিন রবে,
শুভদিনে আজ মৃত প্রাণে ভাই,
জীবন সঞ্চার হইল।
স্বদেশের হিত করিতে সাধন,
এস তবে ভাই, করি প্রাণপণ,
জয় বিভু জয় গাও রে সকলে,
ভারতের দুঃখ ঘুচিল ॥

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

আজি এ আনন্দ-দিনে মিলে সকলে।
করি হে আনন্দ-ধ্বনি, হৃদয় খুলে ॥
বঙ্গের যতেক নারী অজ্ঞান আঁধারে,
পাশবদ্ধ-পাখী প্রায় ছিল এতকাল ;
চেয়ে দেখ এবে তারা পেয়ে সুসময়,
চলেছে উন্নতি-পথে মনকুতূহলে ॥

আমরা কি তবে বল এ শুভ সময়ে,
উদাসীন ভাবে সবে থাকিব ঘুমায়ে ;
যার যতটুকু বল আছে দেহ মনে,
প্রদানিব তাঁহাদের সহায়তা তরে।
দুর্ব্বল বলে মোরা করিব না ভয়,
এ শুভ কাজে ঈশ হউন সহায় ॥

মল্লার—আড়াঠেকা।

সাধের ভারতভূমি ঢাকিল কি অন্ধকারে।
সবে অন্ধ মহামোহে, মত্ত হয়ে পরদ্রোহে,
নিজ হস্তে নিজ গৃহ, দুখানলে দগ্ধ করে ॥
কিবা মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কিবা ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র,
কিবা ধনী কি দরিদ্র, শত্রুভাব ঘরে ঘরে ;
সবে বটে ভাই ভাই, কারো প্রতি স্নেহ নাই,
সঁপিয়াছে দুঃখিনীরে, জন্মভূমি জননীরে।
এই দম্ভ-পাপে হায়, অনাহারে মৃতপ্রায়,
সহস্র ভারতযুবা ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে ॥
কেহ চির পরবাসে, দুঃখের সাগরে ভাসে,
জীবনেতে জীবন্মৃত, অনাদরে অত্যাচারে।
পথিক বলে এই পাপে, পুড়িতেছে মনস্তাপে,
দুঃখিনী ভারতনারী ভাসিছে নয়নাসারে।
ভ্রূণহত্যা ব্যভিচারে, গেল দেশ ছারেখারে,
পাপিষ্ঠ ভারতবাসী, দেখেও তা দেখেনা রে ॥

বারোঁয়া—ঠুংরি।

মরি কিবা মূরতি ভীষণ।
একি দৈত্যক্রূর দরশন ॥
পিঙ্গল নয়ন দুটি ঘন দন্ত কটমটি।
জ্বলিছে উদর-মাঝে ঘোর হুতাশন ॥
লোল জিহ্বা ক্রূর দেহ, কারো প্রতি নাহি স্নেহ,
ভারতবাসীর করে শোণিত শোষণ।
সতীর সতীত্ব নাশে, মা হ'য়ে শিশুরে গ্রাসে ;
নাহি রুচি নাহি শুচি, এমনি দুর্জ্জন ॥
কভু ধরি উগ্র বেশ, দুর্ভিক্ষে নাশিছে দেশ ;
লক্ষ লক্ষ নারী নরে করিছে চর্ব্বণ।
দারিদ্রের অত্যাচারে, গেল দেশ ছারেখারে ;
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেখ দহে হুতাশন।

ভারতের নরনারী, আলস্য সকলে ছাড়ি;
অসুরের অত্যাচার কর নিবারণ।
ছিন্ন কর মোহপাশ, ছাড় দাসত্বের আশ;
চিরদুঃখী চিরদাস, বিধির লিখন।
যার গৃহে হাহাকার, গৃহ-সুখ কোথা তার,
গৃহ-সুখ-লালসায় দেহ বিসর্জ্জন॥
সাহস সামর্থ্য আর, পথিক বলে কর সার;
ভবিতব্যে মন প্রাণ কর সমর্পণ॥

ভৈরবী—আড়া।

যেওনা যেওনা সতি, বারে বারে করি মানা।
ভাবনা-সাগরে শিবে তব শিব ভাসাইও না।
পাঠাইতে দক্ষালয়ে, নাহি লয় এ হৃদয়ে,
ভয়ে যে কাঁপিছে অঙ্গ অমঙ্গলের এ সূচনা।
ভাই বন্ধু মাতা পিতে, কেউ নাই আর এ জগতে,
সাধনের ধন সতী জেনেও কি তা জান না॥
সতীমন্ত্রে ব্রহ্মচারী (আমি) সতীরূপ ভুলিতে নারি,
সতীধ্যান সতীজ্ঞান, সতী যে পরম সাধনা,
কি শ্মশানে কি অরণ্যে, কি শয়নে কি স্বপনে,
সতীগতপ্রাণ শিব সতী বিনে বাঁচিবে না।

বসন্ত বাহার—তেতালা।

ধন্য ধন্য শাক্য-সিংহ পুরুষ প্রধান;
কোটী কোটী নারীনরে করিছে অভিবাদন।
রাজ্যধন ত্যজিয়ে, যৌবনেতে যোগী হ'য়ে,
জীবের দুঃখ নিবারিতে করিবে সাধন।
দয়ারূপে অবতীর্ণ তুমি হে সুজন,
ধরার দুঃখ ঘুচাইতে করলে আত্মবিসর্জ্জন।
প্রেমের প্লাবনে তুমি, ভাসাইলে আর্য্যভূমি,
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করিলে প্রচার,
স্বার্থনাশে খুলে দিলে স্বর্গের দুয়ার,—
সাম্যমন্ত্র উচ্চারণে কাঁপাইলে ত্রিভুবন।

শাহানা বাহার—খং।

নমি আমি কবিগুরু তব চরণ কমলে।
স্মরিতে তোমার নাম অজস্র প্রেম উথলে॥
আর্য্যদের শিরোমণি, তুমি শত রত্নমণি;
জগত মোহিতে কিবা কাব্যশক্তি প্রকাশিলে।
শুভক্ষণে কবি গুরু রোপিলে যে কল্পতরু।
ভরিল ভারত হায় তার কত ফুল ফলে॥
ভবভূতি কালিদাস, মধু আদি কীর্ত্তিবাস,
সেই পুষ্পে গাঁথি মালা পূজ্য হন ভূমণ্ডলে।
পুণ্যের ভাণ্ডার সম, তবচিত্ত অনুপম,
অপূর্ব্ব স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছ ধরাতলে॥
জগতের অভিরাম, হেন গুণনিধি রাম,
সতীত্ব-রূপিণী সীতা বিরচিলে কি কৌশলে।
ভাল শিক্ষা দিলে তুমি গাইছে ভারতভূমি,
জয় বাল্মীকির জয়, জয় সীতারাম বলে॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

আহা রে একি হ'ল রে আমার,
এই ছিল কপালে।
যত আশা করেছিলেম, সকল গেল বিফলে,
রাজনন্দিনী রাজরাণী আমি জনমদুঃখিনী,
তোদের মুখ চেয়ে লক্ষ্মণ, সকল দুঃখ আছি ভুলে,
বান্ধিয়া সাগর-জলে, যে সীতারে উদ্ধারিলে,
অবশেষে বনবাসে তারে বিসর্জ্জন দিলে॥
ভিখারিণী বনে রব, রামরূপ ধ্যান করিব,
সেই মুখ নিরখিব এই প্রাণ যা'বার কালে।
জন্ম জন্মান্তরে আমি পাইব রাঘব স্বামী,
এ জীবনে হেরব না রে মরি এই শোকানলে॥
ওরে লক্ষ্মণ, ধরি হাতে, ল'য়ে আমার রঘুনাথে,
সুখে থেকো অযোধ্যাতে
(কভু) ভেব না জানকী বলে॥

পাহাড়ী—আড়া।

ওরে নিদারুণ বিধি, এই কি করিলি রে।
নয়নের মণি আমার অকালে হরিলি রে।
যত আশা ছিল মনে, ফুরাইল এত দিনে।
জীবনের সুখতারা আঁধারে ঢাকিলি রে।
অকারণে পাপ-রণে বধিলি দুঃখিনীধনে,
হাতে ধরে দুঃখিনীরে সাগরে ভাসালি রে।
কোথা পিতা দয়াময়, কোথা কৃষ্ণ নিরদয়,
অভাগিনীর প্রতি বুঝি বিমুখ সকলি রে॥

পিলু বাহার—খৎ।

চল চল প্রাণেশ্বর সমরে করি প্রস্থান,
একাকী যাইবে বলে ব'ধো না দুঃখিনীর প্রাণ।
একাকী সমরে যাবে, এ দাসী কি গৃহে রবে,
তা হ'লে যে হবে নাথ, পৃথ্বিরাজের অপমান॥
দেহ শূল দেহ অসি, সমর-সাগরে ভাসি,
কটাক্ষে নাশিবে দাসী যবনের অভিমান।
স্বদেশের শত্রু যত, যবনে করিব হত,
মরিলেও নিত্যধামে তব পদে পাব স্থান॥

বেহাগ—একতালা।

গাও রে আনন্দে সবে "জয় ব্রহ্ম জয়"।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁ'রে, গাইছে অনন্ত স্বরে,
গায় কোটি চন্দ্র তারা "জয় ব্রহ্ম জয়"।
জয় সত্য-সনাতন, জয় জগত-কারণ,
জ্ঞানময় বিশ্বাধার বিশ্বপতি-জয়।
অচ্যুত-আনন্দধাম, প্রেমসিন্ধু প্রাণারাম,
জয় শিব সিদ্ধিদাতা মঙ্গল-আলয়॥
ভুবনবিজয়ী নামে, চলি যা'ব শান্তি-ধামে,
'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্" কি ভয় কি ভয়।
এ প্রভু দিনশরণ, পাপ-সন্তাপ-হরণ,
অধম সন্তানে নাথ দেহ পদাশ্রয়॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

দেখ দেখ দেখ দেব দয়ার নিধান।
শুভ আশীর্ব্বাদ নাথ কর বরষণ॥
তব কৃপা সরোবরে, ফুটিয়াছে একস্তরে,
যুগল কুসুমকলি, অতি সুশোভন;
প্রেম হস্তে লহ তুলে, সে দুটি হৃদয় ফুলে,
গাঁথি দোঁহে এক সূত্রে রাখ চিরদিন।
স্বাধীন সুন্দর যেন, এ দুটি হৃদয় মন,
থাকি [illegible] পরস্পরে, করে আকর্ষণ;
উত্তাপ-আলোক [illegible], জীবনেতে মিশে যায়,
সাধিতে তোমার কার্য্য করে আত্মসমর্পণ।
[illegible] ভাব রবে, দুই হস্ত এক হবে,
[illegible]নের বল, এক পথে প্রবাহিবে;
[illegible]বা-যমুনা স্রোত, সম হয়ে, ওতপ্রোত,
অনন্ত [illegible] সাগরে হইবে মগন॥

খাম্বাজ—ঠুংরি।

সবে মিলে গাও রে এখন;
গাও তাঁ'রে—গায় যাঁরে নিখিল ভুবন।
বিহঙ্গ কাকলি ক'রে, যার নাম সুধা ক্ষরে,
মোহিত গগন গিরি, সুধাংশু তপন।
ছাড়ি মোহকোলাহল, সে আনন্দধামে চল,
শোন সে আনন্দধ্বনি, মুদিয়া নয়ন।
সেই পূর্ণ প্রাণেশ্বরে, জগৎ ভজনা করে,
প্রেম-নয়ন মেলি, কর দরশন।
হৃদয় মন্দির মাঝে, দেখে সে হৃদয়-রাজে,
মত্ত হ'য়ে কর তাঁর গুণানুকীর্ত্তন।
ভাই ভগ্নী সবে মিলে, গাওরে হৃদয় খুলি,
বিমল আনন্দ-রসে, হও রে মগন॥

সাহানা বাহার—খৎ।

যে সুখে করে'ছে সুখী ভুলিব কি এ জীবনে,
তোমার ভালবাসা ভেবে ধারা বহে দু'নয়নে।
সুন্দর সংসার নাথ, সাজায়েছ কত মত;
আনন্দের উপাদানে কি দিব তুলনা নাথ;
উথলিছে প্রেম কত, কে বুঝিবে তোমা বিনে।
আশার আলোকসম, আজি শিশু অনুপম,
আহা কিবা শোভিছে এ আনন্দ-নিকেতনে।
সরল মধুর অতি, শশিকলাসম জ্যোতি,
তব আশীর্ব্বাদে নাথ, বাড়ে যেন দিনে দিনে।
কর আশীর্ব্বাদ পিতঃ, করি তোমায় প্রণিপাত,
সুখে দুঃখে কভু নাথ, তোমাকে যেন ভুলিনে॥

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

এমন সুন্দর ক'রে, কেন তারে নিরমিল;
কেন ভালবাসি তোরে ওরে শিশু বল বল॥
ফুটন্ত ফুলের মত, হাসিতেছ অবিরত;
এ গৃহ-উদ্যান তোমার রূপেতে করেছে আলো।
শিশু রে তোর কচি মুখে,
তোমার ঐ সজল চোকে,
এমন স্বর্গের সুধা বল বল কে ঢালিল॥
আধ আধ কথা কও, প্রাণ মন কেড়ে লও;
এ মধুর দেবভাষা কে তোমারে শিখাইল

এমন কৌশল করে, ভুলা'তে পাষাণ-নরে,
তোমার জীবনে কে রে, স্বর্গ মর্ত্ত্য মিশাইল॥
ধন্য ধন্য ধন্য তিনি, ধন্য জগতজননী,
স্মরিতে তাঁহার দয়া, নয়নে উথলে জল॥

বিভাষ—একতালা।

আয় রে ভাই সবে, মিলে সবান্ধবে,
আনন্দ-উৎসবে হই রে মগন,
আজি শুভদিনে সুখের মিলনে,
(ও ভাই) আয় রে সকলে করি আলিঙ্গন।
এই শুভদিনে এমন সময়ে,
এসেছিলেম ধরায় এ দেহ ল'য়ে,
পিতা মাতা দোঁহে বিগলিত স্নেহে হয়েছিলেন রে
এমন সময়ে এ মুখ নিরখি,
আত্মীয় বান্ধব হ'য়েছিলেন সুখী,
কত যে আনন্দ ভেবে দেখ দেখি হয় রে,
ও ভাই সেই শুভদিন করিয়ে স্মরণ॥
জীবনের পথে আমরা সকলে,
চলিয়াছি ভাই বড় কুতূহলে,
যাঁর অযাচিত করুণার বলে, ভাই রে;
সবে মিলে আজি কর আশীর্ব্বাদ,
এ জীবনে যেন পূরে মন-সাধ,
প্রিয়কার্য্য তাঁর, করি অনিবার, ভাই রে;
(ও ভাই) করি যেন তাঁ'তে আত্মসমর্পণ॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

একি অপরূপ হেরি হৈমগিরি-কলেবরে,
মোহিত নয়ন মন বচন নাহিক সরে।
অনন্ত ভাণ্ডার সম স্তরে স্তরে অনুপম,
অমূল্য রতনজালে কে সাজাল গিরিবরে।
শিরে শোভে জটাভার, তাহে কিরণ বিস্তার,
শারদ চন্দ্রিমা যেন যোগীন্দ্রের শিরোপরে।
কটিতটে মেঘবাস, বিজলীর পরকাশ,
যেন দীপ্ত চন্দ্রহাস বীর অঙ্কে শোভা করে।
এমন কঠিন দেহ, আহা মরি কেবা স্নেহ,
ধর রত্ন ফুল পুষ্প দেয় জীবে থরে থরে।
মানব-সন্তানগণ করিতেছে বিচরণ,
জনকের বক্ষে যেন শিশুগণ ক্রীড়া করে।
বল বল গিরিবর, ভাব কা'রে নিরন্তর,
কা'র প্রেমে শত ধারে নয়নের জল ঝরে॥

বাউলের সুর—খেমটা।

আচ্ছা এক রঙ্গভূমি এ সংসারে।
ইহাতে দেখচি যত চমৎকার॥
আজ রাজা জমীদার, কাল ভিক্ষাপাত্র সার,
এখন আনন্দ উৎসব রঙ্গ, পরে হাহাকার॥
আবার এই কান্না এই হাসি,
লোকের তবু এত অহঙ্কার।
এই যে সব দৃশ্য মনোহর,
থাকবে না দণ্ড দুই পর,
যত গীত বাদ্য রং তামাসা, সুখের আড়ম্বর।
যখন সময় হ'বে সব ফুরা'বে
তখন দেখবে কেবল অন্ধকার।
পথিক কয় শোন্ রে আমার মন,
পেয়েছিস ভাল আয়োজন,
এখন সাবধানে খেল, খেলা করিয়ে যতন।
খেলে পটক্ষেপণ হইলে পরে,
পাবে অনুযোগ আর তিরস্কার॥

জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২৫৮ সালে ভবানীপুরনিবাসী শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সখের দাঁড়াকবির দলের সৃষ্টি করেন। জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই দলের গান রচনা করিতেন। ইঁহার কবিত্বশক্তি বিশেষ প্রশংসনীয় ও গানগুলি বড়ই—শ্রুতিমধুর। ইঁহার রচিত নিম্নলিখিত সমস্ত গীতগুলিই ৺মোহনচাঁদ বসুর সুরে গঠিত।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হ'তে কুঞ্জবিহারী,
'কোথা রাই, কোথা রাই'
ব'লে রাধার কুঞ্জে উদয় মুরারি।
দেখেন যৌনাব-লম্বিনী, কমলিনী মানিনী,
হেরে অধৈর্য্য মুরারি, চক্ষে বহে বারি,
ভাসেন চিন্তার্ণবে সাধের চিন্তামণি।
সাধেন বিধি মতে, মানভঞ্জনার্থে—
ধ'রে চরণে, হেরে গোবিন্দে,
বৃন্দে সুধায় ইঙ্গিতে।
মাধব, একি হে ভাব রাধার ভাবেতে,
নটভূপ, একি অপরূপ,
তোমার অনন্ত ভাবের ভাব বোঝা দায়,
কেন নীলকমল, ধরে কমল পদেতে।
হেরে কত ভাব উদয় হয় মনেতে।
যাঁর অভয় চরণ, দেবের আরাধ্য ধন, বেদে কয়,
সে আজ রাধার পদে ধরি, সাধেন মরি মরি,
দেখে হৃদয় দুখে দগ্ধ হয়।
ধর কি দুখে রাধার পায়,
একি শ্যাম, শোভা পায়,
পাছে চন্দ্রাবলী দেখে চক্ষেতে॥

যদি মাধব রাধার, মাধব হতেছে নিশ্চয়,
ত্রিভঙ্গ, রাধার শ্রীঅঙ্গ,
কিহে ভব অনঙ্গেতে দয়।
দেখ, স্বর্ণলতা রাধার শীর্ণবেশ, হৃষীকেশ,
যেজন শ্রীপদের দাসী হয়, হে দয়াময়,
তার কি এই দশা কর অবশেষ॥
ওহে—শ্যাম হে;—
যারে আশা দিলে, নিশি জাগাইলে,
কেন পায় ধ'রে তারে সাধিতে এলে।
মাধব, আর সাধায় কাঁদায় রাই ভুলে;
কালাচাঁদ, ঘটেছে প্রমাদ,
তোমার বিচ্ছেদ রূপ রাহু আসি নিশিতে,
দেখ ঘেরেছে শশিমুখ মণ্ডলে।
এখন কি হবে ভাবিতেছি সকলে।
প্যারী মুখচন্দ্র—রাহুগ্রস্ত হবে সত্বরে—
ক্রোধ তারা সজ্জন, রাধা অঙ্গ আবরণ,
দান করিয়ে বিজনরে।

ওহে কালশশী, নয়নযুগল ঋষি,
দেখ স্নান করিছেন সুখসলিলে।
দেখ, কুঞ্জ ঘোর সারি শুকে, শ্যাম,
করে কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন, বাদ্য করে যন্ত্রী,
কপাল যন্ত্রে হরি, শ্রবণেতে কর হে শ্রবণ;
গগন-চাঁদে, গ্রহণ হ'লে, স্থিতিতে নিয়ম হয়।
হে কেশব, দেখি অসম্ভব, নাহি স্থিতির নির্ণয়॥
রাধার দুঃখ দেখে খেদে ঝুরে আঁখি করি কি?
আমরা তাই ভাবি অন্তরে,
কি প্রকারে এ দায় মুক্ত হবেন চন্দ্রমুখী।
ওহে—শ্যাম হে!
যদি ঘুচে এ ভাব, তবে ক'র হে ভাব।
নইলে কি হবে অভাসে ভাব মিশালে॥

শুন গো গোপীর অগ্রগণ্যা জগন্মান্যা,
মান্যা শ্রীমতি, করি পরিহরি, তোমা ভিন্ন আর,
নাই আমার অন্য যে গতি।
বদসি যদি কিঞ্চিদপি
মধুরং অধরং কিবা দন্তরুচি,
কৌমুদী বিনোদী, তাহে হরন্তি তিমিরঘোরং
রসময়ী গো তোমার মানের বাণে,
জ'লে মলাম প্রাণে,
এ মান সম্বরণ ক'রে কর পরিত্রাণ।
ওগো মানময়ী রাই!
ত্যজ দুর্জ্জয় মান, নিজ জন প্রতি কি কারণ,
এত মানিনী, কেন গো, কমলিনী,
তোল চন্দ্রানন হেরে জুড়াক চকোর-প্রাণ।
করি মিনতি, কর এ মান সমাধান।
ও রাই চন্দ্রমুখী—সদয় কটাক্ষে একপক্ষে,
একবার চাও ব্রজকিশোরী,
কৃপা করি কর প্রেমপক্ষের সম্মান রক্ষে।
তব পদাশ্রিত, আমি যে নিশ্চিত,
আমায় বধো না হানি দারুণ মানের বাণ।
রাধে গো এ কি আজ দেখি গো রঙ্গ।
তব মান-দাবানল, প্রত্যক্ষে হেরে প্রবল,
জ্বলে ম'ল এ মন মাতঙ্গ।
কটাক্ষে কৃপা কর রাধে,
এ বিষাদে রহিল জীবন।

ক্ষম অপরাধ, পূরাও মন-সাধ,
ধরি রাই, কমলচরণ।
দারুণ অপরাধী, হয়ে থাকি যদি, রাঙ্গা পায়,
সে দোষ ক্ষম কমলিনি; ও মানিনী,
তোমার মানের দায় বুঝি প্রাণ যায়।
মান দাবানল, কর সুশীতল
রাধে স্বগুণে কৃপাবারি করি দান ॥

আজ আমার কিবা শুভাদৃষ্ট
মনোভীষ্ট পূর্ণ হইল।
পেয়ে বাক্য জল, হল সুশীতল,
অতঃপর মানের অনল ॥
তোমার কথা শুনে আমার পূরিল পণ,—
সে কেমন, ভীষ্ম কল্পান্তরে, বাণ যুদ্ধ করে,
চক্র ধরালেন চক্রীরে যেমন।
ওগো কমলিনি! তোমায় তেমনি,
কথা কহায়ে ভেসেছি প্রেম সলিলে,
মানের গর্ব্ব করে, খর্ব্ব করিলে রাগে মন,
করে সমর্পণ, করে বসিয়াছিলে ধনুকভাঙ্গা পণ,
সেই ত প্রতিজ্ঞা ত্যজে কথা কহিলে।
প্যারী! নিজ পণ পুরাইতে নারিলে।
কথাকইলে ব'লে, বলি গো তাই ওগো রাই,—
করা অতিশয় পণ, উচিত নয় কখন,
অতি শব্দ গো মন্দ বলে সবাই।
ক'রে অতি মান, বলী বলি পাতালে যান,
হ'লে অতিশয় শেষ থাকে না শেষ-কালে ॥

কি কথা শুনালে, কমলেরই জলে,
প্রাণ সই, কমল ভেসে যায়।
বলি শোন্ গো সে সব রসের পরিচয় প্রাণ সই!
যে হেতু ঘটিল এ দায়।
সাধে কমল ভাসে কমলের জলে।
কুবলয়দলের পক্ষ, হইয়া বিপক্ষ প্রমাদ ঘটালে,
নিবিড় নিকুঞ্জ বনে, শ্রীরাধারে সঙ্গে এনে,
সই, সইরে! প্রাণের কৃষ্ণ সখা হলেন অদর্শন।
তাই গো প্রাণসই, কমলের জলে তাই;
ভাসিছে কমলনয়ন।

চিন্তারূপা যে জন সখি, সেই রাধা চন্দ্রামুখী,
সই রে, কাঁদেন একাকী হারা হয়ে কৃষ্ণধন।
দর্প খর্ব্বকারী শ্রীমধুসূদন।
রাধার দর্প খর্ব্ব করিতে হরি
লীলা ছল করি, ও প্রাণ সহচরি!
ত্যজলেন কিশোরী।
অনন্তের অনন্ত ভাব, কে করিবে অনুভব,
সই রে,আজ এই নব ভাব প্রকাশিলেন নারায়ণ।

আমি হে যেই জন বিবরণ কর হে শ্রবণ।
ব্রজে কয় আমায় জগন্ময় হর্ত্তা কর্ত্তা শ্রীমধুসূদন।
কাল বিষধর, তোমার প্রাণেশ্বর, তার বিষপানে,
ব্রজবালকগণে, সবে হ'য়েছে শব-কলেবর।
তাই বিষাদে তাপিত মন হয়েছে আমার,
প্রাণ জুড়াব করি কালিয়দমন।
আমার অনন্ত ভাবেরি ভাব কে জানে,
ইচ্ছাময় আমি নারায়ণ।
আমার শ্রীপদ পরশে,
ভুজঙ্গ অনাসে নির্ব্বাণ হবে পাবে এ চরণ!
ইথে বিষাদ কেন ভাব অকারণ?
শিষ্টের পালন করি, দুষ্টের দমনকারী,
আমি দর্পহারী, দর্প সইতে নারি,
দর্প হইলে খর্ব্ব তার করি,
ইথে ভেব না অন্য ভাব কালিয়নারি!
তোমার পতির অন্ত হবে না জীবন ॥

কালিয় বিষধর ঘোরতর কঠিন হৃদয়।
কব কি, ও প্রাণসখি!
তার হেথায় থাকা উচিত নয়।
দিলাম অভয়দান তোমার প্রাণধনে,
শিরে মম চরণ-চিহ্ন করে ধারণ,
সুখে রবে সে জুড়ায়ে জীবনে।
উহায় এ জলে দিব না আর থাকিতে,
প্রাণ সই! দিলাম অভয় দান,
খগেন্দ্রেরি ভয়েতে,
প্রাণে বধিব না তোমার প্রাণপতিরে,
ভেব না দুখ অন্তরেতে।
যে পদ ব্রহ্মাদি দেবতায়, সাধনায় নাহি পায়,
দিয়াছি সে পদ উহার শিরেতে।

মলিন হেরি মুখারবিন্দ যেন ইন্দু রাহুগ্রস্ত প্রায়।
নাহি পূর্ব্ব বেশ, বিগলিত কেশ,
বদনে বাক্য নাহি তায়।
অতি দীনা ক্ষীণা, কৃশাঙ্গিনী, অভিমানী;
হেন অনুমানি—যেন মণিহারা ভুজঙ্গিনী।
তোমার হেরিয়ে ভঙ্গীভাব,
স্বভাবে হয় অভাব,
একবার কথা কও রাধে, তুলে চন্দ্রানন।
দেখে কাঁদে প্রাণ, পরিহর মান,
প্যারি রাখ গো শ্যামের মান, ক'র না অপমান,
মানের দায় কাতর শ্রীরাধারঞ্জন।
মাগু যার মানে, তার প্রতি মান এ কেমন?
উচিত নয় শ্রীমতী কালাচাঁদের প্রতি করা মান,
জীবন যৌবন যারে দিয়ে,
দাসী হ'য়ে সঁপেছ কুলশীল মন প্রাণ।
এ নয় কখনু সুবিধান,
ত্যজ রাই দুর্জ্জয় মান,
মানের দায়ে কাঁদেন ভুবনমোহন।

যদুনাথ ঘোষ।

হাওড়া জেলার অন্তর্গত বেলুড় গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর রচিত প্রীতিগীতগুলি বড়ই মধুর ও মনোমুগ্ধকর। যৌবনককালে ইনি দাঁড়া করিষ দলের একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। ইহাঁর কণ্ঠস্বর বড়ই মিষ্ট ছিল। ইনি "সঙ্গীতমনোরঞ্জন" নামক একখানি সঙ্গীতপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

আড়ানা—জলদ্‌তেতালা।

কেমনে ভুলিব তারে যেরূপ জাগিছে মনে।
মনেরে বুঝাতে পারি, না পারি পাপ নয়নে॥
সকলে বলে আমারে,
সে ভুলিল, ভুল তারে,
তারে ভুলে, ল'য়ে কারে, থাকিব মহী-ভুবনে॥
জান ত দেহ আমার, সাগরে ডুবি একবার,
কেমন সে দেহ আর, ভাসাব রূপ-জীবনে॥
যত দিন বেঁচে থাকিব,
তত দিন মনে রাখিব,
সে দিন তারে ভুলিব, যে দিন লবে শমনে॥

পূরবী—জলদ্‌তেতালা।

অন্তরের নিধি তুমি কেমনে গেলে অন্তরে।
বল বল কেমন আছ, গিয়েছ নয়নান্তরে॥
তুমি হ'য়েছ বিরূপ, তথাপি কি অপরূপ,
আমি কেন তব রূপ, সতত ভাবি অন্তরে॥
বলনা কি মনে ভেবে, অভাব ঘটালে ভাবে,
আমি ত আছি স্বভাবে, তব ভাব ভাবান্তরে॥
[illegible]ন বেঁচে থাকিব, স্বপনে নাহি ভুলিব,
[illegible]শে সেবা করিব, থাক যদি দশান্তরে॥

সোহিনী—জলদ্‌তেতালা।

মিছে আর কেন এলে হে জ্বালাতে।
শেষ কি রেখেছ বল দেশেতে চলাতে॥
সকলিত ঘটে কালে, সে সব কথা ভুলে গেলে,
কত যত্ন করেছিলে, আমার মন টলাতে॥
মনে হয় না যে কাতরে,
কত কান্না পায়ে ধ'রে,
ভাল বাসি হে তোমারে কথাটি বলাতে॥
দুঃখ না করি মনেতে, অবশ্য হবে মরিতে,
তুমি থাক এ জগতে, অধর্ম্ম ফলাতে॥

খট—যৎ।

যতনে লইয়ে করে কেন অযতন করে।
প্রকাশিতে নাহি পারি প্রমাদে হৃদি বিদরে॥
থাকিতে সে কত ভয়ে, সাধিত কত আশয়ে,
মানিত কত বিস্ময়ে, এখন পাই না পায়ে ধ'রে॥
রাজ্যলাভ হ'লে পরে, যেতনা জাহ্নবী পারে,
এখন দেখি অকাতরে যায় দেশ দেশান্তরে॥
কহিত সে সর্ব্বদাই, আর আমার কেহ নাই,
এখন আবার দেখ্‌তে পাই, রাখলের বংশ নগরে॥

কুঞ্জবিহারী দেব।

কলিকাতা নগরী ইহাঁর নিবাসস্থান। ইনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। নববিধান মত ইহাঁর বশেষ আদরণীয়। ইহাঁর রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ আদরের সহিত গীত হইয়া থাকে।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কত যে মানবে, মাগো করুণা তোমার।
কে বুঝিতে পারে বল, হেন সাধ্য আছে কার।
যে তোমারে ভুলে থাকে, একবারও নাহি ডাকে,
না চাহিতে কেন তাকে যোগাচ্ছ আহার॥
ইন্দ্রিয়ের দাস হোয়ে, কামিনী-কাঞ্চন লয়ে,
তোমারে ভুলিয়ে যারা করিছে সংসার;
তাদেরই মঙ্গলের তরে, গিয়ে তাদের ঘরে ঘরে,
ডাকিতেছ প্রেমভরে কত শত বার।
জীবের শিবের তরে, জলে স্থলে শূন্যোপরে,
রেখেছ মা সাজাইয়ে অক্ষয় ভাণ্ডার;
দীপ রূপে রবি শশী, জ্বলিতেছে দিবানিশি,
অবিরত খোলা তব সদাব্রত দ্বার॥

কীর্ত্তনের সুর।

কেন এত করুণা তোমার হে।
পাপী তাপীদের প্রতি, দীনহীন কাঙ্গালের প্রতি
বুঝি কাঙ্গাল তুমি ভালবাস,
নইলে কেন বা এত হে,
বুঝিতে পারিনে পারিনে ক্ষুদ্র জ্ঞানে,
আমাদের সামান্য জ্ঞানে,
বুঝ্‌তে পারি না হে জগৎস্বামী.
কেন পাপীকেও ত্যাজ না তুমি।
বুঝিতে পারি না পারি না,
আমি পালিয়ে যাই ঐ চরণ ছেড়ে;
কতবার পলাইয়াছিলাম নাথ,
কেন খুঁজে খুঁজে আন ধোরে॥
বুঝতে পারি না পারি না,
প্রভু তোমায় ভুলে থাকি আমি;
সংসারের মায়াতে মজে হে,
কেন আমারে তোল না তুমি।
বুঝতে পারি না পারি না,
যে জন সর্ব্বদা কুপথে চলে,
সংসারের মায়াতে মজে হে,
কেন তারেও তুমি কর কোলে।
বুঝতে পারি না পারি না,
যে জন সদাই তোমায় ভুলে থাকে;
পাপের প্রলোভনে প'ড়ে হে,
কেন তুমি নাথ ভোল না তাকে।
বুঝতে পারি না পারি না,
যে জন চিরকাল বিরোধী তোমার;
তোমার নাম শোনে না কানে হে,
কেন তারেও তুমি যোগাও আহার;
বুঝতে পারি না পারি না।

কীর্ত্তনের—সুর।

তোমার ভালবাসা ভাবিলে মনে।
উথলে প্রেমের ধারা বহে দু-নয়নে।
তোমায় আমি ভুলে থাকি,
একবার ভক্তি কোরেও নাহি ডাকি মাগো,
কিন্তু তুমি আমায় ভোলোনাকো,
রাখ নয়নে নয়নে॥
জরায়ু-শয্যার মাঝারে,
আমি ছিলেম যখন অন্ধকারে মাগো,
তুমি দয়া করে তার ভিতরে, রক্ষা করেছ যতনে
গর্ভ হ'তে ধরাতলে,
আমি এসেই সুখে খাব বলে, মাগো!
তুমি যতনে রেখেছ দুগ্ধ (আমার) জননীর স্তনে
তদবধি যখন যাহা,
আমার প্রয়োজন হতেছে তাহা মা গো,
আমার যোগাতেছ দয়াময়ি তুমি নিজ দয়াগুণে
নিশীথ সময়ে যখন শয্যায় পড়ে থাকি শবের মত
মা গো একা জেগে থেকে তুমি তখন,
রক্ষা করেছ যতনে॥
সংসারের যন্ত্রণা পেয়ে,
আমি কাঁদলে বসে কাতর হয়ে, মা গো
তুমি ঘুচাও আমার সকল জ্বালা,
থেকে সংগোপনে॥

[illegible]নদীর জলের মত,
[illegible] তোমার প্রেমপ্রবাহিত,
মা গো, মালার সূতার মত,
প্রেম-সূতায় গাঁথা জগজ্জনে ॥
(গোপনে গোপনে) সংসাররূপ লাল চুসিম দিয়ে
তুমি রেখেছ সব ভুলাইয়ে,
মা গো, কিন্তু চুসিম ফেলে কাঁদ্‌লে ছেলে,
কোলে তুলে লও যতনে ॥
(থাক্‌তে পার না গোপনে)
তুমি ভাল বাস যেমন,
এই সংসারে কে আছে এমন, মা গো।
এমন অনুপম ভালবাসা
আর নাই কো ত্রিভুবনে ॥

কীর্ত্তনের—সুর।

তোমার দয়ার কথা হ'লে মনে।
আনন্দে হৃদয়, পরিপূর্ণ হয়,
প্রেম-অশ্রুধারা ঝরে দু-নয়নে ॥
ঘোর অন্ধকার জরায়ু শয্যায়,
বেঁচে থেকে জীব তোমারই কৃপায়,
তোমার দয়ায়, এসে এ ধরায়,
খেতে পায় দুগ্ধ জননীর স্তনে ॥
দেহ রক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন,
একেবারে তাহা করিয়ে সৃজন,
দয়া করে সব কোরেছ অর্পণ,
সম্ভোগের কারণ জীব জন্তুগণে ॥
পিতা মাতা সুহৃদ সখা ভগ্নী ভাই,
যেখানে যাহার কিছু মাত্র নাই,
সেখানে তোমার দয়াই তাহার,
সহায় সম্বল জীবনে মরণে ॥
বিপদে সম্পদে সজনে নির্জ্জনে,
পর্ব্বতে পাথারে বিজন কাননে,
তোমারই দয়ায় সবে খেতে পায়,
সুখে করে বাস স্বজনগণ সনে ॥

মধুকানের সুর।

আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো,
এখন আর ভাল লাগে না ॥

দুধে জলের মতন
মিশে থাক্‌ব সদাই এই বাসনা ॥
কাছাকাছি মেশামিশি, মাখামাখি খেসাঘেসি,
এইটিই এখন ভালবাসি,
ছেড়ে থাকৃতে মন চাহে না ॥
প্রেমসুধা বরষিয়ে, রাখ তাতে ডুবাইয়ে,
বিন্দু বিন্দু সুধা পিয়ে এখন আর ক্ষুধা মেটে না ॥
একবার দেখা দিয়ে হরি, কেন আর কর চাতুরী,
পায় ধরি মিনতি করি লুকোচুরি আর খেলো না।
যেমন ক্ষুদ্র নদী গিয়ে, সাগরেতে যায় মিশিয়ে,
তেম্নি তোমাতে মিশিয়ে
থাক্‌ব, সদাই এই বাসনা।
আমি আমি, তুমি তুমি, তুমি তুমি,
আমি আমি, আমি তুমি, তুমি আমি,
বাহিরে কেউ দেখতে পাবে না ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বঙ্গরঙ্গভূমে যিনি যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, নব নব নাটকের সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যে যিনি বঙ্গভাষার শোভা-সংবর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই নটচূড়ামণি গিরিশচন্দ্রের নূতন পরিচয় আর কি দিব? আপন কৃতিত্বগুণে আজি তিনি বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই সুপরিচিত।

১২৫০ সালের ১৫ই ফাল্গুন কলিকাতা বাগবাজারের বসুপাড়ায় গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার [illegible]—নীলকমল ঘোষ। তিনি একজন খ্যাতনামা 'বুক্-কিপার' ছিলেন। গিরিশচন্দ্র পিতার মধ্যম [illegible] একাদশ বর্ষ বয়সে ইনি মাতৃহীন এবং চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে পিতৃহীন হন। পাঠশালায় বাল্য-[illegible] প্রথমে "ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী" বিদ্যালয়ে এবং পরে "হেয়ার স্কুলে" প্রবেশিকা পর্য্যন্ত [illegible] ইনি স্কুলের পড়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে চারি বৎসর কাল ঘরে বসিয়া পড়াশুনা [illegible] "এসিয়াটিক সোসাইটীর" মেম্বর হন। [illegible]

নিকট পৌরাণিক গল্প শুনিতে শুনিতে গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে পৌরাণিক চিত্র দৃঢ় অঙ্কিত থাকে। পরে বাগবাজারে ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে "হাফ্ আকড়াইয়ের' গান-রচনায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যশোকীর্ত্তন ও সংবর্দ্ধনা দেখিয়া, গিরিশচন্দ্রের মনে কবি হইবার ইচ্ছা বলবতী হয়। তখন হইতেই তিনি কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন।

দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সে গিরিশচন্দ্র 'আটকিন্‌সন টিল্‌টন্ কোম্পানীর' আপিসে কর্ম্ম শিক্ষার জন্ম প্রবিষ্ট হন। কিছু দিন তথায় শিক্ষানবিশী করিয়া 'আরজেন্সি সিলিজি কোম্পানীর' আপিসে 'এসিষ্টাণ্ট বুক্-কিপার' পদ প্রাপ্ত হন। এই কার্য্যে গিরিশচন্দ্র বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এই সময় (১২৭৪সালে) কয়েক জন বন্ধুর সহযোগে বাগবাজারে এক অবৈতনিক যাত্রার দল সৃষ্টি করিয়া গিরিশচন্দ্র 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক অভিনয় করেন। এই নাটকের গান গিরিশচন্দ্রই রচনা করেন। পাইকপাড়া রাজবাটীতে নাটকাভিনয় দেখিয়া, গিরিশচন্দ্রের মনে একটী 'থিয়েটার" প্রতিষ্ঠার বাসনা হয়। পরে বাগবাজারে "সধবার একাদশী' অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র শিক্ষক ও নেতৃত্ব-পদ গ্রহণ করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের (১২৭৯ সালে) ৭ই ডিসেম্বর জোড়াসাঁকোয় মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে 'ন্যাসন্যাল থিয়েটারে' নীলদর্পণ নাটক প্রথম অভিনীত হয়। উক্ত থিয়েটারে "কৃষ্ণকুমারী নাটকে গিরিশচন্দ্র ভীমসিংহের অংশ অভিনয়ে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করায়, নাটোরের মহারাজ চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর (রাণী ভবানীর প্রপৌত্র) নিজ রাজ-পরিচ্ছদেই ইঁহাকে ভীমসিংহ সাজাইয়া দেন। তৎপরে 'গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটার' (বর্ত্তমান 'মিনার্ভা থিয়েটারের' জমীতে) স্থাপিত হইলে, গিরিশচন্দ্র মধ্যে মধ্যে অবৈতনিকভাবে অভিনয় করিতেন। ক্রমে ঐ থিয়েটার সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া 'আগমনী' 'অকাল-বোধন' প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করেন। পরে প্রতাপচাঁদ জহরী উক্ত থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হইলে, গিরিশচন্দ্র এক শত টাকা বেতনে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁহার 'মোহিনী প্রতিমা,' 'আলাদিন,' 'আনন্দরহো,' 'সীতার বনবাস' এই সময় রচিত হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে (১২৯০ সালে) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতির সহযোগে, ৬৮ নং বিডনষ্ট্রীটে 'ষ্টার থিয়েটার' স্থাপন করেন। দক্ষযজ্ঞ,' 'নলদময়ন্তী' প্রভৃতি এই সময় রচিত হয়। পরে কলুটোলার গোপাললাল শীল যখন উক্ত থিয়েটার ক্রয় করিয়া 'এমারেল্ড থিয়েটার' (বর্ত্তমান ক্লাসিক) প্রতিষ্ঠা করেন, তখন গিরিশচন্দ্র এককালীন কুড়ি হাজার টাকা নগদ ও মাসিক ৩৫০৲ টাকা বেতন প্রাপ্ত হন। ঐ কুড়ি হাজার টাকার ১৬ হাজার টাকা হাতীবাগানের "ষ্টার থিয়েটার" নির্ম্মাণের জন্য প্রদত্ত হয়। ক্রমে গিরিশচন্দ্রও ঐ 'ষ্টার-থিয়েটারে' যোগদান করেন। এই সময় 'হারানিধি,' 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি রচিত হয়। তৎপরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে (১২৯৯ সালে) 'মিনার্ভা থিয়েটার' স্থাপিত হইলে, গিরিশচন্দ্র তাহার অধ্যক্ষ হন। এই সময় 'ম্যাকবেথ' 'মুকুল-মুঞ্জরা,' 'আবুহোসেন,' 'জনা' প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। ইহার পর ক্রমান্বয়ে 'ষ্টার,' ক্লাসিক' ও 'মিনর্ভার' নাট্যাচার্য্য ও অধ্যক্ষ পদে বরিত হন। গিরিশচন্দ্রের কবিত্বে, গিরিশচন্দ্রের ভাবুকতায়, আজি বঙ্গবাসী বিমুগ্ধ।

সাহানা—যৎ

ওমা কেমন ক'রে, পরের ঘরে,
ছিলে উমা বল মা তাই।
কত লোকে, কত বলে, শুনে ভেবে ম'রে যাই॥
মা'র প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে,
জামাই না কি ভিক্ষা করে,
এবার নিতে এলে, বোলবো হরে,
উমা আমার ঘরে নাই॥

ঝিঁঝিট—খেমটা।

তুলে দে রাঙা কমল,
রাঙা পায়ে সাজবে ভালে।

চল ত্বরা, পূজ'বা তারা,
থাকবে না আর মনের কালো॥
নাচবে শ্যামা হৃদকমলে, ধোব চরণ নয়ন-জলে,
বদন ভরে ডাকবো ও মা।
মায়ের রূপে জগৎ আলো॥

খাঁ ভৈরবী—যৎ।

পাষাণী পাষাণের মেয়ে,
বাদ সেধেছ আমার সনে।
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পায়ে,
মনের সাধ মা রইল মনে॥

রাঙ্গা চরণ পূজে তারা,
নয়ন-তারা হলেম হারা,
দেখ মা তারা তাপহরা,
বঞ্চিত বাঞ্ছিত ধনে ॥

মূলতান—আড়াঠেকা।

বাঞ্ছা পূর্ণ কর মা শ্যামা ইচ্ছাময়ী কল্পতরু।
পূজে তোরে বাঞ্ছা পুরে, বলেছে শিব জগদ্‌গুরু ॥
তমোময়ী ঘোর ত্রিযামা,
মা বলে গো কাঁদি শ্যামা,
হর-রমা দেখা দে মা,
মা তো কঠিন নয়গো ক'রু ॥

মঙ্গল বিভাস একতালা।

প্রলয়-দামিনী চরণে নলকে
নখরনিকর ভাতে প্রভাকর,
বরণ নিবিড় কাদম্বিনী,
ব্রহ্মডিম্ব ফুটে পলকে পলকে ॥
নরকরনিকর কপালমালা,
তর তর ত্রিনয়ন উজ্জ্বল জ্বালা,
ঘন ঘোর গরজন, সুর-নর-কম্পন,
শব-শিব পদতলে, ভালে অনল জ্বলে,
ত্রাহি ত্রিভুবন প্রলয়-ঝলকে ॥

বাহার-ভৈরবী—মধ্যমান।

নেচে নেচে চল মা শ্যামা,
দু'জনে তোর সঙ্গে যাবো।
দেখবো রাঙ্গা চরণ দু'টী,
বাজবে নূপুর শুনতে পাবো।
ঘোর আঁধারে ভয় বা কারে,
ডাকবো শ্যামা অভয়ারে,
ও মা বলে যাব চলে,
'মা' ব'লে মা প্রাণ জুড়াবো ॥

রাজকেলী—কাওয়ালী।

দেখিতে দেখিতে লুকাল'।
[illegible] বিদায় দিয়ে নিভিল নয়ন আলো ॥

আসে যা না আসে ফিরে,
আশে ভাসি আঁখিনীরে,
ভুলিবে না ব'লে গেল,
ব'লে গেল তবু ভাল ॥

কাফিঝিঁঝিট—একতালা।

ছাড় মান ধর' না পায়,
নৈলে নাগর মান যাবে না।
না হলে মানিনী ত বদন তুলে আর চাবে না ॥
সেধো না করি মানা, তুমি নারীর মান জান না,
সহজে মান গেলে হে,
মান ফিরে ত আর পাবে না ॥

বেহাগ-খাম্বাজ—একতালা।

দেখ হে দেখ বদন
মেঘ হ'তে চাঁদ বেরিয়ে এল'।
ছি ছি হে ভুলে গেলে, অধর সুধা উছলে গেল।
তুমি ত প্রেম জান না, ব'লে দিলে তাও মান না,
কত আর সয় হে বল, মান করে ত পড়েছিল।

ছায়ানট—ধামার।

প্রেমে ডাক' হরি ব'লে,
বাঁধা হরি প্রেমের বাঁধে।
প্রেমের হরি প্রেমে কাঁদে,
যারে তারে প্রেম নে সাধে ॥
মন প্রাণ সঁপলে পায়ে,
দয়াল হরি ঠেকবে দায়ে,
বড় দয়াল হরি রে—
প্রাণের হরি, প্রাণ জুড়াবে,
প্রাণ দে কেন, প্রাণের সাথে ॥

মোল্লার—একতালা।

আয়রে আয় হরি ব'লে, বাহু তুলে নেচে আয়।
ডাকলে হরি রইতে নারে,
রাখবে তোরে রাঙ্গা পায় ॥
কাজ কি আর ছার কামনা,
হরিপদে প্রাণ সঁপনা,
হরিনাম [illegible]—

হরিনামের পণে হরি কেনে,
নামের গুণে ত'রে যায় ॥

বসন্ত-বাহার—একতালা।

বাজে গায় মলয় মারুত,
বল যেন সই বয়লো ধীরে।
ফুলে আজ গন্ধ ভারি,
সয়না লো সই মাথার কিরে ॥
সাথে কি পড়ি ঢ'লে, চলা কি যায় মেঘে চলে,
কান গিয়েছে পাখীর গানে,
মন সরে না যাব ফিরে ॥

সাওন মোল্লার—ঢিমে তেতালা।

এখনও এ প্রাণ আছে সই।
এলে সখি, দেখা হ'তো, কালা এল কই ॥
যদি লো না দেখা হ'লো,
দেখা হ'লে বলো বলো,
দেখিতে সাধ ছিল মনে, জানিনা যে কৃষ্ণ বই ॥
ব্রজে যদি আসে কালা, গেঁথে দিও বনমালা,
বাজাতে ব'লো গো বাঁশী,
রাধা বলে রসময়ী ॥

খাম্বাজ—একতালা।

ধুলায় লুটায় সোণার কিশোরী।
ভুলে আছ ভাল আছ, দেখিতে হলো না হরি ॥
কমলিনী সরলপ্রাণা, কৃষ্ণ বিনা রাই জানে না,
চতুরে সরল-প্রাণে, প্রাণ সঁপেছে আহা মরি ॥
যদি শ্যামে না হেরিত, প্যারী কি প্রাণে মরিত,
মরিত কি ব্রজাঙ্গনা, না বাজিলে বাঁশরী ॥

পিলু—জলদ একতালা।

চলো লো বেলা গেল লো,
দেখবো রাধায় শ্যামের বামে।
দু' কথা শুনিয়ে দিব, কপট নিঠুর বাঁকা শ্যামে ॥
বলবো কি পড়ে মনে, ননী চুরি বৃন্দাবনে,
কাল, কি হয় না ভাল,
জানি কি গুণ কৃষ্ণ নামে ॥
যুগলে দিব মালা, ভুলবো সই প্রাণের জ্বালা,
মোহন-ছাদে রূপের ফাঁদে,
কাঁদবে পড়ে রতি-কামে ॥

ককুভা—ত্রিতালী।

সয় ব'লে কি এতই প্রাণে সয়।
প্রাণ-মন সমর্পণে, এতই কি সে দোষী হয় ॥
ছি ছি সখি কি লাঞ্ছনা, কেন সব এ যন্ত্রণা,
জীবন থাকিতে সখি, যাতনা ত যাবার নয় ॥
ছি ছি সখি, ছার বাসনা, তবু তার উপাসনা,
আশা বিসর্জ্জন দিয়ে, তবু পথ চেয়ে রয় ॥

দেউগিরি মিশ্র—একতালা।

পুরুষ। প্রাণে বয় প্রেমের তুফান,
শ্যামের বামে রাই-কিশোরী।
স্ত্রী। চাঁদের ফাঁদে, চাঁদে বাঁধে,
চাঁদে চাঁদে ধরাধরি ॥
সকলে। আমরা যুগল ভালবাসি।
চোকে চোকে মেশামেশি,
ঢলে পড়ে প্রেমের ভরে,
স্ত্রী। ঝলকে রূপের রাশি,
প্রাণের ফাঁসি প্রাণে পরে
পু। মরি মরি যুগল মাধুরী,
বয়ে যায় সুধার লহরী।
স্ত্রী। সখি কি দেখি দেখি আপনা পাসরি ॥
সকলে। আমরা যুগল ভালবাসি ॥

পাহাড়ী—জলদ একতালা।

কেন রাই! একলা বসে,
বয়ান ভাসে নয়ন নীরে।
কেঁদে কি পাবি তারে, শ্যাম কি সখি চাবে ফিরে
ছি ছি ছি ভালবেসে,
বাসনে লো সই বাসনে ভেসে,
রাখ প্রাণ আপন বশে,
রাখালে প্রেম জানে কিরে ॥

পাহাড়ী—জলদ একতালা।

ধরম করম সকলি গেল লো,
শ্যামা-পূজা মম হ'ল না।
মন নিবারিতে, নারি কোন মতে,
ছি ছি কি জ্বালা বল না॥
কুসুম-অঞ্জলি দিতে শ্রীচরণে,
ত্রিভঙ্গিম ঠাম পড়ে সখি মনে,
পীতবসনে হেরি গো নয়নে, ভাবিতে দিকবসনা॥
ভাবি নরমালী কালো অসি করে,
হেরি বনমালী—বাঁশরী অধরে,
ত্রিনয়না ধ্যানে, বঙ্কিম-নয়নে
হরি হই সই বিমনা,—
একিলো একিলো ছলনা,
মোরে নিদয়া হর-ললনা॥

লগ্নী—জলদ একতালা।

নীলবসনা যমুনা ধাইছে, সাগরে মিলিতে সাধে।
মৃদু মৃদু কলনাদে।
ধায় মম হৃদয়-প্রবাহ কোথা পাব শ্যামচাঁদে।
আশা কেন করে লো রঙ্গ,
হৃদি-মাঝে কত নাচে তরঙ্গ,
নেচে ওঠে প্রাণ, পাব ত্রিভঙ্গ,
ডোবে সখি বিষাদে॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—পোস্তা।

আমার এ সাধের তরী,
প্রেমিক বিনা নেইনি কারে।
যে প্রেম জানে না চড়তে মানা,
ডোবে তরী একটু ভারে॥
মনে মন বুঝে দেখ, এস যদি প্রেমিক থাক,
কে ধর প্রেম-পসরা, এস ত্বরা নে যাই পারে॥
প্রেম-তুফানে তরী ভাসে,
দেখলে প্রেমিক কূলে আসে,
ঢেউ দেখে যে ভয় পাজে না,
অকূল পারে রে যাই তারে॥

খাম্বাজ—যৎ।

চল চল রাজবালা।
[illegible] এ প্রাণ এ নদী, নিভে সে জ্বালা॥

বিলম্বে কি ফল বল, চল সখি গৃহে চল,
বাড়িবে বিপিনে মিছে জ্বালা॥
লোকলাজে জলাঞ্জলি, ভাবিয়ে সেই বনমালী,
মাখিয়া কলঙ্ক-কালি, মজিল অবলা॥

খাম্বাজ- জিল্লা। খেমটা।

মরি কি সাধের উপবন,
ফুটেছে মাণিক-হীরে চুরি করে মন॥
সৌরভে গরব ভরে, কনক-লতায় থরে থরে,
কেন না হেরি অলি, প্রেমিক সে কেমন॥

দেশ—একতালা।

আমি রসাই ঋষির মন।
কার প্রাণে না ফুটবে কলি, নীরস কে এমন॥
কে কেমন নর-নারী, দেখি যদি বুঝতে পারি,
যে দম্ভ করে, আগে তারে করি বিমোহন॥

সরফর্দা-জিল্লা—একতালা।

সাগর কূলে, বসিয়া বিরলে, হেরিব লহর মালা।
মনোবেদনা কব সমীরণে, গগনে জানাব জ্বালা॥
প্রতারণাময় মানব-প্রাণ,
আর না হেরিব নর-বয়ান,
সমাজ শ্মশানে, রহিব না আর,
বহিব না দুখ-ডালা॥

পাহাড়ী পিলু-খেমটা।

না জানি সাধের প্রাণে,
কোন প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি।
আমি ত প্রাণ দেব না,
প্রাণ নেবো না, আপন প্রাণে ভালবাসি॥
চপলা করে খেলা, ধ'রে গলা,
বেড়াই সদা অভিলাষী;
তারা তুলে, পরবো চুলে,
করবো চুরি চাঁদের হাসি॥

ঝিঁঝিট—খেমটা।

হাস রে যামিনী হাস, প্রাণের হাসি রে।
আজ পেয়েছি তারে, যারে ভালবাসি রে॥

মুচ্‌কে হাস কুসুমকলি, মন বুঝেছি খুলে বলি,
প্রাণ বয়ে যায় সুধার রাশি, সুধার রাশি রে ॥

বসন্ত—একতালা।

ধিকি ধিকি ধিকি, জ্বলিছে অনল,
কেন এ জ্বালা মরমে চাপি।
পাখীকুলস্বরে, পরাণ শিহরে,
অনিল বহিলে কেন লো কাঁপি ॥
কি যেন কি যেন, মনে হয় যেন,
এল এল এল, চলে গেল কেন,
হৃদয় মাঝারে কত কথা কই,
মনে মনে সাধি, কত জ্বালা সই,
মান করে মানা, কেমনে যাব,
সাধি কেমনে, কেমনে পাব,
নাহি সংগে আর, হয় বা প্রচার,
অনল কেমনে বসনে ঝাঁপি ॥

লুধী—দাদ্‌রা।

ধীরে মোরা তীরে খেলি, তরী দোলে।
ঢেউয়ে টানে যত, ফিরি তত,
না জেনে অকূলে যাই নে চলে ॥
লহরে লহরে মন ভুলে, তবু ফিরি কূলে,
কেঁদে কেঁদে ফিরি, প্রাণ টলে, তরী দোলে,
কূলে চল্‌তে নারি, তাই পড়ি ঢলে ॥

ঝিঁঝিট-মিশ্র—কাহারবা।

কার তোয়াক্কা রাখি আর।
বাপ ম'রেছে, বালাই গেছে, কোন শালার বা ধারি ধার ॥
রুটি সেঁটে, কোমর এঁটে, এক দৌড়ে গঙ্গার পার।
হট্‌কে চলো, মৎ ছুচ্‌ বোল' সামারো বে খবরদার ॥

বিভাষ-মিশ্র—দাদ্‌রা।

কেয়া ক'রে, দেকে দেকে, কেইসে শালার হাত ছাড়াব।
[illegible] বো বলে, [illegible] কা জোড়ে,
[illegible] শালার [illegible] ॥

একি রে আপশোষ খোড়া, এল বুড়ো পোড়া নোড়া।
বাতে শালা মাৎ ক'রে দেয়,
যা থাকে আজ খুব চড়াব ॥

পাহাড়ী মিশ্র—কাহারবা।

যেৎনা সুন্দর সেঁইয়া জ্বালা দিয়া।
আবি বেহুঁস হুয়া, সেঁইয়া সরাপ পিয়া ॥
রাতি ভর মজেমে রোস্‌নি জ্বলে,
ঠুম্‌কি ঠুম্‌কি নাচ্‌না পায়ের টলে,
আগ্‌ ছুটতা,
শির্‌ ফাটতা ফট্‌ ফট্‌ ফট্‌,
মাতুয়ারা গিরেহে লট্‌ লট্‌ লট্‌,
মে পিলেতি শট্‌ ;—
সব কৈনে সেঁইয়া কো তেয়ার কিয়া !
মুঝে সেঁইয়া নে ছাতিমে লাগায় লিয়া ॥

খাম্বাজ—একতালা।

দৈত্য-দন্ত-ভঙ্গ, নরসিংহ ভীমরঙ্গ,
গর্জ্জন ঘন, দুর্জ্জন-মন কম্পিত আতঙ্কে,
স্তম্ভ-গর্ভে অঙ্গ ধারণ, ভক্তাধীন নারায়ণ,
ভক্তচিত্ত মত্ত প্রেমে নর্ত্তন-তরঙ্গে ॥
অপার করুণা হরি, ধরি পায় পদ-তরি,
হরি তুমি কারো নয় আর,—
সখা ব'লে খেল সখা প্রেমিকের সঙ্গে।
হের দীনে অপাঙ্গে ॥

দেশ-মিশ্রিত—একতালা।

পু। কেশব কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জকাননচারী।
স্ত্রী। মাধব মনোমোহন, মোহন, মুরলিধারী ॥
সকলে। হরিবোল, হরিবোল,
হরিবোল মন আমার।
পু। ব্রজকিশোর, কালীয়হর, কাতরভয়ভঞ্জন,
স্ত্রী। নয়ন বাঁকা বাঁকা শিখীপাখা,
রাধিকা-হৃদিরঞ্জন ;
পু। গোবর্দ্ধনধারণ, বনকুসুম ভূষণ—
দামোদর কংস-দর্পহারী।

স্ত্রী। শ্যাম রাসরসবিহারী ॥
সকলে। হরিবোল, হরিবোল,
হরিবোল মন আমার।

পু। কার ভাবে গৌরবেশে, জুড়ালে হে প্রাণ।
স্ত্রী। প্রেমসাগরে উঠলো তুফান,
থাকবে না আর কুলমান ॥
সকলে। মন মজালে গৌর হে।
পু। ব্রজ-মাঝে রাখাল সেজে চরালে গোধন,
স্ত্রী। ধরলে করে মোহন বাঁশী,
মজলো গোপীর মন,
পু। ধ'রে গোবর্দ্ধন, রাখলে বৃন্দাবন;
স্ত্রী। মানের দায়, ধ'রে গোপীর পায়,
ভেসে গেল চাঁদবয়ান ॥
সকলে। মন মজালে গৌর হে।

বিভাষ—একতালা।

কাঁহার মেরা বৃন্দাবন, কাঁহা যশোদা মাই।
কাঁহা মেরা নন্দ পিতা, কাঁহা বলাই ভাই ॥
কাঁহা মেরি ধবলী শ্যামলী,
কাঁহা মেরি মোহন মুরলি,
শ্রীদাম সুদাম রাখালগণ কাঁহা মে পাই ॥
কাঁহা মেরি যমুনা-তট, কাঁহা মেরি বংশীবট,
কাঁহা গোপনারী মেরি, কাঁহা হামারা রাই ॥

বিভাষ—কাওয়ালী।

রাই কালো ভালবাসে না।
কালো দেখে বলেছিল, কুঞ্জে যেন আসে না ॥
রূপের বড় গরব করে রাই,
দেখ্‌বো এবার মন যদি পাই,
এবার গৌর হ'য়ে ধর্‌বো পায়ে
আর তো কালো রব না ॥
বড় অভিমানী রাই,
বাঁশী ছেড়ে কেঁদে ফিরি তাই,
যোগিবেশে, ফির্‌বো দেশে,
ঘরেতে' মন বসে না ॥

মঙ্গল-মিশ্রিত—একতালা।

রাধা বই আর নাইকো আমার,
রাধা ব'লে বাজাই বাঁশী।
মানের দায় সেজে যোগী,
মেখেছি গায় ভস্মরাশি ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে
রাধা নামে বেড়াই সেধে,
যে মুখে বলে রাধে, তারে বড় ভাল বাসি ॥

টোড়ী-ভৈরবী—একতালা।

আর ঘুমা'ও না মন।
মায়া ঘোরে কতদিন রবে অচেতন ॥
কে তুমি কি হেতু এলে, আপনারে ভুলে গেলে
চাহরে নয়ন মেলে, ত্যজ কু-স্বপন ॥
রয়েছ অনিত্য ধ্যানে, নিত্যানন্দে হের প্রাণে
তমো পরিহর হের তরুণ-তপন ॥

ঝুম-মিশ্র—একতালা।

হারে রে রে, ওঠরে কানাই,
বেলা হলো চল, চল' গোঠে যাই,
আয়রে, কানু আয়।
ওঠরে গোপাল, দাঁড়ায়ে রাখাল,
পথ পানে সবে চায়।
বেলা হলো চল' গোঠে খেলা করি,
কদম-তলায় বাজাবি বাঁশরী,
দাঁড়া'য়ে পায় পায় ॥
বনফুল তুলে সাজাব তোরে,
আয় আয় কানু ওঠরে ওঠরে,
ব্যাকুল ধেনু, নাহি শুনে বেণু,
কাননে নাহি যায়।
শুন হাম্বারবে, তোরে ডাকে,
ধেনু বনে যেতে—নাহি চায় ॥

সিন্ধুড়া-খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

এল কৃষ্ণ এল ওই বাজে লো বাঁশরী।
সুখে শুক-শারী, মুখ' মুখি করি,
হের নৃত্য করে ময়ূর-ময়ূরী ॥

মত্ত ভৃঙ্গ ধায়, সুখে পিক গায়,
হের কুঞ্জবন সুখে ভেসে যায়;
রাধা অভিলাষী, রাধা বলে বাঁশী,
বাঁশী ডাকে তোরে, উঠ গো কিশোরী॥

ভৈ'রো-মিশ্রিত—একতালা।
কিশোরী-প্রেম নিবি আয়,
প্রেমের জুয়ার ব'য়ে যায়।
বইছে রে প্রেম শতধারে,
যে যত চায় তত পায়॥
প্রেমের কিশোরী প্রেম বিলায় সাধ করি,
রাধার প্রেমের বল রে হরি,
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে,
প্রেম-তরঙ্গে প্রাণ নাচায়
রাধার প্রেমে হরি বলি ধায়॥

খাম্বাজ-মিশ্রিত—একতালা।
হরি মন মজা'য়ে লুকালে কোথায়;
আমি ভবে একা, দাওহে দেখা,
প্রাণ-সখা রাখ পায়॥
কালশশী বাজালে বাঁশী,
ছিলাম গৃহবাসী, কর্‌লে উদাসী,
কুল ত্যেজে হে অকূলে ভাসি,
হৃদ্‌বিহারী কোথায় হরি,
পিপাসী-প্রাণ তোমায় চায়॥

কামোদ-মিশ্র—একতালা।
ডাকে হে পতিত তোমায়,
পতিতপাবন পুরাও সাধ।
দীনের ঠাকুর কোথায় গৌরচাঁদ॥
নামের গুণে এসো গুণধাম
হৃদয় ভরি হেরি হরি, ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
নাম ভরসা করি আশা পুরবে মনস্কাম,
আমার মন রসেনা, প্রেম জানে না,
বাঁধো পেতে প্রেমের ফাঁদ॥
রাঙ্গা চরণ দুটি চাই,
মধুর গৌর নামটী যেন পাই,
রাইকিশোরীর দোহাই,
হরি তোমারি দোহাই,
আমার সংশয়ে প্রাণ সদাই দোলে,
দাওহে প্রেম-সুধার স্বাদ॥

লুম-খাম্বাজ—একতালা।
আজ ধর্‌বো লো সই মনচোরা আমার।
নয়ন-জলে গেঁথে মালা, বঁধুর গলায় দিব হার॥
সইলো সাধের কালাচাঁদে, প্রাণ-মন দিছি সাধে,
আমার চিকণকালা ভালবাসি
কালা রাধার প্রাণাধার॥
কথা কইবো লো কত,
বল্‌বো তাঁরে কেঁদেছি যত,
দেখ্‌বো যদি হ'তে পারি তাঁর মনের মত,
সে আমায় হয় বা না হয়,
আমি তো সই হব তাঁর।
আমার আমি রব কি সই আর॥

ভৈ'রো-ঝিল্লার—একতালা।
কর' পার নেয়ে এবার, তুফান ভারী যমুনায়।
না হেরি কূল-কিনারা,
ঢেউ দেখে সই প্রাণ শুকায়॥
তরঙ্গ রঙ্গ করে, আতঙ্গে প্রাণ শিহরে,
বুঝি সই কপট নেয়ে, পাথারে ভাসায়।
এসে সই পরের কথায়,
কুল ত্যেজে কি হ'ল দায়॥

টোরী-ভৈরবী-একতালা।
প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী।
প্রেমের দ্বারী আছে দ্বারে, করে মোহন বাঁশরী॥
বাঁশী বল্‌ছেরে সদাই,
প্রেম বিলাবে কল্পতরু রাই,
কারু যেতে মানা নাই,
ডাকৃছে দ্বারী,—'আয় ভিখারী,
জয় রাধা নাম গান করি।'
রাধা ব'লে নয়ন-জলে ভাসে প্রেমের প্রহরী॥

সরফর্দার-মিশ্র—কাওয়ালী।
কি দোষে ঠেলিলে রাঙ্গা পায়।
তুমি তো নিদয় নহ, প্রাণসখা প্রাণ যায়॥

তব পদ অভিলাষী, কেন হে বঞ্চিতা দাসী,
একাকী অকূলে ভাসি, রাখ নাথ অবলায় ॥
বাড়ালে বাড়িল আশা, প্রবল হ'ল পিপাসা,
গেছে আশা আছে তৃষা, দহিতে এ প্রমদায় ॥

বাগশ্রী-মিশ্র—কাওয়ালী।

যখন আসবে লো সে, মান ক'রে সই,
ঢাকবো লো বয়ান।
বঁধু আদর ক'রে, চিবুক ধ'রে,
অধর-সুধা করবে পান ॥
চাবনা রব গরবে, আগে সে কথা কবে,
কথা কইব লো তবে ;—
আমি তার আদরে আদরিণী,
তাইতো সই করবো মান।
নয় তো লো মান,—করবো প্রেমের ভাণ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

শুকা'ল মালতী-মালা প্রাণনাথ এল' না।
রজনী পোহাল সখি, প্রাণ কেন গেল' না ॥
বাসর সাজায়ে সাধে, না হেরিনু হৃদি-চাঁদে,
কে বাদ সাধিল সখি, কাঁদাইতে ললনা ॥
বায়স কর্কশ স্বরে, গঞ্জনা দিতেছে মোরে,
শুনলো বলিছে ছলে, ঘরে ফিরে চল না।
বাসর সাজায়ে আজ, কার আশে বল' না।

পাহাড়ী-পিলু—খেমটা।

ছি ছি ছি ভালবেসে, আপন বসে কে রয়েছে।
সাধে বাদ আপনি সেধে,
কেঁদে কেঁদে দিন ব'য়েছে ॥
চেয়ে প্রাণ ধারে বেচে, কে কবে দাম পেয়েছে,
দিন গিয়েছে, প্রাণ রয়েছে,
সাধের খেলা কাল হ'য়েছে ॥

সাহানা—আড়খেমটা।

প্রাণের মত পেলে পরে,
প্রাণ কি কার' মানে মানা।
না পেলে প্রাণ দেবে না,
ভালবাসা সে জানে না।
চাইনে তার ভালবাসা,
দেখ্‌ব' কেবল করি আশা,
পিপাসা ভালবাসা,—
ভালবাসা যায় কি কেনা ॥

সাহানা—খেমটা।

যতনে কিনব' যতন, মনের আগুন কিনব কেন।
একি হয়, এত কি সয়,
ফুলের মতন প্রাণটী যেন ॥
ফুটেছে সকাল বেলা, রাঙ্গা আভা ক'চ্চে খেলা,
শুকাবে সাধের নীহার,
না জানি কার সোহাগ হেন ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

জানি নে কেন যে ভালবাসি।
যতনে যাতনা বাড়ে কেন মন অভিলাষী ॥
দেখি বা না দেখি ভাল, ভালবেসে থাকি ভাল,
কি হ'ল বিফল-আশ, বাসনা-সাগরে ভাসি ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

দেখা দিয়ে দেখা দাও না।
সাধি কাঁদি ফিরে চাও না ॥
বিভোরে আঁখি ভ'রে, দেখিরে দেখি তোরে,
প্রাণ রাখি পদে নাও না ॥

লুম-খাম্বাজ—খেমটা।

ফুল তুলি আয় লো সজনি,
সাজাব' মনের সাধে।
দেখব' কেমন প্রেমিক অলি,
কাঁদে কি না কাঁদে ॥
কুসুমের মালা গাঁথা, একলা কেন পরবে লতা,
তুলব' রতন, কুসুম ভূষণ, ধরব' রসিক চাঁদে ॥
ধরব' মোহিনী ছবি, সাজাব' আজ বনদেবী,
রাখ্‌ব' খোঁপাতে বেঁধে, মদনেরি ফাঁদে ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

যে ধরতে পারে ধরা দি তারে।
বাঁধা থাকি মিনি সুতোর সোহাগের হারে ॥

নইলে পরে মজ্‌তে পরে,
সাধ ক'রে সই, মন কি সরে,
থাকৃতে বশে পড়ব' ফাঁসে যেচে কার তরে ?
জোরে মন কেড়ে নিতে,
যে পারে সই, সেই পারে॥

বাহার—ভারতঙ্গা।

এসেছে নবীন সন্ন্যাসী।
আঁখিতে দেয় লো ফাঁকি, হাসিতে পরায় ফাঁসী॥
ছি ছিলো হ'লো এ কি দায়,
ঘন ঘন কেন যোগী মুখের পানে চায় ?
কি জানে কি আছে মনে, কায কি—সরে আয়,
উদাসী নাগা নিয়ে অকূলে কেন ভাসি !
শেষে ছাই, ম.খ.ব' কি ছাই, ভাল না ত হাসি॥

মিশ্র-খাম্বাজ—দাদরা।

মরি কুঁচ নয়নে খোঁচ মারে প্রাণে।
তাতে সই ঠুম্‌কি নাচে,
রগ্‌ বাঁচে কি কে জানে॥
রক্ষে বঁধুর রূপের চোটে,
লেগে গেছে ঠোঁটে ঠোটে,
প্রাণ নে বঁধু গাছে বা উঠে,—
করে যদি এ ডাল ও ডাল,
নাবিয়ে তখন কে আনে॥

কেদারা—কাওয়ালী।

জয় পরমেশ্বর পরম ভিখারী।
কলমেরু-গুরু, যোগ-আচারী॥
তরুতল-আলয়, বসন-দিশাচয়,
ভীত-নিরাশ্রয়-ভবভয়হারী।
হর করুণা কর, বরদাভয়কর,
মদন-মানহর, শিব শুভকারী॥

সিন্ধুড়া—কাওয়ালী খেমটা।

ধরা ত দেয় না হাওয়া, ফুলে ফুলে চলে যায়।
একূলা খেলে একূলা চলে, মন যেথা তার ধায়॥
হাওয়া কারুর কথা রাখে না,
মন ছুটে ত একটু থাকে না,
ঊষার বরণ, চাঁদের কিরণ গায়ে মাখে না,
এই ধীর জলে কমলে দোলে,
এই নাচে লহর-মালায়॥

মধুমাধবী—চৌতাল।

ঘোর গভীর ভীষণ বাজে।
বিভূতিছাদিত ধূর্জ্জটি সাজে॥
জ্বালা-উজ্জ্বল, ভাল বিভাসিত,
ভুজঙ্গমালা গলে বিলম্বিত,
ভৈরব সঙ্গীত, ভূধর বিকম্পিত,
সম্বিদা টল টল, ত্রিনয়ন উৎপল,
ডমরু ডিমি ডিমি জলধর গাজে।

ভৈরবী—ঠুংরী।

মৃড় চন্দ্র-চূড় হর ভোলা।
ভূতনাথ ভব, বোম্‌ বব বোম্‌ বব,
নিনাদ ভৈরব, অম্বু-উথলা॥
মনমথ-শাসন, নয়ন-হুতাশন,
ফণামালাগল,—দল দল দোলা॥
তমাল-নিন্দিত কণ্ঠে হলাহল,
জলদজাল জিনি জটাজূটদল,
কল কল ঢল ঢল গঙ্গা বিলোলা॥

পিলু—জলদ্‌ একতালা।

কিরণ-অঙ্গিনী, কিরণ-সঙ্গিনী,
খেলি কিরণ মিলায়ে কিরণ-কায়।
মধু-মারুত ধায়,—মধু কিরণে মিলায়ে যায়॥
কিরণ-বাসী, কিরণ-হাসি,
কিরণ-রাশি কেশে খেলে,
কিরণ-মালা গলে, কমলে কিরণে নাচি লো আয়।
কমল-কামিনী, না পশে ফণিনী,
দিনমণি-মানা তায়,
রবির কিঙ্করী, রাখি সতী নারী,
কিরণ-আকরে যে জন চায়,—
স্ব-ণ-কমলিনী দেখ লো যায়॥

ধর্ম্মে হেলা কভু ক'র না বালা,
রাখ' ধর্ম্মে মতি সতী ঘুচিবে জ্বালা,
দুখ ধর্ম্ম জানে, দুখ ধর্ম্ম শুনে,
করি মানা লো, ক'র না ধর্ম্মে হেলা,
খেলা নারী-আঁখি নাহি দেখিতে পায় ॥

* * *

চল চল লো চলিল অভিমানী,
বেণী কিরণে বাঁধিবে বিনোদিনী,
কিরণ-আকর সকলি নেহারে,
প্রাণহর তাপে প্রাণবায়ু হরে,
সতী পীড়নে যে জন ধায় ॥

—

ধুল-সারঙ্গ—দাদ্‌রা।

পুলিনে কালা খেলে, জলে যাব না লো।
গরবে ফিরে যাব ফিরে চাব না লো ॥
ওলো সাধে কি বলিলো যঃসনে জলে,
কত রঙ্গ করে হেরে অঙ্গ জ্বলে,—
মানা মানে না, হেসে লো সঙ্গে চলে ;
কথা কইতে এলে কথা কব না লো।
কুলমান গেলে ফিরে পাব না লো ॥

—

যোগিয়া ভৈরোঁ—লফ্‌টা।

ওমা কেমন যোগী ছি ছি লাজে মরি।
সাধে পায়ে ধ'রে, বল কি করি লো ॥
ভাসে নয়ন দু'টী, তুলে বদনখানি—
বলে রাখ' রাখ' মানিনী লো।
যোগী অনুরাগে, মান ভিক্ষা মাগে,
ওলো যোগীরে যেতে বল, মোরা কুলনারী।

—

পূরবী—দাদ্‌রা।

পাখী তোর গেলে মধুর স্বর।
তোর মত কুঞ্জবনে, গাইলো নিরন্তর ॥
ফুলের মাঝে সোহাগ করি,
ফুলের রেণু অঙ্গে পরি,
খেলি চকোরের সনে, মেখে চাঁদের কর ॥

—

খাম্বাজ খং।

মনের কথা মন কি জানে সই।
দুখাই [illegible] বারে বারে বলতে পারে কই ॥

কি ভাবে মগ্ন থাকে, কারে সে যত্নে রাখে,
কে জানে কখন্ কাকে চায়,
কভু খেলে মলয়-বায়,
কভু চাঁদের আলোয় ফুলমালা দোলায়,
আড়-নয়নে তারার পানে চায়;
হয় তো মাতে ঝঞ্ঝাবাতে, মেঘের সনে গায়,
বাজ পেতে নেয় বুকের মাঝে,—
মন নিয়ে সই সারা হই ॥

—

কাফি-সিন্ধু—খেম্‌টা।

মন সদা চায় আপন বিলায়,
মনের মতন মন যদি পায়।
বোঝেনা কি তার ব্যথা,
তাই তো ঘোরে যেথায় সেথায় ॥
ফুলের হাসি দেখ্‌তে পেয়ে,
হাস্‌বে ব'লে যায় সে ধেয়ে,
ফুলের বুকে অলির খেলা দেখেলো চেয়ে,
আপন হিয়া শূন্য হেরে মুদিত হ'য়ে ফিরে যায় ॥
মেঘে দামিনীর খেলা, হেরে তার বাড়ে জ্বালা,
আপন ভাবে হয় লো বিভোলা ;
বুঝ্‌তে নারে, চায় সে কারে,
বাজে বুকে তাই নিতে চায় ॥

—

নট মল্লার—খং।

ভালবাসি বিভূতি তোমার।
নাইতো ভূষণ তোমার মতন তাইতো মাখি গায়
তরু তোরে ভালবাসি,
তাই তো লো তোর তলায় আসি,
দেখ কেমন বালক বসন, সেজেছে আমায় ॥
বিজনে ধুতুরা ফোটে, হেরে সাধ কত ওঠে,
কে জানে কি মনে তার, কার পানে সে চায় ॥

—

হাম্বির—কাওয়ালী।

দেখ্‌লে তারে আপন-হারা হই।
গেলে পরে, আর তো ফিরে আসবে না লো সই
প্রাণে সই পাষাণ বেঁধে, এসেছি কাঁদা'য়ে কেঁদে,
বলবে কত মনের খেদে,—

কি ব'লে বল আসবো চলে,
জানে না সে আমা বই।

ঝিঁঝিট—খেম্‌টা।

বিলাস। মন কেড়ে নে দেখ গো পালায়।
তরলা। একলা পেয়ে মজায় অবলায়॥
বিলাস। তুমি কি ক্ষ মজবার মত।
তরলা। দেখ ঠাট জানে কত।
উভয়ে। কলে-বলে কথার ছলে
দেখ গো ভোলায়,
তরলা। দেখ্ গো জ্বালায়।
বিলাস। ওই দেখ প্রাণ নিয়ে পালায়॥

বেহাগড়া—কাওয়ালী।

কেমনে মন নিবারি।
যতনে যাতনা বাড়ে তারে কি ভুলিতে পারি॥
বাসনা-বারি বিরাগে, মলিন বদন মনে জাগে,
অনুরাগে গলি সোহাগে,—
ছিঁড়িতে নারিলো ডুরি, কি করি মন যে তারি॥

বেহাগ—খেম্‌টা।

প্রেমের এ প্রমোদবনে,
প্রমিক কেমন যাবে জানা।
মনোহর প্রেমের বাসর,
মিছে প্রেমের ভাণ সাজে না॥
প্রেমিকা অনুরাগে, একাকিনী কুঞ্জে জাগে,
সোহাগে সোহাগিনী,
নাও হে হৃদে নাই তো মানা॥
প্রেমিকা যার যেখানে,
প্রাণে প্রাণে সে তো জানে,
প্রেমে যার প্রাণ টানে না,
ছলনা তার প্রেম কামনা॥

আনন্দ ভৈরব—যৎ।

ঠেলে পায় ভুলে আছ কেমনে।
হও হে উদয় হৃদয়শশী, আঁধার তোমা বিহনে॥
রাখ পায় কিশোর-সন্ন্যাসী,
রাঙ্গা-চরণ-সুধা-পিপাসী,
চাও হে চাও কানন-বাসী, কাতরে নয়ন-কোণে॥

এস হে কুমার-ফুলহার,
কৃপাময় মুছাও নয়ন-ধার,
ব্যথার ব্যথিত তোমায় জেনে—
তাই এসেছি কাননে॥
জয় জয় পরম পুরুষ সনাতন,
কাঞ্চনগঞ্জন-কায় মদনমোহন॥

মারোয়া—চিমে-তেতালা।

নয়ন-জলে গেঁথে মালা পরাব দুখিনী মায়।
ভক্তি-কমল-কলি দিব মায়ের রাঙ্গা-পায়॥
শিখ হৃদি উচ্চশিক্ষা, মাতৃ-মন্ত্রে লহ দীক্ষা,
ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা, রহ জননী-সেবায়॥
যে নামে দুরিত হরে, রাখ যত্নে হৃদে ধ'রে,
অবনী তারে আদরে, জননী প্রসন্না যায়॥

আলাহিয়া-মিশ্র—দোলন।

আদর ক'রে ডাকুরে গৌরহরি।
আসবে গোরা রাখ্‌বো ধরে, দেখ্‌বো নয়ন ভরি॥
সে যে পাগল গোরা, পাগল প্রেমের দায়,
যে ডাকে তায়, অমনি কাছে যায়,
অরুণ নয়ন ঢল ঢল, ছল ছল চায়,
বলে,—"ডাকলে কে আমায়।"
আর যাবে না থাকবে কেনা, গৌর বল নাগরী।
গৌর নামের অতুল মাধুরী॥

কামোদ-মিশ্র—যৎ।

বাসি হলো বনমালা, দেখ ওলো প্রাণসই।
ধূসর গগনে শশী, কালশশী এলো কই॥
মজিয়া শঠের ছলে, ভাসিলো নয়ন-জলে,
দেখলো কমল-দলে, ভ্রমরা বসিল ওই॥
এল' না এল' না কালা, বিফল বিপিনে জ্বালা,
বিরহ-বিধুরা বালা, বল বল কত সই॥

মল্লার-মিশ্র—দোলন।

আমি আপনি চিকণ কালো।
আমার রাইয়ের রূপে ভুবন আলো॥
রাইয়ের বরণ মেখেছি গায়, রাইকে বাসি ভালো॥

কিশোরীর রূপের কিরণ, ঢেকেছে কালবরণ,
রাই বিনা আর সোণার চাঁপার বরণ কার এমন।
আমার অঙ্গে অঙ্গে রাই কিশোরী—
রাধা নাম সদাই করি,
কিশোরীর প্রেমের ঋণে যোগী হতে হ'লো॥

—

হাম্বির-খাম্বাজ—একতালা।

কিঙ্করী তব করুণাময়ী করুণা কর কমলা।
ওমা রমা, দেখ' ভুলো না ভুলো না
ডরি মা তুমি চপলা॥
রমেশ-রাণী, রাঙ্গা পা দু'খানি,
দিও মা দাসীরে কমল-পাণি,
হীনা, সদা মতি চঞ্চলা, অম্বুবালা হও মা অচলা

—

বেহাগ—একতালা।

ডাকিলে আমি রইতে নারি,
যে ডাকে তার কাছে আসি।
সলিলে সদাই ভাসি, মিষ্টভাষী ভালবাসি॥
ডাকে যে সরল-প্রাণে,
প্রাণ টানে মোর তারি পানে,
তারে কই মনের কথা, তারি কাছে ব'সে হাসি।
এসেছি জলে ভেসে, ঘুরে বেড়াই দেশ-বিদেশে,
যে কথা কয় মা হেসে, হইগো তারি গৃহবাসী॥

—

সুরট-মল্লার—ঠুংরী।

আমি রয়েছি সাথে, চল কানন-পথে,
হায় বিজন গহন—হায় বিজন গহন।
ধীরে ধীরে, ঘোর তিমিরে,
চল চল অলিদল করিছে ভ্রমণ,
ঐ করিছে ভ্রমণ॥
রবে না রবে না, দিন যাবে বয়ে,
প্রাণ বাঁধ বাঁধ, থাক থাক সয়ে,
ধরি মানব-কায়, কভু সমান না যায়,
রাখ মতি সদা মাধবপায়;
ত্যজ শোক তাজ, আর হয়ো না বিমন
আর হও না বিমন॥

—

সিন্ধু-খাম্বাজ—একতালা।

মন বোঝে না মনের কথা,বুঝায়ে দেয় লো আঁখি
হৃদয় খোলে, অমনি ভোলে,
শেকল পরে আপনি পাখী॥
হৃদি-চাঁদ হৃদে ফেরে, রেখেছে মেঘে ঘেরে,
হেরলে শশী মন পিয়াসী,
হয়লো সুধার মাখামাখি॥

—

সিন্ধু-ভৈরবী—একতালা।

কমল বড় ভালবাসি, তাইতে বলে কমলিনী।
আদরিণী যার আদরে, তারই তরে বিদেশিনী॥
পতি মোর বনমালী, গাঁথে না হায় ঘুমায় খালি,
দেয় গো দেয় ভাসিয়ে আমায়,
তাই তো থাকি একাকিনী॥

—

খাম্বাজ-মিশ্র—খেমটা।

চ'লে যাই আপন মনে, চাই না কারো পানে।
গোপনে প্রাণের কথা, কই প্রাণে প্রাণে॥
আপ্নি থাকি আপন গরবে,
(নইলে) কুজনে সই কুকথা কবে,
কোমল-প্রাণে অত কি সবে,
নাই তো তেমন মনের মতন,
যে জন নারীর মন জানে॥

—

খানি মিশ্র—একতালা।

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই,
কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই॥
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন,
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন,
এ কেমন ঘোর, হবে না ভোর,
অধীর অধীর যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই॥

—

চারুনেত্রে, দেহ পরিচয়
কেবা তুমি প্রমোদ ভবনে।

জানিনা কে বা, এসেছি কোথায়,
কেন বা এসেছি, কোথা নিয়ে যায়।
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,
চারিদিকে গোল, উঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়,
এই আছে আর তখনি নাই॥

* * * *

কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল,
কেমনে কেমন কি খেলা হ'ল,
প্রবাহের বারি, বহিতে কি পারি,
যাই, যাই কোথা কূল কি নাই।
কর হে চেতন, কে আছ চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন,
যে আছ চেতন, ঘুমায়ো না আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ,
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়,
তব পদে তাই শরণ চাই॥

বেহাগ—খং।

আমার এ সাধের বীণা, যত্নে গাঁথা তারের হার।
যে যত্ন জানে, বাজায় বীণে, উঠে সুধা অনিবার॥
তানে মানে বাঁধলে ডুরি,
তারে শতধারে বয় মাধুরী,
বাজে না আল্‌গা তারে,
টানে ছিঁড়ে কোমল তার॥
সাধের বীণার মরম যে জানে,
সে ত বাঁধে না টানে,
দীনের কথা মধুর গাঁথা শুনে সে প্রাণে;
যে জোর ক'রে ডোর বাঁধবে টেনে,
বীণা নীরব রবে তার॥

পরজ-কালেংড়ামিশ্র—খেমটা।

বস্‌লো অলি ছুলে ফুলের গায়।
সইলো প্রাণ শিউরে উঠে, মলয়া-হাওয়ায়॥
কোকিলে কুহু বলে, উহু প্রাণ হু হু জ্বলে;
খেলে লো চকোর-চাঁদে,
প্রাণ যারে চায় সে কোথায়॥

সাওন-মিশ্র—একতালা।

স্থল জল ব্যোম, তপন, পবন,
গাও গভীর তানে।
জাগ কুসুমলতা, শাখী পাখী গাও নবীন প্রাণে॥
আজি আনন্দ উৎসব।
গেল কুস্বপন, পোহাল যামিনী,
জ্ঞান-অরুণ হাসে,
দীন হীন ওরে ক্ষীণ উদাসী, একা তরুতলে বাসে
সতত মত্ত উচ্চ তত্ত্ব নিত্য-সত্য দানে।
চিত চকোর, রহ বিভোর, চরণে সুধাপানে॥
আজি আনন্দ-উৎসব॥

পরজ-মিশ্র—পোস্তা।

মা, তোমার এ কোন্ দেশী বিচার।
আমি ডেকে বেড়াই পথে পথে,
দেখা দাওনা একটী বার॥
মদ খেয়ে বেড়াস্ ধেয়ে,
কে জানে কেমন মেয়ে,
কোলের ছেলে দেখ্‌লি নি চেয়ে;
আমিও মাৎবো মদে,
মা ব'লে ডাক্‌বো না আর॥

(কবির সুর) বিভাষ-মিশ্র—আড়খেমটা।

রাণী-মুদিনীর গলি, সরাপের দোকান খালি
যত চাও তত পাবে, পয়সা নেবে না।
ঠোঙা ক'রে শালপাতাতে,
চাট দেবে হাতে হাতে,
তেলমাখা মটরভাজা—মোলাম বেদানা॥
চুচ্চুরে হ'য়ে মদে, এলোচুলে কোমর বেঁধে,
হরঘড়ী তামাক দেয় সেধে;—
বাপের বেটী মুদীর মেয়ে,
ঘুঙুর বেঁধে দেয় সে পায়ে,
নাচ' গাও যত পার' তার কি ঠিকানা॥
মুদিনীর এমনি কেতা,
প'ড়ে থাকো যেথা সেথা,
জমাদার পাহারাওলার নাইকো নিশানা॥

ভৈরবী—পোস্তা।

মন আমার দিন কাটালি, মূল খোয়ালি,
ভাল ব্যাসাত করলি ভবে।
একলা এলে, একলা যাবে,
মুখ চেয়ে কার ঘুরছ ভবে॥
কে তুমি বল্‌ছো আমি,
দেখ্ ভেবে আর ভাব্‌বি কবে,—
ভাঙ্‌বে মেলা, ঘুচ্‌বে খেলা,
চিতার ছাই নিশানা রবে॥

ইমন-বেহাগ—একতালা।

হায়রে হায়, প্রেমিক যে জন,
সে কেন চায় ভালবাসা।
দিলে নিলে, বদল পেলে,
ফুরিয়ে গেল প্রেম-পিয়াসা॥
প্রেমে চায় ভালবাসি, পরাব'না, পরবো ফাঁসী,
চায় না প্রেম কেনা-বেচা,
ভালবেসে পুরায় আশা॥

সিন্ধুড়া-খাম্বাজ—একতালা।

প্রাণে যার সয় না ব্যথা,
সে কেন কয় প্রেমের কথা।
প্রেমে দিন যাবে কেঁদে—
প্রেমিক যে জন সে ত জানে।
প্রাণ দিতে যে জানে পরে,
বিচ্ছেদের ভয় সে কি করে,
বিচ্ছেদে-অবিচ্ছেদে—হৃদয়-চাঁদে হেরে ধ্যানে॥
যে আপনা হারে, চায় সে কারে,
সাধের ফাঁসী খুলতে নারে,
প্রাণ মজে প্রাণ দিয়ে পুজে,
ব্যথা কি তার থাকে প্রাণে?

অহং-কানেড়া—পোস্তা।

প্রাণে প্রাণ পড়্‌লো ধরা,
ব'লে গেল সোণার পাখী।
প্রেমের খেলা প্রেমের লীলা,
চ'খে চ'খে রইল বাকী॥
নয়ন-কোণে চাইবি যত,
বাণ খাবি বাণ হান্‌বি তত,
নীরবে প্রাণের কথা,
আঁখি সনে কবে আঁখি॥

গারা-ঝিঁঝিট—একতালা।

আগে কি জানি এল,
নারীর প্রাণে সয় হে এত,
কাঁদাবো মনে করি, ছি ছি সখি, কাঁদি কত
সাধ করি—সে সাধ্‌বে এসে,
প্রাণের জ্বালায় সাধি শেষে,
লাজ-মান ভাসিয়ে দিয়ে,
অপমান আর সব কত?

সাওন-বাহার—একতালা।

কোন্ গগনে ছিল রে এ দু'টি চাঁদ,
এলো ধরাতলে।
চাঁদে মিলে, দেখ, কত খেলে॥
আধ হাসেরে চাঁদ, আধ ভাসেরে চাঁদ,
ভাসে নয়ন-জলে।
কথা চাঁদে চাঁদে, কথা কত ছাঁদে,
কথা নয়নে নীরবে রে,—
পিয়ে সুধা প্রাণ দোলে॥

ললিত-বাহার—খং।

কুহুতানে আকুল করে প্রাণ।
বুঝি রাখ্‌তে নারি কুল মান॥
কুসুম হেরি ভুল্‌তে নারি, মনে পড়ে সে বয়া[illegible]
গুঞ্জরি' ভ্রমরা চলে, মনের কথা পদ্মে বলে,
সাধ হয় সাধি গিয়ে, ভাসিয়ে দিয়ে অভিমান॥

অহং-কানেড়া—পোস্তা।

বলে ফুল তুলে তুলে, তুলে দে লো বঁধুর গলে।
সোহাগ আর করবি কবে, যাবে মধু বাসি হ'লে।
ফুটেছি আমোদ ভরে, তুলে সে যা আদর ক'রে,
তোল না, আর পাবে না,—
বলে কুসুম হেসে হেসে॥

মালকোষ-বাহার—কাওয়ালী।

প্রাণে প্রাণে ভালবাসি তারে।
কোথা রবে, দেখা দেবে,—
ভালবাসে সে আমারে॥
াদে প্রাণ তারি তরে, সে ত' তা বুঝে অন্তরে,
জেনে শুনে কোমল-প্রাণে—
বেদনা সে দিতে নারে॥

ভূপ-খাম্বাজ—একতালা।

রে নীলবসনা, পদ্মাসনা বিমল-উজ্জ্বল-বরণে।
মধুর-হাস তমোবিনাশ, মনবিকাশ স্মরণে॥
নগবালা নব নলিনীমাল, নব নীরদ কেশজাল,
নব-নিশাকর শোভিত-ভাল,
তড়িতজড়িত চরণে॥
তমময়ী তারা ত্রিতাপতারিণী,
শরণাগত-শমনবারিণী,
পরমা প্রকৃতি প্রথমচারিণী, দুর্গে দুখহরণে॥

জয়জয়ন্তী-মল্লার—ঝাঁপতাল।

তুমি মা রয়েছ কাছে, মা আমারে ব'লে দেছে।
ছেলে ব'লে নে মা কোলে,
ভয়ে মরি ডুবি পাছে॥
কাঁদিলে মা এস ধেয়ে, কেন মা, না দেখ চেয়ে,
মা কি তুমি নও মা তারা,
মা তুমি ত মা ব'লেছে॥

পরজ-ভৈরো—কাওয়ালী।

ফুরা'ল সুখ-স্বপন।
কমলবাসিনী লুকাল কামিনী,
লুকাল করী কমল-বন॥
মরি কি মাধুরী, ভুলিতে কি পারি,
বিমল বারি, কুসুম সারি,
অমলিনী নারী, গ্রাসে করী ধরি,
নিরত নেহারে মন।
রাঙা-পদ ঝলকে, দামিনী খেলে পুলকে,
একি একি একি, দেখি দেখি দেখি,
ভুলিতে নারে নয়ন॥

যোগিয়া-ভৈরোঁ—যৎ।

কিঙ্করে রাখ' শঙ্করি পদে, বিপদে।
কোথা মা দেখা দে মা, শ্যামা নিবিড়-নীরদে॥
ডাকি প্রাণভরে অভয়ে, রাখ মা রাখ তনয়ে,
মা বিনা জানিনি, ও মা হরয়াণি,
বরবন্দিনী বামা বরদে॥
চারিদিকে আর, হেরি আঁধার,
শশি-শেখরা শঙ্কটে তার, দুর্গে দুখ বার,
ওমা মরি গো মরি, দেখ কৃপা করি,
সহায়হীনে শুভদে॥

টোড়ী-ঝিঁঝি—একতালা।

চরম সময়, হও মা উদয়,
দেখে মরি তারা শ্রীপদ-নলিনী।
ডাকি দুর্গা ব'লে, কেন আছ ভুলে,
দুর্গমে দে দেখা দানবদলনি॥
শ্রীপদ স্মরিয়ে, সাগর বাহিয়ে,
মশানে মা মরি, দেখ না আসিয়ে,
ও মা শবাসনা, কর' মা করুণা,
কাতর কিঙ্কর, কেশরি বাহিনি॥

আলাহিয়া-খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

কেন ভোল, দুর্গা বল দুর্গা বল মন আমার।
জীবনে-মরণে মন, চরণ ছেড় না মা'র॥
বাসনা ছলনা করে, মায়া-মোহ রাখে ধ'রে
তা'তে ত শমন-করে, পাবে না নিস্তার।
দুখ পেলে কর্ম্মফলে, ডাক' দুর্গা দুর্গা ব'লে,
অন্তিমে মোহের ছলে, ভুল না রে আর॥

ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।

ওঠা-নাবা প্রেমের তুফানে;
টানে প্রাণ বায়রে ভেসে,
কোথায় নে যায় কে জানে॥
কোথাও বিষম ঘূর্ণপাক,
চুবন খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, তুলিয়া দেখে ফাঁক;
কোথাও তরঙ্গের থাক, ভাসিয়ে নে যায়,
টান পড়েছে কি টানে॥

কাফি-মিশ্র—একতালা।

ওমা, কেমন মা কে জানে।
মা ব'লে মা, ডাক্‌ছি কত,
বাজে না মা, তোর প্রাণে॥
মা ব'লে তো ডাক্‌ব' না আর,
লাগে কি না দেখ্‌ব' তোমার,
বাবা ব'লে ডাক্‌ব' এবার, প্রাণ যদি না মানে॥
পাষাণী পাষাণের মেয়ে,
দ্যাখে না কো একবার চেয়ে,
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে, বেড়ায় সে শ্মশানে॥

গৌরী—একতালা।

আমার পাগল বাবা, পাগ্‌লী আমার মা।
আমি তাদের পাগ্‌লী মেয়ে,
আমার মায়ের নাম শ্যামা॥
বাবা বব বম্ বলে, মদ খেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢ'লে,
শ্যামার এলোকেশ দোলে;
রাঙা পায়ে ভ্রমর গাজে,
ঐ নূপুর বাজে শোন না॥

কানেড়া-মিশ্র—একতালা।

সাধে কি গো শ্মশানবাসিনী।
পাগলে করেছে পাগল, তাই ত ঘরে থাকি নি॥
সে কোথা একলা বসে, নয়ন-জলে বয়ান ভাসে,
আমা-হারা দিশেহারা, ডাক্‌চে কত না জানি॥
ওই যেন সে পাগল আমার,
দেখ্‌চি যেন মুখখানি তার,
ঘোর যামিনী, একলা আছে প্রাণের চিন্তামণি॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কি ছার, আর কেন মায়া,
কাঞ্চন-কায়া ত রবে না।
দিন যাবে, দিন রবে না ত, কি হবে তোর তবে,
আজ পোহাল, কাল কি হবে,
দিন পাবি তুই কবে;
[illegible]' মেটে না [illegible], সাধে পড়ুক বাজ;
[illegible] চল্‌রে চলি, সাধি আপন কাজ।
কেউ কার' পর [illegible] না চেয়ে,
[illegible] ছুটবে আঁখি;—

আপন রতন, বেচে নে চল,
হরি ব'লে ডাকি।

ছায়ানট—মধ্যমান।

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে।
যেখানে যাই, সে যায় সাথে,
আমায় বল্‌তে হয় না জোর ক'রে॥
মুখখানি সে যত্নে মুছায়,
আমার মুখের পানে চায়,
আমি হাস্‌লে হাসে, কাঁদ্‌লে কাঁদে,
কত রাখে আদরে।
আমি জানতে এলেম তাই,
কে বলে রে আপনার রতন নাই;
সত্যি মিছে দ্যাখ্ না কাছে,
কচ্চে কথা সোহাগ-ভরে॥

পরজ-যোগিয়া—একতালা।

আমায় বড় দেয় দাগা।
সারা রাত কি পাগ্‌লা নিয়ে, যায় গো মা, জাগা॥
সারা রাতই সিদ্ধি বাটি, ভূতে খায় মা, বাটী বাটী,
বল্‌ব কি বল, বোঝে না মা,
তার উপর মিছে রাগা।
কাছে এসে, ছাই মেখে বসে,
মরি গো মা, ফণীর তরাসে,
কেমন ক'রে ঘর করি বল,
নিয়ে এ ন্যংটা নাগা॥

খাম্বাজ-মিশ্র—পোস্তা।

বাই গো ওই বাজায় বাঁশী; প্রাণ কেমন করে।
একলা এসে কদম-তলায়,
দাঁড়িয়েছে আমার তরে॥
যত বাঁশরী বাজায়, তত পথ পানে চায়,
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায়;—
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে,
চলে যাবে মানভরে॥

ভৈরবী—খং।

ছাড়ি যদি দাপাদাপি, কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারি।
আমি [illegible] পারব' বলা।

দখি যেহে পারি হারি!
যদি কেউ বাত্‌লেদিত,
এমত লোক দেখ্‌লে হতো,
দাগাবাজীর উপর বাজী,
খেলা বড় বিষম ভারি ॥

পাহাড়ী—কারফা।

আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব'।
খেল্‌ব কত ছুটোছুটী, বাঁশী বাজাব' ॥
খেল্‌তে বড় ভালবাসি,
ছুটে ছুটে তাইত আসি,—
আমার মনের মতন খেলার জুটী
কত জন পাব' ॥

ভেঁরো আড়খেমটা।

আমি কুলি-কাটা রসের নাপ্তিনী।
ছোঁড়াকে বল্‌বো এবার,
করে যেন কমিসানী ॥
ন-পাড়ার গিন্নী মাগী,
গাল দিয়েছে গতর খাগী,
নাইক' কড়ি কিন্‌তে দড়ি,
কিসের জারি জানি নি ॥
ছোঁড়া যদি কাজটা পেতো,
বাড়ীর উপর রাস্তা যেতো,
এমন তো হচ্চে কত, ব'লেছে ভুতো মিতিনী ॥

ভূপালী-মিশ্র—দাদ্‌রা।

ইয়ারগণ। ঠুন্ ঠুন্ পেয়ালা ক্যায়া রং বেদম্।
আঁখিয়া লালে লাল,
নেশামে চল্‌তা হায় ঝম্ ঝম্ ঝম্ ॥
হুইস্কি ডাক্, মৎ দেও ফাঁক্,
ঝাঁকে ঝাঁক্ উড়াও কাক্,
জিজিয়ে পিজিয়ে চম্ চম্ চম্ ॥
নর্ত্তকী। হেল্‌কে দোল্‌কে ধীরি ধীরি
মার নয়না-ছুরি, পিলেনা কিয়া মেরি,
রূমে ঝুমে আঁচোরা ঝাপ বদনুমে,
আজ যৌবণ বা দিল ছোড় দেনা সুওম,
পায়েলা বাজে রে ঝম্ ঝম্ ঝম্ ॥

খাম্বাজ-মিশ্র—কাহারবা।

রাম রহিম না জুদা করো;
দিল্‌কি সাঁচ্চা রাখো জী।
হাঁজি হাঁজি করতে রহো,
দুনিয়াদারী দেখো জী ॥
জব্ যেসা তব্ তৈসা হোয়ে.
সদা মগন্ মে রহে না জী,
মাট্টি মে ইয়ে বদন বনি হায়,
ইয়াদ্ হরদম্ রাখ্ না জী।
যব তক্ সেকো ফরক্ রহো ভাই,
যিস্ যিস্ কামমে মানা জী,
কেয়া জানে কব্ দম ছুটে পা,
উস্‌কা নেই ঠিকানা জী।
দুস্‌মন তেরা সাথ ফিরতা,
দেখে ভাই যব সেকো জী।
দুস্‌মন্‌সে বাঁচানেওয়ালে,
উন বিন্ হায় নেই একো জী ॥

রামকেলী—দাদ্‌রা।

মিল' আঁখি চিড়িয়া মিঠি বোলে।
(মিল' আঁখি, মিল' আঁখি মিল' আঁখি)
সুবা হুয়া, বহুত্ মিঠি হাওয়া,
ফুল চুমকে পাতি ঝুঁমকে ধীরি চলে ॥
পূরব লাল, উঠে সোণেকা থাল,
হররংকী গুল্, দেল্ ভরপুর মজগুল,
মাসুক পাশ্ পৌঁছা হায় আসক্ বুলবুল।
পিয়া মিলা গোলাব হাস্‌কে দোলে ॥

কাফি-মিশ্র—দাদ্‌রা।

জুট্‌লো অলি ফুট্‌লো কত ফুল।
দোলে হায় ধীর পবনে সৌরভে আকুল ॥
ঝর্ ঝর্ ঝর্‌ছে শিশির,
যেন সোণায় গাঁথা মালা মতির,
পাখীর তানে প্রাণে হানে তীর;
আকাশে উষা হাসে জলে কমলফুল ॥

বিভাষ—ঝাঁপতাল।

দুর্জ্জন দমন মন, অভয় সুজনে।
ভুবন ভরিয়ে যুজে কেশরীর সনে ॥

ফলে-ফুলে মনোহরা, সুজলা শ্যামলা ধরা,
নাহি পাপ, নাহি তাপ, ধর্ম্মের শাসনে ॥

—

বিভাস—ঝাঁপতাল।
প্রখর রবির কর ব্যাপিল ভুবন।
কাঁপিছে কমলদল রবিছবি আলিঙ্গন ॥
অনিল বহে অনল, ছায়াহীন স্থলজল,
কুলায় লুকায় পাখী, স্পন্দহীন তরুগণ ॥

—

পিলু-পাহাড়ী—খেমটা।
চাও চাও, বদন তোলো, কথা কও মুচকি হেসে,
দেখ'না প্রাণ ব্যাকুল হ'লো ॥
দেখি হে দুটি আঁখি, হৃদয়ে এঁকে রাখি,
দিয়েছ প্রাণে ফাঁকি, আর কি বাকী আছে বলো ॥

—

আড়ানা-মিশ্র—একতালা।
তুমি শিখেছ কত ছলনা।
ভাল ভুলাতে জান ললনা ॥
মজেছি মজিব মজিতে ধাই,
কেমনে পোড়া মন ফিরাই ;
ভুলিছি ভুলিব, শেষে অযতনে কত কাঁদিব,
ভাবি তাই মন! মনোমত মন হ'লো না ॥

—

বেহাগ—দাদ্‌রা।
কি কর কি কর, ধর ধর, তনু জর জর,
মজা'তে মজিনু টুটিল মান।
এ কি অবিচার, জিনে বল হার,
মাগি পরিহার, কত সব আর ;
মন-প্রাণ করি চরণে দান,
ভাল ভুলালে, ভাল জান' ছলা তাণ,
সখিগণ।— রণ হলো অবসান ॥

—

সিন্ধু খাম্বাজ—খং।
দিবা-নিশি মন বিভোরা।
ভুলি যদি মনে করি, আঁধার নেহারি ধরা ॥
ভুলেছি আপন ছলে, মজেছি মজাব ব'লে,
হারাতে হয়েছি হারা, ধরিতে দিয়েছি ধরা ॥

—

খাম্বাজ-মিশ্র—দাদ্‌রা।
একে লো তোর এই ভরা যৌবন।
রসে ক'রেছে অবশ, আবেশে ঢলে নয়ন।
ঘোর বিরহ-বিকার তাতে,
জোর করেছে নারীর ধাতে,
বাই কুপিতে সরল মন মাতে,
ভরা হৃদি, গুরু উরু বিষম কুলক্ষণ ॥

—

কামোদ মিশ্র—একতালা।
কি জানি কি হলো প্রাণসই।
মন তো বাঁধিতে নারি, এ যাতনা কারে কই ॥
নয়ন সাধিল বাদ, সুখসাধ অবসাদ,
কি ক'ব লো তবু উঠে সাধ,
বিষাদে ভাসিলো, সখি! আমি ত' আমার নই ॥

—

ভৈরবী-মিশ্র—দাদ্‌রা।
গুণমণি, দাসী তব পায়।
রমণী-হৃদয়মণি ঠেল' না এ অবলায় ॥
প্রেম-অভিলাষী দাসী, আঁখি হেরি মন উদাসী,
বাসি মনে সযতনে, হৃদয়ে ধরি তোমায় ॥

—

মল্লার—দাদ্‌রা।
আমরা চার রকমের চার বিরহিণী।
বিচ্ছেদে মনের খেদে,
ঘুরি দিবা-যামিনী ॥
কারুর বুকে ছার পিরীতের দমা ধরেছে,
কেউ পিরীতের কম্‌নীতে জ্যান্তে মরেছে,
কারুর লজ্জা-সরম, ধরম-করম, সকল হরেছে,
কেউ পিরীতে উঠি পড়ি,
তবু পিরীত ছাড়ি নি ॥
প্রেম ক'রে কেউ আড়-নয়নে চায়,
কেউ ধুলো মাখে গায়,
পিরীত তোরে বলিহারি হায়!
কেউ নয়ন-জলে গাঁথে মালা,
কেউ বা প্রেমে মানিনী ॥

—

কানাড়া-মিশ্র—কীর্ত্তন।
হোরি চম্পক-কলি, পড়ে ঢলি ঢলি,
শ্যামা বিনা সে কি জানে।

চাঁদ নিরখি, ভাসে দু'টী আঁখি,
ফিরে ফিরে চায় চাঁদের পানে ॥
মনোমোহনে, আন বতনে,
কেঁদে ফিরে গেছে অভিমানে।
না হেরে আমায়, লুটাল ধরায়,
তার প্রাণ জানি ত' প্রাণে প্রাণে ॥
ওলো যেমতি সজনী, আমি পাগলিনী,
প্রবোধ মন না মানে।
মরম-ব্যথায়, সে আছে কোথায়,
কাজ কি ছার মানে!

বেহাগ—ভরতঙ্গা।

চাও চাও, মুখ ঢেক না, সরম রবে না।
চ'খে নাও মুখের ছবি,
ভাঙ্‌লে যুগল ভাব রবে না ॥
যে ভাব যার উঠ্‌ছে মনে,
দেখ' সে ভাব চাঁদবদনে,
চ'খে চ'খে চাও না দু'জনে,—
না হ'লে আঁখির মিলন,
মরম-কথা কেউ পাবে না ॥

পিলু বাঁরোয়া—দাদ্‌রা।

প্রেমের এই মানা, না হ'লে প্রেম ত রবে না ॥
পিয়া বিনা কারো, পানে চাইতে পাবে না ॥
প্রেমে সদাই অভিমান,
প্রেমে চায় ষোল আনা প্রাণ,
সয় না কথার টান।
প্রেম সরু সূতায় বাঁধা-বাঁধি,
বাতাসের ত' ভার সবে না ॥

খট্ মিশ্র—ভরতঙ্গ।

বিরহ বরং ভাল এক রকমে কেটে যায়।
প্রেম-তরঙ্গে, রঙ্গ নানা,
কখন হাসায় কখন কাঁদায় ॥
এই পায়ে ধরি, এই মুখ দেখে প্রাণ উঠে জলে
কাছ থেকে সরি,
আবার না দেখে ভয় তখনি মরি,
হায় রে হায় বলিহারি,
নাচিয়ে বেড়ায় পায় পায় ॥

পাহাড়ী-পিলু—খেম্‌টা।

রাঙ্গা জবা কে দিলে তোর পায়ে মুটো মুটো।
দে না মা সাধ হয়েছে,
পরিয়ে দে না মাথায় দুটো ॥
মা বোলে ডাক্‌বো তোরে,
হাততালি দে নাচ্‌বো ঘুরে,
দেখে মা নাচ্‌বি কত,
আবার বেঁধে দিবি ঝুঁটো ॥

বেহাগ—খেম্‌টা।

কেঁদেছি আপন দোষে, বেজেছে মায়ের প্রাণে
মা বলে,—'আয়রে কোলে',
মুখ মুছায়ে কোলে টানে ॥
পেয়েছি অভয়ারে, আর কিরে ভয় করি কারে
মা ব'লে বারে বারে, চেয়ে রব চরণ পানে ॥

বাহার—খং।
মালকোষ—আড়াঠেকা।

মা আমার ভক্ত বই আর জানে না!
হৃদয় খুলে ডাক মা ব'লে, পূরবে মনের বাসনা ॥
মা বলে ডাক্‌লে পরে, তাপিত প্রাণে বারি ঝরে,
প্রেমময়ী প্রেমের ভরে,ডাক্‌ছে রে ভাই শোননা

মালকোষ—আড়াঠেকা.

রাঙ্গা কমল রাঙ্গা করে, রাঙ্গা কমল রাঙ্গা পায়।
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হাসি, রাঙ্গা মালা রাঙ্গা গায় ॥
রাঙ্গা ভূষণ রাঙ্গা বসন, রাঙ্গা মায়ের ত্রিনয়ন,
কত রাঙ্গা রবি শশী, রাঙ্গা নখে প'ড়ে হায় ॥
পদ্ম ভ্রমে পদতলে, পড়ে অলি দলে দলে,
এলোকেশী কে রূপসী,
ডাক্‌লে তাপিত-প্রাণ জুড়ায় ॥

সোহিনী-বাহার—জলদ তেতালা।

পিক কুহু বোলে, মুঞ্জ কুঞ্জ দোলে,
মধুর সমীর বহে ধীরে।
ফুল্ল দিনকর, ফুল্ল সরোবর, ফুল্ল রজনরাজি নীরে
শ্যাম ধরণীতল, শ্যাম তরুদল,
কুসুম-ভূষণ শিরে,

ফুল কুল আকুল, আকুল অলিকুল,
ভ্রমিছে চুমিছে ফিরে ফিরে।
ফুল আকুল দুলিছে সমীরে ॥

ভীমপলশ্রী—জলদ-একতালা।

সদা মনে হারাই হারাই।
কি আছে কপালে ভাবি তাই ॥
কত কথা পড়ে মনে, কিশোরে সঙ্গিনী সনে,
গিয়াছে সে দিন, আর সে দিন ত' নাই ॥
পড়ে মনে রাম সনে, ভ্রমণ বিজন বনে,
মায়ামৃগ ছায়া হেরি, হৃদয়ে ডরাই।—
তাই প্রাণ শিহরে সদাই ॥

বাহার-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কত নেচেছি লো, ময়ূরী সনে।
ফুল্ল প্রাণে, মরি মধুর তানে,
কত গাইত শাখি-শিরে পাখীগণে ॥
ফুলকুলে, সখি ছলে, হাসি, হাসি,
সম্ভাষি প্রাণ খুলে,
হাসি, হাসি, আঁখিনীরে ভাসি,
কিশোর-কথা কত জাগিত মনে।
নাথ সনে, সখি, গহন বনে ॥

পাহাড়ী-পিলু—দাদ্‌রা।

সীতার সখীগণ,—
অলি ব্যাকুল কাঁদিছে গুঞ্জরি লো।
নাহি হেরি কুসুম-মঞ্জরী লো ॥
চিত চঞ্চল ধাইছে সরোবরে,
গুণ গুণ স্বরে, মনোব্যথা কহে সকাতরে,
শূন্য সরোনীর নেহারি লো ॥

আশোয়ারী—আড়াঠেকা।

লজ্জা রাখ শিবরাণী; ও মা লজ্জা-নিবারিণি,
গর্ভবতী পতি-হারা, বন-মাঝে পাগলিনী ॥
ঘোরা যামিনী, দুখিনী একাকিনী,
চিত চমকে, মা তমোনাশিনী ॥
[illegible], ও মা পরাণ আকুল,
[illegible] তমসারে তারিণি।

অবলায় রাখ গো রাঙ্গা পায়,
তারা তাপহরা দীন-জননী ॥

বেহাগ—আলাপ।

চিন্তামণি চরণাম্বুজ-রজ চিত ভুখা ভুখা রহো,
পিও রাম-নাম সুধা,
গাওত রাম নাম, জপত রাম নাম,
বোলত রাম নাম বদন ভরি ভরি,
ধনুর্ধারী, তাপ-পাপহারী,
নারায়ণ মদন-মান-মথন রে।

মেঘ—একতালা।

চমকে চপলা চমকে প্রাণ,
চাহ মা চপলা-হাসিনি।
হাঁকিছে পবন, কাঁপিছে গহন,
রাখ মা মহিষ-নাশিনি ॥
কড় কড় কড়ে কুলিশ নাদিছে,
ভীম-নিনাদিনী কলুষ-হরা।
গরজে গরজে ঘন, ঘন ঘন,
দেখা দে বিন্ধ্যবাসিনী ॥

রামকেলী—দাদ্‌রা।

রাম নাম গাও রে বনের পাখী।
প্রাণ ভ'রে আয় রাম ব'লে ডাকি ॥
রাম নাম গাওরে বীণে,
নামের গুণে ভাসে শিলে,
রাম নাম গেয়েছিল' বনের যত বানর মিলে;
গুহক প্রেমের ভরে নাম গেয়েছে,
পেয়েছে নীলকমল আঁখি ॥

মিয়া-মল্লার—দাদ্‌রা।

ডাকে পাখীগুলি, চল' ফুল তুলি।
ধরি ধনু করে, শরে শরে,
চল বাঁধিগে সরযূ-ধারাগুলি ॥
চয় গগনে পবনে রোধ করি,
শত শত কত বাঁধি করি,
চল গিরি তুলি, নাধি রণ [illegible] ॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

মন-দুখ শুন যামিনী।
শুন শুন তরুলতা, সীতার দুঃখের গাথা,
সমীরণ, শুন শুন দুখিনী-কাহিনী ॥
শুন শুন তারা-মালা, তাপিত প্রাণের জ্বালা,
নিদয় বিধাতা, শুন কাঁদে অনাথিনী ॥

সাহানা—ধামার।

নেহার নেহার হৃদি-অরবিন্দ মাঝে—
আনন্দে সাধু।
পুর প্রেমে পুলক ধাম গোলোক সম।
রস তরঙ্গ খেলা, সীতারাম লীলা,
চির বিহার ভকত-চিত-ফুল্ল-সরোজে ॥

সারঙ্গ—ঝাঁপতাল।

হর শঙ্কর, শশিশেখর, পিনাক ত্রিপুরারে।
বিভূতি-ভূষণ, দিক-বসন, জাহ্নবী-জটাভারে ॥
অনল ভালে মদনদমন, তরুণ অরুণ-কিরণ নয়ন,
নীলকণ্ঠ রজত-বরণ, মণ্ডিত ফণি-হারে ॥
উক্ষারূঢ় গরলভক্ষ্য, অক্ষমালা শোভিত বক্ষ,
ভিক্ষা-লক্ষ্য, পিশাচ-পক্ষ, রক্ষক ভবপারে ॥

ভৈরবী—একতালা।

আয় রে আয় ডাকৃছে দয়াল রাম,
কে যাবি আয় ভবপার।
দিন গেল বয়ে, মিছা মোহে,
বাঁধা কেন থাকৃবি আর ॥
হয়ে আপ্‌নি কাণ্ডারী,
গোলোকবিহারী, ভাস্‌বে তরী,
সে যে প্রেমের ভেলা, কর্‌বে খেলা,
তুফানে কি কর্‌বে আর ॥

মঙ্গল-বিভাস—জলদ একতালা।

কি'রে বনের বানর নিয়ে,
চণ্ডালে হে দিলে কোল।
তোল্‌ রে ভবে, জয় সীতারাম বোল ॥
পাষাণ মানবী প্রেমে,
এ প্রেম বুঝ্‌লে না ভ্রমে।
প্রেমে পাষাণ গলে,
অন্তঃস্থলে নারীর হৃদয় সমান বয়,
জানেন দয়াময়, নাইক' ভয়,
ওরে কলঙ্কিনী কে রমণী—
রামসীতা নাম ভবে তোল ॥
প্রেমে ভোলো জ্বালা, তাপিত বালা,
রামসীতা নাম সদাই বোল।
পাপী তাপী, প্রাণ ভ'রে ডাক্‌,
কাষ কি রে, ডাই মিছে গোল ॥
উচ্চ প্রাণে নাম ডাক' না,
ঘৃণা মানা কাণ পেত' না,
রাখি, নীলকমলে হৃদ্‌কমলে,
হও রে ভোলা ভাবে ভোল ॥
দেখ পশু পক্ষী কীট-পতঙ্গ,
চড়লে সবাই চতুর্দোল,
জয় জয় জয়, আর কিরে ভয়,
ফুরিয়ে গেছে গণ্ডগোল ॥

পুরিয়া—একতালা।

কেন ফুল ফোটে কে জানে।
কেন যায় শুকায়ে ঝ'রে, কি অভিমানে ॥
অযতনে ফুট্‌লে বনে, মলিন হবে অযতনে,
কে জানে শূন্যপানে চাওলো কার পানে ॥
বল' ফুল মনের কথা, অযতনে পাও কি ব্যথা,
মনোসাধ আয় দু'জনে কই প্রাণে প্রাণে ॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—মধ্যমান।

কে জানে মজাবে নয়নে।
না বুঝে অবোধ আঁখি, কি ছবি এঁকেছে প্রাণে ॥
ব্যাকুল নয়ন আশে, অকূলে হৃদয় ভাসে,
বোঝালে বোঝেনা মন, কত জ্বালা অযতনে।
কুসুমে নাহি সে শোভা, নহে শশী মনোলোভা,
কি জানি কি কথা কত, দিবানিশি উঠে মনে ॥
লাঞ্ছনা মন মানে না, বর্ত্তন করে যন্ত্রণা,
কব' কথা কার সনে, কে বুঝিবে সে বিহনে ॥

মাড়-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

(আমায়) বিলিয়ে দিতে চাও কি প্রাণসই।
বেঁধেছ ভালবাসায় আর্ তো কার' নই।
মলিন হ'লে বনে চ'লে, কে বসাবে তরুতলে,
আঁচলে মুখ মুছাবে, সাথে তোমার দাসী কই।
বনফুল এনে তুলে, যতনে কে দেবে চুলে,
অকূলে যাচ্ছ ভেসে, কি নিয়ে সই কূলে রই॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

ছড়ায় এত ভালবাসা কোথায় পায়।
বুঝি ছেঁড়া ফুলের ভালবাসা
কথায় কথায় ছড়িয়ে যায়॥
ভালবাসার সোহাগ জানে না,
বুঝি প্রাণ দে নয় কেনা।
ছড়িয়ে দিলে ভালবাসা, কুড়িয়ে পাবে না,
যার প্রাণ দে কেনা ভালবাসা,
ছড়িয়ে দিতে সে কি চায়॥

লুম-ঝিল্লা—দাদ্‌রা।

তারার মালায়, আয় রে শশী,দেখ্‌বি যদি আয়।
ধরাতলে চাঁদের মালা, ফুলমালা গলায়॥
দ্যাখ্‌রে শশী, অধরে হাসি,
হবি-নে আর কুমুদিনীর হাসি প্রয়াসী,
মোহনহাসি মদন-রতি মোহিত হ'য়ে ফিরে চায়॥
বলিস্‌ অলি, ফুলের কলি, তোদের বড় ভাব,
ভাব শিখে যা, চোখে চোখে দেখে প্রেমের ভাব,
তোর বুকে ফুল, কত মধু,
মধুর লহর উছ্‌লে যায়॥

গান্ধারি-টোড়ী—আড়াঠেকা।

চরণে শরণ মাগি কিঙ্করী তোমার।
হরশির-নিবাসিনী হর দুখভার॥
নাহি স্থান স্থলে জলে, এসেছি জুড়াব ব'লে,
নে জননী নে মা কোলে, কেহ নাহি আর।
প্রেমময়ী প্রেম-বারি, অকূলে অবলা নারী,
কর মা ত্রিতাপহারী, তাপিতে নিস্তার॥

মায়েকী কানাড়া—আড়াঠেকা।

ক'র না বঞ্চনা, কর মা করুণা,
অন্তিমে রাখ মা ও রাঙ্গাচরণে।
এসেছি আশায়, রাখ তনয়ায়,
কে রাখিবে পায় জননী বিহনে॥
হর-আদরিণী, সাগর-গামিনী,
হর মা হর মা তিমির-যামিনী,
কাতরা কামিনী চাহ মা।
নিদারুণ জ্বালা সহে না মা আর,
গিরিবালা, কর' দুস্তরে নিস্তার,
বহি দেহ ভার, কলঙ্ক পাথার,
তরিব তারিণী, তনু বিসর্জ্জনে॥

সাহানা-যৎ—একতালা।

যদি যত্ন করো, দিই তোমার করে।
নইলে কাঁচা সোণা, চাঁদের কোনা,
আদরে রাখি ঘরে॥
অতুলনা আমার এ রতন,
কারুর ঘরে আছে কি এমন,
পরকে দিতে সরে না তো মন।
সাধ থাকে নাও, নয় সরে যাও,
দিতে চাইনি জোর করে॥

আড়না-খাম্বাজ—জলদ একতালা।

আঁচোরা না গায়ে দিব, চলে গর্‌মি হাওয়া।
পিয়া পিয়া লো সখি,
আন্‌লো আন্ প্রাণ বঁধুয়া॥
ওলো, অঙ্গ ঢলে, আমি চল্‌তে নারি,
নারী হ'য়ে কত সইতে পারি,
ওলো, দেখ' না দেখ' না, এলো না এলো না,
প্রাণ কেমন করে, সখি আন' ধ'রে মনচোরে,
মালা যায় না সওয়া, বড় গর্‌মি হাওয়া।
আঁখি ঢুলু ঢুলু, আর যায় না চাওয়া॥

মিয়া-মল্লার—জলদ একতালা।

কাঁদি কাঁদি, বুক বাঁধি, কেন কাঁদিতে চাই লো।
সে ত' কয় না কথা, সে ত' চায় না ফিরে,
কেন বাঁধিতে যাই লো॥

কেঁদে মরি, সখি তবু তারি,
তারি কথা ধ্যানে তারে হেরি,
ভাল বাসেনা, প্রাণ মানে না,
মরম ব্যথা কত মরমে পাই লো॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কাতরে করুণা কর', হর-হৃদি-বিলাসিনী।
দীনজনে দেখ দে মা, দনুজদল-নাশিনী॥
পড়েছি ঘোর বিপদে, রাখ মা অভয়পদে,
বর দে গো সুবরদে, রক্ষ রণে দাক্ষায়ণী॥

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

নলিনী-নয়ন তারা হরিলে নলিনী।
দীন হীনে বিড়ম্বনা করো না জননী॥
ভাসি মা নয়ন-জলে, ফিরে দে গো নীলোৎপলে,
অর্পিব পদকমলে, কপাল-মালিনী॥
শত-অষ্ট নীলোৎপলে, আনিনু সহিত দলে,
হরিলে এক কমলে হইয়া পাষাণী।
সংসারে মোরে সকলে, নীল-কমল-আঁখি বলে,
এক আঁখি পদতলে, অর্পিব ঈশানী॥

খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

রমণীগণ। সই লো সাজো সমরে!—
দেখি এই পূজোতে মিন্‌সে কি করে।
পুরুষ। রাগ ক'র না চন্দ্রাননী আছি জোড় করে।
১ রমণী। শাড়ীর মুখে ঝ্যাটার বাড়ী,
আমার গাউন চাই,
১ পুরুষ। তাই হবে লো তাই!
২য় রমণী। হ্যামিলটনের নেক্‌লেস এবার,
তারা-হারের মুখে ছাই,
২য় পু। তাই হবে লো তাই।
৩য় রমণী। কাটরে ঢোলের আওয়াজ বেজায়,
তালা ধ'রে যায়,
পূজোর ক'দিন ষ্টিমলঞ্চে বেড়া'ব গঙ্গায়,
৩য় পু। দু'জনে সামনে ব'সে ফুর্‌ফুরে হাওয়ায়।
৪র্থ রমণী। আমার কিনে দাও টম্‌টম্‌,
গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে,
রাখ্‌বো খানিক দম্‌,
গো-টু-হেল্ বাঙ্গালী-টোলা,
পূজোর ভিড় কি কম্‌?
৪র্থ পু। পাশাপাশি ব'সে দু'জন যাব রমারম্‌।
সকলে। পুজোটা কেটে যাবে আমোদের ভরে॥

কীর্ত্তন-মিশ্র—লোফা।

রাধা—ধিনি কেষ্ট তিনি তা,
তুই পায়ের ওপর দে না পা।
কৃষ্ণ।—মানময়ী রাধে,
তুই গেলাস দুই আর হুইস্কি খা।
রাধা।—চাট নে বুঝি আসছে বৃন্দে সই,
কালাচাঁদ, হুইস্কি তোমার কই।
কৃষ্ণ।—বগলে এই যে বোতল,
প্রেমময়ী ঢালো না!
তবে প্রিয়ে, বাঁশরী বাজাই,
রাধা।—ফেলবো কেশে দাঁড়াও মাধব,
হুইস্কি আগে খাই;
কৃষ্ণ।—সব খেও না একটু রোখো,
শুকুচ্ছে আমার গলা॥

সিন্ধু-ভৈরবী—একতালা।

এল তোর খ্যাপা দিগম্বর,
ওলো রাখিস ধ'রে।
বড় সেয়ানা খ্যাপা, প্রাণ চুরি ক'রে
যেন যায় না স'রে॥
প্রেমে ভোলা, প্রাণ হাতে নে না;
আগে দিওনা প্রাণ, তোরে করি মানা,
খ্যাপা বেদনা বোঝে না লো;—
মজায় যারে, তারে কাঁদায় এম্‌নি করে॥

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

বাবা সঙ্গে খেলে, মা নেবে কোলে।
আয় সবাই মিলে, ডাকি 'জয় মা' ব'লে'
বাবা পাগল ভোলা, মা পাগ্‌লী মেয়ে,
কত রাঙ্গা মা, ওরে দেখ্‌রে চেয়ে,
ধেই ধেই ধেই, আয় ধেয়ে ধেয়ে,
মা পেয়েছি রে, আমরা মায়ের ছেলে॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আয় জবা আনি, নইলে কি দিব পায় ?
সোণা সাজে না রে, মা'র রাঙ্গা পায় !
দেখ্‌রে বাবার যেমন, মায়ের তেম্‌নি চরণ,
তেম্‌নি রাঙ্গা, তেম্‌নি মনের মতন ;
আয় রে 'মা' ব'লে, চরণে লুটাবি আয় ॥

সাহানা বাহার—যৎ।

ওহে হর, বাঘাম্বর, কৃপা কর' অবলায়।
আকুলা আকুল মাঝে, রাখ ভোলা, রাঙ্গাপায় ॥
না জানি এ বিসম্বাদে, ফেলিবে কি পরমাদে,
প্রাণ কাঁদে ;
শঙ্কর, সঙ্কটে তার, অঙ্গনা আশ্রয় চায় ॥

ইমনকল্যাণ—ঝাঁপতাল।

গাও গাও সবে জানকী মিলন।
জগ জন তারণ প্রেমে,
ভক্তি মুক্তি গতি, রাম রঘুপতি,
পরমা-প্রকৃতি সতী জানকী বামে,
পুলক আলোক, নিরখ নিরখ ভবে
ঘুচিল ত্রাস, পীতবাস, ভয়হারি, ধনুর্দ্ধারী,
হরি হরি হরি নাম, গাও জগ-জন ভয়-ভঞ্জন ॥

বাহার—যৎ।

কাল সকালে রাজা হবে রাম।
ও ভাই ধরা হবে গোলোক ধাম ॥
জরা জীবন, অকাল-মরণ, রাজ্যে থাক্‌বে না,
থাবে সকল যন্ত্রণা, ও যে প্রেমের রাজা,
প্রেমের প্রজা, প্রেমের দূর্ব্বাদল শ্যাম।
প্রেমে ভরা রামের নাম ॥

সোহিনী—জলদ একতালা।

চল্‌গো সখি, চল্‌গো তোরা চল্‌
কাল রাজা হবে নীলকমল ॥
ঘরে ঘরে গাইবো গো মঙ্গল।
আয়লো সবাই, রাম-গুণ গাই,
রাম ব'লে সব মেতে চল ॥
রাম চণ্ডালে দেয় কোল,
[illegible] রাম-সীতা নাম বোল।

শ্রীরাম দয়াময়, ঘুচ্‌লো যমের ভয়,
প্রজা ব'লে রাখ্‌বে কোলে,
যার নামে জনম হয় সফল ॥

রামকেলী—ঠুংরী।

গাও কোকিল, বিহঙ্গকুল,
ফুলকুল পরিমল ঢাল' সোহাগে।
হাসি হাসি, তমাল-বিলাসী,
খেল তমাল সনে নব অনুরাগে।
খেল অনিল, অরুণ ভাতিল,
নীল গগন সাজ' রঞ্জিত রাগে।
শ্যাম বসন পরি, সাজ' শ্যামা মেদিনী,
শ্যামচাঁদ মম, হৃদি-মাঝে জাগে ॥

নটমল্লার মিশ্র—খেম্‌টা।

প্রাণ কেমন-কেমন করে সজনি।
কেন এলনা গুণমণি ॥
ভুলে ত থাকে না সই,
শুধালো কমল-মালা বল এল কই,
কোমল প্রাণে কত সই,
কেন এল' না বল না, আনিগে চল না,
কিসে রমণী বাঁচে ধনী, বিহনে হৃদয়মণি ॥

হাম্বির মিশ্র—ত্রিতালি।

এলো তোর, প্রাণ বঁধু এলো।
টেনেছ প্রেমের ডুরি,
লুকিয়ে কোথায় থাক্‌বে বলো।
ওলো এত কি মানা,
হাতে ধ'রে কাছে বসা না,
নইলে সই বল্‌বে বঁধু, সোহাগ জানে না ;
ওলো গরব কিসের তোর,
যার গরবে গরবিনী কর তারে আদর,
থাক্‌ থাক্‌ মান তুলে রাখ্‌,
মানে কিবা এলে গেলো।

বিভাষ-মিশ্র—লোফা।

ভোলানাথ পঞ্চ মুখে গায়।
হরিনাম প্রেমভরা, হরি বলি আয় ॥
নাচ' ভাই হরি ব'লে, [illegible] চলে,

কর' নাম রসন ভ'রে, নামে মন মাতায় ॥
হরিনাম করবি যত, সাধের তুফান উঠ্‌বে তত,
সাধে সাধ সাগর হ'য়ে, উজান ব'য়ে যায় ॥
হরিনাম যে জানে না, রস জানে না তার রসনা,
নামে কারো নাইক' মানা, যে চায় সে ত' পায় ॥

দেশ-মিশ্র—ঠুংরী।

যোগী।—বনফুল ভূষণ শ্যাম মুরলীধর
গোপিনীরঞ্জন বিপিনবিহারী।
প্রমথ।—বিভূতিছাদন, বিষাণবাদন
ঈশান ভীষণ শ্মশানচারী ॥
যোগী।—দুকূলচোরা রাসরসিকবর,
প্রমথ।—উলঙ্গ ভৈরব ধূর্জ্জটী স্মরহর,
যোগী।—রুণু রুণু ঝুণু ঝুণু মঞ্জির গুঞ্জন,
প্রমথ।—ডমরু ডিমি ডিমি তাণ্ডব নর্ত্তন;
যোগী।—মানোম্মাদিনী রঙ্গিণী,
গোপিনীমোহন মানভিখারী।
প্রমথ।—মূড় চন্দ্রচূড় হাড়মাল গলে,
জটা-তরঙ্গিত-জাহ্নবী বারি ॥

খাম্বাজ-মিশ্র—দাদ্‌রা।

ভালবাসি তাই বসি সেথায়।
কাঁপিয়ে পাতা ধীরে যথা
মলয় মারুত ব'য়ে যায় ॥
যেথা নবীন লতা নবীন তরু বেড়ে আদরে,
আকুল হয়ে কোকিল যথা গায় কুহুস্বরে,
ফোটে ফুল সৌরভের ভরে,
সৌরভে দিক আমোদ করে,—
মধুপানে মত্ত ভ্রমর,
ঢ'লে পড়ে কলির গায় ॥

খাম্বাজ-মিশ্র—ঠুংরি।

নাগরী গেঁথে মালা কন্ঠে পরায় নাগরে।
নইলে কিসের কদর ফুলের,
আদর তারে কে করে?
অনুরাগে ফুটে জাগে নাগরী নাগর,
না হলে ফুলবনের এত কি আদর,
পিব্‌ যে সোহাগ ফুলে

ধেয়ে আস্‌তো কি ভ্রমর?
নইলে কি বয় মলয় বাতাস,
কোকিল গায় কুহুস্বরে ॥

বেহাগ-মিশ্র—খেমটা।

একে সই ছোটে মলয় বায়
ফোটে ফুল কোকিল কুহু গায়।
দেখিস্ দেখিস্ সামলে থাকিস—
প্রাণ নিয়ে, না যায়।
চলে যা ফিরিয়ে বদন,
নয়নে না মিলে নয়ন,
হয়েছে কেমন কেমন,
তাই বলি আয় চলে আয় ॥
কেনলো কাঁদ্‌বি শেষে,
ফেল্‌বে কাঁদে মুচ্‌কে হেসে,
কে এলো কি ভাবে সই, ছলতে অবলায়।

শ্যামাসিন্ধু—দাদ্‌রা।

ভুলো না কথায় ভুলো না,
হেথায় তো থাকা হলো না।
থাক্‌লে হেথা ঠেক্‌বে দায়ে, ফিরে চলো না ॥
এসেছে ছল্‌বে ব'লে,
শেষে কি ভাস্‌বো জলে,
চেও না, চাইলে যাবে নারীর মন টলে,
ওলো সরলা ললনা ॥
দেখিস্‌লো থাকিস্ সাবধানে,
আঁখি-বাণ প্রাণে না হানে,
মনচোরারে ধরা কেন দেব বলো না।
চতুরের কাছে নারীর থাকা চলে না ॥

কানাড়া—দাদ্‌রা।

ওলো সই দেখ লো কত কাণ।
কথায় কথায় প্রাণ রাখে পায়,
শুধু কথায় প্রাণ ॥
কথায় কথায় যে জন ধরে পায়,
কেউ যেন না ভোলে তার কথায়,
কথায় কথায় প্রাণ রাখে পায়,
মজিয়ে চ'লে যায়,

মন-মজানের মজলে কথায়,
থাকে না লো মান।
যেমন আদর তেম্‌নি অপমান ॥

—

আনন্দ-ভৈরব ত্রিতালী।

ভৈরব। ভূতনাথ ভব ভৈরব শঙ্কর
গঙ্গাধর হর শ্মশানবিহারী।
ভৈরবী। ঘোরা দিগম্বরী, ঈশ্বরী শঙ্করী,
উন্মাদিনী ভীমা ভবনারী ॥
ভৈরব। বিষাণগর্জ্জন বিশ্ববিনাশী,
ভৈরবী। অট্ট অট্ট হাসি প্রলয় প্রকাশি,
ভৈরবী। জয় জয় চামুণ্ডে,
ভৈরবী। সংহারকারী ॥
ভৈরব। মাতে ভৈরব ভৈরব রঙ্গে,
ভৈরবী। প্রমত্ত ভৈরবী ভীম তরঙ্গে,
ভৈরবী। রুধির দশনা,
ভৈরব। জয় পিনাকধারী ॥
ভৈরব। ব-বম্‌ বব-বম্‌ গভীর ঘোর রোল,
ভৈরবী। করাল কুন্তল আকুল দল দল,
ভৈরব। জয় ফণিকুণ্ডলা,
ভৈরব। জয় ফণীহারী ॥

—

গৌরী-পুরিয়া—দাদ্‌রা।

ফুট্‌লো কলি নয়ন-জল ঢেলে।
প্রাণভরা ফুল প্রেমের গঠন,
প্রেম ফোটে হেথায় এলে ॥
এ ফুল ফুটেছে ধরায়, পাষাণ-মন রসায়,
যার মন উঠে নি, প্রেম ফোটে নি,
প্রেম বিলাই তারে পেলে ॥
দেখি কে কোথায়,
কোমল বাঁধন পর্‌তে চায় গলায়,
কান্না-হাসি মান-অপমান গঞ্জনা কে চায়,
কেঁদে কেঁদে মনের মলা 'দেবে কে ধুয়ে ফেলে।
ওই ডাক্‌ছে আমায় শুনে আসি,
আস্‌বো আবার সে গেলে ॥

—

মাড় খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

যদি সুখ থাকে তো চেয়ে দেখ, নয় তো চেও না।
মজতে যদি ভয় থাকে তো মজতে যেও না ॥
ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, তিনটী থাক্‌তে নয়,
মান অপমান সমান ক'রে সইতে কত হয়,
সয় যদি তো সয়ে থেকো, নয় তো স'ও না।
পাও যদি পাও হীরে মাণিক, আমার পেও না ॥

—

নটমল্লার—একতালা।

যেখানে যায়, যাই সাথে সাথে।
ফিরে না চায়, বারেক দেখি, কাঁদি ব'সে তফাতে ॥
যদি জান্‌তে পারি কোন্ পথে যাবে,
আগে গিয়ে জল রেখে দি, এলেই তো পাবে,
ফল রেখে দি ভিক্ষা ক'রে,
যাতে কিছু খেতে পায় পথে ॥
জানিরে মন প'র্‌বে না বাঁধন,
সাধ্য কি কার বুকে রাখে এ পুরুষরতন,
কোন্ পথে হায় চ'লে যাবে,
একবার যদি এ মাতে !!

—

পিলু-জঙ্গ-মল্লার—খং।

সেই ভাল সে চাহে যারে।
আমি তো ব্যথার ব্যথী, ব্যথা তো দেব না তারে ॥
ভালবেসে হেসে হেসে, সে পাশে বসিবে এসে,
মনে যারে ভাল সে বাসে,
দূরে ব'সে দেখব হাসি, ভাসিব নয়ন-ধারে ॥

—

তেলেঙ্গা—দাদ্‌রা।

কেন আর বাঁধবো বেণী, বল লো স্বজনী।
যদি বেণীর ডোরে বাঁধতে নারি গুণমণি ॥
তার যদি না কেঁপে উঠে প্রাণ,
কেন আর হান্‌ব নয়ন-বাণ,
মান কিসের লো মধুর হাসির,
সে না রাখলে মান,
যদি ধর্‌তে নারি,
তবে নারীর গরব কি তা জানি নি ॥

—

মিয়া-মল্লার—ত্রিতালি।

পায়ে ঠেলে যদি চ'লে যায়।
ভালবাসি বাসি বাসি, গড়িয়ে কেন প'ড়্‌বো [illegible]
এত কে লাঞ্ছনা সবে, দিন ত যাবে দিন কি র[illegible]
এত আর স'য়েছে কে কবে ;
জুড়াবার এ নয় ত জ্বালা,
চিতায় জ্বালা বেঁধে তায় ॥

মুলতানি-মিশ্র—দাদ্‌রা।

যদি প্রেম করো, প্রেমে যাও গ'লে।
প্রেম করো তো বিষ রেখো না,
বিষ খেও না সুধা ব'লে॥
আপনার নিধি দিতে পরে,
পারে যদি প্রেম সে করে,
নইলে পরে বিষের বিষে জ্বলে সে মরে।
যার বুকে জ্বলে বিষের আগুন,
নিবিয়ে ফেল প্রেম-জলে।
প্রেম-পরশে নেভে আগুন,
দিবা-নিশি নয়ন জলে॥

সিন্ধুড়া-মিশ্র—যৎ।

নারীর কথা বুঝ্‌বে কি হে নারী না হলে।
যাতনায় লাঞ্ছনা করি, কেঁদে মরি চ'লে গেলে॥
জানে না তো যে পায়ে ধরে,
নারী কত কাতর তারি তরে,
গুমোর আছে তারির কাছে, তাই গুমোর করে,
যে বোঝে ছল, তার কাছে চল,
কাতর হ'লে প্রাণ জ্বলে॥

খাম্বাজ মিশ্র-ভৈরবী—খেমটা।

যার সখ থাকে, এ রাঙ্গা নেবু কিনে নিয়ে যাও।
রাঙ্গা হাতে ছাড়িয়ে খোসা, রাঙ্গা মুখে দাও॥
এ নেবু রসেতে টস্ টস্,
রসভরে যার মুখে দেবে, অম্‌নি হবে বশ;
সোহাগে ব'সে চাঁদের হাট,
রাঙ্গা সেরি ঢেলে, করো রাঙ্গা নেবুর চাট,
এ নেবুর কদর ভারি, ক'লে দেরি,
পাও কি না আর পাও॥

মুলতান মিশ্র—পোস্তা।

যো লেওয়ে, সো পাওয়ে, দিল মেরি নাহি।
দোর্‌দি সহি, বেদর্‌দি সহি॥
মস্‌গুল্ হোকে, কই কদর্‌সে গুলকো দেখে,
ছাতি'পর উঠায় রাখে, জমিন্‌মে তোড়কে ফেঁকে,
গুল্ ওয়সে রহে, যো ব্যায়সা রাখে,
তুমে হ্যায়সি রাখো, হ্যায় হ্যায়সি রহি॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

তোরে করিলো মানা;
ফুটোনা ফুটোনা কলি, পাবে বেদনা।
যে পাবে সে তুলে নেবে, অযতনে শুখাইবে,
প'ড়ে রবে ধূলায় নীরবে;
কলিকা, জান না কেউ তো কদর জানে না॥
নিয়ে যাবে হাট-বাজারে,
বেচবে তোরে যারে তারে,
সৌরভে সে ভুলাবে কারে;
তাই বলি লো কমল-কলি,
যাতনা প্রাণে সবে না॥

পিলু-বারোঁয়া—পোস্তা।

অযতনে ছিল এ রতন।
মরি হায় বুক ফেটে যায়, দেখলে চাঁদ বদন॥
মেখে ফুলের রেণু চাঁদের কিরণে,
নয়ন দু'টী এঁকেছে ধ্যানে,
এলোকেশে বেশ করেছে,
পাতায় ঢাকা ফুল যেমন।
মরি নারী হেরে মজে নারীর মন॥

দেশমিশ্র—পোস্তা।

মনের মতন রতন যদি পাই,
বুকের নিধি বুকে নিয়ে উধাও হয়ে যাই॥
আমার ব'লে ডাকে সে আমায়,
আবেশে মুখের পানে চায়,
হ'য়ে তার প্রেম-ভিখারী বিকিয়ে থাকি পায়;
আমার ফুটলো কলি হৃদ্-মাঝারে,
আদরে বসাবো কারে,
মন নিয়ে যে মন দিতে চায়,
মনের মতন কেউ তো নাই॥

খাম্বাজ মিশ্র—খেমটা।

ফুটেছে কমল-কলি, আপনি এসে জুটলো অলি।
সে কেন শুনবে মানা মিছে কেন বলাবলি॥
গোপনে কমল বিকাশে,
মনে মনে মন জেনে তাই ভ্রমরা আসে,
যারে যে ভালবাসে, সে যায় তার পাশে;
জেনো লো প্রেম যেখানে, সেখানে চলাচলি

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—খং।

প্রেমে সই মানা কি মানে।
যেখানে মন টানে তার সে তো তা জানে ॥
রূপে সই মন মজে না,
যে মজে, সে মন বোঝে না,
ভাসতে সদা রূপ-সাগরে মনের বাসনা;
খেলে প্রেম রূপ-লহরে,রূপের টানে প্রাণ টানে ॥

কাফি-সিন্ধু—মধ্যমান।

কে জানে কেমনে দিন বয়।
না জানি কঠিন প্রাণে সয়ে সয়ে কত সয় ॥
বহিয়ে জীবন-ভার, যন্ত্রণা হয়েছে সার,
গঞ্জনা আমার আমি তার;—
বেদনা রাখিতে বিধি গড়েছে মম হৃদয়।
কে জানে কি আছে বাকী,
দেখি আরও কত হয় ॥

আলেয়া-মিশ্র—খং।

কাল কি হবে, আজকে ভেবে কি হবে।
ভেবে ভেবে ভবের খেলা,
বুঝতে পারে কে কবে?
ভেবে ভেবে যায় তো চিরকাল,
ভেবে বদ্‌লেছে কার হাল,
আজ ভাবে কাল সুখে রবে, আসে না সে কাল,
সময়ের স্রোত বয়ে যায়,
উঠা নাবা ঢেউ চলে তায়,
কাল ভেবে যে কাল কাটাবে,
ভয়ে ভয়ে সে রবে।
ছেড় না, দিন পেয়েছ,
আমোদ ক'রে নাও তবে ॥

বেহাগ-খাম্বাজ—একতালা।

মিনৃসে যদি মারা যায়, ভাবছি তাই,—
মনের মতন মানুষ পাওয়া হবে দায় ॥
একটু যেমন বয়স হয়েছে,
সে তেমন থাকে না কাছে,
সেনার বৌকে আপনসে আছে,—
খিটখিটি নয়, হেসে কথা কয়,
মনের মতন [illegible] পাওয়া যায়;—
[illegible], [illegible], [illegible] সে পায় পায়

ভৈরবী—খেম্‌টা।

সজনী, ফুরিয়েছে তোর সুখের রজনী।
আদরে বসবি বামে আস্‌ছে তোর গুণমণি ॥
হৃদয়ে কত অনুরাগ, বিচ্ছেদে বেড়েছে সোহাগ,
মিলনে সোহাগ টোটে হয় কভু বিরাগ,
বিরহ প্রেমের ভূষণ, প্রেমিকার হৃদয়মণি।
বিরহ তাইতে এত যতন করে রমণী ॥

টোড়ী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

অন্তে ভব কিঙ্করে রেখো জ্যোতির্ম্ময়,রাজীবচরণে
আসি ধরাপরে, নরদেহ ধ'রে,
বঞ্চিত চিত নিরত সাধনে ॥
শৈশবে হৃদে ফুটিল বাসনা,
যৌবনে সদা যুবতী কামনা,
কাঞ্চন, নিশিদিন আকিঞ্চন,
জানে না রসনা, ডাকিবে কেমনে ॥
সম্পদ মদ পিয়ে অবিরত,
মাতুয়ারা মতি ভ্রম-পথে রত,
সাথে ছায়া সম ফিরিছে শমন,
জাগেনি স্বপন অচেতন মনে ॥

পরজ বাহার—খেম্‌টা।

আমোদ ক'রে দেখলে পরে, আমোদে মিলন।
আমোদ ভরে, দেখবে ঘরে
আমোদভরা চাঁদবদন ॥
আমোদে চলে রজনী, আমোদে চল' সজনী,
আমোদ করা ধারা লো যার
আমোদে তার ভাসে মন ॥

কামোদ-মল্লার—একতালা।

নয় তো মিছে আমার কে আছে।
অন্যমনে থাকি যখন, সে এসে বসে কাছে ॥
কোথায় যেন তারে দেখেছি,
সে দিন থেকে মনের ভিতর লুকিয়ে রেখেছি,
সে বলেছে তাই তো এসেছি,
মন রেখে তার সদাই চলি, অভিমান করে পাছে
লুকিয়ে থেকে আমায় দেখে, দেখলে সরে যায়,
ভুলে যাই কত কথা বলে সে আমায়,
বল্‌তে কি চায় বুঝায় না [illegible]
বুঝতে নারি, সে যেরে [illegible]

দেশ বিভাস—একতালা।

ছানিত কিরণে ভাসে দশশিশি,
মৃদুল মুরলী বোলে।
মৃদু মৃদু হাসি, শশী পড়ে খসি,
বিভোর চকোর ভোলে॥
গোপিনীগণ নিরত সঙ্গ, নব নটবর নবীন রঙ্গ,
মান ভঙ্গ, মোহ অনঙ্গ, মাধুরী লহরী দোলে॥

* * *

উত উতরোলি, ঘন করতালি,
রাখাল নাচে, নাচে বনমালী,
কুলকামিনী, কুলমান ডালি, মঞ্জীর ধীর বোলে॥

* * *

গোঠে চলে কানু, নাচিছে ধেনু,
গগনে সজনী উঠিছে রেণু,
নখরে ঝলকে তরুণ ভানু ফুলকলি আঁখি খেলে॥

* * *

কদম-তলায় মাধব মাধবী,
আদরে যমুনা হৃদে ধরে ছবি,
আয় শ্যাম প্রেমে মাতোয়ারা হবি
রাধা বোলে উতরোলে॥

রামকেলী—ভরতঙ্গা।

জয় রাধে শ্রীরাধে।
রাধা নামে আঁকা, শিরে শিখি পাখা,
রাধা ব'লে বেণু সাধে॥
রাধা প্রেমে ভাসি, রাধা অভিলাষী,
রাধা হৃদয়বাসী, বাঁধা রাধা রূপ-ফাঁদে।
রাধাময় রাধা-প্রাণ, রাধা নাম সুধা পান,
রাধা-প্রেমে বিকায়েছি অভিমান,
রাধা আহারি, রাধা সদা হেরি,
মোহিত মোহন ছাঁদে॥

মল্লার—লোফা।

সই তো তার মনের মত,
মন শোনে না, বুঝ মানে না,
[illegible] তার দিই কত।
পোড়া মন সদাই যেতে চায়,
তারির কথা তোলা পাড়া,
থাকে সেই কথায়, কত যে জ্বালায়,
পোড়া মন মান-অপমান রাখে না ত পায়,
জ্বালার সোহাগ জ্বেলে দিয়ে,
জ্ব'লে জ্ব'লে সয় কত।
ছি ছি ছি মন্ জানে না এত॥

সোহাগ—দাদ্‌রা।

বালিকা।—চাব না আর চাব না,
শ্যাম ত ভাল নয়।
বালক।—জেনে শুনে শ্যাম কি করে,
নারীকে প্রত্যয়॥
বালিকা।—শ্যামের মোহন বেণু শুনে,
ফিরেছি বনে বনে,
কুঞ্জে একা রাত কেটেছে, শ্যাম অতি নিদয়॥
বালক।—বলো না করি মানা,
ব'লো তারে যে জানে না,
ছি ছি শ্যাম কেঁদে কেঁদে ধরলে কত পায়।
শ্যাম ব'লে তাই সইল অত,
নইলে কি কেউ সয়॥
যে ছল জানে তার সকল ছলা হয়কে করে নয়॥
বালক।—ছি ছি ছি নয়কে করে।
বালিকা।—ওলো সই নয়কে করে হয়॥

খাম্বাজ মিশ্র দাদ্‌রা।

রাধা।—শ্যাম চেও না, শ্যাম পাবে না,
শ্যাম কি কারে চায়।
কৃষ্ণ।—ঠেকে ঠেকে শিখেছে শ্যাম,
ফিরবে কেন পায়॥
রাধা।—শিখেছে শিখিয়ে পেয়েছে,
ঠেকেছে যে মজেছে,
মনচুরি শিখেছে ভাল ভোলায় অবলায়।
কৃষ্ণ।—শিখেছে কপট নারী,
নারীর প্রেমের খোয়ার ভারি,
ছল জানে না, অকূলে এসে অক্লে ফিরে যায়,
চাতুরী সব চাতুরী কায কি আর কথায়॥
বালক।—[illegible] যায়।
বালিকা।—[illegible]॥

আশা ভৈরবী—দাদ্‌রা।

বাজিয়ে বাঁশরী ফেরে যমুনা তীরে।
কে জানে কার প্রেমে শ্যাম
সদাই ভাসে নয়ন-নীরে॥
যদি কেউ হয় মনের মতন,
কত সে করে তায় যতন,
আমোদে বাজায় বাঁশী হাসে কদম-বন,—
রুণু ঝুণু নূপুর বাজে নেচে যায় ধীরে।
নেচে যায় চায় ফিরে ফিরে,
নিয়ে যাও, প্রেম যত চাও,—
নাই ত তার ক্ষতি হীরে॥

সিন্ধু মিশ্র দাদ্‌রা।

বাঁধা পড়ি বারে বারে ছল ক'রে।
ধাঁধা প'ড়ি ডুবি আপ্‌নি প'রে।
বারে বারে ঠেকি দায়, ধরি পায়.
আমায় কেঁদে কাঁদায়, আমায় যোগী সাজায়,
প্রেমভরে মানিনী মান করে,
মানে ম'জে মজায় হে,
যেতে নারি হে রাখে ধ'রে জোরে॥

দেশ-বিভাস—যৎ।

শ্যামকে যে চায় তারে ভালবাসি।
শ্যামকে যে জন আপন ভাবে,
আমি লো তার কেনা দাসী॥
শ্যাম নামে মাতুয়ারা,
শ্যাম নামে যার বয় লো ধারা,
দেখে তারে হই আপনহারা,
দেখলে তারে হৃদয় ভরে,
শ্যাম-প্রেম নীরে ভাসি॥

আলোয়ারী—একতালা।

মন আমার বোঝ না মানে, চায় কি মেনে,
আশমানে আশমানে ঘোরে।
কত হায় যতন করি, রাখতে নারি,
কেঁদে মরি পালায় সুরে॥
কিছুতে পাইনে দিশে, মিশে-ঘুষে,
রাখবো বিসে আলগা ডোরে॥
হায়রে হায় খ্যাপা পারা, আপন হারা,
ঘুরে সারা কিসের তরে।
কখন' সোজা পথে, চায় না যেতে,
যেতে থাকে নেশার ঘোরে॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

কেঁদে ফিরে যায়।
সে ত আসে মম আশে, কেন মন নাহি চায়॥
নিয়ত কাতর প্রাণে, চেয়ে থাকে মুখ পানে,
ভালবেসে অযতনে সে ত কত ব্যথা পায়।
মান অপমান সে মানে না, বিকায়েছে প্রেমদা

মল্লার-মিশ্র-কীর্ত্তন—একতালা।

গহনে স্বজনী, বাঁশরী-ধ্বনি, ব্যাকুল ঘন বো
এস ত্বরাত্বরি, ডাকিছে বাঁশরী,
করুণ-বোল দোলে॥ (স্বজনী)
ধারা নয়নে, ভ্রমে বনে বনে,
পথপানে চাহে সই.
না জানি কেমনে, আছি সে বিহনে,
সে জানে না আমা বই;
রব গৃহ-কাজে, আর কিলো সাজে,
বেদনা কতই সবে,
সে কত সেধেছে, সে কত কেঁদেছে,
যতন করেছি কবে;
রব না রব না, বেদনা দেব না,
ছি ছি আছি তারে ভুলে।
সখি, মম আশে, অকূলে সে ভাসে,
কেন আর রব কূলে॥

গৌরী—ত্রিতালী।

মেদিনী মিশিল, তরল সলিলে,
তপন শুষিল বারি।
তপন নিভিল, অনিল বহিল,
বিপুল ব্যোমচারী॥
নীরব রব শূন্য শরীরে,
শূন্যে শূন্যে মিশিল ধীরে,
নিবিড় তিমিরে চেতন ঝলসে
মায়াকায়াহারী॥

ভৈরব—একতালা।

আমার বাকল বসন,
লতার ভূষণ, ফুল ভালবাসি।
সরল মনে ডাকুলে পরে তার কাছে আসি ॥
চাই ফুলের মতন ফুল্ল নয়নে—
খেলে আমোদিনী কুরঙ্গিনী সিংহিনী সনে,
আমার শশীর মতন হাসি হেরে বারি বরষে,
ফলে-ফুলে শ্যামা ধরা সাজে হরষে,
আমার সদাই বাসনা,
ভাল মনে ভাল বাস না,
নইলে ঘেস' না, কাছে এস' না—
ডরি কপট হৃদয় তাইতো আসি নি,
বিপিনবাসিনী—
সরলা বিমলবালা সরলতা-পিয়াসী ॥

সিন্ধু-মিশ্র—ঠুংরী।

ফুল সঙ্গিনী সনে, বসি কুঞ্জবনে, দুকূল বসনে।
যে ভালবাসে কাছে আসে, রাখি তারে যতনে ॥
নাচে ময়ূর-ময়ূরী, সুখে সারী-শুকে গায়,
ফুল্ল-আঁখি-কুরঙ্গিনী ফুল্ল-মুখে চায়;
ডরে ফণী ফণা তোলে না, মানে কেশরী মানা,
আমি নয় চতুরা, যে থাকে আছে—
তার প্রাণে কি চাতুরী আছে।
শরতের বিমল আকাশে, মেঘ যেমন ভাসে,
যদি ছলনা আসে, নয়ন হেরে অমনি সরে,
থাকে না তো তার মনে ॥

ভীমপলশ্রী একতালা।

আমার মোহনবসন, মোহনভূষণ, মোহনভাষিণী।
দেখলে ভাল ভালবাসি, নইলে বাসিনি ॥
নৃত্য করে ময়ূর-ময়ূরী, কত আদর তায় করি,
ধরা দেয় বনের পাখী আদরে ধরি;
কুরঙ্গিনী সোহাগে গ'লে,
আপনি আসে যায় না তো চ'লে;
ডরে ফণী লুকায় বিবরে, কেশরী বনে শিহরে,
চাতুরী নাই আমার মনে,
যে যেমন তেম্নি তার সনে;
সকলে হই সরলা, ছল করি, যার মনে ছলা,—
ছলতে কারোয় আসিনি ॥

খাম্বাজ-মিশ্র দাদ্‌রা।

পরি মনের মতন বসন-ভূষণ,
হব যার মনের মতন,
চাতুরী হাসে ভাষে চাতুরীমাখা নয়ন।
বাছিনে মন্দ ভাল, আপনি ভাল থাকলে ভাল,
কি এল গেল মন্দ কি ভাল;
দেখতে ভাল বনের পাখী, রেখেছি ধ'রে,
গায় মধুর স্বরে—
সাধ হ'ল আদর করি নইলে কে করে—
মজাতে হেসে কথা কই,
সাধ ক'রে কখন কারু হই, আপন হারা নই
কথার কথা ভালবাসি,
আমোদ ক'রে পরাই ফাঁসি,
যে আপনহারা নয় চতুরা,
বুঝতে নারি সে কেমন ॥

জাজ-মল্লার একতালা।

নীল গগনে চাঁদ ভেসে যায় চাঁদ সরোবরে।
গোপনে যতনে চাঁদ রেখেছি ঘরে ॥
হৃদয়-শশী নয় তো সে তো কার,
তার নাইক তারার হার,
আমি তায় বলি আমার, সে বলে আমার;
বিরলে কেউ দেখে না, দেখি তায় নয়ন ভ'রে।
যেন দেখে না পরে, রেখেছি তাই আদরে ধ'রে ॥

গৌড়-সারঙ্গ ত্রিতালী।

সরোবর সাজিয়েছে বাসর।
দোলে ওই ফুলের মালা সৌরভে বিভোর ॥
তালে তালে দোলে পাতা ভ্রমর গেয়ে যায়,
সোহাগে সলিল দোলে তারা হেসে চায়,
মেখে ফুলের রেণু মলয় লাগে গায়;
আদরে আকুল কানন আদরে বিলাও আদর
যামিনী প্রমোদিনী প্রেমিকের জানে কদর ॥

সুরট-খাম্বাজ ঠুংরী।

কে জানে কে এ বিদিশী।
কথা ত কয় না বেশী, চায় না সে মেশামিশি ॥

মুখ তোলে না থাকে গুমোরে,
দেয় না ধরা পালিয়ে যায় স'রে,
ধর্‌তে তারে কে পারে জোরে, ঘেঁস্‌তে ভয় করে
পাছে সে পরায় ফাঁসি, ফাঁসি না পরে,
কার ভাবে একলা বসে, বিভোর সে দিবানিশি ॥

বেহাগ-খেমটা (ঠুংরী মিশ্র)।
আছে যার নয়ন।
রূপে যদি না ভোলে তার মন,
না জানি নয়ন তার কেমন ॥
ধীরে ধীরে নয়নে পশে, রূপ হৃদয়ে বসে,
গুমোর যায় ভেসে. রূপে মন বসে,
জোর চলে না বুঝ মানে না,
সাধে মন পরে বাঁধন।
নয় তো পরে কে করে যতন ॥

পিলু-বাঁরোয়া—দাদ্‌রা
এলো বর দেখ্‌লো দিগম্বর।
মুচকে হেসে তোর পানে চায়, কর্ব্বে নিয়ে ঘর ॥
দ্যাখ্‌লো তোরে ভালবেসেছে,
আপ্‌নি দিয়েছি ধরা, সেধে এসেছে,
হেসে হেসে কাছে ঘেঁসেছে ;—
দেখিস্ যেন অযতনে, নাগরমণি হয় না পর।
পস্তাবি সই নয় তো নাগর ধর ॥

আসোয়ারী মিশ্র—ত্রিতালী।
আশা তোরে রাখি যতনে।
নিবিড় আঁধারে নহে প্রবোধ কি দিব মনে ॥
পলকে প্রলয় মানে, আমা বিনে সে কি জানে,
নয়ন-জলে ভাসে অভিমানে,
কে আছে কে বুঝাবে তারে,
আছে কি আমা বিহনে ॥

সুরটমিশ্র—আড়াঠেকা।
কঠিন বিধাতা ভাল কাঁদালে কামিনী।
ত্রিদিববাসিনী ভ্রমি বনমাঝে তুরঙ্গিনী ॥
জ্বালিতে স্মৃতির জ্বালা, নিশীথে অবলা বালা,
গগনে তারকামালা, ছিল গো মম সঙ্গিনী ॥
ভ্রমিতাম ছায়া-পথে, ছিন্ন পদ মৃত্তিকাতে,
তীক্ষ্ণ তৃণ বিঁধে অঙ্গে, মন্দার-ফুল-অঙ্গিনী ॥

ইমন-কল্যাণ—ত্রিতালী।
দয়াময় রাখ হরি রাঙ্গা পায়!
দীন-শরণ, দুরিত হরণ,
বিপদ-বারণ, কলুষ-তারণ,
অবলায় হের করুণায় ॥
দারুণ হুতাশে, ভাসে নিরাশে,
ঋষি-রোষে ঘোর প্রবাসে,
দেহি বিপদে শ্রীপদ প্রমদায় ॥

কেদার-মিশ্র—চৌতাল।
অকূল পাথারে, রাখ' অবলারে.
বিপদবারণ শ্রীমধুসূদন।
বারে বারে হরি, আসি দেহ ধরি,
নয়নের বারি করেছ মোচন ॥
তারা সম খসি, ধরাতলে আসি,
কাঁদি দিবানিশি, এস' কালশশী,
উপায় না হেরি, বিনা পদতরী,
হে দীনশরণ কোথা হে কাণ্ডারী,
কাতরা কিঙ্করী তব পদ স্মরি—
এস নাথ এস, ক'র না নিরাশ,
শ্রীনিবাস ভীত-ত্রাস-বিভঞ্জন ॥

কীর্ত্তন-মিশ্র—লোফা।
ঘোরা যামিনী, ভেব' না ভামিনী,
হরি-পদে প্রাণ ঢালো।
দেখনা গহনে, রূপের কিরণে,
গগনে উঠিছে আলো ॥
দেখ' রূপের ছটা উথলে উঠে—
চল লো চল লো চলো,
মুছে ফেল' মনের কালো ॥
* * *
ধীর মাধুরী, গীত লহরী,
মৃদুল রোল কানন ভরি,
ধীর তান তরঙ্গে, এস এস তুমি এস লো সঙ্গে,
রঙ্গিনী, হের রঙ্গে-ভঙ্গে চলিছে গোলোকনারী,
সারি সারি,—

রাখ' মনে মলা, নয় ত ভালো
বরাননা, করি মানা,
কেন সরল-প্রাণে গরল জ্বালো, নয় ত ভালো ॥
*　　*　　*
গোলোকবিহারী সাথী, হরি ব'লে চল' মাতি,
হের রাজীব-চরণ ভাতি,
চল চল ওলো পোহাল' রাতি,
যুবতী. কোথা ভকতি, মনে সন্দ করা নয় যুকতি,
সুমতি তুমি সতী—
তোমারি কারণে, গহন বনে, বনকুসুম-মালো,
আঁখি বাকা, বাঁকা পাখা,
এল তোরি তরে বাঁকা কালো বনমালো ॥
*　　*　　*
ধীর গহনে মঞ্জীর-ধ্বনি,
উঠে পুনঃ পুনঃ শুন বিনোদিনী,
হেলিছে দুলিছে চলিছে শ্যাম,
ফিরে ফিরে তোরে চায় অবিরাম,
ভুবনমোহন ঠাম ;
দূরে দূরে চলে ধীরে ধীরে,
মঞ্জীর রুণু মিলে সমীরে,
চাহে ফিরে ফিরে,—
বালা, কুল পাবি লো অকূল নীরে,
দেখ ঢেউ দে উঠে রূপের আলো,
গিরিধারী শুভকারী,
কেন জড়িয়ে রাখ' সন্দজালো, রূপে আলো।

বিভাস—ঝাঁপতাল।

শিব দে শশিশেখরা শিবে শিব-সীমন্তিনী।
ভুল' না ভুবনেশ্বরী ভীতচিত-বিভাসিনী ॥
স্মরি পদ হররাণী আশ্রিতে অভয় দানি,
তোমা বিনা নাহি জানি জননী,—
দেহি অভয়া অভয় বাণী,
প্রসীদ প্রসন্নময়ী প্রপন্নে পদদায়িনী ॥

মল্লার মিশ্র—ত্রিতালী।

ধিয়া তাধিয়া নরমালী।
ঘোরাননা রক্তদশনা রণাঙ্গনা করালী ॥
অট্ট অট্ট হাস, ত্রিপুর ত্রাস,
প্রলয় জলদ-ঘন গম্ভীর ভাষ,
দম্ভ বিনাশ, অসুরহ্রাস,
কোটি অরুণ বিকাশ,
মানস সকাশ, আশ্রিত আশ, যামিনী রূপিণী,—
অম্বে জগদম্বে, জয়ন্তী জয় কালী।
অম্বিকে ত্র্যম্বক-কামিনী কপালী ॥

শঙ্করা-মিশ্র—একতালা।

হের হর-মনমোহিনী কে বলেরে কালো মেয়ে,
আমার মায়ের রূপে ভুবন আলো,
চোক থাকে তো দেখ না চেয়ে ॥
বিমল হাসি ক্ষরে শশী,
অরুণ পড়ে নখে খসি,
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী ;—
ভ্রমর ভ্রমে, কমল ভ্রমে,
বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

ক'রেছি সাধের বাগান সখ ক'রে।
হেথা নেশা কাটে, পিয়াস মেটে,
আমোদ ছোটে তরুতরে ॥
হেথায় পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে দেখে যে খেলা,
তার যায় মনের মলা,
হেথা ভালাবাসায় ভাসিয়ে নে যায় গুমোর ছলা,
হেথা উজান ভাঁটা চলে কানে কান,
ঢেউয়ে ঢেউ কাঁপিয়ে তোলে ডোবায় অভিমান।
কান করে কি থাকৃতে পারে,
ভুলে যায় আপন পরে ;—
পরের ব্যথা বুকে নিয়ে, বুকের ব্যথা যায় সরে ॥

ইমন-কল্যাণ—খেম্‌টা।

কেমন ফুল প'রেছে মেদিনী।
তারার হারে তাইত সেজে, দেখতে এল যামিনী ॥
যামিনী মোহিনী বেশে,
দেখে চাঁদ ধায় ভেসে হেসে,
তাই মেদিনী মনমোহিনী, গরবে আমোদিনী!

রাখ্‌তে শশী, রাখতে নিশির মান,
অবলা পাখীর মুখে গান,
গানে প্রাণ মিলিয়ে সমান,
ঢালবো তান-তরঙ্গিণী ॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।

কি যেন মনের মতন নয়।
কে জানে কি যেন হ'লে মনের মতন হয় ॥
ধারা কেন আসে চোখে,
একি তুফান খেলে বুকে,
ঘন শ্বাস বহে কেন, কে জানে কি অসুখে।
কাটে দিন সুখে কি দুখে,—
নিয়ত কি বারি যাচে পিয়াসী হৃদয় ॥

সুরট মল্লার—খেম্‌টা।

এ কিলে বুঝ্‌তে নারি সই,—
হ'য়েছি কেমন কেমন তেমন যেন নই ॥
কে যেন,কাছে থাকে, কে যেন সদাই ডাকে,
কি কথা লুকিয়ে রাখে, মন বলে—সুই, কই ?
সরমে বুঝ্‌তে নারে,
ফুল দেখে আর দেখে কারে,—
পাখীর স্বরে বারে বারে,
চায়লো ফিরে ওই !
কিরণে ছবি আঁকে,
বুকে ছবি লুকিয়ে রাখে,
চমকে ছুঁলে মলয়, জ্বালায় সারা হই !

ঝিঁঝিট-মিশ্র—খেম্‌টা।

ছি, ছি, এ ভুল না তো কি সই !
আপ্‌নি বিকিয়ে কেন পরের হয়ে রই ॥
না বুঝে সঙ্গে চলে, ভুল বলো আর কারে বলে,
চায় কি না চায় সমজে দেখে—
মন চলে সই কই ॥
এ ভুলের মোহন ছাদে,
ভুল্‌তে এ ভুল প্রাণ যে কাঁদে,
আদর ক'রে ভুল-বাজারে ভুলের ব্যাসাত বই ॥

হাম্বির—পঞ্চম সোয়ারী।

অভিমান তার সাজে যে রাখতে যানে মান।
তাপে নয় যায় শুকিয়ে ফুল-ধরা বাগান ॥
না জানি কেমন মনের কান,
নারে ছাড়্‌তে অভিমান,
মনের ছলে আগুন জ্বেলে, প্রাণ করে শ্মশান।
সাধ্‌তে কি সাধ করে না,
ধর্‌তে সেধে মন সরে না,
মানের ঘোরে বুঝ্‌তে নারে মনের টান ॥

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

(চল্) যাইলো সরে, পাছে সঙ্গে ফেরে।
ঘুরে ফিরে যেন ফেলে না ফেরে ॥
পেতে ছল দাঁড়িয়ে ছিল, এ কিলো এ কে এল,
এল কি চলে গেল দেখ আঁখিঠেরে।
বোঝে না কল্লে মানা, মানা করা হায় তো মানা,
তারে কি যায় লো জেনা, হারায় যে হেরে ॥

খাম্বাজ—ঢিমে-তেতালা।

ব্যথা পাবে সরল-প্রাণে ব্যথা দিওনা।
ছি ছি সই শেল মেরে, শেল বুকে নিওনা ॥
কেন লো ক'রে যতন, এক মরণে মরবে দু'জন,
না জানি হায় কেমন তোমার মন ;
মজিয়েছ অপনি ম'জে,
আপনি ভেসে তায় ভাসিও না ॥

ভূপালি-মিশ্র—আড়াঠেকা।

কে বলে রে সর্ব্বনাশী
নাম নিলে তোর হয় আনন্দ।
তোর কপালে আগুন জ্বলে,
দেখিলো তোর সকল মন্দ ॥
থাকিস্ তো ভিখারীর ঘরে,
ভাতার থাকে নেশার ঘোরে,
ছারকপালি বিষ দিলি তুই তায় আদর ক'রে ;—
রক্ত খেয়ে বেড়াস ধেয়ে,
তোর নামে আমার হয় লো সন্দ' ॥
সাধ ক'রে যে নাম নিয়েছে,
সেই তো গায়ে ছাই মেখেছে,

জ্যান্তে মরা হ'য়ে রয়েছে ;—
তোর ঘোর তরঙ্গ মদের রঙ্গ,
বোঝা যায় না ছন্দ-বন্দ।
তোর চাঁদ প'ড়ে পায়, হাড়মালা গায়,
দেখে মনে লাগে ধন্দ॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—পোস্তা।

তোর মুখ দেখে কি হয় না লো ভয়,
কোন্ গুণে মা বলে তোরে।
মায়ের কি ধার ধারিস্ বেটী,
মা বলাস্ তুই গায়ের জোরে॥
তুই কি বেটী মায়ের মতন,
মা'র মত কি জানিস্ যতন,
বল আবাগী কাঁদায় কে এমন,—
পা চেপে তুই মার্লি পতি,
মত্ত মাগী নেশার ভোরে॥
তোর আঁধার বরণ বসন দশ দিশি,
কবে কার তুই হলি হিতৈষী,
তোর বরণ ঘটায় পালিয়ে যায় নিশি,—
(ওগো ও সর্ব্বনাশী!)
রাক্ষুসী তুই ক্ষিদের চোটে সৃষ্টি রাখিস্ উদরে॥

বেহাগ—যৎ।

আমি ভস্ম মাখি জটা রাখি,
পরি গলে ফণীর হার।
ন্যাংটা খ্যাপা বলদ-চাপা পতি যে আমার॥
ক'রে পাঁচ বছরে পঞ্চতপা,
পেয়েছি প্রাণের খ্যাপা,
প্রাণ সঁপেছি দিয়ে পায়ে কলিকা চাপা ;—
আমায় সে ভালবাসে,শ্মশানবাসী আমার আশে,
আমার তরে আঁখি-নীরে সদাই সে ভাসে ;—
প্রাণ-খোলা সে ভাঙ্গড় ভোলা,
আমা বই আর নাইক তার॥

কীর্ত্তন—যৎ।

হরি বলা হ'লো না।
বাসনা নয় তো বশে, বোঝে না আশার ছলনা॥
রসনা থাক্‌তে বশে, মন রস না নামের রসে,
ফিরবে না হায়, দিন বয়ে যায়, বৃথা অলসে ;—
ভব-সিন্ধু-মাঝে বিষম ঢেউ,
দীনবন্ধু বিনা সেথা বন্ধু নাইরে কেউ,
একা ভেকা চেয়ে রবি, কে পারে নেবে বল না।
পাবে চরণ-তরী,বলো হরি,হরি বলো,ভুলো না॥

পাহাড়ী-মিশ্র—দাদ্‌রা।

বাঁকা শ্যাম বাজায় বাঁশী।
চল্‌রে চল্ যাবে চ'লে,উঁকি দিয়ে দেখে আসি॥
বাঁকা শ্যাম নেচে চলে, বন-ফুলের মালা দোলে,
বাঁশীতে রাধানাম বোলে ;
আঁখ ঠারে বল্‌তো কারে,
রাঙা ঠোঁটে মুচ্‌কি হাসি॥

ভৈরবী—যৎ।

ঘরে আর মন সরে না,
বুঝালে তো বুঝে না মন।
কে যেন, নে যায় টেনে,
জ্বালা একি যেমন তেমন॥
মনে করি মনকে ধরি, পারি নে কেঁদে মরি,
কি ছলে মজালে হায় উপায় কি করি ;—
অবশে যাইগো ভেসে,
মনতো নয় মনের মতন॥

কীর্ত্তন—লোফা।

লজ্জা রাখ লজ্জানিবারণ হরি।
পাথারে কর হে পার, দিয়ে রাঙ্গা-চরণ-তরি॥
কোথাহে হৃদয়-বিহারী,
চরম সময় বারেক নেহারি,
অবশ জিহ্বা নাম নিতে নারি ;—
এস বাজিয়ে বাঁশী কালশশী,
ঢেউ দেখেহে শিহরি॥

পঞ্চম-বাহার—ঝাঁপতাল।

রাণীকুল-রাজরাণী তুমি মা জননী।
করুণা-বিভায় দীপ্ত মকুটের মণি॥

পুতলি খেলার ছলে, শিখেছ মা বাল্যকালে,
প্রেমময়ী, পালিতে গো নন্দন-নন্দিনী॥
স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাস, করিতেছে সুপ্রকাশ,
তোমার মার্জ্জনা-গুণ ও মা বরাননী।
ওয়েলিংটন লৌহহৃদি, বিগলিত তদবধি,
দণ্ড-আজ্ঞা নিতে যবে আইল সেনানী।
যোদ্ধা বধ-আজ্ঞা চায়, উথলিত করুণায়,
নিখিল মার্জ্জনা-আজ্ঞা সুবর্ণলেখনী॥
পেয়ে মাগো অধিকার, বলেছিলে বার বার,
ধরিব ধরার ভার, কেমনে রমণী।
দুস্তর সংসার ঘোরে, প্রজাগণ সকাতরে,
তুলিবে গগন ভেদি হাহাকার ধ্বনি।
বালিকা মুকুট ধরি, প্রজার মঙ্গল স্মরি,
ঝরিল করুণা-বারি, কমল-নয়নী॥
মঙ্গল কামনা করি, মঙ্গলা ভুবনেশ্বরী,
শান্তি-নিকেতন তব সাগর ধরণী।
কভু পিতা করে রোষ, মাতৃপদে নাহি দোষ
অকৃতী সন্তানে মাতা চির হাস্যাননী॥
অকৃতী এ বঙ্গবাসী, তাই চির-অভিলাষী,
কাল-স্রোতে রহে মাতৃজীবন-তরণী।
মাতৃ-রাজ্যে সূর্য্য প্রায়, নাহি যেন অস্ত যায়,
ভিক্টোরিয়া-যশঃ-প্রভা জিনি দিনমণি॥

মল্লার মিশ্র—একতালা।

তরুণ তপন, ডুবিল যখন,
আমি তারে ঘেরে রাখি।
ছায়া কায়া মম, ছায়ায় আবরি,
নাহি হেরে নরআঁখি॥
উজ্জ্বল বিভা মম, হৃদি'পরে,ধরি নর-অগোচরে,
সুন্দর জ্যোতি ঢাকি কলেবরে;
সুরধমোদিনী, ছায়া অঙ্গিনী,
গোপনে যতনে তেজোময় বিভা,
আদরে যতনে নিরখি॥

সুরট-মিশ্র—কাওয়ালী।

কেন নাথ মন উচাটন।
দাসী কি করেছে অযতন॥

কার তরে কালশশি, হৃদয় দেখি উদাসী,
ভাগ্যবতী কে সে রূপসী;
বুঝিতে না পারি হরি, ব্যাকুল কি হেতু মন॥

কাফি মিশ্র—একতালা।

আমি হাতে হাতে দিই ধরা।
আমার কই সাজে হে ছল করা॥
আমি তো আপন হারা,
আমার ধরা দে'য়া, নয় তো ধরা,
আমায় ধরা দিতে, ধরায় এসে, মিছে ছল করা॥
অধর হ'য়ে দিছি ধরা,
তোমার প্রেমের ঘোরে প্রাণ ভোরা॥

বেহাগ—ঠুংরী।

সুন্দর তুমি শশধর।
সাধে কি কলঙ্ক-রেখা হৃদয়-উপর॥
যামিনী তব সঙ্গিনী, সতী কর' কলঙ্কিনী;
আঁধার বহুরঙ্গিণী কলঙ্ক-আকর,
কিরণে মলিন তব বিরহি-অন্তর,
তুমি দোষের আকর॥

বেহাগ-মিশ্র—দাদ্‌রা।

তোরে কেমন কেমন হেরি সজনি।
কেন লো স্বর্ণলতা, হৃদয়ে কি
তোর ব্যথা, হ'ল মলিনী॥
কেন সই হও বিমনা,
মনের কথা সই বল না,
বুঝিতো নারীর ব্যথা, আমরা ললনা;
পশে তোর নয়ন-পথে, বসে তোর হৃদয়েতে,
পিরীতের গরল কিলো ঢেলেছে প্রাণে;
কার সাধে উন্মাদিনী কে গুণমণি॥

রামকেলী—কাহারবা।

সদা রামজী ভজ, সদা রামজী ভজ,
রামজী-চরণমে হৃদয় মজ॥
রাম নাম বোল বদনে, রাম-রূপ হের ধ্যানে,
জটাধারী বনচারী রাম ঘেরি, রাক্ষস-সংহারকারী
রাখ রাম হৃদে, ঝুটা খেয়াল ত্যজ।
পিতে রহ রামচরণ-রজ॥

মিয়া-মল্লার—যৎ।

ভক্ত আমার হৃদয়-নিধি,
ভক্তের বিনে শুধ্‌বো ধার।
ভক্তের তরে প্রাণ কাঁদে আমার॥
ভক্তের তরে নৃসিংহ বামন,
যুগে যুগে কত দেহ ক'ছি ধারণ,
ভক্ত প্রাণ মন;—
কভু ধনুধারী, কভু বাজাই বাঁশরী,
রথী বা রথী কভু,—ভক্ত আমার প্রাণাধার।
ভক্তের তরে গোপের ঘরে, করি হে বিহার॥

সুরট মিশ্র—একতালা।

ভুবন-মোহিনী. নেহার নন্দিনী,
শমনে সঁপিব কেমনে।
মুখপানে চায়, হৃদয় গলায়,
মৃদু হাসি শশী আননে॥
মরি মরি মরি, পরের ঝিয়ারী,
তায় বিলাইব হীন প্রাণ ধরি,
ছি ছি একি একি, এ মুখ নিরখি,
এ প্রাণ পাষাণ, দেব বলিদান,
রব কেমনে হেমাঙ্গিনী তনয়া রতন বিহনে॥

মল্লার-মিশ্র -ত্রিতালী।

তুঁহু সরলা, নেহি বুঝ চতুরালী।
নিঠুর কপট শঠ বনমালী॥
পিরীতি ফুল কাহে দেহ ডালি,
সার ভেল কলঙ্ক কালি।
না জানে পিরীতি-রীতি, রাখালী জানে,
বাঁশরী নিদান সখি নাহি ধর কাণে,
ঝুর, কার তরে, নেহি চাহে তোরে,
শ্যাম পিরীতি, বুঝ সখি রীতি—
কুল-মান-লাজ জলাঞ্জলি খালি॥

সুরট মিশ্র—একতালা।

ধেয়ানে দেখিনু মোহন-মূরতি,
তিরপিত নহে আঁখি।
নীল-সরোজে, মৃণাল-ভুজে,
হৃদি পরে বাঁধি রাখি॥
মিলায়ে আদরে, অধরে অধরে,
ভাসিব বিলাস-সাধ-সাগরে,
রাখিব ধরে জোরে, দিব না তারে কারে,
অনিমিখ আঁখি, বিরলে নিরখি,
অঞ্চলে রাখি ঢাকি॥

কীর্ত্তন—লোফা।

পিরীতি-নগরে, বসতি স্বজনি,
পিরীতে গঠিত অঙ্গ।
দিবানিশি সই, হৃদে প্রবাহিত, পিরীতেরই তরঙ্গ॥
পিরীতি নয়নে, পিরীতি বদনে,
পিরীতি প্রাণে মনে,
মজিব ভজিব, জলিব স্বজনি,
পিরীতি সুখ দহনে।
শ্যামের পিরীতি, নাহি জান রীতি,
বিমোহিত অনঙ্গ।
ওলো রসবতি, শ্যামের পিরীতি,
অনঙ্গ-মান-ভঙ্গ॥

সুরটমিশ্র—মধ্যমান।

সই, সাধে হৃদে আগুন জেলেছি।
আদর ক'রে কালসাপিনী বুকে নিয়ে খেলেছি॥
নাহি জানি সুধার আশা, পিয়াসে চাই পিয়াসা,
জ্বলে মরি তবু করি, শ্যাম-প্রেমের আশা,
বিরহে যতন ক'রে আশা জলে ফেলেছি॥

সিন্ধু মিশ্র—দাদ্‌রা।

কালাচাঁদ লাজ কি হলো না।
পেয়ে অবলা বালা এত ছলনা॥
তোমার তরে কুঞ্জে ফিরে,
ভাসে রাই নয়ন-নীরে,
শয়নে-স্বপনে রাই সদাই শিহরে,
বিরহে জর জর, কালি সোণার কলেবর,
ছল জানে না কমলিনী সরলা ললনা।
কালো তার সকল কালো কিছু ভাল না॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

ভেবো না ভেবো না কমলিনী,
তুঁহু মম হৃদি-সরোবর-নলিনী।
হয়ো না হয়ো না নলিনী॥
বাঁশরী হইবে করে অসি,
অধরে অট্টহাসি দিক্ প্রকাশি,
নরকর কিঙ্কিনী—কটি-সুশোভিনী,
হের বরাঙ্গনা, ঘোরা রণ-রঙ্গনা,
কাননে সাজিব নৃমুণ্ডমালিনী॥

সিন্ধু-খাম্বাজ -ত্রিতালী।

মরমে মাছি ম'রে মনের কথা কইনে কারে।
পাই যদি মনের মত, মনের জ্বালা দেখাই তারে॥
সাধে বাদ সাধলে বিধি,
মন মেলে না মনের নিধি,—
কে বোঝে দারুণ ব্যথা,
বুক ফেটে যায় ব'লতে কথা,
ফেটে যেত পাষাণ হ'লে, সয়ে আছি নারী ব'লে,
কেউ করে না প্রাণের দরদ,
বেচা কেনা হাটবাজারে॥

সারঙ্গ মিশ্র—কাওয়ালী।

নারী হেরে নারীর মন ভোলে।
দেখলো কে এলো কি ছলে॥
ঘন ঘন মুখের পানে চায়,
নয়ন দুটি সাধে ভেসে যায়,
যেন লোটাতে চায় পায়;
ছল ক'রে চাঁদ ফাঁদ পেতেছে,
যেন পড়িস্ না ঢোলে॥
দেখিস্ হুসিয়ার, ওলো সামূলে থাকা ভার,
নারী সেজে নারী মজায়, ভালয় ভালয় আয় চলে

বেহাগ-খাম্বাজ—যৎ।

মনের মতন নয় তো পোড়া মন।
যতনে, রতনে এনে, করেছি লো অযতন॥
আদরে আনিয়ে ঘরে, কাঁদিয়েছি অনাদরে,
রহে রতন যতন-আদরে,
এলো সে সোহাগভরে, ব্যথা দিয়েছি অন্তরে,
সাধিতে কেঁদেছে কত, ভেসে গেছে দু'নয়ন॥
করিয়ে মানের কান, করিয়াছি অপমান,
একি লো মনের ছলা, মন নয় মনের মতন॥

পুরিয়া-ধনশ্রী—কাহারবা।

গিয়া দিন চলা, ক্যা সাথ লিয়া, কুছ মালুম হায়
লিয়া লিয়া পরমায়ু লিয়া—
কাঁহা গিয়া কোই পাত্তা বাতায়॥
আজ দিন গিয়া ভাই, দিন্‌কা চিজ্ কুছ মুললিও
ক্যা আজকা দিন বরবাদ দিও,
দুনিয়াকি কামমে ঘুমতে রহো,
আয়েগা দিন সো ভুল গিও,
যো গিয়া সো গিয়া ঘুমে নেহি,
আবি সামার না হুসিয়ার রহি.
ছোড়্‌না ঘোর, খাড়া হায় চোর,
চোর নিদিয়া লাগায়, চোর নিতি চোরায়॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—ঠুংরী।

লাগা রহে মেরি মন।
পরম ধন কি মিলে বিন্ যতন॥
যাঁহা ভাগাওয়ে হুঁয়াই ভাস্‌কে চলনা,
কব আঁধিয়া উঠে, উস্‌কা ক্যা ঠিকানা,
মগন রহেকে আপনা সামালনা—
হরদম্ উসিপর, নজর ফেল্‌না,
ওহি হায় দোস্ত, আওর কাঁহা মিলে কোন্॥
ওহি আপনা, সব্ ভি বেগানা,
সমজ্ লেনা কো আপন,
এক হায়, উও পরম ধন॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—ঠুংরী।

যেজন যারে চায়, সেই তো তারে পায়।
হাওয়া ধরে নইলে কেন ফেরে দুনিয়ায়॥
দুনিয়া সখের শুনতে পাই, যদি না পাই যারে চাই
কিসের মিছে দুনিয়াদারী, কেন ঘুরি ছাই;
তা তো না সখের দুনিয়া—
সখের জিনিষ মিলবে সখে হয়োনা পেছ পা;
সাগর থেকে মাণিক নিতে, তুফান দেখে কে ডরায়
সখের দুনিয়ায় কি সখ পোষায়॥

কালেংড়া মিশ্র—কাওয়ালী।

বুঝি ধরা দেছে নইলে কে ধরে।
মেলে নিধি আপনি যদি, পায়না যতন-কদরে॥
নয়ন-বারি বইলে কানেকান,
অকূলে ভাসে যখন প্রাণ,
আপন ভারে, অতল জলে, ডোবে অভিমান,
(তখন) মনে মনে প্রেমের কথা,
টান পড়ে যায় অন্তরে।
প্রেমে যে সইতে পারে,
সেই যেন সেই প্রেম করে॥

থাম্বাজমিশ্র—জলদ একতালা।

আমি মজিয়েছি সংসার।
তোদের মত কত শত গেছে ছারেখার॥
ভুলে আমার ছলে, ছেলে ফেলে জননী পলায়,
সহোদরে দ্বন্দ্ব করে, গরল দেয় পিতায়;
কুহকিনী কুবচনে মজিয়েছে ঋষি,
যোগ ছেড়ে হয়েছে কুক্কুরী-প্রয়াসী,
মোহিনীতে ব্রহ্মা মাতে অভিলাষী দুহিতার॥

বিভাষমিশ্র—একতালা

হেম-বসনে, নেহার গগনে,
হাসে ঊষা বিনোদিনী।
বিমল প্রভা, মাখিয়ে বিভা,আমোদিনী মেদিনী॥
ধীর সমীর খেলে সর-নীরে,
মৃদুল হিল্লোল দোলে ধীরে ধীরে,
অমল ভাতি, ধ'রে হৃদি পাতি,
নলিনী আমোদিনী॥
মুকুতা ঝারি শিশির বারি,
দুলে দুলে খেলে পল্লব সারি,
ফুলকুল তর তর ভরে,
মধুর হাসি বিমল অধরে,
হেরি বিহগে, গায় অনুরাগে, বিহগী প্রমোদিনী॥

মল্লার-মিশ্র—কাওয়ালী।

গঙ্গাফেন-জটাজুট-শোভিত,
বিভূতিছাদিত, মণিহার-ভূষিত,
রঞ্জত মধুর হাসি অধরে।
লম্বোদর হর রজতবৃষভ'পর,
শিঙ্গা-ডমরুধর ত্রিনয়ন প্রখর,
শিশু-শশী রজতবরণ শিরে শিহরে॥
অস্থিদান-সিত, বক্ষ বিলম্বিত,
শার্দ্দূল-অম্বর-কটিতটবেষ্টিত,
পরমাপ্রকৃতি উরুদেশ' পরে॥
বব ব্যোম বব ব্যোম ভৈরব রব ঘন,
ত্র্যম্বক ত্রিপুরারি মনমথ-মর্দ্দন,
পরম পুরুষবর, ভুবন-ভীতি-হর,
পরমেশ্বর বরাভয় করে॥

পিলু-সিন্ধু—দাদ্‌রা।

মালা শুকা'ল সইলো সে তো এলোনা।
ছলে ভুলাতে জানে লো ভাল ললনা॥
কে জানে স্বজনি হয়েছি কেমন,
এত অযতন মানে না ত মন,
অযতনে বাড়েলো যতন;
মজেছে মন বোঝে না, জেনে জানে না,
ছি ছি লাঞ্ছনা—গঞ্জনা,
এত সাধি কাঁদি,সে আমার হ'লো না॥

আভিরি-কেদার—ঢিমেতেতালা।

ত্যজ দেবি, ধরণীভ্রমণ।
ধরায় বিতরি শান্তি, মলিন হ'য়েছে কান্তি,
বহুদিন শূন্য তব স্বর্গ-নিকেতন॥
দেবদূত করে গান, কার্য্য তব অবসান,
স্থাপিয়াছে দয়ার শাসন;—
তোমার দয়ার বলে, নানাজাতি নানা স্থলে,
হৃদে ধরে উচ্চ আশ, এক জাতি এক ভাষ,
আনন্দে প'রেছে গলে একতা-বন্ধন।
পূর্ণ তব দয়া বিতরণ॥
হরি 'স্থান-পরিমাণ', ছোটে তব বাষ্পযান,
তড়িত কহিয়ে কথা, হরে বিরহীর ব্যথা,
স্থিরা সৌদামিনী করে আঁধার বারণ।
খুলিয়ে কুটীর-দ্বার, অজ্ঞানতা-অন্ধকার,
বিদ্যা-জ্যোতি করিছে হরণ।
ধন্য তব মুকুট ধারণ!—
সসাগরা ধরা দেবি, করিছে কীর্ত্তন॥

খাম্বাজ-বিভাবরী—একতালা।

আমরা কেঁদে বেড়াই পথে পথে
চেয়ে দ্যাখ্ মা মুখ তুলে,—
অনাথ ব'লে গেছ কি ভুলে।
আবার কি মা জঠরের জ্বালায়,
অন্ন বিনা কেঁদে কেঁদে লুটায়' ধূলায়,
দারুণ শীতে বস্ত্রবিহীন কায়,—
কাঁপ্‌বো মাগো ম্যালেরিয়ার ভীষণ তাড়নায়,
তুমি পদ্মহাতে ধূলো ঝেড়ে পাঠিয়ে দেছ ইস্কুলে।
যেও না চলে,—অনাথে মা ফেলে অকূলে॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—একতালা।

ওমা বঙ্গমহিলার, তোমা বিনা
কে আছে গো আর।
রোদন-ধ্বনি শুন্‌লে জননি,
নয়ন-ধারা মুছাও অমনি,
কোথায় গো রাজকুল-নলিনী!
পতি-পুত্রে নিয়ে রব, বল মা কার দোহাই দিব,
শুন মা মেদিনী জুড়ে উঠে হাহাকার।
মহারাণী, মেদিনী আজ অনাথিনী,
কৃপাময়ী এস ফিরে, দেখ ভাসি নয়ন-নীরে,—
তুমি তো মনের ব্যথা বুঝ অবলার;
ভিক্টোরিয়া, কোথা মা আমার॥

জয়েৎ—ধামার।

ব্যাপি স্থল-জল, অচল সচল,
ইংরাজশাসন সদা বিদ্যমান।
জয় রাজ্যেশ্বর, করুণা-আকর,
নঃশ্রেষ্ঠ নর নরের সম্মান॥
চির পরাধীনা ভারতমাতার—
সন্তানের ভার, তব প্রতি ভার,
রাজ্যেশ্বরী মাতা, ত্যজিলা সংসার,
একমাত্র তুমি উপায় সবার,
দুঃখ পারাবার, কর প্রভু পার,
তব পদে নত কায়মন-প্রাণ।
জয় রাজ্যেশ্বর, জয় রাজ্যেশ্বর,
অশ্রুধারে গায় ভারত-সন্তান॥

ইমন-কল্যাণ—একতালা।

মাগো ঘুমায়োনা আর।
ওই শোন উঠে হাহাকার॥
বিচূর্ণ নগর, জনশূন্য ঘর,
না শোভে প্রান্তরে, শস্য-শীর্ষ-হার।
দিক্ ধূমাকীর্ণ, হৃদি ভয়পূর্ণ,
বজ্রনাদে ঘোর কামান-ঝঙ্কার॥
বিহীন অশন, বিহীন বসন,
বিষাদমগন সবে শবাকার।
ঘোর রণনাদে মিলে আর্ত্তনাদ,
অবিশ্রান্ত চলে বিষম বিবাদ,
বলবান্ অরি নাহি অবসাদ,
শঙ্কায় শুকায়ে গেছে অশ্রুধার॥

ইমন ভূপালি—একতালা।

করুণানয়না কর কৃপাদান,
রণ-হুতাশন কর মা নির্ব্বাণ,
অশান্ত মানব, শান্ত কর প্রাণ,
উরগো জননি, সমাজবর্দ্ধিনী।
বিকাশ মা আসি তব চারু হাসি,
দেখাও মানবে শান্ত রূপরাশি,
বিমল কিরণে ভ্রান্তি যাক্ ভাসি,
পুন ফলে-ফুলে হাসাও মেদিনী॥
শোকার্ত্ত এ ভূমি কর আমোদিনী,
স্তব্ধ হোক্ রণ কঠোরনাদিনী,
অট্টালিকা শ্রেণী পরি রাজধানী,
হোক পুনঃ মাগো জন সোহাগিনী
অসি রাখি কোষে পান পাত্র ধরি,
ভ্রাতৃ-ভাবে যেন সম্ভাষে মা অরি,
উর শুভঙ্করি—উর ত্বরাত্বরি,
সঙ্কটে স্মরি মা সঙ্কটবারিণি॥

খাম্বাজ—ঠুংরী।

সাধ করে যে ডাকে আদরে, তারে আদর করি।
সে তো মনেরই মতন, কেন নহে সে আপন,
হলো বিফল যতন, তবু ভুলিতে নারি,—
তবু ভুলিতে ডরি।

তুলি আকাশ-কুসুম,ভরি সাধের ডালা,
মন ভুলিয়ে হেলা গাঁথে সোহাগে মালা,
মালা ধরি হৃদয়ে, মালা হৃদয় দহে,
ভাসি বিষাদে, নারি ত্যজিতে সাধে,—
দিন অবশে হরি ॥

কাফি—ঠুংরী।

লাল বৃন্দাবন নিধুবন লালি।
লাল ব্রজাঙ্গনা, লাল কালিকা বনমালী ॥
যৌবন মাতুয়ারি, সমরি ব্রজনারী,
ভরি ভরি পিচকারী ;
হোরিকা মেলা, আবির খেলা,
রসরঙ্গ-তরঙ্গ উথালি ॥
ফাগুন আগুন, সোহাগ দ্বিগুণ
মদন-ব্যাকুল, কুন্তল আকুল,
অঞ্চল নেহি সামারে,—
কুঙ্কুম মারে, খেল শ্যাম ফুকারে,
ধাওত দেওত ঘন করতালি ॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

কে জানে কেমন।
যেন হারিয়ে গেছি, বিলিয়ে দিছি,
নইত আর তেমন ॥
কে জানে কি যেন চাই, কি যেন হারাই হারাই,
কি হয় কি হয় মনে হয় সদাই,
মনের কথা মন বলে না, সরমে করে বারণ।
কেন মন উদাস হ'য়ে ধায়,
জানে না কি কথা কয়, কারে কি শুধায়,
বুকের ভিতর উথলে উঠে আঁখি ব'য়ে যায়,
সাধের সনে বিষাদ মিলে চলেছে সোণার স্বপন॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

একি দায় মন কেন তায় চায়।
পায় কি না পায়, ভাবেনা হায়,উধাও হয়ে ধায় ॥
অঘোরে সোহাগভরে,
আপনি বিকোয় বিনমূল্যে পরে,
আশা ধরে আকুল অন্তরে,
কাঁদে আশা প্রাণ কাঁদায়।
মনে মনে উঠাপড়া, মনে মনে ভাঙ্গা-গড়া,
অকূল সাগরে, ভাসে সাধ ক'রে
কাঁদে প্রাণ ফিরতে কূলে,
সাধের তরী বয়ে যায় ॥

পূরবী—একতালা।

ফের হে দিনমণি।
যেওনা কলঙ্ক ঘোরে ফেলিয়ে দীনা রমণী ॥
সহ তম-সহচরী, আসে নিশা নিশাচরী,
যেওনা তিমির-অরি, আঁধার করি ধরণী ॥
ছায়া হেরি ধরা' পরে, ছায়া ঢাকিবে অন্তরে,
হরি জনমের তরে সতীত্ব হৃদয়মণি।
পরি পুনঃ হেম-ভূষা, প্রকৃতি হাসাবে উষা,
রহিবে অন্তরে নিশা সহ অনুতাপ-ফণী ॥

শ্যাম-মিশ্র—ভরতঙ্গা।

নাই তো তেমন বনে কুসুম
মনে যেমন ফোটে ফুল।
মধুভরে থরে থরে, আপনি মুকুল হয় আকুল ॥
সোহাগের চাঁদের কিরণ খেলে এ ফুলে,
ফুলে ফুলে অজানা তান হাসি মুখ তুলে,
মধু উছলে যবে, মাতে ফুল আপন সৌরভে,
আলোক-লতায় মালা গাঁথা,—
বিকিয়ে গিয়ে চায় না মূল ॥

আনন্দ-ভৈরব—ত্রিতালী

ত্রিকাল-মোহিনী, যোগিনী-মোহিনী,
মুক্তিযোগ-রঙ্গিণী।
দাহিত বাসনা বিভূতি ভূষণা,
জ্ঞান-করুণা-সঙ্গিনী ॥
সত্তা নিত্য, নিত্য, বিত্ত, সত্যচিত্তবাসিনী—
সাধক-শান্তি, বিবেক কান্তি,
শ্রান্তি-ভ্রান্তি-নাশিনী,
উপাধি-নগনা, সমাধি-মগনা,
ত্রিগুণাতীত-অঙ্গিনী।
কারণার্ণব, নাদি প্রণব, ভাবাভাবতরঙ্গিনী ॥

মূলতান মিশ্র—ঢিমেতেতালা।

কেন চাহিব তারে, যারে দিয়েছি পরে।
কেন ভুলিতে নারি, কেন তারে নেহারি,
কেন নয়ন ঝরে॥
সহিয়ে ঘৃণা, কেন মন বোঝে না,
সহি যাতনা, ছি ছি ভাল এ তো না,
তবে এ কি লো জ্বালা, গলে শুকাল মালা,
ছি ছি মালা ছেঁড়ে না, ফুল ঝ'রে পড়ে না,
নীরস হারে,কেন যতন ক'রে কেন হৃদয়ে ধরে॥

বেহাগ—দাদ্‌রা।

এত নয়ন-জল ঢালি, কই সরস হয় কলি,
শুকিয়ে মধু গরল হ'লো, তাই তো লো জ্বলি॥
অযতনে ফোটে এ মুকুল,
হৃদয় আমোদ করা ফুল,
সৌরভে প্রাণ করে আকুল।
কেন কে জানে, সে ফুল শুকায় যতনে,
শুকায় বুঝি মনের আগুনে॥
এ ভুলের কুসুম ভুলে গাঁথা,
ভুল বুঝে সই কই ভুলি॥

টোড়ী-ভৈরবী—একতালা।

সাধে কি বিষাদে যতন করি,
তারে ভুলে কিসে জীবন ধরি,
কেঁদে মরি তবু কাঁদিতে চাই।
তারি অযতন অতি সযতনে—
দিবানিশি মনে রেখেছি তাই॥
ঘুরে সারা তবু মন না বারি,
ধরি ধরি যেন ধরিতে নারি,
পারি হারি তবু ধরিতে ধাই॥
তৃষাতাপে গেছে পুড়িয়ে আশা,
পুড়াইয়ে আশা নিভেছে পিপাসা,
বুক পেতে দিছি নিরাশে বাসা,
ভালবাসা তাই তারে বিলাই।
বুঝেছি মজেছি, মজিতে বাসনা,
যত বুঝি তত মজিয়ে যাই॥

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

সখের এ আয়নাখানি, মুখ দেখে যাও রিফরমার
ঘরে ঘরে থুব্‌ড়ো ক'নে বে' দিতে চাও বিধবার
ব্যাটার বাপ হিন্দুর দলপতি,
খুব দরে বিকুবে ছেলে, ফুলিয়ে চলো ছাতি,
যুবতী বউ আন্‌বে ঘরে, জ্বল্‌বে কুলে বাতি,
সস্তা ক'রে পইতে প'রে হবে সমাজ-সংস্কার॥
বড় ছেলে এনট্রেন্‌সে ফেল,
তোমার জোর কপাল,
দুপুর রোদে বিল সেধে আর কেন হও নাকাল,
সাম্‌নে আছে লগ্ন বিয়ের ফিরিয়ে ফেল চাল,
বাড়ী বাঁধা উৎরে নেবে—
থাক্‌বে না আর মুদীর ধার॥
ও মেয়ের বাপ,—
দেখ্‌তে তো পাই ঘটকীর আনাগোনা,
এই বেলা ছাই, বাড়ী বাঁধার দালাল ডাক না,
খতিয়ে দেখ গিন্নীর গায় কি আছে দু'খানা,
নাইকো দেরী দেখতে পাবে
শ্রীঘরের খোলা দুয়ার॥
শোনো কেন টিকি নাড়া হিন্দুয়ানীর কান,
বড় ব্যাটার বিয়ে দিয়ে
মোড়ল কিন্‌তে চান বাগান,
মানা করো, গিন্নি, মেয়ে না দেন আর জোগান,
মেয়ে হ'লে আঁতুড়েতে নুন টিপে দে ক'র পার

খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

যারা পরাশরের দোহাই দিয়ে
দুঃখে কাঁদ বিধবার।
কুমারী ঘরে ঘরে পার কে করে,
ব্যবস্থা কি কর তার॥
মেয়ে পার করতে কত গিয়াছে ভিটে,
হেঁটে স্মলকজ কোর্টে, গেছে চাকরীটী ছুটে,
ফেন খেয়ে ছেলে কত ঘুমোয় আধ পেটে,—
থাকুক জেতের অভিমান,
থাকুক কন্যাদানের কাণ,
রেখে দাও হিন্দুয়ানীর ভাণ;
আইবুড়ো পার ক'তে গিয়ে
গেরস্ত যায় ছারেখার।

যুবতী কুমারী আছে দোজবরে,
কি ভাবো আর ॥

ভৈরবী-মিশ্র—খেমটা।

আছে রকম-বেরকম কত আয়না।
এক রকমে ছেলে প্রথম.
মুখ দেখে ছাড়ে বায়না ॥
ক্রমে বড় হ'লে বায়না বেয়াড়া,
পুরোণো আয়না দেখে, খায়না আর তাড়া,
নয় তো সে খোঁকা, দেখে মুখ বাঁকা,
লাগে না ধোঁকা,
দেখে পয়জারে আয়না,
শেখে টেরীকাটা সেয়ানা ॥
এক রকম নয় সং, আয়না হরেক রং,
পরকলার রকম রকম ঢং ;
একখানি আয়নাতে, সবার মুখের বহর পায় না ॥
শীষ দে ফেরে ভণ্ড রেতে,
বাপ মা'কে দেয় না খেতে,
হঠাৎ বাবু মাটীতে হাঁটে না পা পেতে,
কারো সাহেবায়ানা এ, বি, পড়ে,
খালি ভাঁড়ে বাক্যি ঝাড়ে,
কারো গভীর হিন্দুয়ানী তলান যায় না।
এবার, বিয়ের আয়না বড় দিনে,
ধরেছি সরঙ্গ মনে, চাও চাও চাও,
যাও বলে যাও,
আয়নাতে সমাজ-ছায়া দেখা কি যায় না ॥

খাম্বাজ—ত্রিতালী।

কেন যোগিবেশে ভ্রম এ বিজন-কাননে।
না জানি কে অভাগিনী কাঁদে তোমা বিহনে ॥
কেন ধরিয়াছ ধনু, ভ্রূভঙ্গেতে ফুলধনু,
কটাক্ষে কুসুম-শরে, কেবা স্থির ভুবনে।
অধরে সুধার রাশি রেখেছে কে গোপনে।
অমরনগরবাসী, তব প্রেম-অভিলাষী,
চল হে হৃদয়ে ধ'রে লয়ে যাই যতনে।
নন্দনকানন-মাঝে সুরগণ-সদনে ॥

সিন্ধু-মিশ্র—একতালা।

ভীমা রণ-রঙ্গিণী মা।
মুক্তকেশী ষোড়শী উমা, হর-রঙ্গিণী শ্যামা ॥
দৈত্যদলনা নগনা, হুঙ্কার ঘোর আঁধার দিশা,
ঘোর নিশারূপিণী বামা নিরুপমা।
সুভাষিণী, সুহাসিনী, শিব-সঙ্গিনী—
শিবে ভক্তোন্মাদিনী মনোরমা ॥

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

তারে ছেড়ে এসেছি।
সুখ-সাধে কেন সাধে জলাঞ্জলি দিয়েছি ॥
না হেরে তাহারে ব্যাকুল মন,
না জানি প্রাণ মম কঠিন কেমন।
এ জীবনে সার বিরহ-দহন,—
সহে কেহে এমন আরো—যত সহেছি ॥

পিলু-বারোঁয়া—ঠুংরী।

মগন রহো মেরা ভাই।
মাল খাজনা দুনিয়াদারি
কাম কেয়া ভাই রহো যুধাই ॥
ফরাক্ তুঁনে, তুঁহু আলাক নিরঞ্জন,
আপনা বেগানা, নেহি দোস্ত দুষমন,
হোই ইসাদি, বাধী-ফৈরাদি নেহি,
কোন্ তু তু আপন বাতাই ॥

ভৈরবী—তেওরা।

উদার অম্বর, শূন্য সাগর, শূন্যে মিশাও প্রাণ।
শূন্যে শূন্যে ফোটে কত শত ভুবন,
তারকা-চন্দ্রমা কত শত তপন,
শূন্যে ফোটে অভিমান ॥
অহম্ অহম্ ইতি শূন্যে বিভাসিত,
শূন্যে বিকসিত মনোবুদ্ধিচিত,
মদ-মাৎসর্য্য, ভোক্তা-ভোজ্য,
শূন্য সকলি এ ভান ॥

যোগিয়া-মিশ্র—ত্রিতালী।

শ্মশান-ভস্ম-বিলেপিত অঙ্গ—
নির্ম্মল ধবল তরঙ্গ জটা-জুট'পর।

লম্বোদর বাঘাম্বর, হর ধূর্জ্জটি যোগেশ্বর
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু তাল,
ধবধোম্ ঘোর রোলে বোলে গাল ;
শক্তি-সাধন গান, গভীর তান,
তাণ্ডব-নর্ত্তন- কম্পিত ত্রিভুবন,
সাগর-ব্যোম বিলোড়িত,—মর্ত্ত্য-আমোদিত,
ব্যোমকেশ শঙ্কর শুভঙ্কর ॥

মূলতান-মিশ্র—ত্রিতালী।

আমি সন্ন্যাসিনী।
রাজরাণী নহি আমি, শূন্যমনা উন্মাদিনী ॥
দেহ বিলাস-বর্জ্জিত, অভিলাষহীন-চিত,
কিবা ধারা প্রবাহিত, নারি বুঝিতে কামিনী ॥

বেহাগ-মিশ্র—ঠুংরী।

বিহগ-বিহগী অনুরাগী,
মাধুরী মোহিত তুলিছে তান।
তটিনী তর তর সুন্দর বহিছে এক তান ॥
ভুবন-ব্যাপিত পুলকিত একতান চলে,
একতান উঠে গগনমণ্ডলে,
স্থলে-জলে বহে গান, একতান বাঁধে প্রাণ ॥

পঞ্চম-বাহার—ত্রিতালী।

ত্রিপুরান্তকারী, ভৈরব শূলধারী,
ভুবনসংহার-কারণ হে।
ঊর্দ্ধ বদনে "নাশ নাশ" রব,
সৃষ্টি ধ্বংসকর প্রলয় ভৈরব,
বব বোম্ বব বোম্ ঘোর রব,
দশ-দিশা-গ্রন্থিভঞ্জন হে ॥
ভূত প্রেত সনে তাণ্ডব নর্ত্তন,
টল টল চল চল ত্রিভুবন পদভরে কম্পন,
আপন জীবন নাশ হে ॥

কাফি মিশ্র—খং।

শিব যদি মা তোমার স্বামী,
লোটায় কেন পদতলে।
বুক পেতে সে ভয়ে ভয়ে,
চায় মা তোর মুখমণ্ডলে ॥
চরণ দুটি মনোরমা, তাই বুকে কি নেছে শ্যামা,
তোর আবার কি স্বামী ও মা,
মা তুমি মা, সবাই বলে ॥
ধরা কাঁপে পদভরে, নাজে না কি বুকে ধ'রে,
নইলে বল' কেমন ক'রে,
শিব ধরেছে হৃদ-কমলে ॥

টোড়ী—একতালা।

ও মা শ্যামা দে বিদায়।
ভুলেছ কি তনয়ায়—
বিল্বদল কেন নি'লি নি জননী পায় ॥
জানি না কিবা স্বামী, জান অন্তরযামী,
হব স্বামি-অনুগামী, ছেড়ে যাব মা তোমায় ॥
ভ্রমি সাগরকূলে, বসি তরুর মূলে,
লহর চলে দুলে, নাচ শ্যামা হেরি তায়।
জান মা এলোকেশী, তোমারে ভালবাসি,
মা তুমি মা জানি শ্যামা, মন সদা তোরে চায় ॥

পিলুমিশ্র—কাশ্মিরী খেমটা।

কি ভাবে মন, কখন চলো,
কেমন ক'রে বুঝ্‌ব বলো।
আশা বাসা ভাসিয়ে দিয়ে,
আবার কি সাধ নূতন হ'লো ॥
বুঝি বুঝি বুঝতে নারি, চাতুরী মন তোমার ভারি,
দেখি এবার পারি কি হারি ;—
সাধ কি তোমার যেমন তেমন,
কে জানে মন কখন কেমন,
কখন সোহাগ কখন অযতন,
সাধে বাদ আপনি সেধে, কি জানি মন কি বলো

বাহার মিশ্র—পথ-ত্রিতালী।

কোথায় আমি—সে আছে কোথায় !
গরবিনি অভিমানী সে কেন ধরে না পায় ॥
ব্যাকুল আমার তরে, আমি ত জানি অন্তরে,
কেন তবে আছে অন্তরে—
এসে কেন সে সাধে না,
পায়ে ধ'রে সে কাঁদে না,

নারীর মান কি সে জানে না,
তবে কেন প্রাণ চায়।
ছি ছি ম'জে, লোক-লাজে হ'লো দায়॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—ত্রিতালী।
মন তো কই মনের মতন পেলে না।
মনের মতন না পেলে, মন ভোলে না॥
মনের মতন না পেলে,
অকূলে মন যায় ভেসে চ'লে,
বুঝ মানে না—যায় কথা ঠেলে ;
আর তো কূলে ফেরে না,
কিছু তার মনে ধরে না,
গুমরে আপনি মরে, মনের কথা খোলে না॥

খাম্বাজমিশ্র—দাদরা।
তোমার কাঁচা পিরীত তাইতে জান না।
পুরুষ পরেশ পিরীত-মাখা,
ঠেকলে পরে হয় সোণা॥
পরশে প্রাণ থাক্‌বে না বশে,
গ'ল্‌বে প্রেম-রসে, মলামাটী উঠবে লো ভেসে,
হয় লো খাঁটি সোণা,দাগ থাকে না,পরেশ পরশে
এখন মন মজেনি, তাই বোঝেনি,
তাইতে পিরীত মান না।
আমার ঠেকে শেখা, নয় কথা শোনা॥

দেশমিশ্র—দাদ্‌রা।
হয়েছি জ্যান্তে মরা তোমায় হেরে।
তোর চোক দুটি বিঁধেছে বুকে,
আমার দফা দেছে সেরে॥
রয়েছি এঁচে ;
পাই যদি তোর অধর-সুধা, উঠিলো বেচে ;
সরে আয় ও কালো সোণা,
তোমার তিলক চাটি মনে বাসনা ;
পাথরে কমল-কলি,
মন-অলি তোর সঙ্গে ফেরে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—দাদ্‌রা।
আমি নবীন পাটনী—
কিসে অকূল পাথার হ'ব পার।
আমার ছোট তরী, বোঝাই ভারি,
কূল ছাড়া সই হলো ভার॥
ভরা গাঙ চলে কানে কান,
জোর বাতাসে উঠেছে তুফান,
এক টানাতে নে যায় টেনে, বায় কিসে উজান,
যে বাইতে পারে, পেলে তারে—
হাল ছেড়ে দিই হাতে তার॥

সিন্ধুমিশ্র—কাওয়ালী খেমটা।
কালো মেঘ গেছে স'রে মৃণালিনী ভেসেছে।
রসের ভরে দিয়ে সাঁতার মরাল ভেসে এসেছে॥
হিল্লোলে হৃদয় দোলে নীরব ধারা বয়,
নীরবে মৃণালিনী নীরব কথা কয়—
নীরবে মরাল চেয়ে রয়,
ভালবাসায় মৃণালিনী মরাল ভাল বেসেছে॥

আসোয়ারি মিশ্র—ঠুংরী।
কার তরে প্রাণ উধাও উধাও—
প্রাণ খুলে বলো চাঁদে।
কেন কেন শিহরণ, হিয়া গুরু কম্পন,
কেন দেওয়ানা কাঁদে॥
দিন রহিল, আশা রহিল, প্রাণ পড়িল ফাঁদে।
দেখিয়া মোহিনু, সোহিনু দোহিনু,
ভজিনু মজিনু, নিশিদিন পূজিনু.
প্রাণ গলা'য়ে, সুখ বিলা'য়ে,
নারিনু বাঁধিতে প্রেম-বাঁধে॥

মোহিনী—তাল-ফেরতা।
হিয়া হিয়া মিলি, চ'খে চ'খে খেলি,
বদন নেহারি, আপনা পাসরি।
প্রেম নিমগন, প্রাণ বিসর্জ্জন,
পতি মতি, পতিপদ, গৌরব সম্পদ,
মুঞ্জু লতিকা তমালবিহারী॥
ঘোর আঁধারে, দুখপারাবারে,
ঢাকিলে আশা হৃদয় তারা—
ভৈরব গর্জ্জন, তরঙ্গ নর্ত্তন,
জীবন-পথে দিশেহারা ;—

দুর্গমে রণে বনে, প্রণয়িনী, পতি সনে,
দেহে প্রাণ ছেদ, তবু না বিচ্ছেদ,
হাসি কুতুহলে, ঘোর চিতানলে,
প্রাণ ডালে সতী নারী ॥

সিন্ধুমিশ্র—দাদ্‌রা।

ইন্দু। শুন প্রাণসখি, আমি যে যাই।
সরো। হায়লো সজনি মনে ভাবি তাই—
কলসীরজ্জু কোথা আমি পাই ॥
ইন্দু। জান না জান না, কি মনোবেদনা,
সরো। (আহা) অরুচি হয়েছে—ঘৃত-ননী-ছানা,
ইন্দু। হৃদয়েতে আসি প্রেম দেয় হানা,
সরো। রেতে দিনে সখি, তাই তোলো হাই ॥
ইন্দু। কি কব সজনি, পেয়েছি যে চোট,
প্রাণ ল'য়ে দেছে চম্পটী চম্পট,
সরো। তবে চল সখি, যাই হাইকোর্ট,
আমি ধরি ঠ্যাং, তুমি ধরো কোট,
ইন্দু। না না সখি, তা তো হবে না—হবে না,
হাইকোর্ট তুমি যেও না—যেওনা,
তার নাই দয়ালেশ, সে যে ব্রিফ্‌লেশ,
সে প্রাণবঁধুয়া হাইকোর্টে নাই ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—জলদ একতালা।

স্ত্রী। নাক কাণ ম'লে ছাড়ো সাহেবয়ানা,
চালিতে ব'লনা আর বিবিয়ানা,
রয় সয় যেটা কর যদি তাই,
শুন গুণমণি, তবে ঘরে যাই।
পু। তাই হবে তাই—
দেখো প্রিয়ে নাককাণ-মলা খাই ॥
স্ত্রী। ইংরিজি বুলি যদি না চালাও,
ডাল ভাত যদি টেবিলে না খাও,
ফিরি ঘরে তবে, নয় তো পালাই,
পু। তাই হবে তাই—
দেখো প্রিয়ে দেখো তোমারি দোহাই।
স্ত্রী। শাড়ী প'রে এলে যদি নাহি চটো,
পু। আজ্ঞে না।
স্ত্রী। ছেলে কোলে দেখে যদি নাহি হটো,
পু। তা-তা-তা-বলছি তা—
স্ত্রী। ধুতি প'রে যদি চাল করো খাটো,
নয়তো উধাও—চরণ চালাই।
পু। ঘুচেছে বালাই—
এই মাপ চাই—এই মাপ চাই ॥
স্ত্রী। বলো না কো আর হিষ্টিরিয়া হ'তে,
পু। আবার—ঝক্‌মারি!
স্ত্রী। লাভ্‌ লাভ্‌ বুলি ছাড়ো দিনে রেতে,
পু। এক দম্‌—দিব্যি তোমারি।
স্ত্রী। যদি না শিখাও অধঃপাতে যেতে,
ঘরে যাবো—নয় সট্‌কাবো সাফাই।
পু। নাকে-কাণে খৎ—শিখেছি সবাই ॥

পাহাড়ী পিলু—খেম্‌টা।

জো'র করে সাধের তোরণ ভাঙ্গ্‌তে কে পারে।
কেন এ পাশ ও পাশ, এ ধার ও ধার,
কচ্ছো মিছে বারে বারে ॥
বুঝিয়ে নেব ভাগ পাবে না,
ফিরিয়ে নেব বাগ হবে না,
কার সাদ্দি ছুঁতে অমতেতে,
ঘা দিতে গে দেবতা হারে ॥

ভৈরোঁ—আড়াঠেকা।

জাগো বিলাসি।
প্রিয়জন পরিহরি, বীর-ভূষা পরি,
বিদায় মাগিছে হাসি ॥
ভাঙ্গিল স্বপন, পরাধীন জন,
এবে অধীনতা-দুখরাশি।
দেশ-অনুরাগে, বীর ধীর জাগে,
জাগে জন্মভূমি-সুখ-প্রয়াসী ॥
পবন গাইছে শুন, সঙ্গীত সকরুণ,
পদ্মিনী-কাহিনী হে চিতোরবাসি।
তপন আলোকে, প্রকাশিছে লোকে,
বীর-শোণিত স্রোত বৈরি-রিপুরাশি।
ধীর বীর জাগো, বিদায় মাগো,
কার্য্যকাল হলো উদয় আসি ॥

বেহাগ—খেমটা।

রমণীর মুখের হাসি, গরলরাশি সুধা ক্ষরে।
সে হাসি প্রেমের ফাঁসি,
সাধ ক'রে প্রাণ গলায় পরে ॥
যে বলে মন মজেনা,
আপন মন তো সে বোঝে না,
দেখিনি যে তুচ্ছ করে।
নারীকে চিন্তে পারে,যে বলে পারি, চিন্তে নারে ॥
দেখেছে যে নারীর আঁখি,
জান্‌তে কি তার আছে বাকী,
সুধা-গরল একাধারে।
জেনে শুনে প্রাণ না মানে,তবু গরল হৃদে ধরে ॥

বেহাগ—একতালা।

আহা, মরি মরি,
অনুপমা ছবি, মায়া কি মানবী,
ছলনা বুঝি করে বনদেবী।
রঞ্জিত রোদনে বদন অমল,
নয়ন-কমলে নীর ঢল ঢল,
নিতম্ব-চুম্বিত, বেণী আলোড়িত,
বিমোহিত চিত হেরি মাধুরী ॥
জনহীন হেন গহন কাননে,
এ রূপ ভীষণে, পড়িল কেমনে,
কি ভাবে ভামিনী, ত্যজিয়া ভবনে,
আসিয়াছ এই স্থানে ;—
দারুণ কঠিন এর পরিজন,
তাই একাকিনী রমণীরতন,
কেবা এ রমণী, কেন অনাথিনী,
পাগলিনী বুঝি প্রিয় পরিহরি ॥

বেহাগ—একতালা।

অতুল রূপ হেরিয়ে।
বিমুগ্ধ মন, নিয়ত সে ধন, সাধন করি সই—
সে বিনা দহে হিয়ে ॥
চিত-মোহন, [illegible] বদন,
আর কি কভু পাব [illegible],
মধুর বচন, করিব শ্রবণ,পরশে পুরাব সাধ—

সরস হাসি বিমল-অধরে,
অনুপম আঁখি মানস হরে,
কেন রতনে না রাখিনু ধ'রে লুকান মন হরয়ে ॥

আলাহিয়া—আড়াঠেকা।

দেখা দে মা,ও মা উমা,
এই ছিলি কোথায় লুকালি।
মা ব'লে এস মা উমা, মুছে ফেলি মনের কালী
মা আমার ছিল না তেমন,
স্বপ্নে কেন দেখলেম এমন,
চায় যেন গো কেমন কেমন,
কেন মা হয়েছে কালী ॥
হেরে মনে ভয় বাসি, উমা আমার শ্মশানবাসী,
উন্মাদিনী একি হাসি,
দেখলেম্ কেন ছারকপালী।
কেন গো মা দিক্‌বসনা, কেন উমা শবাসনা,
ছিল না তো ত্রিনয়না, ছিল না তো মুণ্ডমালী ॥

পরজ-বাহার—খং।

জামাই না কি শ্মশানবাসী শুনতে পাই।
আমি ভেবে সারা, বল মা তারা,
সত্যি কি না শুধাই তাই ॥
একে সে খাপা সন্ন্যাসী,
বুঝিয়ে কোথায় করবি ঘরবাসী,
পোড়ার উপর এ কি পোড়া শুনে ভয় বাসি,—
হয়ে এলোকেশী উলঙ্গিনী
বসিস্ বুকে শরম নাই ॥
মরি ভেবে বুঝ্‌বি আর কবে,
ক্ষেপাকে কে বোঝাবে তবে,
মার প্রাণে বল্ আর কত সবে,—
ঘর করেছিস্ ভূতের বাসা,
মেতে বেড়াস্ মেখে ছাই।
নয়তো এখন কচি মেয়ে, সে দিন গিয়েছে,
যা হোক ছুটো গুড়োগাড়া কোলে হইয়েছে,
আর কতকাল এলো হয়ে বেড়াবি নেচে,—
তুই যদি না বুঝে চলিস্,
বুঝ্‌বে কি ভাঙড় জামাই ॥

ভৈরব—একতালা।

এসেছিস্ মা থাক্ মা উমা দিন কত।
হয়েছিস্ ডাগোর-ডোগর কিসের এখন ভয় এত
বলিস্ যদি আনি মা জামাই,
সকালে লোক কৈলাসে পাঠাই,
সবাই মিলে কর্‌বো যতন,
জোগাব তার মন মত॥
খল কপট তো নাইকো তার মনে,
যে ডাকে সে ফেরে তার সনে,—
মান-অভিমান তার মনে নাই,
কুচুটে তো তুই যত॥
এখন বুঝি ঘর চিনেছিস্, তাই হয়েছি পর,
কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিতিস্ নিতে এলে হর,
সঁপে দিছি পরের হাতে,
জোর আমার তো নাই তত॥

পরজ-কালেংড়া—একতালা।

বলিস্ দু'দিন থাক্‌তে হেথায়,
কাল্‌কে ভোলা নিতে এলে।
ক্ষতি কি তায়, বল্ গো আমায়,
থাক্‌বে ঘরে ঘরের ছেলে॥
বুঝিয়ে দুটো মিষ্টি ক'রে,
ভুলিয়ে তাকে রাখিস্ ধ'রে,
মনের মত পেলে পরে—
থাক্‌বে ভুলে নেচে খেলে॥
সিদ্ধি বাঁটবো আপন হাতে,
শুনেছি সে তুষ্ট তাতে,
গঙ্গাজল আর বেল-পাতাতে,
নিত্যি মাথায় দেব ঢেলে॥
ঝি-জামাই তো আনে সবাই,
আমার মনে সে সাধ কি নাই,
কেমন ক'রে আনবো জামাই,—
তোর দেখা পাই বছর গেলে॥

আলাহিয়া—খং।

শিহরি মা মনে হ'লে কাল সকালে নিয়ে যাবে।
মরি ত্রাসে কৈলাসে গে,
কেমনে মা দিন কাটাবে॥
রবি শশী নাহি হেরে, ঘন মেঘে রাখে ঘেরে,
ভূতদানা তায় সদাই ঘেরে,
মুখপানে তোর কেবা চাবে॥
ভিক্ষে ক'রে আন্‌লে পরে,
তবে হাঁড়ী চড়ুবে ঘরে,
মন বোঝাব কেমন ক'রে,
কপালপোড়া কে ঘোচাবে॥
আপন ঝোঁকে ক্ষেপা থাকে,
মানুষ নয় বোঝাব কাকে,
সে দেখবে কি দেখবি তাকে,—
নিত্যি ভাং ধুতুরা খাবে॥

ভৈরবী—খং।

কাল্‌কে ভোলা এলে বলবো,—
উমা আমার নাইকো ঘরে।
কনক-প্রতিমা আমার পাঠিয়ে দেব কেমন ক'
বলে বলুক যে যা বলে,
মান্‌বো না আর জামাই ব'লে
যায় যাবে সে গেলে চলে,—
যা হয় তখন দেখবো পরে॥
কারু বাপের কড়ি পেয়ে,
বেচে কি খেয়েছি মেয়ে
উমা গেলে কারে নিয়ে, রব আর পরাণ ধ'রে।
আঁচোল ধ'রে পাছে ছোটে,
ঘুমিয়ে উমা চম্‌কে উঠে,
শ্বশুর-ঘর কি জানে মোটে,
কত ব'কি তারি তরে॥

সাহানা—আড়াঠেকা।

দুখিনী ব্রাহ্মণী-কোলে কে শুয়েছ আলো ক'রে
কে রে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর-ঘরে॥
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণামাখা, হাস কাঁদ, কার তরে॥
ভূতলে অতুল মণি, কে এলিরে যাদুমণি,
তাপিতা হেরে অবনী, এসেছ কি সকাতরে।
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয়-সন্তাপহারী, সাধ,—ধরি হৃদি পরে॥

রাগ মল্লার—একতালা।

আমি সাধে কাঁদি।
হৃদয়-রঞ্জনে, না হেরে নয়নে কেমনে প্রাণ বাঁধি।
বিদায় দি'ছি পাষাণ-প্রাণে, চাব কার মুখপানে,
ফুল্ল ফুলহারে, সাজাই কারে—
পোড়া বিধি হলো বাদী॥
ভাবে ভোরা মাতুয়ারা, দুনয়নে বহে ধারা,
ঢ'লে ঢ'লে ঢ'লে নাচ কুতুহলে,
এস গুণনিধি সাধি।
চলে গেলে আর এলে না,
জীব তো হরিনাম পেলে না,
পার পাবে না ঋণে, যদি দীন-হীনে,
কর, পদে অপরাধী॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

আজ ধীরে জাগিছে স্মরণ।
হ'য়েছি রতন-হারা, বিহনে যতন॥
সেই রবি শশী তারা, সেই ধরা ফুলহারা,
বহিছে সময় ধারা, বহিত যেমন।
সেই পক্ষীকুল কল, অনিলে দোলে কমল,
কেবল না হেরি নাথ তোমার বদন॥
রসিক প্রেমিকবর, জন-মন-ফুল্লকর,
ধরেছিলে কলেবর, আমার কারণ।
তব প্রেম নাহি মনে, ভুলে আছি তোমা ধনে,
শত ধিক্ এ জীবনে, ধিক্ তোরে মন॥

সংকীর্ত্তন।

কাতরে ডাকি হে—এস,—
আঁখিবারি ঢালি রাঙ্গা পদে।
ভুলে আছি কমল চরণ, মত্ত মহামোহ-মদে॥
বিষয়-সাধনা বিষয়-কামনা,
হারায়েছি হায় পরম সম্পদে।
রাখ নাথ রাখ দাসে, রাখ রাখ এ বিপদে—
ফিরি লক্ষ্যহীন, ঘুরি দিন দিন,
তৃণ পাকেপাকে, যেন মহাহ্রদে।
বিষাদে ব্যাকুল কভু, কভু মাতি ছার আমোদে।
হৃদয় সমল, কুঞ্চিত কমল, বিকাশ বসে হে
হৃদি-কোকনদে॥

সংকীর্ত্তন।

ত্রিতাপ দিবানিশি, দহিছে শ্রীপদে দেহ আশ্রয়।
নামে ভব-ত্রাস, হয় হে হয় বিনাশ,
হর ভয় হে সদয়-হৃদয়॥
কলুষ মোহিত, কলুষ জড়িত,
বিহিত নাহিক পাই,—
বিষয়-পিয়াসা, ভোগে বাড়ে আশা,
জ্বলে মরি, তবু চাই।
নিয়ত তাড়না সহে না যাতনা,
করুণা কর হে দীনে,—
নিবিড় তিমিরে, মন সদা ফিরে, চরণ অরুণবিনে,
শঙ্কা চিতে, বুঝি পদাশ্রিতে,
ভুলে আছ হে দয়াময়॥

সংকীর্ত্তন।

বিষম বিষয়-তৃষা গেল না,
হলো না দীনের উপায়।
পেয়ে শ্রীচরণ, করি নাই হে যতন,
পরম রতন হারালেম হেলায়॥
বিবেক রহিত, বাসনা তাড়িত,
ভ্রমে মত্ত চিত্ত হায়।
আশায় নিরাশ, হতাশে হুতাশ—
দীর্ঘশ্বাসে দীন যায়॥
ব্যাপিত অবনী, রোদনে ধ্বনি,
শুনিয়া শিহরে প্রাণ,—
ঘুমে অচেতন, না মেলে নয়ন,
মোহ নহে অবসান;
ভবে ভীম দরশন, অবিরত কুস্বপন,
মায়ার নেশায় মন, জাগিতে না পারে,—
পাথারে তরঙ্গ রোলে, পৈশাচিক গণ্ডগোলে,
সুখ দুঃখ মাঝে দোলে, নিবিড় আঁধারে,
অকূলে না কূল পায়, দারুণ শৃঙ্খল পায়॥
নিরানন্দ নিরুপায়, পলাইতে নারে,—
হওহে উদয় আসি, বিকাশি প্রেমের হাসি,
ঘোর তমরাশি নাশি, নিস্তার দুস্তরে;
তোমা ধনে, প্রভু নাহি মনে,
রাখ রাঙ্গা পায় হে করুণাময়॥

সংকীর্ত্তন।

হৃদয় শূন্য করি লুকা'ল কোথায় হৃদয়-রতন।
দহি অনুক্ষণ, দেহ নাথ দরশন,
জীবন বিহনে শুকা'ল জীবন ॥
পরাণ-রতনে,না হেরে নয়নে, শূন্যময় হেরি হায়—
চিত্ত মন হরি, রয়েছ পাশরি,
কিঙ্করে ঠেলিয়া পায় ;
দেহ-কারাগার, নিবিড় আঁধার,
উঠে সদা হাহাকার,
তাপিত তৃষিত, প্রাণ বিচলিত,
সহিতে না পারি আর ;
বরষি নয়ন-বারি, জ্বালা নিবারিতে নারি,
হৃদয়-সন্তাপহারী হও হে উদয়,—
তব অদর্শনে হায়, দেখ আছি কি দশায়,
কোথা হরি করুণাময়, রাখ প্রেমময় ;
পদে প্রাণ সমর্পিয়ে, কেন হে দহিছে হিয়ে,
প্রাণসখা দেখা দিয়ে জুড়াও হৃদয়।
ভাসায়ে অকূল জলে, কোথায় লুকালে ছলে,
কেন হে নিদয় হ'লে দীনে দয়াময়।
হৃদি মাঝে, এস মোহন সাজে,
প্রেম-সুধা কর বিতরণ ॥

সংকীর্ত্তন।

আমার নয়ন-মণি বিহনে নয়নে হেরি আঁধার।
হৃদি শূন্যাগার, কাঁদে প্রাণ অনিবার,
দহিছে জীবন, কত স'ব আর ॥
হৃদয়বিহারী, পাশরিতে নারি, ভুলিবার সেত'নয়,
আঁখি মেলি চাই, দেখিতে না পাই,
হেরি সব শূন্যময় ;
এ ভবে কি পাব, আর কি জুড়াব,
হেরি হৃদি প্রতিমায়,
ভাসায়ে অকূলে কোথা আছ ভুলে,
গুণমণি রাখ পায়,
দুখ-ধামে ফিরি একা, কোথা সখা দেহ দেখা,
করুণা-নয়নে দীনে হের প্রেমাধার।
যতন জানি নি ব'লে, অভিমানে গেছ চ'লে,
রোদনে কি হবে শোধ মমতার ধার ॥

আসিছে যামিনী ঘোরা, কোথা আছ মন-চোরা,
সকাতরে ডাকি নাথ, হও হে সদয়—
বিপদে শ্রীপদে স্থান, কিঙ্করে কর হে দান,
কেন হে নিঠুর হ'লে নহ তো নিদয় ;
আঁধার পুরী, এসো আলো করি,
তাপিতে হে দেহ সুধাধার ॥

সংকীর্ত্তন।

আমার হৃদয়-চাঁদে, এনে দে,বিষাদে রাখ জীবন
তাপিত অন্তর, দহিছে নিরন্তর,
কর সুধাকর কর বরিষণ ॥
হৃদি-কুমুদিনী, হের বিষাদিনী,
না হেরি বিনোদঠাম,
নিবিড় আঁধার, সদা হাহাকার,
নিরানন্দ ধরাধাম,—
পরাণ পুতলী, হৃদয় উজলি,হও হে উদয় আসি
ভুবনমোহন, কর বিতরণ, প্রেমালোক সুধারাশি
বিকাশি করুণারাশি, ব'লেছিলে ভালবাসি,
সাধের সাগরে ভাসি, সঁপেছি হৃদয়,
এ ভবে ভুলালে ছলে, একা রেখে গেলে চ'লে
কি দোষে হে প্রেমময়, হয়েছ নিদয় !
মরুমাঝে তরু প্রায়, তাপে তনু জ্বলে যায়,
দলিতে সহিতে শুধু রয়েছে জীবন ,—
মনাগুনে মরি মরি, আশায় পরাণ ধরি,
এ সন্তাপে রাখ নাথ দেহ দরশন।
হৃদয়-সখা, আসি দেহ দেখা—
বঞ্চনা ক'র না প্রাণধন ॥

সংকীর্ত্তন।

নিদয় হ'য়ে কেন ত্যজিলে ভাসালে দুখ-পাথারে।
যাতনা না সয়, নেহার হে প্রেমময়—
আছি যে দশায় হারায়ে তোমারে ॥
কার তরে আর, এ জীবন ভার,বহরে নিঠুর প্রাণ
দিয়ে হৃদি-নিধি, হরে নিল বিধি,
সুখ-আশা সমাধান ;—
কত ছিল সাধ, সে সাধে বিষাদ,
কি পাপে ঘটিল নাথ ;
ভাবিনি কখন, হবে যে এমন,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,—

শূন্য হৃদি-সিংহাসন, এস এস প্রাণধন,
করিনি যতন তাই গেছো অভিমানে—
তুমি যে পরম ধন, কি তব জানি যতন,
জুড়াও তাপিত-প্রাণ প্রেম বারি দানে;
মোহন রূপের ছাঁদে—বাঁধা, প্রাণ সাধা কাঁদে,
সাধ, হেরি সে রূপ-মাধুরী একবার,
ঘুচাও মন-বিষাদ, পুরাও দীনের সাধ,
হৃদয়ের চাঁদ হর হৃদয়-আঁধার।
বিনয় করি, চরণ তব ধরি,
এস ব'স হৃদয়-মাঝারে॥

—

হাফ আখ্‌ড়াই।

কুমুদিনী মোদিনী বিলাইয়ে প্রাণ।
কহে অনিল আস, কলি সম্ভাসি,—
"প্রেয়সি, খোল লো বয়ান।"
শাখি-শাখা-শিরে পিক গায়,
কুহুতান হানে ফুলবাণ—
কুলমান মজে তায়।
নীল তমাল'পরে, লতিকা বিহরে,
শিহরে মরি ধীর বায়।
অনুরাগে, তারা জাগে,
নির্ম্মল গগনে বসি, ক্ষীর-নাদে যেন শশী,
কৌমুদী সলিলে পশি হাসে সোহাগে।
তরঙ্গে তরী কেন হেরি হায়,
অপরূপ যুগলরূপ কিবা তায়।
যেন নীরদে দামিনী, মেঘ-মোহিনী,
পুলকে ঝলকে কি লীলায়—
কি লীলা চন্দ্রাবলী, বল আমায়,
তুলা-নিশায় কি করে দোঁহে সই॥

—

হাফ—আখ্‌ড়াই।

আমারে ভুলেরে প্রাণ, ভাল তো ছিলে।
কি জন্য আর দেখি নে হে পথ ভুলে কি এলে?
শুনছি লোকে, প্রাণ, ক'রে ভাণ—
ঢুকলে গে কার অন্দরে।
মুখে ছাই, দেখলে মর কামাই,
ধরলে খপ্ ক'রে, সরমে মরমে মরি ছিঃ—
পারে কি দাগ দেখি।

ননদী কাছে না যায় যে ব্যাভার,
ভ্যালা বুড়ো প্রাণ মস্তানি মচ্‌কেচে এবার,
পাঁচ চুলো গোলাম ওরে প্রাণ॥

—

মূলতান—আড়াঠেকা।

সুখ কি সতত হয় প্রণয় হ'লে।
সুখ-অনুগামী দুখ গোলাপে কণ্টক মিলে॥
শশী-প্রেমে কুমুদিনী, প্রমোদিনী উন্মাদিনী,
তথাপি সে একাকিনী, কত নিশি ভাসে জলে॥

—

ভৈরবী—মধ্যমান।

যা রে গোপাল জেনে আয়,
সে কেন আলাপ করে না।
সুন্দরী বিনা সে নারী, অন্য কারে আদরে না॥
যদ্যপি যৌবন-ভরে, আমারে সে অনাদরে,
শুকা'য়ে দেখা'য়ো তারে—
যৌবন চিরদিন রবে না॥

—

পূরবী—আড়াঠেকা।

ভ্রমর বিষণ্ণ-মন নলিনী মলিনী হেরে।
কুমুদিনী প্রমোদিনী হাসি হাসি ভাসে নীরে॥
নিশারূপা নিশাচারী, তিমির-বসন প'রি,
স্বভাবে বেরিল হেরি, আলোক লুকায় ডরে॥
জোনাকী জ্বালিয়ে আলো আঁধারে পরায় মাল',
তারকা হীরক সম, ঝকিল গগন পরে॥

—

কাফি—খং।

ধর সখি, ধর মনচোরা।
ফিরাতে নারি লো আঁখি,
যাব না সই, যা তোরা॥
বিধি কি বিরলে বসি, কুসুমে গড়েছে শশী,
মরি কি সুধার রাশি অধরে হাসি,—
হই উদাসী, কে বিদেশী, নারী-হৃদি বিভোরা॥

—

ললিত-বিভাষ—আড়াঠেকা।

পোহা'ল যামিনী, বহে ধীর সমীরণ।
ধূসর-বরণ শশী, তারকাহীন গগন॥
গাহিছে বিহগকুল, ফোটে নানাবিধ ফুল,
কাননে শোভা অতুল, আকুল মধুপগণ॥

বিনোদে বিদায় দিয়ে, কাতরা কুমুদী-হিয়ে,
জলে মুখ লুকাইয়ে, করিছে রোদন ॥
কমল বিমল নীরে, ভাসিছে হাসিছে ধীরে,
পুন পাইবে মিহিরে, হবে শুভ সম্মিলন ॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে।
মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এত দিনে ॥
কুহকী কল্পনা-বলে, কে আনিবে রঙ্গস্থলে,
কুমারী কৃষ্ণা-কমলে, মোহিতে মনে ॥
কে অপূর্ব্ব তান-লয়ে, বীর-রসে মাতাইয়ে,
শুনাইবে মেঘনাদে গভীর গর্জ্জনে।
বীর-মদে অম্বুনাদে, কে আনিবে মেঘনাদে,
কাঁদিবে প্রমীলা সনে, কেলি-বিপিনে ॥

বাগেশ্রী মিশ্র—ধামার।

নব ভাবে নিত্য-লীলা বুঝরে অন্তর।
বয় প্রেমতরঙ্গ নব রঙ্গ, হের রাধা দামোদর ॥
বুঝাতে ভুবন মাঝে, পরমাণু মাঝে রাজে,
প্রেমে একাধারে চরাচরে,
ব্রজকিশোরী-কিশোর ॥
বুঝি চেতন-লীলা হেরি নয়নে,
দোললীলা স্থলে জলে বিমান পবনে,
অনন্ত অনন্ত স্থানে, অনন্ত প্রেমের লহর ॥

ইমন্‌-ভূপালী—একতালা।

যাবে ফেলে চ'লে এতদিনে।
কবে হবে দেখা, মনে রবে আঁকা,
নিজ-গুণে নেছ কিনে ॥
যে দেখেছে তব স্নেহ-ভরা হাসি,
সে হাসির সেই হবে অভিলাষী,
সরল বান্ধব, ভুবনে দুর্লভ,
ঋণী আছে সবে সৌজন্যের ঋণে ॥
যথা যাবে পাবে সম যশোমান,
নাহি তব অরি, মিত্র সর্ব্বস্থান,
সর্ব্বত্র সমান তোমার ধীমান্‌,
রব ম্রিয়মাণ মোরা তোমা বিনে ॥
পেলে অবকাশ ক'রো কভু মনে,
তব দরশন মাগে বন্ধুগণে,
তব প্রিয়ভাষ, সতত প্রয়াস,
তব স্মৃতি মধু হৃদয় নলিনে ॥

ভৈরবী—খয়রা-ত্রিতালী।

তাপিত পীড়ার তাপে, দীন হীন নিরাশ্রয়।
উৎসর্গ তোমার নামে আজি সে দীন-আলয় ॥
মহা-আত্মা তৃপ্ত হ'য়ে, এস তাপিত-আশ্রয়ে,
তারিতে ভয়ার্থে ভয়ে, ভবে তব পরিচয়।
অলক্ষ্য প্রভাবে তব, পীড়া ভাবে পরাভব,
হবে করি নাম তব, শীতল দগ্ধ-হৃদয় ॥

ভৈরবী—রূপক।

নিরানন্দ শূন্যময় হৃদয়-চন্দ্র বিহনে।
এই কি ছিল প্রভু তব মনে ॥

দশকুশী।

কোথায় লুকালে ছলে, কেন নিঠুর নাথ হ'লে,
রাখ চরণ-কমলে, প্রাণ জ্বলে,
লোকে কতই কয় হে, ওহে অনাথ-নাথ,
সকাতরে তোমায় ডাকি,
নয়ন-কোণে চাওহে কমল আঁখি।

দোলন।

অকূল নীরে ভাসি,
কেন দীনের গলে দিলে ফাঁসী।
একবার দেখি চাঁদ বদনে হাসি,
(দীননাথ দীননাথ ওহে দীননাথ)
তোমার রাঙ্গাচরণ-অভিলাষী,
(দীননাথ দীননাথ ওহে দীননাথ)
তোমার মধুর হাসি ভালবাসি।

একতালা।

করি নি যতন মান, তাই করেছ কি অভিমান,
হীন এ অধীন গুণহীন,
জানো অন্তর্যামী চিরদিন,
তবে কি গুণে চরণ দিলে,
বল কি দোষে হরে নিলে ॥

ধামার।

ব'ল নাথ যাতনা কত সয়।
নিদয় হৃদয়, কেন রসময়,
হীন ব'লে কি ব্যথা দিতে হয়।

হায় বিন্দু দানে কৃপাসিন্ধু হয় কি ক্ষয়?
মেলতা।
প্রাণ যায় হে যায় তব অদর্শনে ॥

শ্যাম—ঢিমে তেতালা।

ভুবন-তিলক, যেই রাখে মাতৃভূমিমান।
মাতৃভাবে মনোল্লাসে করি তার গুণ-গান ॥
বেদ-বিধি সুপণ্ডিত, কীর্ত্তি ধরা-বিরাজিত,
সরল মার্জ্জিত চিত, পরহিত ধ্যান-জ্ঞান ॥
শাসনে করুণা যার, জন্মভূমে সুবিস্তর,
প্রজাগণ-দুখ-ভার-হরণে অর্পিতপ্রাণ॥
স্বদেশ-বৎসল আসি, মাতা'লে স্বদেশবাসী,
সবে প্রীতি-ফুলরাশি 'রমেশে' করে প্রদান ॥

মঞা-মল্লার—শ্লথ-ত্রিতালী।

আজি পুন মনে জাগে কিশোর সময়।
সরলতা ফুল্ল-প্রাণ শৈশব-প্রণয় ॥
নব তরু নব লতা, আজি পুন কহে কথা,
আনন্দ-হিল্লোল বহি দোলায় হৃদয় ॥
আজি নব অনুরাগে, দূর-স্মৃতি হেসে জাগে,
নব আশা, নব ভাষা, নব কথা কয়।
শ্রমের সংসার ভুলি, আজি পুন কোলাকুলি,
চারিদিকে হাসিমুখ সব মধুময়॥

লুপ্ত বেণী ১ বইছে তেরোধার।
তাতে পূর্ণ ২ অর্দ্ধ ইন্দু ৩ কিরণ ৪
সিঁদুরমাখা মতির ৫ হার ॥
নগ ৬ হ'তে ধারা ধায়, সরস্বতী ক্ষীণাকায় ৭
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায়;
শিব ৮ শম্ভুসুত ৯ মহেন্দ্রাদি ১০
যদুপতি ১১ অবতার ॥
অলক্ষ্যেতে বিষ্ণু ১২ করে গান,
কিবা ধর্ম্ম ১৩ ক্ষেত্র ১৪ স্থান,
অবিনাশী ১৫ মুনিঋষি করছে বসে ধ্যান;
সবাই মিলে ডেকে বলে, দীনবন্ধু ১৬কর' পার।
কবা বালুময় বেলা ১৭,
পালে পাল ১৮ রেতের বেলা ১৯,
ভুবনমোহন ২০ চরে ২১,
করে গোপালে ২২ খেলা;
মিছে ক'রে আশা, যত চাষা ২৩,
নীলের ২৪ গোড়ায় দিচ্ছে সার ২৫ ॥
কলঙ্কিত শশী ২৬ হরষে, অমৃত ২৭ বরষে,
জ্ঞান হয় বা দিনের ২৮ গৌরব এত দিনে খসে;
স্থান-মাহাত্ম্যে হাড়ী-শুঁড়ি—
পয়সা দে দেখে বাহার ২৯ ॥ *

গগনভেদী উঠেছে জয় রব।
আজ যোগোদ্যানে রামকৃষ্ণ-উৎসব ॥

---

* চিহ্নিত মাত্রার অর্থ;—

১। দলের প্রেসিডেণ্ট—৺ বেণীমাধব মিত্র। ২। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র অভিনেতা। ৩। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী অভিনেতা। ৪। ৺ কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনেতা। ৫। ৺ মতিলাল সুর প্রসিদ্ধ অভিনেতা। ৬। ৺ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনেতা। ৭। সরস্বতী ক্ষীণাকায় অর্থাৎ অল্পবিদ্যা। ৮। ৺ শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অভিনেতা। ৯। ৺ কার্ত্তিকচন্দ্র পাল। ১০। ৺ মহেন্দ্রলাল বসু সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা। ১১। শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য অভিনেতা। ১২। ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ৺ বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়, ইনি নেপথ্য হইতে গান করিতেন। ১৩। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর ষ্টেজ ম্যানেজার। ১৪। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গো অভিনেতা। ১৫। ৺ অবিনাশচন্দ্র কর অভিনেতা। ১৬। নাট্যকার ৺ দীনবন্ধু মিত্র। ১৭। ৺অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেল বাবু) সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা। ১৮। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ পাল প্রভৃতি পালবংশীয় কয়েকজন। ১৯। রেতের বেলা (রাত্রিতে রিহার্সাল হইত)। ২০। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী। ২১। চরে অর্থাৎ বেড়ায়। ভুবন বাবুর কোনও নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল না। ২২। ৺গোপালচন্দ্র দাস অভিনেতা। ২৩। সদ্‌গোপজাতীয় অনেকে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ২৪। নীলদর্পণ নাটক। ২৫। সার অর্থাৎ বিষ্ঠা। কার্য্যনিপুণতার এ স্থলে অভাব বুঝাইতেছে। ২৬। শশিভূষণ দাস অভিনেতা। ২৭। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু—ষ্টার থিয়েটারের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ। ২৮। ৺দীনবন্ধু মিত্র। ২৯। সম্প্রদায় বৈতনিক হওয়ায়, কাহারও আর প্রবেশ নিষেধ রহিল না, অর্থাৎ টিকিট কিনিলেই প্রবেশাধিকার।

মত্ত ধরা সসাগরা পরশে শ্রীপদ,
নাই তো আর ভবসিন্ধু হয়েছে গোষ্পদ,
ঘরে ঘরে রামকৃষ্ণ নাম পরম-সম্পদ;
ধন্য যোগোদ্যান—রামকৃষ্ণ অধিষ্ঠান,
গাওরে নাম বদন ভরে শীতল কর প্রাণ;—
মানবে কভু ভবে পায়নি এ অতুল বিভব।
তর্ক ছটা বাক্য-ঘটা সকল ছুটেছে,
জ্ঞান-অরুণে ভক্তি-জলে কমল ফুটেছে,
অভিমান আপনি টুটেছে,
প্রেমের মধু উথলে উঠেছে,
মন বুঝেছে তার চাতুরী,
ভাবের ঘরে নাইকো চুরী,
জয় জয় রামকৃষ্ণ বল—নাম অতি দুর্লভ।—
নামে আনন্দ-অর্ণব।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

নদীয়া জেলার শান্তিপুরে পবিত্র অদ্বৈত বংশে ১২৫১ সালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জন্ম গ্রহণ করেন। যৌবনে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ হয়; ১২৬৮ সালে উপবীত পরিত্যাগ করিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের কার্য্যেও তিনি বহুদিন ব্রতী ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণই ব্রাহ্ম সমাজে সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তনা করেন। বিজয়কৃষ্ণের স্বরচিত গীতগুলি যখন তাঁহার মধুর কণ্ঠে গীত হইত, তখন তাহা শুনিয়া লোকে বিমুগ্ধ হইত। শেষ বয়সে ১২৮৯ সালে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় তিনি হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি ভক্তিমান্ হন। ১৩০৬ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার, ৫৮ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ ক্ষেত্রে তাঁহার লোকান্তর হয়। গোস্বামী মহাশয় শেষ বয়সে হরিপ্রেমে পাগল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বহু শিষ্যমণ্ডলী, ঈশ্বরপ্রেমিক সাধুপুরুষ বলিয়া গোস্বামী মহাশয়কে ভক্তি করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রণীত "ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর" গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদৃত।

মূলতান—আড়া।

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়।
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়॥
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনলসম,
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায়।
শুনি তব নামের গুণে তরে মহাপাপী জনে,
লইতে পবিত্র নাম, কাঁপে হে মম হৃদয়॥
অভ্যস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি, পবিত্র পথ আশ্রয়।
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে,
বল ক'রে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয়॥

জয়জয়ন্তী—ঝাপতাল।

পাপের যাতনা আর সহিতে না পারি নাথ,
হৃদয় দহি'ছে সদা জ্বলন্ত অনলে হে।
মনেতে প্রতিজ্ঞা করি, পাপ-পথ পরিহরি,
কেমন প্রবল অরি ছাড়ে না আমায় হে।
কোথা হে দীনশরণ, কর কর কর ত্রাণ,
দরশন দিয়ে পাপ-যাতনা ঘুচাও হে॥

ব্রহ্ম-সঙ্কীর্ত্তন।

পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই;
পিতার চরণ ধরি কাঁদিয়ে লুটাইরে।
পতিতপাবন পিতা, ভকতবৎসল;
উদ্ধারেন পাপী জনে, দেখি অসহায় রে॥
প্রেমের জলধি তিনি, সংসার পাথারে;
পতিত দেখিয়া দয়া, তাই এত হয় রে।
বিলম্ব ক'র না আর, ভুলিয়ে মায়ায়;
ত্বরিত লইগে চল তাঁর পদাশ্রয় রে॥

তিনি পরমাত্মা পরম ধন, পরব্রহ্মে ভুলনা রে মন,
ব্রহ্ম-নামটী বল্ রে রসনা, কথা শোন রে মন।
এই বেলা দিন তো ব'য়ে যায়;
ঐ দেখ্ শিয়রে বসিয়ে শমন,
কর'ছে বন্ধনেরি আয়োজন॥

ও দিন গেল দয়াল বল না মনোরসনা।
ও মন দয়াল-নাম সাধন হ'লে
শমন-ভয় আর র'বে না।
ও রে শোন্ রসনা সমাচার,দয়াল নামটী করসার
যদি ভবে হ'বে-পার ;
আর মিছে মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে,
কুপথগামী হইও না।
ও রে ভাই বন্ধু যত হয়, কেবল পথের পরিচয়,
ও মন কেহ কা'র নয় ;
মিছে আমার আমার আমার বল,
আমার কে তা চিন্‌লে না ॥

অখিল-তারণ বলে একবার ডাক তাঁরে।
একবার ডাক তাঁ'রে।
ভক্ত-সঙ্গে, ভাসি সবে প্রেমতরঙ্গে,
দয়াময় দয়াময় বলে (একবার হৃদয় খুলে)
যদি ভবসিন্ধু পারে যা'বে,
ডাক তাঁ'রে ত্বরা করে,
ময়াময় দয়াময় দয়াময় (একবার মনের সাধে)

প্রভু দয়াল, সাধুমুখে আমি শুনে'ছি,
অকূল পাথারে পড়ে ডাক্‌তেছি।
আমায় দিয়ে চরণতরী, উঠাও হে কেশে ধরি,
আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি।
অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি।
তুমি করিয়ে অধম তারণ, নাম ধর পতিতপাবন,
তাত অধম জনা হ'তে জেনেছি।
করিতে পাপী উদ্ধার, হ'য়েছ প্রকাশ এবার,
মোর সমান পাপী প্রভু কোথা পাবে আর।
প্রভু যে তোমায় শরণ লয়
তা'র দশা এমন কি হয়,
আমি পাপার্ণবেতে ডুবে র'য়েছি ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

আমার এই বাসনা করহে পূরণ।
ওহে অনাথনাথ অধমতারণ ॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি,সে দিকে তোমারে দেখি,
হৃদয়মন্দিরে সদা দেও দরশন।
না পাই বিষয়-সুখ, চাহি তব প্রেম-মুখ,
তা হইলে যাইবে দুখ, আনন্দে হব মগন ॥

জয়জয়ন্তী—আড়া।

দয়ার সাগর পিতা করুণানিধান।
ভুলনা তাঁহারে মন ভুলনা কখন ॥
রোগ শোক পাপ দুঃখে,তিনি হে থাকেন সম্মুখে,
ছাড়িয়ে দুর্ব্বল সুতে, নাহি করেন গমন।
হৃদয়-কপাট খুলি, ডাক তাঁরে পিতা বলি,
দাও প্রীতির অঞ্জলি, কর দরশন ॥

বেহাগ—আড়া।

এই দেহের এত অহঙ্কার।
অবশ্য মরিতে হবে কিছু দিনান্তর ॥
হ'লে দেহ প্রাণহীন, কোথা রবে অভিমান,
ভূমিতে পড়িয়ে রবে হয়ে শবাকার।
পিতা মাতা বন্ধুগণ, সম্মুখে করি রোদন,
গাহিবে তোমার গুণ করি হাহাকার ॥
এখন প্রবোধ মান, ত্যজ কুপথ গমন,
কুৎসিতভাবে দরশন কর নারীরে।
সর্ব্ব লোক অপমান, অনাথ অর্থ হরণ,
পরনিন্দা পরপীড়া কর পরিহার ॥

ললিত—আড়া।

এতদিনে পোহাইল ভারতের দুঃখ-রজনী।
প্রকাশিল শুভক্ষণে নববেশে দিনমণি ॥
দেখে পাপেতে কাতর, সর্ব্বজনে জর জর,
পাঠালেন স্বর্গরাজ্য, মুক্তিদাতা পিতা যিনি।
সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এস সবে আনন্দেতে,
ছিন্ন করি পাপ-পাশ বীর পরাক্রমে ;
ঊর্দ্ধদিকে হস্ত তুলি, গাও তাঁরে সবে মিলি,
জয় জগদীশ বলি, কর সদা জয়ধ্বনি ॥

গোবিন্দচন্দ্র রায়।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর গোবিন্দচন্দ্রের জন্মভূমি। "যমুনা লহরী" এবং 'ভারতবিলাপ" এই দুইটি প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত রচনা করিয়াই গোবিন্দচন্দ্র সাহিত্য-সংসারে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। কর্ম্মসূত্রে ইনি এখন আগ্রা নগরে বসতি করেন, সেখানে যমুনাতীরে বসিয়াই ইহাঁর এই সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল। গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গীতে পাষাণও বিদীর্ণ হয়।

লগ্নী—যৎ।

নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা,
তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও।
কত কত সুন্দর, নগরী তীরে,
রাজিছে তটযুগ ভূষি ও।
পড়ি জল নীলে, ধবল সৌধ-ছবি,
অনুকারিছে নভ-অঙ্গন ও॥
যুগ যুগ বাহী, প্রবাহ তোমারি,
দেখিল কত শত ঘটনা ও।
তব জল বুদ্-বুদ, সহ কত রাজা,
পরকাশিল লয় পাইল ও॥
কল কল ভাষে, বহিয়ে কাহিনী,
কহিছে সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি, মরম পরশে কথা,
ভূত সে ভারত-গাথা ও।
তব জল-কল্লোল- সহ কত সেনা,
গরজিল কোন দিন সমরে ও।
আজি শব নীরব, রে যমুনে সব,
গত যত বৈভব কালে ও॥
শ্যাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু,
পাণ্ডব-কুরুকুল-শোণিতে ও।
কাঁপিল দেশ, তুরগ-গজ-ভারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও॥
তব জল-তীরে, পৌরব-যাদব,
পাতিল রাজ-সিংহাসন ও।
শাসিল দেশ, অরিকুল নাশি,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও॥
দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ-পতাকা,
উড়িতে দেশ বিদেশে ও।
তিব্বত চীনে, ব্রহ্ম তাতারে,
ভারত স্বাধীন দিন ও॥

এ জল-ধারে, ধারে বহিল কভু,
প্রেম বিরহ আঁখি-নীর ও।
নাচিল গাইল, কত সুখ সম্পদ
এ তব সৈকত-পুলিনে ও॥
এ তনু-মুকুরে, আসি পূর্ণশশী,
নিরখিত মুখ যবে শরদে ও।
ভাসিত দশ দিশি, উৎসব রঙ্গে
প্লাবিতো চিত-সুখ-উৎসে ও॥
সে তুমি সে শশী, ধীর অনিল সে,
তবু সব গমন বিষাদে ও।
নাহিক সে সব, প্রমোদ উৎসব,
গ্রাসিল সকলে কালে ও।
যে মুরলী-রবে, নিবিড় নিশীথে,
উন্মাদিত ব্রজ-বালা ও॥
আকুল প্রাণে, ঘট তট-পানে,
ধাইত রব সন্ধানে ও॥
বর্দ্ধিত বিরহে, শ্বাস-পবন কত,
বিরচিতো বলি তব হৃদয়ে ও।
সুহৃদ সমাগমে, পুন এই দর্পণে,
প্রতিবিম্বিতো সিত হাসি ও॥
সে সব কৌতুক, কাল-কবল আজি,
লেশ না রাখিলে শেষ ও।
কই সেই গৌরব, নিকুঞ্জ-সৌরভ,
হ'লো পরিণত শত কাহিনী ও॥
কভু শত ধারে এ উভ পারে,
পাঠান্ আফগান মোগল ও।
ঢালিল সেনা, ত্রাসি নিবাসী,
ঘোর সে ভারত বক্ষে ও॥
অহো, কি কু দিবসে গ্রাসিল রাহু,
মোচন হইল না আর ও।

ভাঙ্গিল চূর্ণিল, উলটি পালটি,
লুঠি নিল যা ছিল সার ও॥
সে দিন হইতে, অন্ধ মনে,গৃহে,
পররবল-অর্গলি-পাতে ও।
সে দিন হইতে, শ্মশান ভারত,
পর-অসি-ঘাত-নিপাতে ও॥
সে দিন হইতে, তব জল তরলে,
পরশে না কুলবালা ও।
সে দিন হইতে, ভারত নারী,
অবরোধে অবরোধিত ও॥
সে দিন হইতে, তব তট গগনে,
নূপুর-নাদ বিনীরব ও।
সে দিন হইতে, সব প্রতিকূলে,
যে দিন ভারত-বন্ধন ও॥
এ পয়ঃ-পারে, কত কত জাতীয়,
ভাতিল কত শত রাজা ও।
আসিল স্থাপিল, শাসিল রাজ্য,
রচি ঘর কত পরিপাটী ও॥
কত শত দুর্জ্জয়, দুর্গম দুর্গে,
বেড়িল তব তট-দেশে ও।
নগর প্রাচীরে, ঘেরিল শেষে,
চির-যুগ সম্ভোগ-আশে ও॥
উপহসি সর্ব্বে, মানব-গর্ব্বে,
কাল প্রবল চিরকালে ও।
গৃহ গড় পুঞ্জে, কতিপয় তুঞ্জে,
রাখিল করি বিকলাকৃতি ও॥
ঐ পুরোভাগে, ভগ্ন বিভাগে,
গৃহবর শেষ শরীরের ও।
দেখিছ যে সব, উজ্জ্বল লেখা,
সে গত যৌবন-রেখা ও॥
এর অলিন্দে, সুন্দরী-বৃন্দে,
মোগল নরপতি-কেশরী ও।
বসি ও মর্ম্মরে, উল্লাস-অন্তরে,
তোষিত মোহন রূপে ও॥
কভু এ গবাক্ষে, কৌতুক-চক্ষে,
নিরখিত পরিজন লইয়ে ও।
নিম্নন প্রদেশে, সে গজ যুদ্ধে,
ভীষণ প্রাণ-বিনাশক ও॥

এ ঘর-মাঝে, নারী-সমাজে,
বসি কভু খেলিত চৌসর ও।
রাখিত পাশে, সে তরবারী,
কাফর-কণ্ঠ-বিদারী ও॥
কৈ, সব আজি, সময়-সমুদ্রে,
মজ্জিত সহ শত আশা ও।
দেখিল শত শত, হ'লো কি নিবারিত,
নিস্ত্রপ মনুজ-পিপাসা ও॥
যে গৃহ-পাশে, কাঁপিত ত্রাসে,
ভূপতি-পদবিক্ষেপে ও।
সে সব ভবনে, কত শত অধমে,
পূরিছে মূত্র পুরীষে ও॥
যে ঘর-মধ্যে, সুরভি সমৃদ্ধে,
সম্মোহিত-চিত কালে ও।
সে সব সদনে, উত্তরে বমনে,
পূতি গন্ধ বিকিরণ ও॥
যে গৃহ-অঙ্গে, বহুবিধ রঙ্গে,
বিখচিত ছিল মণিরাজি ও।
সে সব কালে, হরি, এক কালে,
ঢাকিল লূতাজালে ও॥
ঐ তব তীরে, শুভ্র শরীরে,
দণ্ডাইত গৃহরাজ ও।
যার সুরূপে, দিকদিক হইতে,
কর্ষে মনুজ-সমাজে ও॥
কত নর-পঞ্জরে, নির্ম্মিল ইহারে,
শোষি শোণিত কোষে ও।
দর্শাইতে সব, দর্শক লোকে,
প্রমদা-গৌরব শেষে ও॥
অহো, কত কাল, রবে এ জীবিত,
তটিনি! তট তব শোভি ও।
ভূষণ হইয়ে, তব জল নীলে,
ব্যঞ্জিতে মন-অভিলাষে ও॥
হবে কোন কালে, হত ঘোর কালে
পরিমিত সুর-পরমায়ু ও।
রহিবে শেষে, এ গৃহ-দেশে,
আকাশে শুদু বায়ু ও॥
যদি এই শেষ, হবে সব শেষ,
জীবন-স্বপন প্রভাতে ও।

তনু মন ক্ষয়িয়ে, দুখ শত সইয়ে,
চরিছে লোক কি আশে ও॥

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌঠুংরি।

কত কাল পরে, বল ভারত রে,
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
ও কি শেষ-নিবেশ রসাতল রে।
নিজ বাস ভূমে, পরবাসী হ'লে,
পর দাস-খতে সমুদায় দিলে।
পর-হাতে দিয়ে, ধন রত্ন সুখে,
বহ লৌহ-বিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর ভাষণ আসন, আনন রে,
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে।
পর দীপ-শিখা, নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।
ঘুচি কাঞ্চন-ভাজন, শৌধ-শিরে,
হলো ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে।
খনি খাতখুড়ে, খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে,
পুঁজি পাত নিলে লুটিয়ে লুটিয়ে।
নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে,
পরিবর্ত্ত ধনে দুর-ভিক্ষ নিলে।
মথি অঙ্গ হরে, পর স্বর্গ সুখে,
তুমি আজও দুখে, তুমি কালও দুখে।
নিজ ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে,
ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে।
বিধি বাম হ'লে পরমাদ ঘটে,
পরমাদ হরে হিত-বোধ ঘটে।
কি ছিলে কি হ'লে কি হ'তে চলিলে;
অবিবেক-বশে কিছু না বুঝিলে।
নয়নে কি সহে, এ কলঙ্ক দুখ,
পর-রঞ্জন অঞ্জনে কাল মুখ।

মূলতান আড়াঠেকা।

না চাহিতে দিয়েছ সকল (বিভো)।
এই যে ইন্দ্রিয়গণ, সাধিতেছে প্রয়োজন,
দিয়েছ প্রার্থনা উপযুক্ত বুদ্ধি বল।
সঞ্চার না হতে আমি, সৃজন করিলে তুমি,
মাতার হৃদয়ে স্তন, মধুর অনিল জল॥
না গড়িতে এ রসনা, গড়িলে সুমিষ্ট নানা,
ফল শস্য যত কিছু নিবারিতে ক্ষুধানল।
এ পাষাণ অন্তরে, তোমারে পাবার তরে,
অযাচিত কৃপাস্থান, রোপিয়াছ জ্ঞানবল॥

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতার সুবিখ্যাত ঠাকুরবংশের এক স্মরণীয় পুরুষ। ইনি স্বনামপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১২২৫ সালে (১৮১৮ খৃষ্টাব্দে) ইহাঁর জন্ম হয়। প্রথমে রাজা রামমোহন রায়ের স্কুলে এবং পরে হিন্দু কলেজে পাঠ সমাপন করিয়া, 'করে টেগোর কোম্পানী' নামক ইহাঁর পিতার সওদাগরী আফিসে ও 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে কাজ শিখিতে প্রবৃত্ত হন। অল্প বয়স হইতেই দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। [illegible]-প্রবৃত্তির উন্মেষ-সহ, অপিসের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মালোচনায় জীবন বিনিয়োগ করেন। ইহাঁর ধর্ম্মপ্রাণতায় বিমুগ্ধ হইয়া স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ইহাঁকে "মহর্ষি" বলিয়া অভিহিত করিয়া ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের অধিনায়কত্বে ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইংরেজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ত্রিবিধ ভাষায় দেবেন্দ্রনাথ সুপণ্ডিত ছিলেন। এই তিন ভাষাতেই ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ক বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এবং "ইণ্ডিয়ান মিরর" পত্র ইহাঁরই প্রতিষ্ঠিত। দেবেন্দ্রনাথের বহু সদনুষ্ঠান ছিল। তিনি ধনকুবের হইয়াও চরিত্রবান্ ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। বাঙ্গালা ১৩১১ সালের মাঘ মাসে দেবেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন।

কেদার—চৌতাল।

যোগী জাগে ভোগী, রোগী কোথায় জাগে।
ব্রহ্ম জ্ঞান ব্রহ্ম ধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রস-পান,
প্রীতি ব্রহ্মে যার সেই জাগে।
ধন্য সাধু সুখী সেই, যে আপন মন আসনে,
রাখিতে তাঁরে পারে; ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পাপত্যাগ,
ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া, যাঁর তাঁর লাভ ব্রহ্মধাম ॥

আলেয়া—একতালা।

দেহ জ্ঞান,—দিব্য জ্ঞান,
দেহ প্রীতি,—শুদ্ধ প্রীতি,
তুমি মঙ্গল আলয়। (তুমি মঙ্গল আলয়।)
ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ,—
তিতিক্ষা, সন্তোষ দেহ,—
বিবেক বৈরাগ্য দেহ,—
ও পদ-আশ্রয়। (দেহ ও পদ-আশ্রয়) ॥

দেশ—আড়া।

পরিপূর্ণমানন্দং অঙ্গবিহীনং স্মর জগন্নিধানম্।
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, মনসো মনো যদ্বাচোঽবাচম্।
বাগতীতপ্রাণস্য প্রাণং পরং বরেণ্যম্ ॥

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইনি স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি সুপণ্ডিত সুকবি ও দার্শনিক। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' সম্পাদন-কার্য্যে ইহাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদর্শিত। ইনি সংসারী অথচ নির্লিপ্ত;—পরোপকারী, সদাশয় ও সাধুচরিত্র;—এরূপ প্রকৃতির লোক আজকালি সংসারে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। বয়ঃক্রম প্রায় ৬৫ বৎসর; মূর্ত্তি—স্থির গম্ভীর প্রশান্ত। পিতার ন্যায় ইনিও আদি ব্রাহ্মসমাজের অধিনেতৃ-মধ্যে গণ্য।

আসোয়ারী—ঝাঁপতাল।

জাগো সকলে (এবে) অমৃতের অধিকারী।
নয়ন খুলিয়া দেখ করুণানিধান, পাপতাপহারী।
পুরব-অরুণ-জ্যোতি মহিমা প্রচারে,
বিহগ যশ গায় তাঁহারি।
হৃদয়কবাট খুলি দেখ রে যতনে,
প্রেমময় মুরতি জন-চিত্তহারী,
ডাকো রে নাথে বিমল প্রভাতে,
পাইবে শান্তির বারি ॥
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত,
বাক্যে বলিতে কি পারি,
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে,
সকল শোক অপসারি হে।
উচ্চে নীচে দেশদেশান্তে, জলগর্ভে কি আকাশে,
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর,
এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।
চেতন নিকেতন, পরশরতন, সেই নয়ন অনিমেষ,
নিরঞ্জন সেই যার দর্শনে নাহি রহে দুঃখলেশ হে ॥

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

কর তাঁর নাম গান, যত দিন রহে দেহে প্রাণ।
যাঁর হে মহিমা অনন্ত জ্যোতি,
জগত করে হে আলো,
স্রোত বহে প্রেম পীযূষ-বারি,
সকল [illegible] হে।

ভজন—ঝাঁপতাল।

অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি প্রণমি চরণে তব,
প্রেমভক্তি তরে শরণ মাগি।
দুর্ম্মতি দূর করি শুভ মতি দাও হে,
এই বরদান ভগবান্ মাগি ॥
ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তরে বাহিরে,
ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে।

দীন-বৎসল তুমি তার নিজ সেবকে,
তব অভয়-মুরতি ভয় নিবারে॥
বিষয়-মহার্ণবে মগন হ'য়ে ডাকি হে,
দীনহীনে প্রভু রাখো রাখো।
তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভব-সঙ্কটে,
কাটি যাবে বিপদ লাখো লাখো॥

সিন্দু কাফি—ঝাপতাল।

তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে।
আর কেহ নাহি যে, বিপদভয় বারে,
এ আঁধারে যে তারে॥
এক তুমি অভয় পদ, জগত সংসারে;
কেমনে বল দীন জন, ছাড়ে তোমারে।
করিয়ে দুখ অন্ত, সুবসন্ত হৃদে জাগে,
যখন মম আঁখি তব জ্যোতি নেহারে;—
জীবন সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা,
তৃষিত মন প্রাণ মম, ডাকে তোমারে॥

খট্—একতালা।

ধন্য দেব পূর্ণব্রহ্ম, প্রাণেশ্বর দীনবন্ধু,
দয়াসিন্ধু করুণানিধি, ব্যাকুল চিত বারি হো।
ভগবজ্জন হৃদরঞ্জন, পাবন জগজীবন,
প্রভু পরম শরণ পাপিগতি, আশ্রিত ভয়হারি হো
অচ্যুত আনন্দধাম, সত্যাশ্রয় সত্যকাম,
জাগ্রত জীবন্ত দেব, সেবককাণ্ডারী—
জ্ঞানানল-দীপ্যমান, হৃদাধার হৃদয়েশ্বর,
ভবতারণ হরি কৃপাল, ভকত মনবিহারি হো।
অবিনশ্বর পুরাণ পুরুষ, ভগবান্ ভক্তবৎসল,
কল্যাণ-আধার অমর, বিশ্বভুবন ধারি,—
জীবিতেশ হৃদয়রতন, পরমায়ণ সত্য পুরুষ,
সদানন্দ জগদ্‌গুরু, জগজ্জনহিতকারি হো॥

ভৈরবী—চৌতাল।

জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, সেই সত্য জানে;
তাঁরে সেই হৃদে ধ্যায়, সেই পায় অচল শরণ।
এক প্রথম তেজ সেই, একেরি অসংখ্য কিরণ,
কতই মঙ্গল,জ্ঞান,ধরম,প্রীতি,কান্তি ছায় ভুবন।
গায় তাঁহারে সর্ব্বলোক, মধ্যে সেই বিশ্বলোক,
অন্ত কেহ নাহি পায়,
যাচি চরণারবিন্দ, দেহি মে কৃপা-আনন,
আর কার দ্বারে যাব,তুমি সবার দারিদ্র্যভঞ্জন॥

নট বেহাগ—পোস্তা।

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি।
দিবা রাত্রি ঝরিছে লোচন-বারি॥
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমার হায়রে সহিতে না পারি॥

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইনি স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই প্রথম বিলাতের 'সিবিল সার্ভিস' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বোম্বে প্রেসিডেন্সির আহমেদাবাদ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইনি সোলাপুরের 'সেসন জজের' পদে উন্নীত হন। পেন্সন লইয়া এখন ইনি কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর। কিন্তু সাহিত্য প্রসঙ্গে এখনও ইঁহার যুবজনোচিত উৎসাহ দেখা যায়। ইনি বিবিধ প্রকারে বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। এখন ইঁহার সঙ্গীতগুলি অতি মনোহর।

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

গাও রে জগপতি জগবন্দন
ব্রহ্ম-সনাতন পাতক-নাশন।
এক দেব ত্রিভুবন-পরিপালক;
কৃপা-সিন্ধু সুন্দর ভবনায়ক।
সেবক-মনোমদ মঙ্গল-দাতা,
বিদ্যা-সম্পদ-বুদ্ধি-বিধাতা;
যাচে চরণ ভকত করযোড়ে,
বিতর প্রেম-সুধা চিত্ত চকোরে॥

বেহাগ—রূপক।

প্রেমমুখ দেখ রে তাঁহার।
শুভ্র সত্যস্বরূপ সুন্দর, নাহি উপমা তাঁ'র।
যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয় ভার॥
সর্ব্ব সম্পদ তাহে মেলে, যখন থাকি তাঁ'র সাথ
না থাকে সংসার-তাপ, করেন ছায়া দান;
সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে।
যদি আসে তাঁর কাজে, দিয়াছেন যে প্রাণ,
ছাড়ি যা'ব অনায়াসে, তাঁ'রে করিব দান॥

টোরী—আড়াঠেকা।

আনন্দ-মনে, বিমল হৃদয়ে, ভজ রে ভবতারণে।
ভরিয়ে হৃদয় প্রীতির কুসুমে,
ঢালি দাও প্রভুর চরণে॥

বেহাগ—ধামার।

অমৃত ধনে কে জানে রে কে জানে রে;
প্রখর বুদ্ধি না পে'য়ে আসে ফিরে,
তিনি হে অকিঞ্চন-গুরু।
ব্যাকুল অন্তরে, চাহ রে তাঁহারে,
প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে;
প্রেমদাতা আছেন, ক্রোড় প্রসারি,
যে জন যায় নাহি ফেরে॥

ককুভ—আড়াঠেকা।

মন ভোল ভোল চিরসুহৃদে, ভুল না চিরসুহৃদে।
ধন প্রাণ মান সকলি যাঁহ'তে,
এমন সুহৃদে কেন ভোল।
থেক না থেক না তাঁহ'তে অন্তর,
তাঁরে ছেড়ে ত্রাণ কোথায়, কোথা শান্তি বল॥
চিরজীবনসখা, চির-সহায়ে,
করুণা-নিলয়ে, কেন ভোল॥*

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

জননী-সমান করেন পালন,
সবে বাঁধি আপন স্নেহগুণে।
মাতার হৃদয়ে, দিলেন স্নেহ-নীর,
দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে॥
পাপী তাপী সাধু অসাধু,
দিবেন সবারে মঙ্গল-ছায়া;
কে বা জানে কত সুখ-রত্ন দিবেন মাতা,
ল'য়ে তাঁর অমৃত-নিকেতনে॥

ইমন-কল্যান—চৌতাল।

তুমি জ্ঞান, প্রাণ, তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর,
তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবার্ণবে, তুমি দীনশরণ,
তুমি গুরু পিতা মাতা।
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতি-স্বরূপ,
তুমি সর্ব্ব-সুখদাতা।
তুমি নিত্য, তুমি পুরাণ, তুমি পরম,
তুমি অমৃত-সেতু, তুমি অগম্য অপার।
প্রপঞ্চ-বিষয়াতীত, অনাদি অদ্ভুত কারণ,
তুমি সকলের মূলাধার॥

জয়জয়ন্তী—রূপক।

নাথ, কি দিব তোমারে।
সকলি তোমার, আছে কি আমার।
হৃদয়ের প্রীতিফুলে, তুমিই বিকাশিছ নাথ,
লও প্রভু তুলিয়ে সে ধন তোমারি॥

বিভাষ—ঝাপতাল।

জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি সারাৎসার।
সত্যের আলোক তুমি; প্রেমের আকর-ভূমি,
মঙ্গলের তুমি মূলাধার॥

* তারা-চিহ্নিত দুইটী গান, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ দুই ভ্রাতার একযোগে রচিত।

নানারসযুত ভব, গভীর রচনা তব,
উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়।
মহাকবি আদি কবি, ছন্দে উঠে শশী রবি,
ছন্দে পুন অস্তাচলে যায়॥
তারকা কনক-কুচি, জলদ অঙ্কুর-রুচি,
গীত লেখা নীলাম্বর পাতে।
ছয় ঋতু সংবৎসরে, মহিমা কীর্ত্তন করে,
সুখপূর্ণ চরাচর সাথে॥
কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি,
বজ্ররবে রুদ্র তুমি ভীম।
তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি,
ধায় যুগ যুগান্ত অসীম॥
আনন্দে সবে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে,
কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র তারা।
তোমারি এ রচনারি, ভাব লয়ে নরনারী,
হাহা করে নেত্রে বহে ধারা॥
মিলি সুরনর ঋভু, প্রণমি তোমায় বিভু,
তুমি সর্ব্বমঙ্গল-আলয়।
দেও জ্ঞান দেও প্রেম, দেও ভক্তি দেও ক্ষেম,
দেও দেও ও পদ আশ্রয়॥

আলেয়া—কাওয়ালী।

অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুলনা রে তাঁয়।
থাকিলে তাঁহার সঙ্গে, পাপ তাপ দূরে যায়॥
হৃদয়ের প্রিয়ধন, তার সমান কে,
সেই সখা বিনা সুখ শান্তি দিবে কে তোমায়।
ধন জন জীবন, সব তাঁরি করুণা,
তাঁহার করুণা মুখে, বলা নাহি যায়;—
এত যাঁরি করুণা, তাঁরে কি ভুলিবে,
তাঁরে ছাড়িয়ে ভবসাগরে ত্রাণ কোথায়॥

বাহার—ঝাপতাল।

অচল ঘন গহন গুণ, গাও তাঁহারি।
গাও আনন্দে সবে, রবি চন্দ্র তারা॥
সকল তরুরাজি, সাজি ফুল ফলে,
গাও রে!—বিহঙ্গকুল গাও আজি,
মধুতর তানে।
গাও জীব জন্তু সব, যে আছ যেথানে;
জগৎ পুরবাসী সবে, গাও অনুরাগে;
মম হৃদয় গাও আজি, মিলিয়ে সব সাথে;—
ডাক নাথ নাথ বলি, প্রাণ আমারি॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

তুমি বিনা কে প্রভু, শঙ্কট নিবারে।
কে সহায় ভব-অন্ধ কারে॥
রয়েছি বন্দি সম মোহের আগারে,
কলুষিত পাপ-বিকারে;—বিষয় রসে রত,
তব স্নেহামৃত, ছাড়ি মন ভৃঙ্গ বিহরে।
বিতর কৃপা তব যার গুণে প্রভু।
মৃত দেহে জীবন সঞ্চারে।
পাপ তিমির নাশি, বিরাজ হৃদয়ে আসি,
কি জানাব তব দ্বারে॥

কেদারা—ঝাপতাল।

দরশন দাও হে হৃদয়সখা, পূর্ণ কর হে আশা,
নয়নেরি আলো তুমি মম।
দেখিলে তোমারে হৃদয় জুড়ায় হে,
প্রেমভরে ডাকি ঘন ঘন।
প্রাণ মন দিনু সঁপিয়ে তব পদে,
এস এস ওহে হৃদয়ের প্রিয় ধন।
কাঁদি হে দিবানিশি, তোমার পিয়াসে,
কর শান্তিবারি বরিষণ॥

আশা—ঠুংরি

বলি হারি তোমারি চরিত মনোহর,
গায় সকল জগতবাসী।
প্রভু দয়ার অবতার, অতুল-গুণনিধান,
পূর্ণব্রহ্ম অবিনাশী।
না ছিল এ সব কিছু আঁধার ছিল অতি,
ঘোর দিগন্ত প্রসারি,
ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল,
জয় জয় মহিমা তোমারি।
রবি-চন্দ্র'পরে, জ্যোতি তোমার হে,
আদি জ্যোতি কল্যাণ:
জগতপিতা, জগত-পালক তুমি,
সকল মঙ্গলের নিদান॥

মূলতান—তেওট।

কতই করুণা হ'তেছে বরষণ তোমার।
এনে দাও কত সুখ স্নেহ ভরিয়ে,
নাহি নাহি অন্ত তাহার॥

রামকেলী—কাওয়ালী।

হে করুণাকর, দীন-সখা তুমি,
আগত প্রভু তব দ্বারে।
তুমি বিনা দীনে, কে প্রভু তারে,
দুস্তর ভব-সংসারে।
সম্পদ বিষময় তোমা বিহনে জীবন মৃত্যুসমান;
বিপদ সম্পদ, তব পদ লাভে,
মৃত্যু সে অমৃত-সোপান॥

ললিত—সওয়ারী।

তুমি জ্যোতির জ্যোতি, দেখা দেও হে।
রবি, শশী' তারা শোভে না আমার কাছে,
যদি হারাই তোমারে।
কিসের সে জীবন যৌবন তোমা বিহনে,
কি হ'বে সে জ্ঞানে যা'তে তোমায় না পাই॥

দেশ—তেওট।

থেক না থেক না দূরে নাথ।
সম্পদকালে, ঘোর বিপাকে, পাপ-বিকারে॥
চিরদিন আমি তোমারি।
ধন মান চাহি না তোমা হ'তে,
দেও এই অধিকার,
নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি॥

কাফি—যৎ।

আমি হে তব কৃপার ভিখারি।
সহজে ধায় নদী সিন্ধুপানে,
কুসুম করে গন্ধদান,
মন সহজে সদা চাহে তোমারে,
তোমাতেই অনুরাগী,
মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।
প্রাসাদ কুটীরে এক ভানু বিরাজে,
নাহি করে কোন বিচার,
তেমতি নাথ তোমার কৃপা হে, বিশ্বময় বিস্তার,
অবারিত তোমার দয়ার॥

সিন্ধুরা—ধামাল।

হ'য়েছি ব্যাকুল-অন্তর বিরহে তোমার;
তৃষিত চাতক-সমান।
করিয়ে শীতল তাপিত প্রাণে,
হৃদয়ে বিরাজ আমার॥
অভয়-মুরতি দেখা দিয়ে,
কর হে অভয় দান,
তব বলে কর বলী যে জনে,
কি ভয় কি ভয় তাহার।

আশা—ঠুংরী।

বিষয়-সুখে মন তৃপ্তি কি মানে।
তব চরণামৃত- পান-পিপাসিত,
নাহি চাহি ধন জন মানে।
হৃদয় পিপাসু সদা পরমেশ্বর-
পাদ-কমল-মধু-পানে।
নাহি অপর কিছু, মধুকর ত্যজি মধু,
চায় কি সে জলপানে॥
সেই তব সুবিমল, প্রেমমুখ-চ্ছবি,
নিরখি নিরখি অনিমেষে।
সফল করিব প্রভু, নেত্রযুগল মম,
পাসরিব ভয় দুঃখ ক্লেশে॥
অনুদিন গাইব, ভগবদমল যশ,
কোমল সুমধুর তানে।
মিলিবে সে ফল তাহে, কভু নাহি মিলে যাহা,
দুঃসহ তপ জপ দানে॥
পলভর না ছাড়িব, তোমার সে শ্রীচরণ,
তুমিও রাখিবে তব দাসে।
তব সহবাস,- সুখে রহি নিশি দিন,
না গণিব ভব-বনবাসে॥
পরিহরি বিষময়, বিষয়-প্রলোভন,
অনুচর র'ব তব পাশে।
হৃদয়-থাল ভরি, প্রীতি-কুসুম ল'য়ে,
পূজিব নিত্য মহেশে॥
পরি অপরাজিত, দিব্য কবচ তব,
অক্ষত রিপুর প্রহারে।
তব করুণা তরি, করি অবলম্বন,

জীবন সঁপিয়ে, তোমার পদে প্রভু,
নির্ভয় হইব সখা হে।
মঙ্গল-কার্য্য, তোমার সমাপিয়ে,
সহজে ত্যজিব এই দেহে ॥

——

পরজ ঝাঁপতাল।

কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি,
রতনমণি-খচিত অম্বর কি শোভে।
তরুণ বিভাকর, তারা বিশদ-চন্দ্রমা,
জগত রঞ্জিছে কনক-রজত-রঞ্জনে।
সুরভি পুষ্পাভরণ, বিপিন গিরি সিন্ধু নদ,
সকলি পরিপূরিত অতুল প্রভাবে,
কেমন সুনিপুণ, তোমার লেখনী,
তোমার জগত-শোভা নরখি নয়ন ভুলে ॥

—০ঃ০—

পরজ—চৌতাল

অতুল জ্যোতির জ্যোতি,
গ্রহ তারা চন্দ্র তপন জ্যোতিহীন সব তথা।
এক ভানু অযুত কিরণে,
উজলে যেমতি সকল ভুবন,
তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা বিরচয়ে সতীর
প্রেম, জননী-হৃদয়ে করে বসতি।
অভ্রভেদী অচল-শিখর, ঘননীল সাগরবর,
যথা যাই তুমি তথা ॥
রবি-কিরণে তব শুভ্র কিরণ,
শশাঙ্কে তোমার জ্যোতি, তব কান্তি মেঘে।
সজন নগর বিজন গহন যথা যাই তুমি তথা ॥

——

গৌরমল্লার—চৌতাল।

গাও তাঁরে গাও সদা, তরুণ ভানু
যবে অচেতন জগতে দেও প্রাণ।
জন-হৃদয়-প্রফুল্লকর চন্দ্র তারা,
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।
সুগভীর গরজনে কাঁপাইয়া গগন মেদিনী
মহেশের মহৎ যশ ঘোষ বারিদ,
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।
প্রবল সিন্ধু, স্রোতস্বতী, প্রফুল্লকুসুম, বনরাজি,
যত বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র সবে, আনন্দ রবে,
গাও বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম,
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে ॥

——

মিশ্র—একতালা।

জয় দেব জয় দেব মঙ্গল মাতা,
জয় জয় মঙ্গলমাতা;
সঙ্কট-ভয়-দুঃখ-ত্রাতা, বিশ্বভুবন-পাতা,
জয় দেব জয় দেব।
অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা,
প্রভু নাহি তব উপমা;
জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে,
প্রভু প্রণমি তব চরণে;
পরম শরণ তুমি হে, জীবন-মরণে।
জয় দেব জয় দেব।
কি আর যাচিব আমরা, করি হে এ মিনতি,
এ লোকে সুমতি দেও, পরলোকে সুগতি
জয় দেব জয় দেব ॥

——

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান-মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান।
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত-খনি-রত্নের নিধান ॥
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥
রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারতললনা।
কোথা দিবে তাদের তুলনা।
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত-ললনা।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥
বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,

বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারতভূষণ ॥
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥
বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি ॥
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথুরাজ আদি বীরগণ।
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন ॥
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥
কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১২৫৫ সালের ২২ বৈশাখ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। ইনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র। নাটক রচনায় ইঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা। ইঁহার রচিত "পুরুবিক্রম" ও "সরোজিনী" প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ে এক সময়ে বঙ্গদেশকে মাতাইয়া তুলিয়া ছিল। ইদানীং ইনি কতকগুলি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতেছেন, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা, 'রত্নাবলী' প্রভৃতি ১৮ খানি নাটকের অনুবাদ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। সঙ্গীতরচনায় ইনি সুনিপুণ। ইঁহার রচিত প্রণয়সঙ্গীত, জাতীয়সঙ্গীত ও ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রশংসা সর্ব্বত্রই।

ঝিঁঝিট—একতালা।

ধন্য ধন্য ধন্য আজি দীন আনন্দকারী।
সবে মিলে তব সত্য ধর্ম্ম ভারতে প্রচারি
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম,
দিশি দিশি তব পুণ্য নাম,
ভক্তজন-সমাজ আজি স্তুতি করে তোমারি।
নাহি চাহি ধন জন মান, নাহি প্রভু অন্য কাম,
প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী।
তব পদে প্রভু লইনু শরণ,
কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ,
অমৃতের খনি পাইনু যখন, জয় জয় তোমারি ॥

অহং—একতালা।

জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা ॥
শোন্ রে যবন শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার,
এর প্রতিফল ভুগতে হ'বে ॥
ওই যে সবাই পশিল চিতায়,
একে একে একে অনল-শিখায়,
আমারাও আয় আছি যে কজন,
পৃথিবীর কাছে বিদায় লই।

সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ,
চিতানলে আজ সঁপিব জীবন,
ওই যবনের শোন কোলাহল,
আয় লো চিতায় আয় লো সই ॥
জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান ॥
দেখ্ রে যবন দেখ্ রে তোরা,
কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি।
জ্বলন্ত অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী ॥
আয় আয় বোন্, আয় সখি আয়,
জ্বলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়,
সতীত্ব লুকাতে জ্বলন্ত চিতায়,
জ্বলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ।
দেখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
দেখ্ রে চন্দ্রমা, দেখ্ রে গগন।
স্বর্গ হ'তে সব দেখ দেবগণ,
জলদ-অক্ষরে রাখ গো লিখে ॥
স্পর্দ্ধিত যবন, তোরাও দেখ্ রে,
সতীত্ব রতন করিতে রক্ষণ।
রাজপুত-সতী আজিকে কেমন,
সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রেমের কথা আর বলো না,
আর বলো না, আর তুলো না,
ক্ষম গো সখা, ছেড়েছি সব বাসনা।
ভাল থাক্, সুখে থাক হে,—
আমারে দেখা দিও না,
দেখা দিও না,—নিভান,অনল আর জ্বেলো না;
আর বলো না, আর বলো না, আর তুলো না;
ক্ষম গো সখা, ছেড়েছি সব বাসনা ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেমনে বা ভুলিব তোমায়,
কে ভুলে হৃদয়-ধনে।

শূন্য হৃদয় লয়ে কি সুখে বাঁচিব প্রাণে ॥
আশাতে নিরাশা ব'লে, তোমারে কি যাব ভুলে,
সে তো নয় রে ভালবাসা,
সুখ-আশা সংগোপনে ॥
রাখিব না সুখ-আশা, চাহিব না ভালবাসা,
ভালবেসেই ভাল রব মনে মনে।
প্রেমের প্রতিমাখানি দলিত হৃদয়ে আনি,
জীবন অঞ্জলি দিয়ে পূজিব অতি যতনে ॥

মিশ্র—আড়াঠেকা।

না জানি কি গুণ ধরে মুখখানি তোমার।
যত দেখি তত সাধ দেখিতে আবার ॥
এক দৃষ্টে চেয়ে রই, মনে মনে হারা হই,
তবুও পলক নাহি নয়নে আমার ॥

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

ছেড়েদে ছেড়েদে আমার পাখী।
(আমার সাধের পাখী) বল কে তোরা
রাখ্‌লি ধরে, অবলারে দিসনে ফাঁকি ॥
বাঁধা ছিল প্রেম-শিকলে,
কে তারে নিলে গো ছলে,
কোথা গেল দেগো বলে,হৃৎপিঞ্জরে ধ'রে রাখি।
দেখা পেলে এইবার, কভু কি ছাড়িব আর,
চোখে চোখে রাখ্‌ব তারে,
আর কি মুদিব আঁখি ॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

প্রাণপণে প্রাণ সঁপিলাম যারে
সেই হন্তারক প্রাণে।
কাঁদিব আর কার কাছে, কে আর আমার আছে,
যারে পূজি হৃদি মাঝে, সেই বজ্র হৃদে হানে ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

এখন এখন প্রাণ সে নামে শিহরে কেন।
এখন হেরিলে তারে কেনরে উথলে মন ॥
বিরক্তি-ভ্রুকুটী-রাশি, হেরিলে অধরে হাসি,
[illegible]

চোখের দেখা দেখ্‌তে গেলে,
তাও দেখা নাহি মিলে,
দারুণ তাচ্ছিল্য ভাবে, সে করে যে পলায়ন ॥
তাই থাকি দূরে দূরে, ভাসি মর্ম্মভেদী নীরে,
মুহূর্ত্তও দেখা পেলে স্বর্গ হাতে পাই যেন।
জ্বলে প্রাণ যাতনায়, জ্বলুক কি ক্ষতি তায়,
সে আমার সুখে থাক, নাহি অন্য সাধ মনে ॥

জয়জয়ন্তী—কাওয়ালী।

এতদিন পরে সখি,
সত্য সেকি হেথা ফিরে এল ॥
দীন বেশে ম্লানমুখে কেমনে অভাগিনী
যাবে তার কাছে সখীরে।
শরীর হয়েছে ক্ষীণ, নয়ন জ্যোতিহীন,
সবি গেছে, কিছু নাই, রূপ নাই হাসি নাই,
সুখ নাই, আশা নাই,
সে আমি আর আমি নাই,
না যদি চেনে সে মোরে, তাহলে কি হবে ॥

সরফর্দা—কাওয়ালী।

এমন আর কত দিন চ'লে যাবে রে।
জীবনের ভার বহিব কত হায় হায়,
যে আশা মনে ছিল, সকলি ফুরাইল,
কিছু হল না জীবনে,
জীবন ফুরায়ে এল হায় হায় ॥

বেলোয়ার—কাওয়ালী।

ওকি সখা মুছ আঁখি আমার তরেও কাঁদিবে কি
কে আমি বা, আমি অতি অভাগিনী,
আমি মরি, তাহে দুখ কিবা।
পড়েছিনু চরণতলে, দ'লে গেছ দেখনি চেয়ে,
গেছ' গেছ', ভাল, তাহে দুখ কিবা ॥

গৌড়-মল্লার—কাওয়ালী।

গেলগো—ফিরিল না, চাহিল না, পাষাণ সে,
কথাটিও কহিল না, চলে গেল গো।
না যদি থাকিতে চায়, যাক্ যেথা সাধ যায়,
একেলা আপন মনে দিন কি কাটিবে না,
তাই হোক্ হোক্ তবে,
আর তারে সাধিব না, চলে গেল গো ॥

দেশ—কাওয়ালী।

দাঁড়াও, মাথা খাও, যেওনা সখা ;
শুধু সখা, ফিরে চাও, অধিক কিছু নয়,
কতদিন পরে আজি পেয়েছি দেখা ॥
আর ত চাহিনে কিছু কিছু না, কিছু না,
শুধু ওই মুখখানি জন্মশোধ দেখিব,
তাও কি হবে না গো সখা গো,
শুধু একবার ফিরে চাও ॥

দেশ—একতালা।

দেলো সখি দে, পরাইয়া চুলে,
সাধের বকুল ফুলহার।
আধফোটা যুঁইগুলি, যতনে আনিয়ে তুলি,
দেলো দেলো ফুলময় সাজে,
সাজায়ে আমারে সখি আজ।
তুলে দেলো চঞ্চল কুন্তল,
কপোলে পড়িছে বারবার।
আজি এত শোভা কেন, আনন্দে বিবশা হেন,
বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে,
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে।
সখি তোরা দেখে যা দেখে যা,
তরুণ তনু এত রূপরাশি,
বহিতে পারে না বুঝি আর।

আশোয়ারি—কাওয়ালী।

না সজনি না, আমি জানি জানি সে আসিবে না,
এমন কাঁদিয়ে পোহাইবে যামিনী,
বাসনা তবু পুরিবে না।
জনমেও এ পোড়া ভালে কোন আশা মিটিল না
যদি বা সে আসে সখি, কি হবে আমার তায়,
সেত মোরে, সজনি লো, ভাল কভু বাসে না,
জানি লো।

ভাল ক'রে কবে না কথা, চেয়েও না দেখিবে,
বড় আশা ক'রে শেষে পূরিবে না কামনা॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

প্রমোদে ঢালিয়ে দিনু মন,
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে।
চারিদিকে হাসি-রাশি তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে।
আন সখি বীণা আন, প্রাণ খুলে কর গান,
নাচ সবে মিলি ঘিরি ঘিরি ঘিরিয়ে,
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে।
বীণা তবে রেখেদে, গান আর গাস্‌নে
কেমনে যাবে বেদনা।
কাননে কাটাই রাতি, তুলি ফুল মালা গাঁথি
জোছনা কেমন ফুটেছে
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

সখি বল দেখিলো,
নিরদয় লাজ তোর টুটিবে কিলো।
চেয়ে আছি ললনা, মুখানি তুলিবি কিলো,
ঘোমটা খুলিবি কিলো,
আধফুট অধরে হাসি ফুটিবে কিলো॥
সরমের মেঘে ঢাকা বিধু-মুখানি
মেঘ টুট জ্যোৎস্না ফুটে উঠিবে কিলো।
তৃষিত আঁখির আশা পুরাবি কিলো।
তবে, ঘোমটা খোল, মুখটী তোল,
আঁখি মেল লো॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

সহেনা যাতনা।
দিবস গণিয়া গণিয়া বিরলে,
নিশি দিন বসে আছি,
আঁখি মেলি পথ পানে চেয়ে,
সখাহে এলে না।
দিন যায়, রাত যায়, সব যায়,
আমি বসে হায়।
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
শুকায়ে গিয়াছে আঁখি-জল।
একে একে সব আশা,
ঝোরে ঝোরে পড়ে যায়, সহে না॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

হৃদয়ের মণি আদরিণী মোর,
আয়লো কাছে আয়।
মিশাবি জোছনা হাসি রাশি রাশি,
মৃদু মধু জোছনায়।
মলয় কপোল চুমে, ঢলিয়া পড়িছে ঘুমে,
কপোলে নয়নে জোছনা মরিয়া যায়ে,
যমুনা-লহরী গুলি চরণে কাঁদিতে চায়॥

আশাবরি—কাওয়ালী।

অনেক দিয়েছ নাথ, আমার বাসনা তবু
পূরিল না।
দীন-দশা ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না,
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না মিটিল না॥
দিয়েছ জীবন মন, প্রাণ প্রিয় পরিজন
সুধা-স্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর
শ্যাম শোভা ধরণী।
এত যদি দিলে সখা, আরো দিতে হবেহে,
তোমারে না পেলে আমি, ফিরিব না ফিরিব না॥

সিন্ধু-ভৈরবী—কাওয়ালী।

হা' সখি ও আদরে আরো বাড়ে মনোব্যথা!
ভাল যদি নাহি বাসে,
কেন তবে কহে প্রণয়ের কথা॥
মিছে প্রণয়ের হাসি,
বোলো তারে ভাল নাহি বাসি,
চাইনে মিছে আদর তাহার ভালবাসা চাইনে,
বোলো বোলো স্বজনি লো তারে,
আর যেন সে লো আসে নাকো হেথা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। ১২৬৮ সালের ২৫ এ বৈশাখ কলিকাতা যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। অতি শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ মেধাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চম বর্ষের শিশু রবীন্দ্রনাথ, সুর করিয়া 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' পাঠে শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করিতেন। বিদ্যাশিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রথমে নর্ম্মাল স্কুলে প্রেরিত হন। সেই সময় নবম বর্ষের বালক রবীন্দ্র নাথের রচিত কবিতা পাঠ করিয়া শিক্ষকগণ কবিতা রচনায় তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। নর্ম্মাল স্কুলের পাঠ সমাপন করিয়া, রবীন্দ্রনাথ পিতার সহিত প্রথমে বোলপুরে, পরে ডালহাউসী পাহাড়ে কিছুদিন অবস্থিতি করেন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ পিতার নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ শিক্ষা করিতেন। ইহার পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথের কর্ম্মস্থান আহমেদাবাদে গিয়া কিছুদিন বাস করেন; সেই খানে জ্যেষ্ঠের নিকট ইনি ইংরাজী শিক্ষা করিতেন।

বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি বাল্যকাল হইতেই রবীন্দ্র নাথের প্রবল অনুরাগ লক্ষিত হয়। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে "ভারতী" পত্রিকার নিয়মিত লেখকমধ্যে ইনি গণ্য হন। রবীন্দ্রনাথ দুইবার বিলাত গিয়াছিলেন। বিলাতে গিয়াও বঙ্গ সাহিত্য চর্চ্চায় বিরত ছিলেন না; তাঁহার 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' পুস্তক এই সময় রচিত হয়। "বৌ ঠাকুরাণীর হাট" "চোখের বালি" "নৌকা ডুবি" প্রভৃতি উপন্যাস 'রাজা ও রাণী" প্রভৃতি নাটক এবং বহু সঙ্গীত ও কবিতায় ইনি কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন ইঁহার লেখনীপ্রসূত অমূল্য রত্নরাজিতে আজি সাহিত্য ভাণ্ডার উজ্জ্বলীকৃত।

মিশ্র-কানাড়া—কাওয়ালী।

আমার পরাণ যাহা চায়,
তুমি তাই, তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর,
কেহ নাই কিছু নাই গো॥
তুমি সুখ যদি নাহি পাও,
যাও সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে
আর কিছু নাহি চাই গো।
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস;
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরস মাস;
যদি আর কারে ভালবাস,
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও,
আমি যত দুখ পাই গো॥

কাফি—খেমটা।

কাছে আছে দেখিতে না পাও।
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও॥
মনের মত কারে খুঁজে মর,
সে কি আছে ভুবনে, সে যে রয়েছে মনে,
ওগো মনের মত সেই ত হবে,
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও।
তোমার আপনার যে জন দেখিলে না তারে,
তুমি যাবে কার দ্বারে, যারে চাবে তারে পাবে না,
যে মন তোমার আছে যাবে তাও॥

মিশ্র-ভূপালী—একতালা।

সখি, ব'হে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা,
একি আর ভাল লাগে।
আকুল তিয়াস প্রেমের পিয়াস
প্রাণে কেন নাহি জাগে॥
কবে আর হবে থাকিতে জীবন,
আঁখিতে আঁখিতে মদির-মিলন,
মধুর হুতাশে মধুর দহন
নিত-নব অনুরাগে।
তরল কোমল নয়নের জল নয়নে উঠিবে ভাসি;
সে বিষাদ-নীরে নিবে যাবে ধীরে,
প্রখর চপল হাসি;
উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে,
আশা নিরাশায় পরাণ টুটিবে,
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে,
সরম-অরুণ-রাগে॥

খাম্বাজ—একতালা।

ওলো রেখে দে, সখি, রেখে দে,
মিছে কথা ভালবাসা।
সুখের বেদনা সে হাগ যাতনা
বুঝিতে পারি না ভাষা ॥
ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন,
পরাণ স পিতে প্রাণের সাধন,
"লহ" 'লহ" ব'লে পরে আরাধন
পরের চরণে আশা ॥
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া,
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া,
পরের মুখের হাসির লাগিয়া
অশ্রু সাগরে ভাসা।
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া
জীবনের সুখ নাশা' ॥

ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

যেও না যেও না ফিরে ;
দাঁড়াও, বারেক দাঁড়াও হৃদয়-আসনে।
চঞ্চল সমীর সম ফিরিছ কেন
কুসুমে কুসুমে কাননে কাননে।
তোমায় ধরিতে চাহি ধরিতে পারিনে,
তুমি গঠিত যেন স্বপনে ॥
এস হে, তোমারে বারেক দেখি,
ভরিয়ে আঁখি ধরিয়ে রাখি যতনে।
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব,
ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব,
তুমি দিবস নিশি রহিবে মিশি,
কোমল প্রেম-শয়নে ॥

বেহাগ—খেমটা।

ওকে বল, সখি, বল, কেন মিছে করে ছল।
মিছে হাসি কেন, সখি মিছে আঁখি-জল ॥
জানিনে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা,
কে জানে কোথায় সুধা, কোথা হলাহল।
কাঁদিতে জানে না এরা কাঁদাইতে জানে কল ॥
মুখের বচন শুনে মিছে কি হইবে ফল।
প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা,
ফিরে যাই এই বেলা, চল, সখি চল ॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

তারে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ। (খুলে গো)
কেন বুঝাতে পারিনে হৃদয়-বেদনা,
কেমনে সে হেসে চলে যায়,
কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়,
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান।
এত ব্যথাভরা ভালবাসা কেহ দেখে না,
প্রাণে গোপনে রহিল,
এ প্রেম কুসুম যদি হত
প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,
তার, চরণে করিতাম দান।
বুঝি সে তুলে নিত না, শুকাত অনাদরে,
তবু তার সংশয় হত অবসান ॥

কাফি—কাওয়ালী।

ভালবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালবাসা।
মন দিয়ে মন পেতে চাহি, ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ দুরাশা ॥
হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,
নয়নে সাজায়ে মায়া-মরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে ;
ওগো কেন, ওগো কেন, মিছে এ পিপাসা।
আপনি যে আছে আপনার কাছে,
নিখিল জগতে কি অভাব আছে,
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ,
কোকিল-কূজিত কুঞ্জ ;
বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়,
একি ঘোর প্রেম অন্ধ রাহু প্রায়,
জীবন যৌবন গ্রাসে ;
তবে কেন, তবে কেন মিছে এ কু-আশা।

মিশ্র ঝিঁঝিট—খেমটা।

সুখে আছি সুখে আছি,
(সখা আপন মনে)
কিছু চেয়ো না দূরে যেও না,
সুধু চেয়ে দেখ শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি।

সখা নয়নে শুধু জানাবে প্রেম,
নীরবে দিবে প্রাণ।
রচিয়া ললিত মধুর বাণী,
আড়ালে গাবে গান ॥
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া,
রেখে যাবে মালা গাছি।
মন চেয়ো না শুধু চেয়ে থাক,
শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি ॥
মধুর জীবন মধুর রজনী,
মধুর মলয়-বায়।
এই মাধুরী-ধারা বহিছে আপনি,
কেহ কিছু নাহি চায় ॥
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা
আপন সৌরভে সারা,
যেন আপনার, মন আপনার
প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি ॥

মিশ্র সিন্ধু—একতালা।

দিবস রজনী আমি যেন কার,
আশায় আশায় থাকি।
(তাই) চমকিত মন চকিত শ্রবণ
তৃষিত আকুল আঁখি ॥
চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই,
সদা মনে হয় যদি দেখা পাই.
'কে আসিছে'' ব'লে চমকিয়ে চাই,
কাননে ডাকিলে পাখী।
জাগরণে তারে না দেখিতে পাই,
থাকি স্বপনের আশে ;
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়,
বাঁধিব স্বপন-পাশে :
এত ভাল বাসি এত যারে চাই,
মনে হয় না ত সে যে কারে নাই ;
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে,
তাহারে আনিবে ডাকি ॥

মিশ্র-সিন্ধু—একতালা।

আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল
শুধাইল না কেহ।
সে ত এল না, যারে সঁপিলাম
এই প্রাণ মন দেহ ॥
সে কি মোর তরে পথ চাহে,
সে কি বিরহ-গীত গাহে,
যার বাঁশরী-ধ্বনি শুনিয়ে
আমি ত্যজিলাম গেহ ॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।

নিমিষের তরে সরমে বাধিল
মরমের কথা হোল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরম-বেদনা ॥
চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ,
পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ,
মেলিতে নয়ন মিলাল স্বপন,
এমনি প্রেমের ছলনা ॥

ককুভ—কাওয়ালী।

দেখো, সখা, ভুল ক'রে ভালবেস না।
আমি ভালবাসি ব'লে কাছে এস না ॥
তুমি যাহে সুখী হও তাই কর সখা,
আমি সুখী হব বলে যেন হেস না ॥
আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভাল,
কি হবে চির আঁধারে নিমেষের আলো,
আশা ছেড়ে ভেসে যাই, যা হবার হবে তাই,
আমার অদৃষ্ট-স্রোতে তুমি ভেসো না ॥

বেহাগ-- আড়ঠেকা।

আমি কারেও বুঝিনে শুধু বুঝেছি তোমারে।
তোমাতে পেয়েছি আলো সংশয়-আঁধারে ॥
ফিরিয়াছি এ ভুবন, পাইনি ত কারো মন,
গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে ॥
এ সংসারে কে ফিরাবে, কে লইবে ডাকি,
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি ;
কেবল তোমারে জানি, বুঝেছি তোমার বাণী,
তোমাতে পেয়েছি কূল অকূলপাথারে ॥

সাহানা—ঝং।

মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে।
মধুর মলয়-সমীরে মধুর মিলন রটাতে॥
কুহক লেখনী ছুটায়ে কুসুম তুলিছে ফুটায়ে,
লিখিছে প্রণয়কাহিনী বিবিধ বরণ ছটাতে॥
হের পুরাণ প্রাচীন ধরণী, হয়েছে শ্যামলবরণী,
যেন যৌবন-প্রবাহ ছুটেছে কালের শাসন টুটাতে
পুরাণ বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে,
নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে॥

মিশ্র-বিভাষ—একতালা।

এরা, সুখের লাগি চাহে প্রেম,
প্রেম মেলে না, শুধু সুখ চলে যায়।
এমনি মায়ার ছলনা।
এরা ভুলে যায় কারে ছেড়ে কারে চায়।
তাই কেঁদে কাটায় নিশি,
তাই দহে প্রাণ তাই মান অভিমান,
তাই এত হায় হায়॥
প্রেমে সুখ দুখ ভুলি তবে সুখপায়।
সখি চল, গেল নিশি স্বপন ফুরাল,
মিছে আর কেন বল।
শশী ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অস্তাচল॥
প্রেমের কাহিনী গান, হয়ে গেল অবসান।
এখন কেহ হাসে কেহ বসে ফেলে অশ্রুজল॥

বেহাগ—আড়খেমটা।

ওগো শোন কে বাজায়।
বন ফুলের মালার গন্ধ বাঁশীর তানে মিশে যায়॥
অধর ছুঁয়ে বাঁশী খানি চুরী করে হাসিখানি,
বঁধুর হাসি মধুর গানে,
প্রাণের পানে ভেসে যায়।
ওগো শোন কে বাজায়॥
কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি।
বাঁশীর মাঝে গুঞ্জরে, বকুলগুলি আকুল হয়ে
বাঁশীর গানে মুঞ্জরে;
যমুনারি কলতান, কাণে আসে কাঁদে প্রাণ,
আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়।
ওগো শোন কে বাজায়॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

ওগো এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াসা,
কেমনে আছে সে পাশরি।
তবে সেথা কি হাসে না চাঁদিনীযামিনী,
সেথা কি বাজে না বাঁশরী॥
সখি, হেথা সমীরণ লুটে ফুলবন,
সেথা কি পবন বহে না।
সে যে, তার কথা মোরে কহে অনুক্ষণ,
মোর কথা তারে কহে না॥
যদি, আমারে আজি সে ভুলিবে সজনি,
আমারে ভুলালে কেন সে।
ওগো এ চির জীবন করিব রোদন,
এই ছিল তার মানসে॥
যবে কুসুম-শয়নে নয়নে নয়নে,
কেটেছিল সুখ-রাতি রে।
তবে কে জানিত তার বিরহ আমার,
হবে জীবনের সাথী রে॥
যদি মনে নাহি রাখে সুখে যদি থাকে,
তোরা একবার দেখে আয়।
এই নয়নের তৃষা পরাণের আশা,
চরণের তলে রেখে আয়॥
আর নিয়ে যা' রাধার বিরহের ভার,
কত আর ঢেকে রাখি বল।
আর পারিস্ যদি ত আনিস্ হরিয়ে,
এক ফোঁটা তার আঁখি-জল॥
না না এত প্রেম সখি ভুলিতে যে পারে,
তারে আর কেহ সেধ না।
আমি কথা নাহি কব, দুখ লয়ে রব,
মনে মনে সব' বেদনা॥
ওগো মিছে মিছে, সখি, মিছে এই প্রেম
মিছে পরাণের বাসনা।
ওগো সুখ-দিন হায় যবে চলে যায়,
আর ফিরে আর আসে না।॥

মিশ্র ভৈরবী—আড়খেমটা।

হেলাফেলা সারা বেলা,
এ কি খেলা আপন সনে।

এই বাতাসে ফুলের বাসে,
মুখখানি কার পড়ে মনে॥
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি,
কে জানে গো কাহার হাসি,
দুটি ফোঁটা নয়ন-সলিল,
রেখে যায় এই নয়ন-কোণে॥
কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী,
দূরে বাজায় অলস বাঁশী,
মনে হয় কার মনের বেদন,
কেঁদে বেড়ায় বাঁশীর গানে।
সারা দিন গাঁথি গান, কারে চাহে গাহে প্রাণ,
তরু তলের ছায়ার মতন,
বসে আছি ফুলবনে॥

মিশ্র-বারোঁয়া—আড়খেমটা।

তুমি কোন্ কাননের ফুল,
তুমি কোন্ গগনের তারা!
তোমায় কোথায় দেখেছি,
যেন কোন্ স্বপনের পারা॥
কবে তুমি গিয়েছিলে,
আঁখির পানে চেয়েছিলে, ভুলে গিয়েছি
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে,ঐ নয়নের তারা।
তুমি কথা কোয়ো না, তুমি, চেয়ে চলে যাও,
এই চাঁদের আলোতে, তুমি হেসে চলে যাও;
আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে,
চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে,
তোমার আঁখির মতন দুটি তারা;
ঢালুক কিরণ-ধারা॥

মিশ্রখাম্বাজ—একতালা।

ওই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা।
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে,
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা॥
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়,
তার কাণে কাণে কি যে কহে যায়,
তাই আধ শুয়ে আধ বসিয়ে,
ভাবিতেছে কত কথা।

চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়,
উড়ে উড়ে যায় পাখী,
সারাদিন ধ'রে বকুলের ফুল,
ঝরে প'ড়ে থাকি থাকি।
মধুর আলস মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি;
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে,
বাজিছে মধুর বাঁশীটি॥

কালাংড়া—খেমটা।

ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে,
কেন সে দেখা দিল।
মধু অধরের মধুর হাসি, প্রাণে কেন বরষিল॥
দাঁড়িয়ে ছিলেম পথের ধারে,
সহসা দেখিলেম তারে,
নয়ন দুটী তুলে কেন, মুখের পানে চেয়ে গেল॥

ভৈরবী—খেমটা।

শুনলো শুনলো বালিকা।
রাখ কুসুম মালিকা॥
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র না হেরে
দুলই কুসুমমঞ্জরী ভ্রমর ফিরই গুঞ্জরি,
অলস যমুনা বহয়ি যায় ললিত গীত গাহিরে।
শশি-সনাথ যামিনী, বিরহ-বিধুর কামিনী,
কুসুমহার ভইল ভার হৃদয় তার দাহিছে।
অধর উঠই কাঁপিয়া, সখি-করে কর আপিয়া,
কুঞ্জভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে॥
মৃদু সমীর সঞ্চলে হরযি শিথিল অঞ্চলে,
বালি হৃদয় চঞ্চলে কাননপথ চাহিরে।
কুঞ্জপানে হেরিয়া, অশ্রুবারি ডারিয়া,
ভানু গায় শূন্যকুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহিরে॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাস লোক লাজে, সজনি আও আওলো।
পিনহ চারু নীল বাস, হৃদয়ে প্রণয়-কুসুম রাশ
হরিণ-নেত্রে বিমল হাস, কুঞ্জ বনমে আওলো॥

ঢালে কুঙ্কুম সুরভ-ভার, ঢালে বিহগ সুরব-সার,
ঢালে ইন্দু অমৃতধার, বিমল রজত ভাতিরে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে, অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে বকুল যূথি জাতিরে॥
দেখলো সখি শ্যামরায়, নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃতসদন চন্দ্রমায় নিন্দিছে।
আও আও সজনি-বৃন্দ, হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ, ভানুসিংহ বন্দিছে॥

গৌড় সারং—একতালা।

আয়রে আয়রে সাঁঝের বা,লতাটিরে দুলিয়ে যা।
ফুলের গন্ধ দেব তোরে,
আঁচলটি তোর ভোরে ভোরে।
আয়রে আয়রে মধুকর, ডানা দিয়ে বাতাস কর,
ভোরের বেলা গুন্-গুনিয়ে,
ফুলের মধু যাবি নিয়ে।
আয়রে চাঁদের আলো আয়,
হাত বুলিয়ে দেরে গায়॥
পাতার কোলে মাথা থুয়ে,
ঘুমিয়ে পড়বি শুয়ে শুয়ে।
পাখীরে, তুই কোস্‌নে কথা
ঐ যে ঘুমিয়ে প'ল লতা॥

মিশ্র-সিন্ধু—একতালা।

ঐ বুঝি বাঁশী বাজে, বনমাঝে, কি মনমাঝে,
বসন্ত বায় বহিছে কোথায় কোথায় ফুটেছে ফুল।
বল গো সজনি, এ সুখ রজনী,
কোন্‌খানে উদিয়াছে, বনমাঝে কি মনমাঝে,
যাব কি যাবনা মিছে এ ভাবনা
মিছে মরি লোকলাজে।
জানে কোথা সে বিরহ-হুতাশে
ফিরে অভিসার-সাজে,
বনমাঝে কি মনমাঝে॥

গৌরী—কাওয়ালী।

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি।
তুমি অবসর মত বাসিয়ো!
আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো॥

আমি সারানিশি তোমা লাগিয়া
রব বিরহ-শয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো॥
তুমি চিরদিন মধুপবনে,
চির বিকশিত বন-ভবনে,
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখ-স্রোতে ভাসিয়ো।
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি,
মোর স্মৃতি মন হ'তে নাশিয়ো॥

বেহাগ—একতালা।

শুধু যাওয়া আসা,
শুধু স্রোতে ভাসা।
শুধু আলো আঁধারে কাঁদা হাসা।
শুধু দেখা পাওয়া শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চলে যায়
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা॥
অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙ্গা বল,
প্রাণপণে কাজে পায় ভাঙ্গা ফল,
ভাঙ্গা তরী ধ'রে ভাসে পারাবারে,
ভাব কেঁদে মরে ভাঙ্গা ভাষা।
হৃদয়ে হৃদয়ে আধ পরিচয়,
আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,
লাজে ভয়ে ত্রাসে আধ বিশ্বাসে,
শুধু আধখানি ভালবাসা॥

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

আজ তোমারে দেখ্‌তে এলেম
অনেক দিনের পরে।
ভয় নাইক সুখে থাক, অধিক ক্ষণ থাকব নাক,
আসিয়াছি দু'দণ্ডের তরে।
দেখবো শুধু মুখখানি, শুন্‌বো দুটি মধুর বাণী,
আড়াল থেকে হাসি দেখে, চলে যাব দেশান্তরে॥

রামপ্রসাদীসুর।

আমিই শুধু রইনু বাকি।
যা ছিল তা গেল চলে,
রৈল যা' তা' কেবল ফাঁকি॥
আমার ব'লে ছিল যারা,
আর ত তারা দেয় না সাড়া,
কোথায় তারা কোথায় তারা
কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি।
বল্ দেখি মা শুধাই তোরে,
আমার কিছু রাখ্লি নেরে,
আমি কেবল আমায় নিয়ে,
কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি॥

ললিত—একতালা।

যেতে হবে আর দেরি নাই।
পিছিয়ে পড়ে রবি কত,
সঙ্গীরা যে গেল সবাই॥
আয়রে ভবের খেলা সেরে,
আঁধার করে এসেছেরে,
পিছন ফিরে বারে বারে,
কাহার পানে চাহিস্‌রে ভাই।
খেল্‌তে এলো ভবের নাটে,
নূতন লোকে নূতন খেলা।
হেতা হতে আয় রে সরে,
নইলে তোরে মারবে ঢেলা।
নামিয়ে দেরে প্রাণের বোঝা
আরেক দেশে চলরে সোজা,
নূতন করে বাঁধবি বাসা,
নূতন খেলা খেল্‌বি সে ঠাঁই॥

খট্—ঝাঁপতাল।

আমায় যাবার সময় হল,
আমায় কেন রাখিস্ ধরে।
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে,
বাঁধিস্‌নে আর মায়া-ডোরে॥
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি,
ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটি,
নাম ধরে আর ডাকিসনে ভাই,
যেতে হবে ত্বরা করে॥

ইমনকল্যাণ—একতালা।

পথহারা তুমি পথিক যেন গো,
সুখের কাননে ওগো যাও কোথা যাও।
সুখে ঢলঢল বিবশ বিভল পাগল,
নয়নে ওগো চাও কারে চাও॥
কোথা চলে গেছে উদাস হৃদয়,
কোথা পড়ে আছে ধরণী;
মায়ার তরণী বহিয়া যেন গো,
মায়াপুরী পানে ধাও।
কোন্ মায়াপুরী পানে ধাও॥

মিশ্র—আড়াঠেকা।

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে—
অতি ধীরে গাও গো।
ঘুম-ঘোরময় গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো॥
নিশার কুহক বলে, নীরবতা সিন্ধুতলে,
মগ্ন হয়ে ঘুমাইছে বিশ্ব চরাচর;
প্রশান্তসাগরে হেন তরঙ্গ না তুলে যেন,
অধীর উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের স্বর;
তটিনী কি শান্ত আছে, ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,
বাতাসের মৃদু হস্ত পরশে এমনি।
ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে, তটের চরণ চুমে,
সে চুম্বন-ধ্বনি শুনে চমকে আপনি॥
তাই বলি অতি ধীরে—গাও গো
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো॥

ঝিঝিট-সিন্ধু—কাওয়ালী

সমুখেতে বহিছে তটিনী,
দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া।
বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া।
সাঁঝের অধর হতে, ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া॥

দিবস বিদায় চাহে, যমুনা বিলাপ গাহে,
সায়াহ্নেরি রাঙ্গা পায়ে,
কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া ॥
এস বঁধু তোমায় ডাকি, দোঁহে হেথা বসে থাকি,
আকাশের পানে চেয়ে, জলদের খেলা দেখি,
আঁখি পরে তারাগুলি,
একে একে উঠিবে ফুটিয়া ॥

বেহাগ—খেমটা।

মেঘেরা চলে চলে যায়,
চাঁদেরে ডেকে আয় আয়।
ঘুম ঘোরে বলে চাঁদ, কোথায় কোথায়।
না জানি কোথা চলিয়াছে,
কি জানি কি যে সেথা আছে,
আকাশের মাঝে চাঁদ চারিদিকে চায় ॥
সুদূরে অতি অতিদূরে, বুঝিরে কোন সুরপুরে,
তারাগুলি ঘিরে বসে বাঁশরী বাজায়।
মেঘেরা তাই হেসে হেসে
আকাশে চলে ভেসে ভেসে,
লুকিয়ে চাঁদের হাসি চুরি ক'রে যায় ॥

গৌড়সারং—যৎ।

হৃদয় মোর কোমল অতি
সহিতে নারে রবির জ্যোতি
লাগিলে আলো সরমে ভয়ে মরিয়া যায় মরমে।
ভ্রমর মোর বসিলে পাশে
তরাসে আঁখি মুদিয়া আসে,
ভূতলে ঝ'রে পড়িতে চাহি
আকুল হয়ে সরমে ॥
কোমল দেহে লাগিলে বায়
পাপড়ি মোর খসিয়া যায়,
পাতার মাঝে ঢাকিয়া দেহ
রয়েছি তাই লুকায়ে।
আঁধার বনে রূপের হাসি
ঢালিব সদা সুরভিরাশি,
আঁধার এই বনের কোলে
মরিব শেষে শুকায়ে ॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

চরাচর সকলি মিছে মায়া, ছলনা।
কিছুতেই ভুলিনে আর, আর আর নারে,
মিছে ধূলিরাশি লয়ে কি হবে ॥
সকলি আমি জেনেছি,
সবি শূন্য শূন্য শূন্য ছায়া, সবি ছলনা।
দিন রাত যার লাগি সুখ দুখ না করিনু জ্ঞান,
পরাণ মন সকলি দিয়েছি,
তা হতেরে কিবা পেনু, কিছু না সবই ছলনা ॥

পিলু—যৎ।

গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে,মধুপ হোতা যাস্‌নে।
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে, কাঁটার ঘা খাস্‌নে ॥
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা,
শেফালী হেথা ফুটিয়ে।
ওদের কাছে মনের ব্যথা বল্‌রে মুখ ফুটিয়ে।
ভ্রমর কহে হোথায় বেলা,কোথাহ আছে নলিনী।
ওদের কাছে বলিব নাকো আজিও যাহা বলিনি ॥
মরমে যাহা গোপন আছে
গোলাপে তাহা বলিব।
বলিতে যদি জ্বলিতে হয় কাটারি ঘায়ে জ্বলিব ॥

কেদারা—একতালা।

যোগি হে, কে তুমি হৃদি-আসনে।
বিভূতি-ভূষিত শুভ্রদেহ, নাচিছ দিক-বসনে ॥
মহা-আনন্দে পুলক কায়,
গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
ভালে শিশুশশী হাসিয়া চায়,
জটাজূট-ছায় গগনে ॥

সিন্ধু—একতালা।

বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই।
বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন, কুসুমে সাজিল ওই ॥
বাঁশরী বাজাতে চাহি, বাঁশরী বাজিল কই।
বিকচ বকুল ফুল, দেখে যে হতেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল, গুঞ্জরে কোথায়।

এ নহে কি বৃন্দাবন, কোথা সেই চন্দ্রানন,
ওই কি নূপুর-ধ্বনি বনপথে শুনা যায়॥
একা আছি বনে বসি, পীতধড়া পড়ে খসি,
সোঙরি সে মুখশশী পরাণ মজিল সই।
বাঁশরী বাজাতে চাহি, বাঁশরী বাজিল কই॥
একবার রাধে রাধে, ডাক্ বাঁশী মনসাধে,
আজি এ মধুর চাঁদে, মধুর যামিনী তায়।
কোথা সে বিধুরা বালা, মলিন মালতী-মালা,
হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা, এ নিশি পোহায় হায়॥
কবি যে হ'ল আকুল, এ কি রে বিধির ভুল,
থুমরায় কেন ফুল, ফুটেছে আজি লো সই।
বাঁশরী বাজাতে গিয়ে, বাঁশরী বাজিল কই॥

বেহাগ-খেমটা।

ও কেন চুরি ক'রে চায়।
লুকোতে গিয়ে হাসি, হেসে পলায়॥
বনপথে ফুলের মেলা, হেলে দুলে করে খেলা,
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায়।
কি যেন গানের মত বেজেছে কাণের কাছে,
যেন তার প্রাণের কথা,
আধেকখানি শোনা গেছে।
পথেতে যেতে চলে, মালাটি গেছে ফেলে—
পরাণের আশাগুলি গাঁথা যেন তায়॥

আলেয়া—ঝাঁপতাল।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথহারা,
যেথা আমি যাইনাক, তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়নজলে ঢাল গো কিরণধারা॥
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূল কিনারা।
কখন বিপদে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি,
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা॥

গুজরাটী ভজন—একতালা।

কোথা আছ প্রভু, এসেছি দীনহীন,
আলয় নাহিক মোর অসীম সংসারে।
অতি দূরে দূরে ভ্রমিছি আমি হে,
প্রভু প্রভু ব'লে ডাকি কাতরে।
সাড়া কি দিবে না, দীনে কি চাবেনা,
রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে।
পথ যে জানিনে, রজনী আসিছে,
একেলা আমি যে এ বন মাঝারে॥
জগত জননী, লহ' লহ' কোলে,
বিরাম মাগিছে শ্রান্ত শিশু এ।
পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি,
জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে॥
ত্যজি সে তোমারে, গেছিল চলিয়ে,
কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে।
আর সে যাবে না, রহিবে সাথ সাথ,
ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে॥
এস তবে প্রভু, স্নেহ নয়নে,
এ মুখ পানে চাও ঘুচিবে যাতনা॥
পাইব নব বল, মুছিব অশ্রুজল
চরণ ধরিয়ে পুরিবে কামনা॥

বেহাগ—একতালা।

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি,
দিবস কাটে বৃথায় হে।
আমি যেতে চাই তব পথ পানে
কত বাধা পায় পায় হে॥
চারি দিকে হের ঘিরেছে কা'রা
শত বাঁধনে জড়ায় হে।
আমি ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেনগো
ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে।
দাও ভেঙ্গে দাও এ ভবের সুখ,
কাজ নাই এ খেলায় হে॥
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মত
বেলা বহে তত যায় হে॥
হান তব বাজ হৃদয়-গহনে
দুখানল জ্বাল' তায় হে।
নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে
সে জল দাও মুছায়ে হে॥
শূন্য করে দাও হৃদয় আমার
আসন পাত সেথায় হে।

তুমি এস এস নাথ হ'য়ে বস
ভুলো না আর আমায় হে ॥

ললিত—আড়াঠেকা।

চলিয়াছি গৃহপানে, খেলাধূলা অবসান।
ডেকে লও, ডেকে লও, বড় শ্রান্ত মন প্রাণ ॥
ধূলায় মলিন বাস, আঁধারে পেয়েছি ত্রাস,
মিটাতে প্রাণের তৃষা বিষাদ করেছি পান।
খেলিতে সংসারের খেলা, কাতরে কেঁদেছি হায়,
হারায়ে আশার ধন, অশ্রুবারি ব'হে যায়;
ধূলাঘর গড়ি যত, ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে তত
চলেছি নিরাশ মনে, সান্ত্বনা কর গো দান ॥

ভজন—ছেপকা।

তোমারেই প্রাণের আশা কহিব।
সুখে দুখে শোকে আঁধারে আলোকে
চরণে চাহিয়া রহিব ॥
কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে
তুমিই জান তা প্রভুগো।
তোমারি আদেশে রহিব এ দেশে
সুখ দুখ যাহা দিবে সহিব।
যদি বনে কভু পথ হারাই প্রভু
তোমারি নাম লয়ে ডাকিব ॥
বড়ই প্রাণ যবে আকুল হইবে চরণ হৃদয়ে লইব
তোমা'র জগতে প্রেম বিলাইব
তোমারি কার্য্য যা সাধিব।
শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিয়ো কোলে
বিরাম আর কোথা পাইব ॥

বড়-হংস-সারঙ্গ—চৌতাল।

(তাঁহারে) আরতি করে চন্দ্র তপন,
দেবমানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব-শরণ তাঁর জগত-মন্দিরে ॥
অনাদি কাল অনন্ত গগন,
সেই অসীম মহিমা মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ নন্দ নন্দ রে।
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি,
পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ কত গীত কত ছন্দ রে।
বিহগগীত গগন ছায়, জলদগায় জলধি গায়,
মহা পবন হরষে ধায়, গাহে গিরিকন্দরে।
কত কত শত ভকত-প্রাণ
হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান,
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম
ছুটিছে মোহ-বন্ধ রে ॥

কাফি—একতালা।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,
চিরদিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে
তোমারে দেখিতে দেয় না ॥
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে
তোমায় যবে পাই দেখিতে।
হারাই হারাই সদা ভয় হয়
হারাইয়া ফেলি চকিতে ॥
কি করিলে বল পাইব তোমারে
রাখিব আঁখিতে আঁখিতে,
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে ॥
আর কারো পানে চাহিব না আর
করিব হে আমি প্রাণপণ।
তুমি যদি বল এখনি করিব
বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন ॥

ইমন-ভূপালী—একতালা।

তোমার কথা হেথা কেহ ত বলে না
করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল ॥
আপনি কেটেছে আপনার মূল,
না জানে সাঁতার নাহি পায় কূল।
স্রোতে যায় ভেসে ডোবে বুঝি শেষে
করে দিবানিশি টলমল ॥
আমি কোথা যাব কাহারে শুধাব,
নিয়ে যায় সবে টানিয়া,
একলা আমারে ফেলে যাবে শেষে
অকূল পাথারে আনিয়া ॥

সুহৃদের তরে চাই চারিধারে,
আঁখি করিতেছে ছলছল্।
আপনার ভারে মরি যে আপনি
কাঁপিছে হৃদয় হীনবল॥

মিশ্র—ঝাঁপতাল।

হাতে লয়ে দীপ অগণন চরাচর কার সিংহাসন
নীরবে করিছে প্রদক্ষিণ।
চারিদিকে কোটি কোটি লোক,
লয়ে নিজ সুখ দুঃখ শোক,
চরণে চাহিয়া চিরদিন॥
সূর্য্য তাঁরে কহে অনিবার
"মুখ পানে চাহ একবার,
ধরণীরে আলো দিব আমি।"
চন্দ্র কহিতেছে গান গেয়ে,
"হাস প্রভু মোর পানে চেয়ে,
জ্যোৎস্নাসুধা বিতরিব স্বামি॥"
মেঘ গাহে চরণে তাঁহার,
"দেহ প্রভু করুণা তোমার,
ছায়া দিব, দিব বৃষ্টি জল।"
বসন্ত গাহিছে অনুক্ষণ
"কহ তুমি আশ্বাস-বচন
শুষ্ক শাখে দিব ফুল ফল॥"
করযোড়ে কহে নর নারী,
"হৃদয়ে দেহ গো প্রেমবারি,
জগতে বিলাব ভালবাসা।"
"পুরাও পুরাও মনস্কাম"—
কাহারে ডাকিছে অবিশ্রাম
জগতের ভাষাহীন ভাষা॥

যোগিয়া বিভাষ—একতালা।

নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে
হৃদয়ে রয়েছ গোপনে॥
বাসনার বশে মন অবিরত,
ধায় দশদিগে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত
জাগিছে শয়নে স্বপনে।
সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তার আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ,
সেও আছে তব ভবনে॥
তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর,
সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,
কাল-পারাবার করিতেছ পার,
কেহ নাহি জানে কেমনে।
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি,
তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি,
যত জানি তত জানিনে।
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর,
লোক-লোকান্তরে যুগ-যুগান্তর,
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই,
কোন বাধা নাই ভুবনে॥

যোগিয়া—কাওয়ালী।

নিশি দিন চাহরে তাঁর পানে।
বিকশিবে প্রাণ তাঁরগুণ গানে॥
হেররে অন্তরে সে মুখ সুন্দর,
ভোল দুখ তাঁর প্রেম-মধু পানে॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আর কেন, আর কেন।
দলিত কুসুমে বহে বসন্ত সমীরণ॥
ফুরায়ে গিয়েছে বেলা, এখন এ মিছে খেলা,
নিশান্তে মলিন দীপ কেন জ্বলে অকারণ।
অশ্রু যবে ফুরায়েছে তখন মুছাতে এলে;
অশ্রুভরা হাসিভরা নবীন নয়ন ফেলে;
এই লও, এই ধর, এ মালা তোমরা পর,
এ খেলা তোমরা খেল, সুখে থাক অনুক্ষণ॥

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

কেন এলি রে, ভালবাসিলি, ভালবাসা পেলিনে।
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেলি নে॥

সংসার কঠিন বড় কারেও সে ডাকে না ;
কারেও সে ধ'রে রাখে না।
যে থাকে সে থাকে আর যে যায় সে যায় ;
কারও তরে ফিরেও না চায়।
হায় হায় হায় এ সংসারে যদি না পূরিল,
আজন্মের প্রাণের বাসনা ॥
চলে যাও ম্লানমুখে ধীরে ধীরে ফিরে যাও,
থেকে যেতে কেহ বলিবে না।
তোমার ব্যথা, তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে,
আর ত কেহ অশ্রু ফেলিবে না ॥

ভৈরবী—একতালা।

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন,
আকুল নয়ন রে।
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে
কুসুম-চয়ন রে ॥
কত, শারদ যামিনী হইবে বিফল
বসন্ত যাবে চলিয়া।
কত, উদিবে তপন আশার স্বপন
প্রভাতে যাইবে ছলিয়া ॥
এই, যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া,
মরিব কাঁদিয়া রে।
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব,
সাধ্য-সাধিধিয়া রে ॥
আমি, কার পথ চাহি এ জনম বাহি,
কার দরশন যাচি রে।
যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া,
তাই আমি ব'সে আছি রে ॥
তাই, মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়,
নীলবাসে তনু ঢাকিয়া।
তাই, বিজন আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে,
একেলা রয়েছি জাগিয়া ॥
ওগো, তাই কত নিশি চাঁদ ওঠে হাসি,
তাই কেঁদে যায় প্রভাতে।
ওগো, তাই ফুল-বনে মধু-সমীরণে,
ফুটে ফুল কত শোভাতে ॥
ওই বাঁশী-স্বর তার আসে বারে বার,
সেই শুধু কেন আসে না।
এই হৃদয়-আসন শূন্য পড়ে থাকে,
কেঁদে মরে শুধু বাসনা ॥
মিছে পরশিয়া কায় বায়ু বহে যায়,
বহে যমুনার লহরী।
কেন কুহু কুহু পিক কুহরিয়া ওঠে,
যামিনী যে উঠে শিহরি ॥
ওগো, যদি নিশি-শেষে আসে হেসে হেসে
মোর হাসি আর রবে কি ॥
এই জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন,
আমারে হেরিয়া কবে কি ॥
আমি, সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা,
প্রভাতে চরণে ঝরিব।
ওগো, আছে সুশীতল, যমুনার জল
দেখে তারে আমি মরিব ॥

বেহাগ—কেরতা।

মধুর মিলন।
হাসিতে মিলেছে হাসি নয়নে নয়ন ॥
মরমর মৃদুবাণী মর-মর মরমে,
কপোলে মিলায় হাসি সুমধুর সরমে,
নয়নে স্বপন ॥
তারাগুলি চেয়ে আছে, কুসুম গাছে গাছে,
বাতাস চুপি চুপি ফিরিছে, কাছে কাছে,
মালাগুলি গেঁথে নিয়ে, আড়ালে লুকাইয়ে,
সখীরা নেহারিব দোঁহার আনন।
হেসে আকুল হ'ল বকুলকানন (আমরি মরি)।

খাম্বাজ—ঝাপতাল।

ঐ আঁখিরে, ফিরে ফিরে চেওনা,
ফিরে যাও, কি আর রেখেছ বাকিরে,
মরমে কেটেছ সিঁধ নয়নের কেড়েছ নিদ,
কি সুখে পরাণ আর রাখিরে ॥

বিভাষ—একতালা।

বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে।
বনফুলের বিনোদ-মালা দেব গলে ॥
সিংহাসনে বসাইতে, হৃদয়খানি দেব পেতে,
অভিষেক করব তোমায় আঁখিজলে ॥

মিশ্র ইমন—কাওয়ালী।

এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি,
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেচি।
শুনেছি মুরতি কালো, তারে না দেখাই ভালো,
সখি, বল, আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি।
শুধু স্বপনে এসেছিল সে,
নয়ন-কোণে হেসেছিল সে,
সে অবধি, সই, ভয়ে ভয়ে রই,
আঁখি মেলিতে ভেবে সারা হই।
কানন-পথে যে খুসি সে যায়,
কদমতলে যে খুসি সে চায়,
সখি, বল, আমি আঁখি
তুলে কারো পানে চাবকি॥

মিশ্র—কাওয়ালী।

ওগো, তোরা কে যাবি পারে।
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী-কিনারে॥
ওপারেতে উপবনে কত খেলা কতজনে,
এ পারে'তে ধূ ধূ মরু বারি বিনা রে।
এইবেলা বেলা আছে আয় কে যাবি;
মিছে কেন কাটে কাল কত কি ভাবি।
সূর্য্য পাটে যাবে নেমে, সুখে ভাস যাবে থেমে,
খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে, সন্ধ্যা-আঁধারে॥

মিশ্র—একতাল।

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলে।
যদি পুরাতন প্রেমঢাকা পড়ে যায় নব প্রেমজালে
যদি থাকি কাছাকাছি দেখিতে না পাও,
ছায়ার মতন আছি না আছি।
তবু মনে রেখো।
যদি জল আসো আঁখি পাতে,
একদিন যদি খেলা থেমে যায় মথুরাতে,
এক দিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ-প্রাতে।
তবু মনে রেখো, যদি পড়িয়া মনে,
ছল ছল জল নাই
দেখা দেয় নয়নকোণে, তবু মনে রেখো॥

কানাড়া—কাওয়ালী।

আমার পরাণ ল'য়ে কি খেলা খেলাবে,
গো পরাণ-প্রিয়।
কোথা হতে ভেসে কূলে লেগেছে চরণ-মূলে,
তুলে দেখিয়ো।
এ নহে গো তৃণদল ভেসে-আসা ফুল ফল,
এ যে ব্যথাতুরা মন, মনে রাখিয়ো।
কেন আসে কেন যায় কেহ না জানে,
কেবা আসে কার পাশে কিসের টানে;
রাখ যদি ভালবেসে চিরপ্রাণ পাইবে সে,
ফেলে যদি যাও তবে বাঁচিবে কি ও॥

ইমন কল্যাণ—ঝাঁপতাল।

বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ।
সকলি যে স্বপ্ন ব'লে হ'তেছে বিশ্বাস।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে, সেথায় ত সোহাগ মিলে,
এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ।
এখনো ত নিশিশেষে উঠেনিকো শুখতারা।
এখনো ত রাধিকার শুকায়নি অশ্রুধারা॥
সেথাকার কুঞ্জগৃহে পুষ্প ঝরে গেল কি হে,
চকোর হে সেই চন্দ্রমুখে ফুরায়ে কি গেল হাস॥

গৌড়সারং—যৎ।

আঁধার শাখা উজল করি,
হরিত পাতা ঘোমটা পরি,
বিজন বনে মালতী বালা আছিস্ কেন ফুটিয়া॥
শোনাতে তোরে মনের ব্যথা,
শুনিতে তোর মনের কথা,
পাগল হ'য়ে মধুপ কভু আসে না হেথা ছুটিয়া॥
মলয় তব প্রণয় আশে,
ভ্রমে না হেথা আকুল শ্বাসে,
পায় না চাঁদ দেখিতে তোর সরমে মাখা মুখানি।
শিয়রে তোর বসিয়া থাকি,
মধুর স্বরে বনের পাখী,
লভিয়া তোর সুরভি শ্বাস যায় না তোরে বাখানি

হাম্বীর—কাওয়ালী।

হোলনা লো হোলনা সই।
(হায়) মরমে মরমে লুকান' রহিল, বলা হ'লনা,
বলি বলি বলি তারে কত মনে করিনু হ'লনা লো
হ'লনা সই।
না কিছু কহিল, চাহিয়া রহিল,
গেল সে চলিয়া, আর সে ফিরিল না,
ফিরাব ফিরাব ব'লে কত মনে করিনু
হ'লনা লো হ'লনা সই॥

মিশ্র-ঝিঝিট—কাওয়ালী।

সখাহে, কি দিয়ে আমি তুষিব তোমায়?
জর জর হৃদয় আমার মর্ম্ম বেদনায়॥
দিবানিশি অশ্রু ঝরিছে সেথায়।
তোমার মুখে সুখের হাসি আমি ভালবাসি,
অভাগিনীর কাছে পাছে সে হাসি লুকায়॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

মনে র'য়ে গেল মনের কথা।
শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা॥
মনে করি দুটি কথা বলে যাই,
কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই,
সে যদি চাহে মরি যে তাহে,
কেন মুদে আসে আঁখির পাতা।
ম্লান মুখে সখি সে যে চলে যায়,
ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়,
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল,
ধূলায় লুটাইল হৃদয়-লতা॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কত দিন এক সাথে ছিনু ঘুমঘোরে।
তবু জানিতাম নাকো ভাল বাসি তোরে॥
মনে আছে ছেলে-বেলা কত যে খেলেছি খেলা,
কুসুম তুলেছি কত দুইটী আঁচল ভোরে।
ছিনু সুখে যত দিন, দুজনে বিরহ হীন,
তখন কি জানিতাম ভালবাসি তোরে॥
অবশেষে এ কপাল ভাঙ্গিল যখন,
ছেলে-বেলাকার, যত ফুরাল স্বপন,
লইয়া দলিত মন হইনু প্রবাসী,
তখন জানিনু সখি, কত ভালবাসি॥

টোড়ি—ঝাঁপতাল।

কাছে তার যাই যদি, কত যেন পায় নিধি,
তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে ফুটে না।
কখন বা মৃদু হেসে, আদর করিতে এসে,
সহসা সরমে বাধে মন উঠে উঠে না॥
রোষের ছলনা করি, দূরে যাই, চাই ফিরি,
চরণ বারণ তরে উঠে উঠে উঠে না।
কাতর নিশ্বাস ফেলি, আকুল নয়ন মেলি,
চাহি থাকে, লাজ-বাঁধ তবু টুটে টুটে না॥
যখন ঘুমায়ে থাকি, মুখ পানে মেলি আঁখি,
চাহি থাকেদেখি দেখি সাধ যেন মিটে না,
সহসা উঠিলে জাগি, তখন কিসের লাগি,
সরমেতে মরে গিয়ে কথা যেন ফুটে না।
লাজময়ি, তোর চেয়ে, দেখিনি লাজুক মেয়ে,
প্রেম-বরিষার স্রোতে লাজ তবু টুটে না॥

খট—একতালা।

বলিগো সজনি,
যেওনা যেওনা, তার কাছে আর যেওনা যেওনা।
সুখে সে র'য়েছে সুখে সে থাকুক,
মোর কথা তারে বোলনা বোলনা॥
আমারে যখন ভাল সে না বাসে,
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে,
কাজ কি, কাজ কি, কাজ কি সজনি,
মোর তরে তারে দিও না বেদনা॥

জয়জয়ন্তী—একতালা।

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ,
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ,
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাইবে গান।
যদিও এ বাহু অক্ষম,
দুর্ব্বল তোমারি কার্য্য সাধিবে,
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন,
তোমারি পাপ নাশিবে।

যদিও হে দেবি, শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবে না—
তবুও গো মাতা পারি তা ঢালিতে,
একতিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে,
নিভাতে তোমার যাতনা।
যদিও জননি, যদিও আমার
এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কি জানি যদি মা একটী সন্তান
জাগি ওঠে শুনি এ বীণা-তান॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।

আমায়, বোলো না, গাহিতে বোলো না।
এ কি, শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা।
আমায়, বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে, বুকফাটা দুখে, গুমরিছে বুকে,
গভীর মরম-বেদনা।
একি, শুধু মিছে কথা ছলনা।
আমায়, বলো না গাহিতে বোলো না॥
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা ক'য়ে মিছে যশ ল'য়ে,
মিছে কাজে নিশি যাপনা।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে,
সকল প্রাণের কামনা॥
এ কি, শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা।
আমায়, বোলো না গাহিতে বোলো না॥

গৌড় মল্লার—একতালা।

ঢাকো রে মুখচন্দ্রমা, জলদে।
আঁধারে কাঁদ গো তুমি ধরা।
গা'ছে যদি গাওরে সবে,
গাও রে শত অশনি মহানিনাদে,
ভীষণ প্রলয় সঙ্গীতে জাগাও,
জাগাও জাগাও রে এ ভারতে।
বনবিহঙ্গ তুমি ও সুখ-গীত গেও না
প্রমোদ-মদিরা ঢালি প্রাণে প্রাণে,
মল্লিকা মালিকা এত গাঁথিছে এত হরষে।
ছিঁড়ে ফেল বীণা আজি বিষাদের দিনে॥

বাহার—কাওয়ালী।

অয়ি বিষাদিনী বীণা, আয় সখি,
গা লো সেই সব পুরাণো গান,
বহুদিনকার লুকানো স্বপনে,
ভরিয়া দে না লো আঁধার প্রাণ।
হা রে হত বিধি, মনে পড়ে তোর,
সেই এক দিন ছিল,—আমি আর্য্যলক্ষ্মী,
এই হিমালয়ে এই বিনোদিনী
বীণা করে ল'য়ে যে গান গেয়েছি,
সে গান শুনিয়া—জগৎ চমকি উঠিয়াছিল।
আমি অর্জ্জুনেরে, আমি যুধিষ্ঠিরে
করিয়াছি স্তন দান,
এই কোলে বসি বাল্মীকি কোরেছে
পুণ্য রামায়ণ গান।
আজ অভাগিনী, আজ অনাথিনী
ভয়ে ভয়ে ভয়ে লুকা'য়ে লুকা'য়ে,
নীরবে নীরবে কাঁদি,
পাছে জননীর রোদন শুনিয়া
একটী সন্তান উঠে রে জাগিয়া—
কাঁদিতেও কেহ দেয় না বিধি।
হায় বিধাতা, জানে না তাহারা,
সে দিন গিয়াছে চলি,
যে দিন মুছিতে বিন্দু অশ্রুধারা
কত না করিত সন্তান আমার,
কত না শোণিত দিত রে ঢালি॥

বেহাগ—ঝং।

কেন জাগে না, জাগে না অবশ পরাণ।
নিশিদিন অচেতন ধূলিশয়ান॥
জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান।

জাগিছে তারা নিশীথ আকাশে,
বিহগ গাহে বনে ফুটে ফুলরাশি,
চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি।
তব মাধুরী কেন জাগে প্রাণে না,
কেন হেরি না তব প্রেম বয়ান।
পাই জননীর অযাচিত স্নেহ,
ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ।
কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে,
কেন করি তোমা হতে দূরে প্রয়াণ ॥

জয়জয়ন্তী—ঝাপতাল। *

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি হয় ভব-খণ্ডন তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্তভেরী রে ॥

কর্ণাটী খাম্বাজ—তাল ফেরতা।

আজি শুভ দিনে, পিতার ভবনে,
অমৃতসদনে চল যাই।
চল চল চল ভাই।
না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে,
আনন্দের নিকেতনে চল চল চল ভাই।
মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল,
কি আনন্দ উথলিল; চল চল চল ভাই।
দেবলোকে উঠিয়াছে জয় গান,
গাহ সবে একতান, বল সবে জয় জয় ॥

দেশ—একতালা।

যাদের চাহিয়ে তোমারে ভুলেছি,
তারা তো চাহে না আমারে ॥
তারা আসে তারা চলে যায় দূরে,
ফেলে যায় মরু-মাঝারে।
দুদিনের হাসি দুদিনে ফুরায়
দীপ নিভে যায় আঁধারে।
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন,
ডেকে ডেকে মরি কাহারে ॥
যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই,
আপনার মন ভুলাতে;
শেষে দেখি হায় ভেঙ্গে সব যায়,
ধূলা হয়ে যায় ধূলাতে ॥
সুখের আশায় মরি পিপাসায়,
ডুবে মরি দুঃখপাথারে।
রবি শশী তারা কোথা হয় হারা,
দেখিতে না পাই তোমারে ॥

ধূন—ঠুংরী।

অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ।
তুমি করুণামৃতসিন্ধু কর করুণা-কণা দান ॥
শুষ্ক হৃদয় মম, কঠিন পাষাণ সম,
প্রেম-সলিলধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়নে।
যে তোমারে ডাকে না হে তারে তুমি ডাক ডাক,
তোমা হ'তে দূরে যে যায়, তারে তুমি রাখ রাখ;
তৃষিত যে জন ফিরে, তব সুধা-সাগরতীরে,
জুড়াও তাহারে স্নেহনীরে সুধা করাও হে পান।
তোমায়ে পেয়েছিনু যে, কখন হারানু অবহেলে,
কখন ঘুমাইনু হে, আঁধার হেরি আঁখি মেলে;
বিরহ জানাইব কায়, সান্ত্বনা কে দিবে হায়,
বরষ বরষ চলে যায়।
হেরিনি প্রেম-বয়ান দরশন দাওহে দাওহে দাও
কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ ॥

আশা-ভৈরবী—ঠুংরী।

বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি।
শুষ্ক হৃদয় ল'য়ে আছে দাঁড়াইয়ে,
ঊর্দ্ধ মুখে নরনারী।
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ,
না থাকে শোক পরিতাপ;
হৃদয় বিমল হোক্, প্রাণ সবল হোক্,
বিঘ্ন দাও অপসারি।

* এই গীতটী গুরু নানকের 'গগনময় থাল' নামক গীতের অনুবাদ।

কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান অভিমান ;
বিতর বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে,
জয় জয় হোক্ তোমারি ॥

প্রভাতী—একতালা।

একি অন্ধকার এ ভারতভূমি,
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে।
চারি দিকে চাই নাহি হেরি গতি,
নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি,
আজি এ আঁধারে বিপদ-পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে।
তুমি চাও পিতা ঘুচাও এ দুঃখ,
অভাগা দেশেরে হয়োনা বিমুখ,
নহিলে আঁধারে বিপদ-পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে ॥
দেখ চেয়ে তব সহস্র সন্তান
লাজে নত শির, ভয়ে কম্পমান,
কাঁদিছে সহিছে শত অপমান
লাজ মান আর থাকে না।
হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া,
তোমারেও তাই গিয়াছে ভুলিয়া,
দয়াময় ব'লে আকুল হৃদয়ে
তোমারেও তারা ডাকে না ॥
তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও,
এ হীনতা, পাপ, এ দুঃখ ঘুচাও,
ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও,
নহিলে এ দেশ থাকে না ॥
তুমি যবে ছিলে এ পুণ্য ভবনে,
কি সৌরভ—সুধা বহিত পবনে,
কি আনন্দ গান উঠিত গগনে
কি প্রতিভা জ্যোতি জ্বলিত।
ভারত-অরণ্যে ঋষিদের গান
অনন্ত সদনে করিত প্রয়াণ,
তোমারে চাহিয়া পুণ্যপথ দিয়া
সকলে মিলিয়া চলিত ॥

আজি কি হয়েছে, চাও পিতা চাও,
এ তাপ, এ পাপ, এ দুঃখ ঘুচাও,
মোরা ত রয়েছি তোমারি সন্তান
যদিও হয়েছি পতিত ॥

বাহার—কাওয়ালী।

দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ-গান গাহিয়ে,
নগরে, প্রান্তরে, বনে বনে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে।
পাষাণ-হৃদয় কাঁদে সে কাহিনী শুনিয়ে।
জ্বলিয়া উঠে অযুত প্রাণ,
এক সাথে মিলি এক গান গায়,
নয়নে অনল ভায়,
শূন্য কাঁপে অভ্রভেদী বজ্র নির্ঘোষে,
ভয়ে সবে নীরবে চাহিয়ে ॥
ভাই বন্ধু তোমা বিনা আর মোর কেহ নাই,
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি মোর সকলি।
তোমারি দুঃখে কাঁদিব মাতা,
তোমারি দুখে কাঁদাব,
তোমারি তরে রেখেছি প্রাণ,
তোমারি তরে ত্যজিব,
সকল দুঃখ সহিব সুখে, তোমারি মুখ চাহিয়ে।

মিশ্র-দেশ খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

শোন শোন আমাদের ব্যথা
দেব দেব প্রভু দয়াময়, আমাদের ঝরিছে নয়ন,
আমাদের ফাটিছে হৃদয়।
চিরদিন আঁধার না রয়, রবি উঠে নিশি দূর হয়,
এদেশের মাথার উপরে,
এ নিশীথ হবে না কি ক্ষয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন, চিরদিন ফাটিবে হৃদয়।
মরমে লুকান কত দুখ, ঢাকিয়া রয়েছি ম্লান মুখ,
কাঁদিবার নাই অবসর! কথা নাই শুধু ফাটে বুক।
সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ প্রাণ, দশদিশি বিভীষিকাময়,
হেন হীন দীনহীন দেশে
বুঝি তব হবে না আলয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন, চিরদিন ফাটিবে হৃদয়।
কোন কালে তুলিব কি মাথা!
জাগিবে কি অচেতন প্রাণ।

ভারতের প্রভাত-গগনে উঠিবে কি তব জয় গান,
আশ্বাস-বচন কোন ঠাঁই,
কোন দিন শুনিতে না পাই,
শুনিতে তোমার বাণী তাই,
মোরা সবে রয়েছি চাহিয়া !
বল প্রভু মুছিবে এ আঁখি
চিরদিন ফাটিবে না হিয়া॥

হাম্বীর—তাল-ফেরতা।

আনন্দধ্বনি জাগও গগনে।
কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া
বল উঠ উঠ সঘনে. গভীর নিদ্রা মগনে।
বল তিমির রজনী যায় ওই,
আসে উষা নব জ্যোতির্ম্ময়ী,
নব আনন্দে নব জীবনে,
ফুল্ল কুসুমে মধুর পবনে, বিহগকুলকূজনে॥
হের আশার আলোকে জাগে শুকতারা
উদয়-অচল পথে, কিরণ কিরীটে তরুণ তপন
উঠিছে অরুণ রথে।
চল যাই কা'ছে মানব সমাজে,
চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে!
যায় লাজ ত্রাস অলস বিলাস কুহক মোহ যায়
ঐ দূর হয় শোক সংশয়
দুঃখ স্বপন প্রায়।
ফেল জীর্ণ চীর পর নব সাজ
আরম্ভ কর জীবনের কাজ
সরল সবল আনন্দ মনে, অমল অটল জীবনে।

কাফি—কাওয়ালী।

কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে।
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে॥
এরা তোমায় কিছু দেবে না দেবে না,
মিথ্যা কহে শুধু কত কি ভানে।
তুমি ত দিতেছ মা যা আছে তোমারি
স্বর্ণ শস্য তব জাহ্নবীবারি,
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী,
এরা কি দেবে তোরে, কিছু না কিছু না।
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে!
মনের বেদনা রাখ মা মনে,
নয়ন-বারি নিবার' নয়নে,
মুখ লুকাও মা ধূলি-শয়নে,
ভুলে থাক যত হীন সন্তানে।
শূন্যপানে চেয়ে প্রহর গণি গণি,
দেখ কাটে কি না দীর্ঘ রজনী,
দুঃখ জানায়ে কি হবে জননী,
নির্ম্মম চেতনাহীন পাষাণে॥

দেশ—আড়াঠেকা।

দেখায়ে দে কোথা আছে একটু বিরল।
এই ম্রিয়মাণ মুখে তোমাদের এত সুখে
বল দেখি কোন্ প্রাণে ঢালিব গরল॥
কি না করিয়াছি তব বাড়াতে আমোদ,
কত কষ্টে করেছিনু অশ্রুবারি রোধ।
কিন্তু পারিনে যে সখা যাতনা থাকেনা ঢাকা,
মর্ম্ম হ'তে উছ্বসিয়া উঠে অশ্রুজল।
ব্যথায় পাইয়া ব্যথা যদি গো শুধাতে কথা
অনেক নিভিত তবু এ হৃদি-অনল।
কেবল উপেক্ষা সহি বলগো কেমনে রহি,
কেমনে বাহিরে মুখ হাসিবে কেবল॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

অনন্ত সাগরমাঝে দাও তরি ভাসাইয়া।
গেছে দুখ, গেছে সুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া॥
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দুজনে যাত্রী,
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, দিগ্‌দিক্ হারাইয়া॥
জলধি রয়েছে স্থির, ধূ ধূ করে সিন্ধু তীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শূন্যে মিশাইয়া।
নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মগ্নে যেন সব স্তব্ধ
রজনী আসিছে ধিরে, দুই বাহু প্রসারিয়া

মিশ্র-বাহার—আড়াঠেকা।

গা সখি, গাইলি যদি, আবার সে গান।
কত দিন শুনি নাই ও পুরানো তান॥

কখনো কখনো যবে নীরব নিশীথে,
একেলা রয়েছি বসি চিন্তা-মগ্ন চিতে,—
চমকি উঠিত প্রাণ কে যেন গায় সে গান,
দুই একটি কথা তার পেতেছি শুনিতে!
আন্ তবে বীণা, সপ্তম সুরে বাঁধ তান্।
ঢাল' ঢাল' শশধর, ঢাল' ঢাল' জোছনা!
সমীরণ বহে যা'রে ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি,
উলসিত তটিনী,—
উথলিত গীতরবে খুলে দেরে মন-প্রাণ॥

গৌরী—কাওয়ালী।

আমি, স্বপনে রয়েছি ভোর,
সখি, আমারে জাগায়োনা।
আমার সাধের পাখী—
যারে, নয়নে নয়নে রাখি,
তারি, স্বপনে রয়েছি ভোর;
আমার, স্বপন ভাঙ্গায়ো না।
কাল, ফুটিবে রবির হাসি,
কাল, ছুটিবে তিমিররাশি,
কাল, আসিবে আমার পাখী,
ধীরে, বসিবে আমার পাশ।
ধীরে, গাহিবে সুখের গান,
ধীরে, ডাকিবে আমার নাম,
ধীরে, বয়ান তুলিয়া, নয়ন খুলিয়া,
হাসিবে সুখের হাস।
আমার কপোল ভরে, শিশির পড়িবে ঝরে,
নয়নেতে জল, অধরেতে হাসি,
মরমে রহিব মরে।
তাহারি স্বপনে আজি মুদিয়া রয়েছি আঁখি,
কখন আসিবে প্রাতে আমার সাধের পাখী
কখন জাগাবে মোরে আমার নামটী ডাকি॥

পিলু—খেম্‌টা।

বল্, গোলাপ মোরে বল্, তুই ফুটিবি সখি কবে।
ফুল, ফুটেছে চারি পাশ, চাঁদ হাসিছে সুধা-হাস,
বায়ু ফেলিছে মৃদু শ্বাস, পাখী গাইছে মধুরবে,
তুই ফুটিবি, সখি, কবে।
প্রাতে, পড়েছে শিশির-কণা,
সাঁঝে, বহিছে দখিণা বায়,
কাছে, ফুলবালা সারি সারি,
দূরে, পাতার আড়ালে সাঁঝের তারা
মুখানি দেখিতে চায়।
বায়ু, দূর হতে আসিয়াছে—
যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,
কচি কিশলয়গুলি রয়েছে নয়ন তুলি,
তুই, ফুটিবি সখি কবে!

বাহার—তাল-ফেরতা।

সখি, সাধ করে যাহা দেবে তাই লইব।
আহা মরি মরি সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন।
যদি দাও ফুল শিরে তুলে রাখিব।
দেয় যদি কাঁটা, তাও সহিব।
আহা মরি মরি, সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন।
একবার চাও যদি মধুর নয়ানে,
আঁখি-সুধা পানে, চিরজীবন মাতি রহিব।
যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে,
তাও হৃদয়ে বিঁধায়ে চিরজীবন রহিব।
আহা মরি মরি, সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন॥

মিশ্র-দেশ—একতালা।

সে জন কে সখি বোঝা গেছে।
আমাদের সখি যারে মন প্রাণ সঁপেছে॥
ও সে কে, কে, কে!
ওই যে তরুতলে বিনোদ মালা গলে,
না জানি কোন্ ছলে বসে রয়েচে,সখি কি হবে।
ওকি কাছে আসিবে, কভু কথা কবে,
ওকি প্রেম জানে, ওকি বাঁধন মানে,
ওকি মায়াগুণে মন লয়েছে।
বিহ্বল আঁখি তুলে আঁখি পানে চায়।
যেন কোন্ পথ ভুলে এল কোথায়।

যেন কোন গানের স্বরে শ্রবণ আছে ভরে,
যেন কোন্ চাঁদের আলোয় মগ্ন হয়েচে।
সে জন কে সখি বোঝা গেছে ॥

মিশ্র-মোল্লার—রূপক।

এমন দিনে তারে বলা যায়।
এমন ঘন ঘোর বরিষায় ॥
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে,
তপনহীন ঘন তমসায়,
এমন দিনে মন খোলা যায়।
সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার,
দুজনে মুখোমুখী, গভীর দুখে দুখী,
আকাশে জল ঝরে অনিবার।
জগতে কেহ যেন নাহি আর।
সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব,
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে,
হৃদয় দিয়ে হৃদি-অনুভব,
জগতে মিশে গেছে আর সব।
তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার,
নামাতে পারি যদি মনোভার;
একদা গৃহ-কোণে, শ্রাবণ-বরিষণে,
দু'কথা বলি যদি কাছে তার,
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার।
আছে ত তার পরে বারো মাস,
উঠিবে কত কথা কত হাস,
আসিবে কত লোক, কত না দুখ শোক,
সে কথা কোন্খানে পাবে নাশ,
জগত চলে যাবে বারোমাস ॥
ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়,
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে,
সে কথা আজি যেন বলা যায়।
এমন ঘনঘোর বরিষায় ॥

কীর্ত্তনের সুর—ঝাঁপতাল।

আবার মোরে পাগল করে দিবে কে।
হৃদয় যেন পাষাণ হেন বিরাগভরা বিবেকে ॥
আবার প্রাণে নূতন টানে প্রেমের নদী
পাষাণ হতে উছল স্রোতে বহায় যদি,
আবার দুটি নয়নে লুটি হৃদয় হরে নিবে কে!
আবার মোরে পাগল করে দিবে কে!
আবার কবে ধরণী হবে তরুণা,
কাহার প্রেমে আসিবে নেমে
স্বরগ হতে করুণা;
নিশীথ-নভে শুনিব কবে গভীর গান,
যে দিকে চাব দেখিতে পাব নবীন প্রাণ,
নূতন প্রীতি আনিবে নিতি
কুমারী উষা অরুণা;
আবার কবে ধরণী হবে তরুণা?
অনেক দিন পরাণহীন ধরণী।
বসনাবৃত খাঁচার মত তামসঘনবরণী ॥
নাই সে শাখা, নাই সে পাখা, নাই সে পাতা
নাই সে ছবি, নাই সে রবি, নাই সে গাথা;
জীবন চলে আঁধার জলে আলোকহীন তরণী
অনেক দিন পরাণহীন ধরণী।
পাগল করে দিবে সে মোরে চাহিয়া।
হৃদয়ে এসে মধুর হেসে প্রাণের গান গাহিয়া
আপনা থাকি ভাসিবে আঁখি আকুল নীরে;
ঝরণা সম জগত মম ঝরিবে শিরে।
তাহার বাণী দিবে গো আনি সকল বাণী বাহিয়া
পাগল করে দিবে সে মোরে চাহিয়া ॥

কীর্ত্তনের সুর—রূপক।

খাঁচার পাখী ছিল সোণার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হোল দোঁহে
কি ছিল বিধাতার মনে ॥
বনের পাখী বলে খাঁচার পাখী ভাই
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।
খাঁচার পাখী বলে বনের পাখী আয়,
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।
বনের পাখী বলে—না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।
খাঁচার পাখী বলে হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব।

বনের পাখী গাহে বাহিরে বসি বসি
বনের গান ছিল যত।
খাঁচার পাখী পড়ে শিখানো বুলি তার
দোঁহার ভাষা দুই মত।
বনের পাখী বলে খাঁচার পাখী ভাই
বনের গান গাও দিখি!
খাঁচার পাখী বলে বনের পাখী তুমি
খাঁচার গান লহ শিখি॥
বনের পাখী বলে—না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই!
খাঁচার পাখী বলে—হায়
আমি কেমনে বনগান গাই।
বনের পাখী বলে আকাশ ঘননীল,
কোথাও বাধা নাহি তার।
খাঁচার পাখী বলে খাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারিধার!
বনের পাখী কহে আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।
খাঁচার পাখী কয় নিরালা কোণে বসে
বাঁধিয়া রাখ আপনারে॥
বনের পাখী গাহে—না,
সেথা, কোথায় উড়িবারে পাই।
খাঁচার পাখী কহে, হায়
মেঘে কোথায় বসিবারে ঠাঁই॥
এমনি দুই পাখী দোঁহারে ভালবাসে
তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে
নীরবে চোখে চোখে চায়॥
দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে
বুঝাতে নারে আপনায়।
দুজনে একা একা ঝাপটি মারে পাখা,
কাতরে কহে, কাছে আয়॥
বনের পাখী বলে—না,
কবে খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার।
খাঁচার পাখী বলে—হায়
মোর শকতি নাহি উড়িবার॥

কীর্ত্তনের সুর।
আমারে, কে নিবি ভাই,
সঁপিতে চাই আপনারে।
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে
সঙ্গে তোদের নিয়ে য'ারে॥
তোরা কোন্ রূপের হাটে,
চলেছিস্ ভবের বাটে,
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে,
তোদের ঐ হাসিখুসী দিবানিশি
দেখে মন কেমন করে।
আমার এই বাঁধা টুটে নিয়ে যা' লুটেপুটে,
পড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে।
যেমন ঐ এক নিমেষে বন্যা এসে
ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে॥
এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা,
কে আছে নাম ধ'রে মোর ডাক্‌তে পারে।
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে
চিন্‌তে পারি দেখে তারে॥

সোহিনী—একতালা।
ওগো, দেখি আঁখি তুলে চাও,
তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর।
আমি কি যেন করেছি পান,
কোন্ মদিরারসে ভোর,
আমার চোখে তাই ঘুমঘোর॥
ছি ছি ছি, সখি, ক্ষতি কি,
এ ভবে, কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলা-মন,
কেহ সচেতন, কেহ অচেতন,
কারো বা নয়নে হাসির কিরণ,
কারো বা নয়নে লোর।
আমার চোখে শুধু ঘুম-ঘোর॥
ওগো, কেন গো অচল প্রায়,
হেথা, দাঁড়ায়ে তরু-ছায়।
অবশ হৃদয় ভারে চরণ চলিতে নাহি চায়,
তাই দাঁড়ায়ে তরুছায়।
ছি ছি ছি, সখি, ক্ষতি কি;
এ ভবে, কেহ পড়ে থাকে, কেহ চলে যায়,
কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,

কে বা আপনি স্বাধীন,
কাহারো চরণে পড়েছে ডোর,
কাহারো নয়নে লেগেছে ঘোর॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার।
ঢালিতেছ এত সুখ, ভেঙ্গে গেল, গেল বুক—
যেন এত সুখ হৃদে ধরে না গো আর॥
তোমার চরণে দিনু প্রেম-উপহার,
না যদি চাও গো দিতে প্রতিদান তার,
নাই বা দিলে তা' মোরে,
থাক' হৃদি আলো করে,
হৃদয়ে থাকুক্ জেগে সৌন্দর্য্য তোমার॥

ললিত—খেমটা।

শুন, নলিনী খোলগো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙ্গিল না কি।
দেখ, তোমারি দুয়ার পরে,
সখি এসেছে তোমারি রবি।
শুনি প্রভাতের গাথা মোর,
দেখ ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর,
দেখ জগৎ উঠেছে নয়ন মেলিয়া
নূতন জীবন লভি।
তবে তুমি কি সজনি, জাগিবে না কো
আমি যে তোমারি কবি॥
প্রতিদিন আসি, প্রতিদিন হাসি,
প্রতিদিন গান গাহি,
প্রতিদিন প্রাতে শুনিয়া সে গান
ধীরে ধীরে উঠ চাহি॥
আজিও এসেছি চেয়ে দেখ দেখি,
আর ত রজনী নাহি॥
আজিও এসেছি উঠ উঠ সখি;
আর ত রজনী নাহি।
সখি—শিশিরে মুখানি মাজি,
সখি—লোহিত বসনে সাজি,
দেখ—বিমল সরসী আরসীর পরে
অপরূপ রূপরাশি।
থেকে থেকে ধীরে হেলিয়া পড়িয়া
নিজ মুখ ছায়া আধেক হেরিয়া,
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া সরমের মৃদু হাসি॥

বাহার—ঝাঁপতাল।

গেল গেল নিয়ে গেল এ প্রণয়-স্রোতে।
যাবনা যাবনা করি—ভাসায়ে দিলাম তরী,
উপায় না দেখি আর এ তরঙ্গ হতে॥
দাঁড়াতে পাইনে স্থান, ফিরিতে না পারে প্রাণ,
বায়ুবেগে চলিয়াছি সাগরের পথে।
জানিনুনা শুনিনুনা কিছুনা ভাবিনু,
অন্ধ হোয়ে একেবারে তাহে ঝাঁপ দিনু।
এতদূরে ভেসে এসে, ভ্রম যে বুঝেছি শেষে,
এখন ফিরিতে কেন হয়গো বাসনা॥
আগে ভাগে অভাগিনী কেন ভাবিলি না!
এখন যে দিকে চাই, কুলের উদ্দেশ নাই!
সম্মুখে আসিছে রাত্রি আঁধার ক'রিছে ঘোর।
স্রোত প্রতিকূলে যেতে, বল যে নাই এ চিতে,
শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হোয়েছে হৃদয় মোর॥

ভৈরবী—একতালা।

সোনার পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে আমার
প্রাণের পাখীটি উড়িয়ে যাক্।
সে যে হেথা গান গাহে না,
সে যে মোরে আর চাহে না,
সুদূর কানন হইতে সে যে শুনেছে কাহার ডাক,
পাখীটি উড়িয়ে যাক্।
মুদিত নয়ন খুলিয়ে আমার
সাধের স্বপন যায়রে যায়;
হাসিতে অশ্রুতে গাঁথিয়া গাঁথিয়া,
দিয়েছিনু তার বাহুতে বাঁধিয়া,
আপনার মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ছিঁড়িয়া ফেলেছে হায়রে হায়।
সাধের স্বপন যায়রে যায়॥
যে যায় সে যায় ফিরিয়ে না চায়,
যে থাকে সে শুধু করে হায় হায়,
নয়নের জল নয়নে শুকায়, মরমে লুকায় আশা।

বাঁধিতে পারে না আদরে সোহাগে,
রজনী পোহায়, ঘুম হতে জাগে,
হাসিয়া কাঁদিয়া বিদায় সে মাগে,
আকাশে তাহার বাসা।
যায় যদি তবে যাক্, একবার তবু ডাক্,
কি জানি যদিরে প্রাণ কাঁদে তার—
তবে থাক্ তবে থাক্॥

সিন্ধু-কাফি—আড়াঠেকা।

কেহ কারো মন বুঝে না, কাছে এসে সরে যায়।
সোহাগের হাসিটি কেন চোখের জলে মরে যায়।
বাতাস যখন কেঁদে গেল,
প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না।
সাঁজের বেলায় একাকিনী কেনরে ফুল ঝরে যায়
মুখের পানে চেয়ে দেখ, আঁখিতে মিলাও আখি,
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখনা ঢাকি।
পরাণ ভেঙ্গে মধু দিবি, অশ্রুছাঁকা হাসি হেসে,
বুক ফেটে কথা না বলে, শুকায়ে পড়িবি শেষে।

খট্ ললিত—ঝাঁপতাল।

ওকে কেন কাঁদালি।
এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না,
প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ের হায় হায়।

ললিত—আড়াঠেকা।

তোরা বসে গাঁথিস্ মালা, তারা গলায় পরে।
কখন যে শুকায়ে যায়, ফেলে দেয়রে অনাদরে॥
তোরা সুধা করিস্ দান, তারা শুধু করে পান,
সুধায় অরুচি হলে ফিরেও ত নাহি চায়;
হৃদয়ের পাত্রখানি, ভেঙ্গে দিয়ে চলে যায়।
তোরা কেবল হাসি দিবি তারা কেবল বসে আছে,
চোখের জল দেখিলে তারা আরত রবেনা কাছে!
প্রাণের ব্যথা প্রাণে রেখে
প্রাণের আগুণ প্রাণে ঢেকে,
ও যে কেঁদে চলে যায়—
ওর হাসি মুখ যে আর দেখা যাবে না।
শূন্য প্রাণে চলে গেল, নয়নেতে অশ্রুজল,
এ জনমে আর ফিরে চাবে না।

দুদিনের এ বিদেশে কেন এল ভালবেসে,
কেন নিয়ে গেল প্রাণে বেদনা।
হাসি খেলা ফুরালো রে হাসিব আর কেমনে।
হাসিতে তার কান্নামুখ পড়ে যে মনে।
ডাক্ তারে একবার কঠিন নহে প্রাণ তার,
আর বুঝি তার সাড়া পাবে না॥

ভৈরবী—একতালা।

ফুলটি ঝরে গেছে রে।
বুঝি সে উষার আলো উষার দেশে চলে গেছে।
শুধু সে পাখীটী, মুদিয়ে আঁখিটি,
সারাদিন একলা ব'সে গান গাহিতেছে।
প্রতিদিন দেখ্ত যারে
আর ত তারে দেখ্তে না পায়,
তবু সে নিত্যি আসে গাছের শাখে,
সেইখেনেতেই বসে থাকে,
সারা দিন সেই গানটি গায়,
সন্ধে হলে কোথা চলে যায়॥

ভৈরবী—একতালা।

মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান।
মেঘবরণ তুঝ মেঘ জটাজূট,
রক্ত কমলকর রক্ত অধর-পুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান।
তুহুঁ মম শ্যাম সমান॥
মরণরে শ্যাম তোঁহারই নাম।
চির বিসরল যব্ নিরদয় মাধব
তুহুঁ ন ভইবি মোয় বাম।
আকুল রাধা রিঝ অতি জর জর,
ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝর ঝর,
তুহুঁ মম মাধব, তুহুঁ মম দোসর,
তুহুঁ মম তাপ ঘুচাও, মরণ তু আওরে আ।
ভুজপাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি,
কোর উপর তুঝ রোদই রোদই,
নীদ ভরব সব দেহ।

তুহু নহি বিসরবি, তুহু নহি ছোড়বি,
রাধা-হৃদয় তু কবহু ন তোড়বি,
হিয়-হিয় রাখবি অনুদিন অনুখণ
অতুলন তোঁহার লেহ।
দূর সঙে তুহুঁ বাঁশী বজাওসি,
অনুখণ ডাকসি, অনুখণ ডাকসি,
রাধা রাধা রাধা।
দিবস ফুরাওল অবহুঁ ম যাওব,
বিরহ তাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,
কুঞ্জ-বাট পর অবহুঁ ন ধাওব,
সব কছু টুটইব বাধা॥
গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,
তাড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ-রব,
শাল তাল তরু, সভয় তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর,
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যা'ক পিয়া তুহুঁ কি ভয় তাহারে,
ভয় বাধা সব অভয় মূরতি ধরি,
পন্থ দেখাওব মোর॥
ভানুসিংহ কহে, "ছিয়ে ছিয়ে রাধা
চঞ্চল হৃদয় তোহারি,
মাধব পহু মম, প্রিয় স মরণসে
অব তুহুঁ দেখ বিচারি।"

বাহার—আড়াঠেকা।

এ কি হরষ হেরি কাননে।
পরাণ আকুল, স্বপন বিকসিত,
মোহ-মদিরাময় নয়নে।
ফুলে ফুলে করিছে কোলাকুলি,
বনে বনে বহিছে সমীরণ,
নব পল্লবে হিল্লোল তুলিয়ে,
বসন্ত পরশে বন শিহরে,
কি জানি কোথা পরাণ মন
ধাইছে বসন্ত সমীরণে।
ফুলেতে শুয়ে জোছনা,
হাসিতে হাসি মিলাইছে,
মেঘ ঘুমায়ে ঘুমায়ে ভেসে যায়,
ঘুমভারে অলসা বসুন্ধরা—
দূরে পাপিয়া পিউ পিউ রবে ডাকিছে সঘনে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

সকলি ফুরাল স্বপন প্রায়।
কোথা সে লুকাল কোথা সে হায়॥
কুসুম কানন হয়েছে ম্লান,
পাখীরা কেন রে গাহে না গান,
(ও) সব হেরি শূন্যময়, কোথা সে হায়॥
কাহার তরে আর ফুটিবে ফুল,
মাধবী মালতী কেঁদে আকুল,
সেই যে আসিত তুলিতে জল,
সেই যে আসিত পাড়িতে ফল,
(ও) সে আর আসিবে না, কোথা সে হায়॥

পূরবী—কাওয়ালী।

যে ফুল ঝরে সেইত ঝরে ফুল ত থাকে ফুটিতে,
বাতাস তারে উড়িয়ে নে যায়
মাটি মেশায় মাটিতে।
গন্ধ দিলে, হাসি দিলে, ফুরিয়ে গেল খেলা।
ভালবাসা দিয়ে গেল, তাই কি হেলাফেলা॥

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

কেন এলি রে, ভালবাসিলি, ভালবাসা পেলিনে
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেলিনে॥
সংসার কঠিন বড় কারেও সে ডাকে না,
কারেও সে ধরে রাখে না;
যে থাকে সে থাকে, আর যে যায় সে যায়,
কারো তরে ফিরেও না চায়।
হায় হায় এ সংসারে যদি না পূরিল
আজন্মের প্রাণের বাসনা,
চলে যাও, ম্লানমুখে ধীরে ধীরে ফিরে যাও
থেকে যেতে কেহ বলিবে না।
তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে,
আর ত কেহ অশ্রু ফেলিবে না॥

মিশ্র—কাওয়ালী।

কত বার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া।
তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া॥
চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশি।
গোপনে তোমারে সখা কত ভালবাসি॥
ভেবেছিনু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা।
কেমন তোমারে কব প্রণয়ের কথা॥
ভেবেছিনু মনে মনে দূরে দূরে থাকি।
চিরজন্ম সঙ্গোপনে পূজিব একাকী॥
কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয়।
কেহ দেখিবেনা মোর অশ্রুবারিচয়॥
আপনি আজিকে যবে শুধাইছ আসি।
কেমনে প্রকাশি কব কত ভালবাসি॥

বেহাগ খাম্বাজ—একতালা।

সখি, ভাবনা কাহারে বলে।
সখি, যাতনা কাহারে বলে।
তোমরা যে বল' দিবস রজনী
ভালবাসা ভালবাসা সখি ভালবাসা কারে কয়?
সে কি কেবলি যাতনাময়।
তাহে কেবলি চোখের জল,
তাহে কেবলি দুখের শ্বাস,
লোকে তবে করে কি সুখের তরে
এমন দুখের আশ॥
আমার চোখেত সকলি শোভন,
সকলি নবীন, সকলি বিমল,
সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন,
সকলি আমারি মত।
(তারা) কেবলি হাসে, কেবলি গায়,
হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়,
না জানে বেদন, না জানে রোদন,
না জানে সাধের যাতনা যত।
ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে,
জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়।
হাসিতে হাসিতে আলোক-সাগরে
আকাশের তারা তেয়াগে কায়॥
আমার মতন সুখী কে আছে।
আয় সখি আয় আমার কাছে।
সুখী হৃদয়ের সুখের গান।
শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ।
প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল,
একদিন নয় হাসিবি তোরা,
একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া,
সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

সখি, আর কত দিন, সুখহীন শান্তিহীন,
হাহা করে বেড়াইব, নিরাশ্রয় মন লয়ে।
পারিনে, পারিনে আর পাষাণ মনের ভার,
বহিয়া পড়েছি, সখি, অতি শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে॥
সম্মুখে জীবন মম, হেরি মরুভূমি সম,
নিরাশা বুকেতে বসি ফেলিতেছে বিষশ্বাস।
উঠিতে শকতি নাই, যে দিকে ফিরিয়া চাই,
শূন্য-শূন্য-মহাশূন্য নয়নেতে পরকাশ॥
কে আছে, কে আছে সখি, এশ্রান্ত মস্তক মম;
বুকেতে রাখিবে ঢাকি যতনে জননী সম,
মন, যতদিন যায়, মুদিয়া আসিছে হায়,
শুকায়ে শুকায়ে শেষে মাটিতে ঝরি॥

বাহার—তেওরা।

আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ
তোমারি সুগন্ধ হে।
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান
চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে॥
জলে তোমার আলোক দ্যুলোক ভূলোকে
গগন উৎসব-প্রাঙ্গণে—
চির-জ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা
আঁখি পাইছে অন্ধ হে।
তব মধুর মুখ-ভাতি-বিহসিত-
প্রেম-বিকশিত অন্তরে।
কত ভকত ডাকিছে "নাথ যাচি
দিবস রজনী তব সঙ্গ হে।"
উঠে সঘনে প্রান্তরে লোক-লোকান্তরে
যশোগাথা কত ছন্দে হে।
ঐ ভবশরণ প্রভু অভয়পদ তব
সুর মানব মুনি বন্দে হে॥

দেশসিন্ধু—একতালা।

আমার যা আছে আমি সকল
দিতে পারিনি তোমারে নাথ।
আমার লাজভয় আমার মান
অপমান সুখ দুখ ভাবনা।
মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত কত মত,
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই,
মনে থেকে যায় তাইহে মনের বেদনা॥
যাহা রেখেছি তাহে কি সুখ,
তাহে কেঁদে মরি তাহে ভেবে মরি,
তাই দিয়ে যদি তোমারে পাই,
(জানি না) কেন তা দিতে পারি না,
আমার জগতের সব তোমারে দেব,
দিয়ে তোমায় নেব বাসনা॥

রামপ্রসাদী সুর।

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে॥
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আয় বলে ওই ডেকেছে কে।
সেই গভীর স্বরে উদাস করে
আর কে কারে ধরে রাখে॥
যেথায় থাকি যে যেখানে,
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে;
সেই প্রাণের টানে টেনে আনে
সেইপ্রাণের বেদন জানে না কে!
মান অপমান গেছে ঘুচে,
নয়নের জল গেছে মুছে;
নবীন আশে হৃদয় ভাসে,
ভাইএর পাশে ভাইকে দেখে।
কত দিনের সাধন ফলে।
মিলেছি আজ দলে দলে;
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে,
দেখা দিয়ে আয়রে মাকে॥

ভৈরোঁ—ঝাঁপতাল।

আমারেও কর মার্জ্জনা।
আমারেও দেহ নাথ অমৃতের কণা।
গৃহ ছেড়ে পথে এসে, বসে আছি ম্লান বেশে,
আমারো হৃদয়ে কর আসন রচনা॥
জানি আমি, আমি তব মলিন সন্তান,
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান।
আপনি ডুবেছি পাপে কাঁদিতেছি মনস্তাপে
শুনগো আমারো এই মরম-বেদনা॥

মূলতান—একতালা।

আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে,
পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে নানান মুনি বলে,
সংশয়ে তাই দুলি হে॥
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কাণের কাছে সবাই করিছে বিবাদ,
শত লোকের শত বুলি হে।
কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি,
আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধুলো তাই নিয়ে আছি,
পাইনে চরণ-ধূলি হে॥
শত ভাগ মোর শতদিকে ধায়,
আপনা-আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব, একি হল দায়,
একা যে অনেকগুলি হে।
আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে,
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদ,
ধাঁদার মাঝে পড়ে কত মরি কেঁদে,
চরণেতে লহ তুলি হে॥

খট্—একতালা।

আঁধার রজনী পোহাল, জগত পূরিল পুলকে!
বিমল প্রভাত কিরণে,মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে॥
জগত নয়ন তুলিয়া, হৃদয় দুয়ার খুলিয়া
হেরিছে হৃদয়নাথেরে, আপন হৃদয়-আলোকে।
প্রেমমুখহাসি তাঁহারি, পড়িছে ধরার আননে,
কুসুম বিকশি উঠিছে, সমীর বহিছে কাননে।
সুধীরে আঁধার টুটিছে, দশ দিক্ ফুটে উঠিছে—
জননীর কোলে যেন রে,
জাগিছে বালিকা বালকে॥

জগত যে দিকে চাহিছে,
সে দিকে দেখিনু চাহিয়া,
হেরি সে অসীম মাধুরী,
হৃদয় উঠিছে গাহিয়া।
নবীন আলোকে ভাতিছে,
নবীন আশ্বায় মাতিছে
নবীন জীবন লভিয়া, জয় জয় উঠে ত্রিলোকে॥

ভৈরবী—একতালা।

সখা মোদের বেঁধে রাখ প্রেম-ডোরে।
আমাদের ডেকে নিয়ে চরণ-তলে রাখ' ধরে।
বাঁধ হে প্রেম-ডোরে।
কঠোর পরাণে কুটিল বয়ানে,
তোমার এ প্রেমের রাজ্য রেখেছি আঁধার করে।
আপনার অভিমানে দুয়ার দিয়ে প্রাণে
গরবে আনন্দে সে চাহি আপনা পানে।
বুঝি এমনি করে হারাব তোমারে,
ধূলিতে লুটাইব আপনার পাষাণ ভারে,
তখন কারে ডেকে কাঁদিব কাতর স্বরে॥

ইমন কল্যাণ—তেওরা।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি
ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো
দুখ জ্বালা সেই পাশরে,
সব দুখ জ্বালা সেই পাশরে॥
তোমার জ্ঞানে তোমারে ধ্যানে
তব নামে কত মাধুরী
যেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে।
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে॥

মিশ্রদেশ খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

শোন শোন আমাদের ব্যথা
দেব দেব প্রভুদয়াময়।
আমাদের ঝরিছে নয়ন, আমাদের ফাটিছে হৃদয়।
চিরদিন আঁধার না রয় রবি উঠে নিশি দূর হয়,
এ দেশের মাথার উপরে,
এ নিশীথ হবে নাকি ক্ষয়॥
চিরদিন ঝরিবে নয়ন, চিরদিন ফাটিবে হৃদয়।
মরমে লুকা'ন কত দুখ, ঢাকিয়া রয়েছি ম্লান মুখ,
কাঁদিবার নাই অবসর
কথা নাই শুধু ফাটে বুক।
সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ প্রাণ, দশদিশি বিভীষিকাময়,
হেন হীন দীনহীন দেশে, বুঝি তব হবে না আলয়
চিরদিন ঝরিবে নয়ন চিরদিন ফাটিবে হৃদয়॥
কোন কালে তুলিব কি মাথা।
জাগিবে কি অচেতন প্রাণ।
ভারতের প্রভাত গগনে, উঠিবে কি তব জয় গান
আশ্বাস বচন কোন ঠাঁই
কোন দিন শুনিতে না পাই,
শুনিতে তোমার বাণী তাই,
মোরা সবে রয়েছি চাহিয়া।
বল প্রভু মুছিবে এ আঁখি,
চিরদিন ফাটিবে না হিয়া॥

ভৈরব—ঝাঁপতাল।

সকলেরে কাছে ডাকি, আনন্দ-আলয়ে থাকি,
অমৃত করিছ বিতরণ।
পাইয়া অনন্ত প্রাণ, জগত গাহিছে গান,
গগনে করিয়া বিচরণ॥
সূর্য্য শূন্য পথে ধায়, বিশ্রাম সে নাহি চায়,
সঙ্গে ধায় গ্রহ পরিজন।
লভিয়া অসীম বল, ছুটিছে নক্ষত্রদল,
চারিদিকে চলেছে কিরণ॥
পাইয়া অমৃতধারা, নব নব গ্রহ তারা,
বিকশিয়া উঠে অনুক্ষণ।
জাগে নব নব প্রাণ, চির জীবনের গান,
পুরিতেছে অনন্ত গগন॥
পূর্ণ লোক লোকান্তর, প্রাণে মগ্ন চরাচর,
প্রাণের সাগরে সন্তরণ।
জগতে যে দিকে চাই, বিনাশ বিরাম নাই,
অহরহ চলে যাত্রিগণ॥
মোরা সবে কীটবৎ, সম্মুখে অনন্ত পথ,
কি করিয়া করিব ভ্রমণ।
অমৃতের কণা তব, পাথেয় দিয়েছ প্রভো
ক্ষুদ্র প্রাণে অনন্ত জীবন॥

দক্ষিণী সুর—একতালা।

সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে,
শোন শোন পিতা।
কহ কাণে কাণে, শুনাও প্রাণে প্রাণে,
মঙ্গল বারতা॥
ক্ষুদ্র আশা নিয়ে, রয়েছে বাঁচিয়ে,
সদাই ভাবনা।
যা কিছু পায়, হারায়ে যায়,
না মানে সান্ত্বনা॥
সুখ-আশে, দিশে দিশে,
বেড়ায় কাতরে।
মরীচিকা ধরিতে চায়
এ মরু প্রান্তরে॥
ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা,
সন্ধ্যা হয়ে আসে।
কাঁদে তখন, আকুল মন,
কাঁপে তরাসে।
কি হবে গতি, বিশ্ব-পতি,
শান্তি কোথা আছে।
তোমারে দাও, আশা পুরাও,
তুমি এস কাছে॥

টোড়ী—একতালা।

সখা, তুমি আছ কোথা,
[illegible]রা বরষের পরে জানাতে এসেছি ব্যথা।
[illegible]ত মোহ, কত পাপ, কত শোক, কত তাপ,
[illegible]ত যে সহেছি আমি, তোমারে কব সে কথা।
[illegible] শুভ্র জীবন তুমি মোরে দিয়েছিলে সখা,
[illegible]খ আজি কত তাহে, পড়েছে কলঙ্ক-রেখা।
[illegible]নেছি তোমারি কাছে, দাও তাহা, দাও মুছে,
[illegible]নে ঝরিছে বারি, সভয়ে এসেছি পিতা।
[illegible]খ, দেখ, চেয়ে দেখ, হৃদয়েতে নাহি বল,
[illegible]সারের বায়ুবেগে করিতেছে টলমল,
[illegible] সে হৃদয় তুলে, রাখ' তব পদমূলে,
[illegible]রাতি বরষ যেন নির্ভয়ে সে রহে সখা।

দেশ সিন্ধু—ঠুংরি।

সংশয়-তিমির মাঝে না হেরি গতি হে।
প্রেম-আলোকে প্রকাশ' জগপতি হে॥
বিপদে সম্পদে থেকো না দূরে
সতত বিরাজ হৃদয় পুরে—
তোমাবিনে অনাথ আমি অতি হে।
মিছে আশা লয়ে সতত ভ্রান্ত,
তাই প্রতিদিন হতেছি শ্রান্ত,
তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে—
নিবার' নিবার' প্রাণের ক্রন্দন
কাট হে কাট হে এ মায়া-বন্ধন,
রাখ রাখ চরণে মিনতি হে॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

সংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার,
নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই।
চৌদিকে বিষাদ ঘোরে ঘেরিয়া ফেলেছে মোরে,
তোমার আনন্দ মুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই।
ফেলিয়া শোকের ছায়া মৃত্যু ফিরে পায় পায়,
যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায়।
তবু সে মৃত্যুর মাঝে অমৃত-মূরতি রাজে,
মৃত্যুশোক পরিহরি ওই মুখ পানে চাই।
তোমার আশ্বাসবাণী শুনিতে পেয়েছি প্রভু,
মিছে ভয় মিছে শোক আর করিব না কভু।
হৃদয়ের ব্যথা কব, অমৃত যাচিয়া লব,
তোমার অভয়-কোলে পেয়েছি পেয়েছি ঠাঁই॥

সিন্ধু—ঠুংরি।

হৃদয় বেদনা বহিয়া প্রভু, এসেছি তব দ্বারে।
তুমি অন্তর্যামী হৃদয়স্বামী সকলি জানিছ হে,
কত দুঃখ লাজ দারিদ্র্য সঙ্কট
আর জানাইব কারে।
অপরাধ কত করেছি নাথ, মোহ-পাশে পড়ে'
তুমি ছাড়া, প্রভু, মার্জ্জনা, কেহ
করিবে না সংসারে।
সব বাসনা দিব বিসর্জ্জন, তোমার প্রেম পাথারে,
সব বিরহ বিচ্ছেদ ভুলিব,
তব মিলন অমৃত ধারে।

আর আপন ভাবনা পারিনা ভাবিতে
তুমি লহ মোর ভার,
পরিশ্রান্ত জনে প্রভু লয়ে যাও
সংসার-সাগর পারে॥

টোড়ি—একতালা।

গাও বীণা, বীণা গাওরে।
অমৃত-মধুর তাঁর প্রেম গান
মানব সবে শুনাওরে।
মধুর তানে নীরস প্রাণে মধুর প্রেম জাগাওরে।
ব্যথা দিওনা কাহারে, ব্যথিতের তরে
পাষাণ প্রাণ কাঁদাওরে।
নিরাশেরে কহ আশার কাহিনী
প্রাণে নববল দাওরে।
আনন্দময়ের আনন্দ আলয়
নব নব তানে ছাওরে,
পড়ে থাক সদা বিভুর চরণে,
আপনারে ভুলে যাওরে॥

মিশ্র ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

চাহিনা সুখে থাকিতে হে।
হের কত দীন জন কাঁদিছে।
কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে,
জীবন বন্ধন নিমেষে টুটিছে।
কত ধূলিশায়ী জন মলিন জীবন
সরমে চাহে ঢাকিতে হে।
শোকে হাহাকারে বধির শ্রবণ
শুনিতে না পাই তোমার বচন,
হৃদয় বেদন করিতে মোচন
কারে ডাকি কারে ডাকিতে হে।
আশার অমৃত ঢালি দাও প্রাণে,
আশীর্ব্বাদ কর আতুর সন্তানে,
পথহারা জনে ডাকি গৃহ পানে
চরণে হবে রাখিতে হে।
প্রেম দাও, শোকে করিতে সান্ত্বনা,
ব্যথিত জনের ঘুচাতে যন্ত্রণা,
তোমার কিরণ করহ প্রেরণ
অশ্রু আকুল আঁখিতে হে।

খাম্বাজ—তাল ধামার।

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে
তাপ হরণ স্নেহ কোলে।
নয়ন সলিলে ফুটেছে হাসি
ডাক শুনে সবে ছুটে চলে
তাপ হরণ স্নেহ কোলে।
ফিরিছে যারা পথে পথে,
ভিক্ষা মাগিছে দ্বারে দ্বারে,
শুনেছে তাহারা তব করুণা,
দুখি জনে তুমি নেবে তুলে
তাপ হরণ স্নেহ কোলে॥

মিশ্র বেলাবতী—কাওয়ালি।

ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয়
এ ধরা পানে চাও।
পতিত যে জন করেছে রোদন,
পতিত পাবন তাহারে উঠাও।
মরণে যে জন করেছে বরণ
তাহারে বাঁচাও॥
কত দুখ শোক, কাঁদে কত লোক,
নয়ন মুছাও।
ভাঙ্গিয়া আলয় হেরে শূন্যময়
কোথায় আশ্রয়,
(তারে) ঘরে ডেকে নাও।
প্রেমের তৃষায় হৃদয় শুকায়
দাও প্রেম সুধা দাও॥
হের কোথা যায় কার পানে চায়
নয়নে আঁধার
নাহি হেরে দিক আকুল পথিক
চাহে চারি ধার।
সে ঘোর গহনে অন্ধ সে নয়নে
তোমার কিরণে আঁধার ঘুচাও।
সঙ্গহারা জনে রাখিয়া চরণে
বাসনা পুরাও॥
কলঙ্কের রেখা প্রাণে দেয় দেখা
প্রতিদিন হায়।
হৃদয় কঠিন হল দিন দিন
লজ্জা দূরে যায়।

এ ভব কোলাহল, এ পাপ হলাহল
এ দুখ শোকানল দূরে যাক,
সমুখে চাহিয়ে পুলকে গাহিয়ে
চলরে শুনে চলি তাঁর ডাক,
বিষয় ভাবনা লইয়া যাব না,
তুচ্ছ সুখ দুখ পড়ে থাক্।
ভবের নিশীথিনী ঘিরিবে ঘনঘোরে
তখন কার মুখ চাহিবে!
সাধের ধনজন দিয়ে বিসর্জ্জন,
কিসের আশে প্রাণ রাখিবে॥

সাহানা—ঝাঁপতাল।

ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে!
ডাকিতে এসেছি তাই, চল' ত্বরা করে
তাপিত-হৃদয় যারা মুছিবি নয়নধারা
ঘুচিবে বিরহ তাপ কতদিন পরে।
আজি এ আকাশ মাঝে কি অমৃত বীণা বাজে!
পুলকে জগৎ আজি কি মধু শোভায় সাজে।
আজি এ মধুর ভবে, মধুর মিলন হবে,
তাঁহার সে প্রেম মুখ জেগেছে অন্তরে।

দেশ—একতালা।

তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলে ছিলে বলে
হের গো কি দশা হয়েছে।
মলিন বদন মলিন হৃদয়
শোকে প্রাণ ডুবে রয়েছে।
জীবন অহরহ হতেছে ক্ষীণ,
কি হল এ শূন্য জীবনে।
দেখাব কেমনে এই ম্লান মুখ
কাছে যাব কি লইয়া।
প্রভু হে যাইবে ভয়, পাব ভরসা,
তুমি যদি ডাক এ অধমে।

টোড়ী—ঝাঁপতাল।

দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই
কেন গো একেলা ফেলে রাখ!
ডেকে নিলে, ছিল যারা কাছে,
তুমি তবে কাছে কাছে থাক'!
প্রাণ কারো সাড়া নাহি পায়,
রবি শশী দেখা নাহি যায়,
এ পথে চলে যে অসহায়
তারে তুমি ডাক, প্রভু ডাক।
সংসারের আলো নিভাইলে,
বিষাদের আঁধার ঘনায়,
দেখাও তোমার বাতায়নে
চির-আলো জ্বলিছে কোথায়?
শুষ্ক নির্ঝরের ধারে রই,
পিপাসিত প্রাণ কাঁদে ওই,
অসীম প্রেমের উৎস কই,
আমারে তৃষিত রেখনাক!
কে আমার আত্মীয় স্বজন
আজ আসে, কাল চলে যায়!
চরাচর ঘুরিছে কেবল
জগতের বিশ্রাম কোথায়!
সবাই আপনা নিয়ে রয়,
কে কাহারে দিবে গো আশ্রয়,
সংসারের নিরাশ্রয় জনে
তোমার স্নেহেতে, নাথ ঢাক'॥

ভয়রোঁ—ঝাঁপতাল।

দেখ্ চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব,
শোন্‌রে, অনন্তকাল উঠে জয় জয় রব।
জগতের যত কবি, গ্রহতারা শশি রবি,
অনন্ত আকাশে ফিরি গান গাহে নব নব।
কি সৌন্দর্য্য অনুপম না জানি দেখেছে তারা,
না জানি করেছে পান কি মহামৃতধারা।
না জানি কাহার কাছে, ছুটে তারা চলিয়াছে,
আনন্দে ব্যাকুল যেন হয়েছে নিখিল ভব।
দেখরে আকাশ চেয়ে—কিরণে—কিরণময়।
দেখ্‌রে জগতে চেয়ে—সৌন্দর্য্য-প্রবাহ বয়!
আঁখি মোর কার দিকে চেয়ে আছে অনিমিখে;
কি কথা জাগিছে প্রাণে কেমনে প্রকাশি কব।

বাহার—একতালা।

পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে
ভুলে যাও অভিমান।

এস ভাই এস প্রাণে প্রাণে আজি
রেখোনারে ব্যবধান।
সংসারের ধূলা ধুয়ে ফেলে এস
মুখে লয়ে এস হাসি,
হৃদয়ের থালে লয়ে এস ভাই
প্রেম ফুল রাশি রাশি।
নীরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে
রহিলে তাঁহারে ভুলে,
অনাথ জনের মুখপানে আহা
চাহিলে না মুখ তুলে
কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত
ব্যথিলে পরের প্রাণ।
তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে
দিবা হল অবসান।
তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি
আপনারে ভুলিবে না।
হৃদয় মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে
হৃদয় কি খুলিবে না।
লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া প্রেমের অমৃত তাঁরি.
পিতার অসীম ধন-রতনের সকলেই অধিকারী।

টোড়ি ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ফিরোনা ফিরোনা আজি, এসেছ দুয়ারে,
শূন্য হাতে কোথা যাও শূন্য সংসারে।
আজ তাঁরে যাও দেখে, হৃদয়ে আনগো ডেকে,
অমৃত ভরিয়া লও মরম মাঝারে।
শুষ্ক প্রাণ শুষ্ক রেখে কার পানে চাও
শূন্য দুটো কথা শুনে কোথা চলে যাও।
তোমার কথা তাঁরে কয়ে তাঁর কথা যাও লয়ে,
চলে যাও তাঁর কাছে রেখে আপনারে॥

আলাইয়া—একতালা।

বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী।
বে বাহির হইব জগতে মম জীবন ধন্য মানি।
কবে প্রাণ জাগিবে তব প্রেম গাহিবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি সবার হৃদয় চাহিবে,
র নারী মন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি।
কেহ শুনে না গান জাগে না প্রাণ
বিফলে গীত অবসান,
তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি।
তুমি না কহিলে কেমনে কব,
প্রবল অজেয় বাণী তব,
তুমি যা বলিবে তাই বলিব,
আমি কিছুই না জানি,
তব নাম আমি সবারে ডাকিব হৃদয়ে লইব টানি।

ললিত—আড়াঠেকা।

বর্ষ গেল, বৃথা গেল, কিছুই করিনি হায়,
আপন শূন্যতা লয়ে, জীবন বহিয়া যায়।
তবুত আমার কাছে. নব রবি উদিয়াছে,
তবুত জীবন ঢালি বহিছে নবীন বায়।
বহিছে বিমল উষা তোমার আশীষ বাণী,
তোমার করুণা-সুধা হৃদয়ে দিতেছে আনি।
রেখেছ জগত-পুরে, মোরে ত ফেলনি দূরে,
অসীম আশ্বাসে তাই পুলকে শিহরে কায়॥

ভৈরোঁ—একতালা।

ভয় হয় পাছে তব নামে আমি
আমারে করি প্রচার হে।
মোহবশে পাছে ঘিরে আমার, তব
নাম-গান-অহঙ্কার হে।
তোমার কাছে কিছু নাহিত লুকানো,
অন্তরের কথা তুমি সব জানো,
আমি কত দীন, আমি কত হীন,
কেহ নাহি জানে আর হে।
ক্ষুদ্র কণ্ঠে যবে উঠে তব নাম,
বিশ্ব শুনে তোমায় করে গো প্রণাম,
তাই আমার পাছে জাগে অভিমান,
গ্রাসে আমায় আঁধার হে।
পাছে প্রতারণা করি আপনারে,
তোমার আসনে বসাই আমারে,
রাখ মোহ হতে রাখ তম হতে
রাখ রাখ বার বার হে॥

বেহাগ—কাওয়ালি।

হৃদয় মন্দিরে, প্রাণাধীশ, আছ গোপনে।
অমৃত সৌরভে আকুল প্রাণ (হায়)
ভ্রমিয়া জগতে না পায় সন্ধান,
কে পারে পশিতে আনন্দ ভবনে
তোমার করুণা-কিরণ বিহনে।

মহিশূরী ভজন।

আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে
বিরাজ সত্য সুন্দর
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে।
বিশ্ব জগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণ গ্রহতারক
চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুতবেগে
করিছে পান করিছে স্নান অক্ষয় কিরণে।
ধরণী পর ঝরে নির্ঝর মোহন মধুর শোভা,
ফুল পল্লব গীত গন্ধ সুন্দর বরণে।
বহে জীবন রজনী দিন চিরনূতন ধারা
করুণা তব অবিশ্রাম জন্মে মরণে।
স্নেহ প্রেম দয়াভক্তি কোমল করে প্রাণ।
কত সান্ত্বনা কর বর্ষণ সন্তাপ হরণে।
জগতে তব কি মহোৎসব বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে॥

খাম্বাজ—একতালা।

জগতের পুরোহিত তুমি,
তোমার এ জগৎ মাঝারে।
এক চায় একেরে পাইতে,
দুই চায় এক হইবারে॥
ফুলে ফুলে করে কোলাকুলি,
গলাগলি অরুণে উষায়,
মেঘ দেখে মেঘ ছুটে আসে,
তারাটি তারার পানে চায়।
পূর্ণ হল তোমার নিয়ম,
প্রভু হে, তোমারি হল জয়,
তোমার কৃপায় এক হল,
আজি এই যুগল হৃদয়॥
যে হাতে দিয়েছ তুমি বেঁধে,
শশধরে ধরার প্রণয়ে,
সেই হাতে বাঁধিয়াছ তুমি,
এই দুটি হৃদয়ে হৃদয়ে।
জগত গাহিছে জয় জয়, উঠেছে হরষ কোলাহল,
প্রেমের বাতাস বহিতেছে,
ছুটিতেছে প্রেম পরিমল।
পাখীরা গাও গো সবে গান,
কহ বায়ু চরাচর ময়,
মহেশের প্রেমের জগতে,
প্রেমের হইল আজি জয়॥

জয়জয়ন্তী—ঝাপতাল।

তুমি হে প্রেমের রবি আলো করি চরাচর।
যত কর বিতরণ অক্ষয় তোমার কর॥
দু'জনের আঁখি পরে, তুমি থাক আলো করে,
তা'হলে আঁধারে আর বলহে কিসের ডর।
তোমারে হারায় যদি, দু'জনে হারাবে দোঁহে,
দু'জনে কাঁদিবে বসি অন্ধ হয়ে ঘন মোহে।
এমনি আঁধার হবে, পাশাপাশি বসে র'বে,
তবুও দোঁহার মুখ চিনিবে না পরস্পর।
দেখো প্রভু চিরদিন, আঁখি পরে থেকো জেগে,
তোমারে ঢাকে না যেন সংসারের ঘন মেঘে।
তোমারি আলোকে বসি উজ্জ্বল আনন শশী,
উভয়ে উভয়ে হেরে পুলকিত কলেবর॥

সাহানা—ঝাপতাল।

দুই হৃদয়ের নদী, একত্র মিলিল যদি,
বল দেব, কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়।
সম্মুখে রয়েছে তার, তুমি প্রেম পারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিলিতে চায়।
সেই এক আশা করি দুইজনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুইজনে চলিয়াছে,
পথে বাধা শত শত পাষাণ পর্ব্বত কত,
দুই বলে এক হয়ে, ভাঙ্গিয়া ফেলিবে তায়।
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে,
তোমারি স্নেহের কোলে যেন গো আশ্রয় মিলে।
দুটি হৃদয়ের সুখ, দুটি হৃদয়ের দুখ,
দুটি হৃদয়ের আশা, মিশায় তোমার পায়॥

মিশ্র-হম্বীর—ঝাপতাল।

দুটি প্রাণ এক ঠাঁই তুমি ত এনেছ ডাকি,
শুভকার্য্যে জাগিতেছে তোমার প্রসন্ন আঁখি।
এ জগত চরাচরে, বেঁধেছ যে প্রেমডোরে,
সে প্রেমে বাঁধিয়া দোঁহে স্নেহছায়ে রাখ ঢাকি।
তোমারি আদেশ লয়ে, সংসারে পশিব দোঁহে,
তোমারি আশীষ বলে এড়াইবে মায়া মোহে।
সাধিতে তোমার কাজ, দুজনে চলিবে আজ,
হৃদয়ে মিলাবে হৃদি তোমারে হৃদয়ে রাখি॥

প্রভাতী—ঝাপতাল।

যাওরে অনন্ত ধামে মোহ মায়া পাসরি,
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,
কেবলি আনন্দ-স্রোত চলেছে প্রবাহি॥
যাওরে অনন্ত ধামে, অমৃত নিকেতনে,
অমরগণ [illegible]বে তোমা উদার প্রাণে।
দেব[illegible], [illegible]ঋষি, ব্রহ্মঋষি যে লোকে,
ধ্যানভরে গান করে একতানে।
যাওরে অনন্তধামে জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে,
শুভ্র সেই চির বিমল পুণ্যকিরণে,
যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান,
যাও বৎস, যাও সেই দেব সদনে॥

বেহাগ।

শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার।
শিখাও প্রেমের শিক্ষা, কোথা যাবে আর॥
যে প্রেম সুখেতে কভু, মলিন না হয় প্রভু,
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার।
যে প্রেম সমান ভাবে রবে চিরদিন,
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন,
যে প্রেমের শুভ্র হাসি, প্রভাত কিরণ রাশি,
যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির উদার।
যে প্রেমের পথ গেছে অমৃত সদনে,
সে প্রেম দেখায়ে দাও পথিক দুজনে,
যদি কভু শ্রান্ত হয় কোলে নিয়ো দয়াময়,
যদি কভু পথ ভোলে দেখায়ো আবার।

সাহানা—ঝং

শুভদিনে শুভক্ষণে, পৃথিবী আনন্দ মনে,
দুটি হৃদয়ের ফুল উপহার দিল আজ।
ওই চরণের কাছে, দেখগো পড়িয়া আছে,
তোমার দক্ষিণ-হস্তে তুলে লও রাজ-রাজ।
এক সূত্রে দিয়ে, পাব, গেঁথে রাখ এক সাথে,
টুটেনা ছিঁড়েনা যেন, থাকে যেন ওই হাতে।
তোমার শিশির দিয়ে, রাখ তাকে বাঁচাইয়ে,
কি জানি শুকায় পাছে সংসার রৌদ্রের মাঝ॥

ইমন ভুপালী—কাওয়ালী।

সুখে থাক আর সুখী কর সবে
তোমাদের প্রেম ধন্য হোক্ ভবে।
মঙ্গলের পথে থেকো নিরন্তর,
মহত্ত্বের পরে রাখিও নির্ভর,
ধ্রুব সত্য তাঁরে ধ্রুবতারা কর
সংশয় নিশীথে সংসার অর্ণবে।
চিরসুধাময় প্রেমের মিলন
মধুর করিয়া রাখুক জীবন,
দুজনার বলে সবল দুজন
জীবনের কাজ সাধিও নীরবে।
কত দুখ আছে, কত অশ্রুজল,
প্রেমবলে তবু থাকিও অটল,
তাঁহারি ইচ্ছা হউক সফল
বিপদে সম্পদে শোকে উৎসবে॥

ভৈরবী—একতালা।

তোমারি ইচ্ছা হোক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি চরণে রাখি আশা,
দাও দুঃখ, দাও তাপ, সকলি সহিব আমি।
তব প্রেম আঁখি সতত জাগে জেনেও জানিনা,
ঐ, মঙ্গল রূপ ভুলি তাই শোক সাগরে নামি।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভাসুখ পূর্ণ,
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই বাসনা অনুগামী।
মোহ-বন্ধ ছিন্ন কর কঠিন আঘাতে,
অশ্রুসলিলধৌত হৃদয়ে থাক দিবস-যামী॥

মিশ্র-বেলাওল—ঝাপতাল।

শুনেছে তোমার নাম, অনাথ আতুর জন,
এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন।
কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন।
কত শত আছে দীন, অভাগা আলয় হীন
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন।
পাপে যারা ডুবিয়াছে, যাবে তারা কার কাছে
কোথা হায় পথ আছে, দাও তারে দরশন॥

বাহার।

এই যে হেরি গো দেবী আমারি।
সব কবিতাময় জগত চরাচর,
সব শোভাময় নেহারি।
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক রবি উদিছে,
ছন্দে জগ-মণ্ডল চলিছে,
জলন্ত কবিতা তারকা সবে;
এ কবিতার মাঝারে তুমি কেগো দেবি
আলোকে আলো আঁধারি!
আজি মলয় আকুল,
বনে বনে এ কি এ গীত গাহিছে,
ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী,
নব রাগ রাগিণী উছাসিছে,
এ আনন্দে আজ গীত গাহে,
মোর হৃদয় সব অবারি,
তুমিই কি দেবী ভারতী,
কৃপাগুণে অন্ধ আঁখি ফুটালে,
উষা আনিলে প্রাণের আধারে,
প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে?
তুমি ধন্য গো, র'ব চিরকাল চরণ ধরি তোমারি॥

গৌর—মল্লা।

"হৃদয়ে রাখ' গো দেবি, চরণ তোমার।
এস, মা করুণারাণী, ও বিধু-বদন খানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিব আবার।
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার।
মৃদু মৃদু হাসি হাসি, বিলাও অমৃতরাশি
আলোয় করেছ আলো, জ্যোতিপ্রতিমা
তুমি গো লাবণ্য-লতা, মূর্ত্তি মধুরিমা।

বসন্তের বনবালা,, অতুল রূপের ডালা,
মায়ার মোহিনী মেয়ে ভাবের আঁধার,
ঘুচাও মনের মোর সকল আঁধার,
অদর্শন হ'লে তুমি ত্যজি লোকালয় ভূমি—
অভাগা বেড়াবে কেঁদে গহনে গহনে,
হেরে মোরে তরুলতা, বিষাদে কবে না কথা
বিষণ্ণ কুসুমকুল বনফুল বনে।
"হা দেবি, হা দেবি" বলি, গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি,
ঝরিবে ফুলের চোখে শিশির-আসার,
হেরিব জগত শুধু আঁধার—আঁধার!
সরস্বতী।—দীনহীন বালিকার সাজে,
এসেছিনু এ ঘোর বনমাঝে,
গলাতে পাষাণ তোর মন,
কেন, বৎস, শোন্ তাহা, শোন্।
আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান।
তোর গানে গোলে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ॥
যে রাগিণী শুনে তোর গ'লেছে কঠোর মন,
সে রাগিণী তোরি কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ।
অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণ-তলে,
চারি দিকে দিক-বধূ আকুল নয়ন-জলে।
মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা,
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা,
যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়,
শত-স্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগতময়।
যেথায় হিমাদ্রি আছে সেথা তোর নাম র'বে,
যেথায় জাহ্নবী বহে তোর কাব্য-স্রোত র'বে।
সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া,
শ্মশান পবিত্র করি মরুভূমি উর্ব্বরিয়া।
শুনিতে শুনিতে বৎস, তোর সে অমর গীত,
জগতের শেষ দিনে রবি হবে অস্তমিত।
যতদিন আছে শশি, যতদিন আছে রবি,
তুই বাজাইবি বীণা তুই আদি, মহা কবি।
মোর পদ্মাসন তলে রহিবে আসন তোর।
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর॥
বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত।
এই নে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার।
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার॥

মিশ্র-দেশ—খেমটা।

অলি বার বার ফিরে যায়
অলি বার বার ফিরে আসে,
তবে ত ফুল বিকাসে।
কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না,
মরে লাজে মরে ত্রাসে।
ভুলি মান অপমান, দাও মন প্রাণ,
নিশি দিন রহ পাশে।
ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও
হৃদয় রতন-আশে।
ফিরে এস, ফিরে এস, মন মোদিত ফুলবাসে।
আজ বিরহ রজনী, ফুল্ল কুসুম
শিশির সলিলে ভাসে ॥

বেহাগ।

আগে চল্, আগে চল্ ভাই।
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই।
প্রতি নিমিষেই যেতেছে সময়,
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়,
সময় সময় করে পাঁজি পুঁথি ধরে
সময় কোথা পাবি বল্ ভাই।
আগে চল আগে চল ভাই ॥
অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,
গভীর ঘুমের আয়োজন,
(এ যে) স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন।
দুঃখ আছে কত, বিঘ্ন শত শত,
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত,
চলিতে হইবে পুরুষের মত,
হৃদয়ে বহিয়া বল ভাই।
আগে চল আগে চল ভাই ॥
দেখ যাত্রী যায় জয় গান গায়
রাজ পথে গলাগলি।
এ আনন্দ স্বরে কে রয়েছে ঘরে
কোণে বসে দলাদলি ॥

বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়,
মহা বেগবান্ মানব হৃদয়,
যারা বসে আছে তারা বড় নয়,
ছাড় ছাড় মিছে ছল ভাই।
আগে চল আগে চল ভাই ॥
পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও
নিয়ে যাও সাথে করে,
কেহ নাহি আসে একা চলে যাও
মহত্ত্বের পথ ধরে।
পিছু হতে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন
মিছে নয়নের জল ভাই।
আগে চল আগে চল ভাই।
চিরদিন আছি ভিখারীর মত
জগতের পথ পাশে,
যারা চলে যায় কৃপা চক্ষে চায়,
পদ ধূলা উড়ে আসে।
ধূলি শয্যা ছাড়ি ওঠ ওঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার চেয়ে দেখ তবে
ওই আছে রসাতলে ভাই।
আগে চল আগে চল ভাই ॥

সিন্ধু—খেমটা।

আজ আসবে শ্যাম গোকুলে ফিরে।
আবার বাজাবে বাঁশী যমুনা তীরে।
আমরা কি করব? কি বেশ ধরব?
কি মালা পরব?
বাঁচব কি মরব সুখে?
কি তারে বলব?
কথা কি রবে মুখে?
শুধু তার মুখ পানে চেয়ে দাঁড়ায়ে
ভাসব নয়ন নীরে।

যোগিয়া-বিভাস—একতালা।

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কি জানি পরাণ কি যে চায়।

ওই শেফালির শাখে কি বলিয়া ডাকে
বিহগ-বিহগী কি যে গায়!
আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে
রহে না আবাসে মন হায়!
কোন্ কুসুমের আশে, কোন ফুলবাসে
সুনীল আকাশে মন ধায়!
আজি কে যেন গো নাই এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো!
তাই চারিদিকে চায় মন কেঁদে গায়
"এ নহে, এ নহে, নয় গো!"
কোন স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে,
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়!
আজি কোন উপবনে বিরহ বেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায়!
আমি যদি গাঁথি গান অথির পরাণ
সে গান শুনাব কারে আর!
আমি যদি গাঁথা মালা লয়ে ফুল ডালা
কাহারে পরাব ফুল হার।
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান,
দিব প্রাণ তবে কার পায়!
সদা ভয় হয় মনে পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়।

মিশ্র—বেহাগ।

আজু সখি মুহুমুহু, ডাকে পিক কুহু কুহু,
কুঞ্জবনে দুহুঁ দুহুঁ দোঁহার পানে চায়।
যুবন মদ বিলসিত, পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ তনু অলসিত মুরছি জনু যায়!
আজু মধু চাঁদনী প্রাণ উন্মাদিনী,
শিথিল সব বাঁধনি, শিথিল ভরি লাজ।
বচন মৃদু মরমর, কাঁপে রিঝ থরথর,
শিহরে তনু জরজর, কুসুমবন মাঝ।
মলয় মৃদু কলয়িছে, চরণ নাহি চলয়িছে,
বচন মুহু খলয়িছে, অঞ্চল লুটায়।
আধ ফুট শতদল, বায়ুভরে টলমল,
আঁখি জনু ঢলঢল, চাহিতে নাহি চায়!
অলকে ফুল কাঁপয়ি, কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি,
মধু অনলে তাপয়ি, খসয়ি পড়ু পায়।

ঝরই শিরে ফুলদল, যমুনা বহে কলকল,
হাসে শশি ঢল ঢল, ভানু মরি যায়।

মিশ্র—কালাংড়া।

আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মত!
সে যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত!
সে চলে গেল বলে গেল না,
সে কোথায় গেল ফিরে এল না,
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল,
কি যেন গেয়ে গেল,
তাই আপন মনে বসে আছি কুসুম বনেতে!
সে ঢেউয়ের মত ভেসে গেছে,
চাঁদের আলোয় দেশে গেছে,
যেখান দিয়ে হেসে গেছে,
হাসি তার রেখে গেছে রে,
মনে হল আঁখির কোণে
আমায় যেন ডেকে গেছে সে!
আমি কোথায় যাব কোথায় যাব,
ভাবিতেছি তাই একলা বসে!
সে চাঁদের চোখে বুলিয়ে গেল ঘুমের ঘোর
সে প্রাণের কোথা দুলিয়ে গেল ফুলের ডোর!
সে কুসুম বনের উপর দিয়ে
কি কথা যে বলে গেল,
ফুলের গন্ধে পাগল হয়ে সঙ্গে তারি চলে গেল।
হৃদয় আমার আকুল হল, নয়ন আমার মুদে এল
কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে!

সরফর্দা—কাওয়ালী।

এত খেলা নয়! খেলা নয়!
এযে হৃদয়-দহন-জ্বালা, সখি!
এযে, প্রাণ-ভরসা ব্যাকুলতা,
গোপন মর্ম্মের ব্যথা,
এযে কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালের।
কে যেন সতত মোরে
ডাকিয়ে আকুল করে,
যাই যাই করে প্রাণ যেতে পারিনে!

যে কথা বলিতে চাহি তা বুঝি বলিতে নাহি,
কোথায় নামায়ে রাখি সখি এ প্রেমের ডালা !
যতনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারিনে মালা।

হাম্বীর—কাওয়ালী।

ওই কেগো হেসে চায়। চায় প্রাণের পানে।
গোপন হৃদয় তলে, কি জানি কিসের ছলে,
আলোক হানে।
এ প্রাণ নূতন করে, কে যেন দেখালে মোরে,
বাজিল মরম-বীণা নূতন তানে।
এ পুলক কোথা ছিল, প্রাণভরি বিকসিল,
তৃষা-ভরা তৃষা হরা এ অমৃত কোথা ছিল !
কোন্ চাঁদ হেঁসে চাহে। কোন পাখী গান গাহে
কোন্ সমীরণ বহে লতা-বিতানে।

বসন্ত-বাহার—কাওয়ালী।

কে ডাকে ! আমি কভু ফিরে নাহি চাই !
কত ফুল ফুটে উঠে কত ফুল যায় টুটে,
আমি মধু বহে চলে যাই।

পরশ পুলক রস ভরা রেখে যাই নাহি দিই ধরা,
উড়ে আসে ফুলবাস, লতা পাতা ফেলে শ্বাস,
বনে বনে উঠে হা হুতাশ,
চকিতে শুনিতে শুধু পাই, চলে যাই।
আমি কভু ফিরে নাহি চাই।

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান।
কখন বকুল মূল, ছেয়েছিল ঝরা ফুল,
কখন যে ফুল ফোটা হয়ে গেল অবসান।
কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান !
এবার বসন্তে ফিরে, যূথীগুলি জাগে নিরে।
অলিকুল গুঞ্জরিয়া করে নি কি মধুপান ?
এবার কি সমীরণ জাগায় নি ফুলবন।
সাড়া দিয়ে গেল নাত, চলে গেল ম্রিয়মাণ।
কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান ॥
যতগুলি পাখী ছিল, গেয়ে বুঝি চলে গেল,
সমীরণে মিলে গেল, বনের বিলাপ তান।
ভেঙ্গেছে ফুলের মেলা, চলে গেছে হাসি খেলা,
এতক্ষণে সন্ধে-বেলা, জাগিয়া চাহিল প্রাণ।
কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান,
বসন্তের শেষ রাতে, এসেছিরে শূন্য হাতে,
এবার গাঁথিনি মালা, কি তোমারে করি দান।
কাঁদিছে নীরব বাঁশি, অধরে মিলায় হাসি,
তোমার নয়নে ভাসে, ছল ছল অভিমান।
এবার বসন্ত গেল, হল না, হল না গান।

সিন্ধু কাফি—আড়াঠেকা।

কেহ কারো মন বোঝেনা কাছে এসে সরে যায়,
সোহাগের হাসিটি কেন চোকের জলে মরে যায়,
বাতাস যখন কেঁদে গেল
প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না,
সাঁজের বেলায় একাকিনী
কেন রে ফুল ঝরে যায়।
মুখের পানে চেয়ে দেখ,
আঁখিতে মিলাও আঁখি,
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখনা ঢাকি।
এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না
প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ের হায় হায় !

ইমন কল্যাণ—একতালা।

কো তুহু বোলবি মোয় !
হৃদয় মাহ মঝু জাগসি অনুখন,
আঁখ উপর তুঁহু রচলহি আসন,
অরুণ নয়ন তব মরম-সঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়। কো তুঁহু বোলবি মোয়।
হৃদয় কমল, তব চরণে টলমল,
নয়ন যুগল মম উছলে ছল ছল,
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢল ঢল
চাহে মিলাইতে তোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয় !
বাঁশরি-ধ্বনি তুঁহু অমিয় গরল রে,
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরলবে,
আকুল কাকলি ভুবন ভরলয়ে,
উতল প্রাণ উতরোয়ে, কো তুঁহু বোলবি মোয় !
হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশী তব পিক কুল গাওল,
চরণ কমল যুগ ছোঁয় কো তুঁহু বোলবি মোয়।

গোপবধূজন বিকশিত যৌবন,
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন,
নীল নীর পর ধীর সমীরণ,
পলকে প্রাণমন খোয়।
কো তুহুঁ বোলবি মোয়!
তৃষিত আঁখি, তব মুখপর বিহরই,
মধুর পরশতব, রাধা শিহরই,
প্রেম রতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে আপনা খোয়।
কো তুহুঁ বোলবি মোয়।
কো তুহুঁ কো তুহুঁ সবজন পুছয়ি,
অনুদিন সঘন নয়ন জল মুছয়ি,
যাচে ভানু, সব সংশয় ঘুচয়ি
জনম চরণপর লোয়।
কো তুহুঁ বোলবি মোয়॥

মিশ্র বাহার—কাওয়ালি।

(জীবনে) আজ কি প্রথম এল বসন্ত:
নবীন বাসনা ভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হল জীবন্ত।
সুখ ভরা এ ধরায়, মন বাহিরিতে চায়,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে;
তাহারে খুঁজিব দিক্ দিগন্ত॥
জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত।
যেমন দখিণে বায়ু ছুটেছে,
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে॥
তেমনি আমিও সখি যাব,
না জানি কোথায় দেখা পাব॥
কার সুধাস্বর মাঝে জগতের গীত বা'জে,
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে।
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত॥
তাহারে খুঁজিব দিক্ দিগন্ত॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

প্রভাত হইল নিশি কাননঘুরে।
বিরহ বিধুর হিয়া মরিল ঝুরে॥
ম্লানশশী অস্তে গেল, ম্লান হাসি মিলাইল,
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ কাতর-সুরে॥

চল্ সখি চল্ তবে ঘরেতে ফিরে,
যাক ভেসে ম্লান আঁখি নয়ন-নীরে॥
যাক্ ফেটে শূন্য প্রাণ, হো'ক আশা অবসান
হৃদয়ে যাহারে ডাকে থাক্ সে দূরে॥

ঝিলফ—রূপক।

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।
গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়
সলিল বহে যায় নয়নে॥
এ সুখ ধরণীতে কেবলি চাহনিতে
জাননা হবে দিতে আপনা,
সুখের ছায়া ফেলি কখন্ যাবে চলি,
বারিবে সাধ করিবে বেদনা।
কখন বাজে বাঁশি গরব যায় ভাসি
পরাণ পড়ে আসি বাঁধনে॥

ঝিঝিট খাম্বাজ—একতালা।

বাজিবে সখি, বাঁশী বাজিবে।
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে॥
বচন রাশি রাশি, কোথা যে যাবে ভাসি,
অধরে লাজ হাসি সাজিবে।
নয়নে আঁখি জল, করিবে ছল ছল,
সুখে বেদনা মনে বাজিবে॥
মরমে মুরছিয়া মিলাতে যাবে হিয়া,
সেই চরণ যুগ রাজীবে॥

মুলতান।

বাজাও রে মোহন বাঁশী।
সারা দিবসক বিরহ দহন-দুখ,
মরমক তিয়াষ নাশি।
রিঝ-মন ভেদন বাঁশরি-বাদন,
কঁহা শিখলিরে কান।
হানে থির থির, মরম অবশ কর,
লহ লহ মধুময় বাণ।
ধস ধস করতহ উরহ বিয়াকুলু
ঢুলু ঢুলু অবশ-নয়ান।
কত কত বরষক বাত সোঁয়ারয়
অধীর করয় পরাণ।

কত শত আশা পূরল না বঁধু
কত সুখ করল পয়ান।
পহুঁগো কত শত পিরীত যাতন,
হিয়ে বিধাওল বাণ।
হৃদয় উদাসয়, নয়ন উছাসয়
দারুণ মধুময় গান।
সাধ যায় বঁধু, যমনা বারিম
ডারিব দগধ পরাণ।
সাধ যায় পহু রাখি চরণ তব
হৃদয় মাঝ হৃদয়েশ,
হৃদয়-জুড়াওল বদন চন্দ্র তব
হেরব জীবন শেষ।
সাধ যায় ইহ চন্দ্রম-কিরণে,
কুসুমিত কুঞ্জ-বিতানে.
বসন্ত বায়ে প্রাণ মিশায়ব,
বাঁশিক সুমধুর গানে।
প্রাণ ভৈবে মঝু বেণু-গীতময়,
রাধাময় তব বেণু।
জয় জয় মাধব, জয় জয় রাধা,
চরণে প্রণমে ভানু।

কানাড়া—খং।

বিদায় করেছ যারে নয়নের জলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।
আজি মধু সমীরণে নিশিথে কুসুম-বনে,
তাহারে পড়েছে মনে বকুল-তলে।
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে॥
সে দিনো ত মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশদিশি কুসুমদলে ;
দুটি সোহাগের বাণী, যদি হত কানাকানী,
যদি ওই মালাখানি পরাতে গলে।
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে॥
মধুরাতি পূর্ণিমার, ফিরে আসে বারবার,
সে জন ফেরে না আর যে গেছে চ'লে।
ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমিষের ভুল,
চিরদিন তৃষাকুল পরাণ জলে।
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে॥

মুলতান—একতালা।
(উত্তর প্রত্যুত্তর)

১। ভালবেসে দুখ সেও সুখ,
সুখ নাহি আপনাতে।
২। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে।
১। মন দাও দাও দাও,
সখি দাও পরের হাতে।
২। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে।
১। সুখের শিশির নিমিষে শুকায়
সুখ চেয়ে দুখ ভাল।
আন সজল বিমল প্রেম ছল ছল
নলিন-নয়ন-পাতে।
২। না না না মোরা ভুলিনে ছলনাতে।
১। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী
আপনি টুটিয়া যায়—
সুখ পায় তায় সে, চিরকলিকা-জনম
কে করে বহন চির-শিশির-পাতে।
২। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে

বারোঁয়া—ঝাঁপতাল।

মা, আমি তোর কি করেছি!
শুধু তোরে জন্ম ভোরে মা বলেরে ডেকেছি।
চির জীবন পাষাণীরে, ভাসালি আঁখিনীরে
চির জীবন দুঃখানলে দহেছি।
আঁধার দেখে তরাসেতে
চাহিলাম তোর কোলে যেতে,
আমারে ত কোলে তুলে নিলিনে!
মা-হারা বালকের মত, কেঁদে বেড়াই অবিরত।
এ চোখের জল মুছায়ে ত দিলিনে!
সন্তানেরে ব্যথা দিয়ে,যদি মা তোর জুড়ায় হিয়ে
ভাল ভাল, তাই তবে হোক্ অনেক দুঃখ সয়েছি

পিলু বারোঁয়া—একতালা।

মোরা জলে স্থলে কতই ছলে মায়াজাল গাঁথি।
মোরা স্বপন রচন করি, অলস-নয়ন ভরি,
গোপন হৃদয়ে পশি কুহক আসন পাতি।
মোরা মদির তরঙ্গ তুলি বসন্ত-সমীরে,
দুরাশা জাগায় প্রাণে প্রাণে,—

আধতানে ভাঙ্গা গানে ;—
ভ্রমর গুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি।
নর নারী হিয়া মোরা বাঁধি মায়া পাশে,
কত ভুল করে তারা কত কাঁদে হাসে।
মায়া করে ছায়া ফেলি মিলনের মন্ত্রনা,
আনি মান অভিমান,
বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথী।
চল সখি চল,
কুহক স্বপন খেলা খেলাবে চল।
নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রেম-ছল
প্রমোদে কাটাব নব বসন্তের রাতি॥

ইমন কল্যাণ—ঝাঁপতাল।

যাহা পাও তাই লও হাসি মুখে ফিরে যাও,
কারে চাও কেন যাও, আশা কে পূরাতে পারে।
সবে চায় কেবা পায়, সংসার চলে যায়,
যেবা হাসে যেবা কাঁদে যেবা পড়ে থাকে দ্বারে॥

মিশ্র মোল্লার—একতাল।

যদি আসে তবে কেন যেতে চায়,
দেখা দিয়ে তবে কেন লো লুকায়॥
চেয়ে থাকে ফুল হৃদয় আকুল,
বায়ু বলে এসে ভেসে যাই,
ধরে রাখ, ধরে রাখ,
সুখ পাখী ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়॥
পথিকের বেশে সুখ নিশি এসে
বলে হেসে হেসে, মিশে যাই।
জেগে থাক জেগে থাক,—
বরষের সাধ নিমিষে মিলায়॥

মিশ্র—একতালা।

যে ভাল বাসুক সে ভাল বাসুক,
সজনি লো আমরা কে।
দীনহীন এই হৃদয় মোদের,
কাছেও কি কেহ ডাকে॥
তবে কেন বল ভেবে মরি মোরা
কে কাহারে ভাল বাসে,
আমাদের কিবা আসে যায় বল।
কেবা কাঁদে কেবা হাসে।

যদি সখি কেহ তুলে, মনখানি লয় তুলে,
উলটি পালটি ক্ষণেক ধরিয়া
পরখ করিয়া দেখিতে চায়,
তখনি ধূলিতে ছুড়িয়া ফেলিবে নিদারুণ উপেখায়—
কাজকি লো মন লুকান থাক্,
প্রাণের ভিতর ঢাকিয়া রাখ।
হাসিয়া খেলিয়া ভাবনা ভুলিয়া
হরষে প্রমোদে মাতিয়া থাক॥

মল্লার—কাওয়ালি।

ঝিম্ ঝিম ঘন ঘনরে বরিষে।
গগনে ঘন ঘটা, শিহরে তরুলতা,
ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে।
দিশি দিশি সচকিত দামিনী চমকিত
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে॥

মিশ্র দেশ খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

শোন শোন আমাদের ব্যথা,
দেব দেব প্রভু দয়াময়।
আমাদের ঝরিছে নয়ন,
আমাদের ফাটিছে হৃদয়॥
চিরদিন আঁধার না রয়, রবি উঠে নিশি দূর হয়,
এদেশের মাথার উপরে,
এ নিশীথ হবে না কি ক্ষয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন, চিরদিন ফাটিবে হৃদয়॥
মরমে লুকান কত দুখ, ঢাকিয়া রয়েছি ম্লানমুখ,
কাঁদিবার নাই অবসর,
কথা নাই শুধু ফাটে বুক।
সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ প্রাণ, দশদিশি বিভীষিকাময়,
হেন হীন দীনহীন দেশে,
বুঝি তব হবেনা আলয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন, চিরদিন ফাটিবে হৃদয়।
কোনকালে তুলিব কি মাথা,
জাগিবে কি অচেতন প্রাণ,
ভারতের প্রভাত গগনে,
উঠিবে কি তব জয়গান॥
আশ্বাস বচন কোন ঠাঁই,
কোন দিন শুনিতে না পাই।

শুনিতে তোমার বাণী তাই—
মোরা সবে রয়েছি চাহিয়া।
বল প্রভু মুছিবে এ আঁখি,
চিরদিন ফাটিবে না হিয়া॥

—

ভৈরবী—রূপক।

সখা আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি,
পরের মন নিয়ে কি হবে।
আপন মন যদি বুঝিতে নারি,
পরের মন বুঝে কে কবে॥
অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে,
বাসনা কাঁদে প্রাণে হাহারবে,
এমন দিতে চাও দিয়ে ফেল,
কেন গো নিতে চাও মনতবে।
স্বপন সম সব জেনো মনে,
তোমার কেহ নাই ত্রিভুবনে;
যে জন ফিরিতেছে নিজ আশে,
তুমি ফিরিছ কেন তার পাশে;
নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও,
হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও;
তোমারে মুখে তুলে চাহে না রে
থাক সে আপনার গরবে॥

—

খাজ—কাওয়ালি।

সজনি সজনি রাধিকা লো দেখ অবহুঁ চাহিয়া,
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে মৃদুল গান গাহিয়া।
পিনহ ঝটিত কুসুম হার, পিনহ নীল আঙিয়া।
সুন্দরি সিন্দুর দেখে সিঁথি করহ রাঙিয়া—
সহচরি সব নাচ নাচ,—মধুর গীত গাওরে,
চঞ্চল মঞ্জীর রাব কুঞ্জ গগন ছাওরে।
সজনি অব উজার মন্দির কনক দীপ জ্বালিয়া,
সুরভি করহ কুঞ্জ ভবন গন্ধ সলিল ঢালিয়া।
মল্লিকা চামেলি বেলি কুসুম তুলহ বালিকা,
গাঁথ যুঁথি, গাঁথ জাতি, গাঁথ বকুল মালিকা।
তৃষিত নয়ন ভানু সিংহ কুঞ্জ পথম চাহিয়া
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে মৃদুল গান গাহিয়া॥

—

বিভাস—একতালা।

সারা বরষ দেখিনে, মা,
মা তুই আমার কেমন ধারা।
নয়ন তারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়ন-তারা॥
এলি কি পাষাণী ওরে,
দেখবো তোরে আঁখি ভোরে,
কিছুতেই থামে না যে মা,
পোড়া এ নয়নের ধারা॥

—

কাফি—কাওয়ালি।

সেই শান্তি ভবন ভুবন কোথা গেল।
সেই রবি শশি তারা,
সেই শোকশান্ত সন্ধ্যা সমীরণ,
সেই শোভা সেই ছায়া, সেই স্বপন।
সেই আপন হৃদয়ে আপন বিরাম কোথা গেল,
গৃহহারা হৃদয় লবে কাহার শরণ॥
এসেছি ফিরিয়ে, এনেছি তোমারে,
এনেছি হৃদয় তব পায়,—
শীতল স্নেহসুধা কর দান, দাও প্রেমদাও শান্তি,
দাও নূতন জীবন॥

—

বাহার—কাওয়ালি।

হায়রে সেই ত বসন্ত ফিরে এলো,
হৃদয়ের বসন্ত ফুরায়।
সব মরুময়, মলয় অনিল এসে কেঁদে শেষে,
ফিরে চলে যায়!
কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে, ঝরে গেল
আশা লতা শুকাল,
পাখীগুলি দিকে দিকে চলে যায়।
শুকান পাতায় ঢাকা
বসন্তের মৃত কায়, প্রাণ করে হায় হায়,
ফুরাইল সকলি।
প্রভাতের মৃদু হাসি, ফুলের রূপরাশি,
ফিরিবে কি আর;
কিবা জোছনা ফুটিত রে, কিবা যামিনী,
সকলি হারাল,
সকলি গেলরে চলিয়া, প্রাণ করে হায় হায়॥

—

বাউলের সুর।

ক্ষ্যাপা তুই, আছিস্ আপন খেয়াল ধরে।
যে আসে তোমার পাশে,
সবাই হাসে দেখে তোরে॥
জগতে যে যার আছে আপন কাজে দিবানিশি,
তারা পায় না বুঝে, তুই কি খুঁজে,
ক্ষেপে বেড়াস্ জনম ভোরে।
তোর নাই অবসর নাইক দোসর ভবের মাঝে,
তোরে চিন্‌তে যে চাই
সময় না পাই নানান কাজে।
ওরে তুই কি শুনাতে এত প্রাতে মরিস্ ডেকে,
এ যে বিষম জ্বালা ঝালা-পালা
দিবি সবায় পাগল করে
ওরে তুই, কি এনেছিস্
কি টেনেছিস ভাবের জালে,
তার কি মূল্য আছে কারো কাছে কোনো কালে
আমরা লাভের কাজে,
হাটের মাঝে ডাকি তোমায়,
তুমি কি সৃষ্টি ছাড়া নাইক সাড়া,
রয়েছ কোন নেশার ঘোরে।
এ জগৎ আপন মতে আপন মতে চলে যাবে,
বসে তুই আরেক কোণে
নিজের মনে নিজের ভাবে,
ওরে ভাই ভাবের সাথে,ভবের মিলন হবে কবে,
মিছে তুই তারি লাগি, আছিস জাগি
না জানি কোন আশার জোরে॥

দেশ—আড়াঠেকা।

অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে,
যে আঁখি জগত পানে চেয়ে রয়েছে।
রবি শশী গ্রহতারা, হয়নাক দিশে হারা,
সেই আঁখিপরে তারা, আঁখি রেখেছে।
তরাসে আঁধারে কেন কাঁদিয়া বেড়াই,
হৃদয় আকাশ পানে কেন না তাকাই।
ধ্রুব জ্যোতি সে নয়ন জাগে সেথা অনুমান,
সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেছে॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্,
মুখ তুলে আজি চাহরে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি,
প্রভাত গগনে কোটি শির তুলি,
নির্ভয়ে আজি গাহরে।
বিশ কোটি কণ্ঠে মা ব'লে ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে,
দশদিক সুখে হাসিবে।
সে দিন প্রভাতে নূতন তপন,
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন,
আসিবে সে দিন আসিবে।
আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয় রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে,
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।
সেথায় বিরাজে দেব আশীর্ব্বাদ,
না থাকে কলহ না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে উঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে॥

ভজন—ঠুংরি।

কি করিলি মোহের ছলনে।
গৃহ তেয়াগিয়ে প্রবাসে ভ্রমিলি,
পথ হারাইলি গহনে॥
(ঐ) সময় চলে গেল, আঁধার হয়ে এলো,
মেঘ ছাইল গগনে।
শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহে না,
বিঁধেছে কণ্টক চরণে।
গৃহে ফিরে যেতে প্রাণ কাঁদিছে,
এখন ফিরিব কেমনে,
পথ বলে দাও পথ বলে দাও,
কে জানে কারে ডাকি সঘনে।

বন্ধু যাহারা ছিল, সকলে চলে গেল,
কে আর রহিল এ বনে।
ওরে জগত সখা আছে, যারে তাঁর কাছে,
বেলা যে যায় মিছে রোদনে।
দাঁড়ায়ে গৃহ দ্বারে জননী ডাকিছে,
আয়রে ধরি তাঁর চরণে,
পথের ধূলি লেগে অন্ধ আঁখি মোর,
মায়েরে দেখেও দেখিলিনে।
কোথা গো কোথা তুমি, জননি, কোথা তুমি,
ডাকিছ কোথা হতে এ জনে,
হাতে ধরিয়ে সাথে লয়ে চল
তোমার অমৃত ভবনে॥

সিন্ধু ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

হাসি কেন নাই ও নয়নে,
ভ্রমিতেছ মলিন আননে।
দেখ সখি আঁখি তুলি
ফুলগুলি ফুটেছে কাননে॥
তোমারে মলিন দেখি, ফুলেরা কাঁদিছে সখি,
সুধাইছে কত কথা বনলতা আকুল বচনে॥
এস সখি এস হেথা, একটি কহগো কথা,
বল সখি কার লাগি পাইয়াছ মনোব্যথা,
বল সখি মন তোর আছে ভোর কাহার স্বপনে॥

ভৈরোঁ—ঝাঁপতাল।

কেন বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে।
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
বিরহে তব কাটে দিন রাত হে।
স্বপন সম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে, চির মরম বেদনা,
আপনা পানে চাহি শুধু নয়ন জলে পাত হে।
পরশে তব জীবন নব সহসা, যদি জাগিল,
কেন জীবন বিফল কর মরণ শরঘাত হে।
অহঙ্কার চূর্ণ কর, প্রেমে মন পূর্ণ কর,
হৃদয় মন হরণ করি রাখ তব সাথ হে।

ভৈরবী—চৌতাল।

কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাঁহারে!
কেমনে জীবন কাটে চির অন্ধকারে।
মহান জগতে থাকি বিস্ময় বিহীন আঁখি,
বারেক না দেখ তাঁরে এ বিশ্ব মাঝারে।
যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্য্যলোক,
তুমি কেন নিভায়েছ আত্মার আলোক।
তাঁহার আহ্বান রবে আনন্দে চলিছে সবে
তুমি কেন বসে আছ ক্ষুদ্র এ সংসারে॥

মিশ্র মল্লার—রূপক।

চলেছে তরণী প্রসাদ পবনে,
কে যাবে এস হে শান্তিভবনে।
এ ভব সংসারে ঘিরেছে আঁধারে,
কেন রে বসে হেথা ম্লান মুখ।
প্রাণের বাসনা হেথায় পুরে না,
হেথায় কোথা প্রেম, কোথা সুখ।
এ ভব কোলাহল, এ পাপ হলাহল,
এ দুখ শোকানল দূরে যাক্,
সমুখে চাহিয়ে পুলকে গাহিয়ে
চলরে শুনে চলি তাঁর ডাক,
বিষয় ভাবনা লইয়া যাব না,
তুচ্ছ সুখ দুখ পড়ে থাক্।
ভবের নিশীথিনী ঘিরিবে ঘন ঘোরে,
তখন কার মুখ চাহিবে।
সাধের ধন জন, দিয়ে বিসর্জ্জন
কিসের আশে প্রাণ রাখিবে॥

খাম্বাজ—ধামার।

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে,
তাপহরণ স্নেহ কোলে।
নয়ন সলিলে ফুটেছে হাসি
ডাক শুনে সবে ছুটে চলে
তাপহরণ স্নেহ কোলে।
ফিরিছে যারা পথে পথে,
ভিক্ষা মাগিছে দ্বারে দ্বারে,

শুনেছে তাহারা তব করুণা,
দুখি জনে তুমি নেবে তুলে
তাপহরণ স্নেহ কোলে।

মিশ্র ললিত—একতালা।

ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু আসিনু তব পাশে।
আঁখি ফুটিল চাহি উঠিল চরণ দরশ আশে।
খুলিল দ্বার, তিমির তার দূর হইল ত্রাসে।
হেরিল পথ বিশ্ব জগত ধাইল নিজ বাসে।
বিমল কিরণ-প্রেম আঁখি সুন্দর পরকাশে।
নিখিল তায় অভয় পায় সকল জগত হাসে॥
কানন সব ফুল্ল আজি সৌরভ তব ভাসে।
মুগ্ধ হৃদয় মত্ত মধুপ প্রেম কুসুম বাসে,
উজ্জ্বল যত ভকত হৃদয় মোহ তিমির নাশে॥

ভৈঁরো—একতালা।

তাঁহার প্রেমে কে ডুবে আছে,
চাহে না সে তুচ্ছ সুখ ধন মান।
বিরহ নাহি তার নাহিরে দুখ তাপ
সে প্রেমের নাহি অবসান।

মিশ্র জয়জয়ন্তী—একতালা।

তুমি বন্ধু তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার,
তুমি সুখ তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত পাথার।
তুমিইত আনন্দলোক জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপহরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীন জনার।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

তোমারে জানিনে হে তবু মন তোমাতে ধায়।
তোমারে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম পায়।
অসীম সৌন্দর্য্য তব কে করেছে অনুভব হে,
সে মাধুরী চির নব,
আমি না জেনে প্রাণ সঁপেছি তোমায়॥
তুমি জ্যোতির জ্যোতি আমি অন্ধ আধারে;
তুমি মুক্তি মহীয়ান আমি মগ্ন পাথারে॥
তুমি অন্তহীন আমি ক্ষুদ্র দীন,
কি অপূর্ব্ব মিলন তোমায় আমায়॥

মিশ্র ভৈঁরো—কাওয়ালি।

তারে কেমনে ধরিবে, সখি, যদি ধরা দিলে।
তারে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে॥
যদি মন পেতে চাও মন রাখ গোপনে,
কে তারে বাঁধিবে তুমি আপনায় বাঁধিলে॥
কাছে আসিলে ত কেহ কাছে রহে না,
কথা কহিলে ত কেহ কথা কহে না,
হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায়;
হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়ে সাধিলে॥

বাউলের সুর।

তোমরা সবাই ভাল।
(যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে,
সেই আমাদের ভালো।)
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালো
কেউবা অতি জ্বল জ্বল, কেউবা ম্লান ছল ছল,
কেউবা কিছু দহন করে কেউবা স্নিগ্ধ আলো।
নূতন প্রেমে নূতন বধূ, আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল মধুর একটুকু ঝাঁঝালো।
বাক্য যখন বিদায় করে, চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা,
তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
তোমরা কথা বল্‌তে কবির কথা ফুরালো।
যে মূর্ত্তি নয়নে জাগে, সবই আমার ভাল লাগে,
কেউবা দিব্যি গৌরবরণ কেউবা দিব্যি কালো।

ভৈরবী—একতালা।

তোমারই ইচ্ছা হৌক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা,
দাও দুঃখ, দাও তাপ, সকলি সহিব আমি॥
তব প্রেম আঁখি সতত জাগে, জেনেও জানি না,
ঐ মঙ্গল রূপ ভুলি তাই শোক সাগরে নামি॥
আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভা সুখ পূর্ণ,
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই বাসনা অনুগামী
মোহ বন্ধ ছিন্ন কর কঠিন আঘাতে,
অশ্রু সলিলে ধৌত হৃদয়ে থাক দিবস যামী॥

ঝিঁঝিট—চৌতাল।

তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন।
তরুণ অরুণ নবীন ভাতি, পুর্ণিমা প্রসন্ন রাতি,
রূপ-রাশি-বিকশিত তনু কুসুম বন॥
তোমা পানে চাহি সকলি সুন্দর,
রূপ হেরি আকুল অন্তর,
তোমারে ঘেরিয়া ফিরে,
নিরন্তর তোমার প্রেম চাহি।
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে,
গগন পূর্ণ প্রেম গানে,
তোমার চরণ করেছে বরণ নিখিল জন॥

ধুন—কাওয়ালি।

দিবানিশি করিয়া যতন, হৃদয়েতে রচেছি আসন,
জগতপতি হে কৃপা করি,
হেথা কি করিবে আগমন।
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই,
কোলাহল কিছু হেথা নাই,
হৃদয়ের নিভৃত নিলয়, করেছি যতনে প্রক্ষালন।
বাহিরের দীপ রবিতারা, ঢালে না সেথায় কর-ধারা,
তুমিই করিবে শুধু, দেব, সেথায় কিরণ বরিষণ।
দূরে বাসনা চপল, দূরে প্রমোদ কোলাহল,
বিষয়ের মান অভিমান, করেছে সুদূরে পলায়ন।
কেবল আনন্দ বসি সেথা,
মুখে নাই একটিও কথা,
তোমারি সে পুরোহিত প্রভু,
করিবে তোমারি আরাধন।
নীরবে বসিয়া অবিরল, চরণে দিবে সে অশ্রুজল,
দুয়ারে জাগিয়া রবে একা মুদিয়া সজল দু'নয়ন॥

আসাবরি—ঝাপতাল।

দীর্ঘ জীবন পথ, কত দুঃখতাপ,
কত শোক দহন—
গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান॥
খুলে রেখেছেন তাঁর, অমৃত ভবন দ্বার,
শ্রান্তি ঘুচিবে অশ্রু মুছিবে এ পথে হবে অবসান
অনন্তের পানে চাহি, আনন্দের গান গাহি,
ক্ষুদ্র শোক তাপ নাহিরে—
অনন্ত আলয় যার কিসের ভাবনা তার
নিমেষের তুচ্ছ ভারে হবে নারে ম্রিয়মাণ।

গৌড় সারং—একতালা।

দুখের কথা তোমায় বলিব না,
দুখ ভুলেছি ও কর পরশে।
যা কিছু দিয়েছ তাই পেয়ে নাথ,
সুখে আছি আজি হরষে।
আনন্দ আলয় এ মধুর ভাব,
হেথা আমি আছি, এ কি স্নেহ তব,
তোমার চন্দ্রমা তোমার তপন
মধুর কিরণ বরষে।
কত নব হাসি ফুটে ফুল বনে,
প্রতিদিন নব প্রভাতে,
প্রতিনিশি কত গ্রহ কত তারা,
তোমার নীরব সভাতে।
জননীর স্নেহ সুহৃদের প্রীতি
শতধারে প্রেম, মধুর মাধুরী,
ডুবায় অমৃত সরসে।
ক্ষুদ্র মোরা তবু না জানি মরণ,
দিয়েছ তোমার অভয় শরণ,
শোক তাপ সব হয় হে হরণ
তোমার চরণ দরশে।
প্রতিদিন যেন বাড়ে ভালবাসা,
প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা,
পাই নব প্রাণ, জাগে নব আশা,
নব-নব নব বরষে।

ভৈরোঁ—ঝাপতাল।

দেখ্ চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব,
শোন্‌রে, অনন্তকাল উঠে জয় জয় রব।
জগতের যত কবি, গ্রহতারা শশিরবি,
অনন্ত আকাশে ফিরি গান গাহে নব নব।
কি সৌন্দর্য্য অনুপম না জানি দেখেছে তারা,
না জানি করেছে পান, কি মহা অমৃতধারা।

না জানি কাহার কাছে, ছুটে তারা চলিয়াছে,
আনন্দে ব্যাকুল যেন হয়েছে নিখিল ভব।
দেখরে আকাশে চেয়ে—কিরণে কিরণ ময়,
দেখরে জগত চেয়ে—সৌন্দর্য্য-প্রবাহ বয়।
আঁখি মোর কার দিকে চেয়ে আছে অনিমিখে,
কি কথা জাগিছে প্রাণে কেমনে প্রকাশি কব॥

—

বামকেলী—কাওয়ালি।

নিকটে দেখিব তোমারে করেছি বাসনা মনে।
চাহিব নাহে চাহিব নাহে দূর দূরান্তর গগনে।
দেখিব তোমারে গৃহ মাঝারে, জননী স্নেহে
ভ্রাতৃপ্রেমে, শত সহস্র মঙ্গল বন্ধনে।
হেরিব উৎসব মাঝে, মঙ্গল কাজে,
প্রতি দিন হেরিব জীবনে।
হেরিব উজ্জ্বল বিমল মূর্ত্তি তব
শোকে দুঃখে মরণে,
হেরিব সজনে নরনারী মুখে হেরিব বিজনে,
বিরলে হে গভীর অন্তরে আসনে।

—

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

প্রভু এলেম কোথায়।
কখন বরষ গেল, জীবন বয়ে গেল,
কখন কি যে হল জানিনে হায়।
আসিলাম কোথা হতে, যেতেছি কোন পথে,
ভাসি যে কাল-স্রোতে তৃণের প্রায়।
মরণ সাগর পানে চলেছি প্রতিক্ষণ,
তবুও দিবানিশি মোহেতে অচেতন।
এ জীবন অবহেলে আঁধারে দিনু ফেলে,
কত কি গেল চলে, কত কি যায়।
শোকে তাপে জর জর অসহ যাতনায়,
শুকায়ে গেছে প্রেম, হৃদয় মরু প্রায়—
কাঁদিয়া হলেম সারা, হয়েছি দিশাহারা,
কোথা গো ধ্রুবতারা, কোথা গো হায়।

—

পূরবী—আড়াঠেকা।

বর্ষ ওই গেল চলে।
কত দোষ করেছি যে, ক্ষমা কর, লহ কোলে।
শুধু আপনারে ল'য়ে সময় গিয়েছে ব'য়ে,
চাহিনি তোমার পানে, ডাকি নাই পিতা বোলে।
অসীম তোমার দয়া, তুমি সদা আছ কাছে,
অনিমেষ আঁখি তব মুখপানে চেয়ে আছে;
স্মরিয়ে তোমার স্নেহ, পুলকে পূরিছে দেহ,
প্রভু গো তোমারে কভু আর না রহিব ভুলে।

—

রাগিণী কর্ণাটী ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বড় আশা করে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও,
ফিরাও না জননি।
দীনহীনে কেহ চাহে না,
তুমি তারে রাখিবে, জানি গো,
আর আমি যে কিছু চাহিনে
চরণ-তলে বসে থাকিব,
আর আমি যে কিছু চাহিনে
জননী ব'লে শুধু ডাকিব।
তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথা,
কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব।
ঐ যে হেরি তমস-ঘন-ঘোরা গহন রজনী॥

—

ভৈরবী।

অয়ি ভুবন মনোমোহিনী।
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণী।
জনক-জননী-জননী।
নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত চরণতল,
অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর চুম্বিত ভাল হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরিটিনী।
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সাম রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী॥
চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন.
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্য পীযূষ স্তন্যবাহিনী।

—

কীর্ত্তনের সুর।

(আমার) হৃদয়-সমুদ্র-তীরে কে তুমি দাঁড়ায়ে।
কাতর পরাণ ধায় বাহু বাড়ায়ে।

(হৃদয়ে) উথলে তরঙ্গ চরণ-পরশের তরে
(তারা) চরণ-কিরণ লয়ে কাড়াকাড়ি করে।
মেতেছে হৃদয় আমার ধৈরয না মানে,
তোমারে ঘেরিতে চায় নাচে সঘনে।
(সখা) ঐ খানেতে থাক তুমি যেও না চলে
(আজি) হৃদয় সাগরের বাঁধ ভাঙ্গি সবলে!
কোথা হতে আজি প্রেমের পবন ছুটেছে
(আমার) হৃদয়ে তরঙ্গ কত নেচে উঠেছে।
তুমি দাঁড়াও তুমি যেয়ো না—
(আমার) হৃদয়ে তরঙ্গ আজি উঠেছে।

রামকেলি—ঝাপতাল।

আমি দীন অতি দীন—
কেমনে শুধিব নাথ নাথ হে তব করুণা-ঋণ।
তব স্নেহ শতধারে ডুবাইছে সংসারে,
তাপিত হৃদি মাঝে ঝরিছে নিশি দিন।
হৃদয়ে যা আছে, দিব তব কাছে;
তোমারি এ প্রেম দিব তোমারে—
চিরদিন তব কাজে, রহিব জগত মাঝে
জীবন করেছি তোমার চরণ-তলে লীন।

মিশ্র—ঝাঁপতাল।

একি সুগন্ধ-হিল্লোল বহিল—
আজি প্রভাতে জগত মাতিল তায়।
হৃদয়-মধুকর ধাইছে দিশি দিশি পাগল প্রায়,
বরণ বরণ পুষ্পরাজি, হৃদয় খুলিয়াছে আজি,
সেই সুরভি-সুধা করিছে পান,
পূরিয়া প্রাণ, সে সুধা করিছে দান,
সে সুধা অনিলে উথলি যায়।

মহি শূরী খাম্বাজ—ঠুংরি।

চিরবন্ধু, চির নির্ভর, চির শান্তি তুমি হে প্রভু।
তুমি চিরমঙ্গল সখা হে (তোমার জগতে)
চির সঙ্গী চির জীবনে।
চির প্রীতি-সুধা-নির্ঝর তুমি হে হৃদয়েশ,
তব জয় সঙ্গীত ধ্বনিছে (তোমার জগতে)
চির দিবা চির রজনী।

কানড়া—চৌতাল।

জগতের তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ,
হৃদয়ের তুমি হৃদয় নাথ হৃদয় হরণ রূপ।
নীলাম্বর জ্যোতিখচিত চরণ-প্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়ম পথে অনন্ত লোক।
নিভৃত হৃদয়মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি
প্রেম পরিপূর্ণ মধুর ভাতি।
ভকত হৃদয়ে তব করুণা রস সতত বহে,
দীন জনে সতত কর অভয় দান!

গৌড় মল্লার—কাওয়ালি।

তোমার দেখা পাব বলে এসেছি যে সখা
শুন প্রিয়তম হে, কোথা আছ লুকাইয়ে,
তবে গোপন বিজন গৃহে লয়ে যাও
দেহ গো সরায়ে তপন তারকা,
আবরণ সব দূর কর হে, মোচন কর তিমির,
জগত আড়ালে থেক না বিরলে,
লুকায়োনা আপনারি মহিমা মাঝে,
তোমার গৃহের দ্বার খুলে দাও।

তোমারি মধুররূপে ভরেছে ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন।
তরুণ অরুণ নবীন ভাতি, পূর্ণিমা প্রসন্ন রাতি,
রূপরাশি-বিকশিত-তনু কুসুম বন।
তোমা পানে চাহি সকলে সুন্দর,
রূপ হেরি আকুল অন্তর,
তোমারে ঘেরিয়া ফিরে নিরন্তর
তোমার প্রেম চাহি।
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে, গগন পূর্ণ প্রেম গানে,
তোমার চরণে করেছে বরণ নিখিল জন।

সিন্ধু-কাফি—একতালা।

তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ।
পলে-পলে মরি সেও ভাল,
সহি পদে-পদে অপমান।
কথার বাঁধুনী কাঁদুনীর পালা,
চোখে নাহি কারো নীর।
আবেদন, আর নিবেদনের থালা
ব'হে ব'হে নত শির।

কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি একি লাজ
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করিলে আপনার কাজ,
পরের পরে অভিমান।
আপনি নামাও কলঙ্ক-পসরা,
যেও না পরের দ্বার,
পরের পায়ে ধরে মান ভিক্ষা করা,
সকল ভিক্ষার ছার।
দাও দাও বলে, পরের পিছু
কাঁদিয়ে বেড়ালে মেলে না ত কিছু।
মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও
প্রাণ আগে কর দান ॥

মিশ্রি ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

ও কে বোঝা গেল না, চ'লে আয় চ'লে আয়।
ও কি কথা যে বলে সখি কি চোখে যে চায়।
লাজ টুটে শেষে মরি লাজে,
মিছে কাজে ধরা দিবে না যে,
বল কে পারে তায়,
আপনি সে জানে তার মন কোথায় ॥

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

অন্তরে জাগিছ অন্তরযামি।
তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি।
সংসার সুখ করেছি বরণ,
তবু তুমি মম জীবনস্বামী।
না জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথে
আপন গরবে অসীম জগতে।
তবু স্নেহনেত্র জাগে ধ্রুবতারা
তব শুভ আশিষ আসিছে নামি ॥

মিশ্র—মুলতান।

আমার মন মানে না (দিন রজনী)
আমি কি কথা স্মরিয়া এতনু ভরিয়া
পুলক রাখিতে নারি।
ওগো কি ভাবিয়া মনে,
এ দুটি নয়নে উথলে নয়নবারি।
(ওগো সজনি!)
সে সুধাবচন সে সুখপরশ, অঙ্গে বাজিছে বাঁশি।
(তাই) শুনিয়া শুনিয়া আমার মনে
হৃদয় হয় উদাসী, কেন না জানি।
(ওগো) বাতাসে কি কথা ভেসে চলে আসে,
আকাশে কি মুখ জাগে;
(ওগো) বন-মর্ম্মরে নদী নির্ঝরে
কি মধুর সুর লাগে;
ফুলের গন্ধ বন্ধুর মত জড়ায়ে ধরিছে গলে,
(আমি) এ কথা এ ব্যথা সুখব্যাকুলতা,
কাহার চরণতলে দিব নিছনি?

ভৈরবি—তেওরা।

(আজি) যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে,
(কেন) নয়নের জল ঝরিছে বিফল নয়নে ॥
এ বেশ ভূষণ লহ সখি লহ,
এ কুসুম মালা হয়েছে অসহ,
এখন যামিনী কাটিল, বিরহ শয়নে ॥
(আজি) যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে।
(আমি) বৃথা অভিসারে এ যমুনা পারে এসেছি;
(বহি) বৃথা মনোআশা এত ভালবাসা বেসেছি;
শেষে নিশিশেষে বদন মলিন,
ক্লান্ত চরণ, মন উদাসীন,
ফিরিয়া চলেছি কোন্ সুখহীন ভবনে ॥
(হায়) যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে।
(কত) উঠেছিল চাঁদ নিশীথ অগাধ আকাশে,
(বনে) দুলেছিল ফুল গন্ধ ব্যাকুল বাতাসে,
তরু মর্ম্মর, নদী কলতান,
কানে লেগেছিল স্বপ্ন সমান,
দূর হতে আসি পশেছিল গান শ্রবণে;
(আজি) সে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে ॥
(ওগো) ভোলা ভাল তবে,
কাঁদিয়া কি হবে মিছে আর,
(যদি)যেতে হল হায়,প্রাণ কেন চায় পিছে আর,
কুঞ্জ দুয়ারে অবোধের মত,
রজনী প্রভাতে বসে রব কত,
এবারের মত বসন্ত গত জীবনে;
(হায়) যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে ॥

ওগো ভোলা ভাল তবে,
কাঁদিয়া কি হবে মিছে আর।
যদি যেতে হল হায়,
প্রাণ কেন চায় পিছে আর॥
কুঞ্জ দুয়ারে অবোধের মত
রজনী-প্রভাতে বসে রব কত।
এবারের মত বসন্ত-গত জীবনে!
হায় যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে!

মিশ্র—ভৈরোঁ।

(আহা) জাগি পোহাল বিভাবরী।
ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরি॥
ম্লান প্রদীপ উষানিল-চঞ্চল,
পাণ্ডুর শশধর গত অস্তাচল,
মুছ আঁখি-জল, চল সখি চল,
অঙ্গে নীলাঞ্চল সম্বরি।
শরত প্রভাত নিরাময় নির্ম্মল,
শান্ত সমীরে কোমল পরিমল,
নির্জ্জন বনতল শীতল শিশির সুশীতল,
পুলকাকুল তরু বল্লরী॥
বিরহ শয়নে ফেলি মলিন মালিকা,
এস নব ভুবনে এস গো বালিকা,
গাঁথি লহ অঞ্চলে নব শেফালিকা,
অলকে নবীন ফুলমঞ্জরী॥

বেহাগ।

(আমি) কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে।
(তাই) আকাশ-কুসুম করিনু চয়ন হতাশে॥
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী,
কূল নাহি পায় আশার তরণী,
মানস-প্রতিমা ভাসিয়ে বেড়ায় আকাশে।
(কিছু) বাঁধা পড়িল না শুধু এ বাসনা বাঁধনে।
(কেহ) নাহি দিল ধরা শুধু এ সুদূর সাধনে॥
আপনার মনে বসিয়া একেলা
অনল-শিখায় কি করিনু খেলা,
দিন-শেষে দেখি ছাই হল সব হতাশে।
(আমি) কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে॥

খাম্বাজ।

আমরা লক্ষ্মী ছাড়ার দল।
ভবের পদ্মপত্রে জল সদা করছি টলমল।
(মোদের) আসা যাওয়া
শূন্য হাওয়া নাইকো ফলাফল।
নাহি জানি করণ কারণ, নাহি জানি ধরণ ধারণ,
নাহি মানি শাসন বারণ গো,—
(আমরা) আপন রোখে,
মনের ঝোঁকে ছিঁড়েছি শিকল।
(লক্ষ্মী) তোমার বাহনগুলি ধনে পুত্রে উঠুন ফুলি
লুঠুন তোমার চরণ ধূলি গো।
(আমরা) স্কন্ধে লয়ে কাঁথা ঝুলি ফিরব ধরাতল।
তোমার বন্দরেতে বাঁধাঘাটে
বোঝাই করা সোণার পাটে,
অনেক রত্ন অনেক হাটে গো
আমরা নোঙর ছেঁড়া
ভাঙ্গা তরী ভেসেছি কেবল।
আমরা এবার খুঁজে দেখি,
অকূলেতে কূল মেলে কি,
দ্বীপ আছে কি ভব সাগরে?
যদি সুখ না জোটে দেখবে ডুবে কোথায় রসাতল,
আমরা জুটে, সারাবেলা করব হতভাগার মেলা,
গাব গান খেলব খেলা গো॥
কণ্ঠে যদি গান না আসে করব কোলাহল॥

ঝিঁঝিট।

আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনি।
তুমি থাক সিন্ধু পারে ওগো বিদেশিনী।
তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে,
তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে,
তোমায় দেখেছি হৃদি মাঝারে ওগো বিদেশিনী
আমি আকাশে পাতিয়া কান,
শুনেছি শুনেছি তোমার গান,
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনী
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে, আমি এসেছি নূতন দেশে
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী

টৌড়ি—ঝাঁপতাল।

আর কি আমি ছাড়ব তারে।
মন দিয়া মন নাই বা পেলেম,
জোর করে রাখিব ধরে।
পুণ্য করে হৃদয় পুরি,
মন যদি করিলে চুরি,
তুমিই তবে থাক সেথায়
শূন্য হৃদয় পূর্ণ করে।

রামপ্রসাদী সুর।

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে॥
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে,
আয় বলে ওই ডেকেছে কে।
গভীর স্বরে উদাস ক'রে
আর কে কারে ধ'রে রাখে॥
যেথায় থাকি যে যেখানে
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
প্রাণের টানে টেনে আনে
প্রাণের বেদন জানে না কে।
মান অপমান গেছে ঘুচে,
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে,
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে।
কত দিনের সাধন ফলে
মিলেছি আজ দলে দলে
ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয়রে মাকে॥

ভূপালি—কাওয়ালী।

আজি এ ভারত লজ্জিত হে।
হীনতা-পঙ্কে মজ্জিত হে
নাহি পৌরুষ নাহি বিচারণা,
কঠিন তপস্যা সত্য সাধনা,
অন্তরে বাহিরে ধর্ম্মে কর্ম্মে
সকলি ব্রহ্ম-বর্জ্জিত হে।
পর্ব্বতে প্রান্তরে নগরে গ্রামে
জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে
পুণ্যে বীর্য্যে অভয়ে অমৃতে
হইবে পলকে সজ্জিত হে।

বেলাবলী—চৌতাল।

আজি হেরি সংসার অমৃতময়;
মধুর পবন বিমল, কিরণ ফুল্লবন,
মধুর বিহগ কলধ্বনি।
কোথা হতে বহিল সহসা,
প্রাণ-ভরা প্রেম হিল্লোল, আহা!
হৃদয় কুসুম উঠিল ফুটি পুলক ভরে।
অতি আশ্চর্য্য দেখ সবে দীনহীন ক্ষুদ্র হৃদয়মাঝে
অসীম জগত স্বামী বিরাজে সুন্দর শোভন।
ধন্য এই মানব জীবন, ধন্য বিশ্ব জগত,
ধন্য তাঁর প্রেম তিনি ধন্য ধন্য।

মালকোষ—কাওয়ালি।

আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্তগগনে
পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া,
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি,
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে।
বসিয়া আছ কেন আপন মনে,
স্বার্থ নিমগন কি কারণে।
চারি দিকে দেখ চাহি হৃদয় প্রসারি
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি,
প্রেম ভরিয়া লই শূন্য জীবনে।

কেদারা—একতালা।

আমার বিচার তুমি কর, নাথ, আপন করে।
দিনের কর্ম্ম সঁপিনু করুণ চরণ পরে।
যদি পূজা করি মিছা দেবতার,
শিরে ধ'র যদি মিথ্যা আচার,
যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো পরে,
আমার বিচার তুমি কোরো আপন করে।

লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুখ,
ভয়ে হয়ে থাকি ধর্ম্মবিমুখ'
পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ ক্ষণেক তরে,
তুমি যে জীবন দিয়েছ আমায়,
কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়,
আপনি বিনাশ করি আপনার মোহের ভরে
আমার বিচার তুমি কোরো তবে আপন করে।

দেশ—একতালা।

আমার সত্য মিথ্যা সকলি ভুলায়ে দাও,
আমায় আনন্দে ভাসাও।
না চাহি তর্ক না চাহি যুক্তি,
না জানি বন্ধ না জানি মুক্তি,
তোমার বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা আমার অন্তরে জাগাও
সকল বিশ্ব ডুবিয়া যাক্ শান্তি পাথারে,
সব সুখ দুঃখ থামিয়া যাক্ হৃদয় মাঝারে,
সকল বাক্য সকল শব্দ, সকল চেষ্টা হউক স্তব্ধ,
তোমার চিত্ত জয়িনী বাণী আমার অন্তরে শুনাও

মিশ্র-মল্লার—একতালা।

আমি সকলি দিনু তোমারে,
মননাথ হে, প্রাণনাথ হে।
তাহে সিঞ্চিয়া তব পুণ্যবারি
রাখিয়ো তব সাথে হে।
যাহা বিফল হল এ জনমে,
তাহা সফল করিও কালে,
যাহা পঙ্কিল তাহা নাশিও মম জটিল জীবন জালে
লহ লজ্জা, নাথ হে, ওহে লজ্জা-নিবারণ।
মম সুখের আশা স্মৃতি লহ হে
ওহে সকল সুখের কারণ।
মম দুঃখ-সিন্ধু মথিয়া, লহ অমৃতে উদ্ধারি,
মনো বাসনা সব লীন হোক ইচ্ছায় তোমারি॥

কীর্ত্তন।

আমি সংসারে মন দিয়েছিনু,
তুমি আপনি সে মন নিয়েছ।
আমি সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু,
তুমি দুখ বলে সুখ দিয়েছ॥
(দয়া করে) (দুখ দিলে আমায় দয়া করে)
হৃদয় যাহার শতখানে ছিল, শত স্বার্থের সাধনে,
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে,
বাঁধিলে ভক্তি-বাঁধনে॥
(কুড়ায়ে এনে) (শত খান হতে কুড়ায়ে এনে)
(ধূলা হতে তারে কুড়ায়ে এনে)
সুখ দুখ করে দ্বারে দ্বারে মোরে,
কত দিকে কত খোঁজালে,
তুমি যে আমার কত আপনার,
এবার সে কথা বুঝালে॥
(বুঝায়ে দিলে) (হৃদয়ে আসি বুঝায়ে দিলে)
(তুমি কে হও আমায় বুঝায়ে দিলে)
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে,
কোথা নিয়ে যায় কাহারে।
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে,
এনেছ তোমারি দুয়ারে।
(আমি না জানিতে) (কোথা দিয়ে আমায়
এনেছ আমি না জানিতে)॥

ভৈরবী—সুরফাক্তা।

আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি,
তুমি হে মহা সুন্দর জীবননাথ।
শোকে দুখে তোমারি বাণী, জাগরণ দিবে আনি,
নাশিবে দারুণ অবসাদ॥
চিত্ত মন অর্পিনু তব পদপ্রান্তে,
শুভ্র শান্তি শতদল পুণ্য মধুপানে,
চাহি আছে সেবক তব সুদৃষ্টি পাতে,
কবে হবে এ দুখ-রাত প্রভাত।

কীর্ত্তন।

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি,
দিবস কাটে বৃথায় হে—
আমি যেতে চাই তব পথ পানে,
কত বাধা পায় পায় হে॥
(তোমার অমৃত পথে—যেপথে তোমায়
আলো জ্বলে, সেই অভয় পথে)

চারিদিকে হের ঘিরেছে কা'রা,
শত বাঁধনে জড়ায় হে,
আমি, ছাড়িতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো,
ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে ॥
(তারা বাঁধিয়া রাখে তোমার বাহুর
বাঁধন হতে তারা বাঁধিয়া রাখে।)
দাও ভেঙ্গে দাও এ ভবের সুখ,
কাজনেই এ খেলায় হে।
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মত,
বেলা বহে তত যায় হে ॥
(ভুলে যে থাকি—দিন যে মিলায়,
খেলা যে ফুরায় ভুলে যে থাকি)
হান তব বাজ হৃদয়-গহনে,
দুখানল জ্বাল' তায় হে।
নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে,
সে জল দাও মুছায়ে হে ॥
(নয়নজলে তোমার হাতের বেদনা দেওয়া
নয়নজলে—প্রাণের সকল
কলঙ্ক-ধোওয়া নয়নজলে)
শূন্য করে দাও হৃদয় আমার,
আসন পাত সেথায় হে।
তুমি এস এস নাথ হ'য়ে বস,
ভুলোনা আমায় হে ॥
(আমার শূন্য প্রাণে, চির আনন্দ ভার
থাক আমার শূন্য প্রাণে) ॥

ইমন্ কল্যাণ—একতালা।

হৃদয়-শশী হৃদি গগনে, উদিল মঙ্গল লগনে,
নিখিল সুন্দর ভুবনে, একি এ মহা মধুরিমা।
ডুবিল কোথা দুখ সুখরে, অপার শান্তির সাগরে,
বাহিরে অন্তরে জাগেরে, শুধুই সুধা পূরণিমা।
গভীর সঙ্গীত দ্যুলোকে, ধ্বনিছে গম্ভীর পুলকে,
গগন-অঙ্গন আলোকে, উদার দীপ্ত দীপ্তিমা।
চিত্তমাঝে কোন যন্ত্রে, কি গান মধুময় মন্ত্রে,
বাজেরে অপরূপ তন্ত্রে,
প্রেমের কোথা পরিসীমা ॥

গৌড়—মল্লার।

হৃদয়ে রাখ'গো দেবি, চরণ তোমার।
এস, মা করুণা রাণী, ও বিধু বদনখানি,
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিব আবার ॥
এস আদরিণী রাণী সমুখে আমার।
মৃদু মৃদু হাসি হাসি, বিলাও অমৃতরাশি,
আলোয় করেছ আলো, জ্যোতিপ্রতিমা,
তুমি গো লাবণ্যলতা, মূর্ত্তি মধুরিমা।
বসন্তের বনমালা অতুল রূপের ডালা,
মায়ার মোহিনী মেয়ে ভাবের আধার,
ঘুচাও মনের মোর সকল আঁধার।
অদর্শন হলে তুমি ত্যেজি লোকালয় ভূমি,
অভাগা বেড়াবে কেঁদে গহনে গহনে।
হেরে মোরে তরুলতা, বিষাদে কবেনা কথা,
বিষণ্ন কুসুমকুল বনফুল বনে ॥
"হা দেবি, হা দেবি" বলি গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি,
ঝরিবে ফুলের চোখে শিশির আমার,
হেরিব জগত শুধু আঁধার আঁধার।
সরস্বতী। দীনহীন বালিকার সাজে,
এসেছিনু ঘোর বন মাঝে,
গলাতে পাষাণ তোর মন,
কেন, বৎস, শোন্, তাহা, শোন্!

আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান।
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ ॥
যে রাগিণী শুনে তোর গলেছে কঠোর মন,
সে রাগিণী তোরি কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ।
অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণ-তলে,
চারিদিকে দিকবধূ আকুল নয়ন-জলে।
মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা,
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা।
যে করুণা রসে আজি ডুবিলরে ও হৃদয়,
শত স্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগতময়।

যেথায় হিমাদ্রি আছে সেথা তোর নাম র'বে,
যেথায় জাহ্নবী বহে তোর কাব্য-স্রোত ব'বে!
সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া
শ্মশান পবিত্র করি মরুভূমি উর্ব্বরিয়া!

অতি নির্ম্মল, অতি নির্ম্মল উজ্জ্বল সাজে,
ভুবনে নব শারদ লক্ষ্মী বিরাজে।
নব-ইন্দু লেখা অলকে ঝলকে;
অতি নির্ম্মল হাস-বিভাস-বিকাশ
আকাশ নীলাম্বর মাঝে
শ্বেত ভুজে শ্বেত বীণা বাজে।
উঠেছে আলাপ মৃদু মধুর বেহাগ তানে
চন্দ্রকর উল্লসিত ফুল্লবনে
ঝিল্লিরবে তন্দ্রা আনে রে,
দিকে দিকে কত বাণী নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রসধারা ॥

কীর্ত্তনের সুর।

বড় বেদনার মত বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে
মন যে কেমন করে মনে মনে তাহা মনই জানে
তোমার হৃদয়ে করে আছি নিশিদিন ধরে,
[illegible] কি আঁখি ভরে মুখের পানে।
[illegible] বড় [illegible] কিঞ্চন তোমার লাগি
পরাণে বড় দুখে বড় অনুরাগে রয়েছি জাগি ॥
[illegible] মত আর হয়ে গেছে যা হবার,
[illegible] ছে মন-প্রাণ মরণ টানে ॥

বাগেশ্রী।

[illegible] পদযুগে প্রণমি গো ভবদারা।
[illegible] ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা।
[illegible] হরহর—ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লবকর,
মাতো মাগো ঘোরা উন্মাদিনী পারা।
[illegible] দশি দিশি, ঘুরাও তড়িত অসি,
ছুটাও শোণিতস্রোত ভাসাও বিপুল ধরা।
উর কালি কপালিনি, মহাকাল-সীমন্তিনি,
লহ জবা-পুষ্পাঞ্জলি মহাদেবি পরাৎপরা।

সিন্ধু-ভৈরবী—ঝাপতাল।

যদি এ আমার হৃদয়-দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে
ফিরিয়া যেওনা প্রভু।
যদি কোন দিন এ বীণার তারে,
তব প্রিয় নাম নাহি ঝঙ্কারে,
দয়া করে তবু রহিয়ো দাঁড়ায়ে,
ফিরিয়া যেওনা প্রভু ॥
যদি কোন দিন তোমার আহ্বানে,
সুপ্তি আমার চেতনা না মানে,
বজ্র-বেদনে জাগায়ো আমারে
ফিরিয়া যেওনা প্রভু।
যদি কোন দিন তোমার আসনে,
আর কাহারেও বসাই যতনে,
চির দিবসের হে রাজা আমার
ফিরিয়া যেওনা প্রভু ॥

ভৈরবী—একতালা।

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,
বেলা হল মরি লাজে।
সরমে জড়িত চরণে কেমনে চলিব পথের মাঝে
আলোক পরশে মরমে মরিয়া
হেরগো শেফালি পড়েছে ঝরিয়া,
কোন মতে আছে পরাণ ধরিয়া,
কামিনী শিথিল সাজে।
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,
বেলা হল মরি লাজে ॥
নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ
উষার বাতাস লাগি।
রজনীর শশী গগনের কোণে লুকায় শরণ মাগি ॥
পাখী ডাকি বলে গেল বিভাবরী,
বঁধূ চলে জলে লইয়া গাগরী
আমি এ আকুল কবরী আবরি
কেমনে যাইব কাজে।
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন
বেলা হল মরি লাজে ॥

কাফি—একতালা।

মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী
'সখি জাগো জাগো!'
মেলি রাগ অলস আঁখি 'সখি জাগো জাগো'!
আজি চঞ্চল এ নিশীথে জাগ ফাল্গুন গীতে,
অয়ি-প্রথম-প্রণয়-ভীতে, মম নন্দন অটবীতে,
পিক মুহু মুহু উঠে ডাকি' 'সখি জাগো জাগো'।

জাগো নবীন গৌরবে নব বকুল-সৌরভে,
মৃদু মলয়বীজনে জাগ নিভৃত নির্জ্জনে।
জাগ আকুল ফুলসাজে জাগ মৃদু কম্পিত লাজে,
মম হৃদয়-শয়ন-মাঝে, শুন মধুর মুরলী বাজে,
মম অন্তরে থাকি থাকি—"সখি জাগো জাগো"।

বেহাগ—চৌতাল।

ভয় হতে তব অভয় মাঝে নূতন দাও হে।
দীনতা হতে অক্ষয় ধনে, সংশয় হতে সত্যসদনে,
জড়তা হতে নবীন জীবনে নূতন জনম দাও হে।
আমার ইচ্ছা হইতে প্রভু তোমার ইচ্ছামাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে প্রভু তব মঙ্গল কাজে,
অনেক হইতে একের ডোরে,
সুখ দুখ হতে শান্তি ক্রোড়ে,
আমা হতে নাথ তোমাতে মোরে
নূতন জনম দাও হে॥

কীর্ত্তনের সুর।

ভালবেসে সখি নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো তোমার মনের মন্দিরে।
আমার পরাণে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখিও তোমার চরণ-মঞ্জীরে।
ধরিয়া রাখিও সোহাগে আদরে
আমার মুখর পাখিটি, তোমার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে!
মনে করি সখি বাঁধিয়া রাখিয়ো
আমার হাতের রাখীটি তোমার কনক-কঙ্কণে।
আমার লতার একটি মুকুল
তুলিয়া তুলিয়া রাখিয়ো তোমার অলকবন্ধনে।
আমার স্মরণ-শুভসিন্দূরে
একটি বিন্দু আঁকিয়ো তোমার ললাটচন্দনে।
আমার মনের মোহের মাধুরী
মাখিয়া রাখিয়া দিওগো তোমার অঙ্গ-সৌরভে।
আমার আকুল জীবন মরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিয়োগো তোমার অতুল গৌরবে॥

ঝিঁঝিট বারোয়াঁ—সুরফাক।

প্রতিদিন তব গাঁথা গাব আমি সুমধুর,
তুমি দেহ মোরে কথা তুমি দেহ মোরে সুর।
তুমি যদি থাক মনে, বিকচ কমলাসনে,
তুমি যদি কর প্রাণ তব প্রেমে পরিপুর।
তুমি দেহ মোরে কথা তুমি দেহ মোরে সুর।
তুমি শোন যদি গান আমার সমুখে থাকি,
সুধা যদি করে দান তোমার উদার আঁখি।
তুমি যদি দুখ পরে, রাখ কর স্নেহভরে,
তুমি যদি সুখ হতে দম্ভ করহ দূর।
তুমি দেহ মোরে কথা তুমি দেহ মোরে সুর॥

কল্যাণ—চৌতাল।

পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এস,
এস মনোরঞ্জন।
আলোকে আঁধার হোক চূর্ণ,
অমৃতে মৃত্যু কর পূর্ণ,
কর গভীর দারিদ্রভঞ্জন॥
সকল সংসার দাঁড়াবে সরিয়া,
তুমি হৃদে আসিছ দেখি
জ্যোতির্ম্ময় তোমার প্রকাশে
শশী তপন পায় লাজ সকলের তুমি গর্ব্ব গঞ্জন॥

আশাবরী-টোড়ি—তিওট।

দিন ত চলি গেল প্রভু বৃথা, কাতরে কাঁদে হিয়া
জীবন অহরহ হতেছে ক্ষীণ,
কি হলো এ শূন্য জীবনে।
দেখাব কেমনে এই ম্লান মুখ
কাছে যাব কি লইয়া।
প্রভু হে যাইবে ভয়, পাব ভরসা,
তুমি যদি ডাক এ অধমে॥

বাহার—কাওয়ালী।

দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ গান গাহিয়ে—
নগরে, প্রান্তরে, বনে, বনে, অশ্রুঝরে দুনয়নে
পাষাণ হৃদয় কাঁদে সে কাহিনী শুনিয়ে।
জ্বলিয়া উঠে অযুত প্রাণ,
একসাথে মিলি এক গান গায়,
নয়নে অনল ভায়,
শূন্য কাঁপে অভ্রভেদী বজ্র নির্ঘোষে
ভয়ে সবে নীরবে চাহিয়ে।

শুনিতে শুনিতে বৎস তোর সে অমর গীত,
জগতের শেষ দিনে রবি হবে অস্তমিত।
যতদিন আছে শশী, যতদিন আছে রবি,
তুই বাজাইবি বীণা তুই আদি মহাকবি।
মোর পদ্মাসনতলে রহিবে আসন তোর।
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর।
বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত।
এই সে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার!
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার॥

বিভাষ—আড়খেমটা।।

হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়
হায় সজনি, উথলে নয়নবারি।
যে দিকে চেয়ে দেখি ওগো সখি.
কিছু আর চিনিতে না পারি॥
পরাণে পড়িয়াছে টান, ভরা নদীতে আসে বাণ,
আজিকে কি ঘোর তুফান সজনি গো
বাঁধ আর বাঁধিতে নারি।
কেন এমন হলো গো আমার এই নব যৌবনে.
সহসা কি বহিল কোথাকার কোন্ পবনে।
হৃদয় আপনি উদাস, মরমে কিসের হুতাশ,
জানিনা কি বাসনা, কি বেদনা গো
আপনা কেমনে নিবারি॥

মল্লার।

সজনি গো———
শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা নিশীথ যামিনীরে।
কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব অবলা কামিনীরে॥
উন্মদ পবনে যমুনা অজ্জিত,
ঘন ঘন গর্জ্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুত, পথতরু লুণ্ঠত,
থরহর কমপত দেহ॥
ঘন ঘন রিম্ ঝিম,রিম্ ঝিম রিম ঝিম্,
বরখত নীরদপুঞ্জ॥
ঘোর গহন বন তাল তমালে,
নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।
বোল ত সজনি এ দুরযোগে কুঞ্জে নিরদয় কান।
দারুণ বাঁশী কাহ বাজাওত সকরুণ রাধা নাম॥
সজনি—মোতিম হারে বেশ বনা দে
সীঁথি লগা দে ভালে।
উরহি বিলোলিত শিথিল চিকুর মম
বাঁধহ মালত মালে॥
খোল দুয়ার ত্বরা করি সহি রে,
ছোড় সকল ভয় লাজে।
হৃদয় বিহগ সম ঝটপট করত হি
পঞ্জর পিঞ্জর মাঝে॥
গহন রয়নমে ন যাও বালা
নওল কিশোর-ক পাশ।
গরজে ঘনঘন, বহু ডর পাওব
কহে ভানু তব দাস॥

রাম প্রসাদী সুর।

শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা।
পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা॥
এতদিন কি ছল করে তুই,
পাষাণ করে রেখেছিলি।
(আজ) আপন মায়ের দেখা পেয়ে
নয়নজলে গলেছি মা।
কালো দেখে ভুলিনে আর,
আলো দেখে ভুলেছে মন,
আমায় তুমি ছলে ছিলে,
(এবার) আমি তোমায় ছলেছি মা।
মায়ায় মায়া কাটিয়ে এবার,
মায়ের কোলে চলেছি মা॥

কাফি কানড়া—ঢিমে তেতাল।

বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময়।
তব প্রেম লাগি দিবা নিশি জাগি, ব্যাকুলহৃদয়।
তব প্রেমে কুসুম হাসে,তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,
প্রেম হাসি তব উষা নব নব,
প্রেম নিমগন নিখিল নীরব,
তব প্রেমে তরে কিবে হা হা করে উদাসী মলয়।
আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে
ভুলেছে তোমার রূপে নয়ন আমারি।

জলে স্থলে গগনতলে,
তব সুধা বাণী সতত উথলে,
শুনিয়া পরাণ শান্তি না মানে,
ছুটে যেতে চায় অনন্তেরি পানে,
আকুল হৃদয় খোঁজে বিশ্বময় ও প্রেম-আলয় ॥

বাহার।

বসন্ত আওল রে, মধুকর গুন গুন, অমুয়া মঞ্জরী
কানন ছওল রে।
শুন শুন সজনি হৃদয় প্রাণ মম
হরখে আকুল ভেল।
জর জর রিঝসে দুখ জ্বালা সব দূর দূর চলি গেল
মরমে বহই বসন্তসমীরণ মরমে ফুটই ফুল,
মরম কুঞ্জপর বোলই কুহু কুহু
অহরহ কোকিলকুল।
সখিরে উছসত প্রেমভরে অব
ঢল ঢল বিহ্বল প্রাণ,
নিখিল জগৎ জনু হরখ-ভোর ভই
গায় রভস-রস গান।
কহিছে আকুল বিকচ কুসুমকুল
শ্যামক আনহ ডাকি,
শ্যাম নাম ধরি শ্যাম শ্যাম করি
গাও শত শত পাখী।
বসন্ত-ভূষণ-ভূষিত ত্রিভুবন কহিছে দুখিনী রাধা,
কঁহিরে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম
হৃদি বসন্ত সো মাধা।
ভানু কহত অতি গহন রয়ন অব,
বসন্তসমীর শ্বাসে মোদিত বিহ্বল চিত্ত কুঞ্জতল
ফুল্ল বাসনা-বাসে ॥

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

বাজিল কাহার বীণা, মধুর স্বরে।
আমার নিভৃত নব জীবন পরে।
প্রভাত কমল সম, ফুটিল হৃদয় মম,
কার দুটি নিরুপম চরণ তরে।
জেগে উঠে সব শোভা, সব মাধুরী,
পলকে পলকে হিয়া পুলকে পুরি।
কোথা হতে সমীরণ, আনে নব জাগরণ,
পরাণের আবরণ মোচন করে।
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে।
লাগে বুকে সুখে দুখে কত যে ব্যথা,
কেমনে বুঝায়ে কব না জানি কথা।
আমার বাসনা আজি, ত্রিভুবনে উঠে বাজি,
কাঁপে নদী বনরাজি বেদনা ভরে।
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে ॥

শঙ্করাভরণ—মিশ্রতাল।

বিশ্ব বীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদী নদে গিরি গুহা পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত-মধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরস-ভঙ্গিমা;—
নব বসন্তে, নব আনন্দে, উৎসব নব।
অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে,
পিক কূজন পুষ্পবনে বিজনে,
মৃদু বায়ু হিলোল-বিলোল বিভোল
বিশাল সরোবর মাঝে,
কল গীত সুললিত বাজে।
শ্যামল কান্তার পরে অনিল সঞ্চারে ধীরে রে,
নদীতীরে শরবণে উঠে ধ্বনি সরসর মরমর,
কতদিকে কত বাণী নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রসধারা।
আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি গম্ভীর, নীল অম্বরে ডম্বরু বাজে,
যেনরে প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে।
করে গর্জ্জন নির্ঝরিণী সঘনে,
হের ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল
পিয়াল তমাল বিতানে, উঠে রব ভৈরব তানে।
পবন মল্লার গীত গাহিছে আঁধার রাতে;
উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে
নৃত্য করে অম্বর তলে।
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা
ঝর ঝর রসধারা।
আশ্বিনে নব আনন্দ উৎসব নব।

ভজন—ঝেঁপতাল।

তোমারেই প্রাণের আশা কহিব।
সুখে দুখে শোকে, আঁধারে আলোকে
চরণে চাহিয়া রহিব॥
কেন এ সংসারে, পাঠালে আমারে
তুমিই জান তা প্রভু গো!
তোমারি আদেশে, রহিব এ দেশে,
সুখ দুখ যাহা দিবে সহিব॥
যদি বনে কভু, পথ হারাই প্রভু,
তোমারি নাম লয়ে ডাকিব।
বড়ই প্রাণ যবে, আকুল হইবে,
চরণ হৃদয়ে লইব॥
তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব,
তোমারি কার্য্য যা সাধিব,
শেষে হয়ে গেলে, ডেকে নিও কোলে
বিরাম আর কোথা পাইব॥

কাফি—খং।

তার তার হরি দীন জনে।
ডাক তোমার পথে করুণাময়
পূজন সাধন হীন জনে॥
অকূল সাগরে না হেরি ত্রাণ
পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ,
মরণ মাঝারে শরণ দাওহে
রাখ এ দুর্ব্বল ক্ষীণ জনে॥
ঘেরিল যামিনী নিভিল আলো
বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো,
পথ নাহি প্রভু পাথের নাহি
ডাকি তোমারে প্রাণপণে।
দিক্‌হারা সদা মরি যে ঘুরে
যাই তোমা হতে দূর সুদূরে,
পথ হারাই রসাতলপুরে
অন্ধ এ লোচন মোহ ঘনে॥

পূরবী—একতালা।

ঘাটে বসে আছি আনমনা,
যেতেছে বহিয়া সুসময়।
সে বাতাসে তরী ভাসাব না,
যাহা তোমা পানে নাহি বয়॥

দিন যায় ওগো দিন যায় দিনমণি যায় অস্তে,
নিশার তিমিরে দশদিক্ ঘিরে
জাগিয়া উঠিছে শত ভয়।
ঘরের ঠিকানা হলো না গো
মন করে তবু যাই যাই,
ধ্রুবতারা তুমি যেথা জাগো
সে দিকের পথ চিনি নাই।
এতদিন তরী বহিলাম সে সুদূর পথ বাহিয়া,
শতবার তরী ডুবু ডুবু করি
সে পথে ভরসা নাহি পাই।
তীর সাথে হের শত ডোরে
বাঁধা আছে মোর তরীখান,
রশি খুলে দেবে কবে মোরে
ভাসিতে পারিলে বাচে প্রাণ।
কবে অকূলের খোলা হাওয়া
দিবে সব জ্বালা জুড়ায়ে,
শুনা যাবে কবে ঘন ঘোর রবে
মহাসাগরের কলগান॥

মিশ্র—কাওয়ালী।

কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া।
তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া॥
চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশি।
গোপনে তোমারে সখা কত ভালবাসি॥
ভেবে ছিনু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা।
কেমনে তোমারে কব প্রণয়ের কথা॥
ভেবেছিনু মনে মনে দূরে দূরে থাকি।
চিরজন্ম সঙ্গোপনে পূজিব একাকী॥
কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয়।
কেহ দেখিবে না মোর অশ্রুবারিচয়॥
আপনি আজিকে যবে শুধাইছ আসি।
কেমনে প্রকাশি কব কত ভালবাসি॥

বিভাষ—একতালা।

এবার চলিনু তবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে॥
উচ্ছল জল করে ছল ছল,
জাগিয়া উঠেছে কল কোলাহল,
তরী পতাকা [illegible] রবে।

সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে॥
আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর
নির্ম্মম আমি আজি।
আর নাই দেরি, ভৈরব ভেরী
বাহিরে উঠেছে বাজি॥
তুমি ঘুমাইছ নিমীল নয়নে
কাঁপিয়া উঠিছ বিরহ-স্বপনে
প্রভাতে জাগিয়া শূন্য শয়নে কাঁদিয়া চাহিয়া রবে
সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে॥
অরুণ তোমার তরুণ অধর, করুণ তোমার আঁখি
অমিয়-রচন সোহাগ-বচন অনেক রয়েছে বাকি॥
পাখী উড়ে যাবে সাগরের পার,
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার,
মহাকাশ হতে ওই বারে বার;
আমারে ডাকিছে সবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে॥
বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্ম পর।
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর॥
কিসেরি বা সুখ, কদিনের প্রাণ,
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম-গান,
অমর-মরণ রক্ত চরণ নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়েছে নিকট,এখন বাধন ছিঁড়িতে হবে॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

পদপ্রান্তে রাখ সেবকে
শান্তি সদন সাধন ধন দেব দেব হে।
সর্ব্ব লোক পরম শরণ, সকল মোহ কলুষ হরণ,
দুঃখ-তাপ-বিঘ্নতরণ শোক-শান্ত স্নিগ্ধ চরণ,
সত্যরূপ প্রেমরূপ হে দেব মনুজ-বন্দিতপদ
বিশ্বভূপ হে॥
হৃদয়-নন্দ পূর্ণ ইন্দু তুমি অপার প্রেমসিন্ধু,
যাচে তৃষিত অমিয়বিন্দু, করুণালয় ভক্তবন্ধু,
প্রেমনেত্রে চাহ সেবকে,বিকশিত দল চিত্তকমল
হৃদয় দেব হে।
পুণ্যজ্যোতিপূর্ণ গগন, মধুর হেরি সকল ভুবন,
সুধাগন্ধ-মুদিত পবন, ধ্বনিত গীত হৃদয় ভবন,
এস এস শূন্য জীবনে, মিটাও আশ সব তিয়াষ,
অমৃত প্লাবনে, দেহ জ্ঞান প্রেম দেহ,
শুষ্ক চিত্তে বরিষ স্নেহ, ধন্য হোক্ হৃদয় দেহ,
পুণ্য হোক্ সকল গেহ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা।
তব আশ্রমে, তোমার চরণে হে ভারত লব শিক্ষা
পরের ভূষণ, পরের বসন,
তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন ছাড়িব পরের ভিক্ষা।
নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা॥
না থাকে প্রাসাদ, আছে ত কুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র।
না থাকে নগর আছে তব বন
ফলে ফুলে সুবিচিত্র॥
তোমা হতে যত দূরে গেছি সরে'
তোমারে দেখেছি তত ছোট করে'
কাছে দেখি আজ হে হৃদয়রাজ
তুমি পুরাতন মিত্র।
হে তাপস তব পর্ণ-কুটীর কল্যাণে সুপবিত্র॥
পরের বাক্যে তব পর হয়ে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা।
তোমারে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ
পরেছি পরের সজ্জা॥
কিছু নাহি গণি' কিছু নাহি কহি'
জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি,'
তব সনাতন ধ্যানের আসন মোদের অস্থি
পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা॥
সে সকল লাজ তেয়াগিব আজ
লইব তোমার দীক্ষা।
তব পদতলে বসিয়া বিরলে
শিখিব তোমার শিক্ষা॥
তোমার ধর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম,
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম্ম,
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা
তব গৌরবে গরব মানিব লইব তোমার দীক্ষা।

ভৈরবী—ঠুংরী।

তোমার পতাকা যারে দাও,
তারে বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহান্ দুঃখ
সহিবারে দাও ভকতি॥
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ
দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহিনা মুকতি।
দুখ হবে মম মাথার ভূষণ
সাথে যদি দাও ... দিলে
যত দিতে চাও, কাজ দিয়ো,
যদি তোমারে না দেও ভুলিতে;
অন্তর যদি জড়াতে না দাও
জাল জঞ্জাল গুলিতে॥
বাঁধিয়ো আমার যত খুসি ডোরে
মুক্ত রাখিয়ো তোমাপানে মোরে,
ধুলায় রাখিয়ো পবিত্র করে,
তোমার চরণ ধূলিতে।
ভুলায়ে রাখিও সংসারতলে
তোমারে দিও না ভুলিতে॥
যে পথ ঘুরিতে দিয়েছ,
ঘুরিব যাই যেন তব চরণে।
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে
সকল শান্তি হরণে॥
দুর্গম পথ এ ভব গহন
কত ত্যাগ শোক বিরহ দহন,
জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন
প্রাণ পাই যেন মরণে।
সন্ধ্যা বেলায় লভিগো কুলায়
নিখিল শরণ—চরণে॥

সিন্ধু—কওয়ালী।

(তবু) পারিনে সঁপিতে প্রাণ।
পলে পলে মরি সেও ভাল,
সহি পদে পদে অপমান॥
আপনারে শুধু বড় বলে জানি,
করি হাসাহাসি, করি কানাকানি,
কোটরে রাজত্ব ছোট ছোট প্রাণী
ধরা সরা জ্ঞান॥
অগাধ আলস্যে বসি ঘরের কোণে
ভ'য়ে ভ'য়ে করি রণ।
আপনার জনে ব্যথা দিতে মনে
তার বেলা প্রাণপণ॥
আপনার দোষে পরে করি দোষী,
আনন্দে সবার গায়ে ছড়াই মসী,
(হেথা) আপন কলঙ্ক উঠেছে উচ্ছ্বসি,
রাখিবার নাহি স্থান।
(মিছে) কথার বাঁধুনী কাঁদুনীর পালা
চোখে নাই কারো নীর।
আবেদন আর নিবেদনের থালা
ব'হে ব'হে নত শির॥
কাঁদিয়ে সোহাগ ছিছি একি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করিলে আপনার কাজ,
পরের পরে অভিমান।
(ছিছি) পরের কাছে অভিমান।
(ওগো) আপনি নামাও কলঙ্ক-পসরা
যেওনা পরের দ্বার।
পরের পায়ে ধরে মান ... বা
সকল ভিক্ষার ছার॥
দাও দাও বলে পরের পিছু পিছু
কাঁদিয়া বেড়ালে মেলে না ত কিছু,
(যদি) মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও
প্রাণ আগে কর দান।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

জানিহে যবে প্রভাত হ'বে তোমার কৃপাতরণী
লইবে মোরে ভব-সাগর কিনারে। (হে প্রভু)
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া
দাঁড়াব আসি তব অমৃত দুয়ারে। (হে প্রভু)
জানি হে তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে।
জনম মোরে দিয়েছ তুমি
আলোক হতে আলোকে
জীবন হতে নিয়েছ নব জীবনে। (হে প্রভু)

জানি হে নাথ পুণ্য পাপে হৃদয় মোর সতত
শয়ান আছে তব নয়ান সমুখে। (হে প্রভু)
আমার হাতে তোমার হাত রয়েছে দিন রজনী
সকল পথে বিপথে সুখে অসুখে॥ (হে প্রভু)
জানি হে জানি জীবন মম বিফল কভু হবে না,
দিবে না ফেলি বিনাশ ভয় পাথারে।
এমন দিন আসিবে যবে করুণা ভরে আপনি
ফুলের মত তুলিয়া লবে তাহারে॥ (হে প্রভু)

হাম্বীর—একতালা।

জননীর দ্বারে আজি ওই শুন গো শঙ্খ বাজে।
থেকোনা থেকোনা ওরে ভাই মগন মিথ্যা কাজে
অর্ঘ ভরিয়া আনি ধর গো পূজার থালি,
রতনপ্রদীপ খানি, যত্ন আন গো জ্বালি,
ভরি লয়ে দুই পাণি, বহি আন ফুলডালি,
মার আহ্বান-বাণী রটাও ভুবনমাঝে।
জননীর দ্বারে আজি ওই, শুনগো শঙ্খ বাজে॥
আজি প্রসন্ন পবনে নবীন জীবন ছুটিছে।
আজি প্রফুল্ল কুসুমে তব সুগন্ধ ছুটিছে॥
আজি উজ্জ্বল ভালে তোল উন্নত মাথা,
নব সঙ্গীত তানে গাও গম্ভীর গাথা,
পর মাল্য কপালে নবপল্লব-গাঁথা,
শুভ সুন্দর কালে সাজ সাজ নব সাজে।
জননীর দ্বারে আজি ওই শুন গো শঙ্খ বাজে॥

কীর্ত্তন।

কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে
ছিলাম নিদ্রামগন।
সংসার ঘোরে মহামোহ ঘোরে
ছিল সন্ধ্যা ঘিরে সঘন॥
(ঘিরে ছিল ঘিরে ছিলো হে আমায়)
(মোহঘোরে) (মহামোহে)
আপনার হাতে দিবে যে বেদনা
ভাসাবে নয়নজলে,
কে জানিত হবে আমার এমন
শুভদিন শুভ লগন॥
(জানিনে জানিনে হে আমি স্বপনে)
(জানি না এমন আশা হবে আমি জাগিনে জাগিনে)

জানিনা করুণা অরুণ উঠিল উদয়াচলে
দেখিতে দেখিতে কিরণে পূরিল
আমার হৃদয় গগন॥
(আমার হৃদয় গগন পূরিল) (তোমার
চরণ-কিরণে তোমার করুণা-অরুণে
তোমার অমৃত-সাগর হইতে বন্যা আসিল ক
হৃদয়ে বাহিরে যত বাঁধ ছিল কখন হইল ভগ্ন
(যত বাঁধ ছিল যেখানে ভেঙ্গে গেল
ভেসে গেল হে)
সুবাতাস তুমি আপনি দিয়েছ,
পরাণে দিয়েছ আশা,
আমার জীবন-তরণী হইবে
তোমার চরণে মগন॥
(তোমার চরণে গিয়ে লাগিবে
আমার জীবন-তরণী)
(অভয় চরণে গিয়ে লাগিবে)

কাফি একতালা।

কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে!
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে॥
এরা তোমায় কিছু দেবেনা দেবেনা
মিথ্যা কহে সুধু কত কি ভণে।
তুমিত দিতেছ মা যা আছে তোমারি
স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবীবারি,
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য-কাহিনী,
এরা কি দেবে তোরে, কিছু না কিছু না
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে॥
মনের বেদনা রাখ মা মনে,
নয়নবারি নিবার নয়নে,
মুখ লুকাও মা ধূলি-শয়নে,
ভুলে থাক যত হীন সন্তানে।
শূন্য পানে চেয়ে প্রহর গণি গণি,
দেখ কাটে কিনা দীর্ঘ রজনী,
দুঃখ জানায়ে কি হবে জননি,
নির্ম্মম চেতনাহীন পাষাণে॥

ভৈরবী—রূপক।

কে এসে যায় ফিরে ফিরে
আকুল নয়নের নীরে।
কে বৃথা আশাভরে, চাহিছে মুখপরে॥
সে যে আমার জননী রে।
কাহার সুধাময়ী বাণী, মিলায় অনাদর মানি॥
কাহার ভাষা হায়, ভুলিতে সবে চায়?
সে যে আমার জননী রে॥
ক্ষণেক স্নেহ-কোল ছাড়ি, চিনিতে আর নাহি পারি
আপন সন্তান করিছে অপমান,—
সে যে আমার জননীরে।
বিরল কুটীরে বিষণ্ণ, কে বসে সাজাইয়া অন্ন,
সে স্নেহ-উপহার, রুচে না মুখে আর,
সে যে আমার জননীরে॥

মিশ্র-সিন্ধু—একতালা।

কি হল আমার, বুঝিবা সজনি হৃদয় হারিয়েছি।
প্রভাতকিরণে সকাল বেলাতে
মন লয়ে সখি গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মন ফুল দলি চলি বেড়াইতে,
সহসা সজনি, চেতনা পাইয়া
সহসা সজনি দেখিনু চাহিয়া,
রাশি রাশি ভাঙা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় হারিয়েছি।
পথের মাঝেতে, খেলাতে খেলাতে
হৃদয় হারিয়েছি।
যদি কেহ সখি দলিয়া যায়।
তার পর দিয়া চলিয়া যায়।
শুকায়ে পড়িবে, ছিঁড়িয়া পড়িবে,
দলগুলি তার ঝরিয়া পড়িবে,
যদি কেহ সখি দলিয়া যায়।
আমার কুসুম কোমল হৃদয়—
কখনো সহে নি রবির কর,
আমার মনের কামিনী পাপড়ি
সহেনি ভ্রমর-চরণ ভর।
চিরদিন সখি হাতাসে খেলিত,
জোছনা আলোকে নয়ন মেলিত
সুধা পরিমলে অধর ভরিয়া,
লোহিত রেণুর সিন্দুর পরিয়া,
ভ্রমরে ডাকিত হাসিতে হাসিতে
কাছে এলে তারে দিত না বসিতে,
সহসা আজ সে হৃদয় আমার
কোথায় হারিয়েছি॥

সিন্ধু-বিজয়—ভৈরবী।

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম,
অপূর্ব্ব শোভন ভব জলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়।
শোকতাপিত জন সবে চল
সকল দুখ হবে মোচন।
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে
প্রেম জাগিবে অন্তরে॥
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ
না জানি কি ধ্যানে মগন,
স্তিমিত লোচন কি অমৃত রস পানে
ভুলিল চরাচর।
কি সুধাময় গান, গাইছে সুরগণ,
বিমল বিভুগুণ বন্দনা।
কোটি চন্দ্রতারা উলসিত নৃত্য করিছে অবিরামে

আনন্দ ভৈরবী—কাওয়ালী।

এস হে গৃহদেবতা;
এ ভবন পুণ্য প্রভাবে কর পবিত্র।
বিরাজ জননিসবার জীবন ভরি,
দেখাও আদর্শ মহান চরিত্র।
শিখাও করিতে ক্ষমা, করহে ক্ষমা,
জাগায়ে রাখ মনে তব উপমা
দেহ ধৈর্য্য হৃদয়ে সুখে দুখে সঙ্কটে অটল চিত্ত।
দেখাও রজনী দিবা বিমল বিভা,
বিতর পুরজনে শুভ্র ঊর্দ্ধবিভা নবশোভ কিরণে
কর গৃহ সুন্দর রম্য বিচিত্র।
সবে কর প্রেমদান পূরিয়া প্রাণ
ভুলায়ে রাখ সখা আত্মাভিমান।
সব বৈরী হবে দূর,
তোমারে বরণ করি জীবন মিত্র।

কীর্ত্তন।

এস এস ফিরে এস, বঁধু ফিরে এস।
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত,
নাথ হে ফিরে এস, ওহে নিষ্ঠুর ফিরে এস,
আমার করুণ কোমল এস,
আমার সজল জলদ স্নিগ্ধ কান্ত সুন্দর ফিরে এস,
আমার নিতিসুখ ফিরে এস,
আমার চিরদুখ ফিরে এস,
আমার সব সুখ দুখ মন্থনধন অন্তরে ফিরে এস
আমার চির বাঞ্ছিত এস,
আমার চিত সঞ্চিত এস
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজবন্ধনে ফিরে এস।
আমার বক্ষে ফিরিয়া এস,
আমার চক্ষে ফিরিয়া এস,
আমার শয়নে স্বপনে বসনে
ভূষণে নিখিল ভুবনে এস।
আমার মুখের হাসিতে এস,
আমার চোখের সলিলে এস,
আমার আদরে আমার ছলনে,
আমার অভিমানে ফিরে এস॥

সুরট—চৌতাল।

এ ভারতে রাখ নিত্য প্রভু লহ ভক্ত আশীর্ব্বাদ
তোমার অভয়, তোমার অজিত অমৃত বাণী
তোমার স্থির অমর আশা।
অনির্ব্বাণ ধর্ম্ম আলো
সবার ঊর্দ্ধে জ্বালো জ্বালো সঙ্কটে দুর্দ্দিনে হে
রাখ তারে অরণ্যে তোমারি পথে।
বক্ষে বাঁধি দাও তার বর্ম্ম তব নির্ব্বিদার
নিঃশঙ্কে যেন সঞ্চরে নির্ভীক।
পাপের নিরখি জয় নিষ্ঠা তবুও রয়.
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে॥

স্বর্ণকুমারী দেবী।

ইনি স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। ১২৬৪ সালে (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) ভাদ্রমাসে ইহাঁর জন্ম হয় একাদশ বর্ষ বয়সে শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষালের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। পিতৃগৃহে শৈশবেই ই বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন; পরে, বিবাহিতা হইয়া, স্বামীর নিকট ইংরাজী ভাষা শিক্ষ করেন। বাঙ্গালা ভাষার রচনায় ইহাঁর আশৈশব অনুরাগ। ইহাঁর অষ্টাদশ বর্ষ বয়সের রচি "দীপনির্ব্বাণ" উপন্যাস, বঙ্গসাহিত্যে মহিলাপ্রণীত আদি উপন্যাস, উপন্যাস, কবিতা ও স্কুলপা পুস্তকাদিতে ইনি প্রায় ২০ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১২৯১ সাল হইতে ১৩০১ সাল পর্য্যন্ত ১ বৎসর কাল ইনি সুযশের সহিত "ভারতী" পত্র সম্পাদন করেন। উক্ত পত্রের বর্ত্তমান সম্পাদিব শ্রীমতী সরলা দেবী বি, এ, ইহাঁরই কন্যা। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী অধুনাতন বিদুষী রমণীদিগের অগ্রণী।

বেলোয়ার—আড়া।

জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা;
জীবন ফুরায়ে এল, আঁখিজল ফুরালো না।
এমনি অদৃষ্ট ঘোর, জনমেও সখি মোর,
পূরিলো না জীবনের একটী কামনা।
এখন সুখের কথা, উপহাসি দেয় ব্যথা,
এই এ মিনতি সখি, ওকথা বোল না॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

এ জনমের মত সুখ ফুরায়ে গিয়েছে সখি।
এখন তবুও বুকে জাগিছে দুরাশা এ কি॥
জানি এ অভাগি-ভালে, সুখ নাই কোন কালে,
দুরন্ত পিপাসা তবু থামিবার নহে দেখি।
এত যে যতন করি, এ অগ্নি নিভাতে নারি,
প্রেমের এ দাবানল জ্বলে উঠে থাকি থাকি॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

শুকাইতে রেখে একা, ফেলিয়ে চলিলে সখা,
যাও যাও দূরদেশে, সুখে থেকো এই চাই।
যখন আসিবে ফিরে, শুনিও হরষ-ভরে,
জ্বালাতন করিবারে, অভাগিনী বেঁচে নাই॥

বেহাগ—একতালা।

না, না লুকাবনা আর।
আমি যারে ভালবাসি সে নহে আমার॥
সঁপিয়ে মন প্রাণ, পাই নাকো প্রতিদান,
বলেছে সে দেখিবে না এ মুখ আমার।
লুকাব না আর॥

বিভাষ—যৎ।

পোহাইল বিভাবরী, উদিল নব তপন।
উষার মোহন রাগে রাঙ্গিল গগন,
তুমি উঠ উঠ বালা জাগ গো এখন॥
বহিছে মৃদুল বায়, পাপিয়া প্রভাতী গায়,
কুল কুল সৌরভে আকুল ভুবন।
শিশির মুকুতা-পাতি, চুমিছে রবির ভাতি,
কমলিনী মেলে আঁখি, পেয়ে সে চুম্বন।
তুমিও মেল গো বালা কমল-নয়ন॥

খাম্বাজ—একতালা।

সখি রে, তু বোলো।
কাঁহে এত মন মজিল॥
যব দেখিনু সো হাসি, পরাণে হইনু উদাসী,
স্বর শুনি হইনু পাগল।
কি আছে সে আঁখিয়াতে, মুই পরাণ হারালো,
সখি রে, তু বোলো।
কাহে মেরা অ্যায়াসা ভেল,
আপনা সুধায়ে সখি, উত্তর ন পাওলো॥

কাফি—যৎ।

এই মল্লিকাটী পরাইব চুলে
এইটী সাজাব কাণের দুলে।
গাঁথি মালিকা বকুল ফুলে
দোলাব সখীর কবরী-মূলে॥
গাঁথ গে মালা কানন বালা,
তোর সে সাধের বকুল ফুলে।
ওই কি আমরি, ফুটেছে চামেলি,
যাই আমি যাই আনিগে তুলে॥

পিলু—কাওয়ালী।

মানিনু মানিনু হার তোর কাঁদে, সখি।
আমার মালতী তোলা, এখন হলো না বালা।
ফুলে ফুলে আঁচল ভরা তোর যে লো দেখি।
সারা বাগান লুটে নিয়ে তুই এলি নাকি॥

অশ্বিনীকুমার দত্ত।

পশ্চিম বাঙ্গালায় যেমন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাঙ্গালায় তেমনই অশ্বিনীকুমার দত্ত। ছাত্র-সমাজে অশ্বিনী বাবুর প্রতিপত্তি বড় অল্প নহে। বরিশাল জেলার বাটাজোড় ইহাঁর জন্মভূমি; কিন্তু বরিশাল-সহরেই প্রধানতঃ ইনি বাস করেন। ইহাঁর পিতার নাম—৺ ব্রজমোহন দত্ত। বরিশালের 'ব্রজমোহন ইন্‌ষ্টিটিউসন' নামক কলেজ তাঁহারই নামে প্রতিষ্ঠিত। অশ্বিনী বাবু সেই কলেজের পরিচালক ও অধ্যক্ষ। দেশ-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে ইহাঁর প্রবল উৎসাহ। ইনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-এ বি-এল উপাধিধারী। অথচ বঙ্গভাষার প্রতি ইহাঁর যথেষ্ট অনুরাগ। ইহাঁর ভক্তি-তত্ত্ববিষয়ক পুস্তক ও সঙ্গীত সর্ব্বত্রই সমাদৃত। অশ্বিনী বাবুর বয়ঃক্রম অনুমান ৫৩ বৎসর।

ভৈরবী—একতালা।

গেল গেল সবই গেল আর কি ফিরিবে না দিন।
ক্রমে রসাতলে, গভীর অতলে
ভারত হবে বিলীন॥
যে ভারত ছিল ভুবনমোহিনী,
দেশে দেশে যার হ'ত জয়ধ্বনি,
প্রতাপে যাহার কাঁপিত অবনী,
সে আজ ভিখারী দীন।
কত ছিল মান, কত যে বিভব,
কৃষিতে সৌরভ, বাণিজ্যে গৌরব,
আছে মাত্র স্মৃতি, আছে শুধু রব,
হায়রে, আজ কি দুর্দ্দিন॥

বিলা'ত কত যে রত্ন দেশে দেশে,
তার কি কপালে ছিল অবশেষে,
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ভিখারিণী বেশে
আহা হা, ভারত ভাগ্যহীনা।
খাওয়া পরা বল, যাহা কিছু চাই,
আপনার বলিতে কিছুই ত নাই,
চেয়ে বিদেশীর মুখপানে তাই
মুখটি করি মলিন।
ত্রিশ কোটী সন্তান থাকিতে যার,
পর মুখাপেক্ষা হয়েছে সার,
তার মত ধরায় অভাগিনী আর
কে দেখেছে কোন্ দিন;
আর কি ফিরিবে না দিন।
(সে) অভাগিনীর দুঃখ দূর করিবারে,
(আজ) কোন ভাগ্যধর বলে উচ্চৈঃস্বরে,
এবার দেখ্‌বো ভাগ্য ফিরে কিনা ফিরে,
কেমন না আসে সুদিন।
হেথা হোথা ছুটি, ঘুরি নানা স্থান,
ইংলণ্ড জার্ম্মেনি মার্কিণ জাপান,
শিখি নানাবিধ শিল্প বিজ্ঞান
আনিব জীবন নবীন, আবার ফিরিবে গো দিন॥
বুঝি অন্নপূর্ণা হয়েছেন প্রসন্ন,
রাতুল চরণে মা'র রাশি রাশি অন্ন
দিব উপহার রবে না নিরন্ন,
কেহ জীবিকা বিহীন।
ওই যেন দূর হতে আসিতেছে বাণী,
কমলিনী আজ হবেন রাজরাণী,
পুত্রকন্যা হবে ধনী মানী জ্ঞানী,
আবার জগতে প্রবীণ
আবার ফিরিবে গো দিন॥

ব্যাণ্ডের সুর।

অগ্নিময়ী মাগো আজি
মাগো, মাগো, মাগো আজি, ডাকি সকলে মা।
জগত জোড়া ওই যে আগুন,
এক ফিন্‌কি দে তার মা, মা, মা, মা।
দিকে দিগন্তে আগুনের মেলা,
খেলিছে ঝিলিমিলি আগুনের খেলা।
একটু কি তার পাবনা মোরা,
তুই মা দিবি না? মা, মা, মা,
ওই আগুনের একটু পেলে,
এই মড়া প্রাণ উঠ্‌বে জ্বলে,
দীপ্ত রুদ্র তেজোহনলে,
পু'ড়ে হব সোণা মা, মা, মা।
(দীপ্ত রুদ্র (বা) দাবানলে পুড়বে আবর্জ্জনা।)
উঠিল গর্জ্জি না করি দেরি,
রণনঝন্‌ন বাজবে ভেরী,
অবাক্ হবে জগত হেরি নবীন সাধনা;
মা, মা, মা।
উগরিবে অগ্নি বিজয় বেণু,
অগ্নি কবচে আবরি তনু,
করেতে লইব অগ্নিধনু মাথায় মা তোর পা,
মা, মা, মা।
বিকট ভীষণ দৈত্যবংশ,
ওই আগুনে মা করব ধ্বংস,
পাষণ্ড, অসুর, হীন, নৃশংস ধরায় রাখব না।
মা মা, মা।

সাহানা—ঝাঁপতাল।

আহা, কি সুন্দর শোভা, কিবা রূপরাশি?
ভুবন ভরিল মায়ের মোহনিয়া হাসি।
মেদিনী ছাইয়া গেছে, জলে স্থলে ঢেউ লেগেছে,
হাসির সাগরে ওই যায় গগন ভাসি।
চাঁদের কিরণ গুলি, হাসির তরঙ্গ তুলি,
একে অপরের গায়ে পড়িতেছে ঢুলি;
ছোট ছোট মেঘের মেলা,
(ওই) হাসি লয়ে করছে খেলা,
লুঠ বিলুচ্ছে হাসির মা'র ওই লক্ষ তারা দাসী,
(লক্ষ তারা বিলায় হাসি ধরে স্বর্গবাসী)।
পাতায় পাতায় হাসিভরা, ঝিকি মিকি প্রাণকাড়া,
হাসির ভরে জগৎ যে আজ হ'লরে উদাসী।
কিন্তু মা তথাপি একি, অন্ধকার যায় না দেখি,
ভারত প্রাণে ঘোর অন্ধকার সতত নিরখি!
দেমা একটু হেসে দেখা,
থাকবে না আর কোন ব্যথা,
আঁধার বাড়ী উঠ্‌বে হেসে নবালোকে ভাসি।

আলাইয়া—ঝাপতাল।

আজ মা একবার তোর সঙ্গে হবে বোঝাপাড়া।
অমন মা থাকতে তুই গো থাকব কি মা মড়া?
এত কাঁদি, এত বলি, মা কি দুটো কাণ খেলি,
আজ তাই তোর শুনতে হবে, দুটো কথা কড়া॥
জানি তোর চির অভ্যাস,
না যদি তুই ক'সে গাল খাস,
কারু কথায় ও বেটি তুই দিস্‌নে কভু সাড়া॥
জানি সেই চাঁড়ালরা তোরে,
যেমন গালি দিলে জোরে,
অমনি এসে হাজির হলি ওরে ঘাটে পড়া;
আমরাও আজ তেমনি হব,
(তোর) চৌদ্দ পুরুষ ধুইয়ে দেব,
যদি একটু আক্কেল থাকে এখনো এসে দাঁড়া॥

(তোর) অন্নপূর্ণা নাম দিলে কে,
অন্ন বিনে দেশ গেল যে॥
লজ্জা নাই তা দেখে তোর, কাছে থেকে খাড়া॥
ভাল যদি চাস্ এখনো,
ভরপুর কর মা দিয়ে অন্ন,
দৈত্য দানব লুটল যারা আপন হাতে তাড়া।
(বা) অকাল মহামারী সব আপন হাতে তাড়া॥
আর এই পর পদানত,
স্যাঁত সেতে জাত বুদ্ধি হত।
তোর নামের মা ঝাঁঝ দিয়ে এখন একটু চড়া॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

আয় আয় আয় ভাই আয় সবে ছুটি,
বিজয়া মিলন আজ আয় সবে জুটি।
একি নব হিল্লোলে, আজি চরাচর দোলে,
বিশ্বপ্রাণে প্রীতি-পদ্ম ওঠে যেন ফুটি।
ব্যক্তলীলা ছেড়ে দিয়ে, গুপ্ত ভাবে প্রাণে গিয়ে,
(মা) সেথা বুঝি বুলিয়ে দেছে রাঙ্গাচরণ দুটি।
তাই শশী ওই সাদা প্রাণে,
ছোট্ট মিষ্টি তারার কাণে,
হেসে হেসে কত কথা কয়রে গুটি গুটি।
সমীর তা লুকিয়ে শুনে,
আনে শেফালিকার কাণে,
শেফালিকা বালিকা তাই হেসে কুটিকুটি।
আমরাও প্রাণে প্রাণ বাঁধি নব ছাঁদে সবে ছাঁদি,
লুকোনো এক সুধাভাণ্ড আনি আয় ওর লুঠি।
সেই সুধা ভাই পিয়ে পিয়ে,
আনন্দে বিভোল হিয়ে,
করব সবে কোলাকুলি, জাতি ভেদ টুটি।

শ্মশান ত ভালবাসিস্ মাগো,
তবে কেন ছেড়ে গেলি।
এত বড় বিকট শ্মশান, এ জগতে কোথা পেলি॥
দেখ্ সে হেথা কি হয়েছে,
ত্রিশ কোটি শব প'ড়ে আছে,
কত ভূত বে তাল নাচে, রঙ্গে ভঙ্গে করে কেলি॥
ভূত, পিশাচ, তাল, বেতাল,
নাচে আর বাজায় গাল,
সঙ্গে ধায় ফেরুপাল এটা ধরি ওটা ধরি॥
আয় না হেথা নাচ্‌বি শ্যামা,
শব হবে শিব পা ছুঁয়ে মা,
জগত জুড়ে বাজবে দামা,
দেখবে জগত নয়ন মেলি॥

ব্যাঙের সুর (শিবাজীর উৎসব উপলক্ষে কীর্ত্তন।)

গাওয়ে ভাই সবে, জয় জয় রবে,
শিবাজী বিজয় যশোগান।
নূতন সাজে, নূতন তেজে,
মাতিয়া উঠুক মৃতপ্রাণ॥
করিতে নূতন খেলা, জগতে নূতন লীলা,
এক সাথে হিন্দু-মুসলমান;
ছাড়িয়া হিংসা দ্বেষ, ধরিয়া নবীন বেশ,
(হও) নবীন ভারতে আগুয়ান॥
দিব্য ধাম হতে, তোদেরে জাগাতে,
আসিয়াছে অপূর্ব্ব আহ্বান।
সে ধ্বনি শুনি, কাঁপিছে অবনী,
দেশে দেশে উঠিয়াছে তান॥
এখনো বধির হয়ে, স্বার্থের পুঁটুলী লয়ে,
এখনো কি রহিবি শয়ান?
আজ কি সৌভাগ্য, শিবাজী যজ্ঞ,
চাহিছে সর্ব্বস্ব বলিদান॥

আয়রে আয়রে আয়রে ওভাই,
সর্বস্ব লইয়া আয়,
শোনরে ওই ডাকিছেন মা, ঢালিবি তাঁর পায়,
আয়, আয়, আয় ॥
স্নেহময়ী মাকে কত কষ্ট দিলি,
লজ্জা রাখিতে স্থান না রাখিলি।
এখনো কি থাক্‌বি তোরা ভুলিয়ে এমন মায়,
আয়, আয়, আয় ॥
শিবাজী ছবি বুকেতে ধরি,
গৈরিক বিজয় নিশান ঘিরি,
আয়রে স্বার্থ পাশ ছিঁড়ি, ঘুচিয়ে প্রাণের দায়,
আয়, আয়, আয় ॥
স্বার্থত্যাগ করিলে মন্ত্র,
বাজবে মধুর হৃদয় যন্ত্র,
আসবে দেশে নবীন তন্ত্র, দেখবি কেমন তায়,
আয়, আয়, আয় ॥
হাসিবেন আনন্দে মাতা,
পুষ্পবৃষ্টি করবেন ধাতা,
ধরা গাইবে জয়গাথা, বইবে নবীন বায়,
আয়, আয়, আয় ॥

কালেংরা—একতালা।
আমার পাগল প্রভুর কাছে বসে,
পাগলামিই ত করি ভাই।
এতে তোদের ক্ষতি কিরে আমি যদি সুখ পাই ॥
তোদের বিদ্যা তোদের বুদ্ধি,
তোদের জ্ঞান কর্ম্মশুদ্ধি,
সে সব নিয়ে তোরাই থাকরে,
তাতে আমার কাজ নাই ॥
আমি নিয়ে পাগলা ভোলা,
দিবানিশি খেল খোলা,
কত হাসি, কত কাঁদি, কত নাচি, কত গাই ॥

আমি প্রাণ বিলাব, প্রাণ বিলাব,
প্রাণ বিলাব জগময়।
উঁচু-নীচু মানব না ত সবাই যেন লুঠে লয় ॥
তিল তিল নেবে সবে, আমার জীবন ধন্য হবে,
আমার ত আর নাহি রবে,
সবাইয়ে মাঝে হব লয় ॥
যদি কেহ শত্রু ভেবে,
এ প্রাণের ভাগ নাহি লবে,
নিশ্চয় জানিবে তবে,
সে ছেলে তার বাপের নয় ॥
যত আছিস্ পশু পাখী,
কেউ কোথাও না থাকিস্ বাকী,
আমায় কৃপা করবি নাকি,
এ ব্রত যাতে সফল হয় ॥
যে যুগের যে সাধু হও, কাছে এস, কাছে রও,
আপন গুণে ভাগ লও, যদিও দেবার যোগ্য নয় ॥
তোমরা প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে,
আছ জগৎ বুকে নিয়ে,
আমার কর তেমনি হিয়ে,
জগৎ ব্যেপে সুখময় ॥

বড় ভালবাসি বর্ষা এমন ঋতু একটিও নয়।
টুপ্ টুপ্ টুপ্ শুন্তে শুন্তে,
আপনিই মন আল্‌গা হয় ॥
বা'র থেকে মন আসে সরে,
বা'র থেকে বাইরে পড়ে,
চারদিকের সব ধূলা মাটি,
আস্তে আস্তে বিদায় লয় ॥
(তখন) আপনার মাঝে আপনি বসে,
বাঁধনগুলি যায় গো খসে,
যারা আপন দেখে রকম, কাছে যেতে পায় ভয় ॥
আস্তে ভর রেখে বুকে,
(মন) উঠ্‌তে থাকে ঊর্দ্ধমুখে,
দেখে কাণ্ড, এ ব্রহ্মাণ্ড, হতভম্ব হয়ে রয় ॥
উঠ্‌তে উঠ্‌তে কোথায় গেল,
গ্রহ তারা চেয়ে র'ল,
কে বলিবে কি হইল, সে ত বল্‌বার কথা নয় ॥

রূপের হাট দেখিবি ভাই।
রূপে রূপে মেশামিশি,
রূপের বালাই লয়ে মরে যাই ॥
আকাশটি ওই রূপে ভরা,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে রূপ পসরা,
পথে ঘাটে রূপের ছড়া,
রূপ ছিয়ে আর কথা নাই ॥

রূপের মেঘে রূপের চমক,
রূপ-সরসে রূপের ঠমক,
গ্রহ তারা চন্দ্র সূর্য্য, রূপে ডুবে আছে সবাই ॥
ডালে ডালে পাখীর মেলা,
খেলছে রূপের মোহন খেলা,
গাচ্ছে রূপের মধুর গীতি,
নাচছে রূপের ক'রে বড়াই ॥
পাতায় পাতায় রূপ ফলেছে,
ঐ দেখ বনময় ওই রূপ জ্বলেছে,
রূপের মালা গেঁথে ঠাকুর,
খোঁ'জে কোথায় আছে রাই ॥
আয় রে হেথা রূপ-পিয়াসী,
দেখবি রূপ রাশি রাশি,
মেগে রূপ নিয়ে চল রে, কত নিবি নিয়ে চল রে,
দেশে দেশে রূপ বিলাই ॥

উ কি মেরে দেখ্‌সে শোভা দারু কাননে।
রূপের ডালি খুলে ব'সে কি ক'র্‌ছে আপন মনে
রূপে কানন ছেয়ে গেছে,
পাতায় পাতায় রূপ লেগেছে,
রূপের ধ্যানে ডুবে আছে,
বুঝি, ছড়াবে রূপ ত্রিভুবনে ॥
থেমে গেছে কলরব, পশু পক্ষী নীরব,
এক দৃষ্টে চেয়ে সব, রূপ দেখে ওই বদনে (কত)॥
চুপি চুপি আয়রে হেথা, খবরদার কস্‌নে কথা,
কইলে কথা পালাবে সে, আর না দেখবি নয়নে ॥
আজ যেমন ধ্যানে বসা,
বাঃ তামাসা, কি দেখিলাম হায়,
প্রাণ আমার কোথায় গেল,
কি হইল, আমি কব কায়,
ম'রে যেন পড়েছিল, কে ইসারায় কি কহিল,
অমনি ছুটে প্রাণটি আমার, পিছু পিছু ধায়।
যেতে যেতে কোথা গেল, সৃষ্টি কোথা নড়ে র'ল,
কেহ আর খুঁজে তাহার, সন্ধান না পায়।
অবশেষে যখন এল, আর কি সে তা চেনা গেল,
অপরূপ কি যে শোভা, সর্ব্ব অঙ্গে তার।
জড় ভাব তার ঘুচে গেছে,
কি যে শক্তি কে দিয়েছে,
দেখি যেন বিরাট হয়ে, সর্ব্ব সৃষ্টি ছায়।
অচেতন চেতন বল, প্রাণ আমার সব ছাইল,
যেখানে যা সবার সনে, কেমন যে মিশায়।
ভেদাভেদ কোথা গেল, সবাইর সঙ্গে সব হইল,
সবাইর তত্ত্ব, করে আপন, সুখে মরে যায়।
বল দেখি হল কেমন, সদাই থাকে প্রাণটি এমন,
তার লাগি কারে ধরি, কি করি উপায় ?
আমি তোর মুখ্ ফুলোনো,
ভগবানের ধার ধারিনে ভাই,
আমার ঠাকুর হাসিখুসী
খেলায় ধুলোয় পাগল দেখ্‌তে পাই।
যেমন হাসি উঠ্‌ল ফুটে, চৌদ্দভুবন এল ছুটে ;
সৃষ্টি হল, সাড়া পল, সবাই ধর্‌লে তাই।
তাই তাই তাই চল্লো ভেসে,
ঠাকুর খুব হেসে হেসে,
হাসির তরঙ্গ কত, বলিহারি যাই।
প্রেমে সৃষ্টি গর গর, কাঁপে ভাবে থর থর,
তাল ধর্‌লে ঠাকুর আমার, নাচিল সবাই।
(আবার) যাই ফুরুল বাইরের খেলা,
ভেঙ্গে গেল মহা মেলা,
ঐ হাসিতে ডুবে গেল সাড়া শব্দ নাই।
এ মজা ভাই দেখে দেখে,
আমিও ভাই থেকে থেকে
সবাইর সঙ্গে মিলে মিশে, হাসি নাচি গাই।
যখন আস্‌বে সময় যাবে বেলা,
ফুরাবে এই ভবের খেলা,
ডুবে যাব হাসির মাঝে, ধিন্ ধিন্ ধিন্ তাই তাই
যারা মুখ্ ফুলিয়ে থাকে ভবে,
তাদের বহুত দেরী হবে,
সবায়ের সঙ্গে নাচা গাওয়া ভিন্ন পন্থা নাই।

সুরট মল্লার—আড়া।

কি ভেবে মা এসেছিস্ আজ এই শূন্য ঘরে।
কে আর তোরে তেমনি করে বসাবে আদরে ॥
আজ আর কি সেদিন আছে,
ভাগ্যলক্ষ্মী চলে গেছে,
লক্ষ্মীছাড়া কতগুলি ম'রে আছি পড়ে ॥
তখন মাগো দশভুজা, যে ভাবে তোর হ'ত পূজা,
স্মরি আজি সে সব কথা সদা আঁখি ঝরে ;

কারু না মা ছিল শঙ্কা, বাজত মা তোর জয়ডঙ্কা,
কাঁপায়ে ভৈরব রবে বিশ্বচরাচরে॥
শুনিলে মা সেই ধ্বনি, নাচিত অগ্নি ধমনী,
দেহমাঝে উষ্ণ শোণিত বহিত সজোরে॥
নিয়ে মা তোর ধন্য নাম, হতো সবে আগুয়ান,
ধরা তারা সরার মত দেখ্‌তে তেজোভরে।
দেখে তাদের সে বীরদাপ, অতুল প্রবল প্রতাপ,
সসাগরা বসুন্ধরা কাঁপত সদা ডরে॥
আজ মোরা মা হতভাগা,
সে নামে তোর দিচ্ছি দাগা,
অতি ক্ষীণ, হীন, দীন, মরমে আছি ম'রে॥
আজ ঘরে নাই মা আলো,
অনাহারে হয়েছি কালো,
ঘরের সম্বল তুইত জানিস্ কে নিয়েছে হরে॥
তুই পারিস্ মা হাস্‌তে হাস্‌তে,
আবার সে সব নিয়ে আস্‌তে,
ইচ্ছাময়ি, তোর ইচ্ছা হলে,তোরই পূজার তরে,
একটু যদি ফু দিয়ে যাস,
প্রাণে খেল্‌বে নবীন বাতাস,
নবীন তেজ আসবে প্রাণে নবীন শক্তি ধরে॥
দেমা একটু ছুঁয়ে প্রাণ,
দুখের হোক্ মা অবসান্,
তেম্‌নি ভাবে আবার একবার মা,
পূজা করি তোরে॥

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

আজি মঙ্গল মোহন তানে ভারত যশ গাওরে,
স্বদেশের হিত লাগি প্রাণ ঢেলে দাওরে।
ও ভাই আর্য্যনামে, কি সম্ভবে, জীবনে দেখাওরে
নরনারী মিলি সবে ভারতবর্ষে আজি,
দেশের কাজের জন্যেরে ভাই স্বার্থভুলে যাওরে॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

আয়রে আয় ভারতবাসী, আয় সবে মিলে,
প্রণমি ভারত-মাতার চরণ-কমলে।
আয়রে মুসলমান ভাই আজি জাতিভেদ নাই,
এ কাজেতে ভাই ভাই আমরা সকলে।
ভারতের কাজে আজি, আয়রে সকলে সাজি,
ঘরে ঘরে বিবাদ যত, সব যাই ভুলে।
আগে তোরা পর ছিলি,এখন তোরা আপন্ হলি
হইরে তবে গলাগলি, ভাই ভাই বলে।
ভারতের যেমন মোরা, ওরে ভাই তেমনি তোরা,
ভেদাভেদ যত কিছু, কোথা গেছে চলে।
আয়রে ভাই সবে মিলি, মাখি ভারতের ধূলি,
এমন আর পবিত্র-ধূলি, নাহি ভূমণ্ডলে।
এ ধূলি মস্তকে লয়ে, ভাবেতে প্রমত্ত হ'য়ে,
হিন্দু যবন কাজ করিব জাতি-ভেদ ভুলে।
এই ধূলিতে আকবর তোদের,
এই ধূলিতে শ্রীরাম মোদের,
আরও শৌর্য্য বীর্য্যকত, মিশায়েছে কালে।
ওরে ভাই, এ ধূলির গুণে, খাটি সবে প্রাণপণে,
ভারতের দুর্দ্দশা মোরা, নাশিব সমূলে।

বেহাগ—আড়া।

আয় আয় সবে ভাই যাই দ্বারে দ্বারে,
ভারতের ভাগ্য দেখি ফেরে কিনা ফেরে।
সোণার এরাজ্য ছিল, ক্রমে ক্রমে সকল গেল,
এমন যে ভারতবর্ষ গেল ছারে খারে।
অন্নপূর্ণ রাজ্য হারে, হা অন্ন হা অন্ন করে,
লক্ষ্মীর ঘরে এমন কষ্ট, কে সহিতে পারে,
ছিল ধন ধান্যে ভরা, হল এমন কপাল পোড়া,
অন্নাভাবে হা হতোঽস্মি প্রতি ঘরে ঘরে।
এই দেশেতে তুলা হয়, এই তুলা বিলাতে যায়,
এই তুলাতে কাপড় তথায় বোনে মাঞ্চেষ্টারে॥
মাঞ্চেষ্টার হতে এসে, ঘরের টাকা নেয়রে শুষে,
এদিকে দেশের তাঁতি অনাহারে মরে॥
এই কি দেশের ভালবাসা,
তাঁতি ভাইদের এই দশা,
তাদের এই দুঃখ তোরা, দেখিস্ কেমন করে;
আয়রে চেষ্টা করি সবে,
দেশী কাপড় বিক্রী হবে,
সাজারে দেশী তাঁতি সবে, ধন রত্ন হারে।
ইংরাজ শিল্পী দেখ গিয়ে, বাঙ্গালীর টাকা নিয়ে,
তেতালা চৌতালায় কেমন, সুখে বিরাজ করে।
(আর) বাঙ্গালী শিল্পী যারা, অনাহারে মরে তারা,
দেখে তাদের এ দুর্দ্দশা, প্রাণ যে কেমন করে।
নাহিরে পূর্ব্ব ভারত, গেছে সেদিন জন্মের মত,
ছি ছি বলে দেখে সবে, ভারত সন্তানে।

ছিল যারা প্রপূজিত, নানাগুণে বিভূষিত,
স্বাধীনতা ভাবে মত্ত, খ্যাত বীর নামে;
(আজ) করে গোলামীর কাজ,
গোলামীতে নাহি লাজ,
গোলামীর পরে গোলামী, পুরুষানুক্রমে।
কি দেখিবিরে বিদেশী, আজি হেথা অমানিশি,
কতশত ধর্ম্মশালী, না দেখি নয়নে।
হারে ভাই কি দেখিবি, ছিল যে বিচিত্র ছবি,
রম্য হর্ম্ম্য সৌধ যত, বিনষ্ট লুণ্ঠনে।

বেহাগ—আড়া।

ওরে শশী কি দেখিস্ আর এ ভারত-ভুবনে।
সোণার উদ্যান আজি পরিণত শ্মশানে॥
এই কি সেই ভারতবর্ষ, যাকে শত শত বর্ষ,
রঞ্জিয়াছ তুমি শশী, ঐ সুস্নিগ্ধ কিরণে;
আজি শশী হায় হায়, দেখ অন্ধকারময়,
যত জ্যোৎস্না ঢাল তুমি, মেঘভরাগগনে।
কি আর বলিব শশী, ত্রিশ কোটি শব তথা,
গৃধিনী শকুনি তাদের, টানিতেছে সঘনে॥
তোমার সেই চন্দ্রবংশ, ক্রমে ক্রমে হল ধ্বংস,
সে খবর বুঝি শশী, পশে নাই শ্রবণে।
থাক্ শুনে কাজ নাই, শুনিবে সে খবর যাই,
পড়িবে কালিমা রেখা, হাসি মাখা বদনে॥

রাম প্রসাদী—সুর।

মাগো তোর নয়নের জলে,
বুঝি বা পাষাণও গলে,
বুঝিনা মা কেমন পাষাণ তোমার এসমস্ত ছেলে,
দিবা নিশি কাঁদ তুমি, এরা কিন্তু হাসে খেলে॥
রাজরাজেশ্বরী মাগো ভুবনে বিখ্যাত ছিলে,
কেমনে সহে মা আজি ছোট লোকে কটু বলে॥
ঐ চরণতলে প্রণাম করতে
আসত লোকে দলে দলে,
আজি তোমায় হায় হায় হীন জনে পায় ঠেলে॥
যোগ্যপুত্র যত তোমার একে একে গিয়েছে চলে,
(এখন) কাঁদিছ মা দিবানিশি
কুলাঙ্গারে লয়ে কোলে।
ভিক্ষা আজি কর মাগো শ্রীহরিপদকমলে,
দয় করি সুমতি দিন্ ভারত-সন্তান সকলে॥

কৃষ্ণকান্ত পাঠকের সুর।

ওরে ভাই,কিসের লেগে দিনে দিনে এমন হলে,
ওরে আর্য্যকুলে জনম লয়ে,
সকলই কি ভুলে গেলে।
কিসে যে ভাই এমন হল,
বিদ্যা বুদ্ধি সকল গেল,
ওরে কপাল ভেঙ্গে এমন করে কি যে পেলে,
ওরে ইন্দ্রিয় সেবাতে, ভাইরে,
দিবানিশি ম'জে র'লে।
(ওভাই) নাচে গানে থিয়েটরে,
কেমন এক মূর্ত্তি ধরে,
(বেড়াও) মিলে সবে পান্ চিবিয়ে দলে দলে,
ওরে দিনান্তরে দেশের দশা
একবারও ভাই না ভাবিলে।
দেশী তাঁতী কর্ম্মকারে, অনাহারে ভাতে মরে,
(তুমি) বিদেশী বিলাসের খোঁজে কাল কাটালে,
ওরে দেশের ভালবাসা নাইরে,
জনম নিয়ে আর্য্যকুলে।
ইংরাজী নভেল পড়ে, বেড়াও সদা গর্ব্বকরে,
ও ভাই আর্য্য ঋষির গাথা যত জলে ফেলে,
এভাব দেখে তোমার, ভাইরে আমার,
ভাসি সদা নয়ন জলে।

খাম্বাজ—যৎ।

ওরে কাটাকাটি এখনো কর,
কিছুতে না লজ্জা হল,
কাটাকাটি করে দেখ ভারত রসাতলে গেল।
আমরা যদি মানুষ হতাম,
নিজের ভাল নিজে বুঝ্তাম,
ওরে তবে কি ভাই এদেশের আর,
কোন প্রকার ভাবনা ছিল।
কাক বানরের ঐক্য দেখ,
তাদের কাছে ঐক্য শিখ,
ওরে আর্য্যবংশ ভারত সন্তান,
পশুর অধম হয়ে র'ল।
যাদের বড়লোক বলি,
তারাও দেশের কার্য্য ভুলি,
খুঁটীনাটীর জন্যে দেখ, বিবাদ ক'রে ক'রে ম'ল।

হারে ভারতের ধূলি,
(তোতে) বিবাদ বুঝি আছে মিলি,
তাই তোতে জন্ম যাদের, তাদের সর্ব্বনাশ ঘটিল।
দেশের এ প্রকৃতি ব'লে, অবজ্ঞা করে সকলে,
আমাদের দেখায়ে বলে, সভ্য আবার অসভ্য হল।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আহারে বাঙ্গালী বাবু যাই বলিহারি!
কত রূপ ধর তুমি অপরূপ ধারী॥
শিবের ছিল অষ্টমূর্ত্তি, তোমার হল শতমূর্ত্তি,
রসনায় তব গুণ কি বর্ণিতে পারি।
ব্রহ্মা রূপে সৃজন কর, বিষ্ণুরূপে কলম ধর,
শিবরূপে কত ঢাল ব্রাণ্ডি সাম্পেন সেরি॥
(কভু) সাহেবী মেজাজে চল, কভু শিব দুর্গা বল,
কত রকম ভাব তোমার, কিছু বুঝতে নারি।
কভু মুরগীর ঝোল খাও, কভু গয়ায় পিণ্ড দাও,
বিদেশে পরমব্রহ্ম, হিন্দু গেলে বাড়ী॥
নানা স্থানে ভাব নানা, কিছু যে বোঝা যায় না।
অন্ত নাহি পেলাম তোমার, সদা ভেবে মরি।
সত্য ভিন্ন মুক্তি নাই, খাঁটী হয়ে রওরে ভাই,
বহুরূপী হইও নারে, কপট আচারী॥
নাহি রে তোর ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর পশুর মত কর্ম্ম,
যদি দেখ শ্বেত চর্ম্ম, অমনি গোলাম তারি;
সদা করযোড়ে রও, মস্তকে পাদুকা বও,
বাড়ী এসে গোঁফে তাও, বাবুগিরি ভারি॥
দিনে একশ আটবার, কর ভারতের উদ্ধার,
ভারতের তরে তোমার, কত জাকজারি।
মুখেতে মাল্‌সাট্ মার, এয়সা কর তেয়সা কর,
কাজের বেলা ল্যাজ গুটিয়ে মার টেনে পাড়ি॥

ঝিঝিট—খৎ।

বাঙ্গালী বড় বুদ্ধিমান, কে বলে সংসারে।
এমন বোকা কোথাও না, দেখি যে কাহারে॥
দেশের প্রতি নাই মমতা,
বিদেশীয়ের পায়ের জুতা,
যা করে ইংরাজে তাই, ভাল তার বিচারে॥
বাঙ্গালী বাবু যারা, এমন হত মূর্খ তারা,
গুটকী চুরটের লেগে, অম্বরী তামাক, ছাড়ে॥
সাচ্চা আতর গোলাপ ত্যজে,
বিলাতী বিলাসে ম'জে,
কত টাকা উড়ায় তারা ভস্ম ল্যাভেণ্ডারে॥
দুদিন স্কুলে গেলে, দেশী খাওয়া যায় ভুলে,
পরমান্ন ছেড়ে তুষ্ট, গোমাংস-আহারে॥
ওরে গোমাংস এ গরম দেশে,
নিতান্ত যে সর্ব্বনেশে,
বৈদ্যশাস্ত্রের সার কথা, হেসে উড়ায় তারে॥
কোন বাবু বিলেত গিয়ে,
আসেন্ দেখ সাহেব হয়ে,
পৃথিবী চমকে তার হ্যাটের বাহারে॥
গরমির দিনে গরম কোট, পায়েতে বিলাতী বুট,
কালোগায়ে বান্দর সাজেন, ইংরাজ নকল করে।
দিবানিশি চিন্তা কিসে, ইংরেজের সঙ্গে মিশে,
তাদের পদতলে পড়ে থাকিবেন ডিনারে॥
ভাই বন্ধু বেরাদারে, আপনার বল্‌তে লজ্জা করে
চটে যান বাবু বলে, ডাকিলে তাহারে॥
সাহেবের মূর্ত্তি ধরে, থাকেন পক্কমেতে চ'ড়ে,
ইংরাজী ভাবেতে মত্ত আহারে বিহারে॥
বদনে বিরাজে সদা, বাঙ্গালীরা বড় গাধা,
দেহ মন জর্জ্জরিত, ইংরাজী বিকারে॥
যতই বুদ্ধি রাখরে ভাই, দেখে বলিহারি যাই,
দেশশুদ্ধ ছিছি শুন, তোমার এ ব্যভারে॥
কেনরে এ বিড়ম্বনা, বিদেশী এ ভাব ছাড় না,
(দেখ) এত কর তবু তারা, পুছে না তোমারে॥

আলেয়া—কাওয়ালী।

এমন করে কত দিন আর কাটাবিরে বল।
কত দিনে মান ত্যজে হবিরে সরল॥
দিনে দিনে হলি জীর্ণ, ক্রমে ক্রমে অবসন্ন,
তথাপি হৃদয় পূর্ণ, অভিমান্ গরল॥
মান অপমান ছাড়ি, আয়রে সবে কাজ করি,
যে কাজ যে কর্‌তে পারি, তবে ত মঙ্গল॥
আমি উচ্চ জাতির ছেলে, এই অভিমানে ভুলে,
নিতান্ত যে অকর্ম্মা হলে, গেলে রসাতল॥
ঐ যে চাষা চাষ করে, কে বলিবে ছোট তারে,
সেও যেমন তুমিও তেমন, সমান্ যে সকল॥
কেবা ছোট কেবা বড়, যেই যেই কার্য্যেতে দড়,
সেই সেই কার্য্য কর, পাইবে সুফল॥

চারি দিকে নিন্দা হবে, মূর্খ যত গালি দিবে,
তা'তে তোমার কি হইবে, রহিবে অটল ॥
থাকিলে মানেতে ভুলে, দেখিবে সে পরকালে,
ছোট বড় তথা কেমন হয়েছে বদল ॥

গাথা।

কোথা দয়াময়, ডাকিহে তোমায়,
একবার এ সময়ে, কর দরশন।
ভারত তোমার, হল ছারেখার,
যত কুলাঙ্গার, মুদিয়ে নয়ন ॥
সর্ব্বস্ব যে যায়, দেখেনারে তায়,
কেমন যে নিদ্রায়, র'ল অচেতন।
সবারে জাগাও, দুর্দ্দশা দেখাও,
দুর্ম্মতি ঘুচাও, করহে চেতন ॥
তোমারি নামে, ভারত ধামে,
কত যে প্রেমে, হইত কীর্ত্তন।
আসি দেখ সব, হয়েছে নীরব,—
ছাড়ি মহোৎসব, পাপেতে মগন ॥
ইন্দ্রিয় সেবায়, সদামত্ত প্রায়,
নিজের দশা হায়, করেনা স্মরণ।
মতি ফিরায়ে, সুমতি দিয়ে,
তোমারি তেজে, কর উদ্দীপন ॥
(বল) আর কি কব, কত কাল্ সব,
এভাবে রব, পতিতপাবন।
সম্মুখে দাঁড়াও, পতিতে তরাও,
নব জীবন্ দাও, মৃতসঞ্জীবন ॥

মুলতান—আড়া।

প্রেমগিরি-কন্দরে যোগী হয়ে রহিব।
আনন্দ নির্ঝর পাশে যোগধ্যানে বসিব ॥
সে আনন্দ প্রস্রবণে, পুণ্যচন্দ্রমা কিরণে,
মোহন মাধুরী খেলা, প্রাণভরে হেরিব।
মিটাতে বিরহ তৃষ্ণা, কূপজলে আর যাবনা,
হৃদয় করঙ্গ পূরি, শান্তিবারি তুলিব ॥
তত্ত্বফল আহরিয়ে, জ্ঞানক্ষুধা নিবারিয়ে,
বৈরাগ্য-বন-কুসুমে, শ্রীপাদপদ্ম পূজিব।
(কভু) বসি ভাব শৃঙ্গপরে, পদামৃত পান ক'রে,
হাসিব কাঁদিব আবার, নাচিব আর গাইব ॥

ইমন্—কাওয়ালী।

হরি, তুমি হে মম প্রাণধন।
(তুমি মম জীবন ধন)।
(শুনি) চারিদিকে যশোদেব ঘোষে তোমারি,
উনমত হল দেখ প্রাণ আমারি,
অমৃতে পূরিল জীবন।
পুলকিত পাখী সব মোহন তানে,
তব নাম-সুধারস ঢালিছে প্রাণে,
শুনিয়ে জুড়াল শ্রবণ।
তোমারি ভাবেতে নাথ সুন্দর সাজি,
প্রেমানন্দে ডগমগ তারকা মাজি,
হেরিয়ে ঝুরিল নয়ন।
হৃদয়-রাজ নাম হৃদয়ে বিরাজ,
বিষয় বাসনা ছাড়ি, ছাড়ি লোকলাজ,
হই যেন তোমাতে মগন।

সিন্ধু—মধ্যমান।

চির দিনের আমি গো তার,
আমার প্রাণের বঁধু আমার,
ওগো সে মুখ দেখিলে আমি ভুলে থাকি
ত্রিসংসার।
না জানি কি গুণ ক'রে, ভুলায়ে রেখেছে মোরে,
এখন তারে না দেখিলে পোড়া চোকে
দেখি আঁধার।
গোপনে কি কথা ব'লে, ভাসালে নয়ন জলে,
সে হ'তে প্রাণ বিকানু আমার,
আমি ভুলিতে যে নারি আর;
(তারে ভুলিতে পারিনে আর)
সুন্দর কিছু দেখিলে, কিছু সুমিষ্ট শুনিলে,
উঠে চমকি প্রাণ বলিব কি আর,
বলি ঐ বুঝি আসিছে আমার,
বলি ঐ বুঝি মনচোরা আমার।

দশকুশী।

কবে বঁধু দয়া হবে, এ দাসেরে দেখা দেবে,
জুড়াইবে তাপিত জীবন।
(জীবন ধন্য হবে হে) (এমন দিন কি হবে গো)
(এ দাসেরে দেখা দিবে)

(কবে) দুজনে বসি বিরলে,
ভাসিব প্রেমাশ্রু-জলে,
দোঁহে দোঁহার মুছাব নয়ন।
(নয়ন মুছাইব হে) চোখের জলে ভেসে নয়ন
(দুজনে বসি বিরলে) (সারা জগৎ ভুলে গিয়ে)
(কবে) প্রাণের কথা বল্‌ব খুলে,
গলা ধ'রে পর্‌ব ঝুলে,
মনের সাধে করব আলিঙ্গন।
(বুকে তুলে রাখব গো) (হৃদয়মণি আমার)
(কৌস্তুভ রতন তুমি বুক শীতল হবে যে)
(প্রেমালিঙ্গনে প্রাণ শীতল)
(এমন ধন কি আছে আমার)
(বুকে বুকে থাক্‌ব সুখে)
(প্রেমে মাখা নয়ন তোমার)
(প্রেমচন্দ্র ঐ নয়নমণি)
(প্রেম সুধা কত ঝরে গো)
(অমৃত উছলে যে) (প্রেমে পাগল হয়ে)
ঐ মুখ পানে চেয়ে চেয়ে ভাবেতে বিভোর হয়ে
নব নব লইব চুম্বন।
(অধরে অধর দিয়ে) (অমিয় নিঝর অধরে
অধর দিয়ে)।
প্রাণের জ্বালা দূরে যাবে গো) (সুধাপানে)
অমিয় ধারা নিয়ে গো)
মুখে মুখে বুকে বুকে, থাকিব মনের সুখে,
দূরে যেতে না দিব কখন।
(যেতে দিবনা দিবনা) এ প্রাণ থেকে যেতে দিবনা
ধরে রাখব, এ প্রাণ থাক্‌তে যেতে দিবনা দিবনা
(দূরে যেতে দিব না) (বুকে বুকে রাখব
যেতে দিব না)
(প্রেম ডোরে বেঁধে রাখব) ডোরে ধরে রাখব)
(ও রাঙ্গা চরণ কসে বাঁধব)
(কবে) পাদুখানি মাথায় নেব,
নয়নের জলে ধোব, প্রেমচন্দন করিব লেপন।
(বুকের মাঝে রেখে গো) (শ্রীপাদপদ্ম)
(কত সুন্দর যে হবে গো)
(ও রাঙ্গাপদে প্রেম লেগে)
(সুন্দরে সৌরভ মিলে) সৌরভে মাতিবে মন
আঁখি ভরে দেখব আমি আঁখির সাধ মিটিয়ে।

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

হাসিছে আজি কুসুমরাজি ভ্রমর মঞ্জু গুঞ্জনে।
ওকি জীবন বঁধু, ঢালিছ মধু,
কোকিল-কণ্ঠ কূজনে।
(আহা) শোন ওই সুললিত।
চিত বিমোহন কিবা গায়রে গীত,
উছলে প্রমোদে ভকত চিত,
প্রেম-পীযূষ সিঞ্চনে,।
দেখ দেখ দেখ তরুরাজি,
নতন মুকুলে কিবা সাজি,
ভাবে ডগমগ বুঝি বা আজি,
দেখেছে প্রাণরঞ্জনে।
মোহন মধুর ধরিয়া তান,
মলয় অনিল গাইছে গান,
আকুল হইল মাতিল প্রাণ
দেখিতে আঁখি অঞ্জনে।
পরাণ বঁধুয়া, ধরি এ ছাঁদ,
বুঝিবা পেতেছ প্রেমের ফাঁদ,
টুটল মরম সরম বাঁধ ব্যাকুল প্রেমভঞ্জনে

প্রেমসিন্ধু মাঝে আজ ডুবিব অতল সলিলে,
চিরকালের মত আমি ডুবিবার
আমি ডুবিব ডুবিব ডুবিবরে
ডুবে সকল জ্বালা আমি ভুলিব রে।
তোমার পায় ধরি, আমায় ডুবায়ে রাখ,
এজনমের তরে আমায় ডুবায়ে রাখ
আমার ঢেউলেগে প্রাণ কেমন হল,
আমার বিষয় ভোগ যে ভেসে গেল—
ও ভাই প্রেমানন্দে মন মাতিল,
ওই সুখতরঙ্গে ডুবিবরে
অগাধ জলের মীনের মত ;
ওভাই আর যে আমি রইতে নারি
এই মরুভূমে থাক্‌ব কেন
ও ভাই কিসের লেগে থাক্‌ব বল
ওই প্রেমসাগরে ডুবিব রে—
ওই সুখ তরঙ্গে ডুবিব রে,
তোমার গৌর যেমন ডুবিছিল,
ডুবায়ে রাখ আমি ভেসে যে উঠি।

সিন্ধু—ভৈরবী।

লুকান মাণিক তুলবি যদি,
ডুবদে প্রেমসাগরের জলে।
খুজলে পরে যেথা সেথা
সে ধন কি ভাই অমনি মিলে।
প্রেমের সাগর কা'রা, হয়ে যেন মাতোয়ারা,
অহর্নিশ ডুব ডুব ডুব, ডুব দিতেছে দলে দলে।
তারা বুঝি খোঁজ পেয়েছে,
তাই কেবল ডুবুতে আছে,
তাদের সঙ্গে ডুবদে যদি
তুল্‌বি মাণিক, পরবি গলে।

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

দেখিস্ দেখিস্ ছুঁস্‌নে ভাই ঐ ফুলটী ঐখানে
ও ভাই কি যেন কি ভাবছে ব'সে আপনার মনে
(যেন) কার পানে চেয়ে চেয়ে,
আছে ও বিভোর হ'য়ে,
কার যেন রূপরাশি লেগে নয়নে।
চুপ ক'রে ও ভাবে কা'রে,
কে যেন ওর হৃদ্ মাঝারে,
অমিয়ধারা দিবা নিশি ঢালে সঘনে।
আবার যেন নু'ইয়ে মাথা,
কার সঙ্গে ও কয়রে কথা,
কি জানি কোন্ দেবতা সদা প্রাণ টানে।

চুপ্ চুপ্ চুপ্ কস্‌নে কথা
ও ধ্যানে জ্ঞানে দিস্‌নে বাধা,
আহা, থাক্ থাক্ থাক্ যেমন
আছে মগন ধ্যানে।

বিভাস—কাওয়ালী।

ভোর ভেল গাও এ নরনারী
আজু গাও এ গাও এ নরনারী,
(মধুর দয়াল নাম রে)
(ওরে পুরবাসী)
(প্রেমে নেচে নেচে রে)
শিশির মুকুতা পাঁতি, মধুর মোহন ভাতি,
মধুরং মধুরং, কিবা মধুরিমা চিতহারী।
ফুটল মধুর ফুল, ধাওল অলিকুল,
ফুল মধু পান ভিখারী।
ফুল-মধু পিয়ে পিয়ে, ভাবেতে বিভোল হিয়ে,
গাও ত মহিমা প্রচারী।
কোকিল ললিত চিত, গাও ত সুললিত,
ললিতং ললিতং, কিবা গাও ত পরাণ কাড়ি॥
মোহন মলয় বায়, মোহন মঙ্গল গায়,
মোহনং মোহনং, কিবা উছলে প্রেমমাধুরী।
মিলি গন্ধবহ সনে, গাওব আনন্দ মনে,
সেই সুখ সলিলে সাঁতারি।
(আহা) ডাকুবো ঘন ঘন, চলব সো সিংহাসন,
আও হৃদয়বিহারী।

রাজকৃষ্ণ রায়

বর্দ্ধমান জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে, ১২৬২ সালে রাজকৃষ্ণ রায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তিলিবংশ-সম্ভূত; তাঁহার পিতার নাম রামদাস রায়। রামদাস রায় কলিকাতার যোড়াসাঁকোর এক জমীদার-বাড়ীতে সামান্য সরকারী কাজ করিতেন। শৈশবেই রাজকৃষ্ণ মাতৃহীন হওয়ায় এবং সংসারে আর কেহ অভিভাবক না থাকায়, রাজকৃষ্ণের পিতা রাজকৃষ্ণকে কলিকাতা লইয়া আসেন। একটী স্ত্রীলোকের উপর রাজকৃষ্ণের প্রতিপালনের ভার অর্পিত হয়। অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমে রাজকৃষ্ণ পিতৃহীন হন। অর্থের অনটনে স্কুলের লেখা পড়া রাজকৃষ্ণের ভাগ্যে বড় ঘটে নাই। সামান্য কিছু লেখা-পড়া শিখিয়া, নানা স্থান হইতে পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া নিজে নিজেই পাঠাভ্যাস করিতেন। ২১ বৎসর বয়সের সময় বার টাকা বেতনে এলবার্ট প্রেস ছাপাখানায় রাজকৃষ্ণের এক কর্ম্ম হয়। এ টাকা হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া পরে তিনি "বীণাযন্ত্র" ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং "বীণা"-নাম্নী কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাল্যকাল হইতেই কবিতা-রচনায় রাজকৃষ্ণের অনুরাগ ছিল; তাঁহার বহু

কবিতা, তাৎকালিক সংবাদপত্রে "সন্ধ্যা" প্রকাশিত হইত। রাজকৃষ্ণ যত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, বাঙ্গালা-ভাষায় এত গ্রন্থ আর কেহই লেখেন নাই। তাঁহার সাত ভাগ গ্রন্থাবলী তাঁহার কৃতিত্বের নিদর্শন। রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যানুবাদ তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। সঙ্গীত রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি অনর্গল কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত "প্রহ্লাদচরিত্র" নাটকের অভিনয়ে বঙ্গরঙ্গভূমি বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, অথচ তিনি তাহার ফলভাগী হইতেছেন না,—এই ক্ষোভে রাজকৃষ্ণ "বীণা থিয়েটার" স্থাপন করেন। সেই 'বীণা থিয়েটারই' তাঁহার কাল। এই হইতেই তিনি ঋণগ্রস্ত ও বিপন্ন হন; তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। অবশেষে ষ্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণের এবং শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের অনুগ্রহে যে সময়ে রাজকৃষ্ণের পুনরায় একটু উন্নতির সূত্রপাত হইতেছিল, সেই সময় তাঁহার দেহান্তর ঘটে। ১৩০০ সালের ২৮শে ফাল্গুন রবিবার, ৩৯ বৎসর বয়সে রাজকৃষ্ণের মৃত্যু হয়।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

ভারতীয় আর্য্যনাম এখনো ধরায়।
আর্য্যের শোণিত আজো আছে কি শিরায়॥
তা, যদি থাকিত তবে, এ দশা কেন রে হবে,
কেন বা ভাসিতে হ'বে নয়ন-ধারায়।
আর্য্যনামে পরিচয়, দিবার এ কাল নয়,
অনার্য্য অধম এবে ভারতবাসী;—
আর্য্যত্ব যাহাতে রবে, ভারতে নাহি তা' এবে,
মুখে আর্য্যনাম ভাণে গৌরব কোথায়॥

(কোথায় আনিলে আমায়—সুর)
বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কোথা সে অযোধ্যাপুর, মথুরা এখন,
কোথা সেই কুরুক্ষেত্র-সমর-প্রাঙ্গণ।
কোথা সে বীরত্ব লীলা, কোথা সে অসির খেলা,
কোথা সেই হুহুঙ্কার হৃদয়কম্পন।
কোথা সেই ধনুর্ব্বাণ, কোথা বীর-কণ্ঠগান,
কোদণ্ড টঙ্কার ঘোর এবে রে কোথায়।—
বীরমাতা হ'য়ে তুমি, হইলে অবার ভূমি,
ভারত রে, ভাগ্যে তোর বিধি বিড়ম্বন॥

পরজ-খাম্বাজ—মধ্যমান।

কলকণ্ঠময়ী গঙ্গে, এখনো সাগরপানে
কোন্ সুখে চলি, চলেছ মৃদুল তানে।
পূর্ব্বে তুমি দিবানিশি, কনক-কণিকারাশি,
প্রবাহে বহিয়া তব, ধাইতে মধুর গানে।
এবে এ ভারতে আর কই স্বর্ণ-কণাভার,
রাশি রাশি পঙ্ক সতি, ভারত ভরিয়া;—
এ পঙ্ক লইয়া মিছে, কেন যাও সিন্ধুকাছে,
যেও না যেও না আর, ফিরহ পুন উজানে।

সাহানা—খামাজ।

জানি আমি, কেন গেল ভারতের সিংহাসন,
জানি আমি ভারতের বুকে কেন হুতাশন॥
কেন যে ভারত হেন, এ ঘোর কুদিন কেন,
তাও জানি, আরো জানি, যা না জানে অন্যজন।
কিন্তু কি দুঃখের কথা, জানি না কেন একতা,
ভারতবাসীর নাই, একি বিধি-বিড়ম্বন;—
হায়, কত দিন আর, রসাস্বাদ একতার,
লবে না এ মূর্খ জাতি, ধৈরযে ধরিয়া মন॥

বিভাস—একতালা।

জগৎ দেখরে চেয়ে, যাচ্ছে বেয়ে, সোণার তরণী
তরীর উপর, শ্যাম-কলেবর রাম রঘুমণি॥
যিনি ভবের জলে, অবহেলে করেন জীবে পার,
আজকে তাঁরে, নিচ্চি পারে, হ'য়ে কর্ণধার,
পারের কড়ি, ধ'রে নিব চরণ দুখানি॥

গৌরী—দাদ্‌রা।

প্রেম যদি সই শিখ্‌তে হয়,
মানুষের কাছে নয়॥
সাঁজের রবি, প্রেমের ছবি,
প্রেমের আলো আকাশময়॥
ওই রবি সই প্রেমের খেলা,
খেলছে কেমন সাঁজের বেলা,
আধেক আঁধার, আধেক আলো,
কমলমালা চেয়ে রয়;—

দূরে দুজন, তবুও কেমন,
প্রাণে প্রেমের তুফান বয়॥

সাহানা—খং।

নগর চেয়ে কানন ভাল,
নাইকো হেথায় কোলাহল।
ভক্তি ভরে মধুর স্বরে, মনরে আমার হরি বল॥
প্রতিধ্বনি গভীর সুরে, বলবে হরি দূরে ঘুরে,
বনের পাখী বলবে হরি,
দুল্‌বে প্রেমে কুসুম-দলে॥

সাওন মিশ্র—একতালা।

দিয়ে করতালি এস হরি বলি,
হরি নাম করি গান, কাল হরি আয় হরি বলে,
শীতল করি তাপিত প্রাণ।
অলসে দিন বয়ে যায়,প্রেমের হরিনাম বলি আই,
রাঙ্গা পায় সঁপি মন কায়, সুধায় ভাসি দিবানিশি
সুখে সুধা করি পান।

বেহাগ—একতালা।

দেখ লো সজনি, চাঁদিনী রজনী,
সমুজল যমুনা গাওত গান।
কানন কানন, করত সমীরণ,
কুসুমে কুসুমে চুম্বন দান।
কাহে লো যমুনা, লোচন ঢল ঢল,
সুহাস সুনীল বারি।
আজু তেঁহারই, উজল সলিল পর,
নয়ন সলিল দিব ডারি।
কাহে সমীরণ, লুটই কুসুম বন,
অলসি পড়সি যমুনায়।
তোঁহার চম্পক, বাসিত লহরে,
মিশাব নিশান বায়।
জনম গোঁয়ানু, রোয়ত রোয়ত,
হামকো কোইত সাধল না।
সকল তয়াগনু, যো ধন আশে,
সো বি তয়াগল মোয়;
আপন ছোড়ি সব, আপন করনু রোয়,
সো বি সজনি পর হোয়।

যমুনে হাম, হাসলো হরষে,
হাম তর রোয়বে কে,
তোহারি সুহাসিত, নীল সলিল পরি,
রাধা সপদে দে।

কীর্ত্তন।

দেখ্‌রে আঁখি আঁখি ভরি,
গোলোকবিহারী হরি।
যাঁরে হেরিলে যাইবি রে চলে,—
ভবসিন্ধু পারে তরি।
হরি হরি বল অনুক্ষণ,
কর সদা হরি নামের কীর্ত্তন,
তাই বলি আর ঘুচাও না মন, দিবাবিভাবরী॥

সিন্ধু—চৌতাল।

অনন্ত শয়নে, হের নারায়ণে,
হের হের বিশ্ববাসিগণ।
পীতাম্বর হরি, মধুর মাধুরী,
পাদপাশে বিজলী বরণী;—
কিবা মোহনবেশে, কিবা মধুর হেসে,
হেরি হেরি লীলার স্বপন।

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

এ চাঁদ মুখের হাসি নিয়ে,
ফুলের কুঁড়ির কাছে যাই।
কচি ঠোঁটে মাখিয়ে দিবো,
ফুটবে কুঁড়ি দেখ্‌বে তাই।
জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতি নিয়ে,
ফুল বাগানে জ্যোতির খেলা,
খেল্‌বো সুখে আয় না ভাই।

মিশ্র—একতালা।

রতন আসনে রতন-ভূষণে যুগল রতন রাজে।
চরণে নূপুর,আহা কি মধুর রুণু ঝনু ঝনু বাজে॥
সবে আঁখি ভরে হেরিয়ে মাধুরী,
প্রাণ ভরিয়ে বল হরি হরি,
সুমধুর তানে হরিগুণ গানে নাচিল মধুর সাজে॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

মধুর অধরে আধ সুধাধারা
ঢালি শশধর লুকাল সই
আমি যে পিয়াসী চকোরী অধীর,
সুধার পিয়াসা মিটিল কই।
চাঁদ-বদনে বদন রাখি, অধরসুধা অধরে মাখি,
প্রেম সোহাগে ঘুমায়ে থাকি,
সে আশা মিটিল না ;
হতাশ প্রাণে, আকাশ পানে,
কেবলি চাহিয়ে রই ॥

—

কানেড়া—আড়াঠেকা।

কে জানে তোমার চক্র, চক্রিকুল-বিভূষণ।
কাহারে হাসাও তুমি, করাও কারে রোদন ॥
আজি যেই সিংহাসনে, কালি সে ভ্রমে কাননে,
নিরখি, অযোগ্য জনে, কলঙ্কিছে সিংহাসন।
মুহূর্ত্তেক পরে পুনঃ, যে তেমন সে তেমন,
স্বপনে মিশি স্বপন, ধাঁ ধাঁ অনুক্ষণ।
তব চন্দ্র ইন্দ্রজালে, কত দেখি কালে কালে,
যা লিখেছ যার ভালে, কৌশলে কর পূরণ ॥

—

বেহাগ।

(ওরে) এনে দে তারে।
যারে না দেখিলে পলকে প্রলয়, ভাসি নয়নধারে,
একে একে দিন যায়, তবু সে না আসে হায়,
কে বুঝি ধরেছে তায়, বধিতে আমারে।
করেছি কি অপরাধ, কে হেন সাধিল বাদ,
পাতিয়ে মন্ত্রের ফাঁদ, কাঁদালে আমায় ;
জীবন আকুল হ'ল, নয়নে ঝরিছে জল,
হ'তেছে মন চঞ্চল, ক'ব তা কাহারে।

—

সিন্ধু—মধ্যমান।

যারে তারে ও কেউ ভালবাসা দিস্‌নে।
যদিও সর্ব্বস্ব দিস্ তবু ভালবাসা দিস্‌নে ॥
ভালবাসা অমূল্যধন, এর যোগ্য বিশ্বাসী জন,
কার করে দিয়ে, এর অপমান করিস্‌নে ॥
যে কেউ ভালবাসে তোরে,
পরখ কর্ তায় নিক্তি ধ'রে,
তবে ভালবাসিস্ তারে, তা নইলে ভুলিস্‌নে ॥
আগু পিছু না ভাবিলে, আমার মত পলে পলে,
ভাস্‌তে হবে নয়ন-জলে, রূপ দেখে মজিস্‌নে ॥

—

বেহাগ—দাদ্‌রা।

ফুট্‌লো কলি, জুট্‌লো অলি,
ছুট্‌লো নতুন প্রেমের ধারা।
রবির করে, চাঁদের করে,
কোচ্চে খেলা দিচ্চে ধরা ॥
তমাল ডালে, হেলে দুলে,
উঠ্‌লো লতা সোণার পারা।
নীল আকাশে, চল্‌লো ভেসে,
কিরণ-ভরা উজল তারা ॥

—

ঠুংরী।

সাপে বাঁদরে খেলা করে, ওগো নয়া নয়া সাপ।
ঢোড়া বোড়া যোড়া ঘোড়া
বিশ হাত লম্বা চক্রা-ছাড়া,
ফোঁস্ ফোঁস্ গোখরো,
ফোঁস্ ফোঁস্ কেউটে, দু মুখো সাপ,
ছ মুখো সাপ তিন্‌টে ; খোয়ে গোখরো,
দোয়ে গোখরো, ফলারে গোখরো,
রঙ্গচেংরা ওগো, দেখে যাগো দেখে যা।
আমার সাপের পাঁচ পাঁচ পা,
রংবেরঙ্গের হিলি মিলি গা।
ওগো সাপে বাঁদরে খেলা করে ॥

—

হরিনামে পাষাণ গলে,
মা গো আমার কিসের ভয়।
যখন বস্‌বো গিয়ে পিতার কোলে,
বল্‌বো হরি বাহু তুলে,
পিতাও আমার ও মা,—হরিনামে যাবে ভুলে।
তুমিও আমার মা,—হরিও আমার মা,—
মায়ের কাছে বল্‌বো হরি,
হরির কাছে বল্‌বো মা ॥

—

কোথায় আছ হে পদ্মপলাশ-লোচন,—
(হরি হে, আমার প্রাণের হরি,)
মরি তাতে ক্ষতি নাই,
কিন্তু সাধ পূরিল না হে,—
আমার হরিবলা সাধ পুরিল না হে,
সাধের হরিবলা আধা রয়ে গেল
মুকুল জীবন আজ অকূল পাথারে,
ভেসে গেল ভেসে গেল হে ও কাঙ্গালের নাথ ॥
যায় যাক্, তায় ক্ষতি নাই,
কেবল এই চাই, হরি, এই চাই,
যেন তোমার চরণে শান্তি পাই ॥

—

পিতা, একবার হরি হরি বল,
মনের সুখে হরি বল,
প্রাণের সুখে হরি বল,
পিতা, যে মুখে দাও গালাগালি
আমার হরিকে হে
সেই মুখে একবার হরি বল
হরি হরি হরি বল ॥

—

প্রহ্লাদ আমার গুরুর গুরু,
এমন গুরু আর পাব না।
এই গুরুর কৃপায় জগৎগুরুর
নাম জেনেছি আর ভুলিনা ॥
হরিবল মন, ভক্তি ভরে,
বিপদ সাগরে যাবি তরে,
ভবের শ্মশান থাকবে দূরে,
পাপে-মরা আর রব না;
ইহ লোকেই স্বর্গ পাব,
ঘুচে যাবে যম-যাতনা ॥

—

ও মা, হরি হরি বল না।
প্রাণের ভয় ভেব না, হরি-পদ ভাব না ॥
হরিনামে বিপদ ঘোচে,
মরণ ছুঁয়েও জীবন বাঁচে,
ঐ মা, হরি দাঁড়ায়ে আছে, নয়ন মুদে দেখ না ॥
হরি হরি হরি বোলে পিতার কাছে চল না ॥

—

আহা আয়রে বাছা, আয় কোলে আয়,
একবার চুমিব ও চাঁদবদনখানি।
ও হে ভক্ত চূড়ামণি।
আমায় বেঁধেছিস্ বাপ, ভক্তিডোরে,
আমি যাই না কোথা ছেড়ে তোরে,
হেরে তোরে ভাসি প্রেম সাগরে।
বাছা, তোর মত না হ'লে পরে,
কোন্ জীব পায় আমারে ॥
মনের সুখে না ডাকিলে,
প্রেমের হরি নাহি মিলে,
যে জন মনে ভুলে, মুখে ডাকে,
আমার প্রেম চায় না তাকে,
যে জন তোমার মত, বাছারে,
তোমার মত ডাকে ভক্তিভরে,
বাঁধা আমি তার দুয়ারে।

—

হরিনাম বড় ভালবাসি।
তাই বলি পিতা গো আমি দিবানিশি
সে নাম স্মরণে শিহরে পরাণ, পুলকে অশ্রুবারি।
নামে সুধা ঝরে পিয় প্রাণ ভরে আনন্দ-
সাগরে ভাসি ॥

—

কীর্ত্তন।

অনন্ত যাতনা ভুগিতে হবে না,
অনন্ত আনন্দ খেলিবে প্রাণে।
আমি সবার প্রভি, যে সবার মতি,
সে সবার গতি সুধু এখানে।
দূর ধরাতলে, পাপ-তাপানলে,
পুড়িস্ কেনরে জীব,
আমা চারি জনে, স্থান দেরে মনে,
স্থান দিলে স্থান পাবি এখানে ॥

—

হায় হায় বিধি—সুর।

ধীরি ধীরি বহে মলয় বায়,
ধীরি ধীরি ফুল দুলিছে তায়,
ধীরি ধীরি চাঁদ ভাসিয়ে যায়,
হাসিয়ে হাসিয়ে গগন-গায়।

ঝুরু ঝুরু ঝরে চাঁদের হাস,
ভুরু ভুরু উড়ে ফুলের বাস,
চাঁদের কিরণে কোকিলার সনে,
রাম-গুণ-গান কোকিলা গায়॥
ছোট ছোট ফুল ফোট ফোট মুখে,
গলে গল রাখি খেলা করে সুখে।
রাম লছমন ভাই দুইজন
গলা ধরাধরি করিয়ে যায়;—
আকাশের চাঁদ সরসে ভাসে,
যেন দুই চাঁদ দুদিকে হাসে.
রাম লছমন ভাই দুই জন,
দুই চাঁদ চাঁদ-হাসি বিলায়॥

(জগৎ) দেখরে চেয়ে,
যাচ্চি বেয়ে সোণার তরণী;
তরীর উপর শ্যামকলেবর রামরঘুমণি॥
(যিনি) ভবের জলে অবহেলে,
করেন জীবে পার, আজকে তাঁরে,
নিচ্চি পারে, হ'য়ে কর্ণধার;—
পারের কড়ি, ধোরে নিবো চরণ দুখানি॥

মুলতানী—জলদ্ একতালা।

প্রাণ গা রে, মন গা রে।
নিখিল ভুবন, ভাবে মগন, হইয়ে ভাবে যাঁরে॥
প্রাণারাম রামনাম, গা রসনা অবিরাম,
ধরাধাম স্বর্গধাম পাবি একাধারে।
জলন্ত মরুভূ-মাঝে ভিজিবে সুধাধারে॥

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

রাম নামের প্রেম বল্‌বো কত,
রামের প্রেমে ত্রিলোক নাচে।
যে রাম বলে বাহু তুলে,
সেই যেতে পারে রামের কাছে॥
(আমার) হৃদয়মাঝে রাম বিরাজে,
বীরের সাজে ধনুকধারী,
বীরের সাজ নয় প্রেমের সাজ,
প্রেমরূপ রাম বসে আছে॥

পাষাণের ভার নহরে গুরু,
পাপের ভারই গুরু অতি।
পাপকে আমি ডরাই বড়,
শিলায় আমার কিসের ক্ষতি॥
তিল পরিমাণ পাপের ভার,
বইতে পারে সাধ্য কার,
জগৎ কোটী অনেক লঘু, তুচ্ছ পাষাণ রতি রতি
কোথায় হরি দাও হে দেখা,
পাপের গিরি মাথায় রাখা, সাধ্যাতীত মোর,
পায়ে ঠেলে দাও হে ফেলে
পাপের পাষাণ পাপীর গতি॥

কালেংড়া রামকেলী—জলদ একতালা।

আয় সারি সারি, মিথিলার নারী,
সোণার গাগরী ভরিয়ে জলে।
হুলুধ্বনি দিয়ে, আয় আয় ধেয়ে,
চাঁদ পারা ছেলে লইয়ে কোলে॥
জনক-ঝিয়ারী, যায় ধীরি ধীরি,
চায় ফিরি ফিরি আপনা ভুলে।
আয় লো সকলে, দেখ্ লো সকলে,
পরাণ ভরিয়ে, নয়ন তুলে॥

ভৈরবী—চৌতাল।

প্রভাত হইল, ভুবন গাইল, জয় জয় জয় রাম।
আকাশ ছায়ায়, উষা সতী গায়,
শ্রীরাম মধুর নাম॥
শতদল জলে, ফোটে পরিমলে,
রাম রাম বলে অলি।
রামনাম শুনে উদ্দেশে নলিনী,
রাম-পায়ে পড়ে ঢলি॥
ফোটে শাখে শাখে, ফুল থাকে থাকে,
পাখী বলে রাম রাম বুলি।
জাগরে সকলে, রাম রাম ব'লে,
ভকতি কপাট খুলি॥
হরি বল্ হরি বল্ হরি বল্ মন।
ছাড় মোহ মায়া ভ্রম ছায়া সংসার-স্বপন॥
(একবার হরি বল বলরে!)

আয় ভক্তি ভরে, উচ্চৈঃস্বরে,
করি হরি সংকীর্ত্তন ॥
(ওরে নেচে নেচে রে)
আমরা প্রেম-ভিখারী প্রেমের হরি,
করে প্রেম বিতরণ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

ধীরি ধীরি বহে মৃদুল বায়,
ধীরি ধীরি ফুল দুলিছে কায়,
হাসিয়ে হাসিয়ে লতায় গায়।
ভুরু ভুরু উড়ে ফুলের বাস,
কোকিল বসিয়ে কোকিল পাশ,
হরিগুণ গান হরিষে গায় ॥
ছোট ছোট ফুল হাসিয়ে,গলে গলে রাখি তুলিয়ে
চুপি চুপি হরি বলিয়ে, কোট কোট চোখে চায় ॥

ললিত—কাওয়ালী।

পতি সনে যেতে বনে সতীর কি দুখ হে।
ত্যজি কায়া কভু ছায়া যেতে কি বিমুখ হে ॥
স্বামিসহ অহরহ সতীরই সুখ
কমলিনী হরষিণী হেরে রবি-মুখ হে ॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

পরের তরে আপন ভুলে পরের প্রাণে প্রাণ মিশাও
পরম দয়াল পরব্রহ্ম, পরের তুমি নিজের নও ॥
সৃষ্টি তোমার পরের তরে,
দৃষ্টি তোমার পরের পরে ;
পরের তরে হরি-আকার ধ'রে সগুণ হও।
পরের তরে কার্য্য কর, পরের তরে কেবল ঘোর,
পরের চোখে চেয়ে দেখ, পরের কথায় কথা কও
পরকে দিয়ে নিজের বিষয়, পরের তরেই চেয়ে লও

সুরট—আড়াঠেকা।

কাঁদে গো পরাণ আজি তোমা সবে ছাড়িতে।
বিধি জানে কবে পাব তোমা সবে হেরিতে।
প্রাণে প্রাণ মিলাইয়ে, খেলিতাম ধূলি লয়ে,
খেলিত নয়নে সুখ, ভরা হাসিতে।
কত কি যে মনে হয়, মনেই তা পায় লয়,
ভুলনা আমারে সই, এবে গো বিদায় হই,
পতি সনে যাইতে ॥

কানাড়া মিশ্র—একতালা।

এক বাঁধনে বাঁধা আছি,এম্নি আমার মনে লাগে।
নামটী শুনে আমার মনে,
রূপটী গো তার কেন জাগে ॥
ধরবো তারে খুঁজে খুঁজে,
রাখবো ধ'রে মরম মাঝে,
পূজবো তারে, ভজবো তারে,
মজবো তারি অনুরাগে ॥

বেহাগ।

(ওরে) এনে দে তারে।
যারে না দেখিলে, পলকে প্রলয়,
ভাসি নয়ননীরে ॥
একে একে দিন যায়, তবু সে না আসে হায়,
কে বুঝি ধরেছে তায় বধিতে আমারে।
করেছি কি অপরাধ, কে হেন সাধিল বাদ,
পাতিয়ে মন্ত্রের ফাঁদ কাঁদালে আমারে।
জীবন আকুল হ'ল, নয়নে ঝরিছে জল,
হতেছে মন চঞ্চল ক'ব তা কাহারে ॥

সিন্ধু—খেম্‌টা।

লয়লা কি খেলা এ যে নতুন খেলা।
নাইকো ছেলে-খেলা এখন প্রেমে এলা ॥
উঠলো সই যৌবন ফুটে,
ভাল লাগে কি ছুটোছুটি,
নিরিবিলি বসে দুটী ধরে মুটির গলা।
পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ হলো
দেখ যে প্রেমের মেলা ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

তোমার যুগল পদ দিবানিশি সেবা করি।
তোমার প্রসাদে সদা সিঁথীতে সিঁদূর পরি ॥
দাসীরে আশীষ কর, তোমাধনে নিরন্তর,
অবিবাদে, অবিপদে, নয়নেতে যেন হেরি ॥

যে চায় যারে পায় না তারে
প্রেমের একি উল্টো খেলা।
যে যারে, চায়না ফিরে,
সেই ওলো সই ঘটায় জ্বালা॥
প্রেমিক অলির কমলিনী, অলি বিনে পাগলিনী,
গুবরে পোকার ভ্যানভ্যানানি,
ক'ল্লে, লো সই, ঝালাপালা,—
পলালো আকুল হয়ে, প্রাণের ভয়ে কমলবালা॥

ওলো, ভাঙ্গবো আজ লুকোচুরি, ধ'রবো ফকিরে।
নাগর পড়ে কিনা পড়ে দেখি নারীর ফিকিরে॥
জেগে আজ সারা রাতি, খুঁজি বন পাঁতি পাঁতি,
আছে কোথা ছল পাতি, চল চল দেখিরে,—
ভাসাব সোহাগ সবে সখা সখীরে॥

ঘোর আঁধারে ঘুমায় ধরণী।
অগণন পাখীগণ, মুদিত লোচন,
প্রকৃতি মলিনবরণী।
মলিনে মলিন হয়ে, হৃদয়ে নিরাশা ব'য়ে,
এসেছি বিদায় নিতে মনোমোহিনি।
কবনা প্রেমের কথা দিবনা প্রাণে ব্যথা,
শেষ দেখা দেখে যাব ওই মুখখানি,—
ভালবাসা রেখে যাব, (একবার) দেখা দাও ধনি॥

মঞ্জু রজনি, আও সজনি, গাও মধুর মিলন-গান।
নিরখ নিরখ, প্রেম-পরখ সখিসখ দুহুঁ এক প্রাণ
উজল চাঁদ কিরণ রাশি, ভারত কত হাসি হাসি,
পিয়ত নিয়ত দুহুঁ পিয়াসী, রূপ-অমিয় খুলি নয়ান
হৃদয়-যন্ত্র-তন্ত্র বাজে, প্রেম-পুত্তলি যুগল সাজে,
প্রেম দুহুঁকি প্রাণমাঝে, তুলত অতুল নব তুফান,
দুহুঁকো দুহুঁ বাঁধি বাহু করতি কতহি প্রেমদান॥

তোমাকে প্রেম-গোয়ালে
রাজার হালে রেখে দেবো।
কোরে যতন, নিত্য নূতন,
কচি কচি ঘাস খাওয়াবো॥
চারটি খুরে ধোরে সাধি,
কয়, নাগর, আমায় শাদী,
আমি তোমার প্রেমের বাঁদী,
ঠাণ্ডা জলে গা ধোয়াবো॥

অচেনায় চিনিয়ে দিয়ে,
মন আমার কে ছিনিয়ে নিলে।
অচেনায় আজকে আমায়,
বিনিমূলে কিনিয়ে দিলে॥
অচেনায় দেখলে পরে, প্রাণ, যে কেন এমন করে,
খুলেতো বল্‌বো তারে অচেনা যদি মিলে।
অচেনায় মন কেন চায়, অচেনায় বল্‌বো খুলে॥

নূতনরূপে নিতুই নূতন প্রেমের তুফান বয়।
রূপ যেখানে, প্রেম সেখানে আপন-হারা হয়॥
চোখে রূপ যেমন লাগে,
ঘুম ভেঙে প্রেম অমি জাগে,
ভাঙা ভাঙা ভাব সোহাগে স্বপন-কথা কয়;—
রূপে প্রেমে কোলাকুলি হৃদয়ে হৃদয়॥

ঘুমন্ত চাঁদের ওই নিরন্ত জোছনা।
শেষ হাসি হাসি নিশি ও হাসি মুছনা॥
আধ ঘোর আধ ছায়া, প্রকৃতি রাণীর কায়া,
জোছনায় দেখা যায়, সে কায় ঢেকোনা॥
প্রকৃতির ছেলে মেয়ে, ফুলেরা শিশিরে নেয়ে,—
চাঁদের জোছনা পিয়ে, এখনো হাসে;—
জোছনার হাসি গেলে, ও হাসি রবে না॥

ভাবছি তোমায় ভাবের ভাবে,
সে ভাব ভেবে বল্‌তে নারি।
যতই ভাবি, ততই ডুবি,
ভাবের সাগর গভীর ভারি॥
কি এক ভাবের নেশার ঘোরে,
ভাবিয়ে দিলে তুমি মোরে,
দেখ্‌ছি চেয়ে ভাব-বিভোর,
ভাবে ভরা মুখ তোমারি;—
এ ভাবে ভাবের অভাব ঘটিও না হে বিভাবরী॥

এত করে পায়ে ধ'রে, তবু তারে পেলেম্‌ না।
প্রাণ ভরা প্রেম দিয়ে, তবুও তার হ'লেম না॥

সরল বিশ্বাসে তারে, বেঁধেছিলেম আশার ডোরে,
রেখেছিলেম হৃদ-মাঝারে,
ভেবেছিলেম পালাবে না।
কিন্তু প্রবঞ্চনা ক'রে, যন্ত্রণার ছুরী মেরে,
আমায় ভুলে পরের হ'লো,
কেন আমি ম্লেম্ না ;—
ম'রবো কেন,মারবো তারে, ঘুচ্‌বে তবে যাতনা ॥

ভ্রমরে বিশ্বাস ক'রে, পদ্মিনীর আঁখি ঝরে।
হুতাশের রূপে মজি, হুতাশে পতঙ্গী মরে ॥
পুরুষে যে করে আশা, সে নারীর এই দশা,
হৃদয়ের ভালবাসা নিয়ে সে পালায় স'রে॥
প্রাণ মন কেড়ে নেয়, অবশেষে দাগা দেয়,
অবলা সরলা বালা সয় জ্বালা কেমন ক'রে ॥

শ্রীরাগ—একতালা।
সহিরে, আওল শাওন, ঘন ঘন গরজন,
ঝমঝম বরিখন ঘন জলধারা।
কহ কব আওব কান্ত হামারা ॥
গুড়ু গুড়ু দুড়ু দুড়ু, শবদ ক্ষুবধ করে,
হাম সে অবোধা নারী পাগরী পারা।
কহ কব আওব কান্ত হামারা ॥
বিজুরী অনলমুখী, ঘড়ি ঘড়ি চমকত
চমকিত চিত বড়ি ঘোরা।
কহ কব আওব কান্ত হামারা ॥
ভেক ভেকী মক মক, উড়ল নভসি বক,
জলদ গলহি সিতহারা।
কহ কব আওব কান্ত হামারা ॥
পোখর নদনদী, ভরল জলদজলে,
উতরল শৈল নিঝোরা।
কহ কব আওব কান্ত হামারা ॥
কেলি কদমফুল, ফুটহি সমাকুল,
করতহি ভঁওরী ভঁওরা।
কহ কব আওব কান্ত হামারা ॥
ডাহুক ডাহুকী, ডাকত ডুকি ডুকি,
নাচত ময়ূর ময়ূরা ;
কহ কব আওব কান্ত হামারা ?
শাওন বাদর, লোর মোরি ঝর ঝর,
ঝরতহি শাওন-ধারা,
কহ কব আওব কান্ত হামারা।
বারিদ-কোর মাঝ, গুপত তপন জনু,
রহি গেল কান্ত মথুরা।
শ্যাম শ্যাম বলি, কতহি ফুকারব,
অব রাধা বিরহ-বিধুরা ॥

প্রেমের ছলা-জুয়াখেলা
খেল্‌তে গিয়ে একি হ'লো।
জিৎবো ব'লে ভরসা ছিল,
সব যে আমার হারিয়ে গেল ॥
রূপের ঘুমের সুখের স্বপন,
কে জা'নে রে হবে এমন,
অঙ্কুরিত আশা-লতা, নিরাশ-বিষে জ্ব'লে ম'লো,
ডুবে গেল হৃদয়ের চাঁদ,
নিবে গেল চাঁদের আলো ॥

বঙ্কিমচন্দ্র।

অসামান্য প্রতিভায় এবং আলোক-সাধারণ কবিত্বপ্রভায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারে আপন স্মৃতি সমুজ্জ্বল রাখিয়া গিয়াছেন। ২৪-পরগণার অন্তর্গত কাঁঠালপাড়া গ্রামে ১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ় (১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৬এ জুন) বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে ডেপুটী কলেক্টরের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, পিতার তৃতীয় পুত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার প্রভাব বাল্যকালেই পরিস্ফুট ; পঞ্চম বর্ষ বয়সে এক দিনেই তিনি বাঙ্গালা বর্ণমালা শিক্ষা করেন। ১২৫৩ সালে তাঁহার পিতা কর্ম্মসূত্রে মেদিনীপুরে অবস্থান করায়, বঙ্কিমচন্দ্র তত্রত্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন ; সেখানে প্রতিবৎসর "ডবল প্রমোশন"

পাইয়াও, বালক বঙ্কিমচন্দ্র পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। ১২৫৮ সালে যাদবচন্দ্র ২৪-পরগণার বদলী হন; এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ হইতে "সিনিয়ার স্কলারসিপ" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। ইহার পর (১২৬৫ সালে) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২৮ বৎসর। ইহারই পর বৎসর ছোটলাট হেলিডে সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ প্রদান করেন। এই সময় তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ডেপুটীগিরি কার্য্যের সময়, একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র "মুগ্ধবোধ" ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত কাব্যাদি পাঠ করেন। প্রথম বয়সে "ইণ্ডিয়ান ফিল ড" পত্রে "রাজমোহন্‌স ওয়াইফ" নামক এক ইংরেজী উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার দুই তিন বৎসর পরে (১২৭৮ সালে) তাঁহার "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশ হয়। ইহার দুয় বৎসর পরে "কপালকুণ্ডলা," নয় বৎসর পরে "মৃণালিনী" এবং ১১ বৎসর পরে "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ হয়। "বিষবৃক্ষ" "ইন্দিরা" হইতে "দেবী চৌধুরাণী" প্রভৃতি উপন্যাস বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। "বঙ্গদর্শন" উঠিয়া যাওয়ার পর, "কৃষ্ণচরিত্র," "ধর্ম্মতত্ত্ব" ও সীতারাম" প্রভৃতি গ্রন্থ এবং "প্রচার" পত্রে গীতার ধর্ম্ম ও ব্যাখ্যা প্রকাশ হয়। রাজকীয় কার্য্যেও বঙ্কিম বাবুর যথেষ্ট যশঃ ছিল। ১২৯৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্র "পেন্সন" লন। ইহার পর সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৩০০ সালের ২৬এ চৈত্র অপরাহ্ণ ৩টা ২০ মিনিটে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

মিলকাষোদ—ঝাঁপতাল।

বন্দে মাতরং।

সুজলাং সুফলাং, মলয়জ-শীতলাং
শস্যশ্যামলাং, মাতরং।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিতযামিনীং
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
কে বলে মা তুমি অবলে
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরং।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী
কমলা কমল-দল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরং বন্দে মাতরং।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরং ॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

যমুনার জলে মোর, কি নিধি মিলিল।
ঝাঁপ দিয়ে পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে,
পরেছিনু কুতুহলে, যে রতনে,
নিদ্রার আবেশে মোর, গৃহেতে পশিল চোর,
কাটিল কণ্ঠের ডোর, মণি হরে নিল ॥

কীর্ত্তন—তুক।

সিন্ধু-কূলে রই, নূতন তরী বই,
পারে তোরা কে যাইবি গো।
নূতন ডিঙ্গায়, নূতন মাঝি,
পারে তোরা কে যাইবি গো ॥
দান দিবে যেই, পার হবে সেই,
দান দিয়ে কে যাইবি গো।
ওই দেখ বয়, মধুর মলয়,
এই বেলা কে যাইবি গো।
তুলি দিব পাল, না ছাড়িব হাল,
সুখের পারে কে যাইবি গো ॥
যদি পথিক পাই, কুল ত্যজি যাই,
অকূল মাঝে কে যাইবি গো ॥
পাইলে তুফান, আগে দিব প্রাণ,
আমার সাথে কে যাইবি গো ॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

মেঘ দরশনে হায়, চাতকিনী ধায় রে।
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা আয় আয় আয় রে ॥
মেখেছে বিজলী-হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
যে যাবি সে যাবি তোরা, পিছিয়ে না যায় রে ॥

টুক—একতালা।

মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী, শ্যাম-বিলাসিনী রে।
কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি,
কাহে বিবাসিনী রে ॥
বৃন্দাবন-ধন, গোপিনীমোহন,
কাহে তুঁহু তেয়াগি রে।
দেশ দেশ পর, সো শ্যাম সুন্দর
ফিরে তুয়া লাগি রে ॥
বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে,
বহুত পিয়াসা রে।
চন্দ্রমা-শালিনী, যা মধুযামিনী,
না মিটিল আশা রে ॥
সা নিশা সমরী, কহ লো সুন্দরি,
কাঁহা মিলে দেখা রে।
শুনিয়া যাওরে চলি, বাজায়ে মুরলী,
বনে বনে একারে ॥

পিলু—কাশ্মীরীখেমটা।

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
কে আছে কাণ্ডারী হেন, কে যাইবে সঙ্গে ॥
ভাসল তরি সকাল বেলা,
ভাবিলাম এ জল-খেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যবে রঙ্গে।
গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
কূল ত্যজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্কে ॥
মনে করি কূলে ফিরি, বাহি তরি ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টক-তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।
যাহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়া দিনু তরি,
সে কভু দিল না পদ তরণীর অঙ্গে ॥

টুক—একতালা।

পরাণ না গেলো।
যো দিন দেখিনু সই যমুনাকি তীরে,
গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে,
ওহি পর পিয় সই, কাহে বারি তীরে,
জীবন না গেলো ॥
ফিরি ঘর আয়নু না কহনু বোলি,
তিতায়নু আঁখি-নীরে আপনা আঁচলি,
রোই রোই পিয় সই কাহে লো পরাণি,
তইখন না গেলো।
শুননু শ্রবণ-পথে মধুর বাজে,
রাধা রাধা রাধা রাধা বিপিনমাঝে,
যব শুননু লাগি সই সো বঁধুর বোলি,
জীবন না গেলো।
ধায়নু পিয় সই সোহি উপকূলে,
লুটায়নু কাঁদি সই শ্যাম-পদমূলে,
সোহি পদমূলে রই, কাহেলো হামারি,
মরণ না ভেল ॥

ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

এ জনমের সঙ্গে কি সই, জনমের সাধ ফুরাইবে
কিম্বা জন্ম-জন্মান্তরে এ সাধ পুরাইবে ॥
বিধি তোরে সাধি শুন, জন্ম যদি দিবে পুন,
আমারে আবার যেন, রমণী-জনম দিবে।
লাজ-ভয় তেয়াগিব, এ সাধ মোর পুরাইব,
সাগর ছেঁচে রতন নিব, কণ্ঠে রাখব নিশি-দিবে ॥

টুক—একতালা।

কাহে সোই জীয়ত মরত কি বিধান।
ব্রজ কি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই,
ব্রজজন টুটায়ল পরাণ।
(ব্রজবধু টুটায়ল পরাণ।)
মিলি গেই নাগরী, ভুলি গেই মাধব,
রূপবিহীন গোপকুমারী।
কো জানে পিয় সই, রসময় প্রেমিক,
হেন বঁধু রূপকি ভিখারী ॥
আগে নাহি বুঝনু, রূপ দেখি ভুলিনু,
হৃদি বৈনু চরণযুগল।
যমুনা-সলিলে সই, অব তনু ডারব,
আন সখি ভখিব গরল ॥
কিবা কানন-বল্লরী, গল বেঢ়ি বাঁধই,
নবীন তমালে দিব ফাঁস।
নহে, শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম, শ্যাম নাম জপরি,
ছার তনু করিব বিনাশ ॥

ভৈরবী-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে॥
রাজ হংস দেখি এক নয়ন-রঞ্জন,
চরণে বেড়িয়া তারে করিল বন্ধন।
বলে হংসরাজ কোথা করিবে গমন,
হৃদয়-কমলে দেহ তোমার আসন॥
আসিয়া বসিল হংস হৃদয়-কমলে,
কাঁপিল মৃণাল সহ মৃণালিনী জলে।
হেনকালে কালমেঘ উদিল আকাশে,
উড়িল মরালরাজ, মানস-বিলাসে।
ভাঙ্গিল হৃদয়-পদ্ম তার বেগভরে,
ডুবিয়া অতল জলে, মৃণালিনী মরে॥

বাগেশ্বরী-বাহার—আড়া।

স্ত্রী।—দড় বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাওরে।
পুরুষ।—সমরে চলিনু আমি, হামে না ফিরাওরে
হরি হরি হরি হরি বলি রণ-রঙ্গে,
ঝাঁপ দিবে প্রাণ আজি সমর-তরঙ্গে,
তুমি কার কে তোমার, কেন এসো সঙ্গে,
রমণীতে নাহি সাধ, রণজয় গাওরে।
স্ত্রী।—পায়ে ধরি প্রাণনাথ, আমা ছেড়ে যেওনা।
পুরুষ।—ওই শুন বাজে ঘন রণজয়-বাজনা,
নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ করে কামনা,
উড়িল আমার মন, ঘরে আর রব না,
রমণীতে নাহি সাধ রণজয় গাওরে॥

কীর্ত্তন।

শ্রীমুখপঙ্কজ দেখবো বলে হে,
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে॥
মানের দায়ে তুই মানিনী,
তাই সেজেছি বিদেশিনী,
এখন বাঁচাও রাধে কথা কয়ে,
ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে।
দেখবো তোমায় নয়ন ভরে,
তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে।
যখন রাধে বলে বাজে বাঁশী,
তখন নয়নজলে আপনি ভাসি।
তুমি যদি না চাও ফিরে,
তবে যাব সেই যমুনাতীরে,
ভাঙ্গবো বাঁশী তেজবো প্রাণ,
এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান।
ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে, বিকাইনু পদতলে,
এখন চরণ-নূপুর বেঁধে গলে পশিব যমুনা জলে।

কীর্ত্তন।

ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি, ফিরিনু বহুদেশ।
কাঁহা মেরা কান্তবরণ, কাঁহা রাজবেশ॥
হিয়া পর রোপিনু পঙ্কজ, কৈনু যতন ভারি।
কাঁহা গেল পঙ্কজ সই, কাঁহা মৃণাল হামারি॥

অমলা।—ধানের ক্ষেতে, ঢেউ উঠেছে,
বাঁশতলাতে জল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥
নির্ম্মলা।—ঘাটটী জুড়ে, গাছটী বেড়ে,
ফুটলো ফুলের দল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥
অমলা।—বিনোদ বেশে, মুচকি হেসে,
খুলব হাসির কল।
কলসী ধ'রে গরব ক'রে,
বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥
নির্ম্মলা।—গহনা গায়ে, আলতা পায়ে,
কল্কাদার আঁচল।
ঢিমে চালে, তালে তালে,
বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥
অমলা।—যত ছেলে, খেলা ফেলে,
ফিরছে দলে দল।
কত বুড়ি, জুজুবুড়ি,
ধরছে কত জল।

আমরা, মুচ্‌কে হেসে, বিনোদবেশে,
বাজিয়ে যাব মল।
আমরা বাজিয়ে যাব মল,
সই, বাজিয়ে যাব মল॥
দুই জনে।—আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥

এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে,
হরে মুরারে, হরে মুরারে।
জলেতে তুফান হয়েছে,
আমার নূতন তরী ভাসল সুখে,
মাঝিতে হাল ধ'রেছে,
হরে মুরারে, হরে মুরারে।
ভেঙ্গে বালির বাঁধ পূরাও মনের সাধ,
জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে, রাখিবে কে।
হরে মুরারে, হরে মুরারে॥

এসো এসো বঁধু এসো, আধ আঁচরে বসো
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমাধনে মিলাইল বিধি॥
মণি নও মাণিক নও যে, হার ক'রে গলে পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
বঁধু—তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি—চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধুয়ার ছলনা করি কাঁদি॥*

আয়রে চাঁদের কণা।
তোরে খেতে দিব ফুলের মধু, পরতে দিব সোণা
আতর দিব সিসি ভরে,
গোলাপ দিব কার্ব্বা ক'রে,
আর আপনি সেজে বাটাভরে দিব পানের দোনা

আমার নাম হীরা মালিনী।
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে, কুব্জা আমার ননদিনী।
রাবণ বলে চন্দ্রাবলি, তুমি আমার কমল কলি,
শুনে কীচক মেরে কৃষ্ণ উদ্ধারিল যাজ্ঞসেনী॥

সরম্ ভরম্‌সে পিয়ারী, সো মরত বংশীধারী,
ঝুরত লোচনসে বারি॥
ন সমুঝে গোপকুমারি, যঁহিন্ বৈঠত মুরারি,
বিহারত রহে তুমারি॥

কি বলিব সই।
সই মনের কথা সই, সই মনের কথা সই।
কানে কানে কি কথাটি বলে দিলি ওই॥
সই ফিরে ক'ন। সই, সই ফিরে কনা সই।
সই কথা কোস্ কথা কব, নইলে কারো নই॥

চরণতলে দিনু হে শ্যাম পরাণ-রতন।
দিব না তোমারে নাথ মিছার যৌবন॥
এ রতন সমতুল, ইহা তুমি দিবে মূল,
দিবানিশি মোরে নাথ দিবে দরশন॥

জয় জয় জয় জয় জয় দাত্রি।
জয় জয় জয় বঙ্গ-জগদ্ধাত্রি॥
জয় জয় জয় সুখদে জয়দে।
জয় জয় জয় বরদে শর্ম্মদে॥
জয় জয় জয় শুভে শুভঙ্করি॥
জয় জয় জয় শান্তি ক্ষেমঙ্করি॥
দ্বেষকদলিনি, সন্তান-পালিনি,
জয় জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনি॥
জয় জয় লক্ষ্মি বারীন্দ্রবালিকে।
জয় জয় কমলাকান্তপালিকে॥
জয় জয় ভক্তিশক্তিদায়িকে।
পাপ-তাপ-ভয়-শোক-নাশিকে॥
মৃদুল-গম্ভীর-ধীর-ভাষিকে।
জয় মা কালি করালি অম্বিকে॥
জয় হিমালয়-নগবালিকে।
অতুলিত-পূর্ণচন্দ্র-ভালিকে॥
শুভ শোভনে সর্ব্বার্থসাধিকে।
জয় জয় শান্তি শক্তি কালিকে॥

---

* এই গানটী প্রাচীন কবির রচিত হইলেও, শচীশ বাবুর প্রিয় ও তাঁহার গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট।

জয় মা কমলাকান্তপালিকে ॥
নমোস্তু তে দেবি বরপ্রদে শুভে।
নমোস্তু তে কামচরে সদা ধ্রুবে ॥
ব্রহ্মাণীন্দ্রাণি রুদ্রাণি ভূতভব্যে যশস্বিনি।
ত্রাহি মাং সর্ব্বদুঃখেভ্যো দানবানাং ভয়ঙ্করি ॥
নমোস্তু তে জগন্নাথে জনার্দ্দনি নমোস্তু তে
প্রিয়দাত্রে জগন্মাতঃ শৈলপুত্রি বসুন্ধরে ॥
ত্রায়স্ব মাং বিশালাক্ষি ভক্তানামার্ত্তিনাশিনি।
নমামি শিরসা দেবীং বন্ধনৈস্তু বিমোচিতঃ ॥

কবিবর হেমচন্দ্র।

হুগলী জেলার গুলিটা গ্রামে মাতুলালয়ে ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমচন্দ্র জ্যেষ্ঠপুত্র। প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায়, পরে হিন্দুকলেজে হেমচন্দ্রের বিদ্যা-শিক্ষা হয়। জুনিয়ার পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়ার পর, ১২৬৫ সালে (বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সহিত) হেমচন্দ্র এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে 'মিলিটারী অডিট জেনারেলের' আফিসে ত্রিশ টাকা বেতনের কর্ম্ম করিতে করিতে ১২৬৬ সালে (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে) বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন ৫০৲ টাকা বেতনে 'ট্রেনিং স্কুলের' শিক্ষকতা করেন। তৎপরে ১২৬৯ সালে বি—এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাওড়া ও শ্রীরামপুরের মুন্সেফ পদ প্রাপ্ত হন। দূরদেশে যাইতে অস্বীকৃত হইয়া মুন্সেফী ত্যাগ করেন এবং আলীপুরের 'সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী কার্য্যে ব্রতী হন। ইহার পর কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান সরকারী উকীলের কার্য্যে মনোনীত হন। ১২৬৮ সালে তাঁহার 'চিন্তাতরঙ্গিণী' প্রকাশে তাঁহার কবি-খ্যাতি বিস্তৃত হয়। তৎপর বৎসরে 'ভারতসঙ্গীত', ১২৭১ সালে 'বীরবাহু কাব্য', তৎপরে 'কবিতাবলী', 'আশাকানন," 'ছায়াময়ী', 'দশমহাবিদ্যা' ও 'বৃত্রসংহার' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। 'চিত্তবিকাশ' তাঁহার শেষ রচনা। শেষ বয়সে অন্ধ হইয়া দারুণ দারিদ্র্য-কষ্টে হেমচন্দ্র সাধারণের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন। এই সময়, কলিকাতার 'সাহিত্য-পরিষৎ' ও 'সাহিত্য-সম্মিলন' প্রভৃতি সভার আন্দোলনে, দেশের কয়েক জন খ্যাতনামা রাজা-জমীদার এবং গভর্ণমেণ্ট, হেমচন্দ্রের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। ১৩১০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ হেমচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কবিত্ব-কীর্ত্তি মর্ত্ত্যধামে তাঁহাকে চির-বরেণ্য করিয়া রাখিয়াছে;

অহং—একতালা।

বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
"সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমা'য়ে রয় ॥"
আরব্য, মিসর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি,
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তা'রাও স্বাধীন, তা'রাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে, করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমা'য়ে রয় ॥
বিংশতি-কোটি মানবের বাস,
এ ভারত-ভূমি যবনের দাস,
র'য়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।
আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা.
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা।
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগে'ছে ধাঁধা।
ধিক্ হিন্দুকুলে, বীর-ধর্ম্মভুলে,
আত্ম-অভিমান ডুবা'য়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে,
সোণার ভারত করিতে ছার।
হীনবীর্য্য-সম হ'য়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরী-পদধূলি,
হাদে দেখ ধায় মহা কুতুহলী,
ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার ॥
এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্ত-ভূমে,
দিক্ অন্ধকার করি তেজোধূমে,

রণ-রঙ্গমত্ত পূর্ব্ব-পিতৃগণ,
যখন তাহারা করে'ছিলা রণ,
করে'ছিলা জয় পঞ্চনদগণ,
তখন তাহারা ক'জন ছিল ?
আবার যখন জাহ্নবীর কূলে,
এসে'ছিল তারা জয়-ডঙ্কা তুলে,
যমুনা-কাবেরী-নর্ম্মদ-পুলিনে,
দ্রাবিড়-তৈলঙ্গ-দাক্ষিণাত্য বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে,
তখন তাহারা ক'জন ছিল ?
এখন-তোরা যে শত-কোটি তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
সুমেরু অবধি কুমারী হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়ে করিলে পণ।
তবে ভিন্ন-জাতি-শত্রু-পদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে,
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে করিস মন।
অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি শশী তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা ক'রে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখনো উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপে ছিল।
কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশনসম,
হিন্দু-বীর-দর্প-বুদ্ধি পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধিসীমা।
সকলই ত আছে সে সাহস কই,
সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই,
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই,
ঘুচিয়া গিয়াছে সে সব মহিমা।
হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি,
কারে বা উচ্চে ডাকিতেছি আমি,

গোলামের জাতি শিখিছে গোলামি,
আর কি ভারত সজীব আছে ?
সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীর-পদভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সেদিন ঘুচিয়া গেছে।
এখনো জাগিয়া উঠ্ রে সবে,
এখনো সৌভাগ্য উদয় হ'বে,
রবিকর-সম দ্বিগুণ প্রভাবে,
ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে।
এক বার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে,
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।
জপ তপ আর যোগ আরাধনা,
পূজা হোম যাগ প্রতিমা-অর্চ্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হ'বে না,
তূণীর কৃপাণে কর রে পূজা।
যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্র-শিখা ধ'রে,
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।
তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হ'তে,
স্বাধীনতা-রূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।
ছিল বটে আগে তপস্যার বলে,
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে,
সংগ্রাম করিত অমরগণ ॥
এখন সেদিন নাহিক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার,
হ'বে না, হ'বে না, খোল্ তরবার,
এ সব দৈত্য নহে তেমন।
অস্ত্র পরাক্রমে হও বিশারদ,
রণ-রঙ্গরসে হও রে উন্মাদ,—
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ,
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।

কিসের লাগিয়া হ'লি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান-বুদ্ধি-জ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে পড়ে লুটাও।
অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি শশি তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যে রূপ দিক্ শোভা ক'রে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখনো উন্নত,
সে জাহ্নবীবারি এখনো ধাবিত,
কেন সে মহত্ব হ'বে না উজ্জ্বল।
বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক্ সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত সুধু কি ঘুমা'য়ে র'বে॥

কাফো়ড়া—জলদ তেতালা। *

ফুরাল বঙ্গের লীলা মাহাত্ম্য সকলি;
হরিল বিদ্যাসাগরে কাল মহাবলী॥
হারায়ে মা বঙ্গভূমি, পুত্ররত্নে আজ,
বিশীর্ণ বিমর্ষ দুঃখে বঙ্গের সমাজ।
কিবা মহা পরাণ লয়ে জন্মেছিল ধীর,
কিবা বিদ্যা, বুদ্ধিপ্রভা, করুণা গভীর;
বিদ্যার সাগর খ্যাতি—আরো মনোহর
বিশাল উদার চিত্ত দয়ার সাগর,—
তেমন সন্তান মাগো, কে আর তোমার।
কাঁদিছে, হের গো, তাঁরে করিয়া স্মরণ,
দরিদ্র কাঙ্গাল দুঃখী কত শত জন,—
"কেবা অন্ন দিবে আর, কে ঘুচাবে দুঃখ,
দরিদ্র কাঙ্গালে দেখে কে চাহিবে মুখ,
কত রাজা রাণী আছে এ রাজ্য ভিতর—
কাঙ্গালে হেরিয়া কেবা করে সে আদর।"
মানব দেহেতে সেই দয়া মূর্ত্তিমান,—
সার্থক তাঁহারই জন্ম যশঃকান্তিমান,—
প্রাতে স্মরণীয় নিত্য যাঁর গুণগান।
আপনার বেশভূষা সামান্য আকার,
দেখিলে পরের দুঃখ নেত্রে জলভার।
সমাজ-পীড়িত দুঃখ করিতে মোচন,
জীবন উৎসর্গ নিজ করিল যে জন,
সমাজ-পীড়িত জনে করিতে উদ্ধার,
আপনি কতই সহে নিন্দা তিরস্কার।
ঋণে বদ্ধ অবশেষে তবু দৃঢ় পণ,
সঙ্কল্প সাধন কিম্বা শরীর পতন,—
এ হেন পুরুষ সিংহ জন্মে মা কজন।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে।
মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এত দিনে॥
কুহকী কল্পনা বলে, কে আনিবে রঙ্গস্থলে,
কুমারী কৃষ্ণ কমলে মোহিতে মনে॥
কে অপূর্ব্ব তান লয়ে, বীর রসে মাতাইয়ে,
শুনাইবে মেঘনাদে গভীর গর্জ্জনে॥
বীরমদে অম্বুনাদে, কে আনিবে মেঘনাদে,
কাঁদিলে প্রমীলা সতী, কেলী বিপিনে॥

ভৈরবী—আড়া।

জয় জগদীশ জয় বলরে বদন,
বিভুগানে মাতোয়ারা, জগত আনন্দে ভরা,
সাজিয়াছে বসুন্ধরা পরিয়া ভূষণ.
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।
কাননে কুসুম ফুটে, আনন্দে পবন ছুটে,
পরিমল মাখি গান করয়ে ভ্রমণ,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।
বিহঙ্গ প্রফুল্ল প্রাণ, সুখে করে বিভুগান,
সুমধুর কণ্ঠ স্বরে পুরিয়া কানন,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।
শূন্যেতে সঙ্গীত-ঝড়ে, অমর-কণ্ঠের স্বরে,
বেণু-বীণা জিনিরব বাদ্যের নিক্কন,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।

---

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গগমন উপলক্ষে লিখিত হয়

* মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরলোক গমন উপলক্ষে রচিত।

সকল ব্রহ্মাণ্ডময়, জয় বিভু শব্দ হয়,
প্রেমময় বিভুগানে মত্ত ত্রিভুবন,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।
হেরে বিশ্বরূপ যার ভয়ে কাঁপে চরাচর,
প্রকৃতি প্রণতি করি করয়ে অর্চ্চন,
চমকিত বিশ্ববাসী করে দরশন।
প্রজ্বলিত অম্বরীক্ষে, সুমাল্য শোভিছে বক্ষে,
ঢেকেছে বিরাট্‌বপু ব্রহ্মাণ্ড ভুবন।
জ্বলে চক্ষু জ্বালাময়, যেন শত সূর্য্যোদয়,
সহস্র সহস্র বক্ত্র-শ্রবণ-নয়ন,
সহস্র সু ভুজ দণ্ড, সহস্র সহস্র মুণ্ড,
মণ্ডিত কীটে শূন্য করে পরশন
সহস্র সহস্র গ্রীবা, সহস্র জিহ্বা,
সহস্র সহস্র করে বজ্র আকর্ষণ,
সহস্র সহস্র প[illegible] ধরিয়া অ[illegible]দি, কোকনদ,
কুটিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়ায় কিরণ,
শত সিন্ধু পদতলে, কত নদ নদী চলে,
ছুটে সে চরণ তলে কোটি প্রস্রবণ
হেরে বিশ্ববাসিগণ বিস্ময়ে মগন,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।
ভুবন মোহন রূপ নেহারি আবার,
মহানন্দে বসুন্ধরা করয়ে বিহার,
যখন বসন্তকালে, নাচিয়া তরঙ্গ চলে,
ধীর সমীরণে খেলে তটিনীর পুলিনে।
নিদাঘে জোছনা নিশি, হাসিয়া অমিয় হাসি,
যখন উদয় হয় তারহার গগনে।
পুন সবে বরষায়, বেগে স্রোতোধারা ধায়,
কুতুহলী বনস্থলী শিখী নাচে বিপিনে।
যখন সুধার আশে, শরৎ চন্দ্রমা পাশে,
চকোর চকোরী ভাসে দূর শূন্য গগনে,
দেখি বসুমতী হাসে আনন্দিত মনে,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদনে।
জয় জগতের ভূপ, জয় হে অনাদি রূপ,
জয় পরমেশ জয়, অচিন্ত্য পুরুষ জয়,
জয় কৃপাময় জয় জগৎজীবন।
ঈশ হরি, জগদীশ গাওরে বদন;
অনাদি অনন্তরূপ জয় নারায়ণ,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।
জয় বিশ্বরূপ জয়, অনাদি পুরুষ জয়,
জয় প্রেমময় হরি ব্রহ্মাণ্ড তারণ,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।
চরণে করিয়া নতি, বলিহে তার শ্রীপতি,
করহে জীবের গতি দিয়া শ্রীচরণ,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

হাসরে কৌমুদী হাস সুনির্ম্মল গগনে,
এমন মধুর আর নাহি কিছু ভুবনে
সুধা পেয়ে সিন্ধুতলে, দেবতারা সুকৌশলে,
লুকাইল চন্দ্র কোলে,—লেখা আছে পুরাণে,
বুঝি কথা মিথ্যা নয়, নহিলে চন্দ্র উদয়,
কেন হেন সুধাময় ব্রহ্মাণ্ডের নয়নে।
আহা কি শীতল রশ্মি, বস্ত্রসার কিরণে,
যেখানে যখন পড়ে, প্রাণ যেন লয় কেড়ে,
ভুলে যাই সমুদয়, চেতনা নাহিক রয়,
জাগিয়া আছি কি আমি কিম্বা আছি স্বপনে।
আহা কি অমিয় খনি শরতের গগনে!
কিবা সন্ধ্যা কিবা নিশি, যেই হেরি পূর্ণ শশী,
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যাই, শুধু সে দিকে চাই,
হেরি পূর্ণ সুধাকরে অনিমিষ নয়নে।
পরে কিরণের ঝারা ঢাকি হৃদি বদনে,
যত হেরি সুধাকরে, হৃদয়ের জ্বালা হেরে,
কোথা যেন যাই চলে, স্বপ্নময় ভূমণ্ডলে,
সংসারের সুখ দুঃখ নাহি থাকে স্মরণ॥

ভৈরবী—একতালা।

সাজা বঙ্গে আজি রঙ্গে নানা জাতি ফুলে।
তুলে আন্ চাঁপা ফুল, রতির শ্রবণতুল,
জবাফুল রক্তিম টিক্সুলে;
কুমুদ তড়াগ-শোভা, আন্ তুলে মনোলোভা,
মনোলোভা মল্লিকা-মুকুলে।
রসময়ী চিরসুখী, নিশিগন্ধা মধুমুখী,
অরবিন্দ অপূর্ব্ব পারুলে;
সুতনু অপরাজিতা, কৃষ্ণচূড়া আনন্দি
আন রসবতী কেয়াফুলে।

নানা ফুলে সাজা অঙ্গ, আজি প্রস্ফুটিত বঙ্গ,
শারদ-পার্ব্বণে দুঃখ ভুলে ;
আয় কুলবধূ যত, মুকুতা কল্লোয় মত,
চামেলি গোলাপ বান্ধি চুলে।
পর শাটী নীলাম্বরী, বুটি, বেল ত্রিলহরী,
দিগম্বরী চিত্র করা ফুলে ;
সুচিকণ বারাণসী, কটিতে বাঁধিয়া কসি,
রাঙ্গা কর অধর তাম্বুলে।
কচি মুখে সুধা হাসি, অবিরল পরকাশি,
বিকাশিয়া যৌবন-মুকুলে ;
শরতের চাঁদের সঙ্গে, বঙ্গে আলো কর রঙ্গে,
ভাবুকের মন যাহে ভুলে।—
সাজা বঙ্গে আজি রঙ্গে নানা জাতি ফুলে ॥

ভৈরবী—একতালা।

আজি কি সুখের দিন শারদ পার্ব্বণ।
এ দাগো প্রাচীন যারা, লয়ে কড়ি ফুল ঝারা,
কৌটা ঝাঁপী চিরুণী দর্পণ ॥
সাঁথিতে সিন্দূর ভাঁজ, ধর আরতির সাজ,
পর খুলে পাটের বসন ;
দধি দুগ্ধ মনোহরা, ছানা চিনি থালা ভরা,
তিল-লাড়ু সুধা-আস্বাদন।
বুচুক চক্ষের পাপ, ঘুচাও দুঃখীর তাপ,
খই লাড়ু কর বিতরণ ;
দাও সুখে হাতে তুলে, চির দুঃখ যাক্ ভুলে,
পুরাতন অজীর্ণ বসন।
রাঁধ অন্ন পালি পালি, পাতে পাতে দাও ঢালি,
পরিপাটী মধুর রন্ধন ;
"দেও অন্ন দেও এনে, পেট পুরে খাব মেনে ॥
আহা শোন বলে দুঃখী জন।
দরিদ্রের মনোরথ, পুরাতে সহজ পথ,
হেন আর পাবে কদাচন ;
দেও অন্ন দেও ঢালি, এ সুখ রবে না কালি,
দশভুজা ত্যজিলে ভবন।—
শরতের সুখের কাল আশ্বিন কেমন ॥

ভৈরবী—একতালা।

হাস্ রে শরত-চাঁদ কিরণ বিস্তারি।
পথে মাঠে কি বাহার, চেয়ে দেখ এক বার,
পদব্রজে পাথিকের সারি।
অই গৃহ দেখা যায়, বলিতে বলিতে ধায়,
আশার কুহকে বলিহারি ॥
আশায় মানস ফুটে, হাসির তরঙ্গ ছুটে,
বঙ্গে আজি রঙ্গ দেখি ভারি ;
হাসা রে বিনোদ শশী, বিনোদ গগনে বসি,
প্রাচীন কিশোর যুবা ধনাঢ্য ভিখারী।
বিপুল বঙ্গের মাঝে, সুর বিমোহন সাজে,
পাতিয়াছ ভাল যাদুকরী ;
জলে জলে চেল তরি, তরঙ্গ বিদার করি,
মনসুখে দেখি আঁখি ভরি।
পুষ্প যেন জলময়, ইয়াছে আলো মাখা তরিচয়,
ভেসে যায় নদী-নদোপরি ;
করে খেলা দলে দলে, তরুই চেতাঙ্গা জলে
পড়ে দাঁড় ঝুপ্ ঝুপ্ করি।
ধীরে তরিআগুয়ান, উচ্চে হয় সারি গান,
শ্রুতিমূলে সুধা-বৃষ্টি করি ;
আনন্দে বিহ্বল মন, ভাসে জলে কত জন
বঙ্গে আজি কি সুখলহরী।
হাস্ রে শরত-চাঁদ কিরণ বিস্তারি ॥

ভৈরবী—একতালা।

হাস রে আকাশে বসি কুমুদ-রঞ্জন।
জ্বালা ধূপ, জ্বালা ধূনা, শঙ্খ ঘণ্টা রব দূনা,
কর বঙ্গবাসী যত জন।
পড় মন্ত্র দ্বিজগণ, জবা বিল্ব অগণন,
বৃষ্টি কর মাথায়ে চন্দন ;
দাও জল দূর্ব্বাদল, পঞ্চগব্য সিন্ধুজল,
স্বাহা স্বাহা বল অনুক্ষণ।
ঢাল চরু, ঢাল সুরা, অঞ্জলি অঞ্জলি পুরা,
কর হোমে হব্য বহ্নিগণ ;—
নর-দুঃখ-নিবারিণী, আর্য্যকুল-নিস্তারিণী,
বঙ্গে বামা উদয় এখন ॥
নৌবতে মধুর বোল, ঝাঁঝা ঝড় ঝড় রোল,
শারদের মধুর মিলন ॥

মৃদঙ্গ গম্ভীর-তাল, খয়তাল সু-রসাল,
বেণুযন্ত্র ললিত বাদন।
সারঙ্গী মৃদুল-সুরা, ঘোররব তানপুরা,
এসরাজ মধুর গর্জ্জন ;
বেহালা সুপরিপাটী, জল-তরঙ্গের বাটী,
বীণা তন্ত্রী কোকিল-লাঞ্ছন।
আজি রঙ্গে বাজা বঙ্গে, গভীর দামামা সঙ্গে,
আজি রে সুখের দিন শারদ পার্ব্বণ ॥

ভৈরবী—আড়া।

জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে—
হ'য়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে ॥
প্রভাতে অরুণোদয়, প্রফুল্ল যেমন হয়,
মনোহরা বসুন্ধরা কুহেলিকা আঁধারে।
বারিদ, ভূধর দেশ, ধরিয়া অপূর্ব্ব বেশ,
বিতরে বিচিত্র শোভা ছায়াবাজী-আকারে ॥
কুসুমিত তরুচয়, ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়ে রয়,
ঘ্রাণে মুগ্ধ সমীরণ মৃদু মৃদু সঞ্চারে।
কুলায়ে বিহঙ্গদল, প্রেমানন্দে অনর্গল,
মধুময় কলনাদ করে কত প্রকারে।
সেইরূপ বাল্যকালে, মন মুগ্ধ মায়াজালে
কত লুব্ধ আশা আসি স্নিগ্ধ করে আত্মারে।
"পৃথিবী ললামভূত, নিত্য সুখে পরিপ্লুত,"
হয় নিত্য এই গীত পঞ্চভূতমাঝারে।
ব্রহ্মাণ্ড সৌরভময় মঞ্জু কুঞ্জ মনে হয়,
মনে হয় সমুদয় সুধাময়, সংসারে ॥
মধ্যাহ্নে তাহার পর, প্রচণ্ড রবির কর,
যেমন সে মনোহর মধুরতা সংহারে।
না থাকে কুহেলি অন্ধ না থাকে কুসুম গন্ধ,
না ডাকে বিহগকুল, সমীরণ ঝঙ্কারে ॥
সেইরূপ ক্রমে যত, শৈশব যৌবনগত।
মনোমত সাধ তত ভাঙ্গে চিত্তবিকারে।
সুবর্ণ মেঘের মালা লয়ে সৌদামিনী ডালা,
আশার আকাশে আর নিত্য নাহি বিহরে
ছিন্ন তুষারের ন্যায়, বাল্যবাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু-প্রহারে।
প'ড়ে থাকে হৃদগত জীর্ণ অভিলাষ কত
ছিন্ন পতাকার মত [illegible]-আকারে।

জীবনেতে পরিণত এই রূপে হয় কত
মর্ত্ত্যবাসি মনোরথ, হা দগ্ধ বিধাতা রে।
ধর্ম্মনিষ্ঠা-পরায়ণ, সুচারু পবিত্র-মন,
বিমলস্বভাব সেই যুবা এবে কোথা রে।
অসত্য-কালুষলেশ, বিঁধিলে শ্রবণদেশ,
কলঙ্কিত ভাবিত যে আপনার আত্মারে।
বামাসক্তি বামাচার, শুনিলে শত ধিক্কার
জলিত অন্তরে যার সে তপস্বী কোথা রে।
কোথা সে দয়ার্দ্রচিত্ত, সংকল্প যাহার নিত্য,
পরদুঃখ-বিমোচন এ দুরন্ত সংসারে।
অত্যাচার উৎপীড়ন, করিবারে সংযমন,
না করিত সেই জন ভেদাভেদ কাহারে।
না মানিত অনুরোধ, নাজানিত তোষামোদ,
সে তেজস্বী মহোদয়-বাঞ্ছা এবে কোথা রে ॥
কত যুবা যৌবনতে, চড়ি আশা-বিমানেতে,
ভাবে ছড়াইবে ভবে যশঃপ্রভা আভা রে ॥
তুলিবে কীর্ত্তির মঠ, স্থাপিবে মঙ্গল ঘট,
প্রণত ধরণীতল দিবে নিত্য পুজা রে।
কেহ বা জগতে ধন্য, বীরবৃন্দে অগ্রগণ্য,
হ'য়ে চাহে চরণেতে বাঁধিবারে ধরারে।
স্বদেশ-হিতৈষী কেহ ভাবিয়া অসীম স্নেহ
ব্রত করে প্রাণ দিতে স্বজাতির উদ্ধারে ॥
কার চিত্তে অভিলাষ, হবে সারদার দাস,
পীবে সুখে চিরদিন অমরতা সুধা রে।
কালের করাল স্রোতে, ভাসে সবে জীবনেতে
এই সব আশালুব্ধ প্রাণী থাকে কোথা রে।
কিশোর গাণ্ডীবধারী, জামদগ্ন্য দৈত্যহারী,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালিদাস কত ডোবে পাথারে।
কতই যুবতী বালা, গাঁথে মনোমত মালা,
সাজাইতে মনোমত প্রিয়তম সখারে ॥
হৃদয় মার্জ্জিত করে, আহা কত প্রেমভরে
প্রিয়মূর্ত্তি চিত্র ক'রে রাখে চিত্ত-আগারে।
নব বিবাহিতা কত, পেয়ে পতি মনোমত,
ভাবে জগতের সুখ ভরিয়াছে ভাণ্ডারে।
এই সব অবলার, কিছু দিন পরে আর,
দেখ, মর্ম্মভেদী শেল দেয় কত ব্যথা রে।
দেখ গে কেহবা আর, হ'য়েছে পঞ্জরসার,
শুষ্ক হ'য়ে মাল্যবৎ শূন্যে আছে গাঁথা রে।

মনোমত নহে পতি, মরমে মরিয়ে সতী,
উদ্‌যাপন করিয়াছে পতিসুখ-আশা রে।
কৃতান্তের আশীর্ব্বাদে, দিবানিশি কেহ কাঁদে,
বিষম বৈধব্য-দশা নিগড়েতে বাঁধা রে।
দারুণ অপত্যতাপে, দেখ গে কেহ বিলাপে,
অন্নাভাবে জননীর কোথা বক্ষঃ বিদরে।
আগে যদি জানিতাম, পৃথিবী এমন ধাম,
তা হ'লে কি পড়িতেম আনায়ের মাঝারে।
কোথা গেল সে প্রণয়, বাল্যকালে মধুময়,
যে সখ্যতা-পাশে মন বাঁধা ছিল সদা রে।
সহপাঠী কেলিচর, অভেদাত্মা হরিহর,
এবে তাহাদের সঙ্গে কতবার দেখা রে।
পতঙ্গপালের মত কর্ম্মক্ষেত্রে অবিরত
স্বকার্য্য সাধনে রত, কে বা ভাবে কাহারে।
আহা পুনঃ কতজন, করিয়াছে পলায়ন,
মর্ত্ত্যভূমি পরিহরি শমনের প্রহারে।
গগন-নক্ষত্রবৎ, তাহারাই অকস্মাৎ,
প্রকাশে কচিৎ কভু মৃদুরশ্মি মাখা রে।
আগে ছিল কত সাধ, হেরিতে পূর্ণিমা-চাঁদ,
হেরিতে নক্ষত্র-শোভা নীলনভঃ মাঝারে।
বসন্ত বরষাকালে, পিকবর, মেঘজালে,
হেরিতে দামিনীলতা, কি আনন্দ আহা রে।
সে সাধ-তরঙ্গকুল, এবে কোথা লুকাইল,
কে ঘুচা'ল জীবনের হেন রম্য ধাঁধাঁ রে।
বিশুদ্ধ পবিত্র মন; স্বর্গবাসী সিংহাসন,
পঙ্কিল করিল কে রে দগ্ধচিতা-অঙ্গারে॥

কৃষ্ণমোহন মজুমদার।

দুটি তিন চারি গানে কৃষ্ণমোহন মজুমদার বঙ্গসাহিত্যে গৌরবী অধিকার লাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণমোহন, রাজা রামমোহন রায়ের সম-সাময়িক ছিলেন। রাজার সহিত ইঁহার প্রীতিসম্বন্ধ ছিল। সেই জন্য বোধ হয় অনেকে সময়ে সময়ে ইঁহার গান কয়টীকে রাজা রামমোহন রায়ের গানের মধ্যে সন্নিবেশ করিয়া ভ্রমে পতিত হন।

বিভাষ—আড়াঠেকা।

[illegible] কার কে তোমার কা'রে বল রে আপন।
[illegible]মায়া-নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন॥

নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।
তেমতি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব,
সময়ে পলাবে তা'রা কে করে বারণ।
কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ,
কোথা বা রহিবে তব প্রাণ-প্রিয়জন;
ধন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান,
যখন করিবে গ্রাস নিঠুর শমন॥

গৌরমল্লার—কাওয়ালী।

কেন সৃজন লয় কারণে ভজনা।
হবে না হবে না জনম মরণ যাতনা॥
দেখ দেখ সাবধান, ধন জন অভিমান,
কূপেতে পতিত হয়ে মজো না।
নিশ্বাস হতেছে শেষ, বাড়িল আশা অবশেষ,
এখনো চেতন হলো না॥

আড়ানা বাহার—আড়াঠেকা।

কেমনে হ'বে পার সংসার-পারাবার,
বিনা জ্ঞান-তরণী বিবেক-কর্ণধার।
শুন রে মম মানস, স্বীয় কলুষ-কলস,
কর্ম্মগুণে সদা বাঁধা কণ্ঠেতে তোমার।
ঘোরতর মায়া-তম, আশা-পবন বিষম
প্রবৃত্তি-তরঙ্গ রঙ্গে উঠে বারে বার।
নানাভিমানের ধরা, বহে খরতর তা'রা,
কাম ক্রোধ লোভ জলচর দুর্নিবার॥

অমৃতলাল গুপ্ত।

ঢাকা রঘুনাথপুরে বাস। ভূতপূর্ব্ব স্কুল-ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর। কুমিল্লা ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতর প্রতিষ্ঠাতা। একটী গানেই ইনি বিখ্যাত।

পূরবী—আড়া।

দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়া মন।
উত্তরিতে ভব-নদী করেছ কি আয়োজন॥
আয়ু সূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে দেখ না তা'য়,
ভুলিয়ে মোহ মায়ায়, হারা'য়েছ তত্ত্ব-জ্ঞান॥
নিজ হিত যদি চাও, তাঁহার শরণ লও,
[illegible]

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অল্প বয়সেই ইঁহার মৃত্যু হয়। কয়েকটী সঙ্গীত-রচনায় ইনি সুপরিচিত। কলিকাতা যোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ী ইঁহার জন্মস্থান। ইনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। কয়েক বৎসর হইল, ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

খাম্বাজ—চৌতাল।

গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যার বিশ্বধাম,
দয়ার যার নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে।
জ্যোতি যার গগনে গগনে,
কীর্ত্তি-ভাতি অতুল ভুবনে,
প্রীতি যার পুষ্পিত বনে, কুসুমিত নবরাগে।
যার নাম পরশ রতন, পাপ-হৃদয়-তাপ হরণ,
প্রসাদ যার শান্তিরূপে, ভকত হৃদয়ে জাগে,
অন্তহীন নির্ব্বিকার মহিমা যার হয় অপার,
যাঁ'র শক্তি বর্ণিবারে বুদ্ধি বচন হারে॥

বাহার—একতালা।

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে।
কি ভয় সংসার-শোক ঘোর বিপদ শাসনে॥
অরুণ-উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত ছাড়িয়ে,
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে
ভকত-হৃদয় বীত-শোক তোমার মধুর সান্ত্বনে
তোমার করুণা, তোমার প্রেম,
হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উথলে হৃদয় নয়নবারি, রাখে কে নিবারিয়ে,
জয় করুণাময়, জয় করুণাময়,
তোমার প্রেম গাইয়ে,
যায় যদি যা'ক্ প্রাণ তোমার কর্ম্ম সাধনে॥

বাহার—খং।

লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি ক'রে।
লুটিতেছে পরে এই রত্নের আকরে॥
সাধিলে রত্ন পাই তাহাতে যতন নাই,
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা ক'রে॥
দেশান্তর জনগণ, ভুঞ্জে ভারতের ধন,
এদেশের ধন হায়, বিদেশীর তরে।
আমরা সবারে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা,
মায়ের কোলের ধন দিয়ে যায় পরে॥

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।

হুগলী জেলার বৈঁচি ষ্টেসনের চোংখণ্ড আলিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ঐ গ্রামে ইনি যে কালী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ইনি এক জন শক্তি-উপাসক ছিলেন। প্রায় ৫০০ বৎসর হইল ইঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছে।

মুলতান—একতালা।

তারা কোন অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে,
সংসার গারদে থাকি বল।
মশিল ছয় দূত, তশিল করে কত,
দারা সুত পায়ের শৃঙ্খল।
দিয়ে মায়া বেড়ি পদে, ফেলেছ বিপদে,
সম্পদে হারালেম মোক্ষফল।
এবার হোল না সাধনা, ওমা শবাসনা,
সংসার বাসনা প্রবল।
প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা খাটি,
ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল।
হয়ে অর্থ-অভিলাষী, আনন্দেতে ভাসি,
সর্ব্বনাশী জানিস্ কতই ছল।
আনি ভূমণ্ডলে, কতই দুঃখ দিলে,
নীলাম্বরের জ্বলে দুঃখানল।
আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই,
ফণী ধরে খাই হলাহল॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

সে দিন কেমন, ভাবলি না মন,
যে দিন জীবন যাবে রে।
কর যত ধন উপার্জ্জন, সে ধন কে তোর খাবেরে?
তৃণশয্যা ভগ্নবাসে, পড়ে থাকৃবি পরের বশে,
রঙ্গরসে পালংপোষে, কে আর হেসে শোবেরে।
জ্ঞানশূন্য বাক্য ছাড়া, পড়ে থাকৃবি বল্‌বে মড়া,
ওরে জপেতে হও আত্মসারা,
যদি যমের হাত এড়াবি রে॥
নীলাম্বর আর বল্‌বে কত, যে মুখে খাও পঞ্চামৃত
সেই মুখেতে জব সুত, আগুন জ্বেলে দেবেরে॥

জংলা—একতালা।

শমন মিছে আশা কর।
পালা পালাইতে কি আমায় পার॥
ছক্ রেখেছি বাধ্য ক'রে,
সাধ্য নাই হারাইতে পার।
জয় দুর্গা ব'লে পাশ্টি ফেলে,
দান মেরেছি কচ্চে বার॥
রোখ ক'রে রয়েছি র'সে, দুর্গানাম লয়ে মূলাধার,
কেমনে মরিবি হেরে, ঘারে ফিরে,
জিনিবে বাজি নীলাম্বর॥

সাহানা—খং।

শ্যামাপদ আকাশেতে,
মন ঘুড়ি আমার উড়তে ছিল।
কলুষ কুবাতাস পেয়ে, গোপ্তা খেয়ে পড়ে ম'ল॥
ঘুড়ির লক ছিল তায় সত্ত্বগুণে,
দুজনাতে আন্‌লে টেনে,
রজঃ তমঃ দুজনে, ভবার্ণবে ডুবাইল।
ঘুড়ির মায়া কান্না হল ভারি,
(আমি) আর ঘুড়ি উঠাতে নারি,
দারা সুত কলের দড়ি,
ফাঁস পড়ে তায় ফেঁসে গেল॥
জ্ঞানমুণ্ড গেছে ছিঁড়ে,
উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে,
মাথা নেই সে আর কি উড়ে।
সঙ্গের দুজন জয়ী হল।
ভক্তি ডোরে ছিল বাঁধা,
খেল্‌তে এসে লাগ্‌ল ধাঁধা,
নীলাম্বরের হাসা কান্দা
না আসা এক ছিল ভাল॥

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

'সারদামঙ্গল,' 'বঙ্গসুন্দরী' প্রভৃতি প্রণেতা কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ১২৪২ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতার নিমতলা-পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা দীননাথ সুবর্ণবণিকদিগের যজন-যাজন করিতেন। বিহারীলাল কৌলিক ব্যবসায় [illegible] জন্য সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষা পড়িতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় হইতেই তাঁহার অন্তর্নিহিত কবিত্বকোরক প্রস্ফুটিত হয়। গত ১৩০১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ বিহারীলাল ইহ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন।

ভৈরোঁ—ঝাপতাল।

জয় জয় জগদীশ্বর, জগজ্জনগণ বন্দনম্।
পূর্ণব্রহ্ম লোকপাল।
স্রষ্টা পাতা মোক্ষদাতা, শুভাশুভ আদি-ফলদাতা,
বিশ্বাধার বিশ্বম্ভর, বিশ্বভার হরণম্।
জন্ম জন্ম পুণ্যফল, হেরি তোমা ভূমণ্ডলে,
অন্তিমে ভুল'না দিতে চরণং ভবতারণং।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

প্রেম পাব বলে লোকে ব্যভিচার সদা করে।
প্রতপ্ত মরুর মাঝে, পাওয়া যায় কি সরোবরে?
দূরে থেকে বোধ হয়, যেন সর পদ্মময়,
নিকটে যাইলে পরে সংশয় হইবে প্রাণ।
ঢল ঢল হ'য়ে গেল, নয়নে লহরী খেলা,
অধরে হঠাৎ হাসি, গলে যায় মন,—
অত কি গলিতে হয়, যা ভেবেছ তাতো নয়,
ভুলায়ে ভুজঙ্গ যে নাচিতেছে ফণা ধরে॥

মা মা, কৈ মা, কোথায় মা।
এই যে মা আমায় ডাকিল,
আবার কোথা চলে গেল,
ওগো তোমরা বল বল, আমা [illegible]
আমায় ডেকে কোথা গেল।
ওগো বল বল কোথায় আমার মা দুঃখিনী,
তোমরা যদি দেখে থাক দেখিয়ে দাও গো,
কোথায় আমার মা কাঙ্গালিনী।
করে ধরি দাদা বল বল,
আমার মা দুঃখিনী কোথা গেল॥
এই যে মা মোরে ডাকিল,
যদি থাকে, মোরে নিয়ে চল,
মা'কে ভেবে পাগলিনী কে তাড়ায়ে দিল।

জয়জয়ন্তী—ঠুংরী।

খেলা খেলা [illegible] জীবন।
[illegible]

নীরস তরুর শাখে, বায়স ডাকিছে সখে,
দিবসে রোদন করে, ওই শুন শিবাগণ।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কি মধুর মনোহর মূরতি তোমার।
সদা যেন হাসিতেছে আলয় আমার।
সদা যেন ঘরে ঘরে, কমলা বিরাজ করে,
ঘরে ঘরে দেব বীণা বাজে সারদার।
ধাইয়ে হরষ ভরে, কলকোলাহল করে,
হাসে খেলে চারি দিকে কুমারী কুমার।
হয়ে কত জ্বালাতন, করি অন্ন আহরণ,
ঘরে এলে উলে যায় হৃদয়ের ভার।
মরুময় ধরাতল, তুমি শুভ শতদল,
করিতেছ ঢল ঢল, সম্মুখে আমার।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে রাখি, ভোর হয়ে বসে থাকি,
নয়ন পরাণ ভোরে দেখি অনিবার।
তোমায় দেখি অনিবার তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি, হোক্ গে এ বসুমতী,
যার খুসি তার॥

ললিত—আড়াঠেকা।

ওই কে অমরবালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে,
ঘুমন্ত প্রকৃতি পানে চেয়ে আছে কুতূহলে॥
চরণকমলে লেখা, আধ আধ রবিরেখা,
সর্ব্বাঙ্গে গোলাপ-আভা, সীমন্তে শুকতারা জ্বলে
যোগে যেন পায় স্ফূর্ত্তি, সদয়া করুণা মূর্ত্তি,
বিতরেন হাসি হাসি, শান্তিসুধা ভূমণ্ডলে।
হয় হয় প্রায় ভোর, ভাঙ্গো ভাঙ্গো ঘুম ঘোর,
সুস্বপ্ন-রূপিণী উনি, উষারাণী সবে বলে।
বিরল তিমিরজাল, শুভ্র অভ্র লালে লাল,
মগন তারকারাজি গগনের নীল জলে।
তরুণ-কিরণাননা জাগে সব দিগঙ্গনা,
জাগেন পৃথিবী দেবী সুমঙ্গল কোলাহলে।
এস মা উষার সনে বীণাপাণি চন্দ্রাননে,
রাঙাচরণ দু'খানি রাখ হৃদয় কমলে॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

অসার প্রেমেতে ভুলে কেন হও [illegible]।
বিপদ কালে দেখিবে কে তব সুহৃদ কত।
রূপ গুণ-ধন যৌবনে শ্রুতিমধুর বচনে,
বিমোহিত হয় যেই সেই অতি অবোধ চিত।
অদ্য সে প্রেয়সী শোকে, করাঘাত হানে বুকে,
কল্য সে বিবাহ তরে হইতেছে সুসজ্জিত।
নয়নান্তরাল হলে, কে কাকে আপনার বলে,
সরল হৃদয়ে ভালবেসে হয় আনন্দিত।
প্রেমের আকার যিনি তারে ভালবাস তুমি,
পাইবে অক্ষয় শান্তি নিত্য সুখ অবিরত॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার।
জীবন জুড়ান ধন, হৃদি ফুলহার॥
মধুর মুরতি তব, ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখ-শশী জাগে অনিবার।
কি জানি কি ঘুমঘোরে, কি চোকে দেখেছি তোরে
এ জনমে ভুলিতে পারিব না আর॥
তবুও ভুলিতে হ'বে, কি ল'য়ে পরাণ র'বে
কাঁদিয়ে চাঁদের পানে চাই বারে বার।
কুসুম কানন মন, কেন রে বিজন বন,
এমন পূর্ণিমা নিশি যেন অন্ধকার,
হে চন্দ্রমা, কার দুখে, কাঁদিছ বিষণ্ণ মুখে,
অয়ি দিগঙ্গনে, কেন কর হাহাকার॥
হয় তো হ'ল না দেখা, এ লেখাই শেষ লেখা,
অচিন্ত্য কুসুমাঞ্জলি স্নেহ উপহার,
ধর ধর স্নেহ উপহার॥

বেহাগ—কাওয়ালি।

গাছে ফুল শোভা যেমন,
হয় কি তেমন গাঁথলে মালা।
গলায় দিলে খানিক মজা
শেষ কালেতে হেলে ফেলা।
কোথা সে সৌরভ সুখ, কোথা সে প্রফুল্ল মুখ,
সে আদরের রস ভরে, ভ্রমরে করে না খেলা॥

কালাংড়া—খং।

হারায়েছি হারায়েছিরে, সাধের স্বপনের ললনা!
মানস মরালী আমার কোথা গেল [illegible]!
কমল কাননে বাঁধা রয়ে কত ফুল খেলা,
আহা, তার মালা গাঁথা হ'ল না।

প্রিয় ফুল তরুগণ সুধাকর সমীরণ,
বল বল ফিরে কি আর পাবনা! কেন এল চেতন

দীনেশচরণ বসু।

দীনেশচরণ বসু—পূর্ব্ববঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ কবি। ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার শ্রীবাড়ী গ্রামে ইঁহার নিবাস। ইঁহার পিতা পুর্ণিয়ার ফৌজদারী আদালতে সেরেস্তাদারী কাজ করিতেন। ১২৫৭ সালে পুর্ণিয়াতেই দীনেশচরণের জন্ম হয়। পিতা ভাগলপুরে বদলী হওয়ায়, তত্রত্য বিদ্যালয়েই দীনেশচরণের শিক্ষারম্ভ। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া দীনেশচরণ, মেডিকেল কলেজে তৃতীয় বৎসর পর্য্যন্ত পড়িয়া, মস্তিষ্কের পীড়া-নিবন্ধন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। অল্প বয়স হইতেই ইনি 'বঙ্গদর্শন', 'বান্ধব' প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লিখিতেন। "কবি-কাহিনী" "মানসবিকাশ" প্রভৃতি ইঁহার কবিতাগ্রন্থের এক সময়ে বড়ই আদর ছিল। 'ঢাকাবার্ত্তা' 'ঢাকাপ্রকাশ" প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনে এবং কয়েকখানি উপন্যাস রচনায়ও ইঁহার যশ হইয়াছিল। সঙ্গীত রচনায় ইনি সুদক্ষ ছিলেন।

ভৈরবী—ভেওট।

শেষের সে দিন মন, কর রে স্মরণ,
ভবধাম যবে ছাড়িবে।
সুখ-স্বপন যত, দেখে'ছ অবিরত,
চিরদিনের মত ফুরা'বে।
কাল-শয্যায় শু'য়ে, নিজ পাপ স্মরিয়ে,
যবে দুধারে নয়ন-ধারা বহিবে;
ভাই ভগিনী যত, কাঁদিবে অবিরত,
শিশু সন্তান ধূলায় লুটা'বে॥
স্নেহময়ী জননী, হারা'য়ে নয়নমণি,
গাইয়ে তব গুণ কাঁদিবে।
প্রাণ সম প্রেয়সী, অধোবদনে বসি,
কেঁদে ধরাতল নয়ন-জলে ভাসা'বে।
অতএব লও, ব্রহ্ম পদে আশ্রয়,
যদি বিপদে নিরাপদ হইবে;
তিনি হে মৃত্যুঞ্জয়, যাঁহার কৃপায়,
মরণে নব জীবন পাইবে॥

মধুকালের সুর—কাওয়ালী।

মা আমারে কর কোলে;
কত দিনে আর কেঁদে কেঁদে,
ভাসিব নয়নের জলে।
সয়েছি যাতনা যত, বলে তা জানা'ব কত,
জীবনে মৃতের মত, পড়ে আছি ধরাতলে।
এস এস এস একবার, করুণাময়ী মা আমার,
ঘুচাও আসি হৃদয়ের ভার,
দেখা দিয়ে হৃদ-কমলে;

লংক্ষৌ—ঠুংরি।

আয় লো স্মৃতি আয়, দয়া ক'রে আয়।
সেই পুরাণ সঙ্গীত শুনা লো আমায়।
যুগ যুগ হ'ল সে গান নীরব।
সে সুখ স্বপন ফুরাইল হায়॥
যখন পশ্চিমে যখন প্লাবন,
গ্রাসিল নগরী বন উপবন।
মনোল্লাসে মরি, আর্য্যকুলনারী
দেহ-তরী হেলায় ভাসাইল তায়
যবে রাজবারার সমর অনল,
ধূ ধূ করি চারি ভিতে জ্বলিল।
রাজপুত সতী রাখিতে কুলমান।
সোণার শরীর ঢালিল চিতায়।
কুলের মহিলা, কেশে বাঁধি ছিলা,
সম্মুখ সমরে ভৈরবী ছুটিলা।
পতির উদ্দেশে ভিখারিণী-বেশে,
দেশে দেশে ভ্রমি করিলা দেহক্ষয়
তোমাদের দশা হেরে কাঁদে প্রাণ
তোমরা কি হায়! তাঁদের সন্তান।
উঠ উঠ বোন্, ত্যজি মলিন বেশ।
পুবে সুখ-রবি ঐ দেখা যায়॥

পূরবী—আড়া।

এ সুখ সন্ধ্যায় আজি জাগ রে নিদ্রিত মন।
আশার কুসুম তুলি গাঁথ মালা সুচিকণ।
ভারত উদ্যানে কত, ফুটি পুষ্প শত শত,
অকালে পড়িল খসি, স্মরিলে কাঁদে পরাণ।
নাহি সে বসন্ত আর, নাহি সে পিক-ঝঙ্কার।
নীরব বাল্মীকি-বীণা, নীরব কবি-কানন।

নাহি গাণ্ডীব টঙ্কার, নাহি সে বীর হুঙ্কার,
কাল-নিদ্রা কোলে আজি জীবকুল অচেতন ॥
ভারত জননী, শোকে তাপে, বিষাদিনী,
তুমি কি মন এ সময়ে রবে ঘুমে অচেতন ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বিমল জ্ঞানের স্নিগ্ধ বারি প্রাণ-ভরি,
পান কর লো সবে; অজ্ঞানতার তিমির ঘোর,
মনের আঁধার দূরে যাবে।
ভাবিয়ে দেখ লো ভগিনীগণ,
যে দেশের ভালে শোভে রতন,
খনা লীলাবতী যার কিরণ,
কাল-সিন্ধু উজলিছে
তোমরা কি সেই ভারতভূমে,
ডুবি আঁধারে রহিবে ঘুমে,
পূরব-ভানু যায় পশ্চিমে,
এখনও কি উঠি বসিবে?

বেহাগ—আড়া।

চিরতরে আয়েষারে দেও হে বিদায়।
মুছে ফেল যবনীর স্মৃতি যুবরাজ।
মরমেরি মর্ম্মস্থলে, পুষিলাম যে অনলে,
লোক-লজ্জা সব ভুলে দেখালাম তোমায়।
ভুলিতে আকাশ ফুলে, মরীচিকা ভ্রমে ফুলে,
এতদিন এ অঞ্চলে কাটালাম জীবন।
সে সুখ স্বপন যত, চির জীবনের মত,
বিসর্জ্জন দিয়ে নাম, অভাগিনী হায়।
এই তুচ্ছ অলঙ্কারে, সাজাব রাজনন্দিনীরে,
এস সব আর আয়েষারে শোভা নাহি পায়।
তারে ল'য়ে সুখে থাক, ভোল আয়েষায় ॥

খাম্বাজ—একতালা।

কে রে বনবাসিনী বালা
যেন ভূপতিত নক্ষত্রেরি মত,
বনরাজি করেছে আলা, বিম্বাধরে কি বিষাদ হাসি
নিতম্বে দুলিছে চিকুররাশি,
আভরণহীনা, সোনার প্রতিমা,
দুর্দিনে সাগরে সোনার ভেলা।
কে আনিল হেথা এহেন রতন,
কি ভাবনা-মেঘে ঢাকা ও বদন।
হেরে কি লাগিয়ে, কি ভাবে ডুবিয়ে,
অনন্ত সাগর লহরী লীলা ॥

ললিত বিভাষ—একতালা।

উমা, এলি কি গো মা, কৈলাস চন্দ্রমা,
হর মনোরমা হলি কি উদয়।
মা ব'লে একবার, আয় কোলে আমার,
তোরে না হেরে সংসার হেরি শূন্যময়।
নৈশ নীলাম্বর নিরখি যখন,
চন্দ্রমার ছবি ভুবনমোহন,
মনে পড়ে আমার উমার বদন কিরণময়।
তখন শত ধারে চক্ষে বারি ধারা বয়।
শয়নে স্বপনে উমা তোরে দেখি,
আমার সতীর প্রতিমা সদা হৃদে রাখি,
মহাযজ্ঞে নাহি উমারে নিরখি,
কাঁদিল অ—অ—অ—প্রাণ।
সতি, তুই মা প্রসূতীর সুখের নিলয় ॥

ললিত—আড়া।

কি কাল নিদ্রায় তোমায় ঘেরেছে রে প্রাণধন।
আমায় বিপদসাগরে ফেলে তুমি রলে অচেতন,
সব কার্য্যে অগ্রে আমি,
আজি কেন রে অগ্রগামী হইছ লক্ষ্মণ তুমি,
এই কি ভ্রাতৃভক্তি-লক্ষ্মণ!
যখন সুমিত্রা মাতা, সুধাবেন কৈ রাম কোথা,
রেখে এলি তুই কই আমার নয়নের তারা?
কি উত্তর দি অরে, কি বলে উর্ম্মিলা বৌরে,
সান্ত্বনা করিব ভাইরে, ভেবে আমি হলেম সারা।
কিন্তু আজ তোমাকে সুধাই ক্লান্ত যদি রণে ভাই
বৃথা যুদ্ধে কাজ নাই, কাজ নাই রে ভাই।
কাজ নাই উদ্ধার করে, অভাগিনী জানকীরে,
চল যাই সরযূতীরে একত্রে ত্যজিতে জীবন ॥

নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বর্দ্ধমান জেলার বাসুদেহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন সাধক বলিয়া পরিচিত। শ্যামা-বিষয়ক ইহাঁর অনেক গান, আজিও ভিখারীরা গাহিয়া থাকে। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ইহাঁর লোকান্তর হইয়াছে।

বাউলের সুর—একতালা।

সংসারেরি যত সুখ, সকলি পড়িয়া রবে।
জীবন জলবিম্ব প্রায়, জলে জল মিশাইবে॥
তালার উপরে তালা,তেতালায় আর কেবা শোবে
যখন শমন ধরিবে চুলে, ধরণী লুটিয়া রবে।
সুদের সুদ গণিতেছ ভাল,
আট ছেড়ে দ্বিগুণ হল,
কেবা মাতা কেবা পিতা,
কেবা ম'লে তোর সঙ্গে যাবে॥

খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।

মম সুখোদয়, যেদিনে উদয়,
হবে গো জননী জানি সমুদয়।
এ ভব সংসার সকলি অসার,
হবে নৈরাকার জলে জলময়॥
সরস্বতীর হবে বেদে অবিচার,
কমলার হবে কুভক্ষ্য আহার,
অনাদির হবে জীবন সংহার,
পশ্চিমেতে হবে ভানুর উদয়।
পবনের যেদিন গতি-রোধ হবে,
ভুজঙ্গেতে যে দিন গরুড়ে দংশিবে,
পতঙ্গেতে যে দিন মাতঙ্গে নাশিবে,
সিংহিকার হবে শৃগালের ভয়॥
চন্দ্রের যে দিন হবে মসিত বরণ,
ব্রহ্মার যে দিন হবে অনলে পতন,
জীবনেতে যাবে বরুণের জীবন,
দয়াময়ীর হবে কঠিন হৃদয়॥
দিবা ত্যাগে রাত্রি, রাত্রি ত্যাগে দিন,
জলাভাবে নষ্ট সমুদ্রের মীন,
আদ্যাশক্তি যেদিন হবে শক্তিহীন,
যুধিষ্ঠিরে হবে পাপের সঞ্চয়।
ভূমিকম্প হবে কাশীতীর্থধামে,
সাধু রুষ্ট হবে রাধা-কৃষ্ণ নামে,
যদি রাজা হই হব সেই দিনে,
দীন হীন দ্বিজ নরেশচন্দ্রে কয়॥

পরজকালাংড়া—মধ্যমান।

উমা ধনে কবে আনিবে। গিরিরাজ হে)
দুখের দুখিনী উমা, আর কত দুখ সহিবে।
আর শুনেছি নাচে গায়, শিব নাকি গরল খায়,
পাছে উমারে খাওয়ায়, ঐ ভয়ে মরি ভেবে॥
তার কপালে অনল আছে,
বাছা পুড়ে মরে পাছে,
কি দশা হয়েছে, কি করিয়ে সহে আছে।
তার জটায় আছে এক রমণী, নাম তার সুরধুনী,
সে নাকি তার সোহাগিনী,
(উমা) সতিনীর যাতনা পাবে।
নরেশচন্দ্র এই কয়,
রাণি বলালে তাই বল্‌তে হয়,
দিয়ে কন্যা হলে মান্যে উমাপতি শিবে,
গর্ব্ব কর কি হে গিরি কত শত গিরিধারী,
হয়ে উমার দ্বারে দ্বারী, বিরিঞ্চি চরণ সেবে॥

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

ইনি প্রসিদ্ধ কুলীন-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বহু-বিবাহের বিষময় ফল দর্শন করিয়া ইহাঁর হৃদয় মর্ম্মাহত হয়। যাহাতে বহু-বিবাহ-প্রথা এতদ্দেশ হইতে দূরীভূত হয়, তজ্জন্য ইনি বিস্তর যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাঁর রচিত 'কুলীন ব্রাহ্মণ-কন্যার দুর্দ্দশা' সম্বন্ধীয় গীতগুলি বড়ই প্রাণস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক। ঢাকা বিক্রমপুর ইহাঁর জন্মস্থান।

মল্লার—একতালা।

মনো দুঃখ কব কায়।
দুঃখ কে বুঝিবে এই দুঃখময় ধরায়।
পিতা কন্যাদোষে কাপালিক প্রায়,
পিত্ত আছেন কুলবধূর সেবায়,

আজন্ম পালিয়ে, এ সব কুলমেয়ে,
বলি দিবেন কুলমর্য্যাদার পায়।
আমরা অবলা যুবতী, কি হইবে গতি,
না দেখি সুহৃদ এ ভুবনে,—
কঠিন পিতা মাতা তায়,
স্নেহমমতায় জলাঞ্জলি দিল দু'জনে,
(কেবল) ভ্রাতৃজায়াগণের দাস্যবৃত্তি করে,
পোড়া উদর পোষি আজীবন ভরে,
আছি ভ্রাতার মুখ চেয়ে ভ্রাতা পাছে
কোন ত্রুটি পায়।
সদা মরি মনস্তাপে, না জানি কি পাপে,
পাপিনী জেনেছে বিধাতায়।
তাতে, পাপ ভেবে চিতে, পাপিনীদের হাতে,
দেবে দ্বিজে নাহি অন্ন খায়।
হায়, মোদের যে যমপতি, সবার করে গতি,
চক্ষু খেয়ে নাহি দেখে এ যুবতী,
বুঝি মরা দেবীবরে থেকে যমঘরে,
নিতে বারণ করে যম-রাজায়॥

কৃষ্ণকান্ত পাঠকের সুর।

আর আমার কাজ, কি বিয়ের সাজ,
পরিয়ে বৃদ্ধকালে।
শিশু বরের পাশে, কোন বা রসে,
ঘোমটা দিব পাকনা চুলে।
গায়ে দিয়ে নামাবলি, গাই শিব-নামাবলি,
নিয়েছি মালার থলি হস্তে তুলে,
ভাল ফল্লো ফল বল্লালিতে
মিল্ল বর এক কচমাছেলে।
...য় লাঠি ভর করিয়ে, এ শিশু বরকে নিয়ে,
কেমনে ঘুরব আমি কলাতলে,
ওকে বলব বা কি বলবে বা কি,
বলবে বা কি এয়োকুলে।
আমার এ অন্তকালে, ওর শুভদৃষ্টি হ'লে,
ছেলেটী ডরাবে এ চাঁদ-মুখ দেখিলে,
নিয়ে দুধের বর, করে ঘর,
ডাকবে সে ঠাকুরমা বলে॥

কৃষ্ণকান্ত পাঠকের সুর।

যাই লো সই, ঐ অসুরে বুড় হেরে ডরে মরে।
দিলে কাশটা, সে আকাশটা কাটে,
কাঁপে লাঠির বাঁসটা ধরে।
সাজা'য়ে পাটকাপড়ে, আটকায়ে মুকুট শিরে,
বল্লে মায় দেখিস্ বরে নয়ন-ভরে,
দেখি পাটো সে মাথাটা ঢেকে,
পাটে বসেছে ঠাট করে মোট্কা সব ঘট্কা এসে
শুনালে চোট্কী ভাষে,
বুড়টা ঠোঁট কাঁপায়ে হাস্য করে,
আমি অন্তরেতে ডরি লো,
তার মন্ত্র কৈতে দন্ত নড়ে॥

ললিত—আড়া।

কুল-মেয়ে কেন কান্দ গো বিরলে।
কি দোষে হয়েছে দোষী কি চুরি করিলে॥
বল কোন্ দুরাচারে, তুমি সরলা বালারে,
এ কঠোর কারাগারে, অবিচারে দিলে॥
নেত্রে বহে বারিবিন্দু, মলিন বদন ইন্দু,
নাই কোন সিন্দুর-বিন্দু, সুন্দর কপালে।
কেন যেন কাঙ্গালিনী, থাক দিবস যামিনী,
কেউ তোমার কি নাই দুঃখিনী,এ মহীমণ্ডলে।
দিন কাটাও দাসীভাবে, ভ্রাতৃবধূর পদ সেবে,
নিশায় কাতর ভেবে ভেবে, কোন পাপফলে।
অনাথা কুলীনের মেয়ে, কি খেদ তব হৃদয়ে,
দেখ কেন রয়ে রয়ে, সধবা সকলে॥

বল্লালী তুই যা রে বাঙ্গালা ছেড়ে।
ডুব্‌ল ভারত কদাচারে
সোণার বাঙ্গালা যায় রে ছারেখারে।
ভ্রূণহত্যা সঙ্গে ক'রে, ব্যভিচার তুই যা রে মরে
পাপস্রোতে ভাসালি রে বঙ্গ-মায়েরে
অপার পাথারে।
কমলিনী সমাজে সব কুলীনের মেয়ে,
অনাথিনীর বেশে থাকে মলিনা হ'য়ে,
ওরে ওদের দশা মনে হ'লে,
দুঃখেতে পাষাণ গলে,কেউ নাই ওদের ধরাতলে,
সদা মনানলে জলে মরে।

শ্রোত্রিয় বংশজ বংশ গেল রে নিপাত,
ওরে কুমারী কুলীন-কুমারী করে অশ্রুপাত,
ওরে বিদ্যাশূন্য বৃহস্পতি,
তারা বলে সমাজপতি, ঘটকসনে করে যুক্তি,
দম্ভে কাঁপায় বঙ্গ পদভরে॥

মেল ভাঙ্গ মেল্ ভাঙ্গ কুলীন সবে।
তবে সে মঙ্গল হবে;
সমাজেতে রবে হে গৌরবে।
মেলে মেলে নাহি মিল,
ইথে কিরে ফল বল,মিল মেলে মিলে মিল,
জাতি কুল সকলি রহিবে।
ঘরে ঘরে কুল-মেয়ে দুঃখে ভেসে যায়,
(ওরে) কেমনে দেখ নয়নে পাষাণের প্রায়,
(ওরে) বল বল খড়দ ফুলে,
কি গৌরবে আছ ফুলে,
দেশ নাশিলে সমূলে,
আর কত কাল রবে এ গৌরবে!
সযতনে অন্নদানে কুলকন্যাগণ,
(ওরে) মুক-শুকপাখী-সম করেছ পোষণ,
(ওরে) তাতে কেন হ'য়ে ব্যাধ,
সে পাখী জীয়ন্তে বধ,
ওদের কিবা অপরাধ,
কেন এত বাদ সাধ তবে॥

কার পানে বা চাবে পিতঃ এ দুঃখিনী কুলমেয়ে।
কি ধন দিয়ে যাও হে তুমি,
রেখে যাও হে কার করে আশ্রয়ে।
ভ্রাতা নহে ত তার মত,
সে যে জায়ার অনুগত,
(আর) দাসী হয়ে রব কত,
ভ্রাতৃ-বধূর মুখ চেয়ে।
অনাথিনী তনয়ারে, আজীবন পালন করে,
শেষে পিতঃ কার করে যাও হে তারে সমর্পিয়ে।
চিরদুঃখ ভোগের তরে, কেন পুষেছিলে মোরে,
(এখন) তুমি চল্লে তোমার ঘরে,
দুঃখিনীরে ভাসাইয়ে॥

বহুদিন পরে এসেছি, চিনি না কো শ্বশুরবাড়ী।
কোন্ পথে যাইব মাগো বিশ্বনাথ বারুড়ীর বাড়ী।
যা'রা ছিল ছেলেপিলে,তা'দের হ'ল ছেলেপিলে,
বিয়ে করেই গেলুম ফেলে, ব'য়ে গেল বছরকুড়ী
বাড়ী ঘর তা নাহি চিনি,
(কেবল) শ্বশুরেরই নামটি জানি,
উত্তরেতে বাগানখানি, সুপারি সব সারি সারি।
বাড়ীর মধ্যে এক একচালা,
তারি মধ্যে হাঁড়ি চূলা,কক্ষে নিয়ে ভিক্ষার ঝোলা,
বেড়িয়ে বেড়ায় বাড়ী বাড়ী।
দ্বিজ রাসবিহারী বলে,
আর ত হাসি রাখতে নারি,
তুমি যাকে মা বলিলে, সে বটে তোমারি নারী॥

আয় লো আমরা কুলীন বাড়ীর বিয়ে
সবাই দেখ্‌তে যাই,
তোরা এমন বিয়ে দেখিস্ নাই।
শুনেছিস্ দানসাগর বিয়ে,ওদের বিয়ের ঘটে তাই
নৈলে নিদান-পক্ষে বৃষোৎসর্গ,
একটী বৎস চারিটী গাই,
(দিবে) এক বরেই চারিটী মেয়ে
লোকের মুখে শুন্‌তে পাই,
(আহা) ওদের কেমন কঠিন হিয়া,
পিতা মাতার দয়া নাই॥

(আহা) গেল রে ভারত রসাতলে।
কিছু বিচার নাইকো হিন্দুর দলে।
অনিয়মের বাধ্য হ'য়ে সকল স্বেচ্ছাচারে চলে
(এ পাপ) সমাজের কেউ কর্ত্তা নাইকো!
সাধ্য কি কে কারে বলে,
জমিদার ধনিগণ আছে দুষ্ট লোকের করতলে।
দেখ শ্রেষ্ঠ লোকের অন্নকষ্ট
মতির হার বানরের গলে,
বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য কতই আছে মোদের দলে।
তারা সমাজের অগ্রগণ্য কতই ফুকাজ তলে তলে
রাসবিহারী কয় মাটি কাট
আদি বাদ তোমার তলে।

তখন ধরণী কয়, কি রূপ ফাটি,
গলিত তোমার নয়ন জলে ॥

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃস্থানীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১২৪৭ সালে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নবম বৎসর বয়সে পিতৃহীন এবং উনবিংশ বৎসরে মাতৃহীন হন। গরিফা ইঁহাদের পৈত্রিক আবাস। প্রথমে হুগলী কলেজে, পরে হেয়ার স্কুলে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে ইনি অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ইঁহার বন্ধুত্ব ছিল। সেই সূত্রে ১২৬৬ সালে ইনি ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করেন। কেশবচন্দ্র যেদিন ব্রহ্ম-সমাজের আচার্য্যপদে বরিত হন, সেই দিন ইনি আপন স্ত্রীকে সমাজে লইয়া যাওয়ায়, ইঁহার আত্মীয়গণ ইঁহার সঙ্গে সম্বন্ধবন্ধন ছিন্ন করেন। কিছুদিন 'বেঙ্গল বেঙ্কে' কেরাণীগিরি করার পর, ১২৭৭ সালে ইনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১২৮১ সালে ইংলণ্ডে এবং ১২৮৭ সালে ইনি আমেরিকায় গমন করেন। ইংরাজী ভাষায় ইঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। ইঁহার বক্তৃতায় ইংরাজ সমাজও মুগ্ধ হইত। ইংরাজীতে ইঁহার অনেক গ্রন্থ আছে। বাঙ্গালায়ও ইনি তিন খানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ১৩১২ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্ন আড়াই ঘটিকার সময় প্রতাপচন্দ্রের লোকান্তর হইয়াছে।

ললিত—আড়া।

কত আর নিদ্রা যাও ভারত-সন্ততিগণ।
নয়ন খুলিয়া দেখ শুভ উষা আগমন ॥
অধীনতা অন্ধকার, পাপ তাপ দুর্নিবার,
মঙ্গল জলধি জলে হতেছে চিরমগন।
সযতনে ধীরে ধীরে, প্রাতঃ সমীরণ স্বরে,
ডাকেন ভারতমাতা পরি উজ্জ্বল বসন।
উঠ বৎস প্রাণসম, যতপুত্র কন্যা মম,
কালরাত্রি অবসানে উদিল সুখতপন।
বিশাল বিশ্বমন্দিরে, সত্য শাস্ত্র শিরে ধরে,
বিশ্বাসেরে সার করে প্রীতির সাধন।
নর নারী সমুদয়ে, এক পরিবার হ'য়ে,
পলবস্ত্রে পূজ তাঁরে যাঁহাতে পেলে এদিন ॥

বাউলের—সুর একতালা।

কে আমায় ডাক বিদেশী সাধু,
মধুর ভাসে, যেতে স্বদেশে।
আমার ধন মান পরিজন কাজ নাই গৃহবাসে।
আমি অভাগা দীন পরাধীন,
আছি রোগে শোকে পাপে তাপে পিতামাতা-হীন
কবে যা'বে জ্বালা, প্রাণ জুড়া'বে
হৃদয় পেয়ে প্রাণেশে।
আর কত দিন এই আঁধারে পড়ে,
থাকব বিদেশেতে একাকী
সেই মায়ের কোল ছেড়ে,
আর ফিরা'ব না পাষাণ মনে জননীরে নিরাশে।
এবার পাইলে সেই হারাণ রতন,
রাখব মনের সাধে হৃদে গেঁথে করিয়ে যতন।
যা'বে জন্মদুখীর সকল দুখ প্রেম-বারি পরশে ॥

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

খুলনা জেলায় সেনহাটী গ্রামে ১২৪২ সালে বৈদ্যবংশে কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺ মাণিকচন্দ্র মজুমদার। ছয় মাস বয়সে, ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইঁহার পিতার মাতামহ বরিশাল-কীর্ত্তিপাশার জমীদার রাজারাম সেন কিছু কিছু সাহায্য করিতেন; তাহাতেই কষ্টে স্বষ্টে সংসার চলিত। দশ বার বৎসর বয়সের সময় গ্রাম্য পুরোহিতের নিকট ইনি 'কলাপ ব্যাকরণ' পাঠ করেন। সতের আঠার বৎসর বয়সের সময় পার্শী ভাষা শিক্ষা করেন। সেই সময়ে "প্রভাকর" পত্রে কবিতা লিখিতেন, এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। একুশ বৎসরের সময়ে পণ্ডিতগিরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫ টাকা বেতনে ইনি ঢাকা জেলায় এক "সার্কেল পণ্ডিতের" পদ প্রাপ্ত হন। তাহার পর ২৫৲ টাকা বেতনে "ঢাকাপ্রকাশ" পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হন। শেষ, ১২৯৮ সালে, যশোহর জেলাস্কুলে হেডপণ্ডিতের পদে তাঁহার ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন হইয়াছিল। "সদ্ভাবশতক" পুস্তক—কৃষ্ণচন্দ্রের অক্ষয় কীর্ত্তি। বাঙ্গালা ভাষায় এই গ্রন্থ—রত্ন-ভাণ্ডার; ইহাতে—

নিলামে এই গ্রন্থের স্বত্ব এক শত টাকায় বিক্রীত হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের শেষ-বয়সে অনেক কবিতা "অনুসন্ধান" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। "শিব পঞ্চাশৎ","নীতিস্তবক" প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তকও ইনি রচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র স্বভাব-কবি। তাঁহার কবিতা—উপদেশ এবং মাধুর্য্য-পূর্ণ।

ললিত—আড়াঠেকা।

অয়ি সুখময়ি উষে, কে তোমারে নিরমিল।
বালার্ক সিন্দূর ফোঁটা, কে তোমার শিরে দিল॥
হাসিতেছ মৃদু মৃদু, আনন্দে ভাসিছে সবে,
কে শিখালে এই হাসি, কেবা সে যে হাসাইল।
ভুবন মোহিত করি, গাইছ বিপিন কারে।
বল কে সে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিছ যারে।
কমল, নয়ন মেলি, কার পানে চেয়ে আছ।
কার তরে ঝরিতেছে, প্রেম-অশ্রু নিরমল।
এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অচেতন,
তব দরশন মাত্র পাইল নব জীবন।
বারেক আমারে, দেখাও দেখাও দেখি তাঁরে,
হেন সঞ্জীবনীশক্তি, যে তোমারে প্রদানিল॥

বেহাগ—আড়া।

পিতঃ ক্ষম অপরাধ, অবোধ সন্তান আমি।
না শুনে তোমার কথা, করে'ছি কুকাজ কত
হেলায় সুপথ, ছেড়ে হ'য়েছি কুপথগামী।
স্বাধীনতা-মহারত্ন, স্নেহে মোরে দিয়ে তুমি,
পাঠা'লে ভবের হাটে সুখ কিনিতে,
হায় আমি কি করিলাম, বলিতে বিদরে হিয়া,
কিনিলাম সেই রত্নে পাপ-তাপ দুখ-রাশি॥

বাগেশ্রী—আড়া।

সীমা কে জানে জননী, স্নেহ-জলধির তব।
আমাদের সুখ হেতু, কত না করেছ তুমি,
প্রতিক্ষণ সাক্ষ্য তার, দিতেছে বিনোদ ভব।
শিখিপুচ্ছে কে চিত্রিল, পুষ্পদামে কে রঞ্জিল,
বিহঙ্গের কণ্ঠে এত মধুরতা কে বা দিল।
কে করিল শান্তিহরা নিদ্রা আর রজনীরে,
কে আর করিবে তোমার স্নেহের কার্য্য এ সব।

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী একজন গৈরিক বসনধারী পুরুষ। বাঙ্গালা ১২৫২ সালের ফাল্গুন মাসে ইনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকাল হইতেই বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের প্রতি ইহাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ আছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, মিশর, পারস্য, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, জাপান, সিঙ্গাপুর, ইটালী, জাঞ্জিবার, সমগ্র ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর বহুস্থান ইনি পরিভ্রমণ করিয়াছেন। বহুল সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সহিত ইহাঁর লেখকরূপে সম্পর্ক আছে। শ্রীযুক্ত মহাভারতী মহাশয়ের প্রণীত "মুক্ত মাধব" (আধ্যাত্মিক নাটক), "ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী," 'Yogi and His Message" নামক ইংরাজি পুস্তক ও "সিদ্ধান্ত সমুদ্র" সর্ব্বত্র প্রশংসিত। ইহাঁর প্রণীত শেষোক্ত গ্রন্থে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমুদয় হিন্দু জাতির প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

খাম্বাজ—চৌতাল।

বাঞ্ছাকল্পতরু নাম, নবদুর্ব্বাদল শ্যাম,
পূজিলে পূর্ণ মনস্কাম, ভজরে সেই পরাৎপর।
পতিতজন-পাবন, অনাথজন-শরণ,
জগতজন-জীবন, ডাকরে সেই সারাৎসারে॥
অহল্যা পাষাণী ছিল, রাম নামে তরে গেল,
চণ্ডাল সাধক হলো, ভকত হলো বানরে।
রামের মহাত্ম্য অসীম অনাদি,
রূপের সাগর গুণের বারিধি,
রাম নাম মর্ত্ত্যে না থাকিত যদি,
কে আলো দিত অন্ধকারে॥
ওহে দয়াময়, কেন হে নিদয়,
হৃদয়মাঝে উদয় হও হে আসি।
তুমি গুণের গুণনিধি, তুমিই বেদ বিধি,
তোমাতে উৎপত্তি হয় গয়া গঙ্গা কাশী।
হৃদিপদ্মাসনে কর উপবেশন,
পঞ্চ উপচারে করিব পূজন,
ওহে লইব শরণ, সদা সর্ব্বক্ষণ,
চরণপদ্মে দিব সচন্দন তুলসী॥

হৃদয়ের নাথ বৈকুণ্ঠ-বিহারী,
তোমার খেলা আমি বুঝিতে না পারি,
তোমারি শত অষ্ট নাম, ওহে গুণধাম,
অযোধ্যায় রাম, ব্রজের কালশশী।
কাঙ্গাল ভাবে তুমি বেড়াও ঘরে ঘরে,
কাঙ্গাল ভিন্ন কে চেনেছে তোমারে,
ভবে কাঙ্গাল যে হবে, সেই তোমায় পাবে,
তবে আমার কি হবে, তাই তোমায় জিজ্ঞাসি॥

যাত্রার যুড়ীর সুর—ঠেকা।

আমি নিজগুণে তরিতে পারি,
হেন আশা নাহি আর।
*তোমার করুণা ভরসা, ওহে দয়াল অপার।
জগতের শক্তি যত, দেখিয়াছি রীতিমত,
তারিতে অধম পতিত, সাধ্য আছে বল কার।
কোথা ওহে প্রাণ সখা,
হৃদি মাঝে দাওহে দেখা,
করিতে সরল, হৃদয় বাঁকা সাধ্য আর আছে কার॥
মায়াময়ী এই ধরিত্রী, মোরা সব ক্ষণিক যাত্রী,
যে জপে তোমায় দিবারাত্রি,
অনন্তে তার অধিকার॥
বসে আছি সিন্ধুতীরে, তব নাম হৃদে ধরে,
ইচ্ছা হবে যবে হাতে ধোরে,
করো ভবসিন্ধু পার।
বিরচি প্রেমের অঞ্জলি, প্রাণ দিব ঐ প্রাণে ঢালি
পিতা প্রভু সখা বলি,
পুলকে পুরিবে দেহ আমার।
কহে কাঙ্গাল ধর্ম্মানন্দ, পাপেতে মানুষ অন্ধ,
ছেড়ে সবে সকল মন্দ, সর্ব্বানন্দে কর সার॥

বাগেশ্রী—আড়া।

জাগরে ভারতবাসী দেখরে চাহিয়ে।
পাপের স্রোতেতে দেশ যেতেছে ভাসিয়ে॥
নাহিরে সে জ্ঞানবল, নাহিরে সে ধর্ম্মবল,
অধর্ম্মের কোলাহল, আছেরে ঘেরিয়ে॥
কিসের কর অহঙ্কার, মাতৃভূমি ছারখার,
নাস্তিকতার অন্ধকার, এসেছে ব্যাপিয়ে।
হরিপদে হোক্ মতি, পুণ্যকর্ম্মে হও ব্রতী,
সুখ শান্তি প্রেম প্রীতি, আসিবে নাচিয়ে॥
ভগবানে ভক্তি হলে, দুখের দিন যায় গো চলে,
তাই সবে হরি বোলে, উঠরে মাতিয়ে॥

বাউলের সুর।

এই ভবের মুখে ছাই।
হেথায় শত্রু ভিন্ন মিত্র নাই॥
(হেথায়) পরমার্থ ব্রহ্মতত্ত্ব ভুলে,
কেবল নিজস্বার্থ (কিবা দিন কিবা রাত্র)
(ওগো) মানুষে খুঁজ্‌ছে তাই॥
(ওগো) মুখে লোকে বলে "ভাই",
মনে প্রেমবিন্দু নাই, এরা ধর্ম্ম কর্ম্মে দিল ছাই,
(হায়রে) এ ভবের বলিহারী যাই॥
হরিনাম ত্যজ্য কোরে, মর কেন ভাই ঘুরে ঘুরে
বল্‌রে বল্ হরেরাম্ হরে হরে,
(ওরে) ঐ নামেতে মুক্তি পাই॥

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

ডাক দেখি মন হরি বোলে।
পেয়েছ মানব জনম, ও ক্ষেপা মন,
বল্‌বি কি নাম সময় গেলে॥
ভাই বন্ধু দারাসুত, কেহ নয় বশীভূত,
আসিয়ে রবিসুত ধর্ব্বে যখন চুলে॥
তারা তখন থাক্‌বে কোথা,
কেবা মা তোর কেবা পিতা, শুনরে মন!
আমার কথা, বদ্ধ হোসনে মায়াজালে।
ব্যাধিতে কর্ব্বে জরা, ছাড়লে প্রাণ বল্‌বে "মড়া"
পরিবার দেবে "ছড়া," ভেসে নয়ন জলে।
যত দেখ আত্ম বন্ধু ভাই,
এরা মিলে মিশে তোমায় সবাই,
এ দেহ কর্‌বে ছাই, পোড়ায়ে তোমায় অনলে।

এ দেহ-খাঁচার গুমার এত করোনা।
এসব গুমার তোমার থাক্‌বেনা।
দেহ পিঁজরা ছেড়ে, যাবে প্রাণপাখি উড়ে।

* এই গীত গাহিবার সময় প্রত্যেক দুই চরণের শেষে "ওহে দয়াল অপার" গাহিয়া প্রথম চরণটী আবৃত্তি করিতে হয়।

শূন্য খাঁচা থাক্‌বে তোমার ধূলাতে পড়ে।
তখন মানব-খাঁচা, হবে পচা,
কেউ ছোঁবে কেউ ছোঁবেনা।
পুত্র দারা সব, দেখে তোমার শব,
সবাই মিলে লয়ে যাবে, প'ড়ে থাক্‌বে সব।
তাই চৈতন্য হয়ে সদা (হরি) চরণ কর সাধনা।

ডুবে দেখনারে মন আছে পাতাল কতদূরে।
গভীর ভক্তিজলে, ডুব দিলে হরিবোলে,
অমূল্য রতন মেলে, সে জল মাঝারে ॥

ডুবে ডুবে ডুবে রবে, ডুবলে তবে রতন পাবে ;
বেলা যায় হেলায় ভবে, রেখ রতন যতন কোরে।
বোসে এই ভবের কূলে, কিনারায় হাৎড়াইলে,
তাতে কি মাণিক মেলে, ভেবেছ অন্তরে।
অগাধ জলে মাণিক পাশে,
লৌহ সোণা হয় পরশে,
সে পরশ যে পরশে অনায়াসে পাবে তাঁরে।

এ চিন্তাসাগরে, কবে পার কোরে দেবে হে গুণমণি
ওহে দিন গেল বয়ে, পারে চল লয়ে,
আর সয়ে থাকতে পারিনা আমি ॥
পার করে দেয় কেবা আছে আর,
তা নইলে কি তোমায় ভাবি বারে বার,
ওহে তুমি মূলাধার, পারের কর্ণধার,
জানিনা সাঁতার, হে রতনমণি।
পারের কর্ত্তা তুমি তাই সবাই বলে,
আমায় পার করিতে কেন নিদয় হলে।
ওহে সমুদ্রসলিলে, হস্তিপদতলে,
প্রহ্লাদে পর্ব্বতে তরাইলে তুমি।
চিন্তাচক্রে পোড়ে পাপীর প্রাণ গেল,
পাপীকে এবার পারে লয়ে চল্যো;
দেশ ছাড়া করেছো, সকলি লয়েছো,
মনে কি করেছো বল দেখি শুনি ॥

আমার আর কেবা আছে, যাব কার কাছে,
কারে কবো আমি মনের বেদন।
তুমি বিনে আর কেহ নাই আমার ;
সবাই মিলে আমায় দিলে বিসর্জ্জন।
তাদের দোষ নাই আমি দোষের দূষী,
ওহে এ পাপীর পাপ হলো রাশি রাশি,
আমি ভ্রান্ত পথে গেয়ে, গেলাম এবার বয়ে,
আর লোকালয়ে কর্ব্বোনা গমন ॥
শুনেছি ওহে সাধুজনের মুখে,
যে জন তোমায় ডাকে, পাপ নাহি থাকে,
আমার সেই আছে ভরসা, ভরসার আশা,
যদি পূর্ণ কর, তবে বাঁচেহে জীবন।
আগে যদি আমি চিন্‌তাম হে তোমায়,
তবে কি ছেড়ে যেতে পার হে আমায় ;
তুমি করেছিলে মনে, থাক্‌বে হে গোপনে,
আর কি থাকতে পারহে এখন ॥

আসিয়ে এই সংসারে অনর্থ করয়ে ভ্রমণ।
বার বার কতবার করিছ গমনাগমন ॥
সেখানে কি বলে এলি, মিছে মায়ায় বদ্ধ হলি,
সে সব কথা ভুলে গেলি, না ভাবিলি সেই চরণ
দিনে দিনে দিন গত, দিনমণি সুতাগত,
আশু সুখে দিন দিন কত, রত কেন রওরে মন।
অতিশয় যত্ন করে, ভাবরে মন তাঁরে যে তারে,
সে বিনে কে তারে তোরে, যারে ভাবেন ত্রিলোচন

আমি সাধ কোরে সেজেছি ভাই বিলাতী বানর।
আমি 'মিশেশ' ভিন্ন গণ্য করি জগৎ স্বার্থপর ॥
মিশেশ আমার মাথার মণি,
মিশেশ ধনে আমি ধনী,
ঘরে বোসে চাঁদবদনী, নিত্য দেন লেক্‌চর।
পরের খবর নাহি রাখি,
কেবল নিজের সুখটি দেখি,
ধর্ম্মকর্ম্ম সকল ফাঁকি, বাকি কেবল যমের ঘর ॥
বিলাতী পোষাক পরি, রেণ্ডি ব্রাণ্ডি হাতে ধরি,
সমাজের ধার নাহি ধারি, না মানি নির্ব্বিকার ॥
এখনও কলির আছে বাকি,
বাপকে বেটা দেয় গো ফাঁকি,
আসল্ বিনে নকল দেখি,
ওগো "মেকি" হলো পার।

সখের বিরস উড়ে গেছে,
বিনয় ধৈর্য্য পালিয়ে গেছে,
কেবল ঘোরে পাছে পাছে, উগ্রতা অহঙ্কার।
যার টাকা ধার করি, তারই গলায় মারি ছুরী,
(আবার) চাইলে টাকা, হ'য়ে বাঁকা,
বলি ড্যাম শুয়ার॥
গাঁজা গুলি কলাই-ভাজা,
মদের বোতল হদ্দ মজা,
মোরা সব কলির রাজা, কর্‌বো দেশোদ্ধার॥
মাতৃভূমি কনৃট্ নয়, খোলাভাটি "কনৃট্" হয়,
আবকারীর হোক্ সদাই জয়,
নহিলে জগৎ অন্ধকার।
হোয়ে অতি নিরানন্দ, কহে কাঙ্গালি ধর্ম্মানন্দ,
দেশের দেখি সকলি মন্দ, একি চমৎকার!!

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্দ্ধমানে ইঁহার বসতি। "মূল সঙ্গীতাদর্শ" পুস্তক প্রণয়নে ইনি যশস্বী। 'সখি ধর ধর' * "সখি শ্যাম না আইল," ইত্যাদি সঙ্গীত ইঁহারই রচিত বলিয়া জানা যায়। ইঁহার সঙ্গীত গুলি বড়ই মধুর।

বেহাগ—একতালা।

সখি, শ্যাম না এল।
অলস অঙ্গ শিথিল কবরী,
বুঝি বিভাবরী অমনি পোহাল॥
শর্ব্বরীভূষণ খদ্যোতিকা তারা,
ঐ দেখ সখি, আভাহীন তারা,
নীলকান্ত মণি হ'ল জ্যোতিহারা,
তাম্বূলের রাগ অধরে মিশাল॥
দেখ সখি, ঐ শশাঙ্ক-কিরণ,
ঊষার প্রভায় হ'ল সংকীরণ,
সঘনে বহিছে প্রাতঃসমীরণ,
কুসুম হার শুকাল।

*'সখি ধর ধর'—গানটী, কেহ কেহ আবার শ্রীধর কথকের রচিত বলিয়া বিশ্বাস করেন। আমাদের এই গ্রন্থে ঐ গানটী শ্রীধর কথকের গানের মধ্যেই পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন।

শিখী সুখে রব করিছে শাখায়,
পুলকিত হেরি ঐ অভ্রসখায়,
পতি-বিচ্ছেদ-উন্মুখী নারী প্রায়,
কুমুদিনীর হাস্যবদন লুকাল।
বিহঙ্গম আদি করে উন্মোদন,
বন্ধু দরশনে চিত্তহরষণ,
আমারি কপালে বিরহ-বেদন,
বুঝি বিধাতা ঘটাল;—
তাপিত হৃদয়ে রমাপতি কয়,
এ বিরহ রাই, তোমার ব'লে নয়,
হ'ল বৃক্ষচয় অশ্রুধারাময়,
শর্ব্বরীর সুখ বিলাস ফুরাল॥

বেহাগ—একতালা।

সখি, শ্যাম আইল।
নিকুঞ্জ পূরিল মধুপ-ঝঙ্কারে,
কোকিলের স্বরে গগন ছাইল॥
সুলক্ষণ চিহ্ন নাচিছে বামাঙ্গ,
স্পন্দিত হ'তেছে আনন্দে অপাঙ্গ
পুলকিত রবে ডাকিছে বিহঙ্গ,
কুরঙ্গ কুরঙ্গী আনন্দে ধাইল॥
মলয়-অনিল প্রলয়-রহিত,
বিরহ বিহরে প্রণয়-সহিত,
সহসা হইতে অহিত রহিত,
তারে কে শিখাইল।
এই হ'তেছিল চাতকের ধ্বনি,
জল দে জল দে বলিয়া অমনি,
আজ বুঝি তার দুখের রজনী,
ও স্বজনি, পোহাইল॥
ফলিল তাহার আশা-তরুবর,
হেরিয়ে নবীন নীল জলধর,
আশাংশু চকোর সুধাংশু-কিঙ্কর,
বিধিকৃত কাল বিধুরে পাইল।
প্রণয়ভাজন রমাপতি কয়,
নিশান্তরে রাই, প্রভাত নিশ্চয়,
তথাই দুঃখান্তে সুখের উদয়,
বিয়োগ নিশির ভোগ ফুরাইল॥

মল্লার—কাওয়ালী।

কার বামা এল সমরে।
জলদ রূপসী, চঞ্চল যোড়শী,
করে অসি সঘনে নিনাদ করে॥
চরণ-ঝঙ্কারে সশঙ্কিত কলেবর,
ভয়েতে মেদিনী কম্পিত থর থর,
পদতলে পতিত দিগম্বর, দশনে অধর ধরে।
সমর ক্ষেত্র হল পবিত্র, বামারি শুভাগমনে;
করি মনে, মত্ত হয়ে রণে,
শ্রীচরণে প্রাণ সঁপিব অতি যতনে;
অভয়া দয়া করে কি না করে,
অপাঙ্গ-ভঙ্গে হেরে কি না হেরে॥
সমরবেশে যদি এ বামা নাশে গো,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অন্তকালে পাই,
কালে না ডরাই;
নিম্ন হয়ে পদে, রব চির শ্যামা-পদে,
আমার এ ধন কি ছাই;—
পলকে প্রলয় করে যে পশুপতি,
বামা এখনও তাহারি অধিপতি,
ভণয়ে রমাপতি বামা ভগবতী,
এ বামারে কেবা মারে॥

যোগিয়া—কাওয়ালী।

রাণি গো, কেবল তোমারি বেদনা বলে নয়।
দেখ দেখি গিরিপুরে, পশু পক্ষী আদি করে,
উমার লাগিয়া ঝুরে, সবে নিরানন্দময়॥
উমা তোমার দুহিতা, কিন্তু জগতের মাতা,
লিপিকর্ত্তা যে বিধাতা, তেঁহ মাতা কয়।—
বিশেষে তোমার তারা হয় ত্রিলোচন-তারা,
তেঁই পরস্পর তারা, বিচ্ছেদ না হয়॥
অর্থহীন পশুপতি, তাঁর সর্ব্বস্ব পার্ব্বতী,
দুর্গা বিহনে দুর্গতি, শুনেছি নিশ্চয়;—
রমাপতির এই মন, হর পার্ব্বতীকে আন,
সফল কর নয়ন, হেরিয়ে উপায়॥

যোগিয়া—আড়াঠেকা।

কও মা, ছিলে কেমন, ভিকারী শিবের ঘরে।
শুনি মা সবার ঠাঁই, বসিবার স্থান নাই,
আমরাও শ্মশানে ফেরে॥

কত বা যতন করে, রাখিতাম হৃদিপরে,
তবু ক্ষণে ক্ষণে মা, থাকিতে মানভরে,
সেখানে কে আছে শিবে,
তোমার দৌরাত্ম্য সবে,
কে রাখিত সমাদরে।
আর কত কথা শুনি, গঙ্গা নামেতে সতিনী,
তাকে নাকি শূলপাণি, রাখেন শিরোপরে,
দ্বিজ রমাপতির মন, আর না পাঠাব পুন,
বুঝাইব জামাতারে॥

গৌড়-মল্লার—কাওয়ালী।

কাল রূপে গেল সকল।
হরিল কুলমান বঙ্কিম নয়নে,
বাশীর গানে প্রাণ হইল আকুল॥
চরণ চরণে অঙ্গ হেলাইয়ে বামে,
প্রতিঅঙ্গে মোহিত হতেছে কামে,
ইচ্ছা হয় ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে,
বাঁধা থাকি চিরকাল।
এরূপে কুল আর বাচাব কিসে,
মোহন বেশে যদি এ কুল নাশে,
থাকে লক্ষ্মী যাউক বালাই, তাতে ক্ষতি নাই;—
যদি মিলায় বিধি, শ্যাম-নিধি,
আমার কুলেতে কি কাজ,
তবে যদি কুলে থাকি, হইয়ে গো কুলবতী,
যদি সানুকূল হন সে যদুপতি, নিল ক্রভগতি,
ভণয়ে রমাপতি, রবে না গোকুলে কুল॥

সিন্ধু-ভৈরবী—জলদ্‌তেতালা।

কিরূপে সে কালরূপ বল পাসরি।
নয়ন মন উভয়ে হয়েছে বৈরী॥
নিরখিলে জলধরে, মনে পড়ে বংশীধরে
প্রকাশিলে লোকে ধরে, মরমে গুমুরে মরি

কালাংড়া—একতালা।

সকলি ভুলি হেরিলে তোমারে।
না হেরে প্রাণ যে করে, সে কথা মুখে না য
গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে, করে গালাগালি।
রমা কয় সরস ভাবে, থাক হে স্বভাবে,
তোমারি কারণে এবে, কুলে দিলাম কালি।

আড়া-ভৈরবী-পোস্তা।

কি করি ব্রজ ছাড়ি হরি যান মথুরায়,
মজায়ে বিরহে।
ব্রজাঙ্গনার সুখ সম্পদ এই সে ফুরায়,
প্রাণ রহে না রহে॥
প্রেমার্থে স্বয়ং মজিলাম কুলে দিয়ে কালি,
সার করিয়া কালা।
সখি, এখন যদি যেন কালার সঙ্গে প্রাণ যায়,
তাহাও প্রাণে সহে।
লজ্জা অভিমান ধন যৌবন দেহ জীবন,
শ্যামে দিলাম ডালি;
এখন বল কার জন্যে কিবা সুখে কি মায়ায়,
প্রাণ রহে এ দেহে।
চিন্তা কি কর রাই সোহাগি বিধুমুখি,
হেদে গো সহচরি।
সফল হবে যদি যায় গো সমুদায় প্রেমের দায়,
রমাপতি কহে॥

ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

সজনি, বুঝি রজনী আমার অমনি যায়।
এখন রেখেছি প্রাণ, তার আসারি আশায়॥
দিবা রজনী রাধার, চক্ষু হ'লো নীরাধার,
এখন কে শুধে রাধার ধার এ যন্ত্রণা ক'ব কায়॥

লুম—একতালা।

জেনে শুনে কেন বিসর্জ্জন দিলে নয়ন-সলিলে।
যদি আসার মত ছিল না,তাই বা কেন না বলিলে
না ডরিলাম গুরুজনে,নিষেধ না শুনিলাম কাণে,
প্রবেশ করে কাননে, দগ্ধ হই বিরহানলে॥
আশা দিলে আসিব বলি, কথামাত্র সার কেবলি,
পথে বুঝি চন্দ্রাবলী প্রেমের ফাঁসি দিল গলে।
রমাপতির বাক্য ধর, অভিমান পরিহর,
এখন ইচ্ছা পূর্ণ কর, কি হবে আক্ষেপ করিলে॥

ভৈরবী—ঢিমেতেতালা।

নারী হয়ে তোমায় প্রাণ সাধিব কত।
কে কোথা দেখেছে, কে শুনেছে হেন অসঙ্গত॥
যৌন লজ্জা অভিমান, নারীর এই আভরণ,
সে মান সান্ত্বনা করা আছে পুরুষের রীত।
ক'রে বলি কৃতাঞ্জলি, ডাক একবার এসো বলি,
থাকি জনমের মত॥

বিভাষ—আড়া।

চেয়ে দেখ্ তোর চরণ পানে।
কমলাক্ষি গো, সাধনের ধন এ ধনি,
তব চরণ সাধনী,
শুনে যার বংশীধ্বনি, নিধন হলি ধনে প্রাণে॥
আমি গো তোর কেনা বেচা,
বারেক চেয়ে আমায় বাঁচা,
আমার পানে চা'বা না চা,
কেন না চাও যাচা-ধনে।
ব্রহ্মাদি যারে আরাধে, সে তব চরণারাধে,
ক্ষমা কর ওগো রাধে, কি কাজ অভিমানে॥
হ'তেছে শর্ব্বরী গত, দিবাকর প্রায়াগত,
শ্যামের প্রাণ ওষ্ঠাগত, বারিগত দুনয়নে;
এই যে দেখ বৃন্দাবন, শ্রীনাথ বিহনে বন,
আমি ত্যজিব জীবন, দ্বিজ রমাপতি ভণে॥

বদন অধিকারী।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শালিখা নামক স্থানে ইঁহার নিবাস ছিল। ইনি বিখ্যাত যাত্রার দলের অধিকারী ছিলেন; ইঁহার দল বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ৺গোবিন্দ অধিকারী ইঁহার দলের একজন গায়ক ছিলেন। বদন অধিকারীর কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল। ইঁহার সঙ্গীত শ্রবণে ব্যক্তিমাত্রেই মুগ্ধ হইত।

মিশ্র আলাইয়া—দাদ্‌রা।

যাও যাও যাও কালাচাঁদ, হেথা এসনা।
ঘুমের ঘোরে নিশিভোরে,
(তুমি) কোথা হতে এলে বল না॥
একি হরি একি দেখি
(তোমার) ঢুলু ঢুলু দুটী আঁখি,
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাও, হেথা এসনা।
রাই রাজা দিবেন সাজা,
মনে একি তুমি ভাবো না॥

মূলতান—ঢিমেতেতালা।

শ্যাম, চরণ ছাড়িয়ে কেন দেওনা।
আমি কি রূপসী ছার, আমা হতে আছে আর,
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কেন যাওনা॥
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে বসি, পোহাইলে সকল নিশি,
এখন প্রভাতে এসেছ বুঝি দিতে বেদনা॥
কত কোটি চন্দ্র চন্দ্রাবলীর মুখে,
তব চাঁদমুখে তুলনা পায় না।
সে চাঁদ চকোর হ'য়ে, আছে ভূমে লুটাইয়ে,
ছি ছি, তা দেখিয়ে লাজ পাওনা॥

সীমন্তিনীর সিঁতের সিঁদুর
তব শিরে চিহ্ন দেখিতে পাওনা,—
হে নাগর, তোমারে বলি, ঐ চিহ্নে লাগ্‌বে ধূলি,
ছি ছি শ্রীহাত তুলিয়ে লওনা॥
বৃষভানু-রাজনন্দিনী সঙ্গে লয়ে সব গোপিনী,
যৌবন-ভরে ডগমগ হংসগতি রাই কামিনী।
তুলি ফুল গাঁথি মালা, সাজিল রাই রাজবালা,
রূপে ভুবন করে আলা সুধাংশুবদনী ধনী॥
ঝলমল কুণ্ডল রবি যেন মণ্ডল,
সিন্দূর শোভিছে ভালে মেঘের কোলে সৌদামিন

নানা বেশ করি, রূপ বাড়াইনু,
তাম্বূলে ভরিনু ডালা।
জাগি সারা রাতি, গাঁথিনু মালতী,
তবু না আইল কালা॥

কুঞ্জে পাঠাইয়ে মোরে, রইল গিয়ে কার মন্দিরে,
নিশি পোহাইয়ে গেল গৃহে যাই কেমন করে॥
এ রূপ-যৌবন লয়ে পশিব যমুনা-নীরে।
কুঞ্জে কুঞ্জে বুলি বুলি, বনফুল আনিলাম তুলি,
গাঁথিলাম হার মনের মত,সাজাইলাম থরে থরে।
সকলি হইল বৃথা, তারে এখন পাব কোথা,
মনে ছিল কত কথা, কহিব শ্যাম নটবরে॥

বঁধু র'ও র'ও,
বাঁকা মদনমোহন কুঞ্জে যাওয়া হবে না নাথ,
রাই অভিমান ক'রেছে। (মোদের প্যারী)
কোকিল কপোত সব, হইয়াছে নীরব,
সারীশুক-শিখি আদি স্বস্থানে প্রস্থান করেছে।
রাই আমাদের কুলবালা,নাহি জানে প্রেমজ্বালা,
চরাতে ধেনু, রাই ব'লে বাজাতে বেণু—
ধূলোয় দিতে গড়াগড়ি॥

রাজা হ'লে রাসবিহারী, দ্বারে শতশত দ্বারী,
ভেঙ্গে দিব জারিজুরী আমরাও,
রাজমহিষী রাজার নারী॥
ভুলে থাক কর মনে, কি করেছ নিধুবনে,
বসন কোড়া হাতে ল'য়ে করেছ কোটালী-গিরি॥
(রাইয়ের) ধেনু বৎস আদি লয়ে,
মাঠে মাঠে যেতে ধেয়ে,
আগে আগে যেতে বয়ে,
নন্দের পায়ের বাধা মাথায় করি॥

আর এক দিনের কথা কর দেখি মনে।
কি কথা না বলেছিলে বন নিধুবনে॥
বলেছিলে সব সখা হও তোমরা প্রজা।
আমি হব কোটাল রাই, তুমি হবে রাজা।
তমালের পত্র পাড়ি তাহাতে লিখিয়ে।
চরণে দিলি যে রাধার কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে॥

নৃপতি সুখ বাঞ্ছসি মাধব,
ব্রজে কি আশা পূরে নাই।
নন্দরাজ-সুত কিবা (নইলে) ছোট রাজা বলিতাম
রাই ছাড়ি আওলি হরি, কি দুঃখে তা বল না,
তোমার বসন ভূষণ রাজ-আভরণ,
(প্রাণবঁধু) এও কি নন্দের ছিল না,
এখন, যা চাবে তা দিব হে মাধব,
(অমন বাঁকা) কুজা মোদের ব্রজে নাই॥

আমার অঙ্গনে আওব যব রসিয়ারে।
কব কব কব কথা, কথা কব না গো॥
আমি একবার পালটী চাব,
মান করে রব বসে, নাগর কত সাধবে এসে,
চাব চাব চাব ফিরে চাব না গো॥
আমার যেমন আদর তেমনি হল,
পর শশী ঘরে এলো॥

বঁধুয়া আসিয়ে হাসিয়ে শুধালে কথা কব না।
আধ অঞ্চলে আধ বদন ঝাপিয়ে রব,
ফিরে চাব না ॥

আমার হৃদয়-মন্দির মাঝে,
বিচিত্র পালঙ্ক আছে।
আশে পাশে রসের বালিস,
তা'তে শয়ন করিবে তুমি,
চরণ সেবিব আমি, দূরে যাবে মনের আলিস ॥

মদন মাষ্টার।

বিখ্যাত যাত্রার দলের অধিকারী। ইঁহার দল কলিকাতায় থাকিত। ইনি অনেকগুলি সখের যাত্রার পালা করিতেন। ইঁহার দলে বহুতর লোক ছিল; প্রায় ৩০ বৎসর হইল ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার মৃত্যুর পর বউ-মাষ্টার ইঁহার দল চালান। বউ মাষ্টারের দলও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

টোরী—আড়াঠেকা।

আর অভিমান করিস্‌নে মা, ক্ষমা দেগো ও শঙ্করি
দু'নয়নে বহে ধারা, মা হয়ে কি সইতে পারি
তুমি নও সামান্যা কন্যা, ভবদারা ত্রিলোকমান্যা.
আছি মা তোমারি জন্য, পথ নিরীক্ষণ করি ॥

ভৈরবী—একতালা।

তাই ভাবি গো মনে. বিনা নিমন্ত্রণে,
কেমন কোরে যজ্ঞে যাই বলো না।
তোমরা সবে যাবে, সমাদর পাবে,
আমি গেলে পিতা কথাও কবেন না॥
একে নারী আমি ভিখারীর ঘরণী,
বিধাতা করেছেন জনম-দুঃখিনী,
শিব-অপমানে হ'য়ে অপমানী,
শিব-নিন্দে আমার প্রাণে সবে না ॥

যোগিয়া—কাওয়ালী।

বনে যাই আমি মনোদুঃখে।
দারুণ বিমাতার কথা শেল হয়ে বিঁধেছে বুকে ॥
আশীর্ব্বাদ কর আমারে, কৃষ্ণ যদি কৃপা করে,
পুন ফিরে আসব তবে কুটীরে,—
নিদয় হলে কৃষ্ণ-ধনে, প্রাণ ত্যজিব বিষ পানে,
নতুবা মর্‌বো আগুনে,বিদায় হই তোমারে রেখে

ভৈরবী—একতালা।

বৃথা রে লক্ষ্মণ, করিয়ে যতন,
জলধি বন্ধন করিয়েছিলেম।
মায়ামৃগ বনে হ'য়েছিল কাল,
সীতা হরে নিল রাবণ মহীপাল.
এসে লঙ্কাপুরে, এত যুদ্ধ করে.
অবশেষে বুঝি প্রাণ হারালেম।
যে সীতার তরে, কপির ঘরে ঘরে,
আমরা দুটী ভাই কতই কাঁদিয়েছিলেম।
এখন সে সীতারে, এ জনমের তরে.
রাবণ-সাগরে বিসর্জ্জন দিলেম ॥

ললিত-বিভাষ—আড়া।

এই দশা হলো ভাই নন্দি,মাকে এনে যজ্ঞস্থলে।
কার কাছে দাঁড়াব আমরা,
কে খাওয়াবে ক্ষুধা পেলে ॥
ভাই, আমরা কি করিলাম,কেন দক্ষালয়ে এলাম,
স্নেহময়ী মা হারাইলাম,এই ছিল কি এই কপালে

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আজ একা কেন এলি নন্দি কৈলাস ভুবনে।
কার কাছেতে রেখে এলি রে,
সেই ভিখারীর ধন তারা-ধনে॥
সুহৃদ কুরীত কি বিবরণ,স্বরূপে সব বলরে এখন,
অস্থির হতেছে যে মন,না দেখে সেই সতীধনে ॥

বিভাষ—মধ্যমান।

নন্দি, কি শুনালি রে সতী ছেড়ে গেল।
আমার এ পাষাণ প্রাণ কেন না বেরুলো ॥
একে দক্ষ করে অপমান,
সতী ত্যজিলেন আপনার প্রাণ,
আমার এ দেহেতে প্রাণ রৈল॥
আমার সর্ব্বস্বধন দক্ষের কন্যে,
সেই নয়নই তারা তারার জন্যে,
কি করিব কোথাই এখন যাই,
আবার বুঝি কৈলাস ছেড়ে শ্মশানবাসী হতে হল

সোহিনী—কাওয়ালী।

কে আছে গোকুলে। (গো আমার)
সকলি থাকিতে রাধা-কলঙ্কিনী বলে।
যিনি অখিলের পতি, তাঁরে বলে উপপতি,
পাপলোকে পাপমতি, এ ব্রজমণ্ডলে॥

লোকা ধোপা।

লোকনাথ দাস ওরফে "লোকা ধোপা"—বিখ্যাত যাত্রার দলের অধিকারী। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, লোকনাথ দাসের যাত্রার দল বঙ্গের বহুস্থানে অভিনয় করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। লোকনাথ স্বয়ং একজন সুগায়ক। কেহ কেহ বলেন,—"এই যে ছিল · কোথা গেল কমলদলবাসিনী" গানটী লোকনাথের রচিত। আমরা কিন্তু জানিয়াছি—উহা ঠাকুরদাস দত্তের রচিত।

খট্—যৎ।

কোথায় আছ গো শঙ্করি। (মা)
পড়ে ঘোর দায়, ডাকি মা তোমায়,
বন্ধন-জ্বালায় প্রাণেতে মরি॥
তরী ল'য়ে যখন আসি মা সিংহলে,
যাত্রাকালে মুখে দুর্গা দুর্গা ব'লে,
দুর্গানামের ফল এই কি মা ফলে,
কূলে আসি শেষে ডুবালে তরী॥

বিভাষ—আড়াঠেকা।

করুণা কুরু মে করুণা।
করুণা দানে করুনা-কৃপণতা ক'রো না॥
যাত্রা কল্লেম দুর্গা ব'লে, সুযাত্রায় কুযাত্রা ফলে,
তবে তোমায় দুর্গা ব'লে,
কেউ আর তারা ডাকবে না।
বেদাগমে এই শুনি, দুর্গে দুর্গতি-নাশিনী, ও মা,
সিংহলে সিংহবাহিনী, ঘুচাও দাসের যন্ত্রণা॥
কালীদহে কাল জলে, কমলে-কামিনী হ'লে,
নানারূপ দেখাইলে, ক'রে কত ছলনা।
দ্বিজ কিশোর তোমার পুত্র,
পুত্র বৈ আর নয় মা শত্রু,
ঘুচাও পুত্রের কর্ম্মসূত্র, লোকে যেন হাসে না।

ব্রজমোহন রায়।

ইঁহার যাত্রার দল ছিল। সে দলের প্রসিদ্ধিও খুবই ছিল। এক সময়ে "ব্রজ রায়ের যাত্রা" শুনিতে দূর দূরান্তর হইতে লোক সমাগম হইত। ইঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গোপীমোহন রায়ও কিছুদিন ঐ দল চালাইয়াছিলেন। পরে দল উঠিয়া যায়। হুগলী জেলার অন্তর্গত জিরেট বলাগড়ের নিকটবর্ত্তী তেঁতুলে গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। প্রায় ২৫ বৎসর হইল, ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সোহিনী-বাহার—একতালা।

বীণাপাণি বাক্‌বাদিনি, ব্রহ্মরূপিণি, মা।
ব্রহ্মসুতা বেদমাতা, বেদ বিধি-বিধায়িনি,
বিমলবদনি বরদে বাণি॥
কি কব মহিমা কোথা মা বাণী,
বর্ণনা করিতে বর্ণ না জানি,
যা বলাও বলি, যা শুনাও শুনি।
শ্বেতবসনা শ্বেত মুরতি,
শ্বেতাব্জে বসতি সতি সরস্বতি,
রূপ গুণ বিদ্যা তিন স্রোতস্বতী,
তোমাতে মিলিতা যেন ত্রিবেণী;
বরণ জিনিয়া শরদ ইন্দু,
অধর মধুর সুধার সিন্ধু,
সে সুধাবিন্দু পাইতে ইন্দু,
নখছলে ধরে পদ দুখানি॥
তুমি সিতা তুমি অসিতা,
গায়ত্রী তুমি সে গীতা,
বিদ্যা বুদ্ধি সিদ্ধি ঋদ্ধি, গীত-বাদ্য-রঙ্গিণি।
আগম নিগম তুমি মা তন্ত্র,
তন্ত্রসার-সার তুমি মা মন্ত্র,
জয়ন্তী জীবের অন্ত্র, জীবন যন্ত্রে যন্ত্রিণি॥

মূলতান—একতালা।

মা, আমার অন্তরে, জাগ গো কুলকুণ্ডলিনি।
তোমায় অন্তরেতে রাখি, নিয়ত নিরখি,
অন্তর না করি দিবা রজনী।

করি উপাসনা, স্বগুণে বাসনা পুরাও শবাসনা,
করুণা করি ;—আমি মানস মন্দিরে,
তারা গো পূ'জয়ে তোমারে,
জনম সফল করি জননি।
ভক্তিপুষ্প করি শ্রদ্ধা সচন্দন,
তদঞ্জলি করি চরণে অর্পণ,
নেত্র মুদে মনের সাধে কালীরূপ করি দরশন,
কামাদি ছয় বলি, দিব গো করালি,
বিবেক-অসি করে ধারণ করি ;
আমি জ্ঞানাগ্নি জ্বালিব, (তারা গো)
হিংসাহুতি দিব, তবে ব্রজে শিব ঘটে শিবানি ॥

টোড়ী—কাওয়ালী।

হর দুখ হরমনোমোহিনি।
কলুষবারিণি, তব সুত রবিসুত-
ভয়ে ভীত ভবরাণি ॥
কি হবে উপায় নিরুপায় মা,
পদ বিতর কাতর জনে আপনি।
হলে অবসান দিবা, নয়ন মুদিলে কিবা,
যদিও অভয় দিবে ভবানি ॥
ডাকি বারেবার, মম প্রতি কেন
প্রতিকূল আর, হও মা
পাষাণসুতা পাষাণি।—
তুমি ঈশানি ঈশ-হৃদয় বাসিনি।
আসি আশু তোষ আশুতোষরমণি।
কি আছে মা মম বল, কার কাছে বলি বল,
কেবল সম্বল তুমি শিবানি।
যদি তার নিজগুণে, ব্রজমোহন নির্গুণে,
দিয়ে মা বাঞ্ছিত পদ দুখানি;—
এ ভববারি তরিবারে তরণী,
হও বারেক কর্ণধার আপনি ॥

টোড়ী ভৈরবী—কাওয়ালী।

দীনদুরিতবারিণি তারিণি, তার।
এত কি অলস লইতে পাতকী-ভার ॥
বেদে শুনি যে জন ভজে মা তারা,
তারাপদ, কি চিন্তা থাকে তার তুমি তার হরাপদ,
মা তোর নামের গুণে বিপদে ঘটে সম্পদ,
থাকে না তার কালাকাল, কালের ভয় অধিকার ॥
ভজন যে নাহি জানে মহিমা তারে তারিলে,
তবে কেন এ গৌরব অকৃতী সন্তানে দিলে,
এ দীন ব্রজমোহনে লয় কাঁদে লয়কালে,
তবে কেন পতিতপাবনী নাম ধরায় ধর ॥

মুলতান—কাওয়ালী।

দীনের আর, নাই মা সঙ্গতি।
কেবল ভরসা শ্রীদুর্গা-নাম-তরণী,
ভবাম্বুধি তরিতে সম্প্রতি ॥
জঠরযন্ত্রণা পেয়ে, করে ছিলাম অঙ্গীকার,
এবার জন্মিয়ে মা গো চরণ করিব সার ;
সদা কুরস বশ অলস,
আমার হল না যে পদে মতি ॥
ত্যজি আপনার শপথ, আমি হারালেম সুপথ,
অন্ধবৎ ভ্রমিতেছি গতি কি হবে,
কর জ্ঞানাক্ষি প্রদান আমায় হে শিবে,—
কাল গত কালাগত সভয়ে কম্পে জীবন,
গেল বেলা এই বেলা করি পথ অন্বেষণ,
(অতি) অভাজন এ ব্রজমোহন,
তার হল না সে পথে গতি ॥

আলাইয়া—কাওয়ালী।

তব রথচক্র ধরি আমরা সকলে।
কি চক্রে চালাবে রথ ওহে চক্রধর,
গোপী জীবন ত্যজিবে প'ড়ি' চক্রতলে ॥
কি সাধ্য সারথি করে অশ্ব-রজ্জু সঞ্চালন,
মনোরথ ভঙ্গ করি, কেন রথে আরোহণ,
সে দিন মধুভুবনে যেও হে মধুসূদন,
গোপীদের প্রেম-ব্রত উদ্‌যাপন হ'লে ॥
আয়োজন করি' আমরা সবে ব্রতী হয়েছি,
ফল প্রাপ্ত হব আশা-পথ চেয়ে রয়েছি ;
যদি সে আশার তরু সমূলে উচ্ছেদ হয়,
এ ছার জীবনে আর আছে কিবা ফলোদয়,
অভয় পদ কমলে স্থান দিও হে দয়াময়,
এ দ্বিজ ব্রজমোহনের জীবন অন্ত কালে ॥

জয়জয়ন্তী মল্লার—তেতালা।

চিন্ত রে চিত সদা অন্তরে।
যে পালন লয় সৃজন করে,
(ও সে) পরম পুরুষ ঈশ পরব্রহ্ম পরাৎপরে।
নির্ব্বিকার নিরাকার, নিখিল মঙ্গল যে জন,
বাক্য মন নয়নের অগোচরে ;
নিত্য নিধি নিরাধার, আদি অন্ত হয় না যাঁর,
পাতঞ্জলে বেদ বেদান্তসারে ;
সত্য সনাতন, নিত্য নিকেতন,
ও যাঁর অনুমতি অনুসারে,
প্রভাকরে শোভা করে।
যে জন সর্ব্বত্র পূজিত, বিরাজিত যে পদার্থমাত্রে
স্থল জল অথবা শূন্য পথে ;
পঞ্চরূপে যে জন ভজে, পঞ্চরূপ লয় জীবে,
স্থায়িত্ব পঞ্চত্ব বিধান করে।
পঞ্চরূপ যেই পঞ্চ এক সেই করে প্রপঞ্চ,
ব্রজমোহন ভেদ ভেদান্ধ অন্তরে।

ইমন কল্যাণ—তেতালা।

প্রণতি মিনতি চরণে গণেশ,
বিঘ্ন বিনাশন ত্বং পরমেশ।
পরাৎপর পর পরম পুরুষ,
পরমানন্দ দায ত্বং পরব্রহ্ম,
পরা গতি পাপবিনাশন।
কিবা নিন্দি তরুণ-ভানু তনু সে বিরাজিত,
লম্বোদর চতুষ্কর অতিশোভিত,
গজেন্দ্রবদন-শরণ ;
যোগীন্দ্রসেবিত, মুনীন্দ্রপূজিত,
গিরীন্দ্র-সুতাসুত, দেবেন্দ্র-বন্দিত,
মাং প্রতি সম্প্রতি দেহি শুভ শিবং,
কুরু দেব করুণালেশং॥

কাওয়ালি।

তারো তার দীন-দুঃখ-বারিণি।
দিন ত অন্ত, সে কৃতান্ত নিকটে,
কালভয় হর, কালভয়-হারিণি॥
কুসঙ্গে কুরঙ্গে হ'ল মা সুদিন গত,
করেছি পাপ কত, পাই মা তাপ এত,
সগুণে মার্জ্জনা কর সুত-অপরাধ যত,
ত্রাহি মে ত্রিগুণ-ধারিণি॥
মম চিত্ত নিত্যপথ করে না অন্বেষণ,
অনর্থ সদা কুতত্ত্বে ভ্রমণ,
না পারি ফিরাতে মন মদমত্তকরী,
না মানে জ্ঞানাঙ্কুশ উপায় বল কি করি,
এ দীন ব্রজমোহনে দুরন্ত শঙ্করি,
তুমি গো নিস্তারকারিণি॥

কাওয়ালী।

কত দিন আর এ দীনে দুঃখ দিবে।
নিতান্ত জননি কি গো নয়ন মুদিবে॥
এল এ কাল রজনী গেল মা দিবে।
শৈশবে জ্ঞানবিহীন, ক্রিয়ারসে গেল দিন,
হ'লনা তত্ত্ব তোমার, যৌবনে মতি মলিন,
কিসে যায় দুর্গতি, গতি কি হবে শিবে॥
কাল গত কালাকালে, জড়িত অজ্ঞানজালে,
ভাবিলে না ব্রজমোহন, কি হবে ভাবি,
কালে অনিত্য জীবন তব রবে কি যাবে॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ভাবনা কি মন দিনে হয় দিন অন্ত।
থাকৃতে দিন দীনতারা ভাবনা ভ্রান্ত,
দিনেশ-নন্দন হ'ল নিকট নিতান্ত॥
শুনেছ যার নামটী তারা,
তিনি ত ত্রিজগত তারা,
তারা চিন্তে পারে তারা, যাদের আছে জ্ঞানতারা,
সে তারাপদ বাঞ্ছিত, সদা তারাকান্ত।
সুজন ভারতী রাখ, এ নহে ভার অতি দেখ,
নিত্য নিত্য বলি তোরে, নিত্যপথ ভুলনাক,
বিষয়-বাসনায় ব্রজমোহন হও ক্ষান্ত॥

একতালা।

ভাব মন শবাসনা রে, ত্যাব শবাসনা।
ত্যজ স্ববাসনা, রে মম রসনা,
সুরসে রসনা সুজন-ভারতী জান কি বাসনা।
পদাধরে যারে, ধরে সদা পদাসন,
হ'য়ে তাঁর পদরজ ধারণ।

প্রপঞ্চ এ ভবে, রবে রে ক দিন,
দিন যায় রে যায়, দিন থাকিতে কুমতি নাশনা॥
কি হবে সে কালে রে, কাল কেশে ধরিলে,
অবশ ইন্দ্রিয় সকলে;
জ্ঞানের অন্তর, জড়িত রসনা।
কালী বল্‌তে আর, এ ব্রজমোহন কাল পাবেনা॥

খাম্বাজ—একতালা।

সুভ্রাধরাননি, হে মনোমোহিনি,
কোথা রহিলে প্রেয়সি।
চঞ্চল চিত, আমার সতত
না হেরে তোমায় রূপসি॥
অন্তরের নিধি তুমি ত ললনা,
কেমনে অন্তরে রাখিব বলনা,
আশু আসি নাশ ছাড়িয়ে ছলনা,
অন্তরের দুঃখরাশি॥
তোমা বিনা কারে, জানাব তোমারে,
প্রেয়সি যে ভালবাসি।
অদর্শন-বাণ সহেনাক প্রাণে,
জ্বলে মরি দিবানিশি।
একবার আসি এ সময়ে দেখা দিলে,
মম অন্তরের বেদন নাশিলে,
বিধুমুখে সুধাবাক্য বরষিলে,
বিনোদ-সলিলে ভাসি॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কেন লো প্রেয়সি এত মান।
(তোমার আজ) কি ভাব উদয় কেন ভাবান্তর,
বিষম বিরহে বাঁচিনে, এ জীবন জ্বলে যায়,
হেরে মলিন বিধি, নয়নে হেরি বিমান॥
ধরাতে ধরা, নয়নেতে ধারা,
কেন লো প্রেয়সি তোমায় কে করেছে অপমান

বিভাষ—একতালা।

কদি এই মিনতি চরণে সম্প্রতি,
নিবেদন গো পিতে।
(ওগো) অনিত্য সংসার,
নয় ত কার চির, জীবন এ জগতে॥

জগত পিতার এ সকলি যোগাযোগ,
মায়াতে যেমন সংসারের সংযোগ,
আসা-যাওয়া সে ত কেবল কর্ম্মভোগ,
চিরকাল গো জীবের জীবন কালবশেতে॥

বেহাগ—যৎ।

হ'য়ো না প্রভাত তুমি আজ রজনি।
কি ঘটে আমি কি জানি॥
বুঝি নিদয় হ'ল বিধি,
আমারে উদয় হলে দিনমণি॥
ভরসা তব করুণা, বঞ্চিত করোনা,
কর কিঞ্চিত কটাক্ষ বিভাবরি হে আমায়,
তব কৃপা ভিন্ন বশে না দেখি অন্য উপায়,
যেন করো না শর্ব্বরি স্বামীধনে আমারে নির্ধনী।
না শুনে কার বারণ, করেছি যাঁরে বরণ,
যাঁর জন্যে রাজকন্যে বনবাসিনী;
সে মম সর্ব্বস্ব-ধন, সতীর পতি জীবন,
না জানে না চেনে অন্য জনে অবলায়,
হারালে সে ধন বল, অভাগীর কি হবে উপায়,
বল রবে কি গৌরবে হারা হ'লে শিরোমণি ফণি॥

ললিত—আড়া।

সে ত নয় কুপথ জীবের,
যে পথে হয় সতের গতি।
জেনে মর্ম্ম যে জন কর্ম্ম করে, তার হয়ে দুর্গতি।
পরশেতে পরশ করে, লোহার হীনত্ব হরে,
সতানলে অঙ্গ দিলে অঙ্গারে পরে জ্যোতি অতি।
পুষ্পের মধ্যে যে কীট থাকে,
উঠে সে সুর-মস্তকে,
সতের সঙ্গে, দেখ তার, হল সদ্গতি।
তুমি সৎসঙ্গেতে তোমার,
যে পথে যান পতি আমার,
সে পথ এখনও আমার সার,
পতি ধনে কি ত্যজে সতী॥

ভিওট।

মা কেন তোমার আগমন রণে।
ওমা ত্রিভুবনময় কি বাসনা মনে॥

হ'য়ে জননী বধিবে কি সন্তানে।
কেন শরাসন, করেছ ধারণ,
বিনাশিতে দাসে, এত কষ্ট কেন;
শিবরাণী শ্যামা, ভুলেছ কি মা,
সদা বাঁধা আছি ঐ চরণে॥

——

বেহাগ—একতালা।

বাসনা এই মনে, কাতরে জানাই মা তোমায়,
চরণে স্থান দিও মা আমায়,
বলি তাই আমার নাই অন্য বাঞ্ছা এক্ষণে।
হর যাঁরে না পান ধ্যানে,
ব্রহ্মা ভাবেন ব্রহ্মস্থানে গো,
আমার কি ভাগ্যোদয়,
অনায়াসে, পেলাম সেই ধনে।
বিশ্বের জননী তুমি,
বিশ্বমাঝে আছি আমি, তোমায় মা জেনে।
তুমি নাম ধরেছ নিস্তারিণী,
দীনতারা পতিতপাবনী গো,
জানি নামের গুণ তারিলে এ দীন ব্রজমোহনে॥

——

ঝিঁঝিট।

রামচরণে মজ মন আমার;
হবে অনায়াসে ভবসিন্ধু অপারে পার;
অনিত্য ধনজন, নিশি-স্বপন যেন,
ভাব রে সদা সদানন্দের ধন নিত্যধন;
একি রে চমৎকার, কেবা কার পরিবার,
(ওকি) জান না মায়াতে মোহিত সংসার।

——

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

দেখরে মন নিশ্চিত, হইল চিত চঞ্চল,
আর কেন বিলম্ব গোপাল,
চল চল রে ব্রজে চল।
ভেবে দেখ তুমি কালি য়ে,এসেছ বাছা কি বলিয়ে,
কালি আসিবে বলিয়ে,
তোমার কত কাল গেল গেল॥
হারা হয়ে বে নীলমণি,
যেন কে হরে নিল মণি,
সাপিনী তাপিনী রাণী মা তোর ধরাতলে,—
তারা-সাধনের ধনে,হারা হয়ে হয়েছি তারা হারা॥
তুমি নয়ন-তারা ভিন্ন,
তার আর কি আছে সম্বল॥

——

বেহাগ।

প্রাণ যায়, আজ কোথায়, রহিলে প্রাণের নন্দন।
বিলম্ব কি কারণ॥
বাছা কি মনে নাই তোমার,
তুমি যে সবে ধন আমার,
না হ'তে নিত্য প্রদোষ, তুমি ত কুটীরে এস,
কি বল আকুল আজ না হেরে তোমার চাঁদবদন
মম দেহের জীবন, অন্ধের যষ্টি যেমন,
দরিদ্রেরই ধন,না পেলে আজ তোমাধনে,
নাহি প্রয়োজন এ পাপ প্রাণে রে,
আমি ত্যজিব—অনলে কিংবা জীবনে জীবন॥

——

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কঠিন হইয়ে, তোমারে রাখিয়ে,
কেমনে যাইব প্রেয়সি।
তুমি কি ভাব, আমি কি ভাবিনে,
ব'লে কি জানাব যে দুঃখ জীবনে,
বিরহ-যন্ত্রণা সহিব কেমনে,
তাই ভাবি দিবানিশি॥
যে দেখি বদন মলিন তোমার,
রাহুগ্রস্ত যেন পূর্ণ শশধর,
দুঃখানলে দহে সতত অন্তর,
আঁখিনীরে সদা ভাসি॥

——

জংলা খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কাননে দেখ ফুল ফুটেছে নানা জাতি।
শোভা অতি।
জাতি যূথী গন্ধরাজ রজনীগন্ধা গোলাপ সেঁউতি,
কৃষ্ণকেলী চাপা চামেলী জুই,
ভুই-কনক-চাঁপা মল্লিকা মালতী॥
করবী জবা কামিনী, সেফালিকা সূর্য্যমণি,
স্থলপদ্ম কক্ষে বকুল জলে পদ্মিনী,
কিংশুক কাঞ্চন, পলাশ আর রঙ্গন,
হেরে গোল গোল গোলাপ গেঁদা,

তরুলতা, শ্যামালতা, কৃষ্ণচূড়া,
আঁটি ঘাটি ভুলে যুবতী ॥'
অশোক অপরাজিতা, রাধাপদ্ম ঝুমকোলতা,
স্থলঘসে আকন্দ বাকস, বাস করে তথা,
পলাশ আর পারুল, ধুতুরা মোরগা ফুল,
কাটমল্লিকা লবঙ্গলতা, জগন্নাথপ্রসাদ জয়ন্তি।
কুরচিফুলে যায় না অলি, মাধবী ভুলায় যুবতী॥

জংলা খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দেখ জলে দলে দলে মাছে করে খেলা।
কাতলা কই মাগুর সোল ন্যাটা
গচা পুঁটী মৌরলা॥
সোণা খড়্কে চাঁদা চিংড়ী
ভোদা ভেট্‌কী চিতল গর্জ্জলা।
রুই মিরগেল মাছের সেরা,
কালবোশ পোনা আর ট্যাংরা,
বাণ বুয়াল আর পাব্দা বাটা খয়রা খোরষোলা॥
ইলিশ মাছ মাছের রাজা
গভীর জলে নিচ্ছে মজা,
শঙ্কর শাল পার্শে তিনি নেড়ে যায় লেজা,
তেচোখো চ্যাং বেলে, গুড় গুড়ি কাতালী বেলে,
কামকেড়ে নেড়ে যায় মাথা।
খেলা দেখ্‌তে পাই, ডান কুলি আর চাঁই,
বাঁশপাতা পিটুলী বেলে, মুড়কী বেলে পাটট্যাংরা
ডিমে ভরা হেরে প্রাণ জুড়াই।
এরা চারে টোপ নেয় না জল করে ঘোলা॥

মতিলাল রায়।

বর্দ্ধমান জেলার (পূর্ব্বস্থলী থানা) ভাৎশালা গ্রামে ১২৪৯ সালের ২১ এ মাঘ মতিলাল রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা বরেন্দ্রশ্রেণীর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। ইঁহার পিতার নাম মনোহর রায়। প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায়, পরে নবদ্বীপের মিশনরী স্কুলে এবং শেষে বারাশতের এনট্রেন্স স্কুলে ইনি অধ্যয়ন করেন। পাঠদ্দশাতেই বাঙ্গালা রচনায় ইঁহার অনুরাগ ছিল। কলিকাতা যোড়াসাঁকো পুলিশে কেরাণীগিরি, চক্রব্রাহ্মণ-গড়িয়ায় ও নবদ্বীপে শিক্ষকতা কার্য্য এবং জেনারেল পোষ্টাপিসে কিছুদিন চাকুরী করার পর,—যাত্রার দলেই ইঁহার উন্নতি সাধিত হয়। চাকুরীর সময় তিনি এক নাটক রচনা করেন, এবং 'প্রভাকর' পত্রে কবিতা প্রভৃতি লিখিতেন। তাহা দেখিয়া, দোগেছিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ রায় চৌধুরী তাঁহাকে এক যাত্রার দলের পালা বাঁধিতে বলেন। দোগেছিয়াতেই হরিনারায়ণের দলের যোগাযোগ হয়। ১২৮০ সালে সেই দল ভাঙ্গিয়া মতিলাল রায়ের দল নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হয়। যাত্রার দল করিয়া মতি রায়ের যশঃপ্রভা দিগ্‌ব্যাপ্ত হয়। এক্ষণে ঐ দলের আয় হইতে তিনি কিঞ্চিৎ জমীদারী পর্য্যন্ত খরিদ করিয়াছেন। রায় মহাশয় এখন নবদ্বীপবাসী তিনি সুরসিক, সুকবি, সুলেখক।

মূলতান—খেমটা।

শ্রীহরি শ্রীহরি হরি, হরি বল মন আমার।
আর হবে না গর্ভযন্ত্রণা, হরিনাম কর সার।
হরি বুদ্ধি হরি বল, হরি পথেরি সম্বল
গতি মুক্তি ভক্তি ফল, শ্রুতি স্মৃতি যুক্তি আর।
গন্ধে শব্দে রূপে রসে, হরি আছেন পরশে,
ধ্যান জ্ঞান চিন্তা ভাষে, জপে তপে দেখ তাঁর।
অনলে অনিলে হরি, জল স্থল শূন্যে হরি,
অণুতে অণুতে হরি, হরিময় ত্রিসংসার।
হরি স্থূল হরি সূক্ষ্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম সুখ দুঃখ,
বিপদ সম্পদ পক্ষ, আদি অন্ত পূর্ণাকার।
সংসার তক্রেতে তোর, মাখন সেই মাখন-চোর,
জ্ঞান-দণ্ডে ভক্তি-ডোর, দিয়ে কর সারোদ্ধার।
গেল দিন ওরে মতি, ভাব সে কমলাপতি,
চরমে পরম গতি, দিবেন শ্রীনন্দকুমার॥

ভরতাগমন।

ওতো নয় নবঘন, রামবিচ্ছেদে-হুতাশন,
করেছে রে দাহন, অযোধ্যা এবার।
তাইতে এমন আকার, দিনে অন্ধকার,
(আর কি অযোধ্যায় সে দিন আছে,)
মেঘগর্জ্জন নয়,—ও কেবল হাহাকার,
রাজপথে এত নয়রে মেঘের জল,
অযোধ্যাবাসীর চোখের জল কেবল,
পথ অতি কুচল, রথচক্র অচল,
(রামশোকে কারো কি চলাচল আছে)
দীর্ঘনিশ্বাস প্রবলবায়ু আনবার॥

অহং, শৈলসুতা-সপত্নি, শিবে। শুন-সিমন্তিনি।
তুমি ভবের শক্তি, ভবের উক্তি, ভবে মুক্তি পায়
যে জন শত যোজন অন্তে ভজন ক'রে গুণ গায়,
আমি অতি নিরুপায়, ত্রাসে কলেবর কাঁপায়,
নাহি মন তব পায়, উপায় কর জননি।
শুনি, সাধু কি পাতকীর অস্থি হলে নীরস্থ,
সে ভবে যাতায়াত হতে হয় নিরস্ত,
হলে তব তীরস্থ, অন্তিমে ত্বরস্ত,
তারে সুস্থ কর দিয়ে অভয় পদ দুখানি ॥
যেমন করুণা করেছ মাগো সে ভগীরথে,
তেমনি কৃপাদৃষ্টি কর অভাজন ভরতে,
পিতা দশরথে, লয়ে পুষ্পরথে,
পাঠাও বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনী।
যখন অবশ অঙ্গে পড়ব গঙ্গে তব তরঙ্গে,
তার সঙ্গে সঙ্গে ত্যজব সব অন্তরঙ্গে,
তখন গতিস্ত্বং গঙ্গে, নাশি শমন আতঙ্কে,
করো দুর্ম্মতি মতিরে কোলে কালঘাতিনী ॥

দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ।

সুরট-মল্লার—কাওয়ালী।

মন কি খেলা খেলিছ দেহ-অঙ্গনে।
খেলা যে জানে, তারি সঙ্গ নে;—
নতুবা কোন খেলা খেলে, দিবি বিষম ফেরে ফেলে
এখন রয়েছ পঞ্জা ছক্কার বন্ধনে ॥
এবার হারিলে পাশায়, পড়বে দুর্দ্দশায়,
বন্ধু-বান্ধব কোন কথায় দেবেনারে সায়,
ত্যজ্য ক'রে পাপ আশা, হরি ব'লে ফেল পাশা
যাবে কষ্ট দেখবি স্পষ্ট সে নিরঞ্জনে ॥

কৈ তোদের সখা হরি।
ডেকে একবার দেখা আমায় এই ভিক্ষা করি ॥
বল্চিস্‌নে যেন তোদের কাছে,
দুরাত্মা বিদুর আছে, দেখা দেবার ভয়ে পাছে,
লুকায় বংশীধারী ॥
কোথায় সঙ্কটের ঔষধি শঙ্করের হৃদয়নিধি।
ওহে কৃষ্ণ একি কষ্ট, যাদের রাখলে গৌরবে,
সেই পাণ্ডবের মান নষ্ট করে দুষ্ট কৌরবে,
যাবে কলঙ্ক রবে, ধরা পূরিবে রবে;
শ্রীপদ ভেবে বিপদগ্রস্তা দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদী ॥
ওহে সুদর্শনধারি, একবার কর দরশন,
করে দুঃশাসন তব দাসীর বসন আকর্ষণ,
আবার যে কটুভর্ৎসন, যেন ভুজঙ্গ দংশন,
কৃষ্ণ বলে জলে যাব দেখা না দাও হে যদি।
আমি সর্ব্বত্র শুনেছি, ওহে গোপীকা-রঞ্জন,
হয় মধুসূদন নামে সব বিপদ ভঞ্জন,
তবে কেন ধন জন, সুখ দিয়ে বিসর্জ্জন,
কাঁদে পঞ্চজন, কৃষ্ণ বলে নিরবধি ॥
যে মনস্তাপ দিলে আমায় এ পাপমতি,
এর উপর যদি না কর হে যথামতি,
ও পায়, সঁপিতে মতি, কারো হবে না মতি,
এই দুর্ম্মতি বলিবে তোমায় ভক্তবিরোধী ॥

মনে কি পড়েছে তোমার দাসী বলে গুণমণি।
ভুলে এতক্ষণ কোথা ছিলে হে হরি,
বল কি দোষে বঞ্চিত শ্রীপদে,
দুঃখিনী পাণ্ডব-রমণী ॥
ঐ দেখ পাণ্ডবগণ, দুঃখেতে মগন,
(হরি এ খেলা কার বুঝতে নারি)
কৃষ্ণ-ভ্রষ্ট যেন মণিহারা ফণি ॥
দাসীরে কর দরশন,
দুঃশাসন হরিছে বসন, হে পীতবসন,
কর লজ্জা নিবারণ, নীরদবরণ,
(সভাতে বিবস্ত্রা হলেম)
নইলে কৃষ্ণ ব'লে প্রাণ ত্যজিব এখনি ॥

হরি গতি এই কি তার।
যে জন ত্রাহি মাং মধুসূদন, ব'লে বার বার ॥
কুদর্শন দুঃশাসন, দ্রৌপদীরে যে শাসন,—
করে করি কেশ আকর্ষণ;
আবার হরিতে যায় বসন হে,
ওহে পীতবসন এ সব কলি,
দরশন নয়নেতে বারি, বরিষণ সদাকার ॥

স্মর স্মর মাধব স্মর-হরবান্ধব।
সর্ব্ব কার্য্যেষু মাধবং স্মরন্তি সর্ব্বসাধবঃ।

যখন হবে শেষ গতি, মাধব তখন সঙ্গতি,
অগতির গতি, মাধবে থাকিলে মতি,
কুমতি হবে সুমতি, অন্তে যাবে দুর্গতি,
স্মরিয়ে মাধব, জীব-মুক্ত সে উদ্ধব ॥

ব্রজলীলা।

হরি নামে যত সুধা, আছে কি তা রত্নাকরে।
সুধাধরে কি এত সুধা ক্ষরে,
কটু তিক্ত যত আছে, হরিনামে সব সুধা করে ॥
যে বলিল হরি হরি, জন্মমৃত্যু গেল হরি,
প্রেমে অঙ্গ রহে শিহরি,—
অষ্ট প্রহরই,—তাই বলি ভাই,
বল হরি, নামে যায় ভবলহরী, এনাম পরিহরি,
জীবের কি দুর্গতি হরি হরি,
হরি বিনে কে আছে প্রহরী—
যখন শমন-কিঙ্করে আসি,
বন্ধন করবে করে করে ॥

কোথায় ভাই প্রাণ কানাই প্রাণ হারাই দেখা দে
দেখে যা সখাদের দশা আসিয়ে কালীয়হ্রদে।
বিষে অবশাঙ্গ, তোর সঙ্গে খেলা সাঙ্গ,
বড় সাধ মৃত্যুকালে দেখিব ত্রিভঙ্গ ;—
বিষ হতেও তোর অদর্শন,শেল সম বুকে বাধে ॥
বড় দুঃখ তোরে জানাই,
আমাদের মার আর কেহ নাই,
মা বলে তুই ডাকিস্ কানাই, মা যেন না কাঁদে,
মরুক মঙ্গল মধু মঙ্গল, শ্রীদাম সুবল কৃষ্ণ মঙ্গল,
কৃষ্ণ থাকিলেই সব মঙ্গল,
নাই অমঙ্গল, ব্যাকুল মতি মরণ-কালে,
দেখতে সেই প্রাণ কালাচাঁদে ॥

ভরতাগমন।

ভাব রে মন শমনদমনকারণ,
ভবতারণ, দুঃখবারণ, রামের শ্রীচরণ।
বৃথা রাজবসনাভরণ, কিছুই নয় সুখের কারণ ;
মরণকালে কেহ সঙ্গে নাহি রন,
তখন সত্য সেই নীরদবরণ, বিনা রামচরণ স্মরণ,
বল কে করিবে জঠর-জ্বালা নিবারণ।

কে যাবে মুনিবর গিরিব্রজপুরীতে।
শোকে মৃতপ্রায় সবে তুলতে গেলে হয় ধরিতে ৷৷
কার অঙ্গে আছে কি বল,
দিন দিন যাতনা প্রবল, জীবন সম্বল,
কেবল বুক ফাটে সেই ভাব হেরিতে।
সকলের মুখে অবিরাম, হা রাম,
কোথায় গেলে রাম,
ম'লাম ম'লাম প্রাণে ম'লাম এসে
দেখা দেও ত্বরিতে।

উহু মরি ছাড় ছাড় বুকে পিঠে লাগলো খিল।
বাপরে কি মুসকিল,
হলেম কিল খেয়ে যে খুনের দাখিল।
করিসনে আর টানাটানি,হলে লোক জানাজানি,
কালামুখীরে সব কর্‌বে কানাকানি,
হয় ছাড়, নয় মার,ওরে দাতার চেয়ে ভাল বখিল

আমি রামের চিরদাস, বলি মা তোমারে।
রাম-পদ সার আমার, নিখিল সংসারে।
ধ্যান করি রাম-পদ, মানিনে মনে বিপদ সম্পদ,
এই আশীর্ব্বাদ কর আমায়,
রাম যেন থাকেন অন্তরে ॥

মুদে নয়ন ধরায় শয়ন কেন কেন বল ;
(প্রাণাধিক) তোর আকার,
দেখে আমার শোকানল যে দ্বিগুণ প্রবল।
কি কথা শুনালি এখন, এত নয়রে ভাল লক্ষণ,
কেমন আছে রাম লক্ষ্মণ,
কৌশল্যার জীবন সম্বল।
গুহক কি বলিল তোরে, বল রে আমায় সত্বরে,
কেন রইলি সকাতরে, যাতনা সয়না অন্তরে,
ঝাঁপ দিয়ে গঙ্গানীরে,তাপিত প্রাণ করব শীতল ॥

নিমাই সন্ন্যাস।

এই বাসনা পূরাও আমার বাঞ্ছা কল্পতরু হরি।
এবার যে দেহ ধরিবে, সেই দেহ আশ্রয় করি ॥

বিরাগ যারে করে ধারণ, সেই ত পায় হরির চরণ,
দেখিব হরি কার চরণ করেন শরণ;
হরিকে হরি বলায়ে কাঁদাব অষ্ট প্রহরি॥

এ পোড়া দেশের কপালে আগুন,
নাই কোন গুণ দ্বিগুণ জ্বালা।
শুনি অন্য দেশে, আপন বশে,
বেড়ায় যত কুলবালা॥
পরাধীনা হ'য়ে থাকে চিরকাল,
অকালকুষ্মাণ্ড পণ্ডিতগুলো কাল,
মনের সাধে ক'রছে নাকাল,
কোথা যাই, ভাবি ভাই, কি সকাল কি বিকাল,
সাধে কি অবলাকুলে, মাথায় বয় কলঙ্কের ডালা॥

সখি, একি অপরূপ দেখি আঁখিতে।
যেতে চায় ঐ পায় প্রাণ-পাখিতে;
হরহরি হরি বুলি ডাকিতে শিখিতে॥
ঐ কি সেই মুরারি, বৃন্দাবনের বংশীধারী,
রাধা নামে সাধা ছিল যার বাঁশরী,
যে শিব পাগল হরিনামে,
সে কি ঐ কৃষ্ণের বামে,
মতি চায় ওরূপ হৃদে রাখিতে দেখিতে॥

বদন ভোরে হরি হরি বল।
ভবে সব অনিত্য, সত্য সত্য,
হরির সুধানাম কেবল।
শেষের পথে সঙ্গে যেতে, হরিনাম মাত্র সম্বল,
সব মায়ার কারসাজি, ছায়াবাজী,
ভায়া বাবাজী, ভুয়ো গোল॥

কেন আঁখি ছল ছল।
ধরায় হরিচরণামৃত অজচ্ছল।
বুঝিবে কি মা ওসব তোমার ছেলের ছল॥
কোথা সে ধন পাব ব'লে,
কেঁদে যে আকুল হ'লে, শুন দিই বলে।
যে ধন দেব-সমাদৃত, হরিচরণ-নিঃসৃত,
দেও সেই চরণামৃত, জাহ্নবীর জল॥

সীতাহরণ।

শুন হে সুন্দরি, শ্রীরাম নাম আমার।
সূর্য্যকুলে পূজ্যপাদ দশরথের জ্যেষ্ঠ কুমার
স্বর্ণ-সরোজিনি জিনি, গৌরাঙ্গিনী সঙ্গে যিনি,
তিনি আমার সীমন্তিনী,
সীতা নাম প্রাণ-প্রতিমার।
কি ক'ব দুঃখের বিবরণ,
পিতৃ-সত্য পালন-কারণ,
সন্ন্যাসীবেশ করি ধারণ, বনবাস করেছি সার।

আছে তোর বিলক্ষণ বীরত্ব-লক্ষণ,
কি জানি রে লক্ষ্মণ, ঘটিবে কি দায়।
তাই করি বারণ, ক'র না রে রণ,
(আমার কপাল ভাল নয়, ভাল নয়)
পাছে গৌরবরণ হারাই ভাই তোমায়।
কমল হ'তে জানি কোমল অঙ্গ তো'র,
রাক্ষসের বাণে হ'বে রে কাতর,
(ভয় এই পাছে ভাই হারা হই)
সকল মেলে ভাই, ভাই মেলে কোথায়॥

এ কি শুনি মধুর নাম।
কে এমন বন্ধু আছে শুনায় রাম অবিরাম॥
প্রবেশি কর্ণকুহরে, মনের অন্ধকার হরে,
এক বার সবে কহ রে, বদন ভ'রে রাম রাম॥

যেও না, যেও না তুমি রামের জানকী হরিতে।
হও ক্ষান্ত লঙ্কাকান্ত, ফিরে যাও লঙ্কাপুরীতে।
সোণার লঙ্কানাশের কারণ,
সীতাকে কি কর্‌বে হরণ,
পতঙ্গের গমন যেমন, অনলে পুড়ে মরিতে।
নর নহে রঘুমণি, মুনিগণের শিরোমণি,
নারায়ণী তাঁর রমণী, পঞ্চবটীতে এ-এ-এ (পঞ্চানন
যাঁর ক'রে স্মরণ, পঞ্চত্ব-কালে যাঁর চরণ,
শমন-ভয় করে নিবারণ, তরি ভবার্ণব তরিতে॥

কোথায় আছ হে সীতার প্রাণ রাম দয়াময়।
হরে রাক্ষসে, দাসীরে রাখ এসে,
নইলে দুঃখিনী জন্মের মত বিদায় হয়।

জানি যে তোমায় করে হে স্মরণ,
নীরদবরণ কর পার তুমি বিপদবরণ,
আমি ডাকি তাই অবিরাম,
কোথায় রাম রাখ রাম,
(আমি তোমা বই আর জানিনে হে,
জানি বিপদ-কালের সহায় তুমি)
ও হে গুণধাম হ'য়ো না বাম এ সময় ॥

—

বিজয় বসন্ত।

বিজয়-বসন্তে, আমি জীবনান্তে,
বাঁধিতে পারব না এ কঠিন পাশে।
দেখে বুক ফাটে, পড়েছি সঙ্কটে,
চক্ষের জল দেখে চক্ষের জল আসে ॥
মরি মরি মন-ব্যথায়, এমন ত শুনিনি কোথায়,
কোন্ প্রাণে কোন্ খানে পিতায় পুত্রগণে নাশে।
মা-হারা বাঘিনীসুত,
হায় কাঁপে রে শৃগালের পাশে ॥

—

যদি একান্ত বসন্ত-ধনে বাঁধিবে, প্রাণে বধিবে।
কর আমার শিরচ্ছেদন, দূরে যাক সকল বেদন,
(আর ছার প্রাণে কাজ নাই রে)
(করি বিমাতার ধার পরিশোধ)
এ পাপাত্মার মুণ্ড লয়ে পিতারে দিব ॥
যে পথে মা গিয়াছেন, সেই পথে যাই,
মার কাছে গিয়ে মাকে মা ব'লে জীবন জুড়াই।
মা বিনে পুত্রের কে আছে,
আগে যাই মার কাছে,
(আমায় মার কাছে পাঠায়ে দে রে
মা নাকি যমালয়ে গেছে)
একা ভাই বসন্ত গেলে মা যে কাঁদিবে ॥

—

দারুণ বিধি, কি এই ছিল রে তোর মনে।
নাশিয়ে মাতায়, শত্রু করলি রে পিতায়,
নহিলে পিতায় কি বধে রে পুত্রধনে ॥
যখন সঁপিলি মাকে শমনে,
কেন সেই সাথে দিলিনে বিধি বসন্ত-ধনে।
তা হলে আর এ যাতনা, হ'ত না, হ'ত না রে,
(আর ত বসন্তের দুঃখ দেখতে নারি
আর যে সয় না, জীবন যায় না কেন)
শিশু বসন্ত মরে কঠিন বন্ধনে ॥

—

যা রে যা নগরপাল এই দণ্ডে।
বেঁধে বিজয়-বসন্ত পাষণ্ডে,
রাখ কারাগারে দুই ভণ্ডে সমুচিত দণ্ডে ॥
তা'রা আমার পুত্র নয় শত্রু নিতান্ত,
আমি তা'দের পিতা নই, হই রে কৃতান্ত,
শুন কই রে সে বৃত্তান্ত,
তাদের জীবনান্ত হ'লে তবে মম-দুঃখ খণ্ডে ॥

—

বিজয় বসন্ত আমার বড় দুঃখের ধন রে।
ও রে কোটাল, শুন বিনয়,
একে শিশু তায় রাজতনয়,
এদের বাঁধা উচিত নয়, খুলে দে বন্ধন রে।
কাঁদে বাছা হ'য়ে কাতর,
দয়া মায়া কি হয় না তোর,
দেখিয়ে ভ্রাতা-যুগলে, দুঃখে যে পাষাণ গলে,
ও রে য'ারা দুর্গা দুর্গা ব'লে,তাদের নাই নিধন রে

—

কোথা যাস্ আমি ফেলে মশানে।
গো হৃদয় বেঁধে পাষাণে, (আমি)
আমাদের আর কেহ নাই,
বড় দুঃখী দুটী ভাই।
আয় রেখে আয়, মা গিয়েছে যেখানে।
আমার অবশ অঙ্গসকল, ক্ষুধাতে প্রাণ বিকল।
আঁধারময় দেখি সব নয়নে।
এখন আতঙ্গে কাঁপিছে কায়,
পিপাসায় বুক ফেটে যায়,
(আমি জল এনে দিয়ে যা গো
আমি ফিরে আয় পায়ে ধরি।)
বুঝি এইবার নিশ্চয় মরি গো প্রাণে ॥

—

আয় বসন্ত আয় রে ভাই যাই অন্য দেশে।
কাজ নাই আর এ পাপরাজ্যে থেকে পিতার দ্বেষে

ভাই তোরে ক'রে কোলে,
চলে যাই আমরা সকলে,
ডাকবো দুর্গা দুর্গা বলে, ক্ষুধা কি পিপাসা হলে,
আমাদের মা অন্নপূর্ণা অন্ন দেবেন দেশে বিদেশে।

ক্ষুধাতে প্রাণ যায় গো মরি মরি।
সহে না, সহে না ক্ষুধার যাতনা,
(চক্ষে আঁধার দেখি দাদা,
আমি ম'লাম আর বাঁচিনে গো)
খেতে দেও দেও পায়ে ধরি॥
দাদা, বনে প্রাণ যায় পাছে, শান্তা আয়ির কাছে,
রেখে এস ত্বরা করি।
অঙ্গ যে অবশ, গেল গো দিবস,
(সারা দিন উপবাসে,
দাদা খেতে কি আর দিবে না গো)
দেখ এলো বিভাবরী॥
দাদা এলে কি কারণে, এ ঘোর কাননে,
সে সব পরিহরি।
কি আছে অন্তরে, বল বসন্তরে,
(কিছুই যখন দিলে না গো)
(দাদা খেতে না দিয়ে মারিলে)
রাখ নয় দেও গলায় ছুরি॥

কোথা যা'ব বসন্ত রে তোরে একা রেখে বনে।
যদি যেতে হয় যা'ব আমি ভাই রে তোমার সনে,
আমি তো'ড়ে ছেড়ে রই কেমনে।
(তুই রে বিজয়ের নয়ন তারা,
আমার বন্ধু বান্ধব তুই সব)
আমি বড় অনাথ, দুরাচার দেখেছি জগজ্জনে।
ভাই কেন কেন ধরাসনে,
(ও কি অভিমান হ'য়েছে তোর)
(চাঁদ কি ভূমে পড়লে শোভা পায়)
ভাই উঠে কোলে, দাদা ব'লে,
একবার ডাক রে চাঁদ বদনে।
ও ভাই একবার উঠে দেখ নয়নে,
(তোর সেই হতভাগ্য দাদার দশা,
হায় রে ফলে কি ফল হ'ল এই)
নয় তো'রে দিয়ে দুর্গা বলে ঝাঁপ দিব জীবনে॥

হৃদয় ছাড়া করবো না আর আয় রে হৃদয়ে রাখি।
(ঠেকে খুব শেখা শিখেছি রে ভাই)
এই পিঞ্জর মাত্র ছিল,
কিন্তু পিঞ্জরে ছিল না পাখি।
এই হৃদ্-পিঞ্জরে রাখি তোরে,
(মধুর দাদা-বুলি বল বসন্ত)
আর দিতে পারবে না ফাঁকি;
(ক্ষুধায় মলেম ফল দেও ব'লে)
আর দিতে পারবে না ফাঁকি।
ক্ষণেক বিলম্ব হ'লে, এখন ত যেতেম জলে,
ভাই কোথা ব'লে;
যদি দিলে সে বিধ, হৃদয়ের নিধি,
(যে ধন বনমাঝে হারিয়েছিলাম)
হৃদে গেঁথে নিশ্চিন্ত থাকি,
(আমি আর পলকে ফেলব না রে ভাই)
হৃদে গেঁথে নিশ্চিন্ত থাকি॥

একবার উঠে আয় বসন্ত
তোর দুরাত্মা পিতার কোলে।
(যখন বন্ধন-দশায় কোলে উঠতে এলি)
আমি ফেলে দিয়েছি রে তোরে দুরহ দুর্ব্বৃত্ত বলে
একবার পিতা বলে ডাক্, জীবন জুড়াক্,
(আমি অনেক দিন শুনি নাই বাপ)
তো'রা জল দেরে এই শোকানলে॥

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।
হে রাজন, বারণ করি হে বিনয়,
যখন সে সভাতে আছে শকুনি সুবল-তনয়।
পাশায় তা'রে পরাভব, করা অতি অসম্ভব,
অমৃতে গরল-উদ্ভব, হ'বে আমার মনে লয়।
দুর্য্যোধন অতি অভাজন, কুজন তার সব সভাজন,
জান ত রাজন, খেলাতে এই হয় অনুমান,
তোমারে করবে অপমান, জ্ঞাতিবাক্য বিষ সমান,
শেষে বিচ্ছেদ হ'বে প্রণয়॥

কান্ত হে ক্ষান্ত হও যেও না হস্তিনায়।
(যা'রা শত্রু ভাবে, তা কি জান না,
ও হে ও মহারাজ।)
তা'রা স্বকার্য্য সাধিতে মিত্রতা জানায়।
নাথ হে সব অলক্ষণ, নিয়ত করি নিরীক্ষণ,
(কেন নাচে দক্ষিণ অঙ্গ,
প্রাণাকুল ভেবে পাই নাই কূল)
বিষম আতঙ্ক, দুর্ঘটন বুঝি ঘটিবে পাশায়॥

দাদা দিও না ধর্ম্ম বিসর্জ্জন।
জগতে ক'বে পাণ্ডব দুর্জ্জন,
ধর্ম্ম যদি থাকে সহায়, জগতে ভয় করি কাহায়,
(দাদা যথা ধর্ম্ম তথা জয়,
দাদা ধর্ম্মের তুল্য ধন কি আছে)
কি বিলম্ব সামান্য ধন করতে উপার্জ্জন।
জান না কি কর্ম্ম দোষে ধর্ম্ম যায়,
ধর্ম্ম নাশি মর্ম্মে-দুঃখ দিও না ধর্ম্ম রাজায়,
মহারাজের কষ্ট মনে, বল তা সবে কেমনে,
(আমরা সকল দুঃখ সইতে পারি,
এ ছার প্রাণ গেলে হানি কি তায়)
যা আছে হরির মনে তাই হবে এখন॥

কর না হে আমার কেশ আকর্ষণ,
ও হে দেবর দুঃশাসন।
আমি অপবিত্রা নারী, লাজে কইতে নারি,
বেদ-বিধিমতে নিষেধ পরশন।
শোন নাই কি নারীর কেশ ধরলে বলে,
পরমায়ু ক্ষয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে বলে,
বঞ্চিত ধর্ম্মবল-সম্বলে,
রাজা ধরে সীতার কেশ, নির্ব্বংশ লঙ্কেশ,
কালীর কেশ ধ'রে শুম্ভ হয় পতন॥

রাম-বনবাস।

ঘরের কপাট খুলে পাট করেছি
এইতো চাকরীর সুখ।
রামিস্ রামিস্ করতে করতে শুকিয়ে উঠে মুখ॥
আমায় হয় কাপড় কাচতে,
যমের হাতে খুরপো কাসতে,
পবনের হয় ময়লা বইতে, নইলে খাই চাবুক॥
যারা গাছে সুখের কিস্তি,
গেলেই বলে ওরে মিস্ত্রী,
কাপড় ভাল হয় না ইস্ত্রি, শুনে কাঁপে বুক॥

জলে মরি সহচরি, মন হুতাশনে।
সোণার কমলিনী কেন পড়ে ধরাসনে।
বাঁচে কি মধুকর প্রাণে এ ভাব দরশনে।
তত্ত্ব বলে ত্রস্ত এ শোকার্ত্ত চিত্ত
সুস্থ কর এ ভাব কি নিমিত্ত,
আর ত প্রিয়ার ত এ ভাব দেখতে পারিনে॥

কেন চিত্ত চঞ্চল বল চারু চাঁদমুখী।
তোমা বিনা কে আছে আমার,
সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী।
কেন আর কর রোদন, চাঁদবদনী তুলে বদন
ঘুচাও মনোবেদন,
তুমি আমি ভিন্ন নই,কি জন্যে তবে হও অসুখী।

নারীর অন্ত কে পায় সে যে বিধির অগোচর।
অতি কু চরিত, ঘটায় বিপরীত,
দুরিত পূরিত নারীর কলেবর॥
বাঘিনীরূপা ত্রিলোকে রক্ত পলকে পলকে
খায় তবু চায় লোকে ভূলোকে কুলোকে সুলোকে
হ'য়েছে পুলকে নারীর সহচর॥

ব্রজলীলা।

ভক্তি বই কি হরি মিলে।
ত্রিভুবন ভ্রমিলে, বিফল বল কেবল,
সুধা হ্রদে নামিলে।
নিতে হলে কাজের ছায়া,তাতে কি জুড়ায় কায়,
ফলহীন তথাপি মায়া নপুংসক জনমিলে॥
মতি স্থির কর আগে, ডাক কৃষ্ণ অনুরাগে,
ফিরছে শমন বাগে বাগে,যাস্‌নে নারকী সামিলে

মা তোমা ব্যতীতে,
কে আর উদ্ধারিবে দুঃখার্ণবে পতিতে,
কৃপাদৃষ্টি কর মাগো এই অতিথে ॥
অন্বেষণ তন্ন তন্ন, করেছে মা এই কন্ন,
কোথাও আমি না পাই উপযুক্ত অন্ন,
জঠর জ্বালাতে আচ্ছন্ন, এসেছি দ্রুতগতিতে।
উদরের দায় নয় সাধারণ, অতি কষ্টে প্রাণধারণ,
কিসে হয় বারণ; (যশোদা গো)
তোদের কৃপায়, হবে না কি কোন উপায়,
নিয়ত এই চিন্তা কি মা রবে মতিতে ॥

বড় আশায় আসা গোপাল।
এই বার দেখিব আমি, কেমন তুমি কৃপাল।
গোপাল হয়ে গোপগৃহে ফাঁকি দিয়ে রবে কিহে,
কাতরে তোমায় ডাকি হে, দেখ নন্দদুলাল ॥

শঙ্কর-রঞ্জন ভয়ভঞ্জন নির্ব্বিকার সার হে রঞ্জন।
গোলোক পুলক ত্রিলোকপূজ্য,
ইন্দ্র যোগেন্দ্র চন্দ্র সুধ্য, গুহ্যাতিগুহ্য ধন ॥
গোকুল মাঝারে রতন সাজে,
মঞ্জীর কিবা চরণ বিরাজে,
তাহে ক্ষীণ কটি, বদ্ধ পীতধটি,
সে রূপ কোটি, কোটি লীলাজ গঞ্জন ॥

তরী ভাসিল সুন্দরী, লয়ে নবীন কাণ্ডারী।
আমরা সব সখী মিলে, সারি সারি গাব সারি ॥
হাল ধরিলে শক্ত নেয়ে,তুলবে তরী তুফান খেয়ে,
ঢেউ কাটিয়ে যাবে বেয়ে
বাড়বে ভারি নেয়ের জারি,

এ'ত নয় নয় সে গগনের তারা।
কে জানে এ কেমন তারা,
এ নহে সে বালীর তারা,
নয় বৃহস্পতির তারা,
যারে আরাধে সর্ব্বদা দেবতারা।
এ যে সাধকের জ্ঞানচক্ষু তারা, জগত নিস্তারা;
ভবে ভাবেন যায় শঙ্করের তারা,
উঠে নিত্য নিত্য সুখ তারা, অচলা ধ্রুবতারা,
নয়ন আছে যার, দেখে এ তারা তারা ॥

কাল বই ভাল কই সদাই বলে রাই।
মাগো মেয়ের কাছে,কালরই বড়াই জানে বড়াই,
কাল কুসুম পেলে পরে, মালা গাঁথে পরস্পরে,
কিশোরীর কণ্ঠোপরে যতনে পরাই সাধ পুরাই।
আমরা'ত জানি ভালরূপ,
কিশোরীর কাল ভাল রূপ,
কালর নিন্দায় বিষম বিরূপ,
সেধে মন ফিরাই বড় ডরাই।
সখীর কোন অসুখ হলে
আমরা সব সখী মহলে,
কালার গুণ গাই কুতূহলে,
প্যারীকে শুনাই, নহিলে হারাই।
কাল কাল কি হয়েছে,
কালর ভাবে রাই রয়েছে,
আমাদের মতি লয়েছে
সাধ্য কি ফিরাই আছে ধরাই ॥

প্রাণাকুল, না পাই কূল, এ গোকুল অন্ধকার।
কেন হেন জ্ঞান মনে, কিসে হবে প্রতিকার ॥
তুমি রয়েছ ভবনে, গোপাল একা গেছে বনে,
বিষম আতঙ্ক জীবনে, করেছে যে অধিকার।
স্বপনে বড় অলক্ষণ, আমি করেছি নিরীক্ষণ,
সর্পে সব করে ভক্ষণ শুনি রে কেবল হাহাকার।
পড়েছি অকূল পাথারে, কূল পাইনে সাঁতারে,
সে দুস্তরে কেবা তারে, দেখি কেবল নিরাকার ॥

ও রাখালের রাজা, ফল ভালবাসিস বলরে ভাই
ফল অন্বেষণে, গেলাম বনে,
এই দেখ ফল এনেছিরে তাই।
বনে যে ফলটী লেগেছে মিঠে,
দেখলাম অমনি দাঁতে কেটে,
বাঁধলাম অমনি ধড়ায় এঁটে,
আধখান খেয়ে রেখেছি বাকিটে,
ফল খাওরে খাওরে বড় মিঠে
ফল কানাই খাওরে খাওরে,
ফল আনা ফল সফল কররে কানাই ॥

ভৈরবী—পোস্তা।

মরিরে রে প্রাণকুমার আমার,
এ দশা তোর কে করিল।
এই বিশ্বমাঝে কোন্ পাষণ্ড
ভীষ্ম-জননী নাম ঘুচাল॥
জানিরে তোর ইচ্ছা-মরণ,
এ দশা তোর কিসের কারণ,
ওরে জীবন-ধন, দুখিনীর অঞ্চলের নিধি,
কোন পাষণ্ড হরে নিল।
দেখেরে তোর জীর্ণ দেহ,
কার কি হলো না মোহ,
তোর মাতামহ জগদিষ্ট সেই শ্রীকৃষ্ণ,
বল দেখিরে কোথায় ছিল॥

জীবন থাকিতে নাথ, কি যায় বিদায় দিতে রণে,
প্রাণ আমার কেঁদে কেঁদে ওঠে আজ কি কারণে,
দাসীর উপায় কি ধৈর্য্য-ধারণে,
বল বল ধরি শ্রীচরণে।
দেখে তব আকার প্রকার,সকলি দেখি অন্ধকার,
ভাঙ্গল বুঝি সুখের বাজার,
আমার জ্ঞান হতেছে মনে,
(যেতে দিবনা, দিবনা, আমার প্রাণ থাকিতে)
খাণ্ডব-দাহনকারী পাণ্ডবে কি চিন্‌লে না হে,
(দেখ হরি যাদের আজ্ঞাকারী)
(যোগায় দ্বিজপদ-ধোবার বারি)
এখন সারথি অর্জ্জুনের সনে,
(সেই গোলোকপতি দাশরথি)
এখন সারথি অর্জ্জুনের সনে।
দাঁড়াও হে আমার সম্মুখে,
জীবন ত্যজিব সুখে,
হরি হরি বল মুখে, শ্রবণ করি শ্রবণে,
(এই অন্তিমের নিবেদন, হরিনাম শুনাও)
কোথা বৃষকেতু, আমায় মা ব'লে ডাকুক বদনে।
(আমি জন্মের মত শুনে যা'ব)
তুমি পদ দেও হৃদপদ্মাসনে,
(এই দেখা হ'লো বুঝি পদ্মার সনে)
এখন পদ দেও হৃদি পদ্মাসনে॥

দাদা যাও যাও যাও দিয়ে—যাও ওপদরজ অনুজে।
কর আশীষ পামরে, পড়িলে সমরে,
কৃষ্ণ যেন দেখা দেন ভানুজে॥
নবঘন দে'খ্‌বো ব'লে, চলিলাম গরজে,
পাছে প্রভাতের মেঘের মত বিফল গরজে,
(মেঘে জল নাই জল নাই, কেবল আড়ম্বর)
চাতক উড়িল উড়িল,
সেই কাল মেঘের জল পিবে ব'লে)
(পাছে অর্জ্জুন-পবন লেগে আছে, উড়ায় পাছে.)
বায়ুতে মেঘ উড়ায় পাছে,
তবে চাতক কিসে বাঁচে,
সেই কাল মেঘের জল বিনে কি চাতক বাঁচে,
তবে চাতক কিসে বাঁচে)
পাছের বাজের আঘাত বুকেতে বাজে,
মেঘে বজ্র জল সকলই সাজে,
যে কারণে দিলাম ইন্দ্র কবচ সহজে,
অন্তকালে পা'ব ব'লে হরিপদ সহজে;
(আমি চাইনা চাইনা,
(হরির পদ বিনা কিছুই চাইনা)
(প্রাণ নিয়ে যা'ক্ নিয়ে যাক্ সেই অর্জ্জুন,
আমার কৃষ্ণ দিয়ে প্রাণ নিয়ে যা'ক্ নিয়ে যা'ক্)
(প্রাণ অকাতরে দিব তারে, আমি কৃষ্ণে পা'ব,
প্রাণ দিয়ে প্রাণ কৃষ্ণে পা'ব
আমি ডঙ্কা মেরে চলে যাব,
এই ভবের হাটের মাঝে,
আমি ডঙ্কা মেরে চ'লে যা'ব)
আমার ভজন পূজন নাই, তাইতে ভয় পাই,
পাপমতি কৃষ্ণ পাবে কি ভ'জে॥

এই বাসনা পূরাও আমার বাঞ্ছাকল্পতরু হরি।
এবার যে দেহ ধরিবে সেই দেহ আশ্রয় করি॥
বিরাগ যারে করেন ধারণ,সেইত পায় হরির চরণ,
এই বার দেখিব হরি কার চরণ করেন শরণ;
হরিকে হরি বলায়ে কাঁদাব অষ্টপ্রহরি॥

হরিনামে যত সুধা আছে কি তা রত্নাকরে।
সুধাকরে কি এ সুধা ক্ষরে,
কটু তিক্ত যত আছে,হরি নামে সব সুধা করে॥

যে বলিল হরি হরি, জন্মমৃত্যু গেল হরি,
প্রেমে অঙ্গ রহে শিহরি, অষ্টপ্রহরি।
তাই বলি ভাই বল হরি, নামে যায় ভবলহরী,
এ নাম পরিহারি, জীবের কি দুর্গতি হরি হরি,
হরি বিনে কে আছে প্রহরী,
যখন শমন কিঙ্করে আসি বন্ধন ক'রবে করে করে॥

ভবে যে ভাবে যে ভাবে, হর বান্ধবে।
আছে সর্ব্বত্রে এই প্রচার, শত্রুতা মিত্রতা আচার
না ক'রে বিচার, কেবল স্মরণে
চরণে স্থান দেন সবে॥
কেহ তাঁয় পায় মিত্রতায়, কেহ বা স্নেহ মমতায়,
যে কোনো ভাবোন্মত্ততায়, ভাবলেই মোক্ষ পায়,
শুন গয়াসুর কি ভাবে সে পদলভে॥

কাঙ্গাল বিদুর দাসে বিতর করুণা কণা।
(হরি পতিতপাবন নাম ধরেছ যদি)
আসি হৃদয় মাঝে উদয় হওহে
নিদয় হয়ে আর থেক না॥
অহমতি খল কুমতি, কুকার্য্য সাধিতে মতি,
ভুলে ইষ্ট অনুমতি, অনিষ্ট ভাবনা।
কিন্তু ওহে নন্দকুমার, আছে এই ভরসা আমার,
খল কালীয় পদ তোমার,
পেয়েছে জানে জগজ্জনে,
(এত কালীয় সর্প দমন নয়)
(তার যে শমন দমন করেছ হরি)
ভবে খল বলে শৃঙ্খল দিয়ে,
বেঁধে কেন দাও যাতনা॥

খেলার সাগরে সে রূপসী।
সে যে শুধু নয় সুধাও নয়,
সে যে কুরু-কুল-ক্ষয়কারী গরল রাশি॥
অমৃত ভেবে হয়ে আনন্দে বিহ্বল,
করিছ কোলাহল, সে বিষম হলাহল,
হয়ো না তাহে অভিলাষী।
আজ সে বিষ উঠে যদি, পাবে না ঔষধি,
দগ্ধ হবে পুরবাসী॥

আমি ধরি পদে এ বিপদে রাখ মা গান্ধারী।
আমায় ধরিতে আসে দুঃশাসন পাপরূপধারী॥
কার কাছে দুঃখ নিবারি,
(আমার তোমা বই আর কেউ নাই মা)
(আমি ভয়ে কেঁপে মলেম মা) মা।

রাখ জননি জগতে যশ দাসীরে উদ্ধারি॥
আমি ধৈর্য্য যে ধরিতে নারি,
(দাসীর প্রতি কি তোর দয়া হবে)
(আজ আমি বড় দুঃখিনী গো)
ওমা নিভাও আমার মনের আগুণ দিয়ে কৃপাবারি
তোর পাণ্ডবেরা আজ্ঞাকারী,
(তোর পুত্রবধূ বটি আমি)
(মা থাক্তে কেন এত দায়)
মা তোর দাসী হ'য়ে, লাঞ্ছনা কলঙ্ক তোমারী॥

হরি হে গতি এই কি তার।
যে জন ত্রাহি মাম্ মধুসূদন বলে বার বার॥
কুদর্শন দুঃশাসন, দ্রৌপদীরে যে শাসন
করে করি কেশ আকর্ষণ,
আবার হরিতে চায় বসন হে,
ওহে পীতবসন, এসব করি দরশন,
নয়নেতে বারি বরিষণ সবাকার॥

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

শঙ্কর পূজিত পদ দিয়ে আমার হৃদে।
এসে দাঁড়াও বংশীধারী হরি দেখি নয়ন মুদে॥
আমি যতনে করিব ধারণ, রাঙ্গা চরণ,
চিন্তা নাই হে নীলবরণ,
নয়ন জলে ধোয়াইব, কেশদিয়ে মুছাইব,
(আমার চক্ষের জল অনেক আছে)
(কেশ পাশ এলায়েছে)
(পদে বেদনা হবেনা হরি)
(ও পদ পাণ্ডবের যে সর্ব্বধন)
ভয় নাই পড়িবেনা কাঁদে॥ (কৃষ্ণ হে)
আর কাঁদব কত বাহু তুলে, হরি বলে,
সকলি গিয়েছে ভুলে হে,
তব দুঃখে তুমি দুঃখী, সত্য কি না এস দেখি,

(তোমার দাস দাসী যায় বনে)
(নিশ্চিন্ত আছ কেমনে)
পাণ্ডব হরি বইত জানেনা হে)
(মুখে হরি বলে আর নয়ন গলে)
কি গুণ দেখে ভক্ত মরে কেঁদে ॥ (কৃষ্ণহে)
আজ পাণ্ডবেরা পরে বাকল, দেখে সকল,
কৃষ্ণ হে পরাণ বিকল,
মৃত্যু হলে ভাল ছিল, বেঁচে আর কিবা ফল,
(যে এখনি নরপাল)
(সে আবার পথের কাঙ্গাল)
(হায় সে রাজছত্র কোথায় গেল)
(হরি এই কি তোমার মনে ছিল হে)
(কৃষ্ণদাস পড়ল প্রমাদে ॥ (কৃষ্ণহে)

——

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

বর্দ্ধমান জেলার ধরণী গ্রামে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের নিবাস। ইঁহার যাত্রা অতি প্রসিদ্ধ। ইঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৬০ বৎসর। কিন্তু ইঁহার কণ্ঠস্বর এখনও সুধাস্রাবী। ইঁহার গানগুলি কণ্ঠের পদ বলিয়া বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলায় খ্যাত এবং অধিক পরিমাণে আদরণীয়।

——

(আমার) বৃথায় দিন গেল হে হরি।
আমি ভজন সাধন কখন করি ॥
প্রভাত শর্ব্বরী, উঠি মনে করি,
তুলসী-কুসুম চয়ন করি,
তোমার এমনি মায়া যোগ, হয় না মনোযোগ,
ভূতের বেগার খেটে মরি ॥
বৃথা ভবে আসা, বৃথা সব ভরসা,
দুরাশা সাগরে ডুবে মরি।
আমার কেও নাই বন্ধু, গৃহে দীনবন্ধু,
এই ভবসিন্ধু কিসে তরি ॥
অভিলাষ করি, হৃদয়েতে ধরি,
শমন-দমন চরণ তরি।
আমার রইলো মনে সাধ, হরিবে বিষাদ,
বিবাদ ক'ল্লেন ছয়জন অরি ॥
পলাইতে চাই, পথ নাহি পাই,
কুজন র'য়েছে ঘেরি।
আছে চতুর্দ্দিকে ব'সে বেঁধে মায়াপাশে,
রমানাথ ভাবে কি ঝকমারি ॥

——

(জীবের) আমা বলা সাজে না নরে।
হরি তোমা ভিন্ন আর বিশ্বরূপ কি আছে সংসারে
হরি আমি যদি আমার হ'তেম,
তা হ'লে কষ্ট পেতাম,
মায়া জেতাম সত্য যাটবারে,
ওমন এমনি পাজি, কভু রাজি, না হয় সত্বরে ॥
এই দেহের মধ্যে কে যে আমি,
তাই যদি জানলেম না আমি,
তবে আমি, আমি কি কোরে,
ঐ আমি ব'লে কর্ত্তা সাজা পাগলামি ক'রে।
নীলকণ্ঠ কহে পাপসাগরে,
আর কতদিন ভাসবি নীরে, অকূল পাথারে,
হরি দেও হে তরি, চরণতরি, লওহে পার ক'রে॥

——

(আমার) কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
ক'বে ব'লতে হরিনাম, শুনতে গুণগ্রাম,
অবিরাম নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥
(কবে) সুরসে রসিক হইবে রসনা,
জাগিতে ঘুমাতে ঘুষিবে ঘোষণা,
কবে যুগল মন্ত্রে হবে উপাসনা,
বিষয় বাসনা ঘুচিবে আমার।
কত দিনে হবে সর্ব্ব জীবে দয়া,
কত দিনে যাবে গর্ব্ব মোহ মায়া,
কত দিনে হবে খর্ব্ব মম কায়া,
নত হব লতা যে প্রকার ॥
কত দিনে হবে জ্ঞানোদয় মম,
কত দিনে যাবে ক্রোধ কাম তমঃ,
কত দিনে হব তৃণাদির সম,
রজেতে লুণ্ঠিত হব অনিবার ॥
কবে যাবে জাতি কুলেরই ভরম,
কবে যাবে আমার ভরম, সরম
কবে যাবে আমার, ধরম করম,
কত দিনে যাবে লোকাচার।
কবে পরেশমণি করব পরশন,
লোহ-দেহ আমার হইবে কাঞ্চন,

কত দিনে হবে কণ্ঠ বিমোচন,
জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার ॥

আমি মুক্তি চাইনে হরি।
পড়িয়ে বিপদে, তোমার শ্রীপদে,
ভক্তি-ভিক্ষা করি!
আমি আসিব যাইব, চরণ সেবিব,
হইব প্রেম অধিকারী ॥
আমায় এই দাও প্রসাদ, সেবা অপরাধ,
যেন ঘটাও না বংশীধারী।
চিনি হওয়া চেয়ে, চিনি খাওয়া ভাল,
আমি দেখিলাম চিন্তা করি,
স্বাষ্টি সামিপ্য, করি লক্ষ লক্ষ,
মোক্ষ বাঞ্ছা নাহি করি ॥
সেই যমুনার কূলে, শ্রীরাসমণ্ডলে,
রহিব রাসবিহারী ॥
যেন জন্মে জন্মে আসি, হয়ে সেবা-দাসী,
চামর ব্যজন করি ॥

হরি তুমি দুখ দাও যে জনারে।
তার কেউ দেখে না মুখ, ব্রহ্মাণ্ড বৈমুখ,
দুখের উপর দুখ, সুখ নাই ত্রিসংসারে ॥
ও তার ঘরে এসে ঢুকে নানা ব্যাধি,
আগে মরে তার পুত্র পৌত্রাদি,
জামতা কন্যা দৌহিত্র থাকে যদি,
ও তার পুষ্যিপুত্র নিলেও মরে।
ও তার ক্ষেত্রে হয় না শস্য, বৃক্ষে হয় না ফল,
দুগ্ধবতী গাভী দুধ হীন সকল,
তার সরোবর হয় শূন্য, শুখায়ে যায় জল,
জল বিনা সব মৎস্য মরে ॥
জলে বাস করিলে জলে জলে আগুন,
পোড়ে কোটা বাড়ী ছোটে টালি চুণ,
হরি তুমি যার যখন কপালে লাগাও হে আগুণ,
ও তার লোহায় কড়িতে ঘুণ ধরে ॥
বাণিজ্য করিতে গেলাম দূরদেশে,
খাটি সোণা রূপা কিনলাম মেজে ঘোষে,
কপালক্রমে হয় তাঁবা দস্তা শিশে,
হীরের দরে কিনলেম জীরে।
কোথা থেকে পাপ ঋণ এসে জোটে,
দেনার দায়ে বিকায় জায়গা জমী ভিটে,
নীলকণ্ঠ কয় বেড়াই ছুটে ছুটে,
খেটে লুটে পেট না ভরে ॥
পূর্ব্বধন তার গাড়া থাকে ঘরে,
অদৃষ্টেরি দোষে যায় স্থানান্তরে,
যা কিছু রয়, লয় সব চোরে,
ও তার দলিল পত্র উড়ে যায় রে ॥

হরি তুমি যার হও হে আপন।
তার কে পারে করিতে শত্রুতা সাধন ॥
দয়াময়, যার উপরে পড়ে তব কৃপাদৃষ্টি,
মরুভূমি মাঝে হয় যেন হে সুবৃষ্টি, (হরি হে)
তার বাসনার অতীত সুফল নিশ্চিত ফলে নিরঞ্জন
যার প্রতি প্রীতি হও চিন্তামণি,
মিষ্টভাষী বলে তারে সদা হে বাখানি, (হরি হে)
কত তার মান সম্ভ্রম, বলতে জন্মে ভ্রম,
তুমি কর তারে নিজ জন,
তার শত্রু কেহ হয় না তখন,
হয় মিত্র চারিদিকে ;—(হরি হে)
যে যায় তার বিপক্ষে,
সে নিজে করে নিজের অনিষ্ট সাধন ॥
তোমার খেলা কে বুঝে দীনবন্ধু,
কার কখন শত্রু, কার কখন বন্ধু (হরি হে)
নীলকণ্ঠে শেষে দিও কৃপাবিন্দু,
শ্রীচরণে এই নিবেদন ॥

যে না মাতৃভক্তি জানে।
তার পাকা গুটি কাঁচে, সে ছেলে কি বাঁচে,
লেখা আছে যত যোগ পুরাণে ॥
দশমাস দশদিন গর্ভে দিয়ে স্থান,
প্রসব করে মাতা, মুখে করে অন্নদান,
সে ছেলে জানে না, তেমন মায়ের মান,
জলতে হয়রে তাকে মনাগুণে।
পশু পক্ষীর মত নড়তে চড়তে শিখে,
মাকে দুঃখে ফেলে আপনি থায় সুখে,
জড়িলে আর কুটিলে কামিনীর কুহকে,
মাকে কাঁদায় সিঁদি দিনে ॥

মায়ের মত দয়া কার আছে জগতে,
দুঃখের দুঃখী হয়রে, সুখী নহে তাতে;
ছায়ার মত থাকি কাছে কাছে,
পালন করে অতি যতনে॥
ব্রহ্মময় পিতা, ব্রহ্মময়ী মাকে,
ব্রহ্মজ্ঞানে যে জন সদা জপে,
নিব মায়ের কাছে মাতৃভক্তি শিখে,
সে দিন হবে কণ্ঠের কত দিনে॥

(হরি) কদিন রব ভব সংসারে।
লক্ষযোনি ভ্রমণ ক'রে পাই না তোমারে॥
আসি যাই আর ঘুরি ফিরি,
তোমার দেখা পাই না হরি,
একদিন দেখি জননী জঠরে;—
ভূমিষ্ঠ হ'য়ে যে, কৃষ্ণ পাই না তোমারে।
আসা যাওয়া বিফল হ'ল,
দিনে দিনে দিন ফুরাল,
শমন এসে বাঁধবে শৃঙ্খলে,—
তুমি যদি কর কৃপা, তবে যাই ভবপারে।
নীলকণ্ঠ কয় শোক-সাগরে,
আর কতদিন ভাসবো নীরে,অকূল পাথারে;—
তুমি দাওহে চরণতরি,লও হে দাসে পার ক'রে॥

জগতে সুখের চেয়ে দুঃখ বরং ভাল;
দুঃখী যারা এ সংসারে,নিত্য সুখ তাদের অন্তরে
তাদের হৃদে সদা বিহরে, শান্তি পরিমল॥
ধনী যারা তাদের মনে,
সুখ নাই তিল-পরিমাণে,
সদা ধন অন্বেষণে, তারা বিহ্বল॥
ধনের লাগি ধনীর মন, করে কুপথ অন্বেষণ,
স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা, পাপ করে সকল॥
কাঙ্গাল যারা তারা ধন্য, ধার্ম্মিক ব'লে তারা গণ্য,
তাদের রসনা পাপ চিন্তা, অন্ত মতি নির্ম্মল।
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে, বেলা দ্বিতীয় প্রহরে,
গোবিন্দ হে ধন্য ব'লে, লয় অন্ন জল।
নীলকণ্ঠ সদা ভাবে, অর্থ চিন্তা কবে যাবে,
ভিক্ষায় জীবন কাটিবে মম চিরকাল॥

বল হরিবোল। মনের বেদনা রবে না, রবে না,
যাবেরে যাবে সকল গোল॥
হরিনামের কি কহিব গুণ,
গুণের লাগি হরি নির্গুণ,
নির্গুণে গুণ দেন সে স্বগুণ,
গুণাগুণ তাঁর বলরে কেবল॥
হরি হরি বল রবে না সন্তাপ,
পাবে না রবে না কোন মনস্তাপ,
যাবে না যাবে না সে কৃতান্ত পাশ,
তাইতে বলি নামে হওরে বিভোল।
হরিতে অসাধ্য ব্যাধি, হরিবোল মহা ঔষধি,
ছেদিতে মায়াপাশ, হরি হন অস্ত্রাদি,
তাড়িতে কাল ভয়, হন কাল বাদি,
নির্ধনের সম্বল সে নীলকমল॥

আপন আপন করা জীবের পাগলামি কেবল.
একবার দেখনা বুঝে, চক্ষু মুদে,
কর্ত্তা সাজা কিবা ফল॥
বল দেখি ভাই ছিলাম কোথা,
ইহার পর যাব কোথা, কে মাতা পিতা,
হব কার জামাতা, কার বা পিতা,
বিশেষ কথা আমায় বল।
চরণে চরণ ছন্দ, নয়ন থাকৃতে হব অন্ধ,
আগে হবে নাসিকা বন্ধ, কর্ত্তা সেই জগদানন্দ,
সকলই তার কৌশল।
কোথা রবে তোর জুড়ি গাড়ী,
কোথা রবে চেন ঘড়ি ও জমিদারী,
নীলকণ্ঠ কয় সে নিদান কালে,
মুখে দেবে বিন্দু গঙ্গাজল॥

হরিবল মন রসনা জনম বয়ে গেল রে।
হরিবল বন্ধু সবে, মানব দেহ কাঞ্চন হবে,
বললে প্রেমের উদয় হবে, ভব পারে যাবি রে॥
বাল্যকালে বাল্য খেলা, যুবাকালে প্রেমের লীলা,
বৃদ্ধকালে হরি বলা, শমনে ঘেরিল রে।
বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল মুখে হরি হরি বল,
যাবার সময় হ'য়ে গেল, আবার কখন বলবি রে।

শ্মশানেতে ল'য়ে যাবে, সকলি পড়িয়ে রবে,
ঘর বাগান বালাখানা, বাজীকরের বাজী রে।
নীলকণ্ঠের এই মিনতি,হরি ভিন্ন নাই আর গতি
রতি মতি ঐক্য করে, ধর গুরুর চরণ রে॥

হরি হে আমায় চরণ ছাড়া ক'রো না।
দয়াময় আমি তোমা বই আর জানিনা॥
ভব কষ্টে আমার দগ্ধ হয় কাঁধ,
শান্তিময় তব শ্রীচরণ ছায়ায়,
লভিবারে মম মতি যায়,
মিটাও স্ববাসনার ধন বাসনা।
সাধন আরাধন কিছু নাই শ্রীহরি,
নিজগুণে নির্গুণে করুণা বিতরি,
মনের ইচ্ছা পুরাবে আমারি, অধীনে যেন বঞ্চনা
মন চায় আমার মনোমত হ'তে,
সখ্যভাবে সদা সখা সম্বোধিতে,
খেয়ে খাওয়াইতে, আবা বুলি বলিতে,
ব্রজ-রাখালের মত বাসনা॥
কণ্ঠ কহে দীনবন্ধু নারায়ণ,
দীন দেখে কর বাসনা পূরণ,
তাইতে আশা হবে সম্পূরণ,
আশায় নিরাশ মোরে ক'রো না।
ছাড় মন সংসার স্বপন।
মিছা এ সংসার, সকলি অসার,
কেন হবে জ্বালাতন॥
অনিত্য সংসার, অনিত্য সকল,
সংসারের সার, সে নীলকমল,
অহর্নিশি ভাব তাঁর শ্রীপদকমল,
আনন্দ-সাগরে হইবি মগন।
হরি নাম, হরি ধ্যান কর অবিরাম,
পুরাইবে অভীষ্ট নবঘন শ্যাম,
দেহান্তে দেবেন বৈকুণ্ঠেতে ধাম,
কণ্ঠের বাসনা এই অনুক্ষণ॥

তাঁরে ঈশ্বর বল কিসে।
ওগো নাহি তাঁর কোন গুণ, সবে বলে নির্গুণ,
যার কপালে আগুন, তাঁর গুণ, সেই বাসে।
ও সে জনম অবধি এত কালো,
দেখি নাই নরের এত কালো,
দৃষ্টি করিলে রূপ, মনে হয় বিশ্বরূপ,
রাধা কিরূপে সেইরূপ ভালবাসে॥
ও তাঁরে দৈবযোগেতে যদি দেখা পাই,
নয়ন মুদিয়ে থাকি ফিরিয়ে না চাই,
পরে অন্তরে গেলে কালা, ঘুচে দর্শনের জ্বালা,
তখন খোলা নয়নে চাই চারিপাশে।
ও সে কি কাল গায়ে ছাই মাখে,
না ছাই মাথার থাকি কাছে,
নীলকণ্ঠ তাঁরে সদাই ভালবাসে ;—
ও তার ছাই মাথার সদা বাস হৃদিবাসে॥

কারে সুখী রেখেছ হে দয়াময়।
সুকোমল নামটী তোমার সুকঠিন হৃদয়॥
যে তোমার উপাসক, তাহার নাই উপসুখ,
সদাই অসুখী শুক নারদাদি সমুদয়॥
তুমি যদি ভক্তের গতি, তবে কেন ভক্তের দুর্গতি,
তার সাক্ষ্য পশুপতি, যিনি দেব মৃত্যুঞ্জয়।
দেখ দেখি হে গোবিন্দ, নন্দ কেন কেঁদে অন্ধ,
বসুদেবের যে বিবন্ধ, তাহা আর জানাব কায়॥
কণ্ঠ কহে চিন্তাময়ী, নমটী ধর দয়াময়,
অন্তর তব বিষময়, পদে পদে তার পরিচয়॥

ওরে মন দেহ সরোবরে।
ওরে মন মীন, আর কতদিন
রবি বিষয়-স্রোতের উজান ধ'রে॥
আশা করি রব আশা-নদীর জলে,
জ্বলে দুঃখানল, দ্বিগুণ আগুন জ্বলে,
দুরন্ত কৃতান্ত ধীবরের জালে,
পড়িতে হবে কালে কালেরে।
পড়িলে সে জঞ্জালে কে বাঁচাবে প্রাণ,
ঠেকিলে সে জঞ্জালে নাহি পরিত্রাণ,
সে যে আচকা খেপ্লা মারে সাপুটে গিয়ে ধরে,
ঘাড় ভেঙ্গে খালুয়ে পোরে॥
যদি বল হব পুটী আর মৌরলা,
সইতে হবে তোমার গাতি জালের জ্বালা,

তাওয়ায় ফেলে দেবে জ্বালার উপর জ্বালা
মায়াকুল বালা রে ;—
চিংড়ি হয়ে যদি লুকাতে চাও দলে,
পড়তে হবে তোমায় কুমতির ঘুণ জালে,
যদি হওরে লেঠা, ঘটবে বিষম লেঠা,
ফেটা জালে শেষে মরবি ঘুরে ॥
আট ঘাটে চৌঘড়া লয়ে সন্ধ্যাকালে,
আসতে আঁসতে লয়ে ঘাটে গিয়ে ফেলে,
পলুই চাবা ল'য়ে কেউ বা আগালে,
দিবানিশি তারা বেড়ায় ঘুরে ॥
সাধন ঘাটে দিয়ে ভজন পূজন চাড়া,
ফেল্‌লাম গুরুদত্ত ছইল তগি দাড়া,
ওরে সে চারায় না খেলি,
লট্‌কায় শট্‌কায় ম'লি, হ'লি জলাঞ্জলি রে।
এখন প'ড়েছ যে যে কাতে,
ভব শট্‌কাতে কণ্ঠ বলে অন্য পারবে না আট্‌কাতে
যদি পার নিতে, যাতে জুতে,
হরিনাম সেই রত্নাকরে ॥

হরি কেমন ক'রে এমন ঘরে করি বাস।
এ যে ভবনদীর কূল, ভাবনা অকূল,
কুলকুল শব্দ করে বারমাস ॥
যতন ক'রে গৃহ বাঁধলাম্ যতবার,
নদীর কাল-বেগে ভাসায় তত বার,
এমন দুই একবার নয়, আশীলক্ষ বার,
এবার বড় মনে লেগেছে ত্রাস।
যদি বলি আমি পলাব স্থানান্তরে,
সম্মুখে কাল নদী দেখে মরি ডরে,
চতুর্দ্দিকে আছে কণ্টকেতে ঘেরে,
দারা সুত আদি ক'রে,
এক ঘরে আমার নয় দিকেতে বাট,
কোন দ্বারে দিতে নেরেছি কপাট,
ঘর নয় আমার পঞ্চভূতের মাঠ,
বয় কত বিভীষিকা কত কুবাতাস ॥
বালা নামে এক পিশাচী আসিয়ে,
পিশাচী-মায়াতে মোহিত করিয়ে,
হাসায় নাচায় কাঁদায় কত ভয় দেখায়,
কত বিষ্ঠা মূত্র গায়েতে মাথায়,
আমি ভয়ে মরি হরি করি হা হুতাশ।
মধ্যাহ্ন সময় বড়ই কষ্টকর,
যুবা নামে ব্যাঘ্র দীর্ঘ কলেবর,
খেদাড়িয়া বেড়ায় দেশ দেশান্তর,
স্থানে স্থানে নিরন্তর,
এই ঘরে যখন এলো সন্ধ্যাকাল,
এ পাপ ঘরে আমার ঘটিল জঞ্জাল,
জরা নামে এক রাক্ষসী করাল,
মুখ মেলে আসে করিতে গ্রাস ॥
ছয় জন প্রতিবাদী আমার ছয়জন প্রতিবেশী,
সময় পেলে তারা গলায় লাগায় ফাঁসী,
দুষ্ট দাগাবাজ বড় অবিশ্বাসী, মিয়াদ খালাসী।
তারা কেউ সিঁদেল চোর, কেউ গাঁজাখোর,
কেউ আছে সদা মদে হ'য়ে ভোর,
প্রতিবেশীর দোষে ঘটে বিপদ মোর,
তারা রটায় আপদ ঘটায় সর্ব্বনাশ ॥
জন্ম মৃত্যু দুটো সর্প ভয়ঙ্কর,
এই ঘরে বাস করে নিরন্তর,
দংশন বৃশ্চিক কৃমি কীট নিকর,
রোগ শোক বহুতর,—
প্রতিবেশীর দোষে আমি পড়ি দণ্ডে,
কত দণ্ড হরি পাই দণ্ডে দণ্ডে,
কভু অগ্নি-কুণ্ডে, কভু-নরক-কুণ্ডে,
কভু হেট মুণ্ডে, গর্ভ কারাবাস।
এইরূপে নীলকণ্ঠের কাল যায়,
অনন্ত যন্ত্রণা নাহি সহা যায়, (কি হবে উপায়)
ভক্তের ঠাকুর তুমি শাস্ত্রে শুনতে পাই,
এ পাপ রাজ্য ছেড়ে তোমার কাছে যাই,
অভয় পদ চাই, ভবভয় এড়াই,
হ'তে চাই তোমার দাসানুদাস ॥

দিবে হে কি ধন শ্রীমধুসূদন।
যদি হরি দিতে চাও আপনার শ্রীচরণ,
ঐ চরণ তিন তো হরি ক'রেছ সমর্পণ,
এক পদ গয়াসুরে, আর এক পদ ফণি-শিরে,
আর এক পদ বলি-শিরে,—
আর যত ভক্তবৃন্দ তারা কি ক'রবে সাধন ॥

যদি হরি দিতে চাও নিজ নাভিমণ্ডল,
নাভি লাগি বলী ব্রহ্ম সদাই করিছে বল,
বলে মম বাসস্থল,—
বলীর বেড়েছে বল পেয়ে নাভীর শ্রীচরণ॥
যদি বক্ষ দিতে চাওহে মধুসূদন,
বক্ষ দিলে রক্ষা নাই জান না কি জনার্দ্দন,
কমলার বাসস্থান, দিবে কি হে ভগবান্,
ভৃগু মুনির পদচিহ্ন কোথা, রাখবে নারায়ণ॥
যদি হরি দিতে চাও আপনার নিজ কর,
ঐ করেতে তোমার হয়েছিল দুষ্কর,
মনে নাই বংশী ধরা, বাম করেতে গিরি ধরা,
মা যশোদা ননীর তরে ডু-করে করে বন্ধন॥
যদি বদন দিতে চাও শুনহে শ্রীহরি,
বদনের কথা শুনে মোরা ভয়ে মরি,
এক দিন শিশুকালে, ঐ বদন দেখায়ে ছিলে;
ব্রহ্মাণ্ড দেখালে মুখে, মা যশোদা অচেতন॥
যদি হে নাসিকা দিতে চাও গোকুলচন্দ্র,
কমলা বিপক্ষ হবে, রবে না আনন্দ,
হবে নিরানন্দ, রবে না আর সে আনন্দ,
শ্রীরাধিকার অঙ্গ গন্ধ কিসে করবে গ্রহণ।
যদি অক্ষ দিতে চাও শুন কমলাক্ষ,
তবে তোমার রাইরূপ হইবে অলক্ষ্য,
সে কষ্ট সব কেমনে, কাজ নাই আর কোনধনে,
দয়া ক'রে এ দিনহীনে অন্তিমে দিও শ্রীচরণ॥
যদি হরি দিতে চাও আপনার নিজ শির,
নন্দের বাধা মোহন চূড়া রয়েছে শিরোপর,
এক দিন মানের দায়ে, শির দিয়েছ রাধার পায়ে,
নীলকণ্ঠ বলে সে সব কথা হ'য়েছ কি বিস্মরণ॥

আমি শ্যামকে চাই না, শ্যামের চরণ চাই গো,
আমি ভবন চাই না, বিজন বনে
শ্যামের পদের গুণ গাই গো॥
আমি জানি আপন মনে,
শক্তি নাই শ্যামচরণ বিনে,
শ্যাম করে শ্যামচরণ সেবন গো॥
শ্যামের পদে সুখের শশী, গয়া গঙ্গা বারাণসী,
শ্যামের চরণ অভিলাষি, উমাপতি সদাই গো।
শ্যাম চরণের গুণমালা,
এক মুখেতে যায় না বলা,
কণ্ঠ কহে শ্যাম চরণ ভেলা
ভবের জলায় বাঁধা গো॥

তোমা হীন দেশে হই মহাজন,
অথবা রাজেন্দ্র বহু ধন জন,
সে সুখ সম্পদে নাহি প্রয়োজন,
বিসর্জ্জন সে সুখ সঙ্গে।
তব তীরে, হই শরট করট,
কিম্বা নীরে হই, কুম্ভীর কমঠ,
সেও ভাগ্য মানি, তট সন্নিকট
জন্মি যদি আসি, কীট পতঙ্গে॥
তব তীরে স্থান, তব নীরে স্নান,
তব জল পান তব রূপ ধ্যান,
যে করে জগতে সেই পুণ্যবান,
শুনি পুরাণ প্রসঙ্গে।
কণ্ঠ কয় যেদিনে স্মরি অম্বিকায়,
এদেহ হারাবে পঞ্চ ভূতাত্মায়,
সে দিনে এ দীনে রেখো রাঙ্গাপায়,
ভেসে যেন কায় তব তরঙ্গে॥

কত রঙ্গ জান তারা।
মা তোর ভাব দেখে হই ভেবে সারা॥
কভু করে ধর বেণু মা কভু করে অসি ধরা।
কভু দণ্ড কমণ্ডলু ধরি,
শ্রীরামের প্রেমে মাতোয়ারা॥
অযোধ্যাতে রামরূপ, কামরূপে কামাক্ত দারা।
শ্রীবৃন্দাবনে শ্যামরূপ, নবদ্বীপে নব গোরা॥
ছয় শক্তি চতুঃষষ্টি সঙ্গিনী যোগিনী যারা।
(এখন) গোস্বামী মহন্ত রূপে,
সহচর হয়েছেন তারা॥
কণ্ঠ কয় রুধির ধারা না হেরি তোর পূর্ব্ব ধারা।
(এখন) হরিবোলে বাহুতুলে
নয়ন বেয়ে পড়ছে ধারা॥
অদ্ভুত শঙ্কররূপ স্বরূপে আবৃত করা।
করিতে জগতের ইষ্ট অন্তে কৃষ্ণ বহির্গোরা॥

হর-হৃদি-হ্রদে পদ কোকনদ শোভা জিনি।
কালরূপে আলো করে কালী করালবদনী॥
ঘোররূপা ভয়ঙ্করা এলোকেশী উলঙ্গিনী।
মুখোজ্জ্বলা সুধা ঢালা মুণ্ডমালা বিভূষিণী॥
বামাদ্ধ্ব করাম্বুজে অসি মুণ্ড বিধারিণী।
দক্ষিণ দ্বিকরে নরে বরাভয় প্রদায়িনী॥
পীনোন্নত পয়োধরা ঘোর জলদবরণী।
বরনর কর চয় কটিতে শোভে কিঙ্কিণী॥
ভয়ঙ্করী মহা রুদ্রী শ্মশানালয়বাসিনী।
বালার্ক মণ্ডলাকারা আরক্তিমা ত্রিনয়নী॥
শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপর বাসিনী।
বিপরীত-রতাতুরা সুখ প্রসন্নবদনী॥
কণ্ঠ কয় দক্ষিণা কালী যে ভাবে দিবা রজনী।
দেন ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ ফল ঐ মোক্ষ-ফলদায়িনী॥

শারদ চাঁদ ফাঁদ বদন, নখর প্রখর মিহির সদন,
কোটি মদন মদ মর্দ্দন, মদনমোহন ভুবন সুন্দর॥
জগদালোক গোপবালক ধেনুপালক বেণুকর॥
মোহন চূড়া বামে ঢলিয়ে পড়েছে,
বিমল বাতাসে বরিহা উড়িছে,
কর্ণের কুণ্ডল সঘনে দুলিছে,
চুম্বন করিছে চাঁচর চিকুর॥
অলকাবৃত শ্রীমুখ মণ্ডল,
চন্দনের বিন্দু করে ঝল মল,
দীঘল দীঘল নয়ন যুগল,
নিরখি পাগল সুরনর,
তিলফুল নাসা শোভিত নলকে,
তিলকালোক সঘন ঝলকে,
নিরখি ত্রিলোকে পায়না ফলকে,
পলকে পুলকে নর-কিন্নর॥
কম্বুকণ্ঠ বেড়ি শোভে বন মালা,
বংশী করাম্বুজে সুবর্ণের বালা,
আঁধারেতে যেন করিয়াছে আলো,
নিরখি অবলা অস্থির;
পরিসর বক্ষ অতি পরিপাটী,
হেলিছে দুলিছে গলার মালাটী
কামনা করিয়ে কামড়ায় মাটী,
মালাসহ পট্ট পীতাম্বর॥

তুলাকোটি সহ চরণ তুল্য,
কারে বা করিব বুঝিয়ে মূল্য,—
অতি অতুল্য ভুবন তুল্য,
বাল্য বৃদ্ধ যুবা কৈশোর;
ত্যজিয়ে স্বধাম আসি নিত্যব্রজ,
ভব অজ যাঁর বাঞ্ছে পদরজে,
হায় কি দুরাশা সে পদ-পঙ্কজে,
নীলকণ্ঠ মন লুব্ধ ভ্রমর॥

ঘোর ধ্বান্ত বরণী, দুঃখান্ত করণী,
কার কামিনী, কামান্ত উরে।
দক্ষ করে নরে বিতরে বরাভয়,
কভু দনুজদলে করয়ে পরাজয়,
যখন দন্তে বামা ফেলয়ে পদদ্বয়,
মনে লয় হয় বা প্রলয় এই বারে॥
বামোর্দ্ধ্ব করে অসি করিছে ঝক ঝক,
ফণা বিস্তারি ফণী করিছে লকলক,
নৃমুণ্ড মুখে উঠে শোণিত হকহক,
চক চক শিবা পানকরে।
দশন-ঘর্ষণ শব্দ কট কট,
গলে নৃমুণ্ডমালা করিছে লটপট,
বামাধ করে ধৃত ছেদিত মুণ্ডজট (দেখে)
বিকটরূপ নিকটে যেতে পারে॥

কার প্রেয়সী অসি ধারিণী।
ঘর্ষিত মসী রূপ লাবণী॥
অতুল সম্পদ প্রদ রাতুল পদ,
বিপুল বিপদ বিনাশিনী।
মরি কি শোভিত, হরোরারোহিত,
জগৎজন চিত হারিণী॥
কাল গ্রাসিতে করাল মুখাম্বুজ,
ভুজ দনুজ প্রহারিণী।
কটিতে মনোহর নর করনিকর, (কর)
নখর প্রভাকর-কর যিনি॥
মুক্তকেশী শশী অৰ্দ্ধ ভাল'পরে
অধরে সুমধুর হাসিনী।
করি অহঙ্কার ছাড়িলে হুঙ্কার,
কাঁপয়ে থর থর মেদিনী॥

রাগে ত্রিনয়ন অনল সমুজ্জ্বলে,
গলে নৃমুণ্ডমালা দোলনী।
কণ্ঠানুজ শিরে কবে পদাম্বুজ
দিবেন নিজগুণে তারিণী॥

কলিত কলধৌত রুচি শচীতনয়,
তনুকর কত শরৎশশী পতিত,
পদ নখরে থরে থর।
মরি কি পদ চিত বিনোদ,
কোকনদ মদ মর্দ্দন, অথবা শোভা
অরুণ আভা জবা কুসুম নিন্দন,
জনানন্দ অতি মন্দগতি বারণগতি-বারণ,
করিয়ে দর্শন মন মোহিত, মুনি রমণীর॥
কদলীতরু সদৃশ উরু নিতম্বগুরু,
সরুবাটী মুঠিতে ধরা যায় আহা,
মরি মরি কি পরিপাটী,
পিন্ধন তাহে লাল সাটী, দেখি,
মিটেনা লালসাটী, হইলে দিঠি,
কোটি কোটি কটি নিরখি নিরন্তর॥
যুগল করতল বাল ভাস্কর কিরণ,
জিনি ঙর্দ্ধে শোভিছে নখে,
পূর্ণ দশ নিশামণি নাভি গভীর,
কি সুন্দর যেন বিকচ সরোজিনী,
শ্রীকণ্ঠ কয় শ্রীকণ্ঠ শ্রেণী মরি, মরি কি সুন্দর॥

দিনেশ গণেশ রমেশ উমেশ,
উমা-মা সহিতে ডাক।
আগে ভেদজ্ঞান মুক্ত, সুখে কাল বঞ্চ,
একেপঞ্চ পঞ্চে এক॥
এক ব্রহ্মরূপ সত্যনিরঞ্জন,
লোক ভুলাইতে রূপান্তর হন,
জ্ঞানপন্থে চক্ষু করিয়ে পতন
চেতন হইয়ে দেখ॥
দিনমণি রূপ ধরে যেই জন,
শ্বেত পীতবাস পরে সেইজন,
যেই গজানন, সেই পঞ্চানন,
কোনজনে হবি বিমুখ॥

যে জন শ্মশানে শ্যামা মুণ্ডমালী,
সেই বৃন্দাবনে শ্যাম বনমালী,
জান্‌তে যদি চাহ সাধু পদধূলি,
ভক্তি ধূলি গায়ে মাখ॥

কে নিবি আয় বিনামূলে বিমল ভাব কিন্‌সে।
একালে আর ও কালে দুইকালে কালে জিন্‌সে॥
মিন্‌সে হ'ল মাগী নাকি মাগী হল মিন্‌সে;
চিন্‌লে পাবি চিন্ময় সুখ চিন্‌সে চিন্‌সে॥
কণ্ঠের মনোৎকণ্ঠ অতি ভেবে ভেবে ক্ষীণ সে;
যেদিন ভাবের প্রভাব হবে
সব দিনের এক দিবসে॥

আমি আর কিছু ধন চাইনা
কেবল ঐ চরণ ভিখারী।
যে পদবৈভব জানে না বৈভব,
ঐ ভবার্ণব তরণের তরি॥
যে চরণ করিলে স্মরণ,
ঘটে না ঘটে না অকালে মরণ,
দাওহে চরণ অধম তারণ,
বারিদবরণ বংশীধারি॥
চাই না হে অতুল্য রাজ সিংহাসন,
চাই না হে অমূল্য বসন ভূষণ,
যেধন, হৃদয়ে করি আরাধন,
সেই ধনের প্রত্যাশা করি;
বামে রাধা কিংবা দক্ষে বলভদ্র,
সঙ্গে লয়ে আসি বিতরহে ভদ্র,
দাও ষোড়দলে যুগল শ্রীপাদ পদ্ম,
সর্ব্বদা হৃদয়ে ধরি॥
তুমি বৃন্দাবনে ব্রজনায়ক,
একমাত্র জীবের চরম দায়ক,
একপদে আছে অনেক গ্রাহক,
অনেকে দিয়েছ হরি;
কণ্ঠের মনে ঐ চরণে প্রত্যাশা,
সেই জন্য ভবে ঘুরে ফিরে আসা,
এইবারে হরি পূর্ণ কর আশা,
(আমি) আর যাওয়া আসা করতে নারি॥

এলো থেলো কেশে, কাঙ্গালিনীর বেশে,
কেন গো মা বসে, শ্যামা ত্রিনয়নি।
দিয়ে দক্ষ করে গণ্ড, দেখিছ ব্রহ্মাণ্ড,
কেন মা হয়েছ কি দুঃখে দুঃখিনি॥
তরুণারুণ কিরণ বিজয়ছ,
সিন্দূর বরণ সে চরণ কি ঐ,
মেঘজাল জিনি কেশ জাল কই.
কেন লম্বেনা চরণে চুম্বেনা ধরণী॥
পদে মহাকাল মহা সঙ্কর্ষণ,
কোথা বা রহিল তাহারি আসন,
কোন্ অপরাধে যুগল-দর্শন, হলনা অদ্য রজনী।
নর-কর-কাঞ্চী মুণ্ডমালা ঘেরা,
ছিন্ন মুণ্ড অসি বরাভয়-করা,
স্তনদ্বয়ে কৈ গলদ্রক্ত ধারা,
এ কেমন ধারা ধরিলি জননি॥
রাজরাজেশ্বরী যন্নাম ধরায়,
দুঃখিনী রূপা কি চক্ষে দেখা যায়,
বল্‌তে বাক্য মম বক্ষ ফেটে যায়,
বদনে না সরে বাণী।
মহাকাল সহ মহাকালীর বেশে,
মুক্তিদাত্রী মাঝে সেই মুক্তকেশে,
করুণা প্রকাশি হৃদিপদ্মে বসে,
নীলকণ্ঠ দাসে তার মা তারিণী॥

মায়ের খেলা মুলুক জুড়ে।
ত্রিভুবনে দুনয়নে যা দেখ ভাই ফিরে ঘুরে॥
কোন স্থানে সূর্য্যরূপ, কোন স্থানে করী শুঁড়ে,
কোন স্থানে চক্র ধর মা, কোন স্থানে জটা মুড়ে।
মানুষ রূপে জগদম্বা বেড়াচ্ছেন,
জগৎ চুঁড়ে, কভু লক্ষ লক্ষ
পক্ষ হয়ে আশমানে মা, যাচ্ছেন উড়ে।
মা কোথায় বেঁধে অট্টালিকা,
কোথায় বেঁধে আছেন কুড়ে,
কোথাও খান মা ক্ষীর মাখন,
কোথাও খান মা খয়না গুড়ে॥
কণ্ঠ কয় আপনারি খেলা,
অকালে তোর কাজ কি খুঁড়ে॥
তুইত দেখ্‌তে পাবি সকল খেলা
যে দিন খাঁটি হবি তিন পুড় পুড়ে॥

ওকে শঙ্কর উরে।
দশকরা করে দশ দিকালোক,
নিরখিয়ে লোক পলকে পুলক,
গোকুল বাসী নন্দ-কুলেরই তিলক,
ত্রিলোক-পালক-বালক ক্রোড়ে॥
মিটায়ে যন্ত্রণা ঘুচায়ে অবিদ্যা,
যোগানন্দ-পদে যোগাবেশে নিদ্রা,
ও কি মহাবিদ্যা নাকি সিদ্ধ বিদ্যা,
নবীনা কি বৃদ্ধা জানিনা ওরে।
কাল কি চিরকাল, জননীর বর্ণ জিনি
মেঘজাল, তবু যে জগৎ আলোকরে॥
নীলাভ্রের আভা নীল গিরিবরে,
নীল পদ্ম প্রভা নীল সরোবরে,
নীল বস্ত্র যুবার নীল কলেবরে,
কভু নাহি শোভা করে,
কিন্তু কিমাশ্চর্য্য দেখিলে অখিলে;
নীলবর্ণা নীলপুত্র কোলে নিলে,
নীলবর্ণ শুভ্র শশাঙ্কে জিনিলে,
কি লীলে কি লীলে কিনিলে নরে।
রক্ত বস্ত্র পরিধানা সুশোভিতা,
শ্রীচরণ যুগে যোগিনী বেষ্টিতা,
রতা শক্তা অতি সতী পতিব্রতা,
অদ্ভুতা চরাচরে পদে মহাকাল,
বিষপানে কাল কোলেরই বালক,
রণেতে জীবন বধিয়ে অপার,
মনেতে উদয় হয়েছে উদ্ধার,
যায় বা সংসার এই ভেবে সার,
মহাভয় ব্রহ্মান্তরে রাখ্‌তে ভূমণ্ডল,
কমণ্ডলু-পাণি, স্তুতি করেন আসি,
সহ বজ্রপাণি বিরক্তা হয়েছেন,
আরক্তা নয়নী, অকটাক্ষ, অজ অশনি করে।
পদে ব্রহ্মরূপ শবাকার শিব,
কোলে ব্রহ্মরূপ বালক কেশব,
অসম্ভব ব্রহ্মময়ীর বৈভব, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডোপরে।

কণ্ঠ কহে মন বল, আমি কি করি,
যেমন রূপের হর তেমনি রূপের হরি।
তেমনি অসমা, সুষমা শঙ্করি
(এখন) কোনরূপে, ধরি হৃদি-মন্দিরে॥

দ্বিরদ গমন নীরদ কাঁতি,
ক্ষীরোদ-নন্দন নখর ভাতি,
শ্রীমুখ পদ্মে পাঁতিপাঁতি মাতি ম্যাতি মধুপ গুঞ্জে
কুবলয়দল নিন্দি বদন,কোটি মদনমদমর্দ্দন কর,
অধর শ্রীচরণ নয়ন তরুণারুণ কিরণ গঞ্জে॥
কটী তটে ধৃত পীত বসন দন্তে দামিনী-দাম দলন
হেরিয়ে দশন বসন ভূষণ অমনি রমণী রঞ্জে;
নিরখিয়ে ঐ মধুর মূরতী,
মুর ছয়ে কত পতিকুল সতি ঘটিল প্রমাদ
উঠিল বসতি মাতিল যুবতি পুঞ্জে পুঞ্জে॥
কাল মুখে ভাল অলকালোক
তিলোকে মোহিত করেছে ত্রিলোক,
যে লোক পলকে হেরিছে ও মুখ,
সে সব সুখ ভুঞ্জে।
কাল মুখে ভাল মধুর হাস কামিনী,
ধরম করিছে নাশ,
শ্রীচরণ পাশে লেগেছে ফাঁস,
গোবিন্দ দাস কণ্ঠ খঞ্জে॥

কোন পুণ্যবলে, শ্যামাপদ তলে,
পরম আশ্রয় নিতে চাওরে মন॥
বিধি বিষ্ণু যাঁরে, ধ্যানে ধর্‌তে নারে,
তুমি কিসে তারে করবে দর্শন॥
গঙ্গাধর দেখ গঙ্গা জটায় থুয়ে,
পদ লাগি যোগী ভূমেতে লুটায়ে,
তায় তুমি দর্শিবে দিয়ে পাঁঠায় পূয়ে,
ছেঁড়া চাটায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপন॥
ত্রিলোকেশী এলোকেশী সে মহিষী,
যার পদে পদ্মা গঙ্গা তীর্থ বারাণসী,
তায় তুমি দর্শিবে সাহস,
দেখে হাসি ধরবে শশী হয়ে বামন।
বেদাগমে এই আছে শিবউক্তি,
মুক্তিদাত্রী মাতা সেই আদ্যা শক্তি,
তিনি বাধ্যা কভু হন না বিনা ভক্তি,
তুমি ভক্তিহীন জন অভাজন॥
দিয়ে ধূপ দীপ গন্ধাদি নৈবেদ্য,
পূজিতে অভয়ার অভয় শ্রীপাদপদ্ম,
তাতেই বা জননী কিসে হবেন বাধ্য,
সে ধন কি তোর স্বধন।
যদি মন তুমি মানসে পূজিবে,
তাতেই বা বাধ্যা হবেন কিসে শিবে,
কার মন তুমি কার পদে দিবে,
সর্ব্ব জীবে শিবে, বাক্ বুদ্ধি মন॥
জাতি লজ্জা ভয়, আর রিপু ছয়,
না হইলে জয়, নয় থাকিতে নয়;
তবে যে তোমারে কণ্ঠের কণ্ঠ কয়,
করিতে তারার আরাধন।
পিতার কথা সত্য জেনে হলাম ক্ষেপা,
জপাৎসিদ্ধ জপা সিদ্ধ বলে জপা,
জপ তে জপ্‌তে যেদিন ফুরাবে অজপা,
কৃপা বা অকৃপা জানব তখন॥

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নব-নটবর তপন কাঞ্চন কায়॥
করে স্বরূপ বিভিন্ন,
লুকাইয়ে চিহ্ন, অবতীর্ণ নদীয়ায়॥
কলি ঘোর অন্ধকার বিনাশিতে,
উন্নত উজ্জ্বল রস প্রকাশিতে,
তিন বাঞ্ছি তিন বস্তু আস্বাদিতে,
এসেছ তিনেরি দায়:
যে তিন পরশে, বিরস হরষে,
দরশে জগৎ মাতায়॥
নীলাব্জ হেমাব্জে করিয়ে আবৃত,
হ্লাদিনীর পুরা দেহ ভেদগত,
অধিরূঢ় মহাভাবে বিভাবিত,
সাত্ত্বিকাদি নিলে যায়।
সে ভাব আস্বাদনের জন্যে, কান্দেন অরণ্যে,
প্রেমের বন্যে ভেসে ভেসে যায়॥
নবীন সন্ন্যাসী, সুতীর্থ অন্বেষী,
কভু নীলাচলে, কভু যান কাশী,
অযাচকে দেন প্রেম রাশি রাশি;
নাহি জাতি ভেদ তায়।

দ্বিজ নীলকণ্ঠ ভণে, এই বাঞ্ছা মনে মনে,
কবে বিকাব গৌরের পায় ॥

শচীগর্ভ-দুগ্ধসিন্ধুদ্ভব পূর্ণ ইন্দু গৌরাঙ্গ নবকিশোর
নিজ কলাংশ কিরণে,
বিনাশেন সঘনে মনঘনে ঘন ঘোর।
রাই অঙ্গে লুকায়ে আপনার অঙ্গ,
গৌরাঙ্গ মুরতি প্রেমেরই তরঙ্গ,
করেন কি রঙ্গ করেতে করঙ্গ,
কটীতে কৌপীন ডোর, নেত্রে অনিবার,
গলিতাশ্রু ধার, শ্রীরাধাভাবে বিভোর ॥
কলৌ ধ্বান্ত অন্ত করণ কারণ,
নবতারুণ্য সুচন্দ্রাবতারণ,
অলৌকিক প্রেম করি বিতরণ,
আচণ্ডালে দেন ক্রোড়।
কণ্ঠ কয় সুছন্দ, হইবে স্বচ্ছন্দে,
চন্দ্রের শ্রীনখ চন্দ্রচকোর ॥

অঞ্জনগঞ্জন রূপ কোন্ জন যমুনাতীরে,
দুখ ভঞ্জন রঞ্জন করে, বাঁকা খঞ্জন নয়নে হেরে।
ধরিছা বিরচিত স্থির চিত চোর চূড়া শিরে,
মুকুলরূপী বকুল ফুল অনুকূল হয়েছে তারে,
সমাকুল রমণীকুল অলি কুল আকুল করে,
গন্ধে মনানন্দে মকরন্দ আসে ঘুরে ফিরে ॥
কেবল ভাল নয়গো কাল ভঙ্গি বাঁকা শ্যাম শশী,
মরি কি রূপ জগত ভূপ, রসকূপ সে যশোরাশি,
হাসির ছলে বাঁশীর বোলে,
পড়য়ে কত সুধা খসি কুল ধরম সরম নাশি,
মন চকোর উদাসী করে ॥
করয়ে সুত্রিভঙ্গ ভুরুভঙ্গ কত রঙ্গ তায়,
দেখিলে সে সুরঙ্গ মন মাতঙ্গ হয় পতঙ্গ প্রায়,
না মানে অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ অঙ্গ সঙ্গ চায়,
না থাকে বাজায় গোকুল যায় যদিও চায় ফিরে ॥
কে বটে কালিন্দীতটে তরু নিকটে করি আলা,
জড়িত মেঘে তড়িত যেন হৃদি সরোজে বনমালা,
কণ্ঠ কয় নিশ্চয় পরিচয় নাই বুঝি গো কুলবালা,
সেই সে কালা অঙ্গ লালা, দেয় জ্বালা যুবতীরে ॥

সজল জলদাঙ্গ সুত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুমূলে।
হেরিলে হয়ে জ্ঞানমন প্রাণ পড়ে পদতলে ॥
নবীন নটরাজ কে বিরাজে ব্রজমণ্ডলে,
সাজ হেরি লাজ দ্বিজরাজ মণ্ডলে,
এমন মনোহরা মাধুরী, না হেরি মহীমণ্ডলে,
খর-প্রভাকর-কিরণ-কর-মকর কুণ্ডলে ॥
উচ্চশিখিপুচ্ছ কিবা উচ্চশিরে বামে হেলে,
পুচ্ছ অতি তুচ্ছ করি মূর্চ্ছা করে নারীকুলে ;
ভুবন করি আলো, বনমাল ভাল কালো গলে,
বাস করি বাস হরি হাস্য করে হেলে দুলে ॥
মনে জ্ঞান হয় হেন ঐ বাঁশী সুধা ধরিতে পারে,
নৈলে বাদ্য করি বাঁশী কেন উদাসী করিতে পারে
কণ্ঠ ভণে ক্ষণে ক্ষণে, অচেনায় চিনিতে পারে।
চিনিতে পারে, জিনিতে পারে,
কিনিতে পারে, বিনামূল্যে ॥

দিল কোন নরবর, সখী শ্যাম সরোবর,
কদম্ব কানন পারে।
তার জ্যোতি জলামল, অগম অতল,
ফুটেছে কমল, চারি ধারে ॥
তার মতি জিতি রদ, কহ্লার কুমুদ,
কোকনদ কর অধরে।
ভ্রূযুগ খঞ্জন, মধুপ নয়ন,
মগন হয়েছে তদুপরে ॥
তার পঞ্চ দিকে ঘাট, পঞ্চ দিকে বাট,
যার যেই পাট বিচারে।
সেই সে ঘাটে যান, সুখে করে স্নান,
কেও পরাণ হারাণ পাথারে ॥
ঠেলি মায়া শৈবাল জাল, ভকত মরাল,
সকাল বিকাল বিচরে।
দাস গোবিন্দাধীন, কণ্ঠ মন মীন,
চিরদিন সুখে সন্তরে ॥

শ্যামা মা আমার মাতা কি পিতা।
খুঁজি বেদ বেদান্ত, তন্ত্র মন্ত্র,
পাই না মা তোর অন্ত কথা ॥
পুরুষ কি প্রকৃতি, কেমন আকৃতি,
তোমার মূরতি, কে জানে কোথা।

বিশ্বরূপে যে, যেরূপে জপে,
সেই রূপে তুমি ধাও মা তথা ॥
রাম রূপে ধনু, শ্যাম রূপে বেণু,
শ্যামা রূপে অসি ধর অসীতা।
দেয় কেও তুলসী, কেও অতসী,
জবাঞ্জলি বেলের পাতা ॥
কণ্ঠের অন্তর, ভাবে নিরন্তর,
তুমি গো ঈশ্বর পরম ধাতা।
তবে কিসের দায়ে, মায়ের পায়ে,
গড়াগড়ি দিয়ে পড়লেন পিতা ॥

মা আমার আজ বৃন্দাবনে হয়েছেন কালশশী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠামে মুখে মৃদু-মন্দ হাসি ॥
কুটিল কুন্তল জাল, শ্রীঅঙ্গে সেজেছে ভাল,
মরি কি বরণ কাল, জগৎ আলো রূপরাশি ॥
গলম্বিত মুণ্ডমালা, হয়েছে আজ বনমালা,
তাড়ঙ্ক হয়েছে বালা, অসিটী হয়েছে বাঁশী।
পুরাইতে ভক্তের সাধা, মহাকাল হয়েছেন রাধা,
আমার মিটে গেল মনের ধাঁধা,
ঐ চরণে হইগে দাসী ॥

সুর শৈবলিনী জগৎ-জননী,
শঙ্কর মৌলি নিবাসিনী গঙ্গে।
মম পাপাটবী, ছেদ মা জাহ্নবী,
কৃপাণস্বরূপ কৃপা-অপাঙ্গে ॥
গোলোকবাসিনী ত্রিলোক ত্রিধারা,
ত্রিলোক আরাধ্যা সর্ব্ব সারাৎসারা,
সর্ব্ব তীর্থময়ী সর্ব্ব পাপহরা,
ভবদারা ভব কলুষ ভঙ্গে।
বিষ্ণু-পদোদ্ভবা সকলেতে গায়,
কিন্তু কিমাশ্চর্য্য কার্য্য দেখা যায়,
তোমার জীবনে যদি জীবন যায়,
বিষ্ণুলোক পায় পাপাঙ্গে ॥
কে জানে মা গঙ্গে তব গুণ গরিমা,
বিধি বিষ্ণু শিব দিতে নারেন সীমা,
আমি জ্ঞানহীন কেমনে কহি মা,
অসীম মহিমা তবতরঙ্গে।

একবার ভজ শ্রীরাধাবল্লভে।
দিনের দিন, ও তোর, গত হ'ল দিন,
রাধাকৃষ্ণ নাম কবে কবে ॥
ওরে ভবে এসে হ'ল কই সুখোদয়,
অনুতাপে তনু ত্রিতাপে তাপয়,
কবে বা মানস করিবে আশ্রয়,
ও শ্রীপদপল্লবে ॥
ওরে যে দিন পাঠাবে স্বদূত শমন;
সে দিনে তুই কি করিবিরে মন,
না ভজিলি যখন শমন-দমন নাম,
সব নীরবে রবে ॥
ওরে ভয়ঙ্কর দূত নাইরে করুণা,
কাঁদিলে শ্বাস দিবে না দিবে না,
শুনিবে না মানা, নানারূপে নানা,
যাতনা দিবে সবে ॥
ও মন তুমি হলে শব, তোমার যে সব,
চতুর্দ্দিন অবধি ঘটাবে উৎসব,—
(করিবে), তব মহোৎসব সবে ॥
ওরে যারে তুমি কর আপন আপনার,
সেকি তোমায় করিবে ভবার্ণবে পার,
কৃষ্ণ বিনে আর নীলকণ্ঠের ভার,
কাহার সম্ভবে ভবে ॥

আমায় দেগো মোহন-চূড়া বেঁধে।
আমি কেন কেঁদে মরি, কৃষ্ণরূপ ধরি,
দাঁড়াব চরণ ছেঁদে আমায় দেগো।
মোহন-চূড়া বেঁধে ॥
হ'য়ে কৃষ্ণ তারে রাধিকা সাজাব,
এম্নি ক'রে একদিন মথুরাতে যাব,
জানেনা জানেনা, জানাব জানাব,
কি যন্ত্রণা শ্যামবিচ্ছেদে।
আমায় দেগো মোহন-চূড়া বেঁধে ॥
রাধায় আর যে দিন ধরিবেন হরি,
কেঁদে কেঁদে দিবেন ধূলায় গড়াগড়ি,
দিবা বিভাবরী, কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি,
বেড়াবেন কেঁদে কেঁদে।
আমায় দেগো মোহন-চূড়া বেঁধে ॥

তেমনি ক'রে একদিন লুকাব গোপনে,
ভুলেও তো দেখা দিবনা স্বপনে,
আমার বিহনে, মদনমোহনে,
বিচ্ছেদশর যেন বেঁধে।
আমারে দেগো মোহন-চূড়া বেঁধে ॥
মানের ঘোরে যে দিন ঘটিবে প্রমাদ,
বসনে ঝাঁপিয়ে রাখ্ যেন বদনচাঁদ,
নীলকণ্ঠ বলে এবার মেগে অপরাধ,
ধরিব যুগল পদে।
আমায় দেগো মোহন-চূড়া বেঁধে ॥

কালো কেন রাই ত্যজিব ধনী।
কালো ত্যজে, ব্রজের মাঝে,
সুখে আছে কোন রমণী ॥
ময়ূর ময়ূরী কালো, ভ্রমরা ভ্রমরী কালো,
তোর নয়নের তারা কালো,
কালো ত্যজিলে হবি অন্ধকিনী ॥
কালরূপ উপাসনা, কালরূপ বাসনা,
কালরূপের করে ভাবনা,
কালীপূজা কি মনে নাই ধনী।
কাল ভালবাসা রাই, কাল বিনা কিছুই নাই,
(সকলের সার কাল তোর কানাই)
কাল ভাল কণ্ঠের বাণী ॥
শ্যামা শ্যাম হ'য়েছ।
তখন হাসিতে হাসিতে, সুতীক্ষ্ণ অসিতে,—
নাশিতে দানবকুল, এবে গোকুল আকুল,
আজ বাঁশীতে ক'রেছ ॥
নর-শির-হার ছিল গলোপরি,
এবে পীতাম্বর বেশ বনমালাধারী,
কেন রুধিরেতে মাখা, দিয়েছ সব ঢাকা,
এবে অলকা তিলকাময়,—
সঙ্গে যত ডাকিনী যোগিনী,
এবে তারা তোমার গোকুলের গোপিনী,
সেজেছ মা ভাল শিব-সীমন্তিনী,
গোপীদের দুকূল আকুল ক'রেছ ॥
সুধাময়ী সুধা খাইতে মা সদা,
(এবে) ক্ষীর সর ননী এখন যোগান মা যশোদা,
ব্রজ রাখালের সনে, ফের মনে বনে,
গোধন চরায়ে সব,—
নন্দের বাধা বহিতেছ শিরে,
ননীচোরা নাম বলে গোপিনীরে,
হ'লো চোর-অপবাদ এই ব্রজপুরে,
নীলকণ্ঠ কি মা পাসরিছ ॥
তোমরা বল গো সখি,
প্রিয় আমার কোন দেশে।
আনিতে সাধ হয় গো আমার,
চাব কুশল সন্তোষে ॥
যোগিনীর বেশ ধরি ভ্রমিব নগরে,
খুঁজিব সেই প্রাণ বঁধু প্রতি ঘরে ঘরে,
যেখানে তার সন্ধান পাব, সেইখানে আমি যাব,
কর্ণেতে কুণ্ডল নিব, বাঁধবো জটা কেশেতে ॥
পাখী হ'য়ে উড়ে যাব, যেখানে প্রাণসখা পাব,
লুকাইবার নয় গো বৃন্দে আছে দুনয়ন বাঁকা,—
যোগিনীর বেশে নিতি, প্রতি ঘরে ঘরে খুঁজবো,
নীলকণ্ঠ কয় এনে দিব মন বাঁধা যার মনসরসে ॥

মরি মরি সখি, তমাল দেখে আমার অঙ্গ পোড়ে
মরি গো শ্যাম বিচ্ছেদ শরে ॥
তমালের অঙ্গের বরণ, শ্যামের শ্যাম অঙ্গ যেমন,
তমাল করিলে দরশন, আমার অঙ্গ শিহরে।
তমালতলে গুণনিধি ভ্রমিতেন নিরবধি,
গিয়েছেন শ্যাম যে অবধি,
সে অবধি যাইনে তমালের ধারে ॥
তমাল বন তমাল তলা, ফুরায়েছে সে সব খেলা,
কণ্ঠ কহে চিকণ কালা না রহে তমাল ছেড়ে ॥

দুখিনীরে দুখ দেওয়া উচিত নয়।
ওহে নীরদ বরণ রসময় ॥
না পেলাম যোগের তত্ত্ব, চাইনে ধন সম্পত্ত,
জীবন যাবার নয়, কেবলমাত্র প্রাণে ধৈর্য্য হয়।
কাষ্ঠ হ'লে পুড়ে ছাই হ'তো,
পাষাণ হলেও গলে যেতো,
এতো গ'লবার নয়, পোড়বার নয়,
শুন হে রসময়, যেমন উদ্ভিদ কাদি
ধুয়ে তোলবার নয় ॥

ভাল ব্যবসা পেতেছ রাধাকান্ত,
কারে কাঁদাও কারে কর শান্ত ;
পেতেছ ভবের খেলা, ব্রহ্মাণ্ড তোমার লীলা,
নীলকণ্ঠ কয় যাবার বেলায় যেন দেখা হয় ॥

আমি কৃষ্ণময় জগত দেখি।
বৃক্ষমূলে শাখা, শিখিপুচ্ছ পাখা,
কৃষ্ণরূপ মাখামাখি ॥
যে সময় আমি যে স্থানেতে যাই,
অধ ঊর্দ্ধ আদি দশদিকেতে চাই,
কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেখিতে না পাই,
আমি যেদিকে ফিরাই আঁখি।
নয়ন মুদিয়ে থাকি যে সময়,
হৃদি মাঝে কৃষ্ণরূপ দৃষ্ট হয়,
নীলকণ্ঠ কয়, মহা ভাবোদয়,তন্ময় ভাবের শাখি ॥

প্রেমরত্ন ধন রাখিতে হয় গোপনে।
তারে করিয়ে সঙ্গোপন, ক'রতে হয় আলাপন,
যেন নিরূপণ হয় না লোকের স্বপনে ॥
যেমন অগ্নি রয় ভস্মে আচ্ছাদিত,
কিন্তু দগ্ধগুণ থাকয়ে বিদিত,
যেমন প্রতিপদের শশী না উঠে প্রকাশি,
অথচ শশী থাকে গগনে ॥
নীলকণ্ঠ কয় রাখিতে,
সদা গোপনে হয় কথা কহিতে,
যেমন দর্পণের প্রতিকায়, সকলে দেখিতে পায়,
কিন্তু ধ'র্‌তে পারে না কোনজনে ॥

কি কাজ ভূষণে, দরশনে।
কি ভূষণ এখানে আছে,সকল ভূষণ ল'য়ে গেছে,
নয়ন ভূষণ শ্যাম দরশন, শ্রবণ ভূষণ বাঁশীর গানে
হৃদিপদ্মে শ্রীপাদপদ্ম ছিল যে ভূষণ,
পাদপদ্ম ক'রেছিলেম করিয়ে যতন,
(এখন) সে পদ্ম ছেড়ে পদ্ম গেছে,
আর কি ভূষণ তাতে সাজে,
এ পদ্ম [illegible] আছে,পাদপদ্ম ভূষণ বিহনে
দেহের ভূ[illegible] সেই কালাচাঁদের দেহ ;
সে ভূষণ বিচ্ছেদে এখন সদা হ'চ্ছি দাহ,
আর কি পুন পাব তাহে,
মিলন কর্‌বো দেহে দেহে,
দেহের ভূষণ সাজাবে দেহে,
শীতল হবে তাপিত প্রাণ ॥
তোমরা সহচরী সবে কর এই কাম,
আমার অঙ্গে, প্রতি অঙ্গে লেখ কৃষ্ণনাম,
ভূষণ লাগি প্রাণ আছে,
সেই নাম লেখ হৃদয় মাঝে,
কণ্ঠ বলে লেখা আছে, চেয়ে দেখ চরণপানে ॥

ও মন ভাবিলে বল কি আর হবে।
ওরে যা আছে কপালে, ফল্‌বে কালে কালে;
কর্ম্মসূত্রের ফল আপনি ফলিবে ॥
বিধি যা লিখেছেন কপাল উপরে,
কার সাধ্য তাহা খণ্ডাইতে পারে,
বল, বুদ্ধি, বিদ্যা পৌরুষে কি করে,
যা ঘটিবার তা ঘটিবে ॥
আদ্যাশক্তি যেই জগদ্ধাত্রী,
কটাক্ষেতে যাঁর হয় সৃষ্টি স্থিতি,
তাঁর পুত্রের করী-শুণ্ড, পিতার অজামুণ্ড,
পাগল পতি কহে সবে ॥
পাণ্ডুকুলোদ্ভব যুধিষ্ঠির প্রভৃতি,
যাঁদের রথে হন শ্রীকৃষ্ণ সারথি,
তাঁরা কর্ম্মদোষে, গেল বনবাসে,
নারিতে রাখে কেশবে ॥
দেবাসুর মিলে সমুদ্র মন্থিলে,
যার যেমন ভাগ্য সেই তেম্‌নি পেলে,
দেখ তার সাক্ষী, হরি পেলেন লক্ষ্মী,
হরের কি বিষ সম্ভবে ॥
রামচন্দ্র ব্রহ্ম সনাতন, তাঁর সীতা হরে দশানন,
স্বর্ণলঙ্কা তার হ'লো ছারখার, হয় সবংশে নিধন,
বিধির লিপি কে খণ্ডাবে।
কণ্ঠ কয় একবার ভাবরে অদৃষ্ট,
অদৃষ্টের ফল মিলাইবেন কৃষ্ণ,
কর ঐ পদে মন ইষ্ট নিষ্ঠ,
এ ভবযন্ত্রণা যাবে ॥

হরি কখন কি কর কারে।
তোমার কে জানে সন্ধান, ওহে ভগবান্,
কৃপাবান হ'লেন এ ভব সংসারে ॥
শত পুত্র দিয়ে রক্ষা কর কায়,
এক পুত্র কার রক্ষা নাহি পায়,
কখন হাসায়, কখন কাঁদায়,
সিন্ধু পার ক'রে ডুবায় শিশিরে ॥
সিংহ সম জনে কর শৃগালের অধীন,
লক্ষপতি জনে কর পরাধীন,
তোমার প্রভু এম্নি হৃদয় কঠিন,
পথের ভিখারী কর রাজ রাজেশ্বরে ॥
নীলকণ্ঠের মনে এই অভিলাষ,
জেনেও কি জান না ওহে শ্রীনিবাস,
কখন সুযশ, কখন কুযশ,
পতঙ্গের জয় কর মাতঙ্গ সমরে ॥

কীর্ত্তন।

আমি আর কিছু ধন চাই না,
কেবল চরণ-ভিখারী।
যে পদ-বৈভব জানেন না বৈভব,
ভবার্ণব-তরণ-তরী ॥
যে চরণ করিলে স্মরণ, ঘটে না,
ঘটে না অকালে মরণ,
আমায় দেও হে চরণ, অধমতারণ,
বারিদবরণ বংশীধারি।
বৃন্দাবনে তুমি ব্রজনায়ক,
একমাত্র জীবের চরমদায়ক,
ঐ পদের আছে অনেক গ্রাহক,
অনেক দিয়াছ হরি।
কণ্ঠের মনে এই করি রে প্রত্যাশা,
সেই জন্মেতে ঘরে ফিরে ঘুরে আসা,
এই বারেতে হরি পূর্ণ কর আশা।
আমি যাওয়ার আশা কর্ত্তে নারি ॥

কীর্ত্তন।

(একবার) ডাক রে বীণে তারে, সুমিলিত তারে,
ভবাব্ধি দুস্তারে নিস্তারে যে জন।
অন্য রাগ ত্যজ, অনুরাগে মজ,
একবার মধুর স্বরে বাজ শ্রীমধুসূদন ॥
ওরে সপ্তস্বরে পূর্ণ করি তিন গ্রাম,
শ্রীরাগে শ্রীকান্তে ডাক্ রে অবিরাম,
(ওরে) নামের ফলে পাবি অন্তে মোক্ষধাম,
পূর্ণকাম হবে সত্বরে।
তুমি বিনে বীণে নাই অন্য বল,
ত্যজে কুপ্রবৃত্তি হরি হরি বল,
ভবে তরিবার সম্বল, আর কি আছে বল,
(ওরে) সার কেবল সেই শ্রীহরির চরণ ॥
(ওরে) বহুদিন তোমায় রেখেছি সুতারে,
তুমি রক্ষা মোরে কর রে এই বারে,
ধরিবে যখন করে শমন-কিঙ্করে,
উচ্চস্বরে হরি বলিবে তখন ॥

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

ভারত অন্ধকার এত দিনে।
হরি হরি হরি, পন্থা নাহি হেরি,
ভারতেশ্বরী মা বিনে।
হায় হায় একি হইল দুর্দ্দিন,
সুখময় সূর্য্য কালাভ্রে বিলীন,
কাতরে কাঁদিছে নবীন প্রবীণ,
সবার বদন মলিন এক্ষণে ॥
দৈবযোগে দুখ হইলে রাজার,
কোনরূপে সুখ থাকে না প্রজার,
তাইতে ত সকলে করে হাহাকার,
ধন্ধাকার হেরে ভবনে ভুবনে ॥
বাল্য বৃদ্ধ যুবা সকলে অস্থির,
বালকে না পিয়ে মাতৃ স্তন-ক্ষীর,
ভারতবাসীর সব অধঃশীর,
নিরবধি নীর বহে দু'নয়নে ॥
বঙ্গবাসীর রাজভক্তিযুক্ত মতি,
আকুলিত হিতবাদীর সংহতি,
আনন্দবাজারে নিরানন্দ অতি,
কাঁদেন বসুমতী কাতর বচনে ॥
বাগীচা কি বনে বৃক্ষাদি সকল,
বিয়োগে বিদীর্ণ বিগলে বল্কল,
টপ টপ পড়ে পত্র-নেত্রে জল,
কাঁদি স্ব স্ব তল ভিজায় বিহানে ॥

শীতান্তে করিতে বসন্তে সাক্ষাৎ,
নহেরে বৃক্ষের পত্রাবলী পাত,
ভূতলে ভারত-মাতার নিপাত,
তাইতে পত্রপাৎ প্রজার ক্রন্দনে ॥
মত্ততাবিহীন হয়েছে মাতঙ্গ,
সুরঙ্গে গমন করে না তুরঙ্গ,
কুরঙ্গের রঙ্গ হ'য়েছে কুরঙ্গ,
পুড়িছে পতঙ্গ পড়িয়ে আগুনে ॥
বঙ্গে বঙ্গবাসী হয়েছে রেঁ
শীর্ণ, উদরের অন্ন নাহি হয় জীর্ণ,
সকলে ধরেছেন মহাশোক চিহ্ন,
হৃদয় বিদীর্ণ এই দুর্ঘট ঘটনে ॥
কলিকাতা বোম্বে মান্দ্রাজ হাইকোর্টে,
সর্ব্ব জেলা কোর্টে, আর পেটি কোর্টে,
সর্ব্বস্থানে শোক-বহ্নি জ্বলে উঠে,
ক্রন্দনের ধূম ধাইছে গগনে।
ইংলণ্ডে কাঁদেন পার্লীয়মেণ্ট,
কলিকাতায় কাঁদেন লাট গভর্ণমেণ্ট,
সর্ব্বস্থানে সবে হয়েছেন উৎকণ্ঠ,
জ্ঞানহীন দ্বিজ নীলকণ্ঠ ভণে ॥

হরি হে তুমি যা করাও তাই করি।
দোষের ভাগী কেন কর আমায়
ওহে মুকুন্দমুরারী ॥
আমায় যখন বলিবর্দ্দ ক'রে ঘুরায় সংসার,
মম ইচ্ছাধীন কিছু নহে দামোদর,
বাসনা প্রবৃত্তি, বাহুবল শক্তি,
তুমি হে নিয়তি, ঘটাও জঞ্জাল নানা চক্র করি।
অনিরুদ্ধ রূপে হৃদয়েতে কর অধিষ্ঠান,
পবন হ'তে গতি, স্থির নহে ত কখন,
উদরেতে বৈশ্বানর রূপে আছ বিরাজমান,
জঠর জ্বালায় আমি কর্ম্মসূত্রে মরি ॥
হরি হে একি তোমার চাতুরি,
ফণী হ'য়ে দংশ, শেষে হও বিষহরি,
কর্ম্মজাল ফেলাইয়ে কত রঙ্গ করি,
ধর মাছ, না ছোঁও পানি,
ওহে গোলোকবিহারী ॥
শশীকণ্ঠ কয় জীব এ নিদান মর্ম্ম,
সকলি অদৃষ্ট ফল, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিতং কর্ম্ম,
কররে সুকর্ম্ম, পুণ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম,
দোষের ভাগী তোরে দেবেন না শ্রীহরি ॥

আমি সুখ চাইনে হরি।
পড়িয়ে সঙ্কটে, তোমার ঐ শ্রীপদে,
দুঃখ ভিক্ষা করি ॥
হরি হে সুখ নরকের আকর,
অহঙ্কার মদ মাৎসর্য্য তার সহচর,
জ্ঞানান্ধ করে সদা নিরন্তর,
ধরাকে সরার মত দেখায় শর্ব্বরী।
ওহে দীনের দীনবন্ধু করুণা নিদান,
দুঃখের কত গুণ জানে পাণ্ডবগণ,
দুঃখে প'ড়ে, কত ডেকেছি তোমারে ;—
রাত্র দ্বিপ্রহরে, তুমি ত্বরা ক'রে,
সঙ্কট তাদের মুক্ত ক'রেছ মুরারি।
হরি হে দুখার্ণবে পড়ি ত্রিপুরারি,
জম্ভাসুরের ভয়ে শরণ লয় তবচরণে পড়ি,
তুমি অকূলের কাণ্ডারি, দৈত্য ধ্বংস করি,
পরিত্রাণ ক'রেছ শঙ্করে ॥
তাইতে পশুপতি, অগতির গতি,
ত্যজে গৃহবাস, শ্মশানে মশানে বাস,
ওহে পীতবাস, জপে তোমায় বিভাবরী।
রাজমাতা হ'য়ে ভোজের নন্দিনী,
চির দুঃখ বড় লয় চক্রপাণি,
সদা বিপদেতে পড়ি ; সদাই তোমায় নেহারি।
ওহে গিরি-গোবর্দ্ধন-ধারী।
বিদুর অক্রূর ওহে দামোদর,
তারা দুখার্ণবে প'ড়ে তোমার সহচর,
তুমি তিলেক ছাড়া নয় তাদের অন্তর,
ল'য়ে পদধূলি, অঞ্জলি অঞ্জলি, রাখ শিরোপরি।
দুখের কত গুণ ওহে চিন্তামণি,
বসুদেব দেবকী মাতা নন্দরাণী,
নয়নসলিলে ভাসে দিবস রজনী,
তাইতে গুণমণি, দাস হ'য়ে
বাধা ব'য়েছ বংশীধারী ॥

শশীকণ্ঠ কয় ওরে পাগল মন,
দুঃখে ভক্তির উদয়, তুষ্ট জনার্দ্দন,
দুঃখে মগ্ন হ'লে, ডাকিলে দীনবন্ধু ব'লে,
চায়রে নয়ন মিলে ভবের কাণ্ডারী ॥

রসিকলাল চক্রবর্ত্তী।

যশোহর জেলার (থানা কালীগঞ্জ) রায়-গ্রামে ২৬৩ সালে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম রামরত্ন চক্রবর্ত্তী। ১২৯৪ সালের চৈত্র মাসে মাতৃ-বিয়োগের পর, কয়েকটী বালক লইয়া, ইনি নিজ রচিত হরিগুণগান করিতে থাকেন। ইহাই পরে 'বালক-সঙ্গীত' যাত্রায় পরিণত হয়। এই বালক-সঙ্গীতের সর্ব্বত্রই আদর হইয়াছিল।

টোড়ি-যোগিয়া-মিশ্র—কাওয়ালী।

হরিনাম-সুধারস নে রসনে।
রবে না যাতনা, যাবে ভবভয় ভাব মন পীতবসনে
হও ষড়রিপু রত হরিপদ সেবনে।
হরিপাদাম্বুজ ঘ্রাণ, নাসিকা কর আঘ্রাণ,
মত্ত হও শ্রবণ হরিগুণ শ্রবণে।
ঐ ব্রহ্মময় ব্রহ্মরূপ, যেরূপ বিশ্বরূপ স্বরূপ,
হও নিয়ত রত নয়ন সেইরূপ দরশনে ॥
হরি পদরজ মাখ অঙ্গে অঙ্গে যতনে।
কর ধর কর-মালা, জপ হরি যাবে জ্বালা,
বিপদ যাবে, চল পদ বৃন্দাবনে,
হলে ভক্তিরসে সুরসিক, পাবি রে দীন রসিক,
হরিকে মানসে হৃদি পদ্মাসনে ॥

বিভাস—কাওয়ালী।

নীলকমল বামে সোণার কমল ফুটেছে রে।
কিংবা নীলগিরি বামে চাঁদ উঠেছেরে ॥
কিংবা নবঘন পাশে, স্থির সৌদামিনী হাসে,
সাধ পুরাতে 'বক্তার' আশে যুগল ফুটেছে রে ॥
ওরূপ হৃদয়ে যার, ভবে কি ভাবনা তার,
ওরূপ দেখে পাইতে নিস্তার রসিক ছুটেছে রে ॥

ও মন ভক্তিডোরে না বাঁধলে কি কৃষ্ণ বাঁধা রয়।
সে যে ভক্তির অধীন রে নাম ভক্তাধীন,
পতিত-পাবন দীন দয়াময় ॥
(অনাথের নাথ) ভক্তি ডোরে ধ্রুব প্রহ্লাদ শুক,
বেঁধে কৃষ্ণধনে হৃষ্ট মনে পায় অনন্ত সুখ,
আর বেঁধেছে নারদ ঋষি রে,
দিবানিশি কৃষ্ণপ্রেমের নাহি ক্ষয় ॥
(বেঁধেছে তায়)
আর বেঁধেছে সনক-সনাতন,
সদা নয়নমুদে দেখ্‌ছে হৃদে ব্রহ্মসনাতন,
আর বেঁধেছে সদাশিব রে,
নাহি অশিব মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যুঞ্জয় ॥
(বেঁধে তারে)
আর বেঁধেছে দৈত্যরাজ বলি,
হয়ে তার দ্বারে দ্বারী, আছেন হরি,
জানে সকলি, আর বাঁধে যশোমতী নন্দ রে।
তাই গোবিন্দ নন্দের বাধা মাথায় বয় ॥
(না বাঁধলে কি)
কর্ম্ম দোষে হারিয়ে ভক্তিডোর,
ভবে রসিক ভাবে, নিশি দিবে,
হেরে বিপদ ঘোর, তারে বাঁধবে কিসে রে,
পায় না দিশে যা করেন সেই কৃপাময় ॥
নিজগুণে ॥

দেখরে জ্ঞানচক্ষু মেলে।
সে কি কালীদহে ডুবার ছেলে ॥
বিশ্বময়ই শুনি তারে বিশ্বময় সবাই বলে,
ও মন আছে পঞ্চভূতে ব্যাপ্ত কৃষ্ণ,
অনলে কি জলে স্থলে ॥
ঐ দেখ, কৃষ্ণকান্তি-আভা নীলময় নভোমণ্ডলে,
(ও মন) ঐ দেখ, কৃষ্ণরূপের প্রভা,
পড়ে ক্ষেত্র মাঝে দূর্ব্বাদলে ॥
নবঘন শ্যামের বর্ণ, দেখ রে ঐ নীরদে জলে,
ও মন ঐ দেখ, শ্যামের শ্যামল-
বর্ণ ধরে বৃক্ষপত্র ছলে ॥
অন্তরে আছেন কৃষ্ণ, চেয়ে দেখ হৃদকমলে,
ও মন সে যে অন্তর বাহির,
দেখে তারে ভাসে রসিক নয়ন-জলে ॥

হরিবোল বল্ জগাই মাধাই।
তোরা নেচে নেচে দুটী ভাই॥
এ নাম মধুর বড়, ছোট বড়,
কারো বল্‌তে বাধা নাই।
তোরা মনপ্রাণ খুলে, সুখে দুবাহু তুলে,
মুখে বল হরিবোল, রবে না গোল,
তরবি অকূলে, হবি সদানন্দ,
নিরানন্দ অন্তরে পাবে না ঠাঁই॥
শোন্ রে হরি নামের গুণ, এ নাম সগুণ নির্গুণ,
নামে পলায় শমন, রিপু-দমন,
নিবে পাপাগুন, হরি নামামৃত পান করিলে,
ভবক্ষুধা দূরে যায়।
এই হরিনামে হয়, ব্রহ্মার ব্রহ্ম-ভাবোদয়,
শিব ত্যজে কাশী, শ্মশানবাসী হলেন মৃত্যুঞ্জয়,
নামে মুনিগণে নিবিড়-বনে, মহাসুখে কালকাটায়,
প্রহ্লাদ হরিবোল বলে, পর্ব্বত-অনল-জলে,
করি-পদচাপনে, বাচলো প্রাণে, খেয়ে গরলে,
নামে ধ্রুব ধ্রুবলোকে গেল,
এমন নাম আর হতে নাই।
অজামিল রত্নাকর, আদি কত পাপী নর,
ব'লে হরি হরি, গেল তরি,
ব্যক্ত চরাচর, যাবে রসিক হতে জানা,
হরিনামের গুণ গৌর নিতাই॥

দেখি কত রূপ, নাই তেমন রূপ,
মায়ের অপরূপ রূপমাধুরী।
কিবা গঠন সুভঙ্গী, বিমল হেমাঙ্গী,
নিরুপমা অতি সুন্দরী॥ (মা মোর)
আহা জিনিয়া স্মরণ, মায়ের বরণ,
মলিনা হয়েছে তায় গো,
(মায়ের সেরূপ আর নাই গো.
কেবল অনাহারে অনাহারে)
তাঁর দুঃখে দিন দিন, হল তনু ক্ষীণ,
কাঁদেন দিবা বিভাবরী॥ (মা মোর)
মায়ের কুশ-বালা করে, বৃক্ষছাল পরে,
বনে বন ফল খায় গো,
(তার আর অলঙ্কার নাই গো,
তুমি অনন্ত-দুখিনী মা মোর,)
রসিক বাল্মীকের মা, আর আমাদের মা,
জানি না কাহার কুমারী॥ (মা মোর)
মন তুমি তার হরির খুড়ো।
সে যে পেলেই তোরে করবে গুঁড়ো॥
ঠিক পথে যে ঠিক থাকো না,
সদাই থাকো উড়ো উড়ো, (ও মন)
তখন থাক্‌বে না তোর আকাঁড়া ভাব,
এক পাপ্টায় সে ছাপ কর্‌বে কুড়ো॥
তার কাছে নাই জাতবিচার,
কায়েত বামুন বাগ্‌দী পুড়ো, (ও মন)
সে করেনা কারো খাতের মৌরাদ,
ছাড়ে না ছেলে বুড়ো॥
এখন যাদের ভাব্‌ছ আপন,
দাদা দিদি বাবা খুড়ো, (ও মন)
তারা তোর বিদায়কালে চিতায় তুলে,
মুখে জ্বেলে দিবে একটি নুড়ো॥
তোরে তাই বলি তায় করে যদি,
বাচ্‌বিরে বদমাইস ভেড়ো (ও মন)
রসিকের কথা রাখ, তাঁরে ডাক,
মস্তকে যাঁর মোহন-চূড়ো॥

কেমনে ধরিবি তাঁরে।
ও মন মনের মানুষ বলিস্ যারে রে।
সে যে রয় ধরাময়, হায় রে,
ধরা না যায় অধরকে কে ধর্‌তে পারে রে॥
সে যে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে জলে স্থলে সর্ব্বাধারে,
সে যে অন্তর বাহিরে, (হায় রে)
বিরাজ করে, প্রান্তরে কি ঘোর কান্তারে (রে)॥
পাবিনে সিদ্ধাশ্রমে, তীর্থাশ্রমে,
বৃন্দাবনে হরিদ্বারে, খুঁজলে অনল-অনিলে,
(হায় রে) নাহি মিলে,
পশ্চিমে অকূল-পাথারে (রে)।
তাঁর সর্ব্বজীবে সমভাবে আবির্ভাব নিরাকারে,
নাই তার জনম মরণ (হায় রে),
রূপ কি বরণ, করণ-কারণ ত্রিসংসারে (রে)॥
কর্‌তে জীবকে পরখ, স্বর্গ-নরক করেছে সে
ভবের পারে, কাকেও সে দেয় (তাতে) (হায় রে,)
আপনা হ'তে, যায় জীব করম-অনুসারে (রে)।

আছে জীবাত্মাতে আবির্ভূত, ব্রহ্মরূপ পরমাত্মারে
ধ্যাপা রসিক বলে (হায় রে)
তাঁরে ধর্‌তে হ'লে, ধর আগে জীবাত্মারে (রে) ॥

মন্ তুই কি সাহসে, আজও ব'সে খেলিস্ তাস।
নাই হুতাশ, সর্ব্বনাশ,
প্রায় হ'ল পঞ্চাশ কাবায়,
তবু ছাড়্‌লিনে পঞ্চাশকাবার,—
তোর ফুরাল দিন, আর কত দিন,
খেল্‌বিরে ইস্তক পঞ্চাশ ॥
আপন দোষে হারাইলি হাতের পাঁচ,
ব্যোম পঞ্জা চেপেছে ঘাড়ে, তবু
কি তোর নাইরে লাজ,
তাসে মত্ত হলি ভুলে নিজ কাজ,
কুপড় তায় বাধালে ল্যাঠা, হাতে সুধু সাতাআটা,
নাইকো ফিরাই, বিষম ফেরায়,
পড়িলি হলি নৈরাশ।
কেমনে তাস খেলাতে বল হবি জয়ী,
হাতে রং থাক্‌তে দশের পিঠে তুরুপ করলি কই,
ক্রমে ক্রমে দশ দশ টেক্কা সব গেল কই,
তুই টেক্কা রং রাখলি হাত, রাখ্‌লিনে চুকুড়িসাত
এখন বাজে রংএর সাতার পিঠে
দিতে হবে টেক্কা পাশ ॥
খেলায় হেরে জ্বালায় সদা জ্বলবি মন,
তোমার সাধের চৌদ্দ পড়'বে ধরা,
ধর্‌বে গোলাম কাল শমন,—
তখন আরো জান্‌বি জ্বালা কেমন,
ওমন গোলাম তোর বিপক্ষ করে,
বল্ চৌদ্দ বাঁচাবি কি ক'রে,—রসিক বলে,
খেলায় হেরে, লাভ করিবে পরিহাস ॥

কীর্ত্তন।

সখি অইনা মাধবীতলে, মাধব দাঁড়ায়ে ছিল ?
(মদনমোহনের বেশে সেই ভঙ্গি
বাঁকা বাঁকা আঁখি)—হায় হয়,
আমারে আসিতে দেখে বলো কোথা লুকাইল,
(আঁধারে মিশিল আলো,
যেন কে দীপ নিবালে হায়) ॥

মোরা, বুঝেছি তা বিনোদিনি,
হ'য়েছিস্‌লো, উন্মাদিনী,—
ঘটেছে তোর প্রেমের বিকার ॥
(ও শ্রীমতি)—(তাই প্রলাপ যে বকিস্‌লো,
বিভীষিকা দেখে)।
যাবে লো তোর এ বিকার,
হবে তবে নির্ব্বিকার,—যদি সেন নির্ব্বিকার ॥
(ও শ্রীমতি)—(নৈলে রোগ ত যাবে না,
কৃষ্ণ সুখভোগ বিনে) ॥

আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি,
সবই কৃষ্ণময় দেখি,—
তাই সখি বলি তো সবারে,
(মনদুখে)—(এ মোর বিকার ত নয় লো
এ যে নির্ব্বিকারের কথা)।
আর বিকার হোলে দেলো বিষ,
কেন মিছে জ্বালা দিস,
খাই বিষ যাতে বিকার যাবে ॥
(ওলো সখি) (খেয়ে মরি ম'রবলো,
হরি বলে বিষ খেয়ে) ॥

মোরা কেন বিষ দিব তোরে,
বিষেতে না গুণধরে,—হরিনামে
বিষামৃত হয়, (ও শ্রীমতি)—
(তাকি জান নালো, হরিনামের গুণ,)।
এ ত্রিলোকে কে না জানে,
প্রহ্লাদ বাঁচে বিষপানে,...
সদাশিব হোলেন মৃত্যুঞ্জয়।
(বিষখেয়ে,) (ঐ নামের বলে লো,বিপদহারী হরি

তবে সে নামে যে বিষ মরে,
সেই বিষ দেলো মোরে,
অমৃত নামেতে আছে বিষ।
(ওলো সখি) (খেয়ে ম'রে বাঁচি লো,
শ্যামের বিরহানলে,) ॥
কি হবে লো সে অমৃতে, শ্যামের অধরামৃতে
পান করাব অহর্নিশ, (মোরা তোরে) ॥
(তোর এ রোগ আর রবে না,
অধরামৃতে আরোগ্য হবো) ॥

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী।

ইনি আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য্য ছিলেন। প্রায় ২৫ বৎসর হইল ইঁহার লোকান্তর হইয়াছে। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের ইনিও একজন অনুবাদক ছিলেন; এবং উক্ত সিংহ মহাশয়ের পরিদর্শক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। সঙ্গীত-রচনায় ইঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল।

—

সুরট-মল্লার—একতালা।

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে, বিদেশীর বেশে,
ভ্রম কেন অকারণে।
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ,
সব তোর পর, কেহ নয় আপন,
পর-প্রেমে কেন হ'য়ে অচেতন,
ভুলি'ছ আপন জনে॥
সত্য পথে মন কর আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন,
গোপনে অতি যতনে;
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ,
পথিকের করে সর্ব্বস্ব শোষণ,
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী,
শম দম দুই জনে।
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম,
শ্রান্তি হ'লে তথায় করিবে বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ,
সে পান্থনিবাসিগণে;
যদি দেখ পথে ভয়ের আকার,
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ,
শমন ডরে যাঁর শাসনে॥

বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতার সন্নিকট বরিষা-বেহালায় ইঁহার জন্ম। প্রায় ২০ বৎসর হইল ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এক সময়ে ইনি আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য্য পদে

অধিষ্ঠিত
সমাদৃত।

যাবে
আছি
তুমি
কেমনে
হৃদয়-
কৃপা ক

জাগি দে
ও রে ব্য
হ'য়ে জগ
তোর কা
ত্রিভুবন
সেই রজ
দেখে তে
আজ শুভ

গিরিবর,
স্পন্দহীন
মস্তক উ
বলিয়ে ব
শিরেতে শোভে তুষার, বোধ হয় জটা-ভার,
ধরিয়ে যোগীর বেশ, পুজ নিত্য-নিরাময়ে॥
তাই নেত্র-প্রেম-বারি, নিয়ত নির্ঝরে ঝরি,
নদীরূপে বোধ করি, যাই'ছে বহিয়ে।
ইচ্ছা হয় গৃহ ফেলে, ছাড়ি লোক-কোলাহলে,
তোমার সহিত মিলে, পুজি অশোক অভয়ে॥

—

সরফর্দা—আড়াঠেকা।

ও হে সিন্ধু, তুমি হ'য়ে অগম্য অপার।
করিতেছ দিবানিশি, কাহার যশঃ প্রচার॥
অতুল প্রতাপ ধরি, আছ হে ধরায় ঘেরি,
রত্ন-রাজি গর্ভে ধরি, আজ্ঞাকারী আছ কা'র

লতা-জন্তু নত শিরে, লতা-গুল্ম; পুষ্প-ভারে,
পূজিছে সবে তোমারে, তুমি পূজা কর কা'র।
নদ-নদী-সরোবর, লঙ্ঘিয়ে গিরি প্রান্তর,
সেবিতেছে নিরন্তর, কে সেব্য বল তোমার।
সুনীল হৃদি-আসন, করি সদা প্রসারণ,
করেছ বক্ষে ধারণ, বলকারে একেবার।
ক্ষণেক প্রশান্ত ভাবে, মগ্ন কার প্রেমার্ণবে,
ক্ষণেক গম্ভীর রবে, মহিমা গাও কাহার।
অনুভব হয় এই, তোমার উপাস্য যেই,
মা জগদীশ সেই, নিখিল বিশ্ব-আধার।
অব্যক্ত নিনাদ করে, পুনঃ পুনঃ উর্ম্মি-ভরে,
প্রণিপাত তাঁরে, করিছ কি বার বার।
ভাব নিরখিলে, পাষাণ-হৃদয় গলে,
ভাসে নেত্র অশ্রুজলে, বিভু-প্রেমে অনিবার॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

গাইতেছ কা'র যশঃ সুমধুর-তানে।
বল হে বিহঙ্গদল, বিজন কাননে॥
নিষ্ঠুর মানব সব, করে নানা উপদ্রব,
তাই কি তোমরা সব এসেছ এখানে।
বসি সবে উচ্চ ডালে, মনের দুয়ার খুলে,
মগন হয়েছ বুঝি, ব্রহ্ম যশঃ-গানে।
এই হেতু সাধুজন, ত্যজি গৃহ পরিজন,
করিতে ধ্যান ধারণ, আসেন এ স্থানে।
শুনিয়ে সঙ্গীত-তান, দেখিয়ে সাধন-স্থান,
আর নাহি মন, প্রাণ, ধায় গৃহ-পানে।

সাহানা—আড়াঠেকা।

সৃজিল শোভাময় শশধর তোমারে,
জানি সে জন কত বিচিত্র শোভা ধরে॥
রেক তোমায় দেখি, জুড়ায় যুগল আঁখি,
। জানি হয় কত সুখী, মন-আঁখি হেরে তাঁরে।
াইয়া তব কিরণ, বাঁচে মৃত তরুগণ,
তাঁর জ্যোতিঃ পেলে মন,
সে কি আর মরণে ডরে।
দখিলে তব উদয়, সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়,
লে যে এ হৃদয়, দেখিলে সেই সুধাকরে।
ন বল কোথা যাই, কেমনে তাঁহারে পাই,
তাই সুধাই, সদা একান্তরে॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কে দিল এমন জ্যোতিঃ দিবাকর তোমারে।
নিমিষে নাশিলে সব নিবিড় অন্ধকারে॥
প্রকাশি তুমি গগনে, জাগাইলে জীবগণে,
পূরিলে জ্যোতি জীবনে, এ বিশাল সংসারে।
বিহঙ্গ ছাড়ি কুলায়, মানব ত্যজি শয্যায়,
কার যশঃ-গীত গায়, বল হে আমারে।
হ'য়ে তুমি অচেতন, নির্জীবে দাও জীবন,
বুঝি মৃত-সঞ্জীবন, আছেন তব মাঝারে॥

ভৈরবী—একতালা।

কোথা যাও স্রোতস্বতি, বল গো আমারে।
ছাড়ি গিরি-নিকেতন, উদাসিনী-বেশ ধরে।
সজন গ্রাম-নগর, বিজন বন-প্রান্তর,
উত্তরিয়ে নিরন্তর যাইতেছ বেগভরে।
বাধা বিঘ্ন নাহি মান, ত্যজি দম্ভ-অভিমান,
নম্র-ভাবে ধাবমান হও কার তরে।
গিরি-শিরে করি বাস, পূরিল না অভিলাষ,
তাই বুঝি মুক্তি-আশে, যাইতেছ সিন্ধু তীরে।
ত্যজিয়ে সঙ্কীর্ণভাবে, যাইতে সেই জ্ঞানার্ণবে,
বলিতেছ কি মানবে, কল কল স্বরে॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বৰ্দ্ধমান জেলার নান্দাল গ্রামে নবীনচন্দ্র ১২০২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। পারস্য ভাষায় ইঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি একজন সঙ্গীতপ্রিয় লোক ছিলেন; ইঁহার রচিত শ্যামা বিষয়ক গীতগুলি অনেক স্থলে প্রচলিত। ১২৭৩ সনে ৭১ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

কিঙ্করে কর দয়া দয়াময়ী দাক্ষায়ণি।
দয়া যদি না করিবে কলঙ্ক রবে জননি॥
আমি অতি মূঢ়মতি, ভজন বিহীন গতি,
গতিস্ত্বং হি গতিস্ত্বং হি, অগতির গতিদায়িনী।
ভেবে ভেবে হলেম সারা,
অন্তর পদ যে মা তারা,
সম্বল হইলাম হারা, কিসে তরিব জননি।

দীনের সময় এমন, রাহুগ্রস্ত চন্দ্র যেমন,
পাপগ্রস্তে দেহ মলিন, (ওগো)
মুক্তি-পদ প্রদায়িনি ॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

কর গো দক্ষিণে কালি আমার হৃদয়ে বাস।
চতুর্দ্দোলে শম্ভু সহ পুরাও মন অভিলাষ ॥
তুমি ত মা জগদ্ধাত্রী ত্রাণ কর ত্রাণকর্ত্রী,
মুক্তিপদ প্রদায়িনি, ঘুচাও আমার ভবের ত্রাস।
যোগেন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র, ধ্যানে না পায় পূর্ণচন্দ্র,
তা জানিয়ে পদতলে পড়ে আছেন কৃত্তিবাস।
তত্ত্বজ্ঞান হয় না কেন,
কুসঙ্গে নবীনের মজিল মন,
ভবদারা ওগো তারা, শ্রীচরণে কর দাস ॥

বিভাষ—একতালা।

পার কর মা আমায় শ্যামা।
অপারে পড়েছি দুর্গে, চরণ দিয়ে কর ক্ষমা।
অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়ে,
আবার আনলি মানব দেহে,—
পাপে দেহ পূর্ণ হ'ল, আমার গতি বল গো উমা
দ্বিজ নবীনের মন, মিছে ভাব অকারণ,
ঐ পদে হবে মোক্ষপদ, পদাঙ্কেতে রাখবেন বামা

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ইচ্ছা আছে মা মনে।
দুর্গা নামে দীক্ষা হব, যা থাকে সাধনে ॥
কালী নামে দীয়ে গণ্ডী, মধ্যে করবো পঞ্চমুণ্ডী,
যোগে এনে উগ্রচণ্ডী থোব হৃদি পদ্মাসনে।
বাম নাসা শোষণেতে, উঠিবে আসন শূন্যেতে,
স্থিরস্বরে কুম্ভকেতে, রেচকে স্বস্থানে,
কুণ্ডলিনী সহযোগে জীবাত্মার লয়ে যোগে,
পরমাত্মার ধ্যান মেগে, রাখবো সমাধি করণে।
দ্বিজ নবীনচন্দ্রে কয়, সেওতো সামান্ত নয়,
ব কালী ভুলে যেয়, আর বাবলা পড়নে ॥

জংলা—একতালা।

সার ক'রেছি আমি শ্যামাপদ।
শিবের উক্তি, ডাক্‌লে মুক্তি,
চায় যদি পায় দেয় মোক্ষপদ।
কালী নাম অমৃত তুল্য মন,
রসনাতে দিয়ে করবে পান;
অসীম মহিমা নামে, ও নামে কি হয় বিপদ।
যে করেছে কালীর নাম সাধন,
সার্থক হয়েছে তার জীবন,
শিব-আরাধিত ধন, সে ধনে হবে না বাদ।
দ্বিজ নবীন দীন হীন জন,
দিলে না দিলে না মা দিন,
দীনের দিন দে মা একদিন,
পুরাই আমি মনের সাধ ॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

কে রে বামা নিবিড় নীরদবরণী।
পদনখে কোটি চন্দ্র তিমির হারিণী ॥
দেব দেবাদি পতি, মানসে পূজিতে মতি,
অপার মহিমা জনে, পদতলে ত্রিশূল-পাণি।
জগত দুর্লভ তুমি, পুরাণে শুনেছি আমি,
অসার সংসার, সারাৎসার, হয়েছ আপনি।
দ্বিজ নবীন ভাবে তাই, শ্রীচরণ কবে পাই,
পাইলে জনম সফল, মোক্ষপদ সামান্ত গণি ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

আমি কি করিব আর।
ভব ভার দিয়েছ গো মা হয়েছে অভার ॥
অন্ন চিন্তা করে ফিরি, জঠর-জ্বালায় জ্বলে মরি,
দিনান্তে হয় না অন্ন, ডাকি মা তোর বারে বার।
অন্ন বিনে চর্ম্মদড়ি, বেড়াই লোকের বাড়ী বাড়ী,
জিজ্ঞাসা করে না কেহ, কি হইল আজ তোমার?
দ্বিজ নবীনের তায়, যদি তোমায় হয়েছে তার,
তবে চরণতলে রেখে মাগো,
ঘুচাও তুমি মনের ভার ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

শ্যামা পদে রাখ রে মন।
অনায়াসে যাবে তুমি কৈলাস ভুবন॥
অনিত্য সংসারে আসি গৃহকর্ম্মে দিবানিশি,
বিষয়-তত্ত্বে মত্ত হয়ে, না ভাবিলাম ও চরণ॥
দ্বিজ নবীনচন্দ্র ভণে বাসনা এই মনে মনে,
অন্তিম কালেতে যেন, দেখি গো রাঙ্গা চরণ॥

ভৈরবী—একতালা।

আমার মন মজিলো ভব মায়ায়,
কেন ওগো তারা।
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু
ঐ প্রবৃত্তিতে হলেম সারা॥
সামান্য ধনের জন্য, অনর্থক দেশ ভ্রমণ,
হৃদে শ্যামাধন, ঐ ধনে বাদ হয়ে হারা॥
বিষয়েতে মত্ত মন, তত্ত্বপথে হয় না জ্ঞান,
না করিলে কালী স্মরণ,কিসে রক্ষা হয় সুতদারা॥
তুমিত রজরূপিণী, সৃষ্টিস্থিতি লয় কারিনী,
অশেষ পাপ বিনাশিনী,উচিত নবীনে দয়া করা॥

প্রসাদীসুর—একতালা।

মন তুমি খেলাও না পাশা।
এমি ত্বরা ত্বরি ফেলবি পাশা,
যেন ঘুচে যায় যমের আশা॥
দুর্গা নামে বেঁধে পাটী,
চারি পাটীর ঘরে বসিয়ে ঘুটী,
সত্তেরো আঠার দান মেরে,
ভেঙ্গে দাও যমের বাসা।
ছকুড়ি পঞ্জুড়ি ফেলে পরে,
বাজি তলাড়ু হয়ে যাবে,
আছে আমার ঘরে ছ'জন রিপু,
কর্ম্মে তারা হাসি হাসা।
অদানেন দিনং নষ্ট, দানেতে দুর্গতি ভ্রষ্ট,
তারা দান মেরে নবীন, তুলে দেরে ঘরে পাশা॥

বারোঁয়া—খং।

দুঃখের বাকি আছে কি।
বাকি টেনে উশুল দিয়ে দেখ না মা কত বাকি॥

অন্ন বস্ত্র হ'লাম ছাড়া, নিরানন্দ ধরায় সারা,
চাইলি না মা ও গো তারা,
কষ্ট দেওয়া উচিত কি।
অন্ন-চিন্তা সদা করি, চিন্তা-জ্বরে জরে মরি,
ইচ্ছা নাই তোর মুখ হেরি,
কালঘাতী তাই ডাকি।
কপালের লিখন যাহা, খণ্ডন না যায় তাহা,
অনুযোগ করা বৃথা নবীন পদাকাঙ্ক্ষী॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

জন সমাজে ভবে, আমি পার হ'ব মা কেমনে।
ও গো তারা ব্রহ্মময়ী হাসালি বুঝি শত্রুগণে॥
আমার সময় কঠিন, পর উপাসনার অধীন,
গেল না মা মনের মলিন,দিন গত হয় অদিনে॥
ছিল আমার অন্নাশ্রয়,
আশ্রিত পীড়া কি কারণে,
চিন্তার্ণবে কেন রবে, ডাক নবীন উচ্চরবে,
শুনেও যদি না শুনিবে, কি করিবে এ অধমে॥

মালকোষ—কাওয়ালী।

ভয় কি শমন তোরে।
এলোকেশী শ্মশানবাসী, যার হৃদে বিরাজ করে॥
কালী কালী বল সদা,
পারবি না তায় দিতে বাধা,
কালী-নামে মেরে ডঙ্কা,
যমের শঙ্কা রাখবো দূরে।
যমের তলব আসবে যখন,
কালী-সহি চিঠি দেখাব তখন,
চিঠির মর্ম্ম পেলে পরে,
আস্তে আস্তে যা'বে ফিরে॥
দ্বিজ নবীন কালী-পুত্র,
মা হ'য়ে মা হৈও না শত্রু,
মায়ের কোলে থাকবো বসে;
লয়ে যেতে কেবা পারে॥

বাগেশ্রী—তিওট।

কাল হারা'লাম কালের বশে।
আমার মন মজিল শ্রীরস-রসে॥

অন্তিম কাল হ'বে যখন, আসিবে তখন বন্ধুজন,
ছেঁড়া চেটা ধরে মুড়ে,
বাঁধবে আমায় আশে পাশে।
স্থির কর রে আপন মন, ভাব শমনের শমন,
কালী-নামে ভেলা বান্ধো,
নিরুদ্বেগে থাকবে বসে ॥
দ্বিজ নবীনচন্দ্রে বলে, দেহ মিশাবে ভূতলে,
মাটির দেহ মাটি হ'বে, যা'বে ছেড়ে অনায়াসে ॥

ভৈরবী—যৎ।

এবার জানবো তারা কেমন তুমি পতিতপাবনী।
আটাশে পুত পেয়েছ বুঝি,
তাই কি বিভীষিকাতে পালা'ব আমি ॥
ধরবো জটে আনবো তটে,
পালাতে, পারবে না ছুটে,
ভক্তিডোরে বেঁধে এঁটে,
শিরে ল'ব পদ দু'খানি।
বাক্য ব্যয়ে কি প্রয়োজন,
ভক্তি-সংগ্রামে করবো রণ,
যোগ ধনুকে ছাড়বো বাণ,
আকর্ষণে আস্‌বে জননী,
তব পয়োধরের পয়, পান করে হই দিগ্বিজয়,
ঐ জোরে সর্ব্বত্র অভয়, অভয় পদ মানি আমি ॥
বাপের সুকন্যা হ'য়ে, দ্বিজ নবীনে চরণ দিয়ে,
এস বস মম হৃদয়ে, হেরবে নয়ন দু'খানি ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

সজল নয়নে ভাসি, চাও মা তারা মুক্তকেশী।
ঘুচাতে হবে জননী গলদেশে মায়া-ফাঁসী ॥
কঠিন শঙ্কটে ফেলে, কয়েদ করি মায়া-জালে,
জালমালায় হয়ে বেষ্টিত, কাঁদব কত দিবানিশি।
ভবে ত্রাসিত জননী, তারা তারা ডাকি আমি,
পতিতপাবনী-নাম, পতিতোদ্ধার কর আসি,
কারে দাও ইন্দ্রত্ব পদ, কারে কর তুচ্ছপদ,
এমন একচোকো মেয়ে, শিব ল'য়ে শ্মশানবাসী।
সৎ কর্ম্মেতে দুখভাগী, পাপকর্ম্মে চিররোগী,
[illegible] কুলিত কার্য্যে, সঙ্গে ফেরে দাস দাসী।

দ্বিজ নবীন অতি দৈন্য, কি ভাবনা তারি জন্য,
যদি পাই গো শ্যামাপদ, হই না ধনে অভিলাষী ॥

পাগলা কানাই।

যশোহর জেলার ঝিনাইদহ, ইঁহার জন্মস্থান। ইনি একজন ভক্ত ও সাধক পুরুষ ছিলেন। ইঁহার বিরচিত দেহতত্ত্ববিষয়ক গীতগুলি অতি গভীর ও মর্ম্মস্পর্শী।

পাগলাকানাই—সুর।

পাগ্‌লা কানাই বলে গড়া রথ নূতন ক'রে।
চালা'তাম সাবেক ব'লে,
এই শেষকালে চলে না ॥
আমি ঠেলে ঠুলে চালাবার চাই,
যার চল্‌বার সে চলে না,
ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে দিন গেছে আর ঠেলা এসে
ভাটিরথ চলে না।
চড়নদার ছিল যারা, সব সরে পলো তারা,
হয়েছি দিশেহারা নজরধরা,
সেরে যেতে পার্‌লাম্ না।
(যার কাছে যাই সেই রাগ করে)
ভাটিরথে থাক্‌বো না,
ইন্দ্ররিপু ছজন তারা প্রবোধ মানে না
ভাটি রথ চলে না।
রথ নূতন যখন গড়া, তখন টনক ছিল দড়া,
খুব জোরে চলতো ঘোড়া,
রথ দেখ্‌তে পরিপাটী (সারথি হয়েছে ভাটি)
দড়াতে আর নাইক জোর,
পাগ্‌লা কানাইর হলো মিছে টানাটানি সার,
ও রথ চল্‌বে না আর ॥

ঐ—সুর।

কি মজার ফুল ফুটেছে ও রঙ্গের বাজার [illegible]
দেখ্‌তে অঙ্কুর ভাস্‌ছে ফুল নিরাকার ॥
মূল রয়েছে অন্তরে, অন্তরে নবির দৃষ্টি কার
লয়যোগে দিশা [illegible] দৃষ্টি রাখে দৃষ্টিধর,
কি চমৎকার [illegible] ফুল, [illegible] সাক্ষাৎকার

যোগেন্দ্র ইন্দ্র আদি ফুলের চতুর্দ্ধার,
তরঙ্গের মাঝারে দিচ্ছেন তার ব্যাদ,
ফুলে নৃত্য করে ভ্রমর অলি,
ফুলে বসে আছে শশধর,
ফুলের পর লিখছেন বিধি, দেবতা আদি,
বোঝা ভার, সাধ্য হয় কার।
সেই পাগ্‌লা কানাই হয়ে বিচার,
মিছে কাট কাছারী সার ॥
গরল ফুলের চতুর্দ্দলে,
তাই খেয়ে যে জীর্ণ করে,
এমন সাধু কোথা কারে, শুনে লাগে ভয় ;
যে স্থলে বার পুষ্প ফুটে বারমাস, দেখা যায় ;
অলগে খেল্লে জুয়া, কত ফুল পড়ে ভুয়া,
লগ্নযোগে যদি এক ফুল রয়,
ফুল যেন সেই চাঁদের তুল্য
অমূল্য ফুল ধর্‌তে যায়।
সে ফুল কে পায় না,
হকুনজরে দয়া করে দিয়াছেন যারে যেমন ॥

পাগ্‌লা কানাইয়ের ধুয়া।
শোন ভাই আমি রথের কথা বলে যাই,
এক কামিলকর উত্তম ব্যক্তি দীনবন্ধু সাঁই।
দিয়ে তিনশ ষাট ঘোড়া,
রথ করে খাড়া দুই চাকার পর,
এমন রথ কভু দেখি নাই,
আছে কুড়ি চন্দ্র আর দশ ইন্দ্র,
রথে বিরাজ করে চৌষট্টি গোঁসাই ॥
দয়াময় রথে কি কাজ ক'রেছে,
দ্বিদল চতুর্দ্দল অষ্টদল শতদল গঠেছে,
কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র আদি ধ্যানে ধনে রথে
বিরাজ করিতেছে ; এমন উত্তম ব্যক্তি থাকৃতে,
বিন্দু ছোঁড়া প্রধান হয়েছে ॥
আর রথখানি তাল কমি বেশি নাই,
[illegible] সাড়ে তিন হাত, এর চুড়ার পরে লেখা
আছে হউৎ মউৎ নিজের কর দৌলত ;
রথের পর ইহার মধ্যে শতদল, মন হিল্লোলে,
ঘুরছে চাকা বাহবা মজার কল,
ইহার শতদলে সারথী বসে চুড়োর পরে,
আলো করছে দুই মশাল,
ও তা বিনে তৈলে জ্বলে, পাগলা কানাই বলে,
বাহবা দীনবন্ধুর কল ॥
আর রথ ফেলে যে দিন সারথী যাবে,
তখন কি ছুতর দরশন দেবে,
রথের ভরসা নাই, পাগলা কানাই বলে ভেবে
দেলে, ভাই সকল এমন ছুতর কোথায় পাই ॥

দেখ ভাই রথ গড়েছে দীননাথ ছুতর।
কত বৃক্ষ আদি তরুলতা সেই রথের উপর।
আবার সারথী এর মধ্যে ব'সে যখন
বলে চাকা ঘোর, (ও রে চাকা ঘোর)
ছুতরের কথায় চলে,
বিনে দড়াতে চলে চাকার এছা জোর ॥
আর রথখানি গড়েছে ভাল,
ভাব্‌তে দিন বয়ে গেল,
(কি জানি হয়) শেষকালে রথ ভাঙ্গলে, দেশী
ছুতর তালি দিতে পারবে না।
তাই বলে পাগলা কানাই রথখানি বাঁকা,
আমি নূতন রথে চড়েছি ভাই জোর চলে চাকা
রথ পুরণ হ'লে জাট নড়িলে হবে না এ থাকা,
রথ ভাঙ্গিলে পুরণ হ'লে তখন
কি খাট্টবে তালি, সারথী উড়ে
গেলে পড়ে রবে রথ ॥

(বল) তুই কেমন করে যা'বি রে তরে।
ও তোর জীর্ণ তরি তুফান ভারি,
ও রে বুঝি ডুবে যায় রে ॥
তরির নয় স্থানেতে ছিদ্র ন'টা,
ঐ দেখ উঠছে তা'তে বারি সদা ভাই রে ॥
তরি হ'য়েছে রে ডুবু ডুবু,
ও তা দেখে প্রাণ কাঁদে রে ॥
যে দশ জন আছি দাঁড়ি,
তা'রা মনের সুখে গা'চ্ছে সারি বসে।
ও রে মহাজনের মাল বলে রে,
তাঁদের তিলেক ভাবনা নাই রে ॥
ও রে বড় বোকা মাঝিটে রে,
সে ত জলের গতি বোঝে না রে ভাই রে।

আবার ছেলে পানি মানে না রে,
এবার বুঝি প্রাণ যায় রে।
পাগল বলে নাই আর উপায়,
বিনে রে সেই দীনদয়াময় ভাই রে।
ভবের নাবিক তিনি চিন্তামণি,
ও তুই ডাক রে ত্বরায় তাঁরে॥

বাউল সুর—খেম্‌টা।

হায় হায় কি মজার দোকান পেতেছে নিতাই।
তোরা কেউ দেখতে যাবি ভাই॥
প্রেমরসে ভেজেছে ঝুরি,
যে খেলে সে ঝুরছে তাই॥
কাণে কাণে দোকান ভরা, হরিনাম-মনোহরা,
তাপিত প্রাণ শীতল করা, সুধা পাবা যত খাই।
যাতায়াত সহজ সোজা, বইতে নাই ভার বোঝা,
হবে শমনের সাজা, খাজা গজার মুখে ছাই।
ভাব-রসের কারবারী. না জানে দোকানদারী,
যে খায় একবার তারি, প্রেমের বলিহারি যাই।
সম্মুখে সাজান মাল, ধরতে ছুঁতে নাই বমাল,
দোকানী এমনি সামাল, খুঁজলে হাতে পাতে নাই॥

রাজমোহন আম্বলি।

ইঁহার নিবাস ঢাকা-বিক্রমপুর। ইনি এক জন প্রসিদ্ধ গীত-রচয়িতা বলিয়া পূর্ব্ব বঙ্গে প্রসিদ্ধ। ইঁহার রচিত শ্যামাবিষয়ক গীতগুলি বড়ই মধুর। পাঁচ সাত বৎসর হইল, ইনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জংলা—কাওয়ালী।

প্রাণ যায় রে কখন জানি যায়।
না যায় যে আশ্চর্য্য, নবদ্বার অনিবার্য্য,
হস্ত গেছে দান গ্রহণে, পদ গেছে কু-ভ্রমণে,
জিহ্বা গেছে মিথ্যা কু-ভজনে;
নয়ন গেছে কু-দর্শনে; শ্রবণ গেছে কু-শ্রবণে,
মন গেছে কু-ভাব ভাবনায়॥

দেখ যে মন দিন যায় দিন যায় না;
আয়ু যায় যায় রে, যায় রাখা নাহি যায়,
কে বা আসে কে বা যায়, দেখা নাহি পাওয়া যায়,
হয় না পুনরায় যে রূপ যায়।
পেয়েছিস্ দুর্ল্লভ জনম,
সকল জন্মের উত্তম জনম,
উত্তম হ'তে হয়েছিস্ উত্তম।
কাজে যদি হইস্ উত্তম, হ'বি রে উত্তমোত্তম,
নইলে যা'বি অধমাধম তায়॥
ভাল কার্য্যে দিয়ে ইতি, মন্দকার্য্যে মতি রতি,
প্রীতি নাহি স্মৃতি শ্রুতি, কে শিখা'ল এমন রীতি,
নাহি রে তোর অব্যাহতি,
রাজমোহনের ঘট্‌লো বিষম দায়॥

জংলা—কাওয়ালী।

রে জীব অন্তকালের পন্থা কি করিলি।
ভবে কি ভাব ভাবিয়ে মজে র'লি॥
যে কালে ধরিবে কালে, কি করিবি সেই কালে,
একেকালে কালের হাতে ঠেকালি,
কালের কাল মহাকালী, তুচ্ছ করে না ভজিলি,
আপনা দোষে আপনা কপাল খালি॥
যখন দেহ অবশ হ'বে, বুকে পিঠে খিল দিবে,
শব্দ বন্ধ হ'য়ে চক্ষু ঘুরাবি, হাহাকার কত করবি,
যম-যাতনায় জ্বলে মরবি,
তখন বুঝবি কেমন গৃহস্থালী॥
বলে রাজমোহন, তোর যত ধন পরিবার,
কেহ নয় কার সময়ের সকলি;
না বুঝিলি মায়ায় ভুলি,
কেন আ'লি কেন গেলি,
না চিনিলি অন্তের বন্ধু কালী॥

জংলা—কাওয়ালী।

দিন যায় মন তাই ভাবনা,
তাব কিসে হবে সম্ভাবনা।
এক টাকায় লাক্ টাকা পেলে,
তবু আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না।
হওয়ার মধ্যে হয় না সাধন
[illegible] বাড়ে কেবল [illegible]॥

একতালা দালান না হইতে তে-মহলার বিবেচনা
বুঝি সসাগরার রাজা হ'লে,
তবু মনের সাধ মিটে না॥
বেদ পড়াই বেদাঙ্গ পড়াই,
ব্যবস্থা দেই আপনা বিনা।
আবার পরকে ঠেকাই ফাঁকি করে,
আপনে ঠেকার ফাঁদ দেখি না॥
দানে ধ্যানে ভক্তি জ্ঞানে,
জেনে শুনে মতি যায় না।
যায় পরের ক্ষতি পরের-নিন্দায়,
পরের নারীর কুল রাখে না॥
রাজমোহন কয় সংসারীতে,
সত্য কথার লেশ থাকে না,
দেই পরকে প্রবোধ সাধুর মতন,
আপনা প্রবোধ ছাই হ'ল না॥

প্রসাদী সুর—খয়রা।

দুখ দিতে আর কম দিলি না।
গেল দুখে দুখে জনম গো মা॥
দুখেরবোঝা ব'য়ে মরি দেখেও তা'ই ধরি স্ না মা
যেমন তোর নামেতে শমন পালায়,
আমার নামে তেমন তুই মা॥
অন্যে দুখ করে সুখ পায়,
আমি পেলেম দুখে দুখ মা।
আমার পায়ের কাদা মাথায় উঠে,
মাথার ঘামে পা ভিজে মা॥
তুচ্ছ ধনের কাঙ্গাল ক'রে,
দেশ বিদেশে ঘুরা'স গো মা।
হেগে না শৌচে যে, মন্দ কয় সে,
উত্তর দিতে পেরেও দেই না॥
রোগের শোকের দুখের কথা,
শুনলে হাস্‌বে শত্রুগণ মা।
ভয়ে হাসি ঢঙ্গি মিথ্যা বলি,
দুখ দিয়ে দুখ ঢাকি গো মা॥
ধূলার শয্যায় মশাতে খায়,
হাত পা নাড়িঘুম আসে না।
তখন দুখের কথা মনে উঠে,
চক্ষের জলে বুক ভাসে মা॥

আমার ভাত হয় ত ব্যঞ্জন হয় না,
ব্যঞ্জন দিয়ে ভাত ঘটে না।
আবার কাপড় হয় ত বেড় আসে না,
একখান হয় ত আর খান হয় না॥
রাজমোহন কয় কেবল আমি নৈ,
কারেও সর্ব্ব-পূর দেখলেম না।
মা তোর সাধে কি কালী কাটনী,
কালকূটনী নাম রেখেছি মা॥

প্রসাদী সুর—খয়রা।

বলে রাখি সকলকে,
যখন প্রাণ যায়, যে থাকেন নিকট,
কালী-নাম সুধা'বেন ডেকে।
অঙ্গ বিভূতিতে মেখে কালী-নামাবলী লিখে,
দিবেন গঙ্গাজল, না হউক বা জল,
ঠেকে থাকবে পাষাণ-বুকে।
শ্মশানান্তে যে পর্য্যন্ত একত্র হ'য়ে সব লোকে
দিবেন কালী-বল কালী-বল
কালী-ধ্বনি ঝাঁকে ঝাঁকে।
যদি কেহ নাহি থ'কেন,কালী থাকবেন বলি তাঁকে
বলবেন কালী দোহাই কালী,
কালীর সাক্ষী হ'ন কালিকে।
সঙ্গে আছে কপাল-কলসী,
ভেঙ্গে গেছে মেটে দেখে।
ছিল কাণা অষ্টকড়া সম্বল,
হারায়েছে বিষয়-পাকে।
রাজমোহন দ্বিজে কয়,
মনের ক্রমে এল অঙ্গ ঝেঁকে;
এবার ডেকে লও মন কালী মাকে,
আসবি না আর ভবে ঠেকে।
ভবে আসবি না আর থুলেম টুকে॥

পূরবী—একতালা।

দিন যায় দীনতায়, ভাবনা মন তায়,
কর না তা'র উপায়।
দিনের দিন হয় তনু হীন ক্ষীণ,
কবে হ'বে আর এ দীনের দিন,
মাসে না দিন ক্ষণ প্রবীণ, কবে দিয়ে যায়

পরিবারের প্রতি সদা টানে মন,
কেশে ধরে আবার টানি'ছে শমন,
কোথা যাই বল একা রাজমোহন,
কব কায় হায় হায় ॥

লালন সাই।

ইনি লালন ফকির বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁর বাসস্থান নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে। ইহার রচিত দেহতত্ত্ব-বিষয়ক গানগুলি অতি সুমধুর এবং ভক্তিভাবপরিপূর্ণ।

বাউলের সুর।

দেখনা মন ঝক্‌মারি এ দুনিয়াদারি।
পড়িয়ে কোপ্‌না ধ্বজা কি মজা উড়ালে ফকিরী॥
বড় দরদের ভাই বন্ধুজনা,
পরে সাথের সাথী কেউ হবেনা, মন তোমারী।
আবার একা পথে খালি হাতে,
বিদায় করে দেবে তোরি সেই দিনে॥
তুমি যা কর তা কর রে মন কিন্তু শেষের কথা
রেখ স্মরণ বরাবরি।
ও তোর পিছে পিছে ফিরছে শমন
ওরে কখন্ হাতে দেবে ডুরি॥ মন তোমারে।
বড় আশার বাসা এ ঘর,
কোথায় পড়ে রবে তোমার ঠিক নাই তারি।
সিরাজ সাঁই কয় লালন ভেড়ো,
তুই করিস্ রে কার এস্তাজারি ভেড়ো তুই॥

আমি একদিন না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আর্শিনিগর
এক পরশি বসত করে॥
ওরে গ্রাম বেড়ে অগাধ পানি, তার নাই
কিনারা নাই তরণী পারে; মনে করি,
দেখ্‌ব তারি, আমি কেমনে সেথা যাই রে॥
আমি বল্‌ব কি পরশির কথা, ও তার
হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা নাই রে,
সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপরে,
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে॥
পরশি যদি আমার হত, তবে যমযাতনা
সকল যেত দূরে, আবার সে আর লালন
একস্থানে রয়, আবার লক্ষ যোজন ফাঁক রে॥

কেশব সাই।

ইহাঁর বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহাঁর রচিত দেহতত্ত্ব-গানগুলি অতি মধুর এবং আদরণীয়।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

ও গো সখি তোরা কি তাই পার্‌বি,
ও যে বড় কঠিন পিরীতি,
শেষে রাস্তায় বসে কাঁদবি॥
সে যে তুফানের উপর তুফান রে,
শেষে জ্বালায় জ্বলে মর্‌বি॥
সে যে আগে দুখ-মাঝে সুখ রে,
শেষে অমূল্য ধন পাবি, শেষে আঁচল টেনে মর্‌বি।
সে যে এক মরণে দুজন মরে রে,
দেখ চণ্ডীদাস আর রজকিনী,
কেশব সাঁই সে প্রেম জানে না,
কেবল তার চাতুরী॥

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছে মনমতি-মনোহরা।
জায়গা হয় না ঘরের মধ্যে থাকে না ঘর ছাড়া॥
মল্লুক জোড়া ঘর বেঁধেছে গো, ঘরামি এক ছোঁড়া।
মল্লুক জোড়া ঘর বেঁধেছে, শুধুই চর্ম্মের বেড়া
বাহান্ন গলি তিপ্পান্ন বাজার গো,
ঘরের মধ্যে রত্ন পোরা,
মট্‌কাতে মহাজন আছে, নামটি তার অধরা।
ঘরে কেবা ঘুমায়, কেবা জাগে গো,
ঘরে কে দিচ্ছে পাহারা।
তিন জনা তিন তারে খেলে, পবন আছে খাড়া।
কেশবচাঁদ দরবেশে বলে,
ঘরে বাস করা হ'ল সারা॥

রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

পূর্ব্ব বঙ্গের গৌরব, বঙ্গ-সাহিত্যের প্রধান লেখক, সুপ্রসিদ্ধ 'বান্ধব' সম্পাদক রায় শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে ১২৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺ শিবনাথ ঘোষ। বঙ্গজ কুলীন কায়স্থগণের মধ্যে ইঁহারা উচ্চপদারূঢ়। রায় বাহাদুর বাল্যকালে বড়ই মেধাবী ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় পারস্য ভাষায় "বন্দে নামাবরাং" এবং কৃত্তিবাসের পয়ার তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ষষ্ঠ বৎসর বয়সে কলাপের শব্দরূপ ও চতুষ্টয়বৃত্তি পাঠ করেন। বরিশালের মিশনারী বিদ্যালয়ে ও পরে ঢাকা-কলেজে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়িয়া, উপযুক্ত পণ্ডিতের নিকট ইনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ এবং রঘুবংশ, মেঘদূত ও ভট্টি প্রভৃতি পড়িতে আরম্ভ করেন। তের বৎসর বয়সের সময়, ঢাকা-কলেজের এক সভায় দুইটী বাঙ্গালা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, রায় বাহাদুর বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। ইহার পর কয়েক বৎসর কাল, প্রতিদিন চৌদ্দ-পনের ঘণ্টা নিয়মিতরূপে পাঠাভ্যাসে রত হন। এই সময়, ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতিতে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মে। ২২ বৎসর বয়সের সময় ইনি ঢাকা ছোট-আদালতের 'ক্লার্কের' পদে এবং ১২৮৩ সালের ফাল্গুন মাসে ৩৩ বৎসর বয়সে ঢাকা-ভাওয়াল ষ্টেটের প্রধান ম্যানেজারের পদে নির্ব্বাচিত হন। ২৬ বৎসর কাল শেষোক্ত কার্য্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, তিন বৎসর হইল, সেই কার্য্য হইতে অবসর লইতে বাধ্য হইয়াছেন। রায় বাহাদুর সুবক্তা, সুলেখক, সুপণ্ডিত এবং বিবিধ সদ্গুণাধার। বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারসী এবং ইংরেজী ও ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষায় রায় বাহাদুরের বিশেষ অধিকার। কি ইংরাজীতে কি বাঙ্গালাতে, তাঁহার বক্তৃতা যিনিই শুনিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার 'প্রভাত-চিন্তা' 'নিভৃতচিন্তা' প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গভাষার উজ্জ্বল রত্ন। স্বর্গগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ডায়মণ্ডজুবিলি জন্মোৎসব উপলক্ষে ইঁহার বহু গুণের পুরস্কার স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট হইতে ইনি 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার অনেক সঙ্গীত পূর্ব্ববঙ্গে যথার্থ আদরণীয়।

ভয়রোঁ—খয়রা।

প্রাত সময়, জাগ রে হৃদয়,
স্মর রে জগ-তারণে।
চেয়ে দেখ নিশী যায় যায় যায়,
সরোজ-বান্ধব সমুদিত প্রায়,
ঝলসিছে নব নীল-নীরদ দেখরে স্নিগ্ধগগনে॥
এই ছিল বিশ্ব নিস্তব্ধ নীরব,
নিদ্রাগত প্রাণী বিহঙ্গ মানব,
জীব-কোলাহল আগ অই শুন,
উঠিল পুন ভুবনে।
যাঁহার প্রসাদে লভিলে জীবন,
যাঁর কৃপাবলে মেলিলে নয়ন,
প্রেমমূর্ত্তি তাঁর হায় রে এখন,
হের না কেন নয়নে?
পুঞ্জীকৃত পাপ পাইবে বিনাশ,
পরিতৃপ্ত হবে আশার পিয়াস,
মনস্ত সরস প্রফুল্লমানসে,
সঁপরে তাঁর চরণে॥

কাফি—একতালা।

উর গো বাণি বীণাপাণি,
উর গো কল্প-কাননে।
উর গো বঙ্গ-বিনোদি আজ,
বীণার মধুর নিঃস্বনে॥
আছে দেহ, তাহে নাহি প্রাণ,
না চলে ধমনী, নাহি জ্ঞান,
প্রাণময়ী কর প্রাণ দান, পীযূষ-শক্তি সিঞ্চনে।
আছে আঁখি নাহি দেখি তায়,
জীবিত কিনা মৃত, হায় কি দায়,
জীবনে জীবনী দেও মাতঃ,
তাড়িত তেজ—স্ফুরণে॥

ভৈরবী—খয়রা।

পূর্ণ পরম প্রাণ-অধীশ, এস হে হৃদি-কন্দরে।
অগম্য অচিন্ত্য অন্তবিহীন,
জগজ্জনারাধ্য জগত-জীবন,
পরাৎপর প্রভু প্রেম-জলধি,প্রকাশ করুণা করে।
বিধাতা সবার স্বয়ম্ভু কারণ,
কৃপাকল্পতরু ত্রিলোক-পালন,
বিভু বিশ্বেশ্বর বিশ্বধুরন্ধর, বিরাজিত গিরিসাগরে॥
তৃষার্ত্তসাধক-চিত্তরঞ্জন,
সাধনের ধন বিপদ-ভঞ্জন,
নিত্য-নিরঞ্জন, শান্তিনিকেতন,
স্মরণে শোক দুঃখ হরে।
ওহে অবিনাশি ভব-মূলাধার,
যা কিছু সকলি প্রসাদ তোমার,
করুণার তব অজস্রধারে, দিনযামিনী নিঝরে।
পিতা তুমি মাতা দীন-শরণ,
গতি তুমি অন্তে অখিল-তারণ,
পাপবিমোচন, তাপ-বিনাশন,
বিতরে কৃপা কাতরে॥

বিভাষ—আড়াঠেকা।

তত্ত্ব কে জানে তোমার, হে জগন্নিধান।
চিন্তার অচিন্ত্য তুমি, জগতের প্রাণ॥
শক্তির মূল-নিলয়, নিখিল-ভুবনাশ্রয়,
নিরালম্ব নিরাধার, নিত্য বর্ত্তমান।
গগনে গিরিশিখরে, অতলস্পর্শ সাগরে,
সর্ব্বত্র হে বিশ্বময়, তব অধিষ্ঠান॥
পরমাদ্বৈত-কারণ, পূর্ণানন্দনিকেতন,
শান্তির অমৃতসিন্ধু, শাশ্বতকল্যাণ।
সৌভাগ্য স্বর্গ-সম্পদ, সকলি তোমার পদ,
করুণা তোমার প্রভো! কৈবল্যসোপান॥

বিভাস—আড়া ঠেকা।

নিশার স্বপন নহে, এ সৃষ্টি তাঁহার।
এক প্রেম-সূত্রে গাঁথা, নিখিল সংসার॥
তাঁর এ বিশ্ব সাম্রাজ্য, তাঁরি এই কারুকার্য্য,
অন্তর্ভূত-রূপে তিনি সর্ব্বমূলাধার।
যেমন জড়জগত, তেমনি জীব-জগত,
সর্ব্বত্র সমান সদা দৃষ্টি বিধাতার॥
যা কিছু হেরি নয়নে, বান্ধা সবাই তাঁর সনে,
সেই সত্য সনাতন, জীবন সবার।
মায়া জ্ঞান ত্যজ মন, ভুবন ভাব আপন,
তাহার স্নেহ-সম্বন্ধে, সকলি তোমার॥

ভৈরবী—যৎ।

প্রভাতি গাইছে বিপিনে পাখী,
প্রভাত-প্রমোদে ঢালিয়া প্রাণ।
পাখী যাঁর প্রেম-গুণে [illegible],
নাম গুণ গাওরে তাঁ[illegible]র।
যাঁর রূপ নিখি[illegible] ভুবন,
তাঁহার তরে মেল রে আঁখি॥

ভৈরবী—যৎ।

কাতরে করুণা কর হে নাথ।
পড়ে র'ল অধম তোমার দ্বারে।
তাপস-সম্পদ ঐ পদ, দাও মম হৃদিপঙ্কজে।
বহুদিন আছি যে আশায়,
কর নাথ সে আশা-পূরণ॥

ললিত—আড়া।

ওহে কল্পনার নিধি, জানি না তুমি কেমন।
রচনা নিরখি তব, ফিরাতে নারি নয়ন॥
কি সজনে কি বিজনে গ্রাম নগর কাননে,
বিরাজিত যথা যাই, তোমার প্রেম-আনন।
শ্যামল স্নিগ্ধ গগন, মোহন মৃগ-লাঞ্ছন,
নব-নীল কাদম্বিনী, করিছে তব কীর্ত্তন।
ঊর্দ্ধে গ্রহতারাচয়, দেয় তব পরিচয়,
গায় তোমা বনে বনে, বন-বিহঙ্গমগণ॥
শিশুর সরল হাসি, কুসুমিত রূপ-রাশি,
সাধুর হৃদয়-সুধা' সকলি তব সৃজন।
মাতার স্নেহ-মূরতি, সতীর পবিত্রপ্রীতি,
ভক্তিগীত তোমারি হে, জীব-হৃদয় রঞ্জন॥

ললিত—আড়া।

দুঃখী বলে দয়াময়, বারেক কি চাহিবে না।
কি ছিলেম কি হয়েছি, দেখেও কি দেখিবে না॥
স্নেহাস্পদ ছিল যত, কাল-বশে সবি গত,
হত মন পাপ-পথ, তথাপিও ছাড়িল না।
আয়ু বল বুদ্ধি ক্ষীণ, হইতেছে দিনদিন,
বিষয়-রস-লালসা, তথাপিও ঘুচিল না।
দশদিগ অন্ধকার, হৃদে সদা হাহাকার,
প্রবোধ কিছুতে নাথ, মনেত মম মানে না।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা।

ভবার্ণব-কর্ণধার, পার কর কাতরে।
ওহে প্রভো, কূলে বসি, কান্দি আমি দিবা নিশি
কেন্দে কণ্ঠ রুদ্ধ মোর, নাও করুণা ক'রে॥
অকূল ভব-পাথার, উপায় না দেখি আর,
গম্ভীর-তরঙ্গরবে, ভয়ে হৃদি বিদরে।
সম্বল কিছুই নাই, পরিত্রাহি ডাকি তাই,
দাও শ্রীচরণ-ভেলা, হেলায়ে যাই ত'রে॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া।

উথলে হৃদয় যার নাম গানে, রে মন।
বৃথা কি ভাব রে আর, ভুল রে ভব-সংসার,
শুন তাঁর নামগুণ, এক-মনে এক-তানে॥
অস্থিতে অস্থিতে নাম, লিখ হবে পূর্ণকাম,
শীতল হবে হৃদয়, ঐ নাম-পীযূষ-পানে॥ *

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া।

সংসার-যাতনা আর ত সহে না, প্রাণে।
যে দিকে ভ্রময়ে আঁখি, তাহাই নীরস দেখি,
বিনা সে অমৃত-ধনে, প্রাণ ত আর বাঁচে না।
হৃদে দুখ-দাবানল, নয়নে নির্ঝরে জল,
কিছুতেই দগ্ধ মন, তৃপ্তি ত আর মানে না। *

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া।

জীবনে মরণে কে আছে আমার আর।
জনম-গ্রহণ-কালে, কোলে ক'রে লয়ে ছিলে,
মরণে চরণ-দানে, নিয়ে যেয়ো ভব-পার॥
এই মিনতি করি পদে, রেখো বিপদে সম্পদে,
চির দিন রেখো দীনে, পদ-কমলে তোমার॥ *

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমায় দেও মা চরণ-তরী।
আমি অগাধ জলে ডু'বে মরি॥
সাহস ক'রে আপন জোরে,
ভব-নীরে ধর্লেম পাড়ি।
এখন তরঙ্গেতে যাই মা ভেসে,
কূল-কিনারা নাহি হেরি॥
শুনেছি মা সাধুমুখে, বিমুখ নাহি হয় ভিখারী।
আমি আকুল প্রাণে এই ভিক্ষা চাই,
তুলে লও মা কোলে করি॥

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

(আমি) রোলেম তোমার নামে পড়ে।
এখন যা কর মা কৃপা করে॥
জগতের যত পাপী, ঐ নামেতে গেছে তরে।
যাব অনায়াসে চরণ-পাশে,
আমিও ঐ নামের জোরে॥
হৃদি-ফুলের পত্রে পত্রে,
লিখ্‌ব ঐ নাম ভক্তিভরে।
আমার সকল দুঃখের শান্তি হবে,
ভবের চিন্তা যাবে দূরে॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

দীনের দিন কি এম্‌নি যাবে।
ও মা, দুঃখীর কি কেউ নাই কো ভবে?
অকূল-জলধিজলে, নিরাশ্রয়ে যাই মা ডুবে।
তুমি কৃপাময়ী নাম ধরিয়ে,
এখনও কি না হেরিবে।
সঙ্গী সাথী ছিল যারা, ত'রে তারা গেল সবে,
(মাগো) আমার ভাগ্যে এই কি ছিল,
অবশেষে এই হইবে॥

---

* যে গান গুলির শেষে তারা চিহ্ন (*) দেওয়া রহিল সে গান গুলি সর্ব্বত্রে খুব প্রচলিত।

ধনেশ্রী—চৌতাল।

হে পূর্ণমঙ্গল! হে পূর্ণমঙ্গল!
মহিমা তোমার দেব! ভাতিছে চন্দ্র সূরজে।
গগনে গিরি পাথারে, খেলই তব প্রতাপ,
মঙ্গল-নিধান তুমি, নাশ বিশ্ব অমঙ্গল ॥

বারোঁয়া—ঠুংরী।

গাও রে তাঁহার।
শীতল হইবে অঙ্গ ঘুচিবে বিকার ॥
যে নাম তাপস ঋষি, জপিতেছে অহর্নিশি,
লও সে অমৃত নাম, ত্রৈলোক্যের সার ॥

মূলতান—একতালা।

নিলেম শরণ চরণে।
একবার হের হে অধমে, কৃপা-নয়নে ॥
জননী জঠরে জননীর ন্যায়,
রেখেছিলে যবে ছিলেম জড়-প্রায়,
এই ভিক্ষা চাই, দেখা যেন পাই,
দীন-নাথ, মরণে ॥
যোগাসনে যোগী ধ্যায়িয়ে তোমায়,
যুগান্তেও তব তত্ত্ব নাহি পায়,
হায় রে কেমনে, এই পাপ মনে,
পাই তোমা মননে।
ভেবে-চিন্তে তাই করিয়াছি সার,
পড়ে রব প্রভো নামেতে তোমার,
দয়া দয়াময় হয় বা না হয়,গাব নাম বদনে ॥
কত আশা ছিল ভজিব তোমায়,
দিন মম গেল আশায় আশায়,
এখন স্মরি সেই কথা, মর্ম্মে পাই ব্যথা,
সাধ নাহি জীবনে।
সাধনা যেজন করেছে তোমার,
ভয় ভবে কিছু নাহিক তাহার,
আমার সম্বল ঐ চরণ, হে ভবতারণ,
ভবার্ণব-তরণে ॥

মুলতান—একতালা।

আর কে আছে সংসারে।
চতুর্দ্দিকে নাথ ঘোর অন্ধকার,
চিত্ত ভয়ে নাহি স্থির রহে আর,
ভীষণ হিল্লোলে পড়ে প্রাণ বলে,
রাখ প্রভো কাতরে ॥
উদ্ধার হে দীনে দীন-দয়াময়,
উদ্ধার হে আর নাহিক সময়,
তরঙ্গগর্জ্জনে, শঙ্কা পাই মনে,
ভেসে যাই ভব-পাথারে।
নরাধম বলে করিও না হেলা,
ত্বরায় মোরে দাও শ্রীচরণ-ভেলা,
পাপী ডুবে গেলে, বল কোন্ কালে,
কে ডাকিবে তোমারে।

জঙ্গলা—খয়রা।

দেব, কে জানে তোমারে?
অনাদি অনন্ত, চিন্তার অতীত,
তুলনা নাহি সংসারে ॥
ধূলিময় দেহে দিয়েছ প্রাণ,
ধূলির মনুষ্যে অচিন্ত্য জ্ঞান,
কে করিতে পারে তোমার ধ্যান,
বর্ণিতে তোমারে কে পারে?

সুরট-মল্লার—একতালা।

প্রভো কৃপা কর কুসন্তানে।
দুঃখার্ণবে আর, দেখি না নিস্তার,
যন্ত্রণা সহে না প্রাণে ॥
নিজ কর্ম্ম-দোষে, কলুষ-অনলে,
ঝাঁপ দিয়ে আমি, মরিতেছি জ্বলে,
তনু জর্জ্জরিত, প্রাণ কণ্ঠগত,
উপায় নাহি তোমা বিনে ॥
বিষ-দাব-দাহে, দহে মম মর্ম্ম,
ধর্ম্মও আমার, হা নাথ অধর্ম্ম,
পুণ্য মম পাপ, সন্তোষ সন্তাপ,
কি করিবে বুদ্ধি জ্ঞানে।
(ওহে) প্রশংসার মিথ্যা মধুর-বচনে,
তৃপ্তি কি হে প্রভো, মানে আর মনে,
হলো ছার-খার জীবন আমার,

ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইয়াছে বল,
নির্ঝরে না আর, নয়নের জল,
অশক্ত এখন, করিতে রোদন,
দয়াময় তব স্থানে।
মৃত-সঞ্জীবনী, করুণা তোমার,
জীবন্মৃত নাথ, আমি দুরাচার,
অধম-শরণ, রাখ হে জীবন,
চরণ-অমৃত-দানে ॥

সুরট-মল্লার—একতালা।

কেন কর মন বৃথা ভয়।
ভব-কর্ণধার, করিবেন উদ্ধার,
কি আছে, এতে সংশয় ॥
দূরে যায় ভয়, যাহার স্মরণে,
কি ভয় আছে রে, তাঁহার ভবনে,
করুণায় তাঁহার, নাহি নাহি পার,
জেনো রে স্থির-নিশ্চয় ॥
সূর্য্য যদি সৌর জগত হইতে,
কক্ষভ্রষ্ট হ'য়ে, পড়ে অবনীতে,
নিভে চন্দ্র তারা, চূর্ণ হয় ধরা,
চিহ্নমাত্র নাহি রয়।
তথাপিও পাখী, পাবে পরিত্রাণ,
প্রতিভূ আপনি, করুণা-নিধান,
পদ-তরিদানে, পতিত সন্তানে,
রাখিবেন প্রেমময় ॥
আশারথে সুখে, করি আরোহণ,
ক্রমে ঊর্দ্ধ মুখে, কর রে গমন,
যদি দৈব-দোষে, পড়ে যাও খ'সে,
দিবেন তিনি আশ্রয়।
জয় জগদীশ-ধ্বনি ক'রো মুখে,
বাধা বিঘ্ন নাহি, রহিবে সম্মুখে,
তাঁরি কৃপাবলে, মম অবহেলে,
লভিবে শান্তি নিলয় ॥ *

ককুভ—আড়া।

কোথা তুমি হ'লে দীনশরণ।
কোথা হে দীন-শরণ ॥
তোমার বিহনে, আঁধার জগত,
আঁধার হৃদয়, কোথা তুমি ॥
নয়নের নিধি, জীবনের জীবন,
হারাইলে তোমারে হে,
বেঁচে আর কি ফল।
তোমারি হে আমি, তুমি আমার,
দুখীর সম্বল, কোথা তুমি ॥

ককুভ—আড়া।

রাখ নাথ রাখ পদকমলে; রাখ হে পদকমলে।
গতিহীন আমি পতিত-পাবন,
রাখ হে আমারে দীন ব'লে ॥
সহেনা সহে না পাপের যাতনা,
কারে ডাকি কোথা যাব, কারে দুঃখ কব,
পাপ-নাশন তুমি, স্মরি তোমারে,
রাখহে রাখহে এ কাঙ্গালে ॥

আড়ানা বাহার—ঠেকা।

কেমনে বল মন, করিবে মোক্ষ-সাধন।
মোক্ষপথ সূক্ষ্মধর্ম্ম আত্মবিসর্জ্জন ॥
নয়নের নিঠুরতা, রসনার নীরসতা,
নীরস প্রাণের তব নিঃস্বত্ত লাঞ্ছন ॥
যেই অবসর পাও, পর-চিত্তে ক্লেশ দাও,
ভুলেও না কর কার' হৃদয়-রঞ্জন।
স্বার্থের হয়েছ দাস, পাপেই সদা পিয়াস,
জীবন তোমার হায়, পরের পীড়ন ॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

অভিমানে স্ফীত হয়ে, রে কঠিন মম মন।
ভ্রমেও না করিলে রে পরচিত্ত-বিনোদন ॥
হৃদয়ের দর্প ভরে, তুমি ঘৃণা কর যারে,
নিখিল-ভুবন-স্বামী দেন তারে আলিঙ্গন ॥

সাহানা—চিমে তেতালা।

কল্পনার স্বর্ণ পক্ষে করি আরোহণ।
নিরন্তর ভ্রম মন ভুবন কানন ॥
গভীর সাগরজলে কিংবা গিরি-শীর্ষস্থলে,
তাঁরে স্মরি যথা ইচ্ছা কর বিচরণ।
মহিমা অতুল যাঁর, যিনি বিশ্বমূলাধার,
নিরখি সর্ব্বত্র তাঁরে জুড়াবে নয়ন ॥

আলাইয়া-খাম্বাজ—একতালা।

প্রভো দয়াময়!
আমায় পার কর হে, বেলা হল অবসান।
আমার আয়ু-সূর্য্য হায়, অস্ত যায় যায়,
এখন অন্ধকার দেখে, ভয়ে কাঁপে প্রাণ॥
(পাপে) তাপে কলেবর, হয়েছে জর্জ্জর,
যাতনা ত আর সহে না নাথ;
আমি আশান্বিত হ'য়ে, আছি পথ চেয়ে,
আমায় কৃপা ক'রে ত্বরায় কর পরিত্রাণ॥ *

কল্যাণ—খয়রা।

দিলেম তোমার নামে সাঁতার।
কর বা না কর অধমে পার॥
তব নামে হায়, যদি প্রাণ যায়,
হেলায় তরিব ভবপাথার॥
দয়াময় দয়াময় দয়াময় ব'লে,
অতল অকূল জলে ডুবিলে;—
ভাসিয়া উঠিব পুন তব কোলে,
রবে না রবে না দুখ আমার॥

কল্যাণ—খয়রা।

তোমার করুণা করি স্মরণ।
স্পন্দহীন হয় হৃদয় মন।
নিরাশ্রয় ব'লে, কোলে লয় তু'লে,
ত্রিভুবনে আর নাহি এমন॥
তোমা হ'তে নাথ এ দেহ প্রাণ,
তোমা হ'তে সবি কৃপা-নিধান;
ভুলেছি তোমারে অবোধ সন্তান,
ভুলিতে পার না তুমি কখন॥

মনোহরসাহী—লোফা।

কার কাছে যাব বল, ওহে অনাথশরণ!
আমার আর কেহ নাই,
এ সংসারে, জীবনের জীবন॥
কোথায় যাব, তোমায় ছেড়ে, করিব গমন।
ওহে মর্ম্মব্যথা, কে বুঝিবে, কে আছে এমন॥
দুঃখীর সম্বল নাথ, তোমার ঐ চরণ।
[illegible]॥

কৃপার নিধান তুমি, করেছি শ্রবণ।
একবার কৃপা ক'রে, চাও হে ফিরে, অধম-তারণ॥

পূরবী—আড়া।

বিভাবরী বিরাজিছে উন্মীলি তারানয়ন।
চারু চন্দ্রাধরে যেন হাসিছে মধুরানন॥
অযুত চন্দ্রের জ্যোতি, লাজই যাঁহার ভাতি,
সৌন্দর্য্য-সলিলে তাঁর, ভাস রে আমার মন॥

পূরবী—ঠেকা।

সবে মিলে সম-স্বরে ডাক সেই পরাৎপরে।
ডাক তাঁরে ত্রাহি ব'লে, ডাক তাঁরে প্রাণ-ভরে॥
সুখ-সন্ধ্যাসমাগমে, ডোব মন সেই নামে,
বাজিছে যে নাম-ধ্বনি, গগনে গিরিকন্দরে।
সবে মিলে প্রাণ খুলে, ভজ রে ভক্তবৎসলে,
ভজনা হইছে যাঁর, নিখিল বিশ্বমন্দিরে॥

পূরবী—আড়া।

এস হে হৃদয়ে নাথ, এস দাসে দয়া ক'রে।
ডাকে তোমায় দীন দুঃখী, হরি হে কাতর-স্বরে॥
গাভীর প্রার্থনাধ্বনি, প্রভো চতুর্দ্দিকে শুনি,
পাষাণ-হৃদয় মোর, আকুল তোমার তরে॥

গৌরী—তেতালা।

কে নিবারে দীনের দুঃখ ভব-সংসারে।
বিনা সেই কাঙ্গাল-শরণ দয়াল,
অসময়ে দুঃখীরে কে আর নিস্তারে।
রোগ শোক সন্তাপে পাতক-বিপাকে,
বিনা দীনতারণ কে আর আছে হে॥

গৌরী—তেতালা।

অবসান হল দিন দেখ রে নয়নে।
তমোজালে ঘেরিল জীবন-গগনে,
ত্বরা করি ডাক রে অধম-তারণে॥
যিনি এক বান্ধব জীবনে মরণে,
সব স'পে দাও রে তাঁহার চরণে॥

গৌরী—তেতালা।

সঁপিলাম প্রাণ মন সকলি তোমাতে।
তপ জপ সাধন কিছুই জানি না,
জানি মাত্র পাপীর ভরসা চরণ ॥
নিজ গুণে তার ভজন-বিহীন,
কৃপা তব গাইবে নিখিল সংসার ॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

লুকালে কোথায় তুমি করুণানিলয়।
বারেক দর্শন-দানে জুড়াও হৃদয় ॥
প্রভো কি বলিব আমি, প্রাণাধিক ধন তুমি,
দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ, ওহে দয়াময় ॥
হায় কি হল আমার, কেন হেরি অন্ধকার,
দেখিতে পাই না তোমা, তুমি বিশ্বময়।
শ্রীচরণ বিনে মম, জীবন মরণ সম,
পাইলে তোমারে আর, মৃত্যুতে কি ভয় ॥

বাগেশ্রী—আড়া।

হায় রে তারকাজালে শ্যামল গগন।
কি মনোমোহিনী শোভা ক'রেছে ধারণ ॥
চারু চন্দ্রাতপে যেন, ঝলসিছে পুনঃপুনঃ,
কাঞ্চন-চূর্ণ-মণ্ডিত হীরা-অগণন ॥
ক্ষণে ক্ষণে নিভে যায়, ক্ষণে ফিরে দীপ্তি পায়,
নিরখি ফিরাতে আর না পারি নয়ন।
কল্পনা এমন যাঁর, তত্ত্ব কোথা পাব তাঁর,
জানি না দেখিলে তাঁরে কি করিত মন ॥*

বেহাগ—ঠেকা।

সাধ হয় চলে যাই নিবিড় কাননে।
কিংবা পড়ে থাকি কোন তটিনীপুলিনে ॥
মনুষ্যের সহবাসে, মন নাহি তৃপ্তি বাসে,
বাসনা করিগে বাস, তরু লতা সনে ॥
কঠোর-কলহ-রবে, শ্রুতি না পীড়িত হবে,
হৃদয়ে না ব্যথা পাবে, নিন্দার দংশনে।
ফল মূল আহারিব, দূর্ব্বাদলে প'ড়ে রব,
মজাইব মন-সুখে, বিহঙ্গমগণে ॥
প্রকৃতি সঙ্গিনী হবে, কোন চিন্তা না রহিবে,
নিরখিব চিত্ত-পাখী, নির্জ্জন কাননে।

গাব হরিনাম-গান, নামে জুড়াইব প্রাণ,
পাসরিব শোক-দুঃখ, তাঁহার মিলনে ॥ *

বেহাগ—আড়া।

গভীর নিশীথে কেন জাগিলি রে মন।
কেন এত আকুলিত এত উচাটন ॥
জননী নিদ্রার কোলে, দেহ মন সঁপেছিলে,
অকস্মাৎ কি ভাবিলে, মেলিলে নয়ন ॥
চেয়ে দেখ জগজ্জন, মৃত-প্রায় অচেতন,
প্রকৃতিও সমাহিত, নাহিক স্পন্দন।
জীবন-তরঙ্গ-রব, গাঢ় নিস্তম্ভিত সব,
জাগ্রত জগত-পুরে, মাত্র একজন ॥
যদি তাঁর কৃপাবলে, ঈদৃশ গম্ভীর কালে,
যোগিজন-স্পৃহণীয় পাইলে চেতন।
ডুব তাঁর ধ্যানে মন, স্থাপ হৃদি শ্রীচরণ,
জগন্ময়ে জপি চিত্তে জুড়াও জীবন ॥

ভৈরোঁ—খয়রা।

তার হে দীন-বন্ধু দয়াল তাপিত জন-তারণ।
এই যে দেখিছি সুরম্য ভুবন,
কিছুই ইহার নহে পুরাতন,
ইচ্ছা তব হল, ফুটিল বিশ্ব,
জয় দেব ভব-কারণ।
তোমার রচনা নিরখি নয়ন,
সুখের সলিলে করে সন্তরণ,
আদি কবি তুমি, অনাদি নাথ,
জয় দেব জগ-জীবন ॥
নিশীতে দিবসে তোমার গুণ,
গায় চন্দ্র তারা তপন পবন,
গায় হে তোমারে জলদজাল,
জয় দেব দুখ-নাশন।
তরাইতে পাপী বিনা শ্রীচরণ,
কি আছে হে আর হে ভয় হরণ,
ডুবে পাপার্ণবে ডাকি হে তোমা,
জয় দেব জীব-পাবন ॥ *

বিভাস—আড়া।

আহা! কি [illegible] ভাব নিরখি [illegible]
প্রকৃতির মূর্ত্তি দেখে [illegible] ॥

সুধাংশুবদনা নিশি, হাসিছে বিরস হাসি,
নিভু-নিভু জ্বলে তারা, বিবর্ণ লজ্জায়।
জাগে না ক এক প্রাণী, চেতনাহীন অবনী,
নীরব বিহঙ্গকণ্ঠ, নিদ্রিত কুলায়॥
নিবাত-দীপের মত, স্তম্ভিত হেরি জগত,
জানি না দুঃখ দুর্ভাগ্য গিয়েছে কোথায়।
চিন্তার হিল্লোলে চিত, নাহি হয় বিলোড়িত,
আপনা হইতে মন, তাঁর প্রতি ধায়॥ *

বিভাষ—আড়া।
শোকে কেন হা রে জ্বলিছ হৃদয়।
বল কে পান্থনিবাসে চির-দিন রয়॥
যে পথে গিয়েছে সবে, তুমিও সে পথে যাবে,
ভবের এ লীলা তব, নিত্যস্থায়ী নয়।
সম্মুখে অনন্ত কাল, কাণ্ডারী দীন-দয়াল,
জেনো সকলেরই এক চরম-নিলয়॥
তাঁর পানে চেয়ে থাক, নিরন্তর তাঁরে ডাক,
এক মনে কর তাঁর চরণ আশ্রয়।
এ দাহ এই যন্ত্রণা, রহিবে না রহিবেনা,
পাইবে সবারে পুন, ক'র না সংশয়॥ *

ভৈরবী—যৎ।
কৃপানিধি দীন কি পাবে না চরণ।
ওহে তোমার দ্বারে প'ড়ে,
কাঙ্গাল ডাকে ঐ নাম ধ'রে,
দাও হে দেখা কৃপা ক'রে, অধম-শরণ॥*

ভৈরবী—ঢিমে-যৎ।
দীন-নাথ হে কত আর ডাকিব তোমায়
পাপানলে শোকানলে, নিশি দিন হৃদি জ্বলে,
দাও প্রভো পদামৃত, মরি পিপাসায়॥*

আড়ানা-বাহার—আড়া।
কেন রে মূঢ় মন, মোহেতে হ'য়ে মগন।
পাসরিলে ভবের সে বিপদ-ভঞ্জন॥
মায়া-মদ করি পান, ভুলে গন্তব্য স্থান,
পান্থবাসে ক্রীড়া-রসে, কাঁটালে জীবন॥
সম্মুখে দেখ পাথার, অতল-স্পর্শ অপার,
ভাবিলে না একবার, যেতে হবে তার পার।
ধূলো খেলা নিয়ে কাল, করিলে কর্ত্তন।

ভূপালী—একতালা।
ডাকরে বিঘ্নবিনাশনে সবে।
গগন নিনাদি, গাইছে যাঁহারে,
বারিদ গম্ভীর রবে।
গাও রে তাঁহারে রবে না সন্তাপ,
আপদ ভয় পলাইবে॥
সুন্দর তেমন সংসার-মাঝারে
নাহি ছিল নাহি হবে।
ডাকরে তাঁহারে, হইবে নির্ভয়,
শোক দুখ নাহি রবে॥

আড়ানা-বাহার—আড়া।
খেলায় দিন যায়, দুঃখ কহিব কাহায়।
হারালি রে হত মন, তাঁহারে হেলায়॥
ঘোর-বিষয়ীর মত, রয়েছ বিষয়ে রত,
বল না কি কিনিলে রে, ভবের মেলায়॥
রে মন জীবন-রবি, ঐ দেখ মলিনচ্ছবি,
করিবার যাহা আছে কর এ বেলায়।
পারে যদি যেতে চাও, ক্রীড়াবস্তু ফেলে দাও,
ভক্তি লয়ে ত্বরা উঠ, চরণ-ভেলায়॥

বারোঁয়া—কাওয়ালী।
হেরি সবই অন্ধকার।
ঘোর পিপাসা, না পুরিল আশা,
হৃদয় দহিছে আমার।
তোমা বিহনে, না রহে জীবন,
প্রাণে সদা হাহাকার॥

ধানশ্রী—চৌতাল।
হে ভব-তারণ, হে ভবতারণ!
অধমে কৃপাদানে, তার হে ভবার্ণবে।
আতঙ্কে অস্থির হয়ে,
ডাকি তোমায় উভরায়ে,
দেখা দাও হে নিরাশ্রয়ে,
আমায় পারে নিতে হবে॥

ললিত—আড়া।

জগত-মোহিনী উষা আগত অবনীতলে।
নয়ন মেলরে মন জয় জগদীশ ব'লে॥
যাঁর স্নেহ-ময় কোলে নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে ছিলে
প্রসারণ কর পদ, নমি তাঁর পদ-তলে॥
কবি-জন-মনোহরা, সুন্দর শ্যামল ধরা,
দিতেছে অঞ্জলি দেখ, অশ্রু-সিক্ত-ফুলদলে।
জড়তা ত্যজরে মন, শীঘ্র হও সচেতন,
নাম-জয় ধ্বনি শুন, বাজিতেছে জলে স্থলে॥*

সিন্ধুভৈরবী—আড়া।

নয়নে নয়নে রাখিব তোমারে,—হে নাথ!
শত-চন্দ্রজ্যোতি জিনি, তোমার ঐ পাদুখানি,
স্থাপিয়ে হৃদি-পঙ্কজে, ধোয়াব নয়ন-নীরে।
ইচ্ছা হয় তব তরে, ভ্রমি দেশ-দেশান্তরে,
তোমার সমান আর, কে আছে বল সংসারে॥*

সিন্ধুভৈরবী—আড়া।

হারায়ে তোমারে কি লয়ে রহিব?—হে নাথ!
অকূল ভব-পাথারে, কে রাখে বল দুঃখীরে,
কে আছে কাহার কাছে, মর্ম্মদুঃখ নিবেদিব?
যে দাহনে দহে মন, অন্তর্যামী তুমি জান,
স্মরিতে বিদরে বুক, বল আর কি কহিব॥

মূলতান—একতালা।

আর সহে না প্রাণে।
আমি বাঁচি না হে, আর করুণা বিনে॥
এই দুঃখে নাথ জ্বলি অনুক্ষণ,
কিছুতেই বশ না হইল মন,
(এখন) আপনার গুণে,কৃপাবিতরণে,
রাখ প্রভো সন্তানে।
(আমার) যত চেষ্টা সব হয়েছে বিফল,
সাহস ভরসা গিয়াছে সকল,
(তুমি) গতিহীন ব'লে, একবার নয়ন তুলে,
হের নাথ এ দীনে।
দোহাই তোমার হে পাপ-নাশন,
পাপ-ব্যাধি মম কর বিনাশন,
(আমার) মন প্রাণ যেন, রহে চিরদিন,
বাঁধা তব চরণে॥

মনোহরসাহী—লোফা।

হারালেম তোমায় হরি, আমি হায় কি তৃষায়।
আমি খুয়ালেম অমূল্য নিধি, হায় কি খেলায়॥
নয়ন থাকিতে আমি হলেম, অন্ধপ্রায়।
প্রভো! তোমারি বিশ্বমন্দিরে, দেখি না তোমায়
আমি আপনি কুঠার দিলেম, আপনার পায়।
এখন তোমা বিনে দয়াময় কি আছে উপায়॥
আমি জীর্ণ শীর্ণ হলেম ওহে, পাপের জ্বালায়।
(একবার) দাও হে দেখা,
দীন-সখা, [illegible]নলে প্রাণ যায়॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

এ বিশ্ব সংসারমাঝে কে আছে তব সমান।
করুণা অতুল তব, ওহে করুণা-নিধান॥
সম্পদ বুদ্ধি বৈভব, স্ত্রীপুত্র বন্ধু বান্ধব,
যা কিছু আমার আছে, সকলি তোমার দান॥
তোমা হতে প্রাণ মন, তোমারি অন্নে পালন।
তবু তোমায় ভু'লে আছি, হায় আমি কি পাষাণ

বাগেশ্রী—আড়া।

হা কীর্ত্তি মৃদুভাষিণি, কি ভুলে ভুলালে।
কি ছলনা খেলাইয়ে বিপদে আনিলে॥
নিষ্ঠুর ব্যাধের মত, বিস্তারি বাগুরাশত,
মোহিয়ে মধুর রবে, বিপাকে ফেলিলে॥
কারে আর দোষ দিব, কোথা দুঃখ প্রকাশিব,
ফলিল সকলি মম নিজ কর্ম্মফলে॥
দুর্ভাগ্য জীবন তার, ভেদ-জ্ঞান নাহি যার,
জনম-অন্ধের মত অমৃত-গরলে॥

ককুভ—আড়া।

স্মর মন স্মর ভয়-হরণে, স্মররে ভয়-হরণে।
প্রেম-পূর্ণচিতে, দিবসে নিশিতে,
জীবন-শরণে স্মর মন।
যাঁহার স্মরণে, চির শান্তি পাবে,
পাপ শোক দূরে যাবে, যাবে মৃত্যুভয়;
একি ভ্রান্তি তব, পাসর তাঁহারে,
সকল সময়ে স্মর তাঁরে॥

ঝিঁঝিট—খয়রা।

ওহে কাতরশরণ।
কলুষ-নাশন, করুণার সিন্ধু, জগত-জন জীবন ॥
সংসার-যাতনা সহে না আর,
চিত সদা বহে পাপের ভার,
শরণ হে নাথ লইব কার,
কর মম দুখ মোচন ॥

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

হা রে, ডুবিল সংসার।
ত্যজে শান্তিরসামৃত বিসংবাদ সার ॥
যাঁর শ্রীপদ-চিন্তন, ঘুচাবে ভব-বন্ধন,
রে জীব, কলহ কেন, নিয়ে নাম তাঁর ॥

যোগিয়া—ঝাঁপতাল।

করুণার নিধি, করুণা ক'রে,
চরণ-ছায়া দিয়ে, রাখ দীনে।
দুখ-দাহন প্রভো, আর নাহি সহে,
জ্বলি দিন-যামিনী, মন-আগুনে।
অপার কৃপা তব, ভিখারী আমি,
তাপ নিবার, কৃপাবারিদানে ॥
এস হে দয়াময়, ডাকিছি প্রাণভরে,
এস হেরি এ পাপ-নয়নে।
ভব-ভয়-নাশন তুমি,
বিপদে কে তারে, প্রভো, তোমা বিনে ॥ *

ললিত—আড়া।

কোথা গেলে পাব তাঁরে, তাই সদা ভাবি মনে।
কে আমারে দেখাইবে, সেই প্রাণাধিক ধনে ॥
দেহ মন ধন প্রাণ, সকলি যাঁহার দান,
বল প্রাণ রহে কিসে, সেই প্রাণ-সখা বিনে।
যাঁর পদ লভিবারে, কত কষ্ট করে নরে,
বিসর্জন করে দেহ, প্রজ্বলিত হুতাশনে।
হায় কি পাষাণ হয়ে, ভুলেছি সে দয়াময়ে,
ইচ্ছা হয় তাঁর তরে, ভ্রমি এবে বনে বনে ॥ *

ললিত—আড়া।

দয়াময় দয়াময় বল রে নিশি দিবসে।
দয়াময় এই নাম জপরে সদা মানসে ॥
ত্রিলোকে এমন ধন, মিলিবে না রে কখন,
মগন হও রে মন, নাম-সুধাসিন্ধুরসে ॥
অরুণ-উদয়-কালে, ডেকো দয়াময় ব'লে,
দূরে যাবে ভয় বিঘ্ন, ছোবে না কলুষ-বিষে।
গভীর নিশীথে পুন, নিয়ো অই নাম মন,
শীতল হইবে তনু, নাম-অমৃত পরশে ॥

ভৈরবী—যৎ।

প্রভো কোথা হে, পাইব তুলনা তোমার।
তোমা বিনে হেরি নাথ, সকলি আঁধার ॥
পাপী ব'লে ঘৃণা ক'রে, ত্রিজগত ত্যজে যারে,
কোলে নিয়ে তুমি তারে, কর ভবে পার।
কেহই নাহি যাহার, তুমিই সর্ব্বস্ব তার,
তাই দীন-বন্ধু নাম, গাইছে সংসার ॥

গাড়া-ভৈরবী—ঠুংরী।

দুঃখীর কে আর আছে,
ওহে দুঃখীর কে আর আছে।
তোমায় ছেড়ে যাব কার কাছে ॥
অশেষ পাপে পাপী, সতত ভয়ে কাঁপি,
চরমে চরণ ভুলি হে পাছে ॥
জীবনে তুমি পাতা, মরণে তুমি ত্রাতা,
তোমারে হারালে সকলি মিছে ॥

কল্যাণ—খয়রা।

হৃদয়ে শ্রীহরি জপরে মন।
দেহে যত দিন রহে জীবন ॥
নাম-সুধারস, করিলে পরশ,
নির্ব্বাণ হইবে চিত-দাহন ॥
এই যে দেখিছি করি হাহাকার,
ভ্রমেতে ভ্রমিছ নিখিল সংসার,
না রবে এ ভাব, পূর্ণ হবে প্রাণ,
হইলে তাঁহার প্রেমে মগন ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

কি আর বলিব, বলিবার কি আছে প্রভো।
হৃদে যত দুখ যত, সবই তোমাতে বিদিত,
অস্থির সতত প্রাণ, ভুলি হে তোমারে পাছে ॥
প্রার্থনা কিছুই নাহি, এই এক ভিক্ষা চাহি,
পদ-প্রান্তে স্থান-দানে, রেখো দাসে তব কাছে ॥

গৌরী—তেতালা।

একি হেরি ভয়ানক ভব-পাথার।
অবিরাম-নিঃস্বনে, খেলিছে হিল্লোল,
গর গর গর্জ্জনে, চমকিছে প্রাণ।
পারে নিতে কাণ্ডারী, করুণানিধান;
সবে তাঁরে ডাক রে, হৃদয় ভরিয়ে॥

আলেয়া—আড়া।

কি ব'লে তোমারে আমি করিব স্মরণ।
কত শত বার তোমায় করেছি হেলন॥
ভক্তিপথে সদা রব, ভক্তিব্রত আচরিব,
পুনঃপুনঃ মনে এই, করেছি মনন।
কিন্তু নাথ অন্তর্যামী, সকলি জান হে তুমি,
জান কত বার মম, হয়েছে পতন॥
প্রভো তব নাম নিলে, শুনেছি পাষাণ গলে
হায় আর্দ্র নাহি হয়, এ পাপ-নয়ন।
কি আমি বলিব আর, হবে যা ইচ্ছা তোমার,
এই ক'রো যেন নাহি হারাই চরণ॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

কি ভুলে মন র'লে ভুইলে।
কেন পরাৎপরে পাসরিলে॥
যাহা হতে রে পাষাণ, সর্ব্বস্ব তব লভিলে।
বল কোন্ প্রাণে রে, তাঁহায় ছেড়ে,
মায়ার নীরে মগ্ন হলে॥
চক্ষু পেলে যাঁহা হতে, চখে তাঁরে না দেখিলে।
(তোরে) যে দিল জ্ঞান, তাঁয় তৃণ-জ্ঞান,
এমন অজ্ঞান কোথায় মিলে॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

বৃথা জন্ম নিলেম ভবে।
তরী ডুবাইলেম পাপার্ণবে॥
ভেবেছিলেম এই ভাবে, ভোগে সুখে দিন যাবে,
হায় না চিন্তিলেম, না বুঝিলেম,
কিছুই ইহার নাহি রবে॥
ভুলিলেম ইষ্ট নাম, প্রশংসার কল-রবে।
বল পরিণামে, এই সুনামে,
এই কীর্ত্তিতে কি হইবে॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা।

প্রভাতী আরতি তাঁর, কর মনোমন্দিরে।
জাগরিত ত্রিভুবন, জাগ্রত হের তপন,
জাগ রে পৃথিবীবাসী, ত্যজ নিদ্রা,—জাগ রে॥
জ্বাল রে প্রজ্ঞার দীপ, জ্বালাও প্রীতির ধূপ,
গাঁথ রে ভক্তির হার, তাঁর অর্চ্চনা তরে।
জয় দয়াময় ব'লে, ভাসিয়ে নয়ন-জলে,
বাজায়ে চিত্তমুরজ, তাঁর নাম গাও রে॥

বেহাগ—আড়া।

রে শশাঙ্ক, মনোহর বল না আমায়।
এমন মোহন রূপ পাইলে কোথায়?
হাসি না অমৃতরাশি, হাসিছ কি চারু হাসি,
ভাসিছ আনন্দ-নীরে, দেখে প্রাণ জুড়ায়॥
সুখী দুঃখী ধরাতলে, নিদ্রায় পড়েছে ঢ'লে,
জাগিছ গগনে তুমি, প্রহরীর ন্যায়।
তৃষিত-হৃদয় আমি, দেখাও আমারে তুমি,
এ রুচির রূপ-রাশি যে দিল তোমায়॥

জংলা—খয়রা।

কোথা পাতক-হরণ।
এসেছে হে পাপী, শুনে তব নাম.
ভরসা তব চরণ॥
সম্বল দয়াল, দয়া তোমার,
তোমা বিনা ভবে নাহি নিস্তার,
বিনামূল্যে দীনে কর হে পার,
রবে কীর্ত্তি জুড়ি ভুবন॥

ভৈরবী—যৎ।

নাথ, কি দিব বল হে চরণে তোমার।
দীন দুঃখী পাপী আমি, কি আছে আমার॥
না জানি অর্চ্চনা স্তুতি, নাহিক তোমাতে মতি,
হৃদয়ে কিছুই নাহি, দিতে উপহার।
দয়ার পরশে গ'লে, কান্দি দয়াময় ব'লে,
এস হে দয়ার নিধি, হর দুঃখ-ভার॥

কল্যাণ—খয়রা।

হায় রে কেমনে ভুলিয়ে তাঁরে।
ডুবিয়ে রয়েছি ভব-সংসারে॥

হায় আঁখি যবে, নিমীলিত হবে,
ডাকিব তখন বল কাহারে॥
অনলে এ দেহ করিয়ে দাহন,
নিজ-বাসে সবে করিবে গমন,
সেই শেষ-ভয়ঙ্কর-কালে মন,
বল কে শরণ দিবে তোমারে॥

গাড়া-ভৈরবী—ঠুংরী।

আমায় নিস্তার হে, প্রভো আমায় নিস্তার হে,
আমার কেহ নাহি এ সংসারে।
সন্তাপে দেহ মন, দহিছে নিশি দিন,
হৃদয়ে-ধৈরয আর না ধরে।
ত্রিলোকে তোমা বিনে, কে রাখে দুঃখী দীনে,
তাই হে, বিপদে ডাকি তোমারে॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

(আমার) আশায় আশায় জনম গেল।
(মনের) মর্ম্মদুঃখ না ঘুচিল॥
হৃদয়ের খেদানল, কিছুতেই না নিভিল।
হায়, কিছুতেই চিত্তবৃত্তি পরিতৃপ্তি না পাইল॥
গেল দিন অনুদিন, ক্রমে সন্নিহিত হল।
আশার আয়ুবল ফুরাইল, আশার তৃষা না পুরিল।

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

যাচে ভিখারী প্রভো, তোমার চরণ।
নিষ্পাপ হইবে তনু করিয়ে স্পর্শন॥
হব ভব-দুঃখে পার, ঘুচিবে মন-আঁধার,
নির্ম্মল হইবে আঁখি ক'রে নিরীক্ষণ॥

বিভাষ—আড়া।

কেমনে তোমারে নাথ, করিব অর্চ্চন।
ত্রিভুবন-স্বামী তুমি, আমি অকিঞ্চন॥
না ছিল বিশ্ব যখন, চন্দ্র তারকা তপন,
সেই কাল হ'তে তুমি, অনাদি কারণ।
তুমি অনন্ত অপার, আমি পিত্ত কফাকার,
আমি কীট, তুমি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন॥
কিরূপে তোমার ধ্যান, করিব আমি অজ্ঞান,
কি জানি তোমায় জানি ওহে নিরঞ্জন।
এই আকিঞ্চন মোর, অতুল কৃপা তোমার,
[illegible]॥

বাগেশ্রী—আড়া।

ভাল করিলে না মন, ভুলিয়ে তাঁহারে।
ভেবে দেখ ভব-ভয়, কে আর নিবারে॥
দুর্দ্দিন দুঃখ-বিপাকে, বলরে ডাকিবে কাকে,
অগতির তিনি বিনা, গতি কি আছেরে॥
পিপাসায় হারে মন, শুখাবে কণ্ঠ যখন,
কে দিবে শান্তির সুধা, তখন তোমারে।
হারালে তাঁহার পদ, কি আর সুখ-সম্পদ,
ছায়াতরু আর নাহি, সংসার-কান্তারে॥

বাগেশ্রী—আড়া।

বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভো, দারিদ্র্যভঞ্জন।
ভিখারীর মনোবাঞ্ছা, কর হে পূরণ॥
মনে বহু আশা করে, এসেছি তোমার দ্বারে
ফিরে যেতে হলে আর রবে না জীবন॥
অতুল তব ভাণ্ডার, পালিছ কোটি সংসার,
কি চাব কি জানি আমি, দীন অকিঞ্চন।
হৃদে এই মাত্র সাধ, হর চিত্ত-অবসাদ,
নয়ন ভরিয়ে হেরি যুগল-চরণ॥

আলাইয়া ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

আমি বৃথা আমার এ জীবন কাটালেম।
আগে নাহি ভাবিলেম॥
আমি আঁখি সত্বে অন্ধ হ'য়ে,
দেখিয়াও না দেখিয়ে,
মণি-লোভে ফণি-শির ধরিলেম॥
যাহা হ'তে এ দেহ এ মনঃপ্রাণ,
কৃপায় যাঁহার হায়, বল বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান
সকলি যাঁহার করুণার দান,
অন্তে যাঁর পদ-প্রান্তে চির স্থান,
আমি পাষাণে বান্ধিয়ে হিয়ে,
তাঁর পানে না চাহিয়ে,
নিজ দোষে মায়ারসে ডুবিলেম॥
হবে বলে আশা ছিল সাধনা,
বিষয়-বিপাকে প'ড়ে সে আশা পুরিল না,
মনেই রহিল মনের বাসনা,
সার হল সংসারের যাতনা,
আমি কি করিলেম কি হইল,
অবশেষে এই ঘটিল,
সুধা বলে গরল তুলে খাইলেম॥ *

আলাইয়া-ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ওহে এ দীনে কি দীন-বন্ধু ভুলিলে ?
আমার আর কে আছে,—
আমি আশাহত হয়ে ধ'রে,
আছি তোমার দ্বারে প'ড়ে,
বল কোথা যাই তুমি ত্যজিলে।
জনম হইতে আমি নিরাশ্রয়,
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সেই দিক্ শূন্যময়,
কে আমায় আমার বলে তু'লে লয়,
কার মুখ পানে চাব দয়াময়,
আমার বল কি সম্বল আছে, দাঁড়াইব কার কাছে,
(আমায়) কে রাখিবে তুমি নাহি রাখিলে ॥
হৃদয়ের জ্বালা আর ত সহে না,
যাতনায় বুঝি হায়, দেহে প্রাণ রহে না,—
নয়নের ধারা আর ধরে না,
কেমনে জানাব দুঃখ জানি না,—
আমি এই মাত্র জানি সার, দুর্গতি না রহে কার,
দুঃখার্ণবে প'ড়ে তোমায় ডাকিলে ॥ *

প্রসাদী সুর—একতালা।

কেন রে মন এমন হলে।
(ওরে) অমন ধন কি অমনি মিলে ॥
যুগে যুগে যোগী ঋষি, মগ্ন রয়ে ধ্যান-সলিলে,
যাঁর না পায় অন্ত, করি প্রাণান্ত,
তায় পাবে কি অবহেলে ॥
মুক্তি যদি চাও রে মন,
ঝাঁপ দেও তবে ভক্তিজলে,
মায়ের চরণ-ভেলা ধরে বস,
ত'রে যাবে অবহেলে ॥

বেলোয়ার—আড়া।

ভব-ভয়-নাশনে ডাক রে, ডাক ত্রাহি রবে।
দুঃখ-যন্ত্রণা, আর রবে না, আনন্দে ভাসিবে ॥
বিঘ্ন বিপাক, শোক পাতক, সকলি পলাবে ॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

মা তোমার মহিমার, সীমা কে দেখেছে বল।
পাষাণে কুসুম ফুটে, পেলে তব কৃপাজল ॥
যাগ যজ্ঞ তপোবল, সকলি হয় বিফল,
কৈবল্য কেবল মাতঃ, শ্রীপদকমল ॥

বেহাগ—আড়া।

অগতির গতি তুমি রহিলে কোথায়।
ভিক্ষুক দ্বারে, তৃষ্ণায় মরে, কর হে উপায় ॥
পাপ-বিষে কলেবর, হয়ে আছে জর জর,
দাও প্রভো, পড়ে থাকি, চরণ-ছায়ায় ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

হে বিশ্বকারণ বিভো, নিরাকার নিরঞ্জন।
বাসনা মানসে তোমায় ক্ষণেক করি মনন ॥
অচিন্ত্যপ্রকৃতি তুমি, পৃথিবীর ধূলি আমি,
অত ঊর্দ্ধে হা কেমনে করিব হে আরোহণ।
করিতে তোমার ধ্যান, অবসন্ন হয় জ্ঞান,
প্রকাশ হৃদয়ে নাথ, হৃদয়-দুঃখ-ভঞ্জন ॥

পূরবী—আড়া।

দিবসের অবসানে, নিরঞ্জনে স্মর মন।
যাঁর নিখিল ভুবন, লীলাময় বিবর্ত্তন ॥
শক্তি যাঁর বজ্র ঘোষে, প্রীতি কুসুম বিকাশে,
ভক্তি-পাশে কর তাঁর, চরণ বন্ধন।
মন করি নিরমল, ডাক হে ভক্তবৎসল,
ভক্তির অধীন হরি, অব্যর্থ বচন ॥

মূলতান—একতালা।

পাপে তনু জলে যায়।
আমার কি হইবে গতি বল হে আমায় ॥
পতিত-পাবন তুমি দয়াময়,
পাপী বলে প্রভো দাও পদাশ্রয়,
অনুতাপ-বিষে, বল আর কিসে,
এ পাতকী ত্রাণ পায় ॥
হৃদয়ের বল হইয়াছে ক্ষীণ,
পাপে পাপে অস্থি হ'য়েছে মলিন,
সন্তাপে জর্জ্জর, ভেদিছে পঞ্জর,
খেদে প্রাণ বাহিরায়।
হা হতোস্মি করি চারি দিকে চাই,
শান্তি ওহে নাথ কোথাও না পাই,
প্রীতি কীর্ত্তি নাম, কিছুতেই মম,
চিত্ত আর না জুড়ায় ॥

অখিল সংসার হেরি অন্ধকার,
সখা সঙ্গী কেহ নাহিক আমার,
(আমার) হয়েছে এ দশা, হে ভব-ভরসা,
হারাইয়ে হে তোমায়।
প্রাণভরে তাই করি হে প্রার্থনা,
অন্তিম মুহূর্ত্তে এ দীনে ভুলোনা,
হইয়ে কাণ্ডারী, দিয়ে চরণ-তরী,
পারে নিয়ো করুণাময় ॥*

জংলা-বেহাগ—ঠুংরী।

কাহারে ডাকি বিপদে, হে দীন-সখা।
কাহারে হে ডাকিব, কে রাখে কাতরে,
কহ না আমায়, হে নাথ দীন-সখা ॥

টৌরী—আড়া।

একাগ্র মনে, জীবনের জীবনে,
জপ রে জীব অন্তরে।
*তাঁহার করুণা, ভুলো না ভুলো না,
ভুলো না রে করুণাসাগরে।
দেহ মন প্রাণ, বল বুদ্ধি জ্ঞান,
তাঁর পদ-সরোজে সঁপরে ॥

মনোহরসাহী—লোভা।

আজ হ'তে, তোমার হাতে,
আমি সঁপিলাম আমায়।
ওহে দেখো যেন, দীন দুঃখী, প্রাণে রক্ষা পায় ॥
(আমার) নিশিদিন, বিষ-দাহে, সম-ভাবে যায়।
(বল) এ আগুন, তোমা বিনে, কে আর নিভায়॥
ওহে অন্তর্যামী, কি আর আমি, জানাব তোমায়।
(তুমি) দেখিতেছ, কৃপানিধি, আছি যে দশায় ॥
(আমায়) এই মিনতি, অন্তে রেখ, চরণ-ছায়ায়।
তোমায় দেখিতে, দেখিতে যেন, প্রাণ বাহিরায় ॥*

সিন্ধু-বিভাষ—আড়া।

আশ্চর্য্য কবিত্ব তোমার, ওহে জগত-জীবন।
তব কর-কারুকার্য্য, এই অনন্ত ভুবন ॥
প্রভাত সন্ধ্যা শর্ব্বরী, তোমারি স্তুতিলহরী,
তোমারি লেখনীচিহ্ন, সুধাংশু তারা তপন ॥
ত্রৈলোক্যদুর্লভ ধন, তোমার ঐ শ্রীচরণ।
[illegible] নাহি জানে, প্রেম-মুগ্ধ যোগিজন ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

শান্তি যদি চাও রে মন, কর তাঁর অন্বেষণ।
কোথা শান্তি বিনে সেই, চির-শান্তিনিকেতন ॥
চিন্তামণি যার নাম, যিনি এক পূর্ণকাম,
চির নিরন্তর তাঁর, কর অন্তরে চিন্তন।
তাঁর প্রীতিসুধাস্রোতে ভাস রে প্রফুল্ল চিতে,
পাইবে অমূল্য নিধি, যদি হও রে মগন ॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

কি কাজ তীর্থপর্য্যটনে।
পাব সকল তীর্থ, মা তোমার ঐ
তীর্থরাজ শ্রীচরণে॥
যাব কেন অকারণ, কাশীক্ষেত্র বৃন্দাবনে।
যদি ভক্তি ভরে, ডাক্‌তে পারি,
তোমায় দেখব হৃদিপদ্মাসনে ॥
গৃহে তুমি জগন্ময়ী, ভ্রমেও না ভাবি মনে।
আমি অন্ধের প্রায়, বল কোথায়,
যাব তোমার অন্বেষণে ॥
আমার নয়ন নিমগ্ন রবে, তোমার স্নেহ-আননে,
হবে সর্ব্বসিদ্ধি, স্বর্গ মোক্ষ,
তোমায় চিত্ত সমর্পণে ॥ *

বেহাগ—আড়া।

চৈতন্য থাকিতে প্রভো, করি নিবেদন।
অন্তকালে এ কাঙ্গালে, দিও দরশন ॥
আজীবন প্রতিক্ষণ, করেছ স্নেহে রক্ষণ,
ভুল নাই কভু নাথ, ভু'ল না কখন ॥
কণ্ঠ যবে রুদ্ধ হবে, নিঃশ্বাস ঘন বহিবে,
উর্দ্ধ টান হবে নেত্রে না রবে স্পন্দন।
সে সময়ে অন্তর্যামী, সম্মুখে দাঁড়াইও তুমি,
নিরখি ও মুখ যেন, যায় এ জীবন ॥
আত্মীয় স্বজন সবে, শোকার্ত্তগম্ভীর রবে,
যখন তোমার নাম, করাবে শ্রবণ।
হে ভব-সিন্ধুতারণ, কৃপা ক'রে শ্রীচরণ,
এ দুঃখীর বক্ষঃস্থলে, করিও স্থাপন ॥ *

আড়াইয়া—আড়া।

তোমা হতে দূরে কোথা করিব গমন।
চির-সঙ্গী তুমি প্রভো, জীবনের জীবন ॥

তুমি বুদ্ধি তুমি জ্ঞান, তুমি মন তুমি প্রাণ,
মন-প্রাণাধিক তুমি, হে প্রাণ-শরণ।
কেন তব অন্বেষণে, ভ্রমিব গিরি কাননে,
অন্তরের অন্তরে হে, তব সঞ্চরণ॥
নয়নে তোমারি জ্যোতি, হৃদয়ে তোমারি প্রীতি,
।ব:বক তোমারি বাক্য করায় শ্রবণ।
কোলে করি রহিয়াছ, তবু ভাবি দূরে আছ,
ভব-মায়ামোহে চিত্ত, বিভ্রান্ত এমন॥

ভৈরোঁ—খয়রা।

মোহন মৃদু তানে ললিত, গাইছে বনপাখী।
আরক্তিম হের পূর্ব্বগগন,
কতই হাসিছে তরুণ অরুণ,
মুদিত কুমুদ, মধুর-মূর্ত্তি কমল মেলিছে আঁখি।
তারা শশী সব পাণ্ডু বরণ,
শীতল বহিছে সুখ-সমীরণ,
ফুল দলে ঝরে শিশির-নীর, মগন ভাবুক নিরখি
উষার শোভন শুভ সমাগমে,
স্মর রে ভুবন-কারণ পরমে,
গাওরে আনন্দে বিভুর নাম,
হইবে চরমে সুখী॥ *

টোরী—আড়াঠেকা।

কাঙ্গাল বলে, চরণ-কমলে,
রেখ হে দীন সন্তানে।
বিপদ সময়ে, নিকটে রহিয়ে,
রেখ দাসে অভয়-প্রদানে।
হে ভয়-হরণ, দিও হে শরণ,
দেখ যেন তরঙ্গে ডুবি নে॥

পুরবী—আড়া।

সমাগত সায়ংকাল মনোমদ মনোহর।
গ্রাসিছে তিমিরসিন্ধু জ্যোতি-রাশি দিবাকর॥
প্রাণিগণ কল-রবে, ধাইছে নিবাসে সবে,
জগত জননী-ক্রোড়, তুমিও আশ্রয় কর॥

ককুভ—আড়া।

এস প্রভো, এস, হৃদিনিলয়ে।
এস হে [illegible]নিলয়ে॥

দরিদ্রের আশা, কর হে সফল,
করুণা প্রকাশে, এস প্রভো।
তোমারি জগতে, হে জগন্নিধান,
নাহি দেখি অন্ধ আমি, তব প্রেম মুখ,
কত দিন আর রহিব এ ভাবে,
কত আর সহিব, এস প্রভো॥

মূলতান—একতালা।

একি হইল আমার।
কেন জগময় আমি নিরখি আঁধার॥
রহিয়াছে চক্ষু দেখিতে না পাই,
কি হইল ব্যাধি ভেবে মরি তাই,
হায় হায় হায়, যাইব কোথায়,
কে হরিবে দুঃখভার॥
আশার শ্রবণ-মধুর-নিঃস্বন,
করে না হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ,
প্রীতির হিল্লোলে, চিত কুতূহলে,
ভাসে না আমার আর।
ভব-বন-বাসে মনে বাসি ভয়,
অভয়-মুরতি হও হে সদয়,
এ পাপ শ্মশানে, ভয়ার্ত্ত সন্তানে,
একা রেখো না তোমার॥

বিভাস—আড়া।

হৃদয়ের দাবানল বল কে নিভায়।
কোথা গেলে ত্রাণ পাব এ ঘোর জ্বালায়॥
কৃপার জলদ-জালে, ঢাক নাথ, এ কাঙ্গালে,
বরষি পীযূষ-রাশি, প্রভো, রাখ হে আমায়॥

সুরট-মল্লার—একতালা।

আশা কবে প্রভো পূর্ণ হবে।
এ পাপ-নয়ন, তব প্রেমানন,
কবে নাথ নিরখিবে॥
কবে হবে মম এমন সুদিন,
পদাম্বুজে মন হইবে বিলীন,
নাম [illegible], [illegible] আমার,
[illegible] কণ্ঠে পরিবে॥

দুর্ব্বুদ্ধি অদ্যাপি এমন প্রবল,
সুধাতুল্য বোধ পাপের গরল,
এ রোগ-যন্ত্রণা, প্রভো তুমি বিনা,
বল আর কে হরিবে ?
ভস্মরাশি হয়ে রহিয়াছে চিত,
তাই ভয়ে আমি সদা আছি ভীত,
জানি না হে কবে, কৃপা তব হবে
কবে এ দুঃখ ঘুচিবে ॥
বিগলিত হবে এ পাষাণ প্রাণ,
শত্রু মিত্র সব হইবে সমান,
দ্বেষ অভিমান আত্মপর-জ্ঞান,
কিছুমাত্র না রহিবে।
ভাসিব হে প্রভো, প্রেমেতে তোমার,
মুখে প্রেম তব গাব অনিবার,
অবিরল স্রোতে, আঁখিযুগ হতে,
প্রেম-ধারা নির্ঝরিবে ॥ *

মনোহর-সাই—লোভা।
যায় যাক্ প্রাণ, চিন্তা কি তায়,
যদি তোমার ইচ্ছা হয়।
প্রভো ইহ লোকে, পর লোকে, তুমিই আশ্রয় ॥
পাপে তাপে প্রাণ-বল, করিয়াছি ক্ষয়।
(এখন) জীবনই মরণ আমার, মরণে কি ভয় ॥
শুনেছি কেহই ভবে, তোমার ত্যজ্য নয়।
সেই আশাসূত্র ধ'রে আমি, আছি দয়াময় ॥
অব্যর্থ তোমার বাক্য, নাহিক সংশয়।
হবে অন্তে, পদপ্রান্তে লীন, এ পাপ-হৃদয় ॥ *

বাহার—একতালা।
গাও রে আনন্দে আজ, ভব-বিপাক-ভঞ্জনে।
ঢালি দেও প্রাণ মন, তাঁর নাম-কীর্ত্তনে ॥
নিখিল ভুবন লেখন যার, যার প্রেম-চিন্তনে,
অমিয়ার ধার উথলে আপনি, হৃদয়-পদ্মাসনে।
গাও আজ তাঁর গীত, চিত-পিয়াস-পূরণে,
জগত মাতাও ঘোষি, জগত-জীব জীবনে ॥
মধুর মুরতি ভাতিছে যার, গগনে মৃগলাঞ্ছনে,
স্তুতির লহরী বিপিনমাঝে, বিহগকণ্ঠ-নিঃস্বনে।
হৃদয় ভরিয়ে ডাক রে সেই, ভকত-হৃদয়-রঞ্জনে,
না রবে সন্তাপ পাপ, নিরখি আঁখি অঞ্জনে ॥ *

পরজ—আড়া।
চিরদিন কাহারও হে, সমান না যায়।
আজি স্বর্ণসিংহাসনে, কালিকে ধরায় ॥
আজি আনন্দ-হিল্লোল, কালি অশ্রু অবিরল,
সকলেরই এই ভাব, ভবের লীলায় ॥
প্রভাতে কুসুম-দল, যেন সুখে ঢল ঢল,
সন্ধ্যা না হইতে দেখ, দলিত ধূলায়।
তেমতি জীব-জীবন, বহিতেছে অনুক্ষণ,
এই হাসি এই কান্না, হায় হায় হায় ॥
আরে মায়ামুগ্ধ মন, এখনও মেল নয়ন,
ভাসিবে রে কত আর, জোয়ার ভাঁটায়।
স্থির শান্তি যদি চাও, তাঁয় প্রাণ সঁপে দাও,
শাশ্বত কল্যাণ সুখ, যাঁহার কৃপায় ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।
কোথা হে করুণাসিন্ধু, ডাকে দুঃখী তোমারে।
দাঁড়াবার স্থল আর, বল কোথা সংসারে ॥
খোল হে কৃপার দ্বার, চাও ফিরে একবার,
লও হে পদ-তলে তুলে, রে'খ না আর আঁধারে।
শিশুর ক্রন্দন শুনি, দূরে না রহে জননী,
অমনি ক্রোড় প্রসারি, অশ্রুবারি নিবারে ॥
আশ্রয়-পাদপ ছেড়ে, লতা কি বাঁচিতে পারে,
বাঁচে কি চাতক নাথ, নীর-ধারা না হেরে।
ওহে শান্তির নিধান, বাঁচাও আমার প্রাণ,
হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, প্রেমসুধা সঞ্চা'রে ॥

মনোহর-সাহী—লোভা।
ও প্রাণ যায়,—যায়—যায়—যায়,
দুখ-দাহনে প্রাণ যায়।
যে আগুনে জ্বলি আমি, তাহা কহিব কাহায় ॥
হ'ল জর্জ্জরিত মর্ম্মগ্রন্থি ঘোর বিষের জ্বালায়।
আমি ধূলিময় হেরি চক্ষে, আর না দেখি উপায়।
বাক্য না নিঃসরে আর এই পাপ-রসনায়।
এ সময়ে দীন-বন্ধু, তুমি রহিলে কোথায় ॥
আমি রেখেছি এ দগ্ধ প্রাণ,
কেবল তোমার আশায়।
প্রভো চরণ-অমৃত-দানে, নিস্তার আমায় ॥ *

আলাইয়া ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ওরে, দয়াল নামে ভাস সুখে মন আমার।
কেন রে ভাব আর ॥
ওরে দয়াময় এই মন্ত্র জ'পে,
দয়াময়ে প্রাণ সঁপে,
দয়াল ব'লে ভবার্ণবে দেও সাঁতার ॥
তরঙ্গগর্জ্জনে শঙ্কা পেও না,
কলুষ-কুম্ভীর পানে ফিরেও চাহিও না,
ভয় কিরে মহামন্ত্র ভুলো না,
কিছুই কিছুতে তোর হবে না;
যদি পড় রে আবর্ত্তজলে,
উর্দ্ধে দুই বাহু তু'লে,
ব'লো কোথায় র'লে, ভবের কর্ণধার।
চেয়ে দেখ হ'ল বেলা অবসান,
মিছে কাজে কেন হা রে, ভুল নিজ পরিত্রাণ,
দূরে ফেলে দেও ধূলির ধন মান,
ভক্তির ভেলায় দৃঢ় বান্ধ প্রাণ;
ওরে সাহসে নির্ভর ক'রে,
ঝাঁপ দিয়ে যাও রে পড়ে,
ডুবিলেও অবশ্য পাবে উদ্ধার ॥*

বাউলের সুর—আদ্ধা।

আঁখি তুই দেখনা চেয়ে, তার প্রাণের নেয়ে,
যাচ্চে বেয়ে কিসের নেশায়।
তরী ডুবে ডুবে, তাও না ভাবে,
হায় কি হবে, হায় রে কি দায় ॥
গাঙ্গে উঠছে তুফান, তার নাহি জ্ঞান,
গুমানের পাল তবু উড়ায়,
(ছেঁড়া) গুমানের পাল তবু উড়ায়।
ওরে হাস্‌ছে হাসি, যাচ্চে ভাসি,
পারের দিকে ফিরে না চায়।
যখন হবে আন্ধার, দেখবি না আর,
এপার ওপার মাঝ দরিয়ায় ॥
এখনো উপায় আছে, শুন মোর কাছে,
কোল আছে এক ভক্তির চড়ায়।
সেখানে বান্ধলে তরী, শক্ত করি,
ডুবে না কেউ ভবের মায়ায় ॥ *

মুলতান—একতালা।

মায়া-মোহে মন আমার, ডুবে রহিলে।
কোথা হ'তে এলে, কোথায় চলেছ,
বারেক না ভাবিলে ॥
প্রভাতের দীপ-শিখা এ জীবন,
কালের হিল্লোল তাহে সমীরণ,
এই আছে হায়, এই নিভে যায়,
দেখেও না দেখিলে ॥
এ রুচির রূপ হবে কথা সার,
কর শির পদ হইবে অঙ্গার,
স্বজন বান্ধবে, চিহ্নও না পাবে,
শব-শয্যা খুঁজিলে।
শূন্য হস্তে তুমি এসেছ ধরায়,
শূন্য হস্তে পুন লইবে বিদায়,
শেষের সম্বল, কি হইবে বল,
ভব-লীলা ভাঙ্গিলে ॥
আজি কালি করি কাটাইলে কাল,
জান না যে সদা সঙ্গে তব কাল,
না মানে বারণ, না শুনে বচন,
কাল-পূর্ণ হইলে।
তাই বলি শীঘ্র হও সাবধান,
সময় থাকিতে কর রে বিধান,
কি আর কাল-ভয়ে, ত্রিকাল-আশ্রয়ে,
ইহ পর-কাল সঁপিলে ॥ *

বাগেশ্রী—আড়া।

কি সুখে সংসারে আছ, রে সুখ পিয়াসু মন।
ভেবে দেখ কি লইয়ে, করিছ দিন যাপন ॥
কতই যতন করে, বালুর ভিত্তির পরে,
আশার মন্দির এক, করেছ গঠন।
নিম্নে তার অবিরত, বহিছে কালের স্রোত,
না জান ভাঙ্গিয়ে উহা পড়িবে কখন ॥
অনলে অনল ব'লে জানে না পতঙ্গকুলে,
দেখিতে সুন্দর তাই করে আলিঙ্গন।
কিন্তু হা রে জেনে শুনে দুরিত দুঃখ-দাহনে,
আপনি-আপনা তুমি করিলে অর্পণ ॥
সুখী যদি হতে চাও, হৃদয় বিলায়ে দাও,
পর যারে ভাব তারে কর রে আপন।

পরার্থে ডুবায়ে স্বার্থ, সাধ রে সার পরমার্থ,
পর-সুখে আত্মসুখ ব্রহ্ম-আরাধন ॥

বিভাষ—খয়রা।

চেয়ে দেখ নিশি পোহাইল।
সুবর্ণরঞ্জিত, সুর দীপ যত,
(দেখ) একে একে একে সবই নিভিল ॥
ধীরে ধীরে বহে প্রভাত-সমীর,
ফুলে ফুলে ঝরে উষার শিশির,
কুসুম বিকাশে, জল স্থল হাসে,
দিগন্ত সৌরভে পূরিল ॥
বন্দিসম বন বিহঙ্গমগণ,
প্রকৃতির যেন করিছে বোধন,
ধবল কিরণ, ছাইল গগন,
নিখিল ভুবন জাগিল।
ঘুমে আর কত রবে অচেতন,
ত্বরা করি উঠি কর আয়োজন,
মায়ের আরাধনে, যাও হৃষ্ট মনে,
দেখ কত বেলা হইল ॥ *

পরজ বাহার—কাওয়ালী।

বেঁধে রাখ এ দাসে তোমার—চরণে।
কত বার ছেড়ে তোমায় পুড়িয়ে
ম'রেছি গিয়ে পাপ-আগুনে ॥
সৃজন করেছ তুমি করেছ পালন,
বাঁচায়েছ স্নেহ-সুধা করিয়ে সিঞ্চন,
(এখন) আপনা হইতে যদি, না কর রক্ষণ,
দয়াময় বল দুঃখী বাঁচে কেমনে।
কোথা করুণা তোমার, অতুল অপার,
কোথা ক্ষুদ্র প্রাণী আমি বালুকা ধরার,
আমি যাহাই না হই কেন, তথাপি তোমারহে,
তুমি বিনে কে চাহিবে তোমার জনে ॥ *

পূরবী—আড়া।

ভেবেছ কি এই ভাবে, চির-দিন রবে।
নিত্য কিরে শোভে তরু নবীন পল্লবে ॥
যে বেশে এসেছ ভবে, পুন সেই বেশ হবে,
একেলা এসেছ একা বিদায় লইবে।
ছিল যারা নাহি তারা, না রহিবে আছে যারা
সংসারের লীলা এই কালের অর্ণবে ॥ *

বেহাগ—আড়া।

সহে না যাতনা প্রাণে, প্রভো দয়াময়।
পদ-তরী-দানে দীনে, রাখ এসময় ॥
বিশাল ভব-পাথার, তাহে ভীষণ আঁধার,
আঁধারে আলোক তুমি, ভয়ের অভয় ॥
যে জগতে চন্দ্র হাসে, কুসুমে সুষমা ভাসে,
বিহঙ্গ সম্ভাষে প্রেমে সবই সুখময়।
সে সুখ-জগতে আমি, হে নাথ, হে অন্তর্যামি,
কর্ম্ম-দোষে যাই ভেসে, বিনে পদাশ্রয় ॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

দে রে, তেল দে রে মন জ্ঞান-দীপিকায়।
জ্বালা ভক্তির আগো শক্তির আশায় ॥
অন্ধকারে ঘু'রে ঘু'রে,
যাবি কোথা বল্‌না আমায়।
পথে কাঁটা আছে,—কূপ রয়েছে,
লাগ্‌বে ধাঁধা মায়ার ধূলায় ॥
তোর ভাঙ্গা লাটী পিছ্‌লে মাটি,
টল টল পা ভবের নেশায়।
তাই আবার বলি—যতনে ভুলি,
জ্বালা রে দীপ, জ্বালা ত্বরায় ॥ *

কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

ও মন বণিক্ আমায় বল না রে,
লভিলি কি ধন।
ওরে ভবের হাটে, হে'টে খেটে,
কিনিলি কি বল এখন ॥
তুই কতই কি যে পেয়েছিলি,
কতই কি যে এনেছিলি,
তোর হয় কি রে স্মরণ ?
সে সব মণিমুক্তার বিনিময়ে,
পেলি কি তার কর্ গণন ॥
তোর আশা ছিল ধনী হবি,
ধনে রত্নে পূর্ণ রবি, লোকে বল্‌বে মহাজন
এখন দেউ'লে খাতায় নাম লিখা'য়ে,
হলি কিরে আকিঞ্চন ॥
যদি হারা ধন উদ্ধারে রে মন,
এখন তোর হয় যতন, কর প্রেমের আরাধন
ওরে পদার্থে প্রাণ লুটাইলে,
[illegible] ধন হয় ত্রিভুবন ॥

কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

একবার এস প্রভো প্রেমময়, পতিতপাবন।
একবার এস আমার হৃদয়মাঝে,
দেখে জুড়াই দুনয়ন॥
(ওহে) তুমি কৃপা-কল্প-তরু, কাতর-শরণ-গুরু,
কাঙ্গালের ধন।
আমার এই বাসনা নয়ন-জলে,
ধোয়াই তোমার শ্রীচরণ॥
(প্রভো) তরু লতা রবি শশী,
তোমারি হে রূপরাশি, তুমি নিখিল ভুবন।
(ওহে) জ্ঞানে তুমি জ্ঞান, প্রাণে তুমি প্রাণ,
ভক্তির ভুবন-মোহন॥
(প্রভু) নানা দুঃখে জ্বলে পু'ড়ে,
আছি তোমার নামে প'ড়ে,
আমি অনাথ অকিঞ্চন।
আমার দগ্ধ প্রাণে, প্রাণ ঢালি,
জুড়াও আমার এ জীবন॥ *

ঝিঁঝিটললিত—আড়া।

চাও চাও প্রভো বারেক ফিরে।
ওহে চাও দয়াময় বারেক ফিরে॥
চরণ-তরণী বিনে পাখী তোমার ডুবে মরে॥
আমি নয়নে কিছু দেখি নে,
কোথা চলেছি জানি নে,
ক্ষণে ভাসি, ক্ষণে ডুবি (নাথ) অকুল অর্ণবে প'ড়ে
সাহসই দোসর ছিল, সেও হায় ছেড়ে গেল,
ডাকিব যে তাও আর কণ্ঠেতে নাহি নিঃসরে।
এখন বল-বুদ্ধি হারা হয়ে,আছি ঊর্দ্ধ মুখে চেয়ে,
বাঁচাইতে চাহ যদি,
(ওহে) তুল আমার ত্বরা ক'রে॥ *

আলাইয়া-ঝিঁঝিট—একতালা।

এ দীনে এ দুঃখের দিনে,
দেখা দিয়ে রাখ প্রাণে, দয়াময়।
চেয়ে দেখ ভেসে যায় হে,
তোমার সেই চির-দিনের নিরাশ্রয়।
আমি অবলম্ব মনে করি, যে সূত্রটি করে ধরি,
ছিঁড়ে যায় তাই নাথ,
বল, আমার এ প্রাণে আর কত সয়॥

প্রভো এ কূল ও কূল হারাইয়ে,
দিয়েছি অঙ্গ ছাড়িয়ে,
কূলাও বা না কূলাও তুমি,
কর ওহে যেমন তোমার ইচ্ছা হয়॥ *

আলাইয়া-ঝিঁঝিট—একতালা।

দয়াময়-নামের গুণ, এক মুখে বল গান,
করি কেমনে?
আমার সকল দুঃখ পাসরি হে,
নামামৃত করি পান বদনে॥
এ নাম যতন ক'রে, বিলাও সবে ঘরে ঘরে,
বলে দিও কেহ যেন ভুলে না এমন ধনে, জীবনে
প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসে, ত্রিভুবন যদি ভাসে,
এ নামে বাঁধিলে প্রাণ, পাবে স্থান,
দয়াময়ের চরণে॥ *

ঝিঁঝিট—রূপক।

এ দিন যাবে, যাবে সবই চলে, কিছু রবে না।
অনিত্য বন্ধনে মন বেন্ধ না॥
কভু প্রফুল্ল পৌর্ণমাসী, কভু হায় অমানিশি,
দিন এমনি যায়, কারু কভু থাকে না॥
দুঃখের বিষ-দংশনে, দুঃখ না গণিও মনে,
সুখ-দুঃখ পরিণামে সম-গণনা।
সুখের সুমিষ্ট স্বপ্নকাহিনী, দুঃখের দীর্ঘ যামিনী,
যাবে সকলি একদিন তাকি জান না॥
বিষাদ-হর্ষের স্রোতে-অটল অচল চিতে,—
রহিতে এ ভবে যদি কর কামনা।
যাঁর কালেতে নাহি ক্ষয়, প্রলয়ে নাহি লয়,
সেই অমৃতনিলয়ে, ক্ষণ ভু'লো না॥ *

ঝিঁঝিট—রূপক।

ভবে এসে হায় কি পিয়াসে মোহ অন্ধ মন।
বিফলে সর্ব্বস্ব করলে বিসর্জ্জন॥
অয়ে কি অজ্ঞে বল না এলে,
কি কাজ ক'রে গেলে,
কারে ডালি দিলে কি উদ্দেশে এ জীবন॥
সংসারের মরুভূমে, শান্তির সরসী ভ্রমে,
ভ্রমিছ সতত তাহা করি অন্বেষণ।

আশার আশ্বাসে মুগ্ধ হয়ে, চলেছ কোথা ধেয়ে,
মৃগ-তৃষ্ণিকায় তৃষ্ণা কি হয় নিবারণ॥
বিবেক বুদ্ধি হৃদয়, সকলি করিলে ক্ষয়,
অনন্ত কালের ধন অমূল্য ভূষণ।
সিদ্ধ হল না কোন কামনা, আর হল বৃথা লাঞ্ছনা,
কিছু পেলে না করিলে শুধু অন্বেষণ॥ *

ঝংলা—রূপক।

দয়াল ব'লে, হৃদয় খু'লে, ডাক রসনা।
পূরিবে চিত্তের চির-বাসনা॥
যদি বড়ই দুঃখেতে পড়ে, ডাক রে ঐ নাম ধ'রে,
দুঃখে কখনি দুঃখ-জ্ঞান হবে না॥
ভক্তিতে অটল হয়ে, ঐ নামে থাক নির্ভয়ে,
কৃতান্তভয় অন্তরে স্থান পাবে না।
কোন অদৃশ্য শক্তি সঞ্চারে, হিমাদ্রি টলিতে পারে
টলে সকলি, ভক্তির ভেলা টলে না॥
যে হ'তে জগতে ভাসা, হৃদয়-জগতে আশা,
জগত সে হতে নাম করে ঘোষণা।
বিশ্ব ঐ নামে বঞ্চিত হ'লে, অতল তমোজলে,
যাবে ডুবিয়ে চিহ্নও আর রবে না॥ *

সুরটমল্লার—একতালা।

নাথ, ক'রে রাখি নিবেদন।
জানি না কখন, বিবাদ-শমন,
করিবে কয়ে বন্ধন॥
মায়ামোহে আমি আছি অন্ধপ্রায়,
সদা সঙ্গে শত্রু দেখি না তাহায়,
তাই দয়াময় তোমার আশ্রয়, চাহি আমি অভাজন
অকস্মাত কাল দিবে দরশন,
কিছুই না রবে মম আয়োজন,
অব্যর্থ সন্ধানে, বিষ-দিগ্ধ বাণে,
বিন্ধিবে বিহঙ্গ মন।
শূন্য প'ড়ে রবে, দেহের পিঞ্জর,
শোকে সুহৃজ্জন, হইবে জর্জ্জর,
আবাস আমার, হইবে আঁধার, মুদিব আমি নয়ন
সাধনা আমার নাহিক সম্বল,
কেবলা-ভরসা চরণ-কমল,
অগতির গতি, তুমি বিশ্বপতি, করেছি আমি শ্রবণ

অধরে আমার দিয়ে নাম-সুধা,
পরিতৃপ্ত ক'রো চির তৃষ্ণাক্ষুধা,
অকিঞ্চন ব'লে, তুলে নি'য়ো কোলে,
জুড়াবে দগ্ধজীবন॥ *

প্রসাদী সুর—একতালা।

হেলায় আমি যাব ও'রে।—মা গো,
তোমার ভক্তির ভেলা দৃঢ় ধ'রে॥
আমার ভাঙ্গা হালে, ছেঁড়া পালে,
ভয় করি না এ দুস্তরে।
আমি তরঙ্গের সঙ্গে সুখে,
ভাসব তোমার কৃপা স্মরে॥
যদি হাবু-ডুবু খাই গো কখন,
ডাকব তোমায় উচ্চৈঃস্বরে।
তখন দেখা দিও—দয়াময়ি—
দেখ্‌ব তোমায় আঁখি ভ'রে॥

ঝিঝিট—একতালা।

আয় আয় নিমাই, দুখিনীর জীবন,
একবার আয় রে দে'খে, জুড়াই দুনয়ন।
কি ভাবে বা এলি, কেন চ'লে গেলি,
মা ব'লে কেন রে ছলিলি এমন॥
হরি হরি ব'লে, কি খেলা খেলিলি,
ন'দের শত প্রাণে কি সুধা ঢালিলি,
সবায় পাগল ক'রে, আপনি পাগল হলি,
শেষে ডালি দিলি মায়ের প্রাণ-ধন।
নবীন বয়সে এ কিরে পিয়াস,
কার কথায় কি মনে লইলি সন্ন্যাস,
ত্যজি গৃহ-বাস চলিলি প্রবাস,
আর কিরে মা ব'লে ডাকিবি কখন॥
ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়া সোণার পুতুল,
কাঁচা সোণা মাখা অফুটন্ত ফুল,
কি ভাবে তুই বাছা হইলি আকুল,
আগুনে সে ফুল দিলি বিসর্জ্জন।
ঘরে কি রে তোর প্রাণের হরি নাই,
তবে কেন ঘরে রলি না নিমাই,
হরিময় তোরে বলিছে সবাই,
(কেবল) আমায় ফাঁকি দিলি পেয়ে অকিঞ্চন॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

হায়, হায়, কেন, কাঙ্গালের প্রাণ,
চকোরের মত তোমার পানে ধায়।
হেন মনে লয়, সুখ-সুধাময়,
আছে কিছু তব প্রেমের জ্যোৎস্নায়॥
ভব-অন্ধকারে ভুবন ভারত,
ভ্রমের বিপাকে ভুলে ছিল পথ,
প্রেম-শশী তুমি হ'লে প্রকাশিত,
হরি-ধ্বনি হ'লো সহস্র জিহ্বায়।
চন্দ্রোদয়ে সিন্ধু উথলে যেমন,
তোমায় দেখে হায়, হইল তেমন ;—
জীবের প্রাণ-সিন্ধু উঠিল উথলি,
বহিল অনন্ত নয়ন ধারায়॥
হরি নাম জীবের মহা-মোক্ষ-ধাম,
ভুবন উছলে শুনিলে যে নাম,
সে নাম বিলাইয়ে জগৎ ভুলাইয়ে,
কাঁদাইলে সবে প্রেমের লীলায়।
প্রেমাবেশে তুমি ভাসি নয়ন জলে,
আচণ্ডাল সবে তু'লে নিলে কোলে,
তরাইলে পাপী, জুড়াইল তাপী,
জয় জয় হ'লো প্রেমের নদিয়ায়॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রাণ চায় যাঁরে, প্রাণের মাঝারে,
প্রাণের সে পুতুলে কোথা গেলে পাই।
প্রাণের পরিচয়, হয় কি না হয়,
তবু তাঁরে হায়, পলকে হারাই।
শত চন্দ্র হ'তে সে ধন সুন্দর,
শত সূর্য্য হ'তে তেজে খরতর,
মধুর শীতল, কুসুম-কোমল,
সে বিনে তাহার তুলনার নাই।
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম ভাবে মন লয়,
ফুলের ভরও যেন সয় কি না সয়,
ফিরে দেখি একি বিরাট্ বিশ্বময়,
সে ধন বিশ্বে কই খুঁজিয়া বেড়াই॥
কভু ভাবি বুঝি সে ধন আমার,
অমৃতের সিন্ধু অতল অপার,
আবার ভাবি হায়, সে সিন্ধু কোথায়,
বিন্দুর পিপাসে কেন মরে যাই।

কেহ বলে ভক্তি তাঁরে পাবার পথ,
কেহ বলে পথ, প্রেমের পুষ্পরথ,
পথ-হারা হায় আমি, নানা পথে ভ্রমি,
পাই কি না পাই, প্রাণের তাঁরে চাই॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

দেও দেও দেখা, হরি দীন-সখা,
দেখা দিয়ে আমার রাখ হে জীবন।
(আমি) পিপাসিত প্রাণে,
চাই হে তোমার পানে,
একবার দুঃখী বলে নাথ দেও হে দরশন॥
আমি ব'লে আমায় বলি সর্ব্বক্ষণ,
সে আমির তুমি অনাদি কারণ,
তবে কেন হায়, দেখি না তোমায়,
কোথায় তুমি কোথা আমি অকিঞ্চন।
যোগীর চক্ষে তুমি ব্রহ্মসনাতন,
নীরূপ নির্গুণ নিত্য নিরঞ্জন,
কাঙ্গালের তুমি প্রাণের প্রাণ ধন,
নয়নের মণি, হৃদয়-রঞ্জন।
জ্ঞানের পথে তুমি অগম্য অপার,
বিজ্ঞানে অকূল অনন্ত আঁধার,
(আমি) চাহিনা হে জ্ঞান, চাহি না বিজ্ঞান,
চাই হে তোমার সুধামাখা শ্রীচরণ॥
কুশাঙ্কুরে যদি বিঁধে ভক্তের প্রাণ,
শ্রীঅঙ্গে তা না কি বজ্রসম জ্ঞান,
(তুমি) কৃপা-কল্প-তরু, প্রেম-ভক্তির গুরু,
ভক্তির পথে আমায় কর আকর্ষণ।
তুমি বিনে আমার এমন কেহ নাই,
কাছে গিয়ে যাঁর, হৃদয় জুড়াই
(আমি) ভবের আঁধারে, ডাকি হে তোমারে,
কোথায় র'লে হরি বিপদ-ভঞ্জন॥

আলাইয়া-মোহিনী-বাহার—একতালা।

বল্ আমায়, বল্ গগনের চাঁদ,
নদিয়ার সে চাঁদ কোথা গেল হায়।
নবদ্বীপ পুরী অন্ধকার করি,
সে রূপ মাধুরী লুকালো কোথায়॥

তুমি সুরধুনী সুর-তরঙ্গিণী,
কুলু কুলু রবে কহ কি কাহিনী,
কহ গো আমায় গৌড়-বিলাসিনী,
কোথা পলাইল সে গৌর রায়।
বনতরু তোরা দেখেছিস্ তাঁহায়,
দেখেছিস্ রে যবে প্রেমের লীলায়,
নয়নে তরঙ্গ, করেতে করঙ্গ,
সোণার সে অঙ্গ লুঠিত ধূলায় ॥
দেখেছিলি যদি বল্‌রে এখন,
কোথা চ'লে গেল কাঙ্গালের সে ধন,
নদিয়া রয়েছে, নদিয়া-বিহারী
ফিরিবে কি আর এই নদিয়ায়।
যে নগরে কোটি কণ্ঠে হরিধ্বনি,
শুনি উথলিত আনন্দে অবনী,
সেই ত নদিয়া রয়েছে পড়িয়া,
শূন্য-দেহ-সম নাহি প্রাণ তায় ॥

আলাইয়া-সোহিনী-বাহার—একতালা।

প্রেমের দায় শেষে এসে নদিয়ায়,
কি নূতন খেলা খেল্লে প্রেমময়।
রাধা রাধা ব'লে ভাস অশ্রুজলে,
(আবার) হাস অশ্রুমাঝে একি ভাবোদয় ॥
যে অঙ্গে শোভিত প্রেমের পীতবাস,
সে অঙ্গে কৌপীন, কিবা রসাভাস,
বাঁশরীর করে করঙ্গ বিহরে,
মাধুরীর ভঙ্গি তায় পরিচয়।
মোহন চূড়া ছিল মদন-মোহন,
সে চূড়ায় চারু জটার বন্ধন,
সে বিনোদ ঘটা, বিলসিত ছটা,
সোণার বরণে ঢাকিবার নয় ॥
লুকায়েছ ব'লে বুঝে'ত না লোকে,
পাছে পাছে ধায় আঁধার আলোকে,
ধরা পড় তুমি ধারাময় চোখে,
প্রেমামৃত সিন্ধু কিসে ঢাকা রয়।
কি যেন তোমার কোথা ছিল হায়,
কি যেন হারায়ে পাগলের প্রায়,
সে ধন প্রাণের মাঝে গোপনে বিরাজে,
প্রকাশে না লাজে হেন মনে লয় ॥

আলাইয়া-সোহিনী-বাহার—একতালা।

জয় রাধে—বল্, মন সাধে জীব,
সাধনায় যদি থাকে তোর মন।
রাধার ভাব বিনা, হয় না আরাধনা,
সে ভাবের তত্ত্ব আত্ম-নিবেদন ॥
হৃদয়ে নিরখি নব-ঘন-শ্যাম,
সদানন্দময় রূপ অভিরাম,—
ভুলিবি সংসার, বাঁধুনি মায়ার,
শ্রীপদে সঁপিবি যুগল নয়ন।
প্রাণের মাঝারে প্রেম-বৃন্দাবনে,
নিরমল-চিত্ত-নিকুঞ্জ-কাননে,
নিরন্তর হেরি, সে রূপ মাধুরী,
জুড়াবি রে জ্বালা, জুড়াবি জীবন ॥
কামনা-কালিন্দী-কূলেতে কখন,
কলুষকালীয় করিলে গর্জ্জন,
চরণে শরণ লইয়ে তখন,
করাইবি তার ফণার দলন।
মধু হ'তে হবি মধুর জীবনে,
মধুধারা ঢালি নিখিল ভুবনে,
হরি হরি স্মরি, আপনা পাসরি,
পরকে করিবি প্রেমেতে আপন ॥

মনোহরসাহী জংলা—লোভা।

হরি ব'লে হায় কেরে দেখ্ ঐ চ'লে যায়।
রূপের—অতুল আভায় যেন,
বিজলী লাজে লুকায় ॥
কষিত-কাঞ্চন-তরু—তনু মনোহর,—
কুসুমে শিশির সম আঁখি ঝর ঝর,
আঁখির—পলকে পলকে যেন,
ভ্রমর উ'ড়ে বেড়ায়।
এ নব বয়সে কে রে যোগীর এবেশে,
ক্ষণে ক্ষণে কাঁপে অঙ্গ কি দুঃখ-আবেশে,
আহা—কি যাতনায় প্রাণে জ্ব'লে,
চ'লেছে দেখ্ রে কোথায়।
কে এরে সন্ন্যাসীর বেশে মরি সাজাইল,
দণ্ড কমণ্ডলু অই করে তু'লে দিল,
ওরে—কেউ কি নাই রে ত্রিসংসারে,
কেন কাঙ্গালের প্রায় ॥

কোন্ অভাগী মায়ের বুকে জ্বেলেছে অনল,
কার বা পিপাসু প্রাণে ঢেলেছে গরল,
আহা—কি বিষাদে,—কিবা সাধে,
কোথায় যায় রে কার কথায়।
দেহ প্রাণ আমার যেন সঙ্গে কেড়ে নিল,
দেখেছি অবধি আঁখি আর না ফিরিল,
আমার—প্রাণের মাঝে রূপের ছায়া,
প্রাণে মিশে থাক্‌তে চায়।

ঝিঁঝিট—একতালা।

জয় জয় জয়, কোলাহলময়,
কি ভাবে রে সবে বিভোর আজ নিদায়।
কি আনন্দ ধ্বনি চারি দিকে শুনি,
কি উচ্ছ্বাসে সবে নাচে কাঁদে গায়॥
লোকের ভরে যেন কাঁপিছে নগর,
হরি হরি বোলে হিয়া থর থর,
কি আনন্দে যেন সবার অন্তর,
দেহ পিঞ্জর হতে বাহিরিতে চায়।
পথে পথে কেহ ঢালিছে চন্দন,
কেহ করিতেছে পুষ্প বরিষণ,
আবার জয় জয় মধুর নিঃস্বন,
হরি বোল দিয়ে সুখে সবে যায়॥
সহস্র মৃদঙ্গে বাজে হরি বোল,
হৃদয়ে হৃদয়ে তুলিয়া হিল্লোল,
সহস্রের মাঝে কে রে ঐ বিরাজে,
ক্ষণে ক্ষণে ঢলে পড়িছে ধূলায়।
ঐ বুঝি রে গোরা প্রেমের মাতোয়ারা,
প্রেমের আবেশে যেমন আত্মহারা,
দুনয়নে গঙ্গা-যমুনার ধারা,
পাগলের মত হরি-নাম বিলায়॥
হেলত দোলত নাচিয়া নাচিয়া,
হরি-প্রেম-সুধা সবারে যাচিয়া,
পাপী তাপী সবে প্রেমে কোল দিয়া,
পরের প্রাণে যেন পরাণ মিশায়।
প্রেমের মহাযজ্ঞ হরি-সঙ্কীর্ত্তন,
এ যজ্ঞের গুরু শ্রীগৌর-রতন,
আহুতি জীবন, দেহ প্রাণ মন,
জীবের ত্রাণ ফল হরির কৃপায়॥

আলাইয়া মোহিনী বাহার—একতালা।

দেখে আয়, আজি জাহ্নবীর তটে,
কি লীলা প্রকট হইল হায়।
যুগান্তের পাপী ভক্তির উদয়ে
হরি-নাম লয়ে ভবে ত'রে যায়॥
জীবের কোলাহলে জাহ্নবীর জল,
তরল-তরঙ্গে করে কল কল,
আঁখি ছল ছল, প্রেমে ঢল ঢল,
সে জলে বিহরে শ্রীগৌর রায়॥
জগাই মাধাই দুভাই ছিল নদিয়ায়,
দূরে যেতো সবে যাদের শঙ্কায়,
আজি তারা দেখ, ভক্তির লীলায়,
লুটাইছে পথে সকলের পায়।
পাপে যারা ছিল কালান্তক যম,
প্রেমে আজি তারা কোমল-কুসুম,
কাঙ্গালের মত করপুটে নত,
মূর্চ্ছাগত হয়ে পড়িছে ধরায়॥
দুভাইয়ের হাত নিজ হাতে তুলি,
প্রেমের আবেশে পরাণে উছলি,
প্রেমের অবতার, তাদের পাপভার;
হ'রে নিলা হরি-নামের মহিমায়।
নাচিল জাহ্নবী তরঙ্গে আবার,
চারিদিকে হ'ল জয় জয় কার,
জগতে প্রচার, পাপীর উদ্ধার,
প্রেম-ভক্তির পথে প্রভুর কৃপায়॥

ললিত—আড়া।

অরুণ-উদয়ে উষা হাসিল সলাজ হাসি।—
তরল কনক আভা কবি হৃদয় বিলাসী॥
কুলায়ে ডাকিল পাখী, কমল মেলিল আঁখি,
কাননে হাসিল তরু, কুসুমিত-সুধা-রাশি॥
অস্ফুট আলোকে নিশি—কোথা লুকাইল নিশি—
কেমনে নিবিল তারা, কি ভাতিছে তমোনাশী।
মৃদু বহে সমীরণ, কি সুখ করি বহন,
পরশে অবশ মন আপনা হতে উদাসি॥
মেঘ পরে থরে থরে—কিবা মাধুরী বিহরে—
কি শোভা ফুটিছে ধীরে, শত ভুবন বিকাশি!
যাঁর এ মধুর খেলা, যাঁর এ মোহন লীলা,
হৃদয়ে ভাব রে তাঁরে, সুখের সাগরে ভাসি॥

সিন্ধু কাফি—দাদ্‌রা।

শ্রীহরি শ্রীহরি ব'লে ডাক রে পিপাসু মন।
নাম-সুধা-সিন্ধু মাঝে সুখে কর সন্তরণ॥
হরিনাম ঔষধ যোগে,—অবিদ্যার যাতনা ভোগে,—
অমল-আনন্দ-যোগে—যোগীর জীবন-ধন।
যে হরি অনলে জলে, প্রহ্লাদে রাখিলা কোলে,
সেই হরি আমার হরি, ডাক তাঁরে অনুক্ষণ॥

আলাইয়া—তেতালা।

কি দেখিতে এলে, মা আবার
দুঃখভার—সয় না আর।
(আমি) মা ব'লে তোমারে ডাকি,
মা হয়ে দিওনা ফাঁকি,
ভব-দুঃখে মা তুমি কর নিস্তার।
সোণার ভারতে আজি হাহাকার,
শ্মশান ধূমেতে যেন ভয়ঙ্কর অন্ধকার,
জীব-লীলা—যেন খেলা—যাতনার,
তুষানলে তনু জ্বলে সবাকার—
তুমি—কৃপাময়ী মূর্ত্তি লয়ে, কেমনে রয়েছে সয়ে
কুসন্তানে কৃপা কি মা নাই তোমার।
এলে যদি, কি দিব মা—উপহার,
কাঙ্গালের কি আছে গো মা পূজার সে উপচার;
অশ্রুজলে গাঁথিব মা ফুল হার,
ভক্তিই চন্দন হবে সে মালার,—
(আমি) রাখ গো মা উমা বলি,
শ্রীপদে দিব অঞ্জলি,
বিপদে সম্পদ হবে তায় আমার।

জংলা—খেম্‌টা।

গাওরে ভারতসঙ্গীত, সবে প্রাণ ভ'রে।
ভারতীর আরতীতে ভক্তিপূত বীণা-করে॥
মিলি আজ প্রাণে প্রাণে, জননীর্থ স্থানে,
জননীর নাম গানে, ভাস আনন্দ সাগরে।
কত আর ঘুমে র'বে, জাগরে জাগ সবে,
ঐ শুন বাজে ভেরী-আশার মোহন স্বরে॥
সাধনার সিদ্ধি ফলে, সাধিলে মন্ত্র-বলে,
এ কথা কণ্ঠ খুলে, ঘোষ সবে ঘরে ঘরে।
গিরি বিবরে যদি, শুবে যায় সিন্ধু নদী,
তথাপি মন্ত্রযোগে, সাধিবে মন্ত্র অন্তরে।
হৃদয়ে আরাধনা, রসনায় উদ্দীপনা,
আহুতি প্রাণ মন, শক্তির সোপান' পরে॥

মঃঙ্গলাট—খেম্‌টা।

জননী জন্মভূমি স্বর্গ-ভূমি মহীতলে।
পূজিব পা-দুখানি আজি মোরা অশ্রুজলে॥
আমরা অভাজন, জানি না মা কেমন,
তবু মা পালিতেছ অন্ন জলে রাখি কোলে॥
নাহি মা অঙ্গে বল, সম্বল অশ্রুজল,
দিব তাই ভক্তি-ফুলে শ্যামল পদ-কমলে।
হৃদয়ের ছিন্ন তারে, ডাকি আজ মা তোমারে,
হৃদয়ে জাগ তুমি ফুল্ল শ্বেত শতদলে॥

নট বেহাগ—পোস্তা।

নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা।
সোনার প্রতিমা, আজি শোকে মলিনা॥
কুঞ্জে কুঞ্জে যায়, কোকিল কণ্ঠে
খেলিল সুধা তরঙ্গ;
সে কবি নিকুঞ্জ-কান্তি, শ্মশান সমানা।
বীর-রাগ-মদে, যেই তানে গর্জ্জিত ভারত,
আজি সে দীপক-রাগ, শ্রবণে শুনি না॥

বিহারিলাল সরকার।

হাওড়া জেলার আন্দুল গ্রামে ১২৭২ সালের ২রা কার্ত্তিক মহাষ্টমী পূজার দিনে শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকারের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম—উমাচরণ সরকার। আট বৎসর বয়সে ইনি কলিকাতায় আসেন। বহুবাজারের গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়া, ডফ সাহেবের স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। 'জেনারেল এসেম্বিজ কলেজ' হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ফ.ই আর্টস্, পর্য্যন্ত পড়িয়া, সংসারের অসচ্ছলতা-হেতু ইঁহাকে চাকুরীর চেষ্টা করিতে হয়। ১২৮৮ সালে 'কলিকাতা প্রেস' নামক ছাপাখানায় পরিদর্শকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময় 'প্রভাতী' নাম্নী দৈনিক

পত্রিকা উক্ত ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হয়। ইনি প্রথমে ঐ পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন; শেষে ঐ পত্রের সম্পাদকের কার্য্য পর্য্যন্ত ইঁহাকে করিতে হইয়াছিল। 'প্রভাতী' উঠিয়া যাওয়ার পর, ১২৯০ সালে (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে) 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয়ে 'প্রিণ্টারের' কার্য্য প্রাপ্ত হন। এই কার্য্যে এবং উক্ত কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "শাস্ত্রপ্রকাশ" গ্রন্থের প্রচারে ইনি অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করান। এই সময় 'বঙ্গবাসী' ও 'দৈনিক' পত্রে ইনি মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতেন। সেই সকল প্রবন্ধে ইঁহার গুণপনা প্রকাশ পাওয়ায়, 'বঙ্গবাসীর' স্বত্বাধিকারী গুণগ্রাহী স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহোদয় ক্রমশঃ ইঁহাকে সম্পাদক বিভাগের উচ্চ পদে গ্রহণ করেন। এক্ষণে প্রকারান্তরে ইনিই 'বঙ্গবাসীর' সম্পাদক। 'ইংরেজের জয়,' 'শকুন্তলা-রহস্য,' 'বিদ্যাসাগর' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়নে বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে ইনি উচ্চ আসনে সমাসীন। সঙ্গীত-রচনায় ইঁহার যশঃপ্রভা সমুদ্দীপ্ত। কবিত্বের ঝঙ্কারে, ভাবের মধুরিমায়,—ইঁহার সঙ্গীত অতি উচ্চস্তরে স্থান পাইবার যোগ্য।

কানাড়া—মধ্যমান।

হে সিদ্ধপুরুষ গণেশ, তুমি জ্ঞান-গৌরবাশ্রয়।
আমি অজ্ঞান, হীন হে, রচনায় দুরাশয়।
চাহ যদি করুণ নয়নে, কিবা বাধ সাধ-পূরণে,
যত ছন্দ জাগে গীত-রচনে,
মূক ভাবে,—উদ্ভাসে কত রাগ-তান-লয়।
তুঙ্গ-শৃঙ্গ হিম-গিরি সম,
তুমি গম্ভীর ধীর সৌম্যতম,
গিরি-তুষারের স্থিতি,—নদী মনোরম,
তোমার করুণার স্থিতি,—সিদ্ধি নিরাময়।
মনে যা এসেছে হে, গেঁথেছি তা,
নহি কবি,—নহে কবি-গাথা,
শুধু করুণা তোমার, হে সিদ্ধিদাতা।
রুর সিদ্ধ; অসিদ্ধ এ গীত-নিচয়।

কীর্ত্তন।

মজের সুধায় পাষাণ গলে,
প্রাণের ব্যথায় কাঁদিলে।
বালাই দূরে যায় ঐ নাম নিলে ॥
নাম ধর, সুধার আধারবায়,
পিয়াসে প্রাণ পীযূষ পিয়ায়,
ঐ নামে ভাই রসায় রসনায়,
আয় নিবি রে ভাই, নামের সুধা নিবি আয়।
সুধা পান করে যেতে মাতাও যত নারী-নরে,
হরিবোল হরিবোল ও ভাই,
হরিবোল বলে, যে গেছে মরে।

কীর্ত্তন।

আকুলে কাঁদিলে তাই,
(এই) অকূলে হরি রে পাই;
অকূল পাথারে দুঃখে ভেসে যাই;
হরি বলে তাই, আর কেঁদে গাই।
ব্রজের রাধার, যে প্রেম-পাথার, বহে অবিরাম।
সেই প্রেমে সেধে, হেসে কেঁদে,
প্রেমে বিলাও হরি নাম ॥
(নয়ন জলে ভেসে রে)
বালাই দূরে যায় ঐ নাম নিলে ॥

প্রাণের ব্যথায় প্রাণ কাঁদে, পড়িয়ে বিষম বিপাকে
হরি তোমা বিনে কে দীনে রাখে ॥
বিষধর বিষম বিকট-কায়,
ঢেলেছে বিষ, দংশেছে মাথায়,
ঐ বিষে প্রাণ জ্বলে যাতনায়,
হরি দাও হে চরণামৃত, নৈলে প্রাণ যায়।
চরণ গুণ কত না জানে কে?
পাপ-তাপ-জ্বরে, কাঁদি আকুলে তোমারই তরে,
হরি হে, হরি হে, আমায় হরি হে,
দেহ দেখা দীনে দয়া করে।
দয়া আছে বলে তাই লোকে জানে।
হৃদয়ে বেদনা পাই (হরি) কাতরে ডাকি হে তাই;
অপার বিপদে অভয় পদ চাই।
হরি, ঐ পদ বই আর সাধ নাই।

আমার এখন, এই নিবেদন, চরণে তোমার,
যেন তোমার প্রেমে, তোমার নামে,
মাতে প্রাণ অনিবার ॥ (হরি হে দয়াময়!)
আমার মতি যেন ঐ পদে থাকে ॥

জলদে বিজলী জ্বলে, রসে রূপ উথলে,
যুগল কায়।
বামে রাধা ল'য়ে, শ্যাম বাঁকা হ'য়ে,
যুগলে মিলে, ত্রিভঙ্গে দাঁড়ায় ॥
চরণ-রাগে অরুণ হাসে,নয়ন-কোণে অমিয় ভাসে,
চাঁদ-মুখ শ্যামে, চাঁদিমা-আশে,
কিশোরী-চকোরী চমকি চায়।
কিশোরী-প্রেমে কিশোর বাঁধা,
কিশোরী নামে বাঁশরী সাধা,
প্রেমে ঢ'লে বলে বাঁশরী 'রাধা,'
প্রেমে সে পিয়াসে পুলকে গায়।
নিথর প্রেম-পাথার বহে,যুগলে তাহে ডুবিয়ে রহে
চ'খে চ'খে চেয়ে নীরবে কহে,
কত যে সে প্রেম পরশে পায় ॥
নয়ন-ভ'রে দেখি গে চল, হরিষে হরি বদনে বল,
লহ রাধা-শ্যাম নাম-যুগল,
লুটায়ে ধরায়, পড়িয়ে পায় ॥

কীর্তন।

চাঁদের চিকণ কিরণ-লাগে,
প্রেমিক কেমন সে'জেছে।
প্রেমে অনুরাগে আগে সে চ'লেছে ॥
অনুপম প্রেমের প্রবাহ ধায়,
নাহিকো কূল, মূল বা কোথায়,
ঐ প্রেমে ভাব-তরঙ্গ খেলায়,
চ'লে কল্লোল কল-কল হরিবোল তায়।
কত বীণা কত [illegible] গে'ছে ॥
প্রেম-পরশনে, মিশেছে চেতনে অচেতনে;
নর-নারী, নদ-গিরি, তরু, পশু, পাখী,
মাখা মাখি প্রেম-আলিঙ্গনে।
যুগকুল হেসে, প্রেম ঢে'লে দে'ছে ॥
এমি রে যে [illegible] চাই,
[illegible] প্রেমিকে দেখিতে পাই,

অসীম অনন্তে চলেছে সবাই,
হেথা ভাই ভাই, আর নাই ঠাঁই ঠাঁই।
প্রেমের ভাবায়,প্রেমে গেয়ে যায়, প্রেম-সংকীর্তন
মোদের মোহ গেল, চেতন এল,
হ'ল শুভ সম্মিলন। (আনন্দের আর সীমা নাই)
আগে চল, হরি বল, নেচে নেচে ॥

লোফা।

আর ভাবনা কি রে ভাই,
তোদের বালাই গিয়েছে।
(তোদের বালাই গিয়েছে তোদের বিপদ গিয়েছে)
তোদের দুঃখ-নিশি, ঐ অমানিশি,
অবসান হ'য়েছে ॥
যার মুখ চে'য়ে কত কেঁদেছ,
যারে কেঁদে কেঁদে কত ডেকেছ,
যারে ডেকে ডেকে (প্রেমে) হরি বলেছে,
সেই প্রেমের হরি প্রেম-ভিখারী,
প্রেমের দায়ে এসেছে,
(ওরে দেখ্ রে দেখ্ রে দেখ্ রে চেয়ে)
তোদের শ্মশান-মাঝে, নবীন সাজে,
বৃন্দাবনের ভাব জেগেছে ॥
(তোদের শ্মশান, হরি-প্রেমহীন হৃদয়-শ্মশান)
(ঐ দেখ্ রে চেয়ে) যমুনার জল,
পুনঃ কল-কল কিবা চলিতেছে।
তাহে লহরে লহরে, ধীরে ক্ষীর-সরে,
শ্যামপ্রেমে রাধার প্রেম উথলিছে।
আবার কুঞ্জে কুঞ্জে, পুষ্পপুঞ্জে,
কৃষ্ণচন্দ্রের দাস্য-সখ্য-রাগ ফুটেছে ॥
গগন-ভালে, প্রেমে ঢ'লে ঢ'লে,
শারদ চাঁদ হাসিছে ॥
(ঐ দেখ্ রে চেয়ে)
চাঁদ সুধায় হাসে,সুধায় ভাসে, সুধার ধরা চুমিছে,
তাহে ভর ভর ভর, ঝর ঝর ঝর,
করুণার ধারা ঝরিছে ॥
ঐ চাঁদের কিরণ মেখে, শ্যাম-অঙ্গে অঙ্গ রেখে
(মোদের) রাইচাঁদ শ্যামচাঁদ [illegible],
(আবার) শ্যামচাঁদ রাইচাঁদে [illegible],
[illegible]
[illegible] চাঁদে চাঁদ, [illegible] মিশেছে ॥

মরি মরি কিবা অপরূপ রূপে সেজেছে।
হেন রূপ এ জনমে আর কি কেউ দেখেছে।
দুই রূপ ছিল, মিশে এক হ'লো,
(আর রূপে নাইকো কালো,
নাইকো ধ'লো,—এক হলো)
(রূপে) শুধুই জ্যোতি,
যেন অনন্ত কোটি মণি-মতি ভাতিছে ॥

শুধু রূপ নয়, শুধু রূপ নয়,
ঐ রূপে আরও কিছু রয়।
চাঁদের রূপে শুধু চকোর কি মাতে,
যদি সুধা না থাকিত তাতে।
চাঁদে সুধা আছে, রূপে প্রেম আছে,
তাই তো ও রূপ হে'রে মন প্রাণ মজেছে ॥
ঐ রূপ দেখ, আর শোন,
আমার শ্যামের বাঁশী কি বলিছে।
বাঁশী বলে,—"প্রেমে ডেকেছিস্,
প্রেমে কেঁদেছিস্, প্রেমে পেয়েছিস্,
(আমার শ্যামের বাঁশী বলে)
প্রেমে ডেকেছিস্—(আর ভুলিস্ নে রে ভাই)
(ঐ নাম ভুলিস্ নে রে,
অমন সুধামাখা নাম ভুলিস্ নে রে ভাই)
প্রেমে ডেকেছিস্, প্রেমে কেঁদেছিস্,
প্রেমে পেয়েছিস্, প্রেমে যে ডেকেছে,
সেই পেয়েছে।
(প্রেমরসে ভেসে ও ভাই হরি হরি বল)
প্রেমরসে ভেসে, তাঁরে যে ডেকেছে,
সেই পেয়েছে ॥

ঝাঁপতাল।

হরি, এ কি দেখি অপার করুণা তোমার।
তুমি আপনি কাঁদো আপন নামে,
ভক্তের ব্যথা মূলাধার ॥

ভক্ত ব্যথা পে'য়ে, তোমার মুখ চে'য়ে,
কাঁদে যখন হরি ব'লে,
তখন তুমিও কাঁদো, ভেসে নয়ন-জলে,
এসে লও হে তারে তুলে আপন কোলে,
(তুমিও, কোলে, আয় আয় ব'লে)
এত করুণা আর আছে বা কার ॥

হরি, তোমার করুণায়, ভবের মরীচিকায়,
মন্দাকিনী বহিয়ে যায়, তৃষিত মানব-মৃগকুল ধায়,
অঞ্জলি ভরিয়ে, আকণ্ঠ পূরিয়ে,
পীয়ে সুশীতল বারি তায় ॥
হরি, তোমারই করুণায় করুণা উথলে,
পাষাণ পরাণে, যেন তুষার-স্রাবে, নির্ঝর ঝরে,
কঠোর পাষাণে ঝর ঝর অনিবার ॥
কোথা কোন্ পথে, কোন্ মতে,
তুষার গলিয়ে যায়,
পড়ি গিরি-শিরে, ঘুরে ফিরে, নিরত নিভৃতে ধায়,
শেষে পড়িয়ে ভূতলে, কল কল চলে,
বহে প্রবাহিণীরূপে, উষর উর্ব্বর ভূমে,
স্থানাস্থানের তার নাই কো বিচার ॥
হরি, তোমারই করুণা কত, কত বলিব হে আর।
তোমার করুণার নাহি যে পার।
তোমার করুণার কণিকায় শান্তি-সিন্ধু উথলায়,
কেবল কণিকায়, সুধার বন্যায়, জগত ভাসিয়ে যায়,
তোমার করুণা তোমারই বিভূতি-সম্ভার ॥
হরি, তোমার করুণা চাহিতে হয় না,
হে করুণাধার।
তুমি আপনি ফের দ্বারে দ্বারে,
ডেকে জাগাও যারে তারে।
(তুমি আপনি ফের দ্বারে দ্বারে)
(আহা কত দয়া তুমি ধর হে হরি, মরি মরি,)
বিলাও অবিরল ধারে, প্রেমের পীযূষ-সার ॥
(বিলাও অবিরল,—লয়ে যা রে, যা রে,
তোরা যত পারিস্।)
হরি, তোমারই করুণায় পাই হে
তোমারই ঐ নামের শান্তি-জল।
তোমার করুণায় জীবের জীবনে মঙ্গল,
মরণেও মঙ্গল, তুমি মঙ্গলময় মঙ্গলাগার ॥

খয়রা।

বলিহারি হরি, তোমার করুণায়।
শুধু হরি, হরি ব'লে তোমায় পাওয়া যায়।

নাহি প্রয়োজন, পূজার উপকরণ,
রজত-কাঞ্চন, কুঙ্কুম-চন্দন,
কেবল মুখের কথায় হরি ব'লে হরি পাওয়া যায়,
তোমার এই বিধান, হে করুণা-নিদান,
খুলে মন-প্রাণ, করলে তোমার গুণ-গান,
জীবে তোমার সঙ্গ পায়॥
(শুধু হরিবোল হরিবোল ব'লে,
জীবে তোমার সঙ্গ পায়)
(শুধু হরি হরি হরি ব'লে
জীবে তোমার সঙ্গ পায়)

খাম্বাজ।

ব্যথাহারী ব'লে হরি,ভালবাস কি হে ব্যথা দিতে,
ব্যথা দিয়ে তাই কি হে, চাহ ব্যথা বুঝাইতে।
ব্যথা না পে'লে, কেহ ত কখন কাঁদে না।
না কাঁদিলে,—কেহ ত তোমায় চাহে না।
না চাহিলে,—কেহ ত তোমায় ডাকে না।
তাই, বুঝি ব্যথা দিয়ে, চাহ, হরি, কাঁদাইতে।

ব্যথা না পে'লে, তোমায় মনে রয় না।
তোমায় মনে না হ'লে,
তোমার কথা ত কেউ কয় না॥
তোমার কথা না হ'লে বুঝি,তোমার দয়া হয় না,
তাই, ব্যথা দিয়ে, চাহ বুঝি,
আপন কথা কওয়াইতে।
মরণের পথে শুয়ে, শরণের কোলে, (হরি হে।)
তৃষিত-জড়িত-কণ্ঠে, ডাকি হরি হরি ব'লে,
ভাসি নয়ন-জলে, যাতনায় জ'লে,
তখন তুমি থাকতে নার কাছে এস,
আপন ব্যথাহারী নাম রাখিতে॥
তখন পাই হে সুধা, অমিয়ে গরল,
আঁধার ছাকিয়ে, পাই হে, আলোক বিমল;
হয় কত অমঙ্গলে, কতই মঙ্গল,
সুধা মন্থে, নিবারে হে, চিতানল-দগ্ধ চিতে।
হরি শুধু ব্যথাহারী তোমার নাম ত নয়।
তুমি প্রেমময়,—তুমি প্রাণময়,
তুমি সুখময়,—তুমি নিরাময়,
তবে কিসে ব্যথা আসে, কেন দুঃখ হয়।

কভু ত দেখি নাই, বিকচ কমলে,
গরল ঢালিতে॥
কেন, তোমার হাসা চাঁদ আঁধারে মিশায়।
কেন,—তোমার ফোটা কমল নিদাঘে শুকায়।
কেন,—সন্ধ্যাছায়া পড়ে গোধূলি-গগন-গায়।
লীলাময়, তোমার এ সব লীলা না পারি বুঝিতে
আমার, এ সব কিছু, বুঝে কাজ নাই,
আমি, বুঝিতে না চাই। (কাজ নাই)
যদি ব্যথা না পে'লে তোমায় নাহি পাই,
যদি ব্যথা না পে'লে তোমায় ভুলে যাই,
তবে ব্যথা দিও, ব্যথা দিও,
দিও না, তোমার নাম ভুলিতে।
(দিও না, আমায় দিও না,তোমার নাম ভুলিতে,
দিও না, ব্যথাহারী নাম ভুলিতে,
দিও না, ব্যথাহারী দয়াল হরি
নাম ভুলিতে,—দিও না ওহে।)

না হ'তে ভাবের উদয়, কেন হে বিলয়।
দয়াময়, জলে জলবিম্ব-প্রায়॥
ভাবে প্রাণ ফুটে, বাসনায় টুটে,
তৃষাময় সাধে সব শুকায়ে যায়॥
হরি হে, এ সংসারে ভাবি যারে তারে,
আপন বলিয়ে, কি জানি কি টানে।
চাহি মুগধ নয়নে, আকুল পরাণে,
ভাবি মনে হেন, সুধা-আশে যেন,
চেয়ে রই সুধাকর পানে।
সে যে দেখিতে দেখিতে,
আঁখি পালটিতে, চকিতে মিলায় কোথায়॥
তবুও পিয়াসা, তবুও যে আশা,
তবু ভালবাসা, মিটে না আমার।
দূরে মরু-পারে, বালুকা-ভিতরে,
রবিকর-ধারে, রচিত-সলিল-আধার।
দূরে নয়নে হেরে, বুঝিতে না পেরে,
কি জানি কি মোহ-ঘোরে, উন্মাদ মানস ধায়॥
সুধার ঝরণা খুলিয়ে দিয়ে,
আছ তুমি হরি, কাছে দাঁড়াইয়ে,
কত স্নেহ-ভরে, কতই আদরে,
ডাকিছ আমায় [illegible]

সে তো জানি না,—সে তো বুঝি না,
সে তো দেখি না,—
সে তো শুনি না, যদি মোহ-মরীচিকায় ॥
দয়াময়, দেখা দাও, পরশে ফিরাও,
বাসনা ঘুচাও, পিয়াস মিটাও,
দেহ হরি, ঝারি ভ'রি,
শান্তি-বারি পিপাসায় ॥

কোথা তুমি, কোথা তুমি, হেথা পড়ে আমি.
অকূল বিশ্বের মাঝে,—নিয়ত নিরয়-গামী।
কি যে মরমের কথা, কি যে অন্তরের ব্যথা,
কি না জানো, তুমি অন্তরযামী।
আমি ফিরিতে হে চাই, ফিরিতে না পাই,
কে যেন পিছে টানিয়ে ফিরায় ॥

তুমি পথ না দেখালে কোথা যাব চ'লে।
ধূ-ধূ প্রান্তরে, অবশ অন্তরে,
অবসাদে পড়ি ঢ'লে।
দেহ পথ দেখাইয়ে, লও হে তুলিয়ে,
আপন অভয় কোলে।
আজি মরম-ব্যথায়, মরমের ঘায়,
তোমারে পরাণ চায় ॥

ভাবে ভাব মিলায়ে, ভাব বিলায়ে,
এস ভাবময়, জাগ এ অন্তরে।
যে ভাবে কদম্ব ফুটে, যে ভাবে তটিনী ছুটে,
যে ভাবে বাসনা মরে।
যে ভাবে বৃন্দাবনে, শ্যামরূপে রাই সনে,
জেগেছিলে ঘরে ঘরে।
সেই ভাবে চাও, সেই ভাব দাও,
আমার হৃদয় ভ'রে।
আমি ভাবে যাই গলি, ভাবে হরি বলি,
ভাবে পড়ি লুটায়ে পায় ॥

আমি জানি না হে হরি।
তোমায় কি ব'লে ব্যথা হয় জানাইতে।
আমি বুঝি না হে হরি।
তোমায় কি ব'লে ব্যথা হয় জুড়াইতে ॥

আমি ডাকি যত,
বুঝি মনোমত হয় না হে তোমার।
তাই কাঁদি যত, বাড়ে তত, যাতনা-বেদনা-ভার।
তাই যদি হয় দয়াময়, তোমার দয়া বই উপায়,
কৈ হে আমার, দয়া ক'রে দাও শিখায়ে,
কেমন ক'রে হয়, তোমায় ডাকিতে ॥

তুমি না শিখালে, কেই বা শিখায়।
কে না কাঁদে, কে না ব্যথা পায়।
ঐ পাখী কেঁদে কেঁদে গায়,
ঐ নদী কেঁদে ছুটে যায়,
ঐ গিরি কাঁদে ঝরণায়,
ব্যথা না পেলে, কাঁদে কি তারা আকুল চিতে।

তুমি না শিখালে,
ব্যথা চাপিতে পারে কি কেউ কখন।
ঐ গম্ভীর থির অসীম গগন,
ঘন শোক-মেঘ-ছায়ে, কঠোর বজর-ঘায়ে,
ব্যথা পে'য়ে করে গো রোদন।
ঝরে বারি-ধারা, পারে কি সে বারিতে।

আমি মনে করি, ব্যথা পাশরি,
কই তা পারি, প্রাণ কেঁদে উঠে।
যেন তাপে গিরি ফুটে,
গলিত অনলে, দ্রবিত ধাতব ছুটে,
আমার পরাণ-মরম দাহিতে ॥

আমি জনমে জনমে, কত ব্যথা পেয়েছি,
আমি জনমে মরণে, কত কাঁদা কেঁদেছি,
কত কেঁদে কেঁদে, কত ডাকা ডেকেছি,
বুঝি, পারি না তেমন, কাঁদার মতন কাঁদিতে।

যারা তেমন কাঁদিতে পেরেছে,
যারা তেমন তোমায় ডেকেছে,
তাদের জনমের জ্বালা জুড়ায়েছে,
তাদের মরণের ব্যথা হয় না সহিতে ॥

তাদের মত তেমনি শিখাও,
তাদের মত তেমনি কাঁদাও,
তাদের মত তেমনি ডাকাও,
তাদের মত জ্বালা জুড়াও,
তাদের মত ব্যথা ভুলাও,
তোমার মতন, কেহ তেমন,
পারে কি হে শিখাইতে।

যোগিয়া-মিশ্র ঠুংরি।

হরি আমি দুখ ভালবাসি,—সুখসাধ নাই হে।
আমি জনমে জনমে যেন দুখ পাই হে।
সুখে যে দুখের স্মৃতি চ'লে যায়,
দুখ স্মৃতি লোপে মোহ-মদিরায়
বিলাস-বাসনা লালসা জাগায়,
শেষে অবসাদে অলসে ঘুমাই হে।
দুখেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে,
দুখেই আমার পরাণ জেগেছে,
দুখেই আমার চেতনা হয়েছে,
দুখেই তোমার চরণে লুটাই হে।
যত তাপে ফোটে বেদনা আমার,
স্মরণে পেয়েছি করুণা অপার,
তত তাপে উঠে স্মরণ তোমার,
সাধে কি সাধিয়ে ডেকে দুখ চাই হে।

যোগিয়া-মিশ্র—ঠুংরি।

উদয় অচল শৃঙ্গ, প্রভাত তপন কোথায়।
হিমাচল ঝলমল, ঝলসে ময়ুখ মালায়,
তপন মলিন, জ্যোতির্ভাতিহীন,
কিরণ বিলীন, নবোদিত তপন বিভায়।
একি এ এ কেমন, নূতন তপন,
মরমে কিরণ, পরশে তা পরাণ জুড়ায়।
তীব্র জ্বালাময়, তপন সে নয়,
কোমল অভয়, রূপ ঘন পূর্ণ প্রতিমায়।
গিরি পরিহরি, কনক-সুন্দরী
দশ ভুজ ধরি, ধীরি ধীরি আওত ধরায়;
কোটি উৎপল, চরণ যুগল,
সিন্ধু পরিমল, উছলিত দিকে দিকে ধায়।
ভাতি অনিন্দিত রাতি বিদূরিত,
সুধা বিগলিত, ঝর ঝর করুণা ধারায়।
পুলক বিথার, ফুল্ল ফুল সার,
কমল কহ্লার, নতশিরে চরণে লুটায়।
পবন-হিল্লোলে, জাহ্নবী উথলে,
আকুল কল্লোলে, কল-কণ্ঠে আগমনী গায়॥

যোগিয়া-ভৈরবী—ঠুংরি।

কি অশ্রু পুঞ্জে, কি কুটীর কুঞ্জে,
লুকায়ে কি পাখী কি গান গায়।
কি ললিতে, কি আনন্দ গীতে,
কি বিষাদ তানে, আকাশ মেদিনী ছায়।
কোথা হ'তে আসে বীণার ঝঙ্কার,
কোথা হতে উঠে প্রণব ওঙ্কার,
কোথা হতে স্বনে রণ হুহুঙ্কার,
কোথা হতে শুনি, ঝন্ ঝন্ ধ্বনি,
ঠিকরে কি রক্তিম আভায়।
একি শুনি আজি কার জট জুটে,
আনন্দে জাহ্নবী-তরঙ্গ ছুটে
কার পুণ্যবলে নীলোৎপল ফুটে,
ধূপ জ্বলে, দীপ ভাতে, বাস উঠে, চন্দন চর্চ্চায়
একি, একি, আজি বিশ্ব-অনুপমা,
মা,—আমার মা, আমার, এসেছে হে উমা।
মা, মা, ভিখারী কাঙ্গালে, একি মা করুণা।
এনেছ বিশ্বের ভাণ্ডার,
কই কই অন্ন মা কোথায়।

বিভাস—ক্রুতত্রিতালী।

মুছে ফেল মুছে ফেল, নয়নের জল রেখা।
কাঁদিও না, কাঁদাও না, যদি পুন হ'ল দেখা।
কত বলিবে, কি ব্যথা এ মরমে ফুটে,
কত দেখাবে, কি তাপ এ পরাণে উঠে।
কত জানাবে কি ভার এ দেহ লুঠে।
কত বুঝাবে,
কত দিয়েছিলে তায় মায়ের ভরসা ঠেকা।
মায়ের দোষে মোরা নহি রে এমন;
মায়ের রোষে মোদের নহে রে রোদন;

কেন কাঁদিবে গো, বাড়াতে মায়ের বেদন।
কেঁদো, পার যদি
মুছিবারে করমের ফল লেখা।
এসেছে আনন্দময়ী, এসো গো আনন্দ করি,
এসেছে মা উমা শশী, সারদা সুন্দরী।
এসো, দেখি গিয়ে মায়ে নিখর নয়ন ভ রি।
চেপে রাখো, যত ব্যথা বুকে,
সেত ভাল আছে সেথা।

বৃথা ব্যথা চেপে রাখা, বৃথা চাপা নয়নের জল।
এত আয়োজন বুঝি, সব হ'ল গো বিফল।
কই মা ত কথা কয় না, কই মা ত ফিরে চায়না,
কথা শুনিতে ত পায় না অচল জনক সম
মা যে গো অচল ॥
ওগো কথা কি কহিবে, ওগো কথা কি শুনিবে,
ওগো ফিরে কি চাহিবে মা কোথায়
প্রাণহীন প্রতিমা কেবল ॥
মার প্রাণ প্রতিষ্ঠার, করিবারে অধিকার,
আছে প্রাণ হেথা কার;
প্রাণ নাই সে প্রতিষ্ঠা করিবে কে বল ॥

মালকোষ—একতালা।

কাঁদ অনুতাপে, ডাক অনুরাগে।
কাঁদিয়ে মাগিয়ে লহ প্রাণ আগে ॥
কি বেদনায়, কি করুণায়, কি সাধনায়,
ভকতে কাঁদিয়ে মায়ে প্রাণ মাগে ॥
প্রাণ মাগিয়ে প্রাণ খুলিয়ে, প্রাণ সঁপিয়ে,
নাহি দিলে মায়ে,—মা কি কভু জাগে ॥
প্রাণ কাঁদায় প্রাণ হাসায় প্রাণ মাতায়,
প্রাণ প্রতিষ্ঠায় শুধু প্রাণ লাগে ॥

ভৈরবী—দ্রুততেতালা।

পূত মন্ত্র পাঠ শুদ্ধ উচ্চারণ।
ঋষি-কণ্ঠ নিনাদিত সুললিত তান বিমোহন ॥
ছন্দে ছন্দে ঝঙ্কারিত, কত গাথা কত গীত,
দিকে দিকে মুখরিত, গিরি নদী তট বন ॥
কত ধ্যানে ডুবেছিল, কত প্রাণে ডেকেছিল,
তবে ত সে পেয়েছিল, জননীর দরশন ॥

যদি পারো করো গান, যদি পারো ধরো তান,
যদি পারো ধ্যানে আনো, কর স্মৃতি জাগরণ ॥

ললিত—আড়াঠেকা।

মরণে বাঁচায়ে বরষ গিয়েছে ফিরে।
মা আমার এল ফিরে পুনঃ সে শূন্য মন্দিরে ॥
শরতের আলো ছায় মধুর প্রখর তায়,
মা আমার হেসে চায়, শীত তপ্ত ধরণীরে ॥
সেই রূপে সেই রাগে, সেই স্নেহ অনুরাগে,
মায়ের মূরতি জাগে শীর্ণ এ পর্ণকুটীরে ॥
সেই সিংহাসন মাঝে, দশভুজে দশ সাজে,
দশ প্রহরণ রাজে মুকুটমণ্ডিত শিরে ॥

ভৈরবী—একতালা।

মায়ের ভুবন মোহন রূপ ভুবনে ছড়ায়।
কত কোটি অন্ধ নিশি নিমিষে শুকায় ॥
আজি মঙ্গল প্রভাতে দূর অবসিত রাতে,
কত কোটি ভানু ভাতে, কত সুপ্ত সুষমায় ॥
নিমেষে বিশ্ব জাগরিত, নিমেষে হাস্য বিকসিত,
নিমেষে বরষ সঞ্চিত মলিনতা সুষমায় ॥
মূকে বাণী বিগলিত, রুদ্ধ কণ্ঠ উচ্ছাসিত,
বরষ বিস্মৃত গীত সদ্য জাগ্রত বীণায় ॥

রেওয়া—আড়াঠেকা।

অরুণ কিরণ ভাতি মায়ের চরণ পুটে।
রক্তিম রঞ্জিত জবা দিগন্তে ফুটিয়া উঠে ॥
রুচির দশন কাশে শুভ্র সেফালিকা হাসে,
ঝড়ে পড়ে আশে পাশে, মায়ের চরণ লুটে।
আঁখি রাগ মহিমায়, রূপ জাগে কমলায়,
আনন্দ বিভোর বায়, কত মধু গন্ধ ছুটে।
চারুমুখ চন্দ্রমায়, কোটি রশ্মি উথলায়,
চকিতে চমকি তায়, কুমুদ কহ্লার ফুটে ॥

ললিত-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

দেখরে ভিখারি চেয়ে কে সাজালে
ভিখারিণী মায়ে।
কে দিল পরায়ে দেখে সোণার মঞ্জীর
মায়ের পায়ে ॥

কত চন্দ্র চমকিত, কত রতন খচিত,
স্বর্ণ মুকুট রচিত কে দিল তায় সাজায়ে।
মণি মুকুতা বিথারে, কোটি সৌর-করধারে
ঝলসিত কণ্ঠহারে কে দিল কণ্ঠে দোলায়ে॥
কুন্তলে কিরণ ঝরে বাজুটি বলয় করে,
সিঁথি সে সীমন্তপরে কে দিল মায়ে পরিয়ে।
কে জাগালে মায়ে কি বোধন মন্ত্রে,
কি গুণ মায়ের বাখানি।
কে শুনালে আজি অকালে,
মায়ের সে অভয় বাণী॥
কে কি ছন্দে কোথা কি ব্যথা ঢালিল,
কে কি সুররাগে কি অশ্রু বর্ষিল,
কে আঁখি উপাড়ি চরণে সঁপিল,
শিহরি জাগিল সে গিরিশ-রাণী॥
কে কি সাধনায় কি ধ্যানে সাধিল,
কে কোথা কি গানে কি তান তুলিল,
কে নীলকমলে মায়েরে পূজিল,
কে কি ব'লে মায়ে তুষিল কি জানি॥
স্মরণ অতীত কত যুগ-যুগান্তরে,
কে জাগালে মায়ে কাঁদিয়ে কাতরে,
সে কি ফিরে এ'ল এতদিন পরে,
জাগিল তাই আবার ভবানী।

যোগিয়া-ভৈরবী—ঠুংরি।

মা যদি জেগেছে, সাধিবে কি সাধনায়।
কি মন্ত্র জপিবে, ভাবিবে কি ভাবনায়॥
রণজয় আশে অরাতি নিধনে,
নীল উৎপলে শত আয়োজনে,
পুজেছিল তারা যে মন্ত্র সাধনে,
চাহ কি গো আজি সাধিবার তায়॥
কোথা রণ কোথা জয়-পরাজয়,
নিত্য নিরন্নের শত্রু কি গো রয়,
চির ভিখারীর কোথা শত্রু ভয়,
সে যে উপেক্ষিত নিন্দিত ঘৃণায়।
নূতন সে ছন্দে নূতন করিয়ে,
নূতন মন্ত্রেরে নূতন রচিয়ে,
শুধুই অন্ন দে অন্ন দে বলিয়ে,
কহ কোটি কণ্ঠে ডাক অন্নদায়॥

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ—একতালা।

মা তোমার রূপ ভুবন-মোহন।
কেন মা তোমার ধরণী এমন॥
কোথা তার সে শুভ্র শান্তি।
কোথা তার সে কোমল কান্তি,
কোথা তার সে ভাস্বর ভাতি,
কোথা তার সে হেমবরণ॥
সে যে চির অনশনে রয়,
সে যে ম্লান মলিনতাময়,
সে যে মৌন কথা নাহি কয়,
সুধু চো'কে ধারা বরিষণ॥
শুধুই সে মরম ব্যথায়,
কি আশায় ফিরে ফিরে চায়,
কি ভাষায় নীরবে জানায়,
প্রাণের সে বিষম বেদন॥

টোড়ি—আড়া।

এলে যদি ফিরে, এস যদি বার বার।
রণবেশে কেন এসে বেদনা বাড়াও আর॥
পারে কি খড়্গ মা অন্ন ঢালিতে,
পারে কি ত্রিশূল বারিবিন্দু দিতে,
পারে কি পরশু কভু মা নাশিতে,
চির নিরন্নের নিত্য হাহাকার॥
কেন রণ-সাজ, কাজ কি মা রণ,
ছলে মিছে কেন ভুলাও এমন,
চাহি চাহি মা অন্ন অনুক্ষণ,
পার যদি কর মা সুসার তার॥
এলে যদি ফিরে এ কাঙ্গাল-পুরে,
তীর তরবারি ফেলে দেহ দূরে,
দেখাও দেখি মা সুধু আঁখি পুরে,
সেই অন্নপূর্ণা মুরতি তোমার।

যোগিয়া-ভৈরোঁ—একতালা।

তোমারই পবন, তোমারই তপন,
তোমারই চন্দ্র, তোমারই ইন্দ্র,
তোমারই এ বিশ্বভুবন।
তবে কেন মা বন্যায় ধরণী ডুবিয়ে যায়,
কেন বিনা বরষায় শ্যামল শস্য শুকায়,
কেন মৃত্যু আলাপন।

বলি একি মা মমতা, শুনে দুখের বারতা,
দেখে মুখে মলিনতা, বাজেনা মরমে ব্যথা,
তুমিই বা মা কেমন।
তবু একি মা বালাই, এলে যদি শুনি তাই,
মা মা ব'লে ধেয়ে যাই, চরণে লুটাতে চাই,
নেহারি ও রূপ ঘন।

সুরট—কাওয়ালী।

মায়াময়ী মা তোমার মায়া বুঝা ভার।
বুঝা ভার, মা তোমার মায়া রচনার॥
ছিনু পড়ে কোথাকারে, ধরণীর এক ধারে,
মরণের কোন্ দ্বারে. ঢেলে দিল কণা করুণার॥
ছিনু ঘুমে অচেতন, দিলে এনে জাগরণ,
দিলে ভেঙ্গে কুস্বপন, কতাকোটী মনো-বেদনার॥
দূরে ছায়া মরণের, কাছে দৃশ্য জীবনের,
ঝরে সুধা স্বরগের, যেন ধারা কোটি ঝরণার।

বিভাস মিশ্র—ঝাঁপতাল।

মা সেজে দাঁড়ায়ে ঐ বিল্বমূলে রয়েছে।
শ্রীসম্পদ বিদ্যা বীর্য্য সঙ্গে লইয়ে এসেছে॥
শিব সুন্দর জাগ্রত ফুটন্ত কিরণে,
ক্রূর অসুর-মথিত-চরণ পীড়নে,
যাচে আকুলে মুকতি করুণা নয়নে,
বুঝি ভকতি ভগবতী মুক্তি দিয়েছে॥
শুভ আশীষ নিঃসৃত বদন-মণ্ডলে,
শান্ত পীযূষ বর্ষিত নয়নযুগলে,
বর-অভয়-স্ফুরিত চরণ কমলে,
ভীত অমর অভয় চরণে পেয়েছে।
পূর্ণ প্রতিমা বিম্বিত অরুণ তপনে,
রশ্মি রেণুকা স্ফুরিত সোণার বরণে,
দূর দিগন্ত দূরিত কিরণ ভুবনে,
নীল জলদ বিচিত্র সে মিশেছে॥

বিজয়া।

ললিত—একতালা।

কেন নিশি পোহাইল?
সুখশর্বরী কেন রে এখনি শেষ হইল।
কেন এ নিশি চির নিশি হয়ে না রহিল॥
অস্তাচল শশি-সমান, হইতেছে ম্লান,
মায়ের সুধাংশু বয়ান রে।
দেখ মায়ের আঁখি ঝরে, কি ভাবে, কি বিষাদভরে,
হেরে তারে, প্রাণ বিদরে॥
কি করি একি হ'ল, কাল দশমী এ'ল,
সুখ-শশী শোক-মেঘে আবরিল॥

বিভাষ—ঝাঁপতাল।

সাধ মিটিল না বাসনা পূরিল না।
সাধিনু এত মায়ে, মা ত তা শুনিল না॥
(ও যে) মেয়েও নয়, মাও নয়,
মেয়ে কি মা এত কি নিদয়।
চিত এত কি মোহময়, মা কি মেয়ে চিনিল না॥
আসা-যাওয়া মিছে মায়া,
ছায়াবাজির আলো-ছায়া,
ও যে স্বপনের স্বর্ণ-কায়া,
মোহে মন তা বুঝিল না।
কে আসে কি ছলনায়, কি চাহে কি নীরব ভাষায়,
না পেয়ে বুঝি দুখে চলে যায়,
অনুরোধ-রোধ মানিল না॥

পরজ—একতালা।

ফিরে যাও, কত মা কাঁদাও।
তবু কত মোহে মা হাসাও॥
তুমি গেলে চ'লে, কাঁদি মা মা ব'লে
রোদনের রোলে, আনন্দের কি ধ্বনি মিশাও।
উদাস শ্মশানে, হতাশ পরাণে,
কি মধুর তানে, কি মধুর বাঁশরী শুনাও।
আজি প্রাণ খুলি, শত্রুমিত্র ভুলি,
করি কোলাকুলি, অবসাদে কি ভাবে মাতাও॥

পূরবি—আড়াঠেকা।

উষার আলোকে গড়া মা তোমার প্রতিমায়।
ঢেলে দিলে সে কিরণ, সে কোথা ভাসিয়ে যায়
শেষ তপন আকাশে, শেষ সে কিরণ ভাসে,
শেষ বিজলীর হাসে, ডুব সলিলে মিশায়।
দূরে যত দূরে যাও, ডুবে ভেসে ফিরে চাও,
না জানি কি সুধা পাও, সোণার কমল-কায়।

তবু মা ফিরিলে আর, ঐসে তরঙ্গ বিথার,
নীল অকূল পাথার, নিল তুলে মা তোমায়॥

ইমন্-কল্যাণ—আড়াঠেকা।

শুনেছি মা বিসর্জ্জনে অনন্তে পরাণ ধায়।
যে পারে মা যেতে সেথা,
সে তোমারে ফিরে পায়॥
কত চাব এ ক্ষীণ নয়নে, কত যাব এক্লান্ত চরণে,
সে পথে মা তোমারই সনে,
তাই শুধু কেঁদে ফিরি নিরাশায়।
নিরাশায় আকুল পরাণে,
বেদনার বাঁধা সে বিধানে,
জাগে বটে ও মুরতি ধ্যানে,
কিন্তু কতক্ষণ নিমিষে মিলায়।
মোহে যবে আঁখি খুলে চাই,
অবসাদে ধরণী লুটাই,
তখনি তোমারে ভুলে যাই,
অচেতনে ডুবি যে অন্ন-চিন্তায়॥

বাহার-বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

বহু বিরহের পরে আকুল নয়নে।
চেয়েছিনু শুধু মার পা দুখানি পানে॥
কি যেন আলোকে, কি যেন পুলকে,
কি ভাবে ছিনু বা কোথা, ভুলে ছিনু যত ব্যথা,
আঁখি মত্ত মকরন্দ পানে॥
কি অমিয় ছানি, কি অভয় বানী,
কোটি কোটি ভরসা ঢেলে দিল মা আমার,
চির তৃপ্ত তৃষিত এ কাণে॥
দেখিতে চরণ, মন নিগমন,
নাহি পেনু অবসর, শুনিতে মায়ের স্বর,
পশিল না সে বাণী এ প্রাণে॥

কীর্ত্তনী-সুর।

ভাল ক'রে আঁখি ভ'রে,
প্রাণপুরো মকে দেখা হলো কৈ?
দেখিতে দেখিতে, চপলা চকিতে,
মা যে আচম্বিতে চলে গেল রে ঐ।
শুনাও গেল না, দেখাও হল না,
মা বুঝি জানে না, শুধু সে ছলনা বৈ।
ছিল সাধ মনে, দেখিয়ে নয়নে,
মায়ের চরণে, যত মনোব্যথা কই।
মা গেলরে চলে, গেল না ত বলে,
ঘুচিবে কি হ'লে, যে যাতনা প্রাণে সই॥

ললিত-ভৈরোঁ—একতালা।

কেন কাঁদিব, কেন না হাসিব?
কেন না হরষে তাঁহারে বিদায় দিব?
মৃণ্ময়ী মুরতি মা'র হ'ল দূরে অপসার,
চিন্ময়ী এ চিতে আবার, ধ্যানে মায়ে দেখাইব॥
শূন্য এ পর্ণ-কুটীর, পূর্ণ হৃদয়-মন্দির,
রবে মা জাগ্রত চির, প্রাণে সদা নিরখিব॥
বিশ্বময়ী মা আমার, বিশ্ব তিনি বিশ্ব তাঁর,
মা ছাড়া আছে কি আর, গানে কত বুঝাইব?

ভূপালী—খেমটা।

ঢাল সিদ্ধি, ঢাল সিদ্ধি, আজি শুভ বিজয়ায়
কোল দেও, কোল দেও,
ডেকে শত্রু-মিত্র যে যা চায়॥
শুধু নাম লেখ, শুধু নাম ডে'ক,
নাম মনে রেখ, নামে যে স্মৃতি জাগায়॥
নেশায় মাতিয়ে, ব্যথা পাসরিয়ে,
রাখ জাগাইয়ে, চির-চিন্ময়ী মায়॥
নেশা যদি হয়, লক্ষ্য দৃঢ় রয়,
রূপ বিশ্বময়, স্বরূপে প্রকাশ পায়॥

ললিত-যোগিয়া—দ্রুতত্রিতালী।

গাও বিজয়ার জয়, গাও প্রাণ ভ'রে।
দাও জয়-সাক্ষ্য কোলাকুলি ক'রে॥
জীবন-সংগ্রাম, করি অবিরাম,
উদরের দুই মুষ্টি অন্ন তরে॥
প্রাণান্তে যুঝিয়ে, আছি ত বাঁচিয়ে,
দেখেছি মায়ে তিন দিন ধ'রে॥
সেত মিথ্যা নয়, সেইত গো জয়,
সেইত বিজয়া, বাঁচি যদি ম'রে॥

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা।

আছে ত তোমার সেই কনকবরণ।
আছেত তোমার সেই কমল ভূষণ॥
সেই ত কমল হাসে, সেইত মধুর আশে,
আকুলে মধুপ আসে শুনি গুণ গুণ গুঞ্জরণ।
সেই সে গগন-গায়, শারদীয় পূর্ণিমায়,
আঁকা শশী হেসে চায়, ঢেলে দেয় রজত-কাঞ্চন॥
সেই কোটীতট-মাঝে, রতন খচিত সাজে,
সোণার সে ঝাঁপিরাজে, তবে কেন নিত্য নিরশন

জয়জয়ন্তী মল্লার—মধ্যমান।

কিনা জান তুমি মা কমলে।
কেন দিবানিশি ভাসি আঁখি জলে॥
করুণায় এসো যাও, করুণায় হেসে চাও,
করুণায় ঢেলে দাও, ধন ধান্য জলে স্থলে॥
দিয়ে যাও যারে তারে, নেয় মা যে যত পারে,
মানা ত নাইকো কারে, ফলাফল কর্ম্মে ফলে॥
যা মা দাও গো হেথায়, দিতে দিতে কত যায়,
বিলাস-লালসা তায়,জাগে যে গো পলে পলে

ঝিঁঝিট—খৎ।

গুণ গুণ গুঞ্জরি অলি ঐ মন্দিরে ধায়।
ঝিমি ঝিমি নীরব নিশি,
হেথা কোথা সে কমল পায়॥
রা'তে কি কমল ফুটে, রা'তে কি গো মধু জুটে,
তবে অলি কেন ছুটে, কি লোভে, কি আশায়॥
শুভ্র চন্দ্র কিরণ বিমল,
তর-তর গলিত রজত তরল ;
ধৌত ধরণীতল—পুলকিত প্রকৃতি বিভায়।
ঐ ঐ যে মন্দিরে আমার,
পূর্ণ বিকশিত শতদল সার,
তাহে শোভিত মুরতি কমলার,
আজি শারদীয়া পূর্ণিমায়॥

খাম্বাজ—ঠুংরি।

মা, মা! কি ল'য়ে এসেছ ধরায়।
কাঁকে কি ঝাঁপি রাজে, কি রেখেছ তায়॥
ওগো অন্ন নাই, তাই অন্ন চাই,
অন্নময়ি, তোমা বিনে কে অন্ন যোগায়॥
ঝাঁপি খুলে দাও, বারেক দেখাও,
কত অন্ন এনেছ মা, বিলাতে হেথায়॥
নাহি প্রয়োজন, রজত-কাঞ্চন,
শুধু দুটী অন্ন, নিরন্ন সন্তানে চায়॥

শ্রীশ্রীশ্যামা।

ইমন্‌—চৌতাল।

এ অমা-নিশায়,—তিমির-ভূষায়,
সেজে কার বামা, নেচে নেচে যায়॥
(এ অমা-নিশায়)

বেহাগ—তেওরা।

নিবিড় তিমিরে মিশেছে তিমির,
যেন বরষার জলদ গভীর,
আবরি রেখেছে হিম-গিরি-শির,
অসীম কালিমায় ঢাকিয়ে সে কায়॥
(এ অমা-নিশায়)

কেদারা—সুরফাঁকতাল।

তিমির বরণী তিমিরে সে হাসে,
যেন ঘন ঘোর নীলিম আকাশে,
মেঘে মেঘে মিশে বিজলী বিকাশে,
চকিতে চমকে,চকিতে লুকায়॥ (এ অমা-নিশায়)

ছায়নাট—ধামার।

একি দেখি বামার ভাব চমৎকার,
ভ্রূকুটি ভয়াল ভীষণ আকার,
ঘনে ঘনে ঘনে বিকট হুঙ্কার,
নয়নে করুণার কিরণ ভায়! (এ অমানিশায়)

হাম্বির—ঝাঁপতাল।

জগতে ত্রাসিতে রূপ ভয়ঙ্কর,
গলে মুণ্ডমালা হাতে অসি খর,
পদভরে ধরা কাঁপে থর-থর,
তবুও পদে প্রাণ লুটাতে চায়॥ (এ অমা-নিশায়)

গৌড়সারঙ্গ—টিমেতেতালা।

বীর রৌদ্র রসে নাচে সে সমরে,
বীভৎসে বিহরে পতি বক্ষ-পরে,
করুণায় ডেকে বরাভয় করে,
শান্ত সুধা-রস ভকতে বিলায়। (এ অমা-নিশায়)

বারোঁয়া—ঠুংরি।

মুখের মুখস্ খুলে ফেল মা,—
মুখের মুখস্ খুলে ফেল মা।
রাঙ্গা মুখে কালী মেখে, আর জুজু সেজোনা॥
মুখে কালীর ভূষো মে'খে,
ভূতের বোঝায় অঙ্গ ঢেকে,
হমৃকী দাও মা থেকে থেকে,
বাবার বুকে দিয়ে পা॥
গলে মুণ্ডমালা পরা, রেগে হাতে খাঁড়া ধরা,
রক্ত-খাওয়া সরা সরা,
ও যে ভয় দেখান জুজু-সাজা।
শুন বলি মা আমার,
কেন মিছে ভয় দেখাও আর,
তোমার ভয় দেখে মা বারে বার,
হ'য়ে গে'ছি ভয়-ভাঙ্গা॥
মোক্ষ-পদ শিবের ভাণ্ডার,
পে'তে ধরেছি মা যে আবদার,
ল'বো তবে ছাড়'গো এবার,
যা করবার করো তা।
মায়ের মতন মাটী হ'য়ে,
সকল আবদার-বায়না স'য়ে,
চুমো খে'য়ে বুকে লয়ে,
দিয়ে দাও মা চাইগো-যা॥

মুলতান সিন্ধু—মধ্যমান।

বড় সাধ মা, তোমার কোলে যে'তে।
বড় সাধ মা, তোমার চরণ পে'তে॥
কোলে যাব কি মা, রেখেছ কি স্থান,
ভয়ে সদা শিহরে যে প্রাণ,
ও মা, মড়ার মাথা গাঁথা বিকট-বয়ান,
আসে যেন তারা গিলে খে'তে।
চরণ পা'বো কি, বৃথা আশা তার,
দিয়েছ যারে তার অধিকার,
রেখেছে সে ধ'রে বুকের মাঝার,
সে যে ঘুমায় জে'গে দিবা রে'তে।
একে ঐ বিভীষিকা তোমার ঐ কাল অঙ্গে,
তাহে সদা ফিরে ভূত-প্রেত সঙ্গে,
তাহে নাচ মা নিয়ত ভ্রূকুটি-বিভঙ্গে
ঘোর রণ-রঙ্গে মে'তে।
তোমার কোন্ রূপে মা সাধ মিটাই,
তোমার শ্যামারূপে মা, উমারূপে তাই,
উমারূপ রাঙা বটে, তবু ভয় পাই;
ও মা, রণ-রঙ্গও যে এঁতে॥

সুরট-বেহাগ—দ্রুতত্রিতালী।

ঐ অকূলে ভাসে মা তরি।
মেঘ আকাশে ছেয়ে, যায় মা ধে'য়ে,
গরজে গগন ভরি॥
কোথা সে আকাশ থেকে,
আনে গো আঁধার ডে'কে,
রাখে মা ধরণী ঢেকে, যেন নিশি ভয়ঙ্করী।
তাহে পবন প্রবল, উচ্ছসিত কল্লোল,
স্ফুটিত তরণীতল, কম্পিত সে থরথরি॥
ঐ ডুবিল ডুবিল না, পার যদি রাখ শ্যামা,
আমার দিবার কিছুই নাই মা,
তোমার দয়ার ভরসা করি॥

সুরট-খাম্বাজ—একতালা।

আমি দিবানিশি আকাশ-পানে চেয়ে রই।
আমার মনে হয়, মেঘের মাঝে,
আমার মা বুঝি ঐ॥
মা আমার অনন্তরূপিণী, মা আমার নীরদ-বরণী,
আকাশ নীলিম, অনন্ত অসীম,
তাই ভাবি না তায়, আমার মা বৈ॥
হোথা রবি-শশী-তারা, কিরণ-ভাষে হেসে তারা,
বলে আয় আয়, তোর মা হেথায়,
আমি হোথা যেতে পারি কৈ॥
পাখী ভাসে মেঘের গায়,
সে যে মায়ে দেখ্‌তে পায়,
আপন ভাষায়, গুণ গেয়ে যায়,
আমি শুধু কেঁদে সারা হই॥
যে যাবার সে যাকুগো সেথা,
আমি মা বলিয়ে কাঁদবো হেথা,

বাসনা আমার, বুঝিব এবার,
আমি মায়ের ছেলে হই কি নই॥

জয়জয়ন্তী-বল্লার—মধ্যমান।

মা আমার ধূলাখেলা ফুরায়েছে।
এখন মা, মা বলিয়ে তোমায় মনে পড়েছে॥
খেলার ঘোরে সাথীর সনে, ছিনু ভুলে অন্যমনে,
তারা একে একে জনে জনে,
সবাই তোমার কোল পেয়েছে॥
ওমা, ধূলার ঘর ধূলার বাড়ী,
তারা গিয়েছে সবাই ছাড়ি,
(এখন) ধূলার উপর ধূলার কাঁড়ি,
ধূলা হ'য়ে পড়ে রয়েছে॥
আমি নিরখি নিরখি চারিধার,
কৈ কোথা কেউ নাই মা আমার,
শুধু ধূ-ধূ শূন্যাকার, যেন মরুভূমি হয়েছে॥
এ মরুমাঝে দাঁড়াইয়ে,
একা আমি ডাকি মা—মা বলিয়ে,
এসে কোলে নাও মা তুলিয়ে,
আমার ধূলাখেলার সাধ মিটেছে॥
মা তোমারি বা মায়া কেমন,
ছেলে খেলে নাইকো স্মরণ,
নাইকো আদর, নাইকো যতন;
তোমার স্নেহ-দয়া সব কি গেছে।

ইমন-ভূপালী—একতালা।

আঁধারে এসেছে আঁধার-রূপিণী মা আমার।
তাই জেলেছ কি দীপমালা,—
দূরিতে গো সে আঁধার॥
যদি না পার আঁধারে চিত আলোকিতে,
বৃথা সাধ দীপালোকে আঁধার বারিতে,
আঁধার আলোকভরা পাও না দেখিতে,
মোহে তুমি অন্ধতম,—দোষ কিবল শ্যামার॥
দেহ দীপ নিভাইয়ে, রহ আঁধারে ডুবিয়ে,
ভাব আঁধার-রূপিণী মায়ে ধ্যানে ধেয়াইয়ে,
কোটি ইন্দু দিমিয়ে উঠিবে ফুটিয়ে,
টুটিবে আঁধার-ঘোর, ঘুচিবে মোহ-বিকার॥

মহেশ চরণে প'ড়ে রহে গো কৃপাণু-আশে,
নীরব নয়ন-কোণে অভয় ভারতী ভাষে,
ভকত ইঙ্গিতে বুঝে ভ্রূ-ভঙ্গে চন্দ্রমা হাসে,
কত চন্দ্রিকা ঝরে গো চন্দ্রমুখে তার॥

যোগিয়া—দ্রুতত্রিতালী।

ভাল এসেছ গো তারা, এলে গেলে কত বার।
কি সাধ মিটালে আমার, কি সাধ মিটিল তোমার
শ্মশান ভালবাস মা, শ্মশানেত এসেছ,
মুণ্ডমালা ভালবাস তাও কত পেয়েছ,
রুধিরে পিয়াস বড় তাও ত গো পিয়েছ,
আর কি বাকি বল গো শ্যামা সাধ মিটাবার।
হেথা লক্ষ লক্ষ লোক মরে নিত্য নিরশনে,
রাশি রাশি নরমুণ্ড গড়াগড়ি ধরাসনে,
রুধিরের ছড়াছড়ি দিকে দিকে কত রণে,
বুক চিরে দিছি দুই বিন্দু মা, যা ছিল আমার॥
তোমার সাধ মিটেছে মা, সুখ পেয়েছি গো তায়,
আমার সাধ নাইবা মিটুক, তাতে কিবা এসে যায়,
তবে দুটো কথা ব'লে রাখি কথায় কথায়,
আমার সাধ শুধু ঐ চরণটুকু, নয়কো কিছু আর

পিলু-ঝিঁঝিট—পোস্তা।

এখনও এখনও তুমি কি রঙ্গে নাচ মা কালি।
তোমার আর কিছু কাজ দেখি না ত,
দেখি কেবল নাচটি খালি॥
দেখে শুনে বড় ব্যথা পাই,
তোমার নাচ দেখে হাসে মা সবাই,
বলে ন্যাংটা মেয়ের ঘ্যাম্‌টা বাই,
ও যে পাগলি সাওতালী॥
কালাকালের ভেদ রাখ না,
রুচি-শুচির ভেদ মান না,
লোকের মতি-গতির ধার ধার না,
তাই নেচে যেচে খাও মা গালি।
নাচিতে এত সাধ যদি মা মনে,
এস নাচ আমার হৃদয়ে গোপনে,
ভাবে নাচ, ভাবে দেখি মা নয়নে,
ভাবে তোমার ভাব দাও মা ঢালি

সাহিত্য-সম্মিলন। *

গৌরী—একতালা।

মা মা, আবার, কিবা মধুর বীণা বাজালে।
মা মা আবার, কিবা মধুর গান শুনালে॥
কি মধুর তানে, কি মধুর গানে,
ব্যথিতের প্রাণে, কি মধুর ব্যথা ফুটালে॥
কি মধুর হাসে, কি মধুর ভাষে,
দুঃখের আবাসে, কি মধুর অশ্রু ছুটালে।
মধুর রোদনে, মধুর বেদনে,
মধুর মিলনে, কি মধুর আশা জাগালে॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কেন নীরব কুঞ্জ কুটীর, কোকিল আর নাহি গায়।
কেন নীরব দেব-মন্দির, শুভ শঙ্খ বাজে না তায়,
কেন নীরব জাহ্নবী-নীর,
কল্লোল শুনা নাহি যায়।
কেন নীরব নির্ঝর-ধার, ঝর ঝর ঝরে না বায়॥
কেন নীরব মধু মাধব, মূক পাখী শাখি-শাখায়।
কেন নীরব মধুপ-রাজ, কোমল কমল-পাতায়॥
কেন নীরব সে বেণু-বন, বাঁশরী নাহি বাজায়।
কেন নীরব ঝিল্লী-নিকর, নিদ্রিত শারদনিশায়॥
কেন নীরব জলদ-দল, তৃষিত চাতকে কাঁদায়।
কেন নীরব বীণার তার, সঙ্গীত-রস কি শুকায়॥
কেন নীরব কোবিদ-কুল, শবদ নাহি কি ভাষায়।
কেন নীরব ব্যাকুল সব, কেন কাঁদে কি ব্যথায়॥

সুরট-মল্লার—দ্রুতত্রিতালী।

চমকে চিকুর ঘন, নিশীথ-অম্বরে।
যেন কত কোটি হাসি, দীপ্ত চরাচরে॥
যেমন যগত জোড়া আঁধার আকাশে,
তেমনি জগত জুড়ে বিজলী বিকাশে,
আঁধারে মগন ধরা, চিকুরে সে হাসে;
সে হাসি নগর-গ্রামে, গহন-প্রান্তরে।

* "সাহিত্য সম্মিলন"—যে সকল অবস্থাহীন বাঙ্গাল। লেখক গ্রন্থকার সাহায্যপ্রার্থী, তাঁহাদিগের সাহায্যকল্পে কলিকাতায় 'সাহিত্য-সম্মিলন' প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সাহিত্য-সম্মিলনে'র অধিবেশনে এই কয়টী গান গীত হইয়াছিল।

চমকে চপলা হাসে, চমকে সে চায়,
চমকে সে নেচে এসে, হেসে চলে যায়,
কত প্রান্তরে পথিকে চমকে দেখায়;
কত শ্যামচ্ছায় গ্রাম, নিকটে অন্তরে॥
ঘেরেছে ঘেরুক ধরা, যামিনী আঁধারে,
উঠেছে উঠুক মেঘ, ঘন ঘোরাকারে,
গর্জ্জিছে গর্জ্জুক বজ্র, বিকট হুঙ্কারে,
আগে চলো, চপলার হাসিটুকু ধ'রে।
পাইবে আশ্রয় শুভ শ্যামল ছায়ায়,
জানালে মনের কথা, প্রাণের ব্যথায়,
পাইবে সাধন-ব্রতে, অযুত সহায়;
উঠিবে সাধন-গীতি, কোটি কণ্ঠস্বরে॥
ঐ শুন ঐ পুন, কেবা আকাশ-মণ্ডলে,
তুলেছে আশ্বাস-বাণী, ব্যাপ্ত জলে স্থলে,
আঁধারে চমকে হেসে, করুণায়-বলে;
নাহি ডরো, আগে চলো, সাহসের ভরে॥

কানাড়া—একতালা।

শত যন্ত্রভেদে, এক সুরে বেঁধে,
হয় যদি একতান।
শত দেহভেদে, এক মনে বেঁধে,
হয় নাকি এক প্রাণ॥
মৃদঙ্গ-বাঁশীতে, সুর মিলাইতে,
চাহিগো সুরের জ্ঞান।
দুই পাঁচ সাতে, মানুষে মিশাতে,
চাহিগো সাধনা-ধ্যান॥
বীণা তানপুর', হইলে বেসুর,
হয় গো কষিতে কাণ।
পরে কোলে নি'তে, আপন করিতে,
চাহি গো প্রাণের টান॥
একতানে উঠে, তালমানে ফুটে,
মধুর অমর গান।
একপ্রাণে হয়, শক্তি-সমন্বয়,
সাধনার এ বিধান॥

বেহাগ-খাম্বাজ—ঠুংরি।

এ শুভ্র নিশীথে আজি স্মিত চন্দ্র-করে,—
কে কোথায় বাজায় বাঁশী কি মোহন স্বরে।

বাঁশী বেজেছিল যেন গো স্বপনে,
গান শুনেছিনু যেন অচেতনে,
আজি বাজে কাণে, সত্য জাগরণে,
ধ্বনিত ঝঙ্কার তন্দ্রিত অন্তরে ॥
নাদিত মোদিত মেদিনী-অম্বর,
চকিত-স্তম্ভিত কাল-বিষধর,—
রস-বিকশিত স্ফীত ফণা ধরে ॥
স্তবধ কল্লোল নীরব সাগর,
স্ফুরিত পবন বিস্মিত ভূধর,
মাদক-বিহ্বল বিশ্ব-চরাচর,
তনু রোমাঞ্চিত চমকে শিহরে ॥
রন্ধ্রে রন্ধ্রে উঠে ছন্দের ঝঙ্কার,
স্তরে স্তরে ফুটে নিখাদ-গান্ধার,
কেন্দ্রে কেন্দ্রে ছুটে রাসরস-ধার,
তালে তালে কত সুধা ঝরে ॥

সুরটমিশ্র—একতালা।

ফিরে বাঁধ তার,—ওগো ফিরে বাঁধ তার।
ফিরে সুর দাও, ফিরে গান গাও,
ফিরে তোলো সুতান বীণার ॥
সুরে গান গাহিলে, সুরে বীণা বাজিলে,
যমুনায় বহিবে গো উজান আবার।

সুরে গিরি ফুটেছে, সুরে স্রোতে চলেছে,
ত্রিধারায় করুণার নয়নআসার ॥
সুরে সৃষ্টি হয়েছে, সুরে রাগে উঠেছে,
মানবের আদি বাণী প্রণব-ঝঙ্কার।
সুরে রোদনের রোলে, শিশু জননীর কোলে,
খুলে দেয় মমতায় সুধার ভাণ্ডার।
সুরে সুধু কাঁদগো, সুরে শুধু সাধগো,
সুরে কর করুণার মহিমা প্রচার ॥

জয়জয়ন্তী—একতালা। *

মা, মা, কি স্মৃতি চিহ্ন রাখিব তোমার
তুমি কীর্ত্তিময়ী, রেখেছ গো স্মৃতি আপনার।
বিশ্ব-ভরা চন্দ্র-করে, ক্ষুদ্র খদ্যোতে কি করে,
তোমার মহিমা, গুণের গরিমা,
অসীম অনন্ত, দিগন্ত-প্রচার।
গুণের গৌরব-রাগে, তোমার মূরতি জাগে,
রহিবে জাগিয়ে, হৃদয়ে হৃদয়ে,
যত দিন রবে, রচনা ধরার ॥
শুদ্ধ নাম ভিক্টোরিয়া, রহিবে মা মিশাইয়া,
মানব জীবনে শোণিতের সনে,
বহিবে মরমে, চিরক্ষীরধার।
আত্ম-তৃপ্তি-কামনায়, ভক্ত পূজে দেবতায়,
দেবতার মান, নিত্য গরীয়ান,
ভক্ত মতিমান, কি বাড়াবে তার।
অতি ক্ষুদ্র মা আমরা, ক্ষুদ্র নয়নের ধারা,
ক্ষুদ্র ধারা দিয়ে, তোমারে পূজিয়ে,
দিব স্মৃতি-রূপে, ক্ষুদ্র উপহার ॥

* মহারাণী ভিক্টোরিয়ার লোকান্তর উপলক্ষে রচিত।

টৌড়ী-ভৈরবী—ধামার।

আজি অশ্রু-কুঞ্জ-মাঝে কি পিক কুহরে গো।
কি তানে কি গান উঠে কি বিষাদ-স্বরে গো ॥
কি ব্যথিত সুর-রাগে, কি সুখের স্মৃতি জাগে,
কি ক্ষতে কি সুধা ক্ষরে গো।
নিভৃত তমসাবৃত, সুপ্ত কুঞ্জ পুলকিত,
কি চারু চন্দ্রমাকরে গো ॥
কি কুসুমসুবাসিত, কি মলয় প্রবাহিত,
কি মোহে ব্যজন করে গো।
কি মূরতি আনন্দিত, কি লাবণ্য-চমকিত,
কি চিত্র আঁধার ঘরে গো ॥
যেন প্রসুপ্ত নিশীথে, নিথর গগন-সিঁথে,
চন্দ্র-হারে জ্যোতি ঝরে গো।
এ অশ্রু বহিয়া যাবে, এ চিত্র দেখিতে পাবে,
যুগে যুগে আঁখি ভ'রে গো॥

মালকোষ—আড়া।

কাঙ্গালের গ্রাম্য-বধূ, স্বভাব-সুন্দরি।
কে দিল মা এলোবেশে, বাঁধিয়ে কবরী।
মনের মতন তুলি, বাছা বাছা ফুলগুলি,
কে তোরে সাজাতে বল, দিলো ফুল সাজি ভরি।

কে সাজালে অলঙ্কারে, রতন-বলয়-হারে,
সিঁথের সিন্দুর-তোর, কে দিল উজল করি।
সে কি কভু হেথাকার, সে যে দেবী অমরার,
করুণায় ভিখারিণি, রেখেছিল বুকে ধ'রি॥

ভৈরবী—দ্রুতত্রিতালী।

বুঝেছি মা বাণী কি ব্যথা পেয়েছে এবার।
আহা ভেঙ্গে গেছে বীণা, ছিঁড়ে গেছে তার।
বরিষার ঘন বরিষণে, বহে ধারা কমলনয়নে
কমল-আনন মলিন, কজ্জল-কালিমা সার।
খুলে গেছে কমল-ভূষণ,
পড়ে আছে কমল-আসন,
মধুপ-নিকর কাতর,—গুঞ্জে শুধু হাহাকার।
কৃতজ্ঞের ব্যথা তুষানল, জ্বলে ধিকি ধিকি অবিরল
নহে মা কৃতঘ্ন, কৃতজ্ঞ, তাই এত ব্যথা তাঁর॥

নটমোল্লার—আড়াঠেকা।

কি গান শুনাইব, কি গান শুনিবে আর।
কি রাগে কি তান, তুলিব গো,
কি সুরে বাঁধিব তার॥
মরমের ব্যথা ফুটে পরাণের তাপ উঠে,
আকুল তরঙ্গে ছুটে, তপ্ত স্রোত যাতনার।
ওগো, এ ত গান নয়, গানে উঠে সুর-লয়,
এ যে গো মুরতিময় ম্লান ছবি করুণার।
কোথা রাগ, কোথা গান, কোথা সুর,কোথা তান,
এ যে উচ্ছ্বসিত প্রাণ, পরিস্রুত অশ্রুধার॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কনক-কিরণচূড় তপন ডুবিল।
নরবে সে চলে গেল, ফিরে না আসিল॥
এ ঘোর আঁধার-ছায়, কোথায় খুঁজিব তায়,
মেঘে ধরা ডুবে যায়, বিজলী না চমকিল।
কোথা আছে কোন্ পুরে, হেথা হতে কত দূরে,
ডাকিলাম প্রাণপুরে, সে তো সাড়া নাহি দিল।
সখা দেবে না গো দেখা, রবে শুধু স্মৃতি-রেখা,
শুধু আলাময়ী লেখা, বিধি ভালে লিখেছিল॥

সুরট মোল্লার—চিমেতেতালা। *

একি, একি, থেমে গেল কি মধুর একতান।
মৃদঙ্গ-মুরলী বীণা ভেঙ্গে হল খান্ খান্॥
ছিঁড়েছে সেতার-তার, সপ্তসুর ছারখার,
জাগে না পঞ্চমে আর, কুঞ্জভরা কুহুগান।
একি নিমিষের মায়া, রাগিণীর দীপ্ত কায়া,
যেন সুপ্ত দীপ-ছায়া, সদ্য মৃত্যু পরিম্লান।
ঘন তাপ-বরিষণ,—উচ্চ রাগপ্রস্রবণ,
উদ্গীরিত হুতাশন—হিম তুষার সমান।
জননীর ভালবাসা,—"স্বদেশের চির আশা"
কবির সে প্রিয়ভাষা, কেঁদে কেঁদে ম্রিয়মাণ।
কবি হেমচন্দ্র নাই, পলকে পলকে তাই,
শুধুই দেখিতে পাই, অশ্রুময় বিশ্বপ্রাণ॥

লুম—ঝিঁঝিট একতালা।

কোথা কবি, কোথা তুমি,
কোথা গেলে গো চলিয়ে,
বুঝি অভিমানে দুঃখে কিছু না গেলে বলিয়ে॥
আহা, কত মরণের যাতনায়,
আহা, কত মর্ম্মভেদী বেদনায়,
আহা, কত কণ্ঠশোষী পিপাসায়,
কত কেঁদে ছিলে কত কি ভাবিয়ে॥
বৃথা সাধ বৃথা নিয়েছি গো ভার,
সেধে সেধে মরণেরে বাঁচাবার,
হল শুধু কল্পনা বাসনা সার,
সাধনা কি ফলে (শুধু) কথায় কাঁদিয়ে।
এসেছিলে তুমি শুধুই কাঁদিতে,
এসেছিলে কেঁদে ফিরিয়ে যাইতে,
নারিল তোমার করম সাধিতে,
অন্তিমেতে মুখে জলবিন্দু দিয়ে॥

হাম্বির—তেতালা।

(ওগো) আর তুলনা সে বাণী,
দিওনা মরমে লাজ।
বুঝেছি সে বন্ধ্যাবাণী, মিছে সে রচনা সাজ॥

---

* এইটী ও পরবর্ত্তী তিনটী গান 'সাহিত্য-সম্মিলন' অধিবেশনে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে গীত হয়।

বসি কবি স্বর্ণ সিংহাসনে,
চাহ দীপ্ত করুণ নয়নে,
দেহ সিদ্ধ সঙ্গীত রচনে,
শুদ্ধ দেব শিখাইয়ে কাজ ॥
পরদুঃখ অশ্রু বিমোচনে,
অশ্রু দিয়ে রচেছি যতনে,
এ শুভ "সাহিত্য-সম্মিলনে"
কর কবি সাধ পূর্ণ আজ।
সেই সাধ, সেই ত সাধন,
হবে চিরবিশ্ব বিমোহন,
তোমার সে স্মৃতি-নিদর্শন,
যুগে যুগে রহিবে বিরাজ ॥

ইমন—একতালা।

জ্বালা জুড়াইয়ে ভোগ-বিরামে,
রাজে রাজে কবি অমর-ধামে।
স্বর্ণ-সিংহাসনে যুগল মিলন,
মধু-করে ঘন মধু বরিষণ,
হেম সে বরষে কণক কিরণ,
কোটি ছবি ফুটে কবি গুণগ্রামে ॥
পুনঃ প্রাণে প্রাণে মিশেছে গো প্রাণ,
পুনঃ গানে গানে মিশেছে গো গান,
পুনঃ তানে তানে মিশেছে গো তান,
পরতে পরতে উঠে গ্রামে গ্রামে।
তারা বড় দুঃখ পেয়েছে হেথায়,
(তাই) পর-দুঃখ দূর-ব্রত সেথা গায়,
শুভাশীষে হেসে করুণ-ভাষায়
সাধে গো সাধিতে সে ব্রত নিষ্কামে ॥

গৌরী—একতালা।

শেষ গগনে তপন-কনক-কিরণ ভায়।
কি মুরতী মরমে আঁকি ধীরে ধীরে চলে যায় ॥
চির মলিন এ আঁধার আবাসে,
কত সৌর বয়ে কিরূপ বিকাশে,
কি মত্ততা জাগে, কি কমল-বাসে,
কি বীণা কি গানে কি ঘুমে জাগায় ॥
কি মধু ক্ষরিছে চরণ-কমলে,
কি দীপ্তি ভাতে নয়ন যুগলে,
কি মমতায় কে পিয়াসে পিয়ায় ॥

কার কি সাধনে কি শুদ্ধ বোধনে,
জাগ্রত জননী হৃদয় আসনে,
অভয় নীরব ভাষা-সম্ভাষণে,
ঢালে শুভাশীষ কি সুধা ধারায় ॥

শ্যাম—একতালা।*

যদি জেগেছ মা, আর ভুলনা—আর ভুলনা।
যদি এসেছ মা, আর ফিরো না—ফিরো না ॥
কত করুণার কর পরশনে,
কত মমতার অমৃত সেচনে,
ফিরে যেন ঘুম দিওনা—দিওনা ॥
কি আছে মা, আর তুষিব কি দিয়ে,
দিনু মা, অঞ্জলি চরণে ঢালিয়ে,
দিনু মা, তোমারে পরাণ সঁপিয়ে।
ভিখারীর ত্রুটি নিওনা—নিওনা ॥
সংসারের শত ব্যথা বেদনায়,
নিঃস্ব নিরন্নের নিত্য যাতনায়,
তুমি পূর্ণশান্তি—তুমি মা সহায়,
তুমি শুধু জেনে থেকো মা ॥

গৌড়-শঙ্করা—দ্রুতত্রিতালী।

কালি দেখিয়াছি যারে রাহুর গরাসে,—
আজি সে কি আনন্দে কি সুন্দর হাসে।
আজি যে গো সে সুন্দরতর,
ঢালে হাসি, সুধা রাশি ঝর ঝর,
হাসে চাঁদ, হাসে সে চকোর,
হাসে সে কুমুদী পীয়ে সুধা পিয়াসে ॥
ওগো চাঁদ ভাল, ভাল সে দেখায়,
ভাল দেখার স্বভাব সবাই কি পায়।
চাঁদ দেখে রাহু মরে যে হিংসায়,
গিলে গেলে, রূপতেজে উগারে তরাসে ॥
ঘিরে মেঘ কাঁপাইয়া যায়,
ঢেকে রাখে চাঁদে ঘন কৃষ্ণকায়,
চাঁদ মেঘ ফুটে হেসে চায়,
বিষ-রিষ কোথা নাই, মর্ত্ত্যে কি আকাশে ॥

---

* এই দুইটি গীত, সাবিত্রী-লাইব্রেরীর অধিবেশনে গীত হইয়াছিল।

পূরবী-শ্রী—ঝাঁপতাল।

সাঁঝে যমুনা-সৈকতে, ব'সে ধ্যানে, মুদিয়া নয়ন।
নহে তন্দ্রা, নহে নিদ্রা, জাগিল গো পুরাণ স্বপন।
মনে হয় এই পথে, কোথা কোন্ কুঞ্জ হ'তে,
বাঁশী বাজে, ধ্বনিত সে কুহকিত মন॥
সাঁঝের বাতাসে বয়, কত তান, কত লয়,
কত প্রেমে, রাধা নামে, ছেয়ে যায় ত্রিভুবন॥
শ্রুতি-সুখে স্মৃতি-হাসে, কিরূপ পরাণে আসে,
বাঁশী শুনি,—কিবা রূপ করি দরশন॥

বসন্ত ভৈরব—সুর ফাঁকতাল।

হে যমুনে, তব নীল বক্ষে, একি দেখি আজ।
নহে স্বপন, জাগ্রত সত্য, মানবের বিচিত্র কাজ॥
হেরি দূরে, ভগ্ন-চূড়ে,
পড়ে শূন্য মন্দির বৃন্দাবনে;
ভুলি নাই, ব্যথা পাই,
অতীত সে ইতিহাস স্মরণে,
কে ভাঙ্গিল, কে করিল ভগ্ন-চূড় মন্দির,
নাই কি তা মনে;
ভেঙ্গেছিল, মরেছিল ব'সে
ভারতে এ হিন্দু-সমাজ॥
ঐ আবার, প্রেমাগার প্রেম-নিদর্শন,—
হেরি দূরে আগরায়।
প্রেম দে'খে, প্রেম শেখে,
তব তটে কে ঐ প্রেম জাগায়॥
প্রেয়সীর সমাধির, অতুল মন্দির,
মরকতে কে ঐ সাজায়।
প্রেম লক্ষ্য, প্রেম সাক্ষ্য,
ঐ সেই কত দিনের পুরাতন তাজ॥

পূরবী—আড়াঠেকা।

সাঁঝের গগনে হের, ডুবিল রক্তিম রবি।
আঁধার-আলোক-ছায়ে, উঠিল কি রম্য ছবি॥
ধীর-গম্ভীর মূরতি, ধরিল প্রকৃতি সতী,
বিশ্বম্ভর বিশ্বপতি, বিস্ময়ে নেহারে কবি॥
চির-সৌম্য সন্ধ্যা-ছায়, ধ্যানে বিশ্বরূপ ভায়,
তাই কবি মোহে গায়, ধরেছে গো তান পূরবী।

পিলু ভৈরবী—ঠুংরী।

আমি সারানিশি জাগি, সে কি সখি জাগে না।
আমি দিবানিশি ভাবি,
সে কি সখি ভাবে না॥
আমি মালা গাঁথিগো যতনে,
থাকি জাগিয়ে স্বপনে
দেখি তাহারে নয়নে, সেকি দেখে না॥
আমি হেথা ব্যথা পাই,
সে কি সেথা পায় না তাই
ব্যথা পাই, দুঃখ নাই,
তার ব্যথা প্রাণে সহে না॥
আমায় শুনায় সকলে,
ভাল সে আছে গো বিরলে,
প্রবোধ দিলে কি চলে, মন যে বাগ মানে না॥

রামকেলী কানাড়া—দ্রুতত্রিতালী।

এলে ফিরে বঁধু, নিশি যে গিয়েছে।
কি দিব গলে সখে, মালা শুকায়েছে॥
সাঁঝে ফুল ফুটে, রাতে বাস ছুটে,
প্রভাতে ঝরিয়া পড়েছে॥
ফুল কি তুলিব, মালা কি গাঁথিব,
বুঝি বা সাধ ফুরায়েছে।
না পে'য়ে দেখেছি, না দে'খে জেগেছি,
দেখে যে গো ঘুম এসেছে॥

যোগিয়ামিশ্র—ঠুংরী।

সুন্দর যে, কত সুন্দর সে,
কভু কি সে ভাবে মনে।
সে দেখেনা গো, দেখায়ও না,
দেখে লোকে মুগ্ধ নয়নে॥
ফুল বনে হাসে, আপনার বাসে,
মিশায় বাতাসে, পরকাশে লাজ গণে॥
প্রজাপতি গায় কত কি রেখায়,
কত কি লেখায়, চিত্র বিচিত্র ভূষণে॥
সে যে রূপময়, কথা নাহি কয়
যেন ধ্যানে রয়, কার যোগে কি সাধনে॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।

কাশীধামের বিখ্যাত কৃষ্ণানন্দ স্বামী বা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, ১২৫৮ সালে হুগলী জেলার গুপ্তিপাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র সেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন, প্রথমে বহরমপুর কলেজে কিছু ইংরাজী শিক্ষা করেন। ১২৭২ সালে জামালপুরের 'লোকো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, আপিসে ইহাঁর চাকরী হয়। ১২৭৯ সালে মুঙ্গেরে ইনি 'আর্য্য-ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা' স্থাপন করেন। তাহার তিন বৎসর পরে ইহাঁর 'ধর্ম্ম-প্রচারক পত্র' প্রকাশিত হয়। ১২৮৭ সালে, পিতৃবিয়োগের পর, ইনি চাকরী ত্যাগ করেন; এবং কাশীধামে গিয়া 'ভারতবর্ষীয় আর্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি বিবাহ না করায়, এই সময় বেতিয়ার মহারাজ ইহাঁকে 'কুমার' উপাধি দেন। ১২৯০ সালে ইহাঁর মাতৃবিয়োগ হয়; এই সময় ইনি সন্ন্যাস-গ্রহণে 'কৃষ্ণানন্দ স্বামী' নামে পরিচিত হন। প্রসিদ্ধ নানক-পন্থী সন্ন্যাসী দয়ালদাস বাবাজী ইহাঁর মন্ত্রগুরু ছিলেন। 'সোমপ্রকাশ', 'হাওড়া হিতকরী', 'কল্পদ্রুম' প্রভৃতি পত্রে ইনি প্রবন্ধাদি লিখিতেন। গীতার্থসন্দীপনী টীকা সহ গীতা-প্রকাশে এবং 'ভক্তি ও ভক্ত' প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশে ইনি যশোভাজন হন। ইহাঁর বক্তৃতার মোহিনী শক্তি ছিল। সেই বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া অনেকে ইহাঁর শিষ্য হইয়াছিলেন। ১৩০৫ সালে একটী কুমারীর প্রতি বলাৎকারের অভিযোগে ইনি আড়াই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৩১০ সালে ৫২ বৎসর বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁর সঙ্গীতে 'পরিব্রাজক' ভণিতা দৃষ্ট হয়।

বিভাষ—একতালা।

জননী, জগৎমোহিনী, জীব-নিস্তারিণী,
ওমা তোমারি মহিমা, কে করিবে সীমা,
অনাদ্যা তুমি মা অনন্ত-রূপিণী ॥
তোমারি মায়াতে ব্রহ্মাণ্ড বিকাশ,
বিশ্ব বায়ু বারি বহ্নি কি আকাশ,
যেখানে যা দেখি তোমারি প্রকাশ,
জননি গো, সত্তারূপে তুমি জ্ঞানদায়িনী।
রবি নিশাকর নক্ষত্র নিকর,
আকাশে প্রকাশে হাসে মনোহর,
দেখিতে তোমায় ভ্রমে নিরন্তর,
অরূপিণি অনন্ত অম্বর চিত্র কারিণী ॥
দেখিতে তোমায় সাগরাম্বুরাশি,
উত্তাল তরঙ্গে ধায় দিবানিশি,
বনে রাশি রাশি কুসুম হাঁসি হাঁসি,
চেয়ে রয় গো, দেখিবার তরে তোমায় তারিণী ॥
প্রবল পবন দেশে দেশে ধায়,
আনন্দে মাতিয়া তব গুণ গায়,
তরু লতা পাতা সবারে নাচায়,
দেখি তায় গো, আপনি নাচিয়া কাঁপায় মেদিনী ॥
চিন্তাময়ী তারা ব্যাপ্ত চরাচরে,
তবু না চিনিলাম চিন্ময়ি মা তোরে,
গুপ্ত রূপে পরিব্রাজকের অন্তরে,
দেখা দে মা, মদন-মর্দ্দন-মনোহারিণি ॥

বাউল সুর—গড় খেম্‌টা।

কেমনে বলিবে বল কিরূপ তিনি (ও মন্)।
তুমি পারিবে চিন্‌তে কি চিন্তামণি (সে যে
চিন্তার অতীত জগচ্চিন্তামণি) ॥
তিনি' সাকার কি নিরাকার,
ওমন-কেবা তত্ত্ব জানে তাঁর, সমস্ত জগদাধার,
কেবল এই শুনি (তিনি) ॥
গহন বিজন বনে, যোগে বসিয়া একান্তমনে,
পায় না সমাধি ধ্যানে ঋষি কি মুনি (তাঁরে) ॥
প্রেমময় করুণাসিন্ধু, হরি, অনাথের নাথ দীনবন্ধু
যাঁর প্রেমে পাগল শম্ভু ত্রিশূলপাণি (ও মন) ॥
কুবাসনা পরিহর, ওমন প্রেমের হার গলায় পর,
হইবে হৃদয়ে সেরূপ উদয় আপনি (দেখ্‌বে) ॥
পরিব্রাজকের চিত্ত, বাইরে বৃথা কর তত্ত্ব,
ঐ যে ভিতর ঘরে আলো ক'রে,
বিরাজে মণি (তোমার) ॥

লগ্নী—জৎ।

চঞ্চল মানস বিনাশ আশা-পাশ
বিরস বিলাস বাসনা রে।
বিষয় বিভবে, মত্ত কি হইলে,
ভুলিলে ভুলিলে আপনারে।
আসিয়া জগতে, আরোহি মনোরথে,
ভ্রমিছ কি ভাবে ভাবনা রে॥
দেখিতে দেখিতে, কাল প্রবাহে,
জীবন যৌবন যাইল রে।
ক্রমে ধীরে ধীরে, গভীর কাল-নীরে,
ডুবিবে তাকি মন জাননা রে॥
কা তব কান্তা, কস্তে পুত্র,
কস্য ত্বং বা ব্রহ্ম বিচারে।
চিন্ময় কোহং, কথং জগদিদং,
কেন কৃতা বিশ্বরচনা রে॥
ভূমানুসন্ধান, কর মূঢ় মন,
মলিনা বাসনা রবেনা রে।
হও ধ্যাননিরত, তুর্য্যাবস্থাগত,
কুরু চিং স্বরূপম্ ধারণা রে॥
শান্তিসিন্ধুজলে, হইবে শীতল,
রাজিবে প্রেম রাজসদনে রে।
ভেদ বুদ্ধি যাবে ব্রহ্মস্বরূপ হবে,
রবেনা ভাবনা যাতনা রে॥
গাও পরিব্রাজক, প্রেমময় নাম,
প্রেম বাতাসে প্রাণ জুড়াবে রে।
প্রেম-সুধা পানে হয়ে মাতোয়ারা,
রবে না তনু-মন-চেতনা রে॥

বিভাষ-আলিয়া—একতালা।

ও মা, এম্‌নি ক'রে হয় কি
গো মা ছেলে ভুলাতে;
ছেলে ভুলাতে গো ও মা, মায়ায় ভুলাতে।
বিষয়-বিষ ভোজনে ম'লাম্ গো মা বিষম জ্বালাতে
আমার নজর্ বন্ধ ছিল মা তোর্ কুহক্ মালাতে॥
এখন্ বুঝিছি মা সব ফাঁকি,
তোর ভবের মেলাতে॥
আমার্ চেতন্ গুরু চৈতন্য মন্ত্র বলাতে;
দেখি তোর্ পূর্ণ বিকাশ
রং মহলের * উপর্ তলাতে †॥
ওমা পাঠাইওনা আর আমাকে মিছা খেলাতে
আমায় দে মা ভক্তি মতির মালা পর্‌য়ে গলাতে
হ'য়ে মায়ের ছেলে থাক্‌বো আমি
মায়ের কোলেতে।
শমন্ দেখে শুনে পথ পাবেনা ফির়ে পলাতে॥
পরিব্রাজক্ বলে চাও যদি কেউ মাকে দেখিতে
তবে নিজের ঘরের উপ্টা কপাট্‡না হবে খুলিতে

তোরে জিজ্ঞাসি তাই তটিনী বল গো।
কার ভাবে অচল-বালা তরলা সরল গো॥
পিতৃ গৃহ পরিহরি, উথলি আনন্দবারি,
লয়ে কার প্রেমলহরি ত্যজিলে সকল গো॥
দেখি প্রবাহবেগে, নৃত্য-আবর্ত্ত যোগে,
মনেরই অনুরাগে, হ'য়েছ বিহ্বল গো।
বল ওগো কার উদ্দেশে, ভ্রমিতেছ দেশ বিদেশে,
প্রেম জলে ভাসাও শেষে, গ্রাম বনস্থল গো॥
দিয়া বিশুদ্ধ বারি, জীবে শীতল করি,
কার প্রেমে ক্ষেমঙ্করি, কর টলমল গো॥
গৈরিক বসন পরি, তপস্বিনীর বেশ ধরি,
ভাব-তরঙ্গে তুফান ভারি, বরিষার জল গো॥
কভু দেখিগো তোরে, যেন তপস্যা ক'রে,
অতি ক্ষীণ কলেবরে, শুকায়ে বিকল গো।
আবার দেখি ক্ষণে ক্ষণে, কল্লোলের আস্ফালনে,
যেন কার যশোগানে, কর কোলাহল গো।
কার ভাবে সাধুগণে, তোর তটে যোগাসনে,
ব'সে সমাধি ধ্যানে, ফেলে অশ্রুজল গো।
পরিব্রাজক দাঁড়ায়ে তটে, বলে মনের মানুষ বটে,
বিরাজে সব ঘটে পটে, অখণ্ড মণ্ডল গো॥

পুণ্য পাপের বিষম বিবাদ লোক-সমাজে।
লোক্‌সমাজে লোক-সমাজে
বিশ্বমাঝে লোক্‌সমাজে॥
পাপ বলে আমি রাজা প্রতি ঘরে ঘরে।

---

* শরীর। † সহস্র দল কমলে।
‡ কুলকুণ্ডলিনী দ্বারা অবরুদ্ধ সুষুম্না দ্বার।

পুণ্য বলে রাজ্য আমার সাধু হৃদ্‌নগরে,
পাপ যেতে নারে ॥
পাপ বলে আমার ডঙ্কা বাজিছে সঘনে।
পুণ্য বলে সে শঙ্কা নাই ভক্তের ভবনে,
হরিনামের গুণে ॥
পাপ বলে আমায় পূজে বাল-বৃদ্ধ-নারী।
পুণ্য বলে হৃদয়ে যার গোলকবিহারী,
তথায় মান্ আমারি ॥
পাপ বলে হর্ত্তা কর্ত্তা আমি বিশ্বমাঝে।
পুণ্য বলে ও কথা কি আমার কাছে সাজে,
বৃথা গর্ব্ব এ যে ॥
পাপ বলে রাখি আমি জীব সকলে সুখে।
পুণ্য বলে দুদিন বাদে শোকে তাপে দুখে,
পড়ে ঘোর নরকে ॥
পাপ বলে মহামোহ আমার সেনাপতি।
পুণ্য বলে রণস্থলে হরি আমার পতি,
যিনি ত্রিলোকপতি ॥
পাপ বলে কুবাসনা আমার সঙ্গিনী।
পুণ্য বলে সুমতি হন্ আমার জননী,
পতিত পাবনী ॥
পাপ বলে রতি হিংসা, নিন্দা ভাল বাসি।
পুণ্য বলে আমার ভক্ত নয় তাদের প্রয়াসী,
তারা নয় তামসী
পাপ বলে আমার ভক্ত ধন্য ইহলোকে।
পুণ্য বলে সাধু সুখে চিরদিন থাকে,
ইহ-পরলোকে ॥
পাপ বলে আমার প্রজার সংখ্যা সীমা নাই।
পুণ্য বলে নরক রাশি এত অধিক তাই,
পাপীর ভোগ করা চাই ॥
পাপ বলে আমি ছাড়া কেবা হরি আছে।
পুণ্য বলে তোমার দণ্ড হইবে যাঁর কাছে,
সময় আসিতেছে ॥
পাপ বলে থাকিবনা তবে আর এখানে।
পুণ্য বলে এই বেলা যাও অমি মানে মানে,
আমার কথা শুনে ॥
মিটে গেল পাপ-পুণ্যের বিবাদ বালাই।
পরিব্রাজক বলে হরি, হরি, হরি বল ভাই।
সুখে থাক্‌বে সদাই ॥

কাফি—ঝাঁপতাল।

কখন কি ভাবে অভয়া উদয় হওমা হৃদয় মাঝে।
চিন্‌তে যে পারি না আমি
বিরাজো কখন কি সাজে ॥
কভু অবোধ শিশু বলে,
আপনি লও কোলে তুলে,
কভু শত বার ডাকিলে,
দেখা দাওনা সময় বুঝে।
কভু হওমা রণকালী, কখন হও বনমালী,
কভু হও ত্রিশূলপাণি, ববম্ বদনে বাজে ॥
পরিব্রাজক পদানত, মা মা বলে কাঁদে কত,
চিদানন্দ রূপে আমায়, দেখা দিতে হবে মা যে ॥

বাউলের সুর।

স্বপনে, মন্ যে কেমন মানুষ রতন দেখিয়াছে।
সে যে, অধর মানুষ দেয় না
ধরা, ধরিতে মন হার মেনেছে ॥
হাওয়ায় * আসে হাওয়ায় বসে,
হাওয়ায় মজে আপন রসে,
হাওয়ার মাঝে লুকায়ে সে বিরাজিছে।
তারে ধরে ধরে ধরতে নারে,
মন আমার পাগল হয়েছে।
দূর হ'তে মোহন বেশে, কখন বা কাছে এসে,
অপরূপ হেসে হেসে ডাকিতেছে।
যে তার ডাক্ শুনেছে সেই মজেছে,
আপনায় সে হারায়েছে ॥
সে মানুষ ধ'রবে বলে, গেল সব বনে চলে,
† তেতলায় পবন তুলে, ব'সে আছে।
তবু না পেয়ে তত্ত্ব তাদের চিত্ত,
ভেবে ভেবে মারা গেছে ॥
মন তুমি ভাব বৃথা, সে তো নয় কথার কথা,
কলে বলে কে কোথা তাঁয় পাইয়াছে—
পরিব্রাজক বলে প্রেম বিনা
সে কার কাছে ধরা দিয়েছে।

---

* শ্বাস প্রশ্বাস।

† ব্রহ্ম রন্ধ্রে নির্ব্বিকার সমাধিতে মনের নাশ হইয়া যায়।

দুর্গা নামে রয়না জীবের ভয় ভাবনা।
ভয় ভাবনা যম যাতনা রয়না ওনাম গাও রসনা।
নন্দী বলে—আমার শম্ভু যেন রজতগিরি।
জয়া বলে—গৌরী আমার সুবর্ণবল্লরী,
রূপে জগৎ আলো॥
নন্দী বলে—আমার প্রভুর শিরে কালফণী,
জয়া বলে—মা'র নূপুরে ফণীর মাথার মণি,
শোভা ব'ল্‌বো কত॥
নন্দী বলে—আমারশিবের ভস্ম গায়ে মাখা।
জয়া বলে—পাবে ব'লে আমার মায়ের দেখা,
ভোলা তাই উদাসী॥
নন্দী বলে—শোভা পঞ্চ বদন মণ্ডলে।
জয়া বলে—দুর্গা নামের গুণ গাইবে ব'লে,
পাগল পঞ্চানন॥
নন্দী বলে—আমার প্রভু জগতের পতি।
জয়া বলে—জগৎপতির মা, আমার প্রসূতি,
আদ্যা শক্তি যে মা॥
নন্দী বলে—রুদ্র আমার মহাত্রিশূলধারী।
জয়া বলে—ধরবে ব'লে মায়ের কাশী পুরী,
নৈলে থ'ক্‌বে কোথা॥
নন্দী বলে—আমার প্রভু সংসার-সংহারে।
জয়া বলে—প্রকৃতি মা'র আজ্ঞা অনুসারে,
শিব ক'র্ম্মে বা কি॥
নন্দী বলে—আমার শিবের কুবের ভাণ্ডারী।
জয়া বলে—মা'র দ্বারেতে সেই শিব ভিখারী,
অন্নপূর্ণা যে মা॥
নন্দী বলে—আমার শম্ভু গরল খেয়েছিল।
জয়া বলে—দুর্গা নামের গুণে বেঁচে গেল,
নীলকণ্ঠ তোদের॥
নন্দী বলে—মহাকাল প্রভু যে আমার।
জয়া বলে—মহাকালী বুকের উপর তার,
শিব শবের আকার॥
নন্দী বলে—শিব আমার শব কেন হইল।
জয়া বলে—মা যে শিবের শক্তি হ'রে নিল,
ইকার থাক্‌লো না যে॥
জয়া[illegible]র কথা শুনে নন্দী স্তব্ধ হ'য়ে রয়।
পরিব্রাজক বলে গাও সকলে দুর্গা নামের জয়,
যাবে রোগ শোক ভয়॥

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর—খয়রা।

গুপ্ত আনন্দ ধার্মের মেলা।
সে যে নিত্যং দেব দুর্লভং
তোরা দেখ্‌বি তো আয় এই বেলা॥
তথা নাই শশী রবি, তথা নাই ভুত ভাবি,
শত্রু মিত্র নাইকো তথা একাকার সবই—
তথা পর আপনার নাইকো বিচার,
নাই গুরু নাই চেলা॥
তথা স্ত্রী পুরুষ নাই, নাহি মাতা পিতা ভাই,
বারুদে আগুনে তথা রয়েছে এক ঠাঁই
তথা নাই ভেদাভেদ, আনন্দ খেদ,
তৃষ্ণা কি ক্ষুধার জ্বালা॥
যত রসের পশারি, তাদের দোকান দোধারি,
রসিক যারা কিনচে তারা রসের মাধুরি—
হ'য়ে বধির বোবা রসে ডোবা,
কচ্চে সব রসের খেলা॥
মেলার ক'র্‌বো কি বাখান, সদা রসের সুর তানা
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ত্রিশূলপাণি খুলেছে দোকান্—
তারা বিনা মূলে কাঙ্গাল জনে,
বেচ্‌ছেছে মুক্তিমালা॥
দিলদরিয়ার পারে, রত্নবেদীর উপরে,
সে যে ব'লতেনারি বুঝবি সে কি দেখিলে পরে—
পরিব্রাজক বলে দেখ্‌বি যদি ধুয়ে নে মনের মল

বাউলের—সুর।

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী।
ও যার, বিমল তটে রূপের হাটে
বিকাতো নীলকান্তমণি॥
কোথা সে ব্রজের শোভা,
গোলোক হ'তেও মনোলোভা,
কোথা শ্রীদাম বলরাম সুবল সুদাম,
কোথা সে সুনীল তনুর ধেনু বেণু,
মা যশোদা রোহিণী।
কোথা নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণ-গোবিন্দ,
ধরা চূড়া পরা কোথা ননী-চোরা,
কোথা সে বসন চুরি ব্রজ নারীর
পুজিতা মা কাত্যায়নী।

কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বাসে জলকেলি,
কোথা ললিতা সখী, সুহাসিনী,
কোথা সে বংশীধারী রাসবিহারী,
বামেতে রাই বিনোদিনী।
কোথা সে নূপুর ধ্বনি, না বাজে কিঙ্কিণী,
মধুর হাঁসি মধুর বাঁশী, নাহি শুনি, ও যার,
মোহন স্বরে উজান ভরে বইতে তুমি আপনি।
তোমারি তটে তটে, তোমারি ঘাটে ঘাটে,
তোমারি সন্নিকটে কই সে ধনী,
ওযার মানের লাগি মোহন চূড়া লুটাইল ধরণী।
দেখাইয়া দাও আমারে, যমুনে সেই বামারে,
অনাথের নাথ হৃদ মাঝারে, পা দুখানি,
পরিব্রাজক বলে চরণ তলে লুটাই চিরদিন যামিনী

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।

একবার, আয় গো ও মা, আয় গো উমা, আয় দেখি মা। ও তুই, মা কি মেয়ে, ঠিক্ না পেয়ে, দেখবো চেয়ে, ভেবেছি মা (ও রূপ)॥

কোথা গেলে পাব দেখা, তাই বারে বার ঘুরি একা, যোগ যন্ত্র তন্ত্র মন্ত্র যত পুঁথি লেখা; —যত বিদ্যা বুদ্ধি সাধন সিদ্ধি কেউ জানে না তোর মহিমা (কেবা জানতে পারে)॥

কভু আঁখি মুদে থাকি, কভু নয়ন খুলে দেখি, সহস্র দলেতে কভু রূপ নিরখি :—এ সব রূপের মেলা, ভোজ বাজির খেলা, শেষ বেলা টের পেয়েছি মা (তোর কৃপাতে টের)॥

মিছা মায়ার ঘোর তরঙ্গে, জীব সকলে ভাসে রঙ্গে, নয়ন থাকতে সবাই কানা, মা তোর মহিমা; জ্ঞানী যোগীর ধ্যানে পরমাত্মা, আমার যে সোণার প্রতিমা (তুই মা)॥

ভাবি তোরে ভাবির না, মন যে নাহি মানে মানা, ভাবের মাঝে বিরাজে মা, তাও জানি না; আমি যত পলাই, যে দিকে যাই, সেই দিকে তুই, এ কি গো মা (ও তার রূপের ছটা)॥

মা হয়ে সব প্রসবিলে, ভবের মাঝে মেয়ে হ'লি, দক্ষবালা হ'য়ে ব্রহ্মার সাধ মিটালি; তুই ভক্ত বাঞ্ছা-কল্প-লতা, গিরিসুতা হইলি মা (লীলাময়ি)॥

পরিব্রাজক ভাবে মিছে, মায়ার মাঝে নেচে নেচে, মা আমার মেয়ে হ'য়েছে, অই এসেছে; একবার নাচ্ গো এসে, হেঁসে হেঁসে হৃদে রেখে পা দুটি মা (আমার)॥

খাম্বাজ—একতালা।

ঘোর আঁধারে, নিশি নিরাধারে,
নিরখিলাম একি আঁখির মাঝারে।
কোটি শশী প্রভা, মুনি মনোলোভা,
বলিতে সে শোভা বচন হারে॥
মায়া নিদ্রা বশে অঘোরে ঘুমায়ে,
ছিলাম অচেতন জ্ঞান হারাইয়ে,
কে যেন আসিয়ে শিয়রে বসিয়ে,
হাঁসিয়ে হাঁসিয়ে জাগায় আমারে॥
নয়নের ঝলকে জগজ্জ্যোতির্ম্ময়,
পলকে পলকে সৃষ্টি স্থিতি লয়,
আহা মরি মরি কি বচন মাধুরী,
শুনিলে যে ভুলে যাই আপনারে॥
কোমল কর তার পরশিলে গায়,
আমি তুমি তিনি ভেদ মিটে যায়,
শ্রীপদপঙ্কজে ভুক্তি মুক্তি ভজে,
ভক্ত জন মজে প্রেমের পাথারে॥
আঁধার ঘরের আলো এটি কার মেয়ে,
অচল চঞ্চল পথ পানে চেয়ে,
পরিব্রাজক উর্দ্ধশ্বাসে এস ধেয়ে,
দেখবে যদি প্রাণের উমারে॥

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরে ১২৭০ সালে (১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে) দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, কৃষ্ণনগরের মহারাজের দেওয়ান ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সপ্তম ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র। কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে ১২৮৫ সালে এন্ট্রেন্স ও ১২৮৭ সালে এফ-এ, হুগলী কলেজ

হইতে ১২৮৬ সালে বি-এ, এবং সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১২৯১ এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কৃষি-শিক্ষার্থ 'ষ্টেট স্কলারশিপ' পাইয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত গমন করেন। তথাকার পরীক্ষায় দুইটী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, দেশে আসিয়া 'সেটেলমেণ্টের' কার্য্য শিক্ষা করেন। প্রথমে শ্রীনগর ও বনেলী ষ্টেটের 'এসিষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার' এবং পরে (১২৯৭ সালে) সুজামুঠার 'সেটেলমেণ্ট অফিসার, নিযুক্ত হন। তথা হইতে দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, এবং তৎপরে ১৩০১ সালে বঙ্গদেশের আবকারী বিভাগের প্রথম ইন্‌স্পেক্টর মনোনীত হইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি ইঁহার আশৈশব অনুরাগ। ১২৮৯ সালে ইঁহার "আর্য্যগাথা" প্রকাশ হয়। ১২৯৪ সালে 'এক ঘরে' এবং ১৩০২ সালে 'কল্কি অবতার' নামক প্রহসন প্রণয়ন করেন। বিলাতে অবস্থানকালে ইঁহার এক ইংরাজী কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে অনেকগুলি নাটক প্রহসন প্রণয়নে এবং "হাসির গানে" ইনি সাহিত্য-সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতী, নব্যভারত এবং নবপ্রভা প্রভৃতি মাসয়িক পত্রে ইঁহার অনেক সারবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত। ইনি সুকবি, সুবক্তা ও সুলেখক।

মল্লার—আড়া

(রেখে দেও, রেখে দেও) রেখে দেও,
রেখে দেও প্রেমগীত-স্বরে রে।
কেন ও কুহক আর ভারত-ভিতরে রে।
যাও চলি পরভৃত' চাই না ও মৃদুগীত,
গাও রে পাপিয়া তবে ভাসায়ে অম্বরে রে।
শুনিয়া মুরলী গান, জাগিবে না আর্য্য-প্রাণ,
ঢালিবে সে স্বপ্ন তার শ্রবণকুহরে রে।
উঠ তবে পার যদি, রে তুরী গগনভেদী,
উঠ কাঁপি দূরাকাশে লহরে লহরে রে।
শঙ্কর-গৌতম-কথা প্রতাপের বীরগাথা,
গাও আজি পথে পথে নগরে নগরে রে।
মিলি আর্য্য-কবিগণে গাও রে উন্মত্তমনে,
নীরব পুরাণ গীত সানন্দ অন্তরে রে।
রেখে দেও, রেখে দেও প্রেমগীত-স্বরে রে॥

গৌরী—মধ্যমান।

ক'রো না ক'রো না তার অপমান।
আর্য্য, যেই স্থানে আজ কর বিচরণ,
পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান।
ছিল এ একদা দেবলীলাভূমি,
ক'রো না, ক'রো না তার অপমান।
আজিও বহিছে গঙ্গা গোদাবরী যমুনা,
নর্ম্মদা সিন্ধু বেগবান,ওই আরাবলি তুঙ্গ হিমগিরি
ক'রো না ক'রো না তার অপমান।
নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার,
পুণ্য হল্‌দিঘাট আজো বর্ত্তমান।
নাই উজ্জয়িনী অযোধ্যা হস্তিনা।
ক'রো না, ক'রো না তার অপমান।
এ অমরাবতী প্রতিপদে যায়,
দলিছ চরণে ভারত-সন্তান।
দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত,
ক'রো না, ক'রো না তার অপমান।
আজও বুদ্ধ-আত্মা প্রতাপের ছায়া,
ভ্রমিছে হেথায় আর্য্য সাবধান।
আদেশিছে শুন অভ্রান্ত ভাষায়,
ক'রো না, ক'রো তার অপমান॥

জয়জয়ন্তী—একতালা।

মনোমোহন মূরতি আজি মা তোমারি,
মলিন হেরিতে মা গো পারি না যে আর॥
কেন মা আজি নীরব, বীণার কাকলি তব,
কেন বা পড়িয়ে বীণা আছে এক ধার।
নাহি ভবভূতি ব্যাস, নাহি মাঘ কালিদাস,
তাই কি মলিনবেশে কাঁদ অনিবার॥
পরভয়ে স্বর তুলে, পার না হৃদয় খুলে,
গাইতে স্বাধীন ভাবে ঝঙ্কারিয়ে আর।
তাই তব অশ্রুজল, ঝরে কি মা অবিরল,
তাই কি নীরব তব বীণার ঝঙ্কার।
লও বীণা তুলি করে, মধুর গম্ভীর স্বরে,
গাও মা স্বর্গীয় গীত জগতে আবার॥

সিন্ধু-ভৈরবী—একতালা।

কাঁদ রে, কাঁদ রে আর্য্য কাঁদ অবিরল।
শুকাবে জীবন-নদী শুকাবে না আঁখি জল॥

এ জগতে একা বসি, কাঁদ দুঃখে দিবানিশি,
নয়নের জলে তোরা ভাসাইয়ে ধরাতল॥
কাঁদ রে, কাঁদ রে আর্য্য কাঁদ অনিবার।
পেয়েছিলি একদিন যবে প্রাণভরে।
হাসিতিস্ আর্য্য তুই জগত-ভিতরে,
সে দিন নাহিক আর, কাঁদ তবে অনিবার,
নিবিবে জীবন-দীপ নিবিবে না চিতানল।
কাঁদ রে কাঁদ, আর্য্য কাঁদ অবিরল॥

বাগেশ্রী—আড়া।

(কেন ভাগীরথি,) কেন ভাগীরথি,
হাসিয়েহাসিয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে চলিয়ে যাও গো!
চলিয়ে চলিয়ে সৈকত-পুলিনে,
বহি এ ভারতে কি সুখ পাও গো॥
নিরখি মা আজ ভারতের দশা,
এ দুখে আনন্দে কি গান গাও গো।
কি সুখে বল মা নীলাম্বর পরি,
হরষিত মনে সাগরে ধাও গো॥
অধীন ভারতে বহি (ও) না মা আর,
এ কলঙ্ক-রেখা মুছা'য়ে দাও গো॥
উথলি তটিনী গভীর গরজে,
সমুত ভারত-হৃদয় ছাও গো॥

আশাবরী—আড়া।

কেঁদ না রে অনাথিনি, কেঁদ না কেঁদ না আর।
পারি না হেরিতে অশ্রু আর নয়নে তোমার॥
সহ অবনতমুখে, নীরবে মনের দুখে,
দারুণ অনলদাহ হৃদয়েতে অনিবার।
ভাতিত স্বর্গীয় শোভা যে চারু আননে,
ভাসিত ত্রিদিব-জ্যোতিঃ যে যুগল লোচনে,
বিষণ্ণ সে মুখ হেরি, সে নয়নে অশ্রুবারি,
নিরখি উথলি মম যায় শোক-পারাবার॥
সাজিতে নবীন বেশে ভূষিত রতনে,
বাঁধিতে চিকুরদামে আনন্দ যতনে,
আজি মলিন সে বাস, আলুলিত কেশপাশ,
পারে না হেরিতে মাতঃ,হায় হায় নয়নে আমার।
কেঁদ না রে অনাথিনি কেঁদ না আর॥

বাগেশ্রী—আড়া।

(কে কাঁদিছ) কে কাঁদিছ একাকিনী
বসি এ নির্জ্জন স্থানে।
কেন বা গাইছ মৃদু এত সকরুণ গানে।
এ যে করুণ তান, কি ব্যথা পেয়েছে প্রাণ,
প্রতি উচ্চ তানে মম কারুণ্য ঢালিছে কাণে।
নিশীথে ঝরিলে অশ্রু বিষাদে কমল,
মুছান অরুণ আসি তার নেত্র-জল,
বৃথাই কি তুমি দুখে, কাঁদিলে সজল মুখে,
মুছাবে না কি ও অশ্রু তপন কিরণ-দানে।
হেরিয়ে দুখিনী আজ এ দশা তোমার,
বিদীর্ণ দারুণ শোকে হৃদয় আমার,
বল কোন্ জন্মফলে, আসিলে এ পাপ-স্থলে,
যথা পূজ্য দেশাচার বধিয়ে রমণী-প্রাণে॥

সাহানা—আড়া।

হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি।
ভেব না কঠিন, যদি নাহি তাহে পরকাশি॥
কি ফল প্রকাশে আর, তুমি নহে আপনার,
জান কি তোমার লাগি কত চিত্ত অনুরাগী॥
জান কি রাখে এ ভস্ম কি স্ফুলিঙ্গ আবরিয়ে,
তুমি আপনার নয়, এ কথা কি প্রাণে সয়,
কি করি বিমুখ বিধি কাঁদি তাই লুকাইয়ে,
বিষাদে একাকী সদা নয়ন-সলিলে ভাসি।
হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি॥

ঘুমাস্ নে ঘুমাস্ নে, রে আর।
দেখ রে কে লয়ে গেল প্রতিমা সোণার॥
নিশীথে নিদ্রার কোলে, ছিলি শুয়ে সব ভুলে,
পেলি নে দেখিতে চুরি স্বর্ণ প্রতিমার॥
দেখ রে, নয়ন মেলি দেখ দেখ একবার।
যা'দিগে প্রহরী-বেশে, রেখেছিলি দ্বারদেশে,
কলহে প্রমত্ত হ'য়ে ছেড়ে দিল দ্বার॥
দেখ রে, হরিল তোর প্রতিমা স্বাধীনতার।
যাহারে ভকতিভরে, পূজিতিস্ সমাদরে,
হেরিতে সে গৃহলক্ষ্মী পাবি কি রে আর।
হায় রে, প্রতিমা গেল গৃহ করি অন্ধকার॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

যাবে কি পারিবে যেতে ত্যজি চির বাসস্থান।
তোমার সাধের কুঞ্জ চিরপ্রিয় লীলোদ্যান॥
চিরকাল উযাপিয়ে, এবে যাবে তেয়াগিয়ে,
কাঁদিবে না হৃদয় কি ব্যথিত হবে না প্রাণ॥
আজি হতে ঘর দ্বার, হল আহা অন্ধকার,
গৃহের উজ্জ্বল আলো হ'ল আজ নিবারণ॥
তোমার এ গৃহে আর, ফিরিবে কি পুনর্ব্বার,
আবার আসিবে গৃহে তম হবে অবসান॥

আয় আয় রে মিলিয়ে সবে আয়।
কাঁদেন জননী দেখ, অন্ধকার গৃহে হায়॥
কুপ্রথা বৃশ্চিক শত, দংশে তাঁরে অবিরত,
দেখ রে কাঁদেন কত, দারুণ ব্যথায়।
আয় রে উদ্ধারি সবে চির স্নেহময়ী মায়॥
দেখ বসি বাতায়নে, চাহেন সাশ্রুনয়নে,
ডাকেন সন্তানগণে উদ্ধারিতে তাঁয়।
আয় রে ঘুচাই সবে তাঁর মনোবেদনায়॥
এ দুঃখ দেখিয়া মার, কেমনেতে থাকি আর,
আমরা সন্তান তাঁর ধাই রে সবায়।
আয় রে আনিব তাঁরে যাক্ যদি প্রাণ যায়।
মিলিয়ে সবে আয় আয় আয় রে॥

কেন সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখাও রে আরবার।
সুদূর সুখের স্মৃতি কেন পুন আন আর॥
মানস-নয়ন তায়, নিরখিলে পুনরায়,
হাসে রে হরষে, কিন্তু চর্ম্মচক্ষে অশ্রুধার।
স্বর্গীয় কিরণময়, সমুজ্জ্বল দৃশ্যচয়,
অনিলে কি পারে দূর করিতে রে এ আঁধার;
সে আনন্দ সেই প্রীতি, আসে সেই সুখস্মৃতি,
করিতে রে উপহাস, দুঃখ আর্য্য অভাগার।
লয়ে যাও, লয়ে যাও, সাগরে ডুবায়ে দাও,
হা সজ্জ্যোতি স্বাধীনতা হা তামস কা[illegible]
কেন সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখাও [illegible] বার॥

আশাবরী[illegible]।

শিশু সুধাময় [illegible] আরবার।
মুহূর্ত্তের [illegible] একবার॥
শিশুর [illegible] নিরখিতে ভালবাসি,
[illegible] আমার।

হেলি হেলি দুলি দুলি, সুন্দর অলকগুলি,
উড়ে যাক বায়ুভরে ললাট-কপোল দিয়ে,
ভ্রমর-নয়ন দুটি, হাসি-পূর্ণ ছুটি ছুটি,
বেড়াক নলিন মুখে কান্তি শোভা বিকাশিয়ে;
পড়ুক এ চিত্ত-নীরে, প্রতিবিম্ব তার।
হাস তবে চারু ফুল হাস আরবার॥

সোহিনী বাহার—আড়া।

কি সুখে বিহঙ্গবর ঢাল এত সুধারাশি।
এ দুখ-মরত ভূমে, ঘন কুঞ্জবনে বসি॥
বুঝি এর দুখ সব, পশেনি হৃদয়ে তব,
তুলি তাই কণ্ঠরব, গাওরে পিক উল্লাসি।
নরের মধুর গীত, বিষাদ-তানে মিশ্রিত,
নির্ম্মল সুখ-সঙ্গীত শুনিতে তা অভিলাষী॥
হয়ে ব্যথিত অন্তর, এ গহনে পিকবর,
শুনিতে ও মধুর স্বর, তাই এ বিজনে আসি॥

কাফি—ঝাঁপতাল।

এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল।
আকুল জীবনে সখে তুমি মানব-সম্বল॥
নিতান্ত ব্যথিত হ'লে, প্রাণের সুহৃদ্ বলে,
ধরিয়ে তোমার গলে করি প্রাণ সুশীতল।
এসেছি ব্যথিত প্রাণে, আজ তব সন্নিধানে,
জ্বলে যে হৃদয়-বহ্নি নিবাও সে চিতানল।
এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল॥

জয়জয়ন্তী—আড়া।

গিয়াছে কি সুখময় শৈশব আমার রে।
লভিব কি সেই সুখ জীবনে আমার রে।
আহা—কত সুখে সঙ্গীসনে, বেড়াতাম ফুল্লমনে,
হেরিতাম প্রতিদিন নবীন সংসার রে।
হায়—কেহ নাই আছে কেহ, কিন্তু সে সরল স্নেহ
অনাবৃত ভালবাসা ফিরিবে কি আর রে।
হায়—নাহি সে আনন্দ প্রীতি, কেবল মধুর স্মৃতি
দেখায় সে দৃশ্য হৃদে আনি বারবার রে।
আহা—আর কি ফিরিবে হায়, সেইদিন পুনরায়,
ফেরে কি নদীর ঢেউ গেলে একবার রে।
গিয়াছে কি সুখ-কাল শৈশব আমার রে॥

আলেয়া—আড়া।

এস শান্তিময়ি দেবি, দেও ক্রোড় সুকোমল।
তাপিত মস্তক রাখি করি প্রাণ সুশীতল।
কে জগতে তুমি বিনা, দুঃখেতে দিবে সান্ত্বনা,
দরিদ্রের তুমি দেবি চির জীবন-সম্বল।
চির অশ্রুভরা আঁখি, ক্ষণেক মুদিত রাখি,
প্রহরেক তরে মম মুছাও মা অশ্রুজল।
যুঝে যে তুফান সহ, হৃদি-নদী অহরহ,
ক্ষণেক হউক শান্ত প্রতিকূল উর্মিদল।
বায়ূর্মি-তাড়িত মম, অন্তিমে মা পোত-সম,
তুমি পোতাশয় দেবি ধরিও এ বক্ষঃস্থল।
এস শান্তিময়ি দেবি দেও ক্রোড় সুকোমল॥

হাসির গান।

(কালো রূপ।)

কালোরূপে মজেছে এ মন।
ওগো, সে যে মিশ্‌মিশে কালো,
সে যে ঘোরতর কালো,—অতি নিরুপম॥
কোকিল কালো, ভোমরা কালো,
আমরা কালো, তোমরা কালো,
মুচি মিস্ত্রি ডোমরা কালো,
কিন্তু জানো না কি কালো সেই কালো রঙ্—
ওগো সেই কালো রঙ্।
অমাবস্যার নিশি কালো, কালী কালো,
মিশি কালো, গদাধরের পিসি কালো;
কিন্তু তার চেয়েও কালো সে কালোবরণ।
ওগো, সে কালোবরণ।

কৃষ্ণরাধিকা-সংবাদ।

কৃষ্ণ বলে "আমার রাধে বদন তুলে চাও"
আর, রাধা বলে "কেন মিছে আমারে জ্বালাও,
মরি নিজের জ্বালায়।"
কৃষ্ণ বলে "রাধে দুটো প্রাণের কথা কই"
আর, রাধা বলে "এখন তাতে মোটেই রাজি নই,
সরো—ধোঁয়ায় মরি।"
কৃষ্ণ বলে "সবাই বলে আমার মোহন বেণু"
আর, রাধা বলে "ওহো, শুনে আমি মরে গেনু,
আমায় ধরো ধরো"।
কৃষ্ণ বলে "পীতধড়া বলে মোর সবে"
আর, রাধা বলে "বটে, হোল মোক্ষলাভ তবে,
থাক্ আর খাওয়া-দাওয়া"।
কৃষ্ণ বলে "আমার রূপে ত্রিভুবন আলো"
আর, রাধা বলে "তবু যদি না হ'তে মিশ কালো
রূপ ত ছাপিয়ে পড়ে"।
কৃষ্ণ বলে "আমার গুণে মুগ্ধ ব্রজবালা"
আর, রাধা বলে "ঘুম হচ্ছে না, এ ত ভারি জ্বালা,
তাতে আমারই কি"।
কৃষ্ণ বলে "শুনি 'হরি' লোকে মোরে কয়"
আর, রাধা বলে "লোকের কথা কোরোনা প্রত্যয়,
লোকে কি না বলে"।
কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার কি রূপেরি ছটা"
আর, রাধা বলে "হাঁ হাঁ কৃষ্ণ, হাঁ হাঁ তা তা বটে
সেটা সবাই বলে"।
কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার কিবা চারু কেশ"
আর, রাধা বলে "কৃষ্ণ তোমার পছন্দটা বেশ,
সেটা বোল্‌তেই হবে"।
কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার দেহ স্বর্ণলতা"
আর, রাধা বলে "কৃষ্ণ তোমার খাসা মিষ্টি কথা,
যেন সুধা ঝরে"।
কৃষ্ণ বলে "এমন বর্ণ দেখিনিত কভু"
আর, রাধা বলে "হাঁ আজ সাবান মাখিনিত তবু,
নইলে আরও সাদা"।
কৃষ্ণ বলে "তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে"
আর, রাধা বলে "এসব কথা বল্লেই হত আগে,
গোল ত মিটেই যেত"॥

বিলাত ফের্ত্তা।

আমরা বিলাত ফের্ত্তা ক' ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই;
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার,
করিয়াছি সব জবাই।
আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি'
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি'
আমরা চাকরকে ডাকি "বেয়ারা"—আর
মুটেদের ডাকি "কুলি"।

"রাম" "কালীপদ" "হরিচরণ"
নাম এ সব সেকেলে ধরণ ;
তাই নিজেদের সব "ডে" "রে" ও
"মিটার" করিয়াছি নামকরণ ;
আমরা সাহেব সঙ্গে পটি,
আমরা মিষ্টার নামে 'র'টি,
যদি "সাহেব" না বোলে "বাবু" কেহ বলে
মনে মনে ভারি চটি।
আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা হ্যাট বুট আর প্যাণ্ট কোট পোরে
সেজেছি বিলাতী বাঁদর ;
আমরা বিলিতি ধরণে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরণে কাশি,
আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।
আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই,
আমরা স্ত্রীকে ছুরি কাঁটা ধরাই,
আমরা মেয়েদের জুতো মোজা, দিদিমাকে
জ্যাকেট কামিজ, পরাই।
আমাদের সাহেবিয়ানার বাধা,
এই যে রংটা হয়না সাদা,
তবু চেষ্টার ত্রুটী নেই—'ভিনোলিয়া'
মাখি [illegible] সাদা গাদা।
আমরা বিলেত ফের্ত্তা ক'টায়,
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই ;
আমাদের সাহেব যদিও দেবতা, তবু ঐ
সাহেব গুলোই চটাই।
আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি,
স্পীচ দেই ইংরিজি খাঁটি ;
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালিরই মত
চম্পট পরিপাটী।

নতুন কিছু করো।

নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
দাড়ি গুলো কাটো, কাণ গুলো ছাঁটো,
পা গুলো সব উঁচু করো মাথা দিয়ে হাঁটো ;
হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজি খাও, ওড়ো,
কিম্বা চিংপাত হয়ে পাগুলো সব ছোড়ো ;
ঘোড়া গাড়ী ছেড়ে এখন উটের ওপর চড়ো,
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।—
ডাল ভাতের দফা, কর সবাই রফা,
কর শীগগির ধুতি চাদর নিবারিণী সভা,
প্যাণ্ট পরো, কোট পরো, নইলে নিভে গেলে,
ধুতি চাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকেলে,
কাঁচকলা ছাড়ো, এবং রোষ্ট চপ্ ধরো,
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
কিম্বা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটো,
হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে আমেরিকায় ছোটো,
আমরা যেন নেহাইৎ খাটো হয়ে না যাই, দেখো,
খুব খানিক চেঁচাও, কিম্বা খুব খানিক লেখো ;
Bain Mill ছাড়ো, আবার ভাগবত পড়ো,
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
আর কিছু না পারো, স্ত্রীদের ধোরে মারো,
কিম্বা তাদের মাথায় তুলে নাচো, ভালো আরো।
একেবারে নিভে যাচ্চে দেশের স্ত্রীলোক,
বি এ, এম এ, ঘোড়সোয়ার, যা একটা কিছু হোক
যা হয়—একটা কারে কিছু রকম নতুনতরো,
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
হয়েছি অধীর যত বঙ্গবীর,
এখন তবে কাটো সবাই নিজের শির,
পাহাড় থেকে পড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব,
মর্ব্বে না হয় মর্ব্বে, একটা নতুন হবে খুব।
নতুন রকম বাঁচো, কিম্বা নতুন রকম মরো,
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো॥

পাঁচটী এয়ার।

আমরা পাঁচটী এয়ার—
আমরা পাঁচটী এয়ার দাদা, আমরা পাঁচটী এ-য়ার
আমরা পাঁচটী সখের মাঝি ভবসিন্ধু-খেয়ার,
কিন্তু পার করি শুধু বোতল গেলাস—আমরা
পাঁচটী এয়ার।
দেখ ব্রাণ্ডি মোদের রাজা,
আর শ্যাম্পেন মোদের রাণী

আমরা, করিনে কাহারে ডর,
আমরা করিনে কাহারো হানি,
আমরা, রাখিনে কাহারও তক্কা,
আমরা করিনে, কাউরে কেয়ার,
এ ভবমাঝে সবই ফক্কা—
জেনেছি আমরা পাঁচটী এয়ার।
কেন নদীর জলে স্বাদা, আর সাগর-জলে নুন,
গাছে,মেলা সাদাজল খেয়ে হয় মানুষগুলো খুন,
কেন, তুমি হলে নাক কবি, হলো সেক্সপীয়ার,
আর সে সব কথা কাজ কি বলে',—
আমরা পাঁচটী এয়ার।
কেন, দেবতা দিল তাড়িয়ে দৈত্যে,বল দেখি দাদা
কারণ, দেবতা খেতো লালপানি,
আর দৈত্য খেত সাদা।
এ ভবারণ্যের ফেরে এমন সুহৃদ আছে কে আর
এ জীবনের যা সার বুঝেছি, আমরা পাঁচটী এয়ার
মোদের দিও নাকো কেউ গালি,
মোদের কোরো নাক কেউ মানা,
আমরা খাব নাক কারো চুরি কোরে দুগ্ধ,
ননী,ছানা।
শুধু লুঠিব একটু মজা,শুধু করিব একটু পেয়ার,
শুধু নাচিব একটু গাইব একটু—
আমরা পাঁচটী এয়ার।

তা সে হবে কেন।
তোমরা দেশোদ্ধারটা কর্ত্তে চাও
কোরে' মুখে বড়াই,
তা সে হবে কেন ?
তোমরা বাক্য বাণে শুধু ক্ষতে কর্ত্তে চাও লড়াই,
তা সে হবে কেন ?
তোমরা ইংরাজ-গৌরবে ক্ষুব্ধ বলে' চাও, যে সে
তোমাদের ও করপদ্মে দেশটা সপে, শেষে
তল্পিতল্পা বেঁধে, নিজের চলে যায় দেশে—
তা সে হবে কেন ?
তোমরা হিন্দু-ধর্ম্ম "প্রচার" কোরে,হতে চাও ধন্য
তা সে হবে কেন ?
তোমরা মূর্খ হোয়ে হ'তে চাও বিশ্বে অগ্রগণ্য ;
তা সে হবে কেন ?
তোমরা বোঝাতে চাও
হিন্দু ধর্ম্মের অতি সূক্ষ্ম মর্ম্ম—
'ভীরুতাটা আধ্যাত্মিক, আর কুড়েমিটা ধর্ম্ম।'
অমনি তাই, বুঝে যাবে
যত শ্বেতচর্ম্ম, তা সে হবে কেন ?
তোমরা সাবেক ভাবে সমাজটিকে
রাখ্‌তে চাও খাড়া, তা সে হবে কেন ?
তোমরা স্রোতটাকে ফিরাতে চাও
দিয়ে মুখের তাড়া, তা সে হবে কেন ?
তোমরা বিপ্র হয়ে ভৃত্য কাজ করে,' বাড়ি ফিরে
শাস্ত্র ভুলে, রেখে শুধু আর্কফলা শিরে,
দলাদলি কোরে তবু রাখবে সমাজটিরে,
তা সে হবে কেন ?
তোমাদের মনে মনে সাহেবিটা
ইচ্ছা ষোল আনা, তা না হবে কেন ?
তোমাদের সুযোগ পেলেই রোচে মুখে
তামসিক খানা, তা না হবে কেন ?
তোমাদের মাতৃভাষা
কেঁদে পালায় ইংরাজির চোটে,
"ষ্টাটুটরি" হলেই "বাবু" খেতাব গায়ে ফোটে ;
শুধু তর্কের সময় হিন্দুয়ানী জেগে ওঠে,
তা না হবে কেন ?
তোমরা চিরকালটা নারীগণে রাখবে পাঁচিল ঘিরে
তা সে হবে কেন ?
তোমরা গহনা ঘুষ দিয়ে বশে রাখবে রমণীরে,
তা সে হবে কেন ?
তোমরা,চাও তা'রা বদ্ধ থাকুক এখন যেমন আছে
রান্নাঘরে ধোঁয়ায় এবং আঁস্তাকুড়ের কাছে ;
এবং তোমরা নিজে যাবে থিয়েটারে নাচে,
তা সে হবে কেন ?

নন্দলাল।

নন্দলাল ত একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে যা কোরেই হোক
রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল 'আহাহা কর কি কর কি নন্দলাল
নন্দ বলিল 'বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল ?

আমি না করিলে কে করিবে
'আর উদ্ধার এই দেশ?'
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা বাহবা বেশ
নন্দর ভাই কলেরায় মরে,
দেখিবে তাহারে কেবা?
সকলে বলিল 'যাওনা নন্দ করনা ভায়ের সেবা;
নন্দ বলিল 'ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দিই,
না হয় দিলাম, কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার,
ভেবে দেখি চারিদিক;
তখন সকলে বলিল—
হাঁ হাঁ হাঁ তা বটে তা বটে ঠিক।
নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির;
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির।
পড়িল ধন্য, দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন;
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ।
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ থাল থাল
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা নন্দলাল।
নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি
সাহেব আসিয়া গলাটী তাহার টিপিয়া ধরিল খালি
নন্দ বলিল 'আহাহা কর কি কর কি ছাড়না ছাই
কি হবে দেশের গলাটিপুনিতে
আমি যদি মারা যাই?
বল ক'বিঘৎ নাকে দিব খৎ, যা বল করিব তাহা
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা বাহবা বাহা
নন্দ বাড়ীর হ'ত না বাহির
কোথা কি ঘটে কি জানি;
চড়িত না গাড়ী, কি জানি
কখন উলটায় গাড়ীখানি;
নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ,
রেলে 'কলিশন' হয়;
হাঁটিতে সর্প, কুকুর আর গাড়ি-চাপা-পড়া ভয়;
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল,
সকলে বলিল—ভ্যালারে নন্দ
বেঁচে থাক্ চির কাল।

স্ত্রী উমেদার।

যদি জান্‌তে চান আমি ঠিক কি রকমে স্ত্রী চাই
ফর্সা কি কালো কি মাঝারী রং;
লম্বা কি বেটে; কি ক্ষীণা পীনা;
দেখতে ঠিক পরী কি দেখতে ঠিক সং;
শোন তাতে আমার আসে যায় না ক অধিক,
চল্‌তে জানে যদি বাঁচিয়ে কদিক
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে,
"পোড়ার মুখো মিন্‌সে ও হতভাগা!"
তা'হলে হাঃ হাঃ সে ত সোণায় সোহাগা॥
কপাল এক রত্তি বা কপালে গড়ের মাঠ;
ভ্রূ পুষ্পধনু কি ভ্রূ যষ্টিবৎ;
নীলাম্বুজনেত্রা কি সে মার্জ্জারাক্ষী;
তা খুব যায় আসে না আমার এ মত।
যদি—স্বামীরে কটু সে কয় না ক বেজায়,
কথায় কথায় পিতৃগৃহে না সে যায়,
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে
"পোড়ার মুখো মিন্সে ও হতভাগা!"
তা'লে হাঃ হাঃ সে ত সোণায় সোহাগা॥
বিম্বাধরা হোক্ কি কাক্রীবদোষ্ঠা;
সুদীর্ঘকেশী কি মাথায় টাক;
সুপংক্তিদন্তা কি গজেন্দ্রদংষ্ট্রা;
বংশীবৎ নাসা কি চাইনীজ নাক;
কেবল—যদি সে করে কম তর্ক ও ক্রন্দন,
তার উপর হয় যদি সুচারু রন্ধন,
তার উপর ডাকে আমায় সোহাগে,
"পোড়ার মুখো মিন্সে ও হতভাগা!"
তা'লে হাঃ হাঃ সে ত সোণায় সোহাগা॥
গজেন্দ্রগামী কি ভেক-প্রলম্ফী;
গাহে সে মিঠে কি ডাকে সে কাক;
বিদ্যায় বাণী কি বিদ্যায় রম্ভা;
সর্ব্বাঙ্গ থাক কিম্বা নাই সে থাক;—
যদি—রাখে না খোঁজ স্বামী খায় ভাঙ্গ কি চরস,
ভাণ্ডার পুত্রাদি রক্ষায় সরস,
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে,
"পোড়ায় মুখো মিন্সে ও হতভাগা!"
তা'হলে হাঃ হাঃ সে ত সোণায় সোহাগা॥
বসন কম ছেঁড়ে ও বাসন কম ভাঙ্গে;

গয়না সে কদাচিৎ দুই এক খান চায় ;
খরচপত্র একটু গুছিয়ে করে ;
অল্পই ঘুমায় ও অল্পই খায় ;
দ—তার উপর হয় একটু চলন-সই গড়ন,
আর যদি হয় একটু বোকাটে ধরণ,
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে,
"পোড়ার মুখো ও হতভাগা !"
তা'হলে হাঃ হাঃ সে ত সোণায় সোহাগা ॥

প্রেম-বিষয়ক প্রেমতত্ত্ব।

তারেই বলে প্রেম যখন থাকে না
futureএর চিন্তা থাকে নাক
shame—তারেই বলে প্রেম।
যখন বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ,
যখন past all surgery
আর যখন past all hope,
তারে ভিন্ন জীবন ঠেকে যখন
ভারি tame—তারেই বলে প্রেম।
দুপুর রাত্তির কিম্বা দিন,
ঝড় কি বৃষ্টি রদ্দুর when it
does'nt care a pin ;
হোক সে কাফ্রী কিম্বা ম্যাম,
মুচি মুদী মুদ্দফরাস when
it does'nt care a damn
blind কি bald, deaf কি
dumb কি, hunch back
কিম্বা lame—তারেই বলে প্রেম।
রাস্তার সর্প কিম্বা ব্যাং,
পাহাড় বন কি বাঘ কি ভাল্লুক,
when it does'nt care a
hang ; কাজটি অন্যায় কিম্বা ঠিক,
ঠাট্টা হোক কি নিন্দা হোক
when it doesnt care a
kick মরি কিম্বা বাঁচি when
it is very much the
same—তারেই বলে প্রেম।

প্রণয়ের ইতিহাস।

প্রথম যখন বিয়ে হোল ভাবলাম বাহা বাহা রে !
কি রকম যে হয়ে গেলাম বলবো তাহা
কাহারে—ভাবলাম বাহা বাহা রে ॥
এমনি হোল আমার স্বভাব,
যেন বা খাঞ্জা খাঁ নবাব ;
নেইক আমার কোনই অভাব,
পোলাও কোর্ম্মা কোপ্তা কাবাব
রোচেনাক আহারে, ভাবলাম বাহা বাহা রে ॥
ভাবতাম গোলাপ ফুলের মতন
ফুটে আছে প্রিয়ার মুখ,
দূরে থেকে দেখবো শুধু শুঁকবো শুধু গন্ধ টুকু,
রাখবো জমা প্রেমের খাতায়,
খরচ মোটে করবো না তায়,
রাখবো তার মাথায় মাথায়,
বুঁজবোনাক আঁখির পাতায় ;
হারা'ই পাছে তাহারে। ভাবলাম বাহা বাহারে ॥
শঙ্কা হোতো কখন প্রিয়া পাছে করে অভিমান,
উর্ব্বশীর ন্যায় পেখম তুলে
হাওয়ার সঙ্গে মিশে যান ;
নকল নবিশে প্রেমের পেশায়,
হয়ে রৈতুম বিভোর নেশায়,
প্রাণের সঙ্গে দিয়ে কে সায়,
খাম্বাজ সঙ্গে বেহাগ মেশায় ;—
মরি মরি আহারে ভাবলাম বাহা বাহা রে ॥
দেখ্‌লাম পরে চাঁদের করে
নেহাইৎ প্রিয়া তৈরি নন,
বচন সুধায় যায় না ক্ষুধা, বরং শেষে জ্বালাতন ;
যদি একটু দাবা খেলায়
আস্‌তে দেরি রাত্তির বেলায়,
অমনি তর্ক গুরু চেলায়,
পালাই তাঁহার বকুনির ঠেলায়,—
পগারে কি পাহাড়ে। ভাবলাম বাহা বাহা রে ॥
দেখলাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে হলে আরো পরিচয়,
উর্ব্বশীর ন্যায় মোটেই প্রিয়ার
উড়ে যাবার গতিক নয় ;
বরং শেষে মাথার রতন
লেপ্টে রইলেন আঠার মতন ;

বিফল চেষ্টা বিফল যতন,
স্বর্গ হতে হোল পতন ;
রচেছিলাম যাহারে। ভাবলাম বাহা বাহা রে ॥

নূতন চাই।

পুরাণো হোক ভাল হাজার,
হায় গো এমনি কলির বাজার,
মাঝে মাঝে নূতন নূতন নৈলে কারো চলে না ;
নিত্যই পোলাও কোর্ম্মা আহার,
বল ভাল লাগে কাহার ?
আমার ত তা দুদিন পরে গলা দিয়ে গলে না ;
দু চার বর্ষ হ'লে অতীত,
চাষায় জমি রাখে পতিত,
নইলে সে উর্ব্বরা হলেও বেশীদিন আর ফলে না,
নিত্যই যদি কার্য্য না পাই
প্রাণটা করে হাঁফাই হাঁফাই,
যদিও ঘুমিয়ে থাকুলেও কেউ কিছুই বলে না।
ক্রমাগত টপ্পা খেয়াল, ডাকে যেন কুকুর শেয়াল,
প্রত্যহ অপ্সরা দেখলেও তাতে আর মন টলে না,
এক স্ত্রী নিয়ে হ'লে কারবার,
ঝালিয়ে নিতে হয় দুচ রবার
বিরহ আহুতি ভিন্ন প্রেমের আগুন জ্বলে না ॥

এস এস বঁধু এস।

এস এস বঁধু এস, আধ ফরাসে বোস,
কিনিয়া রেখেছি কলসি দড়ি (তোমার জন্যে হে)
তুমি হাতী নও ঘোড়া নও
যে সোয়ার হইয়ে পিঠে চড়ি ;
তুমি চিড়ে নও বঁধু তুমি চিড়ে নও,
যে খাই দধি গুড় মেখে (বঁধু হে)
যদি তোমায় নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে ॥

নয়নে নয়নে রাখি।

নয়নে নয়নে রাখি তাই তারে।
গা [illegible] হল অমনি বঁধু
একটু যদি মুদি আঁখি,
একটু যদি ফিরে তাকাই,
একটু যদি ঘাড়টি বাঁকাই।
অমনি ওড়েন উধাও হোয়ে,
আমার প্রাণ-পিঞ্জরের পাখী।
কি জানি কে মন্ত্র দিয়ে কখন বঁধুর ঘাড়ে চড়েন
কি জানি অঞ্চলের নিধি,
অঞ্চল থেকে খোসে পড়েন ;
তাই যদি তার হেলায় ফেলায়,
আগতে দেখি রাত্রি বেলায়,
ঝোকে ঝোকে কেঁদে কেঁটে,
কুরুক্ষেত্র কোরে থাকি ॥

আমরা ও তোমরা।

আমরা খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই,
আর, তোমরা বসিয়া খাও।
আমরা দুপরে আফিসে ঘামিয়া মরি
আর, তোমরা নিদ্রা যাও।
বিপদে আপদে আমরাই পড়ে' লড়ি,
তোমরা গহনা পত্র ও টাকা কড়ি,
অমায়িক ভাবে গুছায়ে পাল্কী চড়ি,
দ্রুত চম্পট দাও।
সম্পদে ছুটে কোথা হতে এসে পড়,
আহা, যেন কতকাল চেনা।
তোমরা দোকানী সেকরা পসারী ডাক,
আর, আমাদের হয় দেনা।
সুখেতে সোহাগে গায়েতে পড়িয়া ঢলি'
নব কার্ত্তিক আয় কি আদরে গলি'
প্রাণবল্লভ প্রিয়তম নাথ বলি,
কৃতার্থ কোরে দাও।
তোমরা অবাধে যা খুসি বলিয়া যাও,
ভয়ে আমরা স্তব্ধ রই ;
আমরা কহিতে পাছে কি বেফাঁস বলি,
সদা সেই ভয়ে সারা হই।
কথায় কথায় ধরণী ভাসাও কাঁদি,
আমরা যেন বা কতই না অপরাধী,
পড়িয়া যুগল চরণ ধরিয়া কাঁদি,
তবু ফিরে নাহি চাও।

আমরা বেচারী ব্যবসা চাকুরি করি,
আর, তোমরা কর গো আয়েস,
আমরা সদাই মুনিব বকুনি খাই,
আর, তোমরা খাও গো পায়েস,
তথাপি যদি বা তোমাদের মনোমত
কার্য্য করিয়া না পুরাই মনোরথ,
অবহেলে চোলে যাও নেড়ে দিয়া নথ,
অথবা মারিতে ধাও।
আমরা দাড়ির প্রত্যহ অত্তিবাড়ে
রোজ, জ্বালাতন হয়ে মরি;
তোমরা সে ভোগ ভুগিতে হয় না, থাক
খাসা বেশ বিন্যাস ক'রি।
আমরা দুটাকা জোড়ার কাপড় পরি,
তোমাদের চাই সোণা দশ বিশ ভরি,
বোম্বাই বারাণসী বছরবছরই,
তবু মন উঠে নাও।

—

তোমরা ও আমরা।

তোমরা হাসিয়া খেলিয়া বেড়াও সুখে,
(ঘরে) আমরা বদ্ধ রই।
তোমরা কিরূপে কাটাও দীর্ঘ বেলা
তাই ভাবিয়া অবাক হই।
আফিসে কাটাও তামাক গল্প গুজোবে,
পরে হজ গজ মুনিবকে দুটো বুঝাবে,
পরে আপনার কাগজ পত্র গুছোবে,
শেষে কোরে গোটা কত সই।
দুধের সরটি ক্ষীরটি তোমরা খাও,
আর মোরা খাই তার দহি;
যতক্ষণটি তোমরা না বাড়ি ফের,
ঘরে মোরা উপবাসী রহি।
তোমরা খাইবে আমরা বসিয়া রাঁধিব,
না খাইলে দিয়া মাথার দিব্য সাধিব,
তোমরা বকিবে আমরা বেচারি কাঁদিব,
তাও তোমাদের সহে কৈ?
তোমরা দুটাকা আনিয়া দিয়াই ব্যাস্
যাও বসো গে হাত পা ধুয়ে।
আমরা তা বেস নেড়ে চেড়ে দেখি কিছু
তার থাকে না ত দিয়ে থুয়ে।

তবু তোমাদের এমনই মন্দ স্বভাবই,
তাইতেই চাই দেখানো মিথ্যে নবাবী।
আমাদের নাই কোন বিষয়ের অভাবই॥
শুধু অন্ন বস্ত্র বই।
তোমরা সহর ঘুরিয়া বেড়াও রাতে,
তবু সেটা যেন কিছু নহে।
আমরা কাহারো সহিত কহিলে কথা,
তাও তোমাদের নাহি সহে।
তোমাদের চাই মেজ সেজ খাস্ কামরা,
আমরা ধোঁয়ায় রহি না জ্যান্ত না মরা,
থিয়েটারে নাচে যাইতে তোমরা,
আমরা বুঝি সে সময় কেহ নই।
প্রেমের সুখটি তোমরা লুফিতে চাও,
তার যাতনা আমরা সহি।
পুত্র সাধটি তোমরা করিতে আগে,
তার দুঃখ আমরা বহি;
কোলে কর তারে যখন বেড়ায় খেলিয়া,
কাঁদিলেই দাও আমাদের কোলে ফেলিয়া
ভাঙ্গিলে ঘুমটি রাত্রে কাঁদিয়া ছেলিয়া,
তার বকুনী আমরা সহি।

—

বিষ্যুৎবারের বারবেলা।

পারত' জন্মোনা কেউ, বিষ্যুৎ বারের বারবেলা।
জন্মাও ত সাম্‌লাতে পারবেনাক তার ঠেলা।
দেখ, বিষ্যুৎ বারের বারবেলায় আমার জন্ম হইল
তাই, দিল মোরে, কালো কোরে, রোদে ধরে'
মাখিয়ে মাখিয়ে তৈল।
দেখে মা, কালো ছেলে, দিল ঠেলে,
দিলনাক মায়ের দুধ,
কোরে দিল শরীর সরু, বুদ্ধি গরু,
খাইয়ে খাইয়ে গায়ের দুধ।
পরে, মিলে আমার আটটা মামায়,
বাবার সেই আট শালায়,
হোতে না হোতে বড়, দিয়ে চড়,
পাঠিয়ে দিল পাঠশালায়।
দেখে মোর গুরুমহাশয় (যেন কশাই)
বিদ্যের খাটো শর্ম্মারে,

কোরে দিল সেই ফাঁকে শরীরটাকে
পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বা রে।
বাবা, আমি উঁচুদিকেই বাড়ছি দেখে,
ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে দিল ;
দিল মোরে চাকরি করে, তারাও মোরে
দুদিন পরে তাড়িয়ে দিল।
দেখে মোরে চাকরিশূন্য, বাবা ক্ষুণ্ন,
বিয়ে দিতে নিয়ে ঘরে গেল,
দেখে মোর শরীর লম্বা, বুদ্ধি রম্ভা,
ক'নের দরও চোড়ে গেল,
হায়, গো বিধি দুষ্ট সবায় তুষ্ট,
রুষ্ট কেবল আমার বেলা,
[illegible] কেবল কেল্লাম বোলে জোম্মে ভুলে
বিদ্যুৎ বারের বারবেলা॥

বিলেত।

বিলেত দেশটা মাটির,
[illegible] সোনার রুপোর নয় ;
[illegible]শতে সূর্য্য উঠে, মেঘে বৃষ্টি হয় ;
তার পাহাড় [illegible] পাথরের,
আর [illegible] ফুল ফোটে ;—
[illegible] বোধ হয় বিশ্বাস
[illegible] কচ্ছ নাক মোটে ;
কিন্তু এসব সত্যি, এসব সত্যি,
এসব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে,
তা'লে তোমরাও বলতে ভাই।
সেথা পাঁ[illegible] বিলোয় নাক টিয়াপাখীর ছা ;
আর চতু[illegible]টে চারটে পা ;
তাদে[illegible] সমুখে নয়,
আর মাথাও নয়ক পিছে ;
—তোমরা অবাক্ হচ্ছ,
[illegible] ভাবছ এ সব মিছে ;
[illegible] সব সত্যি, এ সব সত্যি,
[illegible] সত্যি কথা ভাই,
[illegible]মরাও যদি দেখতে,
[illegible] তোমরাও বলতে ভাই।

সেথা পুরুষ গুলো সব পুরুষ,
আর ঐ মেয়ে গুলো সব মেয়ে ;
আর জোয়ান বুড়ো কচি,
কেউ না বাঁচে হাওয়া খেয়ে ;
তাদের মাথা গুলো সব উপর দিকে,
পা গুলো সব নীচে ;
তোমরা মুচকি হাসচ বোধ হয়
ভাবচ এসব মিছে ;
কিন্তু সব সত্যি, সব সত্যি,
সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে তা'লে
তোমরাও বলতে ভাই।
সেথা বসনভূষণ কম্‌তি হ'লে
স্বামীকে স্ত্রী বকে ;
আর নভেলেই প্রেম মিটে থাকে,
'বাসি' হলেই টকে ;
আর আমোদ হোলে হাসে তা'রা
দন্ত কোরে বাহির ;
তোমরা ভাবচো কচ্ছি আমি
মিথ্যে কথা জাহির ;
কিন্তু সব সত্যি, সব সত্যি,
সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে,
তা'লে তোমরাও বলতে ভাই।
তবে কিনা, দেশটা বিলেত,
এবং জাতটা বিলিতি ;
কাজেই,—একটু সাহেবী রকম
তাদের রীতি নীতি।
আর ঐ করে শুধু সাদা হাতে
চুরি ডাকাতি সে ;
আর স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া করে
বিশুদ্ধ ইংলিশে ;—
এই তফাৎ, এই তফাৎ,
এই তফাৎ মাত্র, ভাই,
আর আমাদের সঙ্গে তাঁদের
বিশেষ তফাৎ নাই।

বর্ষা।

বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্ টাপ্;
বাতাসে পাতা ঝরে ঝুপ্ ঝাপ্;
প্রবল ঝড় বহে—আম্র কাঁটাল সব—
পড়িছে চারিদিকে ধুপ ধাপ।
বজ্র কড়কড় হাঁকে ;—
গিন্নী শুয়ে বৌমাকে
"কাপড় তোল বড়ি তোল" ষখন হাঁকে ;
অমি ছাদের উপর দুপ দাপ।
আকাশ ঘেরিয়াছে মেঘে,
জোলো হাওয়া বহে বেগে,
ছেলেরা বেরোতে না পেয়ে রেগে,
ঘর ভিতরে করে হুপ হাপ।
টিল "একি হোল" ভাবি', উর্দ্ধ লাঙ্গুল গাভী;
এ সময় মুড়ি দিয়ে রেকাবী রেকাবী
ফুলুরি খেতে হয় কুপ কাপ।
নামিল তোড়ে; রাস্তা কর্দ্দমে পোরে;
ছত্র মস্তকে রাস্তার মোড়ে
পিছ্‌লে পড়ে সবে চুপ চাপ।
ভিজিছে নির্ঝুম শাখী,
শালিক ফিঙে টিয়া পাখী,
আমি কি করি ভেবে না পেয়ে একাকী—
ঘরেতে বোসে আছি চুপ চাপ।

হতে পার্ত্তাম।

রাজা। দেখ হোতে পার্ত্তাম্ নিশ্চয় আমি মস্ত
একটা বীর——
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন
মাথা রয়না স্থির ;
আর ঐ বারুদটার গন্ধ কেমন করি না পছন্দ,
আর সঙ্গীন খাড়া দেখ্‌লেই মনে
লাগে একটা ধন্দ ;
খোলা তরোয়াল দেখ্‌লেই ঠেকে যেন
এই শিরোহীন এ স্কন্ধ ;
তাই বাক্যে বীরই হোয়ে রৈলাম আমি চটে'
মটেইত—
তা নইলে খুব এক বড়—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।

রাজা। দেখ হোতে পার্ত্তাম্ আমি একটা
প্রত্নতত্ত্ববিৎ—
কিন্তু "গবেষণা" শুন্‌লেই হয়
আতঙ্ক উপস্থিত ;
আর দেশটাও বেজায় গরম, আর বিছানাও
বেশ নরম,
আর তাও বলি প্রেয়সীর সে হাসিটুকু চরম।
আর তাঁকে চর্চ্চা কল্লেও একটু কাজও
দেখে বরং।
তাই স্ত্রীতত্ত্ববিৎ হোয়ে রৈলাম আমি চটে'
মটেইত,—
তা নইলে বেশ এক বড়—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।
রাজা। দেখ হইতে পার্ত্তাম্ নিশ্চয় একজন
উচুদরের কবি—
কিন্তু লিখ্‌তে বসলেই অক্ষর গুলো পড়্‌মিশ
হয় যে সবই ;
আর ভাষাটাও, তা ছাড়া, মোটেই বেঁকে
না, রয় খাড়া ;
আর ভাবের মাথায় লাঠি মাল্লেও দেওনাক
সে সাড়া ;
ছাই হাজারই পা দুলোই, গোঁফে হাজারই
দেই চাড়া ;
তাই নীরব কবি হোয়ে রৈলাম আমি চটে'
মটেইত,—
তা নইলে খুব এক উচু—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।
রাজা। দেখ হ'তে পার্ত্তাম্ রাজনৈতিক বক্তাও
অন্ততঃ—
কিন্তু কিন্তু দাঁড়াইলেই হয় স্মরণশক্তি অবাধ্য
স্ত্রীর মত ;
আর মুখস্থ সব বুলি এমন বেজায়
যায় সব ভুলিয়ে ;
আর সুযোগ পেয়ে রুখে দাঁড়ায় বিদ্রোহী
ভাব গুলি হে ;
তা হাজার কাশি, আদর করি দাড়িতে
হাত বুলিয়ে,

তাই রইলাম বৈঠকখানাবক্কা আমি চটে'
মটেইত ,—
তা নইলে খুব এক ভারি—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।
রাজা। দেখ ক্ষমতাটা ছিল নাক
সামান্য বিশেষ ;
কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই চোলে
যেতাম বেশ ;
হতাম পেলে সুযোগেও বুঝি একটা যেও সেও,
ওই কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে একটা হতাম
নিঃসন্দেহ ;
কিন্তু প্রথম সে ধাক্কাটা আমায় দিলে নাক'কেহ,
তাই যা ছিলাম তাই রয়ে গেলাম আমি চটে'
মটেইত ;—
তা নইলে, বুঝলে কি না,
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।

পণ্ডিত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

হাওড়া-শিবপুরে ১২৯২ সালে শ্যামাচরণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা কালীকুমার মুখোপাধ্যায় শিবপুর 'বোটানিক্যাল গার্ডেনে' কর্ম্ম করিতেন। শ্যামাচরণ, পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। পাঠশালার পর, শ্যামাচরণ 'সংস্কৃত কলেজে' অধ্যয়ন করেন ; বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রভৃতির নিকট অধ্যয়ন করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই ইনি অলঙ্কার, ব্যাকরণ ও ন্যায় শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন। কলেজের অধ্যক্ষ ই বি কাউয়েল সাহেব পাঁচ বৎসরের জন্য ইহাকে 'সিনিয়র' বৃত্তি প্রদান করেন। প্রবেশিকা প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। প্রথমে 'মিলিটারী একাউণ্ট আপিসে' কেরানীগিরি, তৎপরে ক্রমান্বয়ে হিন্দু স্কুলের শিক্ষকতা ও হেয়ার স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য করিয়া কিছুদিন 'প্রেসিডেন্সি' কলেজের সহকারী সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেব ইহাঁর নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। ১৩০১ সালে শ্যামাচরণ "পেন্সন" লন ; এবং তৎপরে চারি পাঁচ বৎসর 'সেনট্রাল কলেজের' অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, ১৩০৬ সালের ৭ই চৈত্র ৬৫ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইহাঁর রচিত কবিতা ও গানগুলি মনোহর।

ইমন্ কল্যাণ—মধ্যমান।

প্রভো গজানন করুণানিদান,
সুরাসুরমুনিগণবন্দিতচরণ।
ত্বং হি পিতা ত্বং হি পাতা
ত্বং হি ব্রহ্ম ত্বং বিধাতা,
তব নাম সিদ্ধিদাতা বিঘ্নবিনাশন।
দীনমভাজনং তব শরণাগতং
তারয় পাপিনং দেব সনাতন॥

সিন্ধু-ভৈরবী—কাওয়ালী।

নমামি দীনতারণং নমামি ভীতিবারণং।
নমামি বিশ্বকারণং নমামি ত্বাং ত্রিলোচনং॥
নমামি পাপখণ্ডনং নমামি দুঃখভঞ্জনং।
নমামি ভক্তরঞ্জনং নমামি ত্বাং নিরঞ্জনং॥
সুচারুচন্দ্রচূড়কং সুনাদশৃঙ্গবাদকং।
কপালমাল্যতারকং ভুজঙ্গহারনেন্দুদীপকং॥
কপর্দ্দদর্পনির্ঝরং বিরাববিভিন্নভূধরং।
শরীরসর্পিভোগিনং নমামি ভূতভীষণং॥
করালভালপাবকং ভস্মানকান্তস্নানকং।
কটাক্ষদগ্ধদানবং নমামি কালভৈরবং॥
প্রভাতবাতশীতলং বিশুদ্ধতূলকোমলং।
বিশুদ্ধকাচনির্ম্মলং নমামি সাধুবৎসলং॥
অপাদপাণিনাসিকং অনেত্রগাত্রমস্তকং।
তথাপি সর্ব্বকারকং নমামি ত্বাং নিয়ামকং॥
অনন্তবিশ্বধারিণং অনন্তবিশ্বরূপিণং।
অনন্তমেকমীশ্বরং নমামি ত্বাং পরাৎপরং॥
মদেকমাত্রমাশ্রয়ং ভজামি পাদপঙ্কজং।
প্রসীদ তাত তদ্রসং যথা পিবামি সন্ততং॥
ওঁং তৎ সৎ ওঁং তৎ সৎ ওঁং তৎ সৎ।

মূলতান—একতালা।

মানস কুরু সদা কালিকাপদগানং ॥
বাঞ্ছসি যদি ভবার্ণবপারযানং।
কালভীতিবারণং মহাকালমোহনং
কালীনাম কেবলং ভবতাপশমনং ॥
চিন্তয় কালীনাম, জপ রে কালীনাম,
কালীনাম মুক্তিধাম আগমবচনং ॥

—

ঝিঁঝিট—একতালা।

শঙ্কর হর করুণাকর গিরিজাবর পশুপ হে।
পরাৎপর পরমেশ্বর প্রকৃতিপুরুষরূপ হে ॥
বিভূতিভূতিভূষণ রজতাদ্রিসমান
যক্ষ মানবকিন্নরনিখিললোকবন্দ্য হে।
ব্যোমকেশ ভীমবেশ বিকটহাস প্রেতফণীশ,
ত্রিপুরান্তক কালান্তক ময়ি কৃপাং বিধেহি হে ॥
আশুতোষ যোগতোষ যোগিবৃন্দনুত মহেশ
নাচার আর্ত্তে ময়ি করুণাং কুরু সঙ্কটে ॥
অদেহোঽপি ত্বং সদেহ অগেহোঽপি ত্বং সগেহঃ
নারায়ণৈকদেহ চিত্তে মম রাজ হে ॥

—

মূলতান—একতালা।

জয় তারকনাথ নাথ অনাথভীতিবারণ।
তুমি সুরেন্দ্রাদিদেববৃন্দবন্দিত আদি কারণ ॥
ভবতারণ করণকারণ তোমার চরণ পাবন।
তুমি আশুতোষ ভক্ততোষ ভক্তবিঘ্ননাশন ॥
স্মরহর দক্ষদর্পহর অধীর সতীর কারণ।
তুমি মৃত্যুঞ্জয় রিপু কর জয় অধমে করহে তারণ
চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি তিন তোমার হে লোচন।
বিরাটরূপ (হে) দেবদেব সর্ব্বভূতভাবন ॥
ভবসাগর কর হে পার ওহে দীনতারণ।
তুমি দয়ার সাগর ছাড়িব না আর
করেছি চরণ-ধারণ ॥
অগতির গতি তুমি পশুপতি কর হে কুমতি-নাশন
তুমি শরণাগত চরণে প্রণত দেহি দীনে দর্শন ॥
অখিলের লয় তোমাতে যে হয়
তুমি হে প্রলয়-কারণ।
তুমি মহাকাল অন্তে কাল কালভয়বারণ ॥
যোগীশ্বর পরমেশ্বর তুমি হে পঞ্চানন।
আমি দীন হীন ভজনবিহীন তার পতিতপাবন ॥
গঙ্গাধর বিশ্বেশ্বর ওহে দীনতারণ।
তুমি তারক ব্রহ্ম অন্তে ব্রহ্মজ্ঞান দাও সনাতন ॥
বীণাপাণি হার মানি করিতে তোমার বর্ণন।
স্বয়ং বেদরূপে তোমার রূপে নিত্য করেন বন্দন ॥
ভস্মভূষণ অজিনবসন ফণিগণ-অঙ্গ-শোভন।
তুমি হরিষ্ণুদিধন কর মম মন নিত্য তব নিকেতন ॥
মুকুন্দঘোষে তারকেশ দিয়াছ হে দর্শন।
তুমি সদানন্দ তব আনন্দ যাচে তব নন্দন ॥

—

ভৈরব—একতালা।

শম্ভু শিব দেবদেব ডাকি হে তোমারে।
প্রভু আশুতোষ তারকেশ তার হে পামরে ॥
বৃষভবাহন মদনদাহন ললাটশোভন দীপ্তদহন,
উমেশ মহেশ মহেশ ভুবনমোহন তার হে কাতরে,
ভুবনভারহরণকারণ করেছ তাত ত্রিপুরনাশন,
ধরেছি তাই তোমার চরণ যাতনা নাশিবারে ॥
ঔষধদানে নহ হে কাতর,
কাতর জনের ঔষধ বিতর,
ভবের ব্যাধি হইতে নিস্তার, এসেছি তব দ্বারে ॥
ব্রাহ্মণ যবন বলিয়া বিচার তারকনাথ
নাহি হে তোমার
ভব পারাবার করিবারে পার তোমা বিনা
কে পারে।
কলির কলুষ করিতে নাশ তারকনাথ
হয়েছে প্রকাশ
বারেক মানসে কর হে বিলাস অধমে তারিবারে ॥
জঠর-যাতনা দিওনা আর সঁপেছি প্রাণ
পদে তোমার
জনম যেন না হয় আর মাতৃগর্ভমাঝারে ॥

—

সিন্ধু—যৎ।

করুণাকর পিতা তোমা বিনা
কে আর তারিবে আমায় হে।
দেহ আমারি তোমা বিনা
হে পিতা বৃথা যে যায় হে ॥

ক্ষম দোষ আশুতোষ তুমি দয়াময় হে।
তারকনাথ আমি অনাথ নাহি উপায় হে ॥
আমি কাতর তার হে শঙ্কর ত্যজ না আমায় হে
মিনতি শিব, নাশ হে অশিব তুমি মঙ্গলময় হে ॥

বাউলের সুর—আড়াঠেকা।

(অবোধ মন রে আমার)
সদাই বল তারকনাথের জয়।
যদি অবহেলে তরবে তুমি ভববন্ধনের ভয় ॥
তারক নামের গুণ যে কত কি দিব পরিচয়,
তারে ভক্তি করে (রে) ডাক্‌লে
পরে অমি তিনি হন সদয় ॥
জাতিবিচার নাইক পিতার সদাই পিতা কৃপাময়
তাঁর লইলে শরণ (রে)
পলায় শমন অন্তে মোক্ষপদ হয় ॥

বাউলের সুর—একতালা।

সদাই বল বাবা তারকনাথের জয়,
যদি অন্তে তরবি শমন-ভয়।
বাবার এম্‌নি গুণ, ঘোচে ভবের আগুন,
অগুণে করিলে নাম হয় রে সগুণ,
পিতার সগুণ ভজনসাধনগুণে, নির্গুণে হয় যে লয়
বাবা দয়ার নিধি, নাই দয়ার অবধি,
ভক্তি ক'রে ডাক্‌লে ঘোচান ভবের ব্যাধি,
বাবা বিধির বিধি (রে)
বিধিমতে ভক্তে দেন নিজালয় ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

হে পরাৎপর করুণাকর হর
পাপীরে ত্রাণ কর ভবসাগরে।
পাপেতাপে ভারি, এই দেহতরী,
ডুবিছে অকূল পাথারে,
নাহি দেখি কূল, হতেছি আকুল,
অনুকূল হও প্রভু লও হে পারে ॥
ঘোর আঁধার, তাহে অনিবার,
রিপুচয় চায় গ্রাসিবারে,
মন-কর্ণধার তদুপরি আবার,
ধর্ম্মহাল আর নাহি যে ধরে ॥
বহুরন্ধ্র তরি, কেমনে নিবারি,
পাপবারি পশিছে ভিতরে;
রাখ যদি পদে, তবে এ বিপদে,
এ অকিঞ্চন যায় হে ত'রে
(বা) এ তনুর তরী যায় হে ত'রে ॥

ঝিঁঝিট—যৎ।

মিছে কাজে আর মজে মন তুমি থেকো না,
কালীনাম কর গান রবে না আর যাতনা।
দিন দিন আয়ু হীন, হতেছে রে তনু ক্ষীণ,
তব দিন সুখ দিন চির দিন রবে না ॥
রিপুবল হীনবল নহে রে বড় প্রবল,
হ'রে লবে তব বল দেবে কেবল বেদনা ॥
তাই মন শুন বলি, জ্ঞান বলে হ'য়ে বলী,
রিপুগণে দিয়ে বলি, কর কালীসাধনা ॥
আত্মজ্ঞানে কর দীপ, জ্বেলে দাও পঞ্চপ্রদীপ
পাপপ্রপঞ্চ অদীপ, তা না হ'লে হবে না ॥
নৈবেদ্যের আয়োজন পঞ্চপ্রাণের যোজন,
পূজা কর নিজে মন অন্যে ভার দিও না ॥
ভক্তিপুষ্পে কর পূজা, আহুতি দাও বিষয়-পূ
সাঙ্গ হ'লে মহাপূজা, দক্ষিণা দাও বাসনা ॥

দেশমল্লার—কাওয়ালি।

চির দিন আমি দীন ওগো দীনতারা,
ত্বরায় মা তর্‌রা তরা।
বিষয়-বিষেতে হয়ে জরা,
আমি গো মা হতেছি সারা,
কাতরে ডাকি তারা তারা তারা ॥
তব রাঙ্গাচরণ, পাপীর ত্রাণের কারণ,
তা এ দীনে কি মা দিলি, কি কাজ করি
তোমার যে ডাকে তারা,
তারে গো মা করিলি সারা,
মা তোর এ কিবা ধারা নাম ধর তারা ॥
হৃদে দে মা চরণ, কর গো তাপিতে তা
কত দিনে এই দীনে তারিবে তারিণী।
সহে না আরো তারা
ডাকি মা তোরে তারা,
তারা বারেক মা চাহ গো ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

শিব বম্ শিব বম্ শিব বুম্ ভোলা,
ভাব রে মন ভোলা।
বিষয়-বিষেতে হ'য়ে ভোলা,
আপনারে ভুলো না ভোলা,
ডাকরে শিব ভোলা, যাবে সব জ্বালা।
অন্নপূর্ণামোহন, নাচেন ভক্তের কারণ,
তাঁরে প্রাণের কর প্রাণ, সে ভক্তভিখারী;
পাপ তাপেতে হয়ে জরা, ওরে মন হতেছ সারা,
মানিক হয়ে হারা, কাচে হলি ভোলা॥
অহে মনোরঞ্জন, দাও হে তোমার চরণ,
ও যে প্রাণের মম প্রাণ, আমি ঐ ভিখারী;
নানা রকমে একে জরা, তায় করমে করে সারা,
ভবে দিতেছ তারা বারে বারে জ্বালা॥

হাম্বীর—একতালা।

চেন এ নারীরে সমরে নাচি নাচি,
হাসি হাসি কত বীর সংহারে।
মনেতে জ্ঞান হয়, এ বামা সামান্য নয়,
করিতে বুঝি প্রলয়,
হাসি হাসি গ্রাসেরথকরীরে সমরে।
চিনেছি তুমি যে মা, ব্রহ্মময়ী তুমি শ্যামা,
রণেতে দে মা ক্ষমা,নত সুতে দে মা পদ তরী॥

ভূপালি—কাওয়ালী।

শম্ভু পদ ভাবিতে ভুলো না ভুলো না বিষয়-বিষেতে
ম'জো না ম'জো না,
ভুলিয়ে কাচেতে রতনে ছেড়ো না॥
ভজনপূজনবিহীন জনে, কেবা তারে তারক বিনে,
তারে দীনে হীনে, ত্যজ বাসনা
ভব যাতনা আর হবে না॥

কাফি সিন্ধু—যৎ।

এমন দিন কি আমার হবে,
আমার কালী বলে প্রাণ যাবে॥
দশেন্দ্রিয় সহ মনোবৃত্তি মায়ে লয় পাবে,
আমার চিদাকাশে চিন্ময়ী মা বিজলি সম খেলিবে
পঞ্চভূতময় দেহ জ্ঞানবাপীতে শোভিবে,
ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম হরি বলিবে বান্ধবে॥

খাম্বাজ—ঢিমে-তেতালা।

ওরে মন যার চরণে হও লীন,
মায়ামোহেতে কেন মগন॥
মান বিলীন, প্রাণ বিলীন,
সকলি তাঁহাতে কর লীন রে॥
ফুরাল দিন, কর এখন, শমনদমনপদধ্যান রে।
যামিনী পোহাল, গা তোলো রে॥
দেখিছ না কলেচোরে, হরিছে আয়ুধন,
তব প্রতিক্ষণ, এখনে চেতনা না হ'লো।
ঘুমায়ে রে গেল কাল' আসিছে তব কাল,
যায় পরকাল, এখনো কালী মা মা বলো॥

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

সংসারসাগর কর মা কর মা পার,
তব নাম-প্রেম ভবপারতরণী।
পাপীরে হের, বারেক কৃপা কর,
তোমা বিনা নাহি আর নিস্তারকারিণী॥
জীব-আদি অগণন তব যশ করে গান,
বর্ণিবারে কেবা পারে, তোমারে গো জননী।
এই কর মোরে মাতঃ মতি মম হৃদ্‌গত,
যেন হয় অবিরত, ওগো ঘনবরণী॥

কাফি—একতালা।

দে মা কালী পদতরি কৃপা করি,
ব্রহ্মময়ী যুগলপদ ভিক্ষা করি,
তার মা তার নে গো পারে।
ভবে হেরি তরঙ্গ ভারি, রিপুচয় রয়েছে ঘেরি,
বিনা তব চরণতরি আর কে মা তারিতে পারে।
তুমি আদি অনাদি তুমি, জীবজীবন সকলি তুমি,
হয় কে গো কৃতান্তে শঙ্কিত
তুমি আপাঙ্গে হের যারে॥

সিন্ধু—একতালা।

মন তুমি কি পাগল হ'লে, নইলে বলবে কেন।
মা আমার দাঁড়ায়ে পতির বক্ষঃস্থলে।
পতিনিন্দা শুনে যে মা, প্রাণ ত্যজেছেন যজ্ঞস্থলে
সেই সতী মা কি রাখ্‌তে পারেন,
পতি দেবে চরণতলে॥

পঞ্চতপা করেছেন মা, রাখি যাঁয় সহস্রদলে,
পতির বুকে দাঁড়ায়ে তিনি,
বল্‌লে তুমি কিসের বলে॥
মাকে আমার দোষ দিও না,
দোষ দাও তাঁর চরণতলে,
যার পরশেতে শবশিব হয়ে মায়ের দোষ ঘটালে
ভাবুক বলে দোষ নয় রে গুণ সে চরণতলে,
নইলে পিতা শিব নিশিদিন,
রাখিবেন কেন হৃদ্‌কমলে॥
চরণ বলে বটে বটে এ কথা ঠিক নাহি হ'লো
যার কপালে আগুন, নাহি কোন গুণ,
মা কেন বল তার কপালে॥

ইমন-কল্যাণ—কাওয়ালি।

কে পারে মা তোমারে বর্ণিবারে
অপার তোমার মহিমা ভবানি।
বাণাপাণি মৌনিনী হার মানি
পারেন কিনা পারেন দেব শূলপাণি॥
তব ইচ্ছা হইল, বিশ্ব প্রকাশিল,
আবার সংহার তুমি তা আপনি।
ঘটাকাশের যেমন, মহাকাশে মিলন,
ঘটনাশে হয় গো তেমনি॥
উপাধি বিনাশিল, চিতে চিত মিশিল,
চিন্ময়ী ব্রহ্মরূপিণী॥
আমি কোন্ ছার, বর্ণিতে তোমার,
বর্ণনাতীতা তুমি গো জননী।
এই ভিক্ষা মাগি, পদে অনুরাগী,
দে মা দীনে চরণ দুখানি॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রেম যে কি ধন কব কায়, হায় হায় রে।
যে জানে সেই জানে অন্যে বোঝা দায়॥
অধরেতে বাঁশরী, হেরি তরেতে হেরি,
বৈকুণ্ঠ পরিহরি, কদম্বতলায়।
এই ধন লাগিয়ে, শিব শব হইয়ে,
শ্যামা পদ হৃদে লয়ে, শ্মশানে লুটায়।
করি বহু যতন, কর প্রেম-সাধন
অযতনে প্রেমধন কেবা কোথা পায়॥

ছায়ানট—ধামার।

হে দীনবন্ধো যায় যে প্রাণ।
অকূল সিন্ধুমাঝে ডুবিছে তরণী,
ঘোর দায়ে কর ত্রাণ॥
দাও হে পদতরি, ওহে দয়াল হরি বংশীধারী।
ঘোর ভবাব্ধি-বারি, তায় তরঙ্গ যে হচ্চে ভারি,
উপায় তব পদতরি, নইলে বিপাকে যে ডুবে মরি
কাম আদি দুষ্ট অরি, রয়েছে হে সদা ঘেরি,
উপায় নাহিক হেরি, তরাও যদি তবেই তরি॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কেমনে হব পার, সংসার-পারাবার।
তুফান যে ভারি, চারিদিকে হেরি,
ত্রাসে তোমায় ডাকি হরি, চাও হে একবার॥
বিপদে কাণ্ডারী, তুমি হে আমারি,
দেহি প্রভো পদতরি,
সেবিত কমলার কর হে ভবপার॥

গৌড়মল্লার—ঝাঁপতাল।

ডাক মন ভক্তিভাবে শম্ভু শিব দেবদেবে।
পাপতাপ দূরে যাবে অন্তে নির্ব্বাণ লভিবে।
সাধের ভবন ধনমান, জেনো মন সব অকারণ,
সার কেবল হরির চরণ, ভাব তাঁরে একভাবে॥
কাম আদি রিপুব্যূহ, সাজায়েছে দৃঢ়ব্যূহ,
জ্ঞানদুর্গে কর আরোহ, রিপুজয় হবে তবে
বিশ্বনাথ বিশ্বতাত, কৃপাসিন্ধু অনাথনাথ,
তাঁরে কর প্রণিপাত, ভক্তিযোগে তাঁরে পাবে।
অধঃ সপ্ত উর্দ্ধে সপ্ত লোক যাঁর নহে পর্য্যাপ্ত,
অনন্ত অনন্তরূপ, চিদাকাশে সদা শোভে॥

গৌড়সারঙ্গ—ঢিমে-তেতালা।

এ কি বিবেচনা, জান মা যাতনা,
এতেও কি করুণা মা গো হয় না॥
যায় মা প্রাণ যায় মা, চরণে পড়ে গো মা,
উঠ উঠ ব'লে কি মা তুলিবে না॥
সয় না প্রাণে আর মা, শ্যামা মা কর ক্ষম
কুতনয় হয় গো মা কুমাতা হয় না॥

মালকোষ—একতালা।
শঙ্কর করুণানিধান ভবযন্ত্রণা নাশ হে।
অসার-সংসারভার আর দেহে না সহে॥
জটাজুটশিরস্ত্রাণ, চন্দ্রমৌলিশোভমান,
সুরমুনিগণগীয়মান, মানসে বিলাস হে।
চন্দ্রসূর্য্যবহ্নিনেত্র, নাগাজিনবীতগাত্র,
ফণিগণকৃতযজ্ঞসূত্র, ধ'রে ভীমবেশ হে॥
অম্বর কৃতচিত্রচর্ম্ম, তব দুরূহ কর্ম্মমর্ম্ম,
নর্ম্মোদ্ধৃত নাগকূর্ম্ম, ধর্ম্ম বর্ম্মরূপ হে।
ভস্মধবলসবলকায়, স্তবনিযুক্তসুরনিকায়,
গৌরীসহ এককায়, দূরীকুরু তাপ হে॥
তুমি দরিদ্রভীতিহর, পাপাচারে শূল ধর,
ভব কৃপালু একবার ছেদ মোহপাশ হে।
তুমি অনাদি তুমি অনন্ত,
কে জানে তোমার অন্ত,
অনন্ত না পান অন্ত, অন্তে হও প্রকাশ হে॥

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

ময়মনসিংহ-সন্তোষের জমীদার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, কিশোর বয়সে বিপুল বিত্তের অধিকারী হইয়াও, বিলাস-ব্যসনের পারিপার্শ্বিক প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া, বীণাপাণির সেবায় জীবন বিনিয়োগ করিয়াছেন,—এ দৃষ্টান্ত অনেকেরই অনুকরণীয়। ১২৭৯ সালের ফাল্গুন মাসে প্রমথনাথের জন্ম হয়। শৈশবেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, জননীদেবীর অভিভাবকত্বেই ইনি প্রতিপালিত হন। আবাল্য সাহিত্য-প্রীতি ও গণিতে বিতৃষ্ণা-হেতু বিদ্যালয়ের পাঠ ইঁহার অল্পই হইয়াছিল। প্রথমে বাড়ীতে পণ্ডিতের নিকট, মধ্যে দিনকয়েক বিদ্যালয়ের এবং শেষে প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ ও হুইলার সাহেবের নিকট ইনি অধ্যয়ন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পাঠে ইঁহার হৃদয়ে স্বদেশ প্রেম জাগরূক হয়। কিশোর বয়স হইতেই কবিতা-রচনায় স্পৃহা। ২১ বৎসর বয়সের সময় ইঁহার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। 'পদ্মা', 'গৌরাঙ্গ', 'গীতিকা' প্রভৃতি ইঁহার কাব্যগ্রন্থগুলি সর্ব্বত্র প্রশংসিত। সঙ্গীত-রচনায় ইঁহার যশঃপ্রভা সমুদ্দীপ্ত।

রামপ্রসাদী সুর।
তুই মা মোদের জগত-আলো।
সুখে দুখে, হাসিমুখে,
আঁধারে দীপ তুমিই জ্বালো।
মা ব'লে মা ডাক্‌লে তোরে,
সারাটি প্রাণ ওঠে ভ'রে,
বেসেছি মা তোরেই ভালো,
তোরেই যেন বাসি ভালো।
ওই কোলে মা পাই যদি ঠাঁই,
জনম জনম কিছুই না চাই,
থাক্ না ওদের গৌরববরণ,
হলেমই বা আমরা কালো।
পরের পোষাক খুলে ফেলে'
ফির্‌লাম ঘরে ঘরের ছেলে,
আঁখির নীরে মোদের শিরে
আশীষধারা আজি ঢালো।

ইমন কল্যাণ—তেওড়া।
এসেছ তুমি এসেছ কমল-ভূষণে সাজি,
নন্দন হ'তে এনেছ ভরিয়া অমল কাঞ্চন সাজী॥
এ কি এ সহসা মুহু মুহু মুহু গাহে কোকিলা
কুহু কুহু কুহু, নাচে সরসী, মুঞ্জরে তরুরাজি।
এলোকেশে ভাসে মেঘমালা,
অঞ্চলে হাসে চঞ্চলা,
স্বপনরঞ্জিত স্বরগ-সঙ্গীত নূপুরে
উঠে বাজি' বাজি';
অশ্রু-উৎস আনন্দ-উচ্ছল,
ফুটিল উন্মুখ চিত্ত-উৎপল,
এ কি উৎসব কুঞ্জে কুঞ্জে আজি!

মিশ্র বারোঁয়া—ঢিমে তেতালা।
নমঃ বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী,
যুগে যুগে জননী লোকপালিনী।

সুদূর নীলাম্বর প্রান্ত সঙ্গে
নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে,
চুম্বি' পদধূলি বহে নদীগুলি,
রূপসী শ্রেয়সী হিতকারিণী।
তাল-তমালদল নীরবে বন্দে,
বিহঙ্গ স্তুতি করে ললিত সুছন্দে,
আনন্দে জাগ অয়ি কাঙ্গালিনি!
কিসের দুখ মাগো, কেন এ দৈন্য,
শূন্য শিল্প তব, বিচূর্ণ পণ্য,
হা অন্ন, হা অন্ন,—কাঁদে পুত্রগণ!
ডাক মেঘমন্দ্রে সুসুপ্ত সবে,
চাহ দেখি সেবা জননী-গরবে,
জাগিবে শক্তি, উঠিবে ভক্তি,
জান না আপনায়, সন্তানশালিনী!

মিশ্র-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

শুভদিনে শুভক্ষণে গাহ আজি জয়,
গাহ জয়, গাহ জয়, মাতৃভূমির জয়!
জয় জয় জয়, মাতৃভূমির জয়॥
জন্মভূমির জয়, স্বর্ণভূমির জয়,
পুণ্যভূমির জয়, মাতৃভূমির জয়!
লক্ষ মুখে ঐক্যগাথা রটাও জগতময়,
সুখ স্বস্তি স্বাস্থ্য স্বার্থ দিলাম তোমার পায়,
যতদিন মা তোমার বক্ষ জুড়ায়ে না যায়,
কে সুখে ঘুমায়, কে জেগে বৃথায়?
মায়ের চোখে অশ্রুধারা, সে কি প্রাণে সয়।
নূতন উষায় গাহে পাখী নূতন জাগান সুর,
উঠ, রাণী কাঙ্গালিনী দুঃখ হল দূর,
অলস আঁখি মেল, মলিন বসন ফ্যাল,
উঠ মাগো, জাগো জাগো, ডাকে পুত্রচয়!

মিশ্র-সিন্ধু—ঝাপতাল।

(হের,) কি মহামঙ্গল রাজে,
কি মধু মিলন বঙ্গসমাজে॥
আপনজনারে নিলে যদি চিনি,
হিয়া দিয়া হিয়া লহ আজি জিনি,
এক শোণিতধারা বহে
পীযূষ পারা সবার ধমনী মাঝে!
কি সুখ-হিল্লোল বহে পবনে,
কি সুধা-কল্লোল উঠে গগনে,
সারা ভুবন কি শোভায় সাজে!
এস এস ছাড়ি দ্বিধা ভয় লাজ,
সঁপি দেহ ভাই হৃদয় আজ,
ল'য়ে প্রসন্নতা স্থির একাগ্রতা,
এ শুভ সুন্দর কাজে!

ছায়ানট—মধ্যমান।

রাজ', হৃদে রাজ,' হৃদয়ের অধিরাজ।
পন্থ বহুদূর, অন্ধ চলেছি একা,
জ্বাল দীপ আজি জ্বাল' আঁধার মাঝ।
হেরিছ অন্তর অন্তরযামী,
দিন দিন মোহে ডুবিছি আমি;
ক্লান্তি-কলুষ নাশ, মুছাও নয়নধারা,
কর দূর, আজি দূর প্রাণের লাজ!

মিশ্র-কানাড়া—ঢিমে তেতালা।

কেন ভুলালে, মনোমোহন?
যদি নাহি দিবে তব দরশন॥
পিয়াসে বসিয়ে থাকি, দুরাশে তোমারে ডাকি
কোথা নাথ, কোথা নাথ—ভাসে দু'নয়ন।
এসেছে দ্বারে ভিখারী আশে তোমারি,
যদি নাহি নিবে মালা, কেন ভরালে ডালা,
কেন ডাকিলে, কেন মোহিলে আমারি মন।
জয় মরণজয়ী, তব জয়! জয়, জয়, জয়!
জ্ঞান গুণের সাগর, দানের দুখ নাশন,
অতুল তব কীর্ত্তি, অটুট তব আসন,
স্মরিছে তোমা কোটি হৃদয়॥
দীন মোরা হীন অতি, পরপীড়িত জাতি,
ভাবী ঢাকা তিমিরে, ম্লান অতীত-ভাতি;
সহসা দূর পার হ'তে তব আশীষ লাগে,
শিহরি সব প্রাণ, নব গরবে জাগে;
ঘোষে তোমার বাণী—অভয়॥

খটগৌরী—একতালা।

আমার প্রাণভরা প্রেম বিফলে গেল,
দেখিল না কেহ চাহি!

ভাঙ্গা বুকে বল্ কোন্ মুখে
আর প্রেমের গান গাহি!
মনোভুলে কেহ যদি কাছে আসে,
হৃদি-তরঙ্গ দেখে' মরে ত্রাসে,
ফিরে কূলে তরী বাহি'॥
এত ভালবাসা দিলে যদি বিধি,
এ পুরাণ খানি ভরিয়া,
আর একটী প্রাণ গড়িলে না কেন
আমারি মতন করিয়া?
এ গুরুগভীর মরমের ভার
লইতে বহিতে কে পারে বা আর,
নাই মোর কেহ নাহি!

ভৈরবী—একতালা।

মনেরে বুঝাই, কাঁদিতে না চাই,
(আমার) কাঁদন শুধু আসে,
আমার কাঁদন শুধু আসে!
এল এল মধুযামিনী, হেসে উঠে সুখী কামিনী,
কুঞ্জকুটীর ভরিল ঢল ঢল ফুলবাসে॥
সাধের মালিকা বুকে করি' করি'
জাগিনু কত রাতি; সে ত এল না সে ত এল না,
শূন্য বাসর যাপিনু যার দরশ-পরশ আশে;
মৃদু মৃদু বাজে বাঁশরী, তরুলতা উঠে শিহরি',
অধীর সমীর খণে খণে ওই খল খল খল হাসে।

ভৈরবী—ঠুংরি।

কেন কেন বাজে লো বাঁশী।
কেন কেন?—নাচিছে যমুনা কল-হাসি॥
ফুলে ফুলে কেন এত কাণাকাণি,
নীড়ে নীড়ে হেন মন জানাজানি;
কেন কেন?—বনভরা ভালবাসাবাসি
বনে বনে বায়ু রভসে সারা,
ফুলে ফুলে অলি হরষে হারা,
ঝরিছে নয়নে পুলক-ধারা;
কেন কেন,—এলায়ে কেন পড়িছে কবরী,
শিথিল হেন হইছে গাগরী;
কেন কেন?—উছলে হৃদয়ে সুধারাশি!
পাল তুলে দি ভরা নায়ে,
এমন জোয়ার ব'য়ে যায়।

মধুর মধুর বইছে হাওয়া,
মধুর পরশ লাগছে গায়॥
আঁধার-আলোয় সারা বেলা,
ঢেউগুলি সব করে খেলা,
মৃদু হাসির লহর তোলে, মধু কলগীতি গায়।
ওই যে নভে মেঘের স্তর,
নাই রে বাঁধন নাই রে ঘর, চলেছে ভেসে,
অম্‌নি মোরাও দু'টি নেয়ে,
অকূল পানে যাব বেয়ে,
গভীর আঁধার আস্‌বে ছেয়ে,
নীরব নিবিড় প্রেমের প্রায়।

মল্লার—ঝাঁপতাল।

উঠ, উঠ, নিশি পোহায়;
হাসি' হাসি' শুকতারা তোমা পানে চায়।
হাতে হাত রাখি' ম্যাল কমল-আঁখি,
কুঞ্জদ্বারে পাখী প্রভাতী শুনায়।
বিজন বনবাসে জাগ ললিত শ্লথ সাজে,
উষা-সখীর সনে জাগ শিহরি সুখ-লাজে,
পূরবে ছটা জ্বলে, বধূ চলিছে জলে;
কিরণ-ছায়াতলে যামিনী লুকায়!

ভাল আছ, সুখে আছ, ভালবাস'নি।
তুমি ত সুখের আশে সুখ-আশা নাশ'নি।
তুমি ত কাহার লাগি বিফল যামিনী জাগি'
আঁখি-নীরে ভাস'নি।
তুমি কি জানিবে বল, কারে বলে দুখানল,
কি দাহন অবিরল হৃদয়-গহনে;
তুমি ত আপন করে মরম ছেদিয়া পরে
ডালি দিতে আস'নি॥

বেহাগ—দাদ্‌রা।

মধুর মধুর রাতি আজি ভুবনে, সারা ভুবনে।
ভুবন ভুলান'হাসি ভাসে গগনে,হাসে গগনে॥
ফুটে ফুল কুঞ্জবনে, বহে নদী উজান পানে,
কি কথা খেলে প্রাণে মধু পবনে,আজি পবনে!
নিশি মধুরা, হিয়া বিধুরা,
তৃষায় আতুরা কুসুমবনে,

হয় ত সেও এমন রাতে,
আঁখির জলে মালা গাঁথে,
কথা কয় তারার সাথে,
বুঝি স্বপনে, মিছে স্বপনে।

আমরা একটী চপলমতির দল,
বিধান-বিচার গেছে রসাতল।
তোমরা থাক মুখটী ক'রে ভার,
আঁধার কোণে আঁধার মনে ভাবনা কর সার,
আমরা দুখের ধারি নে ক ধার,
নেচে গেয়ে করি কোলাহল॥
তোমরা ভাব দুনিয়া মিছার,
আমরা দেখি আমরা লুটি সকল মধু তার,
আমরা হাসি ভালবাসি ভাই,
সরল পথে তরল স্রোতে তরণী ভাসাই;
তোমরা বল,—ভেসে কাজ নাই,
আমরা বলি,—ভাসবি কে রে চল॥

টোড়ী ভৈরবী—দাদ্‌রা।
(ছি ছি তুমি) কেমন সন্ন্যাসী,
ও গো মনোবনবাসী!
পরেছ গৈরিক বাস, শ্রী-অঙ্গে মেখেছ পাঁশ,
ওষ্ঠে তবু লুকান' যে ভুবন ভুলান' হাসি।
তোমার এ কি এ বিলাস,
আর ত করি না বিশ্বাস,
আমি জেনেছি তোমারি আশ,
আমি বুঝেছি তোমারি আশ,
রতনের মায়া-দেশে ব'সে আছি রাণীর বেশে,
ক্ষ্যাপারে সব দিয়ে শেষে আমি কি হব উদাসী!

জল ভরে গিয়ে যমুনায়
আমি হারায়ে এসেছি আপনায়!
কখনে কেন কেন ঝরে নয়ন হেন,
সুখে কি সুখ-মাখা বেদনায়!

যদি দূরে থাক ভাল, থেক তাই;
আমি হৃদয় মাঝারে তোমারে সদা পাই।
বিরহের নিশি যদি মোর,
[illegible] গো নাহি হয় ভোর,
তবু তুমি মোর, শুধু তুমি মোর,
তোমারে নাহি চাই।
আমি স্মৃতি-বনে বীণা সাধিয়া,
গাব যত রাগিণী বাঁধিয়া,
তারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিবে তব লাগি,
মোর কথা তবু যদি আর,
মনে পড়ে' নাহি ঝরে আঁখিধার,
মোরে ভুলিও, তুমি ভুলিও,
ক্ষতি কিছু তাহে নাই।

সিন্ধু-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।
ভোর হ'ল গো হেররাণি, ডাকে প্রভাত-পাখী ওই
শুনায়ে ত দিলাম সবি গান, এখন বিদায় হই।
শেষ কখনো হয় কি রে গান!
বিশ্ব জুড়ে' বেড়ায় যে সে তান,
রেশখানি তার আকুল করে প্রাণ,
নয়নবারা বারণ মানে কই।
উঠবে শশী যখন গগনে ফুটবে হাসি কুসুমবনে,
তোমার কথাই আসবে যে মনে, সুদূরে রহি,
তুমিও কি বসি' তরুছায় ফুলের
বাসে দখিণ হাওয়ায়,
সজল চোখে উজল জোছনায়
আমায় করবে মনে, অয়ি!

মিশ্র কাফি—দাদরা।
আমি বুঝেছি এখন মিছে ভাল বাসা বাসি;
জীবন ভরা দহন করা খেলেছি অনলে আসি'॥
মনোমত মন জিনিয়া হেলায়,
অবোধ হৃদয় আরো পেতে চায়;
মিটে না, আশা মিটে না;
দুকূল ফালে সে গ্রাসি'।
সুখ ব'লে দুখে যতনে বরিয়া
নিয়ে আসি' হাসি' মরমে ভরিয়া:
মায়া মৃগটীরে থাকি ঘিরে ঘিরে,
পরায়ে ফুল ফাঁসি।
দরশে লুকায় গগন-ইন্দু,
পরশে শুকায় অমিয়—সিন্ধু,
পড়েনা, ধরা পড়েনা সোণার স্বপন রাশি!

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

এমনি ক'রে মধুর হেসে পাগল করবি মোরে,
পরালি যে বিষম ফাঁসি ছোট দু'টী বাহুর ডোরে॥
তবু হেসে অধর খানি বলবে আধ-আধ বাণী,
যা খুসি করলো পাষাণি,
পারি নাক আরত তোরে॥
এ বড় জগৎ মাঝে,
বেড়ায় যে যার আপন কাজে,
আমি ঘুরি কিসের পাছে কি মায়া ঘোরে।
কচি বুকে এতই তোর বল,
সরল প্রাণে এতই তোর ছল,
চোখ ভ'রে মোর এল লো জল,
তোর কথা সব মনে করে॥

পূরবী—একতালা।

কলা-রূপে আলা তোমার ভুবন রাজে,
তরু-লতারাজি আসিয়াছে সাজি,
আজি অভিনব সাজে।
বায়ু চুম্বনে আধ গুঞ্জরি'
মঞ্জরী শত উঠে মুঞ্জরি;
গাছে গাছে পাখী উঠে ডাকি ডাকি;
বনে বনে বেণু বাজে।
মরাল মরালী বিহরে, কোকিল-কোকিলা কুহরে,
গুঞ্জরাকুল ভ্রমর—ভ্রমরী শতদল-দল মাঝে।
তব সুন্দর শুভ মন্তরে বন্ধন সব গেছে অন্তরে,
রাঙ্গাপদ পাশে রাখ রাখ দাসে
ভুলায়ে সকল কাজে॥

খাম্বাজ—সৎ।

জাগ মনে মম ক্রন্দন সম,
জনম-মরণ সঙ্গিনী লো॥
পড় খল হাসি, মোর কূলে আসি,
ভ্রূভঙ্গিনী তরঙ্গিনী লো।
জটিল গভীর ঘোর জীবনগহনে,
বাজে বাঁশরী তোমারে চাহিয়া
কেন কেন অকারণে;
কি খেলা খেলাও আমার সনে,
কুরঙ্গিনী কুরঙ্গিনী লো!

টোড়ি-ভৈরবী—একতালা।

ঢাক আকুল হৃদি নীল অম্বরে,
ছল ছল আঁখি-জল সম্বরি॥
আহা বনে বনে, খণে খণে ফিরে পাখী ডাকি,
পোহা'ল বিভাবরী।
বিরহ তাপিত দেহে, সমীর সাদরে
শীকর শীতল কর বুলায় রে।
সকরুণ হাসে উষারুণ আসে,
তব তরে তমোরাশি সন্তরি!
মঙ্গলারতি বাজে শিবের মন্দিরে,
ডোবে নভ শশী নগ-নদীনীরে,
শ্যামল তরুতলে কুঞ্জকুটীরে
পড়ে ফুল কুল ঝরি।
কি ফল বিফলে বল কেবলি কেঁদে,
প্রভাতে নিশার নেশা ফুরাতে দে!
প্রিয়ের কুশল মানিবে কি বল;
মন্দির পথে চল, সুন্দরী॥

মিশ্র কাফি—ঝাঁপতাল।

বেলা যে আর নাহি রে,
যাবি কি যাবি না ঘরে ফিরে॥
শূন্য তীরে তীরে ফিরিলি গেয়ে,
বৃথা কা'র পথ চেয়ে চেয়ে;
সন্ধ্যা-তরী বেয়ে, তন্দ্রা আসে ছেয়ে,
ভাসে আঁখি নিরাকুল নীরে।
ফুরা'ল দিবস হা হা হুতাশে,
নিশি অনাথিনী কাঁদিতে আসে;
বসি আকাশে কে যেন শ্বাসে সন্ধ্যা-সমীরে!
সারাদিন গেছে চেয়ে অকূলে,
কি খেলা খেলালে মিছে ভুলে।
ফ্যাল বাঁশী খুলে, মালা রাখ খুলে,
ধূলি ঝেড়ে এস উঠে ধীরে!

গৌরসারঙ্গ—দাদ্‌রা।

মনের গোপন কথা রাখি গোপনে।
একেলা সহি, একেলা দহি চির দহনে॥
সে ত কেহ নাহি জানে, কত ছলে কত ভাণে,
আপনারে রাখি ঢাকি অতি যতনে।

বাসে ভরা কুঞ্জবন, কাণে আসে গুঞ্জরণ,
উলসিত মন্দবায়ে অলসিত কায়॥
কোন আশা মিটিল না, কোন সাধ পুরিল না,
জীবন বিফলে গেল মিছে স্বপনে॥

কাফি—একতালা।

আমি দেবতা, বিশ্ব বিস্মরি, তোমারেই ভালবাসি
বাঁধা মত্ত মদির বন্ধে, সাধা অন্ধ অধীর ছন্দে,
তোমারি নামে বাঁশী।
নিত্য নতন বন্দনে, কভু হাসি, কভু ক্রন্দনে
পূজি হৃদয়ের ফুল চন্দনে তোমারেই মনোবাসী
রাখ রাখ মোরে অন্তরে, ঢাক ঢাক নীল অম্বরে,
থাক চঞ্চল রূপরাশি!
অয়ি নন্দন-মায়া মঞ্জরি অয়ি সুন্দর ছায়াসুন্দরি,
তব কণ্টকপথে সঞ্চারি, তোমারি জয় ভাষি!

ইমন কল্যাণ—একতালা।

(মম) যৌবন-বন-সারিকা, সঙ্গীত ধন সাধিকা,
ফুটালে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে
মালতী যুথি সেফালিকা॥
তুমি কি বংশী, আমি কুরঙ্গ,
তুমি কি বহ্নি, আমি পতঙ্গ।
জলো জ্বলো এ জীবনে, অয়ি উজ্জ্বল দাহিকা।
কুটীর দ্বারে ভারে ভারে সাজাইছ বসি অর্ঘ্য,
মনোমন্দিরে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিছ স্বর্গ,
কে তুমি অয়ি কৌতুকময়ি, কে তুমি আমার গো,
দুলিছে দু'খানি চরণ ভঙ্গে
আমার জীবন মরণ রঙ্গে;
কণ্টকে ফুলে গাঁথি কণ্ঠে পরাও মালিকা॥

রূপসী পল্লিবাসিনী, শূন্য ঘাটে কেন,
এক কিনী সুহাসিনী।
হেরিছ রঙ্গে, কত বিভঙ্গে পায়ে পড়ে তরঙ্গিনী॥
উড়ে অঞ্চল এলো কেশ রাশি,
চঞ্চল জল উঠে কল হাসি,
উলসি বিলসি নাচিছে কলসী-
তবু সোহাগে সে হাসিনী।
শ্রান্ত ধেনু গেল ঘরে ফিরে,
বেলা গেল ডেকে চলে পাখী নীড়ে,
তীরে নীরে, ধীরে ধীরে,
বিছা'লো শয়ন নিশিথিনী;
বাজিছে শঙ্খ ওই খণে খণে,
জ্বলে দীপমালা গগনে ভবনে,
আঁধার আলয়ে, যাও দীপ লয়ে,
নূপুরে বাজায়ে রিমিঝিমি॥

বেহাগ—ঠুংরী।

সুখের গান মোরে ব'লো না গাহিতে,
সাধের তরী আর ব'লোনা বাহিতে।
অনলশিখা পুষি বুকে, বেড়াই হাসি হাসি মুখে
মরম থাকে দুখে দহিতে!
আমি অবোধ আমি পাগল,
বুঝি না ভালবাসা বুঝিনা ছল,
পারি না সব কথা কহিতে।
এসনা পরাতে মালা, দিও না দিও না জ্বালা,
জীবনভার আর পারি না বহিতে॥

কাফি-খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

হরিত-বসন পরা গগন চুমি' স্বরণ ভূমি
চরণে তুমি ধরা॥
মরম তল বিদ্ধ করি দিতেছ মরি, শুভ বিতরি।
ধন-ধান্য ভরা।
আঁধার রাতি তোমার বাতি পাথারে আলো-করা
পুলকিত চিত সোহাগে যে মাগো,
দেবতা সম শিয়রে মম কি লাগি জাগো
শ্যামল হিয়া সঞ্চারিত উথলে গীত অতি ললিত
তোমারি দুঃখহরা!
অযুত ঘরে ভকতি ভরে পূজিত তব ভরা!

চিরঞ্জীব শর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' নামে সুবিখ্যাত। বর্দ্ধমান জেলায় অন্তর্গত (নবদ্বীপের প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিমে) চক ব্রাহ্মণ গড়িয়া গ্রামে ইঁহার জন্মস্থান। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ইঁহার প্রগাঢ় প্রণয় ছিল। কয়েক খানি সুচিন্তিত ও সারগর্ভ পুস্তক প্রণয় করিয়া ইনি বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। ইনি সুকবি ও সুকণ্ঠ। ইঁহার প্রাণমাতোয়ারা সঙ্গীত শ্রবণে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়। ইনি নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃদলভুক্ত। বয়ঃক্রম এক্ষণে প্রায় ৬৫ বৎসর।

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

বাজাও বিবেক বংশী হরি হে নিশ্বাস-পবনে।
ভুলাও মোহন সুরে, মনোবৃত্তি সখীগণে॥
ভক্তি যমুনাকূলে প্রীতি কদম্ব মূলে,
বিহর আনন্দে সদা হৃদয় রাধিকা-সনে॥
নব নব বেশ ধরি ওহে রসময় হরি,
দেখাও রূপমাধুরী নিত্য চিত্ত বৃন্দাবনে।
নানারসে কর কেলি ভক্ত বৃন্দাসনে মিলি,
বাজাও মুরলী সুধারবে প্রাণ কুঞ্জবনে।
যে ধ্বনি করে শ্রবণ, শ্রীচৈতন্য অচেতন,
ঈশা,নমুক্ত সাক্য জন আদি যত দেবগণে॥

বিভাষ—কাওয়ালী।

মন, একবার হরি বল হরি বল হরি বল।
হরি হরি হরি বলে ভবসিন্ধু পারে চল,
হরি হরি হরি বল, পাবি রে তুই মোক্ষ ফল।
জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি,
অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি, বলরে হরি হরি,
হরি তোর ক্ষুধার অন্ন, হরি তোর পিপাসার জল
দুর্ব্বলের বল হরি, অধমতারণ হরি,
পতিত পাবন হরি, হরি ভকতবৎসল।
ভক্তিরস পান করি, যে বলে হরি হরি,
বাঞ্ছাকল্পতরু হরি, দেন তারে মোক্ষফল।
হরি বেদ, হরি বিধি, হরি মন্ত্র, হরি সিদ্ধি,
হরি বল, হরি বুদ্ধি হরি ভরসা কেবল॥
পাষণ্ডদলন হরি, নাস্তিকের দর্পহারী,
যাঁহার পুণ্য প্রতাপে, কাঁপে পাপাসুর দল।
অন্নে হরি, বস্ত্রে হরি, গৃহ পরিবারে হরি,
দেহ মন প্রাণে হরি, হরি সঙ্গের সম্বল।
নিশ্বাস প্রশ্বাসে হরি, শোণিত প্রবাহে হরি,
নয়ন অঞ্জন হরি, হরি শক্তি হরি বল।
চিন্ময় অরূপ হরি, নহেন কভু দেহধারী,
চিদানন্দ রূপ ধরি করেন প্রাণ শীতল।
প্রবাসে কাননে হরি, পর্ব্বত পাথারে হরি,
আকাশ ভূতলে হরি, হরি ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থল।
গৃহে দেবালয়ে হরি, পথে কর্ম্মক্ষেত্রে হরি,
আহারে বিহারে হরি, হরি প্রাণের সম্বল।
অখণ্ড অব্যয় হরি, ভক্ত-বাঞ্ছা-পূর্ণকারী,
দীনজনে দয়া করি, দেন চরণ কমল।
সুখে হরি, দুঃখে হরি, বিপদে সম্পদে হরি,
জনমে মরণে হরি, হরি পরম মঙ্গল।
হরি ভক্তি, হরি মুক্তি, হরি স্বর্গ, হরি গতি,
হরি জগতের পতি, হরি পরকাল।
হরি পিতা, হরি মাতা, হরি গুরু জ্ঞান দাতা,
হরি সর্ব্বজন ত্রাতা, শুদ্ধসত্ত্ব নিরমল।
নয়নে দেখ হে হরি, রসনায় বল হরি,
হৃদয় কমলে ভজ, হরি-চরণ-কমল॥

আলাইয়া—একতালা।

সেই দিনে হে আমায়, দীনবন্ধু,
দিও ঐ অভয় চরণ॥
সেই বিপদ-সময়, দেখো দয়াময়,
যেন অন্ধকার না দেখে নয়ন।
কি জানি কখন, আসিবে শমন,
আগে নিবেদন ক'রে রাখিলাম;
যেন দেখে ও চরণ, হয় বিসর্জ্জন,
এ মহাপাপীর অলস্ত জীবন॥

বিভাষ—একতালা।

ওহে দীননাথ, কর আশীর্ব্বাদ,
এই দীনহীন দুর্ব্বল সন্তানে।
যেন এ রসনা, করে হে ঘোষণা,
সত্যের মহিমা জীবন-মরণে;
তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি,
চির ভৃত্য হ'য়ে রব আজ্ঞাকারী,
নির্ভয় অন্তরে, বল্‌ব দ্বারে দ্বারে,
মহাপাপী তরে দয়াল-নামের গুণে।
অকপট-হৃদে তোমারে সেবিব,
পাপের কুমন্ত্রণা আর না শুনিব,
যা হবার তাই হবে, যায় প্রাণ যাবে,
তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ এ জীবনে।
নিত্য সত্য-ব্রত করিব পালন,
মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন,
ভয়-বিপদ-কালে, ডাক্‌ব পিতা বলে,
লইব শরণ ঐ অভয় চরণে॥

মল্লার—আড়া।

কেন হে বিলম্ব আর সাজ সত্যের সংগ্রামে।
সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে॥
কর ব্রহ্মনাম-ধ্বনি, কাঁপায়ে গগন মেদিনী,
বিশ্বাসের পরাক্রম দেখাও জীবনে।
ব্রহ্ম কৃপাহি কেবল কর সঙ্গের সম্বল,
শান্তি-অসি ধরি বিনাশ রিপুগণে।
লোক-ভয় পরিহরি চল চল ত্বরা করি,
প্রভু-আজ্ঞা পালন কর প্রাণপণে।
সাধিতে পিতার কাজ, পর হে সমর-সাজ,
বাজায় বিজয় ভেরী গভীর গরজনে;
বিবেক নির্ম্মল হ'য়ে বল অকপট-হৃদয়ে,
জীবের নাহি আর গতি, দয়াল নাম বিহনে॥

মিশ্র প্রভাতী—খং।

আহা কি অপরূপ হেরি নয়নে।
মিলে বন্ধুগণে, প্রীতি-প্রফুল্ল-হৃদয়ে,
ভক্তি-কমল ল'য়ে করেন অঞ্জলি দান
বিভুচরণে॥
তরুণ ভানু-কিরণে, প্রভাত-সমীরণে,
অনুরঞ্জিত নবজীবনে।
প্রকৃতি মধুর স্বরে, ব্রহ্মনাম গান করে,
আনন্দে মগন হয়ে পিতার প্রেমে।
উৎসব মন্দিরে আজ, বিশ্বপতি ধর্ম্মরাজ,
করেন বিরাজ রাজসিংহাসনে;
মরি কি সুন্দর শোভা, পুণ্যময়ের পুণ্যপ্রভা
কৃতার্থ হইল প্রাণ দরশনে।
স্নেহময়ী মাতা হয়ে পুত্রকন্যাগণে লয়ে,
বসেছেন আনন্দময়ী, আনন্দধামে;
নিমন্ত্রণ করি সবে, এনেছেন মহোৎসবে,
বিতরিতে প্রেম-অন্ন ক্ষুধিত-জনে॥

ললিত—একতালা।

ওহে প্রভু দয়াময় তোমার কৃপায়,
রক্ষিত হইল শিশু জরায়ু-শয্যায়॥
তব পদে বারম্বার, করি আজ নমস্কার,
অর্পণ করিনু বিভু, এ শিশু তোমায়।
তুমি সিদ্ধিদাতা পিতা মঙ্গলময় বিধাতা,
শুভকর্ম্ম সম্পাদন কর আশীর্ব্বাদ দানে;
এই নব দম্পতীরে, রাখ দাস-দাসী ক'রে,
চির জীবনের মত তোমার চরণে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরী।

এত দয়া পিতঃ তোমার, ভুলিব কোন্ প্রাণে আর
দেবের দুর্লভ তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী,
দীন হীন আমি অকিঞ্চন হে;
তবু পুত্র বলে স্থান দিয়ে কোলে,
পদে পদে বিপদে করিছ উদ্ধার।
পড়ে অকূল সাগরে, যখন ডাকি কাতরে,
ব্যাকুল হইয়ে কোথা দয়াময় বলে হে;
তখন কাছে এসে, সুমধুর ভাষে,
তাপিত হৃদয়ে শান্তি দাও হে আমার।
কে জানে এমন করে, ভালবাসীতে পাপীরে,
তোমার মতন ভূমণ্ডলে হে;
আমি জন্মাবধি, কত অপরাধী,
তথাপি দুর্ব্বল বলে ক্ষম বারম্বার।
জানিলাম নানামতে, তোমা বিনা এ জগতে,
কেহ নাহি আর আপনার হে;
ধন্য ধন্য নাথ, করি প্রণিপাত,
পাপীজনে কর ভবে পার॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

দয়াময় দীনবন্ধু দরিদ্রের দুঃখ-ভঞ্জন,
তব কৃপা হি কেবল, পাপী তাপীর সম্বল,
দুর্ব্বলের বল তুমি নিরাশ্রয়ের অবলম্বন।
হে বিভো করুণাসিন্ধু, বিপদ-কালের বন্ধু,
দিয়ে কৃপাবারি-বিন্দু কর হে পাপ মোচন।
পাপ-ভারাক্রান্ত হ'য়ে, ডাকি নাথ কাতর হৃদয়ে,
পার কর ভবসিন্ধু দিয়ে অভয় চরণ।
তুমি নাথ পরম দয়াল, স্নেহময় ভক্তবৎসল,
পাপীর দুঃখে নহ পিতা কখন উদাসীন।
ও হে অগতির গতি, করি ও পদে মিনতি,
থাকে যেন ভক্তি নাথ তোমাতে চিরদিন॥

ভৈরবী—আড়া।

তোমারি করুণায় নাথ, সকলি হইতে পারে;
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে॥
অবিশ্বাসী অন্তর, সঙ্কুচিত নিরন্তর,
তোমায় না করে নির্ভর, সর্ব্বদা ভাবিয়া মরে।
তুমি মঙ্গলনিধান, করি'ছ মঙ্গল বিধান,
তবে কেন বৃথা মরি ফলাফল চিন্তা করে॥
ধন্য তোমার করুণা, পাপীকেও করে না ঘৃণা,
নির্ব্বিশেষে সমভাবে, সবে আলিঙ্গন করে॥

বিধানী—সুর।

চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয়।
(রে) জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়!
উথলিল প্রেমসিন্ধু, কি আনন্দময়। (আহা)
চারিদিকে ঝলমল, করে ভক্ত-গ্রহদল,
ভক্ত সঙ্গে ভক্তসখা লীলা রসময়॥
(হরি) (জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়।)
স্বর্গের দুয়ার খুলি, আনন্দ-লহরী তুলি,
নববিধান-বসন্ত সমীরণ বয়।
(কিবা) (জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়।)
ছুটে তাহে মন্দ মন্দ, লীলারস প্রেমগন্ধ,
ঘ্রাণে যোগিবৃন্দ যোগানন্দে মত্ত হয়।
ভবসিন্ধু জলে বিধান কমলে
আনন্দময়ী বিরাজে।
(কিবা) আবেশে আকুল, ভক্ত অলিকুল,
পিয়ে সুধা তার মাঝে।
(যোগানন্দ ভরে) দেখ, দেখ মায়ের প্রসন্ন বদন,
ভুবনমোহন, চিত্ত-বিনোদন।
পদতলে দলে দলে সাধুগণ,
নাচে গায় প্রেমে হইয়ে মগন।
কিবা অপরূপ আহা মরি মরি,
জুড়াইল প্রাণ দরশন করি,
চিরঞ্জীব বলে, সবে পায়ে ধরি,
গাও ভাই মায়ের জয়॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

হৃদয়-পিঞ্জরের পাখী কোন্ দেশে উড়ে গেল।
তাহার বিরহ-শোকে প্রাণ হয়েছে আকুল॥
উভয়ে উভয় পাশে, ছিলাম মনের উল্লাসে,
সমভাবে ভাবী হয়ে, সুখে কাটাইতাম কাল।
ভাঙ্গিল সুখের বাসা, ঘুচিল আশা ভরসা,
কার মুখ চেয়ে এখন জীবন ধরিব বল।
প্রণয় প্রতিমা তার, জাগিছে হৃদে আমার,
ভাসিছে নয়নে সদা হইয়ে উজ্জ্বল।
চির প্রেম বন্ধনে, বাঁধা আছি তার সনে,
বিধি হেন জনে কোথায় লুকায়ে রাখিল॥

খাম্বাজ—একতালা।

মরি কি সুখের সম্বন্ধ, যিনি মহান্ অনন্ত,
দেখেন পুত্রভাবে, মলিন মানবে,
ভাবিলে হৃদয় হয় পুলকিত।
অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হ'য়ে,
ক্ষুদ্রকীট-জীবে দেখেন চাহিয়ে,
মরি কি আশ্চর্য্য (ভাই রে আহা)
দেখ রে ভাবিয়ে,
এ হ'তে আর কি আছে আনন্দ,
এমন দয়াল পিতা কোথা পাবে আর,
যিনি দীন দরিদ্রের ল'ন সমাচার,
গিয়ে পাপীর দ্বারে, ডাকেন বারে বারে,
অন্ধে দেখাইয়া দেন স্বর্গের পথ।
ও রে ভ্রান্ত জীব এমন পিতায় ছেড়ে,
(কেন) সুখ অন্বেষণ কর অন্যন্তরে,
এত দয়া তবু (মরি রে তাঁর) চিন্‌লি নে তাঁহারে,
সংসার-মোহে হইয়ে অন্ধ॥

খট-ভৈরবী—একতালা।

নিমাই কোন্ প্রাণে আমায় ছেড়ে হবি সর্ব্বত্যাগী
উদাসান বৈরাগী নিদারুণ কথা শুনে প্রাণ বিদরে
একে বিশ্বরূপের বিরহ-অনলে,
চিরদিন আমার শোকে অঙ্গ জ্বলে,
তোর মুখ চেয়ে আছি ভূমণ্ডলে,
তুই গেলে সন্ন্যাসে, বাঁচব কেমন করে।
বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া বল কোথা র'বে,
সোণার সংসার মোর ছার খার হ'বে,
অনাথিনী মা'রে, পাথারে ভাসায়ে,
যেও না রে বাপ বলি হাতে ধরে ॥

লোফা।

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে।
অপরূপ জ্যোতি, গৌরাঙ্গ-মুরতি,
দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে,
গৌরমত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কভু লুটায়ে ধরায়, নয়ন-জলে ভাসে রে;
কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ করি,
সিংহ-রবে রে;
আবার দন্তে তৃণ ল'য়ে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে,
দাস্যমুক্তি যাচেন দ্বারে দ্বারে।
কিবা মুড়া'য়ে চাঁচর কেশ,ধরে'ছেন যোগীর বেশ,
দেখি ভক্তি-ভাবাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে রে ॥
জীবের দুঃখে কাতর হ'য়ে এলেন সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে,
প্রেম বিলাতে রে।
প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে চৈতন্যচরণে,
দাস হ'য়ে সঙ্গে বেড়াই ঘুরে ॥

ধন্য হে গৌর তোমারে,
প্রেমিক ভকতের শিরোমণি;
আহা, কি দেখালে কি নাম শুনা'লে,
দেখে শুনে দুনয়নের বারি ঝরে।
আপনি মাতিয়ে মাতালে সকলে,
হরিনামরসে উন্মত্ত করিলে,
হইলে বৈরাগী, গৌর হে তুমি যোগী সর্ব্বত্যাগী,
বিলাইলে ভক্তি বঙ্গবাসীর ঘরে।
মরুভূমি হ'ল প্রেমসরোবর,
কঠোর হৃদয় ভক্তির আধার,
শিখা'লে বিনয়, গৌর হে তুমি ত্যজে অন্ধকার,
প্রচারিয়ে প্রেম দেশদেশান্তরে ॥

ঝিঝিট—খাম্বাজ ঠুংরি।

জয় সচিনন্দন, গৌর গুণাকর,
প্রেম-পরশ-মণি ভাব-রসসাগর ॥
কিবা সুন্দর মুরতি মোহন, আঁখিরঞ্জন কণকবরণ,
কিবা মৃণাল-নিন্দিত, আজানুলম্বিত,
প্রেম প্রসারিত কোমল যুগল কর।
কিবা রুচির বদন-কমল, প্রেমরসে ঢল ঢল,
চিকুর কুন্তল, চারু গণ্ডস্থল,
হরিপ্রেমে বিহ্বল অপরূপ মনোহর।
মহাভাবে মণ্ডিত, হরিরসে রঞ্জিত,
আনন্দে পুলকিত অঙ্গ প্রেমমত্ত মাতঙ্গ,
সোণার গৌরাঙ্গ,
আবেশে বিভোর অঙ্গ, অনুরাগে গর গর।
হরি-গুণ-গায়ক, প্রেমরস-নায়ক,
সাধু-হৃদ-রঞ্জক, আলোক-সামান্য;
ভক্তি-সিন্ধু শ্রীচৈতন্য,
আহা ভাই বলি চণ্ডালে, প্রেমভরে ল'ন কোলে,
নাচেন দুবাহু তুলে, হরিবোল হরিবোল বলে;
অবিরল ঝরে জল নয়নে নিরন্তর।
কোথা হরি প্রাণধন, ব'লে ক'রে রোদন,
মহা স্বেদ-কম্পন, হুঙ্কার গর্জ্জন;
পুলকে রোমাঞ্চিত, শরীর কম্পিত,
ধূলায় বিলুণ্ঠিত সুন্দর কলেবর।
হরি-লীলারস-নিকেতন, ভক্তিরস প্রস্রবণ,
দীনজন-বান্ধব, বঙ্গের গৌরব,
ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্য প্রেম-শশধর ॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

অনন্ত-কাল সাগরে সম্বৎসর হ'ল লীন।
নববর্ষ সমাগত করিতে জীবে শাসন ॥
থাক হে প্রস্তুত হয়ে, পথের সম্বল লয়ে,
কখন ত্যজিতে হবে, এ ভব পান্থভবন।
মাস ঋতু সম্বৎসর, জরা মৃত্যুর অধিকার,
নাহিক যথায়, চল তথায় করি গমন;

মিলিয়ে অনন্ত যোগে, ভজ নিত্য অনুরাগে,
কাল-ভয়-নিবারণে হৃদি-মাঝে অনুক্ষণ ॥

মল্লার—আড়াঠেকা।

বহিছে জীবন স্রোত কাল স্রোতে নিরন্তর।
কিন্তু কোথা যাইতেছ ভেবে দেখ একবার ॥
দেখ হে গণনা করে, আসিয়াছ কত দূরে,
এক স্থানে আছ কিম্বা হইতেছ অগ্রসর।
ক্রমে দেহ হল শীর্ণ, বল বুদ্ধি অবসন্ন,
নিকটে শেষের দিন অতি ভয়ঙ্কর ;
এই ত বৎসর গেল, করিলে কি সম্বল,
এরূপে বিদায় বল, দিবে কত সম্বৎসর।
নব বর্ষ সমাগমে, উঠ হে নব উদ্যমে
প্রেম ও হৃদয়ে সদা কর বৈরাগ্য সাধন,
হইবে পুণ্য সঞ্চয় থাকিবে না কালভয়,
ব্রহ্মবরে চিরকাল হ'য়ে রহিবে অমর ॥

সুরট-মল্লার—একতালা।

কে আছে এমন, মায়ের মতন,
করিতে যতন এ সংসারে।
প্রসন্ন বদন, হইলে স্মরণ,
ঝরে দুনয়ন প্রেমের ভোরে ॥
কিবা সুকোমল মধুর বচন,
মরি কি সুখের স্নেহ আলিঙ্গন,
সকল সন্তাপ হয় নিবারণ,
মা বলে একবার ডাকিলে যারে
স্নেহের প্রতিমা যেন ধরাতলে,
সুকুমার শিশু লবে নিজ কোলে,
কত সাবধানে স্তনদুগ্ধ দানে পালন করেন তারে,
এত ভালবাসা ক্ষমা সহিষ্ণুতা,
ভূমণ্ডলে আর নাহি দেখি কোথা,
প্রাণ দিয়ে এত আদর মমতা,
চিরদিন বল কে করিতে পারে ॥
ধন্যরে তাঁহারে করি নমস্কার,
জননীর জননী যিনি সবাকার,
মাতার হৃদয়ে স্নেহরস দিয়ে,
রেখেছেন সবে মোহিত করে ॥

বেহাগ—আড়া।

কোথায় রহিল প্রিয় জননী আমার।
তোমা বিহনে সকল দেখিতেছি অন্ধকার ॥
শোকে কাতর হৃদয়, দুঃখে প্রাণ ফেটে যায়,
হইল শশ্মান প্রায় এ সুখের সংসার।
কে আর আদর করে, স্নেহ গদ্‌গদ স্বরে,
ডেকে জিজ্ঞাসিবে মোর সব সমাচার ;
কার মুখ চেয়ে আর, বহিব দুখের ভার,
আমার ভাবনা বল ভাবিবে কে আর ॥

ব্রাহ্মসমাজের

প্রথম নগর-সঙ্কীর্ত্তন।

তোরা আয় রে ভাই।
এত দিনে দুঃখের নিশি হ'ল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্ম সঙ্কীর্ত্তন,
পাপ তাপ দূরে যাবে জুড়াবে জীবন।
দিতে পরিত্রাণ করুণানিধান,
ব্রাহ্মধর্ম্ম করিলেন প্রেরণ ;
খুলে মুক্তির দ্বার সকলেরে করেন আবাহন,
সে দ্বার অবারিত, কেউ না হয় বঞ্চিত,
তথায় দুঃখী ধনী মুর্খ জ্ঞানী সকলে সমান।
নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি,
নাহি জাত-বিচার।
ভ্রম কুসংস্কার, পাপ-অন্ধকার,
বিনাশিতে স্বর্গের ধর্ম্ম মর্ত্ত্যে আইল ;
কে যাবি আয় বিনা মূল্যে ভব-সিন্ধু পার ;
তোরা আয়রে ত্বরায়, এবার নাই কোন ভয়,
পারের কর্ত্তা মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর।
একান্ত মনেতে কর ব্রহ্মপদ সার,
সংসারের মিছে মায়ায় ভুল না রে আর,
চল সবে যাই, বিলম্বে কাজ নাই,
দীননাথের লইগে শরণ ;
হৃদয়-মাঝে হৃদয়নাথের কর দরশন ;
ঘুচিবে যন্ত্রণা, পাইবে সান্ত্বনা,
প্রভুর কৃপাগুণে অনায়াসে যাইবে ব্রহ্মধাম ॥

দ্বিতীয় নগর সঙ্কীর্ত্তন।

দয়াময় নাম, বল রসনায় অবিশ্রাম,
জুড়াবে প্রাণ নামের গুণে।
জীবের ত্রাণ, সুখশান্তি, তাঁর চরণে;
বল কে আছে আর, করিতে পার,
সেই দীনকাণ্ডারী বিনে।
সেই দীননাথ পাপীর গতি, কাঙ্গালের জীবন,
নিরুপায়ের উপায় তিনি অধমতারণ।
দিনান্তে নিশান্তে কর তাঁর নাম সঙ্কীর্ত্তন,
নামে মুক্তি হবে শান্তি পাবে,যাবে আনন্দ-ধামে।
সুধামাখা দয়াল-নাম কররে গ্রহণ,
পাপীর দুঃখ দেখে এ নাম
পিতা করেছেন প্রেরণ;
থাক চির দিন ভক্ত হয়ে,
এ নাম রাখ গেঁথে হৃদয়ে,
(ছেড় না রে) স্বর্গের সম্পত্তি,
এ ধন রেখ অতি যতনে।
দেখ দেখ চেয়ে দেখ পিতা দাঁড়ায়ে দ্বারে,
ডাক্‌ছেন মধুর স্বরে, স্নেহ-ভরে
প্রেমামৃত লইয়ে করে,
পিতার শান্তি-নিকেতনে যেতে,
এসেছেন আমাদের নিতে,
চল সবে আনন্দেতে, নামের ধ্বনি করি বদনে
মুখে দয়াল বল দীনদুঃখী ভাই সবে মিলি,
সেই মধুর নামে পাষাণ গলে, প্রেমসিন্ধু উথলে,
এ নাম সাধুর হৃদয়ের ধন, পাপীর অবলম্বন,
এ নাম নগরবাসী ঘরে ঘরে গাও আনন্দ-মনে॥

খাম্বাজ—একতালা।

কত ভাল বাস গো মা মানব-সন্তানে।
(পাপী) মনে হ'লে প্রেমধারা ঝরে দু'নয়নে॥
তব পদে অপরাধী, আছি আমি জন্মাবধি,
তবু চেয়ে মুখপানে, প্রেম-নয়নে
ডাকিছ মধুর বচনে;
বার বার প্রেমভরে ডাকিছ গো মা,—
প্রেম-বাহু প্রসারিয়ে, স্নেহে বিগলিত হয়ে,
আয় আয় আয় বলে, অপরাধ ক্ষমা করে,
[illegible] প্রেমভরে,
(ও মা আনন্দময়ী) জীবের দশা মলিন দেখে,
আমাদেরই জন্যে, স্বর্গ-নিকেতনে গো মা।
কত সুখ শান্তি, অতুল সম্পত্তি, রেখেছ যতনে;
নিজ হাতে সাজাইয়ে বিবিধ বিধানে।
তোমার প্রেমের ভার বহিতে পারি নে গো আর,
প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া,
হৃদয় ভেদিয়া তব স্নেহ দরশনে,
লইনু শরণ মাগো তব শ্রীচরণে॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ওহে ধর্ম্মরাজ বিচার পতি,
তোমার বিধি কে লঙ্ঘিতে পারে।
কে কোথা হ'য়েছে সুখী অধর্ম্ম-পাপ আচারে।
দর্পহারী ন্যায়বান, পাষণ্ডদলন নাম,
নাহি কারো পরিত্রাণ, তোমার সূক্ষ্ম বিচারে।
দুর্ম্মতি মানবগণে, কুকর্ম্ম করি গোপনে,
পায় দুঃখ পরিণামে, কর্ম্ম-ফল ভোগ করে।
তুমি দণ্ডদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা,
দণ্ড দিয়ে মুক্ত কর এ অধম মহাপাপীরে॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

গভীর অতলস্পর্শ, তোমার প্রেম-সাগরে,
ডুবিলে এক বার কেহ আর কি উঠিতে পারে
প্রেমিক মহাজন যা'রা, না পেয়ে কূল কিনারা,
হ'ল চিরমগন, ফিরিল না আর সংসারে।
কত সুখ-প্রলোভন, প্রেমশান্তি মহাধন
অনন্ত অগণন, রেখেছ সঞ্চিত করে।
নিত্য-সুখ শান্তি দিয়ে, আনন্দে ভুলাইয়ে,
রেখেছ তাদের চিত্ত একে বারে মুগ্ধ করে॥

বিভাষ—একতালা।

সংসার-মন্দিরে, প্রতি বারে বারে,
করি'ছ বিরাজ ও গো মা জননি॥
পরম যতনে, পুত্র-কন্যাগণে
পালি'ছ আদরে দিবস-রজনী॥
মহা শক্তি-রূপে নারীর হৃদয়ে,
সুকোমল মাতৃ-ভাব প্রকাশিয়ে;
করিলে মোহিত মানবের চিত,
জননি গো তুমি দেখা'লে মুরতি ভুবন-মোহিনী।

প্রকৃতি-মাধুর্য্য রসের আধার,
স্নেহের প্রতিমা; প্রেমের অবতার,
তুমি মাতঃ সকলের মূলাধার,
(দয়াময়ী গো) সাধু ভক্ত সন্তানের হৃদিবিলাসিনী

—

আলেয়া—আড়াঠেকা।

নারীর হৃদয়ে মা গো বিহরিছ বরাননে।
তব রূপ যেন তথা হেরি পবিত্র নয়নে॥
সুশীলা সুন্দরী সতী, লজ্জাশীলা পুণ্যবতী,
তোমার প্রেম-মূরতি, হরে পাপ দরশনে।
আহা, কি মধুর ভাব, কমনীয় সুস্বভাব,
বিদ্যাশক্তি মূর্ত্তিমতী, রঞ্জিত প্রেম-রঞ্জনে॥

—

আলেয়া—যৎ।

(এবার) হরি-প্রেমানলে জ্বলে হ'ব খাঁটি সোণা,
আপনার রূপে আপনি মজে করব প্রেম-সাধনা॥
ভক্তের পদ-যুগলে, নূপুর হ'য়ে নাচব তালে,
বাজব রুণু ঝুনু বোলে মধুর বাজনা।
সোণার বরণ গৌর অঙ্গে, মিশে যা'ব প্রেমরঙ্গে,
গৌর-সঙ্গে হরিনাম করিব ঘোষণা॥

—

আলেয়া-কীর্ত্তন—তেওট।

কবে সহজে মা বলে জুড়া'ব প্রাণ।
(দয়াময়ি গো)
এমন কি আছে যেমন মিষ্ট মায়ের নাম॥
আমি পারি কি তোমায় ছেড়ে,
থাকিতে এ সংসারে,
আছে তোমার সঙ্গে যে আমার প্রাণের টান॥
শিশু ছেলের মত, ডাকিব নিয়ত,
করব কোলে বসে স্তন্য-সুধাপান;
এবার পুজিব মায়ের চরণ, হেরিব মায়ের আনন,
(বড় সাধ গো) এবার গাইব
বদন ভরে মায়ের গান॥

—

বিভাষ—ঝাঁপতাল।

হৃদয়-কুটীর মম কর নাথ পুণ্যাশ্রম।
বিরাজ আনন্দে তাতে দিবা নিশি অবিরাম॥
জীবন কর আমার প্রেম-পরিবার,
গৃহ-দেবতা পিতা হ'য়ে থাক হে তাহার;
মঙ্গল শাসনে সদা কর শাসন।
আমি প্রতিদিন ভক্তিভরে, করিব পূজা অর্চ্চনা,
কৃতাঞ্জলিপুটে করিব চরণ বন্দনা;
নিত্য নব নব-জাত প্রেমহারে,
সাজা'ব তব সিংহাসন সুন্দর করে;
গলবস্ত্র হ'য়ে, তোমায় করিব অভিবাদন॥
আমার রিপু-পরিচারিকাদল, আনন্দে মিলে সকল
অনুদিন করিবে তব সেবার আয়োজন;
ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিবে, বিচ্ছেদে মলিন হ'বে,
তব প্রেম-আবির্ভাবে আত্মা হ'বে স্বর্গধাম॥

—

ও রে মন পাখী চাতুরী করবে বল কত আর।
বিধাতার প্রেমের জালে পড়বে না কি একবার॥
সাবধানে ঘুরে ফিরে, থাক বাহিরে,
জাল কেটে পালাও উড়ে, ফাঁকি দিয়ে বার বার।
তোমায় এক দিন ফাঁদে পড়তে হ'বে,
সব চালাকি ঘুচে যা'বে,
অন্ন জল বিনে যখন করবে দুঃখে হাহাকার॥
যে দিন ব্যাধের বাণে, কাল সাপের দংশনে,
জ্বলিয়া মরিবে প্রাণে, দেখবে চক্ষে অন্ধকার।
তখন আপনা হইতে পোষ মানিবে,
তাড়াইলেও নাহি যা'বে,
পিঞ্জরে বসে হরির গুণ গাইবে নিরন্তর॥

—

একতালা।

চল চল ভাই, গৌর-প্রেম-তীর্থধামে যাই।
এমন আনন্দধাম আর কোথাও নাই রে॥
আনন্দ মনে, সঘনে বদনে,
সকলে মিলে হরিগুণ গাই;
হেরি আজ প্রাণভরে চৈতন্য গোসাঞী।
(রে প্রাণের)
কে নিবি রে আয়, বলে গোরা রায়,
যাচে হরি-প্রেম শুন রে সবাই।
গৌর-প্রেমতরঙ্গে ডুবে হৃদয় জুড়াই। (রে)
(গোরা) হাসে কাঁদে গায় পাগলের প্রায়,
মুখে হরি-প্রেম ঝরে তার সদাই;
এস আজ গৌরভাবে নাচি আর
গাই রে। হরি বলে
গৌর-প্রেমরসে মিশে এক হ'য়ে যাই রে॥

খাম্বাজ—একতালা।

ধরি দুটী পায়, বলি গো তোমায়,
ক্ষান্ত হও পিতা ত্যজ সুরাপান॥
দেখ গো একবার, ডুবিল সংসার,
আমাদের প্রতি হ'য়ে কৃপাবান।
জীবিত থাকিতে তুমি গো ধরায়,
রহিব কি মোরা হয়ে নিরাশ্রয়,
চিরদুঃখী দীনহীন নিরুপায়,
অনাথ দরিদ্র-বালক সমান।
তোমার অত্যাচারে জননী আমার,
কাঁদেন দিবানিশি করি হাহাকার,
শোকে ভগ্ন-দেহ অস্থিচর্ম্মসার,
দেখিলে সে দুঃখ বিদরে পাষাণ॥

খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

মনোদুঃখে হৃদয় বিদরে। হায় হায় রে
হইল সংসার ছারখার সুরাপান করে॥
জনক জননী মোর, হইয়ে শোকে কাতর,
ত্যজিলেন কলেবর অন্ন বিনা অনাহারে।
পতিব্রতা প্রাণপ্রিয়ে, অশেষ ক্লেশ সহিয়ে,
অনাথিনী প্রায় এবে ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে।
জনম-দুঃখী সন্তান ক্ষুধায় মৃতসমান,
তার আর্ত্তনাদ আর শুনিতে না পারি রে।
সঞ্চিত ধন-সম্বল, যা ছিল সকল গেল,
দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল হাতে হাতে পেলাম রে।

সুরট-মল্লার—একতালা।

ও ভাই ম'জোনা সুরাপানে।
বলি বিনয় করে, দুটি পায়ে ধরে,
রাখ অনুরোধ থাক সাবধানে॥
কত গুণবান প্রিয়দরশন,
ভারত-মাতার হৃদয়-ভূষণ,
যৌবন বয়সে, মজে সুরারসে,
অকালে মরিল প্রাণে।
ভাসায়ে সকলে দুঃখের পাথারে,
চির শোকানল জ্বালিয়ে অন্তরে,
পিতা মাতার কোল গেল শূন্য করে,
বিষম শেল বুকে হেনে;
দেখ দেখ কত যুবা বলবান্,
মদে মত্ত হ'য়ে হারাইল জ্ঞান,
সংঘাতিক রোগে সদা ম্রিয়মাণ,
না পায় সুখ জীবনে॥

মল্লার—আড়াঠেকা।

সুরাদলন-সংগ্রামে সাজ সবে বন্ধুগণ।
কর চূর্ণ মদপাত্র, পাপ-শুণ্ডিকাভবন॥
প্রচণ্ড অসুরদল, প্রচারি সুরা-গরল,
মহা পাপে ডুবাইল, ধর্ম্মনীতি জ্ঞান ধন।
কাঁদিছে বিধবা কত, হইয়ে সর্ব্বস্ব হত,
শুনিলে বিদরে প্রাণ ঝরে দুনয়ন।
ব্যভিচার কুদৃষ্টান্তে, প্রবল কলঙ্ক-স্রোতে,
করিতেছে সর্ব্বনাশ, ঘোর অনিষ্ট সাধন॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

এত দয়া পিতা তোমার,
ভুলিব কোন্ প্রাণে আর॥
দেবের দুর্লভ তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী,
দীন হীন আমি অকিঞ্চন হে;
তবু পুত্র বলে, স্থান দিয়ে কোলে,
পদে পদে বিপদে করিছ উদ্ধার।
পড়ে অকূল সাগরে, যখন ডাকি কাতরে,
ব্যাকুল হইয়ে কোথা দয়াময় বলে হে;
তখন কাছে এসে, সুমধুর ভাষে,
তাপিত হৃদয়ে শান্তি দাও হে আমার।
কে জানে এমন করে, ভাল বাসিতে পাপীরে,
তোমার মতন ভূমণ্ডলে হে;
আমি জন্মাবধি, কত অপরাধী,
তথাপি দুর্ব্বল বলে ক্ষম বারম্বার।
জানিলাম নানামতে, তোমা বিনা এ জগতে
কেহ নাহি আর আপনার হে;
ধন্য ধন্য নাথ, করি প্রণিপাত,
নিজ গুণে পাপীজনে কর ভবে পার॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

দয়াময় দীনবন্ধু দরিদ্রের দুঃখ-ভঞ্জন।
তব কৃপা হি কেবল, পাপী তাপীর সম্বল,
দুর্ব্বলের বল তুমি নিরাশ্রয়ের অবলম্বন॥

হে বিভো করুণাসিন্ধু, বিপদ-কালের বন্ধু,
দিয়ে কৃপাবারি-বিন্দু কর হে পাপ মোচন।
পাপ-ভারাক্রান্ত হয়ে, ডাকি নাথ কাতর-হৃদয়ে,
পার কর ভবসিন্ধু দিয়ে অভয় চরণ।
তুমি নাথ পরম দয়াল, স্নেহময় ভক্তবৎসল,
পাপীর দুঃখে নহ পিতা কখন উদাসীন।
ও হে অগতির গতি, করি ও পদে মিনতি,
থাকে যেন ভক্তি নাথ তোমাতে চিরদিন॥

আলেয়া—ঠুংরি।

গভীর বিষাদে, বিষম প্রমাদে,
সোণার ভারত আঁধার হইল।
আহার বিহনে, মরিছে পরাণে,
দরিদ্র অনাথ মানব সকল॥
বিকট বদন, করিয়ে ব্যাদান,
ভীষণ আকাল নিকটে আইল।
কাতর ক্ষুধায়, কাঁদিছে তনয়,
দেখিয়ে মায়ের হৃদয় ফাটিল॥
ভাবনায় অবশ, দুঃখেতে নিরাশ,
করিছে হাহাকার হইয়ে আকুল।
সঞ্চিত সম্বল, সকলি ফুরাল,
নিবাতে দারুণ জঠর-অনল॥
বল হে কি রূপে, সুখেতে ঘুমাবে,
দ্বারে যে ভিখারী জীবন ত্যজিল।
এ ঘোর বিপদে, কে পারে বাঁচা'তে,
দয়ালু ঈশ্বর ভরসা কেবল॥

মল্লার—আড়া।

কেন হে বিলম্ব আর সাজ সত্যের সংগ্রামে।
সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে॥
কুর ব্রহ্মনাম ধ্বনি, কাঁপা'য়ে গগন মেদিনী,
বিশ্বাসের পরাক্রম দেখাও জীবনে।
ব্রহ্ম-কৃপা হি কেবল, কর সঙ্গের সম্বল,
শান্তি-অসি করে ধরি বিনাশ রিপুগণে;
লোক-ভয় পরিহরি, চল চল ত্বরা করি,
প্রভু-আজ্ঞা পালন কর প্রাণপণে।
সাধিতে পিতার কাজ, পর হে সমর-সাজ,
বাজাও বিজয়-ভেরী গভীর গরজনে।
বিবেক নির্ম্মল হ'য়ে, বল অকপট হৃদয়ে,
জীবের নাহি আর গতি, দয়াল্-নাম বিহনে॥

বিভাষ—একতালা।

ও হে দীননাথ কর আশীর্ব্বাদ,
এই দীনহীন দুর্ব্বল সন্তানে।
যেন এ রসনা, করে হে ঘোষণা,
সত্যের মহিমা জীবন-মরণে;
তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি,
চির ভৃত্য হ'য়ে র'ব আজ্ঞাকারী,
নির্ভয় অন্তরে, বল'ব দ্বারে দ্বারে,
মহাপাপী তরে দয়াল নামের গুণে॥
অকপট হৃদে তোমারে সেবিব,
পাপের কুমন্ত্রণা আর না শুনিব,
যা হ'বার তাই হ'বে, যায় প্রাণ যাবে,
তব ইচ্ছা পূর্ণ হো'ক এ জীবনে।
নিত্য সত্য ব্রত করিব পালন,
মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন,
ভয়-বিপদ-কালে, ডাকৃব পিতা ব'লে,
লইব শরণ ঐ অভয় চরণে॥

দেশ মল্লার—একতালা।

হায় মা এ কি করিলি।
যে ধনে ভারত ছিল ভাগ্যবন্ত,
দিয়ে সে ধন কেন কেড়ে নিলি॥
নাহি কি গো তোর কিছুই মমতা,
লাগে না কি প্রাণে পুত্রশোক-ব্যথা,
আচার্য্য কেশবে পাঠাইয়ে ভবে,
কোথায় আবার তারে লুকাইলি।
যুগ যুগান্তরে দুই এক জন,
জনমে এমন মানব-রতন,
বিলায় জগতে হরি-প্রেমধন,ভক্তগণ সঙ্গে মিলি;
আহা কোথা গেল নব বৃন্দাবন,
লীলা রস-রঙ্গ প্রেমের মিলন,
গড়ে কত ক'রে নিজ হাতে ধরে,
কেন আবার শেষে ভেঙ্গে দিলি॥

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

ইঁহার নিবাস হুগলী জেলার পোলবা থানার অধীন সানিহাট গ্রামে। পিতার নাম ৺ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। বাল্যেই ইনি পিতৃমাতৃহীন হন। শৈশবে বিষম ম্যালেরিয়ায় মৃতপ্রায় হইলে, ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র অগ্রজতুল্য শ্রীযুক্তত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ইঁহার জননী-কল্পা শ্রীযুক্তা ব্রজমোহিনী দেবী ইঁহার প্রাণ রক্ষা করেন। এবং ইঁহার অন্য অগ্রজোপম শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৎ পত্নী পরলোকগতা বিনোদিনী দেবী ইঁহার পশ্চিম যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দেন। প্রথমে স্বগ্রামে তৎপরে ক্রমান্বয়ে ভদ্রেশ্বর, তেলিনীপাড়া, পাকুড় ও ভাগলপুর প্রভৃতি স্কুলে পড়ার পর, ১৮৯২ সালে মজঃফরপুরের মুখার্জ্জিস্ সেমিনারি স্কুল হইতে ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন।

ইনি আজ অন্যূন বারো বৎসরকাল বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক। ইঁহার লিখিত গদ্য পদ্যময় বিস্তর প্রবন্ধ বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রচারিত, সঙ্গীত-সারসংগ্রহ 'সঙ্গীত-তরঙ্গ' "দাশরথি রায়ের পাঁচালী" এবং "বঙ্গভাষার লেখক" প্রভৃতি গ্রন্থের ইনিই সঙ্কলন এবং সম্পাদন করিয়াছেন। ১৯০৩ সালে দিল্লী দরবারের সময়,—বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী পরলোগত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহযোগিরূপে দিল্লী গিয়াছিলেন। ইঁহার বয়স এক্ষণে অনুমান চল্লিশ বৎসর।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা।

পৌর্ণমাসী শশি, বলো হাসি-হাসি,
কোথা যাও ভাসি, নীলাম্বর গায়।
বিমল বরণ, জোছনা বসন,
সুরভি পবন, হিল্লোল তায়॥
রূপসী রোহিণী সোহাগ-টানে,
ডাকিছে কি তোমা প্রেমের গানে।
কিম্বা কুমুদিনী, প্রেম উন্মাদিনী,
বিরহিণী ধনী চাহিছে তোমায়॥
ধীরে যাও চাঁদ, অত হাসি কেন,
চাঁদ-মুখে হাসি করো সম্বরণ,
পোহালে এ নিশি, কোথা রবে হাসি,
এত রূপ-রাশি, লুকাবে কোথায়॥
কলঙ্কের কথা গেছ কি ভুলিয়ে,
এই দেখ চেয়ে রাহু আসে ধেয়ে,
পূর্ণিমার পরে, অমার আঁধারে,
কোথা সুধাকরে, সুখের বায়॥

খাম্বাজ—একতালা।

অনন্ত অম্বরে, অনন্ত সাগরে,
অনন্ত অন্তরে খেলিবে প্রাণ।
অনন্ত আলোকে, অনন্ত পুলকে,
অনন্ত গমকে, ভরিবে কাণ॥
বিশ্বে বিশ্বে যথা নিয়ত নর্ত্তন,
কোটী রবি করে কর বিকিরণ,
সান্ত সীমা দূরে, সে অনন্ত পুরে,
রূপ-রত্নাকরে, ডুবিবে নয়ান॥
আঁধার কুটীর, মরুভূমি ত্রাস,
সংসার-শৃঙ্খল, মরম-হুতাশ,
মরণ জড়তা, তম কাতরতা,
থাক্ পড়ি হেথা, চির-কম্পমান্॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা।

কালিন্দি, কহ না কোথা কৃষ্ণ কালীয়গঞ্জন॥
কোথা কুঞ্জ-কমলিনী, কানু-কণ্ঠমণি,
রসিক-রঙ্গিনী, রস-নিকেতন॥
কদম্বে সে কালা আর ত নাচে না,
মধুর-মুরলী আর ত বাজে না,
তাই কি যমুনা, খেদে এত ক্ষীণা,
নিশিদিন দীনা, ঝুরিছে নয়ন॥
কৃষ্ণ-ভাবে কিম্বা ভেবে ভেবে ভোর
কৃষ্ণ-রূপে কালো বর্ণ হইল তোর,
প্রেমে অঙ্গ ঢেকে, ব্রজ-ধূলি মেখে,
ঠমকে ঠমকে, করিছ নর্ত্তন॥

ইমন বেহাগ—কাশ্মিরী খেমটা।

আমার ভাব পেয়োনা কেউ,
পাগলের ভাব এরে বলে।
আমি চাই পালিয়ে যেতে,
পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি পায়ে ঠেলে॥

নাইকো আমার ভরম্-সরম্,
নাইকো আমার আগু-করম্,
উলঙ্গে কি রাজ পোষাকে,—
সমান্ আমি সকল চেলে॥
রাজভোগ কি পান্তা ভাতে,
সমান্ সুখ মোর্ যাতে-তাতে,
ধরো মারো, আদর ক'রো,
(আমার) রাজবাড়ী আর সমান্ জেলে॥
আশে-পাশে কে ও গুলা ধর্‌তে আসে ক'রে ছলা,
আর্ কি আমি জ্বলে ভুলি,
আর কি ফাঁসি পরি গলে॥

বাউলের সুর।
সইলো, শোন্‌লো হুজুগ ভারি।
বিলিতি বন্ধ হলো, সিকেয় উঠলো জারি জুরি॥
মোম-গড়া ফুল, মোহন ফিতে,
কোথায় পাবি খোঁপায় দিতে,
রাঙ্গা মুখের রুজ্ কোথা আর,
পমেটমের ছাইলো ভুরি॥
খোস্‌বো ভরা খাসা সাবান,
বাজারে আর পাবে না স্থান,
এইবার খোল বেসমে অঙ্গ জলুস,
কর্‌তে হ'বে ফুল কুমারি।
এসেন্সে বিবিয়ানা, মন-মজানো আর হ'বে না,
এখন গাজিপুরেই সখের নেশা,
ভাঙ্গতে হ'বে প্রাণের প্যারী॥
পরী আঁকা গিল্‌টি বাহার,
আয়না ও সই, পাবি না আর,
এখন, মুর্গিহাটার মোটা আর্শী,
শরণ নিতে হ'বে তারি।
চাঁদচূড় বিলিতি চুড়ী,
আর আস্‌বে না ঝুড়ি ঝুড়ি,
এখন, যা করে সই, উড়্‌তি বাজার,
দিশী কামার আর সাঁখারি॥
শোন্ শোন্ ওলো হাবি,
'জ্যাকেট' 'বডিস্' কোথায় পাবি,
এবার, মুখটি বুজে, কুর্তি এঁটে,
পর্‌তে হবে জোলার শাড়ী॥

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।

চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ 'রায়' উপাধিধারী বৈদ্য-বংশে নবীনচন্দ্রের জন্ম। ১২৫৩ সালের ২৯শে মাঘ বুধবার ইঁহার জন্ম হয়। জনকের নাম—গোপীমোহন রায়, জননী—রাজরাজেশ্বরী। ইঁহার পিতা প্রথমে জজ আদালতের সেরেস্তাদারী, পরে মুন্সেফী এবং শেষে ওকালতী করেন। বাল্য বয়সে নবীনচন্দ্র বড়ই দুরন্ত ছিলেন। ১২৭০ সালে চট্টগ্রাম হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায়, দুই বৎসর পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ-এ, এবং পরে 'জেনেরেল এসেম্ব্রি' হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১২৭৩ সালে ডেপুটিগিরির প্রতিযোগী পরীক্ষা দিয়া নবীনচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। অনধিক ২০ বৎসর কাল বহু মহকুমার শাসন-ভার প্রাপ্ত হইয়া, এক্ষণে তিনি 'পেন্সন' গ্রহণ করিয়াছেন। অবকাশরঞ্জিনী, পলাশীর যুদ্ধ, অমিতাভ, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী বঙ্গসাহিত্যের অতুল্য সম্পদ্ বঙ্গভাষাকে এক অনুপম কবিত্ব-ভূষণে তিনি অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

ভৈরবী—আড়া।

কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল।
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল ?
ডুবিলে অতল জলে প্রেম রত্ন তবে মিলে,
কারো ভাগ্যে মৃত্যু ফলে, কারো কলঙ্ক কেবল॥
বিদ্যুৎ প্রতিম প্রেম, দূর হতে মনোরম,
দরশন অনুপম, পরশনে মৃত্যুফল।
জীবন-কাননে হায়, প্রেম মৃগতৃষ্ণিকায়,
যে জন পাইতে চায়, পাষাণে সে চাহে জল,
আজি যে করিবে প্রেম, মনে ভাবিয়ে হেম,
বিচ্ছেদ অনলে ক্রমে, কালি হবে অশ্রুজল॥

ঝিঁঝিট।

এত আসা ভাল বাসা ভুলিলে কেমনে ?
এই কালিন্দীর তীরে, এই কালিন্দীর নীরে,
এই তরুতলে, এই নিবিড় কাননে।
বসি এই শীলাতলে, এই নির্ঝরিণী কুলে,
ব'লেছিলে কত কথা ভুলিলে কেমনে ?

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

জীবন না যায় রে।
যায় দিন যায়, দিনমণি যায়,
নিবিয়া নিবিয়া রে॥
সাগর নীলিমে, বাড়ব অনল,
মিশিয়া মিশিয়া রে।
যায় দিন যায়, দেখিতে দেখিতে যায়,
ছায়াতে মিশায় রে।
সকলি ত যায়, কেবল দুখের জীবন না যায় রে॥

শিবনাথ শাস্ত্রী।

২৪-পরগণার অন্তর্গত জয়নগর মজিলপুর গ্রামে জন্ম। ইহাঁর পিতার নাম—পণ্ডিত হরানন্দ বিদ্যাসাগর। তিনি এখনও জীবিত আছেন; তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৮২ বৎসর। শিবনাথ, পিতার এক মাত্র সন্তান। কিন্তু সমাজ-ত্যাগে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, ইনি এখন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য মধ্যে পরিগণিত। 'মেজ-বৌ' 'নয়নতারা।' প্রভৃতি উপন্যাস এবং নির্ব্বাসিতের বিলাপ প্রভৃতি কাব্য প্রণয়নে ইনি বঙ্গ-সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত। ইনি সুবক্তা, সুলেখক ও সুপণ্ডিত।

ললিত—আড়াঠেকা।

রজনী প্রভাত হ'ল জাগিল জীব সকল।
এঘরে আর জাগিবে না সেই মুখ নিরমল॥
বিষম বিষাদ ভরে, শূন্য দেখি এ সংসারে,
সম্পদ ঐশ্বর্য্য সুখ সকলি লাগে বিফল।
বিহঙ্গিনী শিশু লয়ে, ঘুমায় নিজ কুলায়ে,
দুরন্ত নিষাদ যেন ধরিল তাহায় ;
আজি এই পরিবার, কাঁদিতেছে সে প্রকার,
সন্তানের বক্ষে আজি বহিতেছে অশ্রুজ জল।
তুমি পিতা জগৎপতি, জীবনে মরণে গতি,
দেখা দাও কৃপা করে শান্ত কর শোকানল॥

দেশমল্লার—ঝাঁপতাল।

প্রভু যেন কভু সংসারে মজিয়ে তোমায় ভুলিনে,
চিরদিন সঙ্গী হয়ে থেক জীবনে॥
তব দয়া কি বলিব, কিরূপে উপমা দিব,
দেখালে কত যে কৃপা বাঁধি দুজনে।
শুভ ইচ্ছা সাধিবারে বাঁধিলে হে এ প্রকারে,
চির দিন বেঁধে রেখ এই বন্ধনে।
প্রণয়ে প্রাণ জুড়াবে, সুখ ইচ্ছা দূরে যাবে,
আপনা পাসরি সুখী হব সেবনে।
তব দাস-দাসী হ'ব, সাধু কাজে সদা র'ব,
উভয়েরি এই ভিক্ষা তব চরণে॥

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

আজি এ শুভদিনে সব বান্ধবে,
ডাকি হে প্রাণ খুলে সে দেব-দেবে।
আশার কুসুম আজি দেখ হে ফুটিল ;
প্রণয়ে প্রণয় ধারা আসিয়া মিশিল ;
লই হে আজি বরি প্রণয়ী দু'জনে
শুভ পরিণয়-পাশে বাঁধি হে যতনে,
যাচি সবে মিলি প্রসাদ তাঁহারি,
বিরচে প্রেম-লীলা করুণা যাঁহারি॥

বারোয়া—ঠুংরি।

আজ মনে আনন্দ অপার।
আনন্দে আনন্দময়ে ডাক একবার॥
আজি ভাই ভগ্নী মিলি, ডাকি সবে প্রাণ খুলি,
মনের হরষে পূজি চরণ তাঁহার।

পবিত্র প্রীতি-বন্ধনে,বাঁধিয়ে আজি দু'জনে,
করহে করুণানিধি করুণা বিস্তার ॥

ঝিঝিট—একতালা।

মঙ্গল-আনন্দধ্বনি কর লো পুরনারী;
সুখ-আশা পূর্ণ হ'লো কৃপায় তাঁহারি।
জীবনে জীবনে মিলিল আজ,
মিশিয়ে ধরিল মোহন সাজ,
মোহিল নয়ন জুড়া'ল হৃদয়,
সে শোভা নেহারি।
মিলাইয়ে কণ্ঠ ধর লো তান,
জাগাও ধ্বনি যতেক রমণী, আজি হৃদয় ভরি ॥

খাম্বাজ জংলা—ঠুংরি।

প্রণয়-শৃঙ্খলে প্রভু বাঁধিয়ে দু'জনে,
তব দাস দাসী ক'রে রেখ হে চরণে।
যতনে প্রণয়ে, পুষিয়ে হৃদয়ে,
আজি যে ঢালিছে প্রভু জীবন জীবনে।
হে নাথ তোমারি, রচনা কৃপারি,
বিরচিছ প্রেমলীলা তুমি ত ভুবনে;
তোমারি বিধানে, পরাণে পরাণে,
বাঁধিল মিশিল আজি মোহিয়ে নয়নে।
দাঁড়া'য়ে দুয়ারে, ডাকে হে তোমারে,
এখনি ফেলিবে পদ সংসার-ভবনে;
প্রভু কৃপা করি, আশীষ বিতরি,
দেও হে অভয়দাতা অভয় দুজনে ॥

মল্লার—আড়াঠেকা।

অলসে থেক না আর উঠ শয্যা পরিহরে।
সিদ্ধিদাতা সিদ্ধেশ্বর দেখ হে দাঁড়ায়ে দ্বারে ॥
তাঁর কার্য্যে প্রাণমন, কে করিবে সমর্পণ,
স্বর্গ হতে নিমন্ত্রণ, আসিছে শোন অন্তরে।
শুনেছি পুরাণে কয়, বিশ্বাসের সদা জয়,
সর্ষপ-আঘাতে গিরি কাঁপয়ে থরে থরে ॥
পণ করি মন প্রাণে, এস আছ যে যেখানে,
অবিশ্রান্ত তাঁর কার্য্যে রত থাক এ সংসারে।
রণক্ষেত্রে এসে ভাই, কেমনে বা নিদ্রা যাই,
বাজিছে সত্যের ভেরী সুগভীর স্বরে ॥

মোহ-নিদ্রা পরিহর, ওঠ বাঁধ পরিকর,
উড়িল ব্রহ্মের কেতু দেখ হে দেখ অম্বরে।
জয় সর্ব্বশক্তিমান, জয় করুণানিদান,
দাও শক্তি মুক্তিদাতা দুর্ব্বল হীন নরে ॥
এমন কি দিন হবে, তব কার্য্যে প্রাণ যাবে,
এই ভিক্ষা দীনবন্ধু দেও দাসে কৃপা করে ॥

ললিত—আড়া।

কালরাত্রি পোহাইল উদিল সুখ-স্বপন।
আর কি ভারতে যুবা রবে ঘুমে অচেতন ॥
দুখ শোক যার ঘরে, সে কি গো ঘুমাতে পারে,
তার কি উচিত কভু থাকে ঘুমে অচেতন।
অধীনতা কারাগারে, অজ্ঞানতা অন্ধকারে,
কোটি কোটি নারী নরে, উঠে কর দরশন ॥
কারার বন্দিনী প্রায়, বৃথা দিন চলে যায়,
রহিল পশ্চাতে পড়ে যত ভারত-ললনা।
বিধবার হাহাকারে, প্রাণ ফাটে ঘরে ঘরে,
রমণীর নেত্রাসারে ভাসিছে বিধুবদন।
যুবক যুবতী যত, পাশবদ্ধ পাখীর মত,
দারিদ্র্য-দুর্দ্দশাক্লেশ কত যে করে বহন ॥
বহু পরিবার লয়ে, অর্থাভাবে ম্লান হয়ে,
অশেষ যন্ত্রণা সয়ে বিষাদে কাটে জীবন।
এই সব মহাপাপে, এই সব মনস্তাপে,
পড়েছ কি অভিশাপে, আছ হয়ে বিচেতন ॥
করো না হে অবহেলা, নাহি ঘুমাবার বেলা,
বিধাতা ডাকিছেন দ্বারে, উঠ হে মেল নয়ন ॥

আলেয়া—আড়া।

গোপগিরি রে একি শোভা দেখালি নির্জ্জনে।
দেখি নাই নয়নে।
সুরম্য তব কান্তারে, নির্জ্জন বন-মাঝারে,
প্রবাহিত স্রোতস্বতী সুমন্দ গমনে ॥
সুবসন্ত সমাগমে, সাজি নব আভরণে,
প্রকৃতি খুলে'ছে যেন লজ্জাবগুণ্ঠনে।
তরু লতা ফল ফুলে, সাজি বায়ুভরে দোলে,
আনন্দে অধীর যেন সখার মিলনে ॥
এ বিচিত্র ছবি হেরে, ডুবিনু ভাব-সাগরে,
ফিরিতে পুন সংসারে চাহে না যে মনে।

সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবে, থাকি হেথা এই ভাবে,
নয়ন ভরিয়ে দেখি নয়ন-রঞ্জনে॥

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রসিদ্ধ প্রচারক। সুকবি ও সুলেখক। সুবক্তা বলিয়া ইঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি। এদেশে যখন বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতার তাদৃশ প্রচলন ছিল না, তখন ইঁহার তেজস্বিনী বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হইত। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে ইঁনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর।

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

তোমারি আরতি করে, নিখিল ভুবন।
নিরখি জুড়ায় নাথ যুগল নয়ন।
গগন-থালে কেমন, দীপরূপে অনুক্ষণ,
শোভিছে শশী তপন, হৃদয় রঞ্জন,
মুক্তামালা যেন তায়, তারকা সমুদায়,
মরি কিবা শোভা পায়, হে ভবভয়ভঞ্জন।
ধূপ মলয় পবন, নিরন্তর সমীরণ,
করে চামর ব্যজন, হে বিশ্বকারণ।
বন উপবন যত, পুষ্প দেয় অবিরত,
বাজে ভেরী অনাহত, শুনে প্রেমিক যে জন॥

বেহাগ—আড়া।

নিরখি তোমার পানে; তোমার সন্তান দু'জনে,
প্রবেশে সংসারে আজি, দেখ নাথ কৃপা-নয়নে॥
যথা নীর-বিন্দুদ্বয়, পুষ্প-দলে এক হয়,
তেমতি হে প্রেমময়, মিলাও দুই হৃদয়-মনে।
যে প্রেমে নাথ নিরন্তর, বিমোহিত নারী-নর,
বাঁধিয়াছ চরাচর, সে প্রেম-বন্ধনে।
আজ প্রভু ভাল করে, চিরজীবনের তরে,
সে পবিত্র প্রেম-ডোরে, বেঁধে দেও প্রাণে প্রাণে।
ভীষণ ভব-কাননে, পূর্ণ বিঘ্ন প্রলোভনে,
বল নাথ বল কেমনে, পশিবে দু'জনে।
দেখো প্রভু দেখো দেখো, মাতা হ'য়ে কাছে থেকো
নয়নে নয়নে রেখো, সদা সর্ব্বদা যতনে।
পাপের মোহিনী মায়ায়, পথ যদি ভুলে যায়
কৃপা করি করে ধরি, ফিরাইও সেই ক্ষণে।
বিষম সন্তাপানল, অন্তরে হ'লে প্রবল,
মুছাইও আঁখি জল, নিরুপম কৃপাগুণে॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

মন-সাধে আজি নাথ পূজিব তব চরণে।
শুভ নব বর্ষারম্ভে, মিলে সব বন্ধুগণে॥
সম্বৎসর কাছে ছিলে, কত সুখ শান্তি দিলে,
দুখ-অশ্রু মুছাইলে, নিরুপম কৃপা-গুণে।
"জীবন-প্রবাহ হায়, কাল-সিন্ধু-পানে ধায়,"
তব পদ-তরি বিনা অকূলে বাঁচি কেমনে।
দূর হ'রে চিন্তা ভয়, দূর হ'রে পাপচয়,
এস নাথ শুভ দিনে দুখীর হৃদয়াসনে॥

ঝিঁঝিট—যৎ।

কি ব'লে প্রার্থনা বল করি আর।
আমার সকল কথা ফুরাইল,
ফিরিল না মন আমার॥
তুমি দেখ সব থেকে অন্তরে,
তোমায় কথায় কে ভুলাতে পারে,
প্রাণের প্রাণ বল্‌ব কি আর,
আছে কি আর বলিবার।
ও হে, প্রাণ যদি চাহে তোমারে,
তুমি থাকিতে কি পার দূরে,
আপনি এস পাপীর দ্বারে,
তাই পতিতপাবন নাম তোমার॥

বাউলের-সুর—একতালা।

কাতর প্রাণে ডাকি তোমায় তাই।
আমি জেনেছি হে পাপী তাপীর
তোমা বিনা গতি নাই॥
মনে সাধ বড় হে জীবনের জীবন,
সদা হৃদয়মাঝে প্রেম ফুলে নাথ পূজিব চরণ।
ঘুচাও পাপের জ্বালা, পুরাও আশা,
তোমার গুণ নিয়ত গাই॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

তোমারি নাথ, তোমারি চিরদিন, আমি হে
সুখে দুখে পাপে, আমি তোমারি নাথ,
তোমারি হে॥

দেখো দেব দেখো দেখো,
এ দাসের অন্তরে চিরদিন থেকো.
অন্তরে নিরখি তোমায় নিবারিব সব দুখ॥

রামরতন মুখোপাধ্যায়।

রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন। রাজার সঙ্গে বিলাত যাইবার সময় সাগর তরঙ্গ-দর্শনে "কোথায় আনিলে" এই সঙ্গীতটী রচনা করেন। রাজা রামমোহন রায়ের গানের মধ্যেও এইরূপ একটী সঙ্গীত আছে। দুইটী সঙ্গীতে সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কোথায় আনিলে আমায়, কোথায় আনিলে।
আনিয়ে জলধি মাঝে তরঙ্গে তরী ডুবালে॥
কোথা রইলে মাতা পিতা, কে করে স্নেহ মমতা,
প্রাণ প্রিয়ে রইলে কোথা, বন্ধু সকলে॥
চতুর্দ্দিক নিরাকার, নাহি দেখি পারাপার,
প্রাণ বুঝি যায় এবার ঘূর্ণিত জলে॥

দিগম্বর ভট্টাচার্য্য।

ইনি রাজা রামমোহন রায়ের সম-সাময়িক বলিয়া জানা যায়। রাজা রামমোহন রায়ের এবং কৃষ্ণমোহনের রচিত তিনটী প্রসিদ্ধ গানের উত্তর স্বরূপে তিনটী গান রচনা করিয়া ইনি সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ভ্রান্তিতে শান্তি আমার। *

আবাহনে বিসর্জ্জনে ক্ষতি কিবা কার।
সর্ব্বত্র পূরিত রায়, গ্রীষ্মে যবে প্রাণ যায়,
বলি বায়ু আয় আয়, জীবন-সঞ্চার।
জগমাতা জগময়ী যখন কাতর হই,
বলি এস ব্রহ্মময়ী, কর গো নিস্তার।
জড়জীব জড় করি, যাঁহার সাধন করি,
ধ্যান জ্ঞান জল ফল, সকলি তাঁহার॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

মা আমার আমি তাঁর, তাঁরে বলিয়ে আপন, *
মহামায়া মায়ে আমি দেখিয়ে স্বপন॥
রজ্জুতে হয় যখন, ভ্রমে অহি দরশন,
অহি মিথ্যা রজ্জু মিথ্যা বল কি তখন,
নিশিতে বিহরি সুখে যায় পাখী দিকে দিকে,
আবার ফিরিয়া আসে আমারি মতন।
যাতায়াতে সমাচার নিত্য নিত্য এ সংসার,
চিন্ময়ী-চরণ-চিন্তা সংসার বন্ধন॥

রামকেলী—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন সুখকর। †
আধ নীরে গঙ্গাতীরে পাতকী হীন নর॥
কাটায়ে সংসার মায়া, আশীর্ব্বাদী পুত্রজায়া,
নিরমাল্য বিল্বপত্র মাথার উপর।
চিন্ময়ী ধরেছ বুকে, কালা কালী নাম মুখে,
কালী নাম সবে ডাকে করি উচ্চৈঃস্বর।
কালীনাম অবিচ্ছেদ, স্বর্গে মর্ত্ত্যে নাহি ভেদ,
ব্রহ্মরন্ধ্র করি ভেদ উঠে দিগম্বর॥

ধীরাজ।

বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ মহতাবচাঁদের গায়ক-দিগের মধ্যে ইনি অন্যতম ছিলেন। মহারাজ প্রদত্ত 'ধীরাজ' উপাধিতেই ইনি পরিচিত। কেহ কেহ বলেন, হুগলী জেলার তেলিনীপাড়ায় ইঁহার নিবাস ছিল। ইঁহার প্রকৃত নাম জানা যায় নাই; ইঁহার গানের মধ্যেও রূপান্তর ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ইমন্ কল্যাণ—একতালা।

আর কি গোকুলে, আছি গো স্বকুলে,
দিতেছি সকলে, কুলে বিসর্জ্জন।
বাড়াইতে কুল, গেল দুই কুল,
অকূল সাগরে মরি গো এখন॥

---

* "মন একি ভ্রান্তি তোমার"—রামমোহন রায়ের এই গানের উত্তর।

* "তুমি কার কে তোমার"—কৃষ্ণমোহনের এই গানের উত্তরে রচিত।

† "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর"—রামমোহন রায়ের এই গানের উত্তরে রচিত।

শুনেছি যে দিনে শ্যামের বাঁশরী,
সেই দিন হতে কুল ত্যাগ করি,
হয়েছে সকলে অধীন তাহারি,
তার করে ক'রে প্রাণ সমর্পণ ॥
ত্যজি গৃহবাস, করি বনে বাস,
স্বামী সহবাস, নাহি সে প্রয়াস,
অন্তরে নিবাস, করে শ্রীনিবাস,
সদা তারি ধ্যানে মন মগন ॥

কবির—সুর।

গোবিন্দের পদারবিন্দ হৃদে করি ধারণ।
নির্জ্জনে শ্যামধনে করেছি অঙ্কন ॥
লিখে ত্রিভঙ্গের শ্রীঅঙ্গ, লিখি নাই যুগল চরণ।
সখি, শোন গো শোন, লয়ে গিয়ে শ্যামে মথুরায়,
আনে না পুনরায়, আমার সচল গিরে,
অচল হয়ে রইলো মথুরায়;
তাতেই নিরদয় পদদ্বয় লিখি নাই।
সই, সময় যখন মন্দ হয়, চিত্র ময়ূরে হার খায়,
এ কথা বিচিত্র নয়, পাছে চিত্র শ্যাম,
মধুপুরে যায়, তাইতে পদদ্বয় লিখি নাই ॥

সুরটমল্লার—একতালা।

নীল দর্পণে লংসাহেব যথার্থ যা তাই লিখেছে।
নীলে নীলে সব নিলে প্রজার,
বল ভাই কি রেখেচে ॥
কাবো * * কর, তাদের উপর অত্যাচার,
তাই নিয়ে বারবার, লিখে লিখে হরীশ মরেছে ॥
ইউন্, গ্রাণ্ট্ মহামতি, ন্যায়বান্ উভয়ে অতি,
করিতে প্রজার গতি, কত চেষ্টা পাইতেছে ॥
ইণ্ডিগো রিপোর্ট পোড়ে, কেনা অন্তরে পোড়ে,
তবু নীলিয়া নোড়ে চোড়ে,
পোড়ার মুখ দেখাইতেছে ॥
বল্‌তে দুখে বুক বিদরে, ওয়েল্‌স অবিচার করে,
নির্দ্দোষী লংকে ধোরে,
একটি মাস ম্যাদ দিয়েছে ॥
ওয়েল্‌স্ পিকক্, জাক্‌সনে, বসিয়া বিচারাসনে,
* * * * হাজার টাকা ফাইন কোরেছে ॥
নিদারুণ সেন্‌টেন্স শুনে, সিংহ বাহাদুর দয়াগুণে
হাজার টাকা দিলেন গুণে,
পয়ালটার ব্রেট তায় তাকে হয়েছে ॥
ইংলণ্ডেশ্বরী শুন, পিউনির সকল গুণ,
তাইনে যে সুনিপুণ এবার তা বেরিয়ে পড়েছে ॥
যে অবধি কলিকাতা, পাইয়াছে এই বিধাতা,
সেই অবধি দেখি মাতা,
রেস্ হেট্রেড খুব জেগেছে ॥
বেকে বাতুলের মত লম্ফ ঝম্ফ করে কত,
আবার বলে আমার মত,
কেবা জজ হেথা এসেছে ॥
কিন্তু পীল, সিটন আদি, এক এক বুদ্ধির কাঁদি,
তাদের লাগি আজো কাঁদি,
হায় কি বিচার কোরে গেছে ॥
মহারাণী তোমা প্রতি, এইক্ষণে এই মিনতি,
ওয়েল্‌স পাপে দেও মুকুতি,
ধীরাজ এই বলিতেছে ॥

অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে, *
ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে।
করে তুল্‌ছে তোলাপাড়া,
এবার নাইকো ছাড়াছাড়ী।
মিস্ কার্পেণ্টার সকল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে;
কি মান্দ্রাজ, কি বোম্বাই, সবাই দেখেছে,
এখন এসে কলকাতাতে (এবার)
বাঙ্গালিদের নে পেড়েছে।
উত্তরপাড়ার স্কুলে যেতে,
বড়ই রগড় হ'ল পথে, এট্‌কিন্‌সন্ উড়ো
আর সাগর সঙ্গেতে।
নাড়াচাড়া দিলে ঘোড়া মোড়ের মাথাতে;
গাড়ী উল্‌টে পল্লেন সাগর,
অনেক পুণ্যে গেছেন বেঁচে ॥

---

* মিস কার্পেণ্টার ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উত্তর পাড়া-স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে লিখিত।

দীন বাউল।

গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে "দীন বাউল" পাবনা জেলাবাসী। ইঁহার গান পূর্ব্ববঙ্গে খুব প্রচলিত।

কোথা দীনদুঃখি তোরা, আয় রে ত্বরা,
গৌরচাঁদের প্রেম-বাজারে।
হরিনাম, মধুকরী, (আয় রে তো'রা) হরিনাম,
মধুকরী, মিঠাই পুরী,প্রেমের ঝুঁরী খেয়ে যা রে॥
যত সব যাচ্ছে ভুখো, প্রেমের ভুখো,
নিতাই আমার যতন করে।
যে যত পাচ্ছে খেতে, (দেখসে তোরা)
যে যত পাচ্ছে খেতে, ইচ্ছে মতে, দিচ্ছে
পাতে ঝাঁকা ধরে॥ অদ্বৈত দয়ার নিধি,
নিরবধি বসেছেন ভাণ্ডার করে।
নিচ্ছে যা'র যেমন (দেখসে তোরা)
নিচ্ছে যা'র যেমন সাধন,
অমূল্য ধন বিনামূলে ঝোলা ভরে।
কত শোকার্ত্ত ভাপী, মহাপাপী
পড়েছিল ধরা ধরে।
হ'ল পাপ তাপ নিবারণ
(দেখসে তোরা) হ'ল পাপ তাপ নিবারণ,
সোণার বরণ, গৌরচাঁদের চরণ হেরে।
দেখতে আনন্দ-বাজার, হাজার হাজার,
লোক ধেয়েছে নদেপুরে।
গেল সব মনের দ্বন্দ্ব,
(দেখসে তোরা) গেল সব মনের দ্বন্দ্ব,
প্রেমের দ্বন্দ্ব, পূর্ণানন্দ ঘর বাহিরে।
বদনে হরি হরি গৌর হরি,
সাঙ্গোপাঙ্গসঙ্গে করে।
আনন্দে মত্ত কিবা,
(দেখসে তোরা) আনন্দে মত্ত কিবা,
হায় কি শোভা, দীন বাউলের হৃদ-মাঝারে॥

ঘরের মানুষ ঘরেই আছে, কেবল মিছে,
তা'রে খুঁজে পাগল হ'লি।
চিরকাল আপন দোষে, (ও ভোলা মন)
চিরকাল আপন দোষে, তার উদ্দেশে,
দেশে দেশে, ঘুরে ম'লি।
মথুরা শ্রীবৃন্দাবন, নদনদী বন,
তীর্থ ভ্রমণ ক'রে এলি।
যত যা, শুনলি কাণে
(ও ভোলা মন) যত যা শুনলি কাণে,
বল সেখানে তার কিছু কি দেখতে পেলি॥
পড়ে মন আলায় ভোলায়, বুঝবার হেলায়,
বলবুদ্ধি সকল হারালি।
আঁচলে মাণিক বেঁধে, (ও ভোলা মন)
আঁচলে মাণিক বেঁধে, কেঁদে কেঁদে,
সাঁতারে হাতড়াতে গেলি॥
যদি তুই কোর্ত্তিস্ যতন, পেতিস্ রতন,
অযতনে সব খোয়া'লি।
হায় এমন চখের কাছে,
(ও ভোলা মন) হায় এমন, চখের কাছে,
মাণিক নাচে, দেখলিনে চোখ বুজে রলি॥
ভেবে দীন বাউল বলে, ভ্রমে ভুলে
বৃথায় চিরদিন কাটা'লি।
মানসে দেখ রে ভেবে, (ও ভোলা মন)
মানসে দেখ রে ভেবে, ভক্তিভাবে,
মানুষ পা'বে যুক্তি বলি॥

এসে সংসার-প্রবাসে, আশার বশে,
কর কি অসার ভাবনা।
যে কাজে, ভবে আসার, (ও ভোলা মন)
যে কাজে, ভবে আসার, হ'বে সুসার,
কেন রে সেই সার ভাব না॥
যে কালে বাঁধবে কালে, বিপদকালে,
দুখের পারাপার র'বে না।
সেই কালে জানবে রে মন,
(ও ভোলা মন) সেই কালে জানবে রে মন,
শমন কেমন, কেমন এ বিষয়-ভাবনা।
এ যাদের ভাবছ আপন, নিশীর স্বপন,
সাথের সাথী কেউ হ'বে না।
যে সময় ধর্ব্বে শমন, (ও ভোলা মন)
যে সময়, ধর্ব্বে শমন, মুদে নয়ন,
আপন বলে কেউ ছোবে না॥

যত সব পয়সা কড়ী, কচ্ছি দেড়ী,
ঘর বাড়ী সঙ্গে যা'বে না।
কেবল পাঁচকড়া কড়ি, (ও ভোলা মন)
কেবল পাঁচ কড়া কড়ি, কলসী দড়ী,
কাঠ খড়ী আর চট বিছানা ॥
শ্মশানের ধার শুধিয়ে, ছড়া দিয়ে,
নেয়ে ধুয়ে বন্ধু জনা।
সিন্দুকের তালা খুলে, (ও ভোলা মন)
সিন্দুকের তালা খুলে, দেখবে তুলে,
নগদ কিছু আছে কি না।
খেদে দীন বাউল বলে, মনে বিফলে,
মায়ায় ভুলে, আর থেক না।
পলকের নাই ভরসা, (ও ভোলা মন)
পলকের নাই ভরসা, কিসের আশা,
শেষের উপায় তা'ই দেখ না ॥

বাঁশের দোলাতে উঠে, কে হে বটে,
শ্মশান ঘাটে যাচ্ছো চলে।
সঙ্গে সব কাঠের ভরা, (হায় কি দশা)
সঙ্গে সব, কাঠের ভরা, লটবহরা,
জাত-বেহারার কাঁদে তুলে।
ঐ শুন ঘরে পরে, সবাই কাঁদে,
ছেলেরা কাঁদে বাবা বলে।
কোথা সে সব মমতা, (হায় রে দশা)
কোথা সে সব মমতা, কও না কথা,
এখন কি তা ভুলে গেলে ॥
ঘুরে যে, দিল্লী লাহোর, ঢাকা-সহর,
টাকা মোহর নিয়ে এলে,
খেতে না পয়সা সিকি,
(হায় রে দশা) খেতে না পয়সা সিকি,
কও হে দেখি, তা'র কিছু কি সঙ্গে নিলে ?
রং বিরং সালের জোড়া, গাড়ি ঘোড়া,
চেন্ ঘড়ী সব কোথায় খুলে ॥
হ'বে যে, এমন দশা, (হায় কি দশা)
হ'বে যে এম দশা, দশম দশা,
জীবদ্দশায় ভুলে ছিলে ॥
শত্রুতা প্রকাশিতে, যা'দের সাথে,
হয়েছেতে সেই সকলে।
বল্‌ছে ভাই ভালই হ'ল,
(ঐ দেখ সব) বল্‌ছে ভাই ভালই হ'ল,
বালাই গেল, হাড় জুড়া'ল, এত কালে ॥
খেদে দীন বাউলে কয়, এ সমুদয়,
দেখে শুনেও লোক সকলে,
একটী দিন এ ভাবনা,
হায় কি দশা একটি দিন এ ভাবনা,
কেউ ভাবে না, বিষয়মদে থাকে ভুলে ॥

এ ঘোর ভব-সাগরের জলে।
বসে আছে জেলে জাল ফেলে ॥
এ যে জগৎ-বেড়ে, ভোলা মন, মন রে আমার
এ যে জগৎ-বেড়ে, ধব্‌ল বেড়ে,
জগতের জীব এককালে।
এ জালে নাই কা'রু পরিত্রাণ ;
যত বোয়াল কাতল চেলং চিতল ঘুচবে সবার প্রাণ।
ও তোর, পুঁটীর জীবন,
ভোলা মন, মন রে আমার
ও তোর পুঁটীর জীবন,
আর কতক্ষণ বাঁচবি ডুরী টান দিলে ॥
যে ছয় বেটা সেই জেলের অধীন ;
তা'রা খুঁজে খেজে, জালের মাঝে,
আন্‌ছে যত মীন।
জেলে সকল জানে, ভোলা মন, মন রে আমার
জেলে সকল জানে, যা যেখানে
রয় না ছাপা লুকালে ॥
যা'দের কিছু সাধন-বল আছে,
তারা ছিঁড়ে ছুটে, এ জাল কেটে
পালিয়ে যেতেছে।
ও তোর কোথায় সে বল,
ভোলা মন, মন রে আমার।
ও তোর কোথায় সে বল, আরো কেবল,
বাঁধিয়ে নিলি ফাঁস গলে ॥
বিপদ কালে ঘটে রে জঞ্জাল,
এ দীন বাউল বলে কলেবলে কাটল না রে জাল
ও সেই কাল-নিবারণ ভোলা মন মন রে আমার
ও সেই কাল-নিবারণ হরির চরণ
কর স্মরণ এই কালে ॥

বৃথা ভবে খেলা'তে এলি তাস।
ও তোর মন্ত্রী কচ্ছে সর্ব্বনাশ ॥
এমন কাগজ পেয়ে, অন্তেয়ে রে
কেন ডাকৃলিনে ইস্তক-পঞ্চাশ।
হাতে রং থাকৃতে তুই খেল্লি এ কিরূপ,
এসে তোর সাক্ষাতে বিপক্ষেতে মার্চ্ছেছে তুরুপ,
কিসে বল রে এবার পিঠ পাবি আর রে,
হাতের সকল ফেরাই দিলি পাশ।
হেসে বিস্তী কাবার কচ্ছে বিপক্ষে,
কিসে রাখবি কাগজ দেখিনে গোচ
কিছুই তোর পক্ষে,
হায় হায় এমন খেলায় হারালি হেলায় রে,
করিস্ হাতের পাঁচের কি আশ্বাস।
ও যে টেক্কাতে পিঠ নেয় তুরুপ করে,
ও তুই এমন বেহুস, দশ দিলি ঘুস,
গোলাম না মেরে।
এখন হাত থাকিতে বশ নে হাতে রে
শেষে পা'বি নে আর অবকাশ ॥
যখন তিনকুড়ি সাত দেখা'তে কবে,
তখন কি দেখা'বি খাবি খা'বি চক্ষুঃস্থির হ'বে।
এ দীন বাউল বলে, হরি বলে রে,
শেষে পুড়বে রে তোর বুকে বাঁশ ॥

কেন দাবা খেলতে এলি বল।
ক্রমে, কমে যে তোর এলো বল ॥
ছি ছি না জেনে চা'ল, হবি বেচা'ল রে,
ও তোর বিপক্ষ হ'ল প্রবল ॥
যে তুই বড়ের কোণ্ডে চাল্লি দুই ঘোড়া,
ও তোর কপাল পুড়ে চাপায় পড়ে গেল রে মারা,
পড়ে উঠ্সা কিস্তী, মলো কিস্তী রে,
ঐ দেখ হাসছে তোর বিপক্ষদল ॥
যে ঘোর ছয় চক্করে মন্ত্রী পড়েছে,
এসে ধল্ল যেতে ঘাড় যেতে,আর কি পথ আছে।
শেষে না পেয়ে পদ একি বিপদ রে,
দাবা পিলের সঙ্গে হয় বদল ॥
হায় হায় গজ দুটি তোর বিপক্ষের ঘরে,
সহায় কেউ হ'ল না, জোর পেলে না,
এল না ফিরে।
কেবল কিস্তী কিস্তী নাই সোয়াস্তি রে,
ও তোর রাজা যে হ'ল পাগল ॥
এবার বাঁচবি কিসে পঞ্চ-রঙের হাত;
যখন শত্রু এসে ধরবে ঠেসে, করবে কিস্তী মাত।
এ দীন বাউল বলে, কল কৌশলে রে,
ও তুই এই বেলা চা'ল মাতে চল ॥

আর কি এবার ভাবনা রে আছে।
নথী ফুল-বেঞ্চে পেশ হ'য়েছে ॥
যা'রে লোয়ার কোর্টের হুকুম কেটে রে,
আছে যে সহায় আমার পাছে ॥
যা'রে মাল মহলের কর্লেম ম্যানেজার,
ক'রে বেদখল, সোণার মহল, কর্লে ছারেখার।
দিল মিথ্যে সাক্ষ্য ছয় বিপক্ষ রে,
তাইতে অন্যায় ডিক্রী পেয়েছে ॥
এবার সদর আপীল করেছি দাখিল;
আপনি গ্রাউণ্ড্ লিখে, দিলেন দেখে,
শ্রীশ্রীনাথ উকীল।
কর্বেন মিত্র-জজে, বিচার নিজে রে,
কিশের ব্যারিষ্টার আর তার কাছে।
হাকিম, দীনদরিদ্র জানেন আমারে,
দয়াল নাম যে প্রকার,
নালিস এবার চো'বে পাপরে ॥
ও সে যে আ'লাং বুঝবে হালৎ রে,
আমার ধর্ম্মসাক্ষী রয়েছে ॥
আছে সব প্রিপেয়ার নৈরে আর ব্যস্ত;
ঠুকে আনবো মহল, করে বহল, সত্ত্বসাব্যস্ত।
প্রীবি-কৌন্সিলের সে নজীর এসে রে,
আমার তমাদি-দোষ কেটেছে।
বলে, দীন বাউলে ভাবছো কি রে মন,
এবার গবর্ণমেণ্ট আপীলাণ্ট,
নাই তোমার মোচন।
বমাল খরচার দাবী, পয়মাল হবি রে
আবার দায়মাল চার্জ্জ রয়েছে ॥

চল ভাই আর দেরি নাই,
ঐ টিকিটের ঘণ্টা প'ল।
ত্বরায় যাই এষ্টেশনে,দেখে শুনে তল্পী তোল ॥

প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে যত, বলছে টাইম্ ওভার হ'ল
হুড় হুড় হুড় আস্‌ছে গাড়ী,
হুড়োহুড়ি ল্যাগল ভাল ॥
ঝোলা ব্যাগে যাচ্ছে বেগে,
যারা আগে টিকেট্ পেল।
কেউ বা যেতে টিকেট বিনে,
পোলিশম্যানে চালান দিল।
কত জন কচ্ছে রোদন, হে গোবিন্দ একি হ'ল।
কি দিয়ে কর্ব্বো টিকেট,
হায় কে পকেট কেটে নিল।
দীন দুখী দেখে টিকেট-মাষ্টার যাঁরে সদয় ছিল।
বিনা মূলে অনায়াসে,
পাস পেয়ে সে পাসিয়ে গেল ॥
দীন বাউল ঐ সামিলে, দলে মিলে টিকেট পেল
হরি হরি কও সকলে,
চারি দিকে অল রাইট হ'ল ॥

সামাল সামাল মন-মাঝিরে রে,
হাঁল ঠিক যেন থাকে।
উঠেছে হামাল ভারি ডরিও না দেখে ॥
হু হু কল কল কল, ঐ পাকে ডাকুছে জল,
সাবধানে ঘুরিও রে কল, সলায় টিপ রেখে ॥
যে টান দেখছি কিনারে, কাটানে যেও না রে,
কোন টানে ভলকা মেরে, ফেল্‌বে বিপাকে ॥
শেষে পাবিনে সুমোর,
এই বেলা নে বেঁধে কোমর,
নৈলে তোর ভাঙ্গবে গুমোর, এলে বাণ ডেকে ॥
একে তরণী জরা, ভরা তায় পাপের ভরা,
দেখ যেন যায় না মারা, চড়াতে ঠেকে ॥
ভক্তি-মাস্তুলে, হরিনাম বাদাম তুলে,
দীন বাউলে বলে দেও পাড়ি সুখে ॥

প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী।

ইনি নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই ইঁহার মৃত্যু হয়। 'কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকির" বা হরিনাথ মজুমদারের ইনি সহযোগী ছিলেন। ইঁহার গানেও 'ফিকিরও' 'ফিকিরচাঁদ' ভণিতা ছিল। সুতরাং ইঁহার অনেক গান, হরিনাথ মজুমদারের গানের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন,—কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের গানের অন্তর্নিবিষ্ট "ভাব মন দিবানিশি" "ভোলা মন কি করিতে কি করিলি," "দোকানী ভাই দোকান সার না." "করিছ পরের কারণ," "কার হিসাবে লিখছিস্" ইত্যাদি গান,—প্রফুল্ল চন্দ্রের রচিত।

এ যে বিষম নদী দেখে করে ভয়।
বা'ছ খেলা'তে এলাম এবার বা'ছ
খেলান হ'ল দায় রে ॥
পাঁচ কা'ঠের জীর্ণ তরণী,
ও তা'র নবছিদ্রে ওঠে বারি দিবা-রজনী।
ও সে জলের ভারে তরি গড়ায় রে,
বুঝি গড়তে গড়তে ডুবে যায় রে ॥
দশখানি দাড় পা'তা আছে রে,
ও তার ছয় দাঁড়ীতে জোরে টেনে লয় ভাটিয়ে রে,
আবার মাঝি বেটা এমন বোকা রে,
হা'ল ধরিতে দিশে নাহি পায় রে ॥
আঠার ডওরাতে বসে রে,
ঐ যে আঠার জন আছে তা'রা কেবল ঘুমায় রে,
তা'রা জাগে না যে কোন মতে রে,
আমায় ব'লে না দেয় সদুপায় রে ॥
আকাশে মেঘ দেখা যে দিল,
ও রে অমনি দারুণ ঝড় বাতাসে তুফান উঠিল।
পাঁচ গুণারি টানে পাঁচ দিকে রে,
পাকে পড়ে তরি মারা যায় রে ॥
ফিকিরচাঁদ কয় মন রে বিনয়ে,
কেন এত ভাবছিস্ বসে বিপদ-সময়ে,
এখন কূলে যেতে চা'স্ যদি রে,
তবে বাদাম টেনে দে ত্বরায় রে ॥

বাউলের-সুর—একতালা

ওহে দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল,
পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা,
ডাকুছি হে তোমারে।

আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে,
(ওহে আমায় কি পার করবে না হে)
(আমি অধম বলে) যারা পাছে এল,
আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে ॥
যাদের পথ সম্বল আছে সাধনের বল,
(তারা পারে গেল আপন আপন বলে হে)
(আমি সাধনহীন তাই রলেম রলেম পড়ে হে)
তারা নিজ বলে গেল চলে, অকূল পারাবারে ॥
শুনি কড়ি নাই যার, তুমি কর তারেও পার
(আমি সেই কথা শুনে ঘাটে এলাম হে)
আমি দিন ভিখারী, নাইক কড়ি,
দেখ ঝুলি ঝেড়ে ॥
আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল,
(আই দয়াময় বলে ডাকি তোমায় হে)
(তাই অধমতারণ বলে ডাকি হে)
ফিকির কেঁদে আকুল, পড়ে অকূল
পাথারে সাঁতারে ॥

কীর্ত্তন।

ভবপারের তরি তোদের লেগেছে তীরে।
ও রে সকাতরে ডাকলে তারে নেবে রে পারে ॥
জায়গার কমি নাই নায়েতে,
জাতের বিচার নাই বসিতে,
(তোরা কে যাবি রে, ভবপারের তরণীতে,
এমন সুযোগ আর পাবিনে)
চলে নাও দ্রুত গতিতে,
এক হালের জোরে ॥
যদি নেয়ে মনে করে, ব্রহ্মাণ্ড দায় নিতে পারে,
(সামান্য নয় রে এ তরি তরির মত,
এই বিশ্ব-সংসার নিতে পারে) কিন্তু,
প্রেমিক ভিন্ন নেবে না রে, আসতে হয় ফিরে ॥
ফিকির এখন ফিকির করে,
না পেয়ে নাও কেঁদে মরে,
(আমার কি হল রে ভবপারে যাওয়া হল না,
আগে তাঁরে প্রেম না কোরে)
ও হে দয়াময় পার কর মোরে, ডাকি কাতরে ॥

ভাব মন অধমতারণ, সত্যশরণ,
যাঁর নামেতে পাষাণ গলে ॥
যিনি এই গগন তপন, পাতাল ভুবন,
শূন্য পবন, স্থলে জলে।
কিবা আশ্চর্য্য কথন, নাই তাঁর চরণ,
সমভাবে বেড়ান চ'লে ॥
যিনি এই গাছগাছড়ায় দালান কোটায়,
পত্র-কুটীরে ঘরের চালে।
তিনি তোর দেলের মাঝে, বসে আছে,
ভাল মন্দ কথা বলে ॥
যিনি সেই চানতাতারে, রুম সহরে,
বর্ম্মা কাশ্মীর ঝিল নেপালে।
তিনি তোর ভাতের গ্রাসে, খাটের পাশে,
নাচিয়ে বেড়ান লয়ে কোলে ॥
যিনি তোর উপবীতে চাপদাড়িতে,
বেদ পুরাণ কোরাণ বাইবেলে।
যিনি তোর খোল খমকে, ঢোলে ঢাকে,
আলখেল্লায় ঝুরঝুরি ঝোলে ॥
যিনি সেই মজিদ গির্জ্জায়, ব্রাহ্মসভায়,
শ্মশানে কি গাছের তলে,
তিনি মোহন্ত-আখড়ায়, তুলসী-তলায়,
সর্ব্ব স্থানে ভূমণ্ডলে ॥
যিনি সেই ব্রহ্মপুত্রে, পেড়ো-ক্ষেত্রে,
ঘোষ-পাড়া কি বিন্ধ্যাচলে।
তিনি শ্রীবৃন্দাবনে, কাশীধামে,
মক্কা মদিনা চিম্লে ॥
যিনি সেই জ্ঞাতি-হিংসায়, বিবাদ ঘটায়,
যুদ্ধ বাধায় সন্ধি-স্থলে।
তিনি যে অধীনতা, স্বাধীনতা,
যা বল তা সবার মূলে ॥
যিনি সেই গড়ের মাঠে, মনুমেণ্টে,
রেলের রোডের ধূমকলে।
তিনি যে নেড়ে মাথায়, জুলপী খোপায়,
টাকপড়ায় কি এলবাট চুলে ॥
যিনি তোর ভাত ব্যঞ্জনে, চূর্ণে পানে,
দধি দুগ্ধ শাক অম্বলে।
তিনিই তোর ধুতি চাদর, জামার ভিতর,
কোট পেণ্টুলেন শাল রুমালে।

যিনি নাটক যাত্রায় ঢপ অপেরায়,
কবিকঙ্কন কবির দলে।
তিনি পাঁচালী-ছড়ায় হাফ আখেড়ায়,
ঝুমুর খেমটা বাই মহলে॥
যিনি সেই কথকতায়, রসিকতায়,
বক্তৃতায় কি পণ্ডিত-টোলে।
তিনিই যে ছেঁড়া ছালায় কৌপীন ঝোলায়,
গো ধুড়ি কিম্বা কম্বলে॥
ফিকিরচাঁদ বলে তোরে করে ধরে,
মূল হারালি ভুলের মূলে।
খুয়ে ধন চালের বাতায় জল যে হাতড়ায়,
তাকেই লোকে পাগল বলে॥

পীতাম্বর পাইন।

ইনি বিখ্যাত যাত্রাদলের অধিকারী ছিলেন। সঙ্গীত ও যাত্রায় পালা রচনায় ইঁহার খুব প্রতিষ্ঠা ছিল। প্রায় পনের বৎসর হইল, ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

খাম্বাজ—একতালা।

আজ কেন প্যারি, বিপরীত হেরি,
এলায়িত কেশ, নেত্রে বহে বারি॥
গলিত অঞ্জন, দ্বিগণ্ডে পতন,
চন্দ্রানন রাহুগ্রস্ত তব হেরি।
নাসারন্ধ্রে বহে সঘনে নিশ্বাস,
বিমলিন কেন মুখে নাহি হাস,
কম্পিত অধর, শুষ্ক পয়োধর,
স্বর্ণলতা শীর্ণ আ মরি আ মরি॥
বহু সম্বোধনে নাহি কও কথা,
বল শুনি ধনি, মনের কি কথা,
নখে নখ দিয়ে, ভাব কি বসিয়ে,
রাধার এ ভাবনা বুঝিতে নারি।
সখার প্রতি পীতাম্বরের নিবেদন,
রাধার এ যে বিচ্ছেদ বিকারের লক্ষণ,
নাশে এ বিকার, হেন সাধ্য কার,
বিনা বৈদ্য সেই বিপিনবিহারী॥

বেহাগ—একতালা।

কেন সই এলাম বনে।
আমার বিফল ফুলশয্যা কৃষ্ণ অদর্শনে।
দেখ পূর্ব্বদিক হইল প্রকাশ,
পশু পক্ষী ছাড়ে নিজ নিজ বাস,
নক্ষত্র মণ্ডল, ক্রমে অনুজ্জ্বল,
নিশানাথ যায় নিজ নিকেতনে।
আশা ছিল শ্যামের প্রেম রসসিন্ধু,
এবে দেখি তায় নাহি রসবিন্দু,
না জেনে ধর্ম্ম, করে যে কর্ম্ম,
ব্যথা দেয় অবলার প্রাণে;
প্রজ্বলিত হৃদে কাম হুতাশন,
আশার কলিকা হতেছে দাহন,
বিনা মিলন বারি, কিসে নিবারি,
মলাম মলাম সই তার অদর্শনে।
ধৈর্য্য ধর ধনি, কোর না বিলাপ,
পাবে শ্যামধনে যাবে মনস্তাপ,
জোড় করি কর, কহে পীতাম্বর,
বাঁধা পীতাম্বর রাধার চরণে॥

কালীনারায়ণ গুপ্ত।

ইনি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অধিবাসী। ইঁহার রচিত ব্রহ্ম সঙ্গীতগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। বোর্ডের মেম্বর সুপ্রসিদ্ধ সিভিলিয়ান মিষ্টার কে, জি, গুপ্ত, ইঁহার পুত্র।

বাউলের সুর।

দেখ অন্ধরা নয়ন খুলে, ভগবান্ কি করে রে।
আজব গড়ন গড়ে রে॥
(ও মন) জল থাকে রে নিম্ন ভূমে,
কাষ্ঠ লোহা পাহাড়ে;
(দেখ) সেই দুজনে রে মন
নৌকা গড়ে, সদাগরি করে রে॥
(দেখ) ভারতের বরাত খাটে মাঠে
ক্ষুধার বরাত পেটে,
(দেখ সেই দুজনে পীরিত গুণে
কত বেগার খাটে রে॥

(ও মন) সূর্য্য দেয় রে দিন করিয়ে,
জোনাক দেয় রে চাঁদ,
বাতাস বয় মেঘ বরষে, জগৎ ভাসায় জলে রে॥
(রে মন) শূন্যেতে বেড়ায় রে জল,
মেঘ বিনা কে জানে রে,
ওরে এই জহুরা তুচ্ছ করি কোন্ জহুরা মানেরে

রামপ্রসাদী সুর—আড়খেমটা।

ধন্য মা ভারতেশ্বরী, তোমার
গুণে যাই মা বলিহারি,
তোমার গুণের রসে, ভারত ভাসে,
জলে যেমন ভাসে তরী।
(তোমার) লক্ষগুণের মধ্যে এ গুণ;
যে গুণে মা আমরা তরি,
(তুমি) রাজ্যাধিকার আপনি নিয়ে,
ধর্ম্মাধিকার দিলে ছাড়ি।
(তাইত) মোরা অধীন হয়েও,
স্বাধীন রাজ্যে বসত করি,
(কেমন) বুক ঠুকি করিয়ে গো মা,
ধর্ম্মরাজ্যে চলি ফিরি।
রুষ প্রুষাদি রাজরাজড়ার,
কত কথা শুনি পড়ি (মাগো)
তারা নাকি আপনা ধর্ম্ম মানায়,
লোকে শাসন করি।
তুমি কিগো পারতে না মা,
সেরূপ নিতে ধর্ম্ম কাড়ি, (তবু)
সেই অনুরূপ করলে না মা,
স্বরূপ ধর্ম্মের মর্ম্ম ছাড়ি।
ধনের দীন যে ভারতবাসী,
এ জন্য কি ভাবনা করি, (তুমি)
মনের ধন্ যে মনে রেখেছ,
এই গুণেই সব পাশরি।
ভারতের মনোরথ পূর্ণ,
দেখ গো ভারতেশ্বরী, (বলি)
বেঁচে থাক মাগো তুমি যুগযুগান্তর রাজ্য করি।
পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ,
ব্রহ্মে এ প্রার্থনা করি (মাগো)
যে ধর্ম্মে রক্ষিছ তুমি,
সে হউক তোমার রক্ষাকারী।
(তোমার) রাজত্বকাল অর্দ্ধশত,
গত দেখে আশা করি, (মাগো)
শত বর্ষ পূর্ণ হলে আবার দ্বিগুণ আমোদ করি।
(হবে) জুবিলিপূর্ণ বিশই জুন,
তখন হবে গ্রীষ্ম ভারি (তাই)
ভারতবর্ষে মনের হর্ষে,
জুবিলি ষোলই ফেব্রুয়ারি॥

পিলু—খয়রা।

বলরে বলরে বলরে ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং
পাইলে ব্রহ্মকৃপার বিন্দু হইবে শীতলং।
হৃদয় কাননে ফুটিবে ফুল,
চারিদিক হবে সৌরভে আকুল,
ব্রহ্ম কৃপাগুণে অবশ হৃদয় হইবে সবলং
জীবনের যত পাপতাপ ভার,
ব্রহ্ম কৃপাগুণে হবে ছারখার,
মরণ ঘুচিবে জীবন বাঁচিবে, হইবে নিম্মলং।
হইবে হৃদয়ে আনন্দ অপার,
উথলিবে প্রেম-সিন্ধু পারাবার,
দেখেছ না যাহা দেখিয়ে এবার, হইবে বিহ্বলং।
কি ভয় ভাবনা ব্রহ্ম কৃপাগুণে,
কি করিবে শোক তাপের আগুনে,
কালী কয় বল কর সেইগুণে হইও না বিকলং॥

কীর্ত্তন—খেমটা।

ব্রহ্মনাম কি মধুর রে ভাই।
নামের বালাই লয়ে মরে যাই॥
নামে পাষাণ গলে, ভাসে জলে,
মরলে নবীন জীবন পাই।
নাম স্মরণেতে হয়, প্রাণে মধুর প্রেমোদয়,
(যাহা) প্রাণে উঠে প্রাণে ফুটে, প্রাণেতেই লয়,
এ নাম স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল ছেড়ে
হৃদয় ঘরে করে ঠাঁই।
নাম স্মরণে সরল, যত মনেরি গরল,
আলোর কাছে আঁধার যেমন তেমনি অবিকল;
এমন জাগ্রত জীবন্ত নাম আর
জন্মে কভু শুনি নাই।

নাম নিতে দিতে বল, আবার অনন্ত সম্বল,
তাই বলি মন পায় ধরে তোর ব্রহ্ম নামটি বল।
এই নাম নিয়ে বাচ কিমর কিছুতেই ক্ষতি নাই,
এই নামেরি ঠাটে, আঁধার কুয়াসা কেটে,
প্রেমের সূর্য্য উদয় হয়ে, শুভদিন ঘটে।
নামে যমকে যেমন ববে ধরে,
মানে না সে ডাক দোহাই॥

কৃষ্ণকান্ত পাঠক।

ইহার জন্মস্থান দক্ষিণ-বিক্রমপুর। ইহার রচিত গীতগুলি অতি মনোহর এবং ইঁহার রচিত সুর "কৃষ্ণকান্ত পাঠকের সুর" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহার রচিত গীতগুলি সঙ্গীত-ব্যবসায়ীদিগের নিকট বড়ই আদরণীয়। পাঠকতা ইঁহার ব্যবসায়। বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর।

যারে মন দিলে মন পাইতে পার
তারে দিলে কৈ।
আমি হলেম আমার মত
তার মনের মত হলেম কৈ॥
মনের আগুন মনে জানে বল্‌ব কার কাছে,
এমন বুঝে, আগুন করে বারণ এমন বা কে আছে
যে বুঝিবে মন তারি কৃপার ভাজন
যোগ্য হলেম কৈ॥
দিলেম না মন রইলেম সদা বনিতা-নিবাসে,
হৈল প্রায় কাল শেষ,
দেখ মন শেষ মজেছ কি রসে.
যে দেশে গেলে আশা পোরে,
সে দেশে যাওয়া হলো কৈ॥
সাধু যে জন দিয়াছে মন তারি চরণ পাশে,
ও সে রসের পাথার, দিয়ে সাঁতার
প্রেম-তরঙ্গে ভাসে।
এমন হয়েছে যে জন তার তুলনা আছে কৈ॥
দেখি ভেবে দিবে কবে, দেও যায় দিন কি আছে.
চিন্তামণি বলে কান্তরে দেখ কৃতান্ত তোর পাছে।
ও তোর আপন দোষে সব হারালি,
আমার দেশে আলি কৈ॥

প্রেমের দাগ মাখা রাগ
অন্তরে যার তার তুলনা কৈ।
নয়ন মন তার কাছে কাছে
সে বিনে প্রাণ বাচে কৈ॥
আছে কিনা আছে যেন এদেহে জীবন,
ও তার মনে মনে রূপের সনে হয়েছে মিলন
মন করে আকর্ষণ সেইরূপ ছাড়া তার নয়ন কৈ
ঘুচেছে তার অলৌকিক আচার বিচার
লোকের মাঝে,
ও তার হৃদয় মাঝে প্রেমের প্রচার
সদায় আছে কাজে.
ঐ হাহাকার এ ভবে তার
সে বিনে কে আছে কৈ॥
লেগেছে দাগ দাগের মত তব অনুরাগ,
ও তার রাগের কারণ মনের কাছে
দিন যামিনী থাগে,
সেরূপ রাখে অন্তরে ভাইরে
লোকের কাছে বলে কৈ॥
গোঁসাই চিন্তামণি কয় তোর ছিল না কপালে
কান্তরে তুই মানব জনম কাটালি বিফলে;
হারালি দিন এখনো রাগের অনুগত হলি কৈ

জানি কার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়েও গৌর হয়েছে
তারে ধরবে বলে ঝাঁপ দিলে,
থাই পেলে না ন'দে উঠেছে॥
কারে জানি বাসতে ভাল, সে মনের মত কি
সদা ওর মন ছিল সেই রূপের কাছে;
ও তার পেলে না কল, তাইত বিফল,
অন্তরে ওর দাগ লেগেছে॥
সদা ওর মন পুড়ে যায়, নয় স্থির ভ্রমে বেড়ায়,
তাপিত প্রাণ শীতল হয় স্থান কোথায় আছে;
তার প্রেমানলে দগ্ধ হৃদয়, নয়নে নিশানা আ
নাইকো ওর দুখের অন্ত, হয়েছে পথ শ্রান্ত
সদা তার ভ্রান্ত নয়ন ঝুরতে আছে;
কৃষ্ণকান্ত বলে শান্তি নাই তার,
যাবজ্জীবন তাবত্ আছে॥

যার যার যে রূপ উদয় হয় মনে,
সময়ে সে রূপের দেখা মিলে কই।
সদানন্দ রূপ, রূপেরি স্বরূপ,
সে রূপ বিহনে সদানন্দ কই॥
আমার আঁখির বাসনা,ঐরূপ হেরি পলকে পলকে
মনেরি বাসনা ঐ রূপ মনে মনে থাকে,
রসনার বাসনা সদা তা'রে চাকে,
শ্রবণের বাসনা শুনে শোনে কই॥
অতি দূর কূল, আশা পারের পার,
সে রূপ রহিল আশা পারাপার,
বিনে নাবিক তরী, কিসে পাবি পার,
আশা পারাবারের নাবিক রৈল কৈ॥
অন্ন সুখ যেমন অগ্নি জলচয়,
কর্ম্মপাশে জীব সদা বদ্ধ রয়,
সে অন কেমন করয়ে দাহন,
বুঝিবে কেমন কেবা আছে কই॥
চিন্তামণি বলে কৃষ্ণকান্ত তোরে বলি,
এবার ভবে এসে কেবল কয়ে বয়ে গেলি,
সকলি করিলি, কাজে শূন্য হ'লি,
শ্রীরূপের চরণে স্মরণ নিলি কই॥

খোঁজে তার কোন্ স্বরূপে
মনের মানুষ মিশে গেছে।
ও তায় পায় না দেখা, তাইতে একা,
দেখার লেগে কাঁদতে আছে॥
সে মানুষ পাবার আশে, ভ্রমিছে দেশে দেশে,
শুদ্ধ রস প্রেমাবেশে রাগ নিয়াছে,
নাহি ভঙ্গ রাগে মাখা অঙ্গ,
অঙ্গে অঙ্গরাগ ধরেছে।
সকলই রাগের বিকার, অঙ্গে হয়েছে প্রচার,
রাগেতে তার সনে ওর মন মিশেছে;
যদি না মিশে মন, কেবা এমন,
কার লেগে কবে কে কেঁদেছে।
যেন এ অঙ্গ নয় ওর, ভাব-তরঙ্গে বিভোর,
হেন ভাব-ভূষণে কায় কে গড়েছে;
ও তার মনে ব্যথা, কয় না কথা,
অন্তরে (প্রেম) কাঁটা ফুটেছে।
যায় যেন যায় কি না যায়,
চায় যেন চায় কি না চায়,
হেঁটে যায় তাই যেন ধরায় পড়েছে;
কান্ত কয় যার লেগে মন, করে এমন,
তারে বিনে জীবন মিছে॥

চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ইঁহার জন্মস্থান ২৪ পরগণার বেলঘরিয়া গ্রামে। পিতার নাম শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। ১২৪৮ সালে জন্ম। এক্ষণে ইনি হাওড়া বেঁটড়ায় চিকিৎসা ব্যবসায় করেন। ইনি স্বভাব কবি; ইনি আপনিই সঙ্গীত রচনা করেন, আপনিই গান, আপনিই তাহাতে বিভোর হন। ইঁহার সঙ্গীতের একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আছে, এবং কোনও কোনও সাময়িক পত্রে ইঁহার দুই চারিটি সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছিল।

ঝিঝিট—একতালা।

ভজ মন, হর শঙ্কর বিশ্বেশ্বর দিগম্বর ত্রিলোচন।
আসিয়া সংসার-মায়া-কারাগারে,
ফের দন্ত ভরে কি কারণ॥
বেষ্টিত এ কারা মায়ার প্রাকারে,
পিশাচী পিশাচে রক্ষী রক্ষা দ্বারে,
হর-কৃপা বিনা এড়াইবি না রে,
এ যে শমনে করে শাসন॥
যাঁর জটাজূটে পতিত-পাবনী,
সে হরে ভজিতে কেন অভিমানী,
যাবত সজ্ঞান কর তাঁর ধ্যান,
শিব সেবা বিনে নাহিরে মোচন॥

পরজ—ঝাঁপতাল।

আর সহে না এ জীবনে, বিষম যাতনা।
কতদিনে অভাজনে করিবে মা করুণা॥
হয়ে বাসনার বশ, লাভ হল অপযশ,
সেবনে অমিত্য রস, নিত্য বাড়ে ভাবনা॥
লোভে হয়ে নিমজ্জন, করি পাপ উপার্জ্জন,
মোহ দোষে পর বশে, সহি এত লাঞ্ছনা॥
দস্যু যেন কারাগারে, থাকি আমি সে প্রকারে,
আমি কে পালি কাহারে, মদে হরে ধারণা॥

চেতিয়ে চেতনা নাই, মাৎসর্য্য অতি বালাই,
ও শ্যামা ডাকি মা তাই, দেহি চন্দ্রে চেতনা॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

আর কার দোষ নাই, আমি নিজের মাথা
নিজে খাই (ওগো)।
বাঁশের খাঁচায় বাসা ক'রে কত্তে চাই বাদসাই॥
সঙ্গী ছজন কুজন তারা, পড়ি যেমন পড়ায় পড়া,
(হায়), বুঝতে গেলে দেয় যে তাড়া,
ওরাই ত বালাই॥
মত্ত হয়ে নিত্যরসে, ও কটাকে রাখলে বসে,
কাটত কাল সুখে বসে, এখন ভাবি তাই॥
কুমন্ত্রীর মন্ত্রণা শুনে, জ্বলি সদা মনাগুনে,
বল গো বল কি গুণে, এ জ্বালা এড়াই॥
এদের হাতে হ'তে মুক্তি, দ্বিজ চন্দ্রের এই যুক্তি,
হরি পদে রাখ ভক্তি, তুলো না আর
আশার হাই॥

কেদারা—আড়াঠেকা।

কো'থা আছ ওমা তারা, ভবের ঘরণী।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, উমা কাঞ্চনবরণী॥
তব মানসে সম্ভব, ব্রহ্মা জনার্দ্দন ভব,
বিশ্বমাতা না'ম তব, শরণাগতপালিনী॥
তুমি গো নিত্যপ্রকৃতি তোমাতেই সৃষ্টিস্থিতি,
তুমি বায়ু জল ক্ষিতি, অসুরদল-দলনী॥
তুমি আকাশ প্রকাশ, তুমি গো চপলা হাস,
প্রলয়ে মা তুমি ত্রাস, হয়ে অনন্তশায়িনী॥
গয়া গঙ্গা বারাণসী, কেতু তারা রবি শশী,
তুমি পক্ষ দিবানিশি, মহেশী ঈশী সর্ব্বাণী॥
তুমি পুষ্প পরিমল, জঙ্গম জীবসকল,
রিপু ঋতু বুদ্ধি বল, সকলি তুমি জননী॥
মূঢ় জীব জ্ঞান নাই, তোমায় ভিন্ন ভাবি তাই,
চন্দ্রে অন্তে দিও ঠাঁই, (মা)
পাই যেন পদ দু'খানি॥

কালাংড়া—একতালা।

ধন মিলে হল না যে পর উপকার।
বৃথা ভবে এসে ছিলাম বৃথা জনম আমার॥
হা বিভু যার অন্তর, পরদুঃখেতে কাতর,
অন্নাভাবে নিরন্তর, সেই করে হাহাকার॥
কৃপণ নিষ্ঠুর যারা, ধনে মানে বাড়ে তারা,
দাতা হয় দুঃখে সারা, এই কি তব বিচার।
তস্করের দলপতি, তাহারে কর ভূপতি,
তব পদে যার মতি, অশেষ দুর্গতি তার॥

সিন্ধু-ভৈরবী—একতালা।

ক্ষেপাসি গো এ ভবার্ণবে তাতে ভাবি না তত।
ছেলে বুদ্ধি বলে ভাবি মা
পাব না মা তোমার মত॥
ডুববো যত অগাধ জলে, কাঁদবো তারা তারা বলে
নিবি কি না নিবি কোলে,
ভাবি যে তাই অবিরত॥
ভবে যে মায় দিবে ম্যানা,
সে তোমায় নিতে দিবে না (মা গো মা),
এ মায় তোমায় চেনা, ভ্রান্তি তায় মা হবে কত,
এ মায় তোমায় ভেদাভেদ, কালে ঘটাবে বিচ্ছেদ,
মা যখন মা করবে খেদ, রব মা তোর অঙ্কগত॥

ভৈরবী—একতালা।

ত্বরায় প্রাণান্ত ওহে রমাকান্ত একান্ত বাসনা।
দুস্তর সংসারে ছ'রথিতে ঘেরে
দিতেছে বড় যাতনা॥
ভাঙ্গা ভক্তিধনু ছিন্ন জ্ঞানগুণ,
নাহি পুণ্যবাণ, শূন্য আছে তূণ,
সাধিনে সংগ্রামে হইলে নিপুণ,
মরমে বাজে বেদনা॥
স্বগুণে হে নাথ হইয়া সারথি,
যদি কর দীনে শ্রীচরণে রথি,
কার সাধ্য করে চন্দ্রের দুর্গতি,
রবিসুত দূতে ছুঁতে পারিবে না॥

রামপ্রসাদিসুর—একতালা।

মা আর ভাবিব কত।
এ যে ভবের ভাবনা বিষম যাতনা
প্রাণ হ'ল ওষ্ঠাগত॥

যখন শৈশবে ছিলাম অজ্ঞান,
ভাবনা ছিল কি না ছিল না সে জ্ঞান,
একি যৌবনাবধি, দেখি নিরবধি,
ভাবনা অপার জলধি মত ॥
এ অনিত্য চিন্তা বিষয় জড়িত,
ভবানী চিন্তায় করেছে বঞ্চিত,
এবে শিবে কর করুণা কিঞ্চিত,
শমন হ'ল আগত ॥

ঝিঝিট—একতালা।

মন, মজরে মজরে ভজরে ভজরে
ঐ নীলকান্ত মণি বাঁশরী-অধরে।
সুঠাম চরণে গজেন্দ্র গমনে,
রুণুঝুনু বাজে নূপুর সঘনে,
শ্রীপদ কিরণে রবি শশী গনে, মিশিল লাজ ভরে
দেখরে চিক্কণ কাল বরণ,
যে রূপেতে আলো করে ত্রিভুবন,
বামে মৃদু হেলা মদনমোহন, ভক্তজনমন হরে ॥
নবজলধর কদম্বের মূলে,
বিভূষিত নানাবিধ বনফুলে,
মধু লোভে ধায় গায় অলি কুলে,
তড়িৎ জড়িত হাসি ওষ্ঠাধরে ॥
পীতবাস পরা পীত ধড়াধরে,
গুচ্ছ শিখী পুচ্ছ শোভে শিরোপরে,
চন্দনের বিন্দু ললাট অধরে,
উজ্জ্বল কৌস্তভ হৃদোপরে ॥
শ্রবণে কুণ্ডল করে ঝল মল,
নয়ন কমল, করে টল টল,
নাসাগ্রেতে মতি অতি নিরমল,
করেতে ঝলার কি কিরণ ধরে ॥
দ্বিজ চন্দ্র বলে শ্যামসুন্দর,
এ হীন জন প্রতি কৃপা কর,
হর পাপ হর, হর তাপ হর,
নিরন্তর বিরাজ কর অন্তরে ॥

মুলতান—আড়া।

অহঙ্কারে তুমি কর সবাকারে হেয়জ্ঞান।
যারেক ভাব না যে [illegible] ধরিয়া শমন ॥
রত্ন ধন অলঙ্কার, যার তেজে অহঙ্কার,
বল হে সঙ্গে তোমার, যাবে কি সে সব ধন ॥
পীড়া দিয়া পর মনে, আছ মত্ত উপার্জ্জনে,
সামান্য ধনের ধ্যানে, সত্য ধনেতে নির্ধন ॥
ক্রোধ মোহ মদে মত্ত, ভুলে গেলে আসল তত্ত্ব,
হারাইয়া সুধা-বস্ত্ব, কলুষে কর ভ্রমণ ॥
বলেছে বুঝি-হে কেহ, তোমার ও অক্ষয় দেহ,
তাই ইহ লোকে স্নেহ, আত্মসুখে বিচেতন ॥
কিন্তু জানিবে নিশ্চয়, নানা ধন জন রয়;
তথাপি এ দেহ হয় অবশ্য পতন ॥

ইমন্ কল্যাণ—আড়া।

আমি নিজের তত্ত্ব বুঝতে কই পারি।
আমি কে, ছিলাম কোথা হে,
কেন হেথা, যাব কোথা বলতে নারি ॥
দেখতে পাই দেহে আছে স্নেহ মায়া,
আছে পিতা মাতা পুত্র কন্যা জায়া,
জ্ঞাতি বন্ধু যেন অঙ্গ সঙ্গে ছায়া,
আমি সবায় আমার আমার বলে সারি ॥
বানাই ঘর বাড়ী সাজাই মনের সাধে,
অনিত্য এ দেহ ভাবিনা আহ্লাদে,
মরে প্রতিবাসী জ্ঞাতি তার কাঁদে,
আমি তা দেখেও ছাড়ি না জারি ॥
ভোজের বাজী যত সংসারের খেলা,
ফুরিয়ে যাবে সব হলে শেষ বেলা,
তখন যোগনিদ্রা-যোগে নিদ্রা হবে মেলা,
আর ভাঙ্গবে না সে ঘুম যে ভারি ॥
দ্বিজ চন্দ্র কহে মনে আকিঞ্চন,
যে ক'দিন ভবে করিব যাপন,
পরব্রহ্ম পদে থাকে যেন মন,
মৃত্যুকালে হরি বলে দেহ ছাড়ি ॥

বেহাগ—একতালা।

দেহ বিম্ববৎ ভাসে।
সকলি কারণ, বুঝি না কারণ,
কিসের মিলন, কিসে প্রকাশে ॥
ভেসে ভেসে যাই, ভ্রমি কত ঠাঁই,
অকূল পাথার, কূল যে নাই,

কালো-কলঙ্কিনী নামটি পেয়েছি,
কালা করেছে যাতনা ॥

—

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

যারে হেরিলে আঁখি হয় পুলকিত।
তারে বাসিতে ভাল কিসে অনুচিত ॥
লইতে কমলাঘ্রাণ, কেবা ভাবে অপমান,
অমৃত করিতে পান,—কে নহে বাঞ্ছিত ?
কেবা সাধ নাহি করে, হেম-হার গলে পরে,
পালিতে বসন্ত দূতে,—হয় কে লজ্জিত ?

—

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রেম যে কি যায় কি জানা বিচ্ছেদ না হলে।
প্রণয়ে জুড়ায় প্রাণ বিরহেতে জ্বলে ॥
প্রণয় পূর্ণিমার জ্যোতি, বিরহেতে সন্তাপ অতি,
প্রণয়ে অমৃত ঢালা বিচ্ছেদ মাখা গরলে ॥
দেখ সাক্ষ্য সরোবরে, পদ্ম হাসে রবি করে,
অধোমুখী দেখি তারে, দিবাকর অস্ত গেলে ॥

—

খাম্বাজ—ঠুংরী।

যে আপন ভাবে না তারে কেন ভাবিব আপন।
যতন যে নাহি করে তার কিসের যতন ॥
আমি ভাবি সে আমার, অন্যেতে বাসনা তার,
এমন স্বভাব যার, তারে কিবা প্রয়োজন ॥

—

খাম্বাজ—একতালা।

কে জানে সজনি প্রেম-দায় প্রাণ যায়।
সুখের কারণ প্রণয় সৃজন,
কে জানে এমন গরল তায় ॥
লজ্জিতে সুজন, করে আকিঞ্চন,
গরল [illegible] [illegible],
[illegible] কি এমন,
[illegible] পায় ॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]

—

বেহাগ—কাওয়ালী।

কাঁদিয়া রজনী পোহায়, (আমার)
আঁখি জলে বুক ভেসে যায়।
মনের আগুন তবু নিবে না যে তায় ॥
প্রণয়ে জুড়াব জ্ঞানে, সে জনে সঁপিয়ে প্রাণে,
পড়ে বিচ্ছেদ-তুফানে, মরি মরম ব্যথায়।
সে যদি জ্বালাবে এত, ছিল কেন অনুগত,
যাহাতে ছিল অমৃত গরল উঠিল তায় ॥

—

ঝুম ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

সে তারে যতন করে যে যার মনোমতন।
শশী তোষে কুমুদীরে রবি কমলো মিলন ॥
জলদে চাতক তোষে, মধুমাসে মধু তোষে,
পতঙ্গ কপালদোষে, প্রাণ দিয়ে তোষে পাবক ॥

—

সাহানা—খেমটা।

আমরা সব বে'দের মেয়ে বাতের ব্যথা ভাল করি
হয় যে রসিক গুঁজন বিনা যত্নে পায় সে বড়ী ॥
ঝোলাতে টোটকা রেখে, পাড়াতে বেড়াই ডেকে,
মনের মতন রোগী দেখে কোঁচাটি ধরি ॥
যদি হয় ধনার ছেলে, খাওয়াই ডিম ভেজে ভেজে
সে আপন জন সবার ফেলে,
যোগায় মোদের কড়ি ॥

—

গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা বহুবাজার শাঁখারীটোলায় ইঁহার নিবাস ছিল। "গীতসার" নামক ইঁহার একখানি পুস্তক আছে। স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ইনি বন্ধু ছিলেন। চারি পাঁচ বৎসর হইল, ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সঙ্গীত রচনায় ইঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল।

—

বাউলের সুর।

[illegible] খুঁজিয়া বেড়াই,
পাই না তায় [illegible]
[illegible]
[illegible]

মনের মানুষ যদি পাব, হৃদকমলে বসাইব,
নয়ন জলে ধোয়াব চ'রণ।
(ওগো) প্রেম-সুধা দিধি দিয়া (গো)
তারে করাব ভোজন।
মনের মানুষ পাবার লাগি,
শিব হয়েছে সর্ব্বত্যাগী,
করে সে শ্মশানে গমন (গো)
(ওগো) সে অধর ধরা যায় না ধরা,
তারে ধর্চ্চে গোপীগণ॥
মনের মানুষ কোথায় পাব,
পেলে মনের কথা কব,
জুড়া'ব তাপিতজীবন।
আমার দেহ আত্মা, মন, প্রাণ গো
তারে কর্‌বো সমর্পণ॥
মনের মানুষ শচীর গোড়া, ন'দেতে পড়েছে ধরা,
করে তার করঙ্গ ধারণ।
(ওগো) দ্বিজ গঙ্গাধর কয়, গুরুর পদে (গো)
যেন থাকে আমার মন॥

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

ভবের বাঁশবাজি করে,
ও মন সাবধানেতে, যাও রে ওরে॥
পরমায়ু-দড়ির উপর পা ফেল রে ধীরে ধীরে,
কর অঙ্গ চালন, লোক ব্যবহার,
বিচার-বাঁশটা করে ধরে।
কর্ত্তব্য কর্ম্মেতে নাচ, উৎসাহেতে বারে বার,
যেন মাথায় কলসী ও রে মন,
যেন ধর্ম্ম-কলস যায় না পড়ে,
পাপ-পিছলে পা-টা সরে।
আত্মারামের দোহাই দিয়ে, বাজি কর ঘুরে ফিরে,
ও মন এড়াবি মরণ-ভয়ে,
[illegible] লাগবে শমনেরে॥

[illegible] সুর—খেম্‌টা।

[illegible] মায়া [illegible]-জলে, মন-তরি [illegible]।
[illegible] হে কর পার॥
[illegible], কুমতি বড়, বইছে সদায়,
[illegible] বাঁধিয়ে দিতার।
[illegible] পার॥

হে স্বার্থরূপ-পাষাণ চড়াতে, খাইয়ে আছাড়,
বারে বার ছেড়ে গেলে নৌকারী যাবার।
জল উঠে ছিদ্র দিয়ে তা'র॥
হে ভাঙ্গিল বিচার-হাল, ছিঁড়ে ধৈর্য্য-পাল,
পাপরূপ পাকনা জলে ঘুরায় অনিবার।
তাহে ভগ্ন তরি বাঁচা ভার॥
হে শোচনা-কুম্ভীর ক্ষোভ-হাঙ্গর-আকার,
ধরি তরি অঙ্গ তা'রা করিছে আহার।
হই সারা তাহে একেবার॥
হে করুণা-বাতাসে নাথ করে হে উদ্ধার,
ক্ষমা-কূল দেও প্রভু চরণে তোমার।
ভবকাণ্ডারী হে কর পার॥

কালেংড়া—খেম্‌টা।

যদি চাস মন জগতের ভালবাসা পেতে।
খুলে দে রে প্রেমদ্বার জগৎ-মাঝেতে॥
বিতরি প্রেম রতন, শাক্য যীশু চৈতন্য,
দেবতা বলিয়ে গণ্য, হলো ভূতলেতে॥
পশিলে পরশমণি, লোহা সোণা হয় অমনি,
প্রবাদ বচন শুনি, লোকেরি মুখেতে—
প্রেমমণি হৃদে যা'র, পরশেছে একবার,
রূপের কি হয় তা'র তুলনা চাঁদেতে॥

পূর্ণচন্দ্র সিংহ।

কুমার পূর্ণচন্দ্র সিংহ পাইকপাড়া রাজবাটীর প্রসিদ্ধ লালা বাবুর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের পুত্র। সাত আট বৎসর হইল, ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে।

আলিয়া-খাম্বাজ—একতালা।

মন যে আমার ছলুছে হরি।
কিসে এ দোলা নিবারণ করি॥
হেরে ভবনদীর তুফান, ছলেছে সাধ তনুতরী।
এখন খেয়া ঘাটেতে ভাবছি বসে,
এস হে পারের কাণ্ডারী।
দীন পূর্ণচন্দ্র বলে, বসে [illegible] ধরি।
[illegible] পারে দিও
[illegible]

গৌড়সারঙ্গ—আড়াঠেকা।

কেন প্রভু দীন জনে হইলে নির্দয়।
না দিলে ভকতি হরি কি দিয়ে তুষি তোমায়॥
জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক-বলে তনুতরী সাজাইলে,
পাপ পুণ্য দুটা, সৃজিলে সাগর;—
মোহপাল আশা-পবনে, ছটা দাঁড়ির মিলনে,
ডুবালে পাপ সলিলে, পূর্ণচন্দ্রের হৃদয়।

নিমাইচরণ মিত্র।

ইনি রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন। তৎকালে ইহাঁর গানগুলি আদরের সহিত ব্রাহ্ম-সমাজে গীত হইত।

আলেয়া—আড়াঠেকা।

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল,
আছি ভাল প্রাণে প্রাণে।
কোথায় কুশল তোমার আয়ুর্যাতি দিনে দিনে॥
দারাসুত প্রভৃতি, কেহ না হইবে সাথি,
ভাল কর অবস্থিতি, তোমার সহায় জীবনে।
মুক্তি-বেদ মতে চল, মিথ্যা মাথায় কেন ভুল,
ইন্দ্রিয় আছে সবল ভজ সত্য নিরঞ্জনে॥

এ দিন তো রবে না,
জীবন জীবন-বিম্ব জানিয়া কি জান না।
ক্ষণ মাত্র পরিচয় কাকস্য পরিবেদনা।
মেঘের সম্বন্ধ যেমন, বায়ু সহকারে মিলন,
বিচ্ছেদ হইবে পুন, অনিল করে চালনা।
দারাসুত বন্ধুজন, হয় একত্র মিলন
বিশেষ হলে তখন, কোথায় যাবে বল না।
মায়ার্ণব উত্তরিয়ে, কামাদিকে বিনাশিয়ে,
শান্তি ধৈর্য্য যুক্ত হ'য়ে, কর আত্মার সাধনা॥

খাম্বাজ—চিমাতেতালা।

[illegible] মনে কর তাঁরে।
যে বিভু সৃজন পালন সংহারে॥
সর্ব্বত্র [illegible], অথচ নাহিক চরণ,
[illegible] বিনা সকল হেরে।
[illegible] দ্বিতীয় নাহিক [illegible]
[illegible]

কালীনাথ রায়।

২৪-পরগণা টাকীর মুন্সী-পরিবারের খ্যাতনামা পুরুষ কালীনাথ রায় অনুমান ১২০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১২২০ সালে কালীনাথের পিতা শ্রীনাথ রায়ের মৃত্যু হইলে, তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর গোপীনাথের উপর তিনি সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ-ভার ন্যস্ত করিয়া যান। বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে কালীনাথ বিশাল জমীদারীর কর্ত্তা ও অধীশ্বর হন। রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির সহিত ইহাঁর বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। কলিকাতায় আদি-ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের ইনি একজন প্রধান সাহায্যদাতা ছিলেন; এমন কি, উক্ত সমাজ-বাটীর খরিদা কোবালায় ক্রেতাদিগের মধ্যে কালীনাথের নামও লিখিত আছে। ইহাঁর বহু সদনুষ্ঠান ছিল। সঙ্গীত-বিদ্যার আলোচনায় ইনি বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১২৪৭ সালের ২৮এ অগ্রহায়ণ ঊনচত্বারিংশ বর্ষ বয়সে বরাহনগরের বাটীতে ইহাঁর গঙ্গালাভ হয়। পুত্রসন্তান না থাকায়, ইহাঁর সম্পত্তি ইনি ভ্রাতাদিগকে উইল করিয়া দিয়া যান। মুন্সীর বংশের শেষ উন্নতি ইহাঁর সময় সাধিত হয়। টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমীদার অশেষ গুণাধার রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ বি-এল,—কালীনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র।

শঙ্করা—আড়াঠেকা।

ভুলনা ভুলনা মন, নিত্য সত্য সদাত্মাকে।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে, অবলম্ব করি যাঁকে॥
অখণ্ড মণ্ডলাকার, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর,
সে পদার্থ সারাৎসার, নিরন্তর ভাব তাঁকে।
ইন্দ্রিয় শাসন করি, অহঙ্কার পরিহরি,
জ্ঞান-অসি করে ধরি, ছেদ কর মত্ততাকে॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ক্ষণমিহ চিন্তা কর, সৎ স্বরূপ নিরঞ্জন।
ত্যজ মন দেহ গর্ব্ব, খর্ব্ব হবে রিপুগণ॥
সম্মুখে বিষম জাল, পশ্চাতে নিষাদ কাল,
গেল কাল অন্তকাল, ভাব রে এখন।
যাঁহাতে উৎপত্তি স্থিতি, তাঁহাতে নাহিক প্রীতি
এ তোর [illegible] রীতি [illegible] মন।

বেহাগ—আড়া।

কালা ঘটালে কি দায়।
হরিয়ে যৌবন মন রহিল কোথায়?
আমার অন্তর হ'রে, রহে অন্তরে অন্তরে,
নিরন্তর সে অন্তরে, ধরা নাহি যায়।

ছায়ানট—তেওট।

কেও দাঁড়ায়ে তরুবর মূলে বঙ্কিমটবর ছাঁদে সই,
সুধাংশু ভাস্কর, তার পাদপদ্মে॥
পীতবাস সুশোভিত, মেঘেতে যেন স্থির তাড়িত,
বনমালা বিলোলিত,কিবা শ্রীবৎস শোভে হৃদে।
অপাঙ্গ ভঙ্গিতে তার, মজায় কুলসহ অবলার,
বাঁকা মোহন চূড়ায় আর, বাঁশী গভীর নাদে।

ললিত—আড়া।

ওগো ভুজঙ্গিনি রাধে, ফণা আবরণ কর।
মান-মণি হারাইয়ে, হবে গো রোদন সার॥
সে চক্রিকে চক্রে ধরা, ত্যজ গো গর্জ্জন করা,
হও কুণ্ডলী আকার, তমসি তম সম্বর।

দেশ মল্লার—মধ্যমান।

চল মা চল মা গৌরি, গিরিপুরী, শূন্যাগার।
মা হলে জানিতে, উমা, মমতা পিতা মাতার॥
তব মুখামৃত বিনে, আছে রাণী ধরাসনে,
অবিলম্বে চল অম্বে, বিলম্ব সহে না আর।
তোমার বিরহ-অসি,
অহরহ হৃদে পশি করয় ছেদন,
তোমার বিচ্ছেদানল, অন্তরে হয়ে প্রবল,
সিন্ধুনীরে প্রবেশিল, মৈনাক ভ্রাতা তোমার॥

আলেয়া—আড়াঠেকা।

কই মা তনয়া বলে আনতে আমায় গিয়াছিলে।
দেখ মা, আপনি আমি, এসেছি জননী বলে॥
কৈলাসবাসিনী যত, তারা আমায় বলে কত,
মা হীনা কন্যারি মত, কাঁদি মা বসি বিরলে।
ত্রিপথগামিনী সঙ্গে, কলরব
করে রঙ্গে সঙ্গে আমার,
একে সে তাদের ভোলা, তাহে সতিনেরি জ্বালা,
[illegible] বাঁধে বালা, কেমনে রইলে ভুলে।

আলেয়া—আড়াঠেকা।

গিরি, গণেশে আনগে প্রথমে।
সেই সুমঙ্গলে আমার, মঙ্গলা আসিবেন ক্রমে।
বোধনেতে সম্বোধন, প্রতিপদে পদার্পণ,
পঞ্চমীতে আবাহন, ষষ্ঠী সংযমে॥

ভৈরবী—টিমাতেতালা।

রণমাঝে কে রে, কাল পরে, কাল কামিনী।
মহাকাল,কালরূপিণী,একাকিনী গম্ভীর নিনাদিনী
নরশির হার, গলে দোলে কিবা শোভা ও বামার
মুক্ত কেশভার,জিহ্বা সুবিস্তার, কিবা দেখ আর,
নাহিক নিস্তার, ধরগে বামার, চরণ দুখানি।
একাকিনী গম্ভীর নিনাদিনী॥

ছায়ানট—তিওট।

এমা, কালিকে, কালভয়-নাশিনি,
কালবরণি মহাকাল কালনাশিনি।
করাল বদনা, বিকট দশনা,
লোল রসনা, আর রুধিরে মগনা,
শিবে শবাসনা, তারিণি ত্রিনয়না,
বিবসনা, ঘোর নিনাদ-কারিণি।
ভীমে ভয়ঙ্করা, ভৈরবি ভবদারা ভবভয়হারা,
আর, ত্রিপুরনাশিনি তারা,
অসুর সংহারা, অসুর পরাৎপরা,
অসিধরা,—শঙ্কর-মন-বিলাসিনি॥

সাহানা বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

ভবব্যাধি যন্ত্রণা, কতই সব বল না।
এই কথা বলি তোমায়, সয়না প্রাণে আনাগোনা
নিজে মূর্খ কর্ম্মহীন, শরীর হতেছে ক্ষীণ,
কালের বশে গেল মা দিন, সাধনা তায় হ'লনা।
মা, তোমার চরণ দুখানি, ব্যাধির ঔষধ জানি,
তব নাম নিস্তারিণী, করো না মা বঞ্চনা॥

আড়ানা বাহার—কাওয়ালী।

নিজ বাহু বলে রাজ্য, করিলে বিস্তার।
সংগ্রামে অনেক রিপু করিলে সংহার॥
রিপুশূন্য হলো ধরা, ভুবনে ভুলোক ভরা
[illegible]

কিন্তু রণে রিপু ছয়, তোমারে করিয়া জয়।
দেহ রাজ্য সমুদয়, করে অধিকার ॥
বৈরাগ্য অস্ত্রের বলে, রণে দল রিপুদলে।
এখনো করো কৌশলে, স্বরাজ্য উদ্ধার ॥
স্বরাজ্য শাসিত যার, সাম্রাজ্যে কি ফল তার।
পররাজ্য অধিকার, করো না করো না আর ॥
যে দিল এ রাজ্য ভার, বিশ্বরাজ্য কার্য্য যার।
তার সেই সারাৎসার, পাইবে স্বরাজ্য তার ॥

আলাইয়া—জলদ্‌তেতালা।
সংসার-সাগরে তব, ক্ষুদ্র দেহ-তরী।
অজ্ঞান-সলিলে ভাসে দিবস শর্ব্বরী॥
দেখো থেকো সাবধান, আছে ছয় রিপু বাণ,
আশা-বায়ু বলবান, প্রবৃত্তি লহরী।
হইয়া সাধন শালী, বিবেকেরে কর হালী,
তোলো বৈরাগ্যের পালি, শান্তিরজ্জু ধরি ॥
কাণ্ডারী করি বিশ্বাসে, পার হও অনায়াসে,
আত্মজ্ঞান সুবাতাসে, অবলম্বন করি ॥

সিন্ধু ভৈরবী—জলদ্‌তেতালা।
বিনাশ বিনাশ মন বিষয়ের অভিলাষ।
জ্ঞানামৃত পান করি, আনন্দ সাগরে ভাস ॥
অবলম্ব করি যাঁরে, স্থিতি কর এ সংসারে,
ক্ষণেক না ভাব তাঁরে, অনিত্যে করি বিশ্বাস ॥

পরজ—আড়াঠেকা।
বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ন কর মনে মনে।
কিন্তু গৃহ-মূল ক্ষয় হইতেছে দিনে দিনে ॥
নিশ্বাস হিমের প্রায় কৃতান্ত তপন তায়,
তীক্ষ্ণকরে করে নাশ, প্রতিক্ষণে ক্ষণে।
ক্রমেতে হইল শেষ, এখনো বুঝ বিশেষ,
যাবে দুঃখ যাবে ক্লেশ, ভাব নিরঞ্জনে ॥

এ দুর্গতি গতাগতি নিবৃত্তি না হবে।
যাবৎ কর্ম্মের ফলে প্রবৃত্তি রহিবে ॥
দেখিতে সুরসফল, কিন্তু মিশ্রিত গরল,
কি ফল সে ফলে বল, যাতে হলাহল পাবে।
[illegible] ভোগে রত হও, আমি আমি সদা কও,
[illegible] বৃথা প্রাণ যাবে।

অতএব সাবধান, ত্যজি ভ্রমাত্মক জ্ঞান,
ভজ সত্য সনাতন, অমৃত পাইবে ॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।
মায়া বশে রসোল্লাসে বৃথা দিন যায়।
চিন্তিলে না নিজ শিব অন্তের উপায় ॥
পড়িলে অজ্ঞান কূপে, ত্রাণ নাহি কোন রূপে,
এখন এই যুক্তি কর বৈরাগ্য আশ্রয়।
দেহ দেহী যে সৃজিল, ইন্দ্রিয়ে চেতন দিল,
বুদ্ধি জ্ঞান আদি সব সহায় জীবনে।
অনুচিত মমচিত, না চিন্তিলে হিতাহিত,
তাঁরে ভোল একি ভুল, হায় হায় হায় ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।
তাঁরে দূরে জানি ভ্রম সংসার সঙ্কটে।
আছে বিভু তোমা হতে তোমার নিকটে ॥
তুমি হেকন নিরন্তর, থাক তাহাতে অন্তর,
ভাব সেই পরাৎপর নিত্য অকপটে।
অতএব জ্ঞান রত্ন, অহরহ কর যত্ন,
জ্ঞান বিনা জন্ম বৃথা, দেখ সত্য বটে ॥

রায় কৃষ্ণনাথ চৌধুরী।

ইনি কালীনাথ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠের আদর্শে ইনিও সঙ্গীত-রচনায় প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ১২৬৮ সালে কিঞ্চিদূর্দ্ধ চল্লিশ বর্ষ বয়সে ইঁহার লোকান্তর হয়। ইঁহারও অনেক সৎকার্য্য ছিল।

ঝিঝিট-খাম্বাজ—আড়াঠেকা।
যাইব সাগরে, আশা নগরে,
তোমারে আশীষ করিতে রায়।
দেশে দেশে করেছি শ্রবণ,
তোমারি কন্যা করেছে পণ,
আনহে রাজন্, দেখিব কেমন,
রাজাগণ নাকি হারিয়ে পলায়।
বিচারে যদি হারাতে পারি,
যৌতার সিদ্ধি করিব নারী,
আমি যদি হারি, গুরু বলি তারি,
জটা মুড়াইব তাহারি পায়

রামদাস সেন।

মুরশিদাবাদ-বহরমপুরের স্বনামখ্যাত জমীদার স্বর্গীয় রামদাস সেন ১২৫২ সালের ২৬এ অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম লালমোহন সেন। তিন বৎসর বয়সে রামদাস পিতৃহীন হন। বাটীতে মাষ্টারের নিকট এবং বহরমপুর কলেজে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা; প্রাপ্ত বয়সে পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন; এবং নিজেও অধ্যবসায় সহকারে ইংরাজী ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে ইঁহার বাঙ্গালা রচনা আরম্ভ। পরিশেষে ইনি একজন প্রধান পুরাতত্ত্বলেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য সেবীদের প্রতি ইনি যথেষ্ট সমাদর করিতেন। ১২৯৪ সালের ৩রা ভাদ্র ইঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে। দেশ-বিদেশ হইতে ইনি সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার পাঠাগার মুরশিদাবাদের এক দ্রষ্টব্য সামগ্রী। শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন প্রভৃতি ইঁহার তিন পুত্র বিদ্যমান।

ইমন্‌—মধ্যমান।

রে মন, কেন ভুলিলেরে সেই ব্রহ্ম নারায়ণে।
এই বিশ্ব মিছে তাঁহার মায়া কারণে॥
তিনি ব্রহ্ম দয়াময়, তাঁহার কারণে হয়,
বিশ্বস্থিতি আদি লয়, তাঁহার এই বিধানে।
রামদাস কহে মন, চিন্ত তাঁরে সর্ব্বক্ষণ,
তিনি অনাদিকারণ, তাঁরে ভাব ক্ষণে ক্ষণে॥

আড়ানা—বাহার।

দেখ না রে মোর মন, কাল হলো গত।
নাহি ভাব তবু তুমি সেই ব্রহ্ম শাশ্বত॥
যিনি হন হে ওঙ্কার, ব্রহ্মাণ্ডের তিনি সার,
আর দেখ মিথ্যা আর, মন জ্ঞান হত।
কহে দীন রামদাস, চরাচরে যে প্রকাশ,
যাঁর নাম শ্রীনিবাস, আর মিছা যত॥

[illegible]—একতালা।

[illegible] হতে হয় পার।

[illegible]

পাপের হে তরঙ্গ উঠে, দেখরে মন ভবঘাটে,
তবে অস্থি আছে মোটে, দেখনা রে মন মোর।
ধররে মন সত্যজ্ঞান, তবে হবে নিত্যজ্ঞান,
একান্ত হইয়া মন, ভাব সেই বিষ্ণু সার।
দারা-সুত ধন লয়ে, আছরে মোর এই হিয়ে,
তাও আছ অসুখী, ওরে রে মন পামর॥

দীপক—একতালা।

জয় জয় জয় হে নরসিংহ হরি।
করিলা কি কীর্ত্তি তুমি রামরূপ ধরি॥
জয় জয় সদা জয়, সদা তুমি হে অভয়,
তুমি হও ব্রহ্মময়, সেরূপ চিন্ত ধরি।
শুনরে অবোধ মন, বলিরে তোরে প্রতিক্ষণ,
সর্ব্বক্ষণ ওরে মন, বল হরি হরি॥
যিনি হন হে পীতাম্বর, তাঁরে মোর মন স্মর,
ওরে ওরে অবোধ মন, ভাব হে অন্তরেতে ধরি॥

আড়ানা-বাহার—যৎ।

মন জাননারে তুমি তব দিন ফুরাইল।
জাননারে জাননারে তব আয়ু গেল॥
বন্ধু জন আদি দারা, পতন হইবে তারা,
রক্ষা করিবে রে কারা, তব সে অন্তিম কাল।
কহিতেছে রামদাস, আমি যাঁর দাস দাস,
তিনি কাটাবেন পাশ যিনি হন বিশ্বপাল॥

নিখিলনাথ রায়।

২৪-পরগণা বসিরহাটের অন্তর্গত পূঁড়া গ্রামে জন্ম হয়। দুই বর্ষ বয়সের সময় ইঁহার পিতা জানকীনাথ রায়ের লোকান্তর হয়। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১২৮৬ সালে বহরমপুরে মাতৃষসার (স্বর্গীয় রামদাস সেনের জ্যেষ্ঠতাত পুত্র বিশ্বম্ভর সেনের পত্নী) নিকট গমন করেন। কিছুদিন খাগড়া মিশনারী স্কুলে পড়িয়া, পরে বহরমপুর কলেজ হইতে ১২৯৪ সালে 'এন্‌ট্রেন্স' এবং ১৩০৪ সালে (১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে) বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৩০৫ সাল হইতে [illegible] বহরমপুরে ওকালতী [illegible] ১৩০৯ [illegible] [illegible] [illegible] ইঁহার [illegible]

পরে ১২৯১ সালে 'রাজপুতকুসুম' এবং ১৩০১ সালে 'মুরশিদাবাদের ইতিহাস' প্রকাশে সাহিত্য সংসারে ইনি প্রতিষ্ঠাপন্ন। 'সাহিত্য,' নব্যভারত' ও অনুসন্ধান' প্রভৃতি পত্রে ইনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বহরমপুরের স্বর্গীয় রামদাস সেনের ইনি জামাতা। ইঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে প্রায় ৪০ বৎসর। ইনি সুলেখক ও সুপণ্ডিত।

মেঘ—রাগ।

মেঘবরষণে নদীর জনম,
শুখাইলে নদী মেঘেতে যায়।
ধরাজাত-তরু কুসুম সুন্দর,
ঝরি পড়ি পুন ধরণীগায়।
আকাশ হইতে শবদ জনমে।
তাই গীতধ্বনি মিশিছে তায়,
মা'হতে যখন জনম আমার,
কবে আমি তবে মিশিব মায়।

ললিত।

শারদ প্রভাতে-আজি প্রকৃতি হাসিছে মরি,
শ্যামল শোভার স্রোতে বিশ্ব যেন গেছে ভরি,
আওট সলিল ভরে, শ্যামচ্ছায়া বুকে করে,
গাহিয়া চলিছে নদী কুল কুল রব করি;
পল্লব কুসুম রাশি, আনন্দে উঠিছে হাসি,
শিশিরের ছলে যেন প্রেমাশ্রু পড়িছে ঝরি।
কেন আজি চরাচরে, এ আনন্দ থরে থরে,
হৃদয়ে হৃদয়ে খেলে অপরূপ রূপ ধরি,
কান্তিরূপে বিশ্বপ্রাণ, ব্যাপি যাঁর অধিষ্ঠান,
সে মা'র চরণ স্পর্শে ছুটে আনন্দ লহরী॥

পূরবী।

শ্যামল ক্ষেতের ছায়ে, ঢেকেছে নিজ হৃদয়,
ছোট ছোট ঢেউ দিয়ে প্রকালিছ তটদ্বয়।
জোয়ারে ফুলায়ে বুক, না জানি কি পাও সুখ,
আবার আসিলে ভাঁটা মৃদু মন্দ গতি হয়।
তোমার বিচিত্র লীলা, শৈশবে শিখায়েছিলা,
[illegible] সংসারেতে তার বহু অভিনয়।
[illegible] তীরে, শৈশব [illegible],
সেই তুমি ইচ্ছামতী, সমভাবে বেগবতী,
কোথায় শৈশব হাসি বিশ্ব অন্ধকারময়॥

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা যোড়াসাঁকোয় বাস করিতেন। 'সঙ্গীত মনোরঞ্জন' নামক ইনি একখানি সঙ্গীত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রায় পনের বৎসর হইল, ৫০।৬০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বৃদ্ধ বয়সেও ইঁহার কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট ছিল।

আড়ানা বাহার—আড়াখেমটা।

চোরের বিচাররাজা করে, জান রে অন্তরে।
রাজা হয়ে চুরি করে, তার বিচার কে করে॥
তুমি ত ভাই রাখাল রাজা,
ব্রজ-বালক তোমার প্রজা,
মধুপুরে হ'লে রাজা, ব্রজবাসীর মন হ'রে।
ঘরে ঘরে মাখন চুরি, যমুনাতে বসন চুরি,
বাঁশীর গানে মন চুরি, করেছ তুমি।
দ্বিজ রামচন্দ্রের চিত্তে, এ চোরে কে পারে চিনিতে;
যে মজেছে পদ প্রান্তে, কৃতান্তে সে তুচ্ছ করে॥

পিলু জংলা—কাহারবা।

আর কি আমাদের রাধে,
আছে গো সে কুল।
কুলনাশ করি হরি ত গেছেন গোকুল॥
গোপিকার কুল ক'রে ভঙ্গ,
কুলীন হলেন সে ত্রিভঙ্গ,
মথুরাতে কুব্জার সঙ্গ, পরিবর্ত্ত কুল।
কুলভ্রান্ত কুলীন পেয়ে, কুল শীল সকল দিয়ে,
করেছিলেম কুলক্রিয়ে, বাড়াইতে কুল,
কপালক্রমে এই হ'ল, কুল বাড়াতে কুল গেল,
রামচন্দ্র বলে ভাল, করেছিলে ভুল॥

বিভাষ—আড়াঠেকা।

কাল নিদ্রা কেন অঙ্গে এলি।
[illegible]

হৃদি পদ্মাসন, করে অন্বেষণ,
পাইনে দরশন।
বিচ্ছেদ হুতাশন কেন জ্বেলে দিলি।
মোহন বংশীধর কাল শশধর,
যাঁরে গঙ্গাধর, ভাবেন ধরাধর
সেই জলধর আমার গিরিবর,
ধর ধর বলে কারে বিলালি॥

বিভাষ—আড়াঠেকা।

কি শোভা শ্যামের বামে রাধা বিনোদিনী।
নবজলধর কোলে যেন সৌদামিনী॥
আমরা কি অপরূপ নিরখি যুগলরূপ,
কি কব তার স্বরূপ, তুলনা না জানি।
মদনমোহন অঙ্গ, ললিত কালত্রিভঙ্গ,
রাধারূপে আভা অঙ্গ হলো গৌরাঙ্গ,
রামচন্দ্রের অভিলাষ, পূর্ণ হইল মানস,
যুগল পদে হয়ে দাস থাকি দিবা রজনী॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

আর আমায় সজনি বাধা দিও না।
কালা বলে প্রাণ ত্যজিব,
কালের ভয় আর র'বে না॥
কাল কালিন্দীর জলে, ডুবিব সেই কালা বলে,
মুক্ত হব ভব জালে, আর আসিতে হ'বে না॥
কালা ভেবে হ'লে কাল, ভাল হবে পরকাল,
বলেছেন এই মহাকাল, অন্যথা তা হবে না॥

ভৈরবী—খং।

ধররে ধররে বংশীধর।
অধরে বাঁশী ধ'রে রাধা বল বংশীধর।
রাজবেশ পরিহার, চূড়া বেঁধে ধড়া পর,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, এইবার গিরিধর॥
চরণে চরণ দিয়ে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হ'য়ে,
হলধরে সঙ্গে লয়ে চল ভাই ব্রজে॥

শিবচন্দ্র সরকার।

কলিকাতা গরাণহাটা (বর্ত্তমান নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে) ইহাঁর বাসস্থান ছিল। সঙ্গীত-বিদ্যায় ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। দশমহাবিদ্যাবিষয়ে ইহাঁর রচিত দশটী গীত সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় আমরা বহু চেষ্টায়ও উক্ত বিষয়ের আটটির অধিক গীত সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কি কব দরশন, (রাজরাজেশ্বরী)।
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে শশী সুশোভনা॥
কমলজ কমলাক্ষ, রুদ্র ঈশ বিরূপাক্ষ,
পঞ্চপ্রেত-বিরচিত বসিবার সিংহাসন।
শোভা করে চারি করে, পাশাঙ্কুশ ধনুঃশরে,
প্রতি অঙ্গে প্রভা করে বিবিধ ভূষণ।
সৃজন পালন লয়, রাজকার্য্য এই হয়,
প্রজাপতি প্রজা, তবু, ভিখারী শিবের ধন॥

বাহার—খং

ভুবনেশ্বরী মা রূপে নাই সীমা।
রক্তবর্ণ পদ্মাসনা, ত্রিলোচনী সুভূষণা,
প্রভাকরে উত্তমাঙ্গে অর্দ্ধভাগ চন্দ্রমা।
পাশাঙ্কুশ বরাভয় চারি করে শোভয়,
মণিময় অলঙ্কার, নাহি তার উপমা।
মহাবিদ্যা আরাধিতে, সদাশিব সমাধিতে,
করতলে ইষ্টসিদ্ধি, অষ্টসিদ্ধি অণিমা॥

ভৈরবী—ঠুংরী।

হৃদি-পদ্মাসনে কেরে মা ভৈরবী।
চতুর্ভুজা অক্ষপুঁথি মালাধর মা ভৈরবী॥
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না, মুণ্ডমালা সুভূষণা,
ভালে খণ্ডশশী প্রতিপদে প্রভাকর রবি।
মনে মনে মনোযোগ, করি এই মনোযোগ,
যদি হয় যোগাযোগ, শিব হ'য়ে পড়ে রবি॥

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

এ নারীকে নারি চিনিতে, কার বলিতে।
শিরশ্ছেদ স্বয়ং করি, ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী,
রক্তবর্ণা নগ্না মগনা শোণিতে॥
পদ্মমধ্যে কর্ণিকার, কিবা সাধ্য বর্ণিবার,
তিনগুণে শোভিত ত্রিকোণ-বহ্নিতে।
কণ্ঠোত্থিত রুধির ত্রিধার,
তার একধার ধরে নিজ অধরে,
কি মাধুরী জানিতে।
আরোহণ শবোপর, রুধির পানে তৎপর,
দুই ধার পিয়ে পাশে দ্বিযোগিনীতে॥
বিপরীত সুরতে সুরত রতি পতি,
তদুপরি মূরতি কৃপাণ পাণিতে।
ছিন্নমুণ্ড করতলে অস্থি মুণ্ডমালা গলে,
সুশোভিত যজ্ঞ উপবীত ফণীতে,
কলানাথ ফলিত কপালমালে দিনমণিতে।
আধকলা চন্দ্রাননে কি শোভিত,
তন্ত্রে তুমি স্বতঃসিদ্ধি, শিবে দে মা ইষ্টসিদ্ধি,
অন্তে যেন যায় প্রাণ সুরধুনীতে॥

পরজ—একতালা।

একা কে কাকের ধ্বজরথ আরোহিণী।
ধূমাবতী ভগবতী ধূম্রা-বরণী॥
বিষ খাইতে নাহি কুলায়,
বামা করে করি কুলায়, হেলায়ে দক্ষিণ কর,
হেলায়ে সুবিস্তার বদনী।
জীর্ণ শীর্ণবপুঃ অবয়বা, বৃদ্ধ বিধবা কতই বয়ঃ বা,
পবন হিল্লোলে স্তনদ্বয় দোলে, জগত-জননী।
অন্নদায় এ যে দেখি অন্নদায়,
মৃত্যুঞ্জয় জায়া বৈধব্য দশায়, পাগল হল শিব
(এই) অভিপ্রায়, গৃহিণী পাগলিনী॥

কেদারা—ধামাল।

রতন-গৃহে কে রে রতন সিংহাসনোপরে,
ষোড়শী সুবেশী শিবানী॥
পীতাম্বরা পীতবর্ণা, যায় না সে রূপ বর্ণা,
[illegible] ভূষিতা বামা চন্দ্র-অলিনী।
[illegible] রসনা ধরি মুকারের ঊর্দ্ধ করি,
[illegible] ত্রিনয়নী।

তবার্চ্চনা করে দুঃখ বিমোচন শিবের,
অভীষ্ট সিদ্ধি অচিরে প্রদায়িনী॥

জয়জয়ন্তী ঝাঁপতাল।

শ্যামাঙ্গভঙ্গী, সুরঙ্গিমা দরশনে।
মাতঙ্গী নব-ষোড়শী রত্ন-পদ্মাসনে॥
রক্ত অম্বর পরা, গলিত সুচারি করা,
পাশ অঙ্কুশ ধরা, চর্ম্ম খড়্গের সনে।
অর্দ্ধ শশী ভালিনী, সুবিশাল ত্রিলোচনী,
কাল ব্যালিনী জিনি বেণী বিশেষণে।
সকলগুণ সাধিকে, অমর আরাধিকে,
ত্রাহি অপরাধিকে, শিবতত্ত্ব উপাসনে॥

মূলতান—আড়া।

মদন-মথন মনোহারিণী।
অতসী কুসুমসম সুবর্ণ বরণী॥
চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত, করি-করে বেষ্টিত,
রতন-ঘটে অমৃত, অভিষেকে শিবানী।
শোভে চারি করবরে, পদ্মদ্বয়ে অভয় বরে,
পাদপদ্ম পয়োপরে, পদ্মসদ্ম-বিহারিণী॥

গারা ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

কেন গো রসময় অসময় বাঁশী বাজালো;
অঘটন কি ঘটন, মন উচাটন করিলো।
কি আছে শ্যামের মনে, জানিব তাহা কেমনে,
এ পিরীত সঙ্গোপনে, আর না রহিলো।
ক্রমে গুরু-গঞ্জন, হল নয়ন-অঞ্জন,
কৃষ্ণ-মন-রঞ্জন, এখন তাই লাগে ভালো।
কালিয়ে হৃদয় যার, মন কিসে মন বশ তার,
কালাকাল কি বিচার, কুঞ্জে যেতে হ'লো॥

বংলা ঝিঁঝিট—ঢিমাতেতালা।

না চলে চরণ কেন চলিতে অকল বাধে।
কেন হরি-অভিসারে সুখ-সাধে বাদ সাধে॥
কৃষ্ণ কুঞ্জে আগমন, কি জানি হয় কেমন,
ললিতে বলিতে পার বাচাও শিব-সংবাদে॥

বিভাস—ঠুংরি।

শুধু পরশো না হ'লো।
কলঙ্ক তাহার তরে, তারে পরশ না হ'লো॥
লোকে হ'লো জানাজানি,
আমি কভু যা না জানি,
আমার সে চিন্তামণি, তাতো পরশ না হ'লো॥

ভাটিয়ার ললিত—আড়া।

করিলে বনবাসী।
কি ক্ষণে শ্রবণে আসি পশিল সে বাঁশী॥
বন সে ভবন হ'লো প্রতিবেশী প্রতিকূলো,
আকুলো করিল আমায়, গোকুলো নিবাসী॥

ঝংলা খাম্বাজ—ঠেকা।

গো, বাঁশী কি বিনাশিবে।
অকলঙ্ক কুলে, বুঝি কলঙ্ক প্রকাশিবে গো॥
ও যে কুবংশের বাঁশী, কিক্ষণে শ্রবণে আসি,
মন হরি নিলে সে তো আর ফিরে না আসিবে॥

মুম ঝিঁঝিট—পোস্ত।

বিবাদ করে প্রাণে মানে, আমারে মধ্যস্থ মানে।
কে বড় কে ছোট ইহার এসে না তো অনুমানে॥
মান গেলে প্রাণ থাকা মিছে,
রয় যদি সে ম্রিয়মাণে।
প্রাণের দায় মান হারায়, এও যে দেখি বিদ্যমানে

ঝংলা-খাম্বাজ—ঠেকা।

গো মানেতে সে না মানে।
হরষ পরশ রস সকলি সহ মানে গো!
যেই জন সেই নয়, বিপরীত অভিনয়,
যত কয় অনুনয় প্রণয়ের প্রমাণে॥

খাম্বাজ-ঝংলা—একতালা।

চিত্র পটেতে লেখা, কি দেখালি আমায় বিশাখা
সেকি মনোহর রূপ, হেরে যার অনুরূপ,
[illegible] ইথে না যায় রাখা॥
[illegible] দেখি চেয়ে, আমি চেয়ে ভারি চেয়ে,
[illegible] কি গুণ এ কার কাছে শেখা॥
[illegible] কেমনে পাইব আমি,
[illegible] আমায় তারে দেখা বিশাখা॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

ও সই, কেমনে আনিব জল কি ধূম মাচায়।
হাতে লয়ে পিচকারি, আবির খেলায়।
মত্ত গজ জিনি গতি আসে শ্যামরায়॥
হৃদয় কাঁপিছে পদ ধরণ না যায়।
মোর রূপ মোরে হ'লো জঞ্জালের প্রায়॥
আনন্দ ঘন উহার পরশিতে চায়।
ছড়াইছে কুঙ্কুম আবির খেলায়॥

সুরট—আড়া।

হোরিরসপানে মত্ত কিশোর কুঞ্জর,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিব ঠাম গমন মন্থর।
সুললিত করি করে, পিচকারি ধরি করে,
হরিষে বরিষে রঙ্গ নব জলধর।
ঘন ঘন জয়ধ্বনি, সখিগণ নিনাদিনী,
শিখিগণ আনন্দে বিহরে।
মনেতে আনন্দ মানি, রাই শ্যাম সোহাগিনী,
কাদম্বিনীকোলে খেলে দামিনী সুন্দর॥
সুরস কেলি হিল্লোলে, প্রেমসিন্ধু উথলে,
ভাসে দোঁহে আনন্দ তরঙ্গে।
পদে পদে পদ্মোদ্ভবে, মন অলি ধায় লোভে,
সে পীযূষ করে আশ দাস নিরন্তর॥

সোহিনী—আড়া।

যেমন মোহন শ্যাম তেমনি মোহিনী।
পলে পলে যুগলে কি ঘন পাশ সৌদামিনী॥
করে করে করধারা, রসে রসে নৃত্যপরা,
শিব সংগোপিয়ে কার গায় তার সোহিনী॥

দয়ালচাঁদ মিত্র।

কলিকাতা রামবাগান ইহাঁর নিবাসস্থল। ইনি স্বর্গীয় আশুতোষ দেবের (ছাতু বাবুর) ভাগিনেয়। ইহাঁর রচিত 'কি কর, কি কর শ্যাম নটবর' নামক গীতটির সুবহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়।

খাম্বাজ—একতালা।

কি কর কি কর, [illegible] শ্যাম নটবর,
[illegible]।

চপল নয়ন, শর বরিষণ,
করোনা হৃদয়ে বাজে॥
মোরা কুলবালা, গোপললনা,
তুমি কি শ্যাম জেনেও জাননা,
ছলনা ছাড়না, ছুঁওনা ছুঁওনা,
ছিছি সব হরি, মরি লাজে।
তুমি হে শ্যাম বাঁকা ত্রিভঙ্গ,
কখন করনি রমণী সঙ্গ,
ঠেকেনা যেন অঙ্গে অঙ্গ, ছাড় হরি পথ-মাঝে॥

লুম—ঝিঁঝিট—জলদ্‌-তেতালা।

পাছে সে যাতনা পায়।
প্রাণের অধিক ভাল বাসিয়াছ যায়॥
তব আসা এই স্থানে, সে যদি অঙ্কুশে জানে,
তখনি দহিবে প্রাণে, বিচ্ছেদেরি দায়॥

খাম্বাজ—একতালা।

বোলোনা বোলোনা, আমারে বোলোনা,
যাইতে যমুনার জলে।
না জানি সজনি, কিবা প্রয়াসে,
পথে যেতে শ্যাম নিকটে আসে,
আভাসে আভাসে, সে ভাবে কি আশে,
হুতাশে পদ চলে না॥
স্বজনি সুজন, আর পরিজন,
বিরস বচন বলে।
কি করি সখি, নিয়ত অসুখী,
ভস্ম জলে দুখানলে।
আমি কামিনী রাজারি কন্যা,
কুলে শীলে সবে মান্যা ধন্যা,
ছি ছি ছি আমায় কিসের জন্যে,
এত ছলা কালা ছলে॥

কেদারা—কাওয়ালী।

প্রেমো কোরে হ'লে এই ফল।
প্রাণ জ্বলে দুঃখানলে নয়ন সজল॥
লোক লাজ কুল ভয়, দূরে গেল সমুদয়,
[illegible] মোরে আশ্রয়, অন্তর বিকল॥

কেদারা—কাওয়ালী।

আমার মনে রইল বড় খেদ।
ভেবে নিশি দিবে, হৃদি হ'লো ভেদ॥
পাব ব'লে প্রেমধন, ছিল বহু আকিঞ্চন,
জলধি করি সিঞ্চন, উঠিল বিচ্ছেদ॥

জয়ন্তী—তেওট।

সই রে, আর ত অনেকে আছে কৃষ্ণপ্রেমাধিনী।
তবে কেন আমায় বলে কালা-কলঙ্কিনী॥
ব্রজের রমণী যত, কে না কালা-প্রেমে রত,
কলঙ্কের অনুগত, আমি একাকিনী।

খট—কাওয়ালী।

দেখ দেখ সজনি, রজনী গেল নিজ বাসে।
কুমুদী মুদিত হল, শতদলদল হাসে॥
নিরখিয়া দিবাকর, সুধাহীন সুধাকর,
ধায় যত মধুকর, মধু পান অভিলাষে।
যার আশে আশা করি, সাজাইলে সহচরি,
সে পোহায় বিভাবরী, চন্দ্রাবলী-সহবাসে॥
কারে কব এ লাঞ্ছনা, শ্যামের কি বিবেচনা,
আমারে করে বঞ্চনা, সে সুখ-সলিলে ভাসে।
শুনিলে বংশীর ধ্বনি, কালাকাল নাহি গণি,
হইয়ে কুলরমণী, বনে আসি অনায়াসে॥
তারি একি প্রতিফল, আমার ঘটিল বল,
চল চল গৃহে চল, মিছে থাকি তার আশে॥

অহং খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সাধ ক'রে কি সখি শশী পানে চেয়ে রই।
অবশেষ হল নিশি কালশশী এল কই॥
অনর্থ করেছি বেশ, অনর্থ বেঁধেছি কেশ,
বিহনে সে হৃষীকেশ, আমি যেন আমি নই॥

ঝিঁঝিট—জলদ্‌ তেতালা।

যেন সে না দুখ পায়।
যতনে জীবন মন সঁপিয়াছি যায়॥
মজিয়া পরেরি ভাবে, সেই জন পর ভাবে,
আমিও তাঁর স্বভাবে, ভাল বাসি তায়॥

কানাড়া—কাওয়ালী।

আর কি রবে যতনে।
নিরখিয়ে আছে পথ তোমার প্রেয়সীগণে॥
আমা সম অনুগত, আছে তব শত শত,
তোমা বিনা তারা কত, বিষাদ ভাবিছে মনে॥

জুম-ঝিঝিট—জলদ্ তেতালা।

সাধে কি বিমনে রই।
প্রাণ জলে দুঃখানলে প্রাণপণে সই॥
যে জন প্রেমের নিধি, সেই প্রেমে প্রতিবাদী,
তাই ভাবি নিরবধি, কারে বা তা কই?

অমৃতলাল বসু।

হাস্যরঙ্গের পূর্ণ অবতার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় আজ নিজ প্রতিভাবলে সর্ব্বজন পরিচিত হইয়াছেন। ১২৬০ সালের ৬ই বৈশাখ পূর্ণিমা তিথিতে কলিকাতা নগরীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় ইঁহারা ৩।৪ পুরুষ ধরিয়া বাস করিতেছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন, কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁহাকে ডাক্তারী-শিক্ষা পরিত্যাগ করিতে হয়। প্রতিভা আপনার গন্তব্যপথ খুঁজিয়া লইয়া থাকে। প্রথমে ইনি তাৎকালিক নবপ্রতিষ্ঠিত ন্যাসান্যাল থিয়েটারের একজন সামান্য অভিনেতারূপে সেই সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। এক্ষণে ইনি কলিকাতায় সর্ব্বপ্রধান রঙ্গভূমি "ষ্টার থিয়েটারের" অধ্যক্ষের কার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতেছেন। প্রহসন ও সামাজিক নক্সা রচনায় ইনি যেন একবারে সিদ্ধহস্ত। সমকক্ষ কেহ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "চোরের উপর বাটপাড়ী" হইতে আরম্ভ করিয়া ইনি অনেকগুলি প্রহসন রচনা করিয়াছেন। সকলগুলিই হাস্যরঙ্গের অনন্ত-ভাণ্ডার ও সমাজ-ব্যাধির সুচিকিৎসক। ইঁহার "বিবাহ-বিভ্রাটের" অভিনয়-দর্শনে এক সময় বঙ্গীয় সমাজে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। নাটক রচনায়ও ইঁহার কৃতিত্ব অল্প নহে। ইঁহার রচিত "তরুবালা" প্রভৃতি নাটক পাঠ করিলেও মোহিত হইতে হয়। কি নাটকীয় চরিত্রগঠনে—কি ঘটনা-সংযোগে—সকল বিষয়েই ইনি সুনিপুণ। সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিবার ক্ষমতাও ইঁহার যথেষ্ট আছে—সে বক্তৃতাও যেন হাস্যরসের প্রস্রবণ। ভগবান্ ইঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

ফটকে আটক র'বনা।
আপন করে যতন ক'রে খুলে দেহ ডানা॥
বেয়াড়া যুক্তির চোটে, দিয়েছে শেকল কেটে,
এখন গেটের বাইরে পা দিয়েছি;
দখল কর জেনানা॥
আমরা সব কলেজ যাব, মেডেল পাব,
টাকা পেয়ে করব সুখে [illegible]॥
এখন তোমরা [illegible] কোটো,
বাটনা বাটো, থাও লক্ষ্মী পূজোর আলানা॥
আমরা সব [illegible] গাড়ী, রাখবো দাড়ী,
[illegible] চড়ে আনা গোনা,—
([illegible]) গাড়ী চড়ে আনাগোনা।
[illegible] আর মোহন বেণী,
[illegible] নামীর নিশানা,—
([illegible]) [illegible] নামীর নিশানা॥

প্রেমের কাদর, রইল আদর,
গুছিয়ে কর গিন্নিপনা॥

রাঁধা বাড়া হাঁড়িকাড়া ঘুচেছে বালাই।
শিলে লেগেছে আগুন, নোড়ার মুখে ছাই॥
আমাদের ক'রে স্বাধীন, মিন্‌সেরা হ'ল অধীন।
আপিস থেকে বাড়ী গিয়ে, খাটে শুয়ে পা টেপাই
বেচারারা তাই রাঁধে, উনুনে ফুঁ পাড়ে আর কাঁদে
আপনার কাঁদে আপনি প'ড়ে,—
হাবুডুবু খাচ্ছে ভাই॥
আমাদের আর কেবা পায়,
পতি সদা পড়ে পায়,
অদরের [illegible] নাই দেখ আর গায়ে নাই॥

খাট হয়েছে বাপ।
সবাই মোদের কর মাপ ॥
মাগীদের স্বাধীন করে,
এখন যেন মেড়া লড়ে।
আমাদের ঘাড়ে চড়ে দিচ্চে উলটো চাপ ॥
ঘুচে গিয়েছে খাঁচা, অন্দর হয়েছে খাঁচা,
এখন যে প্রাণে বাঁচা, গেল জন্মের পাপ ॥
ভাবলেম হবে স্বাধীন, মজা দেবে দু দিন,
এখন দিন পেয়ে ধিন্ ধিন্ নাচে,
এ ফিরে বাপ দাপ ॥
মাগিকে মিন্‌সে কর্ত্তে, যে আর বলবে মর্ত্ত্যে,
পেঁতো তারে ইঁদুর গর্ত্তে,
জেনো, সে স্বয়ং কলির কাপ ॥
খেলাম কাণমলা, নাকমলা, ফিরে কোন্ শালা
স্ত্রী স্বাধীনতার কথা নিয়ে, করবে লাফালাফ।
মেয়েদের দণ্ডবৎ, দিলাম এই নাকে খৎ,
যেমনি পাপ করেছিলাম তেমনি পেলেম তাপ ॥

পু। (এই) আজ থেকে দেশের কাজ
কর্ব্বো প্রাণপণ।
স্ত্রী। বলি, সেই টুকু মন সংসারেতে
দাওনা প্রাণধন ॥
পু। দেশে দেশে কমিশনার হবে ইলেক্‌সন্।
স্ত্রী। টাকার জোরে লাঠির তোড়ে,
মোড়ল সিলেক্‌সন ॥
পু। ভারত মাতার তরে হবে খুল্‌তে
চাঁদার খাতা;—
(লক্ষ,—লক্ষ,—লক্ষ) খুল্‌তে
চাঁদার খাতা।
স্ত্রী। আমত মায়ের বিছানাতে দেখছি
ছেঁড়া কাঁথা,—
(ইন্নি,—ঝিন্নি—রিন্নি) দেখছি
ছেঁড়া কাঁথা ॥
পু। বিধবাদের বিবাহের উপায় করি কি,—
(ওহো,—ওহো,—ওহো) উপায়
করি কি!
স্ত্রী। [illegible] মেয়ে চুবড়ী চাপা
পাড়ায় টি টি,—
(ওগো—ওগো—ওগো) পাড়ায়
টি টি ॥
পু। যত আছে গ্রেডিস্ কর্ব্বো সব অন্ত,—
(পূজো-পার্ব্বণ,—বামুন ভোজন
কর্ব্বো সব অন্ত ॥
স্ত্রী। কাল্ থেকে যে চাল বাড়ন্ত,
বুঝছো হনুমন্ত,—
(হাঁড়ী ঢন্‌ঢন্,—কেঁড়ে ঠন্‌ঠন্)
বুঝছো হনুমন্ত ॥

ওরে গৌর গৌর বোল।
মহাপ্রভু মাই লর্ড এবার, ঘুচে গেল গোল ॥
কাছা খুলে সোট-নিতাই,
হাত তুলে ভাই দিচ্ছে তাই,
ত্রাদার জগাই মাধাই,
তাক্ তাক্ সাঁই বাজায় খোল ॥
রেভারেণ্ড অদ্বৈত মস্ত,
প্রেমরসে, নীচ সমান করছে,
প্রায় তুলসী তলায় বসে,
কসে মালপো লুসে,
নদে বাসী দিচ্ছে হরিবোল ॥
নদীয়ার গৌরাঙ্গের কিবা,
নব রঙ্গ, সেভিয়র বলে এবার
ডাকছে তাঁরে বঙ্গ,
বাগবাজারে বাণ ডেকেছে,
বৈদ্যনাথে বিষম গোল ॥

ভেক নিয়ে এক বাঁধিয়েছে ভাই গোল।
(এখন) ঘরে ঘরে চল্‌ছে ঢেকি,
খিচুড়িতে মাছের ঝোল ॥
(ম্যাগ্‌গী) বানায় ছেলের ভাত,
আর থাকবে নাকো জাত,
নীচের বাঁধন রইবে কিসে,
গোড়ায় গেরের পড়্‌লে গোল ॥
বামুন যদি পড়ে জুতো,
কেন না মুচী পরবে সুতো,
যোগা সে ত বাপের ঠাকুর,
[illegible] বাজাবে ঢোল,—

এখন নেড়া-নেড়ী বাড়ী বাড়ী,—
হরি—হরি—হরি—বোল॥

প্রাণ কি চায় রে কে জানে।
পোড়া মন টেকেনা এখানে॥
হায় রে যদি চকোর হতেম,
উধাও হ'য়ে উড়ে যেতেম,
সাধ মিটায়ে সুধা খেতেম,
চেয়ে রতেম চাঁদের পানে॥

বাউলের সুর।
লেখা পড়ার রগড় কি।
ইংরাজিতে এলে বি এ,
পাশ করেছেন ঠাকুর ঝি॥
মুখুয্যেদের শরৎশশী, কুসুমকামিনী,
এরা জজের কেরানী, মরি হায়,—
আবার লাট-কৌন্সিলের মেম্বর হবে গো,—
মিস্তিরদের সেই বিরাজী॥
রিশমী কোট আর কুসুমীরঙ্গের ধুতি পরণে,—
চীনের জুতা চরণে, মরি হায়,
আবার কি শোভা পায়,
অ্যালবাট চেসে গো,—
টিকিনের উপর মন ডু'পাছি॥
দাদার কষ্ট করতে নষ্ট ত্যজে নারীর বেশ,
বৌ পরেছেন মিলিটারী ড্রেস্ মরি হায়,—
আবার বিলাত যাবেন সভ্য হবেন গো,—
সিবিল সারবিস্ পাশ করিবেন শুনিতেছি॥
মনে মনে হচ্চে সে আবার আমার হোপ,
মেজ-দিদি ধরবেন এবার টেস্থি স্কোপ,
আবার বঙ্গলে দে থারমমিটার গো,—
নোট করিবেন ক ডিক্রী॥

ভক্ত নাই আমাদের কর্ত্তাদের মতন।
হিঁদুমতে সাহেব হতে সতত যতন॥
যদি যাবে বিলাতী বিস্কুট, আগে খেবে হরির লুট,
ভক্তি করে ঠাকুর ঘরে ক'রে নিবেদন।
[illegible] গো [illegible], করেন নাকো ভ্রান্তি পান,
[illegible] হরি ব'লে কেঁদে [illegible]॥

পাছে সকড়ি লাগে হাতে,
তাই চামচে চালান ভাতে,
ধর্ম্ম খেতে ধর্ম্ম শুতে ধর্ম্মতলার মন।
পাখী যদি রামনাম করে,
মোহনচূড়া শিরে পরে,
তবে তারে দেন উদরে, বলে নারায়ণ।
(আবার) শালিক শকুন খান্না কভু
এমনি কঠিন পণ॥

ঘন-ঘন-ঘন-ঘন-ঘনং, বাবুদের বিলাত গমনং॥
ধর্ম্মের বেড়েছে মাত্রা, সমুদ্রে হবে যাত্রা,
বাপের হয় না গঙ্গাযাত্রা গৃহে মরণং॥
আস্‌ছে সব বিধি দিতে, এমনি বিধি হবে দিতে,
দেখেন্‌নি যা বিধির পিতে, চৌদ্দভুবনং॥
মহাতীর্থ কলিকালে, পুরাণে লণ্ডনে বলে,
পুঁথি খুলে দিব বলে নাস্তি খণ্ডনং।
ঋগ্বেদেতে স্পষ্ট উক্তি,
চাহ যদি পরা মুক্তি,
ভক্তিভরে পেটিং ভরে মুরগী মারণং॥
আকণ্ঠ মটনং খেলে, বৈকুণ্ঠেতে যাবে চলে,
অখাদ্য সংযোগে মদ্য সদ্য শোধনং
জলযোগে সিশিযোগে দধিভোজনং
ইতি শাস্ত্রশাসনং॥

হ-য-ব-র-ল-জ-ড়-দ-গ-ব,
চ-ট-ত-ক-প সহর্নে র্ধ,
ইহাগচ্ছ উহাগচ্ছ ভুরি-ভুরি শাস্ত্রবচনং।
হিন্দুশাস্ত্রে নানা অর্থ, অর্থ বুঝে করি র্থর্থ,
ভো-ভো-স্মার্ত্ত শিরোমণি ন্যায়ভূষণং।
যেন-তেন-প্রকারেণ (চাই) ধন-ধন-ধন-ধন-ধনং॥

বধূমাতাগণের—গীত।
ছি ছি ছি ছি ছেড়ে দাওনা তাই।
ও, মিসে মাইনের চুলোয়
চাকরীর মুখেতে দে ছাই॥
মিটিং করে এস ঘরে শুকিয়ে
সোনার মুখ বুঝবে কি নীরস
পুরুষ কাটে নারীর বুক,
আবার [illegible] উপর [illegible] বাবুনি ব ভাই

আমরা নিয়েছি আবদার,
বলছি নাথ শুন খবরদার,
আর পা বাড়িও নাক, মাড়িও
নাক, টা'ন হলের ধার ;
যাক যাক সে বালাই ॥
খেয়ে ঘরে, তাড়িয়ে বনের ঘোষ,
মিনি রোষে ধ'রে ক'সে
একি লো আপসোশ,—
কোঁস কোঁসানি কাজ কি স'য়ে
বলনা আসে ছেড়ি ঠাঁই ॥
মিষ্টার নাথ বাবু নাথ শুন প্রাণের স্বোয়ার,—
বলি পায়ে ধরে মাথার কিরে, আর সয়না খোয়ার,
মানে মান রাখনা আমরা তাতে বর্ত্তে যাই ॥
নৈলে দাড়ী নেড়ে গাড়ী চড়ে,
বেড়িও নাকো আর,—
জেলে গোঁফে আগুন, কোটা বেগুন,
পরে শাড়ী ঘুড়ি চন্দ্রহার—
পুরুষ হয়ে পৌরুষ গেলে,
রইলো কি সুধাই ভাই,
তোমারই কি বল ভাই (হ্যাঁ (হ্যাঁ)
ফাই! ফাই! ফাই!

আহা, বেঁচে থাক্ বেঁচে থাক নব পুরুষ রতন।
শ্রীমতী-শ্রীপদ স্মরি যারা ভাবে অচেতন ॥
যেন কালজাম, ঘন-শ্যাম-চাম, আঁকা বাঁকা ঠাম,
টো টো টো টো কাসে করে দেহের পতন ॥
কাঁচে আঁখি ঢাকা, শিরে সিঁথি বাঁকা,
কথা বাঁকা বাঁকা, বাঁকা মুখের রাখা,
কিবা দাড়ি আবরণ।
অঙ্গে পরা কোট, বাক্যে ভরা ঠোঁট,
মুখে বড় চোট, কাজেতে চম্পট,
তুলিতে পটল সতত যতন ॥
কখন বা বাবু, কখন মিষ্টার, পিতা হন ভ্রাতা,
বনিতা সিস্টার, সম্বোধনে নাহি সম্বন্ধ বিচার,
কিম্ভুত কিমাকার যেন কিসের মতন।
বেঁচে থাকে যদি, হবে নিরবধি, কত নব বিধি,
ছেড়ে দেবে যত চাল পুরাতন ॥
[illegible] নাচাবে, নামটা বাজাবে
[illegible] পো এখন ॥

পতি মলে হাতের বালা খুল্‌বনা লো খুল্‌বনা।
বিচ্ছেদ-আগুন প্রাণে আর ত
জ্বাল্‌বনা লো জ্বাল্‌বনা ॥
আমরা সবাই বিদ্যাবতী,
আসলে পরে দোসরা পতি,
টান্‌লে প্রাণ তা'র পানে সই,
কেন টল্‌বনা লো টল্‌বনা ॥
হালের পতি হাতে ধরে,
বলে আমি পটোল তুল্লে পরে,
আন্‌তে ঘরে নূতন বরে,
সতি ভুল্‌বেনা ত ভুলবেনা ॥

ঠান্‌দি, তোমায় সাজাব লো ক'নে।
অতি যতনে যত এয়োগণে ॥
বেণী বাঁধিব ওলো রূপুলি চুলে,
থরে থরে থরে ঘিরে দিব ফুলে,
ধরে কি না ধরে দেখ নূতন বরের মনে ;—
পরাব আবার কি গুলবাহার,
মাছে ভাতে দিনে রেতে হবে লো আহার,
বিচ্ছেদ বাঁধাব লো তোর একাদশীর সনে ;
মগনা ভগিনী মোরা প্রেম বিতরণে ॥

টুকটুকে তোর পা দুখানি আল্‌তা পরাই আয়।
চটক দেখে অবাক হবে (সে লো)
থাকুবে চেয়ে ঠায় ॥
আগে চাই যতন পায়ে, সোণা তখন পরবি গায়ে,
পাখানি ধরলে মনে (তবে লো) মুখের পানে চায় ॥
সোণেলা আঙুলগুলি, অফুটো চাঁপার কলি,
তুলি করে আলতা দিলে বাহার খুলে যায় ;
ঘুরে ফিরে মনোচোরা লুটিয়ে পড়ে পায় ॥

ছি ছি ছি হবনা আর ঘরের বার।
কুলবালা কুলে রব মুখে আগুন সভ্যতার ॥
প্রাণনাথ, করি মানা, সাজিওনা আর বিবিয়ানা,
ঘরের লক্ষ্মী বাইরে এনে, দেশ দিওনা ছারেখার
রমণী রতন-হারে, যত্নে রাখ নিজাগারে,
হীরা মতি হাট বাজারে, কে বল তাই ছড়ায় আর
যত চাও করবো মান, মান [illegible] নাথ [illegible]
কত টান [illegible] ;

কাজ নাই আর স্বাধীন হ'য়ে
এক দিনেতে গেলেম তার ॥

হাওয়ার তালে দুলে দুলে নাচ রে ফোটা ফুল।
গাওয়ার তানে ঢুলে ঢুলে গাও রে অলিকুল।
পাতার ছায়ার বিকেল বেলা,
অতি ফুলে ছেলেখেলা,
(বড়) ভালবাসি, তাইতো আসি,
তাইতো হাসি ভাই ;
ও ফুল অলি, মোরাও খেলি,
শুধরে দে রে ভুল ॥

আমার আহ্লাদে প্রাণ আটখানা।
প্রাণ কেমন কেমন করে বুঝতে পারি না।
আমি আসছি ধান দূর্ব্বা নিয়ে,
মামুজী করবে বিয়ে,
গলাগলি ঢলাঢলি কর্‌বো দুজনা।
তোমার মুখখানি কি চমৎকার,
দেখে তোরে মাথা ঘুরে হয় একাকার,
যদি ভালবাসিস্‌, সামলে থাকিস্‌,
দিস্‌ নাকো ভাই প্রাণে হানা ॥

জুড়াই ভাই আয় মরণে।
জুড়াতে পাইনে এ ছার জীবনে।
বলে হরিনাম, যাই শান্তিধাম,
আরাম পাব গিয়ে হরির চরণে।
হরে হরে হরে, নামে ভয় হরে,
ব্যথা যাবে দূরে সে পদ-স্মরণে ॥

চল চল যুগলে যুগলে যাই।
শিকার ঢুঁ'রিয়ে ফিরি হে সবাই ॥
পাশে পাশে পাশে, রকমারি চালে,
পশুর কসুর সহরেতে নাই।
দুর্ভিক্ষের দান, ধর্ম্মদীক্ষা জ্ঞান,
ঢোকা ঢোকা বাপ চু পেতে ম্যালাই।
টাইটেল তোলে, দেখি কেবা তোলে,
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।
[illegible] ভাই ভগ্নী মিলে খুঁজিয়ে বেড়াই।
দেশ দুঃখে কেঁদে, চাঁদা কাঁদ বেঁধে,
হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ।
দে দে দে দে করে ঘরে ঘরে ধাই ॥
বীরদাপে রুকে, চল বুক ঠুকে,
উদরের দুঃখে বড় খাঁই ভাই।
চল শিকার চাই হে শিকার চাই ॥

সকলে। গেল গেল গেল গেল,
বেলে মাছটা পালিয়ে ॥
জেলেনী। জলে উলে খুব চলানটা
গেলি জেলে চলিয়ে ॥
জেলে। মিছে বকাস্‌নেকো ভাই,
ঐ রুই যাচ্চে যাই,
জেলেনী। তোর হালকা কাঁটি
ছোঁয়না মাটি, তাই মাছ পালাচ্ছে তলিয়ে।
জেলে। শোন্‌লো মাইতির মেয়ে,
দেখলো বেঁউতি বেয়ে, চিঙ্গড়ী ফিঙ্গড়ী
পড়ে যদি জালের ফাঁকে গলিয়ে।
জেলেনী। তোর খ্যাপলা খেলে না,
তাই কাতলা মেলেনা,
সকলে। আজ যা করেন মা মোচাছেঁচকি
বাবুর কপালে নেই কালিয়ে ॥

এখন যেদিকে চাই খালি জাল।
কি দিন পড়েছে বিষম কাল ॥
কুরুচি সুরুচি ধর্ম্মে অভিরুচি,
যেন ভেজাল তেলে ভাজা লুচি,
গলায় পৈতে পরে মুচি, চালাচ্ছে বামুনি চাল ॥
জাল সব ভাই ভগ্নী আর স্বোয়ামী ভার্য্যা,
কেবল রক্ষা চক্ষুলজ্জা চসমা দিয়ে চখে জাল ॥
সব জাল-কর্ত্তা আর জাল-গিন্নি,
শালগ্রাম আর পীরের সিন্নি,
ধন্তি ধন্তি ধন্তি মানি মাত্তি জালের চাল।
জাল যত ক্রিয়া কর্ম্ম, জালে ঢাকে শাস্ত্রচর্ম্ম,
কালের ধর্ম্মে ধর্ম্ম বুড়ো
দেখনা বুড়ো মইলে হাড়ীর হাল ॥
জাল বলে যে দেশ-হিতৈষী,
[illegible] [illegible] [illegible] সিন্নী,

দিশি বোলে কুলোয় নাকো,
ইংরেজী গাল ঝাড়ে দেখ—
ভূতের ভয়ে জড় সড় আলে ধরে খাঁড়া ঢাল ॥

আজ বাগানে ফুল তুলেছি দুজনে।
মুখোমুখী হয়ে বসে হার গেঁথেছি যতনে ॥
ফুলের সিঁতি, ফুলের বালা, ফুলের চন্দ্রহার,
মুদিত কুঁদে বাঁধা বাজু বেহদ্দ বাহার—
সারের সার গোলাপের হার নূতন ধরণে ॥
বেণীতে বিনালে পরে মজায় মোহনে ॥
উড়ে যা উড়ে যা অলি,
মধু আজ দেবে না কলি,
সোহাগেতে ঢলাঢলি—
পিয়ারে পরাবে মালা যুবক জনে।
পাঁজর করে নজর দেবে কোমল চরণে ॥

মুখপোড়া লোকে মুখ দেখেনা সকালে।
নইলে ধুয়ে আনতুম কোন কালে ॥
ভাঁটা জঙ্গল কাচা, চোর কাঁটা বাছা,
সাজিমাটীর নয়কো ভাঁটী, ধোয়া সাবান জলে ॥
বড় মায়েস্তা মিস্ত্রী, করেছে চেপে ইস্ত্রী,
জন্তরমন্ত পাটায় ফেলে আচড়েছে তালেতালে ॥
এখন ইংরেজী পিরাণ, আর ধোয়া ধুতির মান,
দুলিয়ে কোঁচা, বেরোও বাছা,
চাকচিক্যণে সবাই ভোলে ॥

(ওমা) গঙ্গা তোর রাঙ্গাপায়ে দে জোমনী স্থান।
পাপের বয়া খালাসকোরে দেহ গো মা পেরাণ ॥
এক হাতে হুক্ক বাজে, অইন্য হাতে গোণ্টা,
তপ কোরে বগীরথের হকাইল কোণ্টা,
বে মানুই মর্ত্ত্যে আলি কর্ত্তি নয়ে তেরাণ ॥
বাজে ঘুমকিটি তাক্ ধা কিটি
তাক্ ধা ধেড়ে নাক্ থুয়া—
কারে দে কোরে দে মাগো পাপেতে ঘিয়া—
আম চুরি জাম চুরি কাঁটাল চুরি—
[illegible]
[illegible]

উলু উলু উলু হকুলেতে যাই
টুপা টুপ টুপ ডুব দিয়ে নাই,
পাপের মাথা চাবায়ে খাই কোরে গঙ্গাস্নান ॥

ক্যা মজাদার সহর গুলজার
চেহারা হরুতর্ বহুত বহুত বাহার ॥
মরদোয়া ছোড়া ধরম, জেনানা আপনা সরম,
কোই নাহি নরম, সবকো মগজ গরম,
করম সারি, হরদম জারি মেজাজ দেদার ॥
নেহি ছোটা বড়া, জবান ঢোটা চড়া,
মুরদ লোটা দড়া, ইজ্জৎ সড়া কড়া,
সিপাহী মিলতা ঘোড়া দেখো লাখো জমাদার।
আজব নয়েলা কল, আয়া মিউনিসিপাল,
রায়ৎ সামাল সামাল, টেকস্ বেগানা বেহাল,
তলব গালি গাল, সেলাম হাজার হাজার ;—
হাজির হামেহাল বেহাল কমিসনার।
হাম ভণ্ড তুম ভণ্ড নাম ভণ্ড ভণ্ড ভেক মেলা,
ভণ্ড ভরু ভণ্ড জরু ভণ্ড দারু ভণ্ড ধারু,
ভণ্ড গুরু চেলা,
ঘর পর ভণ্ড পণ্ড করে কুল
দণ্ড ভর ক্যা বিচার !

প্রাণে কার প্রেম আছে গো ভিক্ষা দিয়ে যা।
আমরা সখের ভিখারিণী নয়ন কোণে চা ॥
চাঁদা সেধে বারেবার, পুরুষ হারিয়েছে গলার,
তারে৷ বলে তাই এবারে ধরলে নারীর পা ॥
মোরা বিদ্যাবতী মেয়ে(তাই)বেরিয়ে এলাম ধেয়ে,
খালি পতির পেটের দায়ে বুঝছও তো তা ;—
জয় "রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ" (ওগো) ভিক্ষাদাওসেনা

ঘুচবে জ্বালা কুলবালা বিদ্যা নিবি আয়।
হবেনা কানাকানি জানাজানি বিদ্যা দিব জানালায়
জেগে আছ কে যুবতী, গুণ পতি অনুমতি,
হ'তে হ'বে বিদ্যাবতী, কাটিয়ে কাজের দায় ॥
শেখাব আঁক জাঁক কলা,
দুলিয়ে বেণী খুলী ধাঁজে চলা,
গুপ্ত লিপি প্রেমের কালি ইসারায় যায় ॥
ওলো এলিয়ে দিয়ে চুল,
[illegible]

কুলবতীর ভক্তি হ'লে মুক্তি দেব তায় ;—
(আবার) কাল চখে দেখ্‌বি আলো
গাউন পরে গায় ॥

(শুধু) একটু খানি তামাসা।
সং সাজায়ে রং বাজায়ে,
পাঁচ জনারে নিয়ে আসা ॥
সমাজে নানান্ সাজে, ঘুরি সব যে যার কাজে,
কারুর ভুল চুকুটী ধরে ফেলে,
রং রঙায়ে রঙে ভাসা ॥
ঠিক যেন পাগল খানায়, পাগলে পাগল বানায়,
পাগলকে খেপিয়ে পাগল,
সব পাগলে মিলে হাসা ॥
যদি কিছু থাকে সাচ্চা, বেশতে সে বহুত আচ্ছা,
কারদানি, নাইকো দানে,
পড়ে গেছে হাতের পাশা,
(নইলে) হাসির কথা উড়িত হেসে,
বুঝবো কেমন মেজাজ খাসা ॥

বাঁটের মুখের খাঁটী দুধ কে নিবি তা বল।
সের করা আধাআধি খালি কলের জল ॥
মাইরি বল্‌ছি ভাই, আমার ভাগলপুরে গাই,
গইলে বাঁধা কইলে বাছুর একি বিয়েনের ফল ॥
টাকাতে ছ'সের, দিচ্ছি এই ঢের,
খোঁড়া গাইয়ের গাঢ় দুধে গায়ে বাড়ে বল ॥
দুধ চড়ালে কড়ায়, ননী আপনি গড়ায়,
এক বলকে চল্‌কে উঠে যেন যৌবন ঢলাঢল ॥

কে পোয়াতি রসবতী খোলা নিবি আয়রে।
এমন খোলা বিকিয়ে গেলে মেলা হবে দায়রে ॥
আমার আপন হাতে গড়া,
পোণে পোড়া গরম কড়া,
দরেতে নয়কো চড়া, অমনি পড়ে পায়রে ॥
সোঁদাগন্ধে মন মাতে, আবার কুড়কুড়ে তাতে,
এপাত খোলা খেলে পরে পোলা কোলে পায়রে ॥

ভাগড় ভাগড় হো ধাকুড় কুড় কুড় কুড় পড়াই
পড়াই।
বঙ্গাড়া দ্যাশড় গোড়কু গড় করছু ভাই ॥
কড় মন্তড় পড়ি কিড়ি, পনৃকি ছোড়ি চড়ছু গাড়ী
বঙ্গাড়ি মাই কিনিয়া কাঁই ;
কলকতা পকাড় ভাত পড়িগিলা ছাই।
মাইপো করব কঁধা, মতে ধরাইব রঁধা,
উড়িয়া বলব গধা, উড়েনি সিপাই ॥
কোউটি প্রভু জগড়নাথ,বঙ্গাড়ি কাড়ি নিল জাত,
টান দেহ ডুরি ধরি দ্যাশ চলি যাই ॥

আমরা সব কাঁচা এঁটেছি।
কে দেয় বাবা চুলোয় কাঠ,
ভাতার দেখে করে ঠাট,
প্রাণটা আমার গড়ের মাঠ,
তাইতো মাল টেনেছি।
ছোঁড়ারা নাড়ুক হাঁড়ি,
ছুঁড়ীর দল চড়বো গাড়ী,
যাব যার তার বাড়ী, তাইতে ফুরতি করেছি ॥
শালারা সব পড়ুক নং, করুক মোদের দণ্ডবৎ,
আমরা পেয়েছি পথ, মদ খেয়ে মেতেছি ॥

ছি ছি ছি ছি ছি! তুমি পাগল হলে কি ॥
ওগো, লজ্জা দিওনা ধরি তোমার পায়,
দেখ কাঁপছে বুক মুখ শুকিয়ে গেছে হায়,
পরপুরুষের কাছে বাবু যাওয়া কি গো যায় ;—
ভুলছ কেন ও প্রাণনাথ আমি বাঙ্গালীর ঝি ॥

হাঃ হাঃ হাঃ কেয়া মজা পাই কেয়া মজা পাই।
ফূর্ত্তি করে স্কুলেতে ভর্ত্তি হ'তে যাই ॥
লেখা পড়া হয় বা না হয়,
আর তো নাইকো বেতের ভয়,
হালের ছেলে স্বাধীন মরে
লেকচারেতে বাজাই তাই ॥
আর গ্রামার পড়ব না, তেরিজ কসে মরব না
ডিগবাজীতে প্রাইজ পাব,
ভ্যালা মোদের প্রতাপ ভাই ;—
করবে আলো ফিউচার নেশন,
এডুকেশন হ'ল হাই ॥

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

১২৭০ সালে বিষুব সংক্রান্তিতে খড়দহে ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত গুরুচরণ শিরোমণি। ক্ষীরোদপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ উপাধিধারী কৃতবিদ্য ব্যক্তি। ইনি কয়েকবৎসর "জেনেরেল এসেম্ব্লি" কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন, শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন এক্ষণে সে পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে মাতৃভাষার প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও আন্তরিক অনুরাগ দেখা যায়। তাহার ফলে কয়েকখানি সুন্দর নাটক রচনা করিয়া ইনি সেই মাতৃভাষার পূজা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সকল রঙ্গভূমিতেই আদরের সহিত ইঁহার রচিত নাটকের অভিনয় চলিতেছে। ইঁহার "আলি বাবা" শত শতবার অভিনয়ে আজিও পুরাতন হইল না। নূতন নূতন নাটক রচনা করিয়া দিয়া ইনি "ষ্টার থিয়েটারের" পূর্ব্ব-গৌরব আজও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। সঙ্গীত-রচনাতেও ইঁহার বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়। ইঁহার রচিত অনেকসঙ্গীত এখন আদরের সহিত সর্ব্বত্র গীত হইয়া থাকে। ভগবান্ ইঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন; ইঁহার নিকট হইতে আমরা আরও অনেক ভাল ভাল নাটক আশা করি।

বল্ মা বল্ মা ত্রিনয়নে,
আর কত আছে তোর মনে॥
রাজার নন্দিনী, জনম দুখিনী,
ভিখারিণী বেশে ভ্রমে বনে বনে।
দয়াময়ি, গেছে কি মা দয়া,
ভুলেছ কি মায়া মহামায়া
জ্যোতি কি মা নাই সে নয়নে,
করিয়ে আকুল প্রাণ, যে গায় মা তোর গান,
তারে তুই ভুলিলি কেমনে॥

মাকি তোর সকলি ভাল।
ঘোর হাসির বদন, সজল নয়ন,
আঁধার গগন রবির আলো।
তোর চরণ দলন, অঙ্কে ধারণ,
তোর হিংসা মায়ায় একই ফল।
তোর মাথার মণি, মহামায়া,
চরণ-তলে মহাকাল।

জীবন আশ্রয় তুমি, তুমি সে কাতর প্রাণ
কি লয়ে জীবনে আমি রহিব॥
জীবনে মরণে সখা, সাধ চোখে চোখে রাখা,
কি সাধে সে সাধে বাদ সাধিব।
ছাড়ে দিবনা,—পরাণ থাকিতে ছেড়ে দিব না,
সাগরে তরঙ্গ খেলে, তবু নদী সেথা চলে,
জীবন থাকিতে চলা ছাড়ে না।
কোথায় লুকাবে প্রাণ, গিরি হৈ'ল ব্যবধান,
তারেও লঙ্ঘিয়া গিয়া যেথা পাব ধরিব॥

আমরা কোথা থেকে আসি কোথা যাই।
ভাব দেখি হে ভাবুক সুজন, বুঝিতে পারকি তাই
ভেবে ভেবে যে জন হয় সারা,
তারি চ'খে দিনে ফুটি তারা,
যে জন ভাবেনা বোঝেনা, দেখে না শোনে না,
তার গাছে গাছে সোণা ফলাই॥
কাঁটা হয়ে থাকি কেতকী ফুলে,
ফণাতুলে রই তটিনীকূলে,
ঢালি সাগরের তলে তপন কিরণ;—
আঁধার ঘরে চাঁদ ভাসাই॥
(আমরা) হাসির ভিতর শোকের গান,
সকলি অনিলে শিলার প্রাণ,
(আমরা) শুকাই সাগর বসাই নগর;—
শিশিরের নীরে গিরি গলাই॥

বাজে কাজে মিন্সেকে আর যেতে দিব না।
নিত্য বনে পাঠিয়ে দেব, পরব কত সোনাদানা।
বনের ভেতর মোহরের বাগান,
মোহর ফলছে থান থান,
নাড়লে পড়ে যেন পাকা ধান;
রেকে মেপে তুলব ঘরে কারুর তাতে নাই মানা।

ছি ছি এত্তা জঞ্জাল,
এত্তাবড়া বাড়ী এস্‌মে এত্তা জঞ্জাল।
হরদম্‌ লাগাতা ঝাড়ু তরবি হ্যায়সা হাল॥
অন্দরমে বাহারমে সবমে সমান্‌,
জঞ্জাল পুরা হুয়া বরবাদ তামাম ;
ময়লা মোকাম্‌ বাড়ি ময়লা মোকাম্‌,
ময়লা মনিম মেরা লোংরা বেচাল।
দিল্‌ ময়লা বিবি মেরা হাজির হামেহাল॥

আয়া হুকুম বরদার।
আয়া হুকুম বরদার॥
বড়ি কামপিয়ারা হরদম্‌ লেও ভরপুর কামদার।
দেখো বেত্তা কালা রং, আখের তেত্তা জবর ঢং,
সারা বটুপট্টু কাম করনেওয়ালা সাচ্চা সমদার।
বহুৎ খোষমেজাজি রাজি বিবি মালিক মহলাদার

ওমা দিন চলেনা ঘুরি ফিরি ভিক্কে দিয়ে যা।
নিয়ে যাই আদর ক'রে সোহাগভরে
যে যা দেয় মাতা॥
বাপ মা কেঁদে হয় মা সারা,
বুক বেয়ে হায় বয় গো ধারা,
ওমা যাইত বেলা, বড় ক্ষিদের জ্বালা,
(মুখে) সরে নাকো রা॥

লেও সাকি দেও ভর পিয়ালা পিলাও দারু ফিন্‌।
লাল সিরজি আঙ্গুর সরাব ঝলকে তর রঙ্গিন॥
নয়নামে ঠায়্‌ চাট্নি মিঠা বাৎ,
আব্‌ খানে লেও দিল্‌ পিয়াজ সাথ্‌
বমুনা ফিরনা খোস করনা কাম বড় সঙ্গিন্‌॥

হো-হো—জান্‌ হয়রান্‌।
দুনিয়ামে জনম্‌ লিয়া কেঁও,
খোদা কেয়সা বেইমান॥
দুবনকো মিলা পশার,
মেরা ভালমে গিরা ধার্‌,
দুনিয়া দয়াল, তেরা বড়িয়া বিচার ;—
দুনিয়াদারী কাম ভুলানি, আপনে ছোড়া ইমান্‌॥

যত লেখা ছিল, সকলি ফুরাল,
হিসাব নিকাস কররে জীব।
সময় যে যায় ডাক বিধাতায়,
এ অন্তিমে যদি চাস্‌রে শিব।
পিতা মাতা দারা সুতা সুতে রাখি,
এখুনি মুদিতে হইবে দু'আঁখি ;
রহিবে না বাঁকি, হিসাবের ফাঁকি,
ধনবান্‌ কি বা হোস্‌ গরীব॥

আশে রেখেছি প্রাণ, সেকিরে আসিবে ফিরে।
সুখ সাধ অবসাদ ভাসিতেছি আঁখিনীরে ;
সে মোহিনী প্রেমগান, প্রণয়েরি সুখতান,
আবেশে আকুল পোড়া প্রাণ ;
জ্বলে জ্বালা ধিকি ধিকি জেগে উঠে ধীরে ধীরে॥
কে আর সোহাগ ভরে, ধরিয়ে হৃদয়োপরে,
মুছাবে মরম ব্যথা আদর ক'রে,
প্রে মডোরে বাঁধি মোরে, পরাবে রে মতি হীরে

ভালবাসে তাই ভালবাসিতে আসে।
আমি যে বেসেছি ভাল, সে বাসা সে ভালবাসে
সে হাসিটী সে মুখের, সে চাহনি সোহাগের ;
দেখিয়া চিনেছি চাঁদ এ হৃদি-আকাশে ভাসে ;
হাসি হেরে কেঁদে মরি তবু মৃদু মৃদু হাসে॥

এমন করে হতাদরে রেখেছে গান।
থাকুলে মালী শোন্‌লো বলি,
হতো যে তার টান্‌॥
ঘাসের গোছা এলিয়ে রেখেছে,
ছেঁড়া ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে,
ঘেঁটিয়ে কত রাখব হাতে ব্যথা ধরেছে॥
মাঝে প'ড়ে বস্‌রা গোলাপ হ'ল লো হয়রাণ॥

আমি ঢের সয়েছি, আর ত সব না।
তোমার কুটিল নয়ন, ছলের বাঁধন,
যেচে পরবো না॥
বহুত দাগা বুক পেতে নিছি,
জ্বালায় জীর্ণ হয়েছি,
তোমায় শাসিতে [illegible] প্রাণ [illegible] আমার রবনা॥

ফোটে ফুল গুঞ্জরে ডালে দেখবি যদি আয়।
ঢালি ঠাণ্ডা পানি ফুলমণি লো আড়নয়নে চায়॥
সোহাগে লুঠছে মধু, ছুটে আসে ভ্রমরা বঁধু,
ঢলে ফুল হয়লো আকুল ফুরফুরে হাওয়ায়।
(ওলো দেখ্‌বি যদি আয়)
সাধের লহর উজান বয়ে যায়॥

—

এসে হেসে কাছে বোসে,
সোহাগ বাঁধন বেঁধেছে সে।
মিশে মিশাইয়া নিয়েছে রে॥
আমা-অন্ত প্রাণ দিয়ে, আমারে মজায়েছে।
টানে টানে প্রাণে টেনে নিয়েছে ;
আমি-ময় সে আমার,
আমারে সে ময় ক'রেছে রে।
প্রেম স্বপ্ন দেখা চ'লেছে রে॥

—

চাঁদ চকোরে, অধরে অধরে,
পিয়ে সুধা প্রাণ ভোরে।
প্রেম সোহাগে, প্রেম অনুরাগে,
আদরে মনচোরে॥
আবেশে বিভোরা, আপন-হারা,
প্রেমিক-প্রাণ প্রেমে মাতুয়ারা,
যাও দেখে নাও ছবি এঁকে নাও,—
রেখো এমনি ক'রে, সোহাগ ভরে,
মনচোরে বেঁধে প্রেমডোরে॥

—

ওগো আমার সোণার ছবি ভেঙ্গে দিও না।
দেখে দূরে যাও গো সরে কাছে যেওনা॥
ছবি আছে এক পাশে,
তার অধরে মধুর হাসি কাঁপে তরাসে—
(ওগো) মিশিয়ে যাবে কঠিন পরশে।
তার চোখে আঁকা জলের রেখা মুছে নিওনা॥

—

এ্যায়সা মেরা কাম্ আরে এ্যায়সা মেরা কাম্।
[illegible] কেয়সা হুকুম মেরা, ফজন দোপর সাম॥
[illegible] খোল দিয়া মেরা দেল,
[illegible] হুকুম নেহি করনে পিয়ার খেল ;
[illegible]—[illegible] খেল।
[illegible]

এসে কাছে ফিরে গেছে ভালবাসা।
কিছু চায়না, কথা কয়না,
শুধু বায়না কেবল কাছে আসা॥
তারে আস্‌তে বলে কে।
হৃদয় খুলে প্রাণের আদর তারে কে দেবে।
তার প্রাণের জ্বালায় জল ঢালায় যে বাড়ে পিয়াস
যতই আসে কাছে ঘেঁসে (তার) ততই দুরাশা॥

—

তাতল উপল কোলে সলিল কণা,
ঝরিতে পরশিতে দেখা গেল না।
কেটেছে অমানিশি আসিবে শশী,
গগন পানে চেয়ে পিয়াসে আছি বসি।
দিবস গেল চলি আসিল গোধূলি
ফুটিল তারা গুলি চাঁদ এল না।
আয় ভাই আঁধারে আঁধারে
মিশে দুপাশে চলে যাই; দুকানার এ আনাগোনা
কথা হ'ল শোনা হ'ল দেখা হ'ল না।

—

ধর ধর ধর ফুল এনেছি।
চাঁদিনী মাড়িয়া অমিয়া ছাঁকিয়া
পরাণ ঢালিয়া রচেছি॥
ফুলের সৌরভে, ছুটে এসেছে লোভে,
দিগন্তে ভিখারী শত বাধা পথে কত পেয়েছি।
হাতে ধরেছিল তারামালা,পায়ে ধরেছিল চাঁদ,
মন্দাকিনী উথলা,চপলা পথে পেতেছিল ফাঁদ।
দিগঙ্গনা মধুগানে, ধরেছে তানে তানে,
তাই এ প্রাণের আবরণে,
বুকে পুরে তারে রেখেছি॥

—

যেমন নিশি অবসান।
অমনি পাখী ছেড়ে দেছে আকাশ ভরা প্রাণ
যে কাঁদতে এসেছে,
তার সুরে সুর তানে তানে মিশিয়ে দিয়েছে।
আবার হেসে দেখি, সোণার
পাখী তুলেছে হাসির তুফান॥

—

আকাশে ঢেউ লেগেছে
[illegible]।

ছড়িয়ে গেছে সোণার কিরণ
ফুরফুরে হাওয়ায় ॥
ভেঙ্গে আলস, লয়ে কলস, গগন ভরা ফুল,
ছুটেছে পবন ভরে সোহাগে আকুল।
দেখলে পাছে জড়িয়ে ধরে গায়,
তাই তোরে বারণ করি,
ঘাসনালে: তার সীমনায় ॥

মনের মরম যে জানে, তারে সব দিতে চাই।
মনের মরম যে জানে, যাই মরে নিয়ে তার
বালাই ॥
কোন দেশ হ'তে আনি কোন ফুল,
কোন্ তারে গাঁথি হার,
যেখানে না কিছু আছে গো মধুর,
ধরে দিই করে তার,
চাঁদ মুখের মধুর হাসে,
কাছে বসে শুধু প্রাণ জুড়াই,
মনের মরম যে জানে, চেয়ে তার পানে
ধ্যানে দিন কাটাই ॥

প্রেম পরশমণি, পরশে আবেশিনী,
সুজলা সুফলা ধরণী।
প্রেম পরশ আশে, আকাশে শশী ভাসে,
সলিল কুমুদী নলিনী ॥
প্রেম পরশ ভরা, জীবন সারা,
ফুটে তারা আপন হারা।
প্রেম পরশ ফলে, কল্লোল কল্লোলে,
সাগরগামিনী তটিনী ॥
পাখী গায়, আঁখি ভেসে যায়,
ফুল্ল ফলে সোহাগ মলয় বায়,
মধু প্রেম পরশে আবেশে অলসে মানিনী ॥

আহা কি মধুর নিশি, দশ দিশি হাসি হাসি,
এসেছি তোমারে বঁধু দিতে উপহার!
গগন দিয়াছে ঢেলে, তারার কিরণমালা,
শশী দেছে ঢেলে সুধাধার,—
নিঝরিণী দেছে তার শীকর তরঙ্গ,
অনিল দিয়াছে মধু সঙ্গ,
জলদ দিয়াছে জল, মধুমাখা আঁখিজল,
চপলা দিয়াছে লীলাহার ;—
ধরহে ধর হে, প্রিয়হে বঁধু হে,
সকল হিয়ার বিধু সার ;
তুমি সকলের বঁধু, তুমি সকলের মধু,
তুমি সকলের মধু সকলই তোমার ॥

আমায় দাওহে বনমালী।
আমি সাগর তরঙ্গে নাচিয়ে রঙ্গে
আপনারে দিছি ডালি ॥
কে জানে সে জলে ছিল হে টান,
ঢেউয়ে চলে বিষাদ গান,
সঙ্গে সঙ্গে আকুল প্রাণ যাবে দূর দূর চলি ॥
এখন আঁধারে পড়েছি ঢলি,
গিয়াছেন সন্ধ্যা, গিয়াছে সকলি,
গেছে আজি গেছি কালি,
আমার কি আছে কি ছিল নাইকো লেশ
আছে শুধু শেষ অবশেষ ;—
ফিরে দাও প্রভু আমার দেশ
লওহে আমারে তুলি ॥

ভাল যদি বাস হে সখা।
দূরে থাক সরে সরে দিওনা দেখা ॥
দূর হ'তে সে বড় ভাল,
অধরে বেঁধেছে হাঁসি ভুবন আলো,
চঞ্চল নয়নে আর অমিয় মাখা ॥
রওহে রওহে দূরে, এভাল দেখিবে তারে,
কাছে পেলে চাঁদ সুধা নয় ;—
প্রেম কি প্রমোদ সখা সকল সময়,
নিকটে তরঙ্গ দূরে রজত রেখা ॥

যমুনা কাঁদে কি হাসে।
জানিস্ যদি বলগো তোরা, আছিস্তো তার পাশে
হেলিস্ দুলিস্ চলিস্ বুকে তার,
যখন তখন মনের মতন দিস্গো উপহার ;—
তবু কি পাশান তাকে, কথাকি লুকিয়ে রাখে,
থাকে সমান নিয়ে, কাকে কি ভাল বাসে ॥

রাত্তি পোহায়েছে।
জাগত সারানিশি অলসে অবশ শশী
অস্ত অচল কোলে ঢলে পড়েছে॥
ক্ষীণ কিরণ রেখা,—
দূর গগনে কনক বরণে অরুণ আগম লেখা ;—
পরশে আবেশে তারা গলে গিয়েছে॥
নানা ফুল আভরণ, সুন্দর আবরণ,
উল্লাসে তেয়াগিয়া লাজ ;
পঞ্চম তানে, প্রভাতি গানে,
প্রান্তরে মধুর স্বর ঢেলে দিয়েছে,
আলোকে আঁধার যেন কোলে নিয়েছে॥

অতুলকৃষ্ণ মিত্র।

গীতিনাট্য নাটক ও সঙ্গীত রচনায় ইনি প্রতিষ্ঠাপন্ন। 'অতুল গ্রন্থাবলী' ইঁহার রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ও রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলি অতুলকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থিয়েটারে অভিনীত হইত। তাহাতেও ইঁহার কৃতিত্ব দেখা যাইত। ইঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৪৫ বৎসর। কলিকাতা শ্যামবাজারে এক্ষণে বাস করেন।

কই কেউ বলে না আমায়।
কাঁদো কাঁদো মুখে কেন ছলছল চায়,
কেঁদে এসে এরা কেন কেঁদে ফিরে যায়॥
আপনার মত আসে, আপনারে ভালবাসে,
পরের মতন শেষে কোথা ভেসে যায়।
আপনি কাঁদিয়ে কেন পরেরে কাঁদায়॥

টান্ পোড়েছে আর কি থাকে প্রাণ।
বিকিয়ে গেছি যার পায় তার প্রাণ দিয়েছে টান॥
বিনিসুতোর বাঁধন বড় দায়,
বাঁধন খুললে খোলা যায়,
সহজে আর বাঁধা না যায় ;
বাঁধন খুলবোও না বাঁধবোও না
রাখবো টানেটান॥

আমার দুঃখের হাসি দেখবি যদি আয়
[illegible] পাঁজর ভাঙ্গা বুকের মাঝে—
[illegible] বিষম দায়।
হাসি চোখের জলে ঠেলে ফেলে—
উথ্‌লে ওঠে ঠোঁটের গায়॥
ও বোন্ অফুরন্ত কান্না আমার সয় না।
বোন্ দুর্ভাবনা ভাবা ভাবলে ভাবা হয় না।
হোয়ে আশায় নিরাশ আশায় নিরাশ,
আশাও শেষে রয় না॥
হেথা কেউ কাঁদতে পাবে না।
হাঁসো এস—বাসবো ভাল—
কাঁদ্‌লে পিরীত থাক্‌বে না॥

মঙ্গল কর শিব-সঙ্গিনী গো।
সদা সঙ্গে রহ, রণরঙ্গভূমে, রণরঙ্গিনী গো॥
রণে অঙ্গ রাখো, রণরঙ্গে থাকো,
ভুরুভঙ্গে মারি অরি রক্ত মাখো ;
রাখি বঙ্গবীরে, রাখো অঙ্গনারে,
মা-মাতঙ্গিনী গো॥

মাজা ঘসা এই মুখখানি আজ মলিন্ কেন বোন
রাঙ্গা টুক্‌টুকে ঠোঁট শুক্‌নো কেন সজল দুনয়ন
থাকি শূন্যমনে, চাহি শূন্যপানে,
মহাশূন্যে শেষে—ভেসে যাইগো মিশে॥
নাহি অন্য কেহ, নাহি অন্য দেহ,
শুধু শূন্যপ্রাণী—যেশা-দশটি দিশে॥
ও বোন্—সইতে নারি কথার কথা—
সইতে—পারি সব।
সব যাতনা সবাই সয় সইতে নারি রব॥
আমার আশার বাসা ভেঙ্গেছে বোন্—
পাঁজর গেছে পুড়ে।
বনের পাখী মন কেড়ে নে—
বনকে গেছে উড়ে॥
পোড়া প্রাণের কথা শুন্‌বে কি।
আমার সাধের বীণার তার ছিঁড়ে—
তান্ থামিয়েছি।
এই গান ভরা প্রাণ—প্রাণের দায়ে হারিয়েছি,
আমার মনের মানুষ ভেসে যায়।—
যদি ধরি পাই না ধরা —
[illegible]—তোরে দেখে কে আমায়॥

হেথা যে যায় সে আসে ফিরে—
ফিরে আসে যায়।
যায় যায় তার আর ফেরে না—
তাইতে কান্নাপায় ॥
কেউ কান্না কিনে কাঁদবি যদি আয় ॥
এথা বিনিমূলে বিকিয়ে যায় ॥
এ—সাধের কান্না ফুরাবে না,
সাধের সাথী হোতে চায়।
আমার সকলি ছিল হে, সকলি গিয়েছে,
আছি তবু নাই হইয়া, হাঁসি খুসি সব,
হোয়েছে নীরব আছি আঁখিজল লইয়া।
মানুষের বার, মানুষে কোরেছে,
আশে পাশে ফিরি কাঁদিয়া ॥
কাঁদি সেথা—কাঁদে যেথা প্রাণ।
হাঁসি ফেলে, আহা বোলে, শোনে পেতে কান ॥
আঁখিনীরে-আঁখিনীর করহে প্রদান ॥
সে সুচারুকারু তরে পূজি বিধাতায়।
বিধি চাঁদ নিঙাড়িয়া, তারায় মাজিয়া;
ফোটাফুলে গঠি কায়—
বিধি—নব রবিকরে, জ্যোছনা মিশায়ে,
রং ঢেলে দেছে তায়—
বিধি—তুলনা না পেয়ে, তুলেছে তুলিতে,
তারে তারি তুলনায় ॥
সে আমার—স্বপনের মত এল,
স্বপনের মত গেল, সরিয়া।
এ ভাঙ্গা পাঁজরে পোয়া—
পোড়া পরাণী যে সারা করিয়া ॥
এই বুকের শোণিত নিয়া,
আঁখির ভিতর দিয়া বাহিরে বহাব দুধারায়।
দেখো সখে রেখো ধরে
সে রুধির ধারা, না ফুরায়,
দর দর ধারে যেন ধায় ॥

—

কই আরতো সে এল না।
এল [illegible] চোলে গেল কাঁদাতে তো রইল না
[illegible] দুঃখী সে—বুঝি ভালবাসা সইল না ॥
[illegible] প্রাণ তোরে কাঁদি যদি দিয়েছো দেখা।
[illegible] এতদিন কেঁদে সুখ পাইনি সখা ॥

সে আমার—
আকাশের ধ্রুবতারা কুঞ্জে ফোটা ফুল।
কুটীরের কমলা সে—তটিনীর কূল।
তরণীর বুকে গড়া কল্পনা পুতুল ॥

—

ফেলে—একেবারে চলে গেছে যে।
ফিরে আসিবার আশা নাহিরেখে,
কেন চোখে দেখা পাই না তবু মনে জাগে সে,
ওরে—ভালবাসা ভালবাসে যে
ভালবাসা-বাসি ভাল রয় ভেবে—
তারে চোখে দেখা পায় না তবু মনে জাগে সে
ভালবাসা—ভালবাস কে বিরহী তুমি হে,
ভালবেসে হেঁসে শেষে কেঁদে
ফিরি আমি হে।
এস বঁধু এস এস, আধো আঁচরেতে বসো,
চিনেছি তোমারে তুমি আমারে হারা—
আমি তোমারে হারা আমি তোমারে হারা—
এস হারানিধি ধরাধরি করি তুমি আমি হে ॥

—

ধন্য সৃজন ধন্য নাশন শম্ভু ॥
ধন্য পূর্ণপরমানন্দ ধন্য খেলন শম্ভু ॥
ধন্য ধরণী. সলিল ধন্য, ধন্য অনল অনিল শূন্য,
ধন্য পঞ্চভূত বিভিন্ন ধন্য মিলিন শূন্য,
ধন্য পূর্ণমানবদেহ, ধন্য গঠন শম্ভু ॥

—

পুরা—পিয়ালা পিয়ালা সবার পিয়া।
কুরা হরদম্ দিয়া সাকি ভরদম্ পিয়া ॥
পুরা জানিকো দেলমেরা মস্‌গুল কিয়া।
পুরা কলেজা খুলকর বেলকুল দিয়া ॥

—

ওমা আমার যে তুই মায়ের মত মা।
তার মহামায়া ছায়া মোর কায়া যে শ্যামা ॥
এই প্রাণপুষ্পে দিয়ে ডালি,
তোর কোলে বসে বলি কালী,
(কোন) কামনা করি না কিছু যাচি না ক্ষমা।
ও রাঙ্গা চরণে তবু হেরি সুষমা।

(মেরে) চিত চোরয়লি চতুর নেহারে।
হাসত না ভাষত অ্যবকি বিচারে॥
রূপ না দেখত, গুণ না শুনত,
পিয়াস না বুঝত প্রীত কি পেয়ারে।
সিনান করায়লি নয়ন আসারে।

(আহা) প্রাণ দিয়ে সই
প্রাণের ছবি হাতে এঁকেছে।
তুলিতে ললিতে ভাল তুলে লয়েছে॥
ভাল তুলেছ ললিত ঠাম, কমনীয় সম কাম,
চোখে মুখে ভালবাসা উছুলে দেছে।
ওলো তুলিতে ললিতে ভাল তুলে লয়েছে॥

ভালবাসা ভুলি কেমনে।
ভাল বোলে ভালবাসি অতি যতনে॥
বাসিতে শিখেছি ভাল, ভাল সদা বাসি ভাল,
ভালবেসে থাকি ভাল, বিভোল মনে॥

বঁধুয়া না মিটিল পিয়াস হামারি।
বারি বারি করি, জনম গোঁয়ানু,
না মিলিল বিন্দু দু'চারি।
বারিদে বারি দে কহি, মিনতি করতুঁ হায়,
কাঁহা বারি, কাঁহা বারি পিয়াস নিবারি॥

আহা সে যে বেসেছে ভাল।
সে তোমার তুমি তার আঁধারে আলো॥
ভাল সে বাসিতে ভাল, ভালবাসা বাসে ভাল,
তুমি ভাল আর তার সকলি কাল॥

মজাব না মজবো না আর
আপন মনে ভেসে যাই॥
খুঁজে দেখি ব্যথার ব্যথী,
মাথার মণি কোথায় পাই॥

প্রথম সুমরো আয়ে বিদ্যাযুনে,
ভেয়া কি ও গুণীজন সম্বারে।
সপ্তস্বর তিন গ্রাম একইশ মূরছন,
বাইস সুরুতী আবে ছানে
কোঈ তা বে জানে নাহে॥

আরোহী অবরোহী আস্থায়ী সঞ্চারী,
ওড়ব খাড়ব ভালে বানায়ে রসসো হাদে।
আয়ে অঙ্গ-নামে রিঝে মিয়া তানসেন,
চুপ করহো মূঢ় কা বলি বোলে বিখাদে॥

বিয়ের ব্যাপার সব দেশে।
সব জাতে সব সমান সমান,
এক প্রাণে আর প্রাণ মেশে॥
কানায় খোঁড়ায়, গল্লা খাদায়,
হাঁদায় গোদায়, হারামজাদায়,
বিয়ের হাটে হাট করে যায়
সবাই ক'নের বর বেশে।
কেউ কেনে সুখ, কেউ বা অসুখ
কেউ কাঁদে কেউ যায় হেসে॥

বিদেশী বঁধু বিদেশিনী চায়।
বিদেশে নিরাশে যেন জীবন না যায়॥
বিষাদিনী বিরহিণী, এলায়ে রেখেছে বেণী,
নয়নসলিলে ধুয়ে ধরিয়ে ও-পায়;
মুছাইয়ে কেশে শেষে ভালবাসা চায়॥
বিদেশিনী ভাল বাসা চায়॥

নাগরি সে নাগর ধরা দিয়েছে।
সোহাগ ভরে সুখসাগরে হেসে ভেসে এসেছে॥
চেয়েছে চাউনি ভাল, জ্বলেছে আশারি আলো,
বড় ভালবাস ভেবে, বুঝি ভালবেসেছে॥

(সে যে) ধরা দিতে ধরা নেয় না।
দেখা দিয়ে দেখা দেয় না॥
শুধু আশায় ভাসায় ফিরে চায় না;
পিয়াসী পিয়িতে সুধা পায় না॥
তাই পিয়াসী পিয়িতে সুধা পায় না॥

(মা) এরা আমায় বড় ভয় দেখায়।
ও মা মুক্তকেশী সর্ব্বনাশী,
তোর সর্ব্বনেশে সব মজায়।
আমায় হাসতে দেখে রাগ করে মা,
কাঁদিয়ে কেলে যেতে চায়।

তুই মহামায়া, তোর মায়ার মেয়ের
চোখের জল মা কে মুছায় ॥
তোর পঞ্চভূতে ছয় রিপুতে
কঠোর চোখে সদা চায় ।
আমার জীবন মরণ শান্তি শরণ,
তোর মা দুটী রাঙ্গা পায় ॥

—

কোলে তুলে নে মা কালী,
কালের কোলে দিসনে ফেলে !
বড় জ্বালায় জ্বলছি যে মা,
যেতে দে জয় কালী বোলে ।
কাঁদতে ভাল পাঠিয়েছিলি,
কেঁদে কালী হলাম কালি ।
আমার ইহকালের সাধ মিটেছে,
রাখিস্ পায়ে পরকালে ॥

—

অভাগিনী জেলেখা না জীয়ে
চাহিয়ে চাহিয়ে,
কাঁদে চকোরী, চাঁদে সুধা না পিয়ে ॥
যৌবন জাগে, যাচে সোহাগে,
প্রেমভিখারিণী নব অনুরাগে ।
সাধে, বিষাদ আসে বাদ সাধিয়ে ।
অভাগিনী জেলেখা না জীয়ে ।
থর থর কলেবর, নৈরাশ বিষধর ,
করিতে জর জর, রহিয়ে ।
ভালবাসা ভরা বুক দংশে আসিয়ে ।
অভাগিনী জেলেখা না জীয়ে ॥

—

সাহাজাদি নেহি, কভি দিল দিয়া,
কভি দিল লিয়া ।
কভি নেহি রোতে ফিরে জান পিয়া,
মেরা জান পিয়া ॥
দিল দেনে ওয়ালী, লেনে ওয়ালী সব,
পহেলা দেকে, পিছে যাকে, লেনে মাঙ্গে তব,
মেরি মিলে বিন্ রোতে ফিরে, জান্ পিয়া,
মেরা জান্ পিয়া ॥

—

পরদেশীয়া পিয়া মেরা আচ্ছা জাহাবাজ ।
ক্যা তোফা সুরতী সাফ ক্যায়সা তোফা সাজ ॥
বাৎ মিঠা, স্বাৎ স্বাৎ রহে,
সাচ মো সাহেব কা ঢং
কুত্তেকা তর নাচ না ফির না কুত্তেকা তর রং
(মেরা দিল) মিল জাগা যব ভাগ্লানা তব
জরুরি পহেলা কাজ ॥

পিয়ালা না সাফ হোনে দেও
ভরোহুসাকী ফিন্ ।
হাতি কো পর হাওদা মেরে
ঘোরেকোপর জীন্ ॥
চলনে হোগা দিল দেনে, দিল লেনে পিয়া সাথ,
বোলনে হোগা মিঠা বোলি,
দিল লেনা দেনা বাত ;
জানিকা দিল দরিয়া মেরা উৎরানা সঙ্গিন্ ॥

—

(ও সে) আমায় কেন কাঁদায় দিবা রাত ।
(সে তার) প্রাণের পানে চাইলে,
বুকে সহায় শেলাঘাত ॥
প্রাণেতে তার প্রেমের নিশানা, দেখতে পেয়ে
চাই পেতে তায় মানি না মানা ;
পাই কি না পাই, সাধ
কোরে তাই কচ্ছি দেহ পাত ॥

—

পতিব্রতা সাধ্বী কি সাধিতে নারে,
প্রিয় পতির তরে ॥
নয়নে নয়ন হৃদে হৃদয় দিয়ে,
অজস্র প্রেমবারি ধারা ঢালিয়ে,
জ্বলন্ত প্রিয় প্রেম তৃষা নিবারে ॥
গৌরবে সম্পদে প্রেমালোক জ্বালিয়ে,
আনন্দে পতি মুখপানে নেহারে ॥

—

প্রেমের ভিখারিণী ভিক্ষা মাগে
প্রাণপতি পাশে ।
প্রেমলতিকারবেশে, পায়ে জড়ায় সে এসে ;
লতিয়ে পোড়ে শুকিয়ে না যায়
রাখতে হয় আশে ॥

জ্ঞাতি বন্ধু দেশ দূরে রেখে সব,
বিসর্জ্জন দিয়ে বিষয়-বৈভব,
জীবনের আশা, শুধু ভালবাসা;
দুঃখের দুঃখিনী সুখের সুখিনী
হোতে চায় পতিবাসে॥
যত দিন প্রাণ থাকিবে কায়ায়,
থাকিবারে সাধ পতির ছায়ায়,
আয়ু শেষ হ'লে পতি পদতলে,
পতি মুখপানে চাহিয়ে চাহিয়ে,
প্রাণ দেবে অনায়াসে॥

(ও তায়) সেধে শুধু কেঁদে সারা হই।
পায়ে ধরি যত তত পায়ে ঠেলা রই॥
না চাহিতে ধ'রে দিনু প্রাণ,
ফিরি নাহি চাহিল, ধরা দিল না পাষাণ,
সয়মে মরম জ্বালা চুপে চুপে সই॥
ভালবাসা ভাল সবাকার,
ভালবেসে ভাল শুধু হ'ল না আমার,
বুক ফাটে মুখ ফুটে কারে বা কি কৈ॥

আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল,
সকলি ফুরায়ে যায় মা।
জনমেরি শোধ, ডাকি মা তোরে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা॥
পৃথিবীর কেউ ভাল তো বাসে না,
এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না,
যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি,
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা॥
বড় জ্বালা সোয়ে বাসনা ত্যজেছি,
বড় দাগা পেয়ে কামনা ভুলেছি,
অনেক কেঁদেছি কাঁদিতে পারিনা;
বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা।
স্বরগ হইতে, জ্বালার জগতে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা॥

রূপে আপন হারা।
সে মধুরাধরে ঝরে মাধুরী ধারা॥

ভালবাসিতে বাঁচি, ভালবাসিলে বাঁচি,
হাঁসিলে হাসিব হব নয়ন তারা।
না ভালবাসিলে কেঁদে হইব সারা॥

ওরে তারে যে বড় ভালবাসি।
শুধু চোখের দেখা দেখে প্রাণ ভালবেসে আসি
না চাহিলে চেয়ে থাকি,
সদা চোখে চোখে রাখি;
আঁখির মিলনে ক্ষণে বাসনা-সাগরে ভাসি॥
কে জানে কি চায় রে এ প্রাণ।
অনুমানে মনে মনে না পাই সন্ধান॥
কি যেন কি নবভাব, হইতেছে আবির্ভাব,
বাসনা-সাগরে প্রাণে দিয়েছি ভাসান।
এলায়ে পড়িছে কায়, একি দায় হায় হায়,
অকূলে না দেখি কূল কিসে পাব ত্রাণ॥

ফুটেছে ফুলটি সাধের রেখেছি সঙ্গোপনে।
পবনায় আছে মানা আসেনি সুবাস হরণে॥
মনের সাধ মনে আছে, জানাইনে কারো কাছে,
পেয়েছি মনের মতন মনমত ধন এত দিনে;
প্রাণখুলে প্রাণ ফুল দিতে তাই
সাধ করেছি শ্রীচরণে॥

দুজন সনে প্রেমে মিটল আশ।
ফুটল রসাবেশে সরস ভাষ॥
চিত উন্মাদিল, প্রীতি বিভাতিল;
সোহাগে বিকশিল ফুল্ল বিলাস;—
মরমে উথলিল উল্লাস রাস॥

ধর প্রাণ প্রাণনাথ দিনু চরণে।
দেখো রেখো যতনে॥
দাসীরে দেখিও সদা কৃপানয়নে॥
মান রেখো মানিনীর, হৃদয় করিও থির।
মজিয়া থাকিতে দিও সুখ-স্বপনে;
আজিকার এদিন যেন থাকে স্মরণে॥

কারণ পাথারে কাল তরঙ্গ তুরিত ধায়।
বিশ্ব আপনা হারা বক্ষে ভাসিয়ে যায়॥

ভেরীরবে মহাকাল, জাগাইয়ে দিক্‌পাল,
উলটি পালটি সদা বহায় প্রবল বায়॥

—

কেন কেঁদে হবি সারা ধারা মুছে আয় মা।
কপালে কল্যাণী তোর সুমঙ্গল ভায় মা॥
যে আঁখি নাচিয়ে চায়, জলবিন্দু কেন তায়;
যে অধরে মাখা হাঁসি সে কেন শুখায় মা।
কাঁদিয়ে কাঁদাবি কেন মায়াময়ী মায় মা॥

—

মোহে মরম বীণা ললিতে মধুর বাজে।
মম প্রাণ উথলে ওঠে ধরতে সোহাগ রাজে॥
কুসুমে ভ্রমর বসেরে, আবেশে রসায় রসেরে;
বিবশা এগিয়ে পড়ে মিশায়ে হৃদয় মাঝে॥

আর তো ব্রজে যাবনা ভাই যেতে প্রাণ নাহি চায়
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে তাই এসেছি মথুরায়
বাপ পেয়েছি মা পেয়েছি,
ছেলে খেলা ভুলে গেছি,
তোমরা কয়জন মা বলে ভাই
ভুলিয়ে রেখো মা যশোদায়॥
ননী খেও, গোঠে যেও,
প্রেম বিলায়ো গোপিকায়।
এই চূড়ানে, এই ধরানে,
জন্মের মত বিদায় দে,
আমার মত বাঁকা হয়ে
দাঁড়িও রে কদম তলায়।
বাজিও বাঁশী বাঁশীর রবে
ব্রজবাসীর প্রাণজুড়ায়॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কোথা গেলে প্রাণনাথ অভাগী কাঁদে কাননে।
ফুরাল কি জীবলীলা কঠোর কালশাসনে॥
কে আছে আমার আর, তোমা বিনে শূন্যাকার,
[illegible] কমলাশ্রম সকলি হেরি নয়নে।
[illegible] নাথ কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াও,
নিবিড় আঁধারে কেন পড়িয়ে থাক বিজনে॥

আলেয়া—জলদ তেতালা।

এস না শমন আর লইতে অধিনীধনে।
হৃদয়ে রাখিব সদা, হৃদয়ের রতনে॥
কালনিশি নীলাম্বরে, ঘিরেছে তাপসবরে,
অভাগিনী অন্তহারে, ত্যজ অন্তকাল;—
শোকনীর উপহার দিতেছি তব চরণে।

—

ঝিঁঝিট—একতালা।

আয়রে আয় কানাই বলাই
আয়নারে ভাই ব্রজে যাই॥
তিন দিন না দেখে তোদের
বুঝি মা যশোদা বেঁচে নাই॥
সবাকার প্রাণ হরণ করে,
কেমন করে পরাণ ধরে,
এ ছার মথুরাপুরে সব ভুলে রয়েছ ভাই।
গোঠের খেলা কদমতলা,
কিছুই কি আর মনে নাই॥

—

খাম্বাজ—একতালা।

সর হে এখনও রাধারমণ, যাই চল গৃহকাজে।
করো না রঙ্গ, শ্যাম ত্রিভঙ্গ,
মরি মরি মোরা লাজে॥
জানি জানি তুমি রাধিকা-রমণ,
করেছিলে গোপীর বসন হরণ,
কত শত ছলা, জান তুমি কালা,
আসিতে রাখাল সাজে।
তুমি বনমালী যমুনা পুলিনে,
করেছিলে কেলি গোপীগণ সনে,
করে লয়ে বাঁশী মুখে মৃদু মৃদু হাঁসি,
প্রেমভরে গোপীমাঝে॥

—

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

হেরিয়া পূর্ণিমা শশী হাঁসিতেছে নিশিথিনী।
আলিঙ্গন করি করে হইয়াছে শ্বেতাঙ্গিনী॥
হসে দূরে ধরাধর, বিপিনে বিটপিবর,
তরঙ্গ তুলিয়া হাসে সুতবালা তরঙ্গিণী॥
প্রকৃতি আমোদে মাতি, আছয়ে চঞ্চল পাতি,
উষার সুষমারাশি বিলাইতে বিলাসিনী॥

রূপেয়া সাফ্ করে জঞ্জাল।
(আরে) আরে দুনিয়া ভরকে রূপেয়া সেরা মাল॥
রূপেয়া ওয়ালা সব্ সে বাড়িয়া সব্‌চে উচা চাল।
রূপেয়া সাফ্ করে জঞ্জাল॥
রূপেয়া লেকে দুনিয়াদারি ঝিলদরিয়া চাল।
ঝুঁটা আদ্‌মি সাঁচ্চা হোয়ে রূপেয়া কো এ হাল,
রূপেয়া সাফ করে ঝঞ্জাল।
ধর্ম্মী কর্ম্মী সবকোই জানি রূপেয়া কো কাঙ্গাল।
রূপেয়া লোকে বুড্‌ঢা লেড়্‌কা জোয়ানি হোই ছাওয়াল।
রূপেয়া সাফ্ করে জঞ্জাল॥
হামার হামার সবকোই বলে,
সব্‌কোই হোয়ে লাল।
যাহার রূপেয়া কোইকো নেহি,
ইয়ে মেরে সাওয়াল।
রূপেয়া সাফ্ করে জঞ্জাল।

তুমি যার তারি থাক,
আমার আমায় নিতে দাও॥
চিনিয়ে দিছি চিনে নিছে
সখা আমি নিই তুমি নাও॥
তোমরা ফুটে থাক দুটী ফুল,
আমরা দেখে শিখে সাধে ফুটে
উঠি দুটি নবীন মুকুল;
আমি আমার পানে চাই,
তুমি তোমার পানে চাও॥

জনমের মত কিরে শ্যামচাঁদ ছেড়ে যায়।
ধাসনি যমুনা মানা শোনলো ফিরে আয়॥
ছিন্ন করি প্রেমডোর,
পলাইছে মনচোর,
আকুলা গোকুলবালা নিরাশনয়নে চায়।
কে জানে কি হ'লো জ্বালা প্রমদার প্রেমদায়॥

আজ সখি নিঠুর নটবর আশ।
যামিনী শেষ হ'লো সকলি নৈরাশ॥
[illegible] উপহার,
[illegible] যমুনায়;

বিসরি আজ হ'তে পিরীত বিলাস,
প্রেম ফিরায়ে লহ কানুকি পাশ॥

কীর্ত্তন।

আমি কালারে পাইতে সকলি ত্যজিনু
কত লোকে কত কয়।
কলঙ্ক পশরা শিরে যার তরে
সে ধনে অপরে লয়॥
কেমনে বা সই, কেমনে বা রই,
কিসে বা বাঁধিব হিয়া।
আমার নাগর, যায় পর ঘর,
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
দেখিব যে দিন, আপন নয়নে,
তার সনে মোর কথা।
মুড়াইব কেশ, ছিঁড়িব সুবেশ,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
প্রাণনাথে মোর, এমন করিল কে,
আমার এ প্রাণ জ্বলিছে যেমন
এমন জ্বলুক সে॥

মালঞ্চে ফুল আপনি ফোটে বাস বিলাতে চায়।
উষার কোলে হেলে দুলে শিশির মাখে গায়॥
ফুলে ফুলে গাঁথি মালা, ফুলে ফলে করি খেলা;
ফুলকুমারী ফুটলে আমি হাস্‌লে হাসি পায়,
তাড়িয়ে অলি চুমিয়ে মধু শিহরে মলয় বায়॥

জয় জয় জয় জগত জননী হাস মা সুষমাধর মা।
জয় জয় জয় অসুরনাশিনী মানস তিমির হর মা
জয় জয় জয় জীবনদায়িনী শ্যামল বসন পর মা।
জয় জয় জয় বীরপ্রসবিনী তনয়ে আশীষ কর মা

(ওরে) কারে নিয়ে আমরা ব্রজে যাবরে!
তুই না গেলে (ওভাই কানাই)
তুই না গেলে (ওভাই বলাই)
তুই না গেলে—ক্ষুধা পেলে—
কার পানে আর চাব রে॥
আর কারে ভাই বাসবো ভাল,
আর কে গোকুল করবে আলো,

প্রাণের নিধি প্রেমের সুধা
কার কাছে আর পাব রে।
কার গলে বনফুলের মালা
প্রাণ ভ'রে দোলাব রে ॥

শুনহে পরাণ বঁধু,
এত দিন পরে, পাইনু তোমারে,
চাহিয়া রহিনু শুধু।
খাইতে শুইতে, তিলেক পলকে,
আর না যাইব ঘর।
শ্যাম সোহাগিনী সকলে জেনেছে,
আর কিছু নাহি ডর ॥

কুমুদকান্ত বসু।

শ্রীযুক্ত কুমুদকান্ত বি-এল মহাশয় একজন মুন্সেফ। 'নব্যভারত', 'প্রদীপ' ও 'অনুসন্ধান' প্রভৃতি পত্রের লেখক। ১৩১০ সালে ইঁহার এই কয়েকটী গীত রচিত হয়। ইনি সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন। বঙ্গসাহিত্যের প্রতি ইঁহার বিশেষ অনুরাগ।

হাম্বির—একতালা।

শুন শুন ঐ ঐকতান।
কার প্রেমে নাচে চরাচর সাগর বিমান।
তুমি একাকী দূরে, বিষম নরক ঘোরে,
রহি কেন হবে ম্রিয়মাণ ॥
অসন্তোষ পাপ বিদ্রোহ বাসনা,
ও সঙ্গীত সুধা পরশে রবে না,
শ্রান্ত হৃদয়ে মধুর শান্তি পাবে,
তৃপ্ত হবে তৃষিত প্রাণ ॥

[illegible]

জাগে [illegible] তারে কেমনে।
সে [illegible] জনে অজ্ঞানীর মনে।
[illegible] দিব শুধু আশা,
[illegible]

মিহির ছায়া পড়ে যেমন শিশির মুকুতায়,
তব মন দরপন তাঁহার কৃপায়,
চাঁদের মতন জ্বলবে তেমন জ্ঞান কিরণে।

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

কেন আর আড়ালে থাক,
এস নয়নে ভাস, দাও দরশন।
পুরাইলে সব সাধ,
তবু কেন অবসাদ হবে না মোচন।
আমি ত পার্সরি তোমায়,
তুমি প্রাণে ডেকে বল, লহ নিত্য শুদ্ধ জ্ঞান,
লহ দেহে নব বল ;
পাছে পাছে ফির তুমি চোখে রাখ অনুক্ষণ।
দূরে অন্ধকারে গেলে, প্রকাশ সম্মুখে জ্যোতিঃ,
শঙ্কায় কাঁপিলে প্রাণ, হাসিয়া ঘুচাও ভীতি, —
অজস্র করুণামৃত কর প্রাণে বরিষণ ॥

আশা-ভৈরবী—একতালা।

সুখে দুখে ডাকি তোমায়, কে তুমি বল।
তুমি সাধের সাথী, প্রাণের সখা, অসাহায়ের সম্বল
তুমি জড় কি জীব, প্রকৃতির শিব পাইনাত ধ্যানে
কল্পনা হারে মূরতি তোমার জাগে না পরাণে।
তবু মুখে ডাকিলে পরে সন্তোষে ভরে প্রাণ,
দুঃখে অভয় বাণী তুমি, বিপদে পরিত্রাণ।
তুমি জ্ঞানীর গান, ধনীর ধন, তুমি মানীর মান,
বহুরূপ ধর, তবু নিরাকার,
একি হে তোমার অপার কৌশল ॥

আনন্দময় মৈত্র।

১২৩৬ সালের ৮ই শ্রাবণ নদীয়া জেলার শিকড়াগাছি (দাদপুর) গ্রামে মাতুলালয়ে ৺ কৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা মহাশয়ের ঔরসে ও ধর্ম্মশীলা ৺ব্রহ্মময়ী দেবীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই [illegible] নিজ বাটীতে আনীত হইয়া প্রথমতঃ বাঙ্গলা, পরে ইংরাজি ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করেন। ১২৫৫ সালের ১০ই ভাদ্র তারিখে [illegible] গবর্ণমেন্ট ইঁহাকে [illegible] পদে নিযুক্ত করেন। [illegible]

স্কুলের ও ডাক্তারখানার সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হয়েন। পঞ্চসপ্ততিতম বৎসরে ইনি গঙ্গালাভ করিয়াছেন। ২৭শে ফাল্গুন, ১৩১০ সালে ইহাঁর রচিত "আনন্দ-সঙ্গীত", শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জমোহন লাহিড়ী কর্তৃক সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইনি শান্তিপুরের একজন জমীদার ছিলেন।

প্রসাদী সুর—একতালা।

(ধূয়া) ডুবলো রে মন ভমুতরী,
(ডুবিল জনমের মত,)
ভবার্ণবে তুফান ভারি, পাপে না হইল ভারি,
আর কি রাখিতে পারি, হারাইলাম হেলা করি।
ভবজঞ্জাল বোঝাই লয়ে না ছাড়িলাম না বুঝিয়ে
না-যেতে-না-যেতে তীরে মাঝামাঝি ডুবে মরি।
ছয়জন দাঁড়ি যুক্তি ক'রে,
চল্‌লো তারা না বাহিয়ে,
তাদের মত চ'লে ফিরে সবে ক'র্‌লো দাপাদাপি।
কালী নামে ডঙ্কা দিয়ে,
মন মাঝি দাও পাল খাটায়ে,
কি করিবে ছ'জন নেয়ে তাদের ভাঙ্গিব জারি জুরি
মা হয়ে সন্তানের মায়া, ছেড়না গো, ভবজায়া,
আনন্দের এই মিনতি করি স্তুতি,
কূলে লও মা কোলে করি॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—পোস্তা।

যাও ফিরে যাও চিকণ কালা,
কুঞ্জে আজি এসনা হে।
কা'ল যামিনী কোন্‌ কামিনীর
কুঞ্জে ছিলে বল না হে॥
[illegible] অনুরাগী, হয়ে সদা প্রেম-বৈরাগী,
[illegible] ভ্রমণ কর বল কি বাসনা হে।
[illegible] ফুলে ফুলে, করে ভ্রমণ কত ছলে,
[illegible] ছলে ছলনা করিছ হে।
[illegible] অভিমান, উভয়েতে তুল্য জ্ঞান,
[illegible] ঠাকুর,
[illegible] হে।
[illegible]
[illegible] হে।

আনন্দ কহিছে সার, রাধে ছাড় [illegible],
কালাচাঁদে পূর্ণ চাঁদে দেখি যুগল মিলন হে॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালি কেন নিদয় হলি, এ দীন সন্তানে মা গো।
দশ মাস গর্ভে ধ'রে, রেখেছিলে মা আমারে,
এখন প্রসব ক'রে চ'লে গেলে কোথা মা গো।
ষষ্ঠী-পূজা না করিলে, অষ্ট-কলাই না খাইলে,
ধাত্রী বিদায় না করিলে, এ কেমন রীতি মা গো।
পিক-শাবকের মত মা কাকের বাসায় রেখে গেলে
এখন ঠোকর খেয়ে প্রাণ যায় মা একবার চক্ষে
দেখ্‌লে না গো।
মা হ'য়ে সন্তানের মায়া, ছেড়না গো ভবজায়া,
তোমার একটী নাম মায়া জগতে প্রচারে গো।
নাম-করণের সময়, রাখিলে আনন্দময়,
এখন নিরানন্দে ভেসে যাই কূল দাও চরণে গো॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

সাপের মাথায় সখের বাগান,
দেখনা ভেবে আমার মন,
এ বাগানে কিনা আছে
কিবা আছে বুদ্ধির অগম্য জ্ঞান।
পন্নগরাজ শিরে ধ'রে আছেন সদা অকাতরে,
বিধির আজ্ঞা পালন ক'রে আছেন এরূপ চিরদিন
ভূচর খেচর কত, জলচর নানা মত,
আশী লক্ষ যোনি হেথা সদা করে বিচরণ।
নানা জাতি পুষ্প যত, করে বাগান সুশোভিত,
গুল্মলতা বল্লী তৃণ বৃক্ষ আদি অগণন।
এ বাগানের কতই শোভা, যোগিজন-মন-লোভা,
হৃষ্টচিত্তে দিগ্‌দিগন্তে ভ্রমে অগণন সুরগণ।
নদ নদী হ্রদ যত, গিরি গর্ভে উত্থিত,
ভেদ করি জনপদ সিন্ধুনীরে হয় পতন।
আনন্দ বলিছে ও মন, কিবাশ্চর্য্য কিমদ্ভুতম্‌,
এই সৃষ্টি প্রকরণম্‌ বিধাতার নির্জ্জন গঠন॥

[illegible]—[illegible]

[illegible]
[illegible]

প্রেমের যোগী হ'ব, প্রেমতীর্থে তপে র'ব,
প্রেয়সীর নাম ল'ব, প্রেম বাঘছাল পরি।
প্রেম ছাই গায়ে মাখিব, প্রেম-সিদ্ধি ঘুটে খাব,
প্রেম-ধামে বেড়াইব, প্রেমদণ্ড হাতে করি।
প্রেম-কমণ্ডলু নিব প্রেমমালা গলে দিব,
প্রেম বলি গাল বাজাব, প্রেম পীতধড়া পরি॥

সুরট—আড়া।

মন যেন তুই নাগোরদোলা,
উর্দ্ধ অধঃ ঘুরছিস্ কত,
বুঝলি না কো ভবের খেলা॥
কর্ম্মফলে ঘুরায় তোরে, ভেবে দেখনা অন্তরে,
ও মন আপন দোষে আপনি মলি,
ঘুচ লনা জঠর-জ্বালা।
যড় জনায় দিচ্ছে পাক,
সদাই বলে দে পাক দে পাক,
দেখছি তোমার বড় বিপাক,
এড়াবে না সংসারের জ্বালা।
শুদ্ধ শান্ত নিষ্কাম হ'য়ে, দেখ তাঁর পদ চেয়ে,
যে পদ বিপদ কালে ঘুচাবে তোর সকল জ্বালা।
আনন্দ বলে এই সিদ্ধান্ত, দৃঢ় কর মন একান্ত
যাবে দূরে সে কৃতান্ত কৃতান্তকে দেখাবি কলা॥

ভৈরবী—পোস্তা।

ভজন আনন্দ সুধা পান কর মন মেরো,
বিপদ সম্পদ সুখ দুঃখ জ্ঞান বিস্মরো।
এয়সি নেক হরিনাম, ছোড়ি কর কৌন কাম,
চিদানন্দ প্রাণারাম নাম জনমে বিস্তরো॥

ভৈরবী—পোস্তা।

আনন্দময়ী হ'য়ে মা গো আমায়
নিরানন্দ ক'রো না।
তব চরণ বিনা আমার মন অন্য কিছু জানে না॥
তব নাম ল'ব, ভব-পারে যাব,
এই ছিল মনের বাসনা।
এখন ভবের মাঝারে, ডুবালি আমারে,
মা গো তব নাম কেহ ল'বে না॥

আমি তব নাম, লই অবিরাম,
তবু দুঃখ আমার ঘুচে না।
আনন্দেরে ক্ষমা, কর মা গো উমা,
ভব-বন্ধনে আর রেখ না॥

ছায়ানট—একতালা।

আর কত দুঃখ দিবে ওগো
শিবে রেখে ভবে ওমা তারা।
জঠর-যন্ত্রণা আর যে সহে না
কর করুণা এ দীন যাচে ওমা তারা॥
তুমি জগদাদ্যা, জগদারাধ্যা,
তোমা বিনে এ গতিহীনে
কে আর গতি করে ওমা তারা।
ভবানী ভব-ভাবিনী, শুম্ভ-নিশুম্ভ-ঘাতিনী,
সুরগণে উদ্ধারিলে ওমা তারা।
ক'রে ভব নাশ, পুণ্য করিলে প্রকাশ,
নাশ মম ত্রাস ওমা তারা।
আনন্দের পাপরাশি, অজ্ঞানতিমির নাশি,
ল'য়ে চল ভব-সিন্ধু-পারে,
ওমা দয়াময়ি দুঃখহরা॥

প্রসাদী সুর— একতালা।

(ধুয়া) গঙ্গে এবার কর মা এ দীনে নিস্তার,
তুমি হর-শির-বিহারিণী, সুরাসুর বন্দিনী,
ভীষ্ম-জননী মা গো কর মা আমায় উদ্ধার
তুমি বিষ্ণুপদ-উদ্ভাবিনী, সুরলোকে মন্দাকিনী,
মর্ত্ত্যে মা সুরধুনী পাপী জনের কর্ণধার।
তুমি ভাগীরথী ত্রিপথগা হৈমবতী সুরাপগা,
কাতরে করুণা কর আর কেহ নাহি মা আমার
শতেক যোজন থেকে, যদি গঙ্গা বলে ডাকে,
দয়াময়ী মাতর্গঙ্গে কর তুমি মুক্তি তার।
নানাবিধ পাপভোগী, শত শত মহারোগী,
তব জল পরশেতে হ'ল মা তারা উদ্ধার :
এইরূপে কৃপা-বলে, কত পাপী উদ্ধারিলে,
এখন মা আনন্দ দাসে কর ভব-সিন্ধু-পার॥

বেহাগ—আড়া।

১। যাগো বৃন্দে গোবিন্দে আনিবারে,
বৃন্দাবন শূন্য ক'রে গেছে কালা মধুপুরে॥
২। যত সব ব্রজবালা, না হেরে
সে চিকণ-কালা, মনে ভাবে
একি জ্বালা, হৃদয়ে সহিতে নারে।
৩। যত সব বিহঙ্গকুল, অন্তরে হয়ে আকুল,
নীরব হ'য়ে আছে তারা
বক্ষ ভাসে আঁখিনীরে।
৪। গোধেনু সব শ্রীহীনে,
কেবল সেই কৃষ্ণ বিনে,
উর্দ্ধমুখে হম্বারবে ডাকে তারা নিরন্তরে॥
৫। আনন্দ কাতরে ভণে,
একমাত্র কেবল বিনে,
অন্ধকার সেই ব্রজভূমে,
এ বিচ্ছেদ কি সইতে পারে॥

রামজয় বাগচি।

রাজসাহী জেলার নাটোর মহকুমার গাঙ্গইল গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। অতি শৈশবে ইনি পিতৃ-মাতৃহীন হন এবং নানারূপ কষ্টে ইঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। কিন্তু অসাধারণ উৎসাহ ও যত্নে ইনি মোক্তার হইয়া মোক্তারী ব্যবসা দ্বারা আপন অবস্থার পরিবর্ত্তন করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি সঙ্গীত-প্রিয়। ইঁহার রচিত গীত রাজসাহী জেলার অনেক স্থলে গীত হয়। 'সঙ্গীত-কুসুম', নামে ইঁহার একখানি পুস্তক আছে। 'হিন্দুরঞ্জিকা' পত্রিকার সম্পাদকতায় ও বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সংস্রবে ইঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। প্রায় চারি বৎসর হইল ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

জননি জাহ্নবি দেবি, বিদায় হই পদ-পঙ্কজে।
হেরি তোমা যেন গো মা সতত মানসমাঝে॥
ভক্ত ভগীরথ সনে, তার কম্বুনাদ শুনে,
এসেছ মর্ত্ত্যাসনে, তারিতে সগরাঙ্গজে।
যবে যাবে এ জীবন, পিব তব পূত জীবন,
হেরিব ত্রিদিবের জীবন, হরিপদ হৃৎসরোজে।
অর্দ্ধ অঙ্গ তব জলে, অর্দ্ধ অঙ্গ ধরাতলে,
রহে যেন অন্তকালে আশীষ রাম পাপাঙ্গজে॥

বিভাষ—কাওয়ালী।

হে দীনশরণ, আমি অশরণ,
জীবনে করিনি কভু প্রভু তব নাম স্মরণ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হরি, করুণায় অবতরি।
কৃপা করি পদ-তরি, প্রদানে কর তারণ।
তব তনু প্রেমময়, হেরে হরে মনোময়,
কর শ্রীগৌর আমার, কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ।
ঘুচাও রামের অবসাদ, বিতর তারে প্রসাদ,
পুরে যেন মনঃসাধ অন্তে হয় কৃষ্ণ স্ফুরণ॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

হের গতপ্রাণ সতীদেহ পরিণাম
নয়ন-অভিরাম, স্মর অবিরাম,
যাহা পড়িয়া একান্নখণ্ডে, খ্যাত ক্ষেত্রতীর্থ ধাম॥
(পড়ে) ব্রহ্মরন্ধ্র হিঙ্গুলায়, তিন চক্ষু শর্করায়,
জ্বালামুখী জলে জিহ্বা অবিরাম।
সুনন্দা ধন্য নাসিকায়,উর্দ্ধোষ্ঠ ভৈরব গিরিকায়,
অট্টহাসে অধরোষ্ঠ সুললাম।
প্রভাসে উদর, চিবুক মনোহর, পড়ে জনস্থানে,
যথা যোগিজনে হন পূর্ণকাম।
পূত গোদাবরী-তীরে, সতী-বামগণ্ড পড়ে
দক্ষ গণ্ড গণ্ডকীতে কি সুঠাম।
কর্ণদ্বয় বর্ণাটে, পড়ে করতোয়া-তটে,
দক্ষ তল্প তথা ব্যক্ত ভবানীপুর ধাম।
তল্প টুটে, পড়ে শ্রীকুটে আর শুচিতে পর্কসাগরে
উর্দ্ধ অধঃ দন্তদাম।
পড়ে বৃন্দাবনে কেশরাশি, কিরীটে কিরীট খসি,
কণ্ঠ কাশ্মীরে, নলা নলহাটী গ্রাম।
রত্নাবলী দক্ষস্কন্ধ, মিথিলায় বামস্কন্ধ,
শ্রীশৈলে গ্রীবা দক্ষভুজ চট্টগ্রাম।
ভুজার্দ্ধ শেষে, পড়ে মানসে,
খসে কনুই উজানী মণিবন্ধে মণিবন্ধ[illegible]
পাত প্রয়াগে দশ অঙ্গুলি [illegible]
[illegible] শ্রীল [illegible]।

রামগিরিতে অন্ত স্তন, বৈদ্যনাথে হৃদি-স্থান,
মাতীপদ্ম উৎকলে পুরুষোত্তম।
কাঞ্চীতে কঙ্কাল, নিতম্ব বিশাল
দক্ষিণে কাল মাধবে,নর্ম্মদায় নিতম্ব বাম।
মহামুদ্রা কামরূপে, ব্যক্ত মহাপীঠ রূপে,
জানু জম্বা নেপাল জয়ন্তী গ্রাম।
দক্ষ পদের চার অঙ্গুলি, কালীঘাটে যথা কালী,
দক্ষ পাদাঙ্গুলি পড়ে ক্ষীর গ্রাম।
দক্ষিণ চরণ, ত্রিপুরায় পতন,
ঐ পদগুল্ফ কুরুক্ষেত্রে মন, বক্রেশ্বর ধাম।
(পড়ে) যশোহরে পাণিপদ্ম, ত্রিস্রোতায় বামপদ,
হার নন্দীপুরে, কুণ্ডল কাশীধাম।
কন্বাশ্রমে পড়ে পৃষ্ঠ, লঙ্কায় নূপুর শ্রেষ্ঠ,
বিভাসকে পড়িয়াছে গুল্ফ বাম।
জিনিয়া হিঙ্গুল বর্ণ পদাঙ্গুল,
মার, পতিত বিরাটে,
পীঠে হেরে ধন্য হও রাম॥

বাহার—তেতালা।

(আমায়) তার শঙ্কর!
প্রণত পদে কিঙ্কর, রত্নাকর-জাত-সুধাকর-শেখর
হে শিব! লীলা প্রসঙ্গে,হও উদয় অনাদি লিঙ্গে,
সবাহনশক্তি বাণলিঙ্গে বসতিকর।
আশুতোষ, আশুতোষ হও বিল্বদলে,
মুনি মার্কণ্ডেয়ে যম-ভয়ে তারিলে,
ছিল তার সাধন সঙ্গতি, আমি দ্বিজ ব্যাধ গতি,
ভরসা ব্যাধের গতি করেছ হর,
না জানি ভকতি স্তুতি হে দিগম্বর!
গুভসেবা অপরাধ-শত সত্বর,
নমি পিতা মৃত্যুঞ্জয়, জননী জয়দুর্গায়,
পদে পুত্র বর চায়, হও “শ্যামেশ্বর”॥

খাম্বাজ—ঠেকা।

দীনবন্ধু রাম, নমস্কার, পুরাও অন্তিমে।
ভক্তাধীন হবে বলে, অভক্তে উদ্ধার ক'লে,
[illegible] তারিবে বলে, আসিলে নরভূমে।
[illegible] পাষাণী হ'লো পদ পরশনে,
[illegible] তারকা [illegible]

মিত্রভাবে রঘুপতি, নিস্তারিলে নিষাদপতি,
কৃপায় দীনে সংপ্রাপ্তি, তার শবার্ণবে চরমে।
জন্মি ভবে রিপুভাবে ওরে জয় বিজয়,
ত্রাণ কি পাবে না তব-দ্বেষী রামজয়,
কৃতান্তে একান্ত ডরি,দিনান্তে তাই তোমা স্মরি,
প্রাণান্তে করো হে স্বামী, বান্ধব তোমার ধামে॥

ভৈরবী—তেতালা।

(মা) তার মোরে শঙ্করি! কিঙ্করে করুণা করি,
ধন-মান-মদ-মত্ত মম মন করী,
জ্ঞানাঙ্কুশ নাই কি করি॥
গুণাতীতা গুণময়ী, ত্রিগুণরূপিণী,
(কালী) মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী আপনি,
(কালী) জানি না জাগা'তে যত্নে জপ যোগ করি,
জাগ মা গো ক্ষেমঙ্ক'রি;
বিধি হর মুরহর সৃজন তোমারি,
(কালী) দুর্গানাম তব দুর্গ অসুরে মারি,
(কালী) দনুজে দলিয়া দেবে রাখ শুভঙ্করি,
ডাকে রাম তানুজে ডরি॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

দুর্গে মা আমার, এস মা, আরবার,
তমোময় তনয়-আগার।
তুমি প্রসূতির সুতা, সবে তব সুত সুতা,
মা, কি ত্যজ তনয় সুতা;
—আমি শুধু তার ধরার,কি ফল জঠরে ধরার,
কোলে ল'য়ে হর ধরাভার।
গুহ গণপতি ল'য়ে এসো মা ভবানি,
(ওমা) দক্ষিণে কমলা, বামে বীণাপাণি,
(গো মা) কৃপা করিলে আপনি,
মৃত্যুঞ্জয় শূলপাণি, বিধি বিষ্ণু সঙ্গে আপনি—
আসিবেন মম পুরে, তবে ত বাসনা পুরে,
অসাধ্য কি তব করুণার।
কৃতযুগে ভক্তিযোগে সুরথ নৃপতি,
(পূজে) ত্রেতায় রাবণ নাশ আশে রঘুপতি,
(পূজে) সিদ্ধি পায় সমাধি ভজে,
তাই মোর মা [illegible]

বাঞ্ছা নাই আর শ্রীসম্পদে,মতি দেহ হরি-পদে,
অন্তে পদে রেখো মা,এবার ॥

———

সুরট মল্লার—একতালা।

মুক্ত কর মোরে মুক্তকেশি,
আমি মুকতি-অভিলাষী,
ওমা, হর গতি বিধি, হর গতি বিধি,
এ ভবে ভব-প্রেয়সি।
মুক্ত ভক্ত, যার তুমি ধ্যান জ্ঞান,
মুক্ত নর যার জন্মে তত্ত্বজ্ঞান,
আমি জ্ঞান-ভক্তি-হীন, কিসে ত্রাণ
পাইব, মহেশ মহিষি।
ত্রিদিব পাতাল আর অবনীতে,
তুমি আছ প্রতি জীব-ধমনীতে,
মন্দমতি আমি নারিনু চিনিতে,
মোহে অন্ধ দিব নিশি।
ব্রহ্মময়ি মাতঃ আছ সহস্রারে,
তত্ত্বজ্ঞান বিনা নরে চিন্তে নারে,
জাগ কুণ্ডলিনি রাম-মূলাধারে,
হেরি ব্রহ্মরূপরাশি ॥

———

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

মা কালদারা, কালেরে কর মা করুণা।
নাশ মম যম-যাতনা ॥
শমনবারিণি, কলুষহারিণি,
হর পাপ হর-ললনা
অশেষ পাতকী, কাল-ভয়ে ডাকি,
তার রামে দিগ্বসনা ॥

———

আলিয়া—কাওয়ালী।

ত্বরা তার তনয়ে তারা, এ সময়।
হেরি সব শূন্যময়, আমি করেছি পাপ দুষ্কর,
রোষে শমনকিঙ্কর, ভয়ঙ্কর বেশে এসে বেঁধে লয়,
মহাকালদারা কালবারিণি,
[illegible] জীব-দুখে ত্রাণ কর তারিণি,
ত্রিগুণধারিণি ত্রিতাপ-হারিণি,
[illegible]বারিণি,

(ওমা, আমি) যে ত্রিতাপে জ্বলি,
পদে হ'য়ে কৃতাঞ্জলি, প্রার্থনা অন্তিমে যম যমভয়
ভবারণ্যে ফেলি শিশু বালকে,
জনক জননী যবে যান মা পরলোকে,
স্বর্ত্তণ দিলে যে যে পালকে,
পালিল বালকে, সেই সব লোকে,
বিপদভঞ্জিনি পদে রেখেছ নানা বিপদে,
এ বিপদে রামে দেও পদাশ্রয়।

———

ইমন—কাওয়ালী।

তুমি কর কার শোকে হাহাকার।
জন্মিলে মরণ ধ্রুব এই বিধি বিধাতার ॥
কে তব আপন ভবে তুমি বা আপন কার।
যে ক্ষণে জনমে জীব, অনিত্যতা কোলে লয়,
পরে তারে কোলে করে, ধাত্রীমাতা বন্ধুচয়,
বাড়ে যত, হয় তত, মৃত্যুপথে আগুসার।
বধ্যভূমে বধ্যক্রমে ক্রমে যত পদ যায়,
ততই নিধন তার ক্রমে নিকটে ঘনায়,
সেই মত দিন যত হয় গত জীবনের,
যাইতেছে জীব তত সন্নিহিত মরণের,
করিবে করালকাল কালে সবারে সংহার ॥
কাঠে কাঠে যথা ঠেকাঠেকি হয় সিন্ধুনীরে,
ভবার্ণবে জীবে জীবে দেখা দেখি তেমনি রে,
কোথা হ'তে আসে কালস্রোতে ভেসে কোথা যায়
পূর্ণ কাল হ'লে কার কার পানে কেহ নাহি চায়,
পরিণাম ভেবে রাম, হরিপদ কর সার ॥

———

বিভাষ—তেতালা।

গত যে দিন, সংসারে রহিলি কি লজ্জায়।
ভাব সে রমেশে, বিধি ভব ভাবে যায়।
জঠর যাতনা যত পাইয়া পদে পদে,
বলেছিলে ভবে এলে ভজিবে হরিপদে,
মজে অসার সম্পদে, রত ষড়-অরি পদে,
সে কথা শ্রীপদে কই রাখিলে বজায় ॥
গৃহী হয়ে না করিলে পঞ্চযজ্ঞ আয়োজন,
বৃথায় ভোজনে সার সংসারে কি প্রয়োজন,
পরিহরি পরিজন, চল কাননে বিজন,
গোবিন্দে কর ভজন, ত্রাণ পাবে তায়।

চল চিত্রকূটে আর হের নৈমিষ কাননে,
পবিত্র পুরাণ-কথা ব্যক্ত যথা সুতাননে॥
চল রে পুরী দ্বারকায়, নিরখি শ্যাম নীরদকায়,
রাম তোর এ কলুষ কায় প্রাণ যে যায়॥

কালেংড়া—টিমাতেতালা।

শ্যাম শ্যামের কি মহিমা আছে চরণে।
শ্যামপদে উদ্ভব গঙ্গা শিরে ধরেন পঞ্চাননে।
পদে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ, পরশে পাষাণ মানুষ,
তার হেম পেয়ে পরশ, চিন্ত সে চরণ মনে।
জিনি রক্ত কোকনদ, স্মর মন শ্যামাপদ,
পতিপ্রাণ, হরে আপদ, পদ-স্মরণ-গুণে।
যে পদ হৃদে ধরি শিব, হরেন জীবের অশিব,
ইহ পরে চাও শিব, হও রত রাম, পদ-ধ্যানে॥

ঝিঁঝিট—লপেটা আড়খেমটা।

না শুনে কারু কান্না, ঘরকন্না
ফেলে গিন্নি যাচ্ছ চলে।
তোমার কামট হাঁড়ী, কাসুন বড়ী,
গড়াগড়ী যায় ভূতলে॥
যে হাঁড়ির একটী নিপাত, হলে দৈবাৎ,
কেঁদে বুক ভাসাতে জলে।
সাধের গহনা শাড়ী, টাকা কড়ী, বাসন,
বসন কারে কারে দিলে;
ত্যজে তা সবের মায়া, শুষ্ককায়া,
সন্ন্যাসিনী কেন হ'লে (সকলে ফেলে)
মৈয়ে খইচালা ডালা, হাঁড়ির মালা,
কলসী থালা, সাজাইলে।
সে সকল রৈল পড়ে, চলে ছেড়ে,
একটী শুধু সঙ্গে [illegible]
(তাও শ্মশান-[illegible])
পুরাণ ঘি তেঁতুলে গুড় রাখতে নিগূঢ়,
যত্নে, ঔষধ হবে বলে।
না [illegible] অসুখ খেয়ে, দুদিন রয়ে,
[illegible] হলে। (সঙ্গে নিয়ে)
[illegible] ঔষধে বাঁচায়, চঙ্গে মাতায়,
[illegible]

যে কর্ত্তা আজ আমার সংসার, বলছে বারবার,
সে কর্ত্তাও কাল যাবে চলে;
(গিন্নীর মত একই স্থানে কর্ত্তাগিন্নী যাবে চলে)॥

সিন্ধুভৈরবী—লপেটা আড়খেমটা।

কারপেট কাঁটা ফেলে কোথা গেলে অঙ্গনে।
তোমার বোম্বাই সাটী, সাটিন বডী,
শ্যামেজ মুক্ত পড়ে অঙ্গনে।
অয়ি জীবনতোষিণি!
কোথা সে দুর্গেশনন্দিনী, যা পড়তে আপনি,
ক'রে চটক কাব্য নাটক, কে পড়বে নিশি দিনে
জীবনে এক দিনের তরে, আদর করে রান্নাঘরে,
যেতে দি নাই প্রাণ ধরে,
কোন প্রাণে রাখিলাম এখন,
আগুনে সোণার অঙ্গনে॥

আলিয়া—কাওয়ালী।

নমি রমণীর মণি সে রমণী-পায়,
হেরে যায় নরে জ্ঞান পায়॥
করে পতিগুরু-পদার্চ্চন, পতি-পদাম্বু-সেবন,
পতির প্রসাদ বিনা নাহি খায়।
গতি-সীমা যার গৃহ অঙ্গনে,
তীর্থ-ব্রজে পদ-ব্রজে যায় অঙ্গনাগণে,
বর্ষে নীর শিরে ঘন গগনে,
শীতাতপ-ক্লেশমনে না গণে,
করি পাক অন্ন ব্যঞ্জনে,
তোষে অনুযাত্রী জনে,
নিজে ভোজনের ক্ষণ নাহি পায়।
কালে কি দেখিতে হল, রাম তোমার পতি পিতা
শিক্ষাদাতা ছিল,
দারা দুহিতার, এখন দেখি সব বিপরীত তার।
দেখে, শিখেনা সুনীতি সুতা বনিতার,
বলতে দুখ হৃদে বাজে, গেহে শঙ্খ ঘণ্টা বাজে,
শুধু সতী গুণবতী নারীর কৃপায়॥

রাধানাথ মিত্র।

'গীতি নাট্যাবলী' প্রভৃতি প্রণয়নে ইনি সাহিত্য সংসারে পরিচিত। এক সময়ে ইহাঁর নাট্যাবলী সমাদরের সহিত বঙ্গভূমে অভিনীত হইত। বয়ঃক্রম প্রায় ৪৫ বৎসর। মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে ইনি কর্ম্ম করেন। ইহাঁর বর্ত্তমান বাস কলিকাতা দর্জ্জিপাড়া। ইহাঁর গীতগুলি অনেক স্থলে আদরণীয়।

মূলতান—আড়া।

যাই যজ্ঞ দেখিবারে জনক-ভবনে।
অনুমতি দেহ পতি মিনতি চরণে॥
ভগ্নীগণ যজ্ঞ আশে, গেছে সব সে আবাসে,
এখন আমি কৈলাসে, থাকি হে কেমনে।
যাইতে বাপের ঘরে, সদা সাধ এ অন্তরে,
দীনেশ দিনেক-তরে, আদেশ গমনে।
বিবাহের দিন থেকে, দেখি নাহি কভু মাকে,
নিবেদি তাই তোমাকে, বিষাদিত মনে।
আর শুনিলাম নাথ, মহর্ষি নারদের মুখে,
আমার লাগিয়ে মাতা পাগলিনী প্রায়,
অনশনে দীনমনে ভূতলে পড়িয়া,
হা সতি, হা সতি, বলে করিছে রোদন।
আমার এ কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিছে,
দেখিতে মায়েরে,
তাই নাথ বারে বারে করি অনুরোধ,
দিবসেকতরে, আদেশ আমারে,
যাই পিতার সদন॥

মূলতান—কাওয়ালী।

তোরে যেতে দিব না মা শঙ্করি!
আমার মন সরে না, প্রাণ বুঝে না,
যেতে দিতে দক্ষপুরী।
তুই গেলে আর আসবিনি,
ওগো হরের মন-মোহিনী;
মা বলে আর ডাকবো কারে, সেই ভেবে মরি॥

বিভাষ—আড়াঠেকা।

[illegible] কোথা মা গেলি চলে।
[illegible] জননী বলে॥

হেন যদি ছিল মনে, কেন এলি এ ভবনে,
হেরি তোমা ধরাসনে, ভাসি যে মা আঁখিজলে।
আসি পাপ-যজ্ঞ স্থানে, পতিনিন্দা শুনে কাণে,
নিজ প্রাণ অভিমানে, ত্যজিলে মা মায়াবলে।
স্বপনে দেখিনু যাহা, সকলি ঘটিল তাহা,
সতী-দেহ তাই আহা, লুটা'তেছে ধরাতলে।
উঠ মা উঠ মা সতি প্রাণের নন্দিনি,
ত্যজ-মান মানময়ি ধরি তব কর।
বারেকের তরে নয়ন মেলিয়ে,
মা বলিয়ে ডাক একবার।
কাতর অন্তরে ডাকে বারে বারে,
অভাগী জননী তোর,
জুড়াক তাপিত প্রাণ তোর কথা শুনে॥

যোগীয়া ভয়রা—কাওয়ালী।

তোরা দেখ গো সতী কথা কয় না॥
আমি কেঁদে কেঁদে হই সারা তবু সে যে চায় না।
আঁখি মেল, কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াও,
আর দুঃখ সয় না।
নিতে এলে সদাশিব বল গো মা কি বলিব,
মেয়ে হ'য়ে মাকে ফেলে,
কি করে মা গেলি চলে,
তোর এ ভাল দেখায় না॥

মূলতান—একতালা।

কই সে দুঃখিনী ধনী।
ভিখারী হরের ভিখারিণী॥
কোথা সে যোগীর যোগ-ভঙ্গিনী।
নীল-নলিনী, ফণির মণি।
কই সে হরের নয়ন-তারা,
সে বিনা হ'য়েছি নয়নহারা,
কই সে কামিনী, বন-হরিণী,
পাগল শিবে পাগলিনী॥

খাম্বাজ—একতালা।

তারত যশ কীর্ত্তন করিবে কাটাব [illegible]
বেদ-বীণা করে করে [illegible]
[illegible]

উচল অচল শিরে, গহন-বন-মাঝারে,
পাইবে সাগর তীরে, বধিরে শ্রবণ।
বনের বিহঙ্গ ধ'রে, শিখাব যতন ক'রে,
গাইবে মধুর স্বরে, ছাইয়া গগন।
শেখা ক'রে অলি সনে, বসে দিব কাণে কাণে,
গাইবে কুসুম-বনে, মাতায়ে পবন।
নির্জীব সজীব হবে, মরুভূমি ফল দেবে,
গাবে জয় জয় রবে জলন্ত তপন॥

—

কাফি—সং।

কে তুমি বিজনে বসি কপোলে রাখিয়া কর,
কি তাপে তাপিত তনু নয়নে ঝরে নিঝর॥
যেন নভচ্যুত শশী কাননে পড়েছে খসি,
অথবা বিজলীরাশি, ত্যজে জলদনিকর।
এমন কণ্টকবনে, এমন অমূল্য ধনে,
কে রেখেছে সংগোপনে, হয়ে কঠিন অন্তর।
চিনেছি চিনেছি মরি, এ যে ভারতসুন্দরী,
দুঃখিনী করেছে অরি, কাঁদিয়ে ভেঙ্গেছে স্বর॥

—

পাহাড়ী জংলা—ঠুংরী।

ভারত যো দীন, সো দীন রে।
কত কাল গেল, কত কাল এল,
রহে শ্রীহীন রে॥
কত শত দেশ, ধরে রাজবেশ,
কত দুখ শেষ, নাহি হ'ল রে।
ছুটি আলাপ, পরধারভাগী
নিজ ধনে যোগী আজি তুমি রে।
কোটি কোটি সুত, হবে পরাভূত,
কর রাজপুত, তবু নামে রে।
পরে ছিন্ন বাস, মুখে লোক-হাস
সদা হরিত্রাস, প্রাণভয়ে রে॥

—

রামপ্রসাদী সুর।

মন রে তোর কি বিবেচনা।
[illegible] এ ভারত
[illegible] বাসনা।
[illegible] কি সুখ হবে না।
অমূল্য ধন তার, গেছে চুরি
তাই ত তাঁর এ যাতনা।
কেন যে এমন হ'ল জেনেও যেন জান না।
দেশী খাবার ফেলে দিয়ে,
খেতে চাও বিদেশী খানা।
হাট কোট পেণ্টুলন ভাল,
ধুতি চাদর ভাল লাগে না।
খারাপ পরের লও রে বেছে,
ভালগুলি কেন শিখ না॥

—

নিজের দোষে নিন্দে দেশে, মন কেন হলি এমন
করিলে কি অহিত সাধন॥
কাজের কাজী হ'লে পরে,
না হ'ত ত ভাবতে পরে।
কুৎসা ঘোষে ঘরে পরে
করবে কি তার উপায় এখন।
মজলে মিছে আশার ছলে,
জানলে লোকে অবোধ বলে।
ভাসলে শেষে নয়ন-জলে,
বুঝলেনা ত হায় তখন।
চলতে গিয়ে আপন বশে,
পথের মাঝে পড়লে বসে।
কাজ হারালে রঙ্গরসে,
ভাঙ্গল যে তার সুখের স্বপন।
কর্‌ছ খেদে হা হুতাশ, বিধাতার নাই অবকাশ,
মিট্‌ছে না ত তোমার আশ,
দায়টা তব কি ভীষণ।
যেতে যদি চাওরে পারে,
ডাক রে মন শ্যামা মারে।
জগন্মায়ী চাহেন যারে, সে যে মুক্ত সর্ব্বক্ষণ॥

—

শিবে! কি হবে আমার।

বিষাদসাগরে যে মা ভাসিতেছি অনিবার।
বারেক মা ফিরে চাও, কেন হেন দুখ দাও,
তাপিত প্রাণ জুড়াও, মুছায়ে নয়নাসার।
বিরূপ হও মা যদি, [illegible]
[illegible]

ক্ষম দোষ হরজায়া, এ দীন হীনে দেখ না মা
জানি যে সহায় শ্যামা, করিতে চিত বিকার।
যত দিন হয় গত, বিপাক বাড়িছে তত,
রয়েছি জড়ের মত, তারা মা কর নিস্তার॥

কবে হবে শিবে সে দিন আমার,
যাবে যবে ঘুচে এ মম বিকার,
না রবে এ ভবে নিত্য হাহাকার,
ছন্দে বন্দে পরমানন্দে ভজিব তোমারে।
ঘোর বিড়ম্বনা জীবনে মরণে,
দারুণ বেদনা অহরহ মনে,
হেরি পরমাদ শয়নে স্বপনে,
সবে ফাঁকি দিয়ে তারা যাব ভব-পারে।
কখন কি হয় রবে না সে ভয়,
পাপ তাপ ক্ষয় হবে সমুদয়,
দশ দিশি জুড়ে গা'বে সবে জয়,
দীনদয়াময়ি দে মা সে দিন আমারে।

অভয়ে অভয়-পদে দিতে যে হবে মা ঠাঁই,
আকুল অকূল মাঝে কি হবে গো ভাবি তাই॥
পাপে চিত্ত নিমগন, বিফলে গত জীবন,
তাপিত যে সে কারণ, কেমনে মুক্তি পাই।
সহায় কে আর আছে, কাঁদিব বা কার কাছে,
তোমায় হারাই পাছে, মা বিনে যে কেহ নাই।
চেয়ে দেখ ওমা তারা, রাখ মা মায়ের ধারা,
মুছাতে নয়নধারা, আর কার মুখ চাই॥

বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা,
আমায় হেথা কেউ ত নাই॥
সহায় ভেবে যার কাছে যাই,
সেই যে সরে একি বালাই।
দিন ত গেল কেঁদে কেটে,
মিছে কাজে মরছি খেটে,
সারা হ'লাম পথ যে হেঁটে,
পারের কড়ি কোথায় পাই।
[illegible] চাইলে না মা এ অধীনে,
[illegible] গো চিনে,
[illegible]

নচেৎ শ্যামা যাই যে মারা,
পথের মাঝে দিশে হারা,
পরাৎপর শিবদারা তোমা বিনে কারে জানাই।

জীবন সংগ্রামে শ্যামা বিভীষিকা বারে বারে।
সে ভয়ে আকুল হয়ে চাহি যে মা চারি ধারে।
বারিতে অরাতি গতি অকৃতীর নাহি শকতি,
কি হবে তবে মা গতি, ভাসি যে নয়নাসারে।
ঘিরেছে যে অরিদলে, তারা যে মা পদে দলে,
সে চাপে মরি যে জ্বলে, কেহ দেখে না আমারে
শঙ্কটে শঙ্করী তাই করুণা মা তব চাই,
তোমা বিনে কেহ নাই, তারিতে গো এ পাথারে।

ভজ শ্যামাপদ ঘুচিবে বিপদ মন রে আমার।
অপার-সংসার কেহ নহে কার ভাব একবার॥
বিষয়-বাসনা করনা বর্জ্জন,
পাপতাপ তাহে জান অনুক্ষণ,
কাযে সমাদর ত্যজিয়া কাঞ্চন,
কত দিনে যাবে মোহের বিকার।
ভাব নিত্যধন মায়ের চরণ,
ভাবনা সে পদ শান্তি-নিকেতন,
কি জগতে সম সে রতন,
জগন্ময়ী মার করুণা অপার,
যদি কভু তারা মুখ পানে চায়,
ভাবনা তাড়না যাবে সব দায়,
মুক্তিরে উপায় ব্রহ্মময়ী পায়,
যতনে সে পদ কর অধিকার॥

কত দিনে তারা মোহের বন্ধন হবে মা ছেদন।
জীবন যে যায় প্রাণ আশঙ্কায় হারায় চেতন॥
অকৃতি সন্তান আমি মা তোমার,
ঘোর ভবার্ণবে কর গো নিস্তার,
জগন্ময়ী বিনে আর কৃপা কার,
করুণা-কটাক্ষে কর গো ঈক্ষণ।
ডাকি সকাতরে কোথা মহামায়া,
অধীন এ দীনে দেহ পদছায়া,
না কর অশিব হ'য়ে শিবজায়া,
[illegible]

কাঁদে যে কিঙ্কর হইয়া মা-হারা,
মুছ মুক্তকেশ নয়নের ধারা.
আছি মুখ চেয়ে তোমার গো মা তারা,
পাপতাপ-ভারে ব্যথিত জীবন ॥

তারা, তোমার কেমন ধারা,
কেঁদে কেঁদে হই যে সারা,
দেখেও চেয়ে বারেক তরে কেন দেখনা ॥
দোষী বটে পদে পদে,
তার দোষী কি রাঙ্গাপদে,
কেন গো মা নিদয় আমায়,
একি তোমার বিবেচনা।
থাকতো যদি কৃপা তোমার,
এ দশা কি হয় গো আমার,
মুছয়ে দে মা নয়নাসার,
কর না গো আর ছলনা।
আপন মনে যাই গো চলে,
দুঃখ পাই তার কর্ম্ম-ফলে,
সোজা পথ মা দাও গো বলে,
পুরবে তার সব বাসনা।
গোণা দিন ত যায় মা ব'য়ে,
কাঁদ্‌ছি বসে শমন ভয়ে,
চাইলে না মা এ সময়ে, কপালে কি বিড়ম্বনা।

শেষের সে দিনে তারা চেয়ে দেখ না আমায়।
রয়েছে নয়ন মুদে তাহাতে যে ঠেকি দায় ॥
থাকিলে কৃপা তোমার ঘুচিত এ হাহাকার,
হ'য়েছে যা যা হবার, ক্ষতি নাহি তায়।
দুঃখ পাই কর্ম্মফলে, কাতরে ডাকি মা বলে,
মিনতি চরণতলে, অন্তিমে কর উপায়।
মর্ত্ত্যধাম পরিহরি, [illegible] গো শঙ্করি,
পাবো যেন পদ-তরি, শ্রীপদ লয়ে সহায় ॥

মা বলে ডাকিলে পরে ঘুচে সব যাতনা।
[illegible] অকারণ কেন করিছ ভাবনা ॥
[illegible] তাই, ভাবনায় কাজ নাই,
[illegible] পাই, কর সে সাধনা।
[illegible] পারে মুক্তি [illegible],

ব্রহ্মময়ী-পদতলে, কর না কামনা।
বিষয়-গরল পানে, কি সুখ আছে রে প্রাণে,
এই বেলা মানে মানে, মায়েরে ভজনা।
সাধনায় সিদ্ধি হবে, নিশ্চয় রয়েছে যবে,
অলসে থেকনা তবে, সে নাম বন্দনা।
নাম বিনা নাহি গতি, কর স্থির এ যুকতি,
চাহিলে মা তোমা প্রতি, না রবে তাড়না॥

কে আমি কি কাজে রত ভাব মন একবার।
মায়া মোহ ঘুচে যাবে হেরিবে ঘোর আঁধার ॥
অপার আশার ছলে, আসে দিন যায় চলে,
কালে কাল পূর্ণ হ'লে, অধিকার কি তোমার।
এ দেহ থাকিতে বশে, অলসে কেনরে বসে,
শ্যামা-নাম সুধারসে, পিওনারে অনিবার।
জীবের পরম গতি, শক্তিময়ী সে শকতি,
পদে মার রাখ মতি, ঘুচে যাবে এ বিকার।
মানিলে মানা যে মানে, মা চাহে সে মুখ পানে,
সতত সরল প্রাণে, সাধনা সে নাম মার।
ভক্তি ভরে ডাক্‌লে পরে,
মা যে তারে কোলে ধরে,
ত্রিভুবন চরাচরে, ভক্তাধীন মা আমার ॥

দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে।
তুমি না তাকালে দয়া প্রকাশিলে কে তারিবে।
হাতে পায়ে বাঁধা লোহার শিকল,
হই আগুয়ান না আছে সে বল,
নয়নের ধারা পথের সম্বল,
এ হীন পান্থকে কেহ না চাহিবে।
অনিত্য বিলাসে হ'য়ে নিমগন,
দেখিয়াছি কত মোহের স্বপন,
জীবনের অন্তে হবে যে চেতন,
শ্রীপদ-পঙ্কজে ঠাঁই কি মিলিবে ॥

অনিত্য সংসার-মদে হ'য়েছি বিহ্বল।
জগতে এ দুঃখ ভোগ তার প্রতিফল ॥
মায়ামোহে বিভাড়িত, শোকতাপে সন্তাপিত,
সতত শঙ্কিত চিত, যে হেতু চঞ্চল।
[illegible] এ ভবপাকে,

পদে পদে অপমানে, দেহ যে বিকল।
দীনে মা চাহ ঈশানি, পাষাণি কেন পাষাণী,
শুন বাণী ও মা রাণি, বহে আঁখি-জল॥

যতনে যাতনা বাড়ে ভালবাসা এ কেমন।
অনিত্য সে অনুরাগ অশান্তির নিকেতন॥
ভাল বলে ভালবেসে, প্রমাদ ঘটায় শেষে,
কি জানি কি মোহ এসে, আবেশে ভুলায় মন।
অনুরাগী যার তরে, সে যদি রে অনাদরে,
সেরূপ হৃদয়ে ধরে, ঝরিবে যে দুনয়ন॥
ভালবাস অভয়ারে, শ্যামা মা ত্যজিতে নারে,
সে মায়ের কৃপা ধারে, করে শান্তি বরিষণ॥

আলোয় আলোয় ভালয় ভালয়
চলে যাব সাধ মনে।
দিন ত গেল আঁধার এল ঘরে তবে যাই কেমনে
খেলার সাথী ছিল যারা,
কোথায় এখন গেছে তারা,
অমা-নিশায় পথ যে হারা,
যদি বা মায়া বিজন বনে।
কাজের ঝোঁক দুপর বেলা,
কাটয়ে দিয়ে ক'রে হেলা,
মাঝ দরিয়ায় ডুবয়ে ভেলা,
ভাবছি যে দায় ক্ষণে ক্ষণে।
ব্যাথার ব্যথী কোথায় পাব,
মুখ পানে বা কার তাকাব,
সকল দিকেই আমার অভাব,
চাও মা তারা অকিঞ্চনে॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।
শোক-মাখা চারু-চিত্র ভীষণ শ্মশান।
ভব-রঙ্গ-ভূমে এই কাঁদিবার স্থান॥
নীরব ধরা সুন্দরী, মৃতদেহ কোলে করি;—
নীরব বিহগ মরি, ভুলে গেছে গান।
বিবাদ [illegible] তাঁর, কঙ্কাল কুসুম হার;
বিভূতি চন্দনসার, ধূলা ধূসরিত কেশ;—
[illegible] প্রতিধ্বনি, সাজি রাণী পাগলিনী,
[illegible] চিতে ধনী, কাঁদিয়ে কাঁদান॥

বেহাগ জংলা—একতালা।
গাও রে জগতজন (সব) মিলিয়ে,
কুসুমদাম ফুটিয়ে, চাঁদ কিরণ ঢালিয়ে;
গাও রে আনন্দে হৃদয় খুলিয়ে॥
গাও রে কোকিল নিকুঞ্জকুলে,
গাও রে মধুপ বসিয়া ফুলে,
সরসী-সলিল তরঙ্গ তুলে,
গাও নাচিয়ে নাচিয়ে;—
গাও রে আনন্দে হৃদয় খুলিয়ে॥
গাও হে পবন মধুর স্বরে,
কাননে কাননে ভ্রমণ ক'রে;
নিশির শিশির প্রেমের ভরে,
গাও সুবাস মাখিয়ে;—
নবীন নির্ঝর নবীন রবে,
আছ রে বিজনে যে যেথা সবে;
গাও রে প্রকৃতি জাগা'য়ে ভবে,
প্রেম-লহরী তুলিয়ে;—
আজি এ মধুর মিলনে মাতিয়ে॥

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি।

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের এক-জন অধিনায়ক ছিলেন। নব্যমতে সমাজ-সংস্কারে ও বিবিধ দেশহিতকর কার্য্যে ইঁহার প্রবল উৎসাহ ছিল। 'ভারত সভার' সম্পাদক রূপে ইনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেখাইয়াছিলেন। আসামের কুলীদিগের দুর্দ্দশা মোচন জন্য ইনি স্বয়ং কুলী সাজিয়া তাহাদের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া আসেন "অবলাবান্ধব" পত্র প্রচারে ইনি প্রথম প্রসিদ্ধিলাভ করেন। 'সঞ্জীবনী' পত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াও ইনি পরিচিত ছিলেন। ঢাকা বিক্রমপুর ইঁহার জন্মস্থান। কলিকাতাতেই শেষে বসবাস করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধা কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলী) বি-এ, এল-এম্-এস্ কে, ইনি বিবাহ করেন। চারি পাঁচ বৎসর হইল, প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ-ঠুংরিং।
না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।

অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি,
হও "বীর-জায়া, বীর-প্রসবিনী।"
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীর-গুণ-গাথা- বিক্রম-কাহিনী,
স্তন্য দুগ্ধ যবে পিয়াও জননী।
বীরগর্ব্বে তার নাচুক ধমনী,
তোরা না করিলে এ মহা সাধনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

কি পাপে পাঠালে বিধি করে বঙ্গনারী।
প্রকৃতিরঞ্জিত ছবি জন-মোনহারি॥
জলে স্থলে শূন্যে একা, সুরূপ লাবণ্য মাখা,
এ পোড়া নয়ন আছে দেখিতে না পারি।
পিঞ্জরের পাখীসম, দিবানিশি অষ্ট যাম,
ঘুরে ফিরে এক ঠাঁই, বার বার তা নেহারি।
সেই বাড়ী সেই ঘর, সেই দ্বার নিরন্তর,
দেখে দেখে ক্লান্ত আঁখি আর ত দেখিতে নারি।
এ চক্ষের কি এই ফল, দিবানিশি অশ্রুজল,
বহিছে অজস্রধারে; যেন নির্ঝরের বারি।
মোরে অন্ধকারে রাখ, প্রকৃতির রূপ ঢাক,
তামসী নিশার সম ঘোর আঁধার প্রসারি॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

স্মরিলে পূর্ব্বের কথা অশ্রুজলে আঁখি ভাসে।
পূরব সৌভাগ্যরবি, হায়, পশ্চিম-আকাশে;
যে দিন প'ড়েছে ঢ'লে, ডুবেছে সে দিন হতে,
অভাগী ভারতনারী, ঘোর অজ্ঞান তামসে।
কোথা গার্গী, কোথা খনা, মৈত্রেয়ীর জ্ঞানপনা,
সকলি হ'য়েছে লুপ্ত করাল কালের গ্রাসে;
সে শিক্ষা সে জ্ঞান বল, কিছু নাই, হা কেবল,
দুর্গতির শেষ নারীজন্ম ভারত[illegible]।
বল হে শিক্ষিত দল, সুশিক্ষার এই ফল॥
[illegible] এ দুর্গতি সহ্য কর অনায়াসে।
এস ভাই কর দান, এই দেহ, এই প্রাণ,
[illegible] ঢেকে দাও মনের হরষে॥
[illegible] এ দশা আর,
[illegible] বলে।

পাহাড়ী—আড়া।

নির্ব্বাণ আশার দীপ, সব অন্ধকার।
পারি না বহিতে এ পাপ-জীবন আর॥
রোগে শোকে জীর্ণ জরা জীয়ন্তে হয়েছি মরা।
মিছে কেন বসুন্ধরা, বহ এ দেহের ভার।
নিজ দেহে দেহ ঠাঁই, মাটি হয়ে মিশে যাই,
লুপ্ত হ'ক একবারে, শেষ চিহ্ন অভাগার।
ভালবাসা স্নেহ প্রীতি, মুছে ফেল পূর্ব্বস্মৃতি,
বাসিয়াছ যারা ভাল নিজ গুণে আপনার,
কাঁদায়েছি, কাঁদিয়াছি, এই শেষ ভিক্ষা যাচি,
স্মরিও না হতভাগ্যে ফেলিও না অশ্রুধার।
অশ্রুযোগ্য নয় সে যে, কর্ম্মক্ষেত্র যেই ত্যজে,
না উৎসর্গী দেহ প্রাণ করিতে দেশ উদ্ধার॥

পাহাড়ী—আড়া।

ভারত দুঃখিনী আমি পরভাগ্যা পরাধিনী,
কেমনে এ পাপ-মুখ দেখাইব কলঙ্কিনী॥
মৃতপ্রায় অধোমুখে, কলঙ্কী সন্তান বুকে,
কাঁদে পর-গঞ্জনায়, কাঁদি আমি অভাগিনী,
চন্দ্রসূর্য্য-বংশে আজি নিস্তেজ নক্ষত্ররাজি,
বিরাজে কহিব কারে হেন দুঃখের কাহিনী।
অল্পমতি হীনপ্রাণ, আর্য্য তেজ অভিমান,
হারাইয়া পরপদ সেবিছে দিবাযামিনী।
হিমগিরি ভেঙ্গে পড়, পাতালে প্রবেশ কর,
কোন্ লাজে উচ্চশিরে চেয়ে আছ হতমানী।
সাগর প্রসার গ্রাস, এ মাটির দেহ নাশ,
এ কলঙ্ক চিহ্ন বুকে, মুছে ফেল মা ধরণি।
চন্দ্র সূর্য্য খসে পড়, এস আদি-অন্ধকার,
ঢেকে রাখ পাপমুখ এ অপার দুঃখগ্লানি॥

জয়জয়ন্তী।

আয়রে শিশু আয়রে কোলে জুড়াই জীবন,
দেখে দেখে প্রাণভরে ও সুধাংশু বদন॥
মধুর অধুর রুচি, হস্তপদ কচি কচি,
কচি মুখে কাঁচা হাসি কি হৃদয়-রঞ্জন।
আহা কি মধুর মূর্তি, [illegible],
[illegible] এ মর্ত্যে [illegible]॥

ভেঙ্গে ভেঙ্গে আসে আঁখি,
মাতৃ-অঙ্কে শির রাখি,
নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাও যখন॥
দুরাশা দুস্বপ্ন সব, এ সুখের নিদ্রা তব,
ভাঙ্গে না করিতে নিশি অশ্রুজলে উদ্‌যাপন।
পবিত্রতা দেহে মাখা, এখনো কলঙ্ক রেখা,
পড়েনি কোমল অঙ্গে যেন পড়ে না কখন।
বুঝিলাম দগ্ধ প্রাণ, জুড়া'বার এই স্থান,
দম্পতি-প্রেমের অতি দৃঢ়তর নিদর্শন।
যে গৃহে অভাব তো'র, সে গৃহ শ্মশান মোর,
অতি ভাগ্যে এ সংসারে মিলে এ মহারতন॥

খাম্বাজ ঝংলা—লক্ষ্ণৌ-ঠুংরি।

আহা কি সুন্দর শোভা তরুণ জীবনে।
বাল-ইন্দুসম বৃদ্ধিপায় দিনে দিনে॥
নবীন কোরকসম, সে বদন নিরুপম,
বিকাশিবে ক্রমে তাহা অতুল ভূষণে।
এ চারু রূপের ভরা, যে মহাশিল্পীর গড়া,
যাথানি নৈপুণ্য তাঁ'র, মিলে না তুলনে।
সাজা'য়েছ নাথ, যারে, বাল্যরূপে কৃপা করে,
সাজাইও হৃদয় তা'র এমন যতনে।
এ রূপের অনুরূপ, সুন্দর প্রকৃতি হো'ক,
অক্ষত শরীরে রেখো পবিত্র জীবনে॥

হাস শিশু মধুর হাসি, এ খায় সুখের জীবন,
জীবন চক্রের গতি পূর্ণ এক আবর্ত্তন॥
যদি পারি ফিরে আসি, তো'র মত কাঁদি হাসি,
আবার জীবন পথে গতি আরম্ভি নূতন।
সাদা মন সাদা প্রাণ, নাহি আত্মপর-জ্ঞান,
যার দেখ হাসি মুখ, ভাব তা'রে আত্মজন,
শত্রু মিত্রে ভাব সম, এ প্রকৃতি দেবোপম,
জীবনে এ মধুরতা থাকিবে কি চিরদিন।
এক দুই তিন করে, শত-বিংশ চক্র ঘুরে,
যাও শিশু হাসি মুখে, সুখে চালা'বে জীবন।
[illegible] ভাবে, চিরহাসি থাকে লেগে,
[illegible] যেন পড়ে না কখন॥

বেহাগ।

এ গৃহ উদ্যানে নাথ, পুন তোমারি নিদেশে,
ফুটিল নব কুসুম, সুনব রঞ্জিত বেশে।
আজি যে শয্যায় শোয়া, সঘন ক্রন্দন-"ওয়া",
চলিবে, বলিবে ক্রমে তোমারি শুভ আশীষে।
এ কোমল কলেবর, হ'বে পুষ্ট দৃঢ়তর,
কত আশা কত চিন্তা কালে উদিবে মানসে।
পৌরুষ প্রবীণ ধীর, ধর্ম্মযুদ্ধে হ'য়ো বীর,
দেশের কল্যাণে প্রাণ যেন উৎসর্গে হরষে।
অশান্তির অশ্রুজল, এ কোমল গণ্ডস্থল,
ভাষায় না যেন আর, পূর্ণ করো অভিলাষে॥

খাম্বাজ—পোস্তা।

অধরে ফুটে'ছে হাসি নয়নের কোণে;
ভরেছে মধুর হাসি সমগ্র বদনে।
ও রে শিশু হাস হাস, বল রে মধুর ভাষ—
মা—মা,—বা—বা, আধ আধ বচনে।
কি অমৃত এই হাসে, দগ্ধ প্রাণে ফিরে এসে,
সস্নেহে আগুলে কোলে একটী চুম্বনে।
কা'র না জুড়ায় প্রাণ, তৃষিতে অমৃত-দান,
কে শিখা'ল এই ব্রত সুকুমার শিশুগণে।
ও রে শিশু বল বল, কে শিখা'ল এ কৌশল,
বাঁধিস উদাস প্রাণ স্নেহ-বন্ধনে কেমনে।
হাস শিশু দুলে দুলে, মায়ের পবিত্র কোলে,
এমন নির্ভয় স্থান আর পা'বে না ভুবনে।
মাতৃ-অঙ্কে যা'র স্থান, সে না আর হাসিবে কেন,
এ সৌভাগ্য থাকে যেন, তব অনন্ত জীবনে।
ঈশ্বরে করিয়া ভর, কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর,
হ'য়ো, শুভ পথে থেকো রত দেশের কল্যাণে॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

এই ত সে মধুর প্রণয়,
যে বন্ধনে আছে বাঁধা বিশ্বে সমুদয়।
জীবস্থিতি যার মূল, যা'তে সুরক্ষিত কুল,
সুখশান্তি যা'র তুল, সম্ভব না হয়।
বাঁধ আজ সে বন্ধনে, নরনারী দুই [illegible]
[illegible] আলো প্রাণে হো'ক [illegible]

ভৈরবী—খং।

যতনে গেঁথেছি মালা সুগন্ধি কুসুমদলে।
ধর ধর সখি ধর সুন্দর করকমলে॥
আজ বহু দিন থেকে, যাঁ'র মূর্ত্তি হৃদে এঁকে,
রেখেছ, পরাও যতনে ও মালা তাঁ'র কণ্ঠস্থলে।
সুজন তুমিও ধর, এ নব কুসুম-হার,
পরাও দেখি কেমন পরা'তে জান সখীর গলে॥
পবিত্র প্রণয়-পাশে, পরস্পরের বাঁধ কসে,
প্রাণে প্রাণে গেঁথে রাখ,আঁক প্রেমমূর্ত্তি চিত্তফলে
চিরদিন সুখে থেকো, দেখ যেন মনে রেখো,
শুভ কর্ম্মে রেখো মতি, মত্ত থেকো ঈশ-পদতলে

বহিয়ে দুঃখের ভরা তরুণ জীবনে,
ফুটিল সৌভাগ্য ফুল, বুঝি এত দিনে।
দু'জীবন এক সূত্রে, গেঁথে আজ কর্ম্মক্ষেত্রে,
ঈশ্বরে নির্ভর করি, প্রবেশ নবজীবনে।
আজ হাসিভরা মুখ, দেখিয়া জুড়া'ক বুক,
ঝরুক আনন্দ-নীর ধীরি ধীরি দু'নয়নে।
সুখে থেকো সুখে রেখো,সদা স্নেহ-চক্ষে দেখো,
নিজ সন্তানের মত মাতৃহীন শিশুগণে।
পতিপ্রেমে সুখী হ'য়ে, সরল প্রকৃতি ল'য়ে,
সুখে কর ঘর, পূর্ণ হোক শক্ত পরিজনে।
মুছাইও এ অঞ্চলে, যা'র চক্ষু ভাসে জলে,
ধর্ম্মে সদা রেখো মতি, দয়া করো দীনজনে॥

তব শুভ সন্নিধানে, তোমারি করুণা-গুণে,
শুভকার্য্য আজি পিতঃ, সমাধা হইল।
দুই নদী যথা আসি, এক হ'য়ে ধায় মিশি,
জীবনে জীবন-স্রোত, তেমনি মিশিল।
একি দেখি কৃপাফল, দুটি বিন্দু হিম জল,
ঢল ঢল করে কেন, গড়া'য়ে মিলিল;
দুই প্রাণ পূর্ণ হ'ল, [illegible] মুখ প্রস্ফুটিল,
হৃদির আলোয় কালি, [illegible] ঘুচিল।
পবিত্র প্রণয়-ডোরে, বাঁধ পিতা ভাল করে,
[illegible] প্রাণে, জনম মতন;
[illegible] পূরিল মনোবাসনা,
[illegible] হৃদে, দুঃখ-বিচ্ছেদ রহিল॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

বৃথা এ জীবন-ভার কে আর বহিত।
ঈশ্বরে মঙ্গলময় কে আর কহিত॥
এত স্নেহ ভালবাসা, এত প্রেম এত আশা,
কৃতান্তের কাল দণ্ডে, যদি সব ছিন্ন হ'ত।
তুমি কাল ভঙ্গি বটে, দেহ মৃত্তিকার খাটে,
নাশিবে কে অমরাত্মা শকতি কি আছে এত।
অমর কি কখন মরে, লোক হ'তে লোকান্তরে,
যায় যেমন শিশুরা হয় ধরায় আগত।
কেহ আগে কেহ পরে, পুণ্যালয়ে পুণ্য-ঘরে,
জীবনান্তে একে একে সবে হইবে মিলিত।
তাই বুঝি পুণ্যবতী, রেখে পুত্র কন্যা পতি,
নব-গৃহ আয়োজনে হয়েছেন স্বর্গগত॥

রমাপতি রায়।

মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণায় নিবাস ছিল। প্রায় ৫০ বৎসর হইল ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইনি বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে কিছুদিন গায়ক ছিলেন।

যোগিয়া—আড়া।

রাণী গো শুধু তোমারি বেদনা বলে নয়।
দেখ দেখি গিরিপুরে, পশু-পক্ষী আদি করে,
উমার লাগিয়া ঝুরে, সবে নিরানন্দময়॥
উমা তোমার দুহিতা, কিন্তু জগতের মাতা,
লিপিকর্ত্তা যে বিধাতা তেঁহ মাতা কয়।
বিশেষে তোমার তারা, হর ত্রিলোচন তারা,
তেঁই পরস্পর তারা, বিচ্ছেদ না সয়।
অর্থহীন পশুপতি, তাঁ'র সর্ব্বস্ব পার্ব্বতী,
দুর্গা বিহনে দুর্গতি, শুনেছি নিশ্চয়।
রমাপতির এই মন, হর-পার্ব্বতীরে আন,
সফল কর নয়ন, হেরিয়ে উভয়॥

সে দিন আমার কবে হবে।
আসিয়া সর্ব্বমঙ্গলা মা বলে ডাকিবে॥
হ'বে কি এ সম্ভব, [illegible] হইবেন শিব,
হবে [illegible], উমারে পাঠাবে।

যাহারে ল'য়ে বিরলে, সাদরে করিব কোলে,
পুরবাসিগণে মিলে, আনন্দে ভাসিবে।
কৈলাসের বার্ত্তা সব, উমার মুখে শুনিব,
তবেই মনের সাধ ও বাসনা পুরিবে।
এই মনে অভিলাষী, সহচরীগণে আসি,
পথে আসিছেন কৈলাসী, আমারে শুনা'বে।
দ্বিজ রমাপতির বাণী, শুন গো মেনকা রাণি,
আসিছেন উমা এখনি, বরণ করিবে॥

কও মা ছিলে কেমন ভিখারী শিবের ঘরে।
শুনি মা সবার ঠাঁই, বসিবার স্থান নাই,
জামাতা শ্মশানে ফিরে॥
কত বা যতন করে, রাখিতাম হৃদি'পরে,
তবু ক্ষণে ক্ষণে মা থাকিতে মানভরে।
সেখানে কে আছে শিবে, তোমার দৌরাত্মসবে,
কে রাখিত সমাদরে।
আর কত কথা শুনি, গঙ্গা নামেতে সতিনী,
তাকে নাকি শূলপাণি, রাখেন শিরোপরে।
দ্বিজ রমাপতির মন, আর না পাঠা'ব পুন,
বুঝাইব জামাতারে॥

আড়াখেমটা—কীর্ত্তনের সুর।
আজকের মতন রেখে যা বলাই।
গোঠে যাবে না রে প্রাণ কানাই।
বনে রক্ষা করে বল কে,
আমি ঘরে যা'রে হারাই পলকে,
এমন কানাই-ধনে দিয়ে বনে;
ঘরে কারে হেরে প্রাণ জুড়াই॥
তোরি অনুগত নীলমণি,
তোর কথা ভিন্ন খায় না নবনী,
কানাই তোরি বাধ্য, তোর সুসাধ্য,
তুই যা বলিবি কানাই শুনবে তাই॥
মনের কথা শুন রে বলরাম,
আর কান্না এসে শুন্‌লে বনের নাম,
তোরে [illegible] নিরবধি, তুই বলিস্ যদি,
[illegible] আমি তোদের সঙ্গে যাই।
[illegible] না বলি তোরে,
[illegible] কাদি বুকের [illegible],

কুলক্ষণের রঙ্গ, দক্ষিণাঙ্গ
আমার নৃত্য কর্চ্ছে সদাই।
দ্বিজ রমাপতির এই বাণী,
কার অঙ্গে ভাব যশোদা রাণি,
দেখ গো অন্তরে, এই চরাচরে,
তোমার গোপাল ভিন্ন গতি নাই।

মালশ্রী—একতালা।
দীননাথ, এ কি বজ্রাঘাত,
কেন আমাকে অনাথ করিলে॥
সুখ সম্পদ বিভব, দেবের দুর্ল্লভ,
দিয়া হে জানকীবল্লভ,
আমার প্রাণের বল্লভে কেন বা হরিলে।
করিতেন জানি লঙ্কার রাজন,
তোমার সাধন, তোমারি ভজন,
তোমারি প্রসাদে পেয়ে লঙ্কার সৃজন,
এবে বিসর্জ্জন আপনি দিলে।
বলে মহাবলী ছিলেন দেবর,
পেয়েছিলেন তব আশীর্ব্বাদে বর,
এখন ধূলায় ধূসর তাঁর কলেবর,
কেন নিদ্রাভঙ্গ অকালে করিলে?
ঘুচাইলে নারীর আয়ু অলঙ্কার,
মুহূর্ত্তে শ্রীভ্রষ্ট হইল লঙ্কার,
স্বর্ণ লঙ্কাপুরী দিনে অন্ধকার,
দাসীর প্রতি কেন হেন বিচারিলে।
নতুবা ত্যজিব চরণে জীবন।
কহে রমাপতি রাজীবলোচন,
রাবণেরে আজি ছলে উদ্ধারিলে॥

হরিমোহন রায়।

রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র এবং রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্র। সঙ্গীতালোচনায় ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। শেষ বয়সে ইনি এক যাত্রার দল করিয়াছিলেন। পাঁচ ছয় বৎসর হইল, মৃত্যু হইয়াছে

[illegible]—আড়াঠেকা।
দেখিলাম অপরূপ কদম্বের তলে।
মোহন বাঁশরী ধরি [illegible]।

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম বাঁকা, মাথায় চূড়াটী বাঁকা,
বাঁকা তাহে শিখি পাখা, বনমালা গলে।
শ্রীমুখে মধুর হাস, কোটি শশী পরকাশ,
শ্যামের প্রেমের ফাঁস, পরিয়ে এলেম গলে।
সেরূপ-সাগরে মন, করিয়াছি বিসর্জ্জন,
ত্রমশঃ হয়ে মগন, পশিল অতল জলে॥

ঝিঁঝিট—খং।

শশী বুঝি ভূমে উদিল, হেরি সখি মন মোহিল।
এ মোহন রূপ, কোটি সুধা কূপ,
নারী হয়ে নারীর মন হরিল।
ও বদন চাঁদ, মৃগ ধরা ফাঁদ, মম মন-মৃগ ধরিল॥

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

গিয়ে সখি যমুনার কূলে।
হেরিলাম কাল শশী কদম্বের মূলে॥
মরি সে মোহন রূপ, জগতে অতি অনুপ,
নিরখি নাগর ভূপ, কালি দিলাম কুলে।
শুনিয়ে মধুর বাঁশী, মন হইল উদাসী,
কেমনে ভবনে আসি, মম প্রাণ গেল ভুলে॥

কালাংড়া—ঠুংরি।

এ দাসীর অনুরোধ ওহে রসময়,
এইরূপ প্রেম যেন চিরদিন রয়।
প্রাণের যতন করে, যতন করিলে পরে,
প্রণয় পরম নিধি, হবে হে সদয়।
বিরহ সঙ্গিনী অতি, পাপিনী হে প্রাণপতি,
দেখো ছলে বলে যেন, হরিয়ে না লয়॥

শঙ্করা—আড়া।

ধরিয়ে রাখিব বঁধু কভু না ছাড়িব,
মণিময় হার [illegible] গলেতে পরিব।
নিভৃত [illegible] [illegible], হৃদয়-নিকুঞ্জ বনে,
বসাইয়ে [illegible] [illegible], আঁখি ভরি হেরিব॥

[illegible]—আড়খেমটা।

[illegible] [illegible] যেন পড়িয়ে ধরায়।
[illegible] [illegible]॥

রায়ের হৃদয় ধন, যখন যে ভাবে রন,
তখনি মোহিত হন, মোহন শোভায়।
কেশচ্যুত ফুলহার, শ্রীঅঙ্গে লুটিত যাঁর,
এখন সুনিদ্রা তাঁর, আনন্দে ধূলায়॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কেন হে প্রেয়সি এত হতেছ কাতর,
হৃদয়ের মণি তুমি ভাবি নিরন্তর।
অধীরা হইয়া থাক, আমার বচন রাখ,
হৃদয়ে শয়ন কর যুড়াক অন্তর।
তুমি প্রিয়ে এ জনের হেমহার হৃদয়ের,
অথবা হৃদয়াকাশের পূর্ণ শশধর॥

বসন্ত—একতালা।

যাহার লাগিয়ে জাগিয়ে যামিনী,
রয়েছ বসিয়ে শ্যাম সোহাগিনি,
যাহার লাগিয়া, সুরাগে রাগিয়ে,
ওগো সুধামুখি! রাই,
সোহাগে গলিয়ে, ত্যাজিয়ে ভবন,
সাজায়েছ আজ নিকুঞ্জ কানন,
কুসুম ভূষণে সেজেছ মোহন,
কুলশীল লাজে দিয়েছ ছাই।
যার প্রেম-আশে বিভোর হইয়ে,
চাতকিনী সম জলদে হেরিয়ে,
ঘুচাতে পিপাসা এসেছ ধাইয়ে,
প্রিয় সখীগণ সনে ভুলাইতে সখি,
সে নাগররাজ, ভুবন ভুলানো করেছে সাজ,
সে সাধে বিবাদ ঘটিল আজ,
প্রাতে মথুরায় যাবে কানাই॥

ললিত—আড়াঠেকা।

সই কই সে কাল শশী।
ঐ দেখ অস্তাচলে চলিল গগন-শশী॥
সবে কত তিরস্কার, করিলাম অভিসার,
গৃহে ফিরি যাই [illegible], আর [illegible] আছ বসি।

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

জনমের মত হেরি শ্রীমুখ তোমার হে।
কিঞ্চিৎ শীতল করি জীবন আমার হে॥
বিরহে দহিব বলে, অনুরাগ ভরে গলে,
আগেতে না পরিতাম মণিময় হার হে।
নদী রম্য নিকেতন, ভূধর সাগর বন,
এখন রহিল কিন্তু, মাঝেতে দোঁহার হে।
যদি জন্ম জন্মান্তরে, প্রিয়তম পতিতরে,
কামনা করহ তবে, আমারে না আর হে॥

কৃষ্ণেন্দ্র রায়।

কৃষ্ণেন্দ্রনাথ রায় রাজসাহী বলিহারের রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রায় সাত বৎসর হইল, ইহাঁর লোকান্তর হইয়াছে। ইহাঁর কয়েকখানি কবিতা গ্রন্থ ও নীতিবিষয়ক পুস্তক আছে। ইনি বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন।

খাম্বাজ—চৌতাল।

খর্ব্বস্থূল তনু মনোহর,
করীন্দ্রবদন, চারু-চতুষ্কর,
ম—দ—গন্ধে লুব্ধ মধুকর,
ভ্রমে গণ্ডস্থলে গুণ গুণ করি॥
দন্তাঘাতবিদারিতারি রুধির,
সিন্দুর সদৃশ বপুঃ শোভাকর,
সর্ব্ব সিদ্ধি-প্রদ গুণাকর,
সমস্ত বিঘ্নের হও তুমি অরি।
সর্ব্বাগ্রে তোমার পূজার বিধান,
যে না করে তার, হয় অকল্যাণ,
রণে বনে সবে পায় পরিত্রাণ,
তব নাম মাত্র সর্ব্বক্ষণ স্মরি॥
দ্বিজ কৃষ্ণ-ইন্দ্র তব পদ ধ্যান,
করি বিরচিল যে সমস্ত গান,
অপার্থ ধারণে হ'য়ে ক্ষমাবান্,
বিষয় বাসনা যেন যায় পাসরি॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

[illegible] ভবের পর [illegible]।
[illegible] যে করে তবে [illegible]।

হরিতে ভবের ভার, কত রূপ বারবার,
ঐ হের রে আবার, একিরূপ চমৎকার।
পাশাঙ্কুশ দুই করে, অস্ত্র করে অস্তর হরে,
দেখ কিবা শোভা করে, হরে ভব-অন্ধকার॥
বসিয়ে কমোলপর, রূপ শত প্রভাকর,
কৃষ্ণ-ইন্দ্র যুড়ি কর, করে পদে নমস্কার॥

বেহাগ—আড়া।

আর কি সুখের সাধ, কর রে পামর মন।
এ জনমে সকল যে, হইল রে সমাপন॥
দিনে দিনে দিন গত, না ভাবিলি হিতাহিত,
করিলি কুকর্ম্ম যত, ভুগিতে হবে এখন॥
(দেখ) সংসারের সুখ যত, দুখের নিদান ভূত
দৃষ্টিমাত্র হরে চিত, কিন্তু দুঃখ পরক্ষণ॥
এ অনিত্য সুখ আশে না চিন্তিলি শ্রীনিবাসে,
কৃষ্ণ-ইন্দ্র কালত্রাসে, সদা করিছে রোদন॥

বেহাগ—আড়া।

এছার সংসারে বল, কে কার আপন পর।
কেবল ধনলোভে সবার, সবে করে রে আদর।
মধুচক্রে মক্ষিকাগণ, তেমতি সকলে স্বগণ,
মধুর নিঃশেষ করি, সবে হয় রে অন্তর॥
(দেখ) ভাগ্য লক্ষ্মী যত দিন, সুহৃদ সকলে হন,
অদৃষ্ট হ'লে মলিন, কে জিজ্ঞাসে কারে আর।
এইত সংসারের রীতি, পার হয়ে ত্যালায় লাথি।
কৃষ্ণ-ইন্দ্রের কি যে গতি, হইবে রে অতঃপর॥

বাহার—মধ্যমান।

পার পার যেতে পার পারে। (ডাক তাঁরে)
এ ভব কাণ্ডারী যে রে,
তিনি বিনে, ত্রিভুবনে, বল কে দুস্তরে-তারে॥
প্রহ্লাদ যে পদ হৃদে, করিয়ে ধারণ,
অনল গরল জলে, না করে চিন্তন।
গিরিধরে চিতে ধরি, গিরিতে না ভয় করি,
করীরে নিবৃত্তি করি, রাখে কীর্ত্তি ভূমাধারে॥
আর [illegible] মন, এব আচরণ,
[illegible] করিবে [illegible]।

ডাকিয়ে একান্ত মনে, পদ্মপলাশ-লোচনে,
গেল সে সর্ব্বোচ্চ স্থানে, কালে কি করিল তারে
কৃষ্ণ-ইন্দ্র হরিগুণ, কি রূপে করে কীর্ত্তন,
পঞ্চ বক্ত্রে পঞ্চানন, যে গুণ সদা বিস্তারে॥

কালেংড়া—আড়াখেম্‌টা।

বৃথা কাজে মন, কেন কাল করিছ হরণ।
কালের কি কালাকাল, আছেরে বল কখন॥
কিবা বাল্যকাল, মধ্যকাল,
বৃদ্ধকাল সকাল বিকাল, কালের সবকাল,
গেল কাল,পরকাল, ক্ষণকাল, না কর চিন্তন॥

পরজ বাহার—ঢেমা কাওয়ালী।

(আর) চিন্তা কিরে মন।
চিন্ত সদা সে শ্রীচরণ,
যে চরণ যতনে হৃদে (ধরে) আছেন পঞ্চানন॥
সে নহে সামান্য পদ, সদাশিবের সম্পদ,
ঘুচিবে সব আপদ, (তাঁরে) করিলে স্মরণ॥
জীবের দুর্গতি সতী, করিতে হরণ,
যুগে যুগে নানারূপ, করেন ধারণ,
দিনান্তরে যে তাঁহারে, ডাকে নিরন্তর অন্তরে,
অনায়াসে ভবপারে, (সে) করে রে গমন॥

পরজ বাহার—ঢেমা কাওয়ালি।

(মন) একি ভ্রম তোমার।
বারবার ব'ল্‌ব কি আর,
বুঝরে অনিত্য, নিত্য, নহে এ সংসার॥
কিবা রাজ্য কিবা রাজা,
হয় হস্তী কি আর প্রজা,
[illegible] কি সুসজ্জা ([illegible]) সকলি অসার॥
[illegible] জনক জননী [illegible] গৃহিণী তোমার,
কারে [illegible] কারে নমস্কার,
[illegible], ভেবে দেখ নিরবধি,
[illegible] (কেবল) দুঃখের আধার॥

[illegible]

ত্যজি সব ধন জন, করি চিত্তসংযমন,
করয়ে বন গমন, হেথায় তুমি আর থেকো না।
থাকি সংসারেতে উহা কেউ পারে না,
এত প্রলোভনে হয় কি উপাসনা।
কৃষ্ণইন্দ্র বলে, পরকালে, নহিলে যে দুঃখ নানা॥

আলিয়া—আড়া।

হেসে হেসে কাছে ব'সে, সন্তোষে যে সুত।
ভেবে দেখ সুতা সুত, বন্ধনেরি সুত॥
হাটে যত বিকায় সুত, লাল কালা সাদা পীত,
নহে কভু দুঃখ যুত, এ যেমন সুত।
অদ্ভুত নিতান্ত সুত, অনন্ত কৈ দেখি সুত
সুতাতে প্রসবে সুত, মায়াময় সুত॥
কৃষ্ণ-ইন্দ্রের মনোগত, প্রশংসিত হ'ত সুত,
নিবারিত যদি সুত, সে রবিসুত॥

যোগিআ ভৈরব—কাওয়ালী।

কর রে, বিভুগুণ গান।
যিনি, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের, করেছেন বিধান॥
যাঁরে ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিলোচন,
সদা করে আরাধন, তিনি সব জীবের জীবন,
অথচ দুষ্টেরে করেন দমন,
আবার ভক্ত বন্ধন, করিয়ে মোচন,
ভবারাধ্য পদ তারে, করেন প্রদান॥
ত্যজি কুবচন, কুভোজন, কুকার্য্যের আয়োজন,
কর তাঁরে স্মরণ মনন, যোগীর হৃদয় ধন যে রে,
কৃষ্ণইন্দ্র বলে শুনহ সকলে,
তাঁর গুণগানে হবে, তবে পরিত্রাণ॥

বিভাষ—আড়া।

কে বলে শ্মশান তুমি, অতিশয় ভয়ঙ্কর।
জুড়াতে জীবন কোথা, আছে হেন স্থান আর॥
কি তাপী পাপী সকল, কি বলী কিবা দুর্ব্বল,
ভীরু কি বৈরের দল, বিশ্রাম স্থল সবার॥
দরিদ্র দুঃশীল লম্পট, ধনী মানী জ্ঞানিগণ,
দুর্ব্বল [illegible] কি [illegible] ;
[illegible] জননী,
[illegible] বিকার।

…জন-ভর্ত্তা কেহ, কেহ পথের ভিখারী,
…রত ধন বিলায় কেহ, কেহ দিয়ে লয় হরি ;
…কহ বৃদ্ধা প্রৌঢ়া যুবতী, দুর্ভগা, অসতী সতী,
…ল্য সবাকার গতি, তারতম্য নাহিকার ॥
…জা প্রজা একাসনে, ব'সে দেখ সেই স্থানে,
…র্ণকার, কর্ম্মকার, কিম্বা চণ্ডাল ব্রাহ্মণে ;
…ক আতুর কি অন্ধগণ, কি পদ্মপলাশ-লোচন,
…ক সুন্দর, কুৎসিত জন, হয় সেথা একাকার ॥
…বলীলা সাঙ্গ করি, তথায় যাইতে হবে,
…বের সুখ-সামগ্রী, ভবেতে পড়িয়ে রবে ;
…দ স্থানের মহিমা যত, কুক্ষেত্র কহিবে কত,
…র্ব্ব গর্ব্ব করি হত, হরিছে ভবের ভার ॥

…রায় রামবন্ধু চট্টোপাধ্যায়।

…বাঁকুড়া জেলার কেঁচকা গ্রামের জমীদার রায় …মবন্ধু চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর,'রাসলীলা' তিন খণ্ড …বং 'মানলীলা' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সঙ্গীতরচয়িতা …লিয়া পরিচিত। ইহাঁর নিজের সখের যাত্রার দল …ল ; সেই দলে ঐ রাসলীলা প্রভৃতি গীত হইত। …হার কৃষিক্ষেত্র ও কয়লার খনি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য …মগ্রী। ইহাঁর বয়ঃক্রম প্রায় ৫৫ বৎসর। গবর্ণ- …ণ্ট হইতে ইনি রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়া- …ন। ইনি নিষ্ঠাবান্ ও সদনুষ্ঠান-রত।

বিভাষ—আদি একতালা।

উদিল মা দিনমণি হের মা নন্দরাণি।
সাজায়ে গুজিয়ে, দাও মা পাঠিয়ে,
গোঠে লয়ে যাই নীলমণি ॥
না শুনিলে কানুর বেণুর সুস্বনে,
যায় না গোঠে ধেনু চায় মা উর্দ্ধ পানে,
[illegible] মরাও লাগি যেতে গোচারণে,
জীবন-কানাই মোদের জীবনের জীবনী ॥

[illegible]—আদি একতালা।

[illegible] গোপাল ত্বরায় গোঠে যাবিনে
[illegible] এস ভাই কানাই,
[illegible] ॥

তোর না শুনে বেণু, গোঠে যায় না ধেনু,
ত্বরা আয় রে ভাই কানু,
(ঐ শোন) হাম্বা রবে ডাকছে তোরে বংশীবর
না শুনে ॥
ধড়া পরিয়ে, চুড়া বাঁধিয়ে, পায়েতে নূপুর দিয়ে,
ত্বরা বিদায় লয়ে আয়রে কানাই ধূলি লয়ে মায়
চরণে ॥

দেশ সিন্ধু—আদি একতালা।

এস এস গোপাল আমার
তোমায় সাজিয়ে দিই নিলমণি।
অঞ্চলেতে বেঁধে দিই বাপ ক্ষীর সর ননী ॥
যেও না অতি দূর বনে, লয়ে গোধনে,
কথা রেখ রে মনে,—
বাজালে বেণু, বাপরে কানু, সদা সে ধ্বনি,
আমি যেন রে শুনি ॥
ক্ষুধা পেলে খেও রে বাপ অঞ্চলের ননী,
ওঁ বাপ ও রতনমণি—
লইয়ে গোপাল, এসরে গোপাল,
থাকতে দীনমণি, যেন না হয় রজনী ॥

মাঝ খাম্বাজ—বৈতালিক।

ও বাপ নীলবসন, এই নাও আমার নীলরতন,
করে করে সঁপে দিই তোরে ॥
বেলা অবসানে, অন্ধেরই নয়নে,
পুন এনে দিও মোরে ॥
স্তন-দুগ্ধ খেয়ে নাওরে নীলমণি,
পুন খাবে অস্তে গেলে দিনমণি,
যত মনে পড়ে চাঁদ মুখখানি তত স্তন-দুগ্ধ ঝরে ॥
রক্ষা বেঁধে দিই ওরে বাছাধন,
জলে স্থলে মা তোরে করিবেন রক্ষণ,
সঁপে দিলাম পদে জীবন রতন
যশোদার এই কুমারে ॥

সিন্ধু বারোয়া—পড়-খেমটা।

না জানি কি হল সই।
কি অনলে [illegible] ॥

অবশ হল মন প্রাণ,—
নিজ ত্যজি ভাবে আন বল সন্ধান,
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া উহঃ মরি কেমনে সই॥
কিবা ব্যাধি হেন, কারে হেরে এ নয়ন,
হৃদে পশে সে কখন তখন
হেরিনা আর সে জন বই॥

ইমন্-পূরবী—গড় খেম্‌টা।

দেখ দেখ রে নয়ন কিবা
শোভন ঐ মায়ের কোলে॥
বামে শ্যাম দক্ষিণে রাম, দেখরে রূপ সকলে॥
এক কক্ষে মুরলীধর, অপরে রাম হলধর,
ঘন ঘন চুম্ব দেন উভয় মুখ-কমলে॥
গোপের রমনী যত, চৌদিকেতে শত শত,
মঙ্গল হুলাহুলি আরতি করে সকলে॥

বিভাষ—আদি একতালা।

ওমা ওমা নন্দরাণি নীলমণি এলো পুরে।
এস এস এস মাগো,
কোলে লও তোমার কুমারে॥
সঁপে দিয়েছিলে সখার করে করে,
তোমায় সমর্পিয়ে যাব মোরা ঘরে,
পুন আসি লব তোমার কুমারে,
কাল সকালে পুন ফিরে॥

দেশ কীর্ত্তন—লোফা।

সখির এমন ভাব না হইলে।
হৃদয়ের নিধি শ্যাম কি মিলে॥
ভাবে হ'য়ে বিভোর, ভাবে শ্যাম কিশোর,
শ্যামের রূপ সখি হৃদে নেহালে॥
ধন্য মনে করি, ধন্য রাই কিশোরী,
শ্যাম আগে কি এ ভাব না হ'লে॥

দেশ খাম্বাজ—আড়া একতালা।

[illegible] নাচত্তহি নটবর [illegible]-মণ্ডল মাঝে।
[illegible]কর শশধর [illegible] তারা মাঝে বিরাজে॥
[illegible] গোপী-মধুকরী।
[illegible]॥

দেখ দেখ ঘনশ্যাম দেখ ঐ কানু।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম শ্যাম করে লয়ে বেণু॥
বামে রাধা রসবতী আমরি আমরি।
নয়ন সার্থক হ'ল হেরে কিশোর কিশোরী॥

অহং দেশ কীর্ত্তন—গড় খেম্‌টা।

সে শঠ লম্পট, কঠিন কপট,
করে প্রাণ সঁপিলাম সজনী।
(প্রাণ কেনই বা সঁপিলাম, জেনে শুনে)
(শঠের করে)
করি বাসর সজ্জা, পাইলাম লজ্জা,
বৃথা কেন জাগিলো রজনী॥
(আর কেনই বা জাগিলো,)
(বৃথা আশার আশে,) (নিঠুর কালার)
আশা পথ চেয়ে কাননে রই,
এ যাতনা বল কেমনে সই,
সে নিঠুর কালা এল কই,—
নিঠুর কালার কঠিন পরাণী॥

রামকেলী—সুরফাঁক।

শ্যাম হ'তে রাই বড় সে কথা জানি।
দিবানিশি রাধা নামে শ্যাম করেন বংশীধ্বনি॥
এ মান সে মান বটে, রাই শ্রেষ্ঠ লোকে রটে,
(এবার) মান দণ্ডে শঠের মান শুরু হ'লে মানি
এ মান ভান সখি ভানে ভামিনী,
দেখাবেন রাধারাণী কেমন মানিনী,
নাগর নাগরী মান, মানে হবে পরিমাণ,
করি এই অনুমান (লঘু) হবেন গুণমণি॥

পরজ বাহার—তাল ফেরতা।

গাওরে রাধামাধবমিলন,
মনপ্রাণহর মোহিনীমোহন।
কনককেতকী জড়িত তমাল তড়িতসহ নবঘন॥
বিধুর বিধুর,—কিবা মধুর মধুর,
নীলবসনী পাশে পীতবসন॥
দেখ দেখ রাধারূপ, কিবা অপরূপ রূপ,
[illegible] রূপ [illegible]॥

ভুলায়ে ভুলয়ে মন, হেরয়ে হেরে নয়ন,
মানান্তে হ'ল মিলন, কর যুগলরূপ দরশন ॥

সিন্ধু ভৈরবী—খেমটা।

মহাভাবের উঠেছে তুফান এ বৃন্দাবনে।
মহাভাবরূপা রাই, আর কোথাও নাই,
কোথাও পাবিনে ॥
এ সমুদ্রের নাই পারাপার, আছে কর্ণধার,
গুণের নাগর রসের সাগর রসের কর্ণধার,
মহাবারিধিতে ত্রিভঙ্গঠামে বাঁকা-নয়নে ॥
আমরা রাই-সহচরী,—
রাই-সমুদ্রের বারি মোদের জীবনবারি,
আজ ভাস্‌ছি সুখে, বলব কাকে,
হেরব তরী কাণ্ডারী সনে ॥

রামচন্দ্র রায়।

ইনি মেদিনীপুর জেলার গড় মনোহরপুরের জমিদার। বিষয় কার্য্যের পর অবসর পাইলেই ইনি সঙ্গীত-বিদ্যার আলোচনা করেন। ইঁহার রচিত "রামচন্দ্র গীতাবলী" গ্রন্থ, নানা বিষয়ক গীতে পূর্ণ। ইঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর। সাহিত্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী বলিয়া ইঁহার খ্যাতি আছে।

পিলু—আড়া

ভুবনমোহনরূপ দেখিতে তোমার।
ব্যাকুল নিরত প্রাণ হ'তেছে নাথ আমার,
ওহে প্রভু অন্তর্য্যামী, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডস্বামী,
কি জানাব বল আমি, তোমায় অধিক যে আর।
পাব ব'লে তোমা ধনে, বাসনা করিয়ে মনে,
একাকী ব'সে নির্জ্জনে ডাকি বারম্বার।
বিজন প্রান্তরে গিয়ে, নাহি পাই অন্বেষিয়ে,
ফিরি কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে, কেবল করি হাহাকার।
তোমা বিনে এ জীবন, কেমনে করি ধারণ,
নিরখি [illegible], সদা অন্ধকার।
রামচন্দ্রের হৃদানল, জ্বলিছে অতি প্রবল,
[illegible] নিভাও সর্ব্বগুণাধার ॥

ভৈরবী—একতালা।

তব মহিমা কে পারে বর্ণিতে।
বিভু, তুমি নিরঞ্জন, নিত্য নিরাকার,
সাকারেতে কর লীলা ধরণীতে ॥
পদ্মাসনরূপে করিছ সৃজন,
বিষ্ণুরূপে কর জগত পালন,
রুদ্ররূপে লয় কর সমুদয়,
আগমে পুরাণে পাই হে শুনিতে ॥
তুমি ধরাধর, অতল-সাগর,
তুমি নিশি দিবা, শশাঙ্ক ভাস্কর,
অবনী অনল, আকাশ অনিল,
থাক অধিষ্ঠিত সকল প্রাণীতে;
তুমি জগৎপাতা ভবভয়ত্রাতা,
শান্তি-নিকেতন মুক্তিপদদাতা,
তুমি সারাৎসার, তোমা বিনে আর,
কার সাধ্য রামের পাপভার নিতে ॥

খাম্বাজ—টিমা-যৎ।

বারে বারে জানাইব মনের বেদনা কত।
জান তুমি অন্তর্য্যামী অন্তরের দুঃখ যত।
একেত আমি দুর্ব্বল, তাহে প্রকৃতি প্রবল,
সতত প্রকাশি বল, কুমার্গে করিছে রত।
পাপভার সদা ব'য়ে, কত রব ক্লান্ত হ'য়ে,
কবে ত্রাণ করিবে ভয়ে, দিনে দিনে দিন গত ॥
দেহ শত্রু পদে পদে, ফেলিছে আমায় বিপদে,
ভরসা তব শ্রীপদে কর যাহর ইচ্ছামত।
তুমি হে দীনবান্ধব, নিস্তার পাতকী সব,
সেই আশায় ভবধব, রয়েছি আমি নিরত।
ওহে প্রভু গুণাধার, তুমি সর্ব্বস্ব আমার,
তোমা বিনে বল কার হইব শরণাগত।
রামচন্দ্র হ'ল ক্ষীণ, হ'য়ে উপায়বিহীন,
ভেবে ভেবে অনুদিন, জীবন হয় ওষ্ঠাগত ॥

কালেংড়া—একতালা।

হৃদয়মন্দিরে তারা কবে মা আসিবে।
দয়াময়ি দয়া করি দুঃখ বিনাশিবে ॥

আশাপথ নিরীক্ষণ, ক'রে আছি অনুক্ষণ,
করি করুণা-ঈক্ষণ, তনয়ে তুষিবে।
সদা রামচন্দ্রের চিত, ভবভয়ে সঙ্কুচিত,
কর যা হয় উচিত, ইচ্ছাময়ী শিবে॥

সুরটমল্লার—ঢিমা-তেতালা।

তারিণি ভবরোগে ব্যথিত-জীবন, করি কি এখন,
কলুষ-পৈত্তিকে অঙ্গ করিছে দহন॥
বাসনাবাত প্রবল, টুটাইছে জ্ঞানবল,
প্রবৃত্তি-কফেতে কণ্ঠ করিছে রোধন॥
বিষয়-কুপথ্য যত, আহার করি সতত,
ক্রমশঃ রোগবর্দ্ধিত, বিকার লক্ষণ,
আশারূপ পিপাসায়, অস্থির করিছে আমায়,
বুঝি এ বিষম দায়, নাহি বিমোচন।
মোহ-তন্দ্রা প্রতিক্ষণ, প্রলাপ কু-আলাপন,
মায়ারূপ ভ্রম ভীষণ, করি দরশন;
তন্নাম অরুচিকর, জীবন রাখা দুষ্কর,
বুঝি মা কালকিঙ্কর, করে আক্রমণ।
যদি দোষ ক্ষমা ক'রি, এ সময়ে ক্ষেমঙ্করি,
তব কৃপা-ধন্বন্তরি, কর মা প্রেরণ;
তবে রাম মূঢ়মতি, এ রোগে পায় অব্যাহতি,
অনায়াসে করে গ'ত শান্তি-নিকেতন॥

বারোঁয়া—ঠুংরি।

তারা এই কি পরিণাম।
না পূরিল মনঃসাধ ল'য়ে তব নাম॥
তুমি পাষাণতনয়া, কঠিন তোমার হিয়া,
পরিহরি দয়া মায়া, সুতে হ'লে বাম।
দিনে দিনে গত দিন, রবিসুত গণে দিন,
রামচন্দ্র তনুক্ষীণ, ভাবি অবিরাম॥

সুরটমল্লার—একতালা।

আমার অবোধ মন-বিহঙ্গ।
সংসারকাননে, ভ্রম কি কারণে,
কামাদি-পক্ষিণী সঙ্গ॥
ব্যাধ-বেশধারী দুরন্ত শমন,
অলক্ষ্যেতে সদা করিছে ভ্রমণ,
পেয়ে অবসর, হ'য়ে অগ্রসর,
করবে জীবনাশা ভঙ্গ।
আর মায়া-মোহে হ'ওনা মোহিত,
থাকিতে সময় কর রে বিহিত,
মুখে দুর্গানাম, বল অবিরাম, ত্যজি কুকথা-প্রসঙ্গ,
বিষয়-তরুর পরিহরি আশা,
লহ তারা-পদ-পল্লবেতে বাসা,
খেয়ে পাপ-ফল, হারা'ওনা বল,
বাড়িবে ক্রমে আতঙ্ক॥
পুণ্যক্ষেত্রে গিয়ে করি অন্বেষণ,
ভক্ষ মোক্ষফল জুড়াবে জীবন,
প্রবৃত্তি-জীবন, পানে অনুক্ষণ,
তাপিত ক'রও না অঙ্গ;—
তারা-নামামৃত সদা কর পান,
হবে সুশীতল, পাবে দিব্য জ্ঞান,
রামচন্দ্র কয়, যায় রে সময়, বাড়াও না অন্তরঙ্গ॥

ভৈরবী—আড়া।

এসে সংসার-বিদেশে।
আর কত ভ্রমিব তারা, সদা বিদেশীর বেশে॥
ঘোর অজ্ঞান-আঁধারে, সুপথ না পাই দেখিবারে,
যা'ব বল কি প্রকারে, সাধুসঙ্গ-পান্থাবাসে।
প্রেমালোক-নির্ব্বাপণ, পরশি পাপ সমীরণ,
নিবিড় মায়া-কানন, ভাবি আকুল হতাশে।
কামাদি হিংস্রকগণ, করিতেছে বিচরণ,
শম-দম-প্রহরণ বিনে নিবারিব কিসে।
এ জনমে পুণ্যধন, না হইল উপার্জ্জন,
যায় রামের জীবন, এই কি হ'ল অবশেষে॥

বিভাষ—আড়া।

কি হেরিলাম গিরিরাজ, আজি নিশিতে স্বপনে
যেন কাঁদে উমা বসি শিয়রে দুঃখিত মনে॥
বলে মা আমায় কাতরে, সপিয়ে ভিখারী করে,
কেমনে ধৈরয ধ'রে, র'য়েছ সুখে ভবনে।
কি বলিব মা আমার, সে দুখকাহিনী আর,
হেন দুখ কি আছে কার, যে দুঃখ সহি জীবনে,
অন্ন বিনে ভিখারিণী, বস্ত্র বিনে উলঙ্গিনী,
বাস বিনে শ্মশানবাসিনী থাকি সদা পতি সনে।

লোকমুখে যা শুনিলাম, স্বপনেতে তাই হেরিলাম
বুঝিয়ে কেন দিলাম হেন বরে উমাধনে:
ম কর মা না বিচারি, কাঙ্গাল ভাব ত্রিপুরারি,
ব কন্যা কাশীশ্বরী, অন্ন যোগান জগজ্জনে॥

—

ভৈরবী—একতালা।

কিবা শোভিছে কৈলাসশিখরে।
মরি, হরগৌরী হ'য়ে একাঙ্গে মিলিত,
অতি অপরূপ নয়নে হের রে॥
আধ অঙ্গ জিনি রজত বরণ,
আধ অঙ্গ-আভা তপত কাঞ্চন,
আধ চর্ম্মাম্বর, আধ কৌমাম্বর,
রূপের কিরণে অন্ধকার হরে।
আধ বক্ষঃস্থলে দুলে অস্থিমালা,
আধ হৃদে মণি-হার উজ্জ্বলা,
আধ কণ্ঠে রাজে কালকূট কালা,
আধই অমিয় মধুরিমা ধরে—
আধই শরীরে বিভূতি লেপন,
আধ কলেবরে কস্তুরী চন্দন,
শোভে আধভালে, কিবা হরিতালে,
সিন্দূরের বিন্দু আধ ভাল'পরে॥
এক করে শোভে ভুজঙ্গভূষণ,
এক করে শোভে রতনকঙ্কণ,
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ,
তাম্বুলের রাগ আধই অধরে;—
ঢুলু ঢুলু করে সার্দ্ধ নয়ন,
অঞ্জন-রঞ্জিত সার্দ্ধ লোচন,
অর্দ্ধ জটাধারী, অর্দ্ধ সুকবরী
রামচন্দ্র হেরি প্রফুল্ল অন্তরে॥

—

বিভাষ—ঝাঁপতাল।

জয়তি জগদীশ্বর, জনার্দ্দন মুরহর,
জগৎপতি জ্যোতির্ম্ময় জগাদি যজ্ঞেশ্বর॥
যদুকুলোদ্ভবশ্রেষ্ঠ, যবনারি জগদিষ্ট,
জন-তারণ জগদ্বন্ধু, যারে তুমি হও তুষ্ট,
যায় দূরে দুরদৃষ্ট, জননী-জঠর-কষ্ট,
জগজ্জনের অভীষ্ট, যতনে পুরাও যোগেশ্বর।
জীবন-ঔষধি তুমি জগতজন আরাধ্য,
যম-যাতনা দূরকারী, জানিবে জীবে কিবা সাধ্য,—
জীবনেতে যুক্ত সদা জীবেতে থাক আত্ম-রূপে,
জীবন্মুক্ত কর তাকে, জপে যে তোমায় ঘোরতাপে
জঘন্য রামচন্দ্র অতি, জানে না তোমার জপস্তুতি
জগতে তরে যদুপতি, যদি করুণা বিতর॥

—

শ্রীপুলিন বিহারি লাল।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারি লাল হাণ্ডে মহাশয় বর্দ্ধমান জেলার উখরা গ্রামের জমিদার। 'পুলিনগীতি' নামক এক প্রকাণ্ড সঙ্গীত গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর। ইহাঁর পিতার নাম ৺কুঞ্জ বিহারি লাল হাণ্ডে। ইহাঁদের আদিবাস পঞ্জাব প্রদেশে। ইহাঁর ঊর্দ্ধতন ৮ম পুরুষ প্রথম মুর্শিদাবাদ আসিয়া বাস করেন। ১১৪৭ সাল হইতে ইহাঁদের উখরায় বাস। পুলিন-বিহারী বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী।

—

ভৈরবী—পোস্তা।

আয় মন বিরলে বসি শ্যামা মায়ের নাম গাই।
তারা বলে ডাকলে পরে ভানুসুতে ভয় কি ভাই॥
শ্যামানাম আভরণ, করিলে অঙ্গে ধারণ,
ভূষণ কি লাগে ভাল, কিছুতেই আর কাজ নাই।
কালীনাম কল্পতরু, মধ্যেতে সংসারমরু,
কালী কালী বলে জীবে, যা চাহিবে পাবে তাই।
নাম মহৌষধিসম, হয় রোগ শোক উপশম,
পুলিন বলে ঐ নাম বিনে, জীবের অন্য গতি নাই

—

প্রসাদী সুর ঝিঁঝিট—একতালা।

মা আমার থাকিতে কাছে।
কেন এভয় হয় মা মনে, অকূলে ডুবি গো পাছে॥
ভব জ্বালায় মরি জ্বলে,
ছেলে বলে নে মা কোলে,
তোর নামটী মনে হলে,
তখন সংসার ভাবি মিছে।
ছেলের দুঃখ দেখো মা গো,
ঐ দেখ লোকে কি বলিছে
দুঃখহরা দুর্গানাম, দেখো যেন মা হয় মিছে।

যত কষ্ট [illegible] না কেন, দুর্গানাম সম্বল আছে,
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, চলে যাব তোর কাছে।
পুত্র পরিবার বিত্তাদি ছার,
এ সংসার সবি মিছে, কেবল ভবে হতে পার,
দুর্গা নাম সার, ভবের ঘাটে তরী আছে।
কান্দিলেও কি দয়া করে,
আস্‌বি না তনয়ের কাছে,
মা হয়ে হলি বিমাতা, এর চেয়ে কি দুঃখ আছে!
যতই বঞ্চনা কর না জননি,
পুলিন ওপদে শরণ লয়েছে,
বিনা রাতুল পদ অতুল বৈভব,
মন আমার কিছু নাহি যাচে॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

শ্যাম কি আজ শ্যামা হয়েছ।
পীত বসন পরিহরি, লেংটা হয়ে দাঁড়ায়েছ॥
ফিরাইতে ধেনু, বাজাইতে বেণু,
রাখালসনে বনে বনে ফিরেছ,
চিকণ কালা লয়ে মুণ্ডমালা,
বনমালায় লুকায়েছ।
চরণে চরণ দিয়ে দাঁড়াইতে,
বাঁকারূপে ব্রজের গোপী ভুলাইতে,
আজ আগমে ভুলায়ে, রাধার মান,
বাড়ায়ে, কৃষ্ণকাল্যীরূপ ধরেছ।
তুমি ইচ্ছাময় অগতির গতি,
তোমারে চিনিতে কাহার শকতি,
হও তুমি রামরূপ, তুমিই শ্যামরূপ,
তুমি বিশ্বরূপ সর্ব্বরূপেতে আছ।
পুলিনের মনে নাহি ভেদজ্ঞান,
সর্ব্বরূপেই তুমি আছ বিদ্যমান;
তুমি পুরুষ কি প্রকৃতি, তব কেমন মূরতি,
[illegible] যোগী যতিগণে ধাঁধায় ফেলেছ॥

[illegible] ভৈরবী—[illegible]।

[illegible]

ভক্তি-পুষ্প হাতে লয়ে, বিশ্বাস-চন্দন মাখাইয়ে,
বাসনা-নৈবেদ্য দিয়ে, পূজ পঞ্চ উপচারে।
জ্ঞান-দীপ জ্বালাইয়ে, সুচিন্তা-ধূপ [illegible]
ধ্যান যোগে মগ্ন হয়ে, ভাব সেই শ্যামা মায়ে।
ষড় রিপুরে দেহ বলি, ঘুচে যাবে মনের কালি,
তখন নিজ গুণে মুণ্ডমালী, উদয় হবেন কৃপা ক'রে।
পুলিনের এই নিবেদন, এইরূপেতে করলে পূজন,
প্যাবে মায়ের রাঙ্গাচরণ, মনের ধান্দা যাবে দূরে॥

দেশমল্লার—অড়খেম্‌টা।

এ সংসার সবই অসার, সার চরণ শ্যামার গো।
ও-পদ সাধনের ধন, অমূল্য রতন,
কি আছে তুলনা তার গো॥
কেও রাজ্যপদ পেয়ে, বড় সুখী হয়ে,
সুখে রাজ্যভোগ করে গো।
কিন্তু সে ধনের কাছে, ব্রহ্মপদও মিছে,
রাজ্যসুখ সে তো ছার গো।
কত মুনি ঋষি যোগী, হয়ে সর্ব্বত্যাগী,
হৃদয়ে ভাবিছে ঐ ধন গো।
ঐ পদ লাগি, মহাদেব যোগী,
করেছেন ঐ পদ সার গো॥
যে জন পেয়েছে আশ্রয়, ঐ পদাশ্রয়,
কি আছে তার অভাব গো।
কিন্তু তব কৃপাবিনে, বল মা কেমনে,
ঘুচিবে এ দুঃখভার গো॥
আমি অতি দীন, জ্ঞানবুদ্ধিহীন,
ভজন সাধন বিহীন গো।
আমার নাই কিছু সম্বল, ভরসা কেবল,
কৃপাবারি তোমার গো॥
কাতরে মিনতি, হে মা দুর্গতি,
আমি অতি মূঢ়মতি গো।
যেন পরিণামে (মা তোর) সুধামাখা নামে,
পুলিনের রসনা যেন [illegible] গো॥

দেশ[illegible]—[illegible]।

[illegible]

এই কিগো মায়ের মায়া, দুঃখ দেখে দয়া হ'ল না।
দয়াময়ী জগতে কয়; দয়ার দাও কি এই পরিচয়,
দিবানিশি তব তনয়, সহিতেছে কত যাতনা।
পূর্ব্বে মা সুকৃতি জোরে, তরিতে পারতাম ভবঘোরে
(তবে) তোষামোদী তোর কিসের তরে,
নাই বলে তাই করি সাধনা।
ভক্তি ধন থাকলে পরে,
ভাবতাম কি আর এমন ক'রে,
চলে যেতাম ভবের পারে, উড়াইয়ে ভক্তি নিশানা।
জানি মা কোন্ অপরাধে, এত শাস্তি করিছ বেঁধে,
পুলিন বলে বাঁচি কেঁদে,
খুলে দেমা আর বাঁধিস্ না॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

মন ডাক্‌লে পাবেনা তারে।
সে যে নিদ্রিত কি জাগ্রত জগতে কে বলতে পারে
ডেকে ডেকে সারা হলাম,
তবু সাড়া পেলাম নারে,
মা হয়ে সন্তানে এমন, ভাসায় কে অকূল পাথারে
জননী নিদ্রার বশে, রইলো আমার কপাল যেরে,
নইলে আমার দুখ কি আর, ছিল এ ভব মাঝারে,
নিঠুর হয়ে ঘুমায় তারা,
এতে তার দোষ দেখিনারে,
জন্ম জান্‌লাম বাপের বেটী দেখা গেল পরখ করে
(পুলিন) বলে মনরে তুমি, হতাশ হইওনা অন্তরে,
সে বেটীর ভরসা করিনা
তার নামের গুণে পাপী তরে॥

খাম্বাজ—খং।

হরি নাম মহৌষধি,
[illegible] জপ জপে পায়রে মদন-নিধি॥
এ নাম মহৌষধি মহৌষধিরে,
যে নামে ত্রাণ পেলে প্রহ্লাদ আদি।
যে জন নাম লবে ভাই,
[illegible] নাই এ ভবে আর [illegible];
[illegible]
[illegible]

এই বিশ্বমাঝে রে, হরিনাম সুধানিধি,
এ নামামৃত পান করিলে ঘুচিবে ভবব্যাধি।
কেন ভবে এসে বেড়াও ভেসে
বিষয়-আশে জন্মাবধি,
শেষে সামান্য ধনের লাগিয়ে হারাবে পরমনিধি।
এ নাম নীলকণ্ঠ সদাকণ্ঠে, উৎকণ্ঠে লয় নিরবধি;
সেই নামের বলে অবহেলে, তুই পারহবি ভবনদী।
পুলিন বলে কুতূহলে,
যদি প্রেমিক জনার সঙ্গ মিলে;
তবে দিবানিশি,
ভজ সেই নাম ঘরে বসে পাবি নিধি॥

ভৈরবী—একতালা।

আয় রে গোপাল মা মা বলে,
আয়রে কোলে আয় না॥
মাখন খাইয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে
আধ মা মা বোলে ডাক্‌না।
পায়েতে নূপুর পরি পীতধড়া,
কপালে তিলক, হেলায়ে চূড়া,
হাসিয়ে হাসিয়ে কোলেতে বসিয়ে,
বুকের বেদনা ঘুচানা।
নাচ দিয়ে তাই, সহ ভাই বলাই,
আর যত সখা, ওরে রে কানাই,
যাও গোচারণে আনন্দিত মনে
বলাইয়ের সঙ্গ ছেড় না।
পুলিন বলে শুন ওমা যশোমতি,
তোমার পুত্র হন জগতের পতি,
তার অন্ত ভাব, এ যে অসম্ভব,
যার নাম নিলে ভয় থাকে না॥

বেহাগ—কাওয়ালী খেম্‌টা।

কালা কেন বাঁশরী বাজায় লো।
বাঁশীর স্বরেতে আমার প্রাণ যা যায় লো॥
অবলা সরলা বালা, কত বা সহিব জ্বালা,
বাঁশের বাঁশীতে বুঝি, কুল মান মজায় লো।
[illegible] বহু কুলবালা, [illegible] লো।
[illegible]

মনে করি ভুলে যাই, নিঠুর কালায় লো,
হৃদিমাঝে আছে সদা, কিছুতে না যায় লো।

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালী।

যাও যাও হে কালা, যার যাসে কেটেছে রজনী।
যার বাসে কেটেছে রজনী॥
তুমি যারে ভালবাস, যাও হে তাহারি পাশ,
যাপিলে যথায় যামিনী?
তুমি হে পরেরি প্রাণ, রাখগে পরেরি মান,
যাও হে নিঠুর কালা যাও এখনি।
যাও কালা ফিরে যাও, আর কেন ফিরে চাও,
কুঞ্জে এস না হে তুমি।
সারানিশি জাগিয়ে, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
ঘুমায়েছে রাই কমলিনী।

কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি।

বর্দ্ধমান জেলায় অধিবাসী। সঙ্গীতের সুর ও তাল সম্বন্ধে ইনি বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া ইঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

কীর্ত্তন।

মধুর নিধুবনে গোপের বঁধুসনে
গোলোক বিহারী।
হরি বৈকুণ্ঠ পরিহরি॥
আ মরি, কি হেরি, বামে কিশোরী,
হোরি খেলিছেন করি প্রেমের চাতুরী॥
মদনো মোহনো বেশে আজি পীতবাস,
পূরাণ গোপিনীর মনের অভিলাষ,
ভক্তের প্রেমেতে বাঁধা শ্রীনিবাস—
হয়েন পূর্ণ ব্রহ্ম পূর্ণব্রহ্ম মুরারি।
নবীনো নীরদো কায়, মরি আবিরে কি শোভা পায়,
প্রেমের পুলকে যত গোপিকায়,
[illegible] পিচকারী দেয়,
[illegible]
[illegible]
[illegible]

কৃষ্ণধনের ধ্বনি, ব্রজের যত ধনী,
মুখে নাহি অন্য ধ্বনি, ধনী কি নির্ধনী,
বিনে হরি ধ্বনি।
ধন্য যশোমতীর পুণ্য, বসুমতী যশে পূর্ণ,
পশুপতি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, হলেন পুত্রে গণ্য,
হরি দয়াময় ভবার্ণবের কাণ্ডারী॥

শ্যামের বামে বিরাজেন ব্রজ-কিশোরী।
শ্রীনিবাসের মোহন বেশের তুলনা না হেরি॥
(পরা) পীতধড়া শিরে চূড়া করে মোহন বাঁশরী
ব্রজেশ্বরী রাধার সঙ্গে, ব্রজের বঁধুর আর অঙ্গে,
ব্রজের বধূ রসরঙ্গে, দেয় আবির পিচকারী।
নীরদ বরণ লোহিত বরণ,
হেরে মোহিত গোপীর জীবন,
মদনমোহন মধুসূদন, মুনির মানসমোহনকারী॥
হের ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ যে হরি
নিধুবনে হরেন সুখশর্ব্বরী॥

বাউলের সুর।

হদ্দমজা কলিকালে কল্লে কলকাতায়।
মাগীতে চল্লো গাড়ী ফেটিং জুড়ি,
হাতে ছড়ি হ্যাট মাথায়॥
ষটি মাকাল আর মানেনা,
সেজুতির ধর আর রাখে না,
আরসিতে মুখ আর দেখে না,
এখন কেবল ফটোগ্রাফ চায়॥
এখন গাউন পরে ঘোড়ায় চড়ে,
গঙ্গাস্নান ত দেছে ছেড়ে,
গোসল খানায় খানসামাতে
টাউএল দিয়ে গা মোছায়॥
পায়ে লেডি বুট, [illegible] পাউরুটি বিস্কুট
খাবার আলকাসিরুট না দিলে
ছেলের মনান্য নাহি হয়।
বাঙ্গালার চাল আর নাহি [illegible],
[illegible]
[illegible]
[illegible]

আবার পুরুষের হাত ধরে
পাবলিক লেকচারে যায় ॥

বাহার খাম্বাজ—কাওয়ালী।

পাশ করা নয় বাঙ্গালীদের নাশ করা কেবল।
পাশের জ্বালায় পাশ ফেরা দায়
এ পাশ ধরায় কে আনলে বল ॥
বিশেষ যাদের কন্যাদায়,তাহাদের পাত্র মেলা দায়,
পাত্রের দায় জলপাত্র বিকায়, না থাকে সম্বল ॥
মাই না ছেড়ে মাইনর দিয়ে,
মুক্তার সাতনল বসে চেয়ে,
প্রবেশিকার ভয়ে চক্ষে কন্যাকর্ত্তার আসে জল
এলের ছেলে নিতে হলে, পালাতে হয় ভিটে তুলে,
এমের অর্দ্ধ নাভি জলে দিতে হয় জীবনে জল ॥

মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন।

মুন্সী বেলায়েৎ হোসেনের নিবাস কলিকাতা, শিয়ালদহ। মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিও কিরূপে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় সঙ্গীত রচনায় পারদর্শী হইতে পারেন, মুন্সী সাহেবই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্মত পরমার্থ ভাবপূর্ণ এমন বিশুদ্ধ বাঙ্গলা পদাবলী অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্যই পণ্ডিতমণ্ডলী মুন্সী সাহেবকে "কালী-প্রসন্ন" উপাধিতে ভূষিত করেন। "কালীপ্রসন্ন" অর্থাৎ মহাশক্তির প্রসন্নতার সুযোগ্য, এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইঁহার রচিত প্রত্যেক সঙ্গীতেই "কালী প্রসন্ন" এরূপ ভণিতাযুক্ত দেখা যায়। ইনি পরো-পকারী ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি বহুগুণে ভূষিত।

মিশ্র—কাওয়ালী।

[illegible] কথা কয়হ নাথ সকলি তোমার সাজে।
[illegible] কেবল মাত্র ঘোষণা লোকেরই মাঝে
[illegible] তোমারই ধর্ম, লোকে কয়ে নানা ধর্ম,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ত্রিবেণীর ঘাটে স্নান, ক'রে যেই পুণ্যবান,
সপ্ত রেখা ভেদ করে এ ভবসাগর মাঝে ॥
আদি স্থানে ভব গিয়ে, পূর্ণ দরশন পেয়ে,
আনন্দে নিমগ্ন হয়ে হৃদয়ে সুখে বিরাজে ॥
কালী কহে শুন সখা, সে পায় তোমারই দেখা,
যার তুমি হও সখা এ তিন লোকেরই মাঝে ॥

মিশ্র—আড়াঠেকা।

এসেছ একাকী রে মন কারে বলরে আপন।
মায়ার কুহকে পড়ে বৃথা কর আকিঞ্চন ॥
এলে একা যাবে একা, ললাটেরই এই লেখা,
কেহনা হইবে সখা সম্বল রে মন ॥
ভিন্ন হয়ে প্রিয়া সনে, পড়ে ঘোর মায়াবন্ধনে,
তিলেক ভাবিলে না মনে পুন কবে হবে মিলন ॥
কালী কহে এই সত্য, সকলই দেখ অনিত্য,
চিন্তা কর পরমার্থ ছেদন হ'বে ভব বন্ধন ॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

পীরিতি বিষম জ্বালা পীরিতি বিষম জ্বালা।
যে মজেছে সেই জানে যত এর লীলা খেলা ॥
যে মজে যাহারই ভাবে, অবশ্য সে তারে পাবে,
স্বর্গ নরক দুই ভবে, চিনে লও এই বেলা ॥
যে ডুবেছে প্রেমসাগরে, সে সকল বলিতে পারে,
বিচ্ছেদ আর মিলনেতে কত সুখ কত জ্বালা ॥
প্রেম কি গাছের ফল, পাড়িবে করিয়া বল,
দেহ প্রাণ করিলে নাশ মিলে সে চিকণ কালা ॥
কালীপ্রসন্ন এই বলে, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভূমণ্ডলে,
চলিতেছে কালে কালে সকলই তাঁর লীলাখেলা।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রাণ তোমারে ভাল বেসে প্রাণে বাঁচি না।
দরশন দিয়া নাথ ঘুচাও মম যাতনা ॥
তব বিনা প্রাণেশ্বর, ত্রিজগৎ অন্ধকার,
নাশ মম হৃদয়তিমির, করে প্রিয় করুণা ॥
রূপেরই গরিমা তব তিন লোকে করে [illegible]
না পাই [illegible]
[illegible]
[illegible]

খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিরহ-অনল আসি যখন দেহে ঘর করিল।
লোম চর্ম্ম অস্থি যত সকলই পুড়িয়া গেল ॥
এত কষ্ট যাতনাতে, আছি তবু এক চিতে।
তবুনা পাইলাম নাথে অপেক্ষাতে প্রাণ গেল ॥
মিয়াদ হইল গত, তবুনা আইল নাথ,
বুঝি প্রাণ হয় হত, জানাই কাহাকে বল ॥
মম এ দুঃখ যত, কা'রে করি অবগত,
নাহি হেরি মনোমত কে দয়া করিবে বল ॥
কালী কালী বলে কালী, সহায় হইলে কালী,
নাথেরে পাইবে কালি, ঘুচিবে এ বিরহানল ॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।

আশ্চর্য্য হইলাম হেরে পৃথিবীর আচরণে।
নিজ মন্দিরে আছে নাথ কেহ নাহি তাঁরে চিনে ॥
কেহ যায় গয়া কাশী, কেহ দেবালয়ে বসি;
জপে মালা দিবা নিশি, কেহ যায় গঙ্গাস্নানে ॥
কেহ বা মক্কায় যায়, কেহ বা মসজিদে ধায়,
ঊর্দ্ধমুখে কেহ তায় ঘনস্বরে বাখানে ॥
কালী গানে হ'য়ে প্রসন্ন, কহে ঠিক ধন্য ধন্য,
ত্রিকুটী যেই জ্ঞান শূন্য সে জানিবে কেমনে ॥

জ্বলে জ্বলে মলাম সখা তোমার বিচ্ছেদানলে।
বুঝি দেহ হবে ভস্ম, সে অনল জ্বলে জ্বলে ॥
দারুণ এ হতাশন, হৃদে জ্বলে নিশি দিন,
নাশিবে এ মন প্রাণ বিষম বিচ্ছেদানলে ॥
বিচ্ছেদ-অনল-শিখা, হৃদয়েতে জ্বলে সখা,
প্রাণসখা দিয়া দেখা ঢাল জল এ অনলে ॥
কালী কহে এই মন্ত্রণা, দরশন-বারি বিনা,
এ জীবন বাঁচিবেনা রীতি এই কালে কালে ॥

[illegible]—খাম্বাজ।

[illegible] নাথ, তুমি কার জ্ঞান দিতে।
[illegible]
[illegible]

ভ্রমে প'ড়ে তিন লোকে,
আমি আমি বলে তাকে,
ভ্রমেতে রেখেছে ঢেকে, কি করিবে কাজে কাজে
কাটে যার ভ্রমজাল, তার কাছে কি আসে কাল,
এলে কাল হয় কাল জ্যোতির্ম্ময় মহাতেজে ॥
অনিত্য ছিল নিত্য হ'য়ে,
তিন লোক সে ত্যেজিয়ে,
অখণ্ড গোলোকে গিয়ে মহানন্দে সে বিরাজে ॥
কালীপ্রসন্ন জুড়ে কর, কহে প্রাণ প্রাণেশ্বর,
তোমা বিনা অন্ধকার এ তিন সংসার মাঝে ॥

মিশ্র—আড়াঠেকা।

যতনে রতন মেলে কিছু নহে যত্ন বিনা।
হিংসা দ্বেষ না ত্যেজিলে পূর্ণ হয় না কামনা ॥
ব্রত এক চিতে না হ'লে, দয়া দীনে না করিলে,
দ্বিভাব না ত্যাগিলে নন্দ কিশোর মিলে না ॥
সাধিলে যতন করে, হেরিবে রত্ন রত্নাকরে,
বন্ধু বিনা নাই সংসারে, নিজে হবে এ ধারণা ॥
কালী কহে এই সার, দরশন যে পায় তার,
নয়নে না দেখে পর, ভিন্ন ভাব সে জানেনা ॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

নাথ মম প্রতি দয়া দয়ার সাগর তুমি।
খাঁচাবদ্ধ পাখীমত মায়া জালে বদ্ধ আমি ॥
ললাট দোষে এ যাতনা, বাঁচিনা প্রাণ দিয়া বিনা,
বুদ্ধি বলে কাটিবেনা নিশ্চয় জেনেছি আমি ॥
কালীপ্রসন্ন কহে নাথ, দয়া বিনা কে পায় [illegible]
নষ্ট হয় মনোরথ, দয়া না করিলে তুমি ॥

[illegible]ট খাম্বাজ—মধ্যমান।

ওহে প্রাণ[illegible]শ্বর কোরনা আর প্রবঞ্চনা।
[illegible] কত [illegible] নাথ বিচ্ছেদেরই যাতনা ॥
আমার [illegible] নাথ, আমারে [illegible]
সাধিলে না [illegible] দেখ, [illegible] কি নাথ [illegible]
[illegible]
[illegible]

আমার অন্তরে ঘর ক'রে, আমায় বাস পর,
এই কি তব শিষ্টাচার, একেই বলে প্রতারণা ॥
সঙ্গে থেকে কর চাতুরী, খেল নাথ লুকচুরী,
আলাতে জ্বলে মরি, একেই বলে প্রবঞ্চনা ॥
কালীপ্রসন্ন এই বলে, বৃথা এই লোকে বলে,
দুরেতে দেওয়া জলে, অসময়ে ফল ফলে না ॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

প্রাণ নাথ কব কত,
ভাল তোমায় বাসি যত।
তব রূপে হ'রেছে মন, হৃদয়ে জাগে অবিরত ॥
হেরে তব রূপের ছটা,
হোরেছে জ্ঞান বেধেছে লেটা,
করছে আমায় নটাপাটা,
জ্ঞানহারা পাগলের মত ॥
তবরূপে আছে মন, আত্মপর নাহিক জ্ঞান,
কতক্ষণে হয় মিলন, নিশিদিন চিন্তান্বিত ॥
ভালবেসে হ'ল এদশা, ঘুচিল না প্রেম-পিপাসা,
বারি বারি ব'লে ডাকি, তৃষ্ণাযুক্ত চাতকী মত ॥
তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, বুঝি এ হইবে হত,
দরশন-বারি দানে, কর নাথ সঞ্জীবিত ॥
কালী কহে করিলে যত্ন, কে পায় সে পরম রত্ন,
অদৃষ্টে যে আছে বন্ধন, ঘোচে না যত্ন কর যত ॥

ইমন ভূপালী—একতালা।

সাধ ক'রে কি সাধি তোমায়,
মনের সাধ পূরাবে ব'লে,
সাধনাতে কাল কাটিল, সাধ মম না পূরালে ॥
সাধি তোমায় ক'রে সাধ,
হয় না কি তোমার সাধ,
[illegible] আমার সাধ, সাধাবে কত কালে কালে ॥
[illegible]হলাম এই পণ, ক'রে যত আকিঞ্চন,
[illegible] তোমারই মন, নানা সাধনারই বলে ॥
[illegible] ভজন, পূজন, করিলে তব,
[illegible] তোমার [illegible],
[illegible] ॥

কালী কহে এই সাব্যস্ত, পাকা তোমার বন্দবস্ত,
যে জানে সে না হয় ব্যস্ত,
না জানিলে পড়ে গোলে ॥

ইমন—একতালা।

সত্য বল্লে মারে লাঠি, মিথ্যায় জগৎ ভুলে।
দুধ চাই দুধ চাই দ্বারে দ্বারে ডেকে বলে ॥
শুঁড়ি সুরা বেচে বসে, কেনে লোক তারে তোষে,
সুখের সাগরে ভাসে, ত্রাণ পাব পাব বোলে ॥
ছেড়ে দেয় তস্করেরে, সাধে ধ'রে বন্দি করে,
ফাঁদে ফেলে পথিকেরে, নানা ছল কলে বলে ॥
কালী প্রসন্ন এই বলে, ধন্য কলি তব লীলে,
দুঃখ হয় পায় হাঁসি, চরিত্র তব হেরিলে ॥

ইমন—একতালা।

নিত্য ধামে যা'বে ব'লে সকলে বাসনা করে।
সে পথ দুর্গম অতি কেবে কেহ যেতে পারে ॥
দুঘাঁটি কঠিন অতি, কাঞ্চন কামিনী জাতি,
দৈব কোন বুদ্ধিমতি, এ ঘাঁটি ছাড়িতে পারে,
এ ঘাটি না হ'লে পার, ভবসিন্ধু হ'তে পার,
সাধ্য বল আছে কার, কালী এ প্রকাশ করে।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

মরম-বেদনা মন কারও কাছে ব'লনা।
শুনে পাছে হাঁসে লোকে দ্বিগুণ হবে যাতনা ॥
মন-দুঃখ মনে সহিবে, লোকমাঝে না কহিবে,
শুনে দুঃখভাগী না হবে, আরও দিবে গঞ্জনা ॥
দুঃখের দুঃখী যেই হয়, শুনাইলে দুঃখ তায়,
সে করে তার উপায়, ঘোচে যাতে বেদনা ॥
কালী কহে জানি জানি, মরম-বেদনা জানি,
কান্ত বিনা কামিনীর, হয় দুঃখ যাতনা ॥

খাম্বাজ—একতালা।

এ দুঃখ যাতনা মন কি হবে [illegible]
[illegible]
[illegible]

না হলে দুঃখেরই কথা,
ব'লে ঘোচেনা মনেরই ব্যথা,
অরণ্যে রোদন বৃথা, কি লাভ বলিয়া তায় ॥
মনোদুঃখ রেখ মনে, অন্যে যেন নাহি জানে,
শুনে পাছে হাঁসে মনে, উপহাস করে তোমায় ॥
কালী কহে এই কথা, বোলনা মনেরই কথা,
অন্তরে রাখিও গেঁথে, প্রকাশ করা ভাল নয় ॥

ঝিঝিট—একতালা।

ওরে মন বলি তোরে আর কেন তুই সাধিস্ তাঁরে
সে কি তোর দুঃখের দুঃখী,
ভাসিয়েছে যে দুঃখ সাগরে ॥
ভাসিতেছিস্ দুঃখনীরে, তবু তুই ভুলিস্ না তাঁরে
সে কভু কি জিজ্ঞাসেরে,
কেমন আছিস্ ব'লে তোরে ॥
নাইকো দুঃখের কূল কিনারা,
হয়েছিস্ মন দিসে হারা,
সেধে সেধে হবি রে সারা,
সাধলে কি সে দেখবে ফিরে ॥
ওরে মন জনমের তরে,
ভাসিয়েছে যে দুঃখ সাগরে,
এ দুঃখ জানালে তাঁরে, সে কি দুঃখী হবে রে ॥
মন তুই পাগল হবি, সেধে কি তুই তায় ভুলাবি,
ভুলিবার নয় সে ভবি, যা করিবার দেছে ক'রে ॥
কালী কহে সত্য বটে,
কেন রে মন তুই বেড়াস্ ছুটে,
সে বিরাজ কচ্ছে সর্ব্ব ঘটে,
সময় হলে দেখবি তাঁরে ॥

বেহাগ—একতালা।

একে আমার জীর্ণতরি প্রেমনদী-তুফান ভারি ।
কেমনে যাইব পারে এই ভয়েতে ভেবে মরি ॥
বিচ্ছেদ-বায়ু প্রবল, উঠে তরঙ্গ ক'রে গোল,
বলে সামালো সামালো, ডুবলো তরি ডুবলো তরি
দেখে গোল তরঙ্গের, ভয়ে অঙ্গ থর থর
কখন ঘটায় কিবা রঙ্গ, জীর্ণ তরি কি করি ॥
যদি বহে সুবাতাস, যাবে পারে আছে আশ,
নহে হবে এ বিনাশ, অকূলেরই মত তরি ॥
কালী কহে জোড় করে, বিচ্ছেদেরই সিন্ধুনীরে,
যদি নাথ দয়া ক'রে, করে পার হয়ে কাণ্ডারী ॥
তবে বাঁচে এ তরণী, নহে নাশ হবে জানি,
কেন হও অভিমানী, বৃথা আশা জীর্ণ তরি ॥

ইমন ভূপালী—একতালা।

বাসনা করিয়া মন কেন কর উপাসনা।
কামনা না শূন্য হ'লে, পূর্ণ হয় না কামনা ॥
প্রিয় জন রেখে মনে, সাধে যে সে প্রিয়জনে,
সে কি ফিরে চায় তার পানে, মিছে করে সাধনা
আশা অভিলাষ মনে, আছে যার এ জীবনে,
সে কি পায় সে প্রিয়জনে, মন তুই কি জানিস্না
কালীপ্রসন্ন এই ভণে আশা যার আছে মনে,
সে কি পায় সে প্রিয় জনে, বৃথা করে উপাসনা ॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

আসা যাওয়া যে যন্ত্রণা জেনে ও কি মন জানিস্ না,
বৃত্তি হইতে নিবৃত্তিরে, তিলেক হইলে না ॥
বন্দী হ'য়ে কারাগারে, কত স্তব স্তুতি ক'রে,
কহে ছিলে বারে বারে, মায়াতে আর ভুলিবে না
কালীপ্রসন্ন এই ব'লে, পড়ে মহা মায়া জালে
প্রতিজ্ঞা যা'করে ছিলে, রক্ষা তাহা হলো না ॥

মুলতান—কাওয়ালী।

প্রাণের অধিক সখি ভালবাসি আমি যাঁরে।
সে কেন লো বাসে পর বলনা সখি আমারে ॥
জানি সখি জানি তারে, সে মধুকরগুণ ধরে,
ফুটন্ত ফুল পেলে পরে, আলিঙ্গন দেয় আদরে ॥
কলিকা ধরে না মনে, গন্ধহীন তারে জেনে,
মাতে কি মন গন্ধ বিনে,
শোন্‌লো সখি বলি তোরে ॥
বিকসিত হ'লে কলি, আসিত সে চতুর অলি,
না থাকিত চতুরালী, রাখিতনা পর ক'রে ॥
সকলই সময়ে হয়, সময় বিনা কিছু নয়,
মনোদুঃখ সহিতে হয়, সময়ের অপেক্ষা ক'রে
কালী কহে এই কথা, সহিতে হয় মনব্যথা,
সময় বিনা কে পায় কোথা,
সে প্রাণকান্ত প্রাণেশ্বরে ॥

টৌরী—আড়া।

যে করে পীরিতি সই, জাতি কুল সে কি খোঁজে
লাজ ভয় করে না সে, যে তাঁর পীরিতে মজে ॥
যার সঙ্গেতে মন মজে,হাড়ি ডোম সে কি বাছে,
দোষাদোষী সংসারে আছে,
পীরিতে কোথায় সাজে ॥
পীরিতির নাহি জাতি, অষ্টধাতুর যেমন রীতি,
পরেশ করিলে স্পর্শ, একবর্ণ হয় কাজে কাজে ॥
পীরিতি পরেশ মান্য, বর্ণকে না রাখে ভিন্ন,
করে সেই একবর্ণ, বিবর্ণ কি প্রেমে সাজে ॥
কালী কহে যথা বটে, প্রেমেতে সব এক চেটে,
প্রভেদ নাই প্রেমেরই হাটে,
ভিন্নভাব সংসার মাঝে ॥

যোগিয়া—চৌতাল।

দেখ সখি দেখ দেখ সংসারেরই কি কারখানা।
প্রাণনাথে ভুলাইতে মৌখিক করে সাধনা ॥
স্নান আচমন ক'রে, নানা ফুল উপহারে,
ভুলাইব ব'লে তাঁরে, আড়ম্বর ক'রে নানা ॥
মুখে মন্ত্র পাঠ করে, শত নাম ধ'রে তাঁরে,
পুষ্পাঞ্জলি দেয় তার'পরে, করে কত উপাসনা ॥
মুখে ভাল'বেসে তাঁরে, কেবা পায় ত্রিসংসারে,
মিছে কাজে মরে ঘুরে,শুষ্ক বৃক্ষে ফল ফলেনা ॥
হৃদয়-বাসরে তাঁরে, মনযোগে যোগ ক'রে,
যে নাহি সাধন করে, কেমনে পাবে বলনা ॥
হৃদয়-বাসরে যিনি, বিরাজ করে দিবা যামিনী,
নাচিছে নিজ গুণমণি, মুখেতে যে করে সাধনা ॥
তাঁর সাধ পূরে কেমনে, প্রাণকান্তে যে না চিনে,
পরিশ্রম অকারণে, বৃথা করে উপাসনা ॥
হৃদয়-সিংহাসন স্থিত, প্রাণকান্ত বিরাজিত,
সাধিতে বাসনা হ'লে, শুন তবে মন্ত্রণা ॥
কামাদি পশু ছটাকে, হনন করিয়া তাকে,
সে রুধির অষ্টাঙ্গে মেখে, ত্রিবেণীর স্নান করনা ॥
শুদ্ধ হ'য়ে তার পরে, বিবেকবসন পোরে,
হৃদয়-পুষ্প চয়ন ক'রে, নাথের সদনে যাওনা ॥
সিংহাসন নিকটে গিয়া, মনে মন মিশাইয়া,
[illegible] ক'রে তাঁরে হৃদয়-পুষ্পে পূজনা ॥

হয়ে সেই হররিত, তোমাতে হইবে রত,
ঘুচে যাবে দুঃখ যত, রবেনা ভবযাতনা ॥
কালী কহে সত্য জানি, যে কহিলে আমি মানি,
না হ'লে আকাশবাণী, পূর্ণ হয় না কামনা ॥
সময় না হলে পরে, কে দেয় সন্ধান কারে,
কাজে কাজে মরে ঘুরে,
কি করিবে সে জানেনা ॥
চিরাধীন মানবপ্রথা, স্বাধীনতা পাবে কোথা,
না হ'লে সময় যথা, দৈববাণী হবেনা ॥
দৈববাণী না হইলে, পথ ঘাট কে দিবে বোলে,
রীতি আছে কালে কালে, অন্যথা এর হবে না ॥

পিলু বেহাগ—কাওয়ালী।

দেখ মন এসেছ তুমি ভবের বাজারে।
জীবন সর্ব্বস্ব দিয়া কিনিবে কি বলনা রে ॥
ভবের দোকান যত, মায়া প্রপঞ্চে সুশোভিত,
সাজিয়েছে সৌন্দর্য্য অতি,হেরিলে সে মন হরে ॥
ছ'জনা দালাল আছে, সঙ্গে তারা ঘুরিতেছে,
তোমাকে ঠকায় পাছে, তুমি সা'বধানে চল রে ॥
তাঁদের হাতে বাঁচতে চাও,
শ্রদ্ধা ভক্তিকে সঙ্গে লও,
দয়ার দোকানে তাঁরা,লয়ে যাবে সঙ্গে করে ॥
জীবনের বিনিময়ে, দয়া তোমায় কিনে দিয়ে,
করিবে পরম সুখী, যাবে ভব-পারাপারে ॥
কালী সকলই মিছে, জীবন সর্ব্বস্ব বেচে,
কেন দয়া যত পার, কাণ্ডারী দয়া ভবসাগরে ॥

ঝিঝিট—মধ্যমান।

প্রাণ তোমারে ভালবেসে প্রাণে বাঁচি না।
দরশন দিয়া নাথ ঘুচাও মম যাতনা ॥
তব বিনা প্রাণেশ্বর, ত্রিজগৎ অন্ধকার,
নাশ মম হৃদয় তিমির, ক'রে প্রিয় করুণা।
রূপেরই গরিমা তব, তিন লোকে করে স্তব,
না পাই দেখা কেন তব, বল নাথ বল না।
কালী কালী বলে কালী, প্রসন্ন হইলে [illegible]
দরশন হ'বে কালী, যাবে দুখ যাতনা ॥

শ্রীকৃষ্ণাষ্টকম্।

নবনীরদ-নিন্দিত-কান্তিধরং,
রস-সাগর-নাগর-ভূপ-বরং।
শুভ-বঙ্কিম চারুশিখণ্ড-শিখং,
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজ-রাজসুতং॥
ভ্রূবি শঙ্কিত-বঙ্কিম শক্রধনু,
মুখচন্দ্র-বিনিন্দিত-কোটিবিধুং।
মৃদু-মন্দসুহাস্যসুভাষ্যযুতং॥
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজ-রাজসুতং॥
ছবি-কম্পদনঙ্গ-সদঙ্গধরং,
ব্রজ-বাসিমনোহরবেশবরং।
ভৃশলাঞ্ছিতনীলসরোজদৃশং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজ-রাজসুতং॥
অলকাবলিমণ্ডিত-ভালতলং,
শ্রুতি দোলিতমাকরকুণ্ডলকং।
কটি-বেষ্টিত-পীত-পটং সঘটং,
ভজ কৃষ্ণ-নিধিং ব্রজরাজসুতং॥
ভৃশচন্দন-চর্চ্চিতচারুতনুং,
মণি-কৌস্তুভগর্জ্জিতভানুতনুং।
ব্রজ-বালশিরোমণিরূপধৃতং,
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজ-রাজসুতং॥
কল নূপুর রাজিতচারুপদং,
মণিরঞ্জিতগঞ্জিতভৃঙ্গমদং।
ধ্বজ-বজ্রঝষাঙ্কিতপাদযুগং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজ-রাজসুতং॥
সুরবৃন্দ-সুবন্দ্য-মুকুন্দ-হরিং
সুরনাথ-শিরোমণি-সর্ব্ব-গুরুং।
গিরিধারি মুরারি-পুরারি-পরং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজ-রাজসুতং॥
বৃষভানু-সুতা-বর-কেলিপরং,
রসরাজ-শিরোমণি-বেশ-ধরং।
জগদীশ্বরমীশ্বরমীড্য-বরং,
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজ-রাজ-সুতং॥

ওরে পাষাণ মন আমার,
[illegible] না ভুল না।
এই না ভবে মানব জনম হয়ে গেল,
আর ত হবে না॥
হরিনামের যে মহিমা, বেদে নারে সীমা,
অনন্ত অন্ত পেলো না গো,
(নামের অন্ত পেলো না)।
ঐ নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল,
ঐ নাম ক'রে সাধনা॥
ঐ নামে জগাই মাধাই ত'রে গেল,
ঐ নাম ক'রে সাধনা॥
ভবে এলেম কি করিতে, কি কর মন কি করিতে,
ভুলিয়ে মায়ায় ঠেকো না—ঠেকো না॥
ঐ নামে পাষাণ গলিত হইল,
আমার মন তো গলে না।
কুকথা কও বদন ভ'রে,
নাম নিতে মুখ চেপে ধরে,
হরির নাম মুখে আসে না।
ওরে আমার আসা যাওয়া সার হইল,
গুরু ভজন হইল না॥

বারোয়া—ঝাঁপতাল

হরিনাম সুধারসে কেন রসনা রসনা।
বিরস বিষয়-রসে কেন সতত বাসনা॥
দারাসুত আদি সবে, সকলই পড়িয়ে রবে,
সার মাত্র সঙ্গে যাবে, সেই নামের সাধনা।
বার বার গতায়াতে নানা ক্লেশ পাও পথে,
(এবার) মোহমদে অন্ধ হয়ে, হওনা যেন বঞ্চিত,
অতএব বাক্য ধর, হরিনাম-মালা পর,
হরিনাম করে কর, ঘুচিবে ভব-যন্ত্রণা।
সদা সাধুগণ সঙ্গে, মজ ঐ নাম-রঙ্গে,
অনুলেপ সদা অঙ্গে, নামের সুধা অক॥

বাউলে—তিওট, রূপক, জোড়া একতালা।

হরি যে ভাবে তোমায় যে ভাবে তাঁরে
কৃপা কর সেই ভাবে হে।
তোমায় ভক্তিভাবে, ভক্ত ভাবে, ওহে
গোপীভাব, [illegible] ভাবে।

হে ব্রহ্মসনাতন, সনক সনাতন, শান্তভাবে
পেলে তব চরণ;
শিশুপাল রাবণ অরি ভাবে, পেলেছে
পতিত পাবন, মম দশায় কি হ'বে॥

হরি হে বলিরে ছলিলে,
বামনরূপ ধারণ করে, হে।
হরি কে জানিবে তব অন্ত,
যাঁ'র অনন্ত পা পায় অন্ত।
হরি ত্রিপাদ ভূমি দান নিতে,
পদ বাহির কৈলে নাভি হতে।
ওপদ-পঙ্কজে, ভৃঙ্গ হ'য়ে রঙ্গে
থাকরে, পান কর মুখে, পরম সুখে,
চরণপদ্মেরমধু (আমি তাই বলি মন)।
বিষয়-কেতকী কণ্টকের বনে,
সে বন মধু-বিহীন,
ইথে বিফল ভ্রমণ ভ্রম কেন মন,
অসার-সংসারে, কে আপন আছে,
ও মন ভেবে দেখ, শ্রীহরি বিনা সকলি মিছে।
অর্দ্ধ নারায়ণ ক্ষেত্রে,
অর্দ্ধ গঙ্গানীরে মগ্ন রহে যেন।
দৃষ্টি করি রবিসুতে, না আসিবে আমায় নিতে,
হ'য়ে অতি ভয়ে ভীত, দূরে থাকি দিবে ভঙ্গ।
আমার চরমকালে, হৃদয় কমলে,
নীলকমল দাঁড়াবে॥

না জানি হরি কেমন, নামটী এমন, মিঠা এত।
দয়ালের নাম শুনে হয় মন উচাটন,
দেখলে জানি কেমন হতো॥
যে হ'তে নাম শুনেছি, সে হ'তে পাগল আছি,
বাঁচি কিম্বা মরি ওদুখ বলব কত;
তাঁরে ধরি ধরি করে হিয়ে,
ধরলে জীবন সফল হতো।
শুনেছি লোকমুখেতে, এমন রূপ নাই জগতে,
যে দেখেছে সে হয়েছে অনুগত;
যে দেখলে তার সমমাপে,নয়ন বারে অবিরত॥

খাম্বাজ—একতালা।

হেলায়ে রতন হারাওনা মন
হরি হরি বল বদনে।
হরি বল হরি বল, বল শয়নে স্বপনে জাগরণে॥
ঐহিকের সুখ হ'ল না বলিয়ে,
তা ব'লে কি নাম রহিবে ভুলিয়ে,
যার নামে, তার প্রেমে,
হলেন শুকদেব সুখী, নারদ বৈরাগী,
মহাদেব যোগী,—
বেড়ায় শ্মশানে মশানে যোগ ধ্যানে।
মনে কর সেই দিন ভয়ঙ্কর,
অবশ অঙ্গ যে দিন হইবে তোমার,
সেই দিনে বদনে, যদি বল্‌তে পার নাম,
হরি পূরাবে মনস্কাম, তবে যাবি মোক্ষধাম,
তোকে লবে না ছোবে না শমনে।
যেতে হবে যেদিন ত্যজিয়া সংসার,
কোথায় রবে তোমার পুত্র পরিবার;
সংসার অসার, আঁখি মুদলে অন্ধকার,
হরি পদ কর সার, যদি যাবি ভব পার,
রাখ রতি মতি হরির চরণে।
চরণ বলে গতি নাই হরি বিনে,
হরিনাম সুধা পিয়াওরে বদনে,
কলিতে রা'তে, হরিনাম ব্রহ্মময়,
যে (জন) জানেরে নিশ্চয়, তার কি ভবে ভয়,
ভবে তরিতে পারবে তুফানে॥

আয়রে আয় জগাই মাধাই আয়।
হরি-সঙ্কীর্ত্তনে নাচবি যদি আয়।
ওরে মার খেয়েছি, না হয় আরও খাব,
(মাধাইরে ওরে মাধাই)
ওরে তবু হরির নামটী দিব আয়।
ওরে মেরেছ কলসীর কান্দা,
(মাধাই রে ওরে মাধাই)
ওরে তাই ব'লে কি প্রেম দিবনা আয়।
ওরে আমরা দু'ভাই গৌর নিতাই,
(মাধাই রে ওরে মাধাই)
ওরে দু'ভায়ে তারে দু'ভাই আয়।

ওরে তোদের স্নান করাব গঙ্গাজলে,
(মাধাই রে ওরে মাধাই)
ওরে হরির নামের মালা দিব গলে আয়।
ওরে আয় রে মাধাই কাছে আয়,
(মাধাই রে ওরে মাধাই)
ওরে হরি নামের বাতাস লাগুক গায় আয়॥

হরি বল হরি বল রে ও মন,
দিন গেল বিফলে।
মন রে এখনে না বল্লে হরি (ও মন);
হরি বল্‌বে কি আর দেহ গেলে॥
মনরে এ দেহ জলের বিম্ব (ও মন);
বিম্ব-আকারে মিশে যাবে জলে॥
মনরে ভাই বন্ধু দারা সুত (ও মন);
তারা কেউ যাবে না নিদান কালে॥

হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই
আমার নিতাই যদি মনে করে,
(নিতাই প্রেম দাতার শিরোমণি রে);
নামে পাষাণ গলাইতে পারে,
একলা নিতাই (যদি গৌর থাক্‌তো কিনা হতো)
আমার নিতাই যারে দয়া করে,
(নিতাই প্রেমদাতার শিরোমণি রে);
নামে মহাপাতকী উদ্ধারে,
একলা নিতাই (যদি গৌর থাক্‌তো কিনা হতো)

হরি বল ভাই দিন যায় বয়ে।
ওরে দিন যায় বয়ে. তোর সময় যায় বয়ে।
ওরে এ ভব-সমুদ্র মাঝে নিতাই চাঁদ নেয়ে,
ওরে কি কার্য্য করিলিরে ভাই মানব জনম পেয়ে

জীবের থাক্‌তে চেতন হরি বল মন,
দিন গেল দিন গেল।
দিন গেল দিন গেল রে মন,
দিন গেল দিন গেল॥
ওরে জগাই মাধাই পাপী ছিল,
তারা হরির নামে তরে গেল।

ওরে রূপসনাতন দু'ভাই ছিল, তারা বিষয় ছেড়ে
(তারা বিষয় ছেড়ে) ফকীর হ'ল।
(ওরে) রত্নাকর দস্যু ছিল, সে যে হরির নামে
(সে যে হরির নামে) তরে গেল।
ওরে অহল্যা পাষাণ ছিল, সেই চরণ পরশনে
(চরণ পরশনে) মানব হল।
ওরে মনরে তোর পায়ে ধরি, এবার আমায় নিয়ে
এবার আমায় নিয়ে ব্রজে চল॥

কে রে হরিবোল বলে যায়।
তোরা যা রে মাধাই জেনে আয়॥
আমি কি বলিব এই হরি-ধ্বনি,
এ ধন ছিল কোন্ ধনীর,
শুনে চক্ষে কেন বহে নীর পুলক শরীর।
আমি কখনও শুনি নাই,
এ নাম কে আনিল নদীয়ায়।
আমি কি বলিব এই যে হরিবোল,
যেমন অমিয়ার উথল,
আমার শুনে অঙ্গ হয় শীতল,
বল মাধাই তুই বল।
আমি কখনও শুনি নাই এ নাম,
কে আনিল নদীয়ায়।
এ নাম গোলোকে গোপনে ছিল,
কে আনিল নদীয়ায়।
এ নাম শিব গেয়েছে পঞ্চমুখে,
কে আনিল নদীয়ায়।
এ নাম ব্রহ্মা গায় চতুর্ম্মুখে,
আনিল নদীয়ায়॥

হরি বলে আমার গৌর নাচে।
নাচে রে অদ্বৈত আমার হেমগিরি মাঝে॥
(ভাবে ভোর হ'য়ে আমার গৌর নাচে রে—
হরিবোল বলে আমার গৌর নাচে রে).
(অরুণ-নয়নে ধারা বেয়ে ঢুলু ঢুলু আঁখি তোর)
গোরার রাঙ্গা পায় সোণার নূপুর রুনু ঝুনু বাজে;
আমার গৌর নাচে)।

থেক রে বাপ নরহরি চাঁদ গৌরের কাছে—
গৌরার রাধা-রসের গড়া তনু ধূলায় পড়ে আছে
(নদের কঠিন মাটি রে) ॥

হরি বল হরি বল বলে
কে যায় নদের বাজার দিয়ে রে।
ও রে সোণার নূপুর রাঙ্গা পায়।
ওরে নগর দিয়ে হেঁটে যায়, (দেখ রে)
হেলে পড়ে নিতাইর গায়।
ও দেখ রে নূপুর পঙ্কজ পায়।
ও রে মার্লি কান্দা নিতাইর গায়,
(দেখ রে) রক্তে অঙ্গ ভেসে যায়।
ও রে জগা বলে মাধাই ভাই,
এমন রূপ আর দেখি নাই,
এমন নাম আর শুনি নাই।
(ও ভাই রে এমন নাম আর শুনি নাই) ॥

যা'দের হরি বলিতে নয়ন ঝরে,
(মাধা) তারা দু'ভাই এসেছে রে ॥
যা'রা আচণ্ডালে প্রেম বিলায় তা'রা এসেছে রে
আগে মাধা, মাধা মেরেছিল,
পাছে তারা কেঁদেছে রে।
জগা বলে (ও রে) মাধা ভাই,
এমন রূপ আর দেখি নাই রে,
মাধা বলে জগাই ভাই,
আজ হ'তে ডাকাতির আর কার্য্য নাই,
ইচ্ছা হয় তা'র সঙ্গে যাই রে ॥

হরি বল বল্‌রে ভাই, আর বেলা নাই,
এই বেলা চল নিতাইর ঘাটে।
ছেড়ে সব কুটিনাটী, দরগা আটী,
পড় গিয়ে চরণ নিকটে, কেন মন কর দেরি,
প্রাণের অরি, শমন এসে বাঁধ্‌বে ক'সে।
নিতাই দুই বাহু তুলে, আচণ্ডালে ডাকছেরে
সব পাপী জুটে,
পাপী তোর পাপের বোঝা দে আমারে,
আমরা দু'ভাই হ'লেম মুটে।

হ'লি মন কাণা খোঁড়া পথ চিন্‌লি না,
সোজা হ'য়ে যাওনা হেঁটে ॥

হরি বল্ বল্ জগাই মাধাই,
তোরা নেচে নেচে দুটী ভাই।
এ নাম মধুর বড়, ছোট বড়,
কারো বল্‌তে বাধা নাই ॥
তোরা মন প্রাণ খু'লে, সুখে দুই বাহু তু'লে,
মুখে বল হরি বল বল,
রবে না গোল তরিবি অকূলে ;
হরি সদানন্দ, নিরানন্দ অন্তরে পাবে না ঠাঁই।
শোন্‌রে হরিনামের গুণ, ঐ নাম স্বগুণে নির্গুণ,
(নামে) পালায় শমন রিপুদমন, নিবে পাপাগুণ,
হরিনামামৃত পান করিলে, ভবক্ষুধা দূরে যায়।
এই হরির নামে হয় ব্রহ্মার ব্রহ্মভাব উদয়,
শিব ত্যজে কাশী, শ্মশানবাসী, হ'লেন মৃত্যুঞ্জয়,
নামে মুনিগণে নিবিড় বনে,
মহাসুখে কাল কাটায়।
প্রহ্লাদ হরিবল ব'লে, পর্ব্বত অনলে জলে,
করীর পদ চাপনে বাঁচ্‌ল প্রাণে,
খেয়ে গরলে ভাই ॥

তারে মার্লি কেনে ওরে মাধাই,
হরিনাম বল্‌তেছিল রে।
হরির নাম বল্‌তেছিল, কইতেছিল, লইতেছিল রে
যে নাম পাপীর সম্বল দরিদ্রের ধন বল্‌তেছিল রে
(সে নাম বল্‌তেছিল রে)
যে নাম শুন্‌লে পাপীর পরাণ জুড়ায়,
বল্‌তেছিল রে ॥
যে নামে রোগ শোক দূরে যায়, বল্‌তেছিল রে।
যে নামে মহাপাপী তরে যায়, বল্‌তেছিল রে।
যে নামে পাষাণ হৃদয় গলে যায়, বল্‌তেছিল রে ॥
যে নাম শুন্‌লে প্রাণ শীতল হয় বল্‌তেছিল রে ॥
যে নাম পাপীর ভাগ্যে এসেছিল, বল্‌তেছিল রে ॥
যে নামে শমন ভয় দূরে যায়, বল্‌তেছিল রে।
যে নামে পাপ তাপ দূরে যায়, বল্‌তেছিল রে।
যে নামে সংসার জ্বালা দূরে যায়, বল্‌তেছিল রে।
যে নামে [illegible] বল্‌তেছিল রে।

যে নামে জাত বিচার চলে যায়, বল্‌তেছিল রে।
যে নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে, বল্‌তেছিল রে।
(সে নাম বল্‌তেছিল রে) ॥

আরে ও ব্রজের বালক (হরিনাম)
কোথায় ছিল কে আনিল বল্‌রে।
এ নাম তোদের মুখে শুন্‌তে ভাল বল্‌রে ॥
এ নাম তোমরা বল, আমরা শুনি বল্‌রে;
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ক্ষরে বল্‌রে।
এ নাম গোলোকে গোপনে ছিল বল্‌রে;
হরিনাম কোথায় ছিল কে আনিল বল্‌রে।
এ নাম নিতাই ভিন্ন কেউ জানে না বল্‌রে ॥

এমন সুন্দর হরির নাম নিতাই কোথায় পেলে।
নিতাই কোথায় পেলি অবধৌত কোথায় পেলি ॥
নিতাই আনিয়ে গোলোকের ধন জগৎ মাতালি।
আমারে ভাড়ায়ে ধন জগতে বিলালি।
(আমি তোর কেউ নইরে নিতাই) ॥

মুলতান—একতালা

তোরে ভাল বাসি মন।
তাই দিলাম হরিনাম অমূল্য রতন ॥
এ দেহ মাঝারে রেখো যত্ন করে,
দেখো দেখাইও না রিপু ছ'জনারে,
দিতে হবে কর, ধরবে দিবাকর-সুত কর যখন।
প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠি শয্যা হতে,
মুখে হরি নাম কর উচ্চারণ; (তবে)
তোর কি বিপদ রবে, এ নামের গৌরবে,
সুখী হবি সর্ব্ব [illegible];—
[illegible] ভব-সুধামলে,
[illegible] আসি জাহ্নবীর জলে,
[illegible] ভুলে সকল যাবি ভুলে, জুড়াবে জীবন
[illegible] কি জানি, বিরিঞ্চি গীর্ব্বাণী,
[illegible] ; হয়ে ঐ নামাভিলাষী,
[illegible], দাসী দাসী
[illegible];—

হরি নামের গুণ কি কহিব আমি,
সুখে থাকুন সদা শুকদেব গোস্বামী,
দিলেন দয়া করে, এ দাশরথীরে, এড়াতে শমন ॥

পাহাড়ী—খেম্‌টা।

কাজ কি এ ছার আশ্রমে।
রাধাকৃষ্ণ বলে, বাহু তুলে, যাই চল বৃন্দাবনে ॥
সেথা, দেখ্‌বি হরি, বংশীধারী,
রাই কিশোরী তার্ বামে।
তোর যাওয়া আসা ঘুচবে ল্যাঠা,
মিশিয়ে যাবি চরণে;
যদি, বল্‌তে কৃষ্ণ, নারিস্ স্পষ্ট,
কষ্ট হয় তোর বদনে।
তবে কর্ণ পেতে শোন্ হরিনাম,
এড়িয়ে যাবি শেষ যমে।
তোর, লীলা খেলা কড়ি খেলা,
লাগ্‌বে সে দিন কোন্ কামে।
তোর হীরা মতি, সঙ্গের সাথী,
কেউ যাবে না অন্তিমে ॥
যখন, উলটে নয়ন, কর্‌বি শয়ন,
এই মাটিতে নির্দ্দয়ে।
শমন অম্‌নি এসে, ধর্‌বে কেশে,
ভুল্‌বে নাকো তোর দমে ॥

পাহাড়ী—খেম্‌টা।

ওরে, বল্ রাধে গোবিন্দ মন।
এ নাম পাষণ্ড-পামর-দলন ॥
যে নাম ভেবে ধন্য, সে চৈতন্য,
সনক সিদ্ধ সনাতন;
আবার, নৃত্য করেন যে নাম ব'লে
পঞ্চমুখে পঞ্চানন।
হ'য়ে নামাসক্ত, পরম ভক্ত, জীবন্মুক্ত বিভীষণ;
আবার, যে নামে সন্ন্যাসী হলেন,
নিমাই পতিতপাবন।
অজামিল মৃত্যুকালে, যে নাম বলে,
অন্তে পেলে নারায়ণ;
আবার, অধম পামর, জগাই মাধাই,
গোলোকে [illegible] গমন।

ও, যে নামের গুণে, পায় কাননে,
ধ্রুব ব্রহ্মসনাতন ;
আবার পদে পদে, ঘোর বিপদে,
প্রহ্লাদ পেলে শ্রীচরণ।
ও যার, ষড় দর্শন, দর্শনেতে,
হয় না নামের নিদর্শন ;
এমনি পতিতপাবন নামটি সদা,
বল্‌রে পাগলের বদন ॥

হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে।
বল্ মাধাই মধুর স্বরে ॥
নারদ ঋষি দিবানিশি, বীণা যন্ত্রে গান করে ;
আবার যারে দেখে তারে বলে,
বল্ হরি বদন ভরে।
শ্রীরাধে গোবিন্দ কৃষ্ণ শ্রীমুকুন্দ মুরারে ;
আবার মন প্রাণ ঐক্য করে,
ডাক যশোদাকুমারে।
হরি নামের গুণে, গহন বনে, শুষ্ক তরু মুঞ্জরে,
হরি নামামৃত পান করিলে,ভাস্‌বি সুখের সাগরে
শিব ত্যজে কাশী, শ্মশানবাসী,
যে হরি নামের তরে ;
ওরে, আপুনি হর, গঙ্গাধর পঞ্চমুখে গান করে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে, শচি মায়ের উদরে,
সে যে ব্রজের বলাই, হয়ে নিতাই,
প্রেম বিলায় ঘরে ঘরে।
জগাই বলে আয়রে মাধাই,
গঙ্গাজলে স্নান করে ;
আমি এই হরিনাম দিব তোরে,
নাচাব কোলে ক'রে।
আমরা দুভাই অশেষ পাপী,
বিখ্যাত এই সংসারে,
হরিনামের জোরে অকাতরে, যাব রে ভবপারে।
অজামিল পুত্রছলে, মৃত্যুকালে,
নারায়ণের নাম করে ;
হরিনামের বলে, অবহেলে, বৈকুণ্ঠে গমন করে।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর এসে মিশল কলির অন্তরে ;
[illegible]বিরাজ আনূলে জড়ি, বাঁধলে বড়ি,
তোমাই [illegible] নিচুড়ে।

সত্যযুগে তপে গতি, ত্রেতাযুগে যাগ করে ;
দ্বাপরেতে পরিচর্য্যা, কলিতে হরি নাম করে।
অনন্ত যাঁর না পায় অন্ত,
ব্রহ্মা না পায় ধ্যান ক'রে ;
সেই হরিনাম বঞ্চিত হ'লে,
কে তোরে রক্ষা করে।
যোল নামে বত্রিশ অক্ষর, জগতে বিহার করে,
হরিনামের তরি ঘাটে বাঁধা,
ডাক্‌লে নিতাই পার করে।
বল হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
বল্ হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ॥

খটভৈরবী—একতালা।

এস গৌর চন্দ্র গৌর হরি।
একবার এস হে নদীয়ার চাঁদ।
তোমায় দীন হীন কাঙ্গালে ডাকে হে,
একবার এস হে সংকীর্ত্তনের মাঝে।
গৌরাং, একা যদি আসিতে নার,
তবে নিতাইচাঁদকে সঙ্গে কর।
গৌরাং, নদে ছাড়া যদি রইতে নার,
তবে আমার হৃদয় নদে কর। (হৃদয় শূন্য আছে)
গৌরাং, পতিতপাবন, ও নাম শুনে কাণে,
বড় ভরসা হয়েছে মনে।
গৌরাং, তখনি ত ও বলেছ তুমি,
কাঙ্গাল ডাকিলে আসিব আমি ॥

ললিত বিভাষ—খেম্‌টা।

ক্ষেপা, তোর গেল বেলা।
তোর সোণার ঘরে কল্লি রে তুই ভূতের খেলা ॥
ঘরে বসে দেখলি না রে মন,
ও তোর অন্তঃপুরী, কল্লে চুরি,
অমূল্য রতন, কখন্ আস্‌বে শমন,
করবে বন্ধন, দেখলি না তুই করে হেলা।
ওরে, একটি মাণিক সাগর সেঁচা ধন,
সেই মাণিক তোর ঘরে হতে,
যায় রে অকারণ, তোর ঘরে ঢুকে [illegible]
লুটিলে রে তোর [illegible]।

দেহের মালিক যখন যাবে মন,
ঘেন্না করে কেউ ছোঁবে না,
বলি তোরে শোন্, যখন ধর্‌বে শমন,
কর্‌বে বন্ধন, ঘট্‌বে রে তোর বিষম জ্বালা;
ওরে, দীনে বলে শোন্‌রে মন ভোলা।
দয়াল হরির চরণ তলে, বাঁধগে রে ভেলা।
আবার সার করে তাঁর শ্রীচরণ,
নাম কর রে জপমালা॥

ললিত বিভাষ—খেম্‌টা।

কার্ ভাবে নদেয় এসে, কাঙ্গাল বেশে,
হরি হয়ে বল্‌ছ হরি।
কার্ ভাবে ধরেছ এ ভাব, এমন স্বভাব,
তাও কিছু বুঝিতে নারি।
কোথা তোর মোহন চূড়া, পীতধড়া,
ভঙ্গি ত্রিভঙ্গ মুরারি।
এখন তোর মা যশোদা, রৈল কোথা,
শূন্য করে ব্রজপুরী॥
কোথা তোর সেই ধেনুর পাল, দ্বাদশ রাখাল,
কোথা তোর নবীন বাছুরী।
কোথা তোর ব্রজলীলা, কদম তলা,
কোথায় বা মোহন বাঁশরী।
কোথা তোর সখী সখা, সেই বিশখা,
কোথায় অনঙ্গমঞ্জরী;—
কোথায় তোর গুঞ্জমালা, শিকেয় তোলা,
কোথায় রে তোর রাই কিশোরী।
কার ভাবে মুড়িয়ে মাথা, ছেঁড়া কাঁথা,
নদেয় হলি দণ্ডধারী।
কাঙ্গাল অটলে বলে, শ্রীরূপচাঁদের,
যুগল চরণ সাধন করি॥

ভৈরবী—খেম্‌টা।

বড়, গোল [illegible] হলে।
[illegible] তোর আমলনামা,
[illegible] কৈ গো তারা আমল দিলে?
[illegible] পুণ্যের দফা শূন্য হল,
[illegible] তকো পতিত বলে।
[illegible] ছ'জন, তারা কেউ নয়গো সুজন,
[illegible] সব চুমরাণী করতেতে মিলে।

এরা তাজা জমি করে হাজা,
ওগো এম্‌নি হারামজাদা প্রজা,
বল্‌তে গেলে দেয় গো সাজা,
মানেনাক নায়েব বলে।
সাত নগরে মহল যোড়া, তিন রঙ্গের তিনটি বেড়া,
পরস্পর নাইক যোড়া, মূল থেকে ছিদলে;—
জমির মালিক মূলাধারে, আর না তুমি শতোপরে
নগরে নগরে ফিরে, হং সঃ মন্ত্র প্রবল বলে।
আমলনামার মিয়াদ ফুরালে, তুমুরের সময় হলে,
থোকা জমা ওয়াসিল বাকী, রহিল বাকীর তলে,
এবার জমায় শূন্য খরচ ভারি,
আমার নিকাশ দেওয়া হল ভারি,
যখন দেখবে ত'বিল খালি,
অমনি শমন দিবে জেলে॥

কাফি—খেম্‌টা।

ও মন ময়রা, গুড় থাক্‌তে ঘরে ভিয়ান কলি না।
তোর সাধের খোলা রইল পড়ে,
কৈ হাতায় ত হাত দিলি না॥
ভুলে গেলি রে পামর,
ভিয়ান কর্ণে কত মাল জন্মাত,
একবার নেড়ে চেড়ে দেখলি না।
থাক্‌তে তোর সকল আয়োজন,
কেন অলসে হারালি বসে, মহাজনের ধন;
(তখন) খাবে ছ'জন জুটে, লুটে পুটে,
তোর কথা কেউ শুন্‌বে না।
এখন আগুন জ্বলতেছে খুব জোর,
তাড়াতাড়ি ভিয়ান করে নে না রে পাগল,
আগুন নিবে গেলে, তোর কপালে,
আর রসের খোলা তাৎবে না।
দেখিস্ কি দিন ক্ষীণ হয়ে গেল,
হরি বলে কাজ সেরে নে রজনী এল;—
কেন অন্ধকারে মরবি ঘুরে,
তোর মনের আশা মিটবে না॥

ভৈরবী—খেম্‌টা।

পারবি কি মন, ফকীরি কর্‌বি।
ছেড়ে সব ঘুটী বাটি, বদলা মাটি,
বাঁটি হওয়ে টাঁটী বেতন।

ফকীরি বড় কঠিন, হ'তে হয় দীনের অধীন,
কর্‌তে হয় কি রাৎ কি দিন,
দয়াময়ের নাম সাধন।
পার যদি তেম্‌নি হয়ে,
তাঁর আদেশ সকল শিরে লয়ে,
তৃণাপেক্ষা হীন হয়ে, থাকৃতে হবে ধূলির মতন।
ফকীরি নয় সামান্য, ফকীরের বড়ই দৈন্য,
আদর্শ শ্রীচৈতন্য, কর রে দর্শন ;—
হরিনামের মালা লয়ে করে,
হরি নামাবলী হৃদে ধরে,
প্রেমে উন্মত্ত হয়ে, কর্ত্তে হয় নাম সংকীর্ত্তন।
ফকীরি নিতে গেলে, সর্ব্বাগ্রে কুতূহলে,
মান অভিমান সকল দিতে, হয় বিসর্জ্জন ;—
শুন রে মন আরো বলি,
বিদ্রূপ (ব্যঙ্গ) নিন্দা গালাগালি,
অম্লানবদনে সে সব, কর্ত্তে হবে অঙ্গের ভূষণ ॥

ভৈরবী—যৎ।

হৃদয়-মন্দিরে দাঁড়াও,
শ্যামা রূপে হে শ্যাম শশি।
ত্যজে বাঁশী ধর অসি, লোল জিহ্বা অট্টহাস ॥
পীত ধড়া ত্যজ্য করে, বেড় কটী নরকরে,
দৈত্যের মুণ্ড করে ধরে, ঘুচাও ভক্তের মন-মসি।
ত্যজিয়া শ্যাম বনমালা, গলে পর মুণ্ডমালা,
পরিহরি মোহন চূড়া, হ'য়ে দাঁড়াও এলোকেশী।
চরণে চরণ ছাড়, মম হৃদে নৃত্য কর,
নৃত্যকালী রূপ ধর, হেরি ও রূপ দিবানিশি।
বেণী দাসের এই বাসনা হেরব রূপ শবাসনা,
পূজিব হে অভয় চরণ, দিয়ে ভক্তি জবারাশি ॥

মারোয়া বেহাগ—ঝাঁপতাল।

হরিনাম-সুধারসে কেন রসনা রস না।
বিরস-বিষয়-রসে, কেন সতত বাসনা।
দারা সুত আদি সবে, সকলি পড়িয়া রবে,
সার মাত্র সঙ্গে যাবে, সেই নামের সাধনা।
বার বার গতায়াতে নানা ক্লেশ পাও পথে,
(এবার) মোহমদে অন্ধ হ'য়ে,
যেন বঞ্চিত হইও না।
অতএব বাক্য ধর, হরিনাম মালা-পর,
হরিনাম করে কর, ঘুচিবে ভব-যন্ত্রণা।
সদা সাধুগণ সঙ্গে, মজ ঐ নাম-রঙ্গে,
অনুলেপ সদা অঙ্গে, নামের সুধা অঙ্কনা ॥

পঞ্চানন তর্করত্ন।

চব্বিশ-পরগণা ভট্টপল্লী গ্রামে ১২৭৩ সালে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা ৺ নন্দলাল বিদ্যারত্ন মহাশয় কবি, পণ্ডিত, মধুরভাষী, সৌম্যদর্শন এবং পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। ১২৭৭ সালে তর্করত্ন মহাশয়ের 'হাতে খড়ি' এবং ১২৭৮ সালে 'সুপদ্ম-ব্যাকরণ' পাঠ আরম্ভ হয়। ইঁহার বয়ঃক্রম যখন ছয় বৎসর, সেই সময় মাতুল ৺ অমৃতময় বিদ্যারত্নের মুখে 'শিশুপালবধের' কবিতা পাঠ শুনিয়া তদনুকরণে ইনি দুই চরণ সংস্কৃত কবিতা লিখিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করেন। নবম বর্ষ বয়সে ব্যাকরণ ইঁহার কণ্ঠস্থ হয়। সেই বৎসর (১২৮২ সালে) অগ্রহায়ণ মাসে ইঁহার পিতৃদেব সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। পিতৃদেব পরলোক গমনের পরদিনই ইঁহার সাধ্বী জননীও পতিলোকে গমন করেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পিতৃমাতৃহীন হইয়া, একটী তিন বৎসরের বালিকা ভগিনী ও একটী নবপ্রসূত ভাই লইয়া ইনি অকূলে ভাসমান হন। যৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তির আয়ে এবং কয়েক জন ভক্ত শিষ্যের আনুকূল্যে ইঁহার জ্যেঠ খুড়িমা ইঁহাদিগকে প্রতিপালন করেন। দশম বর্ষ বয়সেই ইনি সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তর্করত্ন মহাশয় দেশের বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করেন। ১২৮৭ সালে ইঁহার প্রথম বিবাহ এবং ১২৮৯ সালে পত্নীবিয়োগ হয়। তৎপরে ১২৯০ সালে পুনরায় ইনি দারপরিগ্রহ করেন। ১২৯০ সালে 'বঙ্গবাসীর' অধিকারী স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ইঁহার উপর 'বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ের [illegible]' ভার অর্পণ করেন। এই সময় [illegible] 'বঙ্গবাসী কলেজের

এক এ শ্রেণীর অবৈতনিক অধ্যাপক পদেও ইনি কার্য্য করেন। ১২৯৬ সালে ইনি নিজ বাটীতে চতুষ্পাঠী স্থাপনা করিয়া ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। পর বৎসর ইঁহার সম্পাদকতায় ভট্টপল্লীতে 'পরীক্ষা সমাজ' স্থাপিত হয়। 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত অধিকাংশ শাস্ত্র গ্রন্থই ইঁহার অনূদিত বা সম্পাদিত। তর্করত্ন মহাশয়ের অধিক পরিচয় আর কি দিব? আজিকালি ইনি বঙ্গের সর্ব্বত্র সম্মানিত। ইনি সুপণ্ডিত, নিষ্ঠাবান্ এবং তেজস্বী ব্রাহ্মণের আদর্শ।

বেহাগ—একতালা।

হর!—প্রণমামি আমি তোমারে।
অনল-সলিল বিষ-বিষধর,
সুধার আধার ধর শশধর,
এ হেন বিরোধী অলঙ্কার কা'র,
ত্রিপুরারি! একাধারে।
তোমারি শাসনে যম-বৈশ্বানর,
নিজ কর্ম্ম রত বরুণ সমীর,
সুধাকর সুধানিকর, প্রখর
কর দিনকর বিতরে।
করে করি প্রভু আপনি কপাল,
গলে অস্থিমাল, পরি বাঘছাল,
অঙ্গেতে বিভূতি রুখু জটা জাল,
লয়ে ভিক্ষা-ঝুলি আদরে।
হইয়া ভবেশ ভিখারীর বেশে,
স্বার্থ পরিত্যাগ মন্ত্র উপদেশে,
বুঝি হে উদ্দেশ, নাশিবারে ক্লেশে,
পাপ-তাপ-পূর্ণ সংসারে।
যাচে পঞ্চানন অরূপ স্বরূপ,
যেরূপ তোমার হউক স্বরূপ,
বিরূপাক্ষ রূপে ওহে বিশ্বরূপ,
দাঁড়াও দাসের অন্তরে।

খাম্বাজ—একতালা।

কে পারে তোমারে জানিতে হে ভব,
এ ভব প্রভব তোমা হ'তে হয়,
স্থিতি-লয় কর, তুমি কি পুরুষ
অথবা প্রকৃতি ত্রিগুণময়॥
যোগে যাঁরে বলে পুরুষ বিশেষ,
ক্লেশ কর্ম্মহীন অনাদি অশেষ,
প্রণব-বোধিত জগতের ঈশ,
সেরূপে কি তব হয় পরিচয়।
নিত্য জ্ঞান যত্ন নিত্য অভিলাষ
পরমাত্মা কিবা তুমি কৃত্তিবাস
সত্য চিদানন্দ পূর্ণ স্বপ্রকাশ
ব্রহ্ম কর্ম্ম কিবা তুমি শব্দময়।
তুমি কি কেশব বিরিঞ্চি প্রসব,
বিরিঞ্চি, বাসব, বসু কিংবা সব,
এ সব সংবাদে কাজ কি মোর শিব,
তব শিবরূপে যেন মন রয়॥

খাম্বাজ—একতালা।

শিব শবরূপে করিছ কাহার সাধন সাধনধন!
ফেলি বাঘাম্বর হ'য়ে দিগম্বর কাহার ধেয়ানে
আছ নিমগন।
কেনবা হৃদয়ে ধরিয়ে রমণী ভীমা উলঙ্গিনী
নৃমুণ্ডমালিনী,
তরুণ তরণিনিভ ত্রিনয়নী নরকরশ্রেণী
রশনা বসন।
ওহো হো বুঝেছি রাজস তামস প্রকৃতির বশে,
চেতন পুরুষ, জড়ে যেই দশা করি রঙ্গরস,
প্রকাশিছ তাহা ভুবন ভাবন।
থাকেনাক জ্ঞান জ্ঞানময় জীবে স্বাধীন পতিত
পরাধীনভাবে।
চিরদিন যেন এই লীলা ভাবে মানসে সরসে
হেরে পঞ্চানন॥

রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু।

রায় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর ১২৬০ সালের ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীর দিন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺শ্রীনাথ বসু। ইঁহারা ২৪ পরগণা বহড়ু গ্রামের প্রসিদ্ধ জমীদার। ১২৭৪ সালে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত-বিদ্যায় ইঁহার অনুরাগ। ১২৭৮ সালে রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে ইনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন। সেতার ও সুরবাহার প্রভৃতিতে ইনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন। 'বেঙ্গল একাডেমি আব্ মিউজিক' সভা হইতে ইনি 'সঙ্গীত উপাধ্যায়' উপাধি ও স্বর্ণকেয়ূর প্রাপ্ত হন। সঙ্গীতের স্বরযোজনায় ও রাগ রাগিণী ও তান-লয়ে ইনি বিশারদ। 'নাট্যবিকার', 'পৌরাণিক পঞ্চরং' 'রামপ্রসাদ', 'বারবাহার' ও 'বসন্ত সেনা' প্রভৃতি ১৪ খানি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়া ইনি সাহিত্য সংসারে প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন। ১২৭৭ সালে ১৭ই অগ্রহায়ণ ইনি কলিকাতা টাকশালের নায়েব-দাওয়ান পদে নিযুক্ত হন। ১২৮৭ সালে সেয়ালদহের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তাহার দুই বৎসর পরে কলিকাতার অনারারী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। এখন ঐ উভয় পদেই প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও একক বসিয়া বিচারের অধিকার পাইয়াছেন। মধ্যে কিছুদিন ইনি করেন্সি আফিসের 'ডেপুটি ট্রেজারার' পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে টাকশালের দেওয়ানী (বুলিয়ান কিপার) পদে অধিষ্ঠিত। ১৩০০ সালের ১৮ই পৌষ ইনি 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি অমায়িক ও উদার-চরিত্র।

পিলু বারোঁয়া—ঠুংরী।

ছাড় বিষসম বিষম বিষয় বাসনায়
কর ধরম রতন সঞ্চয়।
ওমন ঘুমাওনা ঘুমাওনা, বাজাও জ্ঞান-দামামা,
দেখো যেন রিপু-চোরে সে রতনে হরিয়া না লয়।
তার মাথা মুড়াইয়া কিবা প্রয়োজন,
যে জন রিপুগণে নাহি করে বরজন—
লও বিবেক-ক্ষুর সুধার, মুড়াও মনোবিকার,
অহঙ্কার কর পরিহার—
তবে ত হইবে তব চিত নিরাময়॥

সুরট—ঠুংরী।

খেয়ে আয় আয় আয় কর দরশন।
(হের) কেমনে শমনে করি দমন
গমন করে ভকত রতন মনোমত নিকেতন॥
এ ধরায় নররায়, রসনায় উত্তরায়,
ডাকি মায়, ছাড়ি কায়, চলি যায়, রাঙ্গা পায়,
না সুধায় বাসনায়, নাম গায়, সুধা খায়,
সে সুধায় চিত ধায়, মিশি যায় গিরিজায়,
হের আঁখি মেলে, কাল মায়ের কোলে,
খেলে মায়ের ছেলে;
শুধু ভক্তি-বলে, ও যে মুক্তি পেলে;
আয়লা সবাই মিলে, ডাকি মা মা বলে॥

টোড়ি—তেওড়া।

(জয়) ত্রিপুর-হর হর-মোহিনী।
(জয়) চরণ শরণাগত বিভীতি-নিবারিণী॥
(জয়) সমরবাসিনী, দনুজনাশিনী,
ত্রিগুণ-ধারিণী, দুরিত হারিণী,
তত্ত্বরূপিণী তারিণী;—
(জয়) নীললোহিতহৃদয়-বিপিন-বিহঙ্গিনী॥
(জয়) হাস্যবদনা, লাস্য-মগনা,
কষিত-কাঞ্চনতুল্য-বরণা,
তৃষিত-মানস-শান্তিবারিবিধায়িনী;—
(জয়) হলাহলধর-অঙ্ক-শোভিনী,
চরাচর-বরবন্দিনী, নগনন্দিনী,
(জয়) শম্ভুজায়া, মহামায়া,
চরণ-ছায়া বিতর স্মর-হর-সঙ্গিনী॥

আড়ানা বাহার—কাওয়ালী।

(শ্রীপতি) করি নতি চরণে তোমার।
(তুমি) গুণহীন কভু তুমি সগুণ সাকার॥
(তুমি) সর্ব্ব উর্দ্ধে থাক গোলোকেশ হরি,
সর্ব্ব নিম্নে থাক শেষরূপ ধরি,
সহস্র ফণাদল করিয়া বিস্তার॥
পৃষ্ঠে ধৃত হল, শ্রবণে কুণ্ডল,
নিখিল ভূমণ্ডল ধর শির দিয়ে,

ফণমণি উজলে বিনাশে তিমিরে,
জগ-হিত-কারণ, বহুজন ধারণ,
অনাদি অনন্ত নিত্য নির্ব্বিকার,
স্বর্ব্ব জগদাধার তুমি নিরাধার॥

বেহাগ মিশ্র—কাওয়ালী।

দেব-দেবী।—জয় লীলা-রসময়!
যুগে যুগে মোচন রিপুভয়॥
(জয়) মীন-কূর্ম্ম-শূকর-বপুধারী,
নরহরি, বামন, পরশু প্রহরণ,
রাক্ষস-রাবণ-বংশ-বিঘাতন,
সংপ্রতি কংসমথন সংসারী।
সাধন পালন-সৃজন-বিলয়॥

দেব। (জয়) কালিয়-গঞ্জন,
দেবী। গোপী রঞ্জন, যমুনা পুলিন বিহারী
দেব। (জয়) সরসিজলোচন,
দেবী। মনসিজমোহন, বৃন্দাবন-বনচারী॥
দেব। (জয়) নিত্য নিরঞ্জন,
দেবী। মান-বিভঞ্জন, শ্রীরাধা মতিহারী।
দেব। (জয়) দুরিত-অন্তকর, জগজন-অন্তর,
দেবী। প্রেম সঞ্চরণকারী।
দেব-দেবীগণ। অব মিটব ক্ষুধা,
পিব প্রেম-সুধা, হবে এ বসুধা,
সুখ-শান্তি-নিলয়॥

মিশ্র—একতালা।

লক্ষ্মী।—যার ধন নাই, তার নিধন ভাল,
এই ধনের সংসারে।
ধনে মেলে সকল সুখ, ধনে মূকের ফোটে মুখ,
যার ধন নাই তার দেখোনা রে মুখ,
দারা-সুত-পরিবারে।
ধনে দুর্ব্বলের বল হয়, ধনে দুষ্টকে করে নয়,
ধনে কুরূপকে সুরূপ করে, নির্গুণকে গুণময়;
আবার ধনের জোরে, হায়রে হায়রে,
যুধিষ্ঠির হয় জোচ্চোরে॥
ধনে হয় নির্দ্দোষী দণ্ডিত, কত ষণ্ড হয় পণ্ডিত,
কত অকাল কুষ্মাণ্ড হয় উপাধিমণ্ডিত।
ধনে খুনে পায় প্রাণ; আছে রে প্রমাণ,
ফাঁসির আসামী দ্বীপান্তরে॥

সরস্বতী।—আর স্থান নাই, আর মান নাই,
আমার ধনের রাজ্যেতে।
এখন "অধনেন ধনং প্রাপ্য
তৃণবৎ জগৎ মন্যতে॥"
এখন বিদ্যারত্ন মহাধন,
এ কথার আর অর্থ নাই কোন,
শুধু বিবাহ কারণ, রতনে যতন, পণ নিরূপণ
"পাশেতে"।
মহাজনের বচন, কররে শ্রবণ,
এহেন রতন ভুল না কখন,
"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥"

মিশ্র—দাদরা।

লক্ষ্মী।—মিছে ম'রচো কেন ব'কে।
যার ধন নাই তারে এসংসারে
কেমনে চিন্‌বে লোকে॥
সরস্বতী।—যার জ্ঞান নাই সেকি
রাখতে পারে ধনে,
না সে ধনের ব্যাভার জানে॥
লক্ষ্মী।—ও কথাই নয় যে শুন্‌বো কাণে।
সরস্বতী।—জ্ঞানী হ'লে বুঝতে মানে।
লক্ষ্মী।—বটে, বটে, চলে যাও,
তোমার চাইনা দেখিতে মুখ।
সরস্বতী।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,
তবেই আমার ফেটে গেল বুক.
লক্ষ্মী।—ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা,
ছুঁয়োনা মোরে, তুমি গরিবের ঘরে যাও।
সরস্বতী।—ভাল, ভাল, চলিলাম,
তুমি ইতরের মাথা খাও॥

শঙ্করা—দ্রুত-ত্রিতালি।

অপ্সরাগণ।—হের আনন্দ-আনন,
নন্দন-কানন, ফলফুল অগণন রাজিছে।
(যথা) বন আর উপবন, নয়ন-মন-হরণ,
পরি চারু আভরণ সাজিছে।
(যথা) কোকিল-কাকলী, অপ্সরা-স্বরে মিলি,
সুধা-মাখা তানে প্রাণে মাতিছে!

(যথা) শচীপতি শচীসনে,
বসি' রতন-আসনে, প্রণয়-পীযুষ-রসে ভাসিছে॥

মৃত্যুঞ্জয় বসু।

হুগলী জেলার চুঁচুড়া-কদমতলায় ইহাঁর নিবাস ছিল। ১২৭১ সালে ৬ই আষাঢ় (১৮ই জুন, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে) ৮৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। অগ্রে ঠাকুরদাস সিংহের কবির দলে, পরে পরাণ চন্দ্রের দলে ইনি বাঁধনদার ছিলেন। ভাটপাড়ার নটবর বা নেটা গোবিন্দের যাত্রার দলের সমস্ত গান ও পালা ইনি তৈয়ার করিয়া দেন।

কবির সুরে।
নয়নে অশ্রুজল, শ্রীমুখ শতদল,
ম্লান কৃষ্ণশোকেতে।
মনের খেদে কেঁদে, যশোদে কহিছে সমুখে॥
ওঁরে তুইরে সর্ব্বস্ব প্রাণধন।
বাছা আমি তোর জননী, জানিস্ তো নীলমণি,
থাকিস তো অঞ্চলে বাঁধা সর্ব্বক্ষণ।
ও তুই কংসের যজ্ঞে যাবি, আমায় কাঁদাবি,
ও রে এই কি ছিল অভাগিনীর কপালে,
চল্লি গোপাল যদি মথুরায়,
আয় আয় গোপাল একবার করি কোলে।
আমার দক্ষিণ আঁখি নাচিছে,
তোরে হারাই হারাই পাছে,
তাই ভাবি অন্তরে,
বুঝি দুখিনীর কপাল ভেঙ্গেছে।
ও তুই গেলে আস্‌বি না,
মা বলে ত ডাক্‌বি না,
ও রে ডাক ডাক্‌রে ডাক জন্মের মত মা বলে॥

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ দত্ত বংশে ইহাঁর জন্ম। ইহাঁর পিতা স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ দত্ত মহাশয় খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়,—'রেলীর' আপিসের মুৎসুদ্দি, এবং মধ্যম সহোদর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বিএল মহাশয়, কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত এটর্ণী। 'থিয়েটারের' কর্ত্তৃত্ব পরিচালনে অমরেন্দ্র বাবু সুদক্ষ সম্পন্ন।

নাট্যাভিনয়ে ইনি অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাঁর অভিনয় দর্শনে বালক-বৃদ্ধ-যুবা সকলেই মুগ্ধ। কয়েকখানি প্রহসন ও গীতিনাট্য প্রণয়নেও ইনি যশস্বী। এখন ইনি 'গ্র্যাণ্ডথিয়েটারের' অধ্যক্ষ। বয়ঃক্রম অনুমান অষ্টাত্রিংশ বৎসর।

তোমারি কৃপায় প্রভু তোমারে চিনেছি।
নীল নলিন আঁখি দেখিয়া মজেছি।
(আমি দেখিয়া মজেছি।)
ধন মান পরিজন, নাহি আর আকিঞ্চন,
মন প্রাণ এ জীবন চরণে সঁপেছি।
(ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ শোভিত, মুনি-মন-মোহিত,
দেবতা দুল্ল ভ পদে মন সঁপেছি)
কামনার মোহ ফাঁস, ছিঁড়ে দাও শ্রীনিবাস,
প্রেম পরম নিধি, নয়নে হেরেছি।
(আমি হৃদয়ে এঁকেছি।)
(সাধনার ধন ব'লে আমি হৃদয়ে এঁকেছি,)
অনুপমা সুষমা, (তাই হৃদয়ে এঁকেছি,)
নাহি তার উপমা, (তাই হৃদয়ে এঁকেছি।)

কৃষ্ণ রাধা নূতন খেলা খেল্‌তে শিখেছি।
প্রাণের কৃষ্ণ ডাইনে রেখে বামে রাধা সেজেছি॥
বাজে বাঁশী সা-রে-গা-মা,
সা-নি-ধা-পা-মা-গা-মা,
তেম্‌নি কোরে বাজিয়ে বেণু, ধেনুর রাজা হ'য়েছি
গোবর্দ্ধন কর্‌বো ধারণ,
তেম্‌নি কোরে পুতনা নিধন,
রাধা-কৃষ্ণ কৃষ্ণ-রাধা জয় জয় নাম গেয়েছি॥

কানু একবার বাজারে বাঁশী।
দুই ভাই কানাই বলাই,
পায়ে পায়ে দাঁড়ারে আসি॥
শুনে তোর মোহন বেণু,
নেচে নেচে আস্‌বে ধেনু,
যমুনা বহিবে উজান, ঢেউয়ে প্রাণ মেশামেশি॥
বাঁশী তোর কি বোল বলে,
কুলনারী আপন ভোলে,
লাজ মান, ভাসিয়ে জলে,
ছুটে আসে দেখ্‌তে হাসি॥
(তোর বিধু মুখের মধুর হাসি)॥

দুটী প্রাণ এক হ'ল আজ, তবু ভাল তবু ভাল।
সারা রাতি, প্রেমে মাতি,
রসের বাতি এবার জ্বাল॥
(তবু ভাল,—তবু ভাল।)
প্রেম-পশরা মাথায় নিয়ে,
লাজ মান লুটিয়ে দিয়ে,
ধেয়ে গিয়ে সুধাধারা আপন হারা হয়ে ঢাল'॥
(তবু ভাল,—তবু ভাল)।

সরলা গোপের বালা, দুধ যোগাতে যাই।
রাত পোহাল, ফর্সা হ'ল, মিন্সে ঘরে নাই॥
কোথা কা'র আঁচল ধ'রে,
প'ড়ে আছে নেশার ঘোরে,
মন বাঁধা তার যায় কি জোর ক'রে ;
চোখের জল চোখে মুছি,
আপনি আনি আপনি খাই,
পাড়া পাড়া সাড়া নিয়ে,
ঘুরে বেড়াই দুধ যুগিয়ে,
নিয়ে যা খাঁটি জিনিষ, সস্তা দর দিয়ে,
কুলনারী হাটে ফিরি,
বোল্‌বো কি ছাই, কি বালাই॥

নিপট কপট তুয়া শ্যাম।
রোয়ে রোয়ে মরে তুহারি চরণ ধারে (রাধা)
অগুণ বিচারি ছি ছি তুহু গুণধাম॥
লাজ মান হরি, যমুনা পানিমে ডারি,
বারি বারি করি পিয়াসে ফুকারি,
চোরা চিত মন চোর ক্যায়সে নিবারি—
কলিজে কাটারি হরি লিয়ে তেরি নাম॥

মধু উথ্‌লে উঠে, লহর ছুটে, বইলো লোউজান
টানে প্রাণে পড়লো বাঁধা, ভাসলো অভিমান॥
সোহাগে মলয় কোলে,
ফুলের কলি দুলকে দোলে,
আবেশে আপন হারা, চোখ দুটী মেলে,
শেষ হল ভাই, যাই ঘরে যাই,
এই ঘটেত' দুটী প্রাণ॥

প্রাণে প্রাণে পড়ে ধরা,
প্রাণের সোহাগ পেলে পরে।
সাধের লহর থরে থরে,
উথ্‌লে ওঠে প্রমোদ ভরে॥
চকোরী উধাও প্রাণে,
চেয়ে থাকে চাঁদের পানে,
প্রাণটি দিয়ে সযতনে,
প্রেমের সুধা নেবার তরে॥
তাইত চাঁদ এমন ধারা,
ঢেলে দেয় সুধার ঝারা,
হ'য়ে যায় পাগল পারা,
ফোটে হাসি তার অধরে॥

সিন্নি খেয়ে এগিয়ে কেন,
কোঁৎকা দেখে পেছোও প্রাণ।
কুলবধূর তুমি বঁধু, ঘোমটা ধ'রে দিলে টান॥
ছাড়িয়ে সাড়ী গাউন সেঁটে,
বুকে বুরুচ দিলে এঁটে,
রুম মাখিয়ে রাঙ্গা ঠোঁটে,
বাড়ালে হে নারীর মান॥
ঘরের কোণে আর কি থাকি,
নইত' এখন পোষাপাখী,
বুঝ্‌তে কি আর আছে বাকী,
কেন মিছে কর ভাণ॥

বুঝিনাত' তোর রীতি কেমন।
এমন ক'রে হতাদরে লুটালি যৌবন॥
ছি ছি লো একি আচরণ,
পায়ে ধ'রে প্রাণ দিতে চায়—ক'রিস অযতন,
ডুবিয়ে জলে, দেনা ফেলে, অমন পোড়া মন।
বাঁধ্‌তে গিয়ে পড়্‌বি বাঁধা,
আল্‌গা হবে তোর বাঁধন॥

দেশহিতৈষী বাবুরা সব মাথায় থাক।
তাদের রীতি নীতি চুলোয় যাক্॥
ধর্ম্ম জাহির ক'রে বেড়ান,
ভণ্ডামো খুব দেখাতে চান,
ঘোল জড়ো কাণা শুধু মুখে বাজে জাঁক।

দুঃখী গরিব কেঁদে মরে,
চোখ দিয়ে জল খালি ঝরে;
একি জ্বালা তারি বেলা বাবুরা নির্ব্বাক্ ॥

ঘোর কলি ভাই আরত ট্যাকেনা,
ভাবের ঢেউ নিত্যি নতুন অবাক্ কারখানা।
ইংরেজি দুপাত প'ড়ে, মাথার দফা অম্‌নি ওড়ে,
হ্যাট কোট ধ'রে তেড়ে, ধুতি চাদর রোচেনা।
যত সব বেতর ধাঁজ,
ঠন্ ঠন্ ঠন্ ডিসের আওয়াজ,
চাম্‌চে কাঁটা হাতে আঁটা,
ফাউল কারীর চাই খানা।
ঘুচিয়ে দিয়ে ঘোমটা ঘরে,
গিন্নীরা সব গাউন প'রে,
বেড়িয়ে বেড়াই বাবুর হাত ধ'রে ;—
হো হো কেমন মজা, উড়লো ধ্বজা,
হিঁদুয়ানীর নাই নিশানা ॥

প্রাণের ব্যথা মুছে যাবে,
শুকাবে তোর আঁখিজল।
ফুল্ল প্রাণে ফুটবে ওলো ছিন্ন হৃদিশতদল ॥
নাগরে আদর ভ'রে, রেখ'লো সোহাগ ক'রে,
পলক হারা হওনাক, চ'খে রেখ' অবিরল ॥

এত কেন গরব লো তোর,
ঢ'লে কুল গড়িয়ে গেলি।
এল বঁধু—প্রাণের মধু,হাসি মুখে লুটিয়ে দিলি ॥
যা ছিল তা বিলিয়ে দিয়ে,
থাক্‌বি পরের দাগা নিয়ে,
জেনে শুনে কোন্ প্রাণে লো—
তুলে শেল বুকে নিলি ॥
চুপি চুপি তোরে বলি, সে বড় চতুর অলি,
আস্‌বে কি আর ভাস্‌লি লো তুই—
ফুটে গেলি কলি ছিলি॥

আমি আপ্‌নি ম'জে আপন প্রাণে,
প্রাণ সঁপে রব'।
আপন চিবুক আপনি ধ'রে প্রেম কথা ক'ব ॥

আমি নাগর, আমিই নাগরী,
ভাঙ্গ্‌বো মান, ধ'র্‌বো পায়ে কত ছল' করি ;
(আমায়) হেলা ফেলা যা ক'রে সে—
বুক পেতে স'ব ॥
ফুলের রেণু মাখ্‌বো গায়, ক'র্‌বো চুরি মলয় বায়,
(আমি) চাঁদের হাসি ভালবাসি তার দাসী হ'ব ॥

প্রাণ গলে যায়, বকুল তলায় ব'সে
কেরে সোণার চাঁদ।
মন মজান মোহন ঠামে যেন নারী ধরা ফাঁদ ॥
কোন্ আবাগী আঁখির তারা,
হারিয়ে কেঁদে হচ্ছে সারা,
প্রাণের চাবি কেড়ে নিয়ে, —
কার ভালে সেধেছ বাদ ॥
গুণমণি এস ঘরে, রাখ্‌বো তোমায় যতন করে,
মাথা খেলি নয়ন-ঠেরে, যাদু করা মোহন ছাঁদ ॥

আমি সদাই হেসে হেসে, বেড়াই ভেসে ভেসে,
এ ভব সাগরে ডবি না।
যার তারই আমি, তারই অনুগামী,
তারই কর্ম্ম বই করি না ॥
বেচে এনেছে, এসেছি, রেখেছে রোয়েছি,
রূপ দেহে রূপে রূপসী হোয়েছি।
ঢল—ঢল—ঢল—যৌবন পেয়েছি,
তারই প্রাণ বই ধরি না ॥
(তার) রূপ দিছি তায় দেখুক শুনুক,
যৌবন দিয়েছি রাখুক ঢাকুক,
প্রাণ দিছি, ভাল বাস্‌তে হয় বাসুক ;
অত শত ভেবে মরি না ॥

আমি কিছু নই রে।
ভবে এনেছে এসেছি,—রেখেছে রোয়েছি,
অজানা অচেনা আপনার সে ॥
ফিরি যে বাগে ফিরায়, করি যা করায়,
কর্ম্মফল তাঁর সঁপি তাঁরে ॥
তাঁর খেলাধরে খেলি, যত আমি মেলি,
আমার আমায় থাকে না রে।

প্রেমে যেন প্রাণ মেখেছে,
সেই বুঝেছে সেই ম'জেছে,
প্রেমের স্বাদ যে না জেনেছে,
(তার) ধরম করম সব বিফল ॥
প্রেমে ভক্ত আপন ভুলে,
হরি ব'লে পড়ে ঢুলে,
প্রেমরসে যার পরাণ গ'লে,
হাসে কাঁদে প্রায়-পাগল ॥
প্রেমে হ'য়ে পাগল পারা,
ঢাল্‌ছে কোকিল প্রেমের ধারা,
প্রেমের ভরে দিশে হারা, কুঞ্জে গুঞ্জে অলিকুল ॥
রবির প্রেমে কমল ফুটে,
প্রেমে জগৎ উথলে উঠে,
মেঘের প্রেমে চাতক উঠে,
হাঁক্‌ছে কেবল 'ফটিক জল' ॥
শশীর প্রেমে নিশাকালে,
ভাসে কুমুদ প্রেম-সলিলে,
চকোর, চকোরী মিলে, প্রেমসুধা-পানে ব্যাকুল ॥
প্রেমে সকল সখী মিলে,
প্রেম-সোহাগে লহর তুলে,
গঙ্গা চলে সাগর কূলে, হ'য়ে যেন প্রেমাকুল ॥

দেও-বিভাষ—কাওয়ালী।

চাঁদ নিঙাড়িয়া কেবা, সে সুধা ঢালিল রে।
তেমতি শ্যামের আভা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা লাবণ্য বানাল রে;
পঙ্কের লইল শোভা ॥
সে শোভা লইয়া কেবা, মুখ বানাইল রে।
মৃণালে রচিল ভুজ।
প্রস্তর বিস্তারি কেবা বক্ষ বানাইল রে।
নেত্রে রাখিল অম্বুজ ॥
নব কিশলয়ে কেবা অধর গঠিল রে।
তিলফুল তুলি নাশা।
সুধা ছানিয়া কেবা গাল বানাইল রে।
কৌমুদি জিনিয়া হাসা ॥

সোহিনী-বসন্ত—ঠুংরী।

[illegible] মধু [illegible] মধুর গোপবধূ,
[illegible] মধুর মধুকর পাঁতি
মধুর কুসুম মধুর উপন
কিশোরী কিশোর মধুমাতি ॥
মধুর আরতি মধুর সংহতি
মধুর নিধুবন মাঝ।
মধুর আকৃতি মধুর প্রকৃতি
মধুর মধুর রসরাজ ॥
মধুর যমুনা মধুর নিঃস্বনা
মধুর যুবতীগণ সঙ্গ।
মধুর বিহার মধুর রসসার
মধুর মধুর রসরঙ্গ ॥
মধুর মধুর গান মধুর মধুর তান
মধুর যন্ত্র রসাল।
মধুর বাদন মধুর নাচন
মধুর মধুর করতাল ॥
মধুর ধাবন মধুর বেষ্টন
মধুর নটন গতি ভঙ্গ।
মধুর রে হাব মধুর সে ভাব
মধুর নটনী-নট-রঙ্গ ॥
মধুর বঁধুয়া মধুর সে ধুয়া
মধুর মধুর রস গান।
শ্রীনিকুঞ্জ ভণে শুনে জগজনে
করয়ে মধুর রসপান ॥

সুরট-খাম্বাজ—একতালা।

সই সহনে না যায়।
বিষম বাঁশরী ডাকয়ে ফুকারি
কহ'য়ে বাহিরে আয়।
কেশে ধরি যেন লয়ে যায় হেন
শ্যাম বঁধুয়া নিকটে।
পিপাসু হরিণী যেন উন্মাদিনী
পড়ি মরীচিসঙ্কটে ॥
যবে শুনি কাণে সে বাঁশীর গানে
ভুলে যাই গৃহ-কাজ।
সদা আন্ চান্ করে মোর প্রাণ
অধিক যাতনা লাজ ॥
নিকুঞ্জ কহিছে সহজে ভাসিছে
এ নহে বিষম জ্বালা।
সতী [illegible] পতি [illegible] [illegible]ব্রতী
সবলের [illegible] [illegible]।

রামলাল দাস দত্ত।

ইঁহার নিবাস ফরাসী চন্দন নগর। কলিকাতা বঙ্গ-সঙ্গীত বিদ্যালয়ের কণ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন, এবং "ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কে" চাকুরী করিতেন। সম্প্রতি ঐ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ৺ কাশীধামে বাস করিতেছেন। ইঁহার রচিত গীতগুলি সুললিত ও অতি মধুর। বিশেষতঃ যখন ইঁহার নিজ কণ্ঠে গীত হয়, তখন সকলেই মুগ্ধ হয়।

খাম্বাজ—ঠুংরী।

শ্বেত বরণা বীণাপাণি
শুভ্র বসন পরিধানা শুক্লাভরণ ভূষিতা,
সরস্বতী জ্ঞানদায়িনী॥
তুমি সকল কণ্ঠ-নিবাসিনী, জননী মধুর সুর,তান,
গমক, মূর্চ্ছনা, লয়, আশ, কুন্তন সৃষ্টিকারিণী॥
শ্বেত-সরোজ-বাসিনী,নারায়ণী পরম বৈষ্ণবী দেবী
প্রণত-জনঃপালিনী মধুর-বীণা-যন্ত্র-ধারিণী।
অজ্ঞান-তিমির-নাশিনী শুভ দায়িনী ইন্দুবদনা
যক্ষ-রক্ষঃ-সুর-নর-পূজিতা মহা-বাগ্‌বাদিনী॥
সুমেরু-প্রমাণ-ধন-অধিপতি যদি নর,
কন্দর্প সমান কান্তি যদি তনু মনোহর,
বিহীনে করুণা তব বৃথা সে বিভব সব,
(তার) সরেনা বাক্‌ বদনে, কাঁদে সে দিবা রজনী
নহিলে করুণা তব সাধ্য কার ত্রিভুবনে,
প্রকাশে আপন ভাষা সুখে যত জীবগণে,
রামলাল ভণে, সদা বাঞ্ছা মনে,
সারদা বরদা ভব এ অধম অভাজনে,
সেবকে তারিলে রবে যশঃ তব ভুবনে,
করুণা করি চরমে চরণে রেখ জননি॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

তনয়ে তার তারিণি।
ত্রিবিধ তাপেতে তারা, নিশিদিন হতেছি সারা,
বার বার বৃথা আর কাঁদাওনা অনিবার,
অধম সন্তানের দুখ নাশ, ওমা দুখনাশিনি॥
(সংসার) রাজা বলে ভুলিব না আর,
খাইয়ে দেখেছি তাহে কিছুই নাহি সুতার,
[illegible] পতিত [illegible], খাইলে [illegible],
খেলে জ্ঞান হারা হই, তোমা ভুলে রই,
মা হয়ে সন্তানে কুফল দিও না জননি॥
আমার আমার করে মত্ত হই মা অনিবার,
ইন্দ্রিয় আদি দারা সুতে সকলই ভাবি আমার,
কিন্তু আমি কোন খানে, ভাবিয়ে না পাই ধ্যানে,
কোন পথে গেলে ওমা আমি মিলে সেমা বলে;
দীন রামে ভ্রমে আর রেখ না জননি॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

শ্মশান ভাল বাসিস্ বলে, শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশান-বাসিনী শ্যামা নাচবে সেথা নিরবধি॥
আর কোন সাধ নাই মা চিতে,
সদায় আগুন জ্বলছে চিতে,
(ওমা) চিতা ভস্ম চারি ভিতে,—
রেখেছি মা আসিস্ যদি॥
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে, রাখিয়ে মা পদতলে,
নাচ দেখি মা তালে তালে,হেরি আমি নয়ন মুদি

খাম্বাজ—ঠুংরী।

বার বার যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা।
সে কেবল দয়া তব জেনেছি গো দুঃখহরা॥
সন্তানমঙ্গল তরে, জননী তাড়না করে,
তাই বহিতেছি সুখে শিরে দুখের পশরা।
জিনি অমূল্য রতন, ব্রহ্মময়ী নাম ধন,
তারা ব'লে ডাকি যখন, হইগো আপন হারা॥
তুমি গো দীনতারিণী, শরণাগত পালিনী,
আমি ঘোর পাতকী বলে তোমারে হয়েছি হারা।
আমি তব পোষাপাখী,যা শিখাও তাই যে শিখি,
রামে শিখায়েছ তারা বুলি, তাই বলি তারা তার

ভৈরবী—ঠুরি।

দীন-জন-দুখ-হারিণী ভবরাণী
জগত মাতা ভবানী।
জয় বিশ্ব-প্রসবিনী বিশ্বেশ্বরী
অপার-আনন্দ-দায়িনী॥
অনিলে সলিলে আকাশে অনলে,
প্রকাশ অপার-লীলা তব গো ভুবনে,
নেহারি প্রাণ চাহে জ্ঞান আঁখি [illegible]
দেহি জ্ঞান জ্ঞানদায়িনি॥

তুমি এক তুমি অনেকরূপ ধারিণী,
ভুবনে সদেকা তুমি পরম-ব্রহ্মরূপিণী,
প্রকৃতি জয় জয় ব্রহ্মময়ী সনাতনী,
ভুবন ঈশ্বরী তুমি ভবভয় বিনাশিনী॥
বিমল ভক্তি তব যে ভাবে সদা অন্তরে,
দুষ্কৃতি দুর্ম্মতি তার নিরন্তর রহে দূরে,
নিস্তারিণী নাম তব এ ভবসংসারে,
তুমি গো জীব-নিস্তার-কারিণী॥
কহে সেবক রামলাল যোড় করে,
অন্তরে নিদয়া হ'য় না কভু আমারে।
দিবা নিশি ডাকি ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
চরমে চরণে স্থান দিও মা দীনজননি॥

আর কবে দেখা দিবি মা, ওমা হররমা।
দিন দিন তনুক্ষীণ,ক্রমে আঁখি হ'লো জ্যোতিহীন
এখনও না দিলে দেখা পরে চিনিব শ্যামা॥
খাওয়ায়ে পরায়ে কত, করেছ মা কতই যতন,
আছ মাত্র জানি তাই,দেখি না সে রূপ কেমন।
সন্তানের চ'খের ঠুলি, তুমি যে দিয়েছ কালি,
ভেবে কালী কালি হ'লো তনুর বরণ,
তবুত চেয়ে দেখনা॥
অজপা ফুরালে দু'টী নয়ন মুদে শোব যবে,
তখন আসিলে শিবে, বল ওমা কি ফল হবে।
এ আঁখি আর না হেরিবে,
এ মুখ আর না ডাকিবে মা মা বলে,
মনের কথা মনেই রবে;—
বেগবতী নদী প্রায় হতেছে পঙ্কিল কায়,
তুই কি আসিয়ে রামে মুছায়ে দিবিনা শ্যামা॥

আশাবরী—ঢিমে তেতালা।

তার তার এই দায়।
(জননি) এ জীবন যৌবন নহে চিরদিন তরে,
মানবজনম বৃথা যায় হায়॥
বৃথা মায়াতে মজিয়ে ভুলি তোমারে,
আমি নরাধম এ ভবসংসারে,
কাঞ্চন ছাড়ি ভ্রমবশে কাঁচে প্রাণ চায়॥
এ মায়া-কাননে কেহ যে নহে আপন,
তাহাও প্রবৃত্তি বশে হয় যে আপন জ্ঞান,
যাহার যেমন কোকিল-শাবক পালে কুলায়॥

দীন-জননি কর গো অদ্য নাশন,
ওপদে বঞ্চিত কোর না কদাচন,
অন্তিমে যেন শ্রীজাহ্নবীতীরে রামের প্রাণ যায়॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

অভেদে ভাব রে মন কালা আর কালী।
মোহন মুরলীধারী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালী॥
কালী কি কালা বলিলে,
কালে ছোঁয় না কোন কালে,
কালের কর্ত্রী কালী,
সেই কালা আমার মা কালী॥
কভু শিব, কভু শক্তি, পুরুষ আর প্রকৃতি,
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা মূর্ত্তি, কভু কাল কভু যে কালী
অপার লীলা বুঝিতে কে পারে এ ত্রিজগতে,
হন উদয় যার হৃদেতে, সে জানে এক সকলি॥
শৈব গাণপত্য, শাক্ত, সৌর আর যে বিষ্ণুভক্ত.
প্রভেদ ভাবিলে ব্যর্থ বৃথা সে দলাদলি;—
ব্রহ্মাবিষ্ণু শিব রাম, দুর্গা কালী রাধা শ্যাম,
সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী॥

মূলতান—পোস্তা।

যদি এসেছ মন এ সংসারে,
ভাবনা কি আর আছে তার।
সদা জয় কালী জয় কালী বলে
সুখে কর এ সংসার॥
যেমন কর্ম্ম করেছিলে, তেমি ফল পেয়েছ তার।
সে যে বিধির লেখা পাকা খাতায়,
কাটিবার নাই সাধ্য কার॥
যা হবার তা হবে জেন,
মিছে কান্নায় কি ফল আর।
যাতে আর না ভোগ পুনঃপুনঃ,
তারই উপায় কর সার॥
গুরুর চরণ সাধুর বচন ধ্যানে রাখ নিরন্তর।
শঠের কথায় নিমকে চিনি
বলে ভ্রম খেওনা আর॥
সুখ দুঃখ সমান জ্ঞানে সয়ে থাক নিরন্তর।
তোমার কর্ম্মভোগ মিটে গেলে
দেখবে সুখের পারাবার॥

সেই ভুবন-জয়া কাল মেয়ের
দাসত্বের লওনা ভার।
জয়কালীর হইলে দয়া মনের কালি রয়না আর॥
রাম বলে দীন-দয়াময়ি,
যদি দিলি মা সংসারের ভার।
তোর হুকুমে কাজ ক'রব
যেন ধরা ছোঁয়া রয় না আর॥

বেহাগ—একতালা।

দিও না আর মরম বেদনা।
একি ব্যবহার হেরি মা তোমার,
আশ্রিত জনেরে কেন মা বঞ্চনা॥
তোমার নয়ন মুদিলে দেখিতে যে পাই,
চেয়ে দেখি কিন্তু আর তুমি নাই,
হই মরমে ব্যথিত, তাই মা জানাই,
দয়াময়ী নামে কলঙ্ক রেখ না॥
আছ সর্ব্ব ঘটে, শুনেছি সঙ্কটে,
তুমি গো জননী দয়াময়ী বটে,
ডাকি অকপটে কেন মা নিকটে,
আসিয়ে সম্মুখে দাঁড়াও না।
তোমার বিশ্বব্যাপী রূপ চাই না দেখিতে,
দেখিতেছি ঘটে পটে সর্ব্ব ভূতে,
আমার মায়ের মতন রূপে দেখা দে তোর সুতে,
আমি ঐ রূপে মজেছি অন্য যে চাহি না॥
পলিত পলিত দিন দিন ক্ষীণ,
জরাজীর্ণ দেহ যায় বা কোন দিন,
ভরসা মাত্র যে নহি মাতৃহীন,
মা কভু সন্তানে ত্যজে না॥
দীন রামে যদি দিলি মা নয়ন,
তবে কেন আর এত বিড়ম্বন,
কর বাসনা-পূরণ মেলিয়ে নয়ন,
জানাব চরণে হৃদয়-যাতনা॥

জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ।

ঢাকা-বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। পুরাপাড়ার (লোণারঙ্গ) নিবাসী। বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর। সংস্কৃত কবিতা ও গান রচনায় ইনি প্রসিদ্ধ।

রামপ্রসাদী সুর।

গড়িয়ে এ তনুতরী,
ভব-সাগরে ভাসাইলে শঙ্করী।
পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত, পঞ্চপাত যোজন করি,
(ওগো) প্রারব্ধ কর্ম্ম পাতায়ে
সন্ধিস্থান দিলে জুড়ি॥
দশমাস জরাবাসে, কৃপাবারি সিঞ্চন করি,
(ওগো) কি কৌশলে বাড়াইলে জননি,
দিয়ে প্রহরী।
মমতা হইল আসক্তি দাঁড়,
তমোগুণ, কুচিন্তা দড়ি,
(ওগো) আশা স্তম্ভে, তৃষ্ণা পালে,
দিলে তরী সজ্জা করি॥
চঞ্চল মন কাণ্ডারি ক'রে,
কামাদি ছয় দিলে দাঁড়ী,
তারা কার কথা কেউ শুনে না,
সব বেটাই স্বেচ্ছাচারী॥
কুম্ভকারের তরণীর প্রায় পাপ-পঙ্কে ভরাভরি,
অবোধ পুরুষকে বিপাকে ফেলে,
সেবাও রোগ শোকচারি।
ঘোরাবর্ত্তে ডুবু ডুবু জগদ্বন্ধু তরী হেরি,
এবে তারস্বরে তারা মোরে তরাও,
বারে বারে স্মরি।

বিভাষ—আড়া।

হৃৎকমলে চিন্তা কর বরাভয়-কর শিবা।
বৃথা বিষয় ভাবিয়ে, বল তব ফল কিবা॥
যাঁর কৃপাকণা-বলে, দুর্লভ জনম লভিলে,
উচিত কি নয় তাঁর ধ্যান করা নিশি দিবা॥
নিদ্রারূপে যাঁর কোলে, সুখে নিশি পোহাইলে,
চৈতন্য-রূপিণীর কৃপায় পুনঃ প্রাতে চেতন পেলে,
এহেন পরম ধনে, মানসিক আয়োজনে,
ভক্তিভাবে দৃঢ়মনে, কর মূঢ় তাঁর সেবা॥
সমাগত প্রায় শমন, করিবে মহাশমন,
আর কি এসেছে, চেতন পেয়ে,
কর্ব্বে তাঁর কীর্ত্তন॥
বিষয় মদে সদামত্ত, দ্বিজ জগদ্বন্ধুর চিত্ত,
কালীনাম কর পথ্য, পুনঃ ভবে না ফিরিবা॥

রোহিণী কুমার বিদ্যাভূষণ

ঢাকা-জেলার পুরাপাড়ার নিবাস। পণ্ডিত জগবন্ধু তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র। ইঁহার অনেক গুলি গান আছে। বয়ঃক্রম প্রায় ৩৫ বৎসর।

রামপ্রসাদী সুর।

মন, কারে বল রে আপন।
(ওরে) সংসার সব নিশির স্বপন।
(ওরে) দিবানিশি মিশামিশি,
বিষয়ে ভুলেছ আপন।
কাঞ্চন ফেলিয়ে এবে,
কাঁচ নিয়ে কাল করছো যাপন।
(ওরে) শমন-বণিকে দেখ,
সাজায়েছ কেমন আপন।
(ওরে) প্রাণ নিয়ে বেচা কেনা,
ধর্ম্ম ভুলে করছে যাপন।
অহরহ ক্রয় করে, মান্দ্য ফিরে পড়ে কখন?
যে দিকে নয়ন পড়ে, তাহাকেই ধরে তখন।
(ওরে) এক বৃক্ষে বহু পাখী
থাকি চলে যায়রে যেমন।
বন্ধু বান্ধবাদি ভবে, সবে যাচ্ছে দেখনা কেমন।
(ওরে) দেখে শুনে দিবানিশি,
তবু কেন কর এমন,
(ওরে) নয়ন থাকিতে অন্ধ,
অতি মন্দ হয়রে যেমন।
(এখন) ধর্ম্মরূপ রত্ন তারে,
আত্মভাবে ভারত্ব এমন।
(যেন) ধর্ম্মরাজের ধর্ম্ম ভুলে,
আর কেহ না হয় রে তেমন।
হেরিলে রত্ন ভূষিত, যত্ন করবে সেই মহাজন;
তাই বলি, রোহিণী, সদা গুরুপদ কর ভজন॥

রামপ্রসাদী সুর।

মন কবে সেবিবে কালী?
একাল ওকাল সেকাল বলে,
সকল কালই গেল চলি॥
বিষয় মদে মত্ত হয়ে তত্ত্ব জ্ঞান রইলে ভুলি।
কালাকাল বিচার নাই কালের,
সর্ব্বকাল "সে" খুঁজছে খালি,
এসে গলায় ফাঁসি, লাগায় কসি,
দয়া নাই দীন-দুঃখী বলি॥
কালে যখন যাবে, কালের ভ্রূকুঞ্চনে জীবন চলি,
তখন রক্ষা কে করিবে মন,
বিনা সেই রক্ষাকালী॥
দেখে নিত্য, সব অনিত্য,
তবুও নেশায় আছে ঢলি,—
হয় না একটু ভ্রূক্ষেপ, 'এইত' আক্ষেপ,
নিজের দোষে মজে গেলি॥

রামপ্রসাদী সুর।

মন, যাবে শমন-আবাসে,—
এ কথা কি তোর মনে ভাসে॥
যারা এবে আপন বলে, তারা কেহ রবেনা পাশে।
তোর পঞ্চভূতাত্মক দেহ,
পঞ্চভূতে যাবে মিশে॥
ধন জন ইতি ক্ষিতি, ভবার্ণবে রবে ভেসে,
ওরে অগাধ অতল জলে,
জীবন যৌবন যাবে প'শে॥
শুধু ধর্ম্মাধর্ম্ম মিত্র বৈরী, দু'জন যাবে সঙ্গীবেশে
তারা যমরাজাকে সাক্ষ্য দিবে,
স্বকর্ম্ম ফল ভোগ্‌বে শেষে;
জীবনান্ত দিন ভ্রান্ত, ভাবনারে কেন বসে।
হবে দেহ ক্লান্ত মন অশান্ত একান্ত যন্ত্রণা যেশে॥
ওরে শ্মশানে তোর বিবেক হয় না,
হয় না জ্ঞান উপদেশে।
বৃথা ঘুরে ফিরে মন-পামরা,
মরিস যেয়ে দেশ বিদেশে॥
যবে যমদূত আসি বসবে রে তোর শয্যায় ঘেঁসে,
সাধন ভজন বিনা রে মন,
তখন ত্রাণ পাবি কিসে।
ওরে মুক্তি পথের যুক্তি ধর,
শেষে কি আর পাবে দিশে।
ভক্তি ভাবে শক্তি সেবে,
শান্তিরসে থাওনা মিশে॥
দ্বিজ রোহিণী কয়, থাকতে সময়,
দিবানিশি ঘরে বসে,
সেব মায়ের চরণ, ওরে ও মন,
শমনভয় আর থাকবে কিসে॥

ঝিঁঝিট।

এ কে বামা শোভিছে শ্যামা;
গলে দোলে মুণ্ডমালা, এলোকেশী নিরুপমা॥
কটিতট আঁটা নর, বহু বাহু থরে থর,
বিকট দশনরাজি, রাজিত মুখ নিকাম।
সৃক্কণী ক্ষরিত ধারা, রুধিরে বহে দু'ধারা,
শোণিত পিয়েছি মাতি, অতি অসীমা।
তাহে কর্ণদ্বার দ্বয়, শোভে শব অতিশয়,
শবাসনা, বিবসনা, কে জানে তাঁহারি সীমা।
নীলাঞ্জন চয় প্রায়, শোভিতেছে তারকায়,
ডাকিনী যোগিনীগণ সঙ্গিনী ভীমা।
খড়্গ বামোর্দ্ধ করে, দৈত্য শিরচ্ছেদ করে,
ধরেছে তদধঃ করে, খণ্ড মুণ্ড ভীমতমা,
দক্ষিণ উপর করে, অভয় প্রদান করে,
অধঃ করে বরদান ভকতে বামা।
নাচিছে সমররঙ্গে, ভৈরব-ভৈরবী সঙ্গে,—
হুঙ্কারিছে ঘন ঘন, গরিমার নাহি সীমা॥
মহাকাল আলিঙ্গিত, রোমরাজি পুলকিত,
চকিত বদনে আহা কত সুষমা।
নব রস সমাবেশ, একত্র হেরি বিশেষ,
ত্রিনয়ন শোভে, নভে যেন নবীন অর্য্যমা।
দক্ষিণ-কালিকা ইনি, মনে হেন অনুমানি,
চতুর্ব্বর্গ প্রদায়িনী দেবী পরমা।
শ্রীচরণে এই চাই, যেন "অন্তে পদ প্রান্ত পাই"
রোহিণীর এ মিনতি রেখ হর-মনোরমা॥

প্রমথনাথ সান্যাল।

১২৮৮ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ফরিদপুর জেলার বালিয়াকান্দী ভীমনগর মাতুলালয়ে জন্ম। বালিয়াকান্দী স্কুলে, মাইনর পরীক্ষায়, রাজা সূর্য্যকুমার ইনিষ্টিটিউসন হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা; ১৯০২ খৃঃ সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে এফ এ, ১৯০৪ ও ১৯০৫ বি এ পরীক্ষা। পিতার নাম কুঞ্জলাল সান্যাল নিবাস স্বর্ণাগড়, ফরিদপুর। বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

পদে প্রণাম জননি।
শ্বেতবরণী বীণা-রঞ্জ-ধরা,
শ্বেতপদ্মাসনা ব্রহ্মাণি।
ত্বং হি বেদ ত্বং হি বিদ্যা, গীতবাদ্য-প্রসবিনী,
অজ্ঞান অধম জনে জ্ঞান দায়িনী।
বিনে তব করুণা কণা, দুস্তর ভব জলধি
কেমনে তরি জননি।
কে জানে মা তব নামের মহিমা,
সুর-নর-মুনিগণে দিতে নারে সীমা।
অধম সন্তানে, বিতর করুণাকণা,
ওমা সুখ-মোক্ষ-প্রদায়িনী॥

ভৈরবী—একতালা।

হরি হরি হরি বল মন।
হরিনাম সুধাপানে হও রে মগন॥
মজিয়া কুরসে, মায়া মোহ বশে,
বৃথায় গেল জনম॥
আমার আমার করে মত্ত হঁও অনিবার,
চেয়ে দেখ মন কিছুই নহে "আমার"।
আমার আমার-কর, বৃথা ঘুরে মর,
(তোমার) "আমিত্ব" ঘুচিবে,
যবে ধরিবে শমন॥
পিতা মাতা দারা সুত কেহ নহে কার,'
দু'দিনের তরে সকলই "আমার";
অমূল্য রতন, বসন ভূষণ,
সকলই আমার, ফুরালে জীবন॥
(মন রে) অনিত্য সংসারে খেলনা এ সব,
দু'দিনের খেলা, সম্পদ বৈভব।
এ খেলা ভাঙ্গিবে, সবই পড়ে রবে,
(কিছু) সঙ্গে নাহি যাবে, মুদিলে নয়ন॥
ঐহিকের সুখে থাক মত্ত হ'য়ে,
অন্তিমে কি হবে দেখনা ভাবিয়ে।
কেমনে তরিবে, ভবনদী-ঘোরে,
বিনা সেই নাম-আরাধন॥
প্রতি পলে পলে হয় আয়ুক্ষয়,
দিন দিন তনু ক্ষীণ জরা জীর্ণ প্রায়,
নাহি দেখ ভেবে কি হ'বে উপায়,
শমন-কিঙ্কর ধরিবে যখন॥
তাই বলি ওরে মন, কুরসে আর মজ'না,
হরিনাম বিনে আর অন্য কিছু জেনো'না।
ত্যজে বিষয়-বাসনা, কররে সাধনা,
সেই সারাৎসার নিরঞ্জন॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

(মন) শয়নে স্বপনে বল কালী।
মজরে ভজরে মন, রেখনা মনকালি॥
কালী কালী কালী বলে,
নাচ দুই বাহু তুলে,
এড়াবে শমনভয়, যাবে ভবপারে চলি॥
যেজন কালী কালী কালী বলে,
নামের ভাবে যায়রে গলে,
মা আমার আপনি এসে,
লন তারে কোলে তুলি॥

খাম্বাজ—ঠুংরি।

ভালবেসে ভাল কাঁদালে।
তুমি যে পরের সোণা আগেতে কি জানালে॥
আগেতে আদর করে ভালবাসা জানালে,
শেষেতে নিদয় হয়ে বিচ্ছেদ বাণ হানিলে।
তোমার যে ভালবাসা জানা গেল বিধিমতে,
মুখেতে সুধার রাশি, অন্তর মাখা গরলে॥

যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

জন্ম—১২৬৩ সাল ১ই ভাদ্র। উচ্চ রাঢ়ীয় কুলীন, পৈতৃক বাসস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত বেলেশিখিরা গ্রাম। কিন্তু ইনি মাতুলাশ্রয়ে পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী বেলুন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আশৈশব তথায় লালিতপালিত। পঞ্চম বৎসর বয়সে পিতৃহীন। পিতার নাম মাধব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতায় মাতামহের কোন ভাগিনেয়ের বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া শিখেন। ইংরাজী বি এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। অল্প বয়স হইতেই পদ্য-গদ্য রচনায় ইঁহার পটুতা। ইহার দ্বাদশ বৎসর বয়সে রচিত 'সময় শেখর' নামক বৃহৎ উপন্যাস 'আর্য্যদর্শনে' তিন বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় যজ্ঞেশ্বর বাবুকে [illegible] শেরপুর হইতে প্রকাশিত চারুবার্ত্তার [illegible]দক করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে [illegible] রাজস্থানের অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েন। দুই বৎসরের মধ্যেই সেই সুবিশাল গ্রন্থ সম্পূর্ণাবয়বে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। ইহার পর ক্রমান্বয়ে [illegible] মার্কণ্ডেয় পুরাণ, বরাহ পুরাণ, মহাভারত, [illegible]রত ও কালীতত্ত্বের অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজপুতনা ও পঞ্জাব ভ্রমণ করিয়া পঞ্জাবের ইতিহাস লিখিবার নিমিত্ত বিস্তর উপকরণ সংগ্রহ করেন। হিতবাদী সংবাদ পত্রের জন্মরাত্রি হইতে ইনি তাহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন এবং ক্রমাগত তিন বৎসর তাহা বিশেষ যোগ্যতার সহিত চালাইয়া ছিলেন। ইঁহার রচিত বীরমালা গ্রন্থ বাঙ্গলা সাহিত্যের একটী অমূল্য রত্ন। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ ব্যতীত ইনি বিস্তর নাটক, নভেল, গল্প, নানাবিষয়ক প্রবন্ধ, অনেকগুলি ডাক্তারী ও কবিরাজী গ্রন্থের সঙ্কলন করিয়াছেন। ইঁহার লিখিত অনেক পুস্তক অন্যের "প্রণীত" বলিয়াও প্রকাশিত হইতেছে।

নিশীথে গগণে দিগঙ্গনাগণে,
কে জাগালে মরি বাজায়ে বাঁশরী॥
নীরব নিথর প্রকৃতির কোলে,
কে ঢালিল আজি সুধার লহরী।
আধ জাগি, আধ ঘুমে অচেতন,
আধা আলয় আধা আঁধারে মগন,
আধা পিয়াসা, প্রাণভরা আশা,
ভালবাসাবাসী ভুবন আবরি।
মন্দাকিনী-নীরে মরুভূমি ভাসে,
নীরব পাদপ ফলফুলে হাসে,
শত শশধর গগনে প্রকাশে,
দূরে যায় দুঃখ বিশ্ব পরিহরি—
জীবের যাতনা করিতে মোচন,
হরিনামামৃত করি বিতরণ,
আপনারে ভুলি মোক্ষদ্বার খুলি,
চৈতন্য রূপেতে আসিলেন হরি॥
হরি বোল, হরি বোল, হরি হরি বলরে,
জয় বৃন্দাবন-বিপিন-বিহারী,
জয় বেণুবর বনমালাধারী,
জয় যদুঅবতংস-কংসধ্বংসকারী,
মাধব মধু-সূদন,—
হরি বোল, হরি বোল, হরি হরি বলরে
ত্যজি বৃন্দাবন, শ্রীনন্দ-নন্দন,
ত্যজি পীতবাস, অসিতবরণ
গৌর কলেবরে নবদ্বীপপুরে,
শ্রীনিবাস আজি চীরবাসধারী॥

মন্দাকিনী তীরে সুধীর সমীরে
মন্দার মালিকা দেববালা গণ,
গাঁথি উপহার দেয় অনিবার
প্রজাপতি করে আনন্দে মগন।
ফুলে ফুলে মেলে, ফুলে ফুলে খেলে,
ফুলেতে উজলে অমরভুবন,
ফুলে দেবনন্দী ফুল্ল নিরবধি
শীকরে বিতরে পরিমল ধন।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
তোমা ধনে যেন পাই,
মোহিনী মূরতি এ সুখের স্মৃতি
হিয়ায় গাঁথিতে চাই।
চাঁদের সুহাস, ফুলের সুবাস,
মলয় মারুত গান।
সকলি তোমাতে, তোমাতে আমাতে,
থাকি যেন এক প্রাণ॥

কেন ফুল ফুটে কাননে।
আপনি হাসে আপনি থামে,
খ'সে পড়ে আপন মনে॥
কাঁদিতে জানেনা, কাঁদাতে জানেনা,
হাসিতে হাসিতে খুলে দুনয়নে,
বিজন বিপিনে বিহগনিস্বাস,
প্রাণ খুলে হাসে বনদেবী সনে,
সে মধুর হাসি সে মাধুরী রাশি
লইয়া পবন বহে দূর বনে।
রবি শশী তারা সবে মাতুয়ারা
নীরবে নেহারি বসিয়া গগনে।
হাসে কা'র তরে কি সোহাগভরে,
কা'রে বা বিতরে পরিমলধনে।
কার বা বিরহে অন্তরেতে দহে,
খসে পরে কেন সহাসবদনে।

শিবে শঙ্করি রণ রণ রবে,
মা ভীষণা ভীম ভামিনী ভীবিত-ভৈরবে।
বিপুলবল হরি, শোণিতাময়ে বিহরি,
হুঙ্কারিছ ভয়ঙ্করী রবে কেবা রবে।

কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী।

পিতার নাম ৺ বিপিনচন্দ্র খাঁ ভাদুড়ী। নিবাস হাওড়া সাঁত্রাগাছি। বি এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন। একাউণ্ট্যাট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ঢাকায় পবলিক্ ওয়ার্কসের 'একাউনট্যাট' পদ প্রাপ্ত হন। বয়ঃক্রম অনুমান ৩৫ বৎসর। ইঁহার অনেক কবিতা, গান ও নাটকের পাণ্ডুলিপি আছে। ১৩০৬ সালে 'অনুসন্ধানে' ইঁহার প্রথম লেখা প্রকাশ হয়।

আজি স্বচ্ছ সরল আকাশ মাঝারে,
করুণ কিরণ তারা,
স্নিগ্ধ নয়নে, পৃথিবীর পানে,
ঢালিতেছ কি অমিয় ধারা;—
পূণ্য কিরণে তারা।
মুগ্ধ হৃদয়, তব পানে চেয়ে,
কত গড়ে কত ভাঙ্গে;
কত দেবতার চিন্তা বাসনা—
বহে তথা কত রঙ্গে।
মরণ-আঁধার সাগরের পারে,
আশার সংবাদ সারা,
লুব্ধ পরাণে ঢালি অবিরাম,
করিতেছ মাতোয়ারা;—
ওহে করুণ কিরণ তারা।
স্বচ্ছ সুন্দর শূন্য ভরিয়া,
রয়েছ অসীম দূরে;
কোন গোপন কথা গাইছ নিরত,
অসীম গোপন পুরে;—
নিত্য নীরব সুরে;
পৃথিবীর কোণে হতাশে বসিয়া,
দেখে দেখে দিশে হারা;—
অধীর পাগল-পারা।
কত ইন্দ্রালয়, গোলক, দ্যুলোক,
অসীম সুখের ধাম,
নিত্য রচনা তোমাদের নিয়ে,
মুগ্ধ মধুর নাম;—
তৃপ্ত মানসে, বালকের খেলা
খেলিতেছি অবিরাম।

একে—মুগ্ধ রজনী বহিছে চৌদিকে,
কুহকী কল্পনা-ধারা,
কত স্মৃতি তুলে কেন ডুবাইয়া,
করিছ আপনা-হারা;—
ওহে কুহক কিরণ-তারা।

নূপুর বেচিতে, ব্রজের ভিতরে,
বেচিয়া এসেছি মন।
দিঠিতে কিনিয়া, রাখিলা আমারে,
সেত নহে ভাল জন॥
সখে, মজিনু আপনা খেয়ে,
নূপুর পরাতে চরণে তাহার,
হাতে ধরি ভুলে গিয়ে।
... চরণ হেরিতে, চাহি মুখপানে—
হাসিল কতনি বালা।
নেহারি ভুলনু, সে হাসি-চাহনি,
গলে সে মদন মালা।
উজলা বরণে, দিশি করে আলা,
আমি সে আঁধার হেরি;
যাবো না কখন, নূপুর পরাতে,
বয়স যাহয় থোরি।
চাহিব না আর, কনক কমল,
যে ধরে রেখেছে বুকে;
পলাব তাহারে নেহারি, যাহার
অমিয়ের ভাখা মুখে।
হরিণীর আঁখি, যে করেছে চুরি,
সে চোরে দেখি না আর।
চাঁপার বরণ, আছে যার দেহে,
ছোঁব না চরণ তার।
চাঁদিমার পারা, মু'খানি যাহার,
বহু গুণ সেত জানে;
ব্রজের ভিতরে, নূপুর বিকাতে,
আর পাঠায়ো না মেনে॥

সে যে মান ভরে গেছে চলে,—
আসিবে না আর নিকুঞ্জতলে।
তবে কেন তার, নয়ন আসার,
গিয়েছে ফেলে,— যতনে গাঁথা কুসুমদলে॥
প্রেমের গাঁথাটি, গিয়েছে ভুলিয়া,
কমলের দলে যতন করিয়া,
শতবার গিয়ে ফিরে যে এসেছে,
পদাঙ্ক রয়েছে ধরণীতলে।
বনমালা সনে হৃদয় খানি,
কঙ্কণের সনে প্রাণ অনুমানি,
গেছে যে থুয়ে;—কুঞ্জে কুঞ্জে শ্বাসপুঞ্জে,
পরাণ দিয়ে।
আসিব না ব'লে আসিবার কথা—
শতরূপে যেন করেছে ছলে;
মরমে আঁকা সরমেরি ছবি তার,রেখে গেছে ভুলে
হৃদয়ে হৃদয়ে পরাণে পরাণে, রয়েছে মিলে।

স্মৃতি বড় করে জ্বালাতন।
যাহারে ভাবিতে নাই, ঘুরে ফিরে মম ঠাঁই,
তারি ছবি করে আনয়ন॥
যে আছে তাহার পানে, চাহিতে বড় না জানে,
যে গিয়েছে, তারে প্রদর্শন।
আসিতে যে গেছে ভুলে, তারি কথা শ্রুতিমূলে,
বারে বারে করে উত্থাপন।
যে এসেছে তারে ভুলে ভাবে না কখন॥

ঠেঙ্গানির ডরে, পাদপে উঠনু,
পড়িনু পুকুর জলে; সাঁতারে সাঁতারে,
উঠিতে কিনারে, আছাড়ে পড়িনু খালে।
সখে, পীরিতি বিষম লেঠা।
ছুটিতে ছুটিতে, হাঁকায়ে উঠনু,
পিছে করে ঢেলা পেটা।
কাছা খুলে গেলি, হোঁচট খাইতে,
লাঠি পড়ে পিঠে তিন।
সাঁঝের বেলায়, একি সওয়া যায়,
মাথা করে ঝিন্ ঝিন্।
মিলনের মাঝে ঘটল বিরহ, তারপর এই মার।
এই কাণমলা, আর কোন্ শালা,
প্রেম করে গোপিকার।
মুড়ো ঝাঁটা খেয়ে, বাঁকের আঘাতে,
আছি কটা দিন জ্বলে, ব্যথা ঘুচাইতে,
আমার ঔষধি, রাজার মজাজল।

খেদে কবি কয় বেয়াড়া পীরিতি,
নহে মন্দ নহে ভাল।
চাহনিতে যার, প্রেমের উচ্ছ্বাস,
শেষে তার এই হলো॥

দেখলে তারে চুলোচুলি, না দেখিলে মরি;
সে যে সে প্রাণের প্রাণ প্রাণের বিষম অরি॥
তার সনে কথা ক'লে, কাটাকাটি সাঁঝে সকালে,
কথা না কহিলে প্রাণ জুড়াইতে নারি।
সদা থাকি কাছাকাছি, ভাবি দূরে গেলে বাঁচি,
চোখের আড়াল হ'লে, আঁধার হেরি।
সদা করে জ্বালাতন, সদা হরে প্রাণ মন,
সে আমার প্রাণপতি, আমি তার নারী।

গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যা-বিনোদবারিধি।

১২৪৫ সালের ভাদ্র মাসের শুক্লবামন দ্বাদশীতে জন্ম। জন্মস্থান পাবনা জেলার গয়েশবাড়ী গ্রামে মাতুলালয়ে। পিতার নাম রাধামোহন রায়। ইঁহারা বারেন্দ্র-কায়স্থ, কুলীন। প্রথমে দেশ-প্রচলিত শিক্ষার পর ইনি কাশীধামে গিয়া রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য দর্শনে, কাশীর পণ্ডিতগণ ইঁহাকে "বিদ্যাবিনোদ-বারিধি, উপাধিতে ভূষিত করেন। শেষ বয়স পর্য্যন্ত ইনি রঙ্গপুর কাকিনা রাজষ্টেটের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রে, বিশেষতঃ ভাগবতে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইঁহার প্রণীত লীলাবতী, অষ্টাদশ মহাবিদ্যা ও মৃণ্ময়ী প্রভৃতি গ্রন্থ জ্ঞান গবেষণার আকর। পৃথিবীর গোলত্ব এবং গতি-বিষয়ে হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ যে অভিজ্ঞ ছিলেন, শাস্ত্র-সমুদ্রমন্থন করিয়া ইনিই প্রথমে তাহা সাধারণে প্রকাশ করেন। প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, ইঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে। ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। সুলেখক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায় ইঁহার পুত্র। ইঁহাদের নিবাস পাবনা।

নবদ্বীপে উদয়-অচলে,
উদিল চৈতন্য তেজোধাম।
মোহ-বিভাবরী অন্ধতম,
দূরে গেল শুনি হরিনাম॥

উথলিল প্রেমের সাগর,
ভাসিল জগৎ সেই জলে।
উঁচু নীচু হইল সমান,
আচণ্ডাল সবে হরি বলে॥
স্বমাধুর্য্য আস্বাদন লাগি,
রাধাভাব করি অঙ্গীকার।
গোপী-প্রেমে-ঋণ শোধিবারে,
গৌর-রূপে কৃষ্ণ-অবতার॥
রাধা-সৌদামিনী-রূপে ঢাকা,
নবঘন নীলিম বরণ।
রাধাপ্রেম-সুধারসে মাখা,
চৈতন্যচন্দ্রের প্রাণমন॥
তাই রাধা-প্রেমে মাতোয়ারা,
রাধা ধ্যান রাধা জ্ঞান সার।
রাধা তন্ত্র মন্ত্রে উপাসনা,
রাধা বই জানেনাকো আর॥
রাধা বলি হাসে কান্দে নাচে,
প্রেমে মাতা শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
কভু প্রেমে লোটায় ধরণী;
রাধানামে কভু মূর্চ্ছা যায়॥
অদ্ভুত প্রেমের বিকার,
ত্রিলোকে না দেখে কেহ যাহা।
ধন্য শ্রীচৈতন্য অবতার,
পশুপাখী দেখিলেক তাহা॥
রক্তোদ্গম হয় লোমকূপে,
কভু হস্তপদের প্রসার।
হস্তপদ উদর ভিতরে, কভু হয় কূর্ম্মের আকার॥
এ বিচিত্র প্রেমের বৈভব,
যে দেখিল নয়ন ভরিয়া,
কৃতার্থ হইল সেইজন, অভাগিয়া রহিল পড়িয়া॥
নাম-সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞ,
কলিযুগে সর্ব্বধর্ম্মসার;
আপনি আচরি এই ধর্ম্ম,
শিখাইলা জগৎসংসার॥
ভক্তরূপী ভকতবৎসল,
না চাহিতে দেয় প্রেমধন,
শ্রীচৈতন্য দাতা-শিরোমণি,
না ছিল না হইবে এমন॥

ধন্য অবতার কলিযুগে,
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত গুণধাম।
জাতিকুলনির্ব্বিশেষভাবে,
সবে বিতরিলা হরিনাম॥
হরিনাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ,
গৃহে গৃহে বিচিত্র ব্যাপার।
বেদ-বিধি-অগোচর ধর্ম্ম,
নাহি যূপ নাহি পশু তার॥
নাম-প্রেমরসে মাতোয়ারা,
হাসে কান্দে নাচে ভাগ্যবান।
লজ্জাভয় আদি তেয়াগিয়া,
হলো সবে বালকসমান॥
জাতি কুল মান পরিহরি,
চণ্ডাল ব্রাহ্মণ একাকার।
সকলেই এক মন প্রাণ,
হরিনামে সবে মাতোয়ারা॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর ত্রিযুগে,
হইয়াছে বহু অবতার।
কর্ম্ম জ্ঞান আদি মুক্ত-পথ,
কৃপা করি করিলা প্রচার॥
কিন্তু প্রেম-ভক্তি নিরুপম,
আর হরিনাম সংকীর্ত্তন।
জগতে দুর্লভ ছিল যাহা,
আজি তাহা সাধারণ ধন॥
অধিকার ভেদ নাহি নামে,
এ ধনে সবার অধিকার।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র,
গৃহী ন্যাসী স্ত্রী পুরুষ আর॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত নবঘন, প্রেমামৃত করি বরিষণ।
কলিকাল-ভুজঙ্গ-দংশনে মৃতগণে করিলা চেতন॥
সাক্ষী তার জগাই মাধাই,
দুই জন অতি দুরাচার;
নিরত কুকর্ম্মপরায়ণ, হিতাহিত নাহিক বিচার॥
ধন্য শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ, পতিতপাবন অবতার;
হেন পাপী জগাই মাধাই,
অনায়াসে হইল উদ্ধার॥
[illegible] কলিযুগে চারি যুগে,
ধন্ত গৌ দেশ ভাগ্যবান,
নিতাই চৈতন্ত কৃপাধাম,
এদেশে হইলা মূর্ত্তিমান।
শচী-গর্ভ-সিন্ধু পূর্ণ-ইন্দু, প্রেমময় কিরণ যাহার,
নিবারিল হৃদয়-সন্তাপ,
বিনাশিল মোহ-অন্ধকার।
ভারতের হেন ভাগ্যোদয়,
হয় নাই হইবে না আর,
ধন্য কলিযুগ যুগগণে, যাহাতে চৈতন্ত অবতার॥
না জানি ভক্তি স্তুতি নতি,
বিষয়-বাসনা অনিবার,
কেমনে পাইবে মন্দমতি, চরণ চারণে অধিকার॥
নমি প্রভো চরণে তোমার,
শ্রীচৈতন্ত কৃপাপারাবার।
মনে হয় আশার সঞ্চার,
নিজগুণে করিবে উদ্ধার॥

জীবন যৌবন ধন, দারাসুত পরিজন,
সুখের সামগ্রী যত আর।
নিশির স্বপন যথা, দেখিতে দেখিতে তথা,
কালানলে হয় ছারখার॥
অহরহ কত জন, যাইছে যম-সদন,
দেখিছ শুনিছ নিরন্তর।
তথাপি চৈতন্ত নাই, এ বড় আশ্চর্য্য ভাই,
মোহ-নিদ্রা ত্যজরে সত্বর॥
স্বার্থপর দুরাচার, ভয়ানক এ সংসার,
ইথে না পাইবে কোন সুখ।
দেখি সংসারের গতি, বিবেক বৈরাগ্যমতি,
সাধুগণ সংসার-বিমুখ॥
হলাহল করি পান, অমৃতের অনুমান,
করিছ অভাগ্য মন্দমতি।
ধনকুল-অভিমান, সদা মনে মূর্ত্তিমান,
মানুষের হায় কি দুর্গতি॥
চৈতন্ত-চরণ-পদ্ম, সকল সুখের সদ্ম,
ভবার্ণব তরণে তরণী।
কায়মনোবাক্যে ভজ, বিষয়-বাসনা ত্যজ,
বৃথা যায় দিবস-রজনী॥
ত্যজ মন বৃথা মায়া, নামে রুচি জীবে দয়া,
[illegible]॥

পরনিন্দা পরপীড়া, বৃথামোদ বৃথা ক্রীড়া
ত্যজ ভজ চৈতন্য-চরণ ॥
চৈতন্য-চরণ-ভক্ত, সাধুগণে অনুরক্ত
হও, কর সাধুসঙ্গে বাস।
হরিকথা আলাপন, হরিনাম সংকীর্ত্তন,
করিলে পূরিবে সর্ব্ব-আশ ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন আর, স্মরণ সাধন সার,
সকল সাধন-শিরোমণি।
এ তিনে করিলে যত্ন, মিলিবে অমূল্য রত্ন,
হরিপদ-অমৃতের খনি ॥

ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ।

পিতার নাম ৺দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী। নিবাস যশাই (জেলা ফরিদপুর), বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, কলিকাতা সেন্ট্রাল কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক। জন্ম ১২৭৬ সাল। অনুসন্ধান ও রঙ্গালয় পত্রিকায় ইঁহার রচিত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতা, এবং বাঙ্গালা গদ্য প্রবন্ধাদি আছে। রচিত নাটক "দাতাকর্ণ" ও "রুদ্রপ্রসাদ"।

সুরট মল্লার—একতালা।

কি দিয়ে করিব পূজা, কি বল আছে আমার।
তুমি গো অখিলেশ্বরী, সকলি যে মা তোমার ॥
করি নানা আকিঞ্চন, করেছি যে আয়োজন,
দেখছি ভেবে, তাতে আমার
নাইত কোন অধিকার।
(ওমা) সে সকল নিজস্ব ভাবা
কেবলি মনের বিকার ॥
তোমার বস্তু তোমায় দিয়ে তুষ্ট হ'তে চায়না মন,
তাই মা তারা, ভেবে সারা, কি দিয়ে পূজি শ্রীচরণ,
না—মা, ভক্তি আছে আমার,
তাই দিব মা উপহার ॥
প্রার্থনা আর কি করিব, কি চাহিতে কি চাহিব,
কিসে হিত, আর কিসে অহিত,
আমি কিবা বুঝি তার।
তুমি মঙ্গল রূপিণী, বিশ্বহিত-বিধায়িনী,
যা ভাল হয়, তাই ক'রো মা,
তোমার পদেই দিলাম ভার।
(আর) আমার কথা শুনবে যদি,
তবে ছাড়াও মনের অহঙ্কার ॥

ভৈরবী—আড়া।

নমো নমস্তে।

তুমি অখিল বিশ্ব চরাচর সকল ভুবন-ধাত্রী,
তুমি সৃষ্টি-বিনাশন-পালন-কারণ
জীবগণ সম্পদ-সুখ-মঙ্গল-দাত্রী, নমোনমস্তে ॥
তুমি অনন্তরূপা, অচিন্ত্য-স্বরূপা
তবগুণ অন্ত কে পায়,
ভাস্কর, শশধর, অম্বর সাগর,
সবে তব মহিমা জানায়; নমো নমস্তে ॥
নগ-নদ-কানন, জলদসমীরণ,
সবে তব করুণা প্রকাশে,
তব স্নেহ নিদর্শন, ভুবনে অনুক্ষণ,
প্রকটিত পুষ্প সুবাসে; নমোনমস্তে ॥
সমগ্র ভুবনে বিহঙ্গকূজনে
উঠিতেছে তব স্তবগীতি,
আহা কিবা সুন্দর মধুরমধুরতর,
শুনি তাহা প্রাণে জাগে প্রীতি; নমোনমস্তে ॥
বিরিঞ্চি কেশব আদি দেবসব
অবিরত যে পদ ধেয়ায়,
সে চরণদরশন ভাগে ঘটিল মম,
আনন্দ রাখিব কোথায়; নমোনমস্তে ॥
ধন্য জীবনমম, সার্থক এজনম,
কি কহিব কথা না জুয়ায়,
ভবভয়হারিণি, পাতকিতারিণি,
রাখিও মোরে রাঙ্গাপায়; নমো নমস্তে ॥

খাম্বাজ—একতালা।

দয়াময় জগদাশ্রয় সৃজন-পালন-নিধনকারী।
ভবতারণ দুখবারণ ভয়নাশন বিপদহারী ॥
নীলজলদজিনি কলেবর,
চরণ-সরোজে নবদিবাকর,
পীতবসনে সুশোভিতকটি ভুবনমোহনমূরতিধারী
পাপ দহনে দগ্ধ শরীর,
হ'য়েছি হে আমি ত্রিতাপে অধীর,
শ্রীপদে তোমার লইনু শরণ,
কর বরিষণ করুণাবারি ॥

সাহানা—খং।

জাগ জাগ দম্পতি, যামিনী যে যায় যায়।
এসুখ সময়, বল, ঘুমাইয়ে কে কাটায় ॥
সুখদ মিলন আর, সুচির বা রহে কার,
কখন কি ঘটে তাহা কে বলিতে পারে হায়।
হেরে লও আঁখি ভরি, দোঁহে দোঁহার মাধুরী,
প্রেমালাপ-সুধাপানে হর গো ভোগ-তৃষায় ॥
সুখে যাহে কাল কাটে, সে বাসনা কর বটে,
কিন্তু জাননাত আর করিতে তার উপায়।
মিলনে ঘুমা'য়ে থাকা, বিরহে যামিনী জাগা,
হেন বিপরীত রীতে বল সুখ কেবা পায় ॥
সুখের সুদিন পেয়ে, নিজ দোষে কাটাইয়ে,
অবশেষে দুখে পড়ি করিবে যে হায় হায় ॥

পায়ে ধরি ফিরে যে'ওনা।
ত্যজনাথ রোষ, ক্ষম মম দোষ,
মোর প্রতি বাম হ'ওনা ॥
তুমিত প্রাণেশ, জান সবিশেষ,
আমি হে তোমারি দাসী,
তোমারি আদরে আদরিণী হ'য়ে,
গরব-সাগরে ভাসি;
(তোমার) সোহাগ পাইয়ে, গরব বাড়িবে,
মান ক'রেছিনু তাই,
তাই ব'লে যদি পায়ে ঠেল তবে,
বল কোথা পাব ঠাঁই ॥
আর মান ত করিব না,
তোমায় দিবনা কো মনো বেদনা,
তুমি অপরাধ মম নিওনা;
অধোমুখে আর থেকোনা, আর আঁখিজল ফে'লোনা,
আর আমার পরাণে ব্যথা দিওনা ॥

ভ্রাতঃ পরিহর বৈকল্যম্।
মানয় জননং বৈকল্যম্ ॥
ত্যক্তা মুক্তো দৃষ্ট্বা স্বর্ণং কাচে মনসে ত্যক্তা স্বর্ণং,
ধিগ্ ধিগ্ ধিক্ তব চাপল্যম্ ॥
জন্মভূমিরতি দৈন্যগ্রস্তা দুষ্টমলির্ চমূষিত সমস্তা,
শস্যবিহীনা রোদিতি দীনা অন্নাভাবাচ্ছীর্ণা ক্ষীণা,
দূরয় তে দৈন্যবাৎসল্যম্ ॥
তামবিতুং স্বামীক্ষিতাপি ক্রিয়তে
ন কথং চেষ্টা কাপি,
নায়ং কালো মোদং কর্ত্তুং
মাতৃভুবো দুর্গতি মপহর্ত্তুং,
জাগৃহি হিত্বা দৌর্ব্বল্যম্ ॥
পরপদলেহনলাঞ্ছিতমাস্যং
সভ্যসমাজে ন কিমুপহাস্যং,
স্বীয় তনৌ পরকীয়া সজ্জাং
ধৃত্বা কিংনানুভবসি লজ্জাং, হা তববিভ্রমপ্রাবল্যম্,
ব্যর্থমকাঙ্ক্ষপরসি বিত্তং
আত্মহিতেহভিনি বেশয়চিত্তং,
কুরু সুত কার্য্যং মুঞ্চ বিলাসং,
কৃত্বা মাতুর্দুঃখনিরাসং, সাধয় জীবন সাফল্যম্ ॥

কিসের আশায় কোথায় ছুটেছ,
থাম থাম আর যেওনা।
জল নহে ওযে শুধু মরীচিকা,
ওর পানে আর ধেওনা ॥
প্রখর তপন উগ্র কিরণ দিয়াছে নয়ন বাঁধিয়া,
লুপ্ত হয়েছে দৃষ্টিশকতি হইয়া পড়েছ আঁধিয়া,
(এখন) ভাব কিছুক্ষণ মুদিয়া লোচন,
কোন দিকে আর চেওনা ॥
তৃষা নিবারণ করিবার তরে সুধা-ভ্রমে বিষ খেওনা
যাহা জুটে ঘরে, তাই খাও পর,
পরকাছে কি ছুচেওনা ॥

যদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, পিতার নাম ৺দ্বারকনাথ চক্রবর্ত্তী। নিবাস যশাই (জেলা ফরিদপুর)—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। ইনি শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ কবিভূষণের সহোদর। জন্ম ১২৭১ সাল। বহু সাময়িক পত্রিকায় ইহাঁর অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ আছে। রচিত পুস্তক "কয়েক খানি পত্র" ও "সতীপ্রশস্তি।"

—ওরে কচুর শাক।

কোথাকার কোন্ বনবাদাড়ে,
জন্মেছিলি ঝোপে ঝাড়ে,
পচামাটীর পচারস ক'রে পরিপাক,
আমাদের উঠিছি রোজে.

ডাল পালাতে বেড়ায় বেড়ে,
বাজারেতে বেচতে কেটে আনে ঝাঁকে ঝাঁক।
ছোট লোকের বৃদ্ধি হ'লে,
তেজ দেখে তার অঙ্গ জ্বলে,
ছুঁলে পরেই কুটকুটানি, অঙ্গভরা রাগ।
লাগলে পরে গা চুলকায়, খেলে মুখ ফুলে যায়,
ভদ্র লোকের সাধ্য কি যে করে পরিপাক।
ওরে কচুর শাক॥

ওরে কচুর শাক!
এমন দুষ্ট এম্নি পাজি, কোন্ গুণেতে হলি রাজি,
ছাড়াত নিজের স্বভাব দোষ, ধরতে মধুর তাক্।
কিসের গুণে বল্‌রে শুনি, হলি এমন রসের খনি,
কোমল মধুর মিষ্ট তারে, হয়ে রে তুই পাক॥
যেমন মধুর তেমনি কোমল,
দেখলে মুখে আসে জল,
একটু খেতেই আরো চাই, না পেলে হয় রাগ।
কোথা গেল সে আস্বাদ,
কাঁচায় যাহা ঘটায় প্রমাদ,
লক্ষ্মী ছাড়া বনের কচু হলি মধুর চাক।
কোন গুণেতে এমন হলি ওরে কচুর শাক॥
ওরে কচুর শাক,
পড়েছিলি দক্ষ হাতে, স্বভাব দোষ কেটেছে তাতে,
স্নেহ-যোগে অন্নপূর্ণা মায়ের হাতে পাক।
তাই হয়েছিস্ এমন সুতার,
গুণের তোর আর নাই যে রে পার,
জেতের দোষটা গেছিস্ ভুলে,
পেয়ে স্নেহের ভাগ।
তোরি মত এ সংসারে,
স্নেহের কাছে সবাই হারে,
শক্ত হৃদয় কোমল হয়, শুনে স্নেহের ডাক।
স্নেহ ভরে যত্ন ক'রে, মিষ্ট আদর দিলে পরে,
বনের কচু ভাল হয়, মানুষের কথা থাক॥
ওরে কচুর শাক॥

আনন্দচন্দ্র শিরোমণি।

১২৮৬ সালের ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির দিন ৭২ বৎসর বয়সে আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় [illegible] হইতে [illegible]। ২৬ পরগণা ভট্টপল্লীর ইনি একটী অমূল্য রত্ন ছিলেন। সুচরিত, সুকবি, সদ্বক্তা ও পরমার্থনিষ্ঠ উক্ত শিরোমণি মহাশয়, বাঙ্গলা ভাষায় পাঁচালী-প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা রচনা করেন। এক সময়ে তাঁহার সেই পালার বড়ই আদর ছিল। তাঁহার পৌত্র সুপ্রসিদ্ধ হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয় অনেক অনুসন্ধানে দুই বৎসরের চেষ্টায়, তাঁহার রচিত গান-কয়টী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

ঐ দাঁড়ায়ে কালিন্দীকূলে শ্রীনাথ আমার।
রূপে চিনেছি (হে শ্যাম) ভব জলধির
তুমি কর্ণধার॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-রেখা শ্রীপদে পেয়েছি দেখা,
শ্রীবৎসলাঞ্ছন-চিহ্ন অন্যে নাহি আর।
ভৃগুচরণ-সরোজ-চিহ্ন অন্যে আছে কার,
কেবল ভঙ্গি ভিন্ন, (যাঁর) ভূষণ অন্য
কিন্তু সেই আকার॥
ত্যজি কৌস্তুভ ভূষণ, বন ফুলের আভরণ,
গোপী-প্রেমে ব্রজধামে যেরূপ ব্যভার।
আবার রাখাল সনে গোচারণে বিপিনে বিহার॥
বেদে না পাই সীমে (যাঁর) ও মহিমে
অনন্ত অপার॥

বাহার—তিওট।

বুঝি রাই মরে এবার,
রাখা ভার, সখি তার, সে আকার,
(আমি) অনুমান করি বিরহ বিকার।
কি ব্যথা আছে অন্তরে, দিবানিশি আঁখি ঝরে,
জিজ্ঞাসিলে বলতে নারে,
(বল) কি হবে সজনি উপায় ইহার।
দেখ আসিয়ে একবার, কি হইল রাধিকার,
এ কথা অন্যেরে আর
জানাতে বিষম সরম আমার (ওগো)॥

আড়ানা বাহার—থং।

(হায়) কেমনে পাশরি হরি করি কি উপায়।
করেছে কি গুণ, যদি থাকি আঁখি মুদে,
অন্তরে উদয় হয় জাগরণে শয়নে স্বপনে,
নয়নে শ্রবণে বচনে কি মনে,
[illegible] [illegible]। [illegible] এই দায়॥

আমার যে মন সেত নহেক মনেরি মত
সদা তারি অনুগত ভালবেসে তায় ॥

শ্রীই শ্রীমতীর আতঙ্ক, শ্রী হীন এ শ্রীঅঙ্গ,
পরাজয় ক'রেছে তায় অনঙ্গ।
অঙ্গে হেনেছে শরের স্বরূপ শ্যামাঙ্গ,
কৃষ্ণের যশো ল'য়ে ধনু নিরমিয়ে
কৃষ্ণগুণ গুণ তাহে বাঁধিয়ে,
করে রাই বধের কারণ মদন এই রঙ্গ ॥

গাড়া ভৈরবী—যৎ।

বিরোধে বিরোধ প্রেমরণে,
বন্দী দুজনে দুজনারি গুণে,
(হায় গো আবার) পরস্পর হানে
শর-আঁখি সন্ধানে।
দিতে উত্তরে উত্তরের মন করে যতন,
তাহে উত্তরে মন্ত্রণা দেয় মদন।
বুঝি দুইজন হারায় মন দুজনার স্থানে।
(আবার) হাসিয়ে আশার ফাঁসি করে প্রকাশ,
দিলে চকিতে দোঁহেতে দোঁহারি ফাঁস।
(হায় গো) এতে পরাজয় হওয়া দায়
সমান জনে ॥

আলেয়া—যৎ।

এমনি বিরহ মোহ নাথেরি তোমার।
নয়নে বহিছে ধারা মুখে হাহাকার ॥
চূড়া ধড়া মোহন বেণু ছুঁড়ে ফেলে দিলে কানু,
ধূলায় ধূসর তনু উন্মত্ত আকার ॥
কিশোরী কিশোরী বলি অতি উৎকণ্ঠিত হরি,
সদা বলে কোথা প্যারি প্যারি কই আমার।
তোমারে হেরিবার তরে, বনে অন্বেষণ করে,
তরুলতা পাছে পাছে ধেয়ায় দ্বারে দ্বারে ॥

বাহেশ্রী—আড়া।

কি দুখে এমন দুটী আঁখি দুটি ছল ছল,
[illegible] হয়েছে কেন চঞ্চল ॥
[illegible] এমি [illegible] বেশ,
[illegible] হয়েছে বেশ।
[illegible] ।

কুলে যে কলঙ্ক হবে নাহি তার অন্ত লেশ।
রাজার কন্তে মাত্তে গণ্যে এই হলো অবশেষ,
যে না সে ধা লোযে রাই,
তোর কেন এমন হ'ল বল ॥

আলিয়া—ঠেকা।

আজ সখা কেন হেন মলিন বদনে।
আছ কি মননে সখা আছ কি মননে ॥
কি ভাবে ভাবনা ভারি, বারি বহে দুনয়নে,
শ্যামলী ধবলী ধেনু, তাহে অযতন কানু,
বল কি কারণে ॥
আমরা প্রাণেরি সখা, ডাকিলে না পাই দেখা,
গোপনে রয়েছ একা, নাহি মন গোচারণে,
কিসে এমন হ'লে বল উঠিতে শকতি গেল,
বল কি কারণে।
এত যে সাধেরি বাঁশী হাত হ'তে পড়লো খসি,
মুখে নাই সে মধুর হাসি কেন এমন হ'লো বল।

ঝিঁঝিট—তেওট।

আর সুধাও কি সুমঙ্গল ঘটেছে অমঙ্গল,
সাধে কি রাখে করিগো রোদন,
বনে মাধব আজ ধূলায় ধূসর অচেতন ॥
মলিন সে বিধুমুখ দেখে বিদরে বুক,
আমাদের তার সুখে সুখ দুঃখে দুঃখ,
বুঝি আজ হতে হলো প্রেমের সমাপন।
ত্যজিয়ে রাখাল সাজ, মূর্চ্ছিত রাখাল রাজ,
উলঙ্গ অঙ্গে নেই বসন ॥

ব্রজরাজ গোচারণে যায় কিরূপ হায়।
রঙ্গে অঙ্গে প্রমোদ তরঙ্গে
ত্রিভঙ্গেরি সঙ্গে সঙ্গে কত শত ধেনু ধায় ॥
গুণ গুণ গুণ গুণ ঘুমুরে
ঝুনুঝুনু নূপুরে বাজে বাজে বায়,
নেচে চলে তালে তালে দুখণ্ড দুলালে তায় ॥

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

[illegible] বিরহানল [illegible]
গৃহ দাহ [illegible] কি [illegible],
[illegible] আমার [illegible],
[illegible] ।

এ জ্বালা নিবারণের কারণ,
কেবল মাত্র আছে মরণ,
মিলেনা তার দরশন সময়ের ফলে।
বুঝি বিরহীর অঙ্গ ভয়েতে করেনা সঙ্গ,
মরণের মরণাতঙ্ক বিরহানলে॥

—

সুরট খাম্বাজ—যৎ।

যাবি বটে সুবল, এই ভয় কেবল,
অমৃত তুলিতে গরল বা উঠে।
নারীর মন রাখা বিষম হে সখা,
কি জানি কি হবে পড়িবি সঙ্কটে॥
করিতে যাইবি মম উপকার,
কি কথা কহিবি একে হবে আর,
না হইবে প্রেম বৃথা পরিশ্রম লাভে হ'তে
প্রেমের আশা যাবে মিটে।
তোমারে জানালেম, জানিলে রাধে
প্রমাদ ঘটাবে এ প্রেম সাধে,
মানিনী রমণী সে রাজ নন্দিনী
প্রকাশে অমনি না জানি কি ঘটে॥

—

আলেয়া—যৎ।

এখনি যাইব যথা নাগর আমার।
কৃষ্ণের পদে বিকাইব অঙ্গীকারে আর।
আর আমি গৃহে রব না শুনব না সান্ত্বনা মানা,
মানবনা গুরু গঞ্জনা কুল কোন ছার।
হলেম হলেম কুলবালা তথাপি ভজিব কালা,
কৃষ্ণবিরহের জ্বালা সহ্য করা ভার।
কৃষ্ণের উদয় হ'লে মনে, ইচ্ছা কার যেতে বনে,
কি কাজ আর ধনজনে সংসারে আমার॥

—

খট—যৎ।

জানলা শ্যামেরে সখি শ্যামত সামান্য নয়।
যোগিজনে সেইজনে ধিয়ানে ধিয়ানে নাহিক পায়
ব্রহ্মা যাঁরে নারেন চিন্তে,
কে পারে তাঁর গুণ জান্‌তে,
করে চিন্তামণি চিন্তে সদা শিব জ্ঞান হারায়।
শিরোমণি [illegible],
[illegible]
[illegible]

সিন্ধু—মধ্যমান।

যদি বিরলে একবার নাথের নাগাল পাই।
তবে ত প্রাণে কি আছে তাহাকে জানাই॥
প্রাণে যে জ্বালা সই, কে বুঝে কারে কই,
অন্যে কি নিভাতে পারে সে নাথ বই,
বারেক সে মুখ হেরে সকলি জুড়াই॥

—

বাহার—তিওট।

কেন মনের খেদে কিশোরি মরবে।
এখনি মনচোর, ধরিয়ে দিব তোর,
বাঁধবি তোর গুণে, পলাতে নারবে॥
নাথের মনপাখী, তুমি ব্যাধি সখি,
পাতি রও রূপফাঁদ আসিয়ে পড়বে।
তখনি তাহার মন হরণ করবে॥

—

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

আমরি, শ্যাম বড় সাধু হ'য়ে বসলে,
বঁধু শিখলে কোথায় এ চাতুরী।
অবলা সরলারি মন, নয়নে করিলে হরণ,
কথায় যেন কতই সুজন,
তোমার ও কথায় কে ভুলবে হরি॥
যারা তোমার বাঁশী শুনে,
প্রাণ সোঁপেছে শ্রীচরণে,
তাদের এ বঞ্চনা কেনে ক্ষণে ক্ষণে বংশীধারী

—

বাহার—যৎ।

ধিক্ রাধায় ধিক্ তোমায়,
ধিক্ রাধার এমন বাসনায়।
সে মরে তোমার তরে তুমিহে চেননা তায়॥
এমন যে রাজনন্দিনী, তোমায় ভেবে উন্মাদিনী
কি গুণে ভুলেছে ধনী এইত তুমি রসময়
অবলা শ্রীমতী রাধে, পড়ে মদনের ফাঁদে,
শরণ নিল তব পদে এই কি তার ফলোদয়॥

—

বেহাগ—আড়া।

কুঞ্জে কুঞ্জে রাই কুঞ্জর গামিনী,
ভ্রমিতেছে যেন পাগলিনী॥
মনে হ'লে শ্যাম রায়, রাধে [illegible]
[illegible]
[illegible]

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

হুগলী জেলায়—মাতুলালয় বাখাড়া গ্রামে ১২৬৫ সালের ১লা বৈশাখ মঙ্গলবার সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহার জন্ম হয়। ১৭ই আশ্বিন মহাপূজার ষষ্ঠীর দিন, ৬ মাস বয়সের সময়, ইনি পিতৃহীন হন। পিতার নাম—৺ গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নয় বৎসর বয়সের সময় কলিকাতায় চাপাতলায় জ্যেষ্ঠতাত ৺ প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় থাকিয়া ইঁহার ইংরেজী লেখাপড়া শিক্ষা আরম্ভ হয়। ১২৮২ সালে এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, 'জেনারেল এসেম্‌ব্লি' কলেজে এফ এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পাঠদশাতেই বঙ্গসাহিত্যের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ১৯ বৎসর বয়সের সময় ইনি সুধাকর পত্র প্রকাশ করেন, এবং তৎসাময়িক সংবাদ পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ১২৮৫ সালে 'কল্পনা' মাসিক পত্র প্রকাশ করেন উক্ত পত্রেই ইঁহার প্রসিদ্ধ 'কনে বৌ' উপন্যাস প্রথম প্রকাশ হয়। 'অনুসন্ধান' পত্রে 'বিমাতা' বড়ভাই 'আমাদের ঝি' প্রভৃতি ইঁহার বহু উপন্যাস ও গল্প প্রথম প্রকাশ হয়। এ পর্য্যন্ত ইনি ২৪ খানি উপন্যাস ও গল্পের পুস্তক লিখিয়াছেন। সামাজিক গার্হস্থ উপন্যাস রচনায় ইনি প্রতিষ্ঠান্বিত। গৃহলক্ষ্মীগণ অতি আদরের সহিত ইঁহার উপন্যাস পাঠ করেন। সংপ্রতি 'প্রতিশোধ' নামক ইঁহার এক মনোহর ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশ হইয়াছে। এখন ইঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৪৮ বৎসর।

মল্লার—একতালা।

(আমার) বংশীবদন মদনমোহন শ্যাম,
বাঁকা হয়ে বাজায় বাঁশরী।
আয় গোপিকা দেখবি যদি,
সঙ্গে নিয়ে রাই কিশোরী॥
মরি কি মোহন সাজে,
বাঁশীর তালে নূপুর বাজে,
রাই কোথায় রয়েছে লাজে,
শ্যামের বাম শূন্য করি॥
কিবা দোলে বনমালা, কিবা নাচে চিকণকালা,
দেখলে ঘোচে মনের মলা,
যদি কালার বামে দাঁড়ায় প্যারী॥

পূরবী—আড়া।

কেন গিরি, ঊর্দ্ধমুখে বিভুগুণ গাও।
নীরব ভাষায়, কেন আকাশ পূরাও॥
কিরূপে কাটালে মায়া, ধরিলে উন্নত কায়া,
পদতলে কাঁদে ধরা, বারেক না ফিরে চাও॥
কার ধ্যানে হয়ে ধীর, করিয়াছ মতি স্থির,
শিখাও হে গিরিবর,
বিনিময়ে লও প্রাণ, আমারে জাগাও॥

[illegible]—একতালা।

[illegible]
[illegible]॥
[illegible]

জলেতে মা বরফ দিলে পিয়াস মেটে না,
কুহু রবের ধার ধারি না,
কাকের ডাকে শিহরে প্রাণ॥
চৈত্র মাসের মলয় সমীর গায়ে লেগেছে,
মদন আগুন অমনি মোদের দ্বিগুণ জ্বলেছে,
নাটকেতে লেখা আছে,
সবাই মূর্চ্ছা যেতে জানি॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

বাঁশী শুনে আকুল পরাণ।
কি করিব বল সখি, যায় বুঝি কুলমান॥
ধৈরয আর ধরতে নারি,
ঘরে কি আর থাকতে পারি,
চল যাই দিয়ে সারি, কালারে সঁপিতে প্রাণ॥

সাহানা—ঝাঁপতাল।

দুঃখ নিশি প্রভাতিল উদিল সুখ তপন।
থেকোনাকো আর কেহ ঘুমঘোরে অচেতন॥
স্বদেশী স্বদেশী রব, ঐ শুনহে নিরন্তর,
একতায় প্রাণ মাতায় এ ত নহে স্বপন॥
যাহা আশা করি নাই, নয়নে দেখেছি তাই,
ভাই ভাই এক ঠাঁই হিন্দু-মুসলমান মিলন॥
উড়ায়ে কালপতাকা, চলেছে দেখ একতা,
মায় বঙ্গদেশে আজ নূতন জাগিল প্রাণ॥
[illegible]
[illegible]

অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

১২৫৩ সালের ২৭ এ অগ্রহায়ণ চুঁচুড়ার বাটীতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা—স্বনাম-প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়। ১২৬০ সালের ২৮এ আশ্বিন পর্য্যন্ত অক্ষয় বাবুর বাল্য-জীবনের অধিকাংশ সময় নদীয়া-জেলার উলা গ্রামে অতিবাহিত হয়। ইঁহার পিতা তখন উলার মুন্সেফ ছিলেন। উলায় সামান্য কিছু লেখাপড়ার পর, ১২৬৪ সালের ২১ এ জ্যৈষ্ঠ 'হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে' সেকেণ্ড নম্বর রিডারের ক্লাসে ইনি ভর্ত্তি হন। ১২৭৫ সালে বি-এ বি এল পরীক্ষা পাস করেন। পরে কিছু দিন বহরমপুরে ওকালতী করিয়া জননীর অসুস্থতা-নিবন্ধন ১২৭৯ সালের আশ্বিন মাসে বাটী আসেন। এই সালে (বৈশাখ মাসে) 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সময় অক্ষয় বাবু তাহার লেখক-মধ্যে গণ্য হন। ১২৮০ সালের ১১ই কার্ত্তিক হইতে ইঁহার "সাধারণী" সংবাদপত্র প্রকাশ হয়। ১২৯১ সালে কলিকাতায় 'সাধারণী' আপিস উঠিয়া আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইনি "নবজীবন" মাসিক পত্র প্রকাশ আরম্ভ করেন। ঐ দুই পত্র এক্ষণে উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু উহার অমূল্য রত্নরাজি, বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে দেদীপ্যমান আছে।

বাল্যকাল হইতেই বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অক্ষয় বাবুর অনুরাগ ছিল। দশ বৎসর বয়সের সময় তৎ-কাল-প্রচলিত বাঙ্গালা পুস্তক-সমূহ পাঠ করিয়া দুরূহ শব্দ সঙ্কলনপূর্ব্বক অকারাদিক্রমে সাজাইয়া ইনি আপন খাতায় এক অভিধান লিখিয়া রাখেন। প্রভাকর, এডুকেশন গেজেট ও সুবোধিনী প্রভৃতি পত্রিকা সে সময় ইনি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। কবির গান ও যাত্রা শুনিয়া তাহা শিক্ষার পক্ষেও ইঁহার অনুরাগ ছিল। বহরমপুরে গিয়াও বঙ্গভাষার আলোচনায় ইনি বিরত ছিলেন না। অক্ষয়চন্দ্রের অন্য পরিচয় আবশ্যক করে না। অক্ষয়চন্দ্র এখন বঙ্গসাহিত্য-সংসারের অক্ষয়চন্দ্ররূপে বিরাজমান।

আগমন—মোহড়া।

পরিরাজ হে আমারে আনিও মেয়ের সঙ্গে।
মেয়ের যেরূপ মন, মায়ে বোঝে যেমন,
পুরুষ পাষাণ তুমি, বুঝনা তেমন,
তাই শিবের নাম করি, আমার নাম ধরি
উপহাস করিতেছে রঙ্গে॥

চিতেন।

আমি ভুলি নাই আর বারের কথা,
মায়ের মনে আমি মা হয়ে দিয়েছি ব্যথা,
উমা এলো বাহির দুয়ারে,
কোলে করি ত্বরা করে জিজ্ঞাসি উমারে;
"আমার শিব ত আছেন ভাল।"
উমা বলে "আছেন ভাল" চখে দেয় অঞ্চল,
বলে 'চখে কি হ'ল, আমার চখে কি হ'ল।'
আমি বুঝিনু সকল, কেন চখে দেয় অঞ্চল,
হিয়ের জল পরিয়ের চখে উথলিল।

অন্তরা।

আমি ভুলি নাই আর বারের কথা,
[illegible]
[illegible]
[illegible]

বলে তোমায় দেখিয়ে, "মা ওমা ওকে দাঁড়ায়ে,"
উমা বলে 'তোমার বাবা ওই,
বাবা, আমার বাবা অই।'
বাপ সোহাগে বাপের ছেলে,
জড়িয়ে মায়ের ধরে গলে,
বলে "মা আমার বাবা কই,"
বলে "কেন এলো না, ওমা বল না"
বলে, কেশে ধরে টানে, উমা চাহি আমার পানে,
বলে, "কেন এলো না, তোমার দিদি আছে,"
আমি সেই অবধি, সরমে, মরমে আছি [illegible]

ভগবতী ভারতী।

ত্রিতালী—ভৈরবী।

পুরাকালের কথা পুরাতন অতি,
স্মরিতে সকলে, করি হে মিনতি।
হিমালয় পাশে, [illegible]
একান্ত রাখি মন, পতি প্রতি।
নারায়ণ [illegible], [illegible]
[illegible] ভারতী সরস্বতী।
[illegible]
[illegible]

পতিপদে দৃষ্টি, রাখি করে সৃষ্টি,
কত তাল লয় সঙ্গতি ॥
কাল ব্যাপিয়ে, তান আলাপিয়ে,
বাজাল ত্রিতন্ত্রী দেবী ভারতী।
হৃদয়ে রহিল, ত্রিতন্ত্রী ধারা,
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতী ॥
ওঙ্কার নাদে, গম্ভীর খাদে,
ধরম করম বহে ভাগীরথী।
মধ্যম গ্রামে, প্রেমরস নামে,
যমুনা করিল ধীরগতি ॥
শাস্ত্রতত্ত্ব জ্ঞানে, উচ্চ মধুর তানে,
বহিল বাণী বেগবতী।
ত্রিধারা বহিয়ে, প্রয়াগে মিশিয়ে,
মিলাল জ্ঞান ধরম ভকতি ॥
দৃষদ্বতী পারে, সরস্বতী ধারে,
ব্রহ্মর্ষি সবে ব্রহ্মমতি।
পরম ব্রহ্ম গানে, চরম ধর্ম্ম জ্ঞানে,
জগতে দেখাল পরম মুকতি ॥

(সত্য কালের কথা।)

জাহ্নবী-ধারে, গোমুখী হরিদ্বারে,
কঙ্খল, কনোজ, হস্তিনা বসতি।
ধর্ম্ম কর্ম্ম যাগে, শঙ্খঘণ্টারবে,
পতিত পাবনী ভাগীরথী ॥

(ত্রেতা যুগের কথা।)

যমুনা জীবনে, মথুরা বৃন্দাবনে,
পূর্ণব্রহ্ম সনে হ্লাদিনী শকতি।
বেণু বংশী গানে প্রেম ভকতি তানে,
যমুনা করিল উজান গতি ॥

(দ্বাপর যুগের কথা।)

আহা কি বিভ্রাটে, ভারত ললাটে,
চক্রে ঘুরাইল নিয়তি।
কুরুক্ষেত্র যোগে, রক্ত বালু মাঝে,
বিলুপ্ত হইল সরস্বতী ॥
শস্ত্র শাস্ত্র জ্ঞান, হৈল অন্তর্দ্ধান,
রাখিল মূর্খতা ভীরুতা সংহতি।
জ্ঞান বিনা ধরম, জ্ঞান বিনা প্রেম,
নীরস কর্কশ অধোগতি ॥

সরস্বতী ধার, বহেনা হৃদয়ে আর,
ত্রিবেণী দ্বিবেণী পরিণতি।
ছিন্ন তন্ত্রী লয়ে, অশ্রু বিসর্জ্জিয়ে,
ঐ শুন কাঁদে মাতা ভারতী ॥
পুরাতন যন্ত্রে, ছিন্ন জ্ঞান তন্ত্রে,
আর কি হয় রে স্বর-সঙ্গতি ॥
ধরিতে ধর্ম্ম গান, ভুলে রে ভকতি তান,
জ্ঞান পঞ্চম বিনে দুর্গতি ॥
বক্ষে বহে দ্বিধারা; চক্ষে বহে দ্বিধারা,
সর্ব্বাঙ্গে বহে রে স্রোতস্বতী।
আপন বিরাগে, করুণার রাগে,
ঝরণার মত ঝুরে ভারতী ॥
থাক রে সুসন্তান, রাখরে মায়ের মান,
প্রেম ধর্ম্ম কর জ্ঞানের যুকতি।
সারি দেহ যন্ত্র, যুড়ি দেহ তন্ত্র,
হৃদয়ে বহাও পুন সরস্বতী ॥
আবার একান্তে, পতি পদ প্রান্তে,
বসিয়া মাতা স্থিরমতি।
নারায়ণ রাগে, পূর্ব্বের সোহাগে,
গাহুক ভগবতী ভারতী ॥

শুক-শারী সংবাদ।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ রোজগারি ছেলে,
সারী বলে, আমার রাধার গয়না দিবে বলে,
রোজগার কিসের লাগি।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চষমা শোভে নাকে,
সারী বলে, আমার রাধায় খুঁটিয়ে দেখবার পাকে,
নইলে পরবে কেন ?
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের দাড়ী দোলায়িত,
সারী বলে, আমার রাধার চিরুণী চালিত,
নইলে জট্টা হ'ত।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চেন ঝলমল,
সারী বলে, আমার রাধার গোটের নকল,
কেবল এপিট ওপিট।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের অ্যালবার্ট টেরী,
সারী বলে, আমার রাধার সিঁথির [illegible],
টেরী গেল কোথা।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ কভু হ্যাট কোটধারী,
সারী বলে, রাধার তখন ঘেরাল ঘাঘরি,
সে যে রাই নাগরী।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ সাম্যগীতি গায়,
সারী বলে, আমার রাধায় ভুলাবারে চায়,
নইলে বিষম দায়।
শুক বলে, কৃষ্ণ আকুল স্বাধীনতা-তরে,
সারী বলে, তাইতে রাধার কোটালি সে করে,
এই দিনদুপরে।
শুক বলে, কৃষ্ণ করেন নারীর উদ্ধার;
সারী বলে, নৈলে মন পেতো কি রাধার।
হতো পায়ে ধরা সার।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ কোমৃত তন্ত্র পড়ে,
সারী বলে, আমার রাধার পূজা করবে বলে,
কোমৃত রাধাতন্ত্র।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ হবে বলন্টিয়ার,
সারী বলে, আমার রাধা তাতেও আগুসার,
যমুনায় ঢেউ দেখেছ।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ যোগ শিখিতে চায়,
সারী বলে, আমার রাধা মন্ত্রদাতা তায়,
সে যে মন্ত্রগুরু।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ লেখে নবেল নাটক,
সারী বলে, তাতে রাধার গুণেরই চটক,
তাই পড়ে পাঠক।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন গায়,
সারী বলে, বিনোদিনী মহাপ্রভু তায়,
নৈলে ভজবে কেন।
কবি বলে, শুক সারীর বিবাদ সে অনন্ত যমুনা,
গোটা দুই কথা মাত্র দিলাম নমুনা।
বলি, লাগলো কেমন?

ললিত—ঠেকা।

কত নিদ্রা যাবে মা গো রাজরাজেশ্বরি!
তোপচক্ষু মেল মা গো রোগ পরিহরি॥
চৌদিকে সন্তানগণ, [illegible] বিনা ম্রিয়মান,
শ্রীমুখ নেহারে সবে মুখ মুখ করি;
[illegible] করুণা কটাক্ষপাত,
[illegible] জগত-ঈশ্বরি।

আকাশের কোলে ওই নব জলধর,
কেমন নয়নভরা রূপ মনোহর
তোরা যাবি ওর কাছে, যাবি যদি আয়,
আঁকা বাঁকা দেহখানি ওই দেখা যায়।
কাছে গেলে জলধর দিবে জলধার,
তৃষিত তাপিত হিয়া জুড়াবে সবার।
কত রামধেনু সবে দিবে হাতে হাতে,
তোরা যাবি যদি আয়, আমাদের সাথে।
আকাশের কোলে ওই নব জলধর,
কেমন নয়ন-ভরা রূপ মনোহর।

ওরে আকাশের পাখী, কেন চাস্ জল,
আশে পাশে জলধর (তোর) করে টল টল,
শুনিয়াছি তুই নবঘনবারি বিনা,
আর কোন বারি তুই পান করিবি না।
তবে কেন বার বার চাস্ তুই জল,
হিয়াতে বাজে রে, হই পরাণ বিকল।
মরা মানুষের কথা মনে পড়ে, পাখী,
বিঁধ না হৃদয়ে আর বার বার ডাকি।
তোর কি জলের দুখ ও ফটিক জল,
আশে পাশে জলধর (তোর) করে টল টল।

'যে যাবার সে যাউক', পুরবীতে বলে,
আমি ত যাব না কভু যমুনারি জলে।
যমুনার জলে আমি ছায়া দেখিয়াছি,
সে অবধি যমুনার কূল ছাড়িয়াছি;
ছায়ার মায়ার বলে হই আন-মনা,
যে যাবে সে যা'ক জলে, আমি ত যাব না।

বাউলের গান।

তপ, যপ, যাগ, যজ্ঞ, কার তরে মৌন উপবাস।
কার তরে তের পার্ব্বণ, করিস্‌রে তুই বার মাস
রুক্ষু চুলে গাঁট্টা মাথে, লম্বা নখে ঊর্দ্ধ হাতে,
ধূনি জ্বেলে বৃষ কাঠে, গাছতলাতে করিস্ বাস
কেন ধূনি জ্বেলে বৃষ কাঠে,
গাছ তলাতে করিস্ বাস।
ছাই মুখে, চিমটে কাঁধে,
গাঁজা টেনে নেশা [illegible]

গৃহিণী বদলে গহনা ভিখারী,
ভায়ের বদলে শালা।
কুটুম্ব বদলে কুপোষ্য জুটেছে,
ব্যভারে ঝালাপালা॥
সঙ্গীত বদলে সঙ্গত আছে,
তানলয় বদলে তাল।
আমোদ্ বদলে মদের বোতল,
জলে খোয়ায়ে গাল॥
নমস্কার বদলে আবিষ্কার হয়েছে,
মাথা নাড়া নাড়ি।
আলিঙ্গন বদলে হস্তকম্পন,
পঞ্জা নড়া নড়ি॥
ক্ষমতা বদলে সমতা হয়েছে,
সমান মিছরি মুড়ি।
রক্ষক বদলে ভক্ষক জুটেছে,
(দেয়) পনের বদলে বুড়ি॥
পঞ্চায়ৎবদলে লাঞ্ছনা হয়েছে,
জজের গোলাম জুরি।
শাসন বদলে শোষণ চলেছে,
দেহি দেহি ভূরি॥
রাজত্ব বদলে বাণিজ্য হয়েছে,
কোটির বদলে লক্ষ।
অযুত বদলে নিযুত লইয়া,
ভাণ্ডার ভরিছে যক্ষ॥
সর্ব্বস্ব বদলে সভ্যতা পেয়েছি,
চক্ষু থাকিতে অন্ধ।
কঙ্কণ বদলে অক্ষয় গাইছে,
কাব্যের বদলে ছন্দ॥

পূর্ণিমায় বংশীরব।

রাসের গানের সুর।

সুধা পানে সুধাকর, আজি অকাতর,
বিমানে বহিল বন্যা, তর তর তর।
চঞ্চল তারকায় করে টলমল,
ঝিমিকি ঝিমিকি ডুবে, উঠে ঝলমল,
মজিল জগৎ বুঝি সুধার বন্যায়—
বাহুড়ে বল্লরী ধরি তরু শিহরায়।
চলিয়া সুধার বন্যা যমুনার জলে,
শতধা গরবী চাঁদ নাচি নাচি চলে।
কাঁপে জল, কাঁপে বন, কাঁপে সমীরণ,
বুঝিরে বুঝিয়ে কাঁপে অই বৃন্দাবন।
না না!—অই গরজে গভীর সব স্থির স্থির স্থির
বাঁশী বায় শ্যাম রায় ধীরি ধীরি ধীর,
সারি গামা পাধা নিশা ফুকে ফুকে বাঁশী,
পূরিণিমা রাধে নিশা শরতের আজি,
আজি কাত্যায়নী ব্রত হবে উদ্যাপন
ব্রত ভুলি ঘুমে ঢুলি আছ কি কারণ।
সারি গামা পাধা নিশা গামা সারি পাধা
শারদিম ব্রত নিসা কাঁহা তুহু রাধা।
বাঁশী বায় শ্যাম বায় ধীরি ধীরি ধীর,
অই গরজে গভীর সব স্থির স্থির স্থির।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ নষ্ট চন্দ্র আকাশে ঐ খানে,
ডুবেছে সুধার বন্যা বংশী স্বর তানে।
কালামুখী কালিন্দী তু ছাড় রঙ্গ ভঙ্গ।
নিচল নিথর শুন সুতান তরঙ্গ।
না কাঁপ, না কাঁপ লতা, না শিহর তরু,
অভয় দিতেছে বংশী ভয় ফিরে অরু।
(তখন হলো) স্থির বন, সমীরণ যমুনার জল,
না নড়ে গাছের পাতা অতিকা নিশ্চল।
চাঁদোয়ার গায়ে আঁকা চন্দ্রমা যেমন,
নীল গগনে স্থির চন্দ্র রহিল তেমন।
টিপি টিপি হাসি হাসি নক্ষত্রনিচয়,
আঁখি কোণে কহে কথা সভয়ে অভয়।
(তখন) বংশীতে পূরিল স্বর পুন শ্যামরায়,
নিধুবন কানন রে আয় আয় আয়।
তখন বংশীকণা ব্রজাঙ্গনা চলে বৃন্দাবনে,
শ্যাম পাগলিনী সবে শ্যাম দরশনে।
জড় পাপী নাহি পারে ত্যজিতে শয়ন,
নয়ন মুদিয়া ভাবি সে বংশী-বয়ন।

ভারতীর রোদন।

ভৈরবী—একতালা।

অবোধ সন্তান তুই করিস সে আবদার।
না বুঝিলি নিজ দশা দুর্দশা আমার।

ব্রহ্মার তনয়া আমি, নারায়ণ মম স্বামী,
মহাকাল কোপে এরে পাইরে সংহার ॥
ব্রহ্মার মানস-সরে, শ্বেতপদ্ম থরে থরে
পদ্ম বনে হংস সনে করেছি বিহার।
এখন এ কালীদহে, কালো অঙ্গে রক্ত বহে,
চারি দিকে কালসর্প, গর্জ্জে অনিবার ॥
নারায়ণ-পদ সেবি, ধরায় আছিনু দেবী,
আদরের আদরিণী ছিলাম সবার।
কি পাপে পাপিনী আমি, শ্রীপদে ঠেলিল স্বামী,
নাহি জানি ভাল মন্দ কপাল আমার ॥
শিরে বসি মহাজন, লয় রত্ন রত্ন ধন,
শূন্য সব ধান্য গোলা, ত্রিশূন্য ভাণ্ডার।
তবু তো রে ক্ষান্ত নহে, অঙ্গের শোণিত চাহে,
নিজস্ব সর্ব্বস্ব দিয়ে নাহি রে নিস্তার ॥
বসন ভূষণ নাই, অঙ্গে ধুলা মাটী ছাই,
রুক্ষ কেশে হয়েছেরে শিরে জটা ভার।
পিতার বিরাগে পড়ি, মাতা তোর গড়াগড়ি,
উৎসবের ছড়াছড়ি এখন তোমার ॥
থরে থরে ফুল মাল, উড়াও নিশান লাল,
বাদ্যভাণ্ড গণ্ডগোল কর অনিবার।
করিস্ উৎসব মেলা, খেলিস্ যে কিবা খেলা,
এই কি সময় বাছা তোর খেলিবার?
শত্রু মুখে দিয়ে ছাই, তোর মুখ পানে চাই,
বয়সের চিহ্ন সব দেখিয়ে তোমার।
এমন কপাল মোর, না হইল জ্ঞান তোর,
না বুঝিলি দুঃখ দশা এ দুঃখিনী মার ॥

৺গঙ্গাচরণ সরকার।

অক্ষয় বাবুর পিতা ৺গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়ের রচিত (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর) আরও এই কয়টী গান পাওয়া গিয়াছে।

শিবের বিবাহ

পাঁচালীর সুর।

জীব শিব শিব বল রসনায়।
দেখ, মহীতে আসিয়ে, মোহিত হইয়ে,
মায়াবশে দিন তব যায় যায়।
অনাদি করুণাকর, শিব শিবঙ্কর, ভব-ভয় হর,
ভবদেবহর শিরে জটাধর, ব্যাঘ্রাম্বর ধর,

সেই দেব ত্রিলোচনে, ভাব জীব সযতনে,
শমন ভবন হবে না গমন,
তরিতে তরিবে, অনায়াসে লভিবে,
সদাশিব মোক্ষধাম সদাশিব কৃপায়।

গৌরীপুরে কি মাধুরী হায় হায়।
যিনি অচিন্ত্য কালিকা, ত্রিলোক-পালিকা
গমন বালিকা,—ভাবে খেলায়।
সঙ্গিনী সমাজ রঙ্গেতে বিরাজ,
সুধাকর যেন তারাগণ মাঝ,
আহা কিবা শোভা, ভুবন মন লোভা
ধরাতে না ধরে রূপ আভা,
নিরখি ঋষি নারদ, ভাবে অতি গদগদ
প্রেমেতে সজল নয়ন যুগল,—
বলিছে কি মায়ায়, করেছে গো মহামায়া
ভাবিলে ভাবনা ভুলে যায় যায়।

আমারে বলিলে বলিলে বুড়া বালিকা আপনি।
বয়স তোমার সম, নহে ব্রহ্মা বিষ্ণু মম,
ভেবে দেখ তুমি মম,—পিতার জননী ॥
নাতি-জ্ঞানে কত ছলে, হাস্য কর কুতুহলে,
বুড়া বুড়া আমারে বলে (তারিণী)।
কিন্তু আমি তৎপর, মিলাইব হেন বর,
বয়স পিতামহ পর, বৃদ্ধ শিরোমণি ॥

মুনীন্দ্র তুষিতে ধায় গিরীন্দ্র মোহিনী।
চন্দ্র যিনি জ্যোতি জলে, সুরেন্দ্রবন্দিনী কোলে,
নগেন্দ্র সহিত চলে, গজেন্দ্রগামিনী ॥
উভয়ের রূপ আভা, শিখর করিল শোভা
সুমেরু সমান হয় জ্ঞান।
(গিরি ধামে) উমা তাহে শিশুছলে,
হাসিছেন কুতুহলে, খেলিছে যেন অচলে,
শত সৌদামিনী ॥

গিরি নাহি জান আপনায়।
তুমি ধরাধর, অতি ভাগ্যধর, পুণ্য ধরে না ধরায়
অচিন্ত্য রূপিণী, শিবের চিন্তামণি
জীবে চিন্তে নাহি পান চিন্তামণি,

ভবচিন্তা হরা, সেই পরাৎপরা,
পিতা বলেন তোমায় ॥ (তিনি)
ভবে খেলিতে ভবেরি কারণে,
ভবানী উদয় তোমারি ভবনে,
সুরাসুর কেবা এতিন ভুবনে
তব তুল্য তুলনায় ॥ (কেবা)

একি হ'লো গো আমার।
হয়ে বাদী বিধি মম প্রাণনিধি নিল হরি মরি হায়
(বিধি) উহু মরি মরি একি অকস্মাৎ,
হৃদয়ের নাথ হলো ভস্মসাৎ,
বিনি মেঘে মম শিরে বজ্রপাত,
এ দুখ রাখি কোথায় ॥ (আমার)
স্বপনে কখন না জানি এমন,
মম প্রাণধন হবেন নিধন,
রতি সোহাগিনী, হবে কাঙ্গালিনী
ভাবি নাই ভাবনায় ॥ (কভু)

আর কি ফল বিফল জীবনে প্রাণনাথ পতি বিহনে
সুখ সম্ভোগ সকল মম সব শেষ হ'ল,
অভাগিনীর মঙ্গল কেবল মরণে ॥
সযতনে এই স্থানে চিতানল জ্বালি,
নিভাব বিচ্ছেদানল দেহ তাতে ঢালি,
যে পথে গেছেন স্বামী, সে পথে যা'ব আমি,
হব তার অনুগামী, সার ভেবেছি মনে ॥

নারদ) কি কথা শুনালি আমায় বলত পুনরায়
সদা চিন্তা করি যায়, যিনি শক্তি মূলাধার,
পায় তাঁরে পুনর্ব্বার, তাঁহারই কৃপায় ॥
যাঁর ভাবে আমি ভব ভাবে অনুরাগী,
যাহার বিহনে হয়ে আছি সর্ব্বত্যাগী,
শুন বাছা তপোধন, মম সেই হৃদিধন,
পুন হইবে মিলন, নাহি ছিল আশয় ॥

কোথায় আমি পাব ধন ওরে বাছা তপোধন।
শঙ্কর ভিখারী আমি আছে ব্যক্ত ত্রিভুবন ॥
আনিবারে সেই ধন, যাইব গিরিভবন,
অশেষ বিভব সবে তাঁহারই চরণ ধন ॥
আমি অশেষ সাধনে, পাইয়ে সে ধনে,
বিশেষ যতনে আহা কত যোগ যাগে,
মনের অনুরাগে রেখেছিলাম হৃদয় ভবনে ॥
(সেধন) সে ধন হয়ে বিহীন, হয়েছি সম্বলহীন,
নিশি দিন উদাসীন, শ্মশানবাসী সদাক্ষণ ॥

(আজি) গিরিবাসে যান হর সাজি বর।
আনন্দ অপার পরিহিত বাঘাম্বর।
শিরে শোভে শশধর,
উথলিয়ে গঙ্গাজল ঝরিছে ঝর ঝর ॥
অমর সকলে হইয়ে মিলিত।
অশেষ আমোদে কত আমোদিত,
বরযাত্রী যান সবে বরের সহিত,
যাহার বাহন যেই তাহাতে করি ভর ॥
ধাধুম কেটেতাক কেটেতাক বাজনা বাজিছে,
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ,—
তাতা থৈ থৈ ভূতগণ নাচিছে,
বম বম গালবাদ্য সকলে করিছে,
কোলাহলে কুতুহলে বলিছে হর হর।

নাহি হেরি সহচরি হেন বর।
(কভু) ভুবন ভিতর ॥
অতি বুড়া দন্ত নড়ে, এলো আবার এঁড়ে চড়ে,
মেখেছে চন্দন ছেড়ে, ভস্মেতে কলেবর ॥
যেমন বরের অপরূপ রঙ্গ,
মিলেছে তেমনি ভূতগণ সঙ্গ,
শিরোপরি জটাভারে কোঁপায় ভুজঙ্গ,
দেখিয়ে আতঙ্কে অঙ্গ কাঁপিছে থর থর।

রাণি, কেন মনে ভয়,
এরা ভূত যত অসামান্য ভূত,
নারী অভিলাষী নয় ॥
যিনি সদা সদ্যভূতে অভিভূত
বুঝিতে অদ্ভুত স্বয়ং সম্ভূত,
কৃপাতে পেয়েছে এই সব ভূত,
সেই দেবের পদাশ্রয়।

কিবা করিছে বরণ।
বরে ঘেরে যত এয়োগণ,
চাঁদের মণ্ডল যেন ধরাতে ভ্রমণ॥
মাথায় বরণ ডালা, লয়েছে কোন বালা,
মল্লিকা মালতী মালা, খোঁপায় সুশোভন।
কোন কোন রমণী, দিতেছে উলু ধ্বনি,
শঙ্খ লয়ে কোন ধনী, বাজায় সঘন।

ছি ছি এ কেমন বর লো!
আই মা লাজে মরি যাব কোথা,—
দেখে উহার ঠাট নাট গায়ে আসে জ্বর লো॥
বিয়ের বেলা এয়োর মাঝ, দেখাইল ভাল সাজ,
শাশুড়ীকে নাহি লাজ, হ'লো দিগম্বর লো॥

কি করিলে পাগলে বর আকুলিত খেদে মন।
অকূল পাথারে আজি ভাসাইলে উমাধন॥
নারদের কথায় ভুলে, আনি অতুল বাতুলে
তাহারই করে করিলে স্বর্ণলতা সমর্পণ।
ভেবে ছিলাম ভাল বরে, কন্যা দিব সমাদরে,
সে সাধ গেল অন্তরে হ'ল অন্তর দহন।

না জানি পাষাণি আজি কেমন প্রমাদ ঘটায়।
হর মোক্ষ পদাশ্রয় কিন্তু নিজে একি বিষম দায়॥
যাঁরে পূজে প্রজাপতি, যিনি মম প্রাণপতি,
কটুভাষ তাঁর প্রতি, কভু নাহি সহে আমার॥
দক্ষালয়ে যাঁর নিন্দায় ত্যজেছিলাম মম কায়,
হিমালয়ে সেই দায়, ঘটে বুঝি পুনরায়॥

নবজীবনের গান।

ভৈরব—একতালা।

ভোর হইল, জগত জাগিল,
চেতনে চাহিল নারী নর,
মধুর তানে, বিভুর গানে,
বিহঙ্গকুল ছাড়ে স্বর।
উদিত গগনে, লোহিত বরণে,
তিমির নাশন দিবাকর,
আলোকে ভাসিছে, পুলকে হাসিছে
নিখিল নাথের চরাচর।
অচল, অসাড়, অটল পাহাড়,
সম্মুখে হেরিয়া প্রভাকর,
চমকি চাহিল, থমকি রহিল,
ঝকমক করে গিরিবর।
মাঠেতে রাখাল, গোঠেতে গোপাল,
শ্যামলে ধবল মনোহর,
বেণুর বাদনে, ধেনুর চারণে,
শ্রবণ-নয়ন-তৃপ্তিকর।
লতার উপরে, পাতার ভিতরে,
শাদা শাদা ফুল কি সুন্দর,
বায়ুর চালনে, প্রভুর চরণে,
প্রণিপাত করে ভক্তিভর।
সরসী-শোভিনী, রূপসী নলিনী,
পরশি কোমল রবিকর,
ত্যজিল শয়ন, তুলিল বয়ন,
ঝরিছে নয়ন ঝর ঝর।
সুগন্ধ লইয়ে, সুমন্দ বহিয়ে,
শীতল সমীর সুখকর,
শাখীরে নাড়িল, পাখীরে বলিল,
যাও যাও দিক দিগন্তর।
জাগিল পাখী, জাগিল শাখী,
হেরিল লতারে হৃদি পর,
বনের লতা, মনের কথা,
বলিছে কাঁপিছে থর থর।
ধানের কলায়, গাছের পাতায়,
মোতি ছড়াছড়ি অজস্র,
প্রতুল ঐশ্বর্য্য, অতুল আশ্চর্য্য,
এ রাজ্যেরই যোগ্য রাজ্যেশ্বর।
অনন্ত কেতন, অচিন্ত্য চেতন,
মহান্ বিশাল বিশ্বধর,
সমগ্র জীবন, প্রণয় ক্রীড়ন,
ললিত ভৈরব মহেশ্বর॥

হারাণচন্দ্র রক্ষিত।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ১২৭২ সালের আষাঢ় মাসে ২৪ পরগণার মজিলপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺ হরিদাস রক্ষিত। 'কর্ণধার' পত্র সম্পাদন প্রভৃতির পর বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে কর্ম্ম গ্রহণ এবং স্বর্গীয় মহাত্মা যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু মহাশয়ের সহায়তায় ইঁহার উন্নতির সূত্রপাত। চারিভাগ বাঙ্গালা 'সেক্সপিয়ার' এবং 'বঙ্গের শেষ বীর' 'রাণী ভবানী প্রভৃতি উপন্যাস প্রণয়নে ইঁহার যশঃসৌরভ এখন দিগ্ব্যাপ্ত। বিগত ১৩০৯ সালের ১৭ই পৌষ (১৯০৩ সালের ১লা জানুয়ারী) সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উৎসব উপলক্ষে ইনি 'রায় সাহেব' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপাধির সনন্দ দান-কালে তাৎকালিক ছোটলাট বোর্ডিলন বাহাদুর ইঁহার উপন্যাসাদির ভূয়সী প্রসংসা করেন। গত বৎসর বি এলে পরীক্ষার্থীর বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নিদারুণ ঈর্ষ্যার মধ্যে, খাটি সাহিত্য জীবন গ্রহণ করিয়াও, আপন অধ্যবসায়ে মানুষ কতদূর উন্নত হইতে পারে,—ইনি তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

গৌরী—একতালা।

হে ব্যথা-মদন, শ্রীমধুসূদন,
ভব-ব্যথা হ'বে কবে হে লয়
জীবে ব্যথা পায়, তুমি দয়াময়,
কেমনে তা দেখ, হইয়ে নিদয়॥
কোটি কল্প ধ'রে, যুগ যুগান্তরে,
পেয়ে আসে ব্যথা, দেবাসুর নরে,
তোমারি পূজিত ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে,
কেবা বলো হরি, ব্যথা না সয়॥
(আর) ব্যথা ব'লে ব্যথা, বিলাপের গাথা,
ধরাবক্ষ ভেদি উঠে যথা তথা,
কি করুণ স্বর, টলেও ভূধর,
(কেবল) তোমারি আসন, অটল রয়॥
তবুও তোমার নামটি 'দয়াল",
আছে হে বিদিত জীবে সর্ব্বকাল,
(তুমি) রাখ আর মার, তবুও কাঙ্গালে,
"কাঙালের হরি, বলে গাবে জয়,
তবে কেন হরি, "ব্যথাহরী" নামে,
কলঙ্ক রটাও সাধ করি জ্ঞানে,
আঁধারে ডুবাও অজ্ঞানে অধমে,
কোলে টেনে লও, করুণাময়॥

সিন্ধুকাফি—যৎ।

(ওমা) কত খেলা জান তুমি,
তোমার খেলা কে বুঝতে পারে।
যে বলে বুঝেছি আমি,
পদে পদে সেই মা হারে॥
(আমার) বুদ্ধির মুখে দিয়ে মা ছাই
ঘুচাও যত আপদ বালাই,
বুদ্ধি ধ'রে যেই চ'লে যাই,
পাঁচ ভূতে মা বেঁধে মারে॥
(আর) মার খেতে পারি না তারা,
পায়ে রাখ মা শিব-দারা,
হয়েছি যে দিশে হারা, মুক্তি যে এ কারাগারে॥

ভৈরবী—যৎ।

(ওমা) পারি না আর বইতে বোঝা,
আমার মনের মানস বেড়েনে।
ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি, দে মা আমায় ছুটী দে॥
ঘরের ছেলে ঘরে যাই মা,
আর বিদ্যেতে কাজ কি শ্যামা,
যার চায় তাদের দেনা, আমার গরব বাড়েয়ে।
আর বাড়িয়ো না পায়ে পড়ি,
খাওয়াবে কে বিষের বড়ি,
কেউ দেওয়াবে হাতে দড়ি,
তখন তাদের ঠ্যাকায় কে॥
দশ হাতেই ঢের দিয়েছ,
দু'হাতে আর দিবে কত,
গুটিয়েছ হাত, বেশ ক'রেছ,
(এখন) তাদের আদর পলাই গে॥

আর লোভ দেখাস্ নে তারা,
আবার হ'বো আপনা হারা,
দোহাই তোর—সারাৎসারা—
আর যেন না আসে সে।
(ওমা) পারি না আর বইতে বোঝা,
আমার মনের মানস কেড়ে নে॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

মার ভাবনা মায়ে ভাবে,
তুমি আমি কি করতে পারি।
মায়ে কাঁদায়, কাঁদি, হাসায়-হাসি,
কলের কাজ যেন কলে সারি॥
(মন) ভুলোন রে, অহঙ্কারে,
'আমি করি'—ভেবোনা রে,
করান্ তিনি ব্রহ্মময়ী,
(তাই) কখন্ জিতি কখন্ হারি।
হারা জেতা কান্না হাসি,
সর্ব্বঘটে সেই সর্ব্বনাশী,—
প্রাণ কাড়ে, কখন্ বাজিয়ে বাঁশী,—
কালো কালা চিন্‌তে নারি।
মার ভাবনা মায়ে ভাবে,
তুমি আমি কি করতে পারি॥

পিলু-বারোঁয়া—ঠুংরি।

মায়ের কৃপার নাইরে তুলনা।
যে জেনেছে সেই মজেছে,
আন্‌বে ফিরে আর জনা।
শিশু না আসিতে ভবে, মাতৃস্তনে দুগ্ধ হবে,
যা পিয়ে সে বেঁচে রবে,
করবে মায়ের সাধনা॥
ভুলে' জীব এ সূক্ষ্ম কথা, ঘুরে বেড়ায় হেথা সেথা,
পাঁচ ভূতে তার খায়রে মাথা,
(বলে) কোথা মা তোর করুণা ;—
মার চেয়ে করুণা কার,
'ডাইন' খ্যাতি আছে যে তার,
আমি তার ধারি না ধার,
[illegible] মা॥

সুরট-মল্লার—একতালা।

(মাগো) আর কত কাল, এ ভব-যন্ত্রণা।
যাতায়াত ক্লেশ, হবে নাকি শেষ,
জনমে জনমে আর যে পারি না॥
ছেঁড় কর্ম্ম-ফাঁস, জীবনের ত্রাস,
অশান্তি উদ্বেগ ভাবনা হুতাশ,
কত দূর মায়া, দে মা পদছায়া,
মিটেছে আমার সংসার কামনা॥
দেখি মা নিয়ত আসে যায় কত,
জলবিম্ব সম ফোটে ডোবে শত,
গ্রহ তারা খসে, পুন চাঁদ হাসে,
সে হাসিতে মন প্রবোধ মানে না॥
কেঁদে কেঁদে হায়, হয়েছি পাষাণ,
জীবন যেন গো বিজন শ্মশান,
সয়েছি বিস্তর, বিপদ দুস্তর,
সকলি ত জানো, তুমি ত্রিনয়না,
(আর) কাজ নাই খেলা, পড়ে এল' বেলা,
চাহি না জিতিতে, (এবার) হারিবার পালা,
ধীরে ডুবে মোর অদৃষ্টের ভেলা,
হায়রে পাষাণি, তোরিত ছলনা॥

সাধ কি পূরিবে, আশা কি মিটিবে,
তেমন কপাল আছে কি মোর।
কি জানি কি হবে, এ ভাব কি রবে,
তাই ভেবে পড়ে নয়ান লোর॥
এ মধু যামিনী, এমনি কি যাবে,
প্রেমের মুরতি হৃদয়ে রাজিবে,
ওই মুখ চাঁদ এমনি হাসিবে,
ঢুলু ঢুলু রবে আঁখির ঘোর॥

সাধের জীবনে, সাধ ক'রে কেবা,
হৃদয়ে বিষাদ জাগে রে।
অভাগা বড় সে, বঞ্চিত হয়েবে,
দারুণ তরাসে, রহে গো যে।
বেঁচে ম'রে থাকো, কাজ কি সে বেঁচে,
হওরে যবন, হেসে খেলে নেচে,
মুছ আঁখি-লোর, বাঁধ প্রেম-ডোর,
[illegible]॥

মেঘ—একতালা।

এই ত মা দিন এসেছে তোমার,
বৈধব্য জীবন ব্যথা সহিবার,
ব্যথা পেয়ে ব্যথা ঘুচাবে ধরার,—
এ সৌভাগ্য কার হয় গো জননি!
যা করেন বিধি মঙ্গল-কারণ,
জেনো পতিব্রতে, মনে অনুক্ষণ,
বিধবা বলিয়ে ভেবনা কখন,
পাষাণ তোমার হ'য়েছে পরাণী
ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে দেবত্ব দেখাবে,
দান ধ্যানে পুণ্যে ভারত মাতাবে.
অন্ন পেয়ে লোকে উচ্চকণ্ঠে গাবে,
অন্নপূর্ণা নামে 'জয় মা ভবানী'॥
উন্নত প্রথায় কর লোকহিত,
মাতৃস্নেহে কেহ না হবে বঞ্চিত,
সমগ্র জগৎ হবে মা স্তম্ভিত,
করুণায় তব, করুণারূপিণি!
শৈশবে এঁকেছে যে করুণা ছবি,
হৃদয়ে রেখেছ, যে প্রতিভা রবি,
বর্ণিতে না পারে কোন ভক্ত কবি,
এমনি মা তুমি মানস-মোহিনী।
ত্যেজে' ধরাসন, মেল মা নয়ন,
কে বলে তোমার নিষ্ফল জীবন,
দয়া ধর্ম্মে কর ব্রত উদ্‌যাপন,—
হে শুভে, সাধিকে, সুব্রতধারিণি!

চারুচন্দ্র রায়।

যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগ্রামের নিকটবর্ত্তী বৈরামপুর নামক গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি কায়স্থ-বংশোদ্ভব। ইহাঁদিগের আসল পদবী "পার্জিত," কিন্তু ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ নবাবী আমলে রায় উপাধি প্রাপ্ত হন বলিয়া তদবধি রায় উপাধি-তেই খ্যাত। 'সুকন্যা কাব্য,' 'রমণী' 'হাস্যার্ণব' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। মাসিক পত্রিকায় ইনি নিয়মিতরূপে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। "মঙ্গলালী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

রূপক।

কোথা শ্রীমধুসূদন, আমায় রাখ হে পায়।
হরি! দেখা দাও, বিপদ ঘুচাও প্রাণে বল দাও,
মুখ তুলে চাও, দয়ার নির্ঝর তুমি--প্রেমসুধাধার,
আমার ভালে কি গরল ঢালিবে সুধার-আধার!

ঠুংরি।

তবে কোন্ দোষে, কিবা রোষে,
দাসীরে ঠেলিছ পায়। কোন্ শাপে,
পাপে মনস্তাপে, হ'লে হে পাষাণপ্রায়॥
তুমি সহায় সম্পদ, নাশ হে বিপদ,
তুমি না রাখিলে হরি,
কেমনে উদ্ধারি আর, কাতর অন্তরে হায়!
ডাকি হে তোমায়॥

একতালা।

এ ঘোর বিপদে হরি, আজি তার' হে আমায়।
তুমি অনাথের হে সহায়॥
তব করুণার বারি, ওহে ভবভয়হারি,
চেয়ে আজি হায়,
আকুল হিয়ায়, তৃষিত চাতক-প্রায়!
আজি নিবার' বিপদ শ্রীপদধূলায়॥

মোহিনী বাহার—জলদ্ তেতালা।

বন কুসুমিত, কুঞ্জ মুঞ্জরিত,
গুঞ্জে অলিকুল ফুলে ফুলে।
সুখে তরুপরে, কোকিল-কুহরে,
মলয়ানিল বহে মৃদুলে। শ্যাম তরুকোলে,
শ্যাম লতিকা দোলে, পাপিয়া গাহে কুতূহলে।
স্বচ্ছ সরোবরে বিহঙ্গ বিচরে,
সোণার তরঙ্গ চলে কলকলে।
সুখে কমল হাসিছে সলিলে॥

কুকুভ—যৎ।

নিরখিলে যায়, উল্লাসে হৃদয়,
তারে কেন বিধি নাহিক মিলায়॥
হেরিতে যে চাহে, মম প্রাণ কাঁদে,

তাহার বদন, স্মরি অনুক্ষণ,
তার তরে সদা বরষে নয়ন,
সেজন বিহনে, বাঁচি না যে প্রাণে,
ভালবেসে শেষে হ'ল একি দায়॥

লুম্ ঝিঁঝিট—পোস্তা।

কেমনে ভুলিব বল সে বিধুবদনে;
সেরূপ জাগিছে মনে শয়নে স্বপনে॥
হৃদিপটে আঁকি যারে, রেখেছি যতন ক'রে,
মুছিব সে ছবি আজি বল কোন পরাণে।
নিরাশা আঁধার মাঝে—আশার প্রদীপ সে যে,
সে দীপ নিবাতে হৃদি দহে দুখদহনে॥

ভৈরবী—টিমে তেতালা।

মন যারে ভালবাসে কেন তারে নাহি পায়।
যার তরে আঁখি ঝরে, সে ত ফিরে নাহি চায়॥
কি চ'খে দেখেছি তারে, সদা জাগে আঁখিপরে,
হৃদি-ভরা প্রেম-নদী সদা সে সাগরে ধায়।

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

"নন্দবংশোচ্ছেদ" নাটক ও "শক দুহিতা" উপন্যাস প্রণয়নে এবং বিবিধ সাময়িক পত্রের লেখক রূপে ইনি সাহিত্য-সংসারে পরিচিত। বয়ঃক্রম প্রায় ৬৫ বৎসর। প্রবীণ লেখকদিগের মধ্যে ইনি সুপ্রসিদ্ধ।

পরজ—ঝাঁপতাল।

অমর কেনরে মর মরণ ভয়ে।
মরণেরে মেরে ফেল, আপনার পানে চেয়ে।
যে মরিবে তার তরে, মর কেন চিন্তা করে,
ভ্রান্ত কেন ভুলে থাক বহিরঙ্গ লয়ে।
নিজ দোষে হয়ে নষ্ট, হয়েছ যে স্বর্গভ্রষ্ট,
আর কেন পাও কষ্ট, মোহ-হ্রদে মগ্ন হয়ে।
নির্ব্বাসিত হয়ে তুমি, এসেছ এ মর্ত্ত্যভূমি,
[illegible] হবে, চলে যাবে নিজালয়ে।

ভৈরব—একতালা।

নাচিয়ে গাইয়ে, বংশী বাজায়ে, নটবর যদুরায়।
সহ ধেনুগণ, প্রফুল্ল বদন, চঞ্চল পদে ধায়॥
যুগল চরণ রাজীব রাজে, মৃদুল মধুর নূপুর বাজে,
মাথায় মোহন চূড়া সাজে,
রবিকরে শোভা পায়।
বাজায়ে বিনোদ বাঁশী, রাধিকা হৃদয়ে করে উদাসী,
মোহিত সব গোকুলবাসী, গো-কুল নীরব তায়॥

বসন্ত বাহার—আড়াঠেকা।

সাধে কি প্রেয়সী শশী, তোমায় এত ভালবাসি,
কে কোথা দেখেছে হেন নিরুপম রূপরাশি॥
অনিল তাড়িত কেশ, বিমল কপোল দেশ,
পুনঃ পুনঃ পরশিছে, কিবা শোভা পরকাশে॥
কিবা রূপ মনোহর, শরতের শশধর,
অধর অমিয় ময়, মরি কি মধুর হাসি॥
হেরি জ্ঞান হয় হেন, প্রভাতের পদ্ম যেন,
ভ্রমিছে ভ্রমরবৃন্দ, মকরন্দ-অভিলাষী॥

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

জন্মস্থান ২৪ পরগণা কাঁঠালপাড়ায়। পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিম চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ইনিও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, ইনিও 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদন করেন, ইনিও উপন্যাস প্রভৃতি রচনায় সুপ্রসিদ্ধ। ইঁহার জাল-প্রতাপ চাঁদ, কণ্ঠমালা, সঞ্জীবনী সুধা প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ্ মধ্যে পরিগণিত। ১৩০২ সালে প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে ইঁহার লোকান্তর হয়।

পিলু—খং।

আগে যদি জানিতাম কপাল আমার।
দলিতাম আশালতা অঙ্কুরে তাহার॥
যত পে'ল আঁখিজল তত হইল প্রবল,
এখন লতান্তরে তরু মরে, কে করে বিহিত তার॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

প্রণয় মোর সাগর তুল, মেকি অনাদরে শুকাবার।
বর্ষণে তারু অনল বলি, না ভাজে সাগর মাঝার॥
[illegible]
[illegible]

কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়।

ইনি একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। বাল্যকাল হইতে সঙ্গীতরচনায় অভ্যস্থ ছিলেন। হিন্দু দেবদেবী সম্বন্ধে বহু গান রচনা করিয়াছেন। ইঁহার রচিত সকল গানই ভক্তিরসপ্রধান।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

সরল তরল তব বারি। (মা গঙ্গে,)
যে পরশে পায় হরষে, সুখ মোক্ষ গতি তারি।
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ম'লে যদি তব জল মেলে,
তারে দাও পরকালে, শুভগতি শুভঙ্করি॥
জ্ঞানে মোক্ষ অজ্ঞানে নয়, যে মুনি এমনি কয়,
দে'খে তার ভ্রমচয়, দূর হ'তে প্রণাম করি ;—
সগরবংশ-প্রাণ নাশি, অজ্ঞানের রয় ভস্মরাশি,
তব জীবন পরশি, উদ্ধার হয় সবারি।
জল ভূচর খেচর, স্থাবর কীট চরাচর,
বাল্মীকি মতে প্রচার, তব নীরে যায় তরি।
যথা স্থানে মৃত্যু হ'লে, অস্থি তোমায় সমর্পিলে,
মুক্ত হয় অবহেলে, নাশ পাপ তাপ তারি।
শুভ তিথি যোগ পেলে, একজনের স্নানের ফলে,
তার বহু কোটি কূলে, সশরীরে যায় উদ্ধারি॥
পঞ্চ উপাসকের লোকে, পরস্পর বিরোধ থাকে,
কিন্তু তব বারি দেখে, অবিরোধে ভক্তি ভারি॥

ভূপালী—কাওয়ালী।

ভাগীরথি; কর গতি এ দীনে।
শমনে কেমনে, এড়াব মা তোমা বিনে॥
পতিতোদ্ধারিণী জেনে আশ্রয় লইলাম চরণে,
মা, ত্রাণ কর অন্তক-শাসনে।
তব তীরে বাস ক'রে, তব নীর পান ক'রে,
অবনীরে ত্যজি বিনা সাধনে।
ওমা, আর যত দেব দেবী,
অসাধ্য যোগেতে সেবি,
দয়া হয় কি না হয় কে জানে,
এবার শরণ লইলাম তব জীবনে ;
জেনে অজাজল তার গতিবিহীনে॥
সুরধুনি ত্রিপথগে, আমারে মা [illegible]
[illegible]
মা, উপহার নাহি দিলে,
তোমায় পূজি তোমার জলে,
বিল্বদলে তব জলে যতনে॥
যায় পিতৃলোকে, তব তুষ্টি সাধনে ;
ধর মৃত দেহ নির্ব্বিকার তরঙ্গে॥

সুরট—কাওয়ালী।

কিবা লহরী আ মরি,
ধরিলে সুখদা রূপ পাপবারি বারি॥
ও বারি সবারি হয় পরশিতে সুখকর,
হরিষে ধরে নীরে শিরে গঙ্গাধর,
তুমি উদ্ধার জনে, দরশনে পরশনে, মা,
তব সত্ত্ব গুণে দেহ ত্যজি তারি'।
ভীষ্মজননি গো মা, বিশ্বজননী হ'লে,
দৃশ্য অদৃশ্য জনে সকলে কর মা কোলে,
শ্রীহরি পদোদ্ভব, সত্ত্বগুণ সম্ভব,
বারিতে পূজিতে তব শিবনারি, নারি,

রামকেলী—তিয়ট।

প্রণমামি গণরাজ, গজানন বিঘ্নরাজ,
দৈব কর্ম্ম অনুষ্ঠানে তুমি প্রভু সর্ব্বাগ্রজ।
হেরম্ব সঙ্কট-ত্রাতা, বিনায়ক বুদ্ধিনেতা,
সিদ্ধিদাতা বিঘ্নত্রাতা, তব চরণ-পঙ্কজ।
খর্ব্ব স্থূল লম্বোদর, বৈমাতুর কৃপা কর,
বিঘ্নহর; বিঘ্ন হর, দেহি দীনে পদরজ॥

ললিত-বিভাষ—একতালা।

বম্ বম্ বম্ হর হর হর,
শিব শিব শিব মহাদেব।
শর্ব্বাদি ঈশান, অষ্ট অভিধান,
তন্ত্রোপকরণ আপনি সব।
হর ব'লে করি মূর্ত্তি আহরণ,
মহেশ্বর নামে তোমারি গঠন,
শূলপাণি বাণী প্রতিষ্ঠা করণ,
পিণাকধৃক্ আবাহনে তব।
পশুপতি ব'লে করাইয়ে স্নান,
শিব শিব শিব তোমারি অর্চ্চন,
মহাদেব বলি করি বিসর্জ্জন,
[illegible] পঞ্চম পরে এই স্তব।

হর হর হর ত্রিতাপহারী,
স্থূল সূক্ষ্ম কারণপুরী ত্রিপুরারি,
আকার উকার মকার শেষে স্থিতি যারি,
সৃষ্টি স্থিতি অন্তে সদাশিব।
করিলে ত্রিবার শিব নাম উক্তি,
একেবারে দেন জীবেরে মুক্তি,
অপর দুবারে শ্রুতির যুক্তি,
ঋণী হন তারে পালিতে ভব।
ব্যাপক বস্তু পরিচ্ছেদ্য ভাবে,
আবাহন বিসর্জ্জন নাহি সম্ভবে,
সর্ব্ব ঘটে স্থিতি কেবা আরাধিবে,
তুমি যজমান তুমি হে শিব॥

আলাইয়া—একতালা।

আর কতদিন গিরি হে, ভুলিয়ে রবে।
ভাব না অন্তরে তুমি, গৌরীকে আনিতে হবে॥
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা গেল, শরত উদয় হল,
সারদা নাহিক এল, এ দুঃখ না প্রাণে সবে।
স্বর্ণলতা গৌরীধন, ভিখারীকে করে দান,
বুকেতে বেঁধে পাষাণ, কতকাল আর থাবে॥
মনেতে রহিল কালী, গৌরী নাকি হ'ল কালী,
আর গিরি কতকালি, শিবের ভরসায় রবে॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

আমি যে হারায়ে তারা, সকল আঁধার দেখি।
আন গিয়ে তারা আজি, নয়নতারার তারা রাখি॥
হেরিব পলক মুদি, তারা নয়ন-কৌমুদী,
তারা শশী আসি হৃদি, প্রফুল্ল করিবে আঁখি॥

ইমনকল্যাণ—আড়াঠেকা।

পরমায়ু পরম ধন, অকারণ হইল ব্যয়।
নসেবায় নধর্ম্মায় গেল, অরণ্য কুসুমপ্রায়॥
না হল ইষ্ট আরাধন, না হল মিষ্ট ভোজন,
সুখ সম্পদ বিহীন, বিফলে জীবন যায়।
অদ্য কি শত বৎসর, সংখ্যামাত্র যে তোমার,
রবে না [illegible], অবশ্য হইবে ক্ষয়॥
এই ত [illegible] গেল বহুদিন,
[illegible] অধিকার॥

কালাংড়া—পোস্তা।

শঙ্করী হল ভ্রমরী, হরহৃদি-সরোজে।
প্রমত্ত হইয়ে নিত্য, সরোজে বিরাজে॥
শ্যামা পদতলারুণে, মনোহর দরশনে,
হর-হৃদি-পদ্মবনে, ফুটিল সহজে।
ভ্রমরী বসিল আসি, মধুপানে স্বভিলাষী,
বিশুদ্ধ ভাব হেরে হাসি, স্মর লুকায় লাজে॥
কমল না হয় বাসি, নিত্যক্ষরে সুধারাশি,
পানে ভ্রমর বিলাসী, সহজে সে মজে।
কৈলাস, হতাশ হলি, তোর হৃদিপদ্ম কলি,
কবে ফুটে ঐ অলি, বসিবে তার মাঝে॥

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আমি নই পলানে খাতক।
তব ধন লয়ে হব পলাতক॥
অমূল্য ধন তব চরণ, একবার করিব দরশন,
তারা, তোমার ধন তোমায় দিয়ে,
ঘুচাই আমার প্রচুর পাতক।
কোথা বা পলাতে পারি,
ত্রিলোক তোমার জমিদারী,
না হয়, শিবকে জামিন দিতে পারি,
দেখে ত'রে যাই আপাতক।
পরকে দেখাতে হলে, লুটে নে যায় পাছে কত ক
আমি হরের ছেলে দেখব তারা,
নাহি তোমার অন্য পৃথক্॥

সুরটমল্লার—যৎ।

পাতকী চাতকী ও রে মন।
তুমি সঘনে সে ঘনরূপা, শ্যামা কর দরশন।
তৃষিত হইয়ে কেন, আছ রে চাতকী মন।
করে ঘনরূপা ঘন, কৃপাবারি বরিষণ;
এক দৃষ্টে ও চাতক, আপাতক চেয়ে থাক,
তৃষিত জনেরে দেখ, হবে কৃপা বিতরণ॥

সাহানা—আড়াঠেকা।

গাও রে মনবীণে, তারে তারে সে তারা।
তবে আমি আছে তব, তুমি সুখের সে তারা
বেঁধে সব [illegible]

শরীরযন্ত্রে বাজে তারা আদরে ;
অনুরাগে বাজ তুমি, সে সুর না হয়ে হারা।
পঞ্চমে গাও রে বীণে, তারা দুঃখহরা ;
সাহানা রাগে সুর ভরা ধীর মন,
গভীর নাদে বাজ, তারাতে কি উদারা॥

পরজ কালাংড়া—একতালা।

মন কেন তুই ভাবিস এত মাতৃহীন বালকের মত
তুই, মা হারা নয় পাহারা রাখ,
মা পাবি তোর মনের মত॥
ভবে তোয় যবে পাঠালে,
তার আগে তোর পালন ব'লে,
স্তন্যদুগ্ধ যে মা দিলে, কার এত কৃপা তার মত॥
মা পাবি তোর অন্তঃপুরে,যেও না মনভ্রান্তে দূরে,
থাক রে মন শান্ত ভরে, হয় নি তোর মা দূরগত

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন, থাক তুমি চুপটি ক'রে।
তোমায় তারা পাখী দিচ্ছি ধ'রে॥
চতুর্দ্দলে ফাঁদ পেতে মন,বসে থাক ঝাপটি মেরে
কেবল আড় নয়নে দৃষ্টি রেখো,
যেমন আস্‌বে টান্‌বে জোরে।
হৃদ্‌পিঞ্জরে ক'রে ঘেরাও,
বলবে মুখে "কালি, তরাও" ;
সে ত সকল ভাষা বুঝে,
আশার মত দিবানিশি পড়ে।
সযতনে ভক্তি ডোরে, পায়ে ধ'রে বাঁধবে তারে ;
নৈলে একস্থানে থাকে না সে যে,
জলে স্থলে সমান ফেরে॥

গৌরমল্লার—একতালা।

তার তারিণি, জনমহারিণি,
নবঘন রূপে মনোমোহিনি।
ভবের রমণী, ভবের জননী,
অন্তরে সন্তরে বর-প্রদায়িনি।
সরলে সরলা, কুমলে কুমলা,
অবলা অথচ প্রবলা বিমলা,
জান কত কলা, ও গো গিরিবালা,
নব ঘন রূপে [illegible]।

শিবের পূজিতা তুমি মা ত্রিপুরে,
শিব পূজা তুমি কর গিরিপুরে,
জগতজননী হয়ে মেনকারে,
মা বলে মানস পুরালে জননি॥

খাম্বাজ—একতালা।

মা হারালেম ভবের হাটে।
মাকে খুঁজে পাই না ঘাটে মাঠে !
মায়ে পোয়ে হারা হয়ে,
কাল কাটে কি কেঁদে কেটে।
মায়ে ভাবে বটে নাহি জান্‌তে পারি,
তা ব'লে ডাকিতে ক্লান্ত হতে নারি,
মায়ে হারা থাকি, মা মা ব'লে ডাকি,
মায়ের সঙ্গে যদি দৈব্ব দেখা ঘটে।
শুনিতে পাই মা আছে গো নিকটে,
হর নাকি তাকে রাখে হৃদিটাটে,
কথা নাহি খাটে, পাছে হর চটে,
মায়ের দেখা পেলে ধরি সটেপটে।
কৈলাস বলে কেন ভেবে মর,
বৃথা পথে পথে মা মা ক'রে ফের,
স্থির হয়ে থাক, নয়ন মুদে দেখ,
মা আছে বসিয়ে হৃদয়মঠে।
হৃদয় থানায় মাঝে পড়ে ধরা,
চতুর্দ্দিকে তার রাখ রে পাহারা,
ধরতে পারিস্ তবে, পারিতোষিক পাবে,
গুরু দিয়াছেন ঢেঁড়্‌রা পিটে॥

সুরট মল্লার—খং।

অন্নদায় অন্ন দায় বলিনে।
তুমি স্বভাবেতে দিবে অন্ন, ত্রিভুবন-পালিনে।
ভবে, আসা যাওয়া হল দায়,
পরিশ্রমে প্রাণ কাঁদায়, তব রাজ্য ছাড়া দায়,
বিদায় চাই তা দিলি নে ;—
রাজ্য ছাড়া নাহি স্থান,
কেবল মাত্র স্বচ্চরণ, সে ত মা সাধকের ধন,
সে ধন দেখালিনে।
কত দেখে ভুবন প্রতিপালন,
প্রীতিতে [illegible]
[illegible]

জড় চেতন প্রাণমন, ... ও প্রমদাদ,
দিদিনে ...... মদিনে।
ও মা, ... জেনে,
থাক তুমি ......, ... পাশে ব'সে,
থাক গুণশালিনে, উল্লাসে রও কাশীবাসে,
আদি বাস ছেড়ে কৈলাসে,
কৈলাসের কি হবে গেলে, ... দিনে ॥

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন, তোমার কি লাগ্‌ল ধাঁধা।
কালীনাম বিনে তোর আর,
কোন কাজে নাহি বাধা ॥
সংসারের বোঝা বয়ে, বেড়াও দিবা-নিশি সদা,
কেবল ভাতের কাঁঠি কালীনাম,
বইতে নারে ধোপার গাধা।
কত মার খেয়ে দুখ, পেয়ে হলিনে রে সিধা;
তবু ঘুরে ফিরে সংসারের,
সুখের আশে ফির সদা।
পরের নিন্দে পরের মলা,
নিয়ে পিঠে বোঝা বাঁধা;
ছেড়ে, কাষ্ঠ তৃণ আহার কর, কালীনামামৃতসুধা ॥

রাধারমণ কাব্যতীর্থ।

ইঁহার নিবাস ফরিদপুর কোটালী পাড়ায়। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী। কিছুকাল, গোয়ালন্দ রাজা সূর্য্যকুমার ইনিষ্টিটিউসনে হেড পণ্ডিতের কার্য্য করিয়া, সম্প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত "মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনে" সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহার রচিত গানগুলি ইঁহার নিজ কণ্ঠে গীত হইলে, শুনিয়া মোহিত হইতে হয়।

...... ভৈরবী।

...... পূজিত চরণ।
...... কারণ, ... শরণ।
...... শীতলচরিত্র,
......

জ্ঞান-সুধাকর ...... কিরণ,
শুভ্র যশোরাশি ব্যাপ্ত ভুবন ॥
তুলীয় ...... বিমল চরিত্রে,
নাতি-ললিত-সুমধুর পরম-পবিত্রে,
নেহ বিধুর-সম সজ্জন পাত্রে,
কীর্ত্তি রচনা তব নির্ম্মল জ্ঞান ॥
পর-কল্যাণ-ব্রতে তব দীক্ষা,
অন্ত-সুবোধে ...... শিক্ষা,
...... গতিহীনা,
চিরায় করুণা তিষ্ঠতু নঃ ॥

আকুল পরাণে যাচি ও চরণে,
এ সন্তানগণে ক'রহে স্মরণ।
তোমারি বিচ্ছেদে, ভাসি যে বিষাদে
তুমি বিনে আর কে করে পালন ॥
তুমি গুণময় দয়ার সাগর,
মোরা গুণহীন নিদয় পামর,
কি দিয়ে তোমায় করিব আদর,
থাকে যেন মনে এই শিশুগণ ॥
নিজগুণে যাহা করিয়াছ দান,
সে দানের কিবা আছে প্রতিদান,
আছে ক্ষুদ্র প্রাণে ক্ষুদ্র ভালবাসা,
নিজগুণে প্রভো করহে গ্রহণ ॥

যাবে নাথ বলে হ'ত যদি মনে,
বাজিত কতই প্রাণে।
আজি করিতে বিদায় এসেছি
আমরা পরম পূজিত ধনে ॥
(সেই প্রাণের পূজিত ধনে)
কত যে বেদনা বাজিছে পরাণে,
পরাণেই তাহা জানে,
শুধু আঁখি জল করেছি সম্বল উপহার ও চরণে ॥
(মোরা উপহার ও চরণে)
বিদায়েরি কথা মুখে আসিবারে
ব্যথা লাগে বড় প্রাণে,
যাও যাও নাথ পূরুক বাসনা, থাকি যেন সদা মনে
(মোরা থাকি যেন সদা মনে)

শ্রীকৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী।

পিতার নাম ৺গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নিবাস যশাই (জেলা ফরিদপুর)। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ; জন্ম ১২৮৩ সালে। ইনি শৈশবেই পিতৃহীন হন। বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুবিধা হয় নাই; ঘরে বসিয়া নিজের অধ্যবসায়ে সাহিত্য ও গণিতাদি বিষয়ে শিক্ষা করিয়া নিজ গ্রামের মধ্যে ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য করিতেছেন। ইঁহারই উদ্যোগে যশাই গ্রামে "বান্ধব সন্মিতি" নামক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইঁহার রচিত, "মালা," "অশ্রুমালা," "অঞ্জলি" ও "কাব্য-প্রসূন," এই কয়েকখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে।

আমি এসেছি এই প্রভাতে,
এই সারাটী রজনী জাগিয়া।
শুধু দেখিবারে, বারেক তোমারে,
আশায় এবুক বাঁধিয়া॥
আসিতে আসিতে হায়, গিয়াছিনু পথমাঝে,
আশার পথটী ভুলিয়া,
তাই এসেছি শ্রান্তি কাটাইয়া॥

শুধু আজকে ফিরা নয়, জীবন ভরিয়া যেতেছি ফিরে
শুধু আজত কাঁদা নয়,
ভাসিছি নিশিদিন নয়ননীরে॥
কখন কাছে বসি নীরবে চেয়ে থাকি, কখন দূরে;
শুধু আজকে ফিরা নয়, জীবন ভরিয়া,
যেতেছি ফিরে॥

কি উজ্জ্বল রূপরাশি নিরুপম এ ভুবনে।
কোন্ ভাগ্যে হেন রূপ নেহারিনু এ নয়নে॥
কে তুমি মা শ্মশানেতে, বিশ্বের জননী তুমি,
থাক মা, থাক মা তবে, উজলে শ্মশান ভূমি;
জননি, জননী তুমি স্নেহময়ী মা আমার,
শান্তি কোলে একবার অভাগারে টেনেনে॥

অজ্ঞাত।

[এই "অজ্ঞাত" শীর্ষক অংশে যে সকল গীত প্রকাশিত হইল, তাঁহাদের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কোনও কোনও গানের রচয়িতার নাম পর্য্যন্ত অজ্ঞাত।]

পরিচয় কি দিব হে তোমারে, (ও হে ও রঘুবর)
আমরা দুটি ভাই, অরণ্যে বেড়াই,
মা বিনে আর কেহ নাই এ ত্রিসংসারে।
পিতার নাম কভু শ্রবণে না শুনি,
মায়ের নাম জানকী, জনকনন্দিনী;
তিনি জনম-দুঃখিনী।
মায়ের সতত নিরখি ঝরে দুটি আঁখি,
কেবল রামনামের ধ্বনি সদায় অধরে।
স্থানাভাবে করি বনে অবস্থান,
বস্ত্র বিনে করি বাকল পরিধান,
করি করপাত্রে বারি পান;
দুঃখ বলব কি হে আর, বনফল আহার,
শয্যা বিনে শয়ন মৃত্তিকা-উপরে॥

পিলু খাম্বাজ—খেমটা।
মোহন গুঞ্জমণি রতন হারে।
নবীন জীবন নবনলিনী, দিনু তুলিয়া তব করে॥
রেখ যতনে, এ সতী-রতনে,
সাজা'য়ে বনে বনহারে॥

পিলু—যৎ।
আজি গো সজনি তোমায় সাজাইব যতনে,
যেখানে যে শোভা পায় সেই সেই ভূষণে।
বেঁধে দিব কেশপাশ ওগো চন্দ্রবদনে,
অঞ্জন পরায়ে দিব সচকিত নয়নে।
পরাব চিকণমালা গেঁথে নব প্রসূনে,
শোভা হেরি রতিপতি প'ড়ে রবে চরণে॥

ভৈরবী—একতালা।
আর কিছু নাই শ্যামা মা তোর
কেবল দুটী চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারী
দেখে হলেম সাহস ভাঙ্গা।

জ্ঞাতি বন্ধু সুত তারা, সুখের সময় সবাই তারা,
বিপদ কালে কেউ কোথা নাই,
ঘরবাড়ী ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা।
নিজগুণে যদি রাখ করুণা নয়নে,
দেখ নইলে জপ করে যে তোমায়,
পাওয়া সে সব কথা ভূতের সঙ্গা।
কমলাকান্তের ক থা, মাকে বলি মনের ব্যথা,
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা,
জপের ঘরে র'ল টাঙ্গা॥

টোরি—কাওয়ালী।
কলুষ-বিনাশিনি কালি।
শ্রীকৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গনার মন ভুলালী॥
কখন বা করে অসি, কখন মুরলী,
কভু মুণ্ডমালা গলে, কভু বনমালী॥
হইয়ে বামনরূপ ছলেছিলে বলি,
রাম-অবতারে মা গো রাবণ বধিলি।
প্রকৃতি পুরুষ তারা, তুই তোমায় বলি,
সৃজন পালন লয় মা সকলি॥

সিন্ধু—খয়রা।
আমার রসনার বাসনা আছে
ডাকি মা তোরে গো।
আমার মন পাজি, না হয় রাজি,
বাদী দেখ মোরে গো॥
দেহের মধ্যে রাজা মন, মন্ত্রী আছে ছয় জন;
প্রজা নব ইন্দ্রিয়গণ, সদা ভর্য় করে গো॥

কি বলিয়ে ডাকিব তোমারে, বল তাই।
পিতা হ'য়ে পালিতেছ,
কখন জননীরূপে দেখিবারে পাই।
অসহায় শিশু যবে জননীর কোলে,
আধ আধ মা মা বলে স্তন করে পান;
আমি তখনই তাহার মুখে নিরখি তোমায়,
অমনি মা বলে ডাকি কেহ না শিখায়।
শুধু জীবের জীবন বাঁচা'বারি তরে,
ঢেকেছ বসুধা-দেহ কত উপচারে;
তোমার এমন পালন-নীতি হেরি হে যখন,
[illegible] পিতা বলি সম্বোধি তোমায়॥

বাউলে—একতালা।
প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
ও তা'রা থাকে না ভাই আত্মপর॥
প্রেম এমনি রত্নধন, কিছু নাইকো তা'র মতন,
ইন্দ্র-পদকে তুচ্ছ করে প্রেমিক হয় যে জন;
ও সে হাস্য-মুখে সদাই থাকে,
হৃদয় যুড়ে সুধাকর।
প্রেমিক চায় না কোন জাতি, চায় না সুখ্যাতি,
ভাবে হৃদয় পূর্ণ, হয় না ক্ষুণ্ণ রটলে অখ্যাতি;
ও তার হস্তগত স্বর্গের চাবি,
থাকবে কেন অন্য ডর।
প্রেমিকের চাল্‌টে বে-আড়া, বেদ-বিধি-ছাড়া,
আঁধার কোণে চাঁদ গেলে তাই মুখে নাই সাড়া,
ও সে চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হ'লেও
আস্‌মানেতে বানায় ঘর॥

খট ভৈরবী—ঝৎ।
এখনো কি ব্রহ্মময়ী হয় নাই মা তোর মনের মত
অকৃতি সন্তানের প্রতি যন্ত্রণা আর দিবি কত।
জ্ঞানরত্ন দিয়েছিলি, মসিল দিয়ে তশীল করিলি,
হিসাব কোরে দেখ দেখি মা,
আমার দুঃখের বাকী কত।
ভুলাইয়ে ভবে আনিলি, বিষয়-বিষ খাওয়াইলি,
বিষের জ্বালায় সদা জ্বলি দুর্গা বলে ডাকব কত॥

পরজ—আড়াঠেকা।
তাই তারা তোমায় ডাকি।
পাছে শিববাক্য মিথ্যা হয়, শেষে দেও মা ফাঁকি॥
তন্ত্রেতে শিবের উক্তি, তারা নাম নিলে মুক্তি,
তবে কেন এ ভবেতে পড়ে আমি থাকি।
তারিণি ব্রহ্মাণি বাণি, শুন ওগো ও ভবানি,
অন্তকালে ও রাঙ্গা চরণ যেন দেখি॥

সুরট খাম্বাজ—একতালা।
মন কালী কালী বল।
গত হল কাল, জীবে কত কাল,
কাল পেয়ে কাল নিকটে এল।
কাল ভয়ে কালী হলো এ অঙ্গ,
কবে দংশিবে-রে-সে কাল-ভুজঙ্গ,

কর সাধু সঙ্গ, কালী নাম প্রসঙ্গ,
কালে ইহকাল সাঙ্গ হলো।
কাল দণ্ড লয়ে কাল আসিবে,
কালের ভয় তখন কেবা নাশিবে,
কলুষনাশিনী সেই সবে শিবে,
কালিদাসে দিবেন চরণকমল॥

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

যে হয় পাষাণের মেয়ে, তার হৃদে কি দয়া থাকে
দয়াহীন না হ'লে কি লাথি মারে নাথের বুকে॥
দয়াময়ী নাম জগতে দয়ার লেশ নাই মা তোমাতে
গলে পর মুণ্ডমালা, পরের ছেলের মাথা কেটে।
মা মা বলে যত ডাকি, শুনেও ত মা শুন নাকি,
সবাই এম্‌নি লাথি খেকো তবু দুর্গা বলে ডাকি॥

বাউলে সুর—খেমটা।

ঘরের মাঝে অনেক আছে।
কোন্ ঘরামি ঘর বেঁধেছে,
এক পা'ড়ে দুই থাম দিয়াছে॥
সেই ঘরের ছাউনি আছে,
চামের এক বেড়া আছে,
আর একটী বাতি আছে, নিবায় বাতি কু-বাতাসে
ঘরের মাঝে খুপরি আছে,
তা'র খোপে খোপে মানুষ আছে;
তা'র কেহ না যায় কা'রো কাছে,
যা'র যা'র ভাবে সে সে আছে॥

যা'র গুরুপদে ঠিক আছে মন,
তা'র সুখের ভাবনা কি, ভাবনা কি।
সে যে সদানন্দে সদা থাকে নিরানন্দের জানে কি,
করে না অন্য যোগ, হয় না তা'র অন্য রোগ,
সে যে ঐ রোগেতে রোগী হয়ে,
সামান্য রোগ দেয় ফাঁকি।
করে সে অনুরাগ, তুলিয়ে বনের শাক,
অলবণে পাক করে খায়,
তা'ই হয় জ্ঞান তা'র মুখে।
দেখ রাম করে শাক খেয়ে,
[illegible] রূপ [illegible] হল কি।

যা'র আছে মনে ঠিক, শ্রীচরণ করে ঠিক,
তার মনকসা ঠিক দিয়ে বলে,
মনকে বলে তোদের ধিক্।
নারায়ণে দিনকাণা, তা'তে ঠিক মিলে না,
তার ঠিকের ঘরে হোগল যোগল,
পান্তাভাতে ঢালে ঘি।
তার গুরুপদ ঠিক হল না পরকালের হ'বে কি॥

সুরট-মল্লার—একতালা।

বৃথা দিন গেল রে বীণে ডাক্‌রে বীণে মধুর রবে,
শ্রীহরি রব বিনে বীণে, রবিনে আর অন্য রবে।
কর্‌রে বীণে উপাসনা, কর্‌বিনে আর দুর্ব্বাসনা,
করিলে যে নাম ঘোষণা, রবিতনয় দূরে যাবে॥
(ওরে) মা বলিস্‌ নি হরিগুণ,
তোর গুণে কি হবে গুণ,
ওরে বীণে তব গুণ, লোকে গাবে কোন গৌরবে
ডাক্‌রে বীণে গুণে গুণে, নিজগুণে সে নির্গুণে,
দীন হীন গোবিন্দের যেন,
যেতে হয় না ঘোর রৌরবে॥

("কোথায় সেজন, জানে কোনজন,"
এই গানের উত্তর)
গৌরী—একতালা।

জানিতে সে জন, চাহ যদি মন,
ভজ সেই জন, ভক্তি করে।
গুরুদত্ত পথে, সাধুজন মতে,
স্বীয় মনোরথে পরমাদরে।
বেদভেদ তন্ত্র গীতা ভাগবত,
ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু আদি যত,
বিবিধ বিধানে, বিধি ভক্তি যত,
সাধন ভজন কর সাদরে।
কাশীনাথ তুচ্ছ করি কাশীধাম,
পঞ্চমুখে সদা গায় যার নাম,
সে বিভু-চরণ, পরম কারণ,
স্মরণ মনন, সদা কররে।
গুহক চণ্ডাল গেল ভক্তি করে,
[illegible] আদরে ভজিল যাহারে,
চরাচর সার, সেই বিশ্বাধার,
সদা কর সার যাঁর অন্তরে।

এব্রাহিম নবি আদি পয়গাম্বরে,
ঐকান্তিকী ভক্তি করি পেল যারে,
বী গুখৃষ্ট জীভে, যারে বলে পিতে,
সাবহিত চিত্তে ভজ তাঁহারে। ৬
সর্ব্বত্র বিরাজমান ভগবান্,
ঘটে পটে মঠে প্রকাশ সমান,
সূর্য্য এক হয় প্রতিবিম্বচয়,
তেন বিশ্বময় জেনো ঈশ্বরে।
ঈশ অঙ্গকান্তি জ্যোতি বিশ্বময়,
জ্যোতি মধ্যে স্থিত কৃষ্ণ এক হয়;
সুপক্ব ভজনে, তাঁরে যেই জনে,
ভজে সেই পায়, দর্শন অন্তরে॥

সুরট-খাম্বাজ—একতালা।

আমার এমন দিন কি হবে।
হইয়ে সন্ন্যাসী, হব কাশীবাসী,
বারাণসীধামে জীবন যাবে।
ষড় রিপু ভয় নাহিক তথায়,
হবে জয় যথা আছে মৃত্যুঞ্জয়;
রবির উদয় যেন তেজোময়,
পাপ তিমির তায় বিনাশিবে।
ত্যজ সুখ বাসনা, শিব উপাসনা,
পুরাব তথায় মনের বাসনা,
অন্নপূর্ণা মাকে ডাকিবে রসনা, যন্ত্রণা সব ঘুচিবে,
বসি অসি ঘাটে, জাহ্নবী নিকটে,
শিবপূজা যেথা করে করপুটে,
কালিদাস কহে কাশীখণ্ডে রটে,
বিষম সঙ্কটে ত্রাণ পাইবে॥

বাউলের সুর—খেমটা।

ভক্তি ভাবে ডাকলে আমি রৈতে পারি কৈ।
ওরে যে ডাকে আমারে আমি তারি হ'য়ে রৈ।
যে জন বিশ্বাস করে, জীবন সঁপেছে মোরে,
কে আছে তার এ সংসারে বল আমি বই।
আমি ভক্তের অধীন, আমায় জানে সবে চিরদিন,
ভক্তকে দেখিলে আমি আনন্দিত হই।
দারাসুত ধন প্রাণ ওরে যে করে আমায় অর্পণ,
তাহার সকল ভার মাথায় করে বই।
ভক্তির জোরে এল প্রহ্লাদ হ'ল বনমালী॥

বাউলের সুর—গোস্তা।

মনপাখী, আমার বশ তো হ'লো না, হ'লো না।
আমি রাধা কৃষ্ণ বলিতে বলি,
সে বুলি তো বলে না॥
আছে রিপু ছয় পক্ষ হ'লো তাদেরি পক্ষ,
সর্ব্বদা বিপক্ষ আমার হয় না সাপক্ষ,
আমি বলি আমার আমার, সেত আমার বলে না
থাকে খাঁচাতে পাখী, কাটে খাঁচার শিক পাকি,
কোন্ সময় পলাইবে দিয়ে যে ফাঁকি,
আমি চা'ল ছোলা খাওয়াতাম কত,
আপন কর্ত্তে পারিলাম না।
কহে দীন পঞ্চানন, পাখীর বিষয়-বনে মন,
কোন্ সময়ে পলাইবে চিন্তা সর্ব্বক্ষণ,
হরিনাম কল্পবৃক্ষ-মূলে মোক্ষফলে ভোলে না॥

বাউলের সুর।

রংমহলে লুট করে ভাই ছয়জনে।
ও মন থেকো তুমি সাবধানে॥
ভক্তি কপাট এঁটে দিয়ে, মূলধন রাখ গোপনে।
ঘর চোরেতে যুক্তি করে, বেড়ায় ধনের সন্ধানে॥
অবকাশে রাখিবে ধন, কেহ যেন না জানে।
কেহ নহে মিত্র, সবাই শত্রু,
লুঠবে পেলে পতনে॥
রবিসুত বশীভূত ঐ ছজনে।
গাঁট কাটা ঐ ছুটা,তোমায় ধরিয়ে দেবে শমনে॥
সামাল সামাল, সকল বামাল,
রাখ্‌বে অতিযতনে।
শুন মন, সকল ধন, রাখ হরির চরণে॥

ও মন-ময়রা তুই বল্ না, কেন ভিয়ান কলি না,
সখের খুলি রাখ্‌লি ফেলে,
তাতে হাত দিলি না।
রাখ্‌লি তুই থলের ভিতর সকল চিনি,
কার কথাতে ভুলে (বল) তুই ভিয়ান কল্লি না।
ভিয়ান কল্লে মান পেতিস্ কত,
(ভাইরে) কেন চেষ্টা কল্লে দেখ্‌লি না॥
থাকতে তোর আয়োজন সকল,
কেন অলসে হারালি বল আসল সকল.

খাচ্ছে ছয় জনেতে লুটে পুটে,
(ভাইরে) তারা তারে তো কেউ মানে না।
এখন জোরেতে জলতেছে আগুন,
এই সময়ে কল্লে ভিয়ান হতো বিলক্ষণ,
আগুন গেলে নিবে, কাজ হারাবে,
(ভাইরে) নরমগরম কর্ত্তে পারবি না।
ওরে করিস্ কি দিন অবসান হলো,
হরি হরি বল্ না মুখে রজনী এলো,
কেন অন্ধকারে, বৃথা ঘুরে,
ভাইরে মর্‌বি মাল্‌ত পাবি না॥

আলাইয়া—কাওয়ালী।

কিঙ্করে করুণা কর গো করালবদনি।
তারা ত্রিতাপ হারিণি, পতিত পাবনি॥
সদা তমোগুণে মত্ত পাপ চিত্ত,
তব পদে রত নহে কদাচিত;—
কিবা হবে উপায়, কৃপায় যদি না রাখ পায়,
অনুপায়ের উপায় তুমি গো জননি।
যে চরণ লাগি সদাশিব সর্ব্বত্যাগী,
সদা শ্মশানে মশানে ফিরে হয়ে অনুরাগী;—
তবু নাহি পান সীমা, আমি কি বুঝি মহিমা,
জেনেছি তুমি অনাদি, তুমি অনন্তরূপিণী।
ভক্তিবলে প্রাণ খুলে, যে ডাকে মা মা বলে,
তার সব বাসনা, তূর্ণ পূর্ণ কর শবাসনা,
মোর পামর মন, অসৎ চিন্তায় কেমন,
বিষম বিষয় বিষে, রত দিন রজনী;—
তোমাতে না।

পরজ কালংড়া—আড়াঠেকা।

এই সময় তারা তোমায়, নিবেদন করে রাখি।
অন্তিমে যেন অধমে, দিও না দিও না ফাঁকি॥
যখন রবির সুত পাঠাইবে নিজ দূত,
পলাইবে পঞ্চ ভূত, আকৃতি বিকৃতি দেখি।
তখন হবে হত জ্ঞান, পরে করবে অপমান,
ওষ্ঠাগত হবে প্রাণ,
তখন তোমায় কেমনে ডাকি॥

আলাইয়া—একতালা।

তারা, দিলে না দিলে না দিন।
আমি তারা তারা তারা জপি সারা দিন;
নানা উপসর্গে, দিন যায় দুর্গে।
পরিবারবর্গের পরিশোধি ঋণ।
গেল না গেল না বিষয়-বাসনা,
হল না মলিনা পর উপাসনা,
শঙ্করি শর্ব্বাণি শিবে শবাসনা,
রটে না রসনা ভ্রমে এক দিন।
দ্বিজদাসের অভিলাষ তারা,
পূর্ণানন্দে পূর্ণ কর নয়ন তারা,
সদানন্দে ভাসি সদানন্দদারা,
নিরানন্দ কায়ায় সারা হল দীন॥

সিন্ধু ভৈরবী—খৎ।

হৃদয় রাসমন্দিরে, দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে।
একবার হয়ে বাঁকা, দে মা দেখা,
শ্রীরাধারে বামে লয়ে।
নরকর কটিবেড়া, খুলে পর্ মা পীতধড়া,
মাথায় দে মা মোহন চূড়া, চরণে চরণ থুয়ে।
ত্যজি নরশিরমালা, পর গলে বনমালা,
(একবার) কালী ছেড়ে হও মা কালা,
ও গো ও পাষাণের মেয়ে।
হৃদকমলে কাল শশী,
(আমি) দেখতে বড় ভাল বাসি,
(একবার) ত্যজে অসি ধর মা বাঁশী,
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইয়ে॥

সিন্ধু—আড়াখেমটা।

কালি, এই ঘোর কাল এলে।
কাল পেয়ে কাল ঘেরবে যখন,
দেখা দিও হৃদকমলে।
গুরুদত্ত ধন যেন আমায় জন,
শমন দেখে না যায় ভুলে;
তারাধামে বলে, অন্তে গঙ্গাজলে,
জিহ্বায় কালী কালী বলে॥

সিন্ধু-আড়াঠেকা।

কিঙ্করে কর দয়া, দয়াময়ি দাক্ষায়ণি।
দয়া যদি না করিবে, কলঙ্ক রবে জননি ॥
আমি অতি মূঢ়মতি, ভজন বিহীন গতি,
গতিস্ত্বং হি গতিস্ত্বং হি, অগতির গতিদায়িনি।
ভেবে ভেবে হলাম সারা, অভয় পদ দে মা তারা
সম্বল হইলাম হারা, কিসে তরিব জননি।
নবীনের সময় এমন, রাহুগ্রস্ত চন্দ্র যেমন,
পাপগ্রস্ত দেহ মলিন, ওগো মুক্তিপদপ্রদায়িনি ॥

বেহাগ—একতালা।

সেই ত সকল।
সেই ত ভারতভূমি গেছে রসাতল।
কোথা আর্য্যসুত সব, হয়ে আছে যেন শব,
গেছে সব আর্য্যগৌরব, কোথা বীর্য্য বল!
সেই রবি সেই শশী, সেই দিবা সেই নিশি,
নীরবে ভারত কাঁদে, নাহি সে সম্বল ॥

খট—একতালা।

শোন্ মন আমার, কেহ নয় রে কার,
তুমি নও তোমার, সার জেনো তাই।
মায়ায় সে আমার, আমি হই রে তার,
মায়াময় এই জগৎ আর কিছু নাই।
ভেবে দেখ মন শত শত বার,
ভবে আসা যাওয়া কেবা সঙ্গী কার,
কর সেবা কার, ঘরে কেবা কার, সব অসার রে!
কেবল একা ভবে আসি একা চলে যাই।
আপন আপন জ্ঞান আপন নহে কেহ,
"আপন" কথা মিছে আপন নহে দেহ,
কি কব অধিক, প্রাণের অধিক, আপন নয় রে,
সেই পিতা মাতা পুত্র সহোদর ভাই।
অনুগত থাকে সময়ে সকলে,
ভবে বিষম অসময় হ'লে, না পেলে অশন,
বসন ভূষণ, ক্রুদ্ধ সব রে!—
সতী নারী বলে স্বামীর মুখেতে ছাই।
[illegible]-বিহীন হলে শবাকার,
[illegible] [illegible] হয় সদাকার, সব পরিবার;
[illegible] হাহাকার, তখন সব রে!—
[illegible] দিন দুই চারি নহে সর্ব্বদাই।

লক্ষ লক্ষ যদি থাকে উপার্জ্জন,
অন্তিমকালেতে আত্মীয় স্বজন,
সন্ন্যাসীর প্রায়, সাজাইয়ে তায়, বিদায় দেয় রে!
যেন অর্থ মাত্রে তার কড়াকড়ি নাই।
অতএব মন, বলি রে তোমায়,
ক্ষণেতে ভঙ্গুর জলবিম্ব প্রায়, তোমায় এ দেহ,
সদাই সন্দেহ, স্থায়ী নয় রে;—
এখন যুক্তি হরি ভাব, মুক্তি যাতে পাই ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

জামাই আর নাই মা তোর ভিকারী।
(গো মেনকা রাণি!) (সে) কাশীতে
রাজরাজেশ্বর, তোর মেয়ে রাজরাজেশ্বরী।
অন্নশূন্য শুনতে সদা, কাশীতে তোর মেয়ে অন্নদা,
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র আদি,
সকলে তাঁর আজ্ঞাকারী ॥

খাম্বাজ—একতালা।

বোলোনা বোলোনা আমারে বোলোনা,
যাইতে যমুনাজলে।
ত্রিভঙ্গ মুরতি, সে কালা কুরীতি,
দাঁড়ায়ে কদম্ব তলে ॥
না জানি সজনি, কিবা প্রয়াসে,
পথে যেতে শ্যাম নিকটে আসে,
আভাসে অভাসে সে ভাবে কি আশে,
হুতাশে পদ না চলে।
স্বজন সুজন আর পরিজন,
বিনয় বচনে বলে; কি করি সখি,
সদত অসুখী, তনু জ্বলে দুখানলে;—
তুমি কুলবধূ রাজার কন্যে,
রূপে কুলে শীলে মান্যে ধন্যে,
ছি ছি ছি মরি কিসেরি জন্যে,
এত ছলা কালা ছলে ॥

খাম্বাজ—একতালা।

আর কি সময়, নাহি অসময়।
বাজাতে মোহন বাঁশী।
কে বলে সরল বাঁশী তোমারি,
তা হলে কি [illegible] [illegible] হে হরি,

ছলনা ছাড়না কপট শ্রীহরি,
শ্রীমতী তোমারি দাসী।
না জানি বাঁশী কিবা গুণ ধরে,
বারেক বাজিয়ে মন প্রাণ হরে,
না দেয় আমারে থাকিতে হে ঘরে,
করে যে সদা উদাসী।
কাননে আসিতে তোমারে হেরিতে,
নিরন্তর অভিলাষী;
কি করি বল না, হয়ে কুলাঙ্গনা,
কিরূপে এরূপে আসি,—
সদা গুরুজন নিকটেতে রই,
বাঁশী শুনে প্রাণে ব্যাকুলিত হই,
আ মরি আ মরি দুখ কারে কই,
প্রতিবাদী প্রতিবাসী॥

খাম্বাজ—একতালা।

আমি কি কিশোরি, অভিলাষ করি,
বাঁশীতে ডাকি তোমারে।
বাঁশরীর একি ভাব ভাবোদয়,
বিনা অন্য নাম তব নাম গায়,
তা বলে কি বাঁশী বাজাব না হায়,
যাব কি যমুনা পারে।
সুধামাখা রাধানামে বাঁশী সাধা,
তাইতে রাধা নাম করে;
যে জন অধরে রাধা নাম ধরে,
সে কি আর ভুলিতে পারে?
রাধা-ভক্ত-বাঁশী বাঁধা ভক্তিগুণে,
মত্ত হয় সদা তব গুণগানে,
যেমন ঐ ভক্ত নারদের বীণে,সদা হরিনাম করে॥

খাম্বাজ—একতালা।

কি কর কি কর,শ্যাম নটবর,যাই সর নিজ কাজে,
চপল নয়ন শর বরিষণ,
কোর না হৃদে বাজে;
মিনতি করি,করে ধরি হরি, ক্ষমা কর পথমাঝে;
ওহে চতুর কালা ত্রিভঙ্গ,
কখনো করনি রমণী-সঙ্গ,
সর সর লাগে অঙ্গে অঙ্গ,
ছিছি হরি, মরি লাজে॥

আমি গোপের গোপ-ললনা,
তুমি কি হরি, জেনেও জান না,
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছলনা ছাড়না,
হেন কি তোমারে সাজে॥

খাম্বাজ—একতালা।

কেমনে বা সরি, বল না কিশোরি,
পড়েছি রঙ্গের ফাঁদে।
এ পথে আসিয়ে, তোমারে হেরিয়ে,
পড়েছি লো প্রমাদে;
কি করি এখন, করিতে গমন, চরণে চরণ বাধে।
অতি খরতর, নয়নের শর,
তাহে শরীর করে জর জর,
এবে যে বলিছ সর সর সর,
কি জানি কি অপরাধে;—করিনে বটে রমণী সঙ্গ
তুমি সে স্বভাব করিলে ভঙ্গ,
এবে মানা কর ছুঁইতে অঙ্গ,
এ রীতি কি রীতি রাধে॥

দেবগিরি—কাওয়ালী।

শ্যামশুক নামে প্রিয় পাখী।
এ দেশে এসেছে উড়ে,
সাধের গোকুল আঁধার করে,
রাধারে দিয়েছে ফাঁকি।
দেখেছ কেউ দেখার দেখা,
পাখীর মাথায় পাখার পাখা,
তাতে রাধার নাম লেখা,
বাঁকা ঠাম বাঁকা আঁখি।
বিধি যদি পাখা দিত, পাখী হয়ে উড়ে যেতাম;
যেখনে সে পাখী আছে সেই বনে খুজিয়া নিতাম
পাখীর বরণ চিকণ কাল, হেরব না আর কত কাল,
বৃন্দাবনে পাখী ছিল, না হেরে তায় ঝুরে আঁখি।
এলাম পাখীর অন্বেষণে, দেখা হলে বাঁচি প্রাণে,
জানে না সে রাই নাম বিনে;
রাই নামেতে সদা সুখী॥

বেহাগ—একতালা।

শুন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ,
দেখা দিয়ে গোপাল কোথায় লুকালে।

যেন সে চঞ্চল চাঁদে, অঞ্চল ধরিয়া কাঁদে,
"জননি, দে ননী দে ননী" ব'লে।
নীল কলেবর ধূলায় ধূসর,
বিধুমুখে যেন কত মধুর স্বর,
সঙ্ক রিয়ে ডেকে মা বলে;
কত কাঁদে বছা বলি সর সর,
আমি অভাগিনী বলি সর্ সর্,
নাহি অবসর কেবা দিবে সর,
সর্ সর্ বলি ফেলিলাম ঠেলে।
ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিলাম চাঁদ,
অঞ্চলে মুছালেম চাঁদের বদন-চাঁদ,
পুন চাঁদ কাঁদে চাঁদ চাঁদ বলে;
যে চাঁদ নিছনি কোটি চাঁদ ছাঁদ,
সে কেন কাঁদিবে ব'লে চাঁদ চাঁদ,
বল্লেম চাঁদের মাঝে তুই অকলঙ্ক চাঁদ,
ঐ দেখ্ চাঁদ আছে তোর চরণ-তলে॥

পরজ বাহার—ঢিমা তেতালা।

কাতরে রেখো রাঙ্গা পায়। (মা অভয়ে.)
দীন হীন ক্ষীণ জনে, হের তারা ত্রিনয়নে॥
অকৃতি এ অভাজনে, যা কর মা নিজ গুণে,
তারিতে হবে এ দীনে, আমি অতি নিরুপায়।
অপার ভবের ঐ শ্রীপদ-তরণী,
পাপ-নিবারিণী বিপদ-নাশিনী কালভয়-নিবারিণী,
সুখদা মোক্ষদায়িনী, কি হবে গো ভবরাণি,
ভেবে ভেবে প্রাণ যায়॥

টোড়ী ভৈরবী—একতালা।

বৃথা দিন গেল বল হরে।
এখনো, জ্ঞান্ না হ'ল, দিন ফুরাল,
(ওরে ও মন!) হরি বল বদন ভ'রে।
তুমি সুখে শুয়ে মায়ার কোলে,
সদা দেখ্‌ছ স্বপন মায়ার বলে,
ভাবছ সদা আপন ব'লে, প্রফুল্ল অন্তরে;—
এবে আমার বিভব আমার ভবন,
আমার দারা এই পরিজন, আমি যে কর্ত্তা এখন,
জ্ঞানী মানী বল্‌ছে মোরে।
[illegible] ভিন্ন ভাসমান তৃণ,
প্রবাহেতে হয় মিলন, কালেতে হয় বিভিন্ন,
খরস্রোতনীরে;—
দেখ তেমনি ধারা ভবের আচার,
তবে তুমি বা কার কেবা তোমার,
ভাংবে যখন চটকা তোমার,
(ওরে ও মন) অহংতত্ত্ব যাবে দূরে॥

সুরট—আড়-খেমটা।

ভক্তিভাবে ডাকলে আমি রইতে পারি কৈ।
ও রে, যে ডাকে আমারে আমি তারই হ'য়ে রই
যে জন বিশ্বাস ক'রে, জীবন সঁপেছে মোরে,
কে আছে তার এ সংসারে, বল আমি বই।
আমি ভক্তের অধীন,
আমায় জানে সবে চিরদিন,
ভক্তকে দেখিলে আমি আনন্দিত হই।
দারা সুত ধন প্রাণ, ওরে,যে করে আমায় অর্পণ,
তাহার সকল ভার, মাথায় ক'রে বই;—
ওরে,ভক্তির জোরে ধ্রুব প্রহ্লাদ হ'ল শমনজয়ী

পিলু বারোয়া—আড়-খেমটা।

এসে এক রসিক পাগল, বাঁধালে গোল,
নদের মাঝে দেখ্‌সে তোরা।
পাগলের সঙ্গে যাব, পাগল হব,
হেরব রসের নব গোরা॥
নিতাই পাগল, গৌর পাগল,
চৈতন্য পাগলের গোরা;
অদ্বৈত পাগল হ'য়ে, রসে ডুবে,
প্রেম এনেছে জাহাজ পোরা।
ব্রহ্মা পাগল বিষ্ণু পাগল,
আর এক পাগল না দেয় ধরা,
কৈলাসের শিব পাগল, খেয়ে পাগল,
সার করেছে ভাং ধুতুরা।
ওমিন্ পাগল, জোছেন্ পাগল,
আর এক পাগল না দেয় ধরা;
তারা তিন পাগলে যুক্তি ক'রে,
মক্কায় কর্লে নমাজ পড়া।
যত সব বৈরাগী বৈষ্ণব ভেক নিয়ে,
নাম বাড়ালে বাউল নাড়া.
গোঁসাই গোবিন্দের বদন,পারি চরণ, জ্যান্তে মরা॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

জানি না কি বলে ডাকি তোরে। (শ্যামা মা।)
কখন শঙ্কর বামে, কভু হর-হৃদিপরে।
কখন বিশ্বরূপিণী, কভু বামা উলঙ্গিনী,
কভু শ্যাম-সোহাগিনী, কভু রাধার পায়ে ধরে।
কখন বিশ্বজননী, পঞ্চভূত-নিবাসিনী,
কভু কুলকুণ্ডলিনী, চতুর্দ্দল বিল্বোপরে।
যে যা বলে শুনিব না, মা নামের নাই তুলনা,
তাই ডাকি মা, বলে মা মা,
ঐ অভয় চরণ পাবার তরে॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

আরম্ভে মূঢ় মন মজ, হেরম্বচরণরজে।
কেন উদ্বিগ্ন, যাবে বিঘ্ন, সিদ্ধি হবে সর্ব্ব কাজে।
হের তরুণ অরুণ কান্তি, যাবে ভ্রান্তি,
পাবে শান্তি, অবিলম্বে,
অবলম্ব লম্বোদর পদাম্বুজে।
একি রে মন বিড়ম্বনা, ভাল যাহা ভালবাস না,
বিষয় বিষে বাসনা, পাদপদ্ম সুধা ত্যজে॥

বেহাগ—একতালা।

ওরে মন মধুকর।
হের হেরম্বচরণাম্বুজ, নয়নাম্বুজ খুলে একবার।
ওরে মূঢ় মতি একি আচরণ,
বিষয়-বিপিনে কর বিচরণ,
মরণ-হরণ গণেশ চরণ, কভু স্মরণ না কর।
বলি বলি শুন রে অলি নির্গুণ,
মায়া গুণে মিছে কর গুন গুন,
মানসে ভ জসে গণেশের গুণ,
বিগুণ যাবে তোম র;—
সেই মোক্ষ বৃক্ষ কর রে আশ্রয়,
কুমতি কদম্বে দিওনা প্রশ্রয়,
হায়, শ্রেয় তব হেয় জ্ঞান হয়,
মধু ভাব বিষ, বিষ মধুকর॥

মূলতান—একতালা।

আমার গতি কি হবে।
যদি পাতকী বলিয়ে ত্যজিবে তবে॥

কালভয়ে সদা কাঁপিতেছে প্রাণ,
কোথা শান্তিদাতা কর শান্তিদান,
আর ত যাতনা, সহেনা সহেনা, অনাথ বান্ধব হে,
ওহে, তোমার হাতে করি আত্মসমর্পণ,
রাখ আর মার যা ইচ্ছা এখন;
কার কাছে যাব, কোথায় জুড়াব,
শূন্য হেরি ত্রিভুবন;—কর দণ্ড তোমার
বিচারে যা হয়, খণ্ড খণ্ড কর
এ পাপ হৃদয়, প্রভু, তোমার হাতে ম'লে,
এ মহাপাতকী নবজীবন পাবে।

পরজ বাহার—ঝাঁপতাল।

নাদ-রূপিণি ধনি, সঙ্গীত সুরস বাণি।
পবন তরঙ্গে রঙ্গে, থাক দিবা যামিনী।
কবিতা-নিকুঞ্জ বনে, ভাবময় সিংহাসনে,
বিহর আনন্দ মনে, কবিকণ্ঠবাসিনি।
নীরবে চাঁদের মাঝে, সাজিয়া জ্যোৎস্না-সাজে,
বিরাজ কুসুম মাঝে, থাক অনুক্ষণ;
সাগরে গভীর বাণী, নদীতে কল্লোল ধ্বনি,
বিজনে বৈরাগ্য, শিখাইছ আপনি।
ঝঙ্কারিয়া পিকবর, গুঞ্জরিয়া মধুকর,
বাহিরাও নিজ স্বর, স্বভাবসঙ্গিনি।
শিশুর মধুর হাসি, প্রেমিকের প্রেমহাসি,
তোমার সে রূপরাশি, রসিকেরি জীবনী।
আদিরূপা মহাশক্তি, জগতেরি তুমি ভক্তি,
ঋষিদের স্তবস্তুতি, বেদের ওঁকার;
শিখালে প্রসাদে কত, মা মা ধ্বনি অবিরত,
জয়দেব আদি যত, তব বলে মহামানী।
সেই বঙ্গ সেই তুমি, সেই এই ভারতভূমি,
কোথা মা রহিলে তুমি স্বরগবাসিনি।
তোমারে হারায়ে ধরা, কুনীতিতে হল সারা,
ফণী যেন মণিহারা থাকে পরাধিনী॥

খাম্বাজ—একতালা।

শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারি,
কেন মা তোমারি এমন বেশ।
হর-হৃদিপরে দিয়েছ চরণ,
নাহিক তোমার লাজের লেশ॥

দিয়েছ চরণ হরের উপর,
উলঙ্গিনী অঙ্গে না পর অম্বর,
লহ লহ জিহ্বা করিছে তোমার,
এলায়ে পড়েছে চাঁচর কেশ।
ভৈরবি ভবানি ভবের কারণ,
করে করি মাংস করিছ চর্ব্বণ,
সুধাপাত্র করে করিয়া ধারণ,
যোগিনী সঙ্গে নাচিছ বেস্‌॥

লুম-ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

কলুষনাশিনি তারা।
নমঃ শিব-সীমন্তিনি, শিবে শিবদায়িনি,
ব্রহ্মভক্তিপ্রদায়িনি, ব্রহ্মময়ি পরাৎপরা।
পরংব্রহ্ম সনাতনি, ত্বংহি ত্রিগুণধারিণি,
ত্বংহি দীননিস্তারিণি, দুর্গতি-দুঃখহরা॥
অনাদিআদ্যে, ত্রিদিব আরাধ্যে, সিদ্ধ বিদ্যে,
অশিব-নাশিনি শিবে, জীবে জীব অধিষ্ঠাত্রি,
ত্রিজগ-সৃজন-কর্ত্রি, জগদ্ধাত্রি মা তুমি
তারা, কেন তার না, করুণা কেন কর না।
কোর না ছলনা, কোর না ছলনা,
কোর না ও ভবদারা॥
দেখে ভব-তরঙ্গ, প্রাণমীনের আতঙ্গ,
কালধীবরর পাছে ধায়;
তাতে, এড়াইতে নাই পথ, হয়েছি মা ছাড়া পথ,
বিষম কালের তাড়নায়; যদি তুমি না তাড়িবে,
আর কে তারিবে তবে, কবে শিবে হবে ভবে,
ভুবন দুঃখ সারা॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

তোমারি অনন্ত মায়া কে জানে।
অনন্ত যাহার অন্ত, না পায় ধ্যানে॥
বাক্যমন অগোচর, নিরূপণ নাহি যার,
বোধে না হয় প্রবেশ, কেবল অনুমানে।
মা, কি তব বিচিত্র মায়া, যায় বলে মহামায়া,
পশ্বাদি কীট পতঙ্গ, ভ্রমে অচেতনে॥
[illegible], পশ্চাৎ অপরে নর,
মায়ায় [illegible] কে বা সচেতনে।

আগম স্মৃতি বেদান্ত, সে মর্ম্ম জানিতে ভ্রান্ত,
অচিন্ত্য পরম তত্ত্ব মা, অব্যক্ত ভুবনে।
চিন্ময়, হয়ে প্রসন্ন, শ্রীশে দে মা চৈতন্য,
যেন মন মগ্ন সদা, থাকে শ্রীচরণে॥

খাম্বাজ—একতালা।

দীন তারিণী, দুরিত বারিণী,
সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণ ধারিণী।
সৃজন পালন নিধন কারিণী,
সগুণা নির্গুণা সর্ব্বস্বরূপিণী।
ত্বং হি কালী তারা পরমা প্রকৃতি,
ত্বং হি মীন কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি,
ত্বংহি স্থল জল অনিল অনল,
ত্বংহি ব্যোম ব্যোমকেশ প্রসবিনি॥
সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসক ন্যায়,
তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়,
বৈশেষিক বেদান্ত, ভ্রমে হয় ভ্রান্ত,
তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারে-নি।
নিরুপাধি আদি অন্তরহিত,
করিতে সাধক জনার হিত;
গণেশাদি পঞ্চ, রূপে কাল বঞ্চ,
কালভয়হরা ত্রিকালবর্জ্জিনি।
সাকার সাধকে তুমি সে সাকার,
নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়,
সেই তুমি নগতনয়া জননি॥

খাম্বাজ—ঠুংরী।

জয় জয়ন্তি দেবী রুদ্রাণী, ব্রহ্মাণী জয় শ্যামা।
কল্যাণী, জীব কলুষবিনাশিনী
কালবারিণী নিরুপমা॥
কালরূপা কালকামিনী, ভবভাবিনী গুণধামা।
ভক্তজন মনবাসনা পূরণ, তারণ তারিণী নামা।
চরণ সরোজে রত্ন নূপুর বাজে,
নাচে বামা অষ্টযামা॥
সুধাপানে ঘোর লোহিত লোচনী,
সদাশিব মনোরমা॥

কে জানে ধ্যানে জ্ঞানে সুর নর মুনিবর,
তব মহিমার সীমা॥
তুমি আদি তুমি অন্ত অনন্ত মা।
মহেশে কর সিদ্ধকামা॥

রামকেলী—একতালা।

ভাবনা রে মন, পরম কারণ, শ্যামা কভু মেয়ে নয়
সে যে মেঘের বরণ, করিয়া ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয়॥
কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাধে চূড়া,
ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায়।
কখনো পার্ব্বতী, কখন শ্রীমতী,
কখনো রামের জানকী হয়।
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি,
দানবচয়ে করে সভয়॥
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী
ব্রজবাসীর মন হরিয়ে লয়।
যেরূপ যে জন, করয়ে ভজন,
সেইরূপ তার মানসে রয়॥
কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে,
কমল মাঝে কমল হয় উদয়॥

গারা ভৈরবী—একতালা।

জগত তোমাতে, তোমারি মায়াতে,
মোহিত জগত জন।
রবি শশী তারা, আজ্ঞাকারী তারা,
সদা নিয়ম করে পালন।
সংসার খেলনা দারা সুত লয়ে,
ভুলায়ে রেখেছ (মা!) মোহিত করিয়ে,
তুমি দিয়েছ যে খেলা, আমি খেলি মা দু বেলা,
তাইতে করি হেলা নিত্য ধন।
ইচ্ছাময়ি! তব ইচ্ছায় সব হয়,
কিছুই জানি না মা তব মহিমায়;
লিয়ে যাও যে পথে, আমি যাই মা সে পথে,
মোহে অন্ধ অনুক্ষণ॥

মল্লার—কাওয়ালী।

করাল বদনী কালী কপালিনী কালিকে!
করুণা করিতে কেন কৃপণতা কর সুতে।
জগত জননী জগদীশ্বরি যা কর,
প্রত্যেক জীবের জীবন রূপে বিহর.
অখিল ভুবনে যত চরাচর সুর নর,
কে জানে মহিমা তব, তুমি সব সব তোমাতে।
দনুজদলনী দয়াময়ী দাক্ষায়ণী,
অশরণ জনের শরণ শুভদায়িনী,
প্রকৃতি পরমা পরমেশ্বর মোহিনী,
হিম ভূধর দুহিতে;—
চতুরানন পঞ্চানন গুণ গায়,
ঈষৎ তব মায়ায় শচীপতি হয় যায়,
দশশত-বদন প্রণত যার পায়,
কি ভয় তোমার রামশঙ্করে হেরিতে॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

মণি-মঞ্জীর সুমধুর বাজে।
শ্রীচরণাম্বুজ মাঝে ভ্রমরা গুঞ্জরে না লাজে;
কটিতে কিঙ্কিণী, এলায়ে পড়েছে বেণী,
যেন সৌদামিনী জলদে বিরাজে।
মোহিত হইয়ে হর, হইলেন দিগম্বর,
শব ছলে এ রূপ অন্তরেতে ভজে,
কে হবে মানুষে জয়, এ বামা মানুষী নয়,
পরাৎপরা;—শুন বলি সার যুক্তি,
রাঙ্গা পদে রেখ ভক্তি,
দীনের দিন যায় মিছে কাযে॥

বেহাগ—মধ্যমান।

মন! চল ভবের হাটে।
করিব বাণিজ্য কার্য্য, শ্যামা মায়ের নিকটে।
মন, বুঝা নাহি যায় ভাবে,
লাভ কি লোকসান হবে,
এখন এই সার কর, যা থাকে ললাটে।
মন, হিসাব কিতাব আদি তার,
সকলি তাঁহার ভার,
তুমি কি বুঝিবে তাব? সম্ভাবনা নাহি ঘটে;
ফলিতার্থ যাহা হবে, তুমি কি তা দেখিতে পাবে?
তবে দেখ ওরে মন! তুমি কেবল চিনিয়া মুটে॥

পরজ—একতালা।

সদা মানসে জপ না।
কামারি-অঙ্গনা ; জপ রে একান্তে,
দিনান্তে নিশান্তে, প্রাণান্তে কৃতান্তে ছোঁবে না।
সে পদ প্রতুল হয় স্থূল মূল,
জগতে না হেরি তার সমতুল,
তারে কভু ভুল না ;
কালীপদ লাগি যে হয় চিন্তাকুল,
কালী সে কিঙ্করে হন অনুকূল,
অনায়াসে তারে কালী কুলান কূল,
প্রতিকূল থাকে না।
দেখিছ ত মন, যেমন সংসার,
সকলি অসার কালী নাম সার,
হং স্বর অনুসার সাধ না ;
নির্ম্মল হইবে মনের মালিন্য,
মনের মানস হইবে পূর্ণ,
হর মনমোহিনী হইলে প্রসন্ন,
(মরের) দৈন্যদশা রবে না॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

কুলকুণ্ডলিনী যদি জাগে।
যার না জগে কি করবে তার
তপ জপ যোগে যাগে।
অন্তরে যার শ্যামাপদ, নান্তরে যার শ্যামাপদ,
সে কেন অপর পদ মাগে।
তার তার কোথা বাস, অবিজ্ঞাত কৃত্তিবাস,
নিগমে নাহি নির্ধাস, আগম কি তার আগে।
কহিতেছে দ্বিজদাস, যে জন কালীর নিজদাস,
উদাসি সে শ্যামা অনুরাগে ; অশেষ সম্পদ পদ,
ইন্দ্রত্ব ঐশ্বর্য্যপদ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব পদ,
পেলেও কি তার মনে লাগে॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

শঙ্করি, সং করি [illegible] রং দেখিছ নিশি দিবে,
তবে [illegible], সংহার হইবে শিবে।
[illegible] তি নাই, [illegible] চাই,
[illegible], [illegible] হলে কে রাখিবে।
নিরন্তর ভব আসরে, নিযুক্ত নিশি বাসরে,
গাইতেছি শিবা স্বরে, তাহে অশিব হয় শিবে॥

মুলতান—খাড় ঠেকা।

আর কত দুঃখ মোরে, দিবি মা জননী তারা।
ভ্রমিতেছি বিষয়ারণ্যে, তত্ত্বজ্ঞান হয়ে হারা।
দুঃখ কি আমারি তরে, সৃজিলি গো এ সংসারে,
তাই ডাকি জননি তোরে, ও মা দুর্গে দুঃখহরা॥

খয়রা—একতালা।

মা, তোমার কি এই বিবেচনা!
আমায় ভবে এনে দাও যন্ত্রণা।
কারে রাখ স্বর্ণখাটে, কারে বা জাহ্নবীর ঘাটে,
আমায় ঘুরাও হাটে মাঠে, দিনান্তে অন্ন জুটেনা।
দিয়েছ যে দুঃখের ভার,
বহিতে পারি না মা আর,
এখন জীবন মাত্র হয়েছে সার,
কখন কি হয় নাই ঠিকানা ;—
কৃষ্ণকুমার সদা ভাবে, অন্নাভাবে প্রাণ যাবে,
এই লাভ হল এসে ভবে,
ভজন সাধন আর হল না॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

বিধি যা লিখে ললাটে, তাই যদি হবে শঙ্করি!
তবে তোমায় মিছে কেন,ডাকি গো মা দিগম্বরি।
যদি হয় নিয়তির কার্য্য, তবে তুমি কিসে পূজ্য!
জানি রাবণের সাহায্য, ব'স তারে কোলে করি ;
পার্লে না তারে রাখিতে, রাষ্ট্র আছে এ জগতে,
রাবণ মোলো সবংশেতে,
তুই গেলি মা লঙ্কা ছাড়ি'।
কর্ম্মসূত্রে আছে যে ফল,
(তা') খণ্ডাতে হয় মা তব বল,
তবে তোরে ডেকে কি ফল,
মা বলে কেন কেঁদে মরি!
দ্বিজ কৃষ্ণকুমার কয়, উচিত বলতে কারি না ভয়,
দুষ্ট দৈত্য করিয়ে জয়, বল বলে গেলে হারি'॥

নির্ঝর মিশিছে তটিনীর সাথে
তটিনী মিশিছে সাগরোপরে।
পবনের সাথে মিশিছে
পবন চিরসুখময় প্রণয়ভরে
পৃথিবীতে কিছু নাহিক এ কলা
সকলই বিধির বিধান গুণে,
একেরি সহিত মিশিছে অপরে
আমিই বা না কেন তোমার সনে॥
ঐ দেখ গিরি চুমিছে আকাশ,
ঢেউ পরে ঢেউ পড়িছে ঢলি,
সে ফুল-বালারে কেজনা দূষিবে,
ভাইটিরে যদি যায় সে ভুলি।
রবিকর ঐ চুমিছে ধরণী শশিকর চুমে সাগরজল
তুমি য'দ মোরে না চুম ললনে
এ সব চুম্বনে কিবা বল ফল।

চিন্তাময়ী তারা তুমি আমার চিন্তা করেছ কি।
নামে জগতচিন্তাময়ী ব্যাভারে কই তেমন দেখি॥
প্রভাতে দাও বিষয় চিন্তে মধ্যাহ্নে দাও জঠরচিন্তে
ওমা শয়নে দাও সর্ব্বচিন্তে
বলমা তোরে কখন ডাকি॥
অচিন্তরূপিণী মেয়ে, পরম চিন্তামণি পেয়ে,
রয়েছ নিশ্চিন্ত হ'য়ে, শম্ভুচাঁদকে দিয়ে ফাকি॥

কালী কালী কালী বল,কালী বল মন আমার।
দূরে যাবে মনের কালি ছোঁবে না কালশমন॥
মায়া ঘোরে মরছ ঘুরে প্রাণভরে ডাক অভয়ারে,
অভয় দেন মা অধমেরে এইত বেদের লিখন।
মা, মা বলে ডাকলে পরে,
মাকি কখন থাকতে পারে,
ছুটে এসে নেবে কোলে শ্যামা মায়ে ডাক এখন।
কালবরণ রাধে হেরিব না বলেছে।
তবে কেন সে আমারে পুনঃ যেতে বলেছে॥
সখি ব'ল তারে বল, মাথার কেশ কাল,
নয়নের তারা কাল, তবে কেন রেখেছে।
বৃন্দাবন তেয়াগিব, রাধারে ভুলে যাব,
রাধারে বল কালা, বাঁশী জলে ফেলেছে॥
বল সখি তারে বল, আকাশের মেঘ কাল,
যমুনার জল কাল, সে জলে সে নেয়েছে॥

হেঁসে নাও দু'দিন বই ত নয়।
(কার) কি জানি কখন সন্ধ্যা হয়॥
ফোটে ফুল গন্ধ ছুটে তায়,
তুলে নাও নইলে কিন্তু শুকিয়ে যাবে হায়,
গা ঢেলে দাও মধুর মলয় বায়;
এলে মলয় পবন ক'দিন রয়॥
আসে যায় আসে ফের জোয়ার,
যৌবন যায় ফিরে কিন্তু আসে নাকো আর,
পিয়ে নাও যত মধু তার;
(আহা) যৌবন বড় মধুময়॥
আছেত জীবনভরা দুঃখ,
আসে তায় প্রেমের স্বপন, দু'দণ্ডেরই সুখ,
হারাওনা হেলায় সেটুক;
ভালবাস ভুলে ভাবনা ভয়॥

কাশ্মিরী—খেমটা।
দেলেরে যৌবনা মধুমাতি গুঞ্জরিয়া।
তেরেচি চিতোয়ানি বাঁকি নজরিয়া॥
লট পট চল, চলত কুঞ্জময়ে,
পঁহিরি কুসুম রাগ, মুরতি চাঁদরিয়া॥
পরমা বৈষ্ণবী তুমি কালী, ওমা শ্যামা।
তবে কেন ওমা কালি, ভালবাস ছাগ বলি॥
রাজার নন্দিনী হোয়ে,
বেড়াস মা তুই ন্যাংটা হয়ে,
লোক লাজে দিয়ে জলাঞ্জলি॥
পদতলে নাই আসন, পদে পড়ে পঞ্চানন;
মুণ্ডমালা-বিভূষণা, বুঝি মা তুই পাগল হ'লি॥

অমল ধবল কমল দলে বিমল রজত বরণী।
আহা কি মধুর, সুষমা সুন্দর,
প্রণমি বীণা-বাদিনি!
তুহি জ্ঞান-বিদ্যা-দায়িনী,
সঙ্গীত-সুধা-সিন্ধু-রূপিণী,
বীণার স্বরে অমিয়সাগরে প্রাণ ভাসিয়ে যায়;—
শ্রীপদ করে সাধনা নরে, অমরে দিবা রজনী॥

তৃষিত প্রাণে মধুপ কুলে,
গুঞ্জরে সুখে চরণ তলে,
শক্তি সাধনা গানে বাসনা, সুধী সমাজে আজ ;—
চাও মা করুণা নয়নে, কর আশীষ দীন জননী ॥

বড় দুখেতে গেল মা চিরদিন।
দয়াময়ী হয়ে কেন মোর প্রতি হ'লি কঠিন ॥
আনিয়ে ভারতভূমে, কি কার্য্য করিলে উমে,
না রাখিলি গৃহাশ্রমে, না যোগী না উদাসীন ॥
আমি অতি দীন দৈন্য, হও মা তারা সুপ্রসন্ন,
যার মা অন্নপূর্ণা, তার দশা কেন মলিন ॥

সখিরে, পিয়াস বিধুরা চাতকী পিয়াসী,
নীরধর আশে ॥
বাসনা হৃদয়ে, নিরধর লয়ে, বাঁধি প্রেম-পাশে ॥
জুড়াইতে ধরাতল, জলধর ধরে জল,
চাতকী না জানে জলবিন্দুপানে সুশীতল,
সখিরে, চাতকী সরলা, বিন্দুতে বিভোলা ;
মোহিত উল্লাসে ॥

খাঁচা কেন দেখিরে খালি।
পাখী থাকতো খাঁচায়, বসতো দাঁড়ায়,
বল্‌তো রে হরেক বুলি ॥
পাখীর করেছি কতই যতন,
খাইয়েছি ছানা মাখন,
এমন সাধের পাখী আমার কোথায় লুকালি ;
যার পাখী সে নিয়ে গেল,
মোর প্রাণে দিয়ে কালি ॥

বিভাস—তিওট।
এত দিনে ভাঙ্‌লো হাট শ্রীবৃন্দাবনের বৃন্দে।
আমার ঘটলো গো দশম দশা,
ঘুচলো শ্যাম আস্‌বার আশা,
আশা ফুরালো, আমি জন্মের শেষ বিদায় হই
পদারবিন্দে।

আমার কোথায় সে প্রাণ হরি,
কে নিল প্রাণ হরি, উপায় কি করি,
আমি কখনও থাকি না কারো মন্দে। *

লম্পট নিরদয় তোমায় দয়াময় বলে
সবে কোন্ গুণে ?
কেউ বা চন্দন দানে, বসিল রাজসিংহাসনে,
কেউ বা প্রাণ দানে স্থান পেলো না চরণে ॥
রাজকন্যা হয় হে দাসী, দাসী হয় রাজমহিষী,
সকলি তোমারি কৃপায় ;
তুমি যারে রাখ পায়, সে সকলি পায়,
যারে না রাখো পায়, বিপদ ঘটাও পায় পায়,
হাসি পায় হে পায়, পায় ধরার কথা হ'লে মনে ॥

বাউল সুর।
পাগলা মনরে আনন্দে হরি গুণ গাও।
ভাই বল, বন্ধু বল, কেহ কারো নয়।
আপনি মরিলে, তারা কেবা কোথা রয়।
কোথায় রবে ঘরবাড়ী, গাড়ি ঘোড়া জুড়ি,
মরণ কালে ছেঁড়া চটা কল্‌সী খিচেল দড়ি।
প্রাণের প্রেয়সী তোমার, নাইক যার বাড়া,
সেই তো তোমায় দিবে বিদায় দিয়ে গোবর ছড়া।
কাঁদবে তোমার তরে দু'দিন, ভাস্‌বে নয়ন জলে,
তার পরেতে দেখ্‌বে তোমার বাক্স পেটরা খুলে।
যদি কিছু রেস্ত থাকে, তবেই পাবে পার।
নৈলে তোমার চৌদ্দ পুরুষ সেইখানেই উদ্ধার।

---

* এই দুইটী গান, গোবিন্দ অধিকারীর রচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ আবার বলেন,—তাঁহার সঙ্গীতশিক্ষক গোলোকচন্দ্র অধিকারীর রচিত।

হিন্দী গান।

সুরদাস।

সুরদাস ৯১০ সালে (১৫৮৩ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বাবারাম দাস। বাবা রাম দাস সম্রাট আকবর শাহার নবরত্ন সঙ্গীত সভার একজন প্রধান গায়ক ছিলেন। সুরদাসও পিতৃগুণে গুণবান্ হন। সেই কারণ,গুণগ্রাহী আকবর ইঁহাকেও যথেষ্ট সমাদর করিতেন। সুরদাস স্বরচিত গান নিজে গাহিয়া সম্রাট্‌কে শুনাইতেন। কেবল গান রচনা করিয়া ইনি নিশ্চিন্ত হন নাই, কয়েকখানি গ্রন্থও ইনি রচনা করিয়াছিলেন।

রামকেলি—কাওয়ালি।

জয় নরায়ণ ব্রহ্ম পরায়ণ শ্রীপতি কমলাকান্তম্।
নাম অনন্ত কাঁহা লাগবর্ণ শেষ না পায়ো অন্তম্॥
শিব সনকাদি আদি ব্রহ্মাদি নারদ ধ্যান ধরন্তম্।
রামরূপধর রাবণ মারে কুম্ভকর্ণ বলবন্তং।
বসুদেবগৃহে জনম লিয়ো হায় নাম ধর যদুনাথম্॥
কৃষ্ণরূপ ধরে অসুর সংহারে কংশকো কেশ গহন্তম্
জগন্নাথ জগমগ চিন্তামণি বৈঠ রহে মেহি চিন্তম্
শিমশুকন্ম ভাগবত গাওয়ে সুরদাস ভগবন্তং॥

মুলতান—চৌতাল।

বার বার কহুঁ তোহে, সাবধান কৈউ না হোয়,
মমতাকী পোট শিরে, কাহেকো ধরত হৈ।
মেরো ধন মেরো ধাম, মেরো সুত মেরো নাম,
মেরো পশু মেরো গ্রাম, ভুল হো ফেরত হৈ।
ভুত ভয়ো বাওরা, বকার গই বোধ তেরি,
ঐসে অন্ধকূপ গির,—
কাহেকো ফেরত হৈ;—সুন্দর কহত তাকো,
নায়ক হোনে আবে লাজ, কাজ কো বিগাড় কে,
অকাজ কেঁউ করত হৈ॥

[illegible]—চৌতাল।

ব্রজনাথ, বোলাওত হৈ; চলিয়ে;
কছু আনত হৈ এহি রাত ইহানি।
[illegible] নেহারত হৈ,
[illegible] বিন রে নহি [illegible] পানি।

তুইয়ো বাত কহ মুখসে,
নহি বাওয়েগি হাম, হরি পায়ে ইহ বাণী,
তোহিতে জানত হো সজনি,
অব যৌবন পায়ে ভই দেবানি॥

ভীমপলশ্রী—চৌতাল।

কুঞ্জন মে রচো রাগ, বুধ অবগতি লিয়ে গোপাল
কুণ্ডলকী ঝলক দেখে কোটি মদন ঠাট কিও।
আদরসে সুরঙ্গ রঙ্গে, বাঁশরী ও পায়েরঙ্গ,
মোহনকে মুকুট পর, মেরা মন অটকেও
মোপর ঝনকার গায়ে, মধুর মধুর তান লায়ে,
সপ্তসুর ছায়ো, ইয়াকি সুরতকো লটকাও;
গৌরীরাও ঐসে ঐসে হোত মোহনকে,
মুকুটপর শেষ নাগ লপটাও॥

ছায়ানট—ধামার।

কর কীন, কৈসে কর হো, অব বিলম রহো,
কুবরিকে অঙ্গ সঙ্গ হমসে যোগ ধায়ে হো।
মোর মুকুট মাথে, তিলক বিরাজে,
কুণ্ডল কি ছব অত নেহারে হো।
বৃন্দাবনমে ধেনু চরাওবত, মোহন মুরলীয়া;
সুরদাত প্রভু তুমহারি
দরশ কো চরণ লতো, বলি হারি হো॥

দেশ—ধামার।

কাহে ব্রজ ছোড় চলি আরে,
যাবত সঙ্গ যুগল কিশোর কিশোরী;
তুয়া কারণ বিভূতি অঙ্গে ভূষণ বনাই,
যশোমতী মাই।
নন্দ মহারাজ ভয়ে বাওরা,
ভাগর মে দেখ আয়ে কহত
গয়ে প্রাণ মরি হা হা কানুহাই।
সেই সে বিরছন বিরস ভয়ে ঠাও,
নই কুসুম সব পল্লব ন পারেরি ন্যারিয়া।
সকল গোপীয়া দুখ দেখে অব আকুল,
তবত ভোরয়ন্ পর বৈঠে ব্রজনাথ কহে তাই॥

আড়ানা—পঞ্চম সওয়ারী।

মাইরি ধন্য ধন্য, বৃন্দাবন ধন্য ধন্য;
গোকুল যমুনাকে তট যারেকো প্যারে।
ধন্য গোপী ধন্য গোরী, ধন্য এ গুঞ্জমালে,
ধন্য এ যশোদা গোদা, খেলত কান্‌হা॥

ধানশ্রী—চৌতাল।

আনত সুখ, পালত সুখ, নিত্য সুখ সমরণ,
নাম গোবিন্দ জীকা সদা লিজে।
মোটে কমানি, পাপ অচীরণ,
সাধু সঙ্গত, মিল মোধাজীজে।
সমরণ সম্বত, অগতি অগোচর,
পতিত উদ্ধারণ, নাম তেরো;—
সুরকে স্বামী, প্রভু অন্তরযামী,
সরব পূরণ প্রভু ঠাকুর মেরো॥

দেশ—ধামার।

ছপাওরি বয়মা অনুঠি প্যারী ভেরী ছব,
বাহি সো ভগর নাগর, ভরত অনত অনজান।
রয়ন হুঁ তো প্যারী অলি কেরত কুঞ্জন গলি,
ক্যাজানে চৌছে চৌকি, কমল মদ মন ভান।
শ্রীমুখ মণ্ডলতে, চুহত হুঁ শ্রমবিন্দু, চকোর
পরোজি দৌরি গণিত সুধা সির্জন;—
বেণী উলটি রহি, গ্রাম হুঁত আওরে জান,
ক্যাজানে বাঁচি কৌন ভু—
আ অঙ্গ মৈতো মান॥

গৌর সারঙ্গ বা মুলতান—চৌতাল।

এ সখি, নন্দকুমার বালপনমে মেরো মন হর লিন।
জীওরি একেলা, তুমহারিনিরনর গোঁ মরি যাও,
মোরি জীয়া কি দুখ ছুন দিন।
শ্যামারো সলোন কান্‌হ, বাট রোকে ঠাড় ভয়ো,
মোসো বোলা ওয়ে গয়ে;—
অধরণ কো রস লিন, কৌনসি বোলায়ে পারে,
মুখসোলাগাওয়ে লিন বাঁশরী বাজাওয়ে বাজু কিন॥

বয়জু বাওরা।

বয়জু বাওরা পাঠান সম্রাট আলাউদ্দীনের সমসাময়িক ছিলেন। ব্রাহ্মণ-বংশে ইঁহার জন্ম হয়। কিশোর বয়সেই ইনি গৃহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া বিবাগী হন। পরে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমে ইনি একজন সিদ্ধপুরুষ হইয়া উঠেন। ইনি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বনে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ প্রবাদ অসছ যে, বনে অবস্থিতিকালে ইনি সঙ্গীত রচনা করিয়া নিজের মনে গাহিতেন; এবং বনের পশুপক্ষিগণ সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়া যাইত। এমন কি, হিংস্রক জন্তুগণ পর্যন্ত সে গানে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিত, এবং স্বপ্রবৃত্তি ভুলিয়া গিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকিত। এই কথা সম্রাট আলাউদ্দীনের কর্ণগোচর হইলে, তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া বয়জুকে বন হইতে প্রাসাদে লইয়া আসিলেন। সেই হইতে বয়জু সম্রাটকে নিজ রচিত গান মধ্যে মধ্যে গাহিয়া শুনাইতেন; এবং সম্রাট তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন।

ইমন্ কল্যাণ—চৌতাল।

জয় কালী কল্যাণী, খর্পরধারিণী, গিরিজা বন শ্যামা,
চণ্ডী চামুণ্ডা ছত্রধারিণী।
জগতজননী জ্বালামুখী, আদি জ্যোতি অনন্ত দেব
অন্নপূর্ণা অনাদি তরণ তরণী।
যোগিনী জয় রক্ষা করণী, ললিত বাহু চন্দ্র ভবানী
অসুরদলনী মহিষাসুর মর্দিনী।
হেম গিরি ইন্দু রাজ রাণী,
কাশী বিশ্ব রোক্তে কামরূপ,
মোক্ষ তা মুক্ত বয়জু ভবভয় খণ্ডকারিণী॥

কেদারা—চৌতাল।

হেম রাত কি বাড়ন দেখো,
ম্যায় চারো জাম মুলো আজি,
ক্রমে ক্রমে কাটত ভঁই।
কাম অরাত্তবত ছাড় সেহি জগত,
শুনত শুনত জুথ জুথবন, পীয় ভঁই আদি,
পিয়া পিয়া রটত ভঁই।

অতি সুখ পাওবত, দুখ দুখ আওবত,
ঘরি পলছন বীতত রহত,
প্রাণপতি,—প্রভু বয়জু মিলাওবত,
শ্রেষ্ঠ সখি অতধন, রহে না লাগত তুঁই ॥

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।
প্রথম মণি ওঁকার, দেবন মণি মহাদেব,
জ্ঞানন মণি শুরোকি, নদীন মণি গঙ্গা।
গীতন সঙ্গীতমণি, সঙ্গীত কো সুরমণি,
তাল মণি মৃদঙ্গ কী, নৃত্য মণি রম্ভা।
রাজন মণি ইন্দ্ররাজ, গজন মণি ঐরাবত,
বিদ্যামণি সরস্বতী, বেদন মণি ব্রহ্মা।
কহে বয়জু বাঁওয়ারো, শুনিয়ে গোপাললাল,
দিনমণি সুরয, রয়ন মণি চন্দ্রা ॥

সাহানা—ঝাঁপতাল।
ফাগুন গড় যো বানাই, সখিয়ানে,
গোপী গোয়ালা সব, যোড়ি মিলি আই।
আবিরে গোলালকী, বুরুজ বানাই,
তোপ ধর বব বম্ব ধুরাই।
গেঁধা কুমকুম, গোলা চলত ছায়,
রঙ্গ বুঁদ যোড়ি লাগাই, কহে বয়জু বাওয়ারো,
শুনিয়ে গোপাল লাল, যেরি লিও অব যদুয়াই ॥

মালকোষ—সুরফাক্তা।
নাদ পুর সোরাদ নাদ পরমেশ্বর,
ব্রহ্মা আপনান রে ইয়া আপু রঙ্গ,
গঙ্গা জটা মুদ্রা আলাপ বিদ্যা রে পরমেশ্বর।
উলট কর বনাও, বিন্দ বিন্দ উতপত,
শরীর স্বরূপ রে, মারগ উতরে,
বয়জু পুতরে, বৈকুণ্ঠ লীলা মারগ রে পরমেশ্বর ॥

পুরবী—ধামার।
তুঁসে কৌন সরবর কিয়া,
কৌনে তে সামেরা, রেতে ও
পাপিয়াকী এতে নাগর।
সোঁজে ঘটালি, গাঙ্গ উমাড়া চলি,
মেঘর গেঁই, রেখা পাওয়ন বাদর।
চন্দ্র ঘ্যায়সে কামিনী, নাগর ত্যায়সে মানত,
সুন্দর তাকে, এতে নাগরীয়ে, বয়জুকী প্রভু,
উমাড়া ঘুমাড়া গেঁই, ধারে মিসি পরিএতে সাগর।

সোহিনী—সুরফাক্তা।
প্রথমে আদি শিব শক্তি, নাদ পরমেশ্বর,
নারদ তুম্বুর, সরস্বতী জপ রে।
অনাহত আদি নাদ, গুণসাগর স্বরূপ,
অক্ষর শুধ বুধ মত, গুণী জন রে।
আদি ধরণী, শেষ আদি সুরয,
চন্দ্র আদি পবন পানী, অণুবন্দু রে;
আদি বয়জু কবি, গুরুপ্রসাদ তেঁ,
সোগন কে আওবত, গুণীগণ রে ॥

গোপাল নায়ক।

গোপাল নায়ক দক্ষিণদেশবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ইনি—সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাভূত করিয়া নায়ক উপাধি প্রাপ্ত হন।

হিণ্ডোল—ঢিমে-তেতালা।
কৈলাশ-শিখরে শিরোমণি শ্যাম,
শিউকো ধাম মঞ্জুল সিংগার।
নানা ভাঁতকি বৃক্ষলতা কুসুমিত
দিশ দিশ বিপিন সাধন অপার ॥
বরণ বরণ কি পক্ষীগণ রমণ
মানও দুর্গানাম করতো উচ্চার।
ঋতু বসন্ত হিণ্ডোল রাগ গাওত
আনন্দ ভরে অতি বিস্তার অপার ॥

টোড়ী—ঝাঁপতাল।
গাইয়ে গোপীনাথ নরহরি নাথ নরহরি হরি হরি।
পতিতপাবন নাম শুনি মৈ তবহি অনেক পতিত উদ্ধারে।
দীন জন তুম সবহি তারে ভক্ত বিস্তারে আর কোয় ইতনি মুনি নায়কগোপাল সকল কাম সুধারে।

মালশ্রী—চৌতাল।

গ্রাম শ্রুতি মূর্চ্ছনা কো বেওরে জানে গাওয়ে নব রস লিয়ে।

শুদ্ধ শালঙ্ক সঙ্কীরণ ওবড় খাড়ব দৌরস নিরিখ কর্‌কে লেতে সুর ধর হীয়ে।

গীত ছন্দঃ ধারু ধুরপদ ঝুমরা প্রবন্ধকো বাখান সমঝাওত হাঁয় হীয়ে॥

কতহ নায়ক গোপাল বহুবিধ খরজ সাধে ইয়াতো শুনবো কিজিয়ে কান ভিজে॥

ইমনকল্যাণ—চৌতাল।

তেরোহি ধ্যান ধরত ব্রহ্মা শিব ব্যাস বালক নারদ মুনি শনকাদি দেব সুরেশ সুখ রজত বহুত বেশ বানায়:

আ চন্দ সূরয আওরে তরো তুনে ধুয়া মেহা পবন পাণি পশুপক্ষী জল স্থলকে ঘন দামিনী আওয়ে মরি মরুত॥

আ দীনবন্ধু দীননাথ দীনকি দয়াল প্রভু ভরণ পোষণ বিশ্বভর সুবাত সভে উপায়।

গোপালকে প্রভু মাধব মধুসূদন তুহি রাম কৃষ্ণ তুহি তুহি করতা সব উপায়॥

জুহী—সুরফাঁকতাল।

দেখিয়েন রে মাত্ত তিলক গতিলখ মুখো তুমোল ফুলি আহে এ ধারন্তি সার কউসর বেণী আহে॥

রবি কানন কুণ্ডল শশিবদনী ত্রিশূলধরণী করণী সব সুখ ভক্তন কহা।

যোগ অযোগ মায়াত্রিভুবন বরণী পাঁও যেন মুক্তি অপাথ গাহা।

গোপাল নায়ক বিদ্যা দেনী তু সর্ব্বকলা ভবানী আবগাহা॥

ভীমপলশ্রী—চৌতাল।

দান কর্ণ সমান ভুজপত জ্ঞান বিক্রমজীত জীত গন্ধর্ব্ব সুখ বিধান॥

বিভীষণকে দিনহো রাজ, মারে রাবণ লঙ্কা জীতো কাম রাজা রামচন্দ্র সুজান।

ব্রহ্মাপঢ়ে বেদ সুরস কিরণ নাদ

কহত গোপাল নায়ক শুনহো,

সুজান অহবিধ তান মান॥

মালকোশ—ঢিমা তেতালা।

বাজত বসন্ত আওর ভৈরোঁ হিণ্ডোল রাগ।

রাজত হয় ললিতা কৈসনে হোয়ে ধনাশ্রী॥

মালোয়া মালকোশ রাগ বনমে বাজায়ে কানাই,

(কাহু) মঙ্গল নিয়াসিনী (নিবাসিনী,)

সুর অসুর পন্নগী হুতি ধুন্‌কে শুনে সে পায়না,

রহি যা সুরী এয়সী বাজী নেমে মেরে

জান শুভ রাগকি মায়াসিনী॥

দেওগিরী—সুরফাঁকতাল।

শিউ মহাদেব ত্রিশূল পিণাক ধর যাকে জটাজুট মাথে সুরেশ্বরী আইয়া যাকে বিবিধ ভূষণ পাইয়া॥

গিরিজাকে মন ভাইয়া ইয়া আইয়া আইয়া পাইয়া॥

এজগদীশ ইয়া লিয়ে বৃষবাহন অত দিয়াত ততদিয়ে তরেরে আইয়া উত মদন দোহাই আইয়া।

গোপাল চতুরঙ্গ অঙ্গে সো সম সমন নাচাইয়া মানক দোহাই আইয়া আই আই আই আই আই অতীত দেই আইয়া॥

প্রদীপিকা—ঝাঁপতাল।

শিখর গড় চন্দ কৈলাস নিহতা চন্দ্রপ্রভ কিরণ জ্যোতি প্রজ্বল॥

চন্দ মকরন্দ ফুল ফুলে পরিমল সুগন্ধ বিবিয়া বদন ভনু মদনুপ জাল॥

লাল মোতিয়ুনসে ছোটে চন্দ কিরণ সোভাল। ছন্দ অতি ছন্দ গাওয়ে নায়ক গোপাল॥

ধানেশ্রী—তেওরা।

সুর প্রথমে সারিগম জাত রে।

তাহে প্রকট বেদ রে॥

ধারু ধ্রুপদ সংগৃহীত প্রবন্ধছন্দঃ
গুণী গাওয়ত গন্ধর্ব্ব শেষ রে।
চতুরঙ্গ একট ভেলেনা ক্রপণ
শব্দ সুরণকো ভেদ রে।
কহে নায়ক গোপাল সারিগম
আগম তাল সুরসম সাধ রে॥

মূলতান—ঢিমা-তেতালা।
সপ্ত সুর ছয় রাগ,
রাগিণী সামেত রাগ,
এনকানুনে বাঁশরী বেসালা হায়।
প্রথম রাগ ভৈরোঁ রাগ, কৌশিক হিণ্ডোল রাগ,
দীপক মল্লার মারু, খষ্টম রেসালা হায়॥
ছও ছও ভার্য্যা সঙ্গে লাগে
লাগ একসে এক আলা হায়।
এয়সি গুণকি বিশালা, মোহি ব্রজবালা,
বাঁশরী বাজায় নন্দলালা,
গোপালকো জপমালা হায়॥

মারবা—সুরফাঁকতাল।
হর চরণ পর চিত ধরণা গুরু স্মরণ কর ভব তরণা।
যব জনন জগমে সব সুখ মুকরত নর।
ধ্যান ধরম কৃত যো যজ্ঞ যাগ এতমো সব তীরথ ফিরে তব দ্বাপর যুগমে আসন বৈঠে ভগবত নামসে কলিযুগমে।
এসো নিকো কলিযুগ চার যুগকো রাজা ভজন রাজা যাকো হোত সবহি কাজ।
কহে নায়ক গোপাল আউর বেদ রাজা বৈজু কহে হামকা প্রভু নামকো মাঙ্গা॥

শোরী মিঞা।

শোরী মিঞার প্রকৃত নাম গোলাম নবী। একাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার স্ত্রীর নাম—শোরী। গোলামনবী যে সঙ্গীত রচনা করিতেন, সে সঙ্গীতে নিজের নাম গোপন রাখিয়া স্ত্রীর নাম প্রচার করিতেন। সেই কারণ, তাঁহার রচিত টপ্পা সকল শোরী মিঞার টপ্পা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হিন্দী টপ্পা রচনায় ইঁহাকে অদ্বিতীয় বলা যাইতে পারে। ইনি যেমন সঙ্গীত-রচনায় সুনিপুণ ছিলেন, সেইরূপ সুগায়ক বলিয়াও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।
ইয়ার ইয়ার ঢুঁদাবে জানী, বখেড়া দিলার।
অরি যো মর্গ শরা ইস্ক দিবানাবি মস্ত,
কেয়া সক্তায়ু সৈদা বাদন মুদ্ জানী বখেড়া দার।
অরি যো মর্গ শরী ইস্ক দমগনিমে থোড়া
শোরী কহে॥

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।
ও জটী সানুমান লে,
জাঁদিয়া খাঁ গম্ তেরে মেয় তেরে শোয়ে।
লোগাঁদি বদনামে সোঁ, ডর মত শোরী,
তু ত আপনা জনম তেরি সোঁ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।
খেড়াদাবে নাওবিন জান দি কিবে শোরি তেরে।
বট খেড়া দিয়া রে, লেপ খোলা ইয়াবে মিয়া,
শোরী দা টেব মেয় পছান
দি কিবে শোরী তেরে॥

ভৈরবী—মধ্যমান।
তু কেঁউ রোদিয়া নারবে।
রাজনু কর চাকরী তেরে।
তন ফুকদা সুখদা গহর,
গুলামনবী চুপ রহো ধীরে ধীরে॥

ভৈরবী—মধ্যমান।
দেলে বরিয়াঁ লালাবে।
সাহা জানাজে, হরমত বাঁদিয়া কাঁদিয়া,
তেরি শোড়া বে।
আউর ক্যা৷সী দম লাগাবে,
যো ন বোলাওয়ে,
তাণ্ডে লাগি শোরী সোঁজা বে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।
দো নয়না মাতে লাগেতু সাঁতে নালয়ে।
গুলনি মাঢ়া মহেড়া ইয়ার।
চস্‌মে মন দর চস্‌মে তো,
চস্‌মানে তো বায়ে দিদার।
সন্‌ তামাসায় তোদ্দারং তো তামাশায় দিদার॥

—

ভৈরবী—মধ্যমান।
নিলালে ওয়ালা যৌবন কিসি দাদি,
কিসি দারে তেরাদা যৌবন বালা।
গুলবি লালা বাকে বাহারা,
গুস্‌ বিনা পরমানেতে শোরী,
দাগা বাজি পর পন্থ কাবি লালওয়ালা যৌবন॥

—

সিন্ধু—মধ্যমান।
বে হৈষা, মান না করিয়ে, সাঁচে রবসে ডরিয়ে।
আও শোরী, মিল পিয়ালা পীলে,
সমঝা সমঝা পাঞ ধরিয়ে॥

—

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।
মহেড়া বালামা মুজে, আয় বে।
মত কর দে প্রকিতি, ভুব চঞ্চল জটী,
শোরী ফকীর রুদা, নটকানা দে॥

—

খাম্বাজ—মধ্যমান।
মিয়াবে জাদু ডারা, সৌঁড়া।
যের তু তেরে বাঁদি হো-ও-ও রেইয়া।
তুমে তু বা নয়না বা গুমানেড়া,
যের তু তেরে বাঁদী হোও-ও রেঁইয়া॥

—

খাম্বাজ—মধ্যমান।
গুলাবে জটি জোর, জোর মৈ বারি,
খন্দিয়া মৈ না সাঁড়িয়ামে নাহি।
লে চলত, চিত্ত মহবুব দে থানে,
রন্দিয়া শোরী টপ্পেয়ার॥

—

টোড়ী—ভৈরবী মধ্যমান।
মৈম লাগি কর বা মন কাঁশরী।
বেখো জিয়া ক্যাসে গত ঘাঁর,
চশমত নাহি, কোই আওয়ে মোহে সা শোরী॥

—

ভৈরবী—মধ্যমান।
শীসাহেমে এ দরকে না রুম্‌।
বর মিয়া-আ-আ-রুম্‌, মন রঙ্গে দারুম্‌।
মন মেগ্নি অঞ্জমেগ্নি, মুশঙে শোহেলে মণি,
বুলবুল শিরুন সুখনিজা রুম্‌॥

—

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।
সরমা জিয়া নিমা।
তুগ্‌লে, নালে, গেল্‌হাঁ, কেরে হো মিয়া।
বাওল দেশোয়ারিবে, বিরণাদি শোঁহে মিয়া,
তোড কসম নেহি খাঁ দিয়া,
তুগ্‌লে নালে গেল্‌হাঁ কে রে হো মিয়া॥

—

সিন্ধুকাফি—মধ্যমান।
সহর চলা জটী, রঙ্গে জরদে গো জরদে।
মেষ ভর ভর বে ও জটী, তেরি জাদু নয়না বে॥
তু ত তীরকো মামন, নবে মানদ মত্তি,
শোরী আটকে, ভাটকে,
দিলে লাগি সরকার বে মিয়া,
এ জটী তেরি জাদু নয়না বে॥

—

ভৈরবী—মধ্যমান।
সিহরি বে শারি রাত তা ঘুম।
তদারে করুণ থিমা, লাগদি বাঁদিয়া সাঁড়িবে।
জাগত জাগত, নয়নাকী না লাগাদী সিহারি
শোরী রে॥

—

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।
হো মিজারে দি বাহার রবে মিয়া।
খেলে সব গুঞ্জে গুল্‌ মিলা,
তো কুমরি লালে হাজারে দি।
চৈক রহি ছায় মস্ত বুলবুল,
শোরী ফিরে মন হঁস,
মেলেমে আজাদি কর্‌ পেয়ারে॥

—

গুরু নানক।

ইনি শিখসম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন। বহুকাল হইল ইনি ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পঞ্জাব প্রদেশে আজও ইহাঁর প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ইনি শিখ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। গুরু নানকের কৃপায় শিখ জাতির জাতীয় জীবন গঠিত হয়, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক উন্নতিও সাধিত হইয়াছে। ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন।

আলেয়া—খং।

তু মেরে প্রাণ-আধার। (প্রভুজী)
নমস্কার দণ্ডবৎ বন্দন অনেক বার জো বার।
(প্রভুজী)
উঠত বৈঠত, শোয়ত জাগত,
এমত তুঝেহি চিন্তা রে;
যো তুম্ কর, সোহি ফল আমারে,
তুমি আগে সার। (প্রভুজী)
তু মেরে ওঠ বল, বুদ্ধি ধন তুমহি,
তু মেরে পরবার,
সুখ দুঃখ সব, মন কি বেরথা,
সেবক নানক গুরুচরণার। (প্রভুজী)॥

দেশ—কাওয়ালী।

পরমেশ্বর এক তুহি ভজ রে প্রাণ,
আওর কঁহাঁভি নেহি ওয়াকে কোহি সমান।
শ্বেত ন পীত ন রক্ত ন আকার;
সকল সৃষ্টি রচো, সো প্রভু হামারা,
এক ব্রহ্ম কো হৃদে রাখরে ধ্যান॥

খাম্বাজ—ঠুংরী।

প্রভুজী আয় সো নাম তোমারো।
পতিত পবিত্র লিয়ে কর আপনার,
সকল করত নমস্কার।
জাত বরণ কো পুছে নেহি,
যাচত চরণার বার।
সাধুজন নানক বুধ পাই,
হরিকীর্ত্তন জীবাধার॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

যেঁও জানো তেঁও তার স্বামী।
ময় কুটিল খল কপটকামী
জপ তপঃ নেম শুচ সংযম,
এন বিধ নেহি ছুটে কাহো স্বামী;
গরদে ঘোর তু অন্ধ সে কাঢ়ো,
নানক নজর নেহারো স্বামী॥

খাম্বাজ—খং।

ঠাকুর তেঁই শরণাই আয়া,
উতারা গেয়া মেরে মনকি সংশয়,
যব্ তেরে দরশন পায়া।
অনাবোলাতা মেরে বেরথা জানি,
আপনা নাম জপায়া॥
দুখ নাটে সুখ সহজে সমায়া,
আনন্দে আনন্দ-গুণ গায়া॥

পাহাড়ি—আদ্ধা।

তুঝ সে হাম্‌নে দেলকো লাগায়া,
যো কুচ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।
এক তুঝ কো আপনা পায়া,
যো কুচ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।
সবকি মকা আওর দেল্‌কি মকি তো,
কৌন্‌সা দেল্ হ্যায় যোস্ নেহি তু,
হরিয়েক দেল্ যে তুহি সমায়া,
যো কুচ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।
কায়সা মোলায়েক্ কায়সা ইনসান,
কায়সা হিন্দু কায়সা মোষলমান;
যেয়সা চাহা তুনে বানায়া,
যো কুচ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।
কাবা মে ক্যা আওর দয়ের মে ক্যা,
তেরে পরস্তেস্ হ্যাগী সব যাঁ;
আগে তেরে সের সভোনে ঝোকায়া,
যো কুচ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।
আর্শ সে লে করস জমী তক,
আওর জমীসে আর্শ বরিতক,
যাঁহা যাঁহা দেখা তুহি নজর আয়া,
যো কুচ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।

শোচা সমুঝা দেখা ভালা,
তু যেছা না কৈ টোঁড় নিকালা,
আব ইয়ে সমুঝ মে অফর কি আয়রা,
যো কুচ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায় ॥

আরতি (নানক)।

গগনময় থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে,
তারকা মণ্ডলা জনক মোতি।
ধূপ মলেয়া নীল পবন চৌরি করে,
সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি।
ক্যায়সে আরতি হোয়ে ভবখণ্ডন তেরি আরতি,
অনহত শব্দ বাজন্ত ভেরী।
সহংস তব নয়ন নন নয়ন হ্যায় তোহেক,
সহংস মূরতি নন্ এক তোহি,
সহংস পদ বিমল নন এক পদ গন্ধ,
বিন্ সহংস তব গন্ধ এব চলত মোহি।
সব মে জোত জোতহি সোই,
তিস্‌কে চান্‌নে সর্ব্ব মে চান্‌নে হোই;
গুরু সাক্ষী জ্যোতি প্রগট হো,
যো তিস্ ভাবে সো আরতি হোই।
হরি চরণ কমল-মকরন্দ শোভিত মন,
অনুদিন মোহেয়া পিপাসা,
কৃপাজল দেও নানক সারঙ্গ কো,
হো যায়ে তেরে নাম বাসা ॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

বিসায় সেই সব তত্ত্ব পরাই।
যব্ সে সাধুসঙ্গ মায় পাই।
নাহি কোই বয়রি, নাহি বেগানা,
সকল সঙ্গ হাম্‌রি বনি আই।
যো প্রভু কি না, সো ভাল কর্ মান্ লো,
এহি শুমতি সাধুতে পাই।
সন্ত্ মে রমো রহা প্রভু একো,
পেক্‌পেক্ নানক বিগ্‌শাই ॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

মন খো কঁহ কৌনসি মানকি।
[illegible] প্রাণ [illegible] দিন [illegible],
[illegible] কি।

সুখকা হেতু বহুতা দুখ পাওয়েত,
সেবা করত জনক জননী,
দ্বারে দ্বারে ইঁহামুয়্যাসা ফেরত,
নাহি শুধু হরি ভজনকি।
মানুষ-জনম অকারণ খোয়াওত,
লাজ না লাগে লোক হাঁসনকি।
নানক হরগুণ কেঁউ নেহি গাওরে।
কুমতি বিনাশন মন কি ॥

আলেয়া মিশ্র—একতালা।

নাম সীমার নাম সীমার এহি তেরা কাজ হ্যায়,
মায়া কুসঙ্গ ত্যাগ, প্রভুজীকী শরণ লাগ,
জগৎ-সুখ মান মিথ্যা, ঝুঁঠোহি সব সাজ হ্যায়।
স্বপ্নে যেঁউ ধন পখানন্, কাহে পর করতোমান,
বালুকী ভিত যায়সা বসদা কো রাজ হ্যায়।
নানক জন কহত বাত, বিন্‌শে যায় তেরা গাত,
ছিন্ ছিন্ কর্ গ্যাও কাল,
যায়সে যাত আজ হ্যায় ॥

ললিত—ঠুংরী।

এহি মনোরথ মেরা মেরা মেরে প্রভুজী।
প্রাতঃকাল উঠো চরণ তাঁওলাউ,
নিশি বাসর তোহে ধ্যাউ মেরে প্রভুজী।
তন মন অর্প করু জন সেবা,
রসনাতে হরগুণ গাউ মেরে প্রভুজী।
কর কৃপা দান ভকতি মোহে দিজে,
মোকো কর আপনাতু চেরা মেরে প্রভুজী।
এক আধার নাম-ধন মেরা,
আনন্দ নানক এহি দিজো মেরে প্রভুজী ॥

তুলসী দাস।

হিন্দিভাষায় 'রামায়ণ' রচনা করিয়া তুলসী দাস অমর হইয়াছেন। তাঁহার 'রামায়ণ' প্রেম ও ভক্তি রসের অগাধ সমুদ্র। ১১১৬ সালে তুলসী দাসের রামায়ণ রচনা সম্পূর্ণ হয়। বাঁদা জেলার অধীন চিত্রকূট পর্ব্বতের সন্নিকট রাজাপুর গ্রামে তুলসী দাস জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন প্রকৃত

সাধক বলিয়া সম্মানিত। রামায়ন ব্যত ... রচিত বহুসংখ্যক দোঁহাবলীর প্রচলন দেখা যায়। চাণক্য শ্লোকের ন্যায় সে সকল দোঁহা নীতিশাস্ত্র-সঙ্গত ধারা জ্ঞানগর্ভ উপদেশে পরিপূর্ণ। ১১৬৫ সালে ইনি মানবলীলা সংবরণ করেন।

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল বা তেওরা।

লেহি হরি শরণ মুঝে, তুহারি পঙ্কজ পদ দ্বয়।
মুহি দীন নরাধম, তুহি দীন দয়াময়।
গয়াসুর চরণ চিহ্ন, পিতৃলোক তারণ জন্য,
তেরা সুবর্ণ ভুবন ধন্য, সুরধুনী কি শোহে পায়।
তুলসীদাস ও পদ আশ,
কোই পাওয়ে কোই নিরাশ,
ও পদ আশ যো সন্ন্যাস, সঙ্কটে মিলাওয়ে॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

সীতাপতি রামচন্দ্র, রঘুপতি রঘুরাই।
রসনা রস নাম লেত, সন্তানকো দরশ দেত,
বিহসিত মুখচন্দ্র মন্ত্র, সুছব সুখদাই।
শ্যাম দমক চঁওর চাল, অরুন বয়ান দৃগ বিশাল,
ভ্রূকুটী মন অদন পায়, নাসিকা শোহাই।
কেশ ব কো তিলক ভাল, মানু রবি প্রাতঃকাল,
শ্রবণ কুণ্ডল ঝলমলাত, রতিপতি সবিস্মাই।
গলমে শোহে মোতি মাল, তারাগণ উর বিশাল,
মানু গিরি শিরোপর, সুরেশ্বরী চলি আই।
শ্যামর ত্রিভঙ্গ অঙ্গ, কাছু নিকট কাজলি খঙ্গ,
মানহুঁ সারা কি দেবী, আপহি বোলাই।
সখা সহিত সরযূ তীর, বৈঠে রঘুবংশ বীর,
হরখ নিরখ তুলসীদাস, চরণরজ পাই॥

ভ য়রোঁ—কারপা।

মনোয়া ভজলে সীতারাম।
ভজলে সীতারাম মনোয়া কাহে না জপতে নাম।
দিন দিয়া জি হরিগুণ গাওয়ে গুরু দিয়া যো নাম,
রামধনুকে বৈঠে রামজী, সবকি মজুরা দিজে,
যো য্যাহা মজুরী করে গা, উনকো ত্যেসা দিজে।
লেড্ডুকাঘালা লালন পালন,
ভেদ কি দুধ পিওলায়ে,

মরণ কালমে শরণ লেকে,
বাবা কর্ বোলাওয়ে।
এক্ নর্ ভুলে তু নর্ ভুলে, ভুলে জগৎ সংসার।
জান্ গুনকে যো নর্ ভুলে, উন্‌কে নেহি পার্॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ইয়েঁ জগ দরশনকা মেলা হ্যায়।
যব তু আয়া ইহাঁ ত কুচ দেখ ভাল,
ক্যা হাস্ খেল মিল জুল খোল বাতা
লেখা পি দেশ কারণ,
দেখ্ সব কৈ একৃসে একেলা হ্যায়।
ইস্ মন্দির বীচ নিরখ্ তু,
ক্যা রঙ্গ বিরঙ্গ কা মুরত হ্যায়,
হর দেশ নিরখ পরখ্ তু,
ইস্ মুরত মে ক্যা সুরত হ্যায়।
ধন্য ওস্ কারিগরকো কহিও,
যিননে আপ্‌না হাত্‌সে বানায়া হ্যায়।
রঙ্গ রূপ রস আধা যৌবনমে,
ইয়ে কি আপনা খেলা হ্যায়।
ইহাঁ আপোষ মে দেখো তু,
হর এক শও একৃকে হ্যায় নাতা,
কোই বাপ বনে কোই বেটা,
কোই চাচা ভাতিজা কওলত হ্যায়।
কোই মিয়া আপ্‌নে জানে,
কোই দাস আপকো মানে,
কোই পীর হ্যায় কোই মহবৎ হ্যায় আউর,
কোই গুরু কোই চেলা হ্যায়॥

রামকেলী। কাওয়ালী বা ঠুংরী।

নিরখত বাত জটাই রঘুবর,
নিরখত বাত জটাই হো।
ব্রহ্মরূপ ধরে আওয়ে নিশাচর,
ভক্কা দেও পহরাই হো,
ভিক্ষা লে কর চলে জানকী,
হরে নিশাচর যাই হো।
সূর্য্যবংশকী রাজা দুলারী,
[illegible]

উন্‌কি ভিরিয়া নাম জানকী,
রথপর লেত উঠাই হো।
এতেমা শুন্‌ পর খগপতি ধাওয়ে,
হুঙ্কারন গরুরাই হো,
বানে না দেক্ষে রহো নিশাচর,
যব তক্‌ রাম না আই হো।
অগ্নিবাণ যব মারে নিশাচর,
ভূমপর দেওত লুটাই হো।
রাম লছমণ ব্যাকুল ভেই,
জীব জন্তুনে পুছত হো,
কোই, দেখে হো কাঁহা প্রাণ জানকী,
কোন্‌হয় সেত চলাই হো।
কমল নয়নসে নীর বহত হ্যায়,
যেয়সা গঙ্গা ত্রিবেণী হো,
হা হা কর্‌কে ধূল্‌পর লুটে,
ত্রিলোকপতি রঘুরাই হো॥

তু দয়াল দীন হেঁা তু দানী হেঁা ভিখারী।
হেঁা প্রসিদ্ধ পাত্‌কী তু পাপপুঞ্জহারী॥
তু ব্রহ্ম হেঁা জীব, তু ঠাকুর হেঁা চেরো,
তাত মাতঃ গুরু সখা তু সব বিধিহিত মেরো।
নাথ তু অনাথ কো, অনাথ কউন মোসো,
মো সমান অরাৎ মাহি অরতি হর তুছো।
তোহে মুখে নেত অনেক মানিয়ে যো ভাওয়ে,
যো তো তুলসী কৃপালু চরণ শরণ পাওয়ে॥

কবির।

ইনি ‘কবির পন্থা’ নামক ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক। দাক্ষিণাত্যবাসী গুরু রমানন্দই ইঁহার গুরু। ইনি ৺কাশীধামে বাস করিতেন। ধর্ম্মালোচনাই ইঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে কবির-পন্থাধর্ম্মাবলম্বী বহু শিষ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

বসন্ত—ধামার।

ব্রজ কিশোরী ফাগু, খেলত রঙ্গে।
চুয়া চন্দন আবীর গুলাব দেওবত শ্যাম অঙ্গে।
ফাগু হাত করি, ফিরত শ্রীহরি,
ফিরি ফিরি খেলত বাই;
ঘুংঘটওঠমে বরজছাপাওবত,
বেরি বেরি বৈছে যেষসে চাঁদ লুকাই।
ললিতা এক সখি, ফাগু হাত করি,
দেওবত কানু নয়ান;
বৃষভানু কুমারী কিশোরী ভুহুঁ বাহ,
চুম্বত শ্যাম বয়ান।
আউর এক সখী,
জাউ জাউ কারী কাহাঁ লাগাও আবীরা;
কমরী ফাগু লেই কানু নয়ান,
বেরি বেরি দেওবত হাঁ হাঁ কবীর॥

পাহাড়ী—আদ্ধা।

মোকা কাঁহা ঢুঁড়ো বন্দে,
মায়তো তেরে পাশ মো,
হোঁয়ে মো ঝগড়ি, বিগড়ি ন ময় ছুড়িপড়াস মো
ন হোঁয়ে মো খাল রোমমে,
ন হাড়্‌ডি ন মাস মো।
ন দেবল মো ন মাসজদমো ন কাশী কৈলাসমো
ন হোঁয়ে ময় আউধ দ্বারকা,
মেরা ভেট বিশ্বাস মো।
ন হোঁয়ে মে ক্রিয়া করম মো,
ন যোগ বৈরাগ সন্ন্যাস মো,
খোজেগা তো আ মেলোঙ্গা,
পলভরকে তলাস মো।
সহরসে বাহার ডেরা হামারি,
কুঠিয়া মেরি মৌয়াস মো,
কহত কবীর শুন ভাই সাধু,
(শান্ত) সব সব সত্তান কি সাথমো॥

ভঁয়রো—একতালা।

মায গোলাম মায় গোলাম মায় গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান তু দেওয়ান তু দেওয়ান মেরা।
এক রোটিতে লংগটি দুয়ারে তেরে পাওঁয়া;
ভকতি ভাও বে আরোগ নাম তেরা পাওঁয়া।
তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা বারেয়া,
দাস কবীরা শরণে আয়া চরণ লাগে, তারেয়া॥

জয়জয়ন্তী—খৎ।

দরমা দে খাঁড়ে দরবারা।
তুঝ বিন সুরতে কৌন্ লে হামারা,
দুরশন দিজে খোলে কেওয়াড়া।
তুম ধন ধনী উদারা ত্যাগী,
শ্রবণে ন শুনিয়াত সুযশ তোমারি;
মাঙ্গ কিন্নসে অ ওর, রঙ্গ সব দেখ,
তুম মেরে নিস্তারা॥
জয়দেব নামা, বিপ্র সুদামা,
তেন্‌কো কৃপা ভাই হ্যায় অপারা;
কহত কবীর তু সমরথ দাতা,
চার পদারথ দেত অনিবারা॥

সুরটমল্লার—খৎ।

নাম না জেয়েৎ গোয়ারা,
(হরিকে) ক্যা শোচতা বারম্বারা।
দরশন কর না চাহিয়ে,
তো দরশন মাজৎ রহিয়ে,
যব দরশন লগে কাই তো দরশন কাঁহাতে পাই
পার উতারা না চাহিয়ে,
তো খেঁউট সে মেন বহিয়ে,
যব উতরি পাওরি গেয়া পারা,
তো কাঁহা হাম্ কাঁহা জগত সংসারা॥
দেখ কবীর জীবে করণী,
ওয়াকে অন্তর বিস্‌কা তরণী,
কাতরণীকা ফান্দা ছুটে
তোরহস রহস যমলুটে॥

শব্দ।

জাগ রে মেরি সুরত সোহাগিন জাগ রে (টেক)
ক্যা তুম সে বত মোহ লোভ মেং,
উঠ কে ভজনিয়া মেঁ লাগরে।
চিত সে শব্দ সুনোসরবন দে,
উঠত মধুর ধুন রাগ রে।
দেনো কর জোর সীস চরনন দে,
ভক্তি অচল বর মাগরে।
কহত কবীর শুনো ভাই সাধো,
জগত পীঠ দে ভাগ রে॥

নওল কিশোর।

নওল কিশোর একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত বিদ্যাবিদ ছিলেন। এক সময় ইঁহার এত প্রতিপত্তি ছিল, যে সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই ইঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। নওল কিশোর উপস্থিত না থাকিলে কোন সঙ্গীতের মজলিসই সম্পূর্ণ হইত না।

বাগেশ্রী—চৌতাল।

তারা তেরো চরণ, তারণ ভবসাগর বারণ।
ভক্তনকে আধার নাম উদ্ধার কেরো,
অঘকাটন কুঠার, চার ফল লহত জগত বারণ॥
ব্রহ্মলোক বিষ্ণুলোক, সুরলোক নাগলোক,
শ্রী আদি কারণ;—
নওলকিশোর গাওবত তেরো যশ, সুর নর
মুনি গন্ধর্ব্ব চারণ॥

কেদারা—চৌতাল।

শিষ্ট শক্তি-রূপ, স্বরূপ অনুপ ধরে
কৈলাস সুখ নিবাস।
শীষ গঙ্গা জটাজুট, মুকুট বেণীরাজিত, ঔর
ব্যাল মুক্তমালা, শোকর বিলাস॥
বাঘাম্বর, পীতাম্বর, কর ত্রিশূল আওর
পরশু, ভস্ম অঙ্গে শোভিত, কেশর বাস;—
হুঁ তো তেহারে দাস, জনম জনমকো কীজে,
কৃপা কোর দিজে, ভক্তি আনন্দ প্রকাশ॥

দেশকার—চৌতাল।

নাদ বিদ্যা অপার, বিন সরস্বতী প্রসাদ-
কো জানে।
সপ্তসুর তিন গ্রাম, একুইস মূর্চ্ছনা বাইশ
শোরত কী সুরত রাখি, ধরণ মুরণ তান পল্ল-
নকো অনুমানে॥
বাদী বিবাদী অনুবাদী সমবাদী, শুদ্ধ
সালঙ্ক সংকীরণ, শুদ্ধ বিকৃত, নেম বিরস
অচ্ছর, রাগ রূপ সো সাধে;—কহত নওল-
কিশোর, এয়া বাকবাণী প্রসন্ন হোয়ে, দিজে বর,
অব, কবিতা ঠানে॥

শুদ্ধ বেলাওল—চৌতাল।

তু তারা তারণি, অধম হুঁ, কহুঁ সুযশ শুনি,
আয়ো তুয়া শরণ, দয়া কর মোহি দাস জানি।
(ঝাঁপতাল) শীষ জটাজুট, ভালে চন্দ্র মুণ্ড-মালা, নীলবরণী দিব্য চর্ম্মাম্বরী, ইন্দীবর খপ্পর, খর্ড্গা খড়্গপাণি ॥
(সুরফাকতাল) তেরো প্রসাদেতে, কবিতা শক্তি হোত, ভক্তি মুক্তি পাওবত, শপথ তোর মন মানি ;—
(তেওরা) নওলকিশোর কো, ভক্তি দিজে চরণকো, তুজো তুয়া শরণ কোউ দানি ॥

ছোট্ মিঞা।

ছোঠ মিঞা একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। বাল্যকাল হইতে রীতিমত সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া ইনি সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হন।

ছায়ানট—তিওট।

দের দের তানানা তাঁনা দেরে না।
তানা দেরে না, তানানা আ-আ-আ, আ-আ-আ-আ আদানি ॥
নাদের দের দিম দিম তানানা তানানা তানা দেরেনা তানা দেরেনা তা দানি ; স স গ ম পপপ পম, ধ ধ নিধপ, সানিধ ধ প প, রে রে গম প গপ রে রে সা ॥

দুন্দী খাঁ।

ইনিও একজন প্রসিদ্ধ গায়ক। অনেক বড় বড় বাইজেলে ইনি প্রশংসিত হইয়াছেন।

নটমল্লার—চৌতাল।

নব ভবন নব রাঘব, নব বাস নব আশ,
নই কিরীট কুণ্ডল, নই নই হৈ কলজোরি।
নই হওা বসন্তীর, নই রাস ভোজন নই,
নই প্রীত অবহি বিহরি ॥
[illegible] গেহ, নবল আনসৌ নই
[illegible]

দুন্দিকে প্রভু, তোম ভয়ো নায়ক শ্যামরো সলোন, তো সোঁ রহত উমজোরি ॥

বাহাদুর শা।

বাহাদুর শা দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মোগল বংশে ইঁহার জন্ম। সঙ্গীত আলোচনায় ইঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তাঁহার আশ্রয়ে অনেকগুলি সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি প্রতিপালিত হইতেন। ইনি অবকাশমতে তাঁহাদের সংসর্গে সঙ্গীত চর্চ্চায় বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতেন।

হাম্বির। তিয়ট।

চামেলী ফুলি চম্পা।
গুলাবা গেঁধা লাইও রে মালেনিয়া,
হারোয়া নও সাকে গলে ডারোয়া।
মহম্মদ শীষে মোতিয়নকো সাহেরা,
এচ্ছা বানেরা ;—আউর শীষে শোহে সেহারা ॥

আড়াঠেকা (বা একতালা।)

আল্লা মাডি আরজ শুনিয়ে রাসঁবই ;
হুত মাঙ্গদা, তুস দি, তন মন ধন,
রব দে দোহাই।
তু দাতা মাডা, বকস দিহারো সদা,
তাঁডে কারণ তু পাশ আই ॥

কল্যাণ। আড়াঠেকা।

চুনরিয়া রঙ্গা দে রে, মোরে মি তু রে।
তা পর লাল কিনারী দিজে,
ঘুঙ্গরু আউর ঝালর, রাজা বাহাদুর রে তু রে ॥

শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী।

শিব নারায়ণ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। আশৈশব সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া ইনি সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শীও হইয়া উঠেন। ইঁহার রচিত সঙ্গীত ভক্তিরস মূলক।

ভৈরবী—ঠুংরী।

ভোর ভয়ো পক্ষীগণ বোলে,
উঠ জন প্রভু গুণ গাওরে।
নিখ্ প্রভাত প্রকৃতি কি শোভা,
বার বার হর্ষাও রে।
প্রভুকি সুমের নিজ মননে,
সরস্ ভাও উপজাও রে।
হোয় কৃতজ্ঞ প্রেমমে উনকে,
নয়নন্ নীর বাহাও রে।
ব্রহ্মরূপ সাগরমে মনকো,
বারংবার ডুবাও রে।
নির্ম্মল শীতল লহরে গেলে,
আতম তাপ বুঝাও রে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌঠংরী।

কিস্ শোচ বিচার মে বয়ঠে হো,
মন্ শুধ করো ভাই এক্ দিনকো।
জগ চিন্তাকো সব দূর করো,
আউর ত্যাগধান ধনকো,
প্রভু পুজামে অনুরাগ করে।
আউর প্রস্তুত হো হরি কীর্ত্তন কো।
পরিত্রাণকে প্রতি সব ব্যাকুল হো,
তুম্ আকুল হো প্রভু দর্শন কো।
ভক্তি আউর প্রেমকে ফুলোঁনে,
ভরপুর করো হৃদকানন কো।
একান্ত সুধারস্ পান করো,
আ উর শান্তি করো আপনে মন কো॥

ওয়াজিদ আলি।

ইনি অযোধ্যার শেষ নবাব। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কলিকাতার দক্ষিণ মেটিয়া বুরুজ নামক স্থানে ইহাঁর বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। সেই কারণ কলিকাতা অঞ্চলের লোকে ইহাঁকে 'মটিয়া বুরুজের নবাব', আখ্যা প্রদান করে। ইংরেজের বন্দী অবস্থাতেও ইহাঁর নবাবীর হ্রাস দেখা যায় নাই। গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত মাসিক লক্ষ টাকা বৃত্তিতেও ইহাঁর ব্যয় সঙ্কুলান হইত না। ইনি বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। এক্ষণে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মেটিয়া বুরুজের সে নবাবী কাণ্ডকারখানাও কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। বংশধরেরা আছেন, কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা এখন শোচনীয়।

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌঠুংরী।

যব্ ছোড়ে চলে লক্ষ্ণৌনগরী।
কাহো হালে আদম পরা কেয়া গুজারি॥
আদামা গুজারি, সাদা মা গুজারি।
যব হাম গুজারি দুনিয়া গুজারি॥

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌঠংরী।

(এইসি) নেমকহারামে মুলুক বিগাড়া।
হজরত যাঁতিহি লণ্ডন কো।
মহলে মহলে মে বেগম রোঁয়ে।
গলি গলি রোঁয়ে পাথুরিয়া॥

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌঠংরী।

সাহাজাদে আলাম তেরে লিয়ে,
মায় তো জঙ্গলা সেহারা বিয়াবানা ফিরে।
তানাখাকা মালি, পাহনি কাকালি।
কারা যোগেনাকা সমান ফিরি।
পুরবা পশ্চিম, উত্তরা দক্ষিণ,
দিল্লি সহরা মুলতানা ফিরি॥

তান সেন।

মিঞা তানসেন ৯৫৮ সালে গোয়ালিয়র নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণবংশে ইহাঁর জন্ম হয়। হিন্দু নাম—রামতনু পাঁড়ে, পিতার নাম মকরন্দ পাঁড়ে। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে ইনি কোন মুসলমান যুবতীর প্রণয়ে পড়িয়া ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামীর নিকট সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করেন। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের পর গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ গায়ক মহম্মদ গৌজত খাঁ ইহাঁর সঙ্গীতগুরু নিযুক্ত হন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সের খাঁর পুত্র দৌলত খাঁর সহিত ইহাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। ৯৭০ সালে ইনি আকবর বাদশাহের দরবারে গায়ক নিযুক্ত হন।

একদিন সম্রাট্ আকবর ইহাঁর সঙ্গীত শ্রবণে এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ ইহাঁকে দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়া "তানসেন" উপাধিতে ভূষিত করেন। "সঙ্গীতসার" নামক ইহাঁর রচিত একখানি সুন্দর সঙ্গীত পুস্তক আছে। ইহাঁর রচিত অনেক রাগিণী "মিঞা" শব্দ যুক্ত। যথা মিঞা মল্লার। মিবারের রাজা রাজারামের নামে অনেক ধ্রুপদ গীত রচনা করেন। তজ্জন্য সেই সকল গান রাজারামের নামযুক্ত দেখা যায়। ভারতবর্ষে এপর্য্যন্ত সঙ্গীত বিষয়ে তানসেনের সমকক্ষ লোক আর জন্মায় নাই। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে,—ইনি যখন দীপক রাগ আলাপ করিতেন, তখন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিত, আর মেঘ মল্লার আলাপের সময় মুষলধারে বৃষ্টি হইত। এই সকল কথা যে কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না। ১০০২ সালে আগরা নগরীতে ইনি মানবলীলা সংবরণ করেন।

ইমনকল্যাণ—সুরফাক্তা।

নমঃ শঙ্করায়, গণেশ গণনায়ক,
কপাল মালা বিভূত ভূষণ মহাযোগী।
জটাজুট ফণিফণা ধরে,
গঙ্গা শীষে কল্লোল করেঁ,
আওর পিনাক ডমরু ধরে, গরে রুণ্ডমালা,
পঞ্চানন পঞ্চীকরণ, প্রপঞ্চহরণ,
বৃষবাহন করে ত্রিশূল, শশী ভালে ;—
সুরাসুর নর মুনি,
যোগ করেঁ সখন, ভক্তমুক্তি দয়াল,
তানসেন অধীনকো, দরশ দিজে কৃপাল।

ইমন কল্যাণ—চৌতাল।

শ্যাম সে ঘন শ্যাম, উমড়া ঘুমড়া আয়ো,
মন্দ মন্দ মুরলী তান গগন ঘোর ঘহ রাই।
ইথ জলধর বৃন্দ, উথ সুধ বয়খণ্ড,
ইথ চপলাবত, [illegible] পহিরাই।
[illegible] [illegible], ধেন প্রমাণ,
[illegible] [illegible] বারণার,
[illegible] [illegible] সন্দেহ রা,
[illegible] [illegible] ভাহি ;—
আজ আপকে প্রভু কবহি মেলেঙ্গে,
ধন্য ধন্য বহ বালা, যাকি পাও সুরত,
পীতম গল গোরি বাহি॥

ঐ। তেওরা।

দুষ্ট দুর্জ্জন দূর করো দেবি,
করো কৃপা শিও শঙ্করী মা,
হর আলা পর দার বিরাজে,
মন মানে ফল পাঁওয়ে রি (এরি).
আগে মে ধাওরো গুজরাটরি ;
পিছে যে ধাওয়ে, আওর ধাওয়ে,
ধেনু বকত তীর ধাওয়ে,
শরণাগত প্রতিপালরি (এরি)॥

সুরট—চৌতাল।

চম্পা কলি কেতন হোত,
নবল কলি কেতন হোত,
জায় ফুল করণ কেত, কৈসবিধ পিয়া সঙ্গেরি।
পিয়াকে রিঝাওয়ে কো, এক নার বচন মাঙ্গে,
গুড় লাগত হোত ঘাত, পিয়া গুনাব রঙ্গেরি।
যোল সখি বন গণে আই,
নারঙ্গ তুয়া হাট হুলে অঙ্গরি ;—
তানসেন কে প্রভু, নিঘুসে ছক রহত,
কেতকি মিল দোয়ারে আই, বিজ মদন অঙ্গরি॥

মল্লার—চৌতাল।

মজ্জন করি প্যারি, পহিরে নীল সারি,
আঙ্গিয়াকি খৈঁচি বন্ধ, টীকা সবারী।
শীষ বেদি শীষ ফুলী, বনি চোটী বন্ধ খোলে,
অলকা শোহেরে মোতিয়ন মাঙ্গে ভারী।
নাসা বেশর কাঞ্চন বীর,
জড়িত রতন হিরণ জোত, অগমগাত ;—
কণ্ঠ শিরী চন্দ্রহার, চম্পা কলি বাঁহ বাজু,
বাঁধে গজরা, চুড়ী হারী অঙ্গুরী অঙ্গুঠী,
কটি কিঙ্কিনী, পগ নূপুর ঘুঙ্গরু,
চলত গতি মরাল,—যহ সব বেখে,
তানসেন প্রভু বলিহারী॥

বাগশ্রী। চৌতাল।

অচল ছত্রপতি মাঝেলা নিকিতাল রে মোহে,
গুরু গণেশ বুধ সুরেশ সকল বিদ্যা ভো ভরণী।
ছত্রপতি সিংহাসন, অচল রহেরে,
দসো মের ধ্রু মা সুতলান।
গলে রুণ্ড মাল শোহে,
অথ ব্রজ ভালা মোহে রাখনি ;—তানসেনকে
প্রভু, তুমহি রঙ্গ নায়ক,
রাজারাম সেঁা গুরু জ্ঞানী ॥

জয়জয়ন্তী। চৌতাল।

তুঁহি ব্রহ্ম তুঁহি বিষ্ণু, তুঁহি শেষ তুঁহি মহেশ,
তুঁহি আদ তুঁহি নাদ, তুঁহি অনাদ তুঁহি গণেশ
জল স্থল মরুত ব্যোম, তুঁহি অকার যম সোম,
তুঁহি উ কার তুঁহি মকার,
নিরংকার তুঁহি ধনেশ।
তুঁহি বেদ তুঁহি পুরাণ,
তুঁহি হদীশ তুঁহি কোরাণ,
তুঁহি ধ্যান তুঁহি জ্ঞান, তুঁহি ভুবনেশ ;—তান-
সেন কহে বয়ান, তুঁহি দিন তুঁহি অয়ন, তুঁহি
ঘরি পল ছণ, তুঁহি বরুণ তুঁহি দিনেশ ॥

বেহাগ—চৌতাল।

সাঁইতো আওয়ে আজ, আধি রাত মাঝে মাঝ,
সিংহনী জাগা, ইয়ে সিংহ কানন ফুকারে।
চন্দন ঘষত ঘষ, ঘষ গই নথ মেরে,
বাসনা ন পুরত, মাস কি নিহারে।
ধিক্ ধিক্ জনম মেরি, অগমে জীবন মেরা,
কি সুখ লাগাওয়ে নাথ, পাকড়ি বেণু বারে বারে,
হুজুর দিনপতি, নয়নে আছ বারি বহে,
তানসেন অন্তর্যামী, ধুরপদ ফুকারে ॥

মেঘমল্লার—মধ্যমান।

এ মেঘে, বরিখণ আওয়ে ঘেরে পানি।
পৃথিবীরাজ অব বাদেরা হো॥
চন্দ্র সুধাংশু মেরা, রস রঞ্জিলা,
অব বাদেরা হো।
সাঁচ দেলে পাওয়েনে ভোরা,
ইন্দ্রলোকে, পাতাল লোকে বাসুকি,
মিয়া তানসেন শাহে, পুরাণে পড়ে তান,
আকবর সা গর গামে, অব বাদেরা হো ॥

পরজবাহার—ধামার।

সো আবামন মানন, করিয়েরি,
পিয়াসনে খেলিয়ে ফাগত,
রহসে রহসে গর লাগ।
ঋতু বসন্ত বন, উপবন ফুলে,
নিপটে ভ্রমরা বৈরাগ।
সগন্ধ পবন কর হিয়া উপজত,
অনুরাগ মহম্মদ শা, সুন্দর সো মিলিয়ে,
সুখ সেঁা জিতে ফাগ ॥

ঐ—ঝাঁপতাল।

গঙ্গা ভয়ো শীষ, যোগী জপ জগদীশ,
দরশন চমৎকার, স্বরব তারাগণ।
শীষ জটা মোপ, শৃঙ্গী বিরাজিত,
বয়ল বাহন, অঙ্গ ভস্ম জরায়ন।
সেলি বাঘাম্বর, শ্রবণ অঙ্গম,
আওর গলে মালা শীষ নাগ শরায়ন,
তানসেনকে প্রভু, আপনি কৃপা কিজে,
গৌরীকে ওড় হার, শম্ভু নারায়ণ ॥

[illegible]—চৌতাল।

রাজন, কো [illegible] মহারাজাধিরাজ,
চতুর্দ্দশ বিদ্যা নিধান [illegible]জারাম।
যোই যোই ধ্যাওবত, ইচ্ছা ফল পাওবত,
সাঁচা বিধাত, করুণা সমান।
লাজ কি জাহাজ, শিরে তাজ,
গরিব নওয়াজ, গরিবন কো মন বাঞ্ছা পূরী হোত,
ইহ দরবার, অসুর সংহারণ, শিষ্ট সংপালন,
তানসেন গাওরে, তেঁহারি নাম ॥

বেহাগ—চৌতাল।

ঝুমে ঝুমে আওবত, নয়নে বার তেঁহারি।
বিথুরি অলখ শ্যাম, হম সে লাগত রূপখ,
রূপকে উখর বাতে, যোর জান তেঁহারি।

অরুণ বরণ নয়না তেরা, কা পিছে লাল ডোর,
মানহুঁ সংজ্ঞ বার, অতি ঘন হার,
তানসেনকে প্রভু, তুমহি বহু নায়ক,
উপমপ কহাঁ কিজে, পিনহি অঞ্জন কারি॥

শঙ্করা—চৌতাল।

তেরো পরতাপ বড়ো, শাহেন শাহ,
তেরি ধাক শুনত, চৌখুঁট মানত হৈঁ।
হাত যোড়ে নজর লিয়ে, আওবত হৈঁ,
তেরো যশ কো উনহি বাখান শখে, দেখত হৈ॥

ঐ—ঝাঁপতাল।

কেলি কদম্বমূলে, বিহরে নটবর,
শ্যামসুন্দর, রূপ নব জলদ বরণ,
বিছ খেলে সুন্দরে সব দামিনী পূবায়।
অব তুঁহো কালি কালিয়া কান্ত
আশীষ করে কালিয়া তানসেনে।
ইয়ে হো বিচিত্র অকূল জ্যোতিকো ভাঁতি,
নিরদি নলিনীয়া গিরিবালা অতুল জোতি,
ভজ কালিন্দী জল বিহারী নব নীরে॥

জলধর কেদারা—চৌতাল।

নাগর রসকর সচিত হিরি পিয়া তন
সওয়ারো হো, জানত কছু তন মন।
এতহি বিদ্যা ছন, দৃগ তিক ভরতন কো,
মানোহুঁ মৈ পাই আসমান।
লগন দেত, লগ লাগন ঐসো জ্ঞান,
যৌরি কহুঁ না আওয়ে যাওত,
অন্তর মধ্য জ্ঞান;—শাহ আকবর প্যারে,
তন অধর পালক, কর হরি পুত বিরছন॥

শুক্ল বেলাওল—ঝাঁপতাল।

সাধনা করতে আয়ে, হো গুণী জ্ঞানী,
কেথ নাদ কেথ বেদ, কেথ অলঙ্কার।
কৌন মুরৎ কৌন মুরণ, কৌন তান কৌন সুর,
এতে কো বেবর লিয়ে বিচার।
বিদ্যা আটপটি অপরূপায়,
কেনহু ন পাও এহি সমুদ্র পার॥

কহত মিয়া তানসেন, শুন রে সুঘর গুণী,
এতি তো কহ কিনি নায়ক গোপাল॥

মার কেদারা সুরফাক্তা।

সকল গুণ প্রকাশ কর লে,
নাদ বিস্তারণ গুণীগন, গর্ব্ব-হরণ,
প্রঘট সারদা বিদ্যা বনায়ে,
আয়ে যশকে কারণ লীনী।
দো খরজ তুম্বা কর, সুর জোাত দাঁড়ি দরশ
চিমের ভর দাঁড়াই কর, আসমান গমক কর,
সুন্দর মোর নার, মধ মধ তার কি;—
তান রস উপজ, কেতা রাজ কেতা,
সবায় জবাব উজার কিনি॥

শুক্ল বেলাওল—চৌতাল।

রাজারাম নিরঞ্জন, হিন্দপতি সুলতান কিয়ে,
করত রে সকল সৃষ্টি, ভরণ পোখণিয়ে।
অতি প্রবীণ, বীরভান নন্দন, অতি জগবন্দন,
দারিদ্র্য হরণ শুভকরণ, যো লাগত মনয়ে,
মবাজনী গুণনিধান, হর দুখনয়ে॥

ভয়রোঁ। চৌতাল।

মহা বাক্‌বাদিনী সম্মুখ হয়ে আওয়া হয়ে।
আহিত ত্রিভুবন, আওয়া ন মানি,
আদ্যো ভবানী, যো যাকে মন ইচ্ছা,
সোহি সোহি পূজে।
ঋদ্ধি সিদ্ধি তব হি পাইয়ে,
মাতা যব তুয়া চরণ পূজে হো;—
তানসেন কি প্রসাদ মাঙ্গে,
যহাঁ ওহাঁ ঘুরত ফিরত রস-রঙ্গ॥

সরফরদা—চৌতাল।

বিদ্যাধর, গুণী জন সব পাওয়ে গুণ,
চারু আঁখি লড়া লড়িয়ে।
যো কছু আওয়ে, সো কছু কহিয়ে,
সাধন গুণী জনকে চরণ ধরিয়ে।

মেরো তেরো মগ্না, নিরঞ্জনকে আগে,
চতুর ভ্রমরাকো গুণ চারিয়ে ;—
গুণ চাওন সকর গুণী জনকে আগে,
—কহে মিয়া তানসেন, তরুণ তরিয়ে ॥

—

দরবারী-টোড়ী-চৌতাল ।

মেরে তু হয়ে নাম কো আধার,
জিনুনে রচু সংসার,
কাম ক্রোধ লোহ মায়া জঞ্জার ।
যিননে রচু আর সকার, জমীন আসমান,
নিরঞ্জন নিরস্কার, সাঁচ কেঁউ ন সেবিয়ে,
ও পাথ পরবার জিগর ।
একেন্‌কো বোলায় লেতে,
একেন্‌কো বিদায় দেতে, একেন্‌কো বকসত,
চরজরী শিঃরাপা ;—কহে মিয়া তানসেন,
শুন হো নর আকবর,
জনম জীত নাহি তেরা বারম্বার ॥

—

গুর্জ্জরী টোড়ী—চৌতাল ।

নাদ নগর বসায়ে, সুরপট মহল ছায়ে,
নক্ষাশ কোটি তান, অচ্ছর বিশ্রাম পাওয়ে ।
ত ছন্দ তত বিতত, ডমরুকা ধ্বন আলাপ,
ন তালকে কিওয়াড়, খরজ সুরপট জিঞ্জির,
ত্রিবট খুঙ্গী তামে ধুরপদ মধ ছি পাওয়ে ।
হে মিয়া তানসেন, শুন হো গোপাললালি,
অর্ব্ব খর্ব্বকর্ দেখাওয়ে ;—
সুর মিলাওয়ে কণ্ঠ মিলাওয়ে,
আকবর পরথ পাওয়ে ॥

—

খট টোড়ী—চৌতাল ।

ভুলো আয়ে, ছত্রপতি আকবর নর,
দিল্লী ভুল হন বর পাওয়ে ।
ছত্র কলা বিরাজে, তপন নিশান মশাল ফলো
ব্যাপনে প্রতাপ ঝগমগায়ে ।
ঝিঙ্গনকী রেখ, দেখ লিওত ঝরায়ে,
জাহাঁকে কর কর বনায়ে,
তপন মঙ্গাও ;—নিরন্ত আনন্দ বাজাওয়ে,
তানসেন মঙ্গল গাওয়ে,
চিরঞ্জীব রহো হুমাউঁক জায়ে ॥

—

দেশী টোড়ী—ঢিমে তেতালা ।

দেখো রি এক যোগী ভেক কিয়ে
অষ্ট পূন রুণ্ডমালা লিয়ে ।
শীষে জটা গঙ্গা, বলদ বাহন,
আওর তেম শেঃহেঁ বাঘাম্বর,
ত্রিশূল ডমরু খপ্পর লিয়ে ।
বীণ পর, বদ গোরী অরধঙ্গ,
গাও গাও সম সম রিঝাওবত জিয়া ;—
তানসেন সাহেব, শম্ভুশঙ্কর শরণ তেহারী,
চন্দ্রমা লাউ অড় দিয়ে ॥

—

দিনপুরিয়া—চৌতাল ।

রঙ্গী আকবর-সাহ জলাল করিম, নেহর
আয় রে মায়া কর কর ।
তন মন ধননে চাওয়ারে কারো হায়,
আওয়ানা পর তপত পুঝাওয়ানা
প্যারে বালামে-এ-এ, হো-ও-ও-ও-ও-ও,
জনম জনমকে, সব দুখ গেঁই সুখ পাওয়ে রি,
হো শু-উ-উ-উ-উ-উ-উ-উ-উ ণ,
ভুজ মৃণাল ভর ভর ।
অধর সোঁ অধর ধর, উরা সেঁ উরা কর,
পরশত যুগল অঙ্গ, সুভাবে সরস নারে,
কহে তানসেন সা কী, নেহারত,
বাত করত যাকে, নেচর নেচর আকবর ॥

—

শ্রী—চৌতাল ।

বংশীধর পিনাকধর, গঙ্গাধর গিরিধর ।
জটাধর মুকুটধর, রাজত হরিহর ।
চন্দনধর ভস্মধর, পীতাম্বর মৃগচর্ম্মাম্বর,
চক্রধর ত্রিশূলধর, নরহর শঙ্কর ।
সুধাধর বিষধর, গরুড়াসন বৃষবাহন,
মানধর পরমেশ্বর ঈশ্বর ।
কহে মিয়া তানসেন,তোম দো স্বরূপ এ ক তুমে
কৃপাকর নিরপর আভিকর ॥

—

কানাড়া (দরবারী)। চৌতাল।

হো নরহর নারায়ণ, তোম পর গোপতি নন্দন,
গিরিবর ধর পর ধারণ।
জগন্নাথ জগদীশ, জগতগুরু ভকতবৎসল,
হিতকারণ, হে মাধব, জগজন হিত কারণ।
পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর, সুরপতি পত ধরাপত.
আনন্দ কৌন্দ, তুয়া প্রসাদাদিত নিত হি সঞ্চরণ,
তানসেন হোয়ে গুণী গাওয়ে॥

দরবারী কানড়া—চৌতাল।

হজরত গৌসলা শামাদান,
কুতব রওয়ানী মীরাজু তুম হো,
সব পীরন পুর সুলতান।
বহুল কাদের জলাল, নাম তেরে হেমান,
সব জগকে তুম দান॥

হাম্বীর—চৌতাল।

আনন্দ ভয়া রে মোরি প্রাণনিকে সুখ,
দুখ গয়ে পিয়াকে মুখ দেখে।
যো কছু বিথা মোপৈ বৈঠে, বিরহণ পর,
ভুলি গয়ে তন মন কে দুখ।
হোত তেহারোরি সুখন চাহাবত,
কিনিন সাঁওয়ত, পগ পরশত রোম রোম,
সোই হোত সম্ভাবে, পাতশা আকবর শা,
মনসাকি দাতা তুঁহি, পায়ে নিয়ামত॥

হাম্বীর—ধামার।

অচল বিরাজিত. সুখ সম্পদ
সো যো লা মহেশ শীষ বেদবাণী।
মহাজ্ঞানী গুণনিধান, দ্বিজ দীনপালক,
সজ্জনসুখদায়ী, সপ্তসিন্ধু-জ্ঞানী।
প্রকৃত প্রতাপ, যশ কীরত চৌদিশ,
জয় পত্র ছত্র শীষ, সুর জ্ঞান গুণী;—
কহে মিয়া তানসেন,
নায়ক গোপাল চিরজীব রহো,
জল-তরণী তুয়া পবন পানী॥

ভয়রোঁ—চৌতাল।

লম্বোদর গজানন, গিরিজাসুত গণেশ,
একরদন প্রসন্নবদন, অরুণবেশ।
নর নারী গুণী গন্ধর্ব্ব,
কিন্নর ব্যাসে তুম্বুর মিলি,
ব্রহ্মা বিষ্ণু আরতি পূজয়তি মহেশ।
অষ্টসিধ নব নিধ, মূষিকবাহন বিদ্যাপতি,
সমরত তিনকে শেষ;—অস্তুত করত তানসেন,
আয়ে তায়ে হেরম্ব বিঘ্নহরণ,
বিনায়ক রূপস্বরূপ অশেষ॥

ভয়রোঁ—চৌতাল।

তুঁহি ব্রহ্মা তুঁহি বিষ্ণু, তুঁহি রুদ্র তুঁহি শক্তি,
তুঁহি গণেশ তুঁহি সুর।
তুঁহি জল, তুঁহি থল, তুঁহি পৃথ্বী তুঁহি অনল,
তুঁহি পবন তুঁহি আকাশ,তুঁহি অধূর তুহি পুর।
তুঁহি শৈল তুঁহি আলবেল,
তুঁহি বোল্লত তুঁহি হাসত,
তুঁহি উঠত তুঁহি বৈঠত, চলত তুঁহি দূর।
তানসেনকে প্রভু, একহি অনেক হেরত,
জগমে ব্যাপ রহত হুজুর॥

ভয়রোঁ—চৌতাল।

চন্দ্রবদনী মৃগনয়নী তা মধ তারকা,
গঙ্গা পুত্রী কালিন্দিয়া ভেদ,
ডোরা বনাই কিনি তেরিবেণী।
ছটা পুত কণ্ঠ দীপক মুখ কা জোত হোত তামে
গুপত সরস্বতী মিলি অনুমানি।
সুন্দর রূপ অনুপ ভই, রজোগুণ সত্ত্বগুণ,
তামস গুণ রাজিত,
লাল শ্বেত শ্যাম তারিণী, মুক্তিদায়িনী;—
নিরখত হি আনন্দ হোত, তুয়া দরশ পরশ তাই,
তেরি রূপ তানসেন, কেবল বাখানি॥

রাজ্ঞী মীরাবাই।

মীরাবাই চিতোরের রাণা কুম্ভের মহিষী ছিলেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই নিতান্ত ভক্তি-পরায়ণা ও কৃষ্ণ-প্রেমে তদ্গত-প্রাণা ছিলেন। ইনি নিজেও একজন সুগায়িকা। 'ইনি রাগগোবিন্দ' নামে একখানি ভজন-গ্রন্থ ও জয়দেব-কৃত 'গীত-গোবিন্দের' টীকা প্রস্তুত করেন।

ভেঁরো—একতালা।

আজ সখী মেরো আনন্দ ভয়োহৈ ঘরমে মোহন লাধোরী, বনমোই বৃন্দাবন মোই মোই বিরাজে সব বাধোরী।

সতবে মলিয়ে অজব বরোখে তেহি ঠাঁহরি মাধোরী, মেরেতো ঘরমে মহি ঘনেরা চোর চোর দধি খাধোরী॥

অগনে দ্বারমে কবটী ঠাঢ়ি বাঁহ পকর হরি সাধোরী মীরানে প্রভু গিরিধর মিলিয়া বিরহ বাজনে বাঁধোরী॥

ভৈরবী—ঠেকা।

যমে ফাঁকি দিতে, জাগাব জীবে চিতে,
জাগাব রচিতা কবিতা গান।
তাই জীবে প্রাণে, সকল জীবের প্রাণে
উথলি উঠিবে হরিনাম॥

নৃসিংহ দাস ভট্টাচার্য্য।

ইনি "সঙ্গীত-সপর্য্যা" নামক সঙ্গীত পুস্তকের রচয়িতা। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মেড়তলা গ্রামে ইঁহার নিবাস। ইনি তন্ত্ররত্ন উপাধিযুক্ত।

মূলতান—আড়াঠেকা।

যাবে কি জীবন শিবে, এ ভবে বহিয়ে।
বৃথা এ কালের স্রোতে, অকূলে ভাসিয়ে॥
কি কার্য্য সাধনতরে, আনিলে মা এ সংসারে,
আর যে চাহ না ফিরে, রহিলে ভুলিয়ে॥
ভাসা'লে ভাসা'লে তারা,
দেও গো মা কূলকিনারা,
নৃসিংহে চরণে রাখি, দেখ গো চাহিয়ে॥

বেহাগ—একতালা।

মা, এ খেলা খেলাও কেন,
ওমা, বেদ বেদান্ত, পুরাণ তন্ত্র,
করতে নারে নিরূপণ॥

ভৈরবী—যৎ।

কত কথা বল্‌ব ব'লে, এ মানসে হয় বাসনা।
ওতা, দেখা হ'লে ভুলে থাকি,
সে কথা প্রাণে আসে না॥
ওরূপ নিরখি যখন, বাসনা যায় দূরে তখন,
নিস্তব্ধ নয়ন মন, পুলকে আর বাক্ সরে না॥
বলি গো তবে কেমনে, কথা যে পড়ে না মনে,
তাই শ্যামা তব চরণে, নৃসিংহ কিছু বলে না॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

হবে কবে সে দিন ভবে।
ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মানন্দে বিভোর হৃদয় হবে॥
প্রাণ মাতিবে প্রেমরসে, মন মিলিবে ভক্তিবশে,
মায়াভ্রান্তি ঘুচে শেষে,
পাব বিবেক বৈভবে॥
নয়নে হেরিব তারা, বদনে বলিব তারা,
নৃসিংহের জীবন-ধারা,
তারা মায়ে মিশে যাবে॥

মুকুন্দ দাস।

ইনি 'সাধক-সঙ্গীত' নামক পুস্তকের রচয়িতা। বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী হরিভক্ত বলিয়া ইঁহার অধিকাংশ সঙ্গীত প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের অনুকরণে রচিত দেখা যায়।

মূলতান—ঠুংরী।

কুল কুণ্ডলিনি তুমি কে, এখনো মা ঘুমে যে।
ঘটে ঘটে আছ গো মা চৈতন্য রূপে,
মম ঘটে অচৈতন্য হলে কিরূপে;
তুমি নাকি জগতের মা, আমি কি এজগত ছাড়া,
কুসন্তানে যে মায়ের আদর মা বলি তাঁকে।
আমায়, কুসন্তান বলে বুঝি মা গিয়েছ ভুলে,
নৈলে কেন দেখনা মা ত্রিনয়ন মেলে;

আর বল্‌ব না মা, দীন দয়াময়ী শ্যামা,
অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক রটিবে লোকে।
নাই মোর ভক্তি ও ভজন যে ওচরণ করব সাধন,
নিজ গুণে জাগ মাতা দেখিগে রমণ;
দেখাও দাস মুকুন্দে, যুগল রাধা-গোবিন্দে,
দয়াময়ী নামের ডঙ্কা বাজুক ত্রিলোকে॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

রে মন চিন্তা কর কি?
সর্ব্ব চিন্তাময়ী চিন্তা, সে চিন্তা বই চিন্তা কি॥
যে চিন্তায় সদা চিন্তে, ব্রহ্মাদি শিব মনোযন্ত্রে,
না হলে তার চরণ চিন্তে, কৃষ্ণ চিন্তায় পায় কি।
যে চিন্তার চরণ চিন্তে, তার চিন্তা সে কি চিন্তে,
যা চিন্তা চিন্তারই চিন্তে, তুমি তার চিন্তা কি॥
শুন বলি ওমন ভ্রান্তে, চিন্ত চিন্তারূপী চিন্তে,
স্থান পেলে তাঁর চরণপ্রান্তে মুকুন্দ আর চায় কি॥

বাউল—ঝুলন।

বড় সাধে মনের খেদে,
ডাকি গো মা তোমায় তারা।
অকূলে ভাসায়ে তরী, হয়েছি মা দিশেহারা॥
বলে তোর ভক্ত যারা, ভয় নিবারিণী তারা।
তাই তোরে ডাকি তারা, তার গো মা তারা ত্বরা
একে মোর জীর্ণ তরী, তাহে মা নেই কাণ্ডারী।
এ কাণ্ডারী বিহীন তরী,
কেমনে পাড়ি দেবে তারা॥
তাই বলি ওগো কাল,
(যদি) কাণ্ডারী মোর থাকৃত ভাল।
তবে মুকুন্দের দেহ-তরী,
অকূলে কি যায় গো মারা॥

ভৈরবী—ষৎ।

বুঝিনা মা খেলা তব, কখন খেল মা কিভাবে।
নিয়ে সবে কত ভাবে,
(খেলে) ভুলায়ে রেখেছ ভবে॥
পিতা মাতা সুত জায়া, সর্ব্ব জীবে সম দয়া।
(আছে) বেঁচে পেয়ে ওপদ-ছায়া,
তবু মোহ মায়া ভবে॥
দয়াময়ী তুমি বটে, পেতেছ এ ভবের হাটে।
ছ'জন জুটে খেলে হাটে,
(সব) নিচ্ছে লুটে এর কি হবে॥
যে ধন দিয়ে ছিলে যেচে, মুকুন্দ বসেছে বেঁচে।
যৈছে নাচাও তৈছে নাচে,
(বল) মা প্রেমে নাচাবে কবে॥

হরিচন্দ্র মিত্র।

পূর্ব্ববাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ কবি। প্রায় ২০ বৎসর হইল, ইহাঁর স্বর্গলাভ হইয়াছে। ঢাকা নগরীতে ইহাঁর বাসস্থান ছিল। 'মিত্র-প্রকাশ' নামক ইনি এক মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মল্লার—মধ্যমান।

কই উমা কই আমার কই উমা কই।
উমা উমা করে করে আমাতে আর আমি নাই
শয়নে স্বপনে উমা, আলাপনে মনে উমা,
জপমালা হ'ল উমা, ভাবি না আর উমা বই।
ভেবে দুঃখিনী জননী, এল কি গণেশজননী,
সুদিন কি হ'ল এমনি, পেলাম কি আনন্দময়ী।
না করিয়া মিছে ছল, বল গো তোরা সত্য বল,
মঙ্গলার সুমঙ্গল, আমার ত অপনা অই॥

মল্লার—মধ্যমান।

থাক থাক থাক নয়নধারা,
নয়ন ভরিয়ে একবার নিরখি নয়নতারা॥
না হেরে যে উমাতারা, বহিছে শ্রাবণের ধারা,
এল সেই নয়নতারা, এখন ধারা এ কি ধারা।
নিরখিতে উমাধনে, বহুদিনের সাধ মনে,
হেরিতে সে চন্দ্রাননে বাধা দেও এ কেমন ধারা।
একে পলক বাধা চোকে,
দেখতে দেয় না অনিমিখে,
তুমি তাতে হলে বাদী, হেরি বল কেমন ধারা॥

ললিত—একতালা।

ওগো নিদ্রাদেবি, কেন বঞ্চনা করিলে মোরে।
মিলাইয়ে উমাধনে পুন কেন নিলে হরে॥

যে অবধি তারা-হারা, মুদি না আর আঁখি-তারা,
দুনয়নে শতধারা, বহিছে সদাই,—
আজি নিদ্রে এলে যদি, মিলাইলে হারানিধি,
শেষে সুখে হয়ে বাদী, কেন লুকাইলে তারে।
শুন আমি মুদি আঁখি, শয়ন করিয়া থাকি,
উমা এনে মেলাও দেখি, হেরি সে চাঁদমুখ,—
আমার সে স্বর্ণলতা, না বলিতে দুটো কথা,
দিয়ে আমার প্রাণে ব্যথা, নিলে তারে কোথাকারে

খট-ভৈরবী—একতালা।

গিরি, কি সুধাও হে সমাচার।
বল্‌তে সে স্বপন, না সরে বচন,
খেদে পোড়ে মন বহে অশ্রুধার॥
নিশিতে যেমন, ভেবে উমাধন,
অনেক আয়াসে মুদেছি নয়ন,
অমনি স্বপনে করি দরশন,
শিয়রে বসিয়া যেন মা আমার।
বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ,
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ,
হেরে তার আকার, চিনে উঠা ভার,
সে উমা আমার, উমা নাই হে আর॥
উমা বসিয়ে শিয়রে, কহিল কাতরে,
কত আর দয়া থাকিবে পাথরে,
ভিখারীর করে, সমর্পণ করে,
কেন তত্ত্ব ফিরে, লও না মা একবার॥

ললিত—একতালা।

ভরসা তোমার নাথ, ভরসা তোমার।
তোমা বিনে দীনহীনের, বল কেবা আছে আর॥
অধম পাতকী বলে, তোমা বই কে লবে কোলে,
পাপাত্মার আর্ত্তনাদে, দয়া হ'বে আর কার।
তনয়ের নয়ন-জল, পিতা বই কে মুছায় বল,
কে আর করে শীতল, তাপিত প্রাণ তাহার?
সাক্ষাৎ পাপের অংশে, জন্মেছি হে দৈত্যবংশে,
আপনি আপন ধ্বংসে, করিতেছি পাপাচার।
অজ্ঞান অবোধ ছেলে, পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলে,
পিতে তারে, তার তরে, করে কি হে পরিহার।
ক্ষমার আধার তুমি, নানা পাপে পাপী আমি,
তাই কি হে বিশ্বস্বামী, করিবে না দীনে পার।
কেহ কল্পতরু-কাছে, কাতরে যদি হে যাচে,
পাপী দেখি, করে না কি, সে বাসনা পূর্ণ তার।
নিজগুণে দয়াময়, দেহ দাসে পদাশ্রয়,
এস ওহে মনোময়, মনোমন্দিরে আমার;—
মুদিয়ে যুগল-আঁখি, যদি তোমায় হৃদে রাখি,
যায় প্রাণ যাক্ তায়, মমতা কি আছে আর॥

আজি কি সুদিন মম—আজি কিবা শুভক্ষণ।
হরি-প্রেমামৃত-লোভে করিব গরল ভক্ষণ॥
হরি বোলে বিষপানে, যদি আমি মরি প্রাণে,
এর সম ভাগ্য মম, হবে কি আর কখন।
অনুক্ষণ পাপে তাপে, জ্বলিতেছি অনুতাপে,
তাহে হলাহল-তাপে, যদি আরো অঙ্গ তাপে,
আছে কি সন্তাপ তায়, না হলে সন্তপ্তকায়,
কে কবে জানিতে পায়, ছায়া সুখদ কেমন।
যদি হরিপদ-ধ্যান, যদি হরি-গুণ-গান,
যদি হরিনামামৃত পান করে থাকে মন;—
তবে আর হলাহল, আমায় কি করিবে বল;
সর্প-বিষে, মরে কি সে, সুধাপায়ী যেই জন॥

ভৈরবী—ফেরতা।

নাহি চাই রাজ্য ধন জন,
ও হে ভক্তের জীবন,
দেহি এই বর, ওহে পিতাম্বর,
যেন নিরন্তর ভাবি শ্রীচরণ হে।
নাহি চাহি ইন্দ্রপদ ব্রহ্মপদ,
কি ছার মিছার ধন রাজ্যপদ,
শিবের সম্পদ, তব যেই পদ,
দেহি দাসে সেই পদ-কোকনদ,
মম এই আকিঞ্চন হে।
ভাগ্যগুণে যেই চিন্তামণি পায়,
সে কি নাথ, আর তুচ্ছ কাচ চায়,
তুমি বিভো, হও সুপ্রসন্ন যায়,
সেকি ভুলে আর বৈভব-মায়ায়,
তুমিই সাধনের ধন হে।
সাযুজ্য, সালোক্য জীবন্মুক্তি আর,
কিছুতেই নাই বাসনা আমার,
ও হে বিশ্বাধার, শ্রীপদে তোমার,

থাকে যেন দৃঢ়-ভক্তি অনিবার,
দাসের এই নিবেদন হে॥

জগদ্বন্ধু ভদ্র।

ঢাকা জেলার পালঙ্গু গ্রামে ১২৪৮সালের ১৫ই চৈত্র ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম রামকৃষ্ণ ভদ্র। পঞ্চম বর্ষে হাতে-খড়ি, নবম বর্ষে শিশুবোধক প্রভৃতি পাঠ সমাপন, দশমে পারস্য ভাষা অধ্যয়ন, একাদশে বিবাহ, তিন বৎসর নারায়ণগঞ্জ স্কুলে পাঠান্তর, সপ্তদশ বর্ষে ঢাকা বাঙ্গালা-বাজার ব্রাহ্ম স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবেশ। ১২৬৭ সালে পিতৃবিয়োগ ও পর বৎসর মাতৃবিয়োগ, ১২৭১ সালে এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়া দশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্তি, দুই বৎসর পরে এলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওন। ১২৮২ সালে তৃতীয় শিক্ষকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ক্রমান্বয়ে যশোহর, পাবনা ও ফরিদপুরের জেলা স্কুলের হেড মাষ্টারপদ প্রাপ্তি। বঙ্গ সাহিত্যের ইনি একজন প্রসিদ্ধ লেখক। 'বান্ধব' 'অনুসন্ধান' প্রভৃতি বহু সাময়িক পত্রে ইঁহার বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত। ইঁহার 'ছুছুন্দুরী বধ' ব্যঙ্গ কাব্য 'অমৃত-বাজারে' প্রকাশ হয়। বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহে ইনি আদি স্থানীয়। ইঁহার সংগৃহীত 'গৌরপদ তরঙ্গিনী' সাহিত্য-ভাণ্ডারের রত্নবিশেষ। পদাবলী-রচনায়ও ইনি সুনিপুণ।

ধানশী।

কি কহব আজু সখি আনন্দক ওর।
আওল পরাণ-নাথ মন্দিরে হি মোর॥
ইহ হিয়া পালঙ্গে বৈঠল বঁধু আসি।
বরখল অমিয়া তছুক মৃদু হাসি॥
বিরহক পাপিয়া বিষাদক ভোমরা।
দগধল হুতাশ-চাঁদ হিয়া হমরা॥
নিরাশা-মলয়ানিল যত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ হেরইতে সব দূরে গেল॥
নেহারি বঁধুয়া-মুখ চিত মাতোয়ারা।
সরস পরশে তঁহি ভেনু আত্মহারা॥
পিরীতে ভরল হিয়া ভৈ-গেনু ভোর।
দু'নয়নে বহ তহি আনন্দ-লোর॥
পরশ-পাথর জনু বঁধুয়া পিরীতি।
পরশে নিকষ হেম ভেল মজুমতি॥

হিমক ওড়নী পিয়া গিরীষক বাও।
বরিষাকে ছত্র পিয়া দরিয়াক নাও॥
আঁধারি রাতিক পিয়া চাঁদ উজিয়ার।
দরিদ জনক পিয়া সরবস সার॥
মরি মরি পিয়ারূপ লোচনাভিরাম।
চিত উন মাতাওই বঁধুক সুঠাম॥
আও সখি বঁধু সনে করত আলাপ।
শীতল হোয়ব হিয়া বিছুরব তাপ॥
ঝুরত রহন-দিন দীন জগবন্ধু।
চরণ-পদম-সুধা মিলব কি বিন্দু॥

তিরোতা—ধানশী।

পামর মন তুহুঁ কাহে করু হাহুতাশ।
কাহাকে ছোড়ত দীঘল নিশোয়াস॥
আঁখি-লোরে ভাসত কাহে দিনরাতি।
কাহে হিয়া দপদপি কাহে ফাটে ছাতি॥
সমঝলু তছুক মরম অব মনমে।
বিষয়-ভুজঙ্গম দংশনে মরমে॥
বিখম-বিখে তনু ভেগেল বিথার।
তঁহিছে করহুঁ তুহুঁ ইহ হাহাকার॥
কাহে নহি ডাকহ ওঝা মূঢ়মন।
নদিয়ামে বৈঠত ওঝা মিশ্র-নন্দন॥
হরিনাম-মন্তরে যব সোই ঝাড়ে।
ভাগত ভুজগ, বিখ যাউ দূরে॥
বিখ-বৈদ্য পহুঁ করুণাক সিন্ধু,
কব তাহে চিহ্নব দীন জগবন্ধু।

কেদার।

বুঝলু রে মন ভেলত বোখার।
দারুণ তাপ জনু দগধ অঙ্গার॥
কাঁপত থরহরি দারুণ শীতে।
রহি রহি ওঠত ভর জনু চিতে॥
ঘন ঘন বহত তপত নিশোয়াস।
দূর নাহি ভেলত দারুণ পিয়াস॥
ক্ষীণ বহত নাড়ী বিখম-বিকার।
হরল গেয়ান, পরলাও সার॥
রে মন, ভোগবি ভবরোগে কাহে।
পায়ব সোয়াতি, শুন কহি যাহে॥

হরিনাম-ঔখদ ভকতি-অনুপানে।
পান করই, ব্যাধি করব পয়ানে॥
কিন্তু জগবন্ধুক বিধুর-রোগে।
হরিনাম ঔখদ না মিলই ভাগে॥

কি আছে মোদের,—না আছে কি।
আছে আমাদের লাঙ্গল-জোঁয়াল;
আছে আমাদের দামুরা আবাল;
কড়া-পড়া পা রোদে-পোড়া-ছাল,
এ উভয়ই আছে—বহিতে হাল।
লজ্জা ঢাকিবার আছে নেঙ্গটী।
কি আছে মোদের, না আছে কি॥
আছে আমাদের ভারতমণ্ডল—
ফলশস্যপূর্ণা, খাটিবার বল,—
আছে শরীরেতে; কাস্তে লয়ে হাতে,
তাড়াতাড়ি পারি কাটিতে ফসল।
পাই তুষ, নাড়া, বিচালি সকল;
তণ্ডুল ঘরেতে নাই সে কেবল।
খাইতে না পাই তাতে কি দুখী,
কি আছে মোদের,—না আছে কি॥
বাণিজ্য-বিষয়ে ছোট কি আমরা,
ধরি সদা হাতে দাঁড়ি-বাটখাড়া।
আমাদের কর্ম্ম বেচা-কেনা করা।
মোরা নৈলে কার ব্যবসা ঘটে,
তবে কিনা লাভ পরেরই বটে।
আমরাই সব;—লাভে করে কি,
কি আছে মোদের,—না আছে কি॥
মাষ্টার, কেরাণী, বাজার-সরকার,
পদে একচেটে আছে অধিকার।
খানসামা, প্যাদা, কে আছে আর,
রেলওয়ে মোরা ষ্টেসন-মাষ্টার;
আমাদের হাতে কত কাজের ভার।
ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ প্রভৃতি চাকুরী,—
আমাদের নাই; তাতে কিহে ভাই,
বিদেশীয়েরা নেয়? নেক্, তুচ্ছ করি।
অমন ঝুঁকিতে মোরা কি পা দি;
কি আছে মোদের,—না আছে কি॥
শিল্পে আমাদেরে কে পারে ছাড়াতে,
সাক্ষী তার দেখ, ঢেঁকি, চড়কা, তাঁতে।
ছুরবণী, কম্পাস, রেলের গাড়ীতে,
পারে কি, তণ্ডুল, সূতা, বস্ত্র দিতে;
তবে বিদেশীরা বড় কি কলেতে,
কিসে মোরা ছোট, বলনা দেখি।
কি আছে মোদের? না আছে কি।
মাটী, কাঠ, খড়, আছয়ে সকল,
আছে নিপুণতা গৃহনির্ম্মিবার;
তবে যে মোদের কুটীরে বাস,
হা, হা, সেটি শুদ্ধ নম্রতা-প্রকাশ।
চালে খড় নাই, থেকে কি ফল,
গায়েতে পড়িবে—পড়ুক জল,
কিছুতেই মোরা হইনা বিকল।
ক্ষুদ্র কাজে মন, দিব কি কারণ।
আমরা কি ছোট, নচ্ছার পাজী।
কি আছে মোদের,—না আছে কি॥
সৈনিক-বিদ্যায় নহি মোরা কম;
পত্নীরে তাড়াতে কালান্তক যম।
ছেলেরে ঠেঙ্গাতে ভীমশূরোত্তম;
কাটি শত শত পেনের মাথা।
কলম-কামান যখন চালাই,
দিস্তা দিস্তা তোপে কাগজ উড়াই।
কোন্ জাতি ধরে এ হেন ক্ষমতা,
রক্তপাতে বটে বিরত থাকি;
সেটী ধর্ম্মভয়ে—ধরম সাখী।
কি আছে মোদের,—না আছে কি॥
নির্ব্বোধ বেটারা বলে শুন্তে পাই,
"বাঙ্গালী সমাজে একতা নাই।"
কেন না থাকিবে, দেখ রাত্রিদিবে,
ধর্ম্মঘট কত করি ঠাঁই-ঠাঁই।
কার জাতি মারি, কারো বন্ধ করি—
কুল-পুরোহিত, জ্ঞাতি, ধোপা, নাই।
আর দেখ, শ্রাদ্ধ-বিবাহ উৎসবে,
হয়ে একতায় একত্রিত সবে,
খাই লুচি, লাব্‌ড়া, সন্দেশ, বরফি;
সপাসপ মারি, বুন্দে, ক্ষীর, দধি।
একতার বল, কি আর বাকি?

কি আছে মোদের,—না আছে কি ॥
বংশের মুর্য্যাদা আমাদের যত,
অপর জাতির আছে কি তত,
মর্য্যাদা-কারণে, কন্যা বিনাপণে,
দেই না বিবাহ; দৃঢ় কুলব্রত।
দুধের বালক কুলীন হইলে,
বুড় মেয়ে তার দেই গেঁথে গলে।
কিংবা, ঝোপ বুঝে, বুড় এঁড়ে বরে,
পাঁচ সাত মেয়ে দেই এক কালে।
ছেলে বিয়ে দিতে হইয়া কশাই,
ক'নের পিতার তিন কুল খাই।
ভদ্রাসনে তার ঘুঘু যে চরাই,
বংশের মর্য্যাদা সামান্য একি!
কি আছে মোদের,—না আছে কি?
"নাই আমাদের কার্য্য-তৎপরতা"
যে বলে, প্রকাশ তাহারই মূর্খতা।
"যে আজ্ঞা" "হুজুর"—বলিতে তৎপর,
আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে অপর;
অনুকরণেতে কত নিপুণতা।
দানশীলদের বদান্যতাভোগী,
দাতব্য-চিকিৎসা-আলয়ের রোগী,
জন্মাতে মোদের কেমন পটুতা।
ধামা-ধরা-কাজে, মানব-সমাজে,
কারে কি আমরা দখল দি।
কি আছে মোদের,—না আছে কি ॥
"বাঙ্গালী অবোধ" বলে কেহ কেহ,
যে বলে, সে বোকা—কি তার সন্দেহ।
পর-ভাষা পড়ি, পর-ভাব চুরি,
করি, নিজ-ভাব বলিয়া চালাই;
তোতাগিরি কত সর্ব্বত্র ফলাই।
লিখি ইতিহাস, লিখি নবন্যাস,
আর কত শত লিখি ছাইপাঁশ।
সভা-সমিতিতে, কংগ্রেসে, বেদিতে,
কেমন বক্তৃতা-ফোয়ারা ছুটাই।
পেটেণ্ট দাওয়াই করি আবিষ্কার,
রোগশোকহীন করি এসংসার।
আলু অর্দ্ধখান বাঁধিয়া কারেতে,
রাদেতে মুড়িয়া ঝুলাই গলেতে;
রোগীর বগলে চুঙ্গিটী বসাই,
বুকে পীঠে তার লাগাই সানাই;
সাজিয়া ডাক্তার, কসে লই ফি।
কি আছে মোদের,—না আছে কি ॥

দামোদর মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৭৭৪ শকে (১২৫৯ সালে) ২রা ফাল্গুন শ্রীশ্রীপঞ্চমীর দিবস নদীয়া জেলার রাজধানী কৃষ্ণনগরে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। শান্তিপুর ইঁহার পৈতৃক বাসভূমি। ইঁহার পিতার নাম ৺ রামরতন মুখোপাধ্যায়। বাল্য কাল হইতেই মাতৃভাষার প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ। ইনি অতি অল্প বয়সেই বিবিধ প্রবন্ধ ও কবিতাদি রচনা করিয়া আত্মীয় স্বজনগণকে বিস্ময়াবিষ্ট করিতেন। প্রথমে ইনি মাতুল ৺ লোহারাম শিরোরত্নের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত কাব্যাদি অধ্যয়ন করেন। সুবিখ্যাত অধ্যাপক ৺ রাজকুমার ন্যায়রত্নের নিকট ইনি বহু দিন দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন। ইংরাজি ভাষায় ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি। ইঁহার স্মরণশক্তি অতি প্রবলা। 'সেক্‌সপিয়ার', 'মিল্টন' প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি ইঁহার কণ্ঠস্থ। ইংরাজী লজিক্‌ ও ফিলজফির আলোচনায় ইনি জীবনের অনেক সময়ই অতিবাহিত করিয়াছেন। ঊনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি কপালকুণ্ডলার উপসংহার 'মৃণ্ময়ী' রচনা করিয়া দেশমধ্যে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। তদনন্তর ক্রমান্বয়ে বিমলা, দুই ভগ্নী, মা ও মেয়ে, কমলকুমারী, প্রতাপসিংহ, শুক্লবসন সুন্দরী (৩য় ভাগ), শান্তি, লক্ষণ বর্জ্জন, যোগেশ্বরী, কর্ম্মক্ষেত্র, সোণার কমল, বিষবিবাহ, প্রেমপরিণাম, শুকন্যা অন্নপূর্ণা, নবাবনন্দিনী, সপত্নী, ললিতমোহন, অমরাবতী প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইঁহার সম্পাদিত, বহুবিধ দুষ্প্রাপ্য টীকা ও ভাষ্য-সমন্বিত এবং সরল ও বিশদ বাঙ্গালা তাৎপর্য্য সমলঙ্কৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দেশমধ্যে বিশেষ সমাদৃত। ইনি "নিউস অব দি ডে" নামক ইংরাজী দৈনিক সংবাদ পত্রের ও অনেক বাঙ্গালা মাসিক পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছেন। এখনও ইনি "প্রবাহ" নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক ও বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া অবিচ্ছিন্ন যত্নসহকারে মাতৃভাষার সেবা করিতেছেন।

বেহাগ—ঠুংরি।

যাই যাই বেলা গেল, আসছে দেখ গোধূলি।
ধীরে ধীরে ফির্‌ছে নীড়ে পাখীগুলি বলছে বুলি॥
আমরা দুঃখিনীর ছেলে, এসেছি মা'কে ফেলে।
না জানি আছেন তিনি একাকিনী কিসে ভুলে॥*

হাম্বীর—একতালা।

যাই যাই প্রাণনাথ, ত্যজি এ জীবন,
অনলে কি ডরি, দেব লভিতে চরণ।
জ্বলিছে অনল যাহা, প্রিয় বলে মানি তাহা,
লয়ে যাবে আমাদের সৌর-নিকেতন;
সে সুখের বিনময়ে কি ছার জীবন।
এমন সুদিন তবে, বল আর কবে হবে,
হাস আজি প্রাণভরে সহচরীগণ,—
সুখে থাক বিভাবসু—শোক-বিনোদন।
বিলম্বে কি প্রয়োজন, কর ত্বরা আয়োজন,
চল সবে করি গিয়া অনলে শয়ন,—
কুসুমিত সুকোমল শয্যায় যেমন॥*
শুন যবনের রব, আসিছে ছুটিয়ে সব,
আসিতে আসিতে হই অনলে মগন;
জীবন যৌবন দেহ করুক গমন॥
দেখে সই ভস্মস্তূপ, বুঝিবে যবন-ভূপ,
জীবন্ত, মর্ম্মের ভাব উথলে যখন,
মানব অক্ষম হায়, রোধিতে তখন।
সে পবিত্র ভস্মরাশি, উড়িবেক দিশি দিশি,
করিবে মানব তেজে ধিক্কার প্রদান—
যবনের বাসনায় বিদ্রূপ বিধান।
ঢাল ঢাল হবি আর, চন্দন কাষ্ঠের ভার,
পাবকে প্রবল কর মনের মতন,—
ঐ দেখ ডাকিছেন হৃদয়ের ধন।
ক্ষম অপরাধ নাথ, এখনি তোমার সাথ,
মিলিয়া লভিব দেব, অক্ষয় জীবন,
সেবিব মনের সুখে কাঙ্ক্ষিত চরণ।
ঢাল ঢাল হবি আর, চন্দন কাষ্ঠের ভার,
পাবকে প্রবল কর মনের মতন,
নাচুক অনল শিখা ভেদিয়া গগন।

---

* প্রথমটী লবকুশের গান, দ্বিতীয়টী রাজপুত।

বম্ বম্ হর হর, উমানাথ, দিগম্বর,
ভূতনাথ, ভোলানাথ বিপদভঞ্জন,
রক্ষ রক্ষ অবলায় শ্রীমধুসূদন॥

ঝিঁঝিট—দাদরা।

পিও বঁধু কমল কোমলে।
রহেনা রস সখা ফুল শুখালে॥
থাকিতে সময়, লুটো রসময়,
জানতো যৌবন ফিরে না গেলে।
এ ফুল নূতন, রস নিকেতন,
কি হইবে বঁধু শুধু রাখিলে।
কে আছে রসিক প্রেমের প্রেমিক,
লও এ রতন যতনে তুলে॥

তিলকমদ—একতালা।

পাইব বলিয়ে, আশা করিয়ে,
হরি শরণ লয়েছি তোমার হে।
ভক্তি-ভিখারী, আমি হে তোমারি,
তুমি ছাড়া কেহ নাহি আমার হে।
জ্ঞানীর জ্ঞেয়ান, যোগীর ধেয়ান,
তোমার চরণ সকলের সার হে।
তুমি, জগতের গুরু, বাঞ্ছা-কল্পতরু,
অধম সেবকে কর পার হে॥
জনক জননী, নন্দন নন্দিনী,
তুমি ছাড়া বিশ্বে সকলই অসার হে।
ছেড়েছি সম্পদ, ছাড়িব না পদ,
লভিয়ে করুণা তরিব সংসার হে॥

খাম্বাজ—একতালা।

কিবা রূপ আমারি।
নয়নে নিরখি পরাণেতে রাখি,
ঝুঁরে অবিরাম লোচন-বারি॥
(তব) পীত ধড়া, মোহন চূড়া,
করে মোহনাশ হে মুরলিধারী।
ভাবিলে শিহরে, পুলকে পূরে,
অবশিত হয় শরীর আমারি।
রহি তব দাস, হোক্ সর্ব্বনাশ,
বিকাইয়ে থাকি চরণে তোমারি॥

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—সুর।

সে বাঁশী বাজে আর কই,
যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে,
যে বাঁশী বেজেছে সই।
শুনি যার গান, আকুল পরাণ,
ত্যজি কুলমান পাগলিনী মোরা হই।
শরৎ-রজনী, প্রফুল্ল মেদিনী,
কাল-প্রবাহিনী যমুনা বহিছে অই।
সেই বৃন্দাবন, সেই সে কানন,
সখাসখিগণ, বাঁশী-রব তবে কই।
মদনমোহন, মুরলী বাদন,
ছাড়া বৃন্দাবন, নাহি তথা রাই রসময়ই॥
তাই সে বাঁশী, বাজিতে উদাসী,
আশা-জলে ভাসি, (শুধু) কাণ পাতি মোরা রই॥

বাঁশী বাজিল না আর।
কতকাল হ'ল, সকল তেয়াগি,
রাখিনু পরাণ শুনিতে বাঁশীর গান।
ফুরাইল আশা, যায় এ জীবন,
না পশিল কাণে সেই সুধাময় তান॥
বাঁশী বাজিল না আর।
বাজিবে আশায়, থাকিব বাঁচিয়া,
দেখিব কতই নিঠুর পরাণ তার।
তবু—বাঁশী বাজিল না আর॥

বাঁশী বাজিল আবার।
সে ধীর সমীরে যমুনার তীরে,
বাঁশী অতি ধীরে, ছাড়িল মধুর তান।
নীরব যমুনা, ধীরে বহে বায়ু,
নিস্তব্ধ বিহঙ্গ, পুলকে পূরিল প্রাণ॥
বাঁশী বাজিল আবার।
শুন স্থির মনে, নড়িও না কেহ,
রহ সাবধানে, বাজিছে শ্যামের বাঁশী।
উথলে যমুনা, হাসিছে চাঁদিমা,
বিহ্বল অবনী, বাঁশী ঢালে সুধারাশি॥
পশুপাখী আদি, বৃক্ষলতা সব,
অবশ হইয়ে, শুনিছে বাঁশীর ধ্বনি।
হাসায় কাঁদায়, প্রাণ কাড়ি লয়,
সবে ক্ষিপ্ত হয়, মোহময় বাঁশী শুনি॥
বাঁশী বাজিল আবার॥

গুঞ্জে অলি চুমে ফুল হয়ে দিশা-হারা।
সোহাগে তুলে বুকে,মাধবী সহকার মাতোয়ারা॥
নিকুঞ্জকাননে, পিককুল কূজনে,
ঢালিছে শ্রবণে, নন্দন-আনন্দধারা॥
শোভার ভাণ্ডার, খুলি দশ দ্বার,
ছাড়ে অনিবার প্রাণে সুখের ফোয়ারা॥

প্রেমের সংসারে সইলো একা কেউ রয়না রয়না
প্রাণে প্রাণ না ঢালিলে, ধরায় স্বর্গ হয়না হয়না॥
প্রাণ কিনিতে, প্রাণ হয় দিতে,
দু'প্রাণে না মিলিলে, সুখের ধারা বয়না বয়না।
বিধাতৃ-শাসন, সুখের মিলন,
না মানিলে বেঁচে মরা, তাতো প্রাণে সয়না সয়না
সাগরে নদী, না বহে যদি,
ভাসে কূল তারে পাতিবুক, কেউ লয়না লয় না॥

সত্যেন্দ্রকুমার বসু।

পিতার নাম ৺ কুঞ্জবিহারী বসু। জন্মস্থান ২৪ পরগণা দণ্ডীরহাট গ্রাম। ১২৮৪ সালে জন্ম। ১৩১০ সালে বি-এ পাশ করিয়া ১৩১২ সাল হইতে 'বঙ্গবাসী' পত্রের সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিতেছেন।

বেহাগ—কাওয়ালী।

পিয়াসা না মিটিল, জীবন বহিয়ে গেল।
আশার আশে রেখে পরাণ আশা যে ফুরায়ে এল
মাস বরষ কত, শত দিন হ'ল গত,
আশাপথ চেয়ে তার বসিয়ে রহিনু,—
সারাটী জীবন বৃথা গোঙাইনু
সারাটী জীবন কু-আশা পূরিনু,
(শেষে) কুয়াসায় আশা-মুকুল ঝরে যে পড়িল॥

বাগেশ্রী—আড়া।

দয়াময় দীনজনে দেহ পাদপদ্ম-ছায়া।
আমি অতি মূঢ়মতি পাপে কলুষিত কায়া॥
কোথা হে কলুষ-হরি, ভব জলধি-কাণ্ডারি,
কোথা কৈলাস-বিহারি, এ দাসে বিতর দয়া॥
তুমি ঈশ মহেশ্বর, যোগাতীত যোগীশ্বর,
শিরে পূত-বারি ধর, শশাঙ্ক-শেখর হর,
শিব শম্ভো সতীপতি, অন্তে মম এই মিনতি,
কোরো হৃদে অবস্থিতি, সঙ্গে লয়ে মহামায়া॥

পরজ—খাম্বাজ।

গৌরি গিরিজা শিবে গিরিরাজ-কুমারি।
দেব-মানব-সেব্যা রাজরাজেশ্বরি॥
নিরাভরণা চারু-চন্দ্র-নিভাননা,
পদ্মাসনাসুর-সেব্যা সুরেশ্বরি॥
উর্ণা বিনিন্দিত, চন্দন বাশিত,
রাজীব শোভিত পাদ দুখানি,
যাচে চরণাধীন দীন জনে মাতঃ,
দেহি পদামৃত ঈশান-সুন্দরি॥

তারাকুমার কবিরত্ন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় ১২৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ২৪ পরগণা সোণাপুরের নিকট চাঙ্গরিপোঁতা ইহার জন্মস্থান। ইহাঁর পিতার নাম কৃষ্ণমোহন শিরোমণি। সংস্কৃত কলেজে ইহাঁর শিক্ষালাভ হয়। প্রথমে রাজসাহী কলেজে ও শেষে 'মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউসানে' ইনি অধ্যাপকের কার্য্য করেন। এখন কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতারচনায়ই ইনি সিদ্ধহস্ত।

জয় জগদীশ্বর দেব পরাৎপর,
সর্ব্বগুণাকর বিশ্ববিধে।
প্রেমসুধাকর সুমধুর সুন্দর
কলুষ বারণ হর শান্তিনিধে॥
জয় ভবভয়ভঞ্জন ধার্ম্মিকরঞ্জন
নিত্যনিরঞ্জন বিশ্বপতে।
পাতকি-তারণ পাপনিবারণ,
নিবৃত্তিকারণ জীবগতে॥

জয় নারায়ণ পরম পরায়ণ
শোক-মহার্ণব পার তরে।
জয় সত্য সনাতন পুরুষ পুরাতন
মুক্তিনিকেতন কৃষ্ণ হরে॥
জয় মহিমোজ্জল নিষ্কল নির্ম্মল
সকল সুমঙ্গল কল্প-তরো॥

ভব-পথসম্বল সর্ব্ব তপঃফল
দুর্ব্বলবল জগদেকগুরো॥
তাঁর আরাধনে সাধনে বা ধনে
জপে তপে কিবা ফল।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ দেশ কাল ভেদ,
নাহি চাই তপোবল।
শিক্ষায় দীক্ষায় নাহি পাবে তায়,
বৃথা গন্ধমাল্যজল।
কৃষ্ণ কৃপাবল লভিতে সম্বল
ভক্তিমাত্র নিরমল॥

প্রভাহীন প্রভাকর পশিল পশ্চিমাচলে।
উঠিল নির্ম্মল শশী নীলগগন তলে॥
কালিমা তিমিরদল হাসিল আশা মণ্ডল,
ভাসিল ভুবন তবে কনক চন্দ্রিকা জালে॥
প্রফুল্ল কৈরবদল শীর্ণ দল শতদল
সুখ দুঃখ দুই ফল সময় বৃক্ষেতে ফলে॥

ম্লান বেশে নিশানাথ চলিল চরমাচলে।
নবরাগ ধরি হরি উদিল গগন তলে॥
শশাঙ্কের তেজঃক্ষয়, তপনের অভ্যুদয়,
সমকালে দেখ হয় অদৃষ্ট-চক্রের ফলে।
সুখে তবে মত্ত হেন, দুঃখে বা মলিন কেন,
নহে কিছু চিরদিন স্থায়ী এ মহীমণ্ডলে॥

এই কি সে কুমুদিনী, কি দশা ঘটিল হায়।
শশধর-বিরহিনী যেন পাগলিনীপ্রায়॥
স্মরণ পথেতে আসি, উদিছে সেরূপ রাশি,
সে মধুর মৃদু হাসি নয়ন মোহিত যায়।
সরলা অবলা জাতি, কোমল প্রকৃতি অতি,
হারাইলে প্রাণপতি এমতি দুর্গতি পায়॥

হরিল মলিন অলি রবি-প্রাণা নলিনীরে।
হাসিল বিকাসচ্ছলে কুমুদিনী ধীরে ধীরে।
নিদারুণ অপমান, দলিল মানীর প্রাণ,
দেখ দীপ্ত ভানুমান্ বিবর্ণ গগন-শিরে,
যার বধূ পরে হরে, ঘুষি ইহা উর্দ্ধকরে,
ডুবিল সমুদ্রনীরে॥

কেন গো কবিতাদেবি এ দশা তোমার।
ভাবিলে নয়নে বারি বহে অনিবার॥
মহর্ষি বাল্মীকি হ'তে জন্মে ছিল এ ভারতে,
তব কীর্ত্তি সৌরভেতে পূরিল সংসার।
ক্রমে হ'লে লীলাবতী, ব্যাসদেব মহামতি,
তোমারি গুণসংহতি করেন প্রচার॥
রসবতী হ'য়ে পরে, কবি কালিদাস করে,
সঁপিলে প্রণয়-ভরে যৌবনের ভার,
ধনিক শম্ভু অমর আদি যত কবিবর,
সে তব পুত্রনিকর বহু গুণাধার॥
সেই সে তুমি সম্প্রতি, জরায় নীরসা অতি,
গিয়াছে সে সব জ্যোতি নাহি অহঙ্কার।
স্খলিতপদা সদাই, ক্ষীণ দেহে বল নাই,
শরণ লয়েছ বুঝি তাই যার তার॥

বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

ইনি 'বেঙ্গল থিয়েটারের' অধ্যক্ষ ছিলেন। ইঁহার 'প্রভাসমিলন' প্রভৃতির অভিনয় দর্শনে এক সময় রঙ্গভূমি লোকে লোকারণ্য হইত। কয়েক বৎসর হইল, ইঁহার লোকান্তর হইয়াছে।

মূলতান—একতালা।

একবার ডাক দেখি মন তারে।
ও মন, মিলিয়ে ছটা তারে তারে॥
বল হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে,
যে জন ভাবের ভোরে ব্রজপুরে,
প্রেমধন বিলায়েছে রে।
যার নামের জোরে যমরা ছাড়ে,
শোক পলায় রে দেশ ছেড়ে,
হয় দুঃখ বিমোচন সিদ্ধি সাধন,
পায় মোক্ষধাম তাহ ভাবলে পরে॥

কি কর কি কর শ্যাম নটবর,
ক্ষমা কর সর ধরো না পায়।
আমি দীনা হীনা গোপেরি ললনা,
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ঠেকিবে দায়॥
এখানে তোমার রমণী অগণ্যা,
রূপে গুণে সবে ধন্যা মান্যা,
তব দশা হেরি তারা রাজকন্যা,
ছি ছি বলি ধিক্ দিবে হে তোমায়॥

ঝিঁঝিট—দাদরা।

জগজীবন হরি, তহুঁ পরিহরি।
যাওব কাঁহা ভালা, কহ মুরারি॥
রাকা চাঁদে নেহারি, উড়ি ফিরে চকোরী,
কালা-চাঁদে ছোড়ি না জিবে আহিরী।
থিরি শ্যামচাঁদে, নাচায়ব নানা ছাঁদে;
পেখি ক্যায়সে মোরে, নিবারে মুরারি॥

কীর্ত্তন।

ছোড়ি নিয়ে কাহে পিয়ারা রে তুনে বিজবনে।
কোন বনে পিয়া মেরি নিঠুর শ্যামরি পাখী,
জর জর হিয়া ভেল উনে নেহি পেখি,
ক্যায়সে জানব বিধি করবে এমন,
উপজে সুখে দুখ পিয়া বিনে॥
সহেনা সহেনা, মরম যাতনা,
তেয়াগি পাপ পরাণে,
নীরে তনু ডারব, মরব বিখ-পানে॥

প্রাণ যদি দেহ ছাড়ে, না দহ বহ্নিতে মোরে,
ভাসাওনা যমুনা সলিলে। (ও সখিরে)
(আমার এ জীবনে আর কাজ কিগো)
তুলসীদাম বিছাইয়ে, চন্দন তাহে লেপিয়ে,
লিখিয়ে এ দেহে হরিনাম,
যতনে রাখি ও বাঁধি ঐ তমালেরি ডালে।
(কেন বলি, এদেহে কৃষ্ণবিলাস করে গেছে)
আমার মরণ দেখে ভুলিস নাগো॥

ভৈরোঁ—চৌতাল।

জয় জয় জগদীশ্বর, জগজ্জনগণ বন্দনম্।
পূর্ণ ব্রহ্ম লোকপাল,
স্রষ্টা পাতা, মোক্ষদাতা,
শুভাশুভ আদি ফলদাতা,
বিশ্বাধার বিশ্বম্ভর, বিশ্বভার-হরণম্।
জন্ম জন্ম পুণ্যফলে, হেরি তোমা ভূমণ্ডলে,
অন্তিমে ভুলনা দিতে চরণং ভবতারণম্॥

দীননাথ ধর।

হুগলী জেলার চুঁচুড়া-নিবাসী। ১২৪৭ সালে জন্ম। জাতি সুবর্ণ বণিক। চুচুড়া 'ফ্রিচার্চ্চ স্কুলে' এবং হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করেন। বি-এ বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাঁচ বৎসর হুগলীতে ওকালতী করার পর ১২৯৮ সালে ইনি ঢাকার 'উকীল-সরকার' পদ প্রাপ্ত হন। ১৫ বৎসর পরে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বাঙ্গালা ভাষায় ইঁহার অনেক গান ও কবিতা আছে। মেঘনাদ-বধের অনুকরণে ১২৭৮ সালে ইনি 'কংসবিনাশ' কাব্য প্রণয়ন করেন। ইনি সুরসিক ও সুপণ্ডিত।

বেহাগ—একতালা।

তুমি হে নাথ,তুমি আমার অকূল পাথারে ভেলা।
তোমা বিনে আর, কে আছে আমার,
জুড়াতে অন্তরজ্বালা॥
তুমি প্রস্রবণ ঘোর মরু ভূমে,
আশার আলোক নৈরাশ্যের ধূমে,
দগ্ধ বক্ষে তুমি চন্দন চর্চ্চিত
কোমল কুসুম-মালা॥
তোমা ছাড়ি দেখি সব শূন্যময়,
অনলেতে যেন চিত দগ্ধ হয়,
হইয়ে একান্ত বান্ধব বিহীন,
ভ্রমি এ ভব মেলা।
তোমা পানে চাই একি দেক্তে পাই,
ঝঞ্চাবাত বজ্র বারি আর নাই,
আঁধার আবৃত গগনেতে হোল,
সুন্দর আলোর মেলা॥

আলেয়া—ঢিমাতেতালা।

রূপ দেখিতে যদি হয় বাসনা,
সোণারূপা কি রূপসীর রূপেতে তবে ভুলনা॥
দেখে যে রূপ রূপসনাতন,
রাজ্যপাটে দেয় বিসর্জ্জন,
অপরূপ সেইরূপ সদা হৃদয়ে ধরনা॥
ডুবলে সেই রূপের সাগরে,
উঠবি নিজের স্বরূপ ধরে,
চল্‌তি যদি গল্‌তি রূপে,
তা হলে আর মনে ধোর্‌বে না॥
অনুরাগের কুঁচি ধরে,
নিজের রূপ তোর মাজ্‌লে পরে,
বেরোবে তোর অবাক্ করে,
মলা মাটি হীন খাটি সোণা॥

সিন্ধু-খাম্বাজ—আড়াখেম্‌টা।

মা মা বলে আকুল প্রাণে,
কেঁদে কোথায় যাস্ রে চলে।
চেয়ে দেখ্‌রে ওরে খ্যাপা,
তুই যে রে তোর মায়ের কোলে॥
তোর মা তোর ধরে বসে,
দেক্তে পাস্ নে দৃষ্টি-দোষে,
দিসে হারা, হয়ে সারা,
ঘুরে ব্যাড়াস্ চোক্ কচালে॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াখেমটা।

একবার ডেকে দেখ না।
মা মা বলে, কাতর প্রাণে,
মা শোনে কি শোনে না॥
ডাক্‌তে পার্‌লে ডাকার মতন,
মা ত স্থির থাক্‌বেন কখন,
এসে তুলে, নেবেন কোলে, করিবেন সান্ত্বনা॥
যে সে মা তোর মা তনয়, দয়াময়ী জগতে কয়,
ছেলের কান্না, প্রাণে তাঁর, কখন ত সবেনা॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াখেমটা।

খাঁচার পাখী, আমায় করেছ তুমি দেখি।
দিচ্ছ যে খাবার, চাইনে কিছু আর,
তাইতে বিভোর হয়ে আছে, মন প্রাণ আমার
শিখায়েছ যে বুলি মা সেই বুলি বলে ডাকি॥
দরজা খোলা পাই, তবু না পালাই,
আদিনে এ খাঁচা আমার হলো কি বালাই,

ধরা গেছি যে আঁটা কাটিতে
সেই আঁটায় আট্‌কে থাকি॥
যে বন হতে ধরে, এ খাঁচাতে পুরে,
নাচাচ্চো গাওচ্চো নিজ ইচ্ছায় আদরে,
সেই বন দীন, কোন দিন দেখিতে পাবে নাকি॥

সিন্ধু ভৈরবী—পোস্তা।
শোন্ তো মন্ তোমায় বলি,
দিনকি তোমার এম্নি যাবে।
তুমি চিরদিন কি হেসে হেসে
বসে পান তামাক খাবে॥
ফুলিয়ে ছাতি গতাগতি ধরাকে সরাখান ভেবে।
লাগলে যেগোচ গুপো,
দেহকুপো একবারে কাত করে দেবে॥
সুন্দর শরীর-গর্ব্ব খর্ব্ব সুন্দরী কাঠে হবে,
মাথা নাড়া, দর্পকরা, বাঁশের চোটে মেটাবে॥
ধর্ম্মেটেলি যাচ্চো চলি, সঞ্চয় কোরতে বিভবে।
অটল ভাবে, নাহি ভেবে
পটল একদিন তুলবে ভবে॥
তুষতে বাই, আশ্চে বাই, বাবু বড় বোলছে সবে,
কফে ভাই ছাপলে বাই বাইসঙ্গে নিবৃত্তি পাবে।
বসে কাছে দুধে মাছে পাঁচ বনধু বানধবে;
কোথা রবে সবে তোমার
যবে পাঁচে পাঁচ মিশাইবে॥
দেক্কে পাই, একটি পাই,
দাওনা ভাই দুঃখী গরিবে।
তোমায় দেখলে যোগায়,
এনে কাগজে সই করিয়ে সকল নেবে॥
দীন বলে দিন তুই কিসে পারিবি তবে;
দীননাথ-পদ-পঙ্কজ ষট্‌পদ হইবি যবে॥

অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

ইনি হুগলী জেলার ভাঙ্গামোড়া গ্রামনিবাসী। ইঁহার পিতার নাম ৺ মাধবচন্দ্র গুপ্ত। বয়ঃক্রম প্রায় ৫২ বৎসর। বঙ্গ-সাহিত্যের ইনি একজন প্রবীণ লেখক। অনেক সাময়িক পত্রে ইঁহার অনেক সারবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

আলেয়া—আড়া।
উমা আমার কেমন ছিলে হরেরি ঘরে,
শুনেছি ঈশান নাকি শ্মশানেতে বাস করে।
পরে সদা বাঘাম্বর, ভস্মমাখা কলেবর,
অহি সদা শিরোপর, থাক গৌরি কেমন করে।
সত্য কি মা অন্ন বিনা, উপবাসী থাক উমা,
দিনান্তে অন্ন জোটে না,
জামাই তাই কি ভিক্ষা করে।
গঙ্গানামে সতা নাকি, সতত মস্তকে রাখি,
শুনেছি পিনাকী নাকি, অধিক যতন করে।
রাজার নন্দিনী তুমি, কেন ক্লেশ সহ শুনি,
শুন ওগো ঈশানি বাণি, আর না পাঠাব তোরে॥

আলেয়া—আড়াঠেকা।
ছিলাম ভাল জননি গো, হরেরি ঘরে।
কে বলে জামাই তব, শ্মশানেতে বাস করে॥
যে ঘরেতে বাস করি, বর্ণিতে নারি মাধুরী,
নীলকান্ত আদি করি, কত রত্ন শোভা করে।
যেন কত রবি শশী, উদয় হয়েছে আসি,
জানি নাই দিবানিশি, কখন যাতায়াত করে॥
পরেন বটে বাঘাম্বর, জামাই তব বিশ্বেশ্বর,
ভস্মমাখা কলেবর, অহি সদা শিরোপরে।
সেই শিবের চরণে, পারিজাত আভরণে,
দেবরাজ এক মনে, মস্তক নমিত করে॥
ষড়ৈশ্বর্য্য আছে যাঁর, ভিক্ষা কি জীবিকা তাঁর,
অজ্ঞানে না বুঝে সার, ভিক্ষাজীবী বলে হরে।
সত্য বটে সুরধুনী, অগ্রজা সমান মানি,
সে দারা ভগিনী জিনি, অধিক, যতন করে॥

ললিতমোহন সিংহ রায়।

ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চকদিঘীর প্রসিদ্ধ জমীদার। রাজপুতকুলে ইঁহার জন্ম। জমীদার-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক হিন্দু অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিদিন পূজা আহ্নিকের পর ইনি ভক্তিপূর্ণ দুই তিনটি গান রচনা করিতেন। সেই সকল গান সংগ্রহ করিয়া "ভক্তিপুষ্প" নামে একখানি সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। সে পুস্তকে রচয়িতার নাম

নাই, কারণ ইনি নামের কাঙ্গাল নহেন। তবে আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে সঙ্গীত পুস্তক ভক্তবৎসল ললিতমোহনেরই রচিত।

বেহাগ—একতালা।

মা অশিবনাশিনি!
সকলে আকুল, ভয়েতে ব্যাকুল,
দেহি সবে কুল, ভব ভাবিনি॥
দিনে দিনে ক্ষয়, যদি এত হয়,
তবে কে মা রয়, বল জননি।
হইয়া কৃপণ, কেন মা এখন,
বাড়ালে মরণ, ও মা শিবানি॥
কিসের ফলেতে, এছার জগতে,
হয় মা ভুগিতে কি তা জানি।
নিজ কর্ম্মফলে, বুঝিলে সকলে,
ভয় কি মা কালে, ও মা ঈশানি॥
দুরাশা কেবল, হইয়া প্রবল,
ভুলেছে সকল, মনেতে মানি।
দুর্গা দুর্গা ব'লে, সতত ডাকিলে,
কিসে রবে ভুলে, ও মা তারিণি॥
ললিত কাতরে, ডাকে মা তোমারে,
নিদয় কি তারে, হবে এখনি।
কাল হয়ে বাদ, ঘটালে প্রমাদ,
ঘুচাও বিষাদ, কালবারিণি॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

আও আও ভকতবৃন্দ,
হের সবে আজি শ্রীগোবিন্দ,
চালহ মায়া দ্বেষ দ্বন্দ্ব, নন্দকিশোরচরণে।
ভজন পূজন সাধু-সঙ্গ, করহ আজি ত্যজহ রঙ্গ,
পিয় পিয় সুধা মনভৃঙ্গ, নন্দকিশোরচরণে।
আন আন সবে কুসুম ভার,
গাঁথহ ভক্তিকমলহার,
ছাড়হ আজি সব অসার, নন্দকিশোরচরণে।
তেয়াগি সকল তুচ্ছ মান,
হরিগুণ আজি করহ গান,
সাধু স্বজন ধরহ তান, নন্দকিশোরচরণে।
ভজহ রাধাগোবিন্দ-নাম,
ছাড়হ সকলে সকল কাম,
হেরহ ভাব অতি সুঠাম, নন্দকিশোরচরণে।
পেখহ আজি যুগল মিলন,
পেখহ আজি যুগল চরণ,
রাখহ আজি যুগল নয়ন, নন্দকিশোরচরণে।
ভূলোক আজি ভেল গোলোক,
নাচত বৃদ্ধ সহ বালক,
রজত ভাতি হের আলোক, নন্দকিশোরচরণে।
ব্রজ কি পুলিন সকল ঠাম,
যবহুঁ মিলিত রাধাশ্যাম,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, নন্দকিশোরচরণে।
ছাড়হ ছাড়হ তুচ্ছ ভাষ,
পূরণ করহ মনের আশ,
গাওয়ে ললিত শ্রীহরিদাস, নন্দকিশোরচরণে॥

কালেংড়া—আড়-খেমটা।

ভবের খেলায় মন মেতেছে,
মিছে কেন আর থামে না।
সব ফুরালে দেখ্‌বে তবে,
এমন দিনত আর পাবে না॥
পঞ্চভূতের মিলন, এলে গর্ভেতে যখন,
পাঁচকে নিয়ে বৃথা কষ্ট পেতেছ এখন;
আবার বিয়োগ কালে ছাড়্‌বে সবাই,
রাখতে কিন্তু পার্‌বে না॥
এই ভবের বন্ধনে, হ'লে কাতর এ প্রাণে,
মায়ায় মোহিত হয়ে ভ্রান্ত হয়েছ জেনে;
একবার বদন ভ'রে বল হরি,
ছাড় বিষয় বাসনা॥
হয় সব আশা পূরণ, করলে হরিনাম স্মরণ,
আর যে ভবে হবে না মন জনম মরণ;
প্রাণ খুলে আজ ললিত কয়,
হরি-নামের ঘোষণা॥

কীর্ত্তন-সুর—বনপাসি—একতালা।

আয়রে ভাই সবাই মিলে যাই হরি ব'লে।
মনের সাধে রাধাশ্যামে দেখব যুগলে॥

সেই ব্রজেশ্বরী রাই, তার তুলনা যে নাই,
হাঁসি-মুখে শ্যামের বামে সদাই দেখতে পাই ;
হরি-নামের গুণে আশা পূর্ণ হবে যে কালে ॥
মন সর্ব্বগুণধাম, সেই নবঘনশ্যাম,
স্বর্ণবর্ণ রাধার রূপে মোহিত অবিরাম ;
তাই ত্রিভঙ্গিম ঠামে বামে আছেন হেলে ॥
শিরে ময়ূরের পাখা, তাতে রাধার নাম লেখা,
সদাই সুখে বিহার করেন লইয়ে সখা ;
এস প্রাণ ভ'রে আজ দেখে
আমরা জুড়াই সকলে ॥
এই হরিগুণ-গান, মন কর অবিশ্রাম,
মনের মত ধন পেয়ে শেষ হবে যে বিশ্রাম :
সেই শেষের দিনে ললিত যেন থাকিস্ না ভুলে ॥

পূরবী—একতালা।

শঙ্কর-হৃদে নাচিছে মা উলঙ্গিনী।
যেন ক্ষীরোদের মাঝে ভাস্‌ছে নীলকমলিনী ॥
দেখিয়া চাঁদ ঐ চরণোপরে ;
চকোর ধাইছে সুধার তরে ;
নীল কমল ভাবিয়া ভ্রমর,
বিবাদে গিয়া করিয়া ধ্বনি ॥
চাচর চিকুর পিঠেতে দোলে,
ললাটে মায়ের অলকা ঝলে,
দেখনা কেমন মেঘের কোলে,
শোভিছে যেন সৌদামিনী ॥
ঐ চরণযুগল হৃদয়ে ধ'রে,
ললিত ডাকিছে আনন্দভরে ;
মা মা বলে ভাসে চক্ষের নীরে,
দিস্ মা অন্তে পদ-তরণি ॥

কেদারা—আড়া।

ছাড় মন কুজন-সঙ্গ, করিস্ না আর মিছে ব্যঙ্গ।
এই জগত মাঝেতে এসে,
হ'লহে তোর অনেক রঙ্গ ॥
এখানে যা দেখতে পাবি,
সকলি যে মায়ার ছবি,
কিসে ভবপারে যাবি, ক'[illegible] সেই প্রসঙ্গ ॥

ভবসাগর-পারে যেতে, তরি কভু নাই যে তাতে,
মরবি শেষে অকূলেতে, তাই ভেবে কাঁপিছে অঙ্গ
ষড়রিপুর সঙ্গ ছাড়, মায়ের চরণ হৃদে ধর,
দুর্গা নামের ভেলা কর, তবে যাবে তোর আতঙ্ক ॥
থাক ললিত চরণ ধ'রে, ডাক মাকে বদন ভ'রে,
মা যদি তোর কৃপা করে,
হবে তোর সব মোহ-ভঙ্গ ॥

প্রসাদী—সুর।

সুখে কি মা তোমায় ভাবে।
সুখেতে মা ভাবলে পরে,
কষ্ট কি আর আসতে পাবে ॥
ছেলেদের এই নিয়ম দেখি,
ভয় খেলে সে মাকে চাবে।
খেলা-ধূলায় দিন কাটালে,
মায়ের কি আর খোঁজ করিবে ॥
জগৎ জুড়ে নিয়ম এই মা,
তার বিপরীত কেন হবে।
শৈশব হ'তে তারই শিক্ষা,
আমরা যে মা করি ভবে ॥
বিপদ্ আবার এলে পরে, তবে তোমায় মনে হবে,
তাতেও দেখ পাঁচ রকমে, ঘুরে শেষে ধরি তবে ॥
তোমায় ধ'রলে মনে জানি,
বিপদ আমার দূরে যাবে।
কুমতি যে সঙ্গে জুটে, ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় ভবে ॥
সুমতি কুমতি সবই তুমি,
তোমার আজ্ঞায় সব্ চলিবে।
ললিতের এই মতি দাও মা,
সদা তোমায় হৃদে পাবে ॥

ললিত—আড়া।

সিংহের উপর ব'সে কেন, ও মা জগতজননি।
মানস আসনে ব'স, ঐস মা কাল-বারিণি।
চারি অস্ত্র চারি করে, আহা কিবা শোভা করে,
ব'সে শতদলোপরে, অভয় দায়িনি।
জিনি বাল প্রভাকরে, সেজেছ ও রূপ ধ'রে,
শোভিছে বসন প'রে, পাশোপাশী, ধারিণি ॥

সেজেছ প্রফুল্ল মনে, নানা রত্ন-আভরণে,
মনে কি পড়ে না দীনে, ত্রিগুণ-ধারিণি।
সুরাসুর ঋষিদল, নমিছে হ'য়ে আকুল,
অন্তিমেতে দে মা কূল, ললিত-হৃদি বাসিনি ॥

ইমন্ কল্যাণ—কাওয়ালি।

মা আমায় দেখ না তারিণি।
কুল ভবসাগর পারে উপায় জননি।
দে মা আমায় চরণতরি, বিপদসাগরে,
কালভয়ে কাঁপি যে মা রাখ গো আমারে;
আর জগতমাঝে মাগো উপায় কি আছেরে,
কৃপাদৃষ্টে চেয়ে দেখ আমায় ভবানি॥
ডাকি তোমায় সতত মা কাতর হইয়ে,
এস না মা রাখি তোমায় আমার হৃদয়ে;
ঐ চরণ পাবার আশে আছি যে বসিয়ে,
কালভয় দূর কর কাল-বারিণি।
জগৎ মাঝে যা দেখি মা অসার সকল,
সার মধ্যে তোমার চরণ দেখি মা কেবল ॥
কর্ম্ম দোষে ঘুরে বেড়াই, সদা মা বিফল,
ত্রাণক'র শেষের দিনে ত্রাণকারিণি।
ভবের মাঝে, মা গো অনেক খেলা যে করিয়ে,
শ্রমেতে মা কাতর হয়ে আছি যে পড়িয়ে;
চেয়ে আছি তোমার পানে কৃপার আশয়ে,
সঙ্কটেতে রাখ গো মা শঙ্কট নাশিনি।
ক্রমে ক্রমে দেখ কাল নিকটে আসিছে,
ধীরে ধীরে দিন গত দেখ মা হতেছে,
ভেবে ভেবে দীন ললিত কাতরে ডাকিছে,
চরণ যুগল দেনা মা গো মুক্তি দায়িনি ॥

শিশিরকুমার ঘোষ।

যশোহর জেলার অন্তর্গত আওরা গ্রামে ১২৪১ সালে ইহার জন্ম হয়। সেই আওরা এখন অমৃতবাজার নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পিতার নাম ৺ হরিনারায়ণ ঘোষ। ১২৭৫ সালে স্বগ্রাম হইতে ইনি সুপ্রসিদ্ধ "অমৃতবাজার পত্রিকার" প্রথম প্রচার আরম্ভ করেন। এই "অমৃতবাজার পত্রিকার" পরিচালনে ইহার যশঃসৌরভ ভারতভূমি পরিব্যাপ্ত হইয়া সুদূর ইংলণ্ড পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। ইনি একজন গৌরাঙ্গভক্ত বৈষ্ণব। 'অমিয় ভাণ্ডার' 'অমিয় নিমাই চরিত' প্রভৃতি ইহার রচিত গ্রন্থই তাহার প্রমাণ। সঙ্গীতশাস্ত্রেও ইহার আন্তরিক অনুরাগ আছে। ইনি নিজে কয়েক প্রকার যন্ত্র বাজাইতে জানেন, এবং সঙ্গীত রচনায়ও ইনি সুনিপুণ। ইঁহার রচিত "সঙ্গীত শাস্ত্র" নামে একখানি গ্রন্থ আছে। এক্ষণে ইনি বৈদ্যনাথে থাকিয়া অধিকাংশ সময় ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করেন।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

যা'র মা আনন্দময়ী তা'র কিবা নিরানন্দ।
তবে মা মা করে পাপে রোগে শোকে কেন কাঁদ ॥
মাঝখানে জননী বসে, সন্তানগণ তাঁর চারি পাশে,
ভাসাইছেন প্রেমময়ী প্রেমনীরে;
পাপ তাপ সব দূরে গেল, আনন্দ-রস উথলিল,
বাহু তুলে মা মা বলে নৃত্য কর সন্তানবৃন্দ ॥

আলেয়া।

কি কব বন্ধুয়ার কথা,
আমি কি তায় দেখেছি নয়নে।
বিরলে বসিয়া তারে, যতনে আঁকি মনে মনে ॥
তিনি নাকি পরম সুন্দর,
লোকমুখে শুনেছি শ্রবণে।
অভাগীরে মনে করে, যদি আসেন মোর ঘরে,
রূপ গুণ ক'ব তোর সনে ॥

লুম।

পড়ে বাঁশী, মুখশশী মলিন বন্ধুয়া কেন তোর।
কি অপরাধ কৈলাম আমি,
আঁখি বারি দেখও তুমি,
শুখায়েছে মুখচাঁদ, তুমি কার লাগি কাঁদ,
ওষ্ঠ কাঁপে থর থর, রাঙ্গা আঁখি ঝর ঝর,
তোমার নয়নে জল, কি হয়েছে বল বল,
বলাই বলিতে নারে শ্যামচাঁদ কেন ঝুরে ॥

বারোয়া।

কি দিয়ে তুষিব তোমায়, সুন্দর বদন, কালাচাঁদ।
চিরদিন গীত গাই, গুণ অগণন কালাচাঁদ ॥

কোথায় কি পাব, আমি কুলবালা, কালাচাঁদ।
যতনে গাঁথিয়া দিব, মালতীর মালা, কালাচাঁদ॥

সিন্ধু।

প্রেম সরোবরে সোণার কমল প্রিয়ে,
তুমি আমারি।
নয়ন ভরিয়ে হেরি, ওরূপ-মাধুরী॥
মধুভরে টল মল, বহে প্রেমের হিল্লোল,
উঠাইলে প্রেম-পাথার, ডুবিনু না জানি সাঁতার,
তুমি আমার চিরদিন, আমি তোমারি॥

আলেয়া—সিন্ধু।

ত্রিভুবন শীতল হ'লো, যুগল মিলনে।
কালাচাঁদে চাঁদবদনী মিলল, মধুর বৃন্দাবনে॥
সখি দেখে নে, সখি দেখে নে—
দুটি নয়ন ভরে দেখে নে—
রাধামাধব-রূপ-সাগরে ডুবিনু সখি,
ধর ধর আমারে,—
দেখ দেখ আঁখি-ভঙ্গিমা—ও হানে পাঁচবাণ।
অঙ্গগন্ধে ভ্রমরা মাতল,মাতল আমার প্রাণ॥
বলরাম শ্যামগুণ গান
কালাচাঁদে সোণার চাঁদে মিলল॥

অক্ষয় কুমার বড়াল।

১২৭৩ সালের কার্ত্তিক মাসে কলিকাতা চোর-বাগানে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহাদের আদি নিবাস করেন চাঙ্গায়। "প্রদীপ," "কনকাঞ্জলি" "ভুল" প্রভৃতি কয়েক খানি কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইনি যশস্বী ও কবিপদবাচ্য হইয়াছেন।

পিলু বারোয়া—খং।

নীরবে আসিছে সন্ধ্যা মলিনমুখী।
নদীতে ওঠে না ঢেউ, বনপথে নাই কেউ,
জলে ফুলমুখী লতা পড়েছে ঝুঁকি।
এলায়ে প'ড়েছে বায়, শূন্য মাঠ স্তব্ধপ্রায়,
দূরেতে কি কেঁদে যায়, হতাশ দুখী॥

রঘুনাথ দে।

১২৬৭ সালের ৮ই চৈত্র বুধবারে জন্ম। পিতার নাম ৺ ঈশ্বরচন্দ্র দে সরকার। বর্ত্তমান নিবাস কলিকাতা বহুবাজার গোবিন্দ সরকারের লেন। ইনি সময়, ভারতী, নবজীবন এবং সুরভি ও পতাকায় বহু প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। এক্ষণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের একাউণ্ট্যাণ্ট পদে অধিষ্ঠিত। ইঁহার রচিত গানের একটীমাত্র আমরা পাইয়াছি।

কাফি—খং।

কালিকে তব চরণ-প্রয়াসী।
পাইতে অভয়পদ হয়েছি মা অভিলাষী॥
যাদের লাগিয়ে তারা, হয়েছি সকল সারা,
তারা ত চাহে না কভু, ভুলিয়ে আমারে,
ধন গেল, মান গেল, বিষয় বৈভব গেল,
সকলই ফুরায়ে গেল, যেন ছায়ারাশি।

জয়কুমার বর্দ্ধন রায়।

ইনি ত্রিপুরা জেলার চৌবেপুর গ্রাম-নিবাসী। পূর্ব্বে ত্রিপুরার 'ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। পরে শৈলগাছি ও কালীমপুর প্রভৃতি ষ্টেটের ম্যানেজারী করিয়া এক্ষণে অবসর গ্রহণে বাটীতেই অবস্থান করিতেছেন। "প্রমাদ" নামক ইঁহার এক মনোহর উপন্যাস আছে। ইনি অনেক সাময়িক পত্রের সম্পাদক ও লেখকরূপে সুপরিচিত। ইনি সুলেখক ও সুপণ্ডিত। বয়ঃক্রম প্রায় ৫০ বৎসর।

ভৈরবী—আড়া।

আশার ছলনা এ যে জীবনের ভুল।
মানস-কলিকায়, একে একে হলো লয়,
ফুটিল না কোন দিন, স্মৃতি অলিকুল।
আশার ছলনা এ যে জীবনের ভুল॥
জীবন-গগনপটে, কত না নক্ষত্র ফুটে,
হাসিত কমল যথা, শোভায় অতুল।
নিরাশা-জলদজালে, সে উজ্জ্বল তারাদলে,
সহসা ঘেরিল হায়, আশা ছিন্নমূল,
আশার ছলনা এ যে জীবনের ভুল॥

বর্ত্তমানে তুচ্ছ করি, ভবিষ্যে ভরসা করি ॥
আশার ছলনে এক বেঁধে ছিনু ঘর ;
বিশ্বের সৌন্দর্য্য যারে, সাজাইনু যতন করে,
মণিময় চারি ভিতে হীরক ঝালর।
সুবর্ণ দেউটী পাঁতি, ছড়ায়ে ভাস্কর-জ্যোতি,
নিশীথে দিবস ভ্রান্তি বাঁধাত নয়ন।
প্রফুল্ল কুসুমদল বিতরিয়ে পরিমল,
প্রমোদিত সুবাসিত করিত ভবন।
সহসা প্রবল ঝড়ে ; মড় মড় শব্দ ক'রে,
চেয়ে দেখি রম্যহর্ম্ম্য পতিত আমূল।
আশার ছলনা এ যে জীবনের ভুল ॥
পশ্চাতে ফিরিয়ে দেখি, স্মরণে বরষে আঁখি,
জননী-সদৃশ সেই পবিত্র কুটীর ;
যাহার শীতল বুকে, প্রান্ত দেহে মাথা রেখে,
থাকিতাম বহে যেত শান্তির সমীর ;
সে খানিও চূরমার, চিহ্নমাত্র নাহি তার,
অযতনে এবে হায় ধূলি-সমতুল।
আশার ছলনা এ যে জীবনের ভুল ॥
সময়-জলধি-নীরে, অতীত জনম তরে,
ডুবিয়াছে আর কি সে আসিবে ফিরিয়ে ;
আমার-অন্ধার-ছায়, আবৃত ভবিষ্য-কায়,
লক্ষ্যহীন এবে পথ না পাই খুঁজিয়া।
যে গিয়াছে চিরতরে, জানি না পাব না ফিরে,
একি জ্বালা, স্মৃতি কেন করে জ্বালাতন।
দীরঘ নিশ্বাস সনে, প্রলুব্ধ আকুল প্রাণে,
পশ্চাতে ফিরিয়া চায় সজল নয়ন।
বালকের ধূলি-খেলা, ভেঙ্গে যায় সন্ধ্যাবেলা,
কে না জানে যে খেলার নাহি কোন মূল।
আশার ছলনা এ যে জীবনের ভুল ॥

রজনীকান্ত সেন।

ইনি রাজসাহীতে ওকালতী করেন। বয়ঃক্রম প্রায় ৩২ বৎসর। "বাণী" এবং "কল্যাণী" নামক দুই খানি সংগীত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন। 'হাসির গান' রচনায় ইনি সুনিপুণ।

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী।

কত দূরে আছ, প্রভু, প্রেম-পারাবার ?
শুনিতে কি পাবে মৃদু বিলাপ আমার ?
তোমারি চরণ-আশে, ধীরে ধীরে নেমে আসে,
ভকতি-প্রবাহ দীন ক্ষীণ জলধার।
কঠিন বন্ধুর পথ, পলে পলে বাধা শত,
অচল হইয়া, প্রভু, পড়ে বারবার !
নীরস নিঠুর ধরা; শুষে লয় বারিধারা,
কেমনে দুস্তর মরু হ'য়ে যাবে পার ?
বড় আশা ছিল প্রাণে, ছুটিয়া তোমারি পানে
এক বিন্দু বারি দিব চরণে তোমার।
পরিশ্রান্ত পথ হারা, নিরাশ দুর্ব্বল ধারা ;—
করুণা-কল্লোলে, তারে ডাক একবার ॥

আমি, সকল কাজের পাই হে সময়
তোমারে ডাকিতে পাইনে ;
আমি, চাহি দারা-সুত-সুখ-সম্মিলন
তব সঙ্গ সুখ চাইনে।
আমি, কতই যে করি বৃথা পর্য্যটন,
তোমার কাছে ত যাইনে ;
আমি, কত কি যে খাই, ভস্ম আর ছাই,
তব প্রেমামৃত খাইনে।
আমি, কত গান গাহি, মনের হরষে,
তোমার মহিমা গাইনে ;
আমি, বাহিরের দুটো আঁখি মেলে চাই,
জ্ঞান-আঁখি মেলে চাইনে ;
আমি, কার তরে দেই আপনা বিলায়ে,
ও পদ তলে বিকাইনে ;
আমি, সবারে শিখাই কত নীতি কথা
মনেরে শুধু শিখাইনে !

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা।

আর, কত দিন ভবে থাকিব মা ?
পথ চেয়ে কত ডাকিব মা ?
(তুমি) দেখা ত দিলে না, কোলে ত নিলে না,
কি আশে পরাণ রাখিব মা ?
(আমায়) কেহ ত আদর করে না গো,
পড়িতে তুলিয়া ধরে না গো,
(মম) দুখে কারো আঁখি ঝরে না গো,—

(তব) মোহ নাহি টুটে, ঘুম নাহি ছুটে,
আর কত দিনে জাগিব মা ?
(আমি) শত নিঠুরতা সহিয়া গো,
হৃদয় বেদনা বহিয়া গো,
(কত) কেঁদেছি তোমারে কহিয়া গো ;—
(আমি) আঁধারে পড়িয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আর কত ধূলো মাখিব মা ?

বাউলের সুর—আড় খেমটা।

যমের বাড়ী নাই কোনও পাঁজি ;
তার নাইকো দিন বাছা বাছি।
সেতো মানে না রে বারবেলা, দিক্‌শূল,
গ্রহগুলো রাজ্য হ'তে তাড়িয়েছে বিল্‌কুল,
অম্লবস্ত্রা, ত্র্যহস্পর্শ, কিছুতে নয় গররাজী।
মাস দগ্ধা, কি ভরণী, পাপযোগ;—
সে কি দেখে কতক্ষণ কার আছে শনির ভোগ ?
সটান টিকি ধরে টেনে নে যায়,
কিসের টিক্‌টিকি হাঁচি ?
ভাবছে কাল্ত ক'দিন থেকে তাই,—
সে যণ্ডামার্ক কখন এসে ধরবে ঠিক ত' নাই।
এখনও কি রইচি ভু'লে হরিনাম, রে মন পাজী॥

মিশ্র সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

বাজার হদ্দা কিস্তা আইস্যা, চাইল্যা দিচি পায়।
তোমার লগে কে তে পারুম, হৈয়্যা উঠচে দায়॥
আয়ুমি দিচি, কাক্কই দিচি,
গাও মাজনের হাপানদিচি,
চুল বন্দেনের কিত্যা দিচি, আর কি দ্যাওন যয়॥
যেলোথারী চুরি দিচি,
পাছা পাছা পইয়্যা কাপড় দিচি,
পিরান দিচি, মজা হৈয়্যা দিব্যার লাগ্‌চ গায়।
উলের হুতা দিচি আইন্যা,
কিসের লাইগ্যা মনড়া পাইন্যা ?
ওজন কৈর‍্যা ব্যাবাক দিচি, পরাণ দিচি কায়।
বুরা বুরা কৈর‍্যা ক্যাবল,
ব্যাগাইর‍্যা ক্যান কোরচ পাগল ?
বহুল দিয়্যা কোরচ, ফেলবা ক্যা মতে ?
কৈর‍্যা দ্যাও আমায়॥

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী।

চারদিক্ থনে, পাগ্‌লা,
তরে ঘিরা ধৈরিচে পাপে।
আহন, মইষের সিঙ্গে গুত্তা মারবোঁ,
বাচাইবো কোন বাপে॥
(তোর) হইয়্যা গ্যাচে নিঃশ্বাস বন্ধ।
মুখ ফিরাইচেন কৃষ্টচন্দ্র॥
(আর) তরে কি বাচাইয়্যা তুলবো,
হরিনামের ছাপে ?
(তুই) রাজা হয়্যা বোস্‌চস্ তক্তে,
নাইয়্যা উঠ্‌চস্ মা'নষের রক্তে,
(আর) থর থরাইয়্যা কাইপ্যা উঠচে
পিরথিমি তর ছাপে !
(ক) আজ ক্যান পাগ্‌লা দ্যাহে আগুণ॥
পুর‍্যা হইচস্ পোরা বাগুন,
(ক') ঘিরা বোস্‌চে শিয়াল সগুণ,
কোন বা দ্যাবতার শাপে ?

ডিপুটী।

আমরা Dey কি Ray কি Sanyal,
আমরা, Criminal Bench এ Daniel,
আমরা আসামী-শশক তেড়ে ধরি, যেন
Blood hound কি Spaniel;
আমরা, দেখতে ছোকরা বটে,
কিন্তু কাজে ভারি চটপটে,
যাঁহা এজলাসে বসি
মেজাজ রুক্ষ চট ক'রে উঠি চ'টে।
আমাদের বয়সটা খুব বেশী নয়,
আর এই পোষাকটাও এদেশী নয়,
আর ঐ 'হামবড়া' ভাব মোদের অস্থি—
রক্ত মাংস-পেশী ময়।
দু'শ তিন ধারা কি প্রশস্ত,
দেখে করিয়াছি গুলো ত্রস্ত ;
প্রায়, civil nature ব'লে দিয়ে সেই
মধুময় পথ হস্ত।
বড়, কায়দা হয়েছে 'Summary'
ওহো ! কি কাজ করেছে, আমায় !

To record a deposition at length,
what an aweful drudgery.
ঐ কেলে Summaryর ফেরে,
আমরা, বার দফা দেই সেরে,
সে যে চিরতরে কেঁদে চ'লে যায়,
আর কভু নাহি ফেরে।
আমর' শুধকাই যত সাক্ষী,
বলি নানাবিধ কটু বাক্যি,
আর, যেটা এজাহার খেলাপে যায় না
সেটার বড়ই ভাগ্যি।
এই কবলে আসামী পে'লে
বড় দেই না খালাস Bail এ,
আর ঠিক জেনো, যেন তেন প্রকারেণ
দিবই সেটাকে জেলে।
আর যদি দেখি কিছু সন্দ, ঐ প্রমাণটা অতি মন্দ
তবে আপীল বিহীন দণ্ডে করে দি,
খালাসের পথ বন্দ।
কারণ, খালাসটা বেশি হ'লে,
উঠেন, কর্ত্তাটি ভারি জ্ব'লে,
আর শাস্তি ভিন্ন Promotion নাই,
কাণে কাণে দেন ব'লে।
কিন্তু হঠাৎ সাহেবের পা'টা,
লেগে বাঙ্গালীর পিলে ফাটা—
কভু মোদের সূক্ষ্ম বিচারে দেখেছ
আসামীর জেল-খাটা।
আর ঐ, মফস্বলে গে'লে,
বেশ বড় বড় ডালা মেলে,
আরে, প্রীতিদান সেটা, তবু লোকে কয়
ডিপুটিটা ঘুষ খে'লে।
আর ঐ, কর্ত্তাটি ভালবেসে,
যদি কাণ ম'লে দেন কসে,
ঐ কর-কমলের কোমলতা
করি অনুভব, হেসে হেসে।
এই নাসায় বিলিতি গুঁতো,
আর এই পৃষ্ঠে বিলিতি জুতো,—
একটু, দৃষ্টি কটুতা দৃষ্ট হলেও তুষ্টিময় বস্তুতঃ।

তারাকান্ত কাব্যতীর্থ।

ইঁহার জন্মস্থান,—ফরিদপুর কোটালীপাড়ার মাঝবাড়ী। পিতার নাম,—৺রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য। ইনি শৈশবেই পিতৃ-মাতৃ-হীন। বাল্যকাল হইতে স্থানান্তরে থাকিয়া ইনি ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার প্রভৃতি অধ্যয়নান্তে সংস্কৃত কলেজে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন। "বিশ্বকোষ" কার্য্যালয়ে ইনি বহু দিন যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে "বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে"র শাস্ত্র প্রকাশ বিভাগে নিযুক্ত। বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত কবিতা রচনা ও সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে ইঁহার আন্তরিক অনুরাগ। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ইঁহার বহু প্রবন্ধ, কবিতা ও গান অর্থবিনিময়ে নামান্তরে প্রকাশিত। বঙ্গবাসী পত্রিকার অনেকবার ইঁহার রচিত সংস্কৃত কবিতাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে ৩১ বৎসর।

ভৈরবী—মধ্যমান।

বস মম হৃদি সদা কৃষ্ণ হে কৃপা-নিধান!
দহতি পাপ-পাবক ইহ মাং হে জনার্দ্দন!
যোগি-মানসসরসি হংস ইব ত্বং চরসি,
নাশয়সি তাপরাশিমশেষমরিসূদন!
অয়ি দেব পরাৎপর পরম পুরুষবর!
সৃজসি পাসি হংসি সত্ত্বরজস্তমোগুণ!
সংসারকলুষক্লান্তঃ কথয়তি তারাকান্তঃ
ভব পাতা মে শ্রীকান্ত শেষে হে শেষশয়ন!

ঝিঁঝিট—একতালা।

কেশি-মথন, বেণু-বদন,
গোপললনা-মোহন।
রাসরসিক, শমিত-শোক,
লোকনিচয়-পালন ॥
ভক্ত-মানস, পরম হংস,
কংস-দনুজঘাতক।
দুষ্ট-দলন, শিষ্ট-শরণ,
বৃষ্ণিবংশ-বর্দ্ধক ॥
ফুল্ল নলিন- তুল্য-নয়ন,
দনুজ-নিবহমর্দ্দন।
সৌম্য-বদন, রম্য-হসন,
কাম্যসমূহ-প্রাপণ ॥

মূর্ত্তি-মধুর, স্ফূর্ত্তি-বিধুর-
দীন-দুরিত মোচন।
পীতবসন, গী -রমণ,
গীত সকল-শোচন ॥
গল-বিলোল, বনজ-মাল,
বালসদৃশ-মণ্ডন।
প্রকট-লীল, বিটপি-দোল,
বিট-বিলোল-লীলন।
ললিত-বেশ, জিত-রতীশ,
রাধিকাধর-চুম্বন ॥
নীরদ-নিভ, শরীর-শোভ,
কৌস্তুভমণি-মণ্ডিত।
দৈত্য-খণ্ডন, নন্দ-নন্দন,
ইন্দ্র প্রভৃতি-বন্দিত।
ধেনু-সংহত, সখি-সমেত,
যমুনাপুলিনচারণ।
সততানন্দ, দলিত-মন্দ,
মন্দরগিরি-ধারণ ॥
গোপ গোপাল, কলিত-হেল,
ভূধর-ধর মাধব।
তাপ-শমন, কলুষ হরণ,
সকল কুশল-সম্ভব ॥
শান্তি-নিলয়, জীব-সদয়,
সর্ব্ব বিলয়-কারণ।
অব-বকান্ত কমলা-কান্ত,
তারাকান্ত-তারণ।

ভৈরবী—একতালা।

আর কি মোদের সে দিন আছে,
(হায়!) একে একে সব যেতেছে!
ভুলিয়াছি মোরা জাতীয় ধর্ম্ম,
হারায়েছি মোরা জাতীয় কর্ম্ম,
মর্ম্মে মর্ম্মে কত অপমর্ম্ম,
সয়েছি সইতে হইতেছে।
কোথা সে আচার, কৈ সে বিচার,
কৈ সে বাজার উদার সমাজ,
অমিত জগত প্রসার বাহু,
সব গেছে সব গেছে।
কোথা সে শিক্ষা, কোথা সে দীক্ষা,
কোথা আমাদের সেই অভিখ্যা,
লয়েছি বরিয়া সাদরে ভিক্ষা,
অহহ সকলি যাইতেছে!

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

জন্মস্থান নদীয়া জেলার শান্তিপুর। কর্ম্মোপলক্ষে এক্ষণে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবাসী। ব্রাহ্ম-সমাজের ইনি একজন প্রসিদ্ধ গায়ক। 'সঙ্গীতহার' নামক এক ব্রাহ্মসঙ্গীতের গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করেন।

বিশ্বরাজ হে আমায় কেন ডাক সখা বলে আর।
(আর ডেক না ডেক না) (অমন করে সখা বলে)
তোমার মধুমাখা ডাকে হরি,
আমি নিদারুণ লাজে মরি;
(আর ডেক না ডেক না)
কলুষ-সাধনে যাহার হৃদয় সতত মগন রয় হে;
তার কি গুণে ভুলিয়ে পুণ্যময় হরি,
সখা বলে ডাক তায় হে। (এ কি ভালবাসা)
যে জন মোহমদে মত্ত, সদাই উন্মত্ত,
গরবে গর্ব্বিত রয় হে, তার কি গুণ স্মরি,
দেবদুর্লভ হরি, সেধে ভালবাস তায় হে।
(অবাক হই হে হরি)
আমি বুঝিনু এখন, পতিতপাবন,
তোমার প্রেমের রীত;
যে জন চাহে না তোমারে, চাও তুমি তারে,
সাধিয়ে বল সুহৃৎ।
(তোমার প্রেমের সীমা কোথায় প্রভু)
আমি থাকি সদা ঘুমের ঘোরে,
কেন ডেকে পাগল কর মোরে।
(আর ডেক না ডেক না) (এমন নরাধমে)
যদি ছাড়িবে না দীনবন্ধু, দেখাতে ঐ প্রেমসিন্ধু,
তবে প্রেমে বন্দী কর মোরে,
(আর ছেড় না ছেড় না)
(দীনহীন পাপী বলে)
(ফেলে আর ডেক না ডেক না)
(অমন করে যারে তারে)

ললিত—জলদ তেতালা।

কে তুমি শিয়রে বসে জাগিতেছ গো জননি।
নিদ্রা নাই কি মা তোর চখে, ও প্রসন্নবদনি।
সকলেই মা এ জগতে, অচেতন ঘোর নিদ্রাতে
সুষুপ্ত সন্তানের কাছে, কেন তুই মা একাকিনী
অধম তনয়ে মা গো, কেন তোর এত করুণা,
সতত নিকটে বসে থাক অকারণে;
বুঝে'ছি বুঝে'ছি আমি, স্বাভাবিক স্নেহবশে,
বিচর মা সদাকাল, সন্তান-সাথে আপনি॥
বলিহারি দয়া তব, মো সম যে কত সব,
অগণ্য তনয়পাশে, জাগি'ছ এক';
পাষাণ হৃদয় গলে যায় মা স্মরিলে করুণা তব,
করুণার নাহি পার, ও গো, সন্তানতোষিণি॥

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদি-মন্দিরে।
(সে দিন কবে বা হ'বে)
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে।
জ্ঞান-অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,
অবাক্ হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।
আনন্দ-অমৃত-রূপে উদিবে হৃদয়-আকাশে,
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে,
আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজ-চরণে,
বিকাইব ও হে প্রাণসখা সফল করিব জীবনে,
এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গ-
ভোগ জীবনে। (সশরীরে)।
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায়
পলাইয়ে সত্বর,
তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে
পলাইবে পাপ-আঁধার।
ও হে ধ্রুবতারা-সম হৃদে জলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পুরাও মনের আশ;
আমি নিশি দিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে,
আপনারে ভুলে যা'ব তোমারে পাইয়ে হে।
(সে দিন কবে হ'বে)॥

আনন্দ-বদনে বল মধুর ব্রহ্মনাম।
নামে উথলিবে সুধাসিন্ধু পিয় অবিরাম।
(পান কর আর দান কর হে)
যদি হয় কখন শুষ্ক হৃদয় করো নাম গান।
(প্রেমে হৃদয় সরস হবে রে)
(বিষয়-মরীচিকায় পড়ে হে)
(দেখ যেন ভুল না রে, সেই মহামন্ত্র)
বিপদ-কালে ডেক তাঁরে হে, দয়াল পিতা বলে
সবে হুঙ্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন।
(জয় ব্রহ্ম-জয় বলে হে)
এস ব্রহ্মানন্দে মাতি সবে হয়ে পূর্ণকাম।
(প্রেম যোগে যোগী হ'য়ে)॥

ভূপালী—কাওয়ালী।

সবে নবীন প্রেম-বসন পরিয়ে;
প্রণমিহ দেব-দেব মহারাজ-রাজ আজি,
পরম ভক্তিযোগে তাঁ'র গুণ গাইয়ে।
নবসূর্য্য নবচন্দ্র তারা আজি,
নবতরু পল্লব নব ভাবে সাজি,
গাই'ছে নব প্রেমাকরে রে।
গাও গাও সবে আজি নব হৃদয়ে,
প্রাণ-মোহন চরিত প্রাণ ভরিয়ে॥

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

'হিতবাদী' পত্রের বর্তমান সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ১২৬৮ সালের ২৮ এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ভবানীপুর বলরাম বসুর ঘাট রোডস্থিত ভবনে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺ রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত ও কবিতা রচনা—ইঁহার প্রকৃতি-দত্ত ক্ষমতা। অল্পবয়সেই ইনি কবির দলে গান ও পালা রচনা করিয়া দিতেন। প্রায় বৃগ বৎসর কাল "হিতবাদী" পত্রের ভার প্রাপ্ত হইয়া ইনি স্বীয় কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং দেশ-ব্যাপী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালা বক্তৃতায় ইনি বিশেষ পারদর্শী। সুলেখক, সুরসিক ও তেজস্বী বলিয়া ইনি পরিচিত।

স্বদেশ-সঙ্গীত।

প্রসাদী সুর।

এস, দেশের অভাব ঘুচাও দেশে।
সবার, আহার বিহার বিলাস বেশে॥
দেখ দেখি, মীলে আঁখি, যত ভিন্ন দেশী এসে।
দেশের যাছিল ধন, কচ্চে হরণ
জাহাজভরে এক নিমেষে॥
গৃহ ধনধান্যে ভরা, আমরা মজি নিজের দোষে।
আমরা, কিছুই নাপাই, হেলায় হারাই,
নয়নজলে বেড়াই ভেসে॥
সকল কাজেই বিজ্ঞ সাজি অনভিজ্ঞ ধল্লে ঠেঁসে।
আসে, ত্যাগ স্বীকারের নামেই বিকার,
দংশে যেন আশীবিষে॥
বসন ভূষণ, যা প্রয়োজন,
পান ভোজন নয় আত্মবশে।
যেন, বাসা থাকুতে বাবুই ভিজে,
নিজের উপায় দেখেনা সে॥
ধুতি চাদর ম্যাঞ্চেষ্টারের চেয়ে দেখ সব সর্ব্বদেশে
ভরে, জাহাজগুলো, তোদের তুলো
তোরাই কিনিস্ সেই জিনিসে॥
যাদের তুলো তাদের দিয়ে
লাভ নিয়ে যায় সব বিদেশে।
আমরা, অলস হ'য়ে, আছি চেয়ে
বিদেশবাসীর দয়ার আশে॥
লজ্জা বারণ, শীতের দমন,
রেশম পশম পাট কাপাসে।
বল, কিসের কসুর, খাবার প্রচুর,
কিনা ফলে ক্ষেতের চাষে॥
মাছ মাংস ফল, আছে সকল,
সব পাওয়া যায় বিনা ক্লেশে।
নদী,সরোবরে, স্নিগ্ধ করে,মিষ্ট জলে তৃষ্ণা নাশে॥
গুড় চিনি আর মধু ফেলি
লোক সুগারের মজি রসে।
আছে গোয়াল পোরা বোকনা গাভী
কৌটাতে দুধ তবু আসে॥
বিশ কোটী শ্রমজীবী হেথা,
পশু পুষ্ট মাঠের ঘাসে।
লোকে, অন্নে তুষ্ট, সহে কষ্ট,
বাঁকায় না মুখ অসন্তোষে॥
তবু কেন ভিক্ষা করি বিদেশবাসীর দ্বারদেশে।
কেবল স্বভাব দোষে অভাব ভাবি,
নাহি দেখি কি হয় কিসে॥
কাঞ্চন বিলায়ে দিয়ে,
কাঁচ খুজি হায় পরের বাসে।
পর, নাহি দিলে, মুখে তুলে,
দিন কেটে যায় উপবাসে॥
দিয়ে, সোণা হীরের খনি,
আমদানি কাঁচ রাঙ্গতা সীসে।
যত, বিদেশবাসী নে যায় শস্য,
আমরা আছি সমান বসে॥
চারিদিকে, দৃষ্টিরেখে,
কাজ করে যাও আবেগবশে।
সবে, করিলে পণ, অধঃপতন,
হবে দমন অনায়াসে॥
নিজের বলে হওনা বলী,
আসবে অরি কোন্ সাহসে।
যখন, ঘরের পেলে, কার্য্য চলে,
কেন যাবে পরের পাশে॥
হ'য়ে যদি লুপ্ত শক্তি সুপ্ত থাক নিদ্রাবেশে।
জেনো, সবার দুঃখে, অধোমুখে,
শিয়াল কুকুর কাঁদ্‌বে শেষে॥
আশার আলো, সামনে জ্বাল,
তুচ্ছ ভাব ভোগ বিলাসে।
আজি, কয় বিশারদ, যাবে বিপদ,
হতাশবাণী উড়াও হেসে।

বাউলের সুর।

(ভাই সব) দেখ চেয়ে, বাজার ছেয়ে,
আসতেছে মাল বিদেশ হ'তে।
আমাদের, বেচা কেনা, পাওনা দেনা,
অভাব মোচন পরের হাতে॥
আমাদের, পিতল কাঁসা, ছিল খাসা,
কাজ চালাতেম কলার পাতে।
এখন, এনামেলে, মাথা খেলে
কলাইকরার ব্যবসাতে॥
এখানে, পরেশ পাথর, পায় না আদর,
চটা উঠছে পেয়ালাতে।
হুঁকো পলকা, ...হালকা

বিশুণ মূল্য পাল্‌টে নিতে ॥
ঘরে, নাইকো আহার, বেশের বাহার,
যাহার তাহার ঘাটে পথে।
হায় রে, নিজের দেশে, যায় না অভাব,
অশন বসন সব বিলাতে।
ছেড়ে, পরের ঠাকুর, ঘরের কুকুর,
ইচ্ছা করে মাথায় নিতে।
বিশারদ, ছাড়তে নারে, কেঁদে মরে,
কার্য্য সারে কোন মতে।

বাউলের সুর।

অই যে জগৎ জাগে, স্বদেশ অনুরাগে।
কে আর, ব্যবচ্ছিন্ন, বঙ্গভিন্ন, নিদ্রামগ্ন দিবাভাগে
ভাঙ্গবে না কি এ কাল নিদ্রা,
রইবে এ ভাব যুগে যুগে।
পেয়ে, পরের প্রসাদ, যায় কি বিষাদ,
এ অবসাদ কোন্ বিরাগে ॥
থাকতে অন্ন, পঙ্গু বঙ্গ, দাগা বুলায় পরের দাগে।
করে, গৃহ শূন্য, পরের জন্য,
লক্ষ্মীর পুত্র ভিক্ষা মাগে ॥
শিল্প কত্তে দগ্ধ উদর, গোলামি চায় সবার আগে
সদা, গোরার চুপায়, তৈল যোগায়,
তাও বাঙ্গালীর ভাল লাগে।
আর কি কারণ, জীবন ধারণ,
প্রাণ ধরে ত কুকুর ছাগে।
যদি, দেশের দশা, এমনি থাকে,
বিলম্ব কি তনুত্যাগে ॥
দেশের শিল্পে জলাঞ্জলি,
ভেকের ভোজ্য যোগায় নাগে।
বলে, ব্যবসা অবাধ, নাই কো বিবাদ,
কতই দ্রব্য দেয় সোহাগে ॥
পরের পদে, তোষামোদে, মর্ম্মব্যথা কর্ম্মভোগে।
বল কোন্ দেশের আর দশা এমন,
জীবন ধারণ যোগে যাগে ॥
এই বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে, আমরা অন্ধ নেত্ররোগে।
ও ভাই, আশার পথে, যেতে নারি
আর সকলে চলছে বেগে ॥
সমুন্নত সর্ব্বজাতি আমরা কেবল অযোগ্যভাগে।
এবার [illegible]

ছাড়বো না তা প্রাণবিয়োগে ॥
প্রাণে যখন আবেগ আসে,
শত্রু ভাবে "হুজুগ চাগে"।
বিশারদ কয়, সেই ত সময়,
কার্য্য সার সেই সুযোগে ॥

ললিত—খং।

এই দ্বারদেশে, এসেছে ভিখারী,
কহ কৃপা করি কি দিবে তায়।
স্বদেশ সেবক, এ সব যাচক,
বঞ্চিত করো না করুণাকণায় ॥
ভ্রমে ভিক্ষা করি, এসব পথিক,
সামান্য কামনা—চাহে না অধিক,
ধন রত্ন আশে আসেনি সকাশে,
তুষ্ট হবে তব সুমিষ্ট কথায় ॥
শক্তি অনুসারে পূরাইও সাধ,
নাহি ঘটে যেন হরিষে বিষাদ,
বড় আশা ক'রে, আসিয়াছে দ্বারে,
করিলে হতাশ যাইবে কোথায় ॥
তব দেশবাসী এ যাচকগণ,
নগরে নগরে করিবে ভ্রমণ,
পূরালে বাসনা বিফল হবেনা,
হইও সুজন সুপথে সহায় ॥
চারু কারু কার্য্য তব পরিজ্ঞাত,
স্বদেশসম্ভূত শিল্প-কৃষিজাত,
সে সব সন্ধান করিলে প্রদান,
করিব প্রচার তোমারি কৃপায়।
প্রতিবেশী শিল্পী যদি কেহ থাকে,
কহ কি উপায়ে পালিবে তাহাকে,
কি ধন সেজন করে উপার্জ্জন,
কিসে পারিবে সে প্রতিযোগিতায় ॥
এই ভিক্ষা চাই সদনে তোমার,
স্বদেশের বস্তু কর ব্যবহার,
বিদেশীয় কিছু করোনা গ্রহণ,
যদি তুল্য তার দেশে পাওয়া যায় ॥
বলে বিশারদ এই ভিক্ষা দাও,
করোনা বিমুখ মুখ তুলে চাও,
স্বদেশের ধন স্বদেশে রক্ষণ

বিবিধ।

মিশ্র কেদারা—একতালা।

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা,
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে
প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা।
এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে
কি জানি কখন কি মোহনবলে
ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু হেথা।
আমি শুনিনু জাহ্নবী যমুনার তীরে,
পুণ্য দেব-স্তুতি উঠিতেছ ধীরে,
কৃষ্ণা গোদাবরী নর্ম্মদা কাবেরী
পঞ্চনদকূলে একই প্রথা।
আর দেখিনু যতেক ভারতসন্তান
একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান্
আসিছে যেন গো তেজোমূর্ত্তিমান্,
অতীত সুদিনে আসিত যথা।
ঘরে ভারত রমণী সাজাইছে ডালি,
ধীর শিশুকুল দেয় করতালি,
মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা,
গাহিছে উল্লাসে বিজয়গাথা॥
কুমারী কামিনী সেন, কামিনী রায়।

বাহার—যৎ।

ভারতনারীর দশা দেখে অশ্রু ঝরে ;
ঝরে নয়নের বারি অবিরত ধারে।
নাই জ্ঞান, নাই মান, সবে করে অপমান,
মানুষ বলিয়া কভু কেহ না আদরে।
ক্রীড়ার পুত্তলি প্রায়, অথবা দাসীর ন্যায়,
স্বার্থপর পুরুষেরা সদা ব্যবহারে।
হায় যবে নিরজনে এ সব একান্ত মনে,
ভাবি, দংশে চিত্ত-দেহ কালবিষধরে।
ইচ্ছা হয় সব ছাড়ি, এদেরে মোচন করি,
সঁপি, আছে যাহা কিছু ইহাদের তরে॥
ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

ব উলেরসুর—খেমটা।

আজব সহর কলকেতা।
রাঁড়ী ভাড়ী, জুড়ি গাড়ী,
মিছে কথার কি কেতা।
হেথা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে,
বলিহারি ঐক্যতা ;
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী,
বদমাইসীর ফাঁদ পাতা।
পুটে তেলীর আশা গাড়ি,
শুঁড়ি সোণারবেণের কড়ি,
খেমটা খেমটীর খাসা বাড়ী
ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা।
হদ্দ হেরি হিঁদুয়ানি, ভিতর ভাঙ্গা ভড়ং খানি,
পথে হেগে চোকরাঙ্গানি, লুকোচুরির ফের গাঁ
গিল্‌টি কাজে পালিস করা,
রাঙ্গা টাকায় তামা ভরা,
হুতোমদাসে সরূপ ভাষে,
তফাৎ থাকাই সার কথা॥
কালীপ্রসন্ন সিংহ।

কালাংড়া—পস্ত আদ্ধা।

দেখবি যদি আয়।
দেখ্‌বি যদি আয়রে তোরা, দেখ্‌বি যদি আয় গ
দেখবি যদি সোণার নদী,খেলা ফেলে চলে আ
সোণার নদী সোনার জল,
তরল আভায় হায় ঝলমল, কিবা ঢেউ খেলায়।
সোণার বরণ সাধের তপন,
তাহার মাঝে ডুবে যায়।
উষায় যখন হাসে রবি,আশায় তখন সুখের ছবি
কেমন শোভা পায়।
সাঁজের বেলা একি খেলা,
দেখরে ডুবে যায় কোথায়।
আঁধার হয়ে এল দেখি, নানা রঙের নানা পাখী
আকাশ যুড়ে যায়,
আকাশ যুড়ে ঘুরে উড়ে,
বিনা সুতায় মালা তায়।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

'বঙ্গবাসী' পত্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহোদয় ১২৬১ সালের ১৬ই পৌষ রবিবার বর্দ্ধমান জেলার (মেমারীর সন্নিকট) ইলসরা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক নিবাস বেড়ুগ্রাম; পিতার নাম ৺মাধবচন্দ্র বসু। বসু মহাশয়েরা বেড়ুগ্রামের সম্ভ্রান্ত ও বনিয়াদী বংশ। যোগেন্দ্রচন্দ্র, কিছুদিন গ্রামের বাঙ্গালা স্কুলে পড়িয়া, আট বৎসর বয়সে সময় হুগলীতে জ্যেষ্ঠতাত ৺রাজবল্লভ বসু মহাশয়ের বাসায় গমন করেন। সেখানে থাকিয়া এক বৎসর বাঙ্গালা স্কুলে অধ্যয়নের পর, নবম বর্ষ বয়সে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১২৭৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, এফ-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র কলেজ পরিত্যাগ করেন। ইহার পর আত্মীয় স্বজনের আগ্রহাতিশয্যে দুই আড়াই মাস জনাই স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া, সে কার্য্য নিজের উপযোগী না বুঝিয়া, আপনিই তাঁহাতে ইস্তফা দেন। এই সময় ম্যালেরিয়া কষ্ট পাইয়া কিছুদিন কটক প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেন, এবং এলাহাবাদে গিয়া আইন শিক্ষায় মনোযোগী হন। তৎপরে চুঁচুড়ায় 'সাধারণী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করেন। পরে ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতায় আসিয়া "বঙ্গবাসী" পত্র প্রচারে ঘরে ঘরে তিনি যেরূপে পরিচিত আছেন, তাহা আর না বলিলেও চলে। বিগত ২রা ভাদ্র (১৩১২ সাল) শুক্রবার তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে। তিনি কর্ম্মী পুরুষ, কর্ম্ম করিতে আসিয়াছিলেন; কর্ম্ম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার কর্ম্মই তাঁহাকে অবিনশ্বর করিয়া রাখিবে। তাঁহার প্রচারিত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ তাঁহার অক্ষয়-স্মৃতি-গৃহে গৃহে রক্ষা করিতেছে; তাঁহার প্রণীত 'রাজলক্ষ্মী' 'মডেলভগিনী' 'বাঙ্গালী-চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থরাজী তাঁহার অনুপম রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে; তাঁহার দয়া, ধর্ম্ম, দান, পরোপকার তাঁহার বংশধরগণের উপর কল্যাণ বর্ষণ করিতেছে; আর তাঁহার 'বঙ্গবাসী' গগনমার্গে তাঁহার বিজয়-নিশান উড়াইয়া চলিয়াছে।

বাজনার বোল।

ট্যাং ট্যাং ট্যাং—
ট্যাং-ট্যাং-সো-ট্যাং।
তার ভেঙ্গে দিয়েছি ঠ্যাং—
হো হো, ভেঙ্গে দিয়েছ ঠ্যাং॥
আমার সে-টী খাঁটী সোণা, নাইকো তাতে রাঙ্
বলে গেছে ত্রিশঙ্ক তেলাঙ্ আর হোয়েস্ম্ শ্যাং,
ট্যাং ট্যাং ট্যাং,
তার ভেঙ্গে দিয়েছি ঠ্যাং॥

আনন্দ বড় রে!
সব ধামে সব গ্রামে সব যামে রে!
শুভকামে অবিশ্রামে ফুলদামে—
সব লোক জড় রে!!
একি ভূতাগত দেশে রে!
না জানি কি হবে শেষে রে!
উত্তম অধম, না হয় নিয়ম,
কেহ নাহি ধর্ম্মলেশে রে!!
দাতা ছিল যারা, ভিক্ষা মাগে তারা,
চোর ফিরে সাধুবেশে রে!
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, সমভাবে গণে,
তুল্য-মূল্য গজে-মেষে রে!
তাকুড় তাকুড় নহবৎ বাজে রে!
হাড়ী-ডোম মুচিবর, হবে রে কমিশনর,
রাজা হবে বাঙ্গালীর মাঝে রে!!
ভোঁ-ভোঁ ভোরঙ্গ বাজে,
ধাঁ-ধাঁ ধামসা গাজে!
ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝম্ ঝম্ ঝাঁজে রে!!
ঘড়ি বাজে টন্ টন্, ঘণ্টা বাজে রন্‌রন্,
গন্‌গন্ গজঘণ্টা বাজে রে!
নবগুণে নবরসে, ভুবন ভরিল যশে,
চাঁদের কলঙ্ক হইল লাজে রে!
অন্নপূর্ণা মহামায়া, দেহ রে অঞ্চল-ছায়া,
ভারতের পঞ্চানন্দ রাজে রে!!

আয় রে আয় লাট-মহা লাট, আয়।
আত্মশাসন সঙ্কীর্ত্তনে নাচ্‌বে যদি আয়॥
ওরে মার খেয়েছি না হয়, আরও খাব, আয়।

ও ভাই, মেরেচ কলসীর কানা,
তা ব'লে কি প্রেম দিব না আর,
আর রে আয়, লাট-মহা লাট আয়। *

দিয়াছ যে কাণমলা, ঘুচ্‌লো তার দেহের মলা,
জুড়ালো অন্তরের জ্বালা,—
মধুমাখা করস্পর্শে তোমার হে।
বাঁ কাণ পাছে দুঃখ করে,
মলে দেও সেটী খুব জোরে,
আত্ম-শাসন-ধ্বজা উড়ুক অম্বরে
গুণ গেয়ে তার মধুর স্বরে,
ঘরে গিয়ে খাই, ক্ষীর খাবার হে। *

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

মা আমার করেছে মানহানি,
(তাই) মাকে লয়ে আদালতে টানাটানি ॥
সহ্য না হয় মায়ের কথা, মরমে পেয়েছি ব্যথা,
কুকথা বলেছে মাতা, জ্বলিছে পরাণী।
সাধিতে স্বদেশ হিত, করিলাম এ বিহিত,
গুহ গণেশ সহিত, মাকে এবার করিব বন্দিনী। †

কবির সুর—তিওট।

মনে রইলো সখে, মনোবেদনা।
যাদুঘরে যখন যায় গো সে,
তারে যেতে দিতে দিতে,—আর যেতে দিলে না;
মরমে মরম-কথা কওয়া গেল না ॥
যদি সাগর হ'য়ে সাধিতাম গোস্পদ-বারিকে, ‡
নির্লজ্জ সাগর বলি হাসিত সব লোকে,
সখে, ধিক্ থাক্ আমাকে, ধিক্ থাক্ বিধাতাকে,
এ সাগর জনম যেন আর করে না ॥ **

* তারা চিহ্নিত দুইটী গান, কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কমিশনরদিগের পদত্যাগ-উপলক্ষে ১৩০৩ সালের ২২শে চৈত্র বঙ্গবাসীতে প্রকাশ হয়।

† মানহানি মামলার হুজুকের সময় ১৩০৬ সালের ২১ এ আশ্বিনের বঙ্গবাসীর পঞ্চানন্দে প্রকাশিত হয়।

‡ 'গোস্পদ-বারিকে' অর্থ 'বায়বারু'।

** ১৩০৮ সালের ১৫ই চৈত্রের 'বঙ্গবাসীতে' প্রকাশিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তালতলার চটী পায়ে দিয়া বাগবাজারে যাদুঘরে [illegible] যান নাই। সেই প্রসঙ্গে রচিত।

সিন্ধু খাম্বাজ।

মলিন মুখ-কমল, জননি তোমারি।
চির-প্রস্রবণ মাগো, নয়নের বারি ॥
একি ব্যথা মূর্ত্তিমতী,—শরীর-ধারিণি।
কাহার জননী তুমি, কেন অনাথিনী ॥
একি মা সর্ব্বাঙ্গে তব ভুজঙ্গ-বেষ্টন।
নাগপাশে কড়া কড় কঠিন বন্ধন ॥
করাল সে কাল-ফণী উগারে গরল।
কেমনে বাঁচিব মাগো, পেলেগ প্রবল ॥
মাভৈঃ মাভৈঃ মাতা, ঘুচিবে দুর্দ্দিন।
সমান না যায় কভু কারো চিরদিন ॥ *

বাউলের সুর।

প্রেমের বান ডেকেছে কল্‌কেতায়।
তোরা সব দেখবি ত রে ছুটে আয় ॥
ডাকের সুরে মন ভুলেছে,
তোড় দেখেরে ভয় লেগেছে,
এ-কূল ও-কূল ডুবে গেছে,
(ওরে) সব গিয়াছে দরিয়ায়।
প্রেমের ধারা উল্‌টা চলে,
উজান জলে কাঁপিয়ে তোলে,
দেখতে গেলে মাথা টলে,
(আমাদের যা কিছু সব ভেসে যায়।
নৌকার মাঝি মাল্লা যত,
ঢেউ দেখে সব বুদ্ধি হত,
(আশার) পাল তুলেছে শত শত,
(তারা বুঝি) পাকে পড়ে তলিয়ে যায়।
প্রিন্সেপ ঘাটের চড়ায়, বড় বড় ঢেউ আছড়ায়
লাটের নৌকা ফেঁসে যায়,
ব'সে যায় কাল কাদায়।
চামার পাড়া সব ডুবেছে, চামরসের ধারা ছুটেছে
শেয়াল কুকুর সব হেসেছে,
কেঁদেছে কেবল শ্যাম রায় ॥

আও হিন্দু মুসলমান, আও বৌদ্ধ-খেরেস্তান,
ভারত-ললনা হও আগুয়ান,
নূতন জিনিষ এসেছে দেশে।

* ১৩০৬ সালের পেলেগের সময় 'বঙ্গবাসীতে' প্রকাশিত হয়।

আও হে ব্রহ্ম-চীন-জাপান,
(আও) হাড়ী-মুচি ব্রাহ্মণ-সন্তান,
যুবক-যুবতী গাও জয়-গান,
আও আও সবে বীরের বেশে।
ধরেছি জাতীয় ছাতা, এস হে বাঁচাও মাথা,
ঘুচিবে মনের ব্যথা, জয়-পতাকা উড়ুক দেশে।
সকলে মিলিয়া হও একাকার,
বাঁধুক জমাট,—খুলুক বাহার,
রাঙ্গা কালো সাদা মিশিয়া এবার,
হাসুক ভারত নবীন বেশে ॥*

আন্দ দাদার ঢাক—তাক্ তাক্‌সিনা তাক্!
জ্বলে পুড়ে থাক—এবার কেটে হলো ফাঁক!
দাদার ফিরে গেল নাক—এ যে বড়ই দুর্ব্বিপাক!
দাদার কাঁধে ধর্ম্ম-ঢাক, মুখে হাঁক ডাক,
শুন্‌বে লাখে লাখ—সব লেগে যাবে ডাক্!
পাবে মধুভরা চাক, কিন্তু বড়ই দুর্ব্বিপাক!
এলেন ছিরাম দাদা ছুটে, মুখে কথা নাহি ফুটে,
আশা, ল'বেন মধু লুটে, কিন্তু হলো পোড়া ঘুঁটে ॥

এই বাজে ব্যাণ্ড, দুম দাম দুম!
ভারত-যুদ্ধের লেগেছে ধূম
পাড়া-পড়শীর ভেঙ্গেছে ঘুম,
জ্বলেছে আগুন, উঠেছে ধূম।
বাজরে ব্যাণ্ড বাজ এই রবে,—
আমিই একা বড় এ বিপুল ভবে,
ছিলাম, থাকিব, মানের গৌরবে,
আমারই সকলে শরণ ল'বে।
কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া আমিই সমস্ত,
সৃষ্টি স্থিতি লয় মম হস্ত-ন্যস্ত,
আমারই হুকুমে শশি-সূর্য্য অস্ত,
আমারই তরাসে ত্রিভুবন ত্রস্ত!
জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়,
হোক ভারতের জয়,
দিতেছি সকলে আমরে অভয়;
কি ভয়, কি ভয়,—
ভাই ভাই যদি, ঠাঁই ঠাঁই হয় ॥

জয়জয়ন্তী—একতালা।

তুমি কারও কোন কথায় ভুলনারে,
ওরে আমার শুয়া পাখী।
আমারি অন্তরে থাকি আমাকে দিওনা ফাঁকি ॥
গোরানাম জপিবার তরে,
তোরে রাখিব পিঞ্জরে পুরে, (শুক)
ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে,
কোনো সুখে হইবি না সুখী।
গোরা গোরা গোরা নাম,
জপ কর অবিশ্রাম;—(শুক)
ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ,
এইবার শ্যাম-কথা ছাড়রে দেখি ॥

গোরা-গুণ গাহিয়ে, বগল বাজাইরে,
আমরা যাইব সাগরপারে।
(আমরা যাব আর গোরা পদে লুটাইব)
তখন, তনু তনু মিলিবে, বাড়াবে রঙ্গ,
তনু মিলিবে, গৌরপদ সোণার-কমল,
আমরা লোহার ভৃঙ্গ;—
নখে নখে অমিয় ঝরে,
(আমরা) পিয়ে করিব কত রঙ্গ;—
তবে এইবার, বলরে, বল—বল—বল,
আমরা বল হারালাম,
আমরা বলা-বলি ছাড়িলাম বলরে ॥

আহা কিবা ফুটেছে ফুল।
চামেলী জাতি-যুথী পারুল সিমুল ॥
যেন বুড়ী শোণের নুড়ী এলিয়ে দেছে চুল
পেকে কচ্চে তুল তুল।
তাই দেখে যুবজনের পরাণ আকুল,
হিয়া কতই ব্যাকুল।
বিরহিণী স্রোতস্বিনী ক'রে কুল কুল,
যেন সাগর পানে ছুটেছে অতুল।
বোধ হয় কবিতা রচনা করাই ভুল!
নৈলে কেন কাব্য হবে আবার পঙ্কে শূল॥

---

* 'জাতীয় মহাসমিতি উপলক্ষে' ১৩০৬ সালের ২৮শে শ্রাবণের বঙ্গবাসীর 'পঞ্চানন্দে' প্রকাশিত হয়।

যেন নতুন কাণের দুল, কিবা মৌমাছির হুল !!
ফুটেছে বকারা গাছে ঝামা টাটা ফুল!!
কবিতা লিখ্‌তে গিয়ে, মাখন কালি ঝুল!
রক্ষা পাইনে বেরুলে, হাইকোর্টের রুল!!
ইত্যাদিয়ের রসিকতাই মূল!!
কবিকে আদর করে বস্‌তে দাওহে টুল।
বিরহিনীর প্রাণের ভিতর কহে গুল গুল॥

পঞ্চানন্দ পড়ে এবার হবে ছল/ঢুল।
সাভাৎ যদি চটেন তবে দেখেছি সুপ্রতুল।
বিরহিণীর কুল, কানে দিয়ে তুলী,
বুনতে বুনতে উল,
মন দিয়া পড়ুন আমার এই কাব্যকুল॥
দামের তরে ভাবনা কিরে আমি কে না চিনিমুল
এর ভেতর বাদ পড়েছে গঙ্গা নদীর পুল।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[১২৫৬ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার বর্দ্ধমান জেলার (কাটোয়ার সন্নিকট) পাণ্ডুগ্রামে মাতুলালয়ে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম হয়। ইহাঁর পৈতৃক বাসস্থান উক্ত গ্রামেরই নিকটস্থ গঙ্গাটিকুরি। ইহাঁর পিতাঠাকুর বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পুর্ণিয়ায় ওকালতী করিতেন। সেই উপলক্ষে বাল্যকালে কিছুদিন ইন্দ্রনাথ পুর্ণিয়ায় অবস্থিতি করেন। নবম বর্ষ বয়সে ইহাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। তৎপরে কৃষ্ণনগর বীরভূম ও ভাগলপুরে যাইয়া ইনি বিদ্যাশিক্ষা করেন। শেষোক্ত স্থানের গবর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে ১২৭০ সালে ইনি এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কলিকাতায় আসিয়া এল-এ ও বি-এ পরীক্ষার পর ১২৭৮ সালে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই বৎসরই কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। পরিশেষে পুর্ণিয়া ও দিনাজপুরে ওকালতীর পর এক্ষণে বর্দ্ধমানে ওকালতী করিতেছেন। এক "ভারত-উদ্ধার" প্রণয়ন করিয়াই তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠান্বিত। "পঞ্চানন্দ"—ইহাঁর বিজয়-নিশান। 'কল্প তরু' ও 'ক্ষুদিরাম'—জয়ডঙ্কা। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক্ষণে নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর আদর্শ। ব্রাহ্মণের উন্নতি কল্পে ইনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইনি আমাদের শ্রদ্ধার ও ভক্তির পাত্র।

পিলু—খং।

মনোজ-সরোজ মরি, কোরকে শুখাইল।
শারদ শিশিরো, কেন তারে পরশিল॥
সমীর করে সমর, রজনী তাহে তিমির,
শশাঙ্ক সশঙ্ক যেন, মেঘাম্বরে লুকাইল।
আশা ছিল মনোলোভা, হইবে সৌরভ-শোভা,
দলিতপদ-দলিত, কে জানে কেন হইল॥

আমি চাই মিউনিসিপাল-মান।
(যদি বলো, তা কেন চাই,)
আমায় কেউ জানে না, কেউ মানে না,
কেউ ডাকে না, ভানৃতে ধান;
(তাই) আমি চাই মিউনিসিপাল-মান॥
(যদি বলো, এ মান হয় কিসে,)
টেঁকে গুঁজে ঘরের কড়ি,
ছুটবো আমি কলুর বাড়ী,
তারি কাছে, ভোট কিনে আই,
তারি পায়ে করবো দান;
আমি চাই মিউনিসিপাল-মান।

(যদি বলো, তাহা লাভ কি,)
লাট-মহলে আনাগোনা,
(আর) দশের মাঝে চেনা-শুনা,
বালাখানা কি খেতখানা,
সকল ঘরে অধিষ্ঠান;
আমি চাই মিউনিসিপাল-মান।
(আরও লাভ আছে।)
ভোটের জোরে কালুয়াগিরি—
এতে কি কম কারিকুরি;
পাই যদি রায়বাহাদুরী,
হলেমই বা নবেজান;
আমি চাই মিউনিসিপালমান।
(যদি বলো, ভরসা চাই।)
জলদি কাম বাজাও ব'লে
যদি পিঠের ছিলকে তোলে,
হরিবোল দিয়ে গোলে,
সেলাম-ঠুকে ধরবে পান;
তবু চাই, মিউনিসিপাল-মান॥

দুর্গাদাস লাহিড়ী।

নিজের ঢাক নিজে বাজানই এ সংসারের রীতি দেখিতেছি। আমার চিরহিতৈষী স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহোদয় আমার উপর যখন এই "বাঙ্গালীর গান" গ্রন্থ সম্পাদনের ভার দিয়া গিয়াছেন, তখন আমিই বা এ সুযোগ ছাড়ি কেন? তাই জন্মের সন তারিখ তিথিটি পর্য্যন্ত আমি 'বঙ্গবাসী' আপিসের প্রকাশিত ৬১ বৎসরের পঞ্জিকা খুঁজিয়া বাহির করিলাম। ১২৭০ সাল, ১৫ই বৈশাখ, সোমবার নবমী তিথিতে আমার জন্ম। জন্ম স্থান—বর্দ্ধমান জেলার চক-ব্রাহ্মণগড়িয়া। আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় সুধারাম লাহিড় মহাশয় পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। এ সংসারে একজনও তাঁহার শত্রু ছিল না; কাহারও মুখে কখনও তাঁহার কোনও নিন্দা শুনি নাই। আমরা বারেন্দ্র শ্রেণীর উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণবংশ-সম্ভূত। আমার পৈত্রিক বাসভবনে খুব ধূমধামের সহিত দুর্গোৎসবাদি পূজা-পার্ব্বণ হইত। আর এখন;—গুণধর আমার সময়ে—সে বাসস্থান শ্মশানস্থলী। আমি প্রবাসী, নিষ্ঠাহীন, সামান্য চাকুরী-উপজীবী। বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয়ই বা কত দিব? প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণের ন্যায়, একদিনে বর্ণজ্ঞান হওয়া, বা দুই সপ্তাহে পানিনি মুগ্ধবোধে পাণ্ডিত্য লাভ করা, এ সব কথা যদি বানাইয়া বলি, সে কথা টাটকা টাটকা এখন কেই বা বিশ্বাস করিবে? সুতরাং পরবর্ত্তী প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের উপর সে ভার ন্যস্ত রহিল। ১২৯৪ সাল হইতে প্রায় অষ্টাদশ বৎসরকাল "অনুসন্ধান" পত্র সম্পাদনই আমার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। তবে তদ্বিষয়েও আমার অক্ষমতা প্রমাণিত। কারণ, এতদিনের পর, জীবনের এই প্রান্ত সময়েও (বর্দ্ধমান ১৩১২ সালের ১০ই বৈশাখ হইতে) তৎসংশ্রব ত্যাগ করিয়া আমায় চাকুরী গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

ইমন কল্যাণ—মধ্যমান।

ত্বং হি শিব নারায়ণ।
তুমি আদিদেব আকাশ ক্ষিতি বায়ু জ্যোতি জীবন
বস্তুতত্ত্ব বুঝাতে তব অবতার-রূপ-ধারণ।
জ্যোতিরূপে তুমি জ্যোতিজ্ঞান জীবে কর বিতরণ
যজ্ঞাহুতি বেদবিধি তব নিষ্কাম-ধর্ম্ম বাখান।
বিশ্বরূপে বিরাট্ অনাদি তুমি প্রত্যক্ষ ত্রিভুবন।
সর্ব্বঘটে বিরাজ রাজ বুঝে না বিভ্রমে জন।

সুরটমল্লার—একতালা।

এ সংসারে নাম নিয়ে দ্বন্দ্ব অবিরাম।
কেহ হরি, কেহ কৃষ্ণ, কেহ বলে রাম॥
আল্লা খোদা কেহ কয়, কেহ 'গড' দয়াময়,
যীশু-নামে কেহ যাচে ত্রাণ-বিরাম॥
নামে কিবা আসে যায়, বিচারি না দেখে তায়,
কেবা তিনি, কিবা রূপ, কোথা পরিণাম।
জল, অম্বু, 'ওয়াটার' নীর, তোয়, পানি আর,
দেশভেদে ভাষাভেদে ধরে নানা নাম॥
নিদারুণ পিপাসায়, বারি বিনা প্রাণ যায়,
জল, অম্বু কোন নামে নাহিক আরাম।
বিনা সেই বস্তুপান—জল বায় নাম॥

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

শোকে তাপে, সুখে দুঃখে, সকল সময়,
হরি মঙ্গল-আলয়।
চন্দ্র ফুটে, ধরা হাসে, সুষমা প্রভায়;
ফুল-কলি, মৃদু হাসি, সুগন্ধি বিলায়।
প্রেমে মত্ত, অলি-বঁধু, গুণ গুণ গায়,—
হরি মঙ্গল-আলয়।
আবার কড় কড় তড় তড় অশনি পতন,
স্বন্ স্বন ঝঞ্ঝা-বায়ু বিকট দর্শন;
প্রলয় পয়োধি-মাঝে, ঘন গরজয়,—
হরি মঙ্গল-আলয়।
দেখিতে যা' কিছু দেখ—অতি ভয়ঙ্কর,
যা' কিছু জগত-মাঝে অতীব সুন্দর,
জীবের মঙ্গল হেতু, জানিও নিশ্চয়,—
হরি মঙ্গল-আলয়।
শীতে বারি বাষ্প হয়, গ্রীষ্মে বরিষণ,
উর্ব্বরতা হেতু সদা জলের প্লাবন।
মৃত্যুপরে নব জন্ম, গতি মুক্তি হয়,
হরি মঙ্গল-আলয়॥

ভৈরবী—আড়া।

কি ব'লে ডাকিব তাঁরে খুঁজিয়া না পাই।
ভাষার অভাব, হৃদে নাহি ভাব,
কি ব'লে ডাকিতে হয়' কিছু জানা নাই॥
শাখি-শাখে ডাকে পাখী মধুরে কেমন,
পিক কুহরয়, অলি করে গুঞ্জরণ।
নিবিড় জলদ নভে, গম্ভীর গরজে ডাকে,
খুঁজে ঝিঁঝিঁ আতিপাতি, নিশীথে নিভৃতে,
প্রকৃতি চমকি দেখে, নয়ন-তড়িতে;—
পথ-ভ্রান্ত আমি একা ঘুরিয়া বেড়াই॥
অস্ফুট বচন, চঞ্চল নয়ন,
ভাবনা-বিহ্বল মন আকুল সদাই॥

মল্লার—একতালা।

কই এসে, কোথা গেলে, কই মা আমার।
কিছুই তো বুঝিবারে না পারি তোমার॥
সেই শক্র—সেই তার দেখি দর্শানন।
সেই জরা, সেই ব্যাধি, সেই অনশন॥
এখনও তো সেই কান্না সেই হাহাকার।
তবে মা তোমার আসা হ'লো কি প্রকার॥
এখনো বহে সে ঝড়—নীরবতা নাই।
বিজয়ার "শান্তি জলে" শান্তি কই পাই॥
এখনো সুমুখে দেখি ঘোর পারাবার।
কই সে চরণতরী, কিসে হই পার॥

রামপ্রসাদী সুর।

হৃদ-কমলে কর পূজা, সে রাঙা চরণ।
নরক-যাতনা, আর ত রবে না,
পূজলে সে রূপ—ওরে ও মন॥
আঁখি-জলে গঙ্গাজল কর রে সে পূজায়।
ভজন-পূজন সকল চেয়ে, তুষ্ট যে মা তায়॥
আরও এক কাজ,—পূজবি যদি মায়,
বক্ষঃ চিরে রক্ত নিয়ে, মাখা (ও) রাঙা পায়॥
(মার) রাঙা রঙ্ (তায়)
গাঢ় হ'বে—গাঢ় হলেই 'কালি'।
সে কালীতে, ও ভোলা মন, ঘুচবে মনের কালী
রক্ত-জবা—রক্ত-চন্দন, তাকেই বলা যায়।
ভজন-পূজন, তার কাছে (আর) আছে বা
কোথায়॥
তাই বলি মন, কর এমন, যদি পূজতে চাও।
ফুল-জল-চন্দনে মায় এমনে সাজাও॥
তবেই গতি, তবেই মুক্তি, তবেই পাবে—
সে রাঙা-চরণ॥
(পূজলে সেরূপ—ওরে ও মন!!)

সাহানা—যৎ।

ডাকি ডাকি মনে করি, ডাকা তো কই হয় না।
ডাকৃতে গেলেই এসে পড়ে, যত কিছু ভাবনা॥
অন্নচিন্তা, বস্ত্রচিন্তা, যত চিন্তা ভয়ঙ্করা,
একে একে গ্রাসি মোরে, করে ফেলে দিশেহারা,
আমি ডাকৃতে গিয়ে ভুলে যাই মা,
রসহীন হয় রসনা॥
এই কাজ সারি, ডাকৃবো মনে করি,
আর কাজ আসি, (কি অভাগা আমি)
অমনি ক'রে অন্যমনা॥
(আমি) অকূলপাথারে পড়ি,
সাঁতারে না পার পাই,
শূন্যময় দশদিশি, যেদিকে তাকাই,
দৃষ্টিশক্তি রয় না॥
শ্রবণ বধির হয়, বদনে না সরে বাক্,
শূন্য শূন্য শূন্যময়, শূন্য দেখি সব,
ডাকৃতে গিয়ে পাথারে পড়ি,
ডাকা তো আর হয় না॥

কীর্ত্তন সুর।

মনে-মুখে বল হরি।
বিপদে অকূল পাথারে,
পাবে (যদি) তাঁর চরণতরি॥
যে ভাবে হোক ডাকলে তাঁরে,
শুনতে পান্ সেই দয়াময়;
শুনতে পেলেই আপনি এসে
স্থান দেন তাঁর রাঙ্গা পায়।
একবার ডাকা বই আর কিছু নয়,
(হরি চান না আর কিছুই)।
বিপদে সম্পদে সকল সময়,
ভুলোনা নাম তাঁহারি॥

ডাক, ডাক, ডাক সদাই, পিতা পিতা পিতা বলে,
(একবার ডাকা বই আর কিছু নয়,
হরি চান-না আর কিছুই।)
ডাকতে ভুলো-না, ভুলো-না।
ডাক ব'লে শ্রীহরি-শ্রীহরি।
বিপদে অকূল পাথারে,
হরি (আপনিই) দেবেন চরণ-তরি।

মল্লার—একতালা।

মা মা ব'লে যতই ডাকি,
কই মা, বিপদ, কোথা যায়।
নূতন নূতন বিপদ সদাই,
প্রাণ-মন যে ভাঙ্গে তায়॥
আশা-রজ্জু যেমনি ধরি,
ছিঁড়ে যায় মা একটানে।
ওপর থেকে অমনি পড়ি,
হাড়-গোড় ভাঙ্গে পাষাণে॥
যেই ডালে বসি, সেই ডাল ভাঙ্গে,
মনের প্রবোধ—নিজের দোষে।
যারে বন্ধু ভাবি, সেই ছুরি হানে,
তবুও দোষী আমিই শেষে!!
মা, মা, এযে তোর নিজের খেলা,
(তোর) নিজের বই আর কারো নয়।
আমায় কেবল মাঝে থেকে,
নিমিত্তের ভাগ সইতে হয়॥
উপলক্ষ-মাত্র আমি,
তুই মা সদাই চালাস্ আমায়।
তবে কেন মা, দোষের ভাগী
করিস্ কেবল এ অভাগায়॥
বুঝেছি, সব মা, তোর ছলাখেলা,
(নইলে) একটুও তোর নাইকো দয়া।
তুই কেবল তোর, নিজের খেলায়,
মত্ত আছিস্ মহামায়া॥
মরি আর বাঁচি মোরা,
তা'তে কি আসে-যায়!
মত্ত আছিস্ তুই মা কেবল,
দিন রাতই তোর নিজের খেলায়॥
তাই মা তোরে যতই ডাকি,
যতই ভাবি—বিপদ পালায়।
নূতন নূতন বিপদ ততই,
প্রাণ-মন তত ভাঙ্গে তায়॥

বাউলের সুর।

ডাকরে মন, পতিতপাবন, দীনসখা দয়াল বলে।
দিনান্তে তাঁয়, একবারো তুই,
ডাক্‌নারে পরাণ খুলে॥
শোকের তাপে, রোগের জ্বালায়,
হ'না কেন যতই জ্বালাতন।
তারই মধ্যে, একবারো তুই,
হরি বলে ডেকে-নেরে মন।
সকল জ্বালা, সকল শোকের,
অন্ত হ'বে সেভাব হ'লে॥
এ সংসারই স্বর্গের সমান,
স্বর্গ-সুখ (তায়) সংসারেই মিলে।
যেরূপে হয়, তাই বলি মন,
ডেকে-নেরে দয়াল ব'লে॥

কীর্ত্তনের সুর।

মনের আনন্দে বল হরি।
হরি-নাম বিনা, আর কিছু নাই,
পাপের তাপের শান্তিকারী॥
অকূল পাথারে, হাবু-ডুবু খাই,
হরি-নাম শেষের উপায়।
যেই ডাক দেই, হরি হরি বলে,
অমনি পাই হরি-চরণ-তরি॥
(হরি) এতই দয়াল, এতই বান্ধব,
হরি প্রাণসখা আমাদেরি।
মোহমদে ভোল, ডাকিতে তাঁহারে,
(ভুলো না কখন মূঢ় মন!)
ডাক সদা তাঁরে প্রাণ ভরি॥
বিপদ রবে না, দুখ দূরে যাবে,
সুখী হবে, বল্লে হরি হরি॥

পিলু—খং।

জীবন-যৌবন, মানস-মোহন,
রমণী-রতন, সঙ্গে যাবে না।

নয়ন-রঞ্জন, সুন্দর বসন,
মোহন ভূষণ, অঙ্গে র'বে না।
ত্যজিলে এ ভব, পড়ি' র'বে সব,
পার্থিব বিভব, সাথী হ'বে না॥
সুন্দর গঠন, তব সে ভবন,
লবে অন্য জন, সঙ্গে যা'বে না।
যারে বন্ধু বলি, দিয়াছ সকলি,
সে প্রাণ-পুত্তলি, ফিরে চা'বে না।
পিতা মাতা আর, পুত্র পরিবার,
কর্বে হাহাকার, সঙ্গে র'বে না॥
নির্ব্বাণ-জীবনে, ত্যজিলে স্বজনে,
কেহ সে জীবনে, সাথী হবে না।
সেই ব্রহ্ম ভিন্ন, বিশ্ব-পিতা ভিন্ন,
নিকটেতে অন্য, কেহ র'বে না।
তাই বলি মন, বিষয়-ব্যসন,
অনিত্য জীবন, চির র'বে না।
ত্যজিয়ে এ ভব, পার্থিব বিভব,
সঁপ তাঁ'রে সব, কষ্ট পা'বে না।

নিরক্ষর কবির গান।

(নিরক্ষর কৃষক কবিদিগের রচিত বলিয়া যে গান গুলির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই এই স্থলে সন্নিবিষ্ট হইল।)

মাঘ মোড়লের গীত।

এবার বড় মাঘ মাস তাতে বড় শীত।
সূর্য্যি মামা পূবের চালে উঠলে গাব গীত॥
আঁচলা ভরা রক্তজবা সাদা ভাটির ফুল,
শিশির ভেজা দুবোগুলো মুক্তার সমতুল।
ভাঙ্গা কুলো বাসি ছাই নিয়ে বসে আছি,
ঝোপের মাঝে ডাক্‌লে পাখী
রোদ পুইয়ে বাঁচি।
আয়লো দিদি দেখবি যদি টযোয়ানী শ্বশুর-
বাড়ী যায়;
ফুলের মালা গলায় দিয়ে ঘোমটা দে মাথায়
আমরা—বেয়তো করি পূষতুষারী,
বসে আজন গায়,
বাপ মার গোলা ভরা ধান, দোহাই॥
সূর্য্যি ঠাকুর।

বাল গীত।*

তম্বুথে ঠেকেছে মাথা সোণার মুকুট পরা।
আগুন শাঁসির [illegible] মানুষ কোমরেতে,
[illegible] বসে [illegible] ।

* [illegible] জেলা হইতে সংগৃহীত। শীতকালে [illegible] এই গান গায়।

আচ্ছা চেহারা ধরলি তুই, না বেটী কি বেটা,
মর্ত্ত্যের মা আস্‌মানের বাপ চেনা বড় লেটা।

গম্ভীরা উৎসবের গান।*

বন্দনা-গীতি।

শিবো, সামলা তোর বুড়া এড়ে
তাড়িয়ে মারে টিন হে।
তোর কোমরেতে সাপ ল্যাপটা
কণ্ঠভরা বিষ রে।
কোঁচেরা সব সন্না করে,
এড়ে দিবে খোঁয়ারে ভরে।
তখন বাড়ী বাড়ী সাঙ্গন করে,
জরিমানা দিস্ রে।

কোলা ব্যাঙের উক্তি।

হামুরা সব কোলা ব্যাং মেলি ঠ্যাং ভাসি জলে।
যখন আসে আষাঢ় মাস, তখন করি সুখে বাস,
(তোলা নানা হে।)
কুড়কুড়ান ঠাণ্ডা হয় সব জল শুকালে॥

অন্যান্য গান।†

দুখ কইওরে নিঠুরের কাছে সই দুখ কইওরে,
সই গো সই যে কালে

* মালদহ জেলায় চৈত্রমাসে গম্ভীরা-উৎসব হয়। কৃষকেরা সঙ সাজিয়া এই সব গান গায়।
† এই শিরোনামার অন্তর্গত প্রথম চারিটি গীত ত্রিপুরা জেলা হইতে সংগৃহীত।

পীরিতি কৈলাম যমুনার ঘাটে,
ছাড়বো না ছাড়বো না বলে হাত দিল মাথে।
তুই গো সই যখন পীরিতি
কৈলাম তুমি আমি জানি
এখন কেন সে সব কথা লোকের মুখে শুনি।
সইগো সই বটবৃক্ষের তলে
গেলাম ছায়া পাবার আশে,
এখনো রৌদ্র লাগে আপন কর্ম্ম-দোষে॥

সুন্দরি ভাল নাগর পাঠাইলাম।
তোরে পাসরিগা রৈলি মোরে,
পাষাণে বান্ধিয়া তোর প্রাণ
সাধুরে, তোর দেশে, আর না যাইব,
খালের জল না খাইব,
ভাঙ্গা ঘরে না দিব নয়ান।
সুন্দরী গো নওয়া দিঘী-কাটাইয়াছি,
নূতন ঘর, বান্ধিয়াছি,
ঘরের কোনে ভর তরকারীর বাগান।
সুন্দরী গো, যে রাজার চাকরী করি,
কেশে ধরে আনতে পারি,
ভাল বলে তাই রাখিতেছি মান।
সাধুরে যে রাজার চাকর তুমি,
সে মেয়ের জাতি আমি,
রাজা মোর আমাড়ি অজ্ঞান।

হরিণী ঘাস খায়, শিকারী তামাসা চায়,
অচম্বিতে মারিল শেলের ঘা।
ও হরিণী বলেরে, কি শেল মারিলি ভাই,
তীরান্দাজ রে।
বনের হরিণী আমি, কারো ধার নাহি ধারি,
মাংস আমার জগতের বৈরী রে।
তোর বিলের ঘাস না খাই,
তোর জলার জল না খাই,
বিনা দোষে বধিল আমার প্রাণ রে॥

না খাওয়াইলাম ছাওয়ালে দুধ,
না দেখিলাম তার চন্দ্রমুখ,
না কহিলাম মেহেরুমের কথা রে।
মরি তাতে দুখ নাই, কিন্তুরে শিকারী ভাই,
যখন শিশু ক্ষুধায় জ্বলে, কাঁদিবে মা মা বলে,
দেবতার প্রাণে নিশ্চয় বাজিবে রে।
সঙ্গের সঙ্গীরা ভাই, কইও হরিণার ঠাঁই,
দুধের শিশু রাখিতে যতনে রে।
জনমের মত দেখা-শুনা,
বলো তারে আর হবে না,
ফুরাইল সকল সাধ শিকারীর বাণে রে।
কোন্ না কামারে রে, এ শেল গড়িল রে
তার বংশ হোক নির্ব্বংশ রে॥

বন্ধো, তুমি প্রেম না বাড়াইও,
এই না প্রেম মর কিনা স্বাদ বন্ধু কাল না
গোঁয়াইও।
বন্ধু হে প্রথম অঙ্কুর কালে সোঙরিয়া কান্দি,
বল গেল বুদ্ধি গেল মায়াজালে বন্দী,
মায়াজাল বিষম জাল ছাড়াইতে না পারি,
চটকের বক হইয়া বন্দী হইয়া মরি।
বন্ধু, দূর থেকে বাজাও বাঁশী শুনি অভাগিনী,
ঘর থেকে বাহির হইতে পাছে ননদিনী,
কুল-কলঙ্কের ভয়ে ফিরে এলেম ঘর,
কোটী কোটী দণ্ডবৎ, বন্ধু বাঁশী থামা কর।"

ওরে কোকিলা তুই,
আমার পতি গেছে যে দেশে,
অমন করে জ্বালাতন করিস না আর নিতি এসে
শুনে তোর কুহুস্বর, উথলে উঠে পরাণ আমার,
প্রাণপতি মোর গেছে গঙ্গার পার,
ছাড়ো ও।। কুহুস্বর॥

অতি সুন্দর রামরে, কি দিয়ে সাজাব।
তেলি বাড়ীর তেল এনে রামের মাথায় দেব।
পুড়ো বাড়ীর হলদী এনে, রামের রং ফলাব,
মালি বাড়ীর মটুক এনে রামের মাথায় দেব,
তাঁতিবাড়ী কাপড় এনে, রামেরে পরাব।
নূতন সাজে সেজে ও রাম যাবে শ্বশুরবাড়ী,
হাসুতে হাসুতে কিনে আনবে
পায়ের নূতন বেড়ী॥

এত বড় হ'য়েছো গৌরী, গা কেন তোর খালি,
আমার সঙ্গে কওনা কথা, মনের কথা খুলি।
আমি দিব শাঁখা-শাড়ী সেই কথাটী কই।
কেন তোমার খালি গলা, কাণে নাইকো দুল,
ঐ যে কুঁচবরণ রঙটী তোমার, মেঘবরণ চুল,
এ যে শিবের সাথে দিয়ে বিয়ে,
তোমার বাপের হ'লো ভুল॥

ঐ শ্যান বন্ধু লাঙ্গল চষেন কলাইডাঙ্গার মাঠে।
তাহার তরে নয়ান ঝোরে পরাণ মোর ফাটে।

মাঝীদের গান।

আরে ঐ
পশ্চিমেতে আঁধি উঠেছে উড়ছে ঝড়ি ভাই,
হুসিয়ারিতে চোট দেখে কসে ধর হাল।
লঙ্গর জলদি কোরে দরিয়ায় টান॥
(হুরুর হো হুরুর হো হুরুর হো।)
আরে ঐ
সামাল সামাল পাল ছিঁড়িল, ঘটলো কি জঞ্জাল,
দরিয়ার পীর গাজীর বদর সবাই মুখে বল,
লঙ্গর জল্দী করে দরিয়ায় ঢাল।
(হুরুর হো, হুরুর হো, হুরুর হো,)
(হো—হো—হো)

হিজড়ের গান।

খোকা দেখালো, ছোট বৌ, খোকা দেখালো।
শাক দিয়ে মাছ ঢাকলে এখন কি হবে বল॥
হাটে যাই বাজারে যাই কিনে আনি পোশা,
আর খাবার বেলা গুপুর গাপুর
শোবার বেলা গোসা॥
আর, ছাদের ওপর কাপে হাগে কেনা দেখে লে
হাটের মাঝে হাড়ী ভেঙ্গে বাজিয়ে দেব ঢোল।
দেশ বিদেশে ঘরে ফিরে করবো গণ্ডগোল—
নইলে এই বেলা দে ঢাকাই সাড়ি চাস যদি ভাল

ওলো দিদি কোথায় [illegible] খোকার বাপ।
ওরে মা [illegible] [illegible] জলোয়ারের বাপ॥

আমারে বাপ দিয়েছে আশা,
গড়িয়ে দেবে কাণের পাশা,
সেই আশা নৈরাশায় এক মনস্তাপ॥

উত্তরে এক গাঁ ছিল নামে নারিকেল বেড়ে,
তাতে হাজার ঘর নেড়ে।
ওরে বুড়ো, ওরে বুড়ো আজকে গাঁয়ের হাটে,
কেস্তে দিয়ে দাড়ি কাট॥
তিতুমীর বলে আল্লা বানাইলাম বাঁশের কেল্লা
তাতে আমার নাই হেলা,
যেমন মাঠ ছিল, তেমনই হ'লো মাঠ,
কেস্তে দিয়ে দাড়ি কাট॥

নারিকেলবেড়ে গাঁয়েতে একজন ছিল তিতুমীর
সরা—সরিয়াৎ তিনি করিলেন জাহির।
পীর পয়গম্বর, কুতুব—অলি
কিছুই তিনি মান্তেন না,
এবার মারলে ইংরেজের মামু জানে না[illegible]
সবাই বলে হায় আল্লা, বুঝি প্রা[illegible]
যায়, একি হলো দায়॥
এবার মারে গুলি, ভাঙ্গলে খুলি[illegible]
হজরৎ গুলি খেলে না,
এবার মারলে ইংরেজের মামুজানে না[illegible]
সবাই বলে আল্লা—নবি, আমার হ'[illegible]
জোর করে সব ধরে আনলাম গৃহস্থে[illegible]
তার প্রতিফল হাতেহাতে জারিজুরি [illegible]
এবার মারলে ইংরেজের মামু জানে না[illegible]
জোলানী উঠিয়া বলে উঠরে জোলা [illegible]
হাজাম বাড়া গিয়া শীঘ্র গোঁপদাড়ি কা[illegible]
তিতুমীরের গলাধরি নবারদ্দি কয়,
তোমার বুদ্ধিতে মারা ঠেকিলাম দায়।
এসেছে রাঙ্গা গোরা,
উর্দ্দি পরা ব্যাঙের টোপ মাথায়॥
এরা মারছে গুলি, ভাঙছে খুলি
হজরৎ গুলি মানলে না।
মারল ইংরেজ মামু,
এবার আর জানে রাখলে না॥

বাঙ্গালী মেয়ের তর্জ্জা ও ঝুমুরের গীত।

এদেশে বর্ত্তমান যুগে তর্জ্জা ও ঝুমুরের দলের সংখ্যা দিনে দিনে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছে। সমগ্র বাঙ্গালায় এখন কুড়িটা তর্জ্জা ও ঝুমুরের দল পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। পুলিশের আইনানুসারেও অনেক স্থলে উভয় দলের অংকৃড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে কালে তর্জ্জা ও ঝুমুরের বড়ই আদর ও প্রচলন ছিল; কিন্তু উভয় দলেই অশ্লীলতা প্রচুর পরিমাণে বিরাজ করিত। মেদিনীপুর জেলান্তর্গত ঘাটাল মহকুমার অধীন চেতুয়া দাসপুর পরগণায় প্রায় ৫০ বৎসর পুর্ব্বে ভবানী নামে স্বর্ণকারজাতীয়া এক স্ত্রী লোক বাস করিত। অনেকে ইহাকে ভবরাণী বলিয়াও ডাকিত। ইহার তর্জ্জা এবং ঝুমুর উভয় দলই ছিল। কবিওয়ালা পুরুষ সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন ভোলা ময়রা, মেয়ে তর্জ্জাওয়ালী ও ঝুমুরওয়ালী মধ্যে তেমনি ভবানী। এই বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক অশ্লীলতা হইতে আপনার দলকে অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিল। ঝুমুরওয়ালী ভবানী সম্ভবতঃ ৩৫ বৎসর পুর্ব্বে দেহ ত্যাগ করিয়াছে। ভবানীর কলিকাতা নগরীতে মৃত্যু হয়।

তর্জ্জার গীত।

ঠক্ ঠকা ঠক্ ঠক্।
রাত দুপুরে বসে ঘরে, আঁৎকে ওঠা সক্।
ওরে ঠক্ ঠকাঠক্ ঠক্॥
সখের প্রাণ বাগ মানে না মানে,
বেরিয়ে পড়ে হেঁচকা টানে,
আনাচ কানাচ মানবো নাকো ধর্ম্মে হবে বক্।
রামা শ্যামা মিষ্টি বড় ভাতার বড় টক্॥
শুই রামের পিসের শ্বশুর,
টেকোর মামার শালা।
মিস্তির মিস্তির পিস্তি পোড়ে
শুকিয়ে গেছে গলা॥
ছুটেছে হেদো মেদো হাম্‌লে—
ইটালী পদ্মপুকুর মানিকতলা
বায়না রাখা সাম্‌লে।
বেরিয়ে গেছে মেছো বাজার
মামুদোত্তলার চক্।
ওরে ঠক্ ঠকাঠক্ ঠক্॥

ভৈরবী—আড়াখেমটা।

কি মজা বাধলো রে ভাই এইখানে।
কিছুতে নাই ছাড়াছাড়ি মজা উড়ছ দুজনে॥
সেই দুদিনকার নিশি, কত আর রয় ভালবাসি,
এখন তপ্তখোলা নিয়ে দিব ওর মুখে মসি,—
সয় না আর প্রাণেশে, এঁটো পাত যায় রথে,
এখন যা করে সে ভগবান্ ডাকি তোমায় যতনে

ভৈরবী—আড়াখেমটা।

ভাল আইন কল্লে এবার কোম্পানি রাজায়।
বেশ্যারা সব শশব্যস্ত পালিয়ে যাবে কে কোথায়
কেহ বা ত্যজে সোণার ঘর,
পারে গিয়ে পালিয়ে আছে হয়ে আত্মান্তর,
কেহ বা দেখে শুনে বেচে কিনে,
শ্রীবৃন্দাবনে যেতে চায়।
রাজা ভালোর জন্যে যায়,
হিতে বিপরীত ভেবে (এরা) সকলে পলায়,
বলে লাজে মরি, কি করি মরি,
মৃত্যু হলে প্রাণ জুড়ায়॥

ঝুমুরের গীত।

চল সই বাঁধা ঘাটে যাই।
অ-ঘাটের জলের মুখে ছাই॥
ঘোলা জল পড়লে পেটে,
গা টা অমনি গুলিয়ে উঠে,
পেট্ কাঁপে আর টেকুর উঠে, হেউ হেউ
আবার) কলসীতে পাঁক
থে ভিরে থাকে ঘেন্নায় মরি ভাই।
তাই তো আমি মরছি ভেবে,
সখের প্রাণে দুঃখ ক্যান সবে,
তাই তো আমি মরছি ভেবে
কাশী কি মক্কা যাই।
পেট্ কাঁপে আর টেকুর উঠে
[illegible]

চোখের জল চোখে মরে,
বেড়াই আমি আমোদ করে,
জ্বালায় জ্বলি তবু রসে চলি,
আমি হেসে দুলে চ'লছি।
পোড়া গয়না বুঝি নয়না আর,
পাঁচ আবাগীর পাঁচ নজরের ছার,
পোড়া বিধির বিষম মার,
কার ধার যেন কোরেছি।

বাপ হয়ে জামাই এনেছে,
দোষ দিব কি পরকে।
মোটা সোটা ঢোলের মতন,
যম নারে তায় বল্‌কে॥
এমন এনেছে জামাই,
ভাঙ্‌ ধুতুরা নাইকো কামাই, (গো)
পাকা দাড়ি ত্রিশূলধারী,
তা দেখে মন টলকে॥

ময়ূর পক্ষীর গান।

আরে ঐ—
ভাসিয়ে প্রেমতরী হরি যাচ্ছে যমুনায়।
গোপীর কুলে থাকা হলো দায়॥
আরে ঐ—
একেত ত্রিভঙ্গ বাঁকা আড় নয়নে চায়।
চূড়ার উপর ময়ূরপাখা বাঁশরী বাজায়॥

সাঁওতালী গান।

[সাঁওতালী ঝুমুর প্রসিদ্ধ। সাঁওতাল পুরুষ ও রমণী যখন মাদল বাজাইয়া তালে তালে নাচিয়া গান করে, তখন তাহারা উন্মত্ত হইয়া যায়। তাহাদের গানের সুর সব একরকম—টানা। শুনিতে বাঙ্গালীর কাছে রহস্যময়। সাঁওতালী ও পাহাড়ীদের বাঁশীর স্বর শুনিতে বড় মধুর—কান পাতিয়া শুনিতে ইচ্ছা করে। দূর পাহাড়ের উপরে উপরে বসিয়া, যখন কৃষ্ণকায় যুবক বাঁশীতে গান করে, তখন বনের হরিণ কাণ পাতিয়া শোনে এবং সাপও মুগ্ধ হয়। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া সে বাঁশী বনভূমি মাতাইয়া [illegible]।]

সাঁওতাল বিদ্রোহের গান।

১। হাতে ত বাঁশী, পিড়ারে ধুরা,
বেঙ্গল বাবু চলিল, শিউরির থানা॥

বিয়ের গান।

২। কুমি মুণ্ডা পুখরী, ধুবীর বেটী কাপড় কাচে।
ধুবীর বেটী ডুবি মরি গেল।
আন সারে কেঁওটার বেটা শুরুহুতা জালরে।
ধোবীর বেটী ছাঁকা উঠাইব।

স্বামীর শোক স্ত্রীর বিহনে।

২। বাড়ার নামো ফুলগাছ, ফুটে লালে লালরে,
আমার তিরি যাইত নাইরে।
কা করি ফুল গাছ, ফুটে লালে লালরে।
আমার তিরি যাইও নাইরে,
তেল ভিন্ন সেন্দুর সাজে না।

৩। কাঠ দাদা মাষ যে, কাপট দাদা বানাও যে।
কইয়া পুঙ্গী, জামাই দাদা, কাঁপাট নে সেদী।

৪। জামজুরীর দেবীমাই, ছোট মাই,
বড় মাই, গোক মাই, যাথে মন ছিল,
সে মন হল নাই।
বড় বড় চাষা, শুণি ভাবি মরিল,
দেখ চান্দু তোমার হাতে বিচার॥

বিয়ের গান।

৫। কাঠ কেহ কপাট বাবা, লোহা কুলুপ,
কত ঘুমে ঘুমাইলে হো রাজা রাণীত চোর
নিয়ে গেল।

৬। কুলি কুলিতে চিলি হেরেল চ হহ কিদা।
মার সে গো কুলি ইপে,
ডালা রাখ বোসী মালা নিব॥

বাঁদনা পূজার গান।

৭। ঔজ রাতা বাপাগে, বান্দ লতাড় [illegible] গুরু
পাশো মাইরি দাকা সে ভামরী॥

। ছামডা লতার রে, জুড়িতে ডাডিইলালি
দারই জুড়িতে গিদী কি নাড় গোলে না,
জুড়িতে গিদী কি উম রাকাইমা।

চরক পূজার গান।

। ডালা আছে ফুল পান, ঝাড়ি লোট জল,
ভাক্তা হো ডারাই আছে, পাঁড়া পাঁড়া হো,
কেমন বটে মহাদেব।

নাচের গান।

৯। তিড়ীমা সাড়া সহজ সহজ,
টামক সাড়ী ড়িবিম ড়িবিম, ও মিন থান্দারে,
কুড়িরে টইতে রেড়িম ড়িবিম॥
(নাচ)।
১১। দশ হাত তসর কাপড়,তিলে ডিবা জয়রে।
তের হাত ধুতী বাসাতে হিলায় রে॥
১২। গিরি গিণ্টী গিত গাওরে,
চুটিয়া হি মাদল বাজে, সেত্তা টামাক বাজে।
করে হি করে বিরল কান্দে গো।
মুশা ঝুমুর খোলাব রে॥

(বাঁশীতে ঝুমুর।)
১৩। হাতে আছে মোহন বাঁশী,
কেমনই বা লুটে লিব রে।
গলায় আছে মুদা-মতী মালারে,
কেমনই বা লুটে লিব রে।

আসামী ভাষার গান।

রাগ—গৌরী।

কমল নয়ন চিন্ত চিত্ত চেতন নাই।
বিনে হরি-ভকতি মুকুতি কতি পাই॥
নর ভয়ো তাই ভারতে কতি ভাগা।
ন কহসি রাম মরম কতি লাগা॥

ছোড়ি রাম নাম অমিয়া উপযোগা।
যৈছে পুরীষ শূকর কয়ো ভোগা॥
অথির জীবন ধন যৌবন জায়া।
ভকতি-বিরোধা বিষয় সব মায়া॥
কৃষ্ণ কিঙ্কর তুহি শঙ্কর ভাণা।
বিনে হরিভকতি তরণী নাহি আনা॥

রাগ—সুহাই।

শ্রীরাম মই থাতি পাপী পামর তেরি ভাবনা
নাই।
জনম চিন্তামণি কাহে পরো যচ কাচক লাই॥
দিবসে বিষয়-বিয়াকুল নিশি শয়নে গোবাই।
মনে ধন খোজি বিযো হত তেরি আরতি না
পাই॥
হৃদয়কমলে হরি বৈঠহ চিন্তো চরণ না তেরি।
করল গরল যব ভোজন হামো অমিয়া হেরি॥
পর মুরুখ হামো মাধব একু ভকতি না জানা।
দাস দাস বুলি তরহু এহু শঙ্কর ভাণা॥

রাগ—বসন্ত।

কৈছে নরহরি তরণ উপায়।
নাশ সকলে কৈলোঁ বিষয় লোভাই॥
অথির জীবন ধন যৌবন দেহ।
সুহৃদ সোদর সুত কিছু নোহে কেহ॥
পেখিতে অমিয়া-রস বিষ পরিণাম।
তথিরে মজাই লোঁ মন মেরি রাম॥
নিরমিল বিষ চিন্মু কামিনী লোহ।
তাসু পড়ল মেরি এমন মোহ॥
তাকর ছোড়াইতে সাধ্য নাহি থিক।
গুরুবা মনোরথ বাঢ়লি থিক॥
জনমে জনমে হামো দাসকু দাস।
কেশব অবহু ছোড়হ মোহ পাশ॥
শমনক লাই জীব বড় ভোর।
শঙ্কর কহ হরি সেবক তোর॥

রাগ—গৌরী।

নাহি নাহি রময়া বিনে তাপ তারক কোই।
পরমানন্দ-পদ-মকরন্দ সেবহু মন মোই।

কুনিমুড়া পুখরী—এক পুষ্করিণীর নাম। তিরি—স্ত্রী। কাট কাটিয়া কপাট বানাও। কইয়া পুঙ্গী—কয়রা ফুলের মত চেহারা। কপাটনে সেদী—কপাট বন্ধ কর।

[অর্থ—কোন লোক মালা হাতে করে বেড়ায়; মা অকে,ডাক, আমি মালা নিব।—সাঁওতাল রমণী বলিতেছে।

তীরিথ বরত তাপ জাপ যাগ যোগ যুগুতি।
মন্ত্র পরম ধরম করম বরত নাহি মুকুতি ॥
মাতা পিতা পতনী তনয় জনয় ভব মরণা।
ছাড়হ ধন্ধ মানস অন্ধ বরত হরিচরণা॥
কৃষ্ণকিঙ্কর শঙ্কর কহ বিছুরি বিষয়-কামা।
রামচরণ লেহ শরণ জপ গোবিন্দক নামা॥

রাগ—গৌরী।

সোই সোই ঠাকুর সোই যো হরি পরকাশা।
যরত রূপ স্মরত তাহে করি হামো দাসা॥
পণ্ডিতে পঢ়ে শাস্ত্র মাত্র সার ভকত লিয়ে।
অন্তর জল ছুটয় কমল মধু মধুকর পিয়ে॥
যাহে ভকতি তাহে মুকুতি ভকতে এতত্ত্ব জান।
যৈছে বণিক চিন্তামণিক জানিয়া গুণ রাখ না।
কৃষ্ণকিঙ্কর শঙ্কর কহ ভজ গোবিন্দক পায়।
যোহি পাণ্ডিত যোহি মণ্ডিত যো হরিগুণ গায়॥

উড়িয়া গীত।

হর পঙ্কজ মুখ, হে মধুখ,
ভরসা করিছি মুহি দীন রঙ্ক।
পূর্ব্বে কংসাড়াতি, চিত্তিড়া দ্রৌপদী,
শ্রীপতি মত্তে ডুখ,
কোটি বস্ত্র দেই হরি হে দিয়াইল সুখ।
পঞ্চাড় দেশরে,অর্জ্জুড়ে চিত্তিড়া,
বিন্ধিড়া বেড়ে নাথ,
হঁই তার পক্ষ বাজাইড়া শঙ্খ।
প্রহ্লাদ ছড়ে, স্তম্বরু উৎপত্তি,
রখি মহিমা টেক,
চিরি পকাইড় হিরণ্যার বক্ষ॥
মুহি দীন হীন, করুছি জনান,
নগলা মোহ দুঃখ বোলে বড়ভয়,
অতি হি দিরেখে॥

দয়াময় হৃদয়নাথী, অধম ডাকুছি শুনু না হঁকি
গর্ভে থেতে থেলে অচেতন কালে,
বহিখিলি মোতে রক্ষা কর কি।
পঙ্ক পতঙ্গে ভুজঙ্গ স্পর্শন্তে,
মোহর বদনে শঙ্খ দেল কি।
দর্শন নিমন্তে, কৃপার সহিতে,
দর্শন ইন্দ্রিয় দান দেল কি,
স্পর্শাস্বাদ পাই, রাকরুণ হোই,
অঙ্গ জিহ্বা দান মোকে দেল কি।
পঞ্চ জ্ঞানে ন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মে ন্দ্রিয়,
দশেন্দ্রিয় দান মোতে দেল কি
শরীর মধ্যরে অতি কৌতুক করে,
আত্মাসম্পাদাকু রখি অছ কি।
জীবনের পাপ অনেক নিস্পাপ,
তাকু কামধাকু তু তু আজকি।
মুহি হীন জন মাগুছি শরণ,
ভক্তি দেই, মোতে নেব কি॥

বংশ উন্ডুচি হে নীলাকড় রে।
পতিত তারিবা কু এ মহীমণ্ডড় রে॥
ঘাট পড়ন্থে যাড়ি, সুন্তছি বেতবাড়ি,
কোড়ি কোড়ি, পাতক ধায় ছাড়ি, পাছে তলরে,
কলা শ্রীমুখ দেখি, ভয় নাহি ডোল রে।
অম্বল আম্বল সঠা, ক্ষারি খেচড়ি বেড়া,
অন্ধড়া বড়া বেড়া মণ্ডল রে,
ছুড়া মড়া রস কোড়া সাধু সঙ্গ মেল রে।
যোগিনী যোগী পণ্ডা, চিত্ত কু করি ঠণ্ডা,
গণ্ডা গণ্ডা খেলিন খুল ধণ্ডা,
আনন্দ ভোল রে,
দাস হৃদানন্দ কু রখ পদতল রে॥

রসদায়িনী কোল ছাড়িলি, বুদ্ধি হুড়িলি।
দিনে চাঁদ মুহি লুর কুমু যাই,
পলঙ্ক উপরে চাড়িলি।
দেখি চাঁদমুখি, মুখ দেলা ডাকি,
শ্রীকরে বসন কাড়িলি, চক্ষু পাড়িলি,
মনমোহিনীর মন বিড়িলি।
তা প্রতি মাদকে, পড়ি নিমদকে,
পলঙ্ক উপরু পড়িলি,
ইনিত বাণী কি, কর্ণ রে শুনি কি,
রমণী মণি কি এড়িলি, অঙ্গ তাড়িলি,
পড়ি পড়ি পরবাদে সড়িলি।

হাসি গলি মুছি, ন হারিবা সেহি,
যেতে যেতে ভঙ্গি কাড়িলি,
স্বদানন্দ কহি, শুধোরী প্রাণ সহি,
যমকে এ গীত জুড়িলি॥

খৃষ্টানী গীত।

কীর্ত্তন।

এস সবে ভাই।
যে পথে গেছেন যিশু সেই পথে যাই॥
গিয়ে সবে কাল বরি, হেরি তারে নেত্র ভরি,
করদ্বয় যোড় করি, চরণে শির লুটাই॥
হেরিলে তাঁহারি মুখ, দূরে যাবে সব দুঃখ,
হইবে অতুল সুখ সে সুখের আর সীমা নাই।
গিলে সে ক্রুশতলে, পাষাণহৃদি যায় গলে,
যিশু লন করি কোলে, আপনার পিতার ঠাঁই॥

মুসলমানী গান।

আল্লার হুকুম ভাই সাব দুনিয়া ভরি।
ওরে খোদার দোস্ত মহম্মদ করিল জারি॥
দুনিয়াতে হইল পয়দা ঈশা পেগাম্বর।
এঞ্জিল নামে যাহার খেতা ফেরিঙ্গির আদর॥
বহুৎ বহুৎ পেগাম্বর দুনিয়াতে পয়দা হইল।
আল্লার কুদ্রতে মক্কায় মহম্মদ জন্মিল॥
মহম্মদ মদিনা পরে বাদসা হয়েছিল।
বান্দার খয়রাফির তে কোরাণ বানাইল॥
ভেস্তে যদি যাইবে কোরাণের বড়।
একচিত্তে পাঁচ ওক্ত নেমাজ তবে পড়॥
কালামল্লা পড় ভাইরে গোছল করিয়া।
জুম্মার নেমাজ পড় সকলে মিলিয়া॥
ফজরের নেমাজ পড় সাহেবিনীর সহিত।
নহে দিবা নাই রাত্র কোরাণের লিখিত॥
ত্রিশ রোজ কর এক দেল এক জানে।
হরদমে আল্লার নাম জপ মনে মনে॥
যেই জনে মহম্মদের তারিফ না মানিবে।
কাফের হইয়া সে যে দোজখে যাইবে॥

পারস্য ভাষার প্রসিদ্ধ গীত।

পারস্য ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ কবি সেখ খসরু সাহেবের একটি এবং মোলানা সেখ সাদিসাহেব প্রণীত তিনটি প্রখ্যাত গীত এস্থলে উদ্ধৃত হইল। ইহারা উভয়েই মুসলমান সাহিত্যে সুপরিচিত। খসরুর "বাগ্—ও—বাহার" কাব্য এবং সাদীর "গোলেস্তাঁ" "বোস্তাঁ" "পান্দেনামা" কাব্যসমূহ, পারস্যভাষাভিজ্ঞ পাঠকেরা অতীব যত্ন সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন।

কবি খস্রু সাহেবের গীত।

কানেংড়া।

অ্যায় চেহেরে জেবায়
তো রস্কে বোস্তানে আজরী।
হর্ চন্দ যোয়াস্ ফৎ মে কুনম্
ওয়াজ্ চহাসনে যাঁ বালা তেরী॥
তু অজ্ পরী, চাবক্ তেরী,
অজ্ বর্গে গুল নাজুক্ তেরী।
দর্ হর্চে গোয়ম্ খুশ্ তেরী
হক্কে অজায়েব্ দিল বরী॥
অ্যায় হমা অগমায়ে তো
খলকে খে দা সর্ দায়ে তো
অনর্গীশে রেনায় তো
আওর্ দো রস্মে কাফ্রী॥
মন্ তো শুদম্ তো মন্ শুদী,
মনতম্ শুদম্, তু যাঁ শুদী,
তা কস্নে গোয়েদ্ পশ্ অজীম্
মন্ দিগরম্ তু দিগরী॥
খস্রু গরিব্ অস্ৎ গদা
রোফ্তাদর্ কোয়ে সোমা।
বহেদ্ কে অজ্ বহরে খোদা
শুঁয়ো গরিবাঁ বিন্ গৃ॥

মোলানা সেখ সাদির গীত।

কানেংড়া।

হর্চে বুয়দ্ দর্ জাঁহা পন্তে পর্বর্দিগার্।
জন্ বয়ে সনা দয়ো অস্ৎ বসে আস্কার্॥

খুজা বাশদৎ নীলায়ে মানী বেহার।
পুরখ্ ভানে সব জু দর্ মজরে হুনীয়ার॥
বরকে দফ্ তয়েসৎ মাফ্ তে কিয়দ্ গার্।

—

কানেংড়া।
সো পর্দময় বোতো মায়ে খেশ্ রা।
তো দানী হেশ্যবে কমো বেশ্ রা॥
গোনা হে মনর্ মামদে দরসোমার্।
গোয়া নাম ক্যার্ বুদে আমুর্ জেগার॥

—

কানেংড়া।
অব্যাতা বুয়দ্ দর্ দহঁ। আর্ পীর্।
শরায়ে মহম্মদ্ বুয়দ্ দীল্ পীজীর॥
হবিবে খোদা অশ্ রকে আম্বিয়া।
কেয়ার্শে মজিদশ্ বুয়দ মুত্তেকা॥
সওয়ারে জাঁহাগীম্ একুরা বুরাক্।
কেবক্ অস্ৎ অজ্ বহরে নীলী রুয়াক্॥

—

পশ্তু ভাষার গীত।

সমগ্র বেলুচিস্থান, আফগানি স্থান, সোয়াট প্রদেশ, কাফ্রীস্থান এবং ভারতবর্ষের অন্তর্গত পঞ্জাবের অধীন রাওলপিণ্ডি জেলা হইতে আরম্ভ করিয়া পেশোয়ার পর্য্যন্ত ও তৎসন্নিকটস্থ সমুদয় সীমান্তবাসী মুসলমানের মাতৃভাষার নাম পশ্তু। কাবুলের মুসলমান পশ্তুভাষায় কথোপকথন করে। এই ভাষা আয়ত্ত করা কঠিন, ইহার গীত সংগ্রহ করা আরও কঠিন। ভারতীয় কাবুলী মুসলমানেরা পশ্তুভাষায় গান গায় এবং ইহাদের অনেক গীত এদেশের মুসলমানেরা মুখস্থ করিয়া গাহিয়া থাকে। দুইটী প্রসিদ্ধ পশ্তু গীত এস্থলে প্রকাশিত হইল। গীতের প্রণেতা কাজি মহম্মদ হোসেন্ মহাশয়, রাওলপিণ্ডি জেলান্তর্গত আটক মহকুমার অন্তঃপাতী সিন্ধুনদতীরবর্ত্তী আবদাল (হোসেন্ আবদাল) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত পাঠান মুসলমান ছিলেন এবং বিশেষ বিদ্বান বলিয়া ইঁহার যশ ছিল। ইং ১৮৭০ অব্দে ৮১ বৎসরে ইনি দেহত্যাগ করেন।]

—

কানেংড়া।
পুশ্ বো লবোদে অংগীর ফেজোরান্।
উরো উরে মন্ লাখিরাল্ লদে অংগেরে হন্দ্রু
জেল্ ফাল্ ফাল্ গো॥
দেবাষ্টু দেরপ জু অয়র্ উহে রম্।
কৎলেবে পস্তে দেখ্ তর্গো
হন্দ্রু এন্সা উর্ রো॥

—

কানেড়া।
ফজ্লে পরবদ্ দফো সীরানৎরা।
লবোবে লশেংগা রফো হিনারৎরা॥
অংগ-এ-মন্ডল, জিনাবৎশ্
কিপর্কে আখেন্ কিরদ্ গার্
দশ্ মেগী উবো, বলে দক্ তনে রা॥
হকুম্ ফজ্ রুর্দে রুনাউশা
দখানে দিদভি অফ্ গনৎ রা॥
হিজ্ অংগে আল্লা তালা
দস্তানে হিন্জর্ কেবিলা;
উরে তাকুরী মহম্মদ রা॥
দীদা দোশ্ তোন্ মনজীলেৎ
বহার্ শে কফাই অল্ বো শিয়া।
বর্ তবাজো হার্ চুশ্ মন্ ওকীরা।
কর্দ্দন ইব্লী ছীণ্ৎ।
পার বোবে সয়ল্ অজ্ পা
অকুশনৎ হেওয়ার্ রা॥

—

গ্রন্থ সমাপ্ত।